

32595



শ্রীমদ্দেবীভাগবতম্ ।

মহাপুরাণম্ ।

The Ramakrishna Mission
of Culture, Calcutta

শৈব শ্রীনীলকণ্ঠ ভট্ট বিরচিত তিলকাখ্য টীকা-

টিপ্পনী-বঙ্গানুবাদ-সম্মেতম্ ।

শ্রীযুক্ত রায় বরদাশ্রমাদ বঙ্গ বাহাদুরস্যা প্রযত্নেন

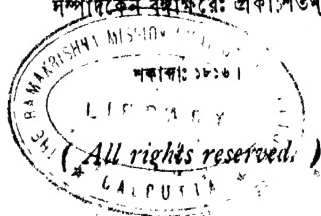
শ্রীহরিচরণ বসুনা

সম্পাদিতম্ ।

কলিকাতা-রাজধান্যাং

পাথুরিয়ানাটা ষ্ট্রীট ৭১ নং ভবনস্থ শব্দকল্পদ্রুম-কার্যালয়াং

সম্পাদকেন বঙ্গাক্ষরৈঃ প্রকাশিতম্ ।



PRINTED BY
 K. P. BASU, AT THE RAMNARAYAN PR
 71, PATHURIAGHATA STREET,
 CALCUTTA.

RMIC LIBRARY	
Acc. No.	32595
Class No.	294.1765
Date	25.6.64
St. Card	
Class.	✓
Cat.	✓
Bk Card	✓
Checked	✓

শ্রীমদ্দেবীভাগবতের সূচীপত্র ।

নবম স্কন্ধ ।

[১—৫৭৪ পৃষ্ঠা । ৫০ অধ্যায় ।]

প্রথম অধ্যায় । ১—৩০ পৃষ্ঠা ।

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক ।
পরবন্ধরূপিণী প্রকৃতি, সৃষ্টি বিষয়ে গণেশজননী দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও সাবিত্রী	
এই পঞ্চবিধ রূপ ধারণ করেন তদ্বিষয়ক বর্ণন	১
মাতা প্রকৃতি বর্ণন	৩
গণেশজননী, দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও সাবিত্রী এই পঞ্চ প্রকৃতির বর্ণন	৭
প্রকৃতির (অংশরূপিণী) গঙ্গা, তুলসী, মনসা, যমুনা, মঙ্গলচণ্ডিকা, কালী ও বহুব্রহ্মাদির	
বর্ণন	১৫
প্রকৃতির (কলারূপিণী) বর্জিপত্নী স্বাহা, যজ্ঞপত্নী দক্ষিণা, দীক্ষা, স্বধা, স্বস্তি, পুষ্টি,	
ভূষ্টি, সম্পত্তি, বৃষ্টি, মতী, দয়া, প্রতিষ্ঠা, কীর্ত্তি, ক্রিয়া, মিথ্যা, শাস্তি, লজ্জা,	
বুদ্ধি, মেধা, ধৃতি, মূর্ত্তি, শোভারূপা লক্ষ্মী ও নিদ্রাদির বর্ণন	২১
দুর্গা, সাবিত্রী ও লক্ষ্মী প্রভৃতির প্রথমপূজা বিধি	২৮
গ্রাম্যদেবী গণেশের পূজাকথন	৩০

দ্বিতীয় অধ্যায় । ৩১—৪৭ পৃষ্ঠা ।

মূলপ্রকৃতির বিষয় ও তিনি যেক্ষেপে পঞ্চপ্রকৃতির রূপ ধারণ করেন তদ্বিষয় বর্ণন	৩১
গোলোকস্থিত প্রকৃতি পুরুষ বর্ণন	৩২
প্রকৃতিতে ঐক্যের বীৰ্য্যাধান	৩৯
মুলা ও রাধিকার (উৎপত্তি)	৪১
গৌর (সাবিত্রাব)	৪৩
ঐক্যের গোপিকাপতি ও মহাদেব মূর্ত্তি ধারণ	৪৬

তৃতীয় অধ্যায় । ৪৮—৫৯ পৃষ্ঠা ।

লোকস্থিত প্রকৃতির বিষয় ও মহাবিরামের (উৎপত্তি)	৪৮
ব্রহ্ম ও মহাদেবের (উৎপত্তি)	৫৬

চতুর্থ অধ্যায় । ৬০—৭৩ পৃষ্ঠা ।

গণেশের দুর্গাদি পঞ্চপ্রকৃতি ও কলাপ্রকৃতি বিষয়ক প্রশ্ন	৬০
--	----

বিষয়	পৃষ্ঠা।
সরস্বতীর পূজা, স্তোত্র ও কবচাদি বর্ণন ...	৬৫
বিশ্বজয় নামক সরস্বতী কবচ ধারণের ফল ...	৭২

প্রথম অধ্যায়। ৭৪—৮৯ পৃষ্ঠা।

যাক্সবদ্ধাকৃত সরস্বতীমহাস্তোত্র ...	৭৪
-------------------------------------	----

ষষ্ঠ অধ্যায়। ৮০—৯০ পৃষ্ঠা।

গঙ্গাশাপে সরস্বতীর নদীরূপে পৃথিবীতে অবতরণ ও সেই নদীর মহাত্মা বর্ণন ...	৮০
বিস্তারিতরূপে সরস্বতীর অবতরণ বর্ণন ...	৮২
পদ্মার প্রতি বাণীর অভিলাষ ...	৮৫
লক্ষ্মী, গঙ্গা ও সরস্বতীর ভূগোকে মরিদাদি রূপে অবতরণ ...	৮৭

সপ্তম অধ্যায়। ৯১—৯৯ পৃষ্ঠা।

শাপোদ্ধারার্থ নারায়ণের নিকট সরস্বতী, গঙ্গা ও কনকার নিবেদন ...	৯১
সরস্বতী, গঙ্গা ও লক্ষ্মীর শাপ মোচন বর্ণন ...	৯৪
ভক্তগুণ কথন ...	৯৭

অষ্টম অধ্যায়। ১০০—১১৮ পৃষ্ঠা।

সরস্বতী প্রভৃতির ভারতে গমন ...	১০০
কলির বিবরণ ...	১০২
কঙ্কির অবতার বর্ণন ...	১০৮
পুনঃ সত্যযুগ প্রবৃত্তি বর্ণন ...	১০৯
প্রাকৃত প্রলয় বর্ণন ...	১১১
সচ্চিদানন্দ পরমাশ্রয় হইতে ব্রহ্মাদির ও সমস্ত শক্তির উৎপত্তি ...	১১৩

নবম অধ্যায়। ১১৯—১২৯ পৃষ্ঠা।

ব্রহ্মজ্ঞান (উৎপত্তি) বিবরণ ...	১১৯
বরাহ কর্তৃক পৃথিবীর উদ্ধার কথন ...	১২৪
পৃথিবীর পূজা বিবরণ ...	১২৫
পৃথিবীর ধ্যান, স্তব ও মহাদি কথন ...	১২৭

দশম অধ্যায়। ১৩০—১৩৪ পৃষ্ঠা।

পৃথিবীর প্রতি অপরাধ করিলে তাহার নরকাদি ফল প্রাপ্তি ...	১৩০
ভূমি ও পৃথিবী প্রভৃতি শব্দের ব্যুৎপত্তি ...	১৩৪

ত্রয়োদশ অধ্যায়। ১৩৫—১৪৭ পৃষ্ঠা।

গঙ্গার উৎপত্তি ও তাহার মহাত্মা বর্ণন ...	১৩৫
ভগীরথের গঙ্গাপূজা ...	১৪৫

ষাদশ অধ্যায় । ১৪৮—১৬০ পৃষ্ঠা ।

বিষয়	পৃষ্ঠা
কণ্ঠশাখোক্ত গঙ্গার ধান ...	১৪৮
বিষ্ণুপদী নাম গঙ্গাস্তোত্র ...	১৫০
গোলোক হইতে গঙ্গার প্রথমোৎপত্তি বর্ণন ...	১৫৫

ত্রয়োদশ অধ্যায় । ১৬০—১৮০ ।

গঙ্গাদেবী কিরূপে বিষ্ণুপাদপদ্ম হইতে উৎপন্ন হইলেন এবং কিরূপে বা ব্রহ্মার

কমণ্ডলুতে অবস্থিতি করিলেন এবং কিরূপেই বা শিবের প্রেমস্নী হইলেন

তদ্বিবরে নারদের প্রশ্ন ... ১৬০

গঙ্গা কিরূপে নারায়ণ প্রিয়া হইলেন তদ্বিবয়ক বৃত্তান্ত বর্ণন ... ১৬১

কৃষ্ণের প্রতি রাধার তিরস্কার ... ১৬৭

রাধিকার ভয়ে গঙ্গার কৃষ্ণচরণে প্রবেশ ... ১৭২

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদির গোলোকে গমন ... ১৭৩

ব্রহ্মা ও মহেশ্বরের প্রতি কৃষ্ণের উক্তি ... ১৭৬

কৃষ্ণ পাদপদ্ম হইতে গঙ্গার বহির্গমন ও সেই গঙ্গা বারির কিয়দংশ ব্রহ্মার স্বীয়-

কমণ্ডলুতে ও কিয়দংশ শিবের স্বীয় মস্তকে ধারণ ... ১৭৭

চতুর্দশ অধ্যায় । ১৮১—১৮৪ পৃষ্ঠা ।

জাহ্নবী ষেক্ষপে নারায়ণের পত্নী হইলেন তদ্বিবয়ক বর্ণন ... ১৮১

পঞ্চদশ অধ্যায় । ১৮৫—১৯২ পৃষ্ঠা ।

তুলসীর উপাখ্যান জানিবার নিমিত্ত নারদের প্রশ্ন ... ১৮৫

বৃন্দাবনের উপাখ্যান ... ১৮৬

ষোড়শ অধ্যায় । ১৯৩—২০২ পৃষ্ঠা ।

কুশধ্বজপত্নী মাগ্ধাবতীর গর্ভে গঙ্গার বেদবতীরূপে জন্ম গ্রহণ ... ১৯৩

বেদবতীর তপস্যা ... ১৯৪

রাবণের প্রতি বেদবতীর অভিলাষ ... ১৯৫

বেদবতীর সীতারূপে জন্মগ্রহণ ও রামের বনগমন ... ১৯৬

নায়ায়িতার উৎপত্তি ... ১৯৭

রাবণের মায়ী সীতা হরণ ... ১৯৮

সীতার দ্রোণদীরূপে জন্মগ্রহণ ... ২০০

দ্রোণদীর পঞ্চপতি হইবার কারণ ... ২০১

সপ্তদশ অধ্যায় । ২০৩—২১০ পৃষ্ঠা ।

ধর্মধ্বজের নিজপত্নী মাধবীর সহিত বিহার ... ২০৩

ধর্মধ্বজের ঔরসে তুলসীর উৎপত্তি ও তাঁহার নাম নিবন্ধ ... ২০৪

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক।
তুলসীর তপস্তা	২০৫
তুলসীর বৃক্ষরূপে বর্ণন	২০৮
অষ্টাদশ অধ্যায়। ২১১—২২৫ পৃষ্ঠা।	
তুলসীর মদনানুষ্ঠান বর্ণন	২১১
শঙ্খচূড়ের সহিত তুলসীর সাক্ষাৎ ও কথোপকথন	২১৩
তুলসীকে গ্রহবার্ষ শঙ্খচূড়ের প্রতি ব্রজার উপদেশ	২২৩
উনবিংশ অধ্যায়। ২২৬—২৩৮ পৃষ্ঠা।	
শঙ্খচূড়ের সহিত তুলসীর বিহার	২২৬
দেবগণের প্রতি শঙ্খচূড়ের উপজব	২৩১
দেবগণের বৈকুণ্ঠে গমন	২৩২
শঙ্খচূড়ের বৃত্তান্ত কথন	২৩৫
বিংশ অধ্যায়। ২৩৯—২৫০ পৃষ্ঠা।	
মহাদেব চিত্ররথকে দূত করিয়া শঙ্খচূড়ের নিকট প্রেরণ করেন	২৩৯
মহাদেবের সহিত হনু বীরভদ্রাদি, ইন্দ্র-মমাদি ও শক্রিগণের সম্মিলন	২৪৩
তুলসীর সহিত শঙ্খচূড়ের কথোপকথন	২৪৫
একবিংশ অধ্যায়। ২৫১—২৬২ পৃষ্ঠা।	
শঙ্খচূড়ের যুদ্ধোদ্যোগ	২৫১
শঙ্খচূড়ের মহাদেবের নিকট গমন	২৫৩
শঙ্খচূড়ের প্রতি মহাদেবের উক্তি	২৫৫
মহাদেবের প্রতি শঙ্খচূড়ের উক্তি	২৬০
শিবের পুনঃকথন	২৬১
দ্বাবিংশ অধ্যায়। ২৬৩—২৭২ পৃষ্ঠা।	
দেবগণের সহিত অস্ত্রবর্ণনের পরস্পর যুদ্ধারম্ভ	২৬২
কালের সহিত অস্ত্রবর্ণনের যুদ্ধ	২৬৫
কালীর সহিত শঙ্খচূড়ের যুদ্ধ	২৬৮
মহাদেবের নিকট কালীর সংগ্রামের সংবাদ প্রদান	২৭২
ত্রয়োবিংশ অধ্যায়। ২৭৩—২৭৭ পৃষ্ঠা।	
শিবের সহিত শঙ্খচূড়ের সংগ্রাম	২৭৩
হরির বৃদ্ধব্রাহ্মণ বেশে শঙ্খচূড়ের কবচ হরণ ও তুলসীর নিকট গমন	২৭৪
শঙ্খচূড় বধ	২৭৫
চতুর্বিংশ অধ্যায়। ২৭৮—২৯২ পৃষ্ঠা।	
নারায়ণের শঙ্খচূড়ের রূপ ধারণ পূর্বক তুলসীর নিকট গমন	২৭৮

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক ।
তুলসীর সহিত নারায়ণের সহবাস	২৮৯
নারায়ণের প্রতি তুলসীর অভিলাষ	২৮৯
তুলসীর সাহায্য বর্ণন	২৮৩
গণ্ডকীজাত শালগ্রাম শিলা সমূহের বিবরণ ও তন্মাহাত্ম্য বর্ণন	২৮৫

পঞ্চবিংশ অধ্যায় । ২৯৩—২৯৯ পৃষ্ঠা ।

মহামন্ত্র সহিত তুলসী পূজা	২৯৩
----------------------------------	-----

ষড়্ বিংশ অধ্যায় । ৩০০—৩১২ পৃষ্ঠা ।

সাবিত্রীর উপাখ্যান শ্রবণ নিমিত্ত নারায়ণের নিকট নারদের প্রশ্ন	৩০০
অশ্বপতির বৃত্তান্ত কথন	৩০১
গাণ্ডী জপের ফল ও জপপ্রকার	৩০২
সাবিত্রী ব্রত কথন	৩০৬
সাবিত্রীর ধ্যান	৩০৭
সাবিত্রীর স্তব	৩১১

সপ্তবিংশ অধ্যায় । ১১৩—৩১৭ পৃষ্ঠা ।

অশ্বপতির কথারূপে সাবিত্রীর জন্মগ্রহণ	৩১৩
যমসাবিত্রী সংবাদ	৩১৫

অষ্টবিংশ অধ্যায় । ৩১৮—৩২৪ পৃষ্ঠা ।

যমের নিকট সাবিত্রীর ধর্মকর্মাদি বিষয়ে প্রশ্ন	৩১৮
ধর্মকর্মাদি বিষয়ে যমের উত্তর প্রদান	৩১৯
কোন কোন কর্ম করিলে জীবগণ কিরূপ যতি প্রাপ্ত হয় তাহা বিষয়ে ধর্মের প্রতি সাবিত্রীর প্রশ্ন	৩২৩

উনত্রিংশ অধ্যায় । ৩২৫—৩৩৫ পৃষ্ঠা ।

সাবিত্রীর প্রতি ধর্মের বরদানের অভিপ্রায় প্রকাশ	৩২৫
ধর্মের নিকট সাবিত্রীর সত্যবানের গুণসে শতপুত্রাদিপ্রাপ্তি ও জীবের কর্মবিপাক শ্রবণের প্রার্থনা	৩২৬
সাবিত্রীর প্রতি ধর্মের বরদান ও জীবের কর্মবিপাক ও দানকর্মাদির ফল কথন	৩২৭

ত্রিংশ অধ্যায় । ৩৩৬—৩৫৩ পৃষ্ঠা ।

কোন কোন কর্মদ্বারা অর্গলভ ও অজ্ঞাত কোন কোন কর্ম দ্বারা মানবগণের পুণ্য লাভ হয় তাহা বিষয়ে ধর্মের প্রতি সাবিত্রীর প্রশ্ন ও যমের তাহা বিষয়ক উত্তরে দানাদির ফল কথন	৩৩৬
জন্মদেহী ও শিবব্রাহ্মী প্রভৃতি ব্রত ফল কথন	৩৪৪
হরিপূজা শিবপূজাদির ফল কথন	৩৪৯

একত্রিংশ অধ্যায়। ৩৫৫—৩৫৭ পৃষ্ঠা।

বিষয়

পৃষ্ঠাঙ্ক।

যমের সাবিত্রীকে শক্তিমন্ত্র প্রদান... ৩৫৪

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়। ৩৫৮—৩৬২ পৃষ্ঠা।

পাপিগণের পাপের ফল ভোগার্থ নরক কুণ্ড কথন ... ৩৫৮

ত্রয়ত্রিংশ অধ্যায়। ৩৬৩—৩৮১ পৃষ্ঠা।

ভিন্ন ভিন্ন পাতকিগণের ভিন্ন ভিন্ন কুণ্ডপাত বর্ণন ... ৩৬৩

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়। ৩৮২—৩৯৫ পৃষ্ঠা।

বিবিধ পাপফল কথন ও বিবিধ নরক কুণ্ড বর্ণন ... ৩৮২

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়। ৩৯৬—৪০৪ পৃষ্ঠা।

পাপিগণের নিমিত্ত অবশিষ্ট কুণ্ড বর্ণন ... ৩৯৬

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়। ৪০৫—৪১০ পৃষ্ঠা।

কুণ্ড কিরূপ, পাপিগণ তাহাতে কিরূপে অবস্থিতি করে তদ্বিষয়ে যমের প্রতি
সাবিত্রীর প্রশ্ন... ৪০৫

কিরূপে কর্তৃপক্ষন বিনষ্ট হয় ও যমপুরীর ভয় হয় না ধর্মের তদ্বিষয় বর্ণন ... ৪০৬

আবের ভোগমোহ কথন ... ৪০৯

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়। ৪১১—৪২৯ পৃষ্ঠা।

৮৬ ষড়্‌ভূতীতি কুণ্ডসংখ্যা ও সেই সকলের লক্ষণ নির্দেশ ... ৪১১

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়। ৪৩০—৪৪৫ পৃষ্ঠা।

যমের নিকট সাবিত্রীর দেবীভক্তি প্রার্থনা ... ৪৩০

যমের সাবিত্রীকে শক্তিতন্ত্রের বরপ্রদান ... ৪৩১

দেবীর গুণকীর্তন ও দেবীর উৎকর্ষ বর্ণন ... ৪৩২

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়। ৪৪৬—৪৫০ পৃষ্ঠা।

মহালক্ষ্মীর উপাখ্যান... ৪৪৬

চত্বারিংশ অধ্যায়। ৪৫১—৪৬৪ পৃষ্ঠা।

নারায়ণের নিকট লক্ষ্মীর সমুদ্রকঙ্কা হইবার বিষয়ে নারদের প্রশ্ন ও নারায়ণের
উত্তর ... ৪৫১

ইন্দ্রের প্রতি দূর্বাসার অভিলাষ বর্ণন ... ৪৫৩

ইন্দ্রের স্বর্গরাজ্য ভ্রংশ... ৪৫৯

ইন্দ্রের প্রতি বৃহস্পতির উপদেশ... ৪৬০

রাজ্যভ্রংশ নিবেদনার্থ ইন্দ্রের ব্রহ্মার নিকট গমন ... ৪৬৫

একচত্বারিংশ অধ্যায়। ৪৬৫—৪৭৩ পৃষ্ঠা।

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক।
সমস্ত দেবগণের সহিত ব্রহ্মার বিষ্ণুসন্নিধ্যানে গমন	৪৬৭
লক্ষ্মীর পরিত্যাজ্যস্থান সমূহ	৪৬৯
সমুদ্রে জন্মগ্রহণার্থ লক্ষ্মীর প্রতি বিষ্ণুর আদেশ, সাগর মন্ডন ও লক্ষ্মীর (উৎপত্তি) ...	৪৭২

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়। ৪৭৪—৪৮৪ পৃষ্ঠা।

মহালক্ষ্মীর অর্চনার ক্রম	৪৭৪
মহালক্ষ্মীর ধ্যান	৪৭৫
মহালক্ষ্মীর স্তোত্র	৪৮১

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়। ৪৮৫—৪৯৩ পৃষ্ঠা।

আহার উপাখ্যান	৪৮৫
----------------------	-----

চতুঃচত্বারিংশ অধ্যায়। ৪৯৪—৪৯৯ পৃষ্ঠা।

স্বধার উপাখ্যান	৪৯৪
------------------------	-----

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়। ৫০০—৫১৩ পৃষ্ঠা।

দক্ষিণার উপাখ্যান	৫০০
রাধার ভগ্নে কৃষ্ণের পলায়ন	৫০১
দক্ষিণার প্রতি রাধার অভিষাপ	৫০২
কৃষ্ণবিরহে রাধার খেদোক্তি	৫০৩
লক্ষ্মীর অঙ্গ হইতে দক্ষিণার উৎপত্তি	৫০৫
দক্ষিণার স্তব	৫১১
দক্ষিণার ধ্যান ও পূজাবিধি	৫১২

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়। ৫১৪—৫২৪ পৃষ্ঠা।

নারায়ণের নিকট নারদের বগী, মঙ্গলচণ্ডী ও মনসার বিবরণ জিজ্ঞাসা ...	৫১৪
শ্রীমদ্ভট্টের সহিত বগীদেবীর সাক্ষাৎ	৫১৭
বগীদেবী শ্রীমদ্ভট্টের মৃত পুত্রের জীবনদান করেন	৫১৮
বগীর পূজাবিধি	৫২০
বগীস্তোত্র	৫২১

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়। ৫২৫—৫৩৩ পৃষ্ঠা।

মঙ্গলচণ্ডীর পূজা ও কথা	৫২৫
মনসার উপাখ্যান	৫৩০

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়। ৫৩৪—৫৫৩ পৃষ্ঠা।

মনসার ধ্যান ও পূজাবিধি	৫৩৪
-------------------------------	-----

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক ।
অরুৎকার ও মনসার বিবরণ	৫৩৭
অন্তীকের কন্ম	৫৪৬
মনসার মাহাত্ম্য ও পূজাদি	৫৫১

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায় । ৫৫৪—৫৫৮ পৃষ্ঠা ।

অরুতির উপাখ্যান	৫৫৪
অরুতির পূজা	৫৫৬
অরুতির স্তোত্র	৫৫৭

পঞ্চাশত্তম অধ্যায় । ৫৫৯—৫৭৪ পৃষ্ঠা ।

রাধার ও দুর্গার মাহাত্ম্য বর্ণন	৫৫৯
রাধার বীজমুদ্রাদি	৫৬০
রাধার স্তোত্র	৫৬৫
দুর্গাদেবীর মাহাত্ম্য ও তাঁহার পূজাদির বিবরণ	৫৬৬

দশম স্কন্ধ ।

[৫৭৫—৬৫৯ পৃষ্ঠা । ১০ অধ্যায় ।]

প্রথম অধ্যায় । ৫৭৫—৫৭৯ পৃষ্ঠা ।

স্বায়ম্ভুব মহুর বৃত্তান্ত কথনে দেবীর মাহাত্ম্য কথন	৫৭৫
স্বায়ম্ভুবমহুর উৎপত্তি ও তাঁহার দেবী-আরাধনা	৫৭৬

দ্বিতীয় অধ্যায় । ৫৮০—৫৮৪ পৃষ্ঠা ।

স্বায়ম্ভুব মহুব প্রতি দেবীর বরদান ও দেবীর বিদ্যাপরীক্ষিতে গমন	৫৮০
বিদ্যাচলের বৃত্তান্ত কথন	৫৮১

তৃতীয় অধ্যায় । ৫৮৫—৫৮৯ পৃষ্ঠা ।

বিদ্যাচলের স্বর্ধ্যগতি নিরোধ,	৫৮৫
--------------------------------------	-----

চতুর্থ অধ্যায় । ৫৯০—৫৯৩ পৃষ্ঠা ।

দেবগণের শিবসন্নিধানে গমন ও স্বর্ধ্যগতিনিরোধ কথন	৫৯০
--	-----

পঞ্চম অধ্যায় । ৫৯৪—৫৯৮ পৃষ্ঠা ।

দেবগণের বিষ্ণুর নিকট গমন ও বিষ্ণু স্তুতি	৫৯৪
দেবগণের প্রতি বিষ্ণুর অভয় প্রদান	৫৯৭

ষষ্ঠ অধ্যায় । ৫৯৯—৬০৩ পৃষ্ঠা ।

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক ।
দেবগণের বিষ্ণুর নিকট বিষ্ণুর স্বর্গাগতি নিরোধ কথন	৫৯৯
অগস্ত্যের নিকট গমনার্থ দেবগণের প্রতি বিষ্ণুর উপদেশ ও দেবগণের বারানসী গমন	৬০০
কার্যসিদ্ধি করিবার নিমিত্ত অগস্ত্যের অঙ্গীকার	৬০২

সপ্তম অধ্যায় । ৬০৪—৬০৮ পৃষ্ঠা ।

অগস্ত্যদ্বারা বিদ্যাচলের উন্নতিকুঠন	৬০৪
--	-----

অষ্টম অধ্যায় । ৬০৯—৬১২ পৃষ্ঠা ।

স্বারোচিষ মহুর উৎপত্তি ও বৃত্তান্ত কথন	৬০৯
---	-----

নবম অধ্যায় । ৬১৩—৬১৭ পৃষ্ঠা ।

চাক্ষুষ মহুর উৎপত্তি ও বৃত্তান্ত কথন	৬১৩
চাক্ষুষ মহুরকে দেবীর রাজ্য প্রদান	৬১৬

দশম অধ্যায় । ৬১৮—৬২২ পৃষ্ঠা ।

বৈবস্বতমহুর ও সাবর্ণি মহুর বৃত্তান্ত কথন	৬১৮
স্বরথ নৃপতির বৃত্তান্ত বর্ণনা	৬১৯

একাদশ অধ্যায় । ৬২৩—৬২৮ পৃষ্ঠা ।

মহাকাশীর চরিত্র কথন	৬২৩
মধুকৈটভবদার্থ ব্রহ্মার মহামায়ার স্তব	৬২৪
মধুকৈটভ বধ	৬২৭

দ্বাদশ অধ্যায় । ৬২৯—৬৪১ পৃষ্ঠা ।

সাবর্ণি মহুর বৃত্তান্ত কথনে মহিষাসুর বধ ও শুক্লনিমিত্ত বধ বর্ণন	৬২৯
--	-----

ত্রয়োদশ অধ্যায় । ৬৪২—৬৫৯ পৃষ্ঠা ।

অবশিষ্ট ছয় মহুর বৃত্তান্ত কথনে করুণ, পুষ্প, নাভাগ, দিষ্ট, শর্ঘ্যাত্তি ও ত্রিশঙ্কু এই	
ছয় রাজার ভ্রামরীশক্তির আরাধনা	৬৪২
উক্ত ছয় রাজাকে মনস্তরাপিণ্য প্রাপ্তির বর প্রদান পূর্বক ভ্রামরীদেবীর	
অস্তর্ধান	৬৪৫
ভ্রামরীদেবীর বৃত্তান্ত কথন	৬৪৬
ভ্রামরী বৃত্তান্ত অবশেষের রূপ ক্রতি	৬৫৯

একাদশ স্কন্ধ ।

[৬৬১—৮৬০ পৃষ্ঠা । ২৪ অধ্যায় ।]

প্রথম অধ্যায় । ৬৬১—৬৭৩ পৃষ্ঠা ।

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক ।
নদাচার কথনে প্রাতঃকৃত্য বর্ণন	৬৬২
প্রাণায়াম বিবরণ	৬৬৮

দ্বিতীয় অধ্যায় । ৬৭৪—৬৮০ পৃষ্ঠা ।

শৌচাদি বিধি	৬৭৪
-------------	-----

তৃতীয় অধ্যায় । ৬৮১—৬৮৬ পৃষ্ঠা ।

হানবিধি	৬৮১
রুদ্রাক্ষ মাহাত্ম্য ও রুদ্রাক্ষ ধারণ বিধি	৬৮৩

চতুর্থ অধ্যায় । ৬৮৭—৬৯২ পৃষ্ঠা ।

একমুখ, ত্রিমুখ, চতুর্মুখ ও পঞ্চমুখাদি চতুর্দশ মুখ পর্যন্ত রুদ্রাক্ষ ধারণের কল	৬৮৮
--	-----

দেহের কোন্ কোন্ স্থানে কতসংখ্যক রুদ্রাক্ষ ধারণ করিতে হইবে তাহা বিবরণ	৬৯১
--	-----

পঞ্চম অধ্যায় । ৬৯৩—৬৯৮ পৃষ্ঠা ।

জপমালার বিধান	৬৯৩
রুদ্রাক্ষের মাহাত্ম্য বর্ণন	৬৯৫

ষষ্ঠ অধ্যায় । ৬৯৮—৭০৫ পৃষ্ঠা ।

রুদ্রাক্ষের আত্যন্তিক মাহাত্ম্য বর্ণন	৬৯৮
---------------------------------------	-----

সপ্তম অধ্যায় । ৭০৬—৭১১ পৃষ্ঠা ।

একমুখাদি রুদ্রাক্ষধারণের মাহাত্ম্য	৭০৬
------------------------------------	-----

অষ্টম অধ্যায় । ৭১১—৭১৬ পৃষ্ঠা ।

ছূতভক্তির বিবরণ	৭১২
-----------------	-----

নবম অধ্যায় । ৭১৭—৭২৩ পৃষ্ঠা ।

শিরোব্রত বিধান বর্ণন	৭১৭
----------------------	-----

দশম অধ্যায় । ৭২৪—৭২৯ পৃষ্ঠা ।

গৌণভস্মের বিবরণ	৭২৪
-----------------	-----

একাদশ অধ্যায় । ৭৩০—৭৩৪ পৃষ্ঠা ।

গৌণভস্মের ত্রিবিধ হইবার কারণ	৭৩০
ত্রিপুণ্ড্র ধারণের বিবরণ	৭৩২

দ্বাদশ অধ্যায়। ৭৩৫—৭৪০ পৃষ্ঠা।

বিষয়	পৃষ্ঠা।
ভাস্মধারণ মাহাত্ম্য বর্ণন	৭৩৫

ত্রয়োদশ অধ্যায়। ৭৪১—৭৪৫ পৃষ্ঠা।

ভাস্ম মাহাত্ম্য বর্ণন	৪৪১
------------------------------	-----

চতুর্দশ অধ্যায়। ৭৪৬—৭৫৩ পৃষ্ঠা।

বিভূতি ধারণ মাহাত্ম্য	৭৪৬
------------------------------	-----

পঞ্চদশ অধ্যায়। ৭৫৪—৭৭০ পৃষ্ঠা।

ত্রিপুরা ধারণ মাহাত্ম্য	৭৫৪
ছর্যাসার ললাট হইতে ভাস্ম পতন হেতু কুস্তীপাক নরকস্থ পাপিগণের স্থখ ও	
আনন্দ প্রাপ্তি	৭৬০
কুস্তীপাকের পুণ্যতীর্থ কথন	৭৬৩
পুনর্বার অস্ত্র কুস্তীপাক নির্মাণ	৭৬৪
উর্ধ্বপুণ্ড্র ধারণ মাহাত্ম্য	৭৬৭

ষোড়শ অধ্যায়। ৭৭১—৭৮৮ পৃষ্ঠা।

সন্ধ্যাবিধি	৭৭১
গায়ত্রীর উপাসনা	৭৭৫
আচমন বিধি	৭৭৫
বেচক, পুরক ও কুন্তক কালে যে যে দেবতা ধোয় তদ্বিবরণ	৭৭৬
সন্ধ্যোপাসনা দ্বারা সূর্য্যভক্ষক মন্দের নামক ত্রিংশৎকোটি রাক্ষস দাহন বিবরণ	৭৭৯
সিদ্ধাসন বর্ণন	৭৮১
জ্ঞানবিধি	৭৮৩
গায়ত্রীর চতুর্বিংশতি মুদ্রা	৭৮৬

সপ্তদশ অধ্যায়। ৭৮৯—৭৯৬ পৃষ্ঠা।

ত্রিবিধা গায়ত্রীর বিবরণ	৭৮৯
গায়ত্রীর আরাধনা	৭৯১
যে যে পুষ্প যে যে দেবদেবীর প্রিয়	৭৯৫

অষ্টাদশ অধ্যায়। ৯৯৭—৮০৬ পৃষ্ঠা।

দেবী পূজার বিশেষ বিধান	৭৯৭
যতসম্ভ্যক পুষ্পাদি প্রদান পূর্বক দেবীর পূজা করিলে যে যে ফললাভ হয়	৮০০
দেবীপূজার মাহাত্ম্য	৮০৫

উনবিংশ অধ্যায়। ৮০৭—৮১০ পৃষ্ঠা।

বিষয়	পৃষ্ঠা
মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা কথন	৮০৭

বিংশ অধ্যায়। ৮১১—৮১৮ পৃষ্ঠা।

ব্রহ্মজ্ঞাদি কীর্তন	৮১১
সায়াহ্ন সন্ধ্যা বর্ণন	৮১৫

একবিংশ অধ্যায়। ৮১৯—২২৭ পৃষ্ঠা।

গায়ত্রীর পুরস্চরণ	৮১৯
---------------------------	-----

দ্বাবিংশ অধ্যায়। ৮২৮—৮৩৪ পৃষ্ঠা।

বৈশ্বদেবাদি পঞ্চযজ্ঞের বিবরণ	৮২৮
প্রাণায়ামহোত্র	৮৩১

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়। ৮৩৫—৮৪৪ পৃষ্ঠা।

ভোজনান্তে পাত্যাদি পদান	৮৩৫
প্রোজাপত্য, কচ্ছ, সান্তপনাদি, পারক ও চাক্রায়ণাদির লক্ষণ বর্ণন ...	৮৪১

চতুর্বিংশ অধ্যায়। ৮৪৫—৮৬০ পৃষ্ঠা।

গায়ত্রীর শাস্তি কথন	৮৪৫
দোষ ও রোগাদি শাস্তি	৮৪৬
হোম ও জপাদি দ্বারা জয় ও বৃষ্টাদি, লাভ	৮৫৩
গায়ত্রী জপ দ্বারা অগ্নিমানি ঐশ্বর্য, ইন্দ্র ও ব্রহ্মবাদি প্রাপ্তি ...	৮৫৬
গায়ত্রী জপদ্বারা পঞ্চ মহাপাতক হইতে মুক্তিলাভ	৮৫৭

দ্বাদশ স্কন্ধ।

[৮৬১—১০২৪ পৃষ্ঠা। ১৪ অধ্যায়।]

প্রথম অধ্যায়। ৮৬১—৮৬৫ পৃষ্ঠা।

নারায়ণের নিকট নারদের স্বপ্নসম্বাদে পুণ্যকর্মসমূহের ও গায়ত্রীর মধ্যে অধিক	
পুণ্যপ্রদ মুখ্যতম কি ও গায়ত্রীর স্ববি ও ছন্দঃ প্রভৃতি বিষয়ে প্রশ্ন ...	৮৬১
গায়ত্রীজপের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব বর্ণন	৮৬৫
গায়ত্রীর ছন্দ ও দেবতাদি কথন	৮৬৪

দ্বিতীয় অধ্যায়। ৮৬৬—৮৬৮ পৃষ্ঠা।

গায়ত্রীর প্রত্যেক বর্ণের শক্তি কথন	৮৬৬
--	-----

সূচীপত্র ।

৮০

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক ।
গায়ত্রীর বর্ণসমূহের তত্ত্ব কথন ...	৮৬৭
গায়ত্রীর বর্ণের মুদ্রা ...	৮৬৮
তৃতীয় অধ্যায় । ৮৬৯—৮৭২ পৃষ্ঠা ।	
গায়ত্রী কবচ ...	৮৬৯
চতুর্থ অধ্যায় । ৮৭৩—৮৭৬ পৃষ্ঠা ।	
অথর্ব বেদোক্ত গায়ত্রী হ্রদয় ...	৮৭৩
পঞ্চম অধ্যায় । ৮৭৭—৮৮১ পৃষ্ঠা ।	
গায়ত্রী স্তোত্র ...	৮৭৭
ষষ্ঠ অধ্যায় । ৮৮২—৯০৭ পৃষ্ঠা ।	
গায়ত্রীর সহস্রনাম স্তোত্র ...	৮৮২
সপ্তম অধ্যায় । ৯০৮—৯৩৩ পৃষ্ঠা ।	
দীক্ষাবিষয়ে নারদের প্রশ্ন ...	৯০৮
দীক্ষাশব্দের ব্যুৎপত্তি ও দীক্ষাবিধি কথন ...	৯০৯
তত্র ভূতশুদ্ধাদি কথন ...	৯১৫
মণ্ডল লিখন ...	৯১৬
সর্কতোভদ্রমণ্ডল ...	৯১৭
কুণ্ডলংকরণ ...	৯২১
ঐক্যবাদি ও আজ্য সংস্কার ...	৯২৫
হোমবিধি ...	৯২৬
পূর্ণাহুতি ...	৯২৯
মন্ত্রগ্রহণ ...	৯৩১
অষ্টম অধ্যায় । ৯৩৪—৯৫৩ পৃষ্ঠা ।	
শক্তি ছাড়িয়া বিজগণের অন্তরে উপাসক হইবার কারণ ...	৯৩৪
দেবগণকে রূপা করিবার নিমিত্ত জগদম্বিকার বক্ষুরূপে আবির্ভাব ...	৯৩৮
ইন্দ্র যক্ষের নিকট বহ্নিকে প্রেরণ করেন ...	৯৩৯
যক্ষের নিকট বহ্নির তৃণদাহনে অসামর্থ্য কথন ...	৯৪০
ইন্দ্রাজায় যক্ষের নিকট বায়ুর গমন ...	৯৪১
যক্ষের নিকট বায়ুর তৃণচালনে অসামর্থ্য কথন ...	৯৪২
যক্ষের নিকট ইন্দ্রের গমন ও যক্ষের অন্তর্ধান ...	৯৪৩
ইন্দ্রের পুতি মায়াবীজ রূপের নিমিত্ত আকাশরাগী ...	৯৪৪
ইন্দ্রের উদ্যমুত্তি দর্শন ...	৯৪৫

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
ইশ্বের নিকট ভগবতীর (মায়াযিষ্টিত বক্ষ্মভিত্তির) সৰ্ববিষয়ের কার্যপত্র বর্ণন ...	৯৪৬
শঙ্ক্যুপাসনার নিত্যত্ব বর্ণন ...	৯৫২

নবম অধ্যায় । ৯৫৪—৯৬৮ পৃষ্ঠা ।

গৌতম শাপে ব্রাহ্মণগণের অত্র দেবতার উপাসনায় প্রকৃত্তি তদ্বিষয় বর্ণনারম্ভ ...	৯৫৪
ছত্ৰিকাংকত ব্রাহ্মণগণের গৌতমের নিকট গমন ...	৯৫৫
গৌতমস্তুবে সম্ভট্টা গায়ত্রীর গৌতমকে পূর্ণপাত্র প্রদান ...	৯৫৭
পূর্ণপাত্র দ্বারা গৌতমের সমস্ত লোককে অন্নদান ...	৯৫৮
নারদের গৌতম সভায় আগমন ...	৯৬০
ব্রাহ্মণগণের প্রতি গৌতমের গায়ত্রী শক্তি দহিত করিবার নিমিত্ত অভিষাপ প্রদান ...	৯৬২
ব্রাহ্মণগণের বেদ ও গায়ত্র্যাঙ্গাদি বিস্তরণ ...	৯৬৬

দশম অধ্যায় । ৯৬৯—৯৮৪ পৃষ্ঠা ।

মণিধ্বীপ বর্ণন ...	৯৬৯
--------------------	-----

ত্র্যাদশ অধ্যায় । ৯৮৫—১০০০ পৃষ্ঠা ।

পদ্মরাগাদি প্রাকার ও তন্নামো দেনা ও শক্তি প্রভৃতির সমন্বয় বর্ণন ...	৯৮৫
--	-----

দ্বাদশ অধ্যায় । ১০০১—১০১২ পৃষ্ঠা ।

চিন্তামণি গৃহাদি বর্ণন ...	১০০১
দেবীর ধ্যান ...	১০০৪
চিন্তামণি গৃহের পরিমাণাদি ...	১০০৭

ত্রয়োদশ অধ্যায় । ১০১৩—১০১৮ পৃষ্ঠা ।

জনমেজয় কৃত দেবীমন্তবর্ণন ...	১০১৩
-------------------------------	------

চতুর্দশ অধ্যায় । ১০১৯—১০২৪ পৃষ্ঠা ।

দেবীভাগবত পুরাণ পাঠের ফল বর্ণন ...	১০১৯
মুনিগণের নিকট হইতে স্তূতের পূজাপ্রাপ্তি ...	১০২৩
নৈমিষারণ্য হইতে স্তূতের নির্গমন ...	১০২৪

দেবীভাগবতের সূচীপত্র সমাপ্ত ।

শ্রীমদ্দেবীভাগবতম্।

নবমঃ স্কন্ধঃ।

প্রথমোহধ্যায়ঃ।

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

গণেশজননী দুর্গা রাধা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী।

সাবিত্রী চ সৃষ্টিবিধৌ প্রকৃতিঃ পঞ্চমা স্মৃতা ॥ ১ ॥

শ্রীগণেশায় নমঃ।

কান্নীরবিন্দুলালকর্ণীপুন্দারসারসীমাত্ম।

সীমন্তবকুচক্রাধারিত্রাজ্যোজ্ঞানমাং বন্দে।

কঙ্কেহস্মিন্নবমে পঞ্চপ্রকৃতীনাং প্রপঞ্চম্।

তৎপ্রসঙ্গেন চান্তানাম্ ক্রিতে বিত্তরপ চ।

অর্দ্ধাধিকাষ্টপকাশংসংসৃতেঃ শতধরাকৈঃ।

সঙ্কেপেণ চ শক্তীনাং বর্ণনং তাবদ্রুচ্যতে।

নহু সর্কোহপ্যয়ং নবমস্কন্ধোহধ্যায়তো। এছানুপূর্কীতশ্চ বুদ্ধবৈবর্ত্তান্তর্গতপ্রকৃতিখণ্ডেন
সমান এব। কচিং কচিভেদোহপি প্রারশঃ কথং জাত ইতি চেৎ সত্যং কিস্তাবদ্রাক্ষ্যে
কারণং কুজচিদেতাভূশং সমানানুপূর্কীকতেন ন দৃষ্টমিতি চেত্তদসৎ। শিবরহস্যোক্তপ্রদোব-
পূজাধ্যায়ত বুদ্ধোক্তরূপওহপ্রদোবপূজাধ্যায়েনু সমানানুপূর্কীকত্বদর্শনাৎ। তথা নারদ-
পুরাণীয়মন্ত্রপঞ্চবচনানাতঃ তত্র রাজস্ববচনৈঃ সমানত্বাৎ। তথা তন্ত্রেণ বহু তন্ত্রান্তর-
পটলানাং সমানানানুপলভ্যৎ তথা বেদেহপি ক্রজাধ্যায়ত শতশাখানু সমানত্বাৎ। পুরুষ-
হস্তাদিসূক্তানাঞ্চ শাখান্তরেণ সমানানুপূর্কীকত্বত স্পষ্টমুপলভ্যমানত্বাৎ। তথাচ যথা
সর্কজ-সমানানুপূর্কীকত্বমন্তত্ব দৃষ্টং তথা দেবীভাগবতেহপি নবমস্কন্ধত প্রকৃতিখণ্ডসমানানু-
পূর্কীকত্বমন্ত কিমশ্চর্যাম্। নহু তথাপ্যত্র পূর্ক্যপরিবোধঃ স্পষ্ট এব। তথাহি। পূর্কজ
তৃতীয়স্কন্ধে বুদ্ধবিক্রমপ্রাণং সাম্যাবস্থায়োপাধিকবুদ্ধৌ গুণবৃত্তীপদবাচ্যঃপত্তিরজি-
হিতা। তথা গোবীন্দসীমন্তবর্ত্তীনাঞ্চ ভগবতীসকাশায়েবাংপত্তিরজা। ভগবতীয়া তাতঃ
শক্তরহস্যোক্তা স্ততা ইত্যুক্তম্। নবমস্কন্ধে তু গোপালসুন্দরীরূপত্রীকসমন্তের্জাদীনামু-
পত্তি তথা গোবীন্দীনামুপত্তিভ্যস্ত শক্তয়ো বুদ্ধাদিত্যো দত্তা ঐক্যেনৈবেত্যাদিকমুক্তম্।
অন্ততঃ কচিদ্ভিন্ন স্কন্ধে পূর্কবিক্রমমেবোক্তম্। তথাচ পূর্ক্যপরিবোধঃ স্পষ্ট এবতিচেৎ।
ভিন্নবক্তৃকত্বাৎ। পূর্কপ্রবৃত্ত বক্তা ব্যাসো নবমস্কন্ধত বক্তা নারায়ণ ইতি ভিন্নবক্তৃকত্বাৎ।

তগবানু নারায়ণ নারায়ণক সন্ধান করিয়া কহিলেন, বৎস! যিনি বেদাদি সর্ক
শাস্ত্রেই (ত্রৈলোক্যসামারত্ব নারায়ণভিত্ত পুরুষস্বরূপী "প্রকৃতি" নামে ব্যাভ, সেই পুরা-

নারদ উবাচ ।

আবির্ভূতং সাক্ষরং কালং সাক্ষরমিত্যুতম্ ।

কিসা তল্লক্ষণং সাধো ! বভূব পঞ্চধা কথম্ ॥ ২ ॥

কল্পভেদেনোত্তরমুপপদ্যতে । যথা পুরাণেষু কচিচ্ছিবাদবুদ্ধিবিক্ৰোপত্তিঃ কচিৎ
বুদ্ধগঃ সকাশাচ্ছিববিক্ৰোঃ কচিপণেশাশ্রিত্যঃ কচাণাম্ । তথা স্বর্ঘ্যাদেতেবাং ত্রয়াণাং
কল্পভেদেনোৎপত্তিরভিহিতা । তথৈবাভ্যপি কল্পভেদেন উত্তরার্থভ্যপি সম্ভবাৎ । নমু
পুরাণভেদেন তিন্নাভিন্না সৃষ্টিপ্রক্রিয়া অভিহিতা । অত্র যেকস্মিন্নেব পুরাণে তিন্নাপ্রক্রিয়া-
ভিহিতেতি জনমেজয়স্তৈকন্ত শ্রোতৃব্রাহ্মণোহঃ স্তাদিত্যেচেন । মহাভারতে শিবমাহাত্ম্য-
প্রকরণে শিবন্ত বুদ্ধবিস্ময়কারণম্ । বিষ্ণুমাহাত্ম্য প্রকরণে বিষ্ণোরৈব বুদ্ধজ্ঞকারণত্বমিতি
মহাভারতাদ্য একস্মিন্নপি পুরাণে দৃষ্টম্ । এবমেবকুর্ষুপুরাণাদিসু কল্পভেদেন সৃষ্টিভেদৈক-
কপুৰাণে এব দৃষ্টম্ । নমু তথাপি শ্রোতৃব্রাহ্মণোহঃ কথং ন ভবতীতি চেন । উত্তরোক্ত-
কল্পোঃ প্রতিপাদনে সৃষ্টৈক্যবিশেষে মিথ্যাসামিথ্যাপাদার্থে ক্রতেঃ পুরাণানীনাঞ্চ নাগ্রহ-
ইতি শ্রোতৃবোধসম্ভবাৎ । যথেন্দ্রজালং কন্মজ্ঞং পরমিতি বিমর্শে ন তত্র কিসিংকারণ-
মায়ান্তিরিক্তং লভ্যতে । তথাভ্যপি সৃষ্টৌ মাতৈব সৃষ্টিং কারণমিতি বোধনর্থমেব ব্যা-
নেন তথোক্তম্ । যদোকবিধৈব সৃষ্টিস্তাস্য কারণমেকবিধমেব প্রতিপাদ্যত তথা জগতঃ
সত্যত্বম্ভ্যপি সত্যং সা মা ভবতু কিম্বনির্কটনীরমেব জগত্তবতীত্যনির্কটনীরত্বজ্ঞানার্থঃ
বিবিধসৃষ্টিপ্রতিপাদনস্ত বিবিধকারণপ্রতিপাদনস্তাবশ্যকম্ । তদ্বৎ গোড়পাদাদ্যৈঃ ।
মুঃসাহবিক্ লিঙ্গান্যৈঃ সৃষ্টির্বা চোদিতাভ্যথা । উপায়ঃ সোহবতারায় নাস্তি ভেদঃ কথ-
নেতি । বাখ্যাতক ভগবত্তির্ভাষ্যাকারমুঃসাহবিক্ লিঙ্গানিদৃষ্টোত্তোপজ্ঞানৈঃ । সৃষ্টির্বা
চোদিতা প্রকৃতিশাস্ত্রভাষ্যে চ স সর্বসৃষ্টিপ্রকারো জীবপরমাত্মৈকত্বব্রহ্মব্যতীরোপায়ো-
হম্মাকম্ । যথা প্রাণসংবাদে বাগদ্যা সুরপাপুবেদাধ্যায়িকা কল্পিতা প্রাণস্বত্ববোধনায় ।
তদপাদিতমিতি চেন । শাখাভেদেষুভাষ্যে চ প্রাণাদিসংবাদশ্রবণং । যদি সংবাদঃ পর-
মার্থ এবাত্মৈকরূপ এব সংবাদঃ সর্বশাখাশ্রোবাধিক্ কল্পনেকপ্রকারেণ নাস্রোবাৎ । ক্রমে
তু তস্মাত্তদার্থং সংবাদকৃতীনাং তথোৎপত্তিবাক্যানি প্রত্যোভব্যানীতি । তদ্রাষ্টমবদ্ব্যভে
নারায়ণেন অণাভ্যপি বক্ষ্যামি প্রকৃতেঃ পঞ্চকং পরমিতি প্রতিজ্ঞাতং প্রকৃতিপঞ্চকং
নির্দিশতি । নারায়ণ উবাচ গণেশজননীহর্গেচ্ছি । গণেশজননীহর্গেত্যেকাদেবত । প্রকৃতিঃ
পঞ্চধেতি গুণত্রয়সাম্যাবস্থায়কমায়শবলবুদ্ধরূপা প্রকৃতিঃ । প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদষ্টাভ্য-
রোধানিতি ব্রহ্মহুত্ প্রতিপাদিতা । (অপরেহ্মমিতত্বজ্ঞাং বিদ্ধি মে প্রকৃতিং পুরাম্ । জীব-
রূপাঃ মহাবাহো ! বসুদেব ধর্ম্যতে জগদিত) সৃষ্টিপ্রতিপাদ্য চ । সৈব পঞ্চধা পঞ্চবিধচর্চাদি-
বিগ্রহরূপেণ সৃতা । একতা ভগবত্যা মূলপ্রকৃতেত্রেবৈত চর্চাদয়ঃ পঞ্চাবতারা ইত্যর্থঃ ।
সৃষ্টিবিধৌ সৃষ্টিবিধানে সৃষ্টিসময়ে ইত্যর্থঃ । সৃষ্ট্যপকারার্থমিতি বার্থঃ তথা চৈতান্য পু-
নেষপি মূলপ্রকৃতেঃ জীবনৈবর্ধা এব পুত্রা জায়ত ইতি বোদ্ধব্যম্ ॥ ১ ॥

প্রকৃতিপঞ্চকনামশ্রবণমাত্রেন সজ্ঞাতহর্ষো নারদঃ পৃচ্ছতি নারদ উবাচ আবির্ভূতবতি ।
কেন নিমিত্তেন সা পঞ্চধা আবির্ভূতা বাচাবির্ভূতা সা কা বা জড়া বা তেননা বা । জড়ায়

প্রকৃতিই সৃষ্টিসময়ে গণেশজননী হুগী, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও সাবিত্রী এই পঞ্চমূর্তিতে
আবির্ভূত হন ॥ ১ ॥

নারায়ণপ্রসূতঃ এই কথা শ্রবণমাত্রেই নারদ কহিলেন, ভগবন ! এই জগতে বাহার
জ্ঞানী বলিয়া প্রসিদ্ধ, কাশ্যনি উপাধিগের সকলেরই অগ্রগণ্য । (সামুদ্র/বা জ্ঞানবতাদি)

সর্বাসাং চরিতঃ পূজাবিধানঃ তদ্ব্যবসায়ঃ ।

অবতারঃ কৃত্ত্বা কৃত্ত্বা কৃত্ত্বা কৃত্ত্বা কৃত্ত্বা ॥ ৭ ॥

প্রকারীকরণউবাচ ।

{ প্রকৃতেলক্ষণং বৎস ! কোবা বত্ন ক্রমোভবেৎ ।
কিকিঁতথাপি বক্ষ্যামি বহুতং ধর্মবক্তৃতঃ ॥ ৪ ॥

প্রকৃৎবাচকঃ প্রশ্ন কৃতিশ্চ সৃষ্টিবাচকঃ ।

সৃষ্টৌ প্রকৃষ্টা যা দেবী প্রকৃতিঃ সা প্রকীর্তিতা ॥ ৫ ॥

নারায়ণ ব্রহ্মপুত্র প্রকৃতিবস্ত্র শাস্ত্রে অবগাদাশঙ্ক্যবৃত্তেব । যদি জড়া যদি বা চেতনা কিংবা তত্ত্বালক্ষণং জ্ঞাপকম্ । সা চ পঞ্চবা কথং কেন প্রকারেণ বত্নব । সাকাদেব পকাবতারা গৃহীতা উক্ত রূপান্তরধারেণেতি প্রশ্নার্থঃ । তদেতৎ সংশয়চতুষ্টয়ং ব্যাখ্যাতৃ মর্হসীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥
শকিঞ্চ সর্বাসাং হর্গাদীনাং চরিতমবতারচরিতং পূজাবিধানঃ পূজাপ্রকারঃ ক্রিয়তো।
শুণো যস্তা দেবতারা উপাসনে যো যো শুণঃ কলং ভবতি স শুণঃ কস্তা অবতারঃ কৃত্ত্বা কৈলাসে বা বৈকুণ্ঠে বা তিষ্ঠতি তচ্চ ব্যাখ্যাতৃমর্হসীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

উত্তরমাহ নারায়ণ উবাচ প্রকৃতেরিতি । ক্রমো ভবেত্ততা অনাদিষাদিনীর্কচমীরষা-
ত্তত্ত্বতরং জ্ঞায়মানানাং পরিচ্ছিন্নানামন্যাকমরপরিচ্ছিন্নবৃক্রেববরষাক্ষেত্ততা। লক্ষণং বৎস-
বত্নকং ন কোহপি সমর্থ ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

তত্র প্রথমতস্তটস্থলক্ষণমাহ প্রকৃৎবাচক ইতি । প্রাপুন্ন ইতি বাতোঃ পচাদ্যচিনিপন্নঃ
প্রশ্নঃ । কৃতিশ্চক্স্ত ব্যাপারসামাজ্যার্থকবাৎসৃষ্টিব্যাপারার্থকবদ । তথাচ প্রকৃষ্টা মুখ্যা
কৃত্তৌ সৃষ্টৌ বা সা প্রকৃতিরিতি ব্যতিকরণপদবহুব্রীহিণাশ্বেততার্থত লাভঃ । পূর্বোদনারদি-
ষাৎ প্রা পদন্ত হ্রস্ববদ । তথাচ মুখ্যেণ সৃষ্টিকর্ত্রী বা সা প্রকৃতিরিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

সমস্তই আপনাতে জাজ্ঞান্যমান রহিয়াছে ; অতএব আপনি অহংপ্রকৃৎক বলুন, (সেই মুলা

প্রকৃতি কে ?) অর্থাৎ তিনি চৈতন্তরূপিনী, না লুডাঙ্কিকা ? কেননা, আমি ভূনিরাহি (নারা-
শব্দিত বহুই প্রকৃতি নামে অভিহিত করেন) ; যাহা হউক, আপনি তাঁহার লক্ষণ প্রকাশ

করিয়া বলুন, তাহা হইলেই সমস্ত বুঝিতে পারিব । আর এক কথা এই যে, সেই মূল-

প্রকৃতির আবির্ভাবের কারণ কি ? বিশেষতঃ তিনি পাঁচ সৃষ্টিতেই বা আবির্ভূত হইলেন

কেন ? ॥ ২ ॥ বিশেষতঃ সেই অবতীর্ণ হর্গা প্রকৃতি পঞ্চমূর্তির প্রত্যেকের চরিত্রাধা,

অর্জুনাবিধি এবং তাঁহারিগের অর্জুনাব কলুই বা কি ? আর তাঁহারিগের মধ্যে কোন্

কোন্ সৃষ্টিই বা কোন্ কোন্ মূলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহা ব্যক্ত করিয়া বলুন ॥ ৩ ॥

নারায়ণ কহিলেন, বৎস ! (এই বিশ্ব-সংসার মধ্যে এমন কে আছে যে, সম্পূর্ণরূপে

প্রকৃতির লক্ষণ ব্যক্তিতে সমর্থ হয় ?) তথাপি (আমি নিলিপিতা ধর্মোত্তর) মুখে যাহা

কিছু ভূনিরাহি, তাহাওই বিকিৎ বলিতেছি প্রবণ কর ॥ ৪ ॥ 'প্র' এই উপসর্গটি

প্রকৃৎবাচক, আর কৃতিঃ এই পদটি সৃষ্টিবাচক, অতএব যিনি সৃষ্টিবিষয়ে প্রকৃৎবাক্য সেই

গুণে সৰ্বে একুটে চ প্রশঙ্কো বর্ততে ত্রুতঃ ।

মধ্যমে রজসি কৃষ্ণে তিশঙ্কস্তমসি স্মৃতঃ ॥ ৬ ॥

ত্রিগুণাত্মস্বরূপা যা সা চ শক্তিসমবিতা ।

প্রধানা সৃষ্টিকরণে প্রকৃতিস্তেনকথ্যতে ॥ ৭ ॥

প্রথমে বর্ততে প্রশ্চ কৃতিশ্চ সৃষ্টিবাচকঃ ।

সৃষ্টেরাদৌ চ যা দেবী প্রকৃতিঃ সা প্রকীৰ্তিতা ॥ ৮ ॥

যোগেনাস্মা সৃষ্টিবিধৌ দ্বিধারূপো বভূব সঃ ।

পুমাংশ্চ দক্ষিণার্দ্ধাস্থে বামার্দ্ধা প্রকৃতিঃ স্মৃতা ॥ ৯ ॥

স্বরূপলক্ষণমাহ গুণে সৰ্বে ইতি । একুটে সৰ্বে গুণে প্রশঙ্কো বর্ততে । ব্যুৎপত্তিস্ত পূৰ্ব্বদেব । মধ্যমে রজসি মধ্যমঃ কৃষ্ণকো বর্ততে মধ্যমত্বসানুভাৱে । তমসি তমোগুণে চরমে চরমস্তিশঙ্কো বর্ততে চরমত্বানিচ্ছসাদুস্তানিতার্থঃ ॥ ৬ ॥

পদার্থমুক্তা বিশিষ্টার্থমাহ ত্রিগুণাত্ম্যেতি । নিরতিশয়াবরণবিক্ষেপাদিশক্তিসমবিতা গুণ-
ত্রয়স্যাম্যাবহাতি সৃষ্টিকরণে প্রধানা যা সা প্রকৃতিশঙ্কেনোচ্যত ইত্যর্থঃ । তথাচ প্রশং-
যুক্তঃ কৃঃ প্রকৃঃ সঞ্জন গুণেন সহিতো রজো গুণ ইত্যর্থঃ । শাকপাখিবাদিস্বাং সংযুক্তপদ-
শোপঃ । পুনঃ প্রকৃৎকৃতিঃ স্বতন্ত্রগুণজোগুণেন যুক্ত স্তি তমোগুণে বস্তাং বর্ততে ইতি
বহুব্রীহিপা গুণস্বরূপিকৈত্যর্থঃ । পুৰোধরাদিস্বাং সাধুত্বম্ ॥ ৭ ॥

পুনর্লক্ষণান্তরমাহ প্রথমে বর্ততে ইতি । প্রশঙ্কব্যুৎপত্তিঃ পূৰ্ব্ববৎ । তথাচ প্রা প্রথমঃ
সৃষ্টার্থো সা প্রকৃতিঃ সৃষ্টেরাদিত্যর্থঃ । বাধিকরণবহুব্রীহিঃ পুৰোধরাদিস্বাং সাধুত্বম্ ॥ ৮ ॥

এতেন কিংবা তল্লক্ষণং সাধো ইতি প্রশস্তোত্তরমুক্তম্ । গুণত্রয়স্যাম্যাবহাতি বর্তত
ইতি লক্ষণেন জড়া বর্তত ইত্যুক্তম্ । তেন কা বা সেতি প্রশস্তোত্তরমুক্তম্ । ইতঃ পরমা-

মহাদেবীই প্রকৃতি নামে প্রসিদ্ধা ॥ ৫ ॥ বৎস ! তোমাকে প্রকৃতি শব্দের এই যে ব্যুৎপত্তি

লক্ষণ বলিলাম ইহা (তটস্থ লক্ষণ)মাত্র ; একপ্রো উহার (স্বরূপ লক্ষণ) বলিতেছি অবহিত

হও । গুণত্রয়ের মধ্যে সত্ত্বগুণটি (বিমলত্ব এবং জ্ঞানপ্রকাশতাপ্রযুক্ত) সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া

জানিবে ; সুতরাং প্র শব্দটি প্রকৃষ্টার্থবোধক স্বতন্ত্রে প্রবর্তিত (বিক্ষেপকতা দোষপ্রযুক্ত)

রজোগুণটি মধ্যম, অতএব কৃ শব্দ রজোগুণে প্রবর্তিত বলিয়া মধ্যম জানিবে ; তমোগুণ

(জোমের আবরণ) বলিয়া অধম নামে বিখ্যাত, তি শব্দটি তমোগুণবোধক ; অতএব নিম্ন-
শরঙ্গুণে আবরণ বিক্ষেপাদি দোষবিরহিতা সেই (গুণাতীতা চিদ্রী বস্তুরূপিণী)ধন উন্নি-

খিত লক্ষণাক্রান্ত (গুণত্রয়ের সংমিলিত হইয়া) সর্বশক্তিসমবিতা হইলে, তখনই সৃষ্টিকার্য্যে

প্রধানা ; সেই জন্মই তাঁহাকে প্রকৃতি বলা যায় । বৎস নারদ ! প্রকৃতি শব্দের সলক্ষণ

ব্যুৎপত্তি পুনরার বলিতেছি প্রবণ কর, সৃষ্টির পূৰ্ব্বাবস্থার নাম প্র আর কৃতি শব্দটি সৃষ্টি-

বাচক, অতএব (যিনি সৃষ্টির পূৰ্ব্বও দেবীপাশ্বান থাকেন) সেই মহাদেবীই প্রকৃতি নামে

পরিচীকৃতি হইলে ॥ ৬-৮ ॥

ইহার তাৎপৰ্য্য এই যে, সেই নিরঞ্জনদেব পরমাত্মা সৃষ্টিকার্য্যের নিমিত্ত নিম্ন-
মায়ীভাবে দুই প্রকারে আবর্তিত হন । তাঁহারই দক্ষিণার্দ্ধ ভাগের নাম পুরুষ, আর

সা চ বুদ্ধস্বরূপা চ বিজ্ঞানী সা চ সনাতনী ।

যথাস্থা চ তথাশক্তির্ধর্মো দাহিকা হিতা ॥ ১০ ॥

অত এব হি যোগীশ্রেয়ঃ জ্ঞীপুংভেদো ন মন্ততে ।

সর্বং ব্রহ্মময়ং ব্রহ্মজ্ঞঃ সনপি নারদ ॥ ১১ ॥

বিবর্ত্ত্ব সা কেন বভূব পঞ্চা কথমিত্যন্তোত্তরমাহ যোগেনাশ্চেতি । সৃষ্টিবধৌ সৃষ্টিবিধান-
নিমিত্তং যোগেন মায়শক্ত্যা পুঙ্খানুপুঙ্খং প্রকৃত্য বৃত্ত্যাদ্য পরমাত্মা বিধায়শোভু-
নারীশ্বররূপো বভূবেত্যর্থঃ । তস্মিন্ দেহে পুরুষভাগজ্ঞাতাগরোদেশমাহ পুমাংশ্চেতি ।
মায়ামবলবন্ধণে ভগবতীপদবাচ্যাদুর্জনানারীশ্বরঃ কৃত্যঃ সমুৎপন্ন ইতি বক্ষ্যমাণগ্রহাদব-
সেদম্ ॥ ৯ ॥

নহু মায়শক্তির্জ্ঞানী নির্জিকার পরমাত্মাপি নির্জিকার ইত্যন্যোবিত্তিরয়োৰ্যোগঃ কথং
ঘটেতেত্যশঙ্ক্যাহ সা চ বুদ্ধস্বরূপাচেতি । 'যথা বহুর্দাহিকশক্তি ন বহুর্দাহি তিষ্ঠাত
কিন্তু বহুভেদেনৈব তিষ্ঠতি । তথেরমপি বুদ্ধশক্তি ন ততো ভিন্না তিষ্ঠতি কিন্তু বুদ্ধস্বরূপা
বুদ্ধভেদেনৈব তিষ্ঠতীত্যর্থঃ । তথাচ নিত্যসবুদ্ধস্বাহুভয়োঃ যোগঃ কথং ঘটেতেতি ন শঙ্-
নীয়ম্ । শক্তেঃ কেবলমাত্রাভ্যাসিকারহেতুং চৈতন্যজ্ঞানাত্মকতাঃ সবিচারবৃত্ত সর্ব-
প্রতিষত্বাপগমাল্লোহচূষকবদ্ধতাসম্ভবাত্ত মাহাশক্তিনির্জিকারত্বং ন সম্ভাবনীয়মিতি ভাবঃ ।
নিত্যা মোক্ষপদ্যন্ত্যস্মিনী । সনাতনী অনাদিরিত্যর্থঃ । তেন চানাদিসানন্তেতি বোধিতম্ ।
যস্মাদনয়োনিত্যসবুদ্ধত্বাদ্ব্যাপ্যাসনায়াং শক্তেরূপাসনা জাতিব । তথা শক্ত্যুপাসনায়-
প্যাত্মপূজা জাতিবৈতি যথাস্থেনো মহিমা সর্গোত্তরতথৈব তচ্ছক্তেরপীত্যাহ যথাস্থা চ তথা
শক্তিরিতি । যথা বহৌ হোমে বহিশক্তৌ হোমোহর্থসিদ্ধৌ ভবতি । তথা বহিশক্তৌ
হোমেহপি বহৌ হোমার্থসিদ্ধ ইতি শক্তিশক্তিমতোরীয়রপি ন কিকিৎসেদকমতীতি
ভাবঃ ॥ ১০ ॥

অতএবৈতি । যতঃ শক্তেঃ শক্তিমতশ্চ ন ভেদোহতএব যোগীশ্রেয়িবৈকিতিঃ জ্ঞীপু-
ভেদ ইয়ং জ্ঞী অয়ং পুমানিতি ভেদো ন মন্ততে । কিন্তু জ্ঞী বা পুরুষো বা যদমপি মায়া-
বিশিষ্টং বুদ্ধিব্যক্তীতি মন্তত ইত্যর্থঃ । অয়ং ভাবঃ । মায়াবিশিষ্টং বুদ্ধিবুদ্ধাবুদ্ধিপুরুষ-
রূপেণ গৌরীলক্ষ্মাদিহীর্গপেণ চ ভাসতে । তথা চোক্তোরমপি মায়াবিশিষ্টবুদ্ধাবুদ্ধকথমবি-
শিষ্টমিতি ন তেবাং জ্ঞীপুরুষহেতুপি তত্বতঃ কশ্চিৎসেদ ইত্যর্থঃ । এতেন গৌরীলক্ষ্মাদি-
শক্ত্যানুপাসনায়াং কেবলমায়শক্তেরেবেপোত্তমং বুদ্ধাবুদ্ধ্যুপাসনাস্থাং মায়াবিশিষ্ট-
বুদ্ধপ উপাস্তব্যমিতি বদন্তঃপরাস্থাঃ । শক্ত্যুপাসনায়মপি শক্তেবৃদ্ধানতিরেকাৎ ত্রেবগ্রায়া
উপাসনায়া অসম্ভবেন মায়াবিশিষ্টবুদ্ধপ এব তত্রোপাস্তব্যং । তদেবাহ সর্বং বুদ্ধময়মিতি ।
মায়াবিশিষ্টবুদ্ধময়মিত্যর্থঃ । বুদ্ধমিতি সর্বোদনম্ ॥ ১১ ॥

বার্মহর্ভাগের নাম প্রকৃতি ॥ ৯ ॥ অতএব বৎস । সেই প্রকৃতিদেবীকে নিত্য বুদ্ধরূপ সনাতনী
বলিয়া জানিবে । বস্তুতঃ যেন অগ্নি আর তাহার দাহিকা শক্তি দুইট বস্তুই পদার্থ নহে,
সেইরূপ পুরুষ আর প্রকৃতি অজিত বলিয়া হির করিবে । বৎস স্মারদ ! তুমি বুদ্ধার মানস-
পুত্র, স্মৃত্যং তোমাকে বুদ্ধাইবার লজ্জা আর অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না ; এই লজ্জাই
যোগেন্দ্রে পুরুষেরা প্রকৃতি পুরুষকে অজিতচক্রে বর্জন করেন । বলতঃ (একমাত্র সেই
নিত্য নিরঞ্জন চিৎসানন্দস্ব বুদ্ধই) নিরন্তর প্রকৃতি পুরুষরূপে সর্বত্র বিরাজমান । এই অনন্ত

সেচ্ছাময়ন্তেচ্ছরা চ শ্রীকৃষ্ণ সিন্ধুকা ।

সাবিকর্ষভূবনহসা শূলপ্রকৃতিরীশ্বরী ॥ ১২ ॥

তদাজ্ঞয়া পঞ্চবিধা সৃষ্টিকর্মবিভেদিকা ।

অথ ভক্তানুরোধায়া ভক্তানুগ্রহবিগ্রহা ॥ ১৩ ॥

কেন নিরিত্তেন পঞ্চা জাত তত্রাহ সেচ্ছাময়ন্তেতি । স্বং প্রকৃতিতত্ত্বা বা ইচ্ছা
সেবেচ্ছা পরমাখ্যানোহপি ভবত্ব্যভ্যাসেরাভিন্নত্বাৎ । ততঃ সেচ্ছাময়ন্ত শ্রীকৃষ্ণ পরমাখ্যান ইচ্ছা
কিমাখিকরা সিন্ধুকা সর্জনেচ্ছাখিকরা সা পরাশক্তিঃ পঞ্চমহাত্মতোৎপত্তানন্তরং পঞ্চ-
হুতাংশান্ গ্রহীত্বা প্রথমং কুরুক্ষেত্রপাণ্ডবিকর্তৃত্বার্থঃ । নহি পঞ্চভূতোংপত্তিঃ বিনা দেহ-
ধারণং সম্ভবতি তন্মাত্তদুৎপত্তানন্তরমেব কৃষ্ণতোংপত্তিঃ শ্রীচরণত্যা কৃতেতি বোধ্যম্ ।
দয়কোঃপন্নঃ কৃষ্ণো গোপালস্বকীরূপ ইতি বক্ষ্যতি । ততো ন বৈষ্ণবমতঃপ্রবেশ ইতি
বোধ্যম্ । নহু শ্রীকৃষ্ণপদং যোগক্লেশা গোদোকবাসিদেবতাপরমুতি তৎকথং শ্রীকৃষ্ণ
সিন্ধুকেরত্য পরমাখ্যপদং জাতমিতি চেন্ন । কেবলযোগত তত্র স্বীকার্যং । যোগেন ভু-
দর্শে শকাঃ পরমাখ্যগ্রহাঃ সম্ভবন্তীতি দোষাত্ভাব্যং । যদা সেচ্ছাময়ন্ত পরমাখ্যান ইচ্ছন্তে-
তাস্থঃ । কিমাখিকরা শ্রীকৃষ্ণ সিন্ধুকা শ্রীকৃষ্ণকর্মকসর্জনাত্মিককরত্বার্থঃ ॥ ১২ ॥

অনন্তরং তদাজ্ঞয়া পরমাখ্যাজ্ঞয়া শ্রীকৃষ্ণ যেন গ্রহীতাবতারন্ত শরীরাত্মপঞ্চবিধা পঞ্চ-
প্রকারা দুর্গাদিভেদেন সৃষ্টিকর্মবিভেদিকা তৎকর্মণো নানাভেদেন কর্তী প্রাদুর্ভূত্বার্থঃ ।
শ্রীকৃষ্ণশরীরে বঃ স্বকীর্যাত্মঃ স্থিততমঃস্থঃ সৃষ্ট্যপযোগার্থং পঞ্চা দুর্গাদিভেদেনাকরোদিতি
পিত্তিত্বার্থঃ । তত্র বিকল্পমাহ অথ ভক্তানুরোধায়াতি ১ ভক্তানুরোধার্থং বা পঞ্চবিধা
জাতত্বার্থঃ । অত্র যদ্যপি স্বাক্ষরৈব স্বয়ং প্রকৃতিঃ পঞ্চা জাতা নতু পরমাখ্যাজ্ঞয়া তন্ত
নিষ্কৃত্যবত্বাৎ । তথাপি সা স্বকীর্যাজ্ঞৈব পরমাখ্যানোহপি ভবতি দ্ব্যায়রপ্যকভাত্ত্বাৎ
ভদ্রাজ্ঞয়েত্যুক্তম্ । তত্র পঞ্চবিধরূপধারণে সেচ্ছাক্রপং নিমিত্তঃ ভক্তানুগ্রহবিধাব্যবহারম
নিমিত্তঃ সৃষ্ট্যপযোগরূপং নিমিত্তঃ চোক্তং ভবতি । কৃষ্ণাবতারধারা পঞ্চবিধা জাতোতানেন
ভূব পঞ্চা কথমিতি প্রশ্নোত্তরকোক্তং ভবতি ॥ ১৩ ॥

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বাহা কিছু দেখিতেছ এ সমস্তই ব্রহ্মময়; এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডমধ্যে এমন কোন
পদার্থই নাই, যাঁহা সেই প্রকৃতিপুরুষাত্মক ব্রহ্ম ব্যতিরেকে কণকালের অন্তও প্রকাশ
পাইতে পারে ॥ ১০—১১ ॥

বৎস ! সেই পরব্রহ্ম অনির্কটনীর মহিমাশক্তি সম্পন্ন হইলেও আমি তোমার শক্তি ও
জ্ঞানোজ্জ্বলের নিমিত্ত তাঁহার কিছুমাত্র তত্ত্ব বর্ণনা করিলাম । ঈদৃশ সেচ্ছাময় সর্ব-
জ্ঞানৈবধা শক্তিমান সেই কৃষ্ণের (পরমাখ্যার) স্বভাবাভিলাষাত্মিকা ইচ্ছার উদ্দেশ্যে যাজেই
দহসা সেই শূলপ্রকৃতি (স্বরূপা পরাশক্তি) প্রথমে সর্জনীয়তী ভূগবতীরূপে (সাহ্য্যাবস্থ
দায়োপহিত ব্রহ্মরূপিনী হইয়া) প্রাদুর্ভূত হইলেন ॥ ১২ ॥ তদনন্তর, সৃষ্টি বিষয়ক ক্রিয়-ক্রিয়
সাধনের সম্পাদন কর্ত্তাই হউক, আর ভক্তদিগের অনুরোধ নিমিত্তই হউক, স্বীয় শরীর হইতে
নৈজ ইচ্ছামত ভক্তানুরূপা পাঁচটা শক্তিসুখি উৎপাদন করিলেন; যদ্বিচ এই পঞ্চশক্তিই
প্রভেদে সর্বপ্রধান বলিয়া বিখ্যত, তথাপি ইহাদিগের মধ্যে যিনি জ্ঞানার্হ দুর্গা নামে
দাখ্যাত, ইনিই সর্বমঙ্গলময়ী পূর্ণব্রহ্মরূপিনী । কারণ, (পরমাখ্য কৃষ্ণ) স্বীকৃত মঙ্গল সাধনার্থ

গণেশমাতা দুর্গা বা শিবরূপা শিবপ্রিয়া ।

নারায়ণী বিষ্ণুমাতা পূর্ণব্রহ্মরূপিণী ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্মাদিদেবৈর্নু বিত্তির্নুভূতিঃ পুজিতা স্ততা ।

সর্বাধিষ্ঠাত্রী দেবী সা শর্ব্বরূপা সনাতনী ॥ ১৫ ॥

ধর্মসত্য। পুণ্যকীর্তিবশে মঙ্গলদায়িনী ।

স্বখমোক্ষহর্বদাত্রী শোকার্তিহুঃখনাশিনী ॥ ১৬ ॥

শরণাগতদীনার্ভপরিজ্ঞাপনায়ণা ।

তেজঃস্বরূপা পরমা তদধিষ্ঠাত্রীদেবতা ॥ ১৭ ॥

সর্বশক্তিস্বরূপা চ শক্তিরীশস্য সন্ততম্ ।

সিন্ধেশ্বরী সিদ্ধিরূপা সিদ্ধিদা সিদ্ধিরীশ্বরী ॥ ১৮ ॥

পঞ্চদশে দুর্গাবতারমহিমানমাহ গণেশমাতোতি । কক্ষো গণেশরূপেণ জনিতস্তত মাতা
পূর্ণব্রহ্মরূপিণীমামাশিষ্টব্রহ্মরূপিণ্যা দুর্গায়াঃ স্বরূপাবরণাভাবাৎ পূর্ণত্বম্ ॥ ১৪—১৫ ॥

ধর্মসত্য। ধর্মঃ প্রজাপালনাদিরূপঃ সত্যত্যা ব্যভিচাররহিতো বস্ত্যঃ সা ॥ ১৬ ॥

তদধিষ্ঠাত্রীদেবতা তচ্ছবেন কৃষ্ণত অন্তঃকরণরূপং ভোজ্য গৃহতে তত্কাধিষ্ঠাত্রী দেবতা ।
তদ্বক্তৃমুত্তরত্রিভীতীরাধ্যারে । ব্রহ্মাধিষ্ঠাত্রীদেবী সা কৃষ্ণত পরমাত্মন ইতি । তত্রাপি বুদ্ধি-
শব্দেনান্নঃকরণম্ ॥ ১৭—১৮ ॥

এই দুর্গশক্তিগর্ভেই গণেশরূপে আবির্ভূত হইলেন ; অতএব, ইনিই বিশ্ব ভগতে বিষ্ণুমাত্র
নারায়ণী (সর্ব জীবের আশ্রয়রূপা) বলিয়া পরিকীর্ণিত হইয়া থাকেন । বস্তুত এই দুর্গা-
শক্তিই পরম মঙ্গলময় (পরব্রহ্ম রূপের) প্রিয়তমা স্বরূপা শক্তি ॥ ১৩—১৪ ॥ বৎস! তোমার
অধিক আর কি বলিব, ইহাই হির আনিওঁ যে, এই সর্বমঙ্গলস্বরূপা সনাতনী ভগবতী
দুর্গা দেবীই সকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । এই অস্ত্রই কি ব্রহ্মাদি দেবগণ, কি মুনিগণ, কি
মহাগণ, সকলেই ইহাঁর অর্চনা ও স্তুবাদি করিয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥

এই ভগবতী দুর্গা ভাগ্যরূপত একবার প্রেরণ হইলে, শরণাগত ত্রৈলোক্যের সমস্ত শোক
হঃখাদি বিনাশ করিয়া ধর্ম, চিরস্থায়িনী কীর্তি, পরম পবিত্র মঙ্গলদায়ক এবং আনন্দাদি
সমস্ত সুখ, এমন কি বোহু সর্বাভ্যুৎপাদন করিয়া থাকেন ॥ ১৬ ॥ ইনি নিত্যত শরণা-
গত দীন ভক্তজনের পরম আশ্রয়স্বরূপা হইয়া তদ্বাদিগকে সমস্ত বিপদাশঙ্কা হইতে
পরিজ্ঞাপন করিয়া থাকেন । কলতঃ ইহাঁকেই পরমাত্মা রূপের অন্তঃকরণের অধিষ্ঠাত্রীরূপা
ভোজ্যদেবী পরাশক্তি বলিয়া জানিবে ॥ ১৭ ॥ এই সর্বশক্তিস্বরূপা ভগবতী দুর্গাই পর-
মাত্মা পরমেশ্বরের নিত্যসাক্ষিনী পরাশক্তি । ইনিই সমস্ত সিদ্ধপুরুষদিগের পরমাত্মাধ্যা,
অষ্টমুখ সিদ্ধি ইহাঁরই কার্যভূত; ইনিই আরাধনায় পরিভূত হইয়া ভক্তদিগকে ভক্তিপথিত
সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥

বুদ্ধিনিজা কুং পিপাসা ছায়া তস্তা দয়াঃ স্মৃতিঃ ।

জাতিঃ কান্তিক্রান্তিক্রান্তিঃ কান্তিক্রান্তিঃ চেতনা ॥ ১৯ ॥

ভূষ্টিঃ পুষ্টিস্থা লক্ষ্মী ধৃতির্লক্ষ্মী তথৈব চ ।

সর্বশক্তিস্বরূপা সা কৃষ্ণা পরমাত্মনঃ ॥ ২০ ॥

উক্তঃ ঐতৌ ঐতত্ত্বগুণাতিশয়ো বধাগমম্ ।

গুণোহন্ত্যনন্তোহনন্তায়া অপরাধা নিশাময় ॥ ২১ ॥

শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা যা পদ্মা সা পরমাত্মনঃ ।

সর্বসম্পৎস্বরূপা সা তদধিষ্ঠাতৃদেবতা ॥ ২২ ॥

সর্বশক্তিস্বরূপেতি । বুদ্ধেঃ সর্বশক্তিমূর্ত্যং কৃষ্ণা বুদ্ধেরধিষ্ঠাত্রী। হুর্গায়াঃ সর্বশক্তি-
রূপত্বং যুক্তমেব ॥ ২০ ॥

উক্তঃ ঐতৌ ঐতত্ত্বগুণ ইতি । ঐতৌ বেদে যঃ ঐতত্ত্বগুণঃ প্রসিদ্ধো গুণোহন্তি হুর্গায়াঃ
সমুৎপাদো বধাগমমাগমাননতিজন্ম্যাতিশয়ো ময়োক্তঃ বেদোক্তা গুণাঃ সর্বো ময়া নোক্তা
ইত্যর্থঃ । কৃত ইতি চেদুর্গায়া অনন্তগুণবস্ত্র বেদে প্রতিপাদনাৎ । তাবৎগুণপ্রতিপা-
দনে শক্ত্যভাবাদিত্যাহ গুণোহন্ত্যনন্ত ইতি । গুণ ইতি জাতৈতাকুবচনম্ । অপরাধমিতি
পঞ্চপ্রকৃতাভাবতারমধ্যে একোহবতার উক্তো দ্বিতীয়াবতারঃ নিশাময় শূন্যিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

শুদ্ধসত্ত্ব ইতি । যা শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা পদ্মা লক্ষ্মীঃ সা পরমাত্মনো দ্বিতীয়া শক্তিঃ দ্বিতীয়শক্ত্য-
বতাররূপা সর্বসম্পৎস্বরূপা তদধিষ্ঠাতৃদেবতা পরমেশ্বরসম্পত্তেরধিষ্ঠাত্রীত্যর্থঃ । ইদমপ্যগ্রে
বক্ষ্যতি ॥ ২২—২৪ ॥

এই মহাদেবীই অগতীহ জীবনবিবহের (বুদ্ধি, নিজা, কুখা, পিপাসা, ছায়া, তস্তা, দয়া,
স্মৃতি, জাতি, কান্তি, জাতি, শক্তি, কান্তি, চেতনা, ভূষ্টি, পুষ্টি, লক্ষ্মী ও ধৃতিরূপা) ইনিই
'বেদাদি শাস্ত্রে বিশ্বরূপিণী মহামায়া বলিয়া কীর্তিত হইয়াছেন । ফলকথা, এই অগরাধা
শক্তিই পরমায়া কৃষ্ণের স্বরূপা শক্তি ॥ ১৯—২০ ॥ বৎস! আমি সেই অনন্তগুণময়ী
ভগবতী হুর্গার যে সমস্ত গুণগাথা বর্ণন করিলাম ইহা প্রতিবর্ণিত প্রসিদ্ধ গুণরাশির মধ্যে
কিয়ৎংশ মাত্র । কেননা, বেদই বখন তাঁহার অনন্ত গুণগ্রাম বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে
পারে নাই, তখন 'এ বিশ্বমধ্যে কাহার একুশ শক্তি আছে যে, তাঁহার সমস্ত গুণমহিমা
বর্ণনা করিতে সমর্থ হয়? তবে এইমাত্র জানিও যে, আমি বাহা কিছু বলিয়াছি, তাহার
কোন ফলেই (শাস্ত্রের মত অভিক্রম করিয়া) বসি নাই । সে বাহা হউক, সেই পরম-
েশ্বরের পরাশক্তির পঞ্চা অবতারের মধ্যে হুর্গারূপা প্রথম শক্তির মাহাত্ম্য বৎকিঞ্চিৎ প্রবণ
করিলে, এক্ষণে তাঁহার শক্তির অবতার মাহাত্ম্যের বিবরণ কিঞ্চিৎ বলিতেছি প্রবণ
কর ॥ ২১ ॥

পরমাত্মার দ্বিতীয় অবতাররূপা শক্তির নাম পদ্মা (লক্ষ্মী) । ইনি বিত্ত সত্ত্বস্বরূপা এবং
এই বহাশক্তিই (পরমায়া কৃষ্ণের) সমস্ত ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ॥ ২২ ॥ এই পরম

কাত্যভিষক্তা শাস্তা চ স্থীলা সর্বস্বরূপা ।
 গোভিমোহিকাসিঁদারসকাহকারকিত্তা ॥ ২৩ ॥
 ততানুরক্তা পঙ্কাজ সর্বিভাষ্য পতিভক্তা ।
 প্রাণতুল্যা ভগবতঃ প্রেমপাজ্য প্রিয়বদা ॥ ২৪ ॥
 সর্বশাস্তাঙ্গিকা দেবী জীবনোপায়রূপিণী ।
 মহালক্ষ্মীশ্চ বৈকুণ্ঠে পতিসেবারজা সতী ॥ ২৫ ॥
 স্বর্গে চ স্বর্গলক্ষ্মীশ্চ রাজলক্ষ্মীশ্চ রাজহু ।
 গৃহেষু গৃহলক্ষ্মীশ্চ মর্ত্যানাং গৃহিণাং তথা ॥ ২৬ ॥
 সর্বপ্রাণিষু জ্যেষ্ঠে শোভারূপা মনোহরা ।
 কীর্তিরূপা পুণ্যবতাং প্রভারূপা নৃপেষু চ ॥ ২৭ ॥
 বাণিজ্যরূপা বণিজাং পাপিনাং কলহাহুৱা ।
 দয়ারূপা চ কথিতা বেদোক্তা সর্বসম্মতা ॥ ২৮ ॥

সর্বশাস্তাঙ্গিকা সর্বশাস্তাঙ্গিকৃতার্থঃ । সর্বশাস্তাঙ্গিকৃতি পাঠে সর্বপ্রশস্তপদার্থরূপে-
 তার্থঃ । বৈকুণ্ঠে ইতি । ইয়ং বৈকুণ্ঠবাসিনীতার্থঃ ॥ ২৫—২৭ ॥

সৈব স্তম্ভীঃ পুণ্যবতাং ধর্ম্মায় ভবতি পাপিনাং পাপায় ভবতীত্যাহ পাপিনামিতি ॥ ২৮ ॥

কমলীরম্ভী লক্ষ্মীরূপা মহাদেবী নিরতিশয় জিতেন্দ্রিয়া ; সুতরাং ইনি অতীব শাস্ত্রপ্রতি-
 স্থালা এবং সমস্ত মঙ্গলের আধারভূমি । আশঙ্ক্যের বিষয় এই যে, এতাদৃশ অসাধারণ
 গুণরাশি সবেও লোভ, মোহ, ক্রোধ, অহংকার, কোন মিপুই ইত্যাদি দোষ করিতেও
 সমর্থ হয় না ॥ ২৩ ॥ এই মহাদেবী নিজ পতি এবং ভক্তগণের প্রতি নিত্যতঃ অনুরক্তা ;
 বিশেষতঃ ইনি নিরন্তর প্রিয়বদা বলিয়া ভগবানের প্রাণ সম প্রীতিভাজন হইয়াছেন ;
 এই সকল অসামান্য গুণগরিমার ইনি পতিভক্তাদিগের মধ্যে প্রথম আসন পরিগ্রহ
 করিয়াছেন ॥ ২৪ ॥ এই মহাশক্তিই জীবনবিহের জীবনোপায়ার্থ একাংশে পতিরূপিণী ;
 কিন্তু, বহুশ্রুত ইনি অগতে সতীধর্ম্মের আদর্শরূপা হইয়া মহালক্ষ্মীরূপে বৈকুণ্ঠধামে নিরন্তর
 নিজপতি ইন্দ্রকীর্তনারের পদসেবার দ্বিত্যত থাকেন ॥ ২৫ ॥

বৎস! এই মহাশক্তিরূপিণী স্বর্গধামের স্বর্গলক্ষ্মী, রাজ্যধামের রাজলক্ষ্মী, শাশ্বত
 মর্ত্যলোকে কীর্তিমান্য মানবগণের গৃহলক্ষ্মী ॥ ২৬ ॥ আরও । সমস্ত প্রাণিকর্মে বা বা-
 জীর অকাঙ্ক্ষিতে যে সকল পুণ্যের সোভা হইয়াছে, সে সমস্তই ইনি, ইনিই পুণ্যক-
 র্মের কীর্তিরূপা এবং পদ্মজাত মরণভক্তিগের প্রভারূপা ॥ ২৭ ॥ অধিক কি
 বলিব, ইহা হিন্দু জাতিতে যে ইনি নিরন্তর পদসেবক কর্তব্য সাধিগের সমস্তে দয়ারূপে
 বণিজ্যগণের মধ্যে বণিজ্যরূপে এবং পাপাত্মাদের মধ্যে কলহার অনুরূপে বিরাট

সর্বপূজ্য সর্ববিশ্য্যাত্ম্যঃ সর্বোন্মিশ্রময় ।

বাগ্‌বুদ্ধিবিদ্যাভ্যাসবিভাজী চ পরমেশ্বরঃ ॥ ২৯ ॥

সর্ববিদ্যাধরুপা বা বা চ মেধী পরমতী ।

না বুদ্ধিঃ কবিতা মেধা প্রতিভা বুদ্ধিহা স্পন্দ ॥ ৩০ ॥

নানাপ্রকারশিক্ষাক্ষেত্রেদ্যার্ককলনা যত ।

ব্যাখ্যানোপায়রুপা চ সর্ববন্দেহভঞ্জনী ॥ ৩১ ॥

বিচারকারিণী প্রকৃষ্ণকারিণী শক্তিরূপিণী ।

স্বরসদীপ্তসন্ধানতালকারুণিণী ॥ ৩২ ॥

বিষয়জ্ঞানবাগ্‌রুপা প্রতিবিম্বোপজীবিনী ।

ব্যাখ্যানাকরী শাক্তা বীণাপুত্ৰধারিণী ॥ ৩৩ ॥

অন্তঃ পঞ্চম মধ্য তৃতীয়াং জ্ঞানাবিভাজীঃ তচ্চ জ্ঞানং পরমেশ্বরঃ পরমেশ্বরত্ব বুদ্ধি-
বুদ্ধিরূপঃ গৃহ্যতে । পরমত্যা বিদ্যাবিভাজী ॥ ২৯ ॥

তদেবাহ সর্ববিদ্যাধরুপেতি । কবিতাপদ্যচন্দ্রপকবিতাকারিণী কবিতারূপা বা
মেধা প্রধারণসামর্থ্যম্ । প্রতিভা বিষয়ভূগুণম্ ॥ ৩০ ॥

নানাপ্রকারা যৈ শিক্ষাক্ষেত্রেদ্যার্ককলনা যত । আকুলনরূপে-
জ্যোতঃ ॥ ৩১ ॥

স্বরাসঃ সপ্রস্রাসঃ রত্নজারয়ত্বিনিষ্টঃ সঙ্গীতঃ গানং তত্চ সন্ধানেনাসন্ধানেন যত্নালতত্ব
কারুণ্যঃ তৎপ্রতিপাদকঃ শাস্ত্রঃ তত্চ কারিণী ॥ ৩২ ॥

বিষয়জ্ঞানরূপা বাগ্‌রূপা চেত্যর্থঃ । প্রতিবিম্বোপজীবিনী সর্বজীবসজীবিনী-
ত্যর্থঃ ॥ ৩৩—৩৯ ॥

করিতেছেন ॥ ২৯ ॥ ফলতঃ এই সঙ্গীতরূপা দ্বিতীয় শক্তিকে সর্বতোভাবে অপূর্ণতর পূর্ণরূপে
এবং স্বরসরীয়া দ্বারা জ্ঞানিবে । এক্ষণে পরমেশ্বরের জ্ঞানবিভাজী, বাবা বুদ্ধি ও বিদ্যা-
রূপা তৃতীয় শক্তি অবতারের বিদ্য কল্পিত্ব বসিতেছি শ্রবণ কর ॥ ২৯ ॥

মিথি এই ক্ষমত বিবেচন সত্যত্ব বিদ্যাধরুপা, যে সঙ্কটশক্তি পবিজাতা বাসবের জগদে
বুদ্ধিরূপে অবস্থিত হইয়া বেধা (এই ধারুণসামর্থ্য), কবিতাবুদ্ধি, বুদ্ধিশক্তি ও প্রতিভাশক্তি
(কার্যকালে তত্ত্ব বিবরের ক্ষুণ্ণ) এমন কল্পনা থাকেন, সেই তৃতীয় অবতার শক্তির
রাস পরমতী ॥ ৩০ ॥ স্বকীর্ত্তবীর কোন বিষয় লক্ষ্য হইলে ইমিই তাঁহাবিরক্ত সেই
লক্ষ্যে ব্যাক্যার্থ বোধকর করাইয়া লব্ধ সংসার ছেদন এবং আকামিষাক-সিদ্ধান্ত-সক-
লকে তির তিরুপ কর সন্ধান করিয়া যেন ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥ পত্রিকানিকের প্রকৃষ্ণা শক্তি,
কি কীর্ত্তশক্তি, অথবা সামান্য ব্যঙ্গলিঙ্গের স্বর-সঙ্গীতর-সঙ্গার, কি জ্ঞান করণ,
এই যত্নশক্তিকে এ বিষয়েই কারণ করিয়া জ্ঞানিবে ॥ ৩২ ॥ এই সকলবিধই সত্য
শাস্ত্রের জ্ঞান ও জ্ঞান অর্থঃ কিত্তরূপা, ইত্যাকেই বুঝাইয়া ঐশ্বর্যের স্বক বিব-

শুকসবরূপাঃ শুকীনাঃ শ্রীমদ্বিষ্ণুঃ ।

হিমচন্দনকুন্দলকুন্দুলাভাসমিচ্ছাঃ ।

যজ্ঞতী পরমাঃ শ্রীমদ্বিষ্ণুঃ কুন্দলমিচ্ছাঃ ৩৫ ॥

তপাঃকরুণাঃ তপাঃময়ঃ কুন্দলমিচ্ছাঃ ৩৬ ॥

সিদ্ধিবিদ্যাঃকরুণাঃ সর্বসিদ্ধিপ্রদাঃ সখাঃ ।

কয়ঃ বিদ্যাঃ শ্রীমদ্বিষ্ণুঃ কুন্দলমিচ্ছাঃ সখাঃ ৩৭ ॥

দেবী তৃতীয়াঃ শ্রীমদ্বিষ্ণুঃ কুন্দলমিচ্ছাঃ ।

যথাগমঃ যথাকিঞ্চিদগম্যঃ যঃ নিবোধ মে ৩৮ ॥

মাতা চতুর্থীঃ বর্ণনাঃ বেদান্তানাম্ হৃদসাম্ ।

সম্ভাঃকন্দনমজ্জাঃ তন্ত্রাঃগাঃ বিচক্ষণাঃ ৩৯ ॥

বিজ্ঞাতিজ্ঞাতিকরুণাঃ চ জপিঃকরুণাঃ তপস্বিনীঃ ।

ব্রহ্মণ্যতেজোরুপাঃ চ সর্বসংস্কাররূপিণীঃ ৪০ ॥

পবিত্ররুপাঃ শ্রীমদ্বিষ্ণুঃ গায়ত্রী ব্রহ্মণ্যঃ প্রিয়াঃ ।

তীর্থানি যজ্ঞাঃ সংস্পৃশ্যঃ বাক্তিঃ শ্রীমদ্বিষ্ণুঃ ৪১ ॥

ব্রহ্মণ্যঃ প্রিয়ৈতানেন গায়ত্রী ব্রহ্মণ্যঃকন্দলমিচ্ছাঃ ৪২-৪৩ ॥

জানরুপা এবং বাক্যরূপা জানিবে। অধিক কি, এই মহাশক্তিকে অবলম্বন করিয়াই জীবগণ নিজ নিজ জীবনযাত্রা মিষ্টা করিয়া থাকে। ‘আসিত সমস্ত বিদ্যার জন্মদাতা’ শ্রীমদ্বিষ্ণু জীবকে এইটী জানাইবার অঙ্কই এই মহাদেবী সমস্ত জীবের একমাত্র বীণা, অপর হস্তে পুস্তক ধারণ করিয়া বহিরাগমন ৩৩ ॥ ইনি শুকসবরূপা, শুকীনা ও শ্রীমদ্বিষ্ণু একাক্ষর ত্রিষ্ণুসম। ইহার বর্ণ হিমশিলা, চন্দন, কুন্দ, চন্দ্র, কুন্দুলা ও বেত সমোজ সমস্ত গৌর। ইনি নিরস্ত্র কেবল কুন্দলমিচ্ছা। গায়ত্রী পরমাঃ শ্রীমদ্বিষ্ণুঃ কুন্দলমিচ্ছাঃ ৩৪ ॥ ইনি সর্বসংস্কার-বিধি ও বিধায়করূপা, ইনি সর্বদা সত্যকে সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন। ইনি না থাকিলে অগতির যাবতীর বিগ্রহ সত্য সত্য ব্যক্তিভাব মুক্ত হইয়া থাকিত ৩৫ ॥ যেকোনো কল্পনাকল্পকে তৃতীয়া দেবী করিয়া কীর্তন করিয়াছে, ইনিই সেই তৃতীয়া দেবী সমস্ত জীব। এই আমি তাঁহার কন্দল-বর্ণন করিলাম, এককণ্ঠে গায়ত্রী নামে অগম্য দেবীকে গায়ত্রী নামে কহিতেছি একমাত্র ৩৬ ॥

‘মিনী চতুর্থীঃ বর্ণনাঃ বেদান্তানাম্ হৃদসাম্’ ইনি কয়ঃ বিদ্যাঃ শ্রীমদ্বিষ্ণুঃ কুন্দলমিচ্ছাঃ সখাঃ ৩৭ ॥ ইনি যথাগমঃ যথাকিঞ্চিদগম্যঃ যঃ নিবোধ মে ৩৮ ॥ ইনি মাতা চতুর্থীঃ বর্ণনাঃ বেদান্তানাম্ হৃদসাম্ ৩৯ ॥ ইনি সম্ভাঃকন্দনমজ্জাঃ তন্ত্রাঃগাঃ বিচক্ষণাঃ ৪০ ॥ ইনি বিজ্ঞাতিজ্ঞাতিকরুণাঃ চ জপিঃকরুণাঃ তপস্বিনীঃ ৪১ ॥ ইনি ব্রহ্মণ্যতেজোরুপাঃ চ সর্বসংস্কাররূপিণীঃ ৪২ ॥ ইনি পবিত্ররুপাঃ শ্রীমদ্বিষ্ণুঃ গায়ত্রী ব্রহ্মণ্যঃ প্রিয়াঃ ৪৩ ॥ ইনি তীর্থানি যজ্ঞাঃ সংস্পৃশ্যঃ বাক্তিঃ শ্রীমদ্বিষ্ণুঃ ৪৪ ॥

শুদ্ধাচারিকমরূপা শুদ্ধস্বভাবরূপিণী ।

পরমানন্দরূপা চ পরমা চ সনাতনী ॥ ৪১ ॥

পরব্রহ্মস্বরূপা চ নির্বাণপদধারিণী ।

ব্রহ্মতেজোময়ী শক্তিভবধিতাত্ত্বদেবতা ॥ ৪২ ॥

যৎপাদরজসা পুতঃ সৰ্গঃ সৰ্ব্বক মারদ ॥

দেবী চতুর্থী কথিতা পঞ্চমী বর্ণনানি তে ॥ ৪৩ ॥

পঞ্চপ্রাণাধিদেবী যা পঞ্চপ্রাণস্বরূপিণী ।

প্রাণাধিকপ্রিয়তমা সৰ্ব্বাত্মা হৃদয়ী পরা ॥ ৪৪ ॥

সৰ্ব্বযুক্তা চ সৌভাগ্যদানিণী গৌরবাধিতা ।

বামাদ্বার্দ্ব্যস্বরূপা চ শুণেন তেজসা সমা ॥ ৪৫ ॥

পরাবরা সারস্বতা পরমাদ্যা সনাতনী ।

পরমানন্দরূপা চ ধৃতা মায়া চ পূজিতা ॥ ৪৬ ॥

রাসক্ৰীড়াধিদেবী শ্রীকৃষ্ণস্য পরমাশ্রয়ঃ ।

রাসমণ্ডলসম্বৃতা রাসমণ্ডলমণ্ডিতা ॥ ৪৭ ॥

তদধিতাত্ত্বদেবতা ব্রহ্মতেজো জীবরূপশ্চিদাতাসত্তদধিতাত্ত্বীত্যর্থঃ ॥ ৪২—৪৩ ॥

পঞ্চপ্রাণাধিদেবী রাগা । পঞ্চপ্রাণাধিতাত্ত্বীত্যর্থঃ ॥ ৪৪—৪৭ ॥

হইয়া থাকেন, যিনি সত্ত্ব(বুদ্ধলোকে)অবস্থান করেন, সহস্রার তীর্থ, পবিত্র হইবার নিমিত্ত
বাহার সংস্পর্শ প্রার্থনা করিয়া থাকে ॥ ৪০ ॥ বাহার বর্ণ বিতম্ব ক্ষতিকেব ভ্রাতৃ ও ভ্রবর্ণ, যিনি
স্বয়ং শুদ্ধস্বভাবরূপা, পরমানন্দরূপা, সৰ্ব্ব শ্রেষ্ঠা ও সনাতনী ॥ ৪১ ॥ যিনি পরব্রহ্মরূপিণী ও
মোক্ষদায়িনী, যিনি ব্রহ্মের তেজোময়ী শক্তি ও ব্রহ্মতেজের অধিতাত্ত্বী দেবতা ॥ ৪২ ॥ বাহার
চরণ-দ্বয় সংস্পর্শে সমস্ত অগৎ পুত হইতেছে, সেই দেবী সাবিত্রীই চতুর্থী প্রকৃতি । বৎস
নারদ ॥ এক্ষণে তোমার পঞ্চমী শক্তি দেবী রাধিকার বিবরণ বীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ
কর ॥ ৪৩ ॥

যিনি পঞ্চপ্রাণের অধিতাত্ত্বী দেবী, যিনি স্রবঃ সকলের জীবনরূপা, যিনি শ্রীকৃষ্ণের
প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তমা, যিনি সহস্রার প্রকৃতি দেবী অপেক্ষা অধিকতর স্নান্যবী ও
সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠা ॥ ৪৪ ॥ যিনি সর্বমুখ পদার্থে বিদ্যমান রহিয়াছেন, যিনি সৌভাগ্য প্রদায়িনী
পূজিতা, বাহার গৌরবের সীমা নাই, যিনি শ্রীকৃষ্ণের বাসস্থানরূপা এবং শ্রীকৃষ্ণ কিংবদন্তী
কিছুতেই তাঁহা অপেক্ষা উন্নত নহেন ॥ ৪৫ ॥ যিনি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠতর, সকলের সার-
স্বত্ব, সর্বোৎকৃষ্ট, সকলের আশ্রয়, সনাতনী, পরমানন্দরূপা এবং ধৃতা মায়া ও সকলের
পূজিতা ॥ ৪৬ ॥ যিনি পরমাদ্যা শ্রীকৃষ্ণের রাসক্ৰীড়ার সান্নিধ্যের কারণ হইতে বাসরূপে

রাসেশ্বরী হুয়সিকা রাসাধিনিবাসিনী ।

গোলোকবাসিনী মেধী গোপীশেষবিধারিকা ॥ ৪৮ ॥

পরমাহ্বারুণা চ সত্যোবহুবলশিখী ।

নিষ্ঠুগা চ নিরাকারা নিলিণ্ডান্বরুণিণী ॥ ৪৯ ॥

নিরীহা নিরহকারা তক্তানুগ্রহবিগ্রহা ।

বেদানুসারিধানেন বিজ্ঞাতা সা বিচক্ৰণৈঃ ॥ ৫০ ॥

দৃষ্টিদৃষ্টা ন সা চৈশঃস্বরৈশ্চৈমুনিপুত্রৈবৈঃ ।

বহিঃশৃঙ্গাংশুকধরা নানালঙ্কারভূষিতা ॥ ৫১ ॥

কোটিচন্দ্রপ্রভাপুটসর্বশ্রীযুক্তবিগ্রহা ।

শ্রীকৃষ্ণভক্তিদাতৈশ্চকরা চ সর্বসম্পদামু ॥ ৫২ ॥

অবতারে চ বারাহে বৃষভানুহতা চ য়া ।

যৎপাদপদ্মসংস্পর্শপবিত্রা চ বহুধরা ॥ ৫৩ ॥

গোপীশেষবিধারিকা গোপিকারূপাণাং জনরিজীত্যর্থঃ ॥ ৪৮—৪৯ ॥

বেদানুসারিধানেন বেদোক্তধানেন বিজ্ঞাতা ধাত্তেত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

দৃষ্টিদৃষ্টেতি । ঈশ্বরীশ্বরেরূপি স্ত্রৈশ্চৈমুনিপুত্রৈবৈশ্চ সা দৃষ্টিদৃষ্টা চক্ষুঃ দৃষ্টা ন তবতী-
ত্যর্থঃ । বহিঃশৃঙ্গাংশুকধরা বহোত্যাক্ষসপি ন শৃংগঃ তবত্যোতাদৃশঃ বহুভবিশেষতাংশুকং
বস্ত্রং তল্লিঃশৃঙ্গাংশুকমিত্যুক্তে তৎপরিধানকর্তৃত্বার্থঃ ॥ ৫১ ॥

পুটী পূর্ণা বা সর্বশ্রী । শ্রীকৃষ্ণত্বং তত্ত্বিত্যক্তে তয়োঃ করা সম্পাদক করা কর্তৃত্বার্থঃ ॥ ৫২ ॥

অবতারে চ বারাহে ইতি । বরাহাবতারে বারাহকরে ইত্যর্থঃ । তস্মিন্ করে বৃষ-
ভানুগ্রহঃ কখন গোপতত্বজ্ঞতা চ বা তবতীত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

উৎপত্তি হইরাছে, যিনি রাসমণ্ডলের ভূষণ স্বরূপা ॥ ৪৭ ॥ যিনি রাসেশ্বরী, রসিকার

অগ্রগণ্যা এবং নিম্নত রাসাবাসে অবস্থান করিতেছেন, গোলোকস্থান বাহার নিবাস স্থান,

বাহা হইতে সমস্ত গোপীশ্রব সত্ত্ব হইরাছেন ॥ ৪৮ ॥ যিনি পরমানন্দ, পরম সত্য ও

পরম হর্বরূপা, যিনি সত্যদি গুণত্রয়ের অতীত পদার্থ ও নিরাকার ; কিন্তু নিগিপ্রত্যয়ে

সর্বত্র অবস্থান করিতেছেন, যিনি সত্যের আচ্ছাদন ॥ ৪৯ ॥ যিনি সকল বিষয়েই

নিমিত্ত ও অহরহরূপে যিনি ভক্ত-জনের প্রতি অহরহ প্রকাশার্থই কেবল বিগ্রহ ধারণ

করেন, নিচকণ পতিতলপ কেবল যেরূপে স্থান দান বাহার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৫০ ॥

অর্থাৎ ঐ মনোজগৎ বাহারই কেবল চক্রে বেগে নাই, বাহার পরিচয় অগ্নিপ্রদীপিত সত্ব-

জ্ঞান পটবস্ত্র এবং সর্বত্র সর্বাধিক অস্তিত্বের বিস্তৃতি ॥ ৫১ ॥ বাহার পরীক্ষাতি সন্দর্শন

করিলে যাহা হইবেন অকল্পিত কোটিরূপে হইরাছে, যিনি কৃষ্ণদাত, কৃষ্ণভক্তি ও

সমস্ত সম্পত্তির দানকর্তা ॥ ৫২ ॥ যিনি বহুধরূপে অর্থাৎ বারাহাবতার সময়ে বরাহী

ব্রহ্মাদিত্তিরদ্ব্যুত। যা নৈবৈদ্ব্যুত। চ-ভাবতে।

জীবনসঙ্গীত-কল্যাণ-মহেন্দ্র-বিদ্যা-১৫৪।

যথাস্থরে নবমম্নে কোলা যৌগাননী যুনে।

ସାଞ୍ଚି ବର୍ଷମହାଧାନି ପତ୍ରଫଳ ବୁଦ୍ଧିମୁଖୀ ୧୫ ୫୫

যৎপাদপদানবদ্রকয়ে চাষকয়ে ।

नष्ट दृष्टेः शत्रुशक्तिः प्रत्याकम्भाभिः का कथा ॥ ८७ ॥

तेनैव उपजा मुक्तां धूवि ब्रम्हावने वने ।

କଥିତା ପଦ୍ୟା ଦେବୀ ନାମାଧା.ଚ ପ୍ରକୀର୍ତ୍ତିତା ॥ ୧୩ ॥

বা ব্রহ্মাদিভিরপাদৃষ্টা সা নৈকৈর্ভারতে খণ্ডে বৃক্ষাবনে দৃষ্টেভ্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

বধায়রে ইতি। অস্বরে দ্বিদামানো যো নবধনস্তরুণধনো নিবিড়ধনস্তুগ্মিন্ বা সৌদা-
ম্বিনী বিচ্যন্নতা তবচ্ছোভতে ইত্যর্থঃ ॥ ৫৫—১৬ ॥

অঃ তাঁবঃ মূলপ্রকৃতিস্তাবঃ সর্লেক্ষরীমায়াবিশিষ্টবুদ্ধরূপিণী । যথা সমষ্টিবাহীজ্ঞাপা-
মবিস্তাভীদেবতাধিতাৰ্কাপ্রচোতঃশিববাহীজ্যোপজমিতরূপা বিনির্ময়ৈ । তথৈব সমষ্টিবাহ্যস্তঃ-
স্করণানামবিষ্ঠাভীঃ চুর্গাঃ সমষ্টিব্যাপ্তিসম্ভাবিষ্ঠাভীঃ লক্ষ্মীঃ সমষ্টিব্যাপ্তিব্যুৎপাদিষ্ঠাভীঃ জ্ঞানা-
ধিষ্ঠাভীঃ সরসভীঃ সমষ্টিবাহ্যাম্মুক্ততেজোরূপকৌবাধিষ্ঠাভীঃ সাবিষ্ঠীঃ তথৈব পঞ্চপ্রাণা-
ধিষ্ঠাভীঃ রাধাক শ্রীকৃষ্ণরূপং ব্রূবা তৎস্বরূপনিতশক্তিতো নির্ময়ৈ । আসাক পঞ্চদেবীনাং
মূলপ্রকৃত্যবতারণাং সর্বপাপকষং মূলপ্রকৃতিসমানমহিমযঃ চাভীতি । মূলপ্রকৃতের্যা-
বিশিষ্টবুদ্ধরূপিণ্যা অধিতাভূরণং শ্রীভূবনেশ্বরীতি তৃতীয়স্বক উক্তং ন বিশ্বস্তব্যম্ । যদাপি
পমার্থমাত্রম্ মূলপ্রকৃতিরূপণং বুদ্ধাবিকাদিপূৰ্ব্বা অপি মূলপ্রকৃতিরূপাত্তদংশা এব ।
তদাপি জীব্য-এসবাবিশিষ্টরূপস্ত বিশেষগুণতাত্ত্বিকস্ত সৰ্বানত এব জীলিঙ্গপ্রয়োগস্ত তত্রৈব
সৰ্বাক জীদেব তদংশাবাহিতিকৃত । পরমার্থস্ত পূৰ্ব্বা অপি মূলপ্রকৃত্যংশরূপা এব ।
তদুক্তমচাৰ্য্যৈঃ প্রপঞ্চসারে প্রথমপটলে । পুস্তকংসকয়োভ্যাপ্যাপনান্ন বিশিয়াতে ঠিতি ।
সৰ্গং দেবীময়ঃ জগদিতি চ । ঐতিহ্য মায়াক্ত প্রকৃতিং বিদ্যাম্মারিনস্ত মহেশ্বরম্ । তয়ো-
বিস্তৃতিসেশো বৈঃ জগদেভ্যচরাত্মমিতি ॥ ৫৭ ॥

[illegible]

শত্ৰুঘ্নোনিষ্ঠাভ্যেবমুতাপাংস্তিষ্ঠত্বপিতৃ ।

তপঃসম্পাদিনী সদ্যো ভারতেষু তপস্বিনাম্ ॥ ৬৩ ॥

চন্দ্রপদ্মকীরমিতা শুভসম্ভবরূপিতৃ ।

নির্মলা নিরহকারা সাক্ষী নারায়ণপ্রিয়া ॥ ৬৪ ॥

প্রধানাংশবরূপা চ তুলসী বিষ্ণুকামিনী ।

বিষ্ণুভূষণরূপা চ বিষ্ণুপাদস্বিতা সতী ॥ ৬৫ ॥

তপঃসম্ভবপূজাদিসম্ভবসম্পাদিনী যুনে ।

সারভূতা চ পুষ্পাণাং পবিত্রা পুষ্পাদা সদা ॥ ৬৬ ॥

দর্শনস্পর্শনাভ্যাক সদ্যো নিক্ষিপদায়িনী ।

কলৌ কলুষশুদ্ধিপ্রদানা যামিরূপিতৃ ॥ ৬৭ ॥

যৎপাদপদ্মসংস্পর্শাৎ সদ্যঃপূতা বহুধরা ।

যৎস্পর্শদর্শনে চৈবেচ্ছক্তি তীর্থানি শুদ্ধয়ে ॥ ৬৮ ॥

যয়া বিনা চ বিশেষ্য সর্বকর্মে চ নিষ্ফলম্ ।

মোকদা বা মুমুক্শাং কামিনী সর্বকামদা ॥ ৬৯ ॥

অটরূপো য়েঃ । মুতাপাংস্তিষ্ঠত্বপিতৃ বৈতবর্ণবাৎ ॥ ৬৩—৬৪ ॥

প্রধানাংশবরূপা চ তুলসীমাং প্রধানাংশেত । ইয়ং তুলসীবিষ্ণুবিষ্টাঙ্গী জীর্জ্বলিত্বতঃ
এবং গদ্যপি জীর্জ্বলিত্বতঃ বোধ্যম্ ॥ ৬৫—৭০ ॥

যিনি এই কর্মক্ষেত্রে ভারত-বাসী তপস্বিগণের সমাসভূত তপস্বী ॥ ৬৩—৬৪ ॥ বাহার প্রভা
পূর্ণচন্দ্রের ভায়, যেতসরোজের ভায় ও চুধের ভায় ধবল বর্ণ, যিনি বিতুত সত্ত্বরূপিতৃ,
নির্মলা নিরহকারা সাক্ষী ও নারায়ণপ্রিয়া, সেই ত্রিভুবনপাবনী গঙ্গা মূলপ্রকৃতির অংশ ॥ ৬৪ ॥

বিষ্ণুকামিনী দেবী তুলসী, যিনি নারায়ণের অলঙ্কারিতা, যিনি নিরত নারায়ণের
পাদপদ্মে অবস্থান করিতেছেন ; কি তপস্বী, কি সন্ন্যাসী, কি পূজাদি কার্য সম্বন্ধে বাহা
বার সম্পাদিত হইয়া থাকে, যিনি পুষ্পের মধ্যে প্রধানা, পবিত্রা ও পুষ্পদায়িনী,
সারভূত বর্ণের ও স্পর্শনে সদা নিক্ষিপ পদ লাভ হইয়া থাকে, যিনি তির কলিযুগে পাপ
কাঠি ধ্বংসের আর বিজীর্ণ অস্থি নাই, যিনি অরং অস্তিত্বপিতৃ, বাহার পাদপদ্ম সংস্পর্শে
বহুধরা পূত হইয়াছেন, তীর্থ সকল বা বৈষ্ণবভক্তদের মিসিত বাহার স্পর্শ ও স্পর্শন
কার্য্য করিয়া থাকে, বাহারকে ব্যতীত বিশ্বের সমুদায় কার্য্য নিষ্ফল হয়, যিনি মুমুক্শু-
গণের মোক্ষদায়িনী, যিনি সকলের সর্বপ্রকার মঙ্গলপ্রদ হুলেশ্বর করিয়া থাকেন, যিনি
অরং কলুষক বরূপা, যিনি ভারতের বাবতীর্ণ যুগের অবিষ্টাঙ্গী য়েবতা, ভারতবাসিনী
কামিনীগণের জীতিসম্পাদনের মিসিত বাহার উপপতি হইয়াছেন ত যিনি সর্বজেনৈব দেবতা

কল্পবৃক্সরূপা মা ভারতে বৃক্সগিণী ।

ভারতীনাং প্রাণনারাজা মা পরমেশ্বরা ॥ ৭০ ॥

প্রধানাংশরূপা মা মনসা কল্পপাক্ষজা ।

শঙ্করপ্রিয়শিষ্যা চ মহাজ্ঞানবিশারদা ॥ ৭১ ॥

নাগেশ্বরস্তানন্তস্ত ভগিনী নাগপুঞ্জিতা ।

নাগেশ্বরী নাগমাতা স্তম্বরী নাগবাহিনী ॥ ৭২ ॥

নাগেশ্বরগণসংযুক্তা নাগভূষণভূষিতা ।

নাগেশ্বরবন্দিতা সিদ্ধা যোগিনী নাগশায়িনী ॥ ৭৩ ॥

বিষ্ণুরূপা বিষ্ণুভক্তা বিষ্ণুপূজাপরায়ণা ।

তপঃস্বরূপা তপসাং ফলদাত্রী তপস্বিনী ॥ ৭৪ ॥

দিব্যাং ত্রিলোকবর্ষঞ্চ তপস্তপ্ত্বা চ যা হরেঃ ।

তপস্বিনীষু পূজ্যা চ তপস্বিষু চ ভারতে ॥ ৭৫ ॥

সর্বমজ্ঞাধিদেবী চ জ্বলন্তী ব্রহ্মতেজসা ।

ব্রহ্মস্বরূপা পরমা ব্রহ্মভাবনতৎপরা ॥ ৭৬ ॥

জরৎকারমুনেঃ পত্নী কৃষ্ণাংশস্ত পতিব্রতা ।

আস্তিক্যস্ত মুনেশ্বরী প্রবরস্ত তপস্বিনাম্ ॥ ৭৭ ॥

প্রধানাংশস্বতাং মনসা দেবীং বর্ণয়তি । মনসা কল্পপাক্ষজৈ শঙ্করত প্রিয়শিষ্যভূত-
তার্থঃ । শঙ্করগোপদেশো মনসা দেবী নত্ব ইত্যর্থঃ । অতএব মহাজ্ঞানবিশারদা ॥ ৭১—৭৩ ॥
কৃষ্ণাংশস্ত জরৎকারমুনেঃ পত্নীত্যর্থঃ । ইয়ং কথা পূর্বমুক্তা সর্বগতঃপ্রসঙ্গে ॥ ৭৭ ॥

বলিয়া ভারতের সর্বত্র পরিপূরিত হইয়া থাকেন, সেই তুলসী দেবী মূলপ্রকৃতির প্রধান
অংশ ॥ ৬৫—৭০ ॥

কল্পপুত্রা 'মনসা'—যিনি শঙ্করের প্রিয়শিষ্যা ; হুতরাং শাস্ত্রজ্ঞানবিদ্যুরে মহাপণ্ডিতা,
যিনি নাগেশ্বর অনন্তদেবের ভগিনী ও সমস্ত নাগগণ কর্তৃক সংকৃত, যিনি স্বয়ং স্তম্বরী,
নাগেশ্বরী, নাগজননী ও নাগগণের বাহিনী, যিনি সমস্ত নাগেশ্বরগণে পরিবেষ্টিত, নাগভূষণে
বিভূষিত নাগেশ্বরগণ কর্তৃক বন্দিত ও নাগশয্যার শয়ন হইয়া থাকেন, যিনি সিদ্ধযোগিনী,
বিষ্ণুরূপিনী বিষ্ণুভক্তা ও বিষ্ণুপূজার তৎপরা, যিনি তপঃস্বরূপা ও তপস্তার ফলদাত্রী
হইয়াও স্বয়ং তপস্বিনী, যিনি দেবকামের তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত ঐহিক জীবনের
করিয়া ভারতে তপস্বী ও তপস্বিনীসঙ্গে আশ্রয়ভর বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন, যিনি
সমুদায়ের অধিদেবী, বাগীর পরীক্ষিতভক্তে আশ্রয়লাভ হইতেছেন, যিনি স্বয়ং
ব্রহ্মকণিণী হইয়াও জগদ্রাজ্যের অধিদেবী, যিনি ঐক্যের অংশস্বক

প্রধানাংশস্বরূপা বা দেবসেনা চ নারদ ।।

মাতৃকাস্থ পূজ্যতমা সা যজী চ প্রকীৰ্ত্তিতা ।। ৭৮ ।।

পুত্রপৌত্রাদিদাত্রী চ দাত্রী ত্রিজগতাং সতী ।

যষ্ঠাংশরূপা প্রকৃতেন্তেন যজী প্রকীৰ্ত্তিতা ।। ৭৯ ।।

স্থানে শিশুনাং পরমা বৃদ্ধরূপা চ যোগিনী ।

পূজাষাদশমাসেষু যত্রা বিশেষু সন্ততম্ ।। ৮০ ।।

পূজা চ সূতিকাগারে পুরা যষ্ঠদিনে শিশোঃ ।

একবিংশতিমে চৈব পূজাকল্যাণহেতুকী ।। ৮১ ।।

মুনিভিন্নমিতা চৈবা নিত্যকামাপ্যতঃ পরা ।

মাতৃকা চ দয়ারূপা শিশুদ্রক্ষণকারিণী ।। ৮২ ।।

জলে স্থলে চাস্তরীক্ষে শিশুনাং সমাগোচরে ।

প্রধানাংশস্বরূপা চ দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা ।। ৮৩ ।।

প্রধানাংশসমুত্তাং দেবসেনাং বর্ণয়তি প্রধানাংশেতি ।। ৭৮ ।।

যজ্ঞীনায়ে হেতুমাহ যষ্ঠাংশরূপা প্রকৃতেরিতি । দেবসেনেতি যজ্ঞীতি চ নামদ্বয়মাত্রা ইত্যর্থঃ ।। ৭৯ ।।

বৃদ্ধরূপা নতু তরুণী । পূজাষাদশমাসেযুতি । অতীতকালমারম্ভা দ্বাদশমাসপর্যন্তং প্রতিমাসমিত্যর্থঃ ।। ৮০ ।।

অত্রাশঙ্ক্য প্রত্যাহ যষ্ঠদিনে শিশোরিতি । তত্রাপ্যসম্ভবে আহ একবিংশতিমে ইতি ।। ৮১-৮২ ।। সমাগোচরে গৃহস্থানে প্রধানাংশসমুত্তাং মঙ্গলচণ্ডিকাং বর্ণয়তি প্রধানাংশেতি ।। ৮৩ ।।

অবৎকাকু ঋষির পতিব্রতা পত্নী, যিনি মুনিশ্রেষ্ঠ আত্মিক মূনির মাতা, তিনিও মূল প্রকৃতির অংশ ।। ৭১—৭৭ ।।

৭৭স নারদ । বাহার নাম দেবসেনা, তিনিই যজ্ঞী । যজ্ঞীদেবী—যিনি গৌর্যাদি ষোড়শ মাতৃকা মধ্যে শ্রেষ্ঠতম মাতৃকা, যে পতিব্রতা ত্রিজগতের পুত্রপৌত্রাদি দাত্রী ও স্কুলের দাত্রী, যিনি মূলপ্রকৃতির যষ্ঠাংশস্বরূপা বলিয়া যজ্ঞী নামে কীর্ত্তিত হইরাছেন, যিনি বৃদ্ধ ভাবে যোগিনীবেশে সমুদায় শিশুদিগের নিকট বিদ্যমান থাকেন, বৈশাখাদি দ্বাদশ মাসে বাহার পূজা সর্বত্র প্রচারিত হইরাছে, শিশু কৃষি হইলে যষ্ঠদিনে সূতিকাগৃহে বাহার পূজা হইরা থাকে, আবার বিশ্রুতি দিবস অতীত হইলে একবিংশতিব্রসে বাহার শুভকরী পূজা বিধান করিতে হয়, মুনিগণ অবনতমস্তকে বাহাকে প্রণাম এবং ঐশ্বিনয়িত বাহার দর্শন কামনা করেন, যিনি জননীর ভ্রাতৃ মেহাৰ্হ দ্বন্দ্বের সর্বদা বালকদগণকে রক্ষা করিয়া থাকেন, সেই যজ্ঞীদেবী মূলপ্রকৃতির যষ্ঠাংশ ।। ৭৮—৮২ ।।

দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা—যিনি জলে স্থলে অন্তরীক্ষে ও শিশুগণের গৃহে গৃহে মঙ্গলবিধান করিয়া পরিত্রাণ করেন, যিনি প্রকৃতিদেবীর সুখমণ্ডল হইতে উদ্ধৃত হইরাছেন ও সর্বদা

প্রকৃতেষু ধনভূতৈঃ সৰ্বমঙ্গলানি ।
 সৃষ্টৌ মঙ্গলরূপা চ সংহারে কোপরূপিণী ॥ ৮৪ ॥
 তেন মঙ্গলচণ্ডী সা পণ্ডিতৈঃ পরিকীৰ্তিতা ।
 প্রতিমঙ্গলবারেহু প্রতিবিষেহু পূজিতা ॥ ৮৫ ॥
 পুত্রপৌত্রধনৈশ্বৰ্য্যবশোমঙ্গলদায়িনী ।
 পরিতুষ্ঠা সৰ্ববাহুপ্রদাত্রী সৰ্বযোষিতাম্ ॥ ৮৬ ॥
 রুষ্ঠা ক্রণেন সংহতুং শক্তা বিশ্বং মহেশ্বরী ।
 প্রধানাংশস্বরূপা সা কালী কমললোচনা ॥ ৮৭ ॥
 দুর্গাললাটসম্ভূতা রণে শুভ্রনিশ্চিন্তয়োঃ ।
 দুর্গাধ্বাংশস্বরূপা সা গুণেন তেজসা যমা ॥ ৮৮ ॥
 কোটিসূৰ্য্যসমাজুষ্ঠপুষ্ঠজোজ্বলবিগ্রহা ।
 প্রধানা সৰ্বশক্তীনাং বলাবলবতী পরা ॥ ৮৯ ॥

প্রকৃতেষু ধনভূতৈঃ। প্রকৃতেৰ্যাপিকায়া মুখতাসম্ভবেহপি প্রকৃতে: পূর্ণাবতারভূতায়
 দুর্গায় মুখং গ্রাহম্। মঙ্গলচণ্ডীতি নাম নিকৃতিমাহ সৃষ্টাবিতি। চণ্ডীকোপ ইত্যন্ত
 চণ্ডীতি রূপম্। সৃষ্টিময়ে মঙ্গলরূপদ্বাদিশাস্ত্ররূপদ্বাং সংহারকালে কোপনদ্বাং মঙ্গল-
 চণ্ডীতি নাম মঙ্গলাচাসৌ চণ্ডী চ মঙ্গলচণ্ডী ॥ ৮৪—৮৬ ॥

প্রধানাংশস্বরূপাং কালীং বর্ণয়তি কাল্যাপি ॥ ৮৭ ॥

দুর্গাললাটেতি। যথা ব্রহ্মাণা ললাটাজ্জল উৎপন্নতথা দুর্গাললাটাং প্রধানমূলপ্রকৃ-
 তাংশভূতা কালী উৎপন্নতার্থঃ। দুর্গাধ্বাংশেতি। দুর্গায়াঃ পূর্ণাবতারদ্বাদশত্বা অর্দ্ধাংশ-
 য়োকৌ মূলপ্রকৃতা অপি অর্দ্ধাংশমুক্তমিতি বোধ্যম্। দুর্গায়া গুণেন তেজসা চেত্য-
 স্বয়ং ॥ ৮৮—৮৯ ॥

সকলের সৰ্বপ্রকার মঙ্গলবিধান করিতেছেন, সৃষ্টিকালে মঙ্গলময়ী এবং সংহারসময়ে
অচণ্ডী রোষরূপিণী মূর্তি ধারণ করেন বলিয়া পণ্ডিতগণ বাঁধাকে মঙ্গলচণ্ডী নাম প্রদান
 করিয়াছেন, প্রতিবিষে প্রতিমঙ্গলবারে বাঁহার পূজা হইয়া থাকে, নিম্ন পরিতুষ্ঠ হইয়া
 যোষিৎগণকে পুত্র, পৌত্র, ঐশ্বর্য, ধন ও সৰ্বপ্রকার মঙ্গল এবং সৰ্বপ্রকার অতীষ্ট
 প্রদান করিয়া থাকেন, সেই মঙ্গলচণ্ডীও মূলপ্রকৃতির অংশ ॥ ৮০—৮৬ ॥

কমললোচনা মহেশ্বরী কালী—যিনি রুট হইলে জগৎকালের মধ্যে সমস্ত বিশ্ব সংহার
 করিতে সমর্থ হন, যিনি সমুদ্র শুষ্ক ও নিশ্চল হইতাকে নিপাত করিবার নিমিত্ত মূলপ্রকৃতি
 দুর্গার ললাটদেশ হইতে জন্মিত হইয়াছেন, যিনি দুর্গার অর্দ্ধাংশস্বরূপা এবং তাঁহার সদৃশ
 গুণবতী ও তেজস্বিনী, বাঁহার শরীরকান্ধে লম্বর্ণন করিলে যোহু হর যেন এককালে কোটি
 স্বৰ্গ সমুদ্ভূত হইয়াছে, যিনি সমুদ্র শক্তিমাধ্যে প্রধান এবং সৰ্বাপেক্ষা সমধিক বলবতী,
 যিনি সমুদ্র লোকের সৰ্বপ্রকার নিমিত্ত প্রদান করেন, যিনি সৰ্বপ্রোষ্ঠা ও যোগেশ্বরপা, যিনি

সর্বসিদ্ধিপ্রদা দেবী পরমা যোগরূপিণী ।

কৃষ্ণভক্তা কৃষ্ণভূত্যা তেজসা বিক্রমৈর্দৈত্যৈঃ ॥ ১০ ॥

কৃষ্ণভাবনয়া শশ্বৎ কৃষ্ণবর্ণা সনাতনী ।

সংহর্তুং সর্বব্রহ্মাণ্ডং শক্তা নিখাসমাজিতঃ ॥ ১১ ॥

রণং দৈত্যৈঃ সমং তন্ত্যাঃ ক্রীড়য়া লোকশিক্ষয়া ।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাংশ্চ দাতুং শক্তা চ পূজিতা ॥ ১২ ॥

ব্রহ্মাদিভিঃ স্তূয়মানা মুনিভির্মহুভিন্ রৈঃ ।

প্রধানাংশ্বরূপা সা প্রকৃতেশ্চ বহুধরা ॥ ১৩ ॥

আধাররূপা সর্বেষাং সর্বশস্তা প্রকীর্তিতা ।

রত্নাকরা রত্নগর্তা সর্বরত্নাকরাশ্রয়া ॥ ১৪ ॥

প্রজাভিশ্চ প্রজেশৈশ্চ পূজিতা বন্দিতা সদা ।

সর্বোপজীব্যরূপা চ সর্বসম্পদ্বিধায়িনী ।

যয়া বিনা জগৎ সর্বং নিরাধারং চরাচরম্ ॥ ১৫ ॥

পরমা যোগরূপিণীত্যত্র পরমা সিদ্ধযোগিনীত্যপি পাঠঃ ॥ ১০—১১ ॥

নহু নিখাসমাজেণ যদি ব্রহ্মাণ্ডসংহর্তী তদা পামরৈর্দৈত্যৈঃ সহ কিমর্থং যুদ্ধং কৃতবতীতি চেত্তদাহ রণমিতি । লোকাশক্ষরেত্যত্র লোকরঞ্জরেত্যপি পাঠঃ । লোকরঞ্জনার্থং যুদ্ধং দৈত্যৈঃ সমং কৃতবতীত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

প্রধানাংশ্বরূপাং বহুধরাং বর্ণয়তি বহুধর ইতি ॥ ১৩ ॥

সর্বশস্তপ্রস্থিতিকৈত্যপি পাঠঃ ॥ ১৪—১৫ ॥

নিরতিশয় কৃষ্ণভক্ত এবং তেজঃ শশ্বৎ ও বিক্রমে ক্রমের সমৃদ্ধ, (নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণচিন্তায় বাহ্যর শরীর কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গিয়াছে) যে সনাতনী এক নিখাসে সমুত্ত ব্রহ্মাণ্ড বিধ্বংস করিতে পারেন, যিনি কেবল ক্রীড়া ও লোকশিক্ষার নিমিত্ত দৈত্যগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, যিনি পুন্ডর পরিভূট হইলে শশ্বৎ অর্থ কামমোক্ষ এই চতুর্বর্ণ কল প্রদান করিতে পারেন, সেই কালীও প্রকৃতির অংশ ॥ ১১—১২ ॥

বহুধরা দেবী, বাহ্যকে ব্রহ্মাদিবেবগণ, সমস্ত মুনিমণ্ডল, চতুর্দশ মনু ও সমস্ত মনুয্য-লোক স্তব করে, যিনি সকলের আধারবহুধরা এবং সর্বপ্রকার শক্তে পরিপূর্ণা, যিনি রত্নাকরা রত্নগর্তা এবং সর্বপ্রকার শ্রেষ্ঠতম বস্তুর প্রস্থিতি ও আশ্রয়স্থান, প্রজামণ্ডল ও রাজমণ্ডল নিয়ত বাহ্যর পূজা ও স্তুতিবাদ করিয়া থাকেন, যিনি জীবনাজেরই উপজীব্যা এবং সকলের সর্বপ্রকার সম্পদবাজী, যিনি ব্যতীত হাবর লবনাস্তক সমুদ্রায় অগৎ নিরাধার হইয়া উঠে, সেই বহুধরাও মূলপ্রকৃতির অংশ ॥ ১৩—১৫ ॥

প্রকৃতেষ্ঠ কলা যা যান্ত্রা নিবোধ মুনীশ্বর ।।

যন্ত যন্ত চ যা পত্নী তৎ সর্বং বর্ণয়ামি তে ॥ ৯৬ ॥

স্বাহা দেবী বহুপত্নী প্রতিবিশেষু পূজিতা ।

যয়া বিনা হবির্দানং ন গ্রহীতুং ভ্রূয়াঃ ক্রমাঃ ॥ ৯৭ ॥

দক্ষিণা যজ্ঞপত্নী চ দীক্ষা সর্বত্র পূজিতা ।

যয়া বিনা হি বিশেষু সর্বকর্ম হি নিষ্ফলম্ ॥ ৯৮ ॥

স্বধা পিতৃগণং পত্নী চ মুনিভির্মমুভির্মরৈঃ ।

পূজিতা পিতৃদানং হি নিষ্ফলঞ্চ যয়া বিনা ॥ ৯৯ ॥

স্বস্তি দেবী বায়ুপত্নী প্রতিবিশেষু পূজিতা ।

আদানঞ্চ প্রদানঞ্চ নিষ্ফলঞ্চ যয়া বিনা ॥ ১০০ ॥

পুষ্টিগণপতে: পত্নী পূজিতা জগতীতলে ।

যয়া বিনা পরিকীর্ণা: পুমাংসো যোষিতোহপি চ ॥ ১০১ ॥

অনন্তপত্নী তুষ্টিশ্চ পূজিতা বন্দিতা ভবেৎ ।

যয়া বিনা ন সম্ভুত্যা: সর্বলোকাশ্চ সর্বত: ॥ ১০২ ॥

অথ প্রকৃতে কলাবতারণানাহ কলা যা ইতি ॥ ৯৬—৯৭ ॥

দায়তে বিমলং জ্ঞানং কীরতে কর্মবাসনা । তেন দীক্ষেতি সা প্রোক্তেত্যুক্তলক্ষণা দীক্ষা-
পদবাচ্যা । সা যজ্ঞস্ত পত্নীতার্থঃ । দক্ষিণা যজ্ঞপত্নীতি ঐতেদক্ষিণা দীক্ষা চ যজ্ঞপত্নীতার্থঃ ।
যজ্ঞপুরুষো মৃতিমান্ দক্ষিণা চ মৃতিমতাতি বোধ্যম্ । এবমেব সর্বত্র ॥ ৯৮—১০০ ॥

আদানং প্রতিগ্রহঃ প্রদানং প্রবৃত্ত্যাদানং উভে অপি স্বস্তীত্যুক্তে সকলে ভবত
ইত্যর্থঃ ॥ ১০১—১০২ ॥

বৎস নারদ ! বাহার প্রকৃতির কলা হইতে উৎপন্ন, এবং যিনি বাহার পত্নী, সম্ভ্রুতি
একাদিক্রমে তৎ সমস্ত কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৯৬ ॥ দেবী স্বাহা, অগ্নির পত্নী ।
সমস্ত বিশেষেই উহাকে পূজা করে । উনি ভিন্ন দেবগণ কখনই আহুতি গ্রহণ করিতে
সমর্থ হন না ॥ ৯৭ ॥ দক্ষিণা ও দীক্ষা ইহারা উভয়েই যজ্ঞপত্নী । উহারা সর্বত্র সমাদৃত
হইয়া থাকেন । এমন কি দক্ষিণাভিন্ন কোন কার্যই সকল হইতে পারে না ॥ ৯৮ ॥ দেবী
স্বধা পিতৃগণের পত্নী । কি মুনিগণ, কি মনুগণ, কি মানবগণ, সকলেই স্বধা দেবীকে
পূজা করিয়া থাকে । স্বধা মন্ত্র ভিন্ন পিতৃগণকে বাহা কিছু দান করা যায়, তৎসমস্তই
নির্ফল ॥ ৯৯ ॥ দেবী স্বস্তি বায়ুদেবের পত্নী, ইনি সমস্ত বিশেষেই সমাদৃত হইয়া থাকেন ।
স্বস্তি দেবী ভিন্ন কি আদান, কি প্রদান, কোন কার্যই ফলদায়ক হইতে পারে
না ॥ ১০০ ॥ গণপতির পত্নীর নাম পুষ্টি । জগতে সকলেই পুষ্টি দেবীকে পূজা করিয়া থাকে ।
জগতে পুষ্টিভিন্ন কি জী, কি পুষ্টি সকলেই বাস্তবিক জীর্ণ হইয়া থাকে ॥ ১০১ ॥ তুষ্টি

ঈশানপত্নী সম্পত্তিঃ পূজিতা চ সুরৈর্নরৈঃ ।
 সর্বৈ লোকা দরিদ্রাশ্চ বিশ্বেষু চ যয়া বিনা ॥ ১০৩ ॥
 ধৃতিঃ কপিলপত্নী চ মর্যৈঃ সর্বত্র পূজিতা ।
 সর্বৈ লোকা অধৈর্যাশ্চ জগৎস্ব চ যয়া বিনা ॥ ১০৪ ॥
 সত্যপত্নী সতী মূর্ত্তেঃ পূজিতা জগতীশ্রিয়া ।
 যয়া বিনা ভবেল্লোকো বন্ধুতারহিতঃ সদা ॥ ১০৫ ॥
 মোহপত্নী দয়া সাক্ষী পূজিতা চ জগৎশ্রিয়া ।
 সর্বৈ লোকাশ্চ সর্বত্র নিষ্ফলাশ্চ যয়া বিনা ॥ ১০৬ ॥
 পুণ্যপত্নী প্রতিষ্ঠা সা পূজিতা পুণ্যদা সদা ।
 যয়া বিনা জগৎসর্বং জীবন্মৃতসমং যুনে ! ॥ ১০৭ ॥
 স্কন্ধপত্নী সংসিদ্ধা কীর্ত্তিধৈর্যশ্চ পূজিতা ।
 যয়া বিনা জগৎসর্বং যশোহীনং মৃতং যথা ॥ ১০৮ ॥

যত্র সত্যশক্তির্নাস্তি তত্রাবিশ্বাসান্ধম্ভয়াঃ শ্বেহং ন করোতীতি বন্ধুতারহিতো ভবতীতি
 যুক্তমেব। মোহপত্নীতি। যত্র মোহোহস্তি তত্র দয়ায়াঃ সঁবাদ্যামোহপত্নী ॥ ১০৬—১০৭ ॥
 জীবন্মৃতসমং প্রাতিষ্ঠাতাবে আবতোহপি মৃতপ্রায়ত্বাৎ ॥ ১০৮ ॥

অনন্তদেবের পত্নী। পৃথিবীর সর্বত্রই তিনি সংকৃত ও বন্ধিত হইয়া থাকেন। যাহার
 অসম্ভাবে পৃথিবীর কোন স্থানেই কোন লোক সুখী হইতে পারে না ॥ ১০২ ॥ সম্পত্তি
 দেব ঈশানের পত্নী। কি সুরগণ, কি নরগণ সকলেই উহাকে সমান সমাদর করিয়া
 থাকে ॥ উনি না থাকিলে জগতের সকলেই দারিদ্র্যদোষে নিতান্ত নিপীড়িত
 হইত ॥ ১০৩ ॥ দেবী ধৃতি কপিল দেবের সহধর্ম্মিণী। জগতের সকল স্থানেই সকলেই
 উহাকে সমান সমাদর করিয়া থাকেন। এমন কি ইনি না থাকিলে জগতের সকল লোকই
 একান্ত অধৈর্য্য হইয়া উঠিত ॥ ১০৪ ॥ দেবী সতী সত্যদেবের পত্নী, ইনি জগৎশ্রিয়া।
 মুক্তগণ সর্বদাই উহাকে পূজা করিয়া থাকে। সত্যশ্রিয়া সত্য বিন্যমান না থাকিলে
 একেবারে সমুদায় জগৎ বন্ধুত্বাধনে বন্ধিত হইত ॥ ১০৫ ॥ পতিপরায়ণা জগৎশ্রিয়া দয়া,
 মোহদেবের পত্নী। সকলেই উহাকে সমাদর করিয়া থাকে। ইনি না থাকিলে পৃথিবীর
 সমুদায় লোক সকল বিবরেই হত্যা হইয়া পড়িত ॥ ১০৬ ॥ দেবী প্রতিষ্ঠা পুণ্যদেবের পত্নী।
 লোকে উহাকে যেমন যত্ন করে ইনি লোকদিগকে সেইরূপ পুণ্য প্রদান করিয়া থাকেন।
 এমন কি, ইনি ভিন্ন পৃথিবীর সমুদায় লোককেই জীবন্মৃতের ভায় অবস্থান করিতে
 হইত ॥ ১০৭ ॥ দেবী কীর্ত্তি স্কন্ধের পত্নী। ইনি শ্রয়ং সিদ্ধা এবং কৃতার্থলোক সকল
 উহাকে পরম সমাদর করেন। ইতি না থাকিলে জগতের সমুদায় লোক মৃতবৎ যশোহীন

ক্রিয়া তুদ্যোগপত্নী চ পূজিতা সর্বসম্মতা ।
 যয়া বিনা জগৎ সর্বং বিধিহীনং চ নারদ ! ॥ ১০৯ ॥
 অধর্মপত্নী মিথ্যা সা সর্বধূর্তৈশ্চ পূজিতা ।
 যয়া বিনা জগৎ সর্বমুচ্ছিন্নং বিধিনির্মিতম্ ॥ ১১০ ॥
 সত্যে অদর্শনা যা চ ত্রেতায়াঃ সূক্ষ্মরূপিণী ।
 অর্দ্ধাবয়বরূপা চ দ্বাপরে চৈব সংবৃত্তা ॥ ১১১ ॥
 কলৌ মহাপ্রগলভা চ সর্বত্র ব্যাপিকা বলাৎ ।
 কপটেন সমং ভ্রাত্ৰা ভ্রমতে চ গৃহে গৃহে ॥ ১১২ ॥
 শাস্তির্লজ্জা চ ভার্য্যে দ্বৈতশীলশ্চ চ পূজিতে ।
 যাভ্যাং বিনা জগৎ সর্বমুদ্ভ্রান্তমিব নারদ ! ॥ ১১৩ ॥
 জ্ঞানশ্চ তিস্রো ভার্য্যাশ্চ বুদ্ধিধ্বংসা ধৃতিস্তথা ।
 যাভির্বিনা জগৎ সর্বং মূঢ়ং মত্তসমং সদা ॥ ১১৪ ॥

উদ্যোগো যত্নঃ ॥ ১০৯ ॥

• বিধিহীনং ক্রিয়াভাবে তৎস্বরূপবিধেরপাভাবঃ ॥ ১১০ ॥

বিধিনির্মিতম্ জগৎনির্মিতং সর্বজগৎকর্তৃগমুদাররূপমুচ্ছিন্নং ভবতি । মিথ্যাভাবপাভাবে
 ধূর্ত্বস্বভাবান্মিথ্যা বক্তাহি ধূর্তঃ । যুগভেদেনাস্তাঃ স্থিতিমাহ সত্য ইতি ॥ ১১১—১১২ ॥

ইয়ং মিথ্যা কপটেন ভ্রাত্ৰা সহিতা প্রতিগৃহং ভ্রমতীত্যর্থঃ ॥ ১১৩—১১৪ ॥

হইয়া থাকিত ॥ ১০৮ ॥ ক্রিয়া উদ্যোগের পত্নী । ইহাকে সকলেই সম্মান ও মহা সমাদর
 করিয়া থাকে । মুনবর নারদ! জগতে উদ্যোগপত্নী ক্রিয়া বিদ্যমান না থাকিলে মানব-
 গণ একেবারেই বিধিহীন হইয়া পড়িত ॥ ১০৯ ॥ মিথ্যা অধর্মের পত্নী । এই জগতে
 যাবতীয় ধূর্ত বিদ্যমান আছে, সকলেই উহাকে সত্যিশয় সমাদর করিয়া থাকে । মিথ্যার
 সত্তাব না থাকিলে বিধাতৃবিহিত সমুদায় ধূর্ত জগৎ উৎসন্ন হইত ॥ ১১০ ॥ সত্যযুগে ইনি
 কখনও কাহারও নেত্রপথে নিপতিত হন নাই । ত্রেতা হইতেই ইহার প্রকৃতম শরীরের
 সঞ্চার হইয়াছে । যখন দ্বাপর যুগ উপস্থিত, তখন ইহার অবয়ব, প্রায় অর্দ্ধপুষ্ট ।
 তাহার পর যখন কলি প্রবৃত্ত । তখন ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল সর্বাণ্যবে পরিপুষ্ট হইয়া
 উঠিয়াছে । তৎকালে ইহার মত্ত প্রগলভা ও ব্যাপিকা আর বিদ্যমান নাই । সে সময়
 ইনি স্বীয় ভ্রাতা কপটকে সমতিব্যাহারে লইয়া লোকের গৃহে গৃহে পরিভ্রমণ করিয়া
 থাকেন ॥ ১১১—১১২ ॥ শাস্তি ও লজ্জা ইহারা উভয়েই অশীলনের ভার্য্যা । হইয়া দুই
 জনে বিদ্যমান না থাকিলে জগতের সমস্ত লোক একেবারে মূঢ় ও উদ্ভ্রান্ত হইয়া
 উঠিত ॥ ১১৩ ॥ বুদ্ধি, মেধা ও ধৃতি ইহারা তিনজন জ্ঞানের ভার্য্যা, ইহারা না থাকিলে
 জগতের সমস্ত লোক একেবারে মূঢ় ও উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিত ॥ ১১৪ ॥ মূর্ত্তি ধর্ম্মধেবের পত্নী ।

মূর্তিশ্চ ধর্মপত্নী সা কান্তিরূপা মনোহরা ।
 পরমাত্মা চ বিশ্বোদো নিরাধারো যয়া বিনা ॥ ১১৫ ॥
 সর্বত্র শোভারূপা চ লক্ষ্যমূর্তিমতী সতী ।
 শ্রীরূপা মূর্তিরূপা চ মাতা ধাত্তাপূজিতা ॥ ১১৬ ॥
 কালাগ্নীরূপপত্নী চ নিদ্রা সা সিন্ধযোগিনী ।
 সর্বৈ লোকাঃ সমাচ্ছমা যয়া যোগেন রাজিষু ॥ ১১৭ ॥
 কালশ্চ তিস্রো ভাষ্যাশ্চ সঙ্ঘ্যারাত্রিদিনানি চ ।
 যাভির্কিনা বিধাতা চ সঙ্ঘ্যাং কৰ্ত্তুং ন শক্যতে ॥ ১১৮ ॥
 ক্ষুৎপিপাসে লোভভাৰ্যে ধৃত্যে মায়ে চ পূজিতে ।
 যাত্যং ব্যাপ্তং জগৎ সৰ্বং নিত্যং চিন্তাতুরং ভবেৎ ॥ ১১৯ ॥
 প্রভা চ দাহিকা চৈব হে ভাৰ্যে তেজসস্তথা ।
 যাত্যং বিনা জগৎ স্রষ্টুং বিধাতুং চ নহীশ্বরঃ ॥ ১২০ ॥
 কালকন্ঠে মৃত্যুজরে প্রজ্বারশ্চ প্রিয়াপ্রিয়ে ।
 যাত্যং জগৎসমুচ্ছিন্নং বিধাতা নিশ্চিতং বিধৌ ॥ ১২১ ॥

ধর্মপত্নীমূর্তিঃ সা চ কান্তিরূপা শোভারূপেত্যর্থঃ ॥ ১১৫ ॥

শোভাং বিনা পরমাত্মাপি নিরাধারো নিরর্থকো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১১৬—১১৭ ॥

রাজিষু যোগেন সমাচ্ছেন সঙ্ঘ্যারাত্রিবিদ্বিনানামপি কালাধীনদ্বাং । শ্রীসদৃশদ্বাং
 জীৱন্ম ॥ ১১৮—১১৯ ॥

চিন্তাতুরম্ । ক্ষুৎপিপাসানিশ্চকারজলচিন্তাতুরমিত্যর্থঃ ॥ ১২০ ॥

জরাবনমৃত্যোরপি কালাজুৎপন্নদ্বাং কন্ঠা সদৃশদ্বাং কন্ঠাৱম্ । তে মৃত্যুজরে কালশ্চ
 কন্ঠে । প্রজ্বারশ্চ প্রকৃষ্টজরশ্চ প্রিয়াপ্রিয়ে পরস্পরো ভবতঃ প্রিয়াতোহপি প্রিয়ে অতিশয়িত
 প্রিয়ে ইত্যর্থঃ । সমুচ্ছিন্নং নষ্টম্ ॥ ১২১ ॥

ইনি সকলের কান্তিরূপিণী ও অতীব মনোহারিণী । ইহাঁর অসঙ্খ্যে পরমাত্মা আশ্রয়
 স্থান লাভ করিতে পারিতেন না ; সুতরাং সমুদায় বিশ্ব নিরাশ্রয় হইয়া উঠিত । এই
 পতিব্রতা মূর্তি শোভারূপা লক্ষ্যরূপা এবং সর্বত্র মাতা, ধাত্তা ও পূজিতা ॥ ১১৫—১১৬ ॥
 সিন্ধযোগিনী নিদ্রা কালাগ্নিরূপ কল্পদেবের পত্নী । বাহার সহযোগে জীবগণ রাজি-
 কালে সমাচ্ছন্ন হইয়া থাকে ॥ ১১৭ ॥ সঙ্ঘ্যা-রাত্রি ও দিব্য এই তিনটি কালের ভাষ্যা ।
 এমন কি ইহাঁরা না থাকিলে, বিধাতাও সংঘ্যা গণনা করিতে সমর্থ হইতেন না ॥ ১১৮ ॥
 ক্ষুধা ও পিপাসা উভয়েই লোভপত্নী । ইহাঁরা ধন্য মাত্ত ও অগৎপূষ্য । ইহাঁরা উভয়ে
 বিধায়মান না থাকিলে জগতের সমুদায় জীব একেবারে চিন্তামগ্ন হইত ॥ ১১৯ ॥
 প্রভা ও দাহিকা উভয়েই তেজের ভাষ্যা । ঐ উভয়ের অসঙ্খ্যে অগ্নীশ্বর কখনই অগতের
 নষ্ট ও নিরশিত ব্যবস্থা ব্যবস্থাপিত করিতে পারিতেন না ॥ ১২০ ॥ মৃত্যু ও জরা উভয়েই

নিজাকৃতা চ তস্তা সা প্রীতিরতা হৃদপ্রিয়ে ॥ ১২২ ॥
 যাত্যাং ব্যাপ্তং লগৎ সর্বং বিশিষ্টবিরোধেবিরোধে ।
 বৈরাগ্যস্ত চ যে ভাষ্যে প্রজ্ঞা ভক্তিশ্চ পুঞ্জিতে ।
 যাত্যাং শব্দজগৎ সর্বং যজ্ঞীবন্তুমুত্তমমুনে ॥ ১২৩ ॥
 অদিতির্দেবমাতা চ সুরভী চ গবাং প্রসূঃ ॥ ১২৪ ॥
 দিতিশ্চ দৈত্যজ্ঞননী কঙ্কশ্চ বিনতা দম্বুঃ ।
 উপযুক্তাঃ সৃষ্টিবিরোধে এতাস্ত কীর্তিতাঃ কলাঃ ॥ ১২৫ ॥
 কলা অন্তাঃ সন্তি বহুস্তাস্থ কান্টিমিবোধ মে ।
 রোহিণী চন্দ্রপত্নী চ সংজ্ঞা সূর্য্যস্ত কামিনী ॥ ১২৬ ॥
 শতরূপা মনোভার্যা শচীন্দ্রস্ত চ গেহিনী ।
 তারা বৃহস্পতেভার্যা বশিষ্ঠস্তাপ্যরুদ্ধতী ॥ ১২৭ ॥
 অহল্যা গোতমস্তী সাপ্যনুসূয়াত্রিকামিনী ।
 দেবহুতী কর্দমস্ত প্রসূতির্দক্ষকামিনী ॥ ১২৮ ॥
 পিতৃণাং মানসী কন্যা মেনকা সাম্বিকা প্রসূঃ ।
 লোপামুদ্রা তথা কুন্তী কুবেরকামিনী তথা ॥ ১২৯ ॥

নিজাকৃতিঃ । নিজায়াঃ কন্যা একা তস্তা অস্তা দ্বিতীয়া কন্যা প্রীতিঃ । উভে অপি
 লুপ্ত পুরুষদ্বানীয়স্ত প্রিয়ে পদ্ব্যো ভবতঃ ॥ ১২২—১২৪ ॥

উপযুক্তা ইতি । এতানি কলাঃ সৃষ্টাব্যুপযুক্তা ইত্যর্থঃ ॥ ১২৫—১২৮ ॥

সাম্বিকা প্রসূঃ পার্শ্বতীমাতা মেনকা ॥ ১২৯—১৩০ ॥

কালের কন্যা, কিন্তু অরের প্রিয়তমা পত্নী । ইহাদিগের অসম্ভবে বিধাতৃবিহিত সমুদায়
 সৃষ্টি উৎসব হইয়া যায় ॥ ১২১ ॥ দেবী তস্তা ও প্রীতি উভয়ে নিজার কন্যা । ইহারা উভয়েই
 স্বর্ষের প্রিয়তমা ভার্যা । ইহারা উভয়ে সমুদায় লগৎ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন ॥ ১২২ ॥
 মনিবর ! জগৎপূজ্য প্রজ্ঞা ও ভক্তি বৈরাগ্যের ভার্যা । ইহারা উভয়ে বিদ্যমান
 আছেন বলিয়া বিশ্বের সমুদায় লোক জীবন্তুজের দ্বার অবস্থান করিতে পারে ॥ ১২৩ ॥
 তত্তির দেবমাতা অদিতি, গোজননী সুরভী, দৈত্যজননী দিতি, নাগমাতা কঙ্ক, খগেন্দ্র
 জননী বিনতা এবং দানবমাতা দম্বু ইহারা সকলেই সৃষ্টি কার্যের বিশেষ উপযোগিনী,
 কিন্তু সীকলেই মূল প্রকৃতির কলা ॥ ১২৪—১২৫ ॥ এততির অন্তস্ত যে সকল প্রকৃতির কলা
 বিদ্যমান রহিয়াছেন তদ্ব্যঙ্গিগের মধ্যে কতকগুলির নাম নির্দিষ্ট করিতেছি, শ্রবণ কর ।
 চন্দ্রের পত্নী রোহিণী, সূর্য্যভার্যা সংজ্ঞা, সূর্য্যপত্নী শতরূপা, ইন্দ্রপত্নী শচী, বৃহস্পতির
 ভার্যা তারা, বশিষ্ঠপত্নী অরুদ্ধতী, গোতমপত্নী অহল্যা, অত্রিকার্যা মনহুতা, কর্দমকামিনী

বরুণানী প্রসিদ্ধা চ বসন্তবিন্দ্যাবলিভুবা ।

কান্তা চ বসন্তবিন্দ্যাবলিভুবা দেবকী তথা ॥ ১৬০ ॥

গান্ধারী দ্রৌপদী শৈব্যা সা চ সত্যবতী প্রিয়া ।

বৃষভানুজিরা সাধ্বী রাধামাতা কুলোদ্ভবা ॥ ১৬১ ॥

মন্দোদরী চ কৌশল্যা হৃতদ্রা কৌরবী তথা ।

রেবতী সত্যভামা চ কালিন্দী লক্ষ্মণা তথা ॥ ১৬২ ॥

জাম্ববতী নারজিতিমিত্রবিন্দা তথাপর।

লক্ষ্মণা কুঞ্জিগী সীতা স্বয়ং লক্ষ্মীঃ প্রকীর্তিতা ॥ ১৬৩ ॥

কালী যোজনগন্ধা চ ব্যাসমাতা মহাসতী ।

বাণপুত্রী তুধোঘা চ চিত্রলেখা চ তৎসখী ॥ ১৬৪ ॥

প্রভাবতী ভানুশ্রুতী তথা মায়াবতী সতী ।

রেণুকা চ ভৃগোর্মাতা রামমাতা চ রোহিণী ॥ ১৬৫ ॥

একনন্দা চ দুর্গা সা শ্রীকৃষ্ণভগিনী সতী ।

বহ্ন্যঃ সত্যঃ কলাশ্চৈব প্রকৃতেষেব ভারতে ।

যা যাশ্চ আমদেব্যঃ স্ত্যস্তাঃ সর্বাঃ প্রকৃতেঃ কলাঃ ॥ ১৬৬ ॥

✓ কলাংশাংশসমুদ্ভূতাঃ প্রতিবিশ্বেষু যোষিতাঃ ।

যোষিতামবমানেন প্রকৃতেশ্চ পরাভবঃ ॥ ১৬৭ ॥

বৃষভানোঃ পত্নীরাধায়া মাতা ॥ ১৬১—১৬৪ ॥

ভৃগোঃ পরশুরামস্ত। রামো বলরামস্ত। মাতা ॥ ১৬৫ ॥

কুঞ্জভগিনী দুর্গা বিদ্যাবাসিনীত্যাৰ্থঃ । একনন্দা চ সৈব একনন্দা চ কাচিদন্তা বা । এব-
মন্তা অপি কলাঃ সন্তীত্যাহ বহ্ন্যা ইতি ॥ ১৬৬ ॥

এবং কলাবতারদেবতাংস্বরূপমুক্তা কলাংশাংশাবতারদেবতাংস্বরূপমাহ প্রতিবিশ্বেষু
যোষিত ইতি । প্রতিলোকেষু বাঃ স্ত্রিয়ঃ সন্তি তা ইত্যর্থঃ ॥ ১৬৭ ॥

দেবহুতী, দক্ষভার্যা প্রহৃতি, পিতৃগণের মামনী কন্তা এবং অধিকার জননী মৈনক,
লোপামুদ্রা, কুন্তী, কুবেরপত্নী, বরুণপত্নী, বলিরাজার পত্নী বিদ্যাবলি, নবরত্নী, বশোদা,
দেবকী ॥ ১২৬—১৩০ ॥ গান্ধারী, দ্রৌপদী, শৈব্যা, সত্যবতী, বৃষভানুজিরা কুলীনী
রাধাজননী, মন্দোদরী, কৌশল্যা, কৌরবী, হৃতদ্রা, রেবতী, সত্যভামা, কালিন্দী, লক্ষ্মণা,
জাম্ববতী, নারজিতি, মিত্রবিন্দা, লক্ষ্মণা, কুঞ্জিগী, স্বয়ংলক্ষ্মী সীতা, কালী, যোজনগন্ধা,
পতিব্রতা ব্যাসজননী, বাণপুত্রী উবা, তাহার সখী চিত্রলেখা, প্রভাবতী, ভানুশ্রুতী, সতী
মায়াবতী, পরশুরামের জননী রেণুকা, বলরামজননী রোহিণী, একনন্দা এক শ্রীকৃষ্ণের
ভগিনী সতী দুর্গা প্রহৃতি অস্তিত্ব বহুতর কালিন্দীরা প্রকৃতির স্বয়ংবদ্ব্যক্তি ॥ ১৬১—১৬৬ ॥

ব্রাহ্মণী পুজিতা যেন পতিপুত্রবতী সতী ।

प्रकृतिः भूमिजा देवः स्वामिनामहमतेः ॥ १७८ ॥

कूष्मारी चाकेवर्षा या सञ्ज्ञानकारकनयेनः ।

পূজিতা যেন বিপ্রস্ব প্রকৃতিহন্তন পূজিতা ॥ ১৩৯ ॥

सर्वाः प्रकृतिसङ्गताः उत्तमाधममध्यामाः ॥ १४० ॥

सद्वांशांशोक्तमा ज्ञेयाः सुनीलांश्च पतिव्रताः ।

मध्यामा रजसश्चांशस्तुष्ट भोग्याः प्रकीर्तिताः ॥ १४१ ॥

अथसङ्योगवशाच्च अकार्यात्पराः सदा ।

अधमास्तमसश्चांशा अज्ज्ञातकुलसङ्गवाः ॥ २४२ ॥

दुष्पुत्राः कुलहा धूर्ताः स्वतन्त्राः कलहप्रियाः ।

पृथिव्याः कुलटा याच स्वर्गे चाप्सरसाः गणाः ।

ଅକୃତେନ୍ଦ୍ରମନଶ୍ଚାଂଶାଃ ପୁଂଂଚଲ୍ୟାଃ ପରିକୀର୍ତ୍ତିତାଃ ॥ ୧୪୭ ॥

যশাং সৰ্ব্বাঃ অপি দ্বিত্যঃ শ্ৰেষ্ঠাঃ শত্ৰুতাত্ত্বান্ধাত্তাসামবশানে শ্ৰেষ্ঠতেরেবাবশান ইত্যাহ
যৌষিতিগমবশানে ইতি । পরাতবোহবশানঃ । তাঙ্গাঃ পূৰ্ণনে শ্ৰেষ্ঠতঃ পূজ্যতবতীত্যাহ
শ্রীকীর্তি ॥ ১৩৮—১৪০ ॥

सङ्काशानां लक्षणं पतिव्रता इति । रजोहंशानां लक्षणं भोग्या इति । विद्ययासक्त
इत्यर्थः ॥ १४१ ॥

তাঃ পূজয়ানবশাঃ স্যঃ । কিন্তু ভোগেনৈবেত্যাহ লুপসম্বোগেতি । অজ্ঞাতকুলসম্ব-
বাস্ত্যশাধমা ইত্যর্থঃ ॥ ১৪২—১৪৪ ॥

এতদ্বির গ্রাম্যদেবীরাও প্রকৃতির অংশ। আর প্রতিবৎসে বাবতীর মহিলা বিনামান
আছেন, তাঁহারা সকলেই প্রকৃতির অংশ হইতে সম্ভূত হইরাছেন। অতএব যোগাগণের
অবমাননা করিলে প্রকৃতির অবমাননা করা হয়। ১৩৭। পতিপুত্রবতী পতিব্রতা ব্রাহ্মণীকে
বহু, অলঙ্কার ও চন্দনাদি দ্বারা পূজা করিলে প্রকৃত্তিকে পূজা করা হয়। এমন কি
বজ্রালঙ্কার ও চন্দনাদি দ্বারা অষ্টবর্ষীয় ব্রাহ্মণকুমারীকে পূজা করিলেও প্রকৃতিদেবী পূজিত
হইরা থাকেন। উত্তম, মধ্যম ও অধম সমস্তই প্রকৃতিসম্ভূত। ১৩৮—১৪০। যে সকল
মহীয়া সম্বন্ধে অংশ হইতে উৎপন্ন, তাহারাষ্ট্রী উত্তম জ্ঞানী ও পতিব্রতা, বাহারা
জ্যোতিষের অংশ হইতে উৎপন্ন, তাহারা মধ্যমা এবং জ্যোতিষের একান্ত অমরক হইরা
বসাবাসীভাবেনে তৎপন্ন হইরা থাকক। আর বাহারা জ্যোতিষসম্ভূত, তাহারাষ্ট্রী জ্ঞানী
হলনীর অধম বলিয়া রূপ হইরা থাকে। তাহাষিগের মত হর্ষ, কুলনাশক হর্ষ,
হারীরাভাষির ও কলহবিপ্লব। আর দ্বিতীয় মেধিতে পাণ্ডুরাচারনা। তাবল কামিনীরা
ভাষ্যসোকে কুলটী এবং বর্জ্যকে অশ্লবসম্বাচা হইরা থাকক। পুংস্কলীরা প্রকৃতির
অংশ নষ্টে। কিন্তু তাহারাও জ্যোতিষীয়ক। ১৪১—১৪২।

এবং নিগদিতং সৰ্বাং প্রকৃতেঃ পূজ্যম্ ॥ ১৪৪ ॥

তাঃ সৰ্বাঃ পূজিতাঃ পৃথ্যাং পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে ।

পূজিতাঃ স্বরথেনাদৌ হুর্গা হুর্গাভিনাশিনী ॥ ১৪৫ ॥

✓ ততঃ শ্রীরামচন্দ্রেণ রাবণস্য বধার্থিনা ।

তৎপশ্চাৎপূজ্যতাং মাতা ত্রিষু লোকেষু পূজিতা ॥ ১৪৬ ॥

জাতাদৌ দক্ষকন্যা যা নিহত্য দৈত্যদানবান্ ।

ততো দেহং পরিত্যজ্য যজ্ঞে ভর্তৃশ্চ নিন্দয়া ॥ ১৪৭ ॥

জজ্ঞে হিমবতঃ পত্ন্যাং লেভে পশুপতিং পতিম্ ।

গণেশশ্চ স্বয়ং কৃষ্ণঃ স্কন্দো বিষ্ণুকলোদ্ভবঃ ॥ ১৪৮ ॥

বভূবতুস্তৌ তনয়ৌ পশ্চাত্ত্যাশ্চ নারদ ! ।

লক্ষ্মীমঙ্গলভূপেন প্রথমং পরিপূজিতা ।

ত্রিষু লোকেষু তৎপশ্চাদ্ভবতামুনিমানবৈঃ ॥ ১৪৯ ॥

এবং ত্রৈবিধ্যোহপি পূজার্থী এবতাঃ । সৰ্বা ইতি ফলভারতমাস্ত সাত্বিকাদিপূজা-
মন্তব্য । অধুনা পঞ্চপ্রকৃতাণাং সৰ্বৈঃ পূজ্যত্বমাহ পূজিতেতি । পৃথ্যাং স্বরথেনাদৌ
পূজিতা তেন দেবদ্বিভির্দৈবলোকে নিরন্তরং কৃত্যং পূজ্যামপি ন দোষঃ । স্বরথো নাম
রাজা ॥ ১৪৫—১৪৬ ॥

হুর্গৈব দক্ষকন্যারূপেণোৎপন্নত্যাগ জাতাদাবিতি ॥ ১৪৭ ॥

স্বয়ং কৃষ্ণ ইতি । শ্রীকৃষ্ণ এব পূর্ণাবতারঃ পার্শ্বতাঃ পুত্রো গণেশরূপেণ জাতঃ । স্কন্দ
বিষ্ণুকলোদ্ভবঃ । বিষ্ণুঃ পশুভ্যো ন তু পূর্ণাবতারঃ ॥ ১৪৮ ॥

মঙ্গলভূপেন মঙ্গলাভিধরাজা ॥ ১৪৯ ॥

এইত প্রকৃতির স্বরূপ বর্ণন করিলাম, অতএব পুণ্যক্ষেত্র ভারতভূমিতে সমুদায় প্রকৃতি
দেবীকে পূজা করা সৰ্ব্বতোভাবে বিধেয় । পূৰ্বে স্বরপরাজা হুর্গাভিনাশিনী মূলপ্রকৃতি হুর্গার
পূজা করিয়াছিলেন ॥ ১৪৪—১৪৫ ॥ তাহার পর রামচন্দ্র রাবণবধাকাজী হইয়া তাঁহার পূজা
করেন । তৎপরে ত্রিলোকমধ্যে তাঁহার পূজা প্রচারিত হইয়াছে ॥ ১৪৬ ॥ উনিই প্রথমে
দক্ষকন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন, উনিই দৈত্যকুল ও দানবকুল সংহার করিয়াছিলেন ।
উনিই দক্ষযজ্ঞকালে পতিনিলা শ্রবণে স্বীয় দেহ বিসর্জন দিয়া পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিয়া-
ছিলেন ॥ ১৪৭ ॥ উনিই হিমালয়পত্নী সেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া পুনর্বার পশুপতিক
পত্নীলাভ করিয়াছিলেন । তাহার পর কাশ্মিক ও গণেশনামে পার্শ্বতীর যে পুত্রদ্বয়
সমুৎপন্ন, তন্মধ্যে কাশ্মিক নারায়নের জ্ঞান এবং গণেশতি স্বয়ং রাধাপতি শ্রীকৃষ্ণ ॥ ১৪৮ ॥
দেখিবে ! এই পুত্রের পর হুর্গা হইতে বেলম্বী কেশব উৎপত্তি হয় (বহুলভাজ) প্রথমতঃ
তাঁহার পূজা করেন, তৎপরে ত্রিলোকমধ্যে কি দেবতা, কি মনুষ্য, সকলেই তাঁহার

সাবিত্রী চাষপতিনা প্রথমং পরিপূজিতা ।

তৎপশ্চাদ্ভিষু লোকেষু দেবতাযুনিপূজ্যৈঃ ॥ ১৫০ ॥

আদৌ সরস্বতী দেবী ব্রহ্মণা পরিপূজিতা ।

তৎপশ্চাদ্ভিষু লোকেষু দেবতাযুনিপূজ্যৈঃ ॥ ১৫১ ॥

প্রথমং পূজিতা রাধা গোলোকে রাসমণ্ডলে ।

পৌর্ণমাশ্চাং কার্তিকশ্চ কৃষ্ণেন পরমাজ্ঞনা ॥ ১৫২ ॥

গোপিকাভিষ্চ গোপৈশ্চ বালিকাভিষ্চ বালকৈঃ ।

গবান্ধনৈঃ সুরভ্যা চ তৎপশ্চাদ্যজ্ঞয়া হরৈঃ ॥ ১৫৩ ॥

তদা ব্রহ্মাদিভির্দেবৈর্মুনিভিঃ পরয়া মুদা ।

পুষ্পধূপাদিভির্ভক্ত্যা পূজিতা বন্দিতা সदा ॥ ১৫৪ ॥

পৃথিব্যাং প্রথমং দেবী স্বযজ্ঞেনৈব পূজিতা ।

শঙ্করেণোপদিষ্টেন পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে ॥ ১৫৫ ॥

ত্রিষু লোকেষু তৎপশ্চাদ্যজ্ঞয়া পরমাজ্ঞনঃ ।

পুষ্পধূপাদিভির্ভক্ত্যা পূজিতা মুনিভিঃ সদা ॥ ১৫৬ ॥

অষ্টপতিনা রাজ্ঞা । কচিং সাবিত্রী চ সরস্বত্যা ইতাপি পাঠঃ ॥ ১৫০—১৫৪ ॥

প্রথমং দেবীতি । ভূতলে প্রথমং রাধাদেবী স্বযজ্ঞেন রাজ্ঞা পূজিতেত্যর্থঃ ॥ ১৫৫ ॥

উপদিষ্টেন বিধিনেতি শেষঃ ॥ ১৫৬—১৫৮ ॥

পূজা করিয়া থাকেন ॥ ১৪৯ ॥ প্রথমতঃ রাজ্ঞা অষ্টপতি সাবিত্রী দেবীর পূজা করেন, তাহার পর ত্রিভুবনে কি দেবগণ, কি মুনিগণ, সকলেই তাঁহার অর্চনা করিতেছেন ॥ ১৫০ ॥ দেবী সরস্বতী সমুৎপন্ন হইলে সর্বাঙ্গে ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহার পূজা করেন, তাহার পর কি শ্রেষ্ঠতম মুনিগণ, কি দেবগণ, সকলেই তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন ॥ ১৫১ ॥ কার্তিকী পৌর্ণমাসী রজনীতে পরমাত্মরূপী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোলোকধামে রাসমণ্ডলে দেবী রাধার অর্চনা করেন । তাহার পর কৃষ্ণের অন্তর্যতীক্ৰমে সমস্ত গোপ, সমস্ত গোপিকা, সমস্ত বালক বালিকা, গোপিনী সুরভী ও অজ্ঞাত ধেনুগণ তাঁহার অর্চনা করিয়া থাকেন । এমন কি, সেই অবধি ব্রহ্মাদি দেবগণ ও মুনিগণপর্যন্ত একবার তত্ত্বগতভাবে ধূপ দীপাদি বিবিধ উপহারে পরমানন্দে শ্রীরাধার পূজায় প্রযত্ন হইয়াছেন ॥ ১৫২—১৫৪ ॥ তাহার পর ভগবান্ শঙ্করের উপদেশানুসারে এই পুণ্যক্ষেত্রে ভারতে প্রথমতঃ (রাজা স্বযজ্ঞই) তাঁহার পূজা করেন । তাহার পর পরমাত্মরূপী শ্রীকৃষ্ণের আরাধনায় লোকজগতের সর্বত্রই তাঁহার পূজা প্রচারিত হইয়াছে । মুনিগণ তত্ত্বযোগে ধূপ ধূপাদি বিবিধ উপহারে

কলা যা যাঃ সমুদ্ভূতাঃ পূজিতাভ্যশ্চ ভারতে ॥ ১৫৭ ॥

পূজিতা গ্রামদেব্যশ্চ গ্রামে চ নগরে বৃন্দে ! ।

এবং তে কথিতং সর্বং প্রকৃতিশ্চরিতং শুভম্ ॥ ১৫৮ ॥

যথাগমং লক্ষণঞ্চ কিং ভূয়ঃ প্রোক্তুমিচ্ছসি ॥ ১৫৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং নবমস্কন্ধে

প্রকৃতিবর্ণনং নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

32595

বন্দ্যাদেবং তন্দ্বাদেতা দেবতা নিয়মেন পূজ্যা ইতি তাৎপর্যম্ ॥ ১৬০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে নবমস্কন্ধে প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

সর্বদা দেবী রাখার পূজা করিয়া থাকেন ॥ ১৫৫—১৫৬ ॥ বৎস নারদ ! এতদ্ভিন্ন প্রকৃতির
অংশ হইতে যে সকল দেবী সমুৎপন্ন হইয়াছেন, ভারতে সে সমস্তই পূজিত হইয়া থাকেন ।
এমন কি, গ্রামে গ্রাম্যদেবী, বনে বনদেবী এবং নগরে নগরদেবীগণের পূজা হইয়া
থাকে । বৎস নারদ ! এই আমি তোমার নিকট শাস্ত্রানুসারে সমস্ত প্রকৃতিদেবীর শুভ
চরিত কীৰ্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয়, ব্যক্ত কর ॥ ১৫৭—১৬০ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-

ভাগবতের নবমস্কন্ধে প্রকৃতি বর্ণন নামক

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

সমাসেন জ্ঞাতং সৰ্বং দেবীনাং চরিতং প্রভো ! ।

বিবোধনায় বোধন্ত ব্যাসেন বক্তু মইসি ॥ ১ ॥

স্বকৈরাহা সৃষ্টিবিধৌ কথমাবিৰ্ভূষ হ ।

কথং বা পঞ্চা ভূতা বদ বেদবিদাশ্রয় ! ॥ ২ ॥

ভূতা যা যাঃশকলয়ঃ যত্র ত্রিগুণয়া ভবে ।

ব্যাসেন তাসাং চরিতং জ্ঞোতুমিচ্ছামি সাশ্রিতম্ ॥ ৩ ॥

তাসাং জন্মানুকথনং পূজাধ্যানবিধিঃ বুধঃ ।

স্তোত্রং কবচমৈশ্বর্যং শৌর্য্যং বর্ষণ মঙ্গলম্ ॥ ৪ ॥

অষ্টাশীতিমহাপদৈঃ পঞ্চপ্রকৃতিসম্বৎ ।

প্রোচ্যতে বিত্তরংগৈব তত্ত্বং পাক সম্বৎ ॥

পৃষ্ঠবতে নারদায় সর্বোহপি নবমঙ্ককোক্তোহর্থঃ সজ্জপেণ ভূতবাকৈর্ভগবতাবশিত-
তমর্থং সামান্তরূপেণ জ্ঞাতং বিশেষাকারেণ জ্ঞাতুং পুনর্নারদঃ পৃচ্ছতি । নারদ উবাচ সমা-
সেনেতি সমাসেন সজ্জপেণ বোধন্ত সামান্তাকারেণ বোধবিষয়ন্ত পূর্কোক্তার্থন্ত বিবোধনায়
ব্যাসেন বিস্তারেন ॥ ১ ॥

বিশেষার্থবিষয়ং প্রসংগম্বেব করোতি সৃষ্টৈরিতি । সৃষ্টৈবৈতপ্রপঞ্চত কার্যভূত-
তাদ্যাকারণরূপা মূলপ্রকৃতিমারশক্তিপরাদিশব্দাচা সৃষ্টিবিধৌ সৃষ্টিক্রমাদিঃ প্রথমতঃ
কথমাবিৰ্ভূষোংপরা । পশ্চাচ্চ কথং পঞ্চা ভূতা পঞ্চপ্রকারেণ দুর্গাদিরূপেণ ভিন্না কথং বা
জাতা তদ্বদৈত্যাঃ ॥ ২ ॥

কিঞ্চ ভূতেতি । ভবে সংসারে তত্র ত্রিগুণয়া প্রকৃতেঃশকলয়া বা ভূতা সম্ভূতা শক্তি-
র্গদাতৃসত্যাদিরূপিণী তাসাং চরিতমিতি ॥ ৩ ॥

কিঞ্চ তাসামিতি । তাসাং জন্মতাদীনাম্ ॥ ৪ ॥

দেবর্ষি নারদ নারায়ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রভো! আপনি সংক্ষেপে পঞ্চ
প্রকৃতিদেবীর চরিত বিষয় বাহা কীর্তন করিলেন, তনিন্দাম্ । আপনি বেদবেত্তাদিগের
অগ্রগণ্য, অতএব কিজালা করি, এই জগৎপ্রসেকের প্রথমেই মূলপ্রকৃতি আকাশ্যশক্তির
সৃষ্টি হইল কেন? কিহুগেই বা তিনি ত্রিগুণরূপিণী হইয়া পাদেভ্যামে বিব্রক্ত হইলেন?
আত্মপুত্রিক সহস্র অবধ কতিবার বালন্য কবি । অতএব সজ্জতি আপদি ভীহাদিগের
সঙ্গলম্বক অন্তর্যাত, পূজাপ্রকরণ, বাসদেবিত, স্তোত্র, কবচ, মইসি ও প্রভাববিষয় সমস্ত
বিস্তারিতরূপে কীর্তন করহ ॥ ১-৪ ॥

শ্রীনারায়ণ উবাচ ।

নিত্য আত্মা নভো নিত্যং কালো নিত্যো দিশো যথা ।

বিধানাং গোলকং নিত্যং নিত্যো গোলোক এব চ ॥ ৫ ॥

তদেকদেশো বৈকুণ্ঠো নম্রভাগানুসারকঃ ।

তথৈব প্রকৃতির্নিত্যা ব্রহ্মলীলা সনাতনী ॥ ৬ ॥

যথার্যো দাহিকা চক্রে পদ্মে শোভা প্রভা রবৌ ।

শব্দযুক্তা ন ভিন্না সা তথা প্রকৃতিরাত্মনি ॥ ৭ ॥

নারায়ণঃ প্রথমং প্রকৃতেঃ স্বরূপমাহ নারায়ণ উবাচ নিত্যোতি । নিত্য আত্মা যথা তথা প্রকৃতি নিত্যোত্থঃ । আত্মা ত্রিলাভাসৌজ্যবঃ । অস্ত মোক্ষপর্যাস্তমবস্থানান্নিত্যম্ । ন স্বভাবশব্দেন পরমাত্মা উক্ত গ্রহণে তস্মিন্ পরমাত্মনি ত্রিকালাব্যাপ্তরূপনিত্যম্ । সূক্ষ্ম-
তদেব নিত্যং যারায়ং বোধিতং ভবেৎ তচ্চ যারায়ং ন সম্ভবতি । অসম্ভবরজস্বতমঙ্গ-
মযামিতি তাপনীয়শ্রুত্যা মোক্ষদশায়ং যারায় নাশাত্মাপগমং তস্মাজ্জীব এবাশ্রয়শব্দেন
গ্রাহ্যঃ । তদগ্রহণে তস্ত মোক্ষপর্যাস্তমবস্থানাত্মায়া যাস্ত মোক্ষপর্যাস্তমবস্থানাত্তয়োঃ
সমানযোগক্ষেপং নিত্যং সিধ্যতীতি নভঃ কালদিশাদীনামপি প্রাকৃতপ্রলয়পর্যাস্তমব-
স্থানান্নিত্যম্ যমাপেক্ষিকমেব বোধ্যম্ । বিধানাং ভূরাদিলোকানাং গোলকং ব্রহ্মাণ্ড-
নিত্যার্থঃ ॥ ৫ ॥

তদেকদেশ ইতি । তদেকদেশো গোলোকৈকদেশঃ । নম্রভাগানুসারকো গোলোকাৎ
নম্রদেশে স্থিতো বৈকুণ্ঠ ইত্যর্থঃ । পরমার্থতো নিত্যস্ত পরমায়ৈব । একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম
নেন নানান্তি কিঞ্চেত্যাদি শ্রুতেঃ ॥ ৬ ॥

নম্ সা প্রকৃতিঃ সাম্যশাস্ত্রোক্তপ্রধানবদাত্মনো ভিন্না স্বতন্ত্রা বাস্তি কিং তত্রাহ
যথার্যো দাহিকতি । যথা বহ্নৌ দাহিকাশক্তিঃ শব্দগ্নিরন্তরং যুক্তা সংযুক্তৈব বহ্নিনা ন
ভিন্না বহ্নেঃ কদাপি । যথা বা চক্রে পদ্মে চ শোভা নিত্যং সমবেতৈব ন ভিন্না । যথা বা
রবৌ প্রভা তদভিত্তৈব ন ভিন্না । কদাচিদপি । তথৈবেযং শক্তিঃ পরমাত্মনি তদভেদেনৈব
তিষ্ঠতি । শক্তেঃ শক্তবাস্তিরেকগাদর্শনাৎ । তথাচ স্বৈতাস্বতরশ্রুতিঃ । পরাত্ম শক্তিবিবি-
ধৈব শ্রুতে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চেতি । তদ্বৈবপি শক্তিস্ত শাস্ত্রমুজ্জ্বল্যবাস্তিরেকং ন
বাহ্বতি । তাদাত্ম্যমনয়োরনিত্যং বহ্নিদাহিকায়োরিবোতি । তস্মায় ভিন্না ভেদা স্বতন্ত্রা । 'কিত্ত
চেতনাধিষ্ঠিতা । 'চেতনৈব ভবতীতি ভাবঃ । তদ্বাক্যম্ । চিচ্ছার্যবেশতঃ শক্তিস্তেতনৈব
বিভাতি সোতি হৃতসংহিতায়াম্ ॥ ৭ ॥

নারায়ণ কহিলেন, দৈবর্ষে! আত্মা, নভোমণ্ডল, কাল, দশদিক, বিশ্বগোলক,
গোলোক এবং তদপেক্ষা নিম্নভাগস্থিত বৈকুণ্ঠধাম যেমন নিত্যপদার্থ, পরমবুদ্ধের স্বাভা-
বগুণী মূলপ্রকৃতিও সেইরূপ নিত্যপদার্থ ॥ ৫—৬ ॥ অগ্নি ও দাহিকাশক্তি, চক্রে ও রমণীরভা
সম ও শোভা, রবি ও প্রভা যেমন অভিন্নভাবে নিরন্তরপরস্পর পরস্পরে যোগকর্তৃহিরাছে,
আত্মা ও প্রকৃতিও সেইরূপ অভিন্নভাবে পরস্পর পরস্পরে দ্বিগিত্ত্ববিহীনভাবে যোগ
যেমন

বিনা স্বর্ণং স্বর্ণকারঃ কুণ্ডলং কর্তৃমক্ষমঃ।

বিনা যুদা ঘটং কর্তৃং কুলালোহি নহীশ্বরঃ ॥ ৮ ॥

নহি ক্ষমন্তথাত্মা চ সৃষ্টিং প্রকৃত্য তস্মাৎ বিনা।

সর্বশক্তিস্বরূপা সা যস্মা চ শক্তিমান্ সদা ॥ ৯ ॥

ঐশ্বর্য্যবচনঃ শশ্চ ক্তিঃ পরাক্রম এব চ।

তৎস্বরূপা তয়োর্দ্বিতী সা শক্তিঃ পরিকীৰ্ত্তিতা ॥ ১০ ॥

জ্ঞানং সমৃদ্ধিঃ সম্পত্তির্ষশশ্চৈব বলং ভগঃ।

তেন শক্তির্ভগবতী ভগরূপা চ সা সদা ॥ ১১ ॥

যস্মা যুক্তঃ সদাত্মা চ ভগবাংস্তেন কথ্যতে।

স চ স্বেচ্ছাময়োদেবঃ সাকারশ্চ নিরাকৃতিঃ ॥ ১২ ॥

নহু সা শক্তির্বাদি পরমাত্মনো ন তিন্না কিন্তু তদভিন্না তদা পরমাত্মৈব জগৎ করোতু
কিমর্থং শক্তিস্তদেতি চেত্তদাহ বিনা স্বর্ণমিতি ॥ ৮ ॥

নহি ক্ষম ইতি। শক্তিরহিতস্ত নিগুণস্ত নিরীকারস্ত নিরবয়বস্তাত্মনো ন জগৎকর্তৃশ্চ-
যুগপদ্যতে। তস্মাৎ সর্বজননকর্তৃসাপেক্ষিতৈবৈতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

শক্তিশব্দস্ত নিরুচনমাহ ঐশ্বর্য্যেতি। শশ্চো মঙ্গলবাচকত্বাদৈশ্বর্য্যবচনঃ। কৃতিশব্দস্ত
পুৰোদরাদিষ্মাদৃকারলোপে ক্তিশব্দঃ পরাক্রমবাচকঃ। শযুক্তাক্তির্ভূতামিতি ব্যুৎপত্ত্যা শক্তি-
শব্দঃ প্রকৃতিরাক্রমঃ। পুৰোদরাদিষ্মাদৃযুক্তপদলোপঃ। তৎফলিতমাহ তৎস্বরূপেতি ॥ ১০ ॥

ভগবতীপদবাৎপত্তিমাহ জ্ঞানমিতি। জ্ঞানাদিবলান্তানাং পদার্থানাং বাচকো ভগশব্দঃ
তেন কারণেন শক্তির্ভগবতীপদেনোচ্যত ইত্যর্থঃ। ভগানি সন্ত্যস্তামিতি ব্যুৎপত্তেঃ। নহু
ভগানি পরাশক্তেভির্জানি কস্মাদাগতানি তত্রাহ ভগরূপা চ সতি। ভগাত্মপি তস্তা এব
বিকারা ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

নহু তর্হি পরমাত্মা কথং ভগবচ্ছেনোচ্যতে ইতি চেত্তাদৃশভগবতীশক্তিবোগাদেবে-
ত্যাহ যস্মা যুক্ত ইতি। তস্তা গুণা এব পরমাত্মনো গুণা ভবন্তি পরম্পরাধারাদিত্যর্থঃ।
ইৎ পরাশক্তিং বর্ণয়িত্বা তদবচ্ছিন্নং চৈতন্তরূপং পরমাত্মানং বর্ণয়তি স চ স্বেচ্ছাময় ইতি।
প্রকৃতেরিচ্ছৈবৈতত্ত্বেন ন ভিন্নেতি। প্রকৃতীচ্ছ্যৈব স্বেচ্ছাময় ইত্যুচ্যতে। অয়ঞ্চ পরমাত্মা
নিরাকারঃ সাকারশ্চ ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

স্বর্ণকার স্বর্ণ ব্যতীত কুণ্ডল এবং কুন্তকার মৃত্তিকা গিরি ঘট সম্পাদন করিতে সক্ষম
নহে ॥ ৮ ॥ তদ্রূপ আত্মা সর্বশক্তিস্বরূপা প্রকৃতি গিরি কোন কার্য্যই নিম্পন্ন করিতে
সক্ষম নহেন। বলতঃ আত্মা, প্রকৃতি সাহায্যেই সর্বশক্তিমান ॥ ৯ ॥ 'শ' ঐশ্বর্য্যবাচক
এবং 'ক্তি' পরাক্রমবাচক, সুতরাং ঐশ্বর্য্য ও পরাক্রমস্বরূপা এবং ঐ উভয়ের রাজী বলিয়া
মূলপ্রকৃতি শক্তি নামে অভিহিত হইয়াছেন ॥ ১০ ॥ ভগ শব্দ জ্ঞান, সমৃদ্ধি, সম্পত্তি, বল ও
বল বাচক, সুতরাং ইহা প্রকৃতির ঐ সকল জ্ঞানাদি শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া
উহাকে ভগবতী বলিয়া থাকে ॥ ১১ ॥ আত্মা সূক্ত শক্তিরূপা ভগবতীর সহিত সম্বি-
লিত রহিয়াছেন বলিয়া ভগবান্ নামে অভিহিত হইয়াছেন। ভগবান্ বয়ং স্বেচ্ছাময়

তেজোরূপং নিরাকারং ব্যায়তে যোগিনঃ সদা ।

বদন্তি চ পরং ব্রহ্ম পরমানন্দমীশ্বরম্ ॥ ১৩ ॥

অদৃশং সর্বত্রৈক্যং সর্বত্র সর্বকারণম্ ।

সর্বদং সর্বরূপং জ্ঞানং বৈষ্ণবাত্মন মনতে ॥ ১৪ ॥

বদন্তি চৈব তে কস্ত তেজস্তেজস্বিনা বিনা ।

তেজোমণ্ডলমধ্যস্থং ব্রহ্ম তেজস্বিনং পরম্ ॥ ১৫ ॥

স্বচ্ছাময়ং সর্বরূপং সর্বকারণকারণম্ ।

অতীবিস্ময়ং রূপং বিজ্ঞাতং হৃদনোহরম্ ॥ ১৬ ॥

কিশোরবয়সং শান্তং সর্বকান্তং পরাংপরম্ ।

নবীননীরদাভাসধাত্মকং শ্যামবিগ্রহম্ ॥ ১৭ ॥

শরমধ্যাক্ষপমৌঘশোভামোচনলোচনম্ ।

মুক্তাহবিবিনিম্ভ্যকদন্তপংক্তিমনোরমম্ ॥ ১৮ ॥

নিরাকাররূপং বর্ণয়তি তেজোরূপমিতি । চিত্রপং স্বপ্রকাশং তেজোরূপমিতিার্থঃ । ইদমেব পরং ব্রহ্মেতি বদন্তি ॥ ১৩ ॥

ইখং নিরাকারং পরমানন্দরূপং যোগিনো জ্ঞানিনো বেদান্তান্চ যদিপি বদন্তি তথাপি তজ্রপং বৈষ্ণবাঃ স্থলমূর্ত্যতিমানিনো ন মনতে ইত্যাকচিৎপূর্বকমাহ বৈষ্ণবাত্মন মনত ইতি ॥ ১৪ ॥

তে কিং বদন্তি তজ্জাহ বদন্তীতি । ভবন্তির্বৈষ্ণবঃ স্বীকিয়তে তত্তেজস্তেজস্বিনা বিনা কস্ত সম্ভবেৎ ন কতাপি । নহি চক্রিকাপ্রতীক্ষীনি চক্রস্বৰূপাদ্যাদ্রয়রহিতানি কচিৎপলভান্তে ততোহজ্ঞথাগুপত্য্য কাচন নিত্য্য সাবয়বা মূর্তিঃ স্বীকর্তব্যোতি তে বদন্তীত্যর্থঃ । কীদৃশী মূর্তিঃ স্বীকর্তব্যোতি তাং দর্শয়তি তেজোমণ্ডলমিতি ॥ ১৫—১৬ ॥

কিশোরো বালঃ ॥ ১৭ ॥

শোভায়া মোচনে নাশনে লোচনে বস্ত । মুক্তাহবির্ভিনিন্দ্যা বরা এতাদৃশী বা একা বিরলা মধ্যে ব্যবধানরহিতা দন্তপক্তিভয়া মনোরমম্ ॥ ১৮—২২ ॥

দেবঃ এই নিমিত্ত উনি কখন স্বাকার, কখনবা নিরাকার ॥ ১২ ॥ যোগিগণ নিয়ত ঐ নিরাকার ভগবানের তেজোরূপিত্তি তাঁরন এবং তাঁহাকেই পরমানন্দরূপী পরব্রহ্ম পরমেশ্বর বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥ বহিঃ(তিনি অদৃশ, সর্বত্র, সর্বত্র, সর্বকারণ, সর্ববাস্তা ও সর্বরূপী) কিন্তু বৈষ্ণবগণ তাহা স্বীকার করেন না ॥ ১৪ ॥ তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, তেজস্বিত্তি 'চিত্রপে তেজের উৎপত্তি হইবে' হুতরাং যিনি স্রোতির্ভূতের মধ্যভাগে বিরাটমূর্তি রহিয়াছেন, তিনিই পরব্রহ্ম, তিনিই তেজস্বী পুরুষ, তিনিই পরাংপর ॥ ১৫ ॥ তিনিই বৈষ্ণব, তিনিই সর্বরূপী এবং তিনিই সর্বত্র কারণের কারণ, তাঁহার রূপ অতি মনোহর ॥ ১৬ ॥ তিনি বয়সে কিশোর, তাঁহার বৃদ্ধি অতি শান্ত ও মঙ্গলের ক্রমবীর্ণ । তিনি পরমেশ্বর, তাঁহার শ্যাম নবকলধরীর জাহ আভাসমান ॥ ১৭ ॥

ময়ূরপিচ্ছচূড়ঞ্চ মালতীমালামণ্ডিতম্ ॥
 জনসং সন্নিহিতং কান্তং তত্তপসুগ্রাহকারণম্ ॥ ১৯ ॥
 জলদগ্নিরিত্তৈককপীতাংগকহশোভিতম্ ।
 দ্বিভূজং মুরঙ্গীহন্তং রত্নকুঙ্গকুণ্ডলিতম্ ॥ ২০ ॥
 সর্বাধারক সর্বেশং সর্বশক্তিযুতং বিভূম্ ।
 সর্বেশ্বর্য্যপ্রদং সর্বং স্বতন্ত্রং সর্বমঙ্গলম্ ॥ ২১ ॥
 পরিপূর্ণতমং সিদ্ধং সিদ্ধেশং সিদ্ধিকারকম্ ।
 ধ্যায়ন্তে রৈক্ষবাঃ শশ্বদেবদেবং জনাতনম্ ॥ ২২ ॥
 জন্মমুভূজরাব্যাদিশোকভীতিহরং পরম্ ।
 ব্রহ্মণো বরসা যন্ত নিমেষ উপচর্য্যতে ॥ ২৩ ॥
 স চাত্মা স পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ।
 কৃষিত্তন্তুজিহবচনো নশ্চ তদাস্তবাচকঃ ॥ ২৪ ॥

• নিমেষো নেত্রমীলনম্ ॥ ২৩ ॥ •

কৃষ্ণপদং নির্মুক্তি কৃষিত্তন্তুজিহ্বা । কৃষধাতোভজনবাচকাভাবে কিপ্প্রত্যয়ে কৃষ্ণশব্দো
 নিষ্পদঃ সঃ তন্তুজিহ্বচনঃ কৃষ্ণভক্তিবাচক ইত্যর্থঃ । গমধাতোরপি প্রহস্ববাচকাভাবে ভপ্র-
 ত্যয়ে কৃষ্ণদাত্তবাচকো ন শব্দঃ । তথাচ কুট্ট নঞ্চ কৃষ্ণে তে দাত্ত্বেন বর্ত্তেতে যন্মিত্য-
 ত্বেহর্শ আদ্যচ্ প্ৰবোধরাধিভাং বকারপ্রবণম্ ॥ ২৪ ॥

তাঁহার নরনবুগল যথাক্ পঙ্কজ-নিচয়ের শোভাকে তিরস্কৃত করিয়াছে, তাঁহার দন্তপংক্তি
 দর্শনে মুক্তাপংক্তিও লজ্জিত হয় ॥ ১৮ ॥ তাঁহার চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ, গলদেশে মালতীমালা,
 নাসিকা অতি মনোহর, আভদেশে হাত সত্তত বিরাজমান । তত্তপসুগ্রাহকারণ
 করিতে তাঁহার তুল্য আর দ্বিতীয় নাই ॥ ১৯ ॥ পরিমান শীতাহার, যেন প্রজ্বলিত অনলের
 জ্বালা হ্রাস করিয়াছে, আভ্রাহলবিত হই হন্তে মুরঙ্গী বিরাজমান এবং সর্বাঙ্গ
 রত্নময় ভূষণে বিভূষিত ॥ ২০ ॥ তিনি জগতের একমাত্র আধার, সকলের প্রভু ও সর্বশক্তি-
 মান বিভূ । তিনি সকলকে সর্বপ্রকার ঐশ্বর্য্য ও রত্ন প্রদান করিয়া থাকেন । তিনি
 কাহারও স্বর্গীয় নহেন ॥ ২১ ॥ তাঁহারে অসুখভার বেশ নাই ২ নাই । তিনি পরম সিদ্ধ
 পুরুষ ও সবল সিদ্ধপুরুষের প্রধান, সকলকেই সিদ্ধি দান করিয়া থাকেন, বৈষ্ণবগণ
 নিরন্তর সেই সনাতন দেবদেব শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া থাকেন ॥ ২২ ॥ তাঁহার প্রসাদে
 লোকের জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, শোক ও ভয়ের সেশমাত্রও থাকে না । তাঁহার এক
 নিমেষ ব্রহ্মার রসঃপরিমাণ ॥ ২৩ ॥ সেই পরমাত্মা, সেই পরব্রহ্ম, কৃষ্ণনামে অভিহিত হইয়া
 থাকেন । ‘কৃষি’ শব্দ শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিবাচক এবং ‘ন’ তাঁহার দাত্ত্ববাচক ॥ ২৪ ॥ সত্ত্বাং

ভক্তিদাত্তপ্রদাতা যঃ স চ কৃষ্ণঃ প্রকীর্তিতঃ ।

কৃষিচ সর্ববচনো নকারো বীজমেব চ ॥ ২৫ ॥

স কৃষ্ণঃ সর্বঅক্ষৌদ্রো সিস্কন্ধৈকএব চ ।

স্বফ্যাসুখস্তদংশেন কালেন প্রেরিতঃ প্রভুঃ ॥ ২৬ ॥

তৎকলিতমাহ ভক্তিদাত্তেতি । ব্যুৎপত্তান্তরমাহ কৃষিচেতি । কৃষ্যতে আকৃষ্যতে কারণাদ্ব্যুৎপত্তিকালে ইতি কুট সর্বং জগৎ । কৃষিণি কিপ্ বাহুল্যক্যং । গীঞপ্রাপণে ইত্যন্ত্যং উপ্রত্যয়েন যতিকাৰ্য্যাত্মতাং প্রাপয়তি স নো বীজঃ কারণমিত্যর্থঃ । কৃষঃ সর্বকাৰ্য্যপ্রণকন্ত নঃ বীজমিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

ফলিতমাহ । স কৃষ্ণ ইতি । স কৃষ্ণ ইত্যজ্যীয়ত ইতি শেষঃ । এতাবৎপর্য্যন্তং বৈষ্ণবং মতমুপপাদিতম্ । তত্রাবৈষ্ণবান্তর মৰত ইতানেন বোধিতয়া কৃচ্যেবমততিরস্বারো দশিতঃ । তত্র যুক্তিষিখম্ । ন হ্যম্মাভিচ্ছত্রম্ভ্যাত্তেজোবদ্বন্ধতেজঃ স্বীক্ৰিয়তে যেন তদাশ্রয়স্তা-
কাঙ্ক্ষা হ্যত্বে । কিন্তু তদ্ব্যাত্তেজঃ সদৃশং স্বরং প্রকাশং জ্ঞানরূপমেব তেজঃ পদেনোচ্যতে নহি তত্ত সৰ্বসাধারস্তাধারাপেক্ষান্তি । অববহাপস্তেঃ কদ্বিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ যে মহিম্বীতি শ্রুত্যা চ নিরাদারস্তেবাজ্ঞানঃ প্রতিপাদনাৎ । কিঞ্চ যা মুক্তিঃ সাবয়বা ভবতিঃ স্বীক্ৰিয়তে তত্তা-
নিত্যত্বং ন হ্যত্বে যদ্যৎ সাবয়বং তত্তদ্ব্যবস্থায়িত বাপ্তেঃ । কিঞ্চ যা ভবতামভিমতা মুক্তি সা কিং পাক্ভৌতিকী বা তদ্রহিতা বা । যদি পাক্ভৌতিকী তদানিত্যত্বপ্রসঙ্গঃ । যদি তদ্রহিতা তর্হি তত্তাদ্ভ্যুত্থাভাবঃ হ্যত্বে । তথাচ তত্তাঃ সবে প্রমাণাভাবঃ । ন চ বেদ এব কৃষ্ণমূর্তে-
ব্রহ্মত্বপ্রতিপাদকঃ প্রমাণমিতি চেন্ন । কৃষ্ণমূর্ত্যন্তর্গতব্রহ্মরূপপ্রতিপাদকত্বেনাপি বেদ-
বাক্যস্ত বিষয়লাভেন চারিতার্থ্যত্বে । অতএব সর্বং স্বধিদং ব্রহ্মেতি সামান্যাদিকরণ্যপ্রতি-
পাদকশ্রুতিশ্চরিতার্থা । কিঞ্চ ভবত্তিঃ কৃষ্ণমূর্তিপ্রতিপাদকা যা শ্রুতিক্র্যতে সা কিমুপাসনা-
কাণ্ডস্থা বা জ্ঞানকাণ্ডস্থা । যদ্যুপাসনাকাণ্ডস্থা তর্হি সর্বশ্রুতীনাং উপাসনাসংহারাদিবদ্-
বিহতাবৎপর্য্যগিন্বেনাঠৈতে ব্রহ্মণি সমম্বয়ানিগুণব্রহ্মপ্রতিপাদকশ্রুতিভ্যো হুপাসনাকাণ্ডস্থ-
শ্রুতীনাং হ্রবগতান্তমূর্ত্যন্তর্গতব্রহ্মবর্ণনপ্রতিপাদনেনাপি তাসাং শ্রুতীনাং সার্থকাচ্চ ন তদ্ব-
ক্তার্থে প্রামাণ্যম্ । যদি জ্ঞানকাণ্ডস্থা তদপি ন সম্ভবতি মহি জ্ঞানকাণ্ডে ব্রহ্মরূপং নিগুণং
বিহায় কচিদপি সত্ত্বং রূপং সাবয়বং পরিচ্ছিন্নং প্রতিপাদিতমন্তি । তন্মাত্ম লপ্রকৃত-
হিরণ্যগর্ভোৎপত্তিধারা পঞ্চমহাভূতসৃষ্টান্তরং পঞ্চমহাভূতাংশমাদার হিরণ্যগর্ভরূপা ভগবতী
নানারূপাণি ধারয়ামাসেত্যেব সর্বশ্রুতিসিদ্ধান্তঃ । তদ্বক্তং নুসিংহতাপনীয়েহন্তিমং ধণ্ডে ।
উপজ্ঞষ্টাহুমন্তেব আত্মা সিংহশ্চক্রপ এবাবিকারো হুপলকাসর্বত্র নহতি বৈতসিদ্ধিরাত্মেব
সিদ্ধৌ দ্বিতীয়ে মায়ায় হৃত্তদিব স বা এব আত্মাপর এতৈব সর্বং তথাহি প্রোক্তে সৈবা বিদ্যা
জগৎসর্বমাত্মাপরমাত্মেব স্বপ্রকাশোহ্যবিষয়জ্ঞানস্বাজ্ঞানয়েব হৃত্ত ন বিজ্ঞানাত্মভূত-
শাখা চ তমোরূপাহুভূতেরিত্যাদি । এবমেবৈবা মায়া স্বাব্যতিরিক্তানি ক্ষেত্রানি দর্শয়িত্বা
জীবেশাবাদাসেন করোতি ময়াচাবিদ্যা চ স্বয়মেব ভবতি সৈবা চিত্তা হৃদ্রূপা বহুব্রহ্মাণ্ডপ-
তিমাহুরেবপি গুণভিরা সর্বত্র ব্রহ্মবিশুশিবরূপিণী চৈতন্ত্রনীশা তন্মাদাত্মন এব জৈবিধাং
সর্বত্র বোদিত্বম্যভিসমতা জীবো নিরন্তেষ্বরঃ । সর্কাহমানী হিরণ্যগর্ভস্ত্রিরূপ ঈশ্বরবৎ ব্যক্ত-
চৈতন্ত্রঃ সর্বগো হেব ঈশ্বরঃ । ক্রিয়াজ্ঞানাত্মা সর্বঃ সর্বময়ঃ সর্বো জীবাঃ সর্বময়াঃ সর্বা-
বস্থাসু তথাপ্যমাঃ স বা এব ভূতানীশ্রিয়াপি বিরাজঃ দেবতাঃ কোশাংশ সৃষ্টা এবিভা-

বিনি ভক্তি ও দাত্তের প্রদাতা, তিনিই কৃষ্ণ । প্রকারান্তরে 'কৃষি' শব্দের অর্থ সঞ্চল এবং
'ন' শব্দের অর্থ বীজ ॥ ২৫ ॥ স্তত্রাং বিনি সকলের বীজ অর্থাৎ সকলের স্রষ্টা, তিনিই

স্বেচ্ছাময়ঃ স্বেচ্ছায় চ দ্বিধাক্রিপো বভূব হ।

ত্রীক্লপো বামভাগাংশো দক্ষিণাংশঃ পূমান্ স্মৃতঃ ॥ ২৭ ॥

মূঢ়ো মূঢ় ইব বাহরস্মান্তে ময়ইব তদ্বাহর এবাস্মেতি। নহু তর্হি প্রথমধারে স্বেচ্ছাময়-
স্বেচ্ছয়া চ ত্রীক্লপ্ত সিন্ধুকরা। সাবিবভূব সহসা মূলপ্রকৃতিরীশ্বরীতি বাক্যে ত্রীক্লপ্তচেছ-
য়েতি কথমুক্তম্। পরমাত্মন ইচ্ছয়েতি বক্তব্যমিতি চেছগু। ক্লপ্তবাহি যোগরূঢ়া
গোলোকবাসিন্দেবতারাঃ রূঢ়ঃ। কেবলযোগার্থমাদায় তু পরমাত্মনি প্রযুক্তঃ। এবমেব
সর্কেষি পক্ষা যোগরূঢ়া তত্ত্ববিশেষবসার্থবাচকা অপি যোগার্থমাদায় সর্কেষে ব্রহ্মবাচকা
অপি ভবন্তীতি ন দোষঃ। নহু তর্হি সাম্যাবস্থামোগোপাদিকসর্কারণব্রহ্মণঃ কিং মুখ্যং
যোগরূঢ়ং নামেতি চেছচ্যতে। কেবলব্রহ্মণো নিগুণব্রহ্মপ্রতিপাদকশ্রুতিষু সত্যঃ জ্ঞান-
মনস্তঃ বুদ্ধেতাদিবাক্যেবু প্রতিপাদিতানি সত্যং, জ্ঞানমিত্যাদীনানি নামানি মুখ্যানি তদ-
ভিরিক্তনামানি শিববিক্রুবুদ্ধেতাদীনানি যোগিকানি তেবাং তত্ত্বগুণোপাধিচৈতন্তে রূঢ়-
নৈকত্রকণ্ঠশক্ত্যানিবাহেহেজ শক্তিকল্পনে প্রমাণাভাবান্গোরবাচ। তদ্বগুণরূপোপাধিষু
শিববিক্রুদিদারাং শক্তিত্ব মৈজারগীশ্বরত্বাভিহিতা। বোহব্রহ্ম বা বাস্ত সাবিকোহংশঃ স
বিক্রুর্বোহব্রহ্ম বা বাস্ত তামসোহংশঃ স যোহিং রূঢ় ইত্যাদিবাক্যেঃ। ক্লপ্তাদিশব্দান্ত
রূঢ়া বিক্লপ্তবস্ত্রৈব বাচকাঃ। তত্ত্বরূপনিবৎহু তথৈব প্রতিপাদনাং। সগুণশবলকারণব্রহ্মণঃ
সাম্যাবস্থামাস্তঃপ্রবিষ্টতু তু মুখ্যঃ পক্ষা মায়শক্তিপ্রকৃতিপরা ভগবতী দেবীত্যাদয়ঃ। যথা
গজাদিশরীরে প্রবিষ্টতু চৈতন্ত গজাদিসংজ্ঞা মুখ্যাস্তবৎ। তত্ত্বং যোহাংশতরে। দেবাত্ম-
শক্তিং স্বগুণৈনিগুণামিতি। আত্মরূপাঃ শক্তিমিত্যর্থঃ। স্মৃতসংহিতারাং সৌরসংহিতারাং
কুর্নুপুণে চ। চিত্রাত্মপ্রায়মায়ারাঃ শক্ত্যকারে বিজ্ঞাতমাঃ। অহুপ্রবিষ্টা বা সন্নিহির্কি-
করা স্বয়ং প্রভা। সা শিবা পরমা দেবী শিবা ভিন্না শিবত্বরীতি। তস্যাং কারণব্রহ্মণোহপি
মায়শক্ত্যাদিসংজ্ঞা এব মুখ্যঃ ব্রহ্মবিক্রুদিসংজ্ঞাস্ত গোপাঃ। তত্ত্বগুণোপাধিষু তেবাং
শক্তেঃ কণ্ঠস্থেনাত্তত্র শক্তিকল্পনে প্রমাণাভাবান্গোরবাচ। তদ্বাং কারণব্রহ্মণোপাসকেন
মায়শক্তিপরা মূলপ্রকৃতিভগবতী দেবীত্যাদিমুখ্যশব্দৈরেব কারণঃ ব্রহ্মোপাত্তম্ নহু ব্রহ্ম-
বিক্রুদিশব্দৈরিত্যেব স্তবম্। অতএব কারণব্রহ্মণঃ শক্তিতত্ত্বমিতি সংজ্ঞা শৈবসিদ্ধান্তে
প্রসিদ্ধা শাক্তদর্শনে চেতালমপ্রসক্তাহুপ্রসক্তা। বস্ততস্ত পূর্নত্র পরমাত্মন ইচ্ছয়েত্যেব
পূর্ববচনার্থঃ। ত্রীক্লপ্তস্তোত্র সিন্ধুকরেত্যেনোদয় ইতি পূর্নং ব্যাখ্যাতে তদা ন কোহপি
দোষঃ। ইথং বৈকবমতমরূঢ়া বিনিম্ব্যাখিষ্টাত্তদেবীনাং দেবানাঞ্চ সাকারমূর্তীনাং নিরা-
কারব্রহ্মণো মায়াবিশিষ্টাঃপত্তিমাং সর্কষ্টাদাবিতি। আদৌ প্রথমং সর্কষ্টে মায়শবলঃ
পরমেশ্বরেহপক্ষীকৃততত্ত্বাত্মকহিরণ্যগর্ভোপত্তিবারা পক্ষমহাত্তাত্মকব্রহ্মোপোৎপত্তানন্তর-
মিত্যর্থবোধ্যম্। সিন্ধুকন সৃষ্টানাং পদার্থানামখিষ্টাত্তদেবতাঃ অষ্টমিচ্ছন পরমাত্মনোহংশ
ইব তস্মিন্ বিদ্যমানেন কালেন প্রেরিতঃ সন্ ॥ ২৬ ॥

স্বেচ্ছাময়ো যতো ভবতি ততো হেতোঃ স্বেচ্ছয়া শক্ত্যাচ্ছিন্নারীশ্বররূপেণ দ্বিধা বভূবে-
ত্যর্থঃ। তত্র স্বেচ্ছাময়ঃ স্বেচ্ছয়েতি পদধয়েন দ্বিধা ভবনং প্রকৃতেয়েব কার্যম্। তৎপ্রকৃতেঃ
কার্যমায়জারোপেণ ভাসত ইত্যুক্তং ভবতি। তথা চাচ্ছিন্নারীশ্বররূপেণ মূলপ্রকৃতিরেব
পুরিণাং প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ। সা চ প্রকৃতিচৈতন্তরহিতা নৈব তিষ্ঠতীতি তদ্বিধানং বিবর্ত-
কারণং সর্কষ্টারূপজন্ম ॥ ২৭ ॥

ক্লপ্ত। যখন সর্কপ্রথমে তিনি এই বিষয়ের সৃষ্টি করিতে বাসনা করেন, তখন একমাত্র
ত্রীক্লপ্তির আর কেহই বিদ্যমান ছিল না, পরিশেষে সেই প্রভুই কামপ্রেরিত হইয়া অংশে
সৃষ্টিকার্যে উদ্যোগী হন ॥ ২৬ ॥ পরে সেই স্বেচ্ছাময় বীর ইচ্ছাহুসারে দ্বিধা রিক্লপ্ত হইলে

তাং দদর্শ মহাকানী কামাধারা শনাতনঃ ।
 অতীবকমনীয়াক চারুপঙ্কজসমিতাঙ্ক ॥ ২৮ ॥
 চন্দ্রবিম্ববিনিম্য কনিতবয়ুগলাঃ পরাম্ ।
 হুচাকপদলীভুজমিন্দিত্রোণিস্বন্দরীম্ ॥ ২৯ ॥
 শ্রীযুক্ত শ্রীফলাকারন্তনবুগ্মমনোরমাম্ ।
 পুষ্পজুষ্ঠাং হুবলিতাং মধ্যকীপাং মনোহরাম্ ॥ ৩০ ॥
 অতীবস্বন্দরীং শাস্ত্রাং সন্নিতাং বক্রলোচনাম্ ।
 বহিঃশৃঙ্গাং শুকাধারাং রত্নভূষণজুষ্টিতাম্ ॥ ৩১ ॥
 শশ্বচ্চক্ষুচকোরাভ্যাং পিষতীং সততং মুদা ।
 কৃষ্ণা মুখচন্দ্রাং চন্দ্রকোটিবিনিমিতাম্ ॥ ৩২ ॥
 কন্তুরীবিম্বুনা সার্কমধশ্চন্দনবিম্বুনা ।
 সমং সিন্দূরবিম্বুঞ্চ ভালমাধ্যো চ বিপ্রতীম্ ॥ ৩৩ ॥
 রক্তিমং কবরীভারং মালতীমালাভূষিতম্ ।
 রত্নেন্দ্রসারহারঞ্চ দধতীং কান্তকান্দুকীম্ ॥ ৩৪ ॥

উৎপত্ত্যানন্তরং বৃত্তমাহ তাং দদর্শতি ॥ ২৮ ॥

চন্দ্রবিম্বং বিনিম্য যন্ত তাদৃশমেকং মিলিতং নিতবয়ুগলং যভাঃ । কদলীভুজো
 নিন্দিতো যরা তয়া শ্রোণ্যা লক্ষণয়া শ্রোণ্যপোভাগেন স্বন্দরী ॥ ২৯ ॥

শ্রীকলং বিধকলম্ । মৌলৌ পুষ্পজুষ্ঠাং দেবিতাম্ ॥ ৩০ ॥

বক্রলোচনাং কটাকবতীম্ ॥ ৩১—৩২ ॥

কন্তুরীবিম্বুনেতি । সীবন্তসন্নিধৌ সিন্দূরবিম্বুস্তদধঃ কামীরচন্দনবিম্বুস্তদধঃ কন্তুরীতি
 মিলিতোৎপত্তিঃ ॥ ৩৩ ॥

বক্রিমং কুটিলম্ । কবরী কেশসন্নিবেশঃ ॥ ৩৪ ॥

তাহার বামভাগ দ্বী এবং দক্ষিণাংশ পুরুষরূপে পরিগত হইবে ॥ ২৭ ॥ তখন সেই লম্বাভন
 হাকরাই ঝায়েব, একমাত্র আধার লোচনলোভনীয়া হুচাক-পদসন্নিভা বাবলসমুভা
 বীর প্রতি দৃষ্টিপাত কুরিয়া রহিলেন ॥ ২৮ ॥

ঐ কামিনীর নিতবয়ুগল চন্দ্রমণ্ডলকে তিরঙ্কৃত করিয়াছে, তাহার উরুযুগল বর্জন
 করিলে কদলী ভক্ত ভক্তিত হইয়া যায় ॥ ২৯ ॥ তাহার স্তনযন্ত্রে হুচাক শ্রীমলযুগলের আভি
 রাহে, কবরীরবদনে পুষ্প সকল নিঃশব্দ, মধ্যদেশে অতি ক্রীণ, দেখিতে অতি মনোহর ॥ ৩০ ॥
 মতীব স্বন্দরী, মুক্তি অতি প্রশান্ত, আভরণে হাত সংলগ্নই রহিয়াছে, দুই অঙ্গাঙ্কে সংলগ্ন,
 স্নিগ্ধাঙ্গ অনল বিকৃত উৎকৃষ্ট বস্ত্র, সর্বাঙ্গ রত্নময় ভূষণে বিভূষিত ॥ ৩১ ॥

তাহারও সঙ্গলচকোর আনন্দে নিরন্তর শ্রীকেশের কোটিচকুরিনির্মিত মুখচন্দ্র পান
 করিতে লাগিল ॥ ৩২ ॥ তাহার ললাটে সিন্দূর বিম্বু, তদুপরি চন্দন বিম্বু এবং তাহার উপর

কোটি চন্দ্রপ্রভাসু পুণ্ড্রোপাঙ্গনবিত্তায় ।
 গমনেন রাজহংসগজসর্পমিনাশিনীম্ ॥ ৩৫ ॥
 দৃষ্টা তাং তু তরা সার্কঃ রাশেন্দো রাশমণ্ডলে ।
 রাশেন্দো রাশিকো রাশক্রীড়াং চকার হ ॥ ৩৬ ॥
 নানাশ্রকারশ্রুতারঃ শ্রুতারো মৃতিমানিব ।
 চকার স্বধসঙ্কোপং বাধৈ ব্রহ্মণোদিনম্ ॥ ৩৭ ॥
 ততঃ স চ পরিশ্রান্তস্ততা যোনৌ জগৎপিতা ।
 চকার বীৰ্য্যাধানঞ্চ ন্তিত্যানন্দে শুভক্ৰণে ॥ ৩৮ ॥
 গাত্রতো যোষিতস্ততাঃ সুরতাস্তে চ সুরত ! ।
 নিঃসার অমজলং আন্তার্যাস্তেজসা হরেঃ ॥ ৩৯ ॥
 মহাক্রমণক্রিষ্টায়া মিথাসম্ চ বভূব হ ।
 তদা বত্রে অমজলং তৎসর্বং বিশ্বগোলকম্ ॥ ৪০ ॥

পুণ্ড্রোপা পুণ্ড্রোপা রাজহংসগজর্যগরুত গমনাতিমানন্ত বিনাশিনীম্ ॥ ৩৫—৩৬ ॥
 শ্রুতারঃ কুর্কমিত্তি শেষঃ । আব্রহ্মণো দিনপরিমিতকালপর্যন্তম্ ॥ ৩৭ ॥
 শুভক্ৰণে শুভকালে ॥ ৩৮ ॥
 অমজলং বর্ষজলম্ ॥ ৩৯ ॥

মহাক্রমণং মহালিঙ্গনং পঙ্কীকৃতপঙ্কসহাড়ভাঙ্গকং বিশ্বগোলকং পূৰ্ণমেব জাতং তৎ-
 সর্বং অমজলং বত্রে আব্রহ্মণোদিভার্থঃ । অতোহপি জাপকাং পঙ্কমহাত্তোৎপত্তাস্তর-
 মেবেরমধিষ্ঠাত্তদেবতানশ্রুৎপত্তিরিত্তি বোধ্যম্ ॥ ৪০ ॥

কতুরী প্রদত্ত হইয়াছে ॥ ৩৫ ॥ তাঁহার মস্তকেয় কবরীভার ভবং বক্র, তাহাও আবার
 মালতীমালায় বিতুষিত, গলদেশে সর্কোৎকৃষ্ট রত্নহার বিরাজিত এবং তিনি নিরতই কেবল
 কান্তের প্রতি স্মৃতিবর্তী ॥ ৩৬ ॥ তাঁহার রূপ দেখিলে বোধ হয় যেন একেবারে কোটিচক্র
 সমুদিত হইয়াছে, তাঁহার গমন দর্শনে রাজহংস ও বাহুরের গর্জ বর্জ হইয়া যায় ॥ ৩৭ ॥

মুনিবর! রাশেন্দো রাশক্রীড়া-রমিক ক্রীড়ক কলকাল তাঁহাকে অগাধে বিলোকন
 করিবার পর তাঁহার হস্ত ধারণপূর্বক হাসিমুখে গমন করিয়া রাশক্রীড়া আভ্রহ্মণ-
 সেদ ॥ ৩৮ ॥ যেন পুণ্ড্রোপের পরঃ মৃতিমান হইয়া বিবিধ পুণ্ড্রোপের সমুদায় সম্মিলিত
 লাগিলেন । এবং কি, তাঁহাঁহার ব্রহ্মার এক দিক দিক হইল ॥ ৩৯ ॥ তখন জগৎপিতা
 প্রসন্ন হইয়া শুভক্ৰণে সেই নামাধিসূতা সমধিযোষিতে বীজাভাস করিলেন ॥ ৪০ ॥
 অত্রুতিদেবী কৃষ্ণসিদ্ধির মিত্তিত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া সুরতাস্তে তাঁহার পাত্র হইতে
 বর্ষজল নিগলিত এক লবণ নিবাল নিগলিত হইতে লাগিল । তাঁহারই বর্ষজল
 পরিণত হইয়া সবল বিশ্ব লাগিত করিল, এবং সেই মিথাসম বোধে বাহুরে ধারণ করিয়া

স চ নিশ্বাসবায়ুশ্চ সৰ্ব্বাধারো বভূব হ ।
 নিশ্বাসবায়ুঃ সৰ্ব্বেষাং জীবিনাঞ্চ ভবেষু চ ॥ ৪১ ॥
 বভূব মৃতিমম্বায়োৰ্ব্যাম্ভাৎ প্রাণবল্লভা ।
 তৎপত্নী সা চ তৎপুত্রাঃপ্রাণাঃ পঞ্চ চ জীবিনাম্ ॥ ৪২ ॥
 প্রাণোহপানঃ সমানশ্চোদানব্যানৌ চ বায়বঃ ।
 বভূবুরেষ তৎপুত্রা অধঃপ্রাণাশ্চ পঞ্চ চ ॥ ৪৩ ॥
 ঘৰ্ম্মতোয়াধিদেবশ্চ বভূব বরুণো মহান্ ।
 তন্মাম্রাক্ষাচ্চ তৎপত্নী বরুণানী বভূব সা ॥ ৪৪ ॥
 অথ সা কৃষ্ণচিহ্নস্তিঃ কৃষ্ণগৰ্ভং দধার হ ।
 শতমম্বস্তুরং যাবম্বলন্তী ব্রহ্মতেজসা ॥ ৪৫ ॥
 কৃষ্ণপ্রাণা হি দেবী সা কৃষ্ণপ্রাণাধিকপ্রিয়া ।
 কৃষ্ণস্তা সঙ্গিনী শশ্বৎকৃষ্ণবক্ষঃস্থলস্থিতা ॥ ৪৬ ॥
 শতমম্বস্তুরাস্তে চ কালেহতীতেহপি স্তম্ভরী ।
 স্তূষাব ডিম্বং স্বর্ণাভং বিশ্বাধারালয়ং পরম্ ॥ ৪৭ ॥

জীবিনাং প্রাণিনাম্ ॥ ৪১ ॥

মৃতিমম্বায়োরিত্যানেন তন্নিয়ের সময়ে প্রকৃত্য। সৰ্ব্বপ্রাণিনাং নিশ্বাসবায়োরধিষ্ঠাত্রী মৃতি-
 রপি প্রকটীকৃত্তেতি বোধ্যম্ । পত্নী চ মৃতিমতী প্রাণাঃ পঞ্চপুত্রা অপি পঞ্চপ্রাণানামধি-
 দেবতারূপা এব ॥ ৪২ ॥

অধঃপ্রাণাঃ কনিষ্ঠা যে প্রাণাঃ নাগাদয়ঃ পঞ্চ তেষামপ্যধিদেবঃ পঞ্চ তদৈবোৎপাদিতা
 ইত্যাহ বভূবুরেবেতি । এতে দশপ্রাণাধিদেবা বায়ুপত্নীত উৎপন্ন। ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

ঘৰ্ম্মত ভোয়ত চাধিদেবো বরুণো বভূব প্রকৃত্য। উৎপাদিত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪—৪৬ ॥

ডিম্বং বালকম্ ॥ ৪৭ ॥

জগতস্থ জীবনিবহের জীবনরূপে পরিণত হইল ॥ ৩৯—৪১ ॥ বায়ুদেবের বামাক হইতে যে
 রমণীরূপের উৎপত্তি হয়, তিনিই ঐ বায়ুদেবের পত্নী এবং তৎসংসর্গে প্রাণ, অপান, সমান,
 উদান ও ব্যান নামে যে পঞ্চ পুত্রের উৎপত্তি হয়, উহারাই জীবনগণের পঞ্চপ্রাণ । তন্নির
 বায়ুপত্নী গর্ভে নাগাদি আর পাঁচটি অধঃপ্রাণের উৎপত্তি হইয়াছিল ॥ ৪২-৪৩ ॥ ঘৰ্ম্মবারি হইতে
 যে বলের উৎপত্তি হয়, বরুণদেব উহার অধিষ্ঠাতা এবং বরুণদেবের বামাক হইতে যে
 রমণীর উৎপত্তি হয়, তিনিই বরুণপত্নী বরুণানী ॥ ৪৪ ॥ এদিকে শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানরূপা শক্তি
 শ্রীকৃষ্ণ সহবাসে শত সমস্তর পুত্র্যন্ত গর্ভধারণ করিলেন । ব্রহ্মতেজ-উহার পত্নীর উচ্চল
 জ্যোতি ধারণ করিল ॥ ৪৫ ॥ কৃষ্ণই উহার জীবন, আবার তিনিই কৃষ্ণকর প্রাণ অগ্নেকাণ্ড
 প্রিয়তর পদার্থ । নিরন্তরই কৃষ্ণ সংসর্গে অবস্থিত, এমন কি শতত-কৃষ্ণকর রক্তস্রব আশ্রয়
 করিয়া অবস্থান করিতেছেন ॥ ৪৬ ॥ অনন্তর শত সমস্তর কাল সমস্তীত হইলে সেই

দৃষ্টা ভিস্তক সা দেবী হৃদয়েন ব্যদ্যত ।
 উৎসর্জ্য চ কোপেন ব্রহ্মাণ্ডগোলকে জলে ॥ ৪৮ ॥
 দৃষ্টা কৃষ্ণচ তজ্যাগং হাহাকারককার হ ।
 শশাপ দেবীং দেবেশস্তংকণক যথোচিতম্ ॥ ৪৯ ॥
 যতোহপত্যং স্বয়া ত্যক্তং কোপশীলে । চ নিষ্ঠুরে ! ।
 ভব স্বমনপত্যাপি চাদ্যপ্রভৃতি নিশ্চিতম্ ॥ ৫০ ॥
 যা যাস্তদংশরূপাশ্চ ভবিষ্যন্তি হুরদ্রিয়ঃ ।
 অনপত্যাশ্চ তাঃ সর্বাস্ত্বংসমা নিত্যযৌবনাঃ ॥ ৫১ ॥
 এতশ্চিন্নস্তরে দেবীজিহ্বাগ্রাং সংসা ততঃ ।
 আবিস্কৃত্ব কঠেকা শুক্লবর্ণা মনোহরা ॥ ৫২ ॥
 খেতবস্ত্রপরিধানা বীণাপুস্তকধারিণী ।
 রত্নভূষণভূষাঢ্যা সর্বশাস্ত্রাধিদেবতা ॥ ৫৩ ॥
 অথ কালান্তরে সা চ দ্বিধ্যরূপা বভূব হ ।
 বামার্দ্ধাঙ্গাচ্চ কমলা দক্ষিণার্দ্ধাচ্চ রাধিকা ॥ ৫৪ ॥

বান্দুরত ভয়ঙ্করং মহাস্তং বালকং দৃষ্টা হৃদয়েনাস্তঃকরণাবচ্ছেদেন চক্ক্ষেপ ইত্যর্থঃ ।
 যথাতিলবিতসুকুমারবালকাতাবপ্রযুক্তসজাতকোপেন ব্রহ্মাণ্ডগোলকে যজ্ঞলং তদ্বিন্মুৎস-
 সর্জ্য ॥ ৪৮—৫১ ॥

জিহ্বাগ্রাং কৃষ্ণবধুজিহ্বাগ্রাদিত্যর্থঃ ॥ ৫২—৫৩ ॥

সা চেতি । কৃষ্ণদ্বীত্যর্থঃ ॥ ৫৪—৫৫ ॥

সুন্দরী সুবর্ণবর্ণ এক ডিঘ প্রসব করিলেন । ঐ ডিঘই বিশ্বাধারের একমাত্র আধার ॥ ৪৭ ॥
 তখন কৃষ্ণকান্তা সেই ডিঘ দর্শনে মনে মনে সাতিশয় চুঃখিত হইলেন এবং রোষভরে সেই
 ডিঘ ব্রহ্মাণ্ডমধ্যবর্তী সলিলে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৪৮ ॥ তদর্শনে শ্রীকৃষ্ণ হাহাকার শব্দ
 করিয়া উঠিলেন এবং তৎকণাং যথোচিত শাপ প্রদানপূর্বক কহিলেন, কোপনে !
 নিষ্ঠুরে ! তুমি যখন রোষভরে অপ্রহত অপত্যটি পরিত্যাগ করিয়াছ, তখন আমি
 বলিতেছি, তুমি নিশ্চয়ই আজি অবধি অপত্যধনে বঞ্চিত হইবে ॥ ৪৯—৫০ ॥ তদ্বিন্ন যে
 সমস্ত নির্যাকনা তোমার অংশ হইতে লুপ্ত হইবেন, তাঁহারাও সকলে স্থিরযৌবনা হইয়া
 তোমার জন্য অপত্যধনে বঞ্চিতা হইবেন ॥ ৫১ ॥

মুসিবরঃ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিতেছেন, ইত্যরসরে সহসা সেই কৃষ্ণ-
 গ্রিয়ার জিহ্বাগ্রতঃ হইতে কেতবর্ণা পতি বনোরমা এক কস্তার উৎপত্তি হইল ॥ ৫২ ॥
 তাঁহার পক্ষিমান ভূক্লবসন, স্বচ্ছ বীণা ও পুস্তক এবং সর্বোচ্চ মনমস ভূষণে বিভূষিত ।
 তিনিই সমুদ্র শাস্ত্রের অবিলোকতা ॥ ৫৩ ॥ কিছুকাল পরে সেই কৃষ্ণগ্রিবা মূলপ্রভৃতি হই

এতশ্চিন্নস্তরে কৃষ্ণো দ্বিধারূপো বভূব সঃ ।

দক্ষিণার্দ্ধশ্চ দ্বিভূজো বামার্দ্ধশ্চ চতুর্ভূজঃ ॥ ৫৫ ॥

উবাচ বাণীং কৃষ্ণস্তাং স্বমস্ত কামিনী ভব ॥

অত্রৈব মানিনী রাধা তব ভদ্রং ভবিষ্যতি ॥ ৫৬ ॥

এবং লক্ষ্মীঞ্চ প্রদদৌ ভূক্তো নারায়ণায় চ ।

স জগায় চ বৈকুণ্ঠে তাভ্যাং সার্কং জগৎপতিঃ ॥ ৫৭ ॥

অনপত্যে চ তে হে চ জাতে রাধাংশসম্ভবে ।

ভূতা নারায়ণাঙ্গাচ্চ পার্শ্বাঙ্গাচ্চ চতুর্ভূজাঃ ॥ ৫৮ ॥

তেজসা বয়সা রূপগুণাভ্যাঞ্চ সমা হরেঃ ।

বভূবুঃ কমলাঙ্গাচ্চ দাসীকোট্যাশ্চ তৎসমাঃ ॥ ৫৯ ॥

অথ গোলোকনাথস্ত লোম্বাং বিবরতো যুনে ! ।

ভূতাশ্চাসম্ব্যাগোপাশ্চ বয়সা তেজসা সমাঃ ॥ ৬০ ॥

বাণীং জিহ্বাগ্রাজ্জাতাং কৃষ্ণো দ্বিভূজঃ । অস্ত চতুর্ভূজনারায়ণস্ত মানিনী রাধা অত্রৈব মরিকটে এব স্থাতিত মম পত্নী ভবিষ্যতীত্যর্থঃ । যতো মানিনী ততস্তবৈতত্যাশ্চৈকপতিভে সামানাদিকরণ্যং ন সম্ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

তাভ্যাং লক্ষ্মীসরস্বতীভ্যাম্ ॥ ৫৭ ॥

অনপত্যে পূর্বেক্তশাপাদ্যতো রাধাংশসম্ভবে ততঃ । নারায়ণাঙ্গাবৈকুণ্ঠাধিপতেশ্চতুর্ভূজাং ॥ ৫৮—৫৯ ॥

গোলোকনাথস্ত দ্বিভূজকৃষ্ণস্ত ভূতা জাতাঃ ॥ ৬০—৬০ ॥

ভাগে বিভক্ত হইলেন । তাঁহার বামার্দ্ধ হইতে কমলা এবং দক্ষিণার্দ্ধ হইতে রাধিকার উৎপত্তি হইল ॥৫৪॥ এই অবসরে শ্রীকৃষ্ণও বিধা বিভক্ত হইলেন । তাঁহার দক্ষিণার্দ্ধ হইতে দ্বিভূজ এবং বামার্দ্ধ হইতে চতুর্ভূজ মূর্তির আবির্ভাব হইল । তখন শ্রীকৃষ্ণ বীণাধারিণী বাণীকে কহিলেন, দেবি ! তুমি এই দ্বিভূজ পুরুষের কামিনী হও এবং রাধাকে কহিলেন, রাধে ! তুমি অভিমানবতী, অতএব তুমি আমার পত্নী হও, তোমার মঙ্গল হইবে ॥৫৫-৫৬॥ শ্রীকৃষ্ণ পরিতুষ্ট হইয়া লক্ষ্মীকেও দ্বিভূজ নারায়ণের হস্তে সমর্পণ করিলেন । তখন জগৎপতি নারায়ণ লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়কে সমভিব্যাহারে লইয়া বৈকুণ্ঠধামে প্রস্থান করিলেন ॥৫৭॥

যুনিবর ! শ্রীকৃষ্ণের অতিসম্পাতে লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়েই অপত্যধানে বর্জিত । চতুর্ভূজ নারায়ণের অঙ্গ হইতে তাঁহার অঙ্গরূপ কতকগুলি পার্শ্বাঙ্গের উৎপত্তি হইল ॥৫৮॥ তাঁহার সকলেই রূপে, ভূশে, ভেজে ও বরনে তাঁহার তুল্য । এখানে কমলার সরীর হইতেও, তাঁহার তুল্য রূপগুণশালিনী কোটি কোটি পার্শ্বাঙ্গের উৎপত্তি হইল ॥ ৫৯ ॥ অনন্তর গোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণের লোমরূপ হইতে অসংখ্য গোপের উৎপত্তি হইল । তাঁহার

রূপেণ চ গুণেনৈব বলেন বিক্রমেণ চ ।

প্রাণতুল্যপ্রিয়াঃ সর্বৈ বহুবুঃ পার্দিদা বিভোঃ ॥ ৬১ ॥

রাধাকলোমকূপেভ্যো বহুবুর্গোপকন্মকাঃ ।

রাধাতুল্যাশ্চ তাঃ সর্বা রাধাদাশ্চ প্রিয়দাঃ ॥ ৬২ ॥

রত্নভূষণভূষাভ্যাঃ শশ্বৎস্থিরযৌবনাঃ ।

অনপত্যাশ্চ তাঃ সর্বাঃ পুংসঃ শাপেন সন্ততম্ ॥ ৬৩ ॥

এতস্মিন্নস্তরে বিপ্র ! সহসা কৃষ্ণদেবতা ।

আবির্ভূব দুর্গা সা বিষ্ণুমায়া সনাতনী ॥ ৬৪ ॥

দেবী নারায়ণীশানা সর্বশক্তি স্বরূপিণী ।

বুদ্ধাধিষ্ঠাত্রী দেবী সা কৃষ্ণা পরমাত্মনঃ ॥ ৬৫ ॥

দেবীনাং বীজরূপা চ মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী ।

পরিপূর্ণতমা তেজঃস্বরূপা ত্রিগুণাত্মিকা ॥ ৬৬ ॥

এতস্মিন্নস্তর ইতি । রাধাকৃষ্ণশরীরবিভাগসময়ে বিকোঃ পরমাশ্রনো মায়াক্রিচ্ছা-
রূপেণ প্রাণতুল্যবেতার্থঃ । যথা লক্ষ্মীসরস্বতৌ রাধাবতারৌ তথা দুর্গা ন রাধাবতারঃ । কিন্তু
মূলপ্রকৃতেঃ সাক্ষাদবতার ইতি ভাবঃ । লক্ষ্মীসরস্বতৌ রাধাবতারাংপি মূলপ্রকৃতেঃ
পূর্ণাবতারাবেব প্রথমাদ্যায়স্থবচনাৎ । সাক্ষাদ্মূলপ্রকৃতে দুর্গা রাধাতত্ত্ব লক্ষ্মীসরস্বত্যা-
বেতাবানৈব বিশেষঃ ॥ ৬৪ ॥

সাক্ষাদবতারেণাধিকং মহিমানং দুর্গায়া বর্ণয়তি দেবীত্যাদিনা । নারায়ণী লক্ষ্মীত্ব-
স্বরূপবাদিরমপি নারায়ণী । বুদ্ধাধিষ্ঠাত্রী অত্র বুদ্ধিশেখনাত্ত্বঃকরণং পরমাশ্রনো গৃহ্যতে ।
সরস্বত্যাঃ পৃথগ্বুদ্ধাধিষ্ঠাত্রীত্বেনাভিধানাৎ পরমাশ্রন ইত্যুপলক্ষণং ব্যাটিকীবানামপি । তথাচ
সগতিব্যাট্যন্তঃকরণাধিষ্ঠাত্রী দুর্গেত্যর্থঃ ॥ ৬৫—৬৬ ॥

সকলেই রূপে, গুণে, পাত্রাক্রমে ও বরসে গোলোকনাথের অমুরূপ; এমন কি তাঁহার
সকলেই সেই বিদুর প্রাণতুল্য প্রিয়পাত্র ॥ ৬০—৬১ ॥ রাধিকার লোমকূপ হইতে গোপ-
কন্মাপনের উৎপত্তি হইল । গোপাদনাগণ সকলেই রাধার অমুরূপা, সকলেই রাধার পার্শ্ব-
চরী এবং সকলেই প্রিয়দা ॥ ৬২ ॥ তাঁহাদিগের সর্ব শরীর রত্নময় ভূষণে বিভূষিতা
এবং সকলেই স্থিরযৌবনা; ঐক্যের অভিশাপে তাঁহাদিগের কাহারও স্তম্ভন সন্ততি
হয় নাই ॥ ৬৩ ॥

বিপ্রবর ! এক্ষণে এইরূপ সহসা কৃষ্ণদেবতা, সনাতনী বিষ্ণুমায়া দুর্গার উৎপত্তি
হইল ॥ ৬৪ ॥ উনিই নারায়ণী, উনিই শীশানী, উনিই সকলের শক্তিরূপিণী এবং উনিই
পরমাত্মার ঐক্যের বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ॥ ৬৫ ॥ উহা হইতেই অজ্ঞাত দেবীগণের
উৎপত্তি হইয়াছে; উনিই মূলপ্রকৃতি এবং উনিই ইশ্বরী; উহাতে অপূর্ণতার পেশমাত্র

তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা কোটিসূর্য্যসমপ্রভা ॥ ৬৭ ॥
 জৈবদ্বাত্তপ্রসন্নাস্তা সহস্রভুজসংযুতা ॥ ৬৮ ॥
 নানাপদ্মাত্রানিকরং বিজতী সা ত্রিলোচিনা ।
 বহিঃশুক্রাংশুকাধানা রত্নভূষণভূষিতা ॥ ৬৯ ॥
 যন্তাশ্চাংশাংশকল্পয়া বভূবুঃ সর্ব্বযোষিতাঃ ।
 সর্ব্বৈ বিশ্বস্থিতা লোকা মোহিতাঃ স্যুশ্চ মায়য়া ॥ ৭০ ॥
 সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদাত্রী চ কামিনাঃ গৃহবাসিনাম্ ।
 কৃষ্ণভক্তিপ্রদা যা চ বৈষ্ণবামাঞ্চ বৈষ্ণবী ॥ ৭১ ॥
 মুমুকুশাং মোক্ষদাত্রী স্থখিনাং স্থখদায়িনী ।
 স্বর্গেযু স্বর্গলক্ষ্মীশ্চ গৃহলক্ষ্মীগৃহেষু চ ॥ ৭২ ॥
 তপস্বিষু তপস্তা চ শ্রীরূপা তু নৃপেষু চ ।
 যা বহৌ দাহিকারূপা প্রভারূপা চ ভাস্করে ॥ ৭৩ ॥
 শোভারূপা চ চন্দ্রে চ যা পদ্মেযু চ শোভনা ।
 সর্ব্বশক্তিস্বরূপা যা শ্রীকৃষ্ণে পরমাত্মনি ॥ ৭৪ ॥

লোকাঃ ব্রহ্মাণ্ডঃ মায়য়া যন্তা মায়য়েত্যর্থঃ । তেন মায়্যাবিশিষ্টব্রহ্মরূপিনী রমিতী স্পষ্ট-
 মেবোক্তং ভবতি ॥ ৬৭ ॥

কৃষ্ণভক্তিপ্রদাত্রী কৃষ্ণলক্ষ্মী যোগিকার্ধেন পরমাত্মবাচকঃ । তথা চ স্বরূপভূতপরমা-
 ত্মনো ভক্তেদাত্রীত্যর্থঃ । বৈষ্ণবানামুপাত্তা বৈষ্ণবীলক্ষ্মীভূতপেত্যর্থঃ ॥ ৭০—৭৪ ॥

নাই । উনিই তেজঃস্বরূপা এবং উনিই ত্রিগুণাত্মিকা ॥ ৬৬ ॥ উহার বর্ণ তপ্তকাঞ্চনের
 জায় উজ্জ্বল, সৌন্দর্য্য দর্শনে বোধ হয় যেন, একেবারে কোটি সূর্য্য সমুদিত হইয়াছে ।
 জৈব হস্তে আশ্রয়শ সতত প্রসন্ন, হস্ত সংখ্যার সহস্র ॥ ৬৭ ॥ এবং সকল হস্তেই নানাবিধ
 অস্ত্র শস্ত্র । সেই ত্রিলোচনার পরিধান অগ্নিবিশুদ্ধ উজ্জ্বলবর্ণ বস্ত্র, এবং অগ্নি যেরূপ
 প্রকার রত্নভূষণ তাহার আর ইয়ত্তা নাই ॥ ৬৮ ॥ উহারই অংশ এবং উহারই অংশের অংশ
 হইতে সমুদার রমণীর সমুদায় সজ্জত হইয়াছে, উহারই মায়্যপ্রভাবে অগ্নির সমুদায় লোক
 মুগ্ধ ॥ ৬৯ ॥ গৃহভূষণ যে যে রূপ প্রার্থ্য কামনা করে, উনি তাহাদিগকে তাহাই প্রদান
 করেন, উনিই কৃষ্ণভক্তিদিগকে কৃষ্ণভক্তি প্রদান করিয়া থাকেন, এমন কি উনিই বৈষ্ণব-
 গণের বৈষ্ণবী শক্তি ॥ ৭০ ॥ উনি মোক্ষাভিদায়ীদিগকে মোক্ষ এবং স্থখভিদায়ীদিগকে
 স্থখ প্রদান করিয়া থাকেন । উনি স্বর্গের স্বর্গলক্ষ্মী এবং গৃহের গৃহলক্ষ্মী ॥ ৭১ ॥ উনি
 তপস্বিগণের তপ, রাজাদিগের রাজ্য, অগ্নির দাহিকশক্তি, স্বর্গের শ্রীভা, চন্দ্রের রমণী-
 ভাষা, পদ্মের শোভা এবং পরমাত্মনীর শ্রীকৃষ্ণের শক্তিস্বরূপা ॥ ৭২—৭৪ ॥ কি মায়্যা, কি

যয়া চ শক্তিমান্নায়া যয়া চ শক্তিমজ্জগৎ ।
 যয়া বিনা জগৎসর্বং জীবদ্ভূতমিব স্থিতম্ ॥ ৭৪ ॥
 যা চ সংসারবৃক্ষস্ত বীজরূপা সনাতনী ।
 স্থিতিরূপা বুদ্ধিরূপা ফলরূপা চ নারদ ! ॥ ৭৫ ॥
 কুৎপিপাসাদয়্যারূপা নিদ্রা তদ্রূপা কমা ধৃতিঃ ।
 শান্তিলজ্জাতুষ্টিপুষ্টিভ্রাস্তিকান্ত্যাদিরূপিনী ॥ ৭৬ ॥
 সা চ সংসৃত্ব সর্বেশং তৎপুংসঃ সমুবা স হ ।
 রত্নসিংহাসনং তেষু প্রদদৌ রাধিকেশ্বরঃ ॥ ৭৭ ॥
 এতন্নিমন্তরে তত্র সজ্জীকং চ চতুর্শুখঃ ।
 পদ্মনাভে নীতিপদ্মাস্নিঃসসার মহামুনে! ॥ ৭৮ ॥
 কমণ্ডলুধরঃ শ্রীমাংস্তপস্বী জ্ঞানিনাম্বরঃ ।
 চতুর্শুখৈস্তস্তক্কাব প্রজ্জলন্ ব্রহ্মতেজসা ॥ ৭৯ ॥
 সা তদা সুন্দরী সৃষ্টা শতচন্দ্রসমপ্রভা ।
 বহিঃশুক্লাঃশুকাদানা রত্নভূষণভূষণা ॥ ৮০ ॥

সর্বেশং মূলপ্রকৃতে: পূর্ণাবতারং স্বয়াং প্রথমত: প্রাহুর্ভূতং বরসাদিকং শ্রীকৃষ্ণং সংসৃত্ব-
 রেত্যর্থঃ ॥ ৭৭ ॥

নিঃসসারেতি সজ্জীকঃ সাবিকীজিয়া সহিত উৎপন্ন ইত্যর্থঃ ॥ ৭৮ ॥

তং আপেক্ষয়া বরসাজ্ঞানেন চাধিকং শ্রীকৃষ্ণং ভূষ্টাবেত্যর্থঃ ॥ ৭৯—৮০ ॥

জগৎ, সমস্তই উহা। দ্বারা শক্তিলাগী, উনি ভিন্ন সমুদায় জগৎ জীবদ্ভূত আর হইয়া থাকে ॥ ৭৪ ॥

নারদ ! উনি সংসার বৃক্ষের বীজ, উনিই সনাতনী, উনিই স্থিতি, উনিই বুদ্ধি, উনিই ফল, উনিই কুণ্ডা, উনিই পিপাসা, উনিই দয়া, উনিই নিদ্রা, উনিই তদ্রূপা, উনিই কমা, উনিই ধৃতি, উনিই শান্তি, উনিই লজ্জা, উনিই পুষ্টি, উনিই তুষ্টি এবং উনিই কান্তি-
 রূপিনী ॥ ৭৫—৭৬ ॥ সেই মূলপ্রকৃতি সর্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে ভাব করিয়া তাঁহার সমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন রাধিকেশ্বর তাঁহাকে বসিতে সিংহাসন প্রদান করিলেন ॥ ৭৭ ॥

হে মহামুনে! এই সন্ন্যাসপন্ননরিতের নীতিসম্মত হইতে অতীব রমণীয়বর্ণ সাবিকীপদী লম-
 বিত চতুর্শুখ ব্রহ্মার আবির্ভাব হইল ৮৮। সেই কমণ্ডলুধারী জ্ঞানিগণাগ্রগণ্য তপঃপরায়ণ
 জ্ঞান-ভূষণ উৎপন্ন হইয়াবাক্য চারিযুগে শ্রীকৃষ্ণের ভাব করিতে লাগিলেন ৮৯। এদিকে
 সেই সুবসন্ত শতচন্দ্রপ্রভা, অসিবিভক্ত বসনধারিণী বিবিধ ভূষণভূষণা দেবী সাবিকী

রত্নসিংহাসনে রম্যে সংস্থ্য সর্বকারণম্ ।
 উবাস স্বামিনা সার্কং কৃষ্ণশ্চ পুরতো মুদা ॥ ৮১ ॥
 এতশ্চিমন্তরে কৃষ্ণো দ্বিধারূপো বভূব সঃ ।
 বামার্দ্ধাঙ্গো মহাদেবো দক্ষিণে গোপিকাপতিঃ ॥ ৮২ ॥
 শুক্লশ্ফটিকসঙ্কাশঃ শতকোটিরবিপ্রভঃ ।
 ত্রিশূলপটিশধরো ব্যাঘ্রচর্ম্মাধরো হরঃ ॥ ৮৩ ॥
 তপ্তকাক্ষনবর্ণাভজটাবারধরঃ পরঃ ॥
 ভস্মভূষিতগাত্রশ্চ সশ্চিত্তশ্চন্দ্রশেখরঃ ॥ ৮৪ ॥
 দিগম্বরো নীলকণ্ঠঃ সূৰ্পভূষণভূষিতঃ ।
 বিভ্রদক্ষিণহস্তেন রত্নমালাং স্তসংস্কৃতাম্ ॥ ৮৫ ॥
 প্রজপন্ পঞ্চবক্ত্রেণ ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্ ।
 সত্যস্বরূপং শ্রীকৃষ্ণং পরমাত্মানমীশ্বরম্ ॥ ৮৬ ॥
 কারণং কারণানাঞ্চ সর্বমঙ্গলমঙ্গলম্ ।
 জন্মমৃত্যুজরাব্যাদিশোকভীতিহরং পরম্ ॥ ৮৭ ॥

এক এব কৃষ্ণো দ্বিধাত্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৮২—৮৪ ॥

রত্নমালাং রত্নমিহিতাং অপোগযোগিনীমক্ষমালাং স্তসংস্কৃতাম্ মালাসংস্কারোদিতবিধিনা
 স্তসংস্কৃতাম্ দক্ষিণহস্তেন বিভ্রৎ ॥ ৮৫ ॥

ব্রহ্মজ্যোতির্ম্ময়াশবলসর্বকারণমূলপ্রকৃত্যত্মকব্রহ্মজ্যোতির্ম্মজ্জং* প্রণবমায়াবীজাদিরূপং
 জপরিত্যর্থঃ । সত্যস্বরূপং শ্রীকৃষ্ণং সংস্থ্যত্যাং ॥ ৮৬—৮৭ ॥

বিশেষ একমাত্র কারণস্বরূপ কৃষ্ণকে স্তব করিয়া পরমানন্দে স্বামি সঙ্গে রত্নময় সিংহাসনে
 অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৮০—৮১ ॥

ঐ সময় কৃষ্ণও দ্বিধা বিভক্ত হইলেন, তাঁহার বামার্দ্ধ ভাগ মহাদেব এবং দক্ষিণার্দ্ধ
 গোপিকাপতি রূপে পরিণত হইল ॥ ৮২ ॥ মহাদেবের শরীরপ্রভা বিস্তৃত শ্ফটিকের ভাষ
 শুভ্রবর্ণ, দেখিলে বোধ হয় যেন যুগপৎ শতকোটি সূর্য্য সমুদিত হইয়াছে । বাঁহার হস্তে
 ত্রিশূল ও পটিশ, পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম্ম, গিরে তপ্ত কাকনের ভাষ পিঙ্গলবর্ণ জটাবার,
 সর্বদেহ ভস্ম বিলেপন, মুখে হাত্ত এবং তালে অর্দ্ধচন্দ্র ॥ ৮৩—৮৪ ॥ বাঁহার কটিতে বজ্র
 মাই স্তব্রমাং দিগম্বর, বাঁহার কণ্ঠ নীলবর্ণ, অঙ্গে সূৰ্প বিভূষণ, দক্ষিণ হস্তে জতি পরিপাটি
 রত্নমালা ॥ ৮৫ ॥ যিনি পঞ্চমুখে কেবল সনাতন দেবব্রহ্ম জপ করিতেছিলেন । যিনি সত্য-
 স্বরূপ পরমাত্মস্বরূপ, জীবনস্বরূপ, সমুদায় উপাদানেরও উপাদানস্বরূপ, সমুদায় মঙ্গলেরও
 মঙ্গলস্বরূপ, জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাদি শোক ও ভয়ভয়ন শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়া মৃত্যুকে জয়

সংস্তূয় যুতোয়ুভ্যং তং যতো যুত্যাঞ্জরাজিধঃ ।

রত্নসিংহাসনে রম্যে সমুবাগ হরঃ পুরঃ ॥ ৮৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং নবমস্কন্ধে পঞ্চপ্রকৃতি-
তদন্তর্ভূতগণোৎপত্তিবর্ণনং নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

বতঃ শ্রীকৃষ্ণো যুতোয়রপি যুত্যাংরকন্ততত্তদভিন্নত শিবস্তাপি যুত্যাঞ্জরেতি সংজ্ঞা
ইত্যর্থঃ । অত্র দুর্গা স্ত্রীধ্বেন মহাদেবার দত্তা শ্রীকৃষ্ণেনেত্যেতদন্তর্ভূতমপি নারদপুরাণাদব
গন্তব্যম্ ॥ ৮৮ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে নবমস্কন্ধে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

করত যুত্যাঞ্জর নাম লাভ করিয়াছেন, সেই মহাজীব শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে রত্নময় সিংহাসনে
উপবেশন করিলেন ॥ ৮৮—৮৮ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-

ভাগবতের নবমস্কন্ধে প্রকৃতিপুরুষোৎপত্তি নামক দ্বিতীয়

অধ্যায় সমাপ্ত ॥ • ॥

~~~~~

## তৃতীয়োধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ ।

অথ ভিক্ষো জলে তিষ্ঠন্ যাবতৈ ব্রহ্মণো বয়ঃ ।

ততঃ স কালে সহসা দ্বিধাতুতো বভূব হ ॥ ১ ॥

তদ্বধ্যে শিশুরেকশ্চ শতকোটিরবিপ্রভঃ ।

ক্ষণং রোরুয়মাণশ্চ স্তনাক্ষঃ পীড়িতঃ ক্ষুধা ॥ ২ ॥

পিত্রা মাত্রা পরিত্যক্তো জলমধ্যে নিরাশ্রয়ঃ ।

ব্রহ্মাণ্ডাসম্মত্যাথো যো দদশৌর্ক্যমনাথবৎ ॥ ৩ ॥

স্থলাৎ স্থলতমঃ সোহপি নান্না দেবো মহাবিরাট্ ।

পরমাণুর্যথা সূক্ষ্মাৎ পরঃ স্থলাতথাপ্যসৌ ॥ ৪ ॥

দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

যাবদ্বিতীয়া সমাপ্ত্যবধিধীয়তে ।

অথ ভিক্ষু ইতি । ভিক্ষোহপি বালিশে বালে ইতি মেদিশীকোবাৎ । ভিক্ষো বালো যো রাধায়া পূৰ্ণং সমাক্রান্তো জলে প্রক্ষিপ্তঃ স বাবদ্বব্রহ্মণো বয়স্তাবৎপরিমিতকালপর্য্যন্তং জলে তিষ্ঠন্ ততঃ স বালকঃ কালে পরিপূৰ্ণসময়ে জাতে সতি দ্বিধাতুতো বভূব । তদন্তঃ নির্ভীয়া বহির্নির্গত ইত্যর্থঃ । অনেন চ গ্রহেন পূৰ্ণং রাধায়া উদরাৎ পক্ষ্যগুবদগুরুপেণ নির্গতঃ । স চ বৃহদগুরুপো ভরাস্তরা জলে ক্ষিপ্তস্তদন্তঃ বহনা কালেন পুনর্ভিন্নং সদ্ধিধা জাতং তদ্বধ্যে পুঙ্খবো বালকরূপোহয়ং স্থিত ইতি প্রতিভাতি । পুরাণান্তরে তদগুমুদকেশয়মিত্যাदिना তথৈব প্রতিপাদনাক্ষ ॥ ১ ॥

তদেবাহ তদ্বধ্যে শিশুরেকশ্চেতি । স্তনাক্ষ ইতি । স্তনাবেলকো ভক্ষ্যমাণময়ং বস্ত স স্তনাক্ষঃ মাত্রা ত্যক্তবাৎ স্তনপানরহিতঃ । ক্ষুধা ক্ষুধা পীড়িতো রোরুয়মাণঃ পুনঃ পুনঃ রোদনকর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

অনাথবদ্বিতী সর্বেশ্বরাহুং পরঃ স্বয়মসংখ্যব্রহ্মাণ্ডানাথঃ সন্নপি এতাদৃশীং হৃদশাং প্রাপ্ত-  
বাংস্তদাত্ত্বাৎ কা কথামিন্ সংসারে । তদ্ব্যক্তিগয়ং সংসার ইতি সংসারাবিরজ্যোতেত্যুক্তং  
ভবতি । উৰ্দ্ধং দদশৌর্ক্যো মম পালয়িতা স্তাদিত্যতিপ্রায়েণ ॥ ৩ ॥

পরমাণুরিতি । যথা পরমাণুঃ সূক্ষ্মাদপি পরঃ সূক্ষ্মত্বদয়ং স্থলাৎ স্থল ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

নারায়ণ কহিলেন, দেবর্ষে ! মূলশক্তিপ্রসূত বে ডিম ব্রহ্মার বয়ঃপরিমিত কাল পর্য্যন্ত  
জলে ভাসমান ছিল, সেই ডিম এক্ষণে যথোচিত সময়ে সহসা দ্বিধা বিদীর্ণ হইল ॥ ১ ॥ ঐ  
ডিম্বধ্যে শতকোটি স্বর্ঘ্যের স্তার প্রভাবান্ এক শিশু বিদ্যমান ছিল। মাতা পরিত্যাগ  
করার স্তনপান করিতে পার নাই, সুতরাং ক্ষুধার কাতর হইয়া কণকাল ভ্রয়োভ্রয় যোদন  
করিতে লাগিল ॥ ২ ॥ যে বালক পরিণামে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বররূপে পরিণত,  
শিক্ষিতা হইবীন সেই বালক নিরাশ্রয় হইয়া জলমধ্যে হইতে উর্দ্ধভাগ অবলোকন করিতে  
লাগিল ॥ ৩ ॥ পরিশেষে ঐ বালকই একেবারে স্থলতম হইয়া মহাবিরাট্ নামে অভিহিত

তেজসা বোড়শাংশোহয়ং কৃষ্ণস্ত পরমাত্মনঃ ।  
 আধারঃ সৰ্ব্ববিশ্বানাং মহাবিশ্বশ্চ প্রাকৃতঃ ॥ ৫ ॥  
 প্রত্যেকং লোমকূপেষু বিশ্বানি নিখিলানি চ ।  
 অস্তাপি তেযাং সঙ্খ্যাঞ্চ কৃষ্ণো বক্তুং ন হি ক্ষমঃ ॥ ৬ ॥  
 সঙ্খ্যা চেদ্রজসামস্তি বিশ্বানাং ন কদাচন ।  
 ব্রহ্মবিশ্বশিবাদীনাং তথা সঙ্খ্যা ন বিদ্যতে ॥ ৭ ॥  
 প্রতিবিশ্বেষু সন্ত্যেবং ব্রহ্মবিশ্বশিবাদয়ঃ ।  
 পাতালাদব্রহ্মলোকাস্তং ব্রহ্মাণ্ডং পরিকীর্তিতম্ ॥ ৮ ॥  
 তত উর্দ্ধঞ্চ বৈকুণ্ঠো ব্রহ্মাণ্ডাচ্ছহিরেব সঃ ।  
 তত উর্দ্ধঞ্চ গোলোকঃ পঞ্চাশৎকোটীযোজনম্ ॥ ৯ ॥  
 নিত্যঃ সত্যস্বরূপশ্চ যথা কৃষ্ণস্তথাপ্যয়ম্ ।  
 সপ্তদ্বীপমিতা পৃথ্বী সপ্তসাগরসংযুতা ॥ ১০ ॥

অয়ং বিরাট্ কৃষ্ণস্ত বোড়শাংশো ভবতীত্যাহ তেজসেতি । শক্ত্যেত্যাৰ্থঃ । প্রাকৃতঃ  
 রাধাপ্রকৃতেকৃৎপমঃ ॥ ৫ ॥

বিরাজং বর্ণয়তি প্রত্যেকমিতি । সৰ্ব্বস্ত্ব স্থূলসমষ্টিপ্রপঞ্চস্তাধিপতিত্বাদেতৎবর্ণনং যুক্তমেব ॥ ৬ ॥  
 সংখ্যা চেদিতি । চেদিতি নিপাতো যথা শব্দার্থকঃ । যথা বিশ্বানাং বিশ্বদশদ্বিজসং  
 যথা সঙ্খ্যা ন কদাচ নাস্তি । তথাস্ত শরীরে বিদ্যমানানাং ব্রহ্মবিশ্বশিবাদীনাং সঙ্খ্যা  
 ন বিদ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

প্রতিবিশ্বেষু প্রতিব্রহ্মাণ্ডেষু যতঃ সন্তি ততস্তেযাং সঙ্খ্যানং ন বিদ্যত ইত্যভিপ্রায়ঃ ।  
 প্রসঙ্গেন ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপমাক্ পাতালাদিতি ॥ ৮-৯ ॥

তথাপ্যয়ং তথৈবায়ম্ । প্রাকৃতপ্রণয়পর্য্যন্তমেতস্তাবস্থানামিত্যন্তং ন তু পরমার্থতো নিত্য-  
 যম্ । একমেবাদিতীয়ে ব্রহ্মেতি শ্রুতিবিরোধাত্ । ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপং বিশদয়তি সপ্তদ্বীপেতি ॥ ১০-১৪ ॥

হইরাছে । যেমন পরমাণু হইতে সূক্ষ্মতম পদার্থ আর দ্বিতীয় নাই, সেইরূপ মহাবিরাট্  
 হইতে স্থূলতম পদার্থও আর দ্বিতীয় নাই ॥ ৪ ॥ ঐ মহাবিরাটের প্রভাব পরমাণুরূপী  
 ঐক্যের বোড়শাংশের একাংশ । কিন্তু রাধারূপা-প্রকৃতিসম্মত ঐ বালকই সমুদায় বিশ্বের  
 একমাত্র আধার এবং উনিই মহাবিশ্ব নামে অভিহিত ॥ ৫ ॥ উঁহার প্রতিলোমকূপে অসংখ্য  
 বিশ্ব বিরাজ করিতেছে । এমন কি কৃষ্ণও সেই সকল বিশ্বের সংখ্যা গণনা করিতে সমর্থ  
 নহেন ॥ ৬ ॥ যদিও কখন রজঃসংখ্যা পরিগণিত হইতে পারে, তথাপি বিশ্বের সংখ্যা গণনা  
 সম্ভবপর নহে এবং সেইরূপ কত ব্রহ্মা, কত বিষ্ণু ও কত মহেশ্বর বিদ্যমান রহিয়াছেন,  
 তাহারও সংখ্যা নাই ॥ ৭ ॥ প্রতিব্রহ্মাণ্ডেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর বিদ্যমান রহিয়াছেন,  
 পাতাল হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত এক এক ব্রহ্মাণ্ডের সীমা ॥ ৮ ॥ বৈকুণ্ঠধাম তাহার উর্দ্ধে  
 অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের বহির্ভাগে অবস্থিত । আবার গোলোকধাম ঐ বৈকুণ্ঠধামের পঞ্চাশৎ কোটি  
 যোজন উর্দ্ধে অবস্থিত আছে ॥ ৯ ॥ ঐক্য যেমন নিত্য ও সত্যস্বরূপ এই গোলোক-

উনপঞ্চাশদ্বীপাসম্যাকশৈলবনান্বিতা ।

উর্দ্ধং সপ্ত স্বর্গলোকঃ ব্রহ্মলোকসমম্বিতাঃ ॥ ১১ ॥

পাতালানি চ সপ্তাধশ্চৈব ব্রহ্মাণ্ডমেব চ ।

উর্দ্ধং ধরায় ভূলোকো ভুবলোকস্ততঃপরম্ ॥ ১২ ॥

ততঃ পরঞ্চ স্বর্লোকো জনলোকস্তথাপরঃ ।

ততঃ পরস্তপোলোকঃ সত্যলোকস্ততঃ পরঃ ॥ ১৩ ॥

ততঃ পরং ব্রহ্মলোকস্তপ্তকাঞ্চনসম্বিতঃ ।

এবং সর্বং কৃত্রিমঞ্চ বাহ্যভ্যন্তরমেব চ ॥ ১৪ ॥

তদ্বিনাশে বিনাশশ্চ সর্বেষামেব নারদ ! ।

জলবুদবুদবৎ সর্বং বিশ্বসজ্জমনিত্যকম্ ॥ ১৫ ॥

নিত্যো গোলাকবৈকুণ্ঠৌ প্রোক্তৌ শব্দকৃত্রিমৌ ।

প্রত্যেকং লোমকূপেষু ব্রহ্মাণ্ডং পরিনিশ্চিতম্ ॥ ১৬ ॥

এযাং সম্ব্যাং ন জানাতি কৃষ্ণোহন্যস্তাপি কা কথ্য ।

প্রত্যেকং প্রতিব্রহ্মাণ্ডং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ ॥ ১৭ ॥

তিত্বঃ কোট্যঃ সূরাণাঞ্চ সম্ব্যা সর্বত্র পুত্রক ! ।

দিগীশাশ্চৈব দিক্‌পালা নক্ষত্রাণি গ্রহাদয়ঃ ॥ ১৮ ॥

তদ্বিনাশে ব্রহ্মাণ্ডবিনাশে জলবুদবুদবদ্ব্যয়িকত্বাৎ ॥ ১৫ ॥

নিত্যাবিতি প্রলয়পর্যন্তমবস্থিতত্বাৎ ॥ ১৬-১৮ ॥

ধামও সেইরূপ। সপ্তদ্বীপ-সমম্বিতা এই পৃথিবী সপ্তসাগরে পরিবেষ্টিত রহিয়াছে ॥ ১০ ॥ ইহাতে উনপঞ্চাশৎ উপদ্বীপ বিদ্যমান, তন্নিম্ন কত যে পর্বত এবং কত যে বন বিরাজমান রহিয়াছে, তাহার আর সংখ্যা নাই। ইহার উর্দ্ধে ব্রহ্মলোক সহিত সপ্ত স্বর্গ এবং অধোভাগে সপ্ত পাতাল। ইহাই ব্রহ্মাণ্ডের লীমা। ধরায় অব্যবহিত উর্দ্ধে ভূলোক, তত্‌পরি ভুবলোক, তত্‌পরি স্বর্লোক, তত্‌পরি জনলোক, তত্‌পরি তপোলোক, তত্‌পরি সত্যলোক এবং তত্‌পরি ব্রহ্মলোক। ঐ ব্রহ্মলোকের প্রভা তপ্ত কাঞ্চনের ভায় কিন্তু এই ব্রহ্মাণ্ড বিবৃতির বহির্ভাগস্থিতই হউক্ আর অভ্যন্তরীণই হউক্, সমুদায় পরার্থই কৃত্রিম অর্থাৎ অনিত্য ॥ ১১-১৪ ॥ ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে সমস্তই বিনষ্ট হয়। সমস্ত বিশ্বই জলবিষের ভায় অনিত্য ॥ ১৫ ॥ কেবল গোলাক ও বৈকুণ্ঠধাম নিত্য পরার্থ। মহাবিরাটের প্রতিলোমকূপেই এক এক ব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করিতেছে ॥ ১৬ ॥ অতের ত কথাই নাই, স্বয়ং কৃষ্ণই এই সকল ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যা গণনা করিতে সমর্থ নহেন। প্রতি ব্রহ্মাণ্ডেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর বিদ্যমান রহিয়াছেন ॥ ১৭ ॥ বৎস নারদ! প্রতি ব্রহ্মাণ্ডেই

তুবি বর্ণাশ্চ চত্বারোহপ্যধো নাগাশ্চরাচরাঃ ॥ ১৯ ॥

অথ কালেহত্রৈ স বিরাডুর্জং দৃষ্টা পুনঃ পুনঃ ।

ভিস্তান্তরে চ শৃঙ্খলং ন দ্বিতীয়ঞ্চ কিঞ্চন ।

চিস্তামবাপ ক্ষুদ্রযুক্তো রুরোদ চ পুনঃ পুনঃ ॥ ২০ ॥

জ্ঞানং প্রাপ্য তদা দধৌ কৃষ্ণং পরমপুরুষম্ ।

ততো দদর্শ তত্রৈব ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্ ॥ ২১ ॥

নবীনজলদশ্যামং দ্বিভুজং পীতবাসসম্ ।

সম্মিতং মুরলীহস্তং ভক্তানুগ্রহকাতরম্ ॥ ২২ ॥

জহাস বালকস্তকৌ দৃষ্টা জনকমীশ্বরম্ ।

বরং তদা দদৌ তস্মৈ বরেশঃ সময়োচিতম্ ॥ ২৩ ॥

চরাচরাঃ । এতৎসর্বং ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতমেবাস্তীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

উর্জং দৃষ্টা ভিস্তান্তরে অণ্ডান্তরে মধ্যে শৃঙ্খমেব দদর্শ দ্বিতীয়ং কিঞ্চন ন দদর্শে-  
ত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

জ্ঞানং প্রাপোতি । পূর্বকল্পে এব কশিচ্ছীবো জ্ঞানকর্মবশাৎ প্রজাপতিতাবমাপন্যত  
“ইতি । সোহবিভেৎসনৈবরে মে ইত্যাদিনা বৃন্দারণ্যকে প্রতিপাদিতম্ । তথা চ স জীবো  
বালকঃ পূর্কং কৃতপ্রবণপরিপাকেন তৎসংস্কারবশাদস্তি কশিচীশ্বর ইতি শ্রুত্বা তং দধৌ  
ধ্যাতবানিত্যর্থঃ ॥ ২১—২৬ ॥

দেবগণের সংখ্যা তিন কোটি । ইহাদের মধ্যে কতকগুলি দিক্‌পতি, কতকগুলি  
দিক্‌পাল, কতকগুলি নক্ষত্র এবং কতকগুলি গ্রহাদি । ভুলোকে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় এবং  
পাতালে নাগ । এইরূপে স্থবিরজন্মমায়ক বিশ্ব বিদ্যমান রহিয়াছে । ( ইহাই ব্রহ্মাণ্ড  
বিবৃতি ) ॥ ১৮—১৯ ॥

বৎস নারদ ! এদিকে সেই বিরাট পুরুষ বারংবার উর্জদিক্ অবলোকন করিতে লাগি-  
লেন; কিন্তু সেই বিধাভিন্ন ভিন্নমধ্যে সমুদায় শৃঙ্খল ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন  
না । তখন তিনি ক্ষুধায় কাতর হইয়া পুনঃ পুনঃ রোদন করিতে করিতে নিরতিশয় চিস্তায়  
মগ্ন হইলেন ॥ ২০ ॥ ক্লমকাল পরে পূর্বতন সংস্কারবলে তাঁহার মনে অস্তিত্ব বুদ্ধির  
উদয় হওয়াতে যেমন সেই পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে মগ্ন হইলেন, অমনি তখন সেই  
সনাতন ব্রহ্মজ্যোতি দেখিতে পাইলেন ॥ ২১ ॥ তাঁহার রূপ নবজলধরের দ্যায় ভ্রূণবর্ণ ।  
হৃষ্ট হস্ত, পরিধান পীতবস্ত্র, মুখে জীবৎ হাত, হস্তে মুরলী, রূপ দেখিলে বোধ হয় যেন ভক্ত-  
জনের প্রতি দয়া প্রকাশ করিবার নিমিত্ত একান্ত বিব্রত ॥ ২২ ॥ বিরাটরূপী বালক সর্বোৎকর্ষ  
বীর জনককে দর্শন করিবারাত্র আনন্দে হাত করিতে লাগিলেন । তখন সেই  
বরদেব বালককে সন্মোহিত বরদান করিয়া কহিলেন, “বৎস ! তুমি আমার দ্বায় জ্ঞান-  
সম্পন্ন হও, তোমার দুখা তৃষ্ণা তিরোহিত হউক, তুমি এলয়কাল পর্য্যন্ত অর্পণো ব্রহ্মাণ্ডের



যদ্যদদাতি নৈবেদ্যং তস্মৈ দেবায় যো জনঃ।

স চ খাদতি তৎসর্বং লক্ষ্মীনাথো বিরাট্ তথা ॥ ৩১ ॥

তঞ্চ মন্ত্রবরং দত্ত্বা তমুবাচ পুনর্বিভুঃ।

বরমশ্রুৎ কিমিচ্ছং তে তস্মৈ ব্রুহি দদামি চ ॥ ৩২ ॥

কৃষ্ণশ্চ বচনং শ্রুত্বা তমুবাচ বিরাড্বিভুঃ।

কৃষ্ণং তং বালকস্তাবদ্বচনং সময়োচিতম্ ॥ ৩৩ ॥

বালক উবাচ।

বরো মে হুৎপদান্তোজো ভক্তির্ভবতু নির্মলা।

সততং যাবদায়ুর্মে কৃষ্ণং বা স্তুচিরঞ্চ বা ॥ ৩৪ ॥

হৃদ্যক্তিসুক্লে লোকেহস্মিন্ জীবনুজ্ঞশ্চ সন্ততম্।

হৃদ্যক্তিহীনো মূর্খশ্চ জীবনপি মৃতো হি সঃ ॥ ৩৫ ॥

কিং তজ্জপেন তপসা যজ্ঞেন পূজনেন চ।

ব্রতেন চোপবাসেন পুণ্যেন তীর্থসেবয়া ॥ ৩৬ ॥

কৃষ্ণভক্তিবিহীনশ্চ মূর্খশ্চ জীবনং বৃথা।

যেনোন্মানা জীবিতশ্চ তমেব ন হি মন্যতে ॥ ৩৭ ॥

স চেতি। স চ লক্ষ্মীনাথো বৈকুণ্ঠপতির্বিষ্ণুর্বিরাট্ চেত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩৬ ॥

যেনোন্মানাঃ জীবো জীবিতন্তমেবোন্মানং ন হি মন্যতে বন্তস্ত জীবিতং কৃতদ্ব্যন্তেব বার্থ-  
মিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

ভক্তিপূর্নক তাঁহাকে যে বাহা প্রদান করে, সেই লক্ষ্মীপতি বিরাট্ পুরুষই তৎসমস্ত ভোগ  
করিয়া থাকেন ॥ ৩১ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে সেই বিরাট্ পুরুষকে মন্ত্র ও বরপ্রদান করিয়া কহিলেন,  
বৎস! তোমার আর কি অভিলাষ হয় ব্যক্ত কর, এখনি প্রদান করিতেছি ॥ ৩২ ॥

সেই বিরাট্রূপী বালক শ্রীকৃষ্ণের বচন শ্রবণে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,  
বিভো! আমার আর কোন বাসনাই নাই, কেবল কৃষ্ণকালিই হউক, আর দীর্ঘকালিই  
হউক, যাবৎ জীবিত থাকিব, তাবৎকাল যেন আপনার পাদপদ্মে সততই আমার বিমলা  
ভক্তি থাকে ॥ ৩৩—৩৪ ॥ এই অগতে যে ব্যক্তি তোমার ভক্ত, সে নিরন্তরই জীবনুজ্ঞ।  
আর যে তোমার প্রতি ভক্তিহীন, সেই মূঢ় জীবিত থাকিয়াও মৃতের স্থায় ॥ ৩৫ ॥ কৃষ্ণ-  
ভক্তিবিহীন ব্যক্তির জপ তপ বজ্র পুন্ড্রা নিয়ম উপবাস পবিত্র তীর্থসেবা ও অন্যান্য  
পুণ্যকর্মের অহুষ্ঠানে প্রয়োজন কি? ॥ ৩৬ ॥ যে ব্যক্তি পরমাত্মরূপী শ্রীকৃষ্ণ হইতে  
জীবনধারণ করিয়া আবার তাঁহাকেই অগ্রাহ্য করে, তাহার কুল্য কৃত্য আর কে আছে?



যাবদাস্মা শরীরেহস্তু তাবৎ স শক্তিসংযুতঃ ।

পশ্চাদ্যাস্তু গতে তস্মিন্ স্বতন্ত্রাঃ সৰ্বশক্তয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

স চ স্বক্ মহাভাগ ! সৰ্ব্বাস্মা প্রকৃতেঃ পরঃ ।

স্বেচ্ছাময়শ্চ সৰ্বাদ্যো ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনঃ ॥ ৩৯ ॥

ইতু্যন্তা বালকস্তত্র বিরাম চ নারদ ! ।

উবাচ কৃষ্ণঃ প্রভুক্তিং মধুরাং শ্রুতিশ্রবণীয়াম্ ॥ ৪০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

সুচিরং স্থস্থিরং তিষ্ঠ যথাহং স্বং তথা ভব ।

ব্রহ্মণোহসংখ্যাপাতে চ পাতস্তে ন ভবিষ্যতি ॥ ৪১ ॥

অংশেন প্রতিব্রহ্মাণ্ডে স্বক্ ক্ষুদ্রবিরাড্ ভব ।

ত্বমাভিপদ্যাদব্রহ্মা চ বিশ্বশ্রুতী ভবিষ্যতি ॥ ৪২ ॥

ললাটে ব্রহ্মণশ্চৈব রুদ্রাশ্চৈকাদশৈব তে ।

শিবাংশেন ভবিষ্যস্তু হৃষ্টিসংহরণায় বৈ ॥ ৪৩ ॥

আত্মনাং জীবিতস্বমেবোপপাদয়তি যাবদাস্মেতি ॥ ৩৮ ॥

স চ স্বকৃষ্ণেতি । হে কৃষ্ণ ! স চাস্মা স্বমেবাসীত্যর্থঃ ॥ ৩৯—৪০ ॥

ব্রহ্মণোহসংখ্যাপাতে চেতি । অনেকব্রহ্মদেবপাতে নাশেহপি তব নাশো ন ভবিষ্যতী-  
ত্যর্থঃ । অনেকব্রহ্মাণ্ডাতিপ্রায়েণেয়মুক্তিঃ ॥ ৪১ ॥

অংশেনেতি । স্বং স্বাংশেন প্রতিব্রহ্মাণ্ডঃ ক্ষুদ্রবিরাড়্রো বিরাড্ ভব প্রতিব্রহ্মাণ্ডঃ  
ভিন্নো ভিন্নো বিরাড্ রূপো ভবেত্যর্থঃ । তেন চায়ং বিরাডেনেককোটিব্রহ্মাণ্ডাস্তর্গতবিরাড্-  
রূপাণাং সমষ্টিরূপিতিরজীতি বোধিতম্ ॥ ৪২—৪৩ ॥

সেই কৃষ্ণভক্তি-বিরহিত সূত্রের জীবন ধারণ ব্যথা ॥ ৩৭ ॥ যে পর্যন্ত দেহে আত্মা  
অধিষ্ঠান করে, তাবৎ সমস্ত শক্তিই বিদ্যমান থাকে, কিন্তু আত্মা প্রস্থান করিলেই  
আত্মাধীন সর্গদায় ইন্দ্রিয়শক্তিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥ হে মহা-  
ভাগ ! যিনি প্রকৃতির অতীত স্বেচ্ছাময় আদি পুরুষ পরমজ্যোতিঃস্বরূপ সনাতন ব্রহ্ম,  
তুমিই পরম সেই বিশ্বাত্মা ॥ ৩৯ ॥

বৎস নারদ ! বিরাটরূপী বালক এইমাত্র বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন । অনন্তর  
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রুতিমধুর বচনে কহিলেন, বৎস ! তুমি অনন্তকাল আমার মত স্থির-  
ভাবে অবস্থান কর, অসংখ্য ব্রহ্মা অতীত হইলেও তোমার প্তন হইবে না ॥ ৪০—৪১ ॥  
তুমি স্বীয় অংশে বিভক্ত হইয়া প্রতিব্রহ্মাণ্ডেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিরাটরূপে পরিণত হও । ব্রহ্মা  
তোমার নাতিপদ্ব হইতে আবির্ভূত হইয়া বিশ্বের সৃষ্টি করিবেন ॥ ৪২ ॥ হৃষ্টি সংহারের  
নিমিত্ত সেই ব্রহ্মার ললাটদেশ হইতে একাদশ রক্ত সন্স্কৃত হইবে । কিন্তু তাহার

কালায়িক্রদন্তেষেকো বিশ্বসংহারকারকঃ ।

পাতা বিক্ষুণ্ণ বিষয়ী ক্ষুদ্রাংশেন ভবিষ্যতি ॥ ৪৪ ॥

মহত্ত্বিক্রমঃ সততং ভবিষ্যসি বরেণ মে ।

ধ্যানেন কমনীয়াং মাং নিত্যং দ্রক্ষ্যসি নিশ্চিতম্ ॥ ৪৫ ॥

মাতরং কমনীয়াঞ্চ মম বন্ধঃ স্থলস্থিতাম্ ।

যামি লোকং তিষ্ঠ বৎসেভ্যাক্তা দোহস্তরধীয়ত ॥ ৪৬ ॥

গত্বা স্থলোকং ব্রহ্মাণং শঙ্করং সমুবাচ হ ।

অক্ষরং অক্ষুমীশঞ্চ সংহর্তুং কৈব তৎক্ষণম্ ॥ ৪৭ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

সৃষ্টিং অক্ষুং গচ্ছ বৎস ! নাভিপদ্মোদ্ভবো ভব ।

মহাবিরাড়্ লোমকূপে ক্ষুদ্রস্ত চ বিধে ! শৃণু ॥ ৪৮ ॥

তেষু একাদশরূপেষু একঃ কালায়িক্রদন্ত ইত্যর্থঃ । বিষয়ী বিষয়ভোগবান্ ক্ষুদ্রাংশেন  
অন্ন্যাংশেন ॥ ৪৪—৪৫ ॥

যামীতি । হে বৎস ! সমগ্র তিষ্ঠ অহং লোকং স্থলোকং গোলোকং যামি গচ্ছামীত্যুক্তা  
স কৃষ্ণোহস্তরধীরতান্তর্ধানং গতবানিত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

স্থলোকং গত্বা অষ্টরং ব্রহ্মাণং অষ্টং শঙ্করমীশং সংহর্তুং চোবাচেত্যর্থঃ । ইমৌ ব্রহ্ম-  
শঙ্করৌ যৌ পূৰ্ব্বং কৃষ্ণশরীরান্নির্গতো ভাবিতি বোধ্যম্ ॥ ৪৭ ॥

কিমুবাচ তদাহ সৃষ্টিং অষ্টুমিতি । প্রতিব্রহ্মাণ্ডং যে বিরাটপুরুষা অসংখ্যা সত্ত্বি তেষাং  
নাভিপদ্মোদ্ভবো ভব নাভিপদ্মাঙ্গং পরো ভব । কিমর্থং সৃষ্টিং অষ্টুমুৎপাদয়িতুম্ । তে বিরাট-  
পুরুষাঃ ক সত্ত্বি তত্রাহ মহাবিরাড়্ভিতি । সৰ্ববিরাড়্ৰূপাণাং সমষ্টিভূতো যো মহাবিরাট্  
তস্ত লোমকূপেষু যান্ত্রনেকানি ব্রহ্মাণ্ডানি তত্র যো যঃ ক্ষুদ্রবিরাট্ তস্ত নাভিপদ্মেংশেন  
হে বিধে ! স্বং ভব ইদং মঘচনং স্বং শৃণুত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

সকলেই শিরাংশ ॥ ৪৩ ॥ ঐ একাদশ রূপের মধ্যে যিনি কালায়িক্রদন্ত নামক রূপ, তিনিই  
সমস্ত বিশ্বের সংহারকর্তা । তত্ত্বির তোমার ক্ষুদ্রাংশে এক এক বিক্ষু সত্ত্ব হইবে এবং  
সেই ভোগবান্ বিক্ষুই বিশ্বের পালক ॥ ৪৪ ॥ আমি বলিতেছি, আমার বরদানে তুমি  
নিরন্ত আমার প্রতি ভক্তিমান হইবে এবং তুমি ধ্যানযোগ অবলম্বন করিবারাত্র আমার  
কমনীয় সৃষ্টি দেখিতে পাইবে ; তাহার আর সন্দেহ নাই । আমার বন্ধঃস্থলপ্রতি তোমার  
অননীর দর্শনও চূর্ণ হইবে না । বৎস । তুমি স্বজন্মে এই স্থানে অবস্থান কর । আমি  
গোলোকে চলিলাম । অগৎপতি শ্রীকৃষ্ণ এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৪৫—৪৬ ॥

অনন্তর তিনি গোলোকে উপস্থিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সৃষ্টি ও সংহার-কার্য পাই ব্রহ্মা ও  
অহংস্বরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “বৎস বিধাতঃ ! তুমি পিত্র বাণ । বিরাট সৃষ্টিকার্যের

গচ্ছ বৎস ! মহাদেব ! ব্রহ্মভালোল্লসবো ভব ।

অংশেন চ মহাভাগ ! স্বয়ঞ্চ স্রুচিরং তপ ॥ ৪৯ ॥

ইত্যান্তা জগতাং নাথো বিররাম বিধেঃ স্রুত ! ।

জগাম ব্রহ্মা তং নস্তা শিবশ্চ শিবদায়কঃ ॥ ৫০ ॥

মহাবিরাড়্ লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডগোলকে জলে ।

বভূব চ বিরাট্ কুদ্রো বিরাডংশেন সাম্প্রতম্ ॥ ৫১ ॥

শ্রামো যুবা পীতবাসাঃ শয়ানো জলতল্লকে ।

ঐষদ্ধাস্ত্রপ্রসম্মাত্মো বিশ্বব্যাপী জনার্দনঃ ॥ ৫২ ॥

তস্মাভিকমলে ব্রহ্মা বভূব কমলোল্লবঃ ।

সন্তুয় পদ্মদণ্ডে চ বভ্রাম যুগলক্ষকম্ ॥ ৫৩ ॥

শিবঃ প্রত্যাহ গচ্ছেতি । হে শিব ! বৎস ! অনেকব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতানেকব্রহ্মদেবলগ্নাটী-  
মংশেন জগৎসংহত্ব মুৎপন্নো ভব । স্বয়ঞ্চ স্রুচিরং বহুকালং তপ তপশ্চর্য্যাক্ষ কুর্কি-  
ত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

বিধেঃ স্রুত ! হে নারদ ! ॥ ৫০ ॥

এবং ব্রহ্মকুদ্রো প্রতি যথোক্তবাঃস্তথা চতুর্ভুজমপি বিষ্ণুং পালনার্থমুক্তবানেনেদঞ্চানুজ-  
মপ্যর্থাদবোধাম্ । পূৰ্ব্বং বিরাজ্ঞ প্রতি তথৈব প্রতিজ্ঞানাং । তদুক্তমধুনৈব পাতা বিষ্ণুশ্চ  
বিধরী কুদ্রাংশেন ভবিষ্যতীতি । ব্রহ্মকুদ্রো যাবৎকালপর্য্যন্তং তত্র ন গতো ততঃ পূৰ্ব্বমেব  
মহাবিরাট্ কুদ্রবিরাড্রূপেণ প্রতিব্রহ্মাণ্ডং ভিন্নো ভিন্নো বভূবেত্যাহ মহাবিরাড়িতি ।  
বিরাডংশেন স্বাংশেনেত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

তস্মা রূপমাহ শ্রাম ইতি ॥ ৫২ ॥

বভ্রাম মূলশোধনার্থম্ ॥ ৫৩ ॥

নিমিত্ত মহাবিরাটের লোমকূপ হইতে যে সকল কুদ্র বিরাট্ সমুৎপন্ন হইবে, সেই সকল  
কুদ্র বিরাটের নাভিপন্ন হইতে অংশে সমুৎপন্ন হও । বৎস মহাদেব ! তুমিও যাও, গিয়া  
স্রুতি সংহারের নিমিত্ত প্রতিবিধে প্রত্যেক ব্রহ্মার কপালদেশ হইতে অংশে উৎপন্ন হও ।  
কিন্তু দেখিও যেন স্বয়ং স্রুদীর্ঘকাল তপশ্চরণ করিতে বিশ্বস্ত হইও না ॥ ৪৭—৪৯ ॥”

হে বিধাতৃতনয় নারদ ! ত্রীকক্ষ ব্রহ্মা ও মহেশ্বরকে এইরূপ আদেশ করিয়া  
মৌনাবলম্বন করিলেন । এদিকে ব্রহ্মা ও শিবদাতা শিব উভয়ে জগৎপতিকে প্রণাম  
করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে প্রস্থান করিলেন ॥ ৫০ ॥ ওদিকে সেই ব্রহ্মাণ্ডগোলকজলে যে মহা-  
বিরাট্ ভাসমান ছিলেন, ইতিপূর্বে তাঁহারই অংশে তাঁহারই প্রতিলোমকূপে এক এক  
কুদ্র বিরাট সমুৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ৫১ ॥ চূর্ণদলভ্রামরূপ পীতবরধারী হস্তপ্রস্থলবদন বৃ-  
ষিষ্যাপী যে বিরাটরূপী জনার্দন জলধায়া শয়ান, ব্রহ্মা গিয়া তাঁহার নাভিপক্ষে জন্ম-  
গ্রহণ করিলেন । জন্মগ্রহণের পর কমলগোনি সেই নাভিপক্ষে ও তাঁহার যুগলদণ্ডে লক্ষ-

নাস্তং জগাম দশুস্ত পদ্মনালস্ত পদ্মজঃ ।  
 নাভিজস্ত চ পদ্মস্ত চিন্তামাপি পিতা তব ॥ ৫৪ ॥  
 স্বস্থানং পুনরাগম্য দধৌ কৃষ্ণপদাম্বুজম্ ।  
 ততোদদর্শ ক্ষুদ্রং তং ধ্যানেন দিব্যচক্ৰম্ ॥ ৫৫ ॥  
 শয়ানং জলতলে চ ব্রহ্মাণ্ডগোলকানুতে ।  
 যল্লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডং তঞ্চ তৎপরমীশ্বরম্ ॥ ৫৬ ॥  
 ত্রীকৃষ্ণকপি গোলোকং গোপগোপীসমম্বিতম্ ।  
 তং সংস্তুয় বরং প্রাপ ততঃ সৃষ্টিং চকার সঃ ॥ ৫৭ ॥  
 বভূব ব্রহ্মণঃ পুত্রা মানস্যাঃ সনকাদয়ঃ ।  
 ততোরুদ্রকলশচাপি শিবশ্চৈকাদশ স্মৃতাঃ ॥ ৫৮ ॥  
 বভূব পাতা বিষ্ণুশ্চ ক্ষুদ্রস্ত বামপার্শ্বতঃ ।  
 চতুর্ভূজশ্চ ভগবান্ শ্বেতদ্বীপে স চাবসৎ ॥ ৫৯ ॥  
 ক্ষুদ্রস্ত নাভিপদ্মে চ ব্রহ্মা বিশ্বং সসজ্জ হ ।  
 স্বর্গং মর্ত্যঞ্চ পাতালং ত্রিলোকীং সচরাচরাম্ ॥ ৬০ ॥

পিতা তবেতি নারদং প্রত্যুক্তিঃ ॥ ৫৪ ॥

ক্ষুদ্রং বিরাজম্ ॥ ৫৫ ॥

মহাবিরাজঃ তঞ্চ তৎপরমীশ্বরং ক্ষুদ্রং বিরাজঞ্চ দদর্শেত্যর্থঃ ॥ ৫৬—৫৮ ॥

ক্ষুদ্রস্ত বামপার্শ্বতঃ ক্ষুদ্রবিরাজো বামভাগ্যাদিত্যর্থঃ । স বামভাগ্যাদিগতো বিষ্ণুঃ শ্বেত-  
 দ্বীপে হবসরিবাসং কৃতবানিত্যর্থঃ ॥ ৫৯—৬০ ॥

যুগ পর্যন্ত পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫২—৫৩ ॥ কিন্তু কিছুতেই না পায়, না মৃণালদণ্ড  
 কিছুই অন্ত পাইলেন না । বৎস নারদ ! তখন তোমার পিতা অতিশয় চিন্তাকুল হইয়া  
 পুনরায় স্বস্থানে আগমনপূর্বক ত্রীকঙ্কের পাদপদ্ম ধ্যান করিতে লাগিলেন । ধ্যানযোগে  
 দিব্যচক্রে প্রথমতঃ ক্ষুদ্রবিরাট, তৎপরে বাহ্যর লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ড বিরাজমান সেই অনন্ত  
 অলশয্যাসারী মহাবিরাট এবং তৎপরে গোপগোপীসমবিত্ত গোলোকবিহারী পরমেশ্বর  
 ত্রীকঙ্ককে দর্শন করিলেন । তখন তোমার পিতা গোলোকপুত্রির স্তুতিবাহে প্রস্তুত  
 হইলেন তিনি তোমার পিতাকে বরদান করিলেন । তৎপরে তোমার পিতা সৃষ্টিকার্য্যে  
 প্রস্তুত হইলেন ॥ ৫৪—৫৭ ॥ প্রথমতঃ তোমার পিতার মানস হইতে সনকাদি ত্রাতৃগণ এবং  
 তাহার পর কৃপালেশ হইতে একাদশ কল্প মন্তৃত হইলেন ॥ ৫৮ ॥ তাহার পর সেই সলিল  
 শয্যার স্রবসি ক্ষুদ্র বিরাট পুরুষের বামপার্শ্ব হইতে বিশ্বপাতা চতুর্ভূজ ভগবান্ বিষ্ণুর  
 উৎপত্তি হইল । তিনি শ্বেতদ্বীপে দিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৫৯ ॥ এমিকে তোমার

এবং সর্বলোমকূপে বিশ্বই প্রত্যেকমেব চ ।

প্রতিবিশ্বে ক্ষুদ্রবিরাড়্ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ ॥ ৬১ ॥

ইত্যেবং কথিতং ব্রহ্মন্ ! কৃষ্ণসকীর্তনং শুভম্ ।

সুখদং মোক্ষদং ব্রহ্মন্ ! কিঙ্কর্যঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রায়াং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং নবমস্কন্ধে  
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাদিদেবতাংপত্তিবর্ণনং নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

ক্ষুদ্রবিরাড়্রবিরাট্ । ৬১ ॥

অত্রোদং বোধায় প্রথমস্কন্ধে তত্ত্বান্ত সাধ্বিকী শক্তীরাঙ্গনী তামসী তথা । মহাকালী  
মহালক্ষ্মীমহাসরস্বতীতি তাঃ স্ত্রিয়ঃ । ভাসাং তিস্রাং শক্তীনাং দেহাদীকারণরূপাঃ ।  
সৃষ্টার্থক সমাখ্যাতঃ সর্গঃ শাস্ত্রবিশারদৈঃ । হরিক্রহিণকৃত্রাণামুৎপত্তিস্ত ততঃ স্মৃত্য ।  
পালনোৎপত্তিনাশার্থং প্রতिसর্গঃ স্মৃতে হি স ইত্যনেন প্রতিজ্ঞাতো যঃ সর্গঃ প্রতिसর্গশ্চ  
প্রথমস্কন্ধে পঞ্চমস্কন্ধে চ মধুকৈটভবধমহিষাসুরগুস্তনিগুস্তবধপ্রসঙ্গেন মহাকালায়ুৎপত্তি-  
কথনেন । তথা তৃতীয়স্কন্ধে গুণত্রয়েণ সমস্তজগতোহপকীকৃতভূতমহাভূতসৃষ্টিকথনোত্তরং  
ব্রহ্মবিষ্ণুহুত্বপত্তিকথনেন তেষাং সৃষ্টিস্থিতিসংস্কৃতিব্যাপারে আজ্ঞাকরণেন প্রতিপাদিতঃ ।  
পুনশ্চ স এব সর্গঃ প্রতিসর্গশ্চ কল্মাসুরভেদেন ভিন্নঃ প্রকারান্তরেণ নবমস্কন্ধে উচ্যতে ।  
তন্নিরূপস্থিৎ প্রথমং মূলপ্রকৃতিমায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপিণী স্বতন্ত্রা স্বচ্ছয়া প্রাণিকর্ম্মবশেনাপকী-  
কৃতপঞ্চভূতোৎপত্ত্যানস্তরং পঞ্চমহাভূতোৎপত্তিঃ তৃতীয়স্কন্ধোক্তপ্রকারেণৈত্রিপ্রাণান্তঃকর-  
ণানামুৎপত্তিঃ পঞ্চমহাভূতান্শান্ গৃহীত্বানন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তিক প্রথমং চকার । তত-  
স্তেষাং ব্রহ্মাণ্ডানামধিপত্যাকাঙ্কয়াং পঞ্চমহাভূতান্শান্ গৃহীত্বা স্বয়মেব প্রকৃতিঃ সর্বাদি-  
পতাক্তনারীশ্বরশ্রীকৃষ্ণরূপেণ আচুর্ভূত্ব যং গোপালমুন্দরীং বদন্তি । এবং সর্বাদিপতিঃ  
শ্রীকৃষ্ণোহর্জননারীশ্বর উৎপাদিতঃ । তদনন্তরং তদ্বর্জনারীয়া স কৃষ্ণো মিথুনীভূত স্বযোড়-  
শাংশেনানন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডানি যন্ত রোমকূপেষ্ হ্যস্তস্তি তাদৃশং সর্বব্রহ্মাণ্ডানামধিপতিং  
মহাবিরাজং শ্রীমূলপ্রকৃতিপ্রেরণয়েব জনয়ামাস । ততঃ শ্রীকৃষ্ণাধিপতিনি পরাশক্তিঃ  
সমষ্টিবাস্তিজ্ঞানাদিষ্টাভ্যো সরস্বতীং স্বজিহ্বাগ্রাজ্জনয়ামাস । ততঃ কালান্তরে কৃষ্ণাধিপতিনি  
শক্তিবিধা বভূব । বামভাগেন লক্ষ্মীরূপেণ দক্ষিণভাগেন রাধারূপেণ । তত্র লক্ষ্মীঃ সমষ্টি-  
ব্যুত্টিসম্পত্ত্যাদিষ্টাভূত্বেন কল্পিতা । রাধা তু সমষ্টিগুণি প্রাণাদিষ্টাভূত্বেন কল্পিতা । মূলপ্রকৃতি-  
প্রেরণয়েব ততোহর্জভাগরূপঃ শ্রীকৃষ্ণোহপি মূলপ্রকৃতিচ্ছ্যেব বামভাগেন বিষ্ণুরূপেণ দক্ষিণ-  
ভাগেন শ্রীকৃষ্ণরূপেণ দ্বিধা জাতঃ । তদনন্তরং বাণীং লক্ষ্মীঞ্চ চতুর্ভুজায় বিষ্ণুবে জীত্বেন  
দদৌ । রাধাস্ত জীত্বেন স্বয়মেব কৃষ্ণো জগ্রাহ । ততো মূলপ্রকৃতেঃ সকাশাং সহস্রভূজা  
ভূর্ণা দেবতা সমষ্টিবাস্ত্যস্তঃকরণাদিষ্টাত্মী সমুৎপন্না । ততঃ পদ্মনাভেচ্চতুর্ভুজস্ত বিফোর্নাভি-  
কমলাং সাবিদ্রীক্সীসহিতো ব্রহ্মদেবঃ সমুৎপন্না মূলপ্রকৃতিরূপ এব । তত্র সাবিদ্রী সর্ব-  
জীবাশ্বাদিষ্টাত্মী দেবতা । ততঃ শ্রীকৃষ্ণো দ্বিজোহপি পুনর্বামভাগেন মহাদেবরূপেণ

পিতা সেই ক্ষুদ্র বিরাজ পুরুষের মাতিপদে সর্গ, মর্ত্য ও পাতাল এই ত্রিভুবনাত্মক স্বাবর-  
জকম-সমাকীর্ণ বিশ্বের সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৬০ ॥ বৎস দারদ ! এইরূপে সেই  
মহাবিরাতের লোমকূপ হইতে প্রত্যেক বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে এবং প্রতি ব্রহ্মাণ্ডই  
এক এক জন ক্ষুদ্র বিরাট, এক এক জন ব্রহ্মা, এক এক জন বিষ্ণু, এক এক জন শিব

দক্ষিণভাগেন ত্রীকৃষ্ণরূপেণ বিধা জাতঃ ততঃ সা হুর্গা দেবতা মহাদেবার ত্রীধেন দন্ততো-  
তদজ্রাহ্মকমপি নারদপুরাণাদবগম্যাম্ । এতে সর্কে কৃষ্ণাদয়ঃ পুরুষাঃ হুর্গাদয়ঃ পঞ্চপ্রকৃ-  
য়শ্চ মূলপ্রকৃতেঃ পূর্ণাবতারা এব । ততঃ ত্রীকৃষ্ণাজ্ঞয়া মহাবিরাট্ প্রতিব্রূক্ষাণ্ডং তিন্নতিন্ন  
বিরাড়্ রূপেণ বভূব । ততঃ ত্রীকৃষ্ণাজ্ঞয়া মূলভূতচতুর্মুখো ব্রূক্ষা সজ্জীকো তিন্নতিন্নরূপৈ-  
স্তত্তদব্রূক্ষাণ্ডান্তর্গতবিরাটপুরুষনাতিকমলাৎ প্রাচুব্ধব মহাদেবোহপি ত্রীকৃষ্ণাজ্ঞয়া তত্তদ-  
ব্রূক্ষাণ্ডান্তর্গতচতুর্মুখললাটাদিন্নতিন্নরূপৈঃ প্রাচুব্ধব । ততঃ ত্রীকৃষ্ণাজ্ঞয়া চতুর্ভুজো বিষ্ণু-  
রপি তত্তদব্রূক্ষাণ্ডান্তর্গতবিরাটপুরুষবামভাগাদিন্নরূপৈঃ প্রাচুব্ধব । তদেবং প্রকারেণ  
প্রতিব্রূক্ষাণ্ডং ব্রূক্ষবিষ্ণুমহেশ্বরায়ঃ সজ্জীকায়ঃ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণো তিন্নাঃ । বিরাট্ পুরুষোহপি  
তিন্নো মূলভূতা বিরাড়্ ব্রূক্ষবিষ্ণুমহেশ্বরাস্ত্বে সকলব্রূক্ষাণ্ডান্তর্গতবিরাট্ চতুর্মুখবিষ্ণুকজ্রাণামধি-  
পত্যন্তেষাং সর্কেণামধিপতির্বক্ষ্যমাণরীতা । গোপালসুন্দরীরূপত্রীকৃষ্ণস্তথাপাধিপতিঃ ।  
সকলমূলভূতা মূলপ্রকৃতিশ্রীয়াশবলব্রূক্ষরূপিণী তদভিমানিনী দেবতা তু ত্রীভূবনেশ্বরীতি তু  
তৃতীয়স্কন্ধেহভিহিতম্ । তাঃ পঞ্চপ্রকৃতয়ন্তে কৃষ্ণব্রূক্ষাদিপুরুষাশ্চ পরস্পরমভিন্না এব ।  
ন তত্র ন্যূনাদিকভাবঃ কেনচিৎ কৰ্ত্তব্যঃ । ন্যূনাদিকভাবেন নরকপাতপ্রবণাৎ । তদেবং  
প্ৰকারেণ সর্কঃ ত্রীপুরুষাশ্চকং চেতনাচেতনাস্বাক্ষ জগদ্বূলপ্রকৃতিময়ঃ মূলপ্রকৃত্যধীন-  
ধোতিসেব মূলপ্রকৃতিঃ সর্কদা সর্কৈঃ সর্করূপোপান্তেতি তদ্ব্যমিত ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে নবমস্কন্ধে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

ও সনকাদি অন্ত্যস্ত সকল বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ৬১ ॥ দ্বিজবর! এই ত আমি অতি সুখকর  
ও মোক্ষপ্রদ কৃষ্ণগুণ সংকীৰ্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয়,  
বল ॥ ৬২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ-

ভাগবতের নবমস্কন্ধে ব্রূক্ষবিষ্ণুমহেশ্বরাদিদেবতোৎপত্তি

নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## চতুর্থোধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

শ্রুতং সৰ্বং ময়া পূৰ্ণং হৃৎপ্রসাদাৎ হৃদোপমম্ ।  
অধুনা প্রকৃतीনাঞ্চ ব্যস্তং বর্ণয় পূজনম্ ॥ ১ ॥  
কহ্যঃ পূজা কৃতা কেন কথং মৰ্ত্ত্যে প্রচারিতা ।  
কেন বা পূজিতা কা বা কেন কা বা স্তুতা প্রভো ! ॥ ২ ॥  
তাসাং স্তোত্রঞ্চ ধ্যানঞ্চ প্রভাবঃ চরিতং শুভম্ ।  
কাভিঃ কেভ্যো বরোদন্তস্তম্বে ব্যাখ্যাভুমহঁসি ॥ ৩ ॥

শ্রীনারায়ণ উবাচ ।

গণেশজননী চূর্ণা রাধা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী ।  
সাবিত্রী চ সৃষ্টিবিধৌ প্রকৃতিঃ পঞ্চধা স্মৃতা ॥ ৪ ॥  
আসাং পূজা প্রসিদ্ধা চ প্রভাবঃ পরমাদ্বুতঃ ।  
হৃদোপমঞ্চ চরিতং সৰ্বমঙ্গলকারণম্ ॥ ৫ ॥

একাধিকৈশ্চ নবতিশ্লোকৈরথ সমাসতঃ ।

সরস্বতীশ্লোত্রপূজাকবচাদিকমুচ্যতে ॥

অধুনা নারদঃ পূৰ্ণোক্তানাং দেবতানাং পূজাদিকং পূছতি নারদ উবাচ শ্রুতং ১  
মিতি । ব্যস্তং ভিন্নং ভিন্নম্ ॥ ১ ॥

কহ্যঃ পূজা কেন পুরুষেণ কৃতা মৰ্ত্ত্যলোকে কথং কেন প্রকারেণ তস্তা দেবতা  
পূজা প্রচারিতা সঞ্চারিতা কেন বা মন্ত্ৰেণ কা দেবতা পূজিতা কেন বা স্তোত্রেণ কা দে-  
বতা তৎসৰ্বং বদেত্যর্থঃ ॥ ২—৪ ॥

নারদ কহিলেন, প্রভো ! আমি আপনার অহুগ্ৰহে হৃদাসদৃশ হৃদমধুর পূৰ্ণতন বস্ত  
সকল শ্রবণ করিলাম ; সম্ভ্রুতি পঞ্চপ্রকৃতি দেবীর মধ্যে কাহাকে কে কোন্ মন্ত্রে পূ-  
করিয়াছেন ? কে কি রূপে কাহার স্তব করিয়াছেন ? কিরূপেই বা কাহার পূজা য-  
লোকে প্রচারিত হইয়াছে ? তাঁহাদিগের প্রত্যেকের স্তোত্র, ধ্যান, প্রভাব ও চরিতই  
কি প্রকার ? এবং কোন্ দেবীই বা কাহাকে কিরূপ বর প্রদান করিয়াছেন ? আহ-  
পূৰ্ণিক সমস্ত পৃথক্ পৃথক্ বর্ণন করুন ॥ ১—৩ ॥

নারায়ণ কহিলেন, বৎস ! সৃষ্টিবিষয়ে গণেশজননী চূর্ণা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং  
সাবিত্রী এই পঞ্চপ্রকৃতিই মূলধার, তাহা ত তুলিলে । তন্নিম্ন তাঁহাদিগের পূজাবিধি,  
অদ্বুত প্রভাব, অপূৰ্ণ স্তোত্র এবং হৃদাসদৃশ সৰ্বমঙ্গলনিদান চরিত, বেদ পুরাণ ও তন্ত্রাদি

প্রকৃতাংশাঃ কলা যাস্ত তাসাঞ্চ চরিতং শুভম্ ।  
 সর্বং বক্ষ্যামি তে ব্রহ্মন্ ! সাবধানো নিশাময় ॥ ৬ ॥  
 কালী বহুধরা গঙ্গা যজ্ঞী মঙ্গলচণ্ডিকা ।  
 তুলসী মনসা নিজ্রা স্বধা স্বাহা চ দক্ষিণা ॥ ৭ ॥  
 সংক্ষিপ্তমাসাঞ্চরিতং পুণ্যদং শ্রুতিহৃন্দরম্ ।  
 জীবকৰ্ম্মবিপাকঞ্চ তচ্চ বক্ষ্যামি হৃন্দরম্ ॥ ৮ ॥  
 দুর্গায়ান্শৈব রাধায়া বিস্তীর্ণং চরিতং মহৎ ।  
 তদ্বৎপশ্চাৎ প্রবক্ষ্যামি সংক্ষেপক্রমতঃ শৃণু ॥ ৯ ॥  
 আদৌ সরস্বতীপূজা শ্রীকৃষ্ণেন বিনিশ্চিতা ।  
 যৎপ্রসাদান্মুনিশ্রেষ্ঠ ! যুর্ধোভবতি পণ্ডিতঃ ॥ ১০ ॥  
 আবির্ভূতা যথা দেবী বক্তৃতঃ কৃষ্ণযোষিতঃ ।  
 ইয়েষ কৃষ্ণং কামেন কামুকী কামরূপিণী ॥ ১১ ॥

আসাং পূজ্যেতি । আসাং পঞ্চদেবতানাং পূজ্যস্তোত্রমন্ত্রচরিতাদিকং সর্বং প্রসিদ্ধমেব  
 সৰ্বত্র বেদপুরাণতন্ত্রাদিষু বিদ্যতে তত্তত্তয়া নোচ্যতে । কিন্তু বাঃ প্রকৃতাংশভূতাঃ কলা-  
 ভাসাং পূজাদিকঞ্চ সর্বং বক্ষ্যামীত্যাহ প্রকৃতাংশা ইতি ॥ ৬-৬ ॥

কান্তাঃ কলান্তদাহ কালীবহুধরতি ॥ ৭ ॥

সংক্ষিপ্তমাসামিতি । আসামেতাংশীনাং দেবতানাং চরিতং প্রসঙ্গেন জীবকৰ্ম্মবিপাকঞ্চ  
 বৈরাগ্যার্থং বক্ষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

কৃষ্ণং চুর্ণায়া ইতি । চরিতমুচ্চানবিধিং সংক্ষেপতঃ পশ্চাদন্তে প্রবক্ষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৯-১০ ॥

কৃষ্ণযোষিতো রাধায়াঃ । দেবী সরস্বতী । বক্তৃতো জিহ্বাঘ্রাৎ । ইয়ং কথা পূৰ্ণমুক্তা ।  
 ইয়েষ কৃষ্ণমিতি । পতিষ্ঠেন কৃষ্ণমিমেবেত্যর্থঃ ॥ ১১-১৪ ॥

সমুদায়শাস্ত্রেই সুপ্রসিদ্ধ আছে, অতএব তাহা বর্ণন করিবার প্রয়োজন নাই ॥ ৪-৫ ॥  
 সম্প্রতি বাহারা প্রকৃতির অংশ ও কলা হইতে সমুত্ত তীহাদিগেরই শুভ চরিত বৃত্তান্ত  
 আদ্যোপান্ত বর্ণন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর ॥ ৬ ॥ কালী, বহুধরা, গঙ্গা, যজ্ঞী,  
 মঙ্গলচণ্ডিকা, তুলসী, মনসা, নিজ্রা, স্বধা, স্বাহা ও দক্ষিণা ইহারা প্রকৃতির অংশ ॥ ৭ ॥ ইহা-  
 দিগের পুণ্যদায়ক শ্রুতিহৃৎকর চরিত, তৎপ্রসঙ্গে জীবপণের কৰ্ম্মবিপাক এবং চুর্ণা ও রাধার  
 অতি বিস্তীর্ণ উদার চরিত ক্রমে সংক্ষেপে বর্ণন করিব ॥ ৮-৯ ॥ সম্প্রতি সরস্বতীর বৃত্তান্ত  
 বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর । মুনিবর ! যে বীণাপাণির প্রভাবে অজানান্ন মুচ অনেকও জদয়া-  
 কাশ জানালাকে উন্মাদিত হয়, শ্রীকৃষ্ণ সৰ্ব্বপ্রথমে সেই দেবী সরস্বতীর পূজা ভারতে অব-  
 তীর্ণ করেন ॥ ১০ ॥ কামরূপিণী কামুকী দেবী সরস্বতী রাধার জিহ্বাঘ্রাৎ তাগ হইতে আবির্ভূত  
 হইয়াই কামবশতঃ কৃষ্ণকেই পতিষে বরণ করিতে অভিলাষ করিলেন ॥ ১১ ॥ সৰ্বাস্তর্ঘ্যমী



স চ বিজ্ঞায় তদ্ভাবং সৰ্বজ্ঞঃ সৰ্বস্মাতরম্ ।

তামুবাচ হিতং সত্যং পরিণামে স্মথাবহম্ ॥ ১২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

ভজ নারায়ণং সাক্ষিঃ । মদংশঞ্চ চতুর্ভুজম্ ।

যুবানং স্কন্ধরং সৰ্বগুণযুক্তঞ্চ মৎসমম্ ॥ ১৩ ॥

কামজ্ঞং কামিনীনাঞ্চ তাসাঞ্চ কামপূরকম্ ।

কোটিকন্দৰ্পলাবণ্যলীলালঙ্কৃতমীশ্বরম্ ॥ ১৪ ॥

কাস্তে ! কাস্তঞ্চ মাং কৃত্বা যদি স্বাত্মমিহেচ্ছসি ।

ত্বন্তোবলবতী রাধা ন ভদ্রস্তু ভবিষ্যতি ॥ ১৫ ॥

যোযস্মাদবলবান্ বাণি ! ততোহস্তং রক্ষিতুং ক্ষমঃ ।

কথং পরাস্থাধয়তি যদি স্বয়মনীশ্বরঃ ॥ ১৬ ॥

সৰ্বেশ্বঃ সৰ্বশাস্তাহং রাধাং বাধিতুমক্ষমঃ ।

তেজসা মৎসমা সা চ রূপেণ চ গুণেন চ ॥ ১৭ ॥

কাস্তে ! হে সরস্বতি ! মম রাধা পত্নী ত্বন্তো বলবতীকা মানিনী ভবত্যতন্তব মৎ-  
পত্নীত্বৈ সপত্নীজন্মদুঃখেন ভদ্রং ন ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

নমু তাং পত্নীং শিক্ষয়েতি চেতন্তাহ যো যস্মাদিতি । হে বাণি ! যঃ পুরুষো যস্মাদ্ভিন্নবলবান্ ভবতি তস্মাদ্ভিন্নবলং সকাশাভিক্ষিতুমন্তং স মবলঃ ক্ষমো ভবতি । নাহং রাধাতো  
বলবাস্ততশ্চ রাধাতো রক্ষিতুং ত্বাং ন ক্ষমোহস্মীত্যর্থঃ । কথং ক্ষমো ন কথমপীত্যর্থঃ ।  
তত্র প্রসিদ্ধং জায়মাহ কথমিতি । সাধয়তি রক্ষতি ॥ ১৬ ॥

সৰ্বশাস্তাহং যদ্যপীত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তাহা জানিতে পারিয়া সেই লোকমাতাকে সযোজনপূৰ্ব্বক পরিণাম  
স্বৰূপ সত্য ও পথা বচনে কহিলেন ॥ ১২ ॥ পতিব্রতে ! আমার অংশসম্পন্ন চতুর্ভুজ  
নারায়ণ যুবা, সুশ্রী ও সৰ্বগুণাবিত ; এমন কি, আমার সদৃশ ॥ ১৩ ॥ তিনি ঐশ্বরিক  
গুণে বিভূষিত ; সুতরাং কামিনীগণের হৃদয়বাসনা বিলক্ষণ বিদিত আছেন এবং বাসনা  
পূর্ণও করিয়া থাকেন । তাঁহার নৌদ্ব্যর্থের কথা কি বলিব, তাঁহার শরীরে কোটি  
কন্দর্পের লাবণ্য ক্রীড়া করিতেছে ॥ ১৪ ॥ কাস্তে ! আর যদি আমাকে পতিত্বে বরণ  
করিয়া আমার নিকট অবস্থান করিতে ইচ্ছা কর, তাহা তোমার পক্ষে ভদ্রদায়ক  
নহে । কারণ, আমার সমীপস্থা রাধা, তোমার অপেক্ষা প্রবলা ॥ ১৫ ॥ যদি কোন ব্যক্তি  
অপেক্ষাকৃত বলবান্ হয়, তাহা হইলে সে আশ্রিত ব্যক্তিকে অস্ত্র হইতে বন্ধ করিতে  
সমর্থ হইতে পারে ; কিন্তু যদি তদপেক্ষা দুর্বল হয়, তাহা হইলে স্বয়ং অর্পণমর্ষ হইয়া  
কিরূপে অস্ত্রকে বন্ধ করিতে পারিবে ? যদিও আমি সৰ্বেশ্বর, সকলকে শাসন করিয়া

প্রাণাধিষ্ঠাতৃদেবী সা প্রাণাংস্ত্যক্তুঃ কঃ ক্ষমঃ ।

প্রাণতোহপি প্রিয়ঃ পুত্রঃ কেবাং বাস্তি চ কশ্চন ॥ ১৮ ॥

ত্বং ভদ্রে ! গচ্ছ বৈকুণ্ঠং তব ভদ্রং ভবিষ্যতি ।

পতিং তমীশ্বরং কৃষা মোদস্ব স্ত্রিচরং স্ত্রণম্ ॥ ১৯ ॥

লোভমোহকামক্ৰোধমানহিংসাবিবর্জিতা ।

তেজসা ত্বৎসমা লক্ষ্মীরূপেণ চ গুণেন চ ॥ ২০ ॥

তয়া সার্কিং তব প্রীত্যা শশ্বৎকালঃ প্রয়াস্ফুটি ।

গৌরবঞ্চ হরিস্তল্যাং করিষ্যতি স্বয়োরপি ॥ ২১ ॥

প্রতিবিশ্বেষু তাং পূজাং-মহতীং গৌরবান্বিতাম্ ।

মাঘস্ত শুক্লপঞ্চম্যাং বিদ্যারম্ভে চ জন্মরি ! ॥ ২২ ॥

প্রাণতোহপীতি । কেবামপি পুত্রবাণাং কশ্চন কোহপি পুত্রঃ প্রাণতোহপি কিং প্রিয়োহস্তি নাস্তাত্যর্থঃ । তথা চ পুত্রভ্যোহপি প্রিয়ঃ প্রাণন্তৎপ্রাণরূপাং রাধাং ত্যক্তুঃ কথমহং ক্ষম ইত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

তর্হি মম কা গতিস্তদ্রাহ ত্বং ভদ্রে ! ইতি ॥ ১৯ ॥

নমু তত্রাপি লক্ষ্মীঃ সপত্নী বর্তত ইতি চেম সা লক্ষ্মী রাধাসদৃশী মানিনী কিস্তিশাস্তা-  
স্তীতাহ লোভেতি ॥ ২০—২১ ॥

প্রতিবিশ্বেষু প্রতিবুদ্ধাণ্ডম্ । তাং পূজামিত্যস্ত করিষ্যস্তীত্যনেনাশয়ঃ । মাঘস্ত শুক্ল-  
পঞ্চম্যামিত্যনেন তদ্দিনে সরস্বত্যা মহোৎসবে বাধিতঃ । তদ্দিনস্ত বিদ্যারম্ভ ইতি বিশে-  
ষণস্ত শাস্ত্রে তদ্দিনে বিদ্যায়্য আরম্ভঃ কর্তব্য ইতি শ্রবণাৎ ॥ ২২—২৪ ॥

ধাকি ; কিন্তু আমার রাধাকে শাসন করিবার সামর্থ্য নাই । কারণ, তিনি কি প্রভাব,  
কি রূপ, কি গুণ, সর্বোৎকর্ষেই আমার সমান ॥ ১৬—১৭ ॥ রাধাকে পরিত্যাগ করাও আমার  
সাধ্যারম্ভ নহে ; কারণ, রাধা আমার প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, অতএব কোন ব্যক্তি  
নিজ জীবন বিসর্জন দিতে সমর্থ হয় ? পুত্র যদিও সকলের সমাধরের সামগ্রী, তথাপি কি  
প্রাণ অপেক্ষী প্রিয়তর হইতে পারে ? ॥ ১৮ ॥ অতএব ভদ্রে ! তুমি বৈকুণ্ঠধামে গমন কর,  
তথায় ভোক্তার শ্রেয়ো লাভ হইবে । তুমি বৈকুণ্ঠনাথকে পতি লাভ করিয়া চিরকাল সুখে  
বিহার করিতে পারিবে ॥ ১৯ ॥ যদিও লক্ষ্মী তথায় বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু তিনিও  
তোমার মত কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎস্যর্ষের বশীভূত নহেন এবং কি রূপ,  
কি গুণ, কি প্রভাব, সর্বোৎকর্ষেই তোমার তুল্য ॥ ২০ ॥ অতএব তাঁহার সহিত পরম সুখে  
কালযাপন করিতে পারিবে । বৈকুণ্ঠমাধ হরিও তোমাদ্বিগের উভয়কেই সমান সমাদর  
করিবেন ॥ ২১ ॥ বিশেষতঃ আমি বলিতেছি, প্রতিবুদ্ধাণ্ডেই মাঘ মাসের যে শুক্ল পঞ্চমী  
দিনে বিদ্যারম্ভ হয়, সেই দিনে মহামহোৎসবে কি মানবগণ, কি দহুগণ, কি দেবগণ, কি  
সুয়ুহু দুর্দগণ, কি বহুগণ, কি বোগিগণ, কি নাগগণ, কি সিদ্ধগণ, কি গন্ধর্ভগণ, কি রাক্ষসগণ

মানবা মনবোদেবা মুনীন্দ্রাশ্চ মুমুক্শবঃ ।  
 বসবোযোগিনঃ সিদ্ধা নাগা গন্ধর্ব্বরাক্ষসাঃ ॥ ২৩ ॥  
 মদ্বরেণ করিষ্যন্তি কল্পে কল্পে লয়াবধি ।  
 ভক্তিয়ুক্তাশ্চ দত্ত্বা বৈ চোপচারাণি বোড়শ ॥ ২৪ ॥  
 কণ্ঠশাখোক্তবিধিনা ধ্যানেন স্তবনেন চ ।  
 জিতেন্দ্রিয়াঃ সংযতাশ্চ ঘটে চ পুস্তকেহপি চ ॥ ২৫ ॥  
 কৃৎস্না স্তবর্ণগুটিকাং গন্ধচন্দনচর্চিতাম্ ।  
 কবচং তে গ্রহীষ্যন্তি কণ্ঠেণৈব দক্ষিণে ভূজে ॥ ২৬ ॥  
 পঠিষ্যন্তি চ বিদ্বাংসু পূজাকালে চ পূজিতে ।।  
 ইত্যুক্ত্বা পূজয়ামাস তান্দেবীং সর্বপূজিতাম্ ॥ ২৭ ॥  
 ততস্তৎপূজনং চক্ৰু ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ ।  
 অনন্তশ্চাপি ধর্ম্মাশ্চ মুনীন্দ্রাঃ সনকাদয়ঃ ॥ ২৮ ॥  
 সর্বৈ দেবাস্চ মুনয়ো নৃপাশ্চ মানবাদয়ঃ ।  
 বভূব পূজিতা নিত্যা সর্বলোকৈকঃ সরস্বতী ॥ ২৯ ॥

কণ্ঠশাখোক্তেতি । যদ্যপি স বিধিরধুনোপলক্ষ্যার্থাৎ নাস্তি তথাগুচ্ছিন্নশাখাঃ বর্ত্তত  
 ইতি বোধ্যম্ । ঘটে পুস্তকে বা আবাহ্যেত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥  
 স্তবর্ণগুটিকামিতি । ভূজগত্রে কবচমষ্টগন্ধেন সংলিখ্য স্তবর্ণগুটিকায়াং ধারয়েত্তাক্ষ  
 গুটিকাং কণ্ঠাদিষু ধারয়েদিত্যর্থঃ ॥ ২৬—৩২ ॥

সকলেই, যাবৎ মহাপ্রলয় উপস্থিত না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রতি কল্পে কল্পে ভক্তিভাবে  
 বোড়শোপচারে তোমার পূজা করিবে ॥ ২২—২৪ ॥ সকলেই জিতেজির ও সংযমী হইয়া  
 ঘটে বা পুস্তকে তোমার আবাহন করিয়া বজ্রকর্ষের কণ্ঠশাখোক্তবিধানে ধ্যান ও  
 স্তবপাঠ করিয়া তোমার অর্জনা করিবে ॥ ২৫ ॥ তোমার কবচ আট প্রকার গন্ধদ্রব্য দ্বারা  
 ভূজগত্রে লিখিয়া স্তবর্ণগুটিকাং মধ্যে নিধানপূর্ব্বক কণ্ঠে বা দক্ষিণ ভূজে ধারণ করিবে ।  
 বিশেষতঃ বিদ্বাংসু ব্যক্তি ধ্যানেই পূজাকালে তোমার স্তবপাঠে নিরত হইবে । এই কথা  
 বলিয়া পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সরস্বতী দেবীর পূজা করিলেন ॥ ২৬—২৭ ॥ সেই অবধি ব্রহ্মা  
 বিষ্ণু ও মহেশ্বর এবং অনন্তদেব, ধর্ম্ম, সনকাদি মুনীন্দ্রগণ, সমস্ত দেবগণ, সমস্ত মুনীগণ,  
 সমস্ত নরপতিগণ ও সমস্ত মানব সমাজ সরস্বতী দেবীর পূজা আরম্ভ করিয়াছে । বৎস  
 নারদ ! এইরূপে সেই অমন্তকালস্থায়িনী দেবী সরস্বতীর পূজা ত্রিলোকমধ্যে প্রচারিত  
 হইয়াছে ॥ ২৮—২৯ ॥

নারদ উবাচ ।

পূজাবিধানং কবচং ধ্যানঞ্চাপি নিরন্তরম্ ।

পূজোপযুক্তং নৈবেদ্যং পুষ্পঞ্চ চন্দনাদিকম্ ॥ ৩০ ॥

বদ বেদবিদাংশ্চৈষ্ঠ ! শ্রোতুং কৌতূহলং মম ।

বর্ততে হৃদয়ে শশং কিরীদং ক্রুতিশ্চন্দরম্ ॥ ৩১ ॥

শ্রীনারায়ণ উবাচ ।

শৃণু নারদ ! বক্ষ্যামি কণ্ঠশাখোক্তপদ্ধতিম্ ।

জগন্মাতুঃ সরস্বত্যাঃ পূজাবিধিসমম্বিতাম্ ॥ ৩২ ॥

মাঘস্ত শুক্লপঞ্চম্যাং বিদ্যারম্ভে দিনেহপি চ ।

পূর্বেহহি সময়ং কৃত্বা তত্রাহি সংযতঃ শুচিঃ ॥ ৩৩ ॥

স্নাত্বা নিত্যক্রিয়াঃ কৃত্বা ঘটং সংস্থাপ্য ভক্তিতঃ ।

স্বশাখোক্তবিধানেন তাস্মিন্কেণাধবা পুনঃ ॥ ৩৪ ॥

গণেশং পূর্বমভ্যর্চ্য ততোহভীক্যং প্রপূজয়েৎ ।

ধ্যানেন বক্ষ্যমাণেন ধ্যানস্বাভাঘটে ধ্রুবম্ ।

ধ্যাত্বা পুনঃ ষোড়শোপচারেণ পূজয়েদ্ভরতী ॥ ৩৫ ॥

পূজোপযুক্তনৈবেদ্যং যচ্চ বেদনিরূপিতম্ ।

বক্ষ্যামি সৌম্য ! তৎ কিঞ্চিদ্ব্যথাধীতং যথাগমম্ ॥ ৩৬ ॥

সময়ং সংকেতম্ ॥ ৩০—৩৪ ॥

অভীষ্টাং সরস্বতীম্ ॥ ৩৫—৩৬ ॥

নারদ কহিলেন, হে বেদবিদাশ্রয় ! সরস্বতীপূজার শ্রবণ-মনোহর পদ্ধতি, ধ্যান, কবচ, স্তোত্র এবং পূজার উপযুক্ত নৈবেদ্য, পুষ্প ও চন্দনাদি উপচার বিষয় শ্রবণ করিবার নিমিত্ত স্বামীর হৃদয়ে নিরন্তর মহান্ কৌতূহল বিদ্যমান রহিয়াছে ; অতএব আপনি সেই সময় কীর্তন করুন ॥ ৩০—৩১ ॥

নারায়ণ কহিলেন, বৎস নারদ ! বজ্রকর্ষকের অন্তর্গত কণ্ঠশাখার জগন্মাতা সরস্বতীর পূজাবিধিসম্বিত ধেরূপ পদ্ধতি প্রচলিত আছে, নির্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৩২ ॥ মাঘী, শুক্লা পঞ্চমীর বা বিদ্যারম্ভে দিবসের পূর্ব দিনে সংযত হইয়া পরাধে স্নানান্তে নিত্য কর্ণের অহরহানপূর্বক কণ্ঠশাখোক্ত বিধানেই হউক, আর তত্রোক্ত বিধানেই হউক, তজ্জি পূর্বক ঘটস্থাপন করিবে ॥ ৩৩ ॥ তৎপরে প্রথমে সেই ঘট গণপতিকৈ পূজা করিয়া পরে যে ধ্যান বলিতেছি সেই ধ্যানের সরস্বতীকে ভাবনা করিয়া আবারচনপূর্বক পুনরায় ধ্যান পাঠ করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিবে ॥ ৩৪ ॥ ভদ্র ! এক্ষণে বেদ বা তন্ত্রে

নবনীতং দধি কীরং লাক্ষাংশ্চ তিললড্ডুকম্ ।

ইক্ষুমিক্ষুরসং শুক্লবর্ণং পকুণ্ডং মধু ॥ ৩৭ ॥

অস্তিকং শর্করা শুক্লধাত্ত্যাক্রতমক্কতম্ ॥ ৩৮ ॥

অশ্বিনশুক্লধাত্ত্য পৃথুকং শুক্লমোদকম্ ।

দ্ব্যতসৈন্ধবসংযুক্তং হবিষ্যাম্নং যথোদিতম্ ॥ ৩৯ ॥

যবগোধূমচূর্ণানাং পিষ্টকং দ্ব্যতসংযুতম্ ।

পিষ্টকং অস্তিকস্ত্যাপি পকরস্ত্যাক্রল ৮ ॥ ৪০ ॥

পরমাম্নং ৮ সম্ব্যতং মিক্সাম্নং স্নোধোপমম্ ।

নারিকেলং তদুদকং কসেরুং মূলমার্ককম্ ॥ ৪১ ॥

পকরস্ত্যাক্রলকারু ত্রীফলং বদরীফলম্ ।

কালদেশৌদ্ভবকারু ফলং শুক্লঞ্চ সংস্কৃতম্ ॥ ৪২ ॥

সুগন্ধং শুক্লপুষ্পঞ্চ সুগন্ধং শুক্লচন্দনম্ ।

নবীনং শুক্লবস্ত্রঞ্চ শঙ্খঞ্চ স্নন্দরং মুনৈ ! ।

মালাঞ্চ শুক্লপুষ্পাণাং শুক্লহারঞ্চ ভূষণম্ ॥ ৪৩ ॥

যাদৃশঞ্চ ঐতিহ্যে ধ্যানং প্রশস্তং ঐতিহ্যন্দরম্ ।

তমিবাধে মহাভাগ ! ভ্রমভঞ্জনকারণম্ ॥ ৪৪ ॥

ইক্ষুং সম্পূর্ণং খণ্ডং বা । অস্তিকমিতি । অস্তিকে মঙ্গলদ্রব্যচতুষ্কগৃহভেদয়োরিতি মেদিনীকোষানুসঙ্গলব্ধব্যাং বদ্যতং সর্বং গ্রাহম্ ॥ ৩৭—৩৯ ॥

অস্তিকস্ত্যাপি যত কস্ত্যাপি মঙ্গলদ্রব্যাত্ত পিষ্টকং দ্ব্যতসংযুতমিতিার্থঃ । পকরস্ত্যাক্রল শুক্লস্ত্য পিষ্টকমিতিার্থঃ ॥ ৪০ ॥

পরমাম্নং পায়সম্ । কসেরুঃ প্রসিদ্ধঃ । মূলং মূলকম্ ॥ ৪১—৪২ ॥

পূজার বৈরূপ নৈবেদ্য নির্দিষ্ট হইয়াছে, স্বীয় জ্ঞানাহসারে সমস্ত কহিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৩৬ ॥ নবনীত, দধি, কীর, লাক্ষা, তিললড্ডুক, ইক্ষুণ্ড, ইক্ষুরস, পরিপকুণ্ড, মধু, অস্তিক, শর্করা, শুক্ল ধাত্তের অক্ষত তণ্ডুল, অশ্বিন শুক্ল ধাত্তের চিপটিক, শুক্লমোদক, দ্ব্যত-সৈন্ধবসংযুক্ত হবিষ্যাম্ন, যবচূর্ণ বা গোধূম চূর্ণের দ্ব্যতসংযুক্ত পিষ্টক, অস্তিক পিষ্টক, অস্তিক-যুক্ত পক রস্ত্যাক্রলের পিষ্টক, দ্ব্যতসংযুক্ত পরমাম্ন, অমৃতভূষা মিষ্টাম, নারিকেল, নারি-কেলোদক, কসেরু (কেহুর), মূলক, আর্দ্রক, পকরস্ত্য, অত্যাংশ্চৈত্রীফল, বদরীফল এবং বথাকাল ও বথাদেশসম্বৃত অস্তান্ত শুক্লবর্ণ অসংস্কৃত ফলমূল প্রদান করিবে ॥ ৩৭—৪২ ॥

বৎস নারদ! সুগন্ধ শুক্ল পুষ্প, সুগন্ধ বেতচন্দন, নূতন শুক্লবস্ত্র, বনোহর শঙ্খ, বেত পুষ্পের মালা, শুক্ল হার ও স্নন্দর ভূষণ সরস্বতীকে প্রদান করিবে ॥ ৪৩ ॥ হে মহাভাগ! বেদে সরস্বতী দেবীর বৈরূপ ভ্রমভঞ্জন শ্রবণমুনোহর ধ্যান নির্দিষ্ট হইয়াছে, কহিতেছি

“সরস্বতীং শুক্লবর্ণাং সঙ্গিতাং হ্রমনোহরাম্ ॥ ৪৫ ॥

কোটিচন্দ্রপ্রভামুক্তপুষ্ঠীযুক্তবিগ্রহাম্ ।

বহিঃশুদ্ধাংশুকাধানাং বীণাপুস্তকধারিণীম্ ॥ ৪৬ ॥

রত্নসারেস্রনির্ম্মাণনবভূষণভূষিতাম্ ।

হুপূজিতাং হ্রগগৈবব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদিভিঃ ।

বন্দে ভক্ত্যা বন্দিতাঞ্চ মুনীন্দ্রমমুমানবৈঃ ॥ ৪৭ ॥”

এবং ধ্যান্য চ মূলেন সর্বং দত্তা বিচক্ষণঃ ।

সংস্তুয় কবচং ধ্বজা প্রদমেদগুবদ্ববি ॥ ৪৮ ॥

যেষাঞ্চৈয়মিচ্ছদেবী তেষাং নিত্যা ক্রিয়া মূনে ! ॥ ৪৯ ॥

বিদ্যারস্তে চ বর্ষাস্তে সর্বেষাং পঞ্চমীদিনে ।

সর্বোপযুক্তো মূলঞ্চ বৈদিকাক্ষরঃ পরঃ ॥ ৫০ ॥

যেষাং যেনোপদেশো বা তেষাং স মূলএব চ ।

সরস্বতী চতুর্থান্তং বহিঃপ্রায়ান্তমেব চ ।

লক্ষ্মীমায়াদিকট্টেব মন্ত্রোহয়ং কল্পপাদপঃ ॥ ৫১ ॥

কোটিচন্দ্রপ্রভা মুঠা অপছতা যেন তাদৃশঃ । পৃষ্ঠপূর্ণশ্রীযুক্তঃ যতো বিগ্রহো যতঃ ॥ ৪৬-৪৮ ॥  
নিত্যাক্রিয়েতি । সর্বেষাং জনানাং বিদ্যারস্তে বর্ষাস্তে পঞ্চমীদিনে মাঘশুক্রপঞ্চম্যা-  
মিয়ং ক্রিয়া নিত্যাবশ্যং কর্তব্যোত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

মূলঞ্চ সর্বস্ত মূলভূতমিত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

যেষাং পুরুষাণাং যেন হেতুনোপদেশো জাতস্তেন হেতুনা তেষাং স মন্ত্র এব সর্বস্ত  
মূলো মূলভূত ইত্যর্থঃ । মন্ত্রোহয়মিতি । শ্রীঃ হ্রীং সরস্বতৌ স্বাহেতি বৈদিকো মন্ত্রঃ ।  
কল্পবৃক্ষ ইত্যর্থঃ ॥ ৫১—৫৬ ॥

প্রবণ কুর ॥ ৪৪ ॥ “স্বাহার শরীরপ্রভার কোটি চন্দ্রের প্রভাও মলিনতা ধারণ করে,  
স্বাহার পরিধান অগ্নিপরীক্ষিত বিস্তৃত পট্টিবস্ত্র, স্বাহার করে বীণাযন্ত্র ও পুস্তক, যিনি সর্বোৎ-  
কৃষ্ট-রত্নজাত-নবভূষণে বিভূষিত, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরাদি দেবগণ নিয়ত স্বাহার অর্চনা  
করেন, যিনি মুনীন্দ্র, মমু ও মানবগণ কর্তৃক সর্বদা বন্দিত হন, আমি ভক্তিতেই সেই  
শুক্লবর্ণা, হস্তাননা হ্রমনোহরা সরস্বতীকে বন্দনা করি ॥ ৪৫—৪৭ ॥” বিচক্ষণ ব্যক্তি এই-  
রূপে ধ্যান করিয়া বাবতীর দ্রব্য মূলোচ্চারণপূর্বক প্রদান করিবে। তৎপরে স্তবপাঠ ও  
কবচ ধারণপূর্বক কৃতপ্লে নিপজিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। মুনিবর ! এই দেবী  
সরস্বতী বাহাদিগের ইষ্টদেবতা, তাহাদিগের ত কথাই নাই ॥ ৪৮—৪৯ ॥ তত্ত্ব সাধারণত  
সকলেরই • বিদ্যারস্ত দিবসে এবং বৎসরান্তে মাঘী শুক্লা পঞ্চমী দিনে সরস্বতীর পূজা  
করা কর্তব্য । বেদোক্ত অষ্টাক্ষরযুক্ত মন্ত্রই সরস্বতীর মূলমন্ত্র ॥ ৫০ ॥ অথবা যিনি যে

পুরা নারায়ণশ্চৈব বাঙ্গীকার কৃপানিধিঃ ।  
 প্রদদৌ জাহ্নবীতীরে পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে ॥ ৫২ ॥  
 ভৃগুর্দদৌ চ শুক্রায় পুঙ্করে সূর্য্যপর্ব্বণি ॥ ৫৩ ॥  
 চন্দ্রপর্ব্বণি মারীচো দদৌ বাক্পতয়ে মুদা ।  
 ভৃগোশ্চৈব দদৌ তুষ্ঠো ব্রহ্মা বদরিকাপ্রমে ॥ ৫৪ ॥  
 আস্তিকশ্চ জরৎকারুর্দদৌ ক্ষীরোদসমিধৌ ।  
 বিভাণ্ডকো দদৌ মেরৌ ঋষ্যশৃঙ্খায় ধীমতে ॥ ৫৫ ॥  
 শিবঃ কণাদমুনয়ে গোতমায় দদৌ মুদা ।  
 সূর্য্যশ্চ যাজ্ঞবল্ক্যায় তথা কাত্যায়নায় চ ॥ ৫৬ ॥  
 শেখঃ পাণিনিয়ৈ চৈব ভারত্বাজায় ধীমতে ।  
 দদৌ শাকটায়নায় স্তুতলে বলিসংসদি ॥ ৫৭ ॥  
 চতুর্লক্ষজপেনৈব মন্ত্রঃ সিন্ধো ভবেম্ভগাম্ ।  
 যদি স্তান্ মন্ত্রসিন্ধো হি বৃহস্পতিসমো ভবেৎ ॥ ৫৮ ॥  
 কবচং শৃণু বিশ্রেষ্ঠ ! যদন্তং ব্রহ্মণা পুরা ।  
 বিশ্বশ্রুতী বিশ্বজয়ং ভূগবে গন্ধমাদনে ॥ ৫৯ ॥

বলিসংসদি বলিসভায়াম্ ॥ ৫৭—৫৮ ॥

বিশ্বজয়ং তুষ্ণামকম্ ॥ ৫৯—৬০ ॥

মন্ত্রে দীক্ষিত হন, তাহাই তাঁহার মূলমন্ত্র; অতএব নিজ মূলমন্ত্রেই হউক, বা সরস্বতী  
 শব্দে চতুর্থী বিভক্তি যোগ করিয়া অগ্নির পত্নী “স্বাহা” পর্য্যন্ত শেষ ধরিয়া তাহার  
 পূর্বে প্রণব ত্রিঃ হ্রীং বীজ উচ্চারণপূর্ব্বক, সেই মন্ত্রে অর্থাৎ “ত্রিঃ হ্রীং সরস্বতৌ স্বাহা”  
 এই অষ্টাক্ষর মন্ত্রে সরস্বতীকে সমস্ত বস্ত্র প্রদান করিবে। এই মন্ত্রই কল্পবৃক্ষ, অর্থাৎ  
 কল্পবৃক্ষের নিকট যেরূপ সমস্ত অভীষ্ট লাভ হয়; এই মন্ত্র হইতেও সেইরূপ সমস্ত অভীষ্ট  
 লাভ হইয়া থাকে ॥ ৫১ ॥ কৃপানিধি নারায়ণ পূর্বে পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে জাহ্নবীতীরে  
 বাঙ্গীকারকে এই মন্ত্র প্রদান করেন। তাহার পর ভৃগু একদা সূর্য্যগ্রহণসময়ে পুঙ্করতীরে  
 মহর্ষি শুক্রচার্য্যকে, মারীচ চন্দ্রগ্রহণসময়ে বৃহস্পতিকে, বদরিকাপ্রমে ব্রহ্মা ভৃগুকে,  
 ক্ষীরোদসাগরতীরে জরৎকার আস্তিককে, ঋমেকপর্ব্বতে বিভাণ্ডক ধীমান্ ঋষ্যশৃঙ্খকে,  
 শিব কণাদ ও গোতমকে, সূর্য্য যাজ্ঞবল্ক্য ও কাত্যায়নকে, অনন্তনদের পাতাল-  
 তলে বলিসভায় পাণিনি, ধীমান্ ভারত্বাজ ও শাকটায়নকে এই মন্ত্র প্রদান করিয়া-  
 ছিলেন ॥ ৫২—৫৭ ॥ এই মন্ত্র চারিলাক্ষবার জপ করিলেই মানবগণ সিদ্ধ হইয়া থাকে।  
 মন্ত্রসিদ্ধ হইলেই বৃহস্পতির তুল্য ক্ষমতাশালী হইতে পারে ॥ ৫৮ ॥ পূর্বে বিশ্বশ্রুতী ব্রহ্মা

## ভৃগুর্বাচ।

ব্রহ্মন্ ! ব্রহ্মবিদ্যাং শ্রেষ্ঠা ! ব্রহ্মজ্ঞানবিশারদ !।

সর্ববজ্র ! সর্বজনক ! সর্বেশ ! সর্বপূজিত ! ॥ ৬০ ॥

সরস্বত্যাশ্চ কবচং বৃহি বিশ্বজয়ং প্রভো !।

অযাতযামং মন্ত্রাণাং সমূহসংযুতং পরম্ ॥ ৬১ ॥

## ব্রহ্মোবাচ।

শৃণু বৎস ! প্রবক্ষ্যামি কবচং সর্বকামদম্ ।

শ্রুতিসারং শ্রুতিস্থং শ্রুতীকৃত্যং শ্রুতিপূজিতম্ ॥ ৬২ ॥

উক্তং কৃষ্ণে ম গোলোকে মহৎ ব্রহ্মাবনে বনে ।

রাসেশ্বরেণ বিভূনা রাসে বৈ রাসমণ্ডলে ॥ ৬৩ ॥

অতীবগোপনীয়ঞ্চ কল্পবৃক্ষসমং পরম্ ।

অশ্রুতাতুতমন্ত্রাণাং সমূহৈশ্চ সমন্বিতম্ ॥ ৬৪ ॥

যজ্ঞা ভগবান্ শুক্রঃ সর্বদৈতেষু পূজিতঃ ।

যজ্ঞা পঠনাদব্রহ্মন্ ! বুদ্ধিমাংশ্চ ব্রহ্মপতিঃ ॥ ৬৫ ॥

অযাতযামং নির্দোষম্ ॥ ৬১ ॥

শ্রুতিস্থং কর্ণমধুরম্ ॥ ৬২—৭০ ॥

গন্ধমাদন পূর্বতে ভৃগুকে বিশ্বজয় নামক যে কবচ প্রদান করিয়াছিলেন, কীৰ্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৫৯ ॥

একদা ভৃগু সর্বেশ্বর সর্বপূজিত ব্রহ্মাকে সযোজন করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! আপনি সমুদায় বেদবেত্তাদিগের অগ্রগণ্য, বেদজ্ঞানবিষয়ে আপনার তুল্য দ্বিতীয় নাই ; এমন কি আপনার অবিসিত কিছুই নাই, কারণ সমস্তই আপনি। হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, অতএব প্রভো ! বাহা নির্দোষ ও সমস্ত মন্ত্রগুণনিষ্ঠ, আপনি সেই সর্বোৎকৃষ্ট বিশ্বজয়নামক সরস্বতীকবচ আমার নিকট ব্যক্ত করুন ॥ ৬০—৬১ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, বৎস ! তুমি যে শ্রবণমোহর বেদবিহিত বেদপূজিত সর্বাভীষ্টপ্রদ সরস্বতী কবচের কথা জিজ্ঞাসা করিলে কহিতেছি শ্রবণ কর। সর্ব প্রথমে রাসেশ্বর বিভূ ক্রীড়ক গোলোকধামে ব্রহ্মাবন নামক অরণ্যে রাসোৎসবসময়ে রাসমণ্ডলে এই সরস্বতী কবচ আমার নিকট ব্যক্ত করেন। এই কবচ অতীব গোপনীয় এবং অশ্রুত অতুত মন্ত্র সমূহে পরিপূর্ণ। এই কবচ পাঠ ও ধারণ করিয়া ব্রহ্মপতি বুদ্ধিমত্তা বিবরে অগ্রগণ্য হইরাছেন, এই কবচবলে শুক্রাচার্য্য দৈত্যপুত্রের নিকট প্রোদ্ধাত লাভ করিয়াছেন, এই কবচ পাঠে মুনিবর বাসীকি বাগ্ধিতা লাভ করিয়া কবীন্দ্রপদে আরো-



পঠনাক্ষারণাঙ্ঘ্রী কবীজ্ঞো বাম্বীকো মুনিঃ ।  
 স্বায়ত্ত্ববো মনুশৈব যজ্ঞা সৰ্বপুঞ্জিতঃ ॥ ৬৬ ॥  
 কণাদো গোতমঃ কণ্ঠঃ পাণিনিঃ শাকটায়নঃ ।  
 গ্রহ্ণকার যজ্ঞা দক্ষঃ কাত্যায়নঃ স্বয়ম্ ॥ ৬৭ ॥  
 ধৃষা বেদবিভাগঞ্চ পুরাণান্থখিলানি চ ।  
 চকার লীলামাত্রেন কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ স্বয়ম্ ॥ ৬৮ ॥  
 শাতাতপশ্চ সম্বর্তো বশিষ্ঠশ্চ পরাশরঃ ।  
 যজ্ঞা পঠনাদ্গুহুং যাজ্ঞবল্ক্যশ্চকার সঃ ॥ ৬৯ ॥  
 ঋষ্যশৃঙ্গো ভরদ্বাজশ্চান্তিকো দেবলস্তথা ।  
 জৈগীষ্যো যযাতিশ্চ ধৃষা সৰ্বত্র পূজিতাঃ ॥ ৭০ ॥  
 কবচস্থাস্ত্র বিপ্রেন্দ্র ! ঋষিরেব প্রজাপতিঃ ।  
 স্বয়ং ছন্দশ্চ বৃহতী দেবতা শারদাম্বিকা ॥ ৭১ ॥  
 সৰ্ববত্তুপরিজ্ঞানসৰ্বার্থসাধনেষু চ ।  
 কবিতাস্ত্ৰ চ সৰ্ব্বাস্ত্ৰ বিনিয়োগঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ৭২ ॥  
 শ্রীং হ্রীং সরস্বতৌ স্বাহা শিরো মে পাতু সৰ্বতঃ ।  
 শ্রীং বাগ্‌দেবতায়ৈ স্বাহা ভালং মে সৰ্বদাবতু ॥ ৭৩ ॥

শারদা শারং শীর্ণং শরীরসমূহং দ্যতি খণ্ডয়তি যা সা শারদা দেবতা ॥ ৭১—৭২ ॥  
 প্রথমমস্ত্রে শ্রীবীজং মায়াবীজং ক্রমেণাদৌ বর্ততে শ্রীবীজাদ্যো দ্বিতীয়ঃ ॥ ৭৩ ॥

হণ করিয়াছেন, স্বায়ত্ত্বব মনু ইহা ধারণ করিয়া সৰ্বত্র সমাদৃত হইয়াছেন ॥ ৬২—৬৬ ॥  
 কণাদ, গোতম, কণ্ঠ, পাণিনি, শাকটায়ন, দক্ষ ও কাত্যায়ন ইহারা সকলেই এই কবচ-  
 প্রজ্ঞাবে গ্রহ্ণকারপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস এই কবচ ধারণ  
 পূৰ্ব্বক বেদবিভাগ ও অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করিয়াছেন । শাতাতপ, সম্বর্ত, বশিষ্ঠ, পরা-  
 শর ও যাজ্ঞবল্ক্য এই সরস্বতী কবচ ধারণ ও পাঠ করিয়া গ্রহ্ণকার হইয়াছেন । ঋষ্যশৃঙ্গ,  
 ভরদ্বাজ, আন্তিক, দেবল, জৈগীষ্য ও যযাতি ইহারা সকলে ইহারই বলে সৰ্বত্র সমান  
 সমাদর লাভ করিয়াছেন ॥ ৬৭—৭০ ॥

হে দ্বিজবর ! প্রজাপতি স্বয়ং এই কবচের ঋষি, বৃহতী ইহার ছন্দ এবং শারদা অম্বিকা  
 ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । কি তত্ত্বজ্ঞান, কি প্রয়োজনসিদ্ধি, কি সুসুখ কবিতা সৰ্বত্র  
 ইহার বিনিয়োগ হইয়া থাকে ॥ ৭১—৭২ ॥ শ্রীং হ্রীং সরস্বতৌ স্বাহা, সৰ্বতোভাবে  
 আমার শিরোদেশ, শ্রীং বাগ্‌দেবতায়ৈ স্বাহা আমার কণালভাগ, ওঁ হ্রীং পরস্বতৌ  
 স্বাহা সৰ্বদা আমার কর্ণধর, ওঁ শ্রীং ভগবতৌ সরস্বতৌ স্বাহা সৰ্বদা আমার নয়নধর,

ওঁ হ্রীং সরস্বতৌ স্বাহেতি শ্রোত্রে পাঠু নিরন্তরম্ ।  
 ওঁ শ্রীং হ্রীং ভগবতৌ সরস্বতৌ স্বাহা নেত্রযুগ্মং সদাবতু ॥ ৭৪ ॥  
 ঐং হ্রীং বাহাদিনৈ স্বাহা নাসাং মে সর্বদাবতু ।  
 ওঁ হ্রীং বিদ্যাধিষ্ঠাতৃদেব্যে স্বাহা চোষ্ঠং সদাবতু ॥ ৭৫ ॥  
 ওঁ শ্রীং হ্রীং ব্রাহ্ম্যে স্বাহেতি দন্তপক্তিং সদাবতু ।  
 ঐমিত্যেকাক্ষরো মন্ত্রো মম কণ্ঠং সদাবতু ॥ ৭৬ ॥  
 ওঁ শ্রীং হ্রীং পাঠু মে গ্রীবাং ক্ষক্কৌ মে শ্রীং সদাবতু ।  
 ওঁ হ্রীং বিদ্যাধিষ্ঠাতৃদেব্যে স্বাহা বক্শং সদাবতু ॥ ৭৭ ॥  
 ওঁ হ্রীং বিদ্যাধিস্বরূপায়ৈ স্বাহা মে পাঠু নাভিকাম্ ।  
 ওঁ হ্রীং ক্লীং বাণ্যে স্বাহেতি মম হস্তৌ সদাবতু ॥ ৭৮ ॥  
 ওঁ সর্ববর্ণাশ্রিকাতৈ পাদযুগ্মং সদাবতু ।  
 ওঁ বাগধিষ্ঠাতৃদেব্যে স্বাহা সর্বং সদাবতু ॥ ৭৯ ॥  
 ওঁ সর্বকণ্ঠবাসিনৈ স্বাহা প্রাচ্যাং সদাবতু ।  
 ওঁ সর্বজিহ্বাগ্রবাসিনৈ স্বাহা যিদিশি রক্ষতু ॥ ৮০ ॥  
 ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং সরস্বতৌ বৃধজননৈ স্বাহা ।  
 \*সততং মন্ত্ররাজোহয়ং দক্ষিণে মাং সদাবতু ॥ ৮১ ॥

তারমারাদ্যন্তৃতীয়ঃ । তারশ্রীমারাদ্যচ্চতুর্থঃ ॥ ৭৪ ॥

বাগ্ভবমারাদ্যঃ পঞ্চমঃ । তারমারাদ্য ষষ্ঠঃ ॥ ৭৫ ॥

তারশ্রীমারাদ্যঃ সপ্তমঃ । বাগ্ভবান্যোহষ্টমঃ ॥ ৭৬ ॥

তারশ্রীমারাদ্যো নবমঃ । শ্রীবীজাদ্যো দশমঃ তারমারাদ্যো যত্র একাদশঃ ॥ ৭৭ ॥

তারমারাদ্যো দ্বাদশঃ । তারমারাদ্যকামবীজাদ্যত্রয়োদশঃ ॥ ৭৮ ॥

তারমারাদ্যো চতুর্দশপঞ্চদশৌ ॥ ৭৯ ॥

তারাদ্যো ষোড়শসপ্তদশৌ ॥ ৮০ ॥

তারবাগ্ভবমারাদ্যকামবীজাদ্যোহষ্টাদশঃ ॥ ৮১ ॥

ঐং হ্রীং বাহাদিষ্টে স্বাহা সর্বদা আমার নাসিকা, ওঁ হ্রীং বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেব্যে স্বাহা  
 অক্ষর আমার ওষ্ঠ, ওঁ শ্রীং হ্রীং ব্রাহ্ম্যে স্বাহা আমার দন্তপক্তি, ঐং এই একাক্ষর  
 মন্ত্র সর্বদা আমার কণ্ঠদেশ, ওঁ শ্রীং হ্রীং আমার গ্রীবদেশ, শ্রীং আমার বক্ষঃ, ওঁ হ্রীং  
 বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেব্যে স্বাহা সর্বদা আমার বক্শঃ, ওঁ হ্রীং বিদ্যাধিস্বরূপায়ৈ স্বাহা আমার  
 নাভিদেশ, ওঁ হ্রীং ক্লীং বাণ্যে স্বাহা আমার হস্তঃ, ওঁ সর্ববর্ণাশ্রিকাতৈ স্বাহা আমার  
 চরণযুগল এবং ওঁ বাগধিষ্ঠাত্রীদেব্যে স্বাহা আমার সর্বদ সর্বদা রক্ষা করুন ॥ ৭৩—৭৯ ॥  
 ওঁ সর্বকণ্ঠবাসিষ্টে স্বাহা আমার পূর্বদিক্, ওঁ সর্বজিহ্বাগ্রবাসিষ্টে স্বাহা আমার

ঐং হ্রীং শ্রীং ত্র্যক্ষরো মন্ত্রো নৈঋত্যাং সর্বাদাবতু ।  
 ওঁ ঐং জিহ্বাগ্রবাসিস্থৈ স্বাহা মাং বারুণেহবতু ॥ ৮২ ॥  
 ওঁ সর্বাধিকারৈ স্বাহা বায়বো মাং সদাবতু ।  
 ওঁ ঐং শ্রীং ক্লীং গদ্যবাসিস্থৈ স্বাহা মায়ুতরেহবতু ॥ ৮৩ ॥  
 ঐং সর্বশাস্ত্রবাসিস্থৈ স্বাহেশান্ত্যাং সদাবতু ।  
 ওঁ হ্রীং সর্বপূজিতায়ৈ স্বাহা চোর্কং সদাবতু ॥ ৮৪ ॥  
 হ্রীং পুস্তকবাসিস্থৈ স্বাহাধো মাং সদাবতু ।  
 ওঁ গ্রন্থবীজস্বরূপায়ৈ স্বাহা মাং সর্বতোহবতু ॥ ৮৫ ॥  
 ইতি তে কথিতং বিপ্র ! ব্রহ্মমন্ত্রোঘবিগ্রহম্ ।  
 ইদং বিশ্ণুজয়ং নাম কবচং ব্রহ্মরূপকম্ ॥ ৮৬ ॥  
 পুরা শ্রুতং ধর্মবক্ত্রাং পর্বতে গন্ধমাদনে ।  
 তব স্নেহান্মাখ্যাতে প্রবক্তব্যং ন কশ্চিৎ ॥ ৮৭ ॥  
 গুরুমভ্যচ্য বিধিবৎস্ত্রীলংকারচন্দনৈঃ ।  
 প্রণম্য দণ্ডবদ্বৃমৌ কবচং ধারয়েৎ সুধীঃ ॥ ৮৮ ॥  
 পঞ্চলক্ষজপেনৈব সিদ্ধস্ত কবচং ভবেৎ ।  
 যদি স্যাৎ সিদ্ধকবচো বৃহস্পতিসমোভবেৎ ॥ ৮৯ ॥

বাগ্ভবমায় শ্রীবীজাদ্য উনবিংশঃ । তারবাগ্ভবাদ্যো বিংশঃ ॥ ৮২ ॥  
 তারাদ্য একবিংশঃ । তারবাগ্ভবত্রীকামাদ্যো দ্বাবিংশঃ ॥ ৮৩ ॥  
 বাগ্ভবাদ্যস্ত্রয়োবিংশঃ । তারমায়াদ্যষ্টতুর্বিংশঃ ॥ ৮৪ ॥  
 মায়াদ্যঃ পঞ্চবিংশঃ । তারাদ্যঃ ষড়্‌বিংশঃ ॥ ৮৫—৯১ ॥

অগ্নিকোণ, ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং সরস্বতৌ বৃক্ষজনস্তৈ স্বাহা আমার দক্ষিণ দিক্, ঐং হ্রীং  
 শ্রীং এই ত্র্যক্ষর মন্ত্র আমার নৈঋতকোণ, ওঁ ঐং জিহ্বাগ্রবাসিস্থৈ স্বাহা আমার  
 পশ্চিম দিক্, ওঁ সর্বাধিকারৈ স্বাহা আমার বায়ুকোণ, ওঁ ঐং শ্রীং ক্লীং গদ্যবাসিস্থৈ  
 স্বাহা আমার উত্তর দিক্, ঐং সর্বশাস্ত্রবাসিস্থৈ স্বাহা আমার ঈশানকোণ, ওঁ হ্রীং সর্ব-  
 পূজিতায়ৈ স্বাহা আমার উর্দ্ধভাগ, হ্রীং পুস্তকবাসিস্থৈ স্বাহা আমার অবোভাগ এবং  
 ওঁ গ্রন্থবীজস্বরূপায়ৈ স্বাহা আমার সকল দিক্ রক্ষা করুন ॥ ৮০—৮৫ ॥

বৎস নারদ ! এই মন্ত্রশরীর ব্রহ্মস্বরূপ বিশাল নামক কবচের কথা তোমার কহি-  
 লাম । পূর্বে আমি এই কবচ গন্ধমানন পর্বতে ধর্মদেবের মুখ হইতে শ্রবণ করিয়াছিলাম ।  
 সম্ভ্রুতি দেহাতিশয়াগ্রবৃত্ত তোমার বলিলাম, কিন্তু ইহা কদাচ কাহারও নিকট ব্যক্ত  
 করিও না ॥ ৮৬—৮৭ ॥ বস্ত্র অলঙ্কার ও চন্দন দ্বারা যথাবিধি গুরুদেবকে অর্চনা করিয়া গুরু  
 চরণে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্বক এই কবচ ধারণ করিবে । পঞ্চলক্ষ বার জপ করিলে এই কবচ

মহাবাগ্মী কবীন্দ্রশ্চ ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ ।

শক্ৰোতি সর্বং জেতুঞ্চ কবচস্ত প্রসাদতঃ ॥ ৯০ ॥

ইদঞ্চ কাণ্ডশাখোক্তং কবচং কথিতং মুনে ।।

স্তোত্রপূজাবিধানঞ্চ ধ্যানঞ্চ বন্দনং শৃণু ॥ ৯১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং নবমস্কন্ধে  
সুরস্বতীস্তোত্রপূজাকবচাদিবর্ণনং নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

( কাণ্ডশাখোক্তসুরস্বতীকবচধারণাং তৎপঠনাক্ষ মুচ্য অবাগ্ম্যপি বিদ্বান্ বিশ্ববিজয়ী চ  
ভবতীত্যত আহ মহাবাগ্মীতি ॥ ৯০—৯১ ॥ )

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে নবমস্কন্ধে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

সিদ্ধ হইয়া থাকে । কবচধারী ব্যক্তি কবচ সিক হইলেই বৃহস্পতি তুল্য বুদ্ধিমান, বাগ্মী,  
কবীন্দ্র ও ত্রৈলোক্যবিজয়ী হইয়া থাকে । ফলতঃ এই কবচপ্রভাবে সমস্ত জয় করিতে  
সমর্থ হয় ॥ ৮৮—৯০ ॥ মুনে ! আমি তোমায় এই কাণ্ডশাখোক্ত কবচবিষয় কীর্ত্তন করি-  
লাম, এক্ষণে পূজাবিধি, ধ্যান ও বন্দনাদি বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৯১ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগ-  
বতের নবমস্কন্ধে সুরস্বতীস্তোত্রপূজাকবচাদি বর্ণন  
নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

### শ্রীনারায়ণ উবাচ ।

বাগ্‌দেবতায়াঃ স্তবনং শ্রয়তাং সৰ্বকামদম্ ।  
মহামুনির্যাজ্ঞবল্ক্যো যেন তুষ্ঠাব তাং পুরা ॥ ১ ॥  
গুরুশাপাচ্চ স মুনির্হিতবিদ্যো বভূব হ ।  
তদা জগাম ছুঃখার্ভো রবিস্থানং স্পৃগ্যদম্ ॥ ২ ॥  
সম্প্রাপ্য তপসা সূর্য্যং লোলার্কে দৃষ্টিগোচরে ।  
তুষ্ঠাব সূর্য্যং শোকেন রুরোদ চ মুহুমূহুঃ ॥ ৩ ॥  
সূর্য্যস্তম্পাঠয়ামাস বেদং বেদাদ্ভীশ্বরঃ ।  
উবাচ স্তোহি বাগ্‌দেবীং ভক্ত্যা চ স্মৃতিহেতবে ॥ ৪ ॥  
তমিত্যুক্ত্বা দীননাথোহপ্যস্তন্ধানঞ্চকার সঃ ।  
মুনিঃ স্নাত্বা চ তুষ্ঠাব ভক্তিনত্নাত্মকঙ্করঃ ॥ ৫ ॥

অর্দ্ধাধিকৈশ্চ দ্বাত্রিংশৎ পদৈর্বাধ্যায়ঃ পরম্ ।

সরস্বত্যা মহাশোভাঃ নারদায়োক্তবান্ শ্রুতম্ ॥

নারায়ণ উবাচ বাগ্‌দেবতায়া ইতি ॥ ১ ॥

রবিস্থানং লোলার্কম্ ॥ ২—৩ ॥

সূর্য্যস্তমিতি । দেবঃ সূর্য্যস্তং যাজ্ঞবল্ক্যঃ বেদং বেদাদ্ভীশ্বরো পাঠয়ামাসেত্যর্থঃ ॥ ৪—৫ ॥

নারায়ণ কহিলেন, বৎস নারদ ! পূর্বে ঋষিবর যাজ্ঞবল্ক্য যে স্তোত্র দ্বারা বাগ্‌দেবী সরস্বতীর স্তব করিয়াছিলেন, এক্ষণে সৰ্বকামপ্রদ সেই সরস্বতীস্বর কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১ ॥ মুনিবর যাজ্ঞবল্ক্য গুরুশাপনিবন্ধন সমস্ত বেদাদি বিস্মৃত হইয়া সাতিশয় ছুঃখিতচিত্তে পুণ্যপ্রদ রবিস্থানে গমন করিলেন । তথায় কিছুকাল তপশ্চরণের পর লোলাখ্য বিভাকর নয়নগোচর হইলে তীব্রতর শোকে প্রপীড়িত হইয়া মুহুমূহুঃ বোদন করিতে করিতে তাঁহার স্তম্ভপার্শ্বে প্রস্থত হইলেন ॥ ২-৩ ॥ তখন ভগবান্ সূর্য্য প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে সমুদায় বেদ ও বেদাদ্ভীশ্বর প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস ! তুমি এক্ষণে স্মরণশক্তি প্রাপ্তির নিমিত্ত ভক্তিপূর্ব্বক বাগ্‌দেবীর স্তব কর ॥ ৪ ॥ দিবাকর এই কথা বলিয়াই তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন । এদিকে মুনিবর যাজ্ঞবল্ক্য জান করিয়া ভক্তিবিনম্র মন্তকে বাগ্‌দেবীর স্তবপার্শ্বে প্রস্থত হইলেন ॥ ৫ ॥

## যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ ।

কৃপাং কুরু জগন্মাতঃ ! মামেবং হততেজসম্ ।  
 গুরুশাপাৎ স্মৃতিভ্রষ্টং বিদ্যাহীনঞ্চ দুঃখিতম্ ॥ ৬ ॥  
 জ্ঞানং দেহি স্মৃতিং বিদ্যাং শক্তিং শিষ্যপ্রবোধিনীম্ ।  
 গ্রন্থকর্তৃশক্তিঞ্চ হুশিষ্যং হুপ্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৭ ॥  
 প্রতিভাং সংসভায়াঞ্চ বিচারক্ষমতাং শুভাম্ ।  
 লুপ্তং সর্বং দৈবযোগান্নবীভূতং পুনঃ কুরু ।  
 যথাক্কুরং ভগ্নানি চ কৰোতি দেবতা পুনঃ ॥ ৮ ॥  
 ব্রহ্মস্বরূপা পরমা জ্যোতীরূপা সনাতনী ।  
 সৰ্ববিদ্যাধিদেবী যা তৈশ্চ বাণৈ নমো নমঃ ॥ ৯ ॥  
 বিসর্গবিন্দুমাত্রাস্থ যদধিষ্ঠানমেব চ ।  
 তদধিষ্ঠাত্রী যা দেবী তৈশ্চ নিত্যং নমো নমঃ ॥ ১০ ॥  
 ব্যাখ্যাস্বরূপা যা দেবী ব্যাখ্যাধিষ্ঠাত্রীপিণী ।  
 যয়া বিনা প্রসংখ্যাবান্ সংখ্যাং কৰ্ত্তুং ন শক্যতে ॥ ১১ ॥

দুঃখিতঃ হতৌজসঞ্চ মাস্ততি কৃপাং কুর্কিতি অর্থঃ ॥ ৬ ॥  
 হুশিষ্যং হুপ্রতিষ্ঠিতং মহাং দেহীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥  
 তত্র দৃষ্টান্তো যথা ভগ্নন্যাপ্যাক্কুরন্মেবতা সৰ্ব্বেশ্বরঃ কদাচিৎ কৰোতি তদগ্নয়ি সৰ্বং  
 লুপ্তং সাধয়েত্যর্থঃ ॥ ৮—৯ ॥  
 বিসর্গবিন্দুমাত্রাস্থিতি । বিসর্গবিন্দুমাত্রাস্থ যদধিষ্ঠানং সৰ্বাক্ষরাণি তদাশ্রয়া হি বিসর্গ-  
 বিন্দুমাত্রাঃ । তেষামক্ষরাণামধিষ্ঠাত্রীত্যর্থঃ ॥ ১০—১১ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, মাতঃ ! গুরুশাপে আমার স্মৃতিভ্রংশ হইয়াছে । আমি বিদ্যাবিহীন  
 ও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছি । আমার দুঃখের অবধি নাই, জগজ্জননি ! আমার প্রতি  
 কৃপা কর । আমার জ্ঞান, বিদ্যা, স্মৃতি, শিষ্যপ্রবোধিনী শক্তি, গ্রন্থকর্তৃ ও প্রতিভাসম্পন্ন  
 হুশিষ্য প্রদান কর । যেন সজ্জনসমাজে আমারও সম্পূর্ণরূপ প্রতিভা ও বিচারশক্তি প্রদর্শিত  
 হয় । দেব দুর্গিপাকে আগার বাহা কিছু নষ্ট হইয়াছে, যেন ভগ্নরাশিসমূহের বীজাক্কুরের  
 দ্বারা সেই সমুদায় আমার উৎপাদিকাশক্তিদ্বারা চিত্তক্ষেত্রে সমুদিত হইয়া গুলদায় নবীভাবধারণ  
 করে ॥ ৬—৮ ॥ মাতঃ ! তুমি ব্রহ্মস্বরূপিণী, তুমি সৰ্বপ্রেরণা, তুমি স্মৃতিঃস্বরূপা, তুমি  
 সনাতনী, তুমি সমুদায় বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রীদেবী ; অতএব তোমাকে ভূয়োভূষনমস্কার করি ॥৯॥  
 মাতঃ ! অহুসার, বিসর্গ ও চক্রেবিন্দু যে সকল বর্ণকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, তুমি  
 সেই বর্ণস্বরূপিণী ; অতএব তোমাকে নমস্কার ॥ ১০ ॥ মাতঃ ! তুমিই শাস্ত্রের ব্যাখ্যাস্বরূপা

কালসংখ্যাস্বরূপা যা তস্মৈ দেবো নমো নমঃ ।

ভ্রমসিদ্ধান্তরূপা যা তস্মৈ দেবো নমো নমঃ ॥ ১২ ॥

স্মৃতিশক্তির্জ্ঞানশক্তিৰ্ভূক্তিশক্তিস্বরূপিণী ।

প্রতিভা কল্পনাশক্তির্বা চ তস্মৈ নমো নমঃ ॥ ১৩ ॥

সনৎকুমারো ব্রহ্মাণং জ্ঞানং পপ্রচ্ছ যত্র বৈ ।

বভূব মুকবৎ সৌহৃপি সিদ্ধান্তং কর্তু মক্ষমঃ ॥ ১৪ ॥

তদাজগাম ভগবানাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ইশ্বরঃ ।

উবাচ স চ তাং স্তোহি বাণীমিচ্চাং প্রজাপতে ! ॥ ১৫ ॥

স চ তুচ্চাব তাং ব্রহ্মা চাক্ষুয়া পরমাত্মনঃ ।

চকার তৎপ্রসাদেন তদা সিদ্ধান্তমুত্তমম্ ॥ ১৬ ॥

যদাপ্যনন্তং পপ্রচ্ছ জ্ঞানমেকং বহুধরা ।

বভূব মুকবৎ সৌহৃপি সিদ্ধান্তং কর্তু মক্ষমঃ ॥ ১৭ ॥

তদা তাং স চ তুচ্চাব সন্তুষ্টঃ কশ্যপাজুয়া ।

ততশ্চকার সিদ্ধান্তং নির্মলং ভ্রমভঞ্জনম্ ॥ ১৮ ॥

আজগামেতিচ্ছেদঃ ॥ ১৫ ॥

সিদ্ধান্তম্ ব্রহ্মসিদ্ধান্তম্ ॥ ১৬—১৮ ॥

তুমিই সমস্ত ব্যাখ্যার অধিষ্ঠাত্রীদেবী, তোমা ব্যতিরেকে গণিতবিদ্যা পায়দর্শীরাও কোন বিষয়ে গণনা করিতে সমর্থ হয় না। অতএব তুমি কাল গণনার সংখ্যাস্বরূপা, তুমি মানবগণের ভ্রমভঞ্জনী সিদ্ধান্তশক্তিরূপা অতএব তোমাকে বারংবার নমস্কার ॥ ১১—১২ ॥

মাতঃ! তুমি স্মৃতিশক্তি, তুমি জ্ঞানশক্তি, তুমি বুদ্ধিশক্তি, তুমি প্রতিভাশক্তি, তুমিই কল্পনাশক্তি !! অতএব পুনঃ পুনঃ তোমাকে প্রণাম করি ॥ ১৩ ॥ স্বয়ং সনৎকুমারও ভ্রমে নিপতিত হইয়া ব্রহ্মার নিকট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহার সিদ্ধান্ত করিতে অসমর্থ হইয়া মুকবৎ নিরুত্তর হইয়া বহিলেন ॥ ১৪ ॥ তখন পরমাত্মরূপী পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন, প্রজাপতে! তুমি অভীষ্টদাত্রী বাণীশ্বরীর স্তব কর, তাহা হইলে তোমার সিদ্ধান্ত স্থির হইবে ॥ ১৫ ॥ তখন চতুরানন পরমেশ্বরের আজ্ঞাক্রমে দেবী সরস্বতীর স্তব করিয়া তাহার প্রসাদবলে অতুত্তম সিদ্ধান্ত স্থির করিলেন ॥ ১৬ ॥ এক বিন বহুধরা সন্নিদ্ধতিতে অনন্তদেবের নিকট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, তিনিও সিদ্ধান্ত স্থির করিতে অসমর্থ হইয়া মুকের ভায় নিস্তরুভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরিশেষে মহাভীত হইয়া কশ্যপের আজ্ঞানুসারে তোমার স্তব করিলে, তাঁহার ভ্রমনিরাস হইয়া সিদ্ধান্ত স্থির হয় ॥ ১৭—১৮ ॥

ব্যাসঃ পুরাণসূত্রঞ্চ পপ্রচ্ছ বাস্মীকিং যদা ।  
 মৌনীভূতশ্চ সন্মার ত্বামেব জগদম্বিকাম্ ॥ ১৯ ॥  
 তদা চকার সিদ্ধান্তং স্বধ্বরেণ মুনীশ্বরঃ ।  
 সংপ্রাপ্য নির্মলং জ্ঞানং ভ্রমাক্ষধ্বংসদীপকম্ ॥ ২০ ॥  
 পুরাণসূত্রং শ্রুত্বা চ ব্যাসঃ কৃষ্ণকলোদ্ভবঃ ।  
 ত্বাং শিবাং বেদ দধৌ চ শতবর্ষঞ্চ পুঙ্করে ॥ ২১ ॥  
 তদা ত্বন্তো বরং প্রাপ্য সংকবীন্দ্রে বভূব হ ।  
 তদা বেদবিভাগঞ্চ পুরাণঞ্চ চকার সঃ ॥ ২২ ॥  
 যদা মহেন্দ্রঃ পপ্রচ্ছ তত্ত্বজ্ঞানং সদাশিবম্ ।  
 ক্ষণং ত্বামেব সক্ষিস্ত্য তস্মৈ জ্ঞানং দদৌ বিভূঃ ॥ ২৩ ॥  
 পপ্রচ্ছ শব্দশাস্ত্রঞ্চ মহেন্দ্রশ্চ বৃহস্পতিম্ ।  
 দিব্যং বর্ষসহস্রঞ্চ স ত্বাং দধৌ চ পুঙ্করে ॥ ২৪ ॥

সন্মার বাস্মীকিঃ। পুরাণসূত্ররচনাশক্ত্যর্থঃ স্মৃতবানিত্যর্থঃ। হে দেবি! স্বধ্বরেণ তদা স বাস্মীকিভ্রমরূপাক্রকারধ্বংসে দীপরূপং জ্ঞানং সম্প্রাপ্য সিদ্ধান্তং পুরাণসূত্র-ভূতঞ্চকার ॥ ১৯ ॥

তৎ পুরাণসূত্রং ব্যাসঃ কৃষ্ণকলোদ্ভবঃ কৃষ্ণকলাংশঃ শ্রুত্বা তদর্থং কবিতারূপেণ স্পষ্টী-কর্ত্বং ত্বাং শিবাং বেদ দধৌ ধাতব্যাংশ্চেত্যর্থঃ ॥ ২০—২২ ॥

সদাশিবং পপ্রচ্ছ কিং পপ্রচ্ছ তত্রাহ তত্ত্বজ্ঞানমিতি ॥ ২৩—২৪ ॥

বেদবাস্য বাস্মীকির নিকট গমন পূর্বক পুরাণসূত্র বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে মুনিস্বর বাস্মীকি হতবুদ্ধি হইয়া জগন্নাভরূপা তোমাকে স্মরণ করিলেন। তোমার প্রসাদে জ্ঞান-জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইলে স্বধিবরের ভ্রমাক্ষকাব দূর হইল। তখন তিনি বেদবাস্যকৃত প্রশ্ন দ্বিধয়ে সিদ্ধান্ত স্থির করিতে সমর্থ হইলেন ॥ ১৯—২০ ॥ তখন কৃষ্ণাংশসম্বৃত ব্যাস-দেব বাস্মীকিমুখে পুরাণসূত্র বিষয় শ্রবণ করিয়া তোমার মহিমা জানিতে পারিলেন এবং পুঙ্করতীর্থে গমন করিয়া শতবর্ষকাল শাস্তিদাত্রীস্বরূপা তোমার আরাধনায় প্রবৃত্ত হই-লেন ॥ ২১ ॥ তাহার পর ভূমি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বর দান করিলে, তিনি কবীন্দ্রপদবীতে আরূঢ় হইলেন। তখন তিনি বেদবিভাগ ও অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করিতে সমর্থ হইলেন ॥ ২২ ॥

যখন মহেন্দ্র সদাশিবকে তত্ত্বজ্ঞানের কথা জিজ্ঞাসা করেন, তখন সদাশিব ক্ষণকাল তোমার চিন্তা করিয়া তৎপরে মহেন্দ্রকে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ প্রদান করেন। অনন্তর একদা দেবীরাঙ্গ অরুণক বৃহস্পতির নিকট শব্দশাস্ত্র বিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাহার উত্তর প্রদানে অসমর্থ হইয়া পুঙ্করতীর্থে বাইয়া দেব পরিমাণে সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত



তদা ত্বন্তো বরং প্রাপ্য দিব্যবর্ষসহস্রকম্ ।

উবাচ শঙ্কশাস্ত্রং তদর্থঞ্চ সুরেশ্বরম্ ॥ ২৫ ॥

অধ্যাপিতাশ্চ যে শিষ্যা যৈরধীতং মুনীশ্বরৈঃ ।

তে চ ত্বাং পরিসঙ্কিন্ত্য প্রবর্তন্তে সুরেশ্বরীম্ ॥ ২৬ ॥

ত্বং সংস্রুতা পূজিতা চ মুনীশ্চৈশ্বর্যমুমানবৈঃ ।

দৈত্যৈশ্চৈশ্চ সুরৈশ্চাপি ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদিভিঃ ॥ ২৭ ॥

জড়ীভূতঃ সহস্রাণ্যঃ পঞ্চবক্তৃশ্চতুমুখঃ ।

যাং স্তোভুং কিমহং স্তৌমি তামেকাস্তেন মানবঃ ॥ ২৮ ॥

ইতুক্ত্বা যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ ভক্তিনত্নাত্মকঙ্করঃ ।

প্রণামঃ নিরাহারো রুরোদ চ মুহুমুহুঃ ॥ ২৯ ॥

জ্যোতীরূপা মহামায়া তেন দৃষ্টীপ্যবাচ তম্ ।

স্বকবীন্দ্রো ভবেতুক্ত্বা বৈকুণ্ঠঞ্চ জগাম হ ॥ ৩০ ॥

স বৃহস্পতিঃ ॥ ২৫ ॥

শঙ্কশাস্ত্রং ব্যাকরণং তস্যার্থকোবাচ ॥ ২৬—২৭ ॥

(দেবরূপ যদা সহস্রাস্তেন পঞ্চবক্ত্রেণ চতুমুখেন চ ত্বাং স্তোভুং ন শক্যতে তদা কথমহং সামান্তো মানব একমুখেন ত্বাং স্তৌমীত্যত আহ জড়ীভূত ইতি । সহস্রাতঃ অনস্তুদেবঃ পঞ্চবক্তৃঃ পঞ্চাননঃ চতুমুখঃ বুদ্ধেত্যর্থঃ ॥ ২৮—৩০ ॥)

তোমার আরাধনা করিয়া তোমার নিকট বর লাভ করিলে তখন দিব্য-সহস্রবর্ষ পর্য্যন্ত মহেন্দ্রকে শঙ্কশাস্ত্র ও শঙ্কশাস্ত্রার্থবিষয়ক উপদেশ প্রদান করিতে সমর্থ হন ॥ ২৩—২৫ ॥ হে সুরেশ্বর! যে মুনীশ্রগণ শিষ্যদিগকে শিক্ষা প্রদান করেন বা বাহারা স্বয়ং অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন তাহারা কেহই প্রথমে তোমায় স্মরণ না করিয়া স্বকারণে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না ॥ ২৬ ॥ কতশত মুনীশ্র, কতশত মনু, কতশত মানব, কতশত দৈত্যোজ, কতশত অমর—এমন কি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর পর্য্যন্ত তোমার পূজা ও তোমারই স্তব করিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥ কিন্তু বিষ্ণু সহস্র মুখে, মহাদেব পঞ্চমুখে এবং ব্রহ্মা চারি মুখে যখন তোমার স্তব করিতে জড়ীভূত হন, তখন আমি সামান্ত মনুষ্য, এক মুখে আর কি স্তব করিব? ॥ ২৮ ॥

কৃতোপবাস মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য এই কথা বলিয়া ভক্তিভাবে অবনতমস্তকে দেবী, সর-স্বতীকে প্রণাম করিলেন এবং কণে কণে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥ ঐ সময় সেই জ্যোতীরূপা মহামায়া সরস্বতী আর স্থির থাকিতে না পারিয়া তাহার সমক্ষে আগমন পূর্বক “বৎস! তুমি স্বকবীন্দ্র হও” এই বর দান করিয়াই বৈকুণ্ঠধামে প্রস্থান করিলেন ॥ ৩০ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যকৃতং বাণীস্তোত্রমেতত্ত্ব যঃ পঠেৎ ।

স কবীন্দ্রো মহাবাণ্মী বৃহস্পতিসমো ভবেৎ ॥ ৩১ ॥

মহামূৰ্ধশ্চ ছবুর্জির্বর্ষমেকং যদা পঠেৎ ।

স পণ্ডিতশ্চ মেধাবী স্কবীন্দ্রো ভবেদ্ধুবম্ ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং নবমস্কন্ধে  
যাজ্ঞবল্ক্যকৃতসরস্বতীস্তোত্রবর্ণনং নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

সরস্বতীস্তোত্রস্ত ফলশ্রুতিমাহ যাজ্ঞবল্ক্যকৃতমিতি ॥ ৩১—৩২ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে নবমস্কন্ধে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

যিনি যাজ্ঞবল্ক্যকৃত এই সরস্বতীস্তব পাঠ করেন তিনি স্ককবি, বাণ্মী ও বৃহস্পতি-  
সদৃশশক্তি সম্পন্ন হইতে পারেন ॥ ৩১ ॥ যদি মহামূৰ্ধ ব্যক্তিও এক বৎসরকাল এই বাণী-  
স্তব পাঠ করে, তাহা হইলে সে অনায়াসে সপণ্ডিত, মেধাবী ও স্কবি হইতে সমর্থ  
হয় ॥ ৩২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাস্থক মহাপুরাণ শ্রীমদ-  
ভাগবতের নবমস্কন্ধে যাজ্ঞবল্ক্যকৃত সরস্বতীস্তোত্র  
বর্ণন নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥\*

## ষষ্ঠোঃধ্যায়ঃ ।

### শ্রীনারায়ণ উবাচ ।

সরস্বতী তু বৈকুণ্ঠে স্বয়ং নারায়ণাস্তিকে ।  
গঙ্গাশাপেন কলহাৎ কলয়া ভারতে সরিৎ ॥ ১ ॥  
পুণ্যদা পুণ্যরূপা চ পুণ্যতীর্থস্বরূপিণী ।  
পুণ্যবস্তুনিষেব্যা চ স্থিতিঃ পুণ্যবতাং মুনৈঃ ॥ ২ ॥  
তপস্বিনাং তপোরূপা তপসঃ ফলরূপিণী ।  
কৃতপাপেধাদাহায় জ্বলদগ্নিস্বরূপিণী ॥ ৩ ॥  
জ্ঞানাৎ সরস্বতীতোয়ে যুতা যে মানবা ভুবি ।  
তেষাং স্থিতিশ্চ বৈকুণ্ঠে সূচিরং হরিসংসদি ॥ ৪ ॥  
ভারতে কৃতপাপশ্চ স্নাত্বা তত্র চ লীলয়া ।  
মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকে বসেচ্চিরম্ ॥ ৫ ॥

অর্থাধিকৈঃ সপ্তষষ্টিমোক্তৈরথ সমাসতঃ ।

লক্ষ্মীগঙ্গাভারতীনাং শাপাঙ্কনোচ্যতে ভুবি ॥

সরস্বতী তু বৈকুণ্ঠে ইতি । স্বয়ং পূর্ণরূপেণ বৈকুণ্ঠে তিষ্ঠতীত্যর্থঃ । পশ্চাদ্গঙ্গায়াঃ  
শাপেন কলয়াংশেন ভারতে যন্তে সরিৎ সরস্বতীনামী সরিৎসংসদিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥  
যত্নাতীয়ে পুণ্যবতাং স্থিতিরিত্যর্থঃ ॥ ২—৫ ॥

নারায়ণ কহিলেন, বৎস নারদ ! সরস্বতী নিয়তই বৈকুণ্ঠে নারায়ণের নিকট অবস্থান  
করেন, কিন্তু একদিন গঙ্গার সহিত কলহ উপস্থিত হওয়াতে তাঁহার শাপে-জ্বলে সরিৎ  
রূপে ভারতে অবতীর্ণ হন ॥ ১ ॥ ইনি ভারতে অতি পাবনী, পুণ্যরূপা ও পবিত্র তীর্থ  
স্বরূপিণী । পুণ্যবান্ ব্যক্তিরা ইহাঁর তীরে অবস্থান করিয়া নিরন্তর ইহাঁকে সেবা করিয়া  
থাকেন ॥ ২ ॥ ইনি তপস্বিগণের তপত্ব ও তপঃফলস্বরূপা । বাহারা পাপরূপ কাষ্ঠরাশির  
আহরণ করিয়া থাকে, ইনি প্রজ্জ্বলিত হুতামন রূপ ধারণ করিয়া তাহাদিগের সেই কৃষ্ণ-  
রাশি নষ্ট করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥ ভারতে বাহারা সজ্ঞানে সরস্বতী-সলিলে কলেবর  
পরিভোগ করে, তাহারা চিরকাল বৈকুণ্ঠে হরিসক্তির অবস্থান করিতে পারে ॥ ৪ ॥  
ভারতে বাহারা পাপাচরণ করিয়া সরস্বতীজলে অবগাহন করে, তাহারা অবদীলক্রমে  
স্বকৃত সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অদীর্ঘকাল বিষ্ণুলোকে বাস করিয়া থাকে ॥ ৫ ॥

চাতুর্দশাং পৌর্ণমাস্যাক্ষরায় দিনকয়ে ।

ব্যতীপাতে চ গ্রহণেহস্তমিহ পূণ্যমিনেহপি চ ॥ ৬ ॥

অনুব্রজেণ যঃ স্নাতো হেতুনাশ্রয়্যাপি বা ।

সারূপ্যং লভতে মুনঃ বৈকুণ্ঠে স হরেরপি ॥ ৭ ॥

সরস্বতীমনুং তত্র মাসমেকক যো জপেৎ ।

মহামূৰ্খঃ কবীন্দ্রশ্চ স ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥

নিত্যং সরস্বতীতোয়ে যঃ স্নায়াম্মুগুরম্বরঃ ।

ন গৰ্ভবাসং কুরুতে পুনরেব স স্মনবঃ ॥ ৯ ॥

ইত্যেবং কথিতং কিঞ্চিদ্রারতে গুণকীর্তনম্ ।

সুখদং কামদং সারস্বতঃ কিং শ্রৌতুমিচ্ছসি ॥ ১০ ॥

সূত উবাচ ।

নারায়ণবচঃ শ্রুত্বা নারদো মুনিসত্তমঃ ।

পুনঃ পপ্রচ্ছ সন্দেহমিমং শৌনক ! সত্বরম্ ॥ ১১ ॥

‘অক্ষরায়ান্তিথাবক্ষয়নবয়াম্ ॥ ৬ ॥

অনুব্রজ্যেণ কার্যার্থমাগতোমধ্যে তীর্থং পতিতমস্মীতি স্মানমপি কৰ্ত্তব্যমিতি বুদ্ধ্যা  
হেতুনান্যেন বা কারণেন দ্রব্যগ্রহণরূপেণ অশ্রয়্যাপীচ্ছদঃ ॥ ৭ ॥

তত্র সরস্বতীতীরে ॥ ৮ ॥

মুগুরম্বরকবারং প্রথমতোমুগুনং কুর্কন ॥ ৯—১২ ॥

কি চাতুর্দশত সময়, কি পূর্ণিমা, কি অক্ষয়া, কি দিনক্ষয় সময়, কি ব্যতীপাতযোগ,  
কি গ্রহণকাল, কি অস্ত্র পূণ্যদিন, অথবা আব্রহ্মিক যে কোন কারণেই হউক; অধিক  
কি, অশ্রদ্ধাপূৰ্ণক হইলেও সরস্বতী-জলে একবারমাত্র স্নান করিলে বৈকুণ্ঠধামে গমন  
করিয়া ত্রিপুরার সারূপ্যলাভ করিতে সমর্থ হয় ॥ ৬—৭ ॥ একমাস কাল সরস্বতীতীরে  
অবস্থানপূৰ্ণক সরস্বতী মন্ত্র জপ করিলে, মহামূৰ্খ ব্যক্তিও কবীন্দ্রপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে  
পারে, তাহার আর সন্দেহ নাই ॥ ৮ ॥ একবার মতক মুগুন করিয়া সরস্বতী তীরে  
অবস্থানপূৰ্ণক যে ব্যক্তি প্রতিদিন তাহাতে অবগাহন করে, তাহাকে পুনরায় আর  
গৰ্ভবশা ভোগ করিতে হয় না ॥ ৯ ॥ বৎস নারদ! এইত আমি ভারতের অনীম  
গুণশাসির মধ্যে সুখপ্রদ, কামপ্রদ ও সারস্বত বৎকিঞ্চিৎ কীর্তন করিলাম, এক্ষণে আর  
কি প্রবণ করিতে বাঞ্ছনা হয় বল ? ॥ ১০ ॥

সূত কহিলেন, হে শৌনক! মুনিবর নারদ, নারায়ণের প্রসূত্বাৎ এইরূপ প্রবণ করিয়া  
সন্দেহ-ভঞ্জন করিবার নিমিত্ত পুনরায় সেই বৃহত্তে যে প্রশ্ন বিজ্ঞাপনা করিয়াছিলেন,  
কহিতেছিঃ প্রবণ করুন ॥ ১১ ॥

## শ্রীনারদ উবাচ ।

কথং সরস্বতী দেবী গঙ্গাশাপেন ভারতে ।  
 কলয়া কলহেনৈব বভূব পুণ্যদা সরিৎ ॥ ১২ ॥  
 শ্রবণে শ্রুতিসারাণাং বর্দ্ধতে কৌতুকং মম ।  
 কথামুতে ন মে তৃপ্তিঃ কেন শ্রেয়সি তৃপ্যতে ॥ ১৩ ॥  
 কথং শশাপ সা গঙ্গা পূজিতাং তাং সরস্বতীম্ ।  
 সা তু সত্ত্বস্বরূপা যা পুণ্যদা শুভদা সদা ॥ ১৪ ॥  
 তেজস্বিনোর্ষ্মোর্কাদকারণং শ্রুতিস্বন্দরম্ ।  
 স্তূলভং পুরাণেয়ু তন্মে ব্যাখ্যাতু মর্হসি ॥ ১৫ ॥

## শ্রীনারায়ণ উবাচ ।

শৃণু নারদ ! বক্ষ্যামি কথামেতাং পুরাতনীম্ ।  
 যন্ত্যাঃ শ্রবণমাত্রেন সর্বপাপাং প্রমুচ্যাতে ॥ ১৬ ॥  
 লক্ষ্মীঃ সরস্বতী গঙ্গা তিস্রো ভাষ্যা হরেরপি ।  
 শ্রেমা সমাস্তান্তিষ্ঠন্তি সততং হরিসম্মিধৌ ॥ ১৭ ॥  
 চকার সৈকদা গঙ্গাবিষোমুখনিরীক্ষণম্ ।  
 সন্মিতা চ সকামা চ সকটাক্ষং পুনঃ পুনঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রুতে: সারাণাং সারভূতানাং শ্রবণে ইত্যম্বয়ঃ । মে তৃপ্তিঃ কথামুতে নৈবাক্তি কেন শ্রেয়সি তৃপ্যতে ন কেনাপীত্যর্থঃ ॥ ১৩—১৮ ॥

নারদ কহিলেন, প্রভো! সরস্বতী দেবী গঙ্গার সহিত কলহ করিয়া তাঁহার শাপে বি  
 রূপে স্বীয় অংশবারা ভারতে পুণ্যপ্রদ সরিৎরূপে অবতীর্ণ হইলেন? এই শ্রুতিসা  
 রভূত শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার চিত্ত একান্ত উৎসুক হইয়াছে। আপনার ব্যাখ্যামু  
 পাম করিয়া কিছুতেই আমার তৃপ্তি বোধ হইতেছে না। কলহ: শ্রেয়ালোকে কাহার  
 চিত্ত চরিতার্থতা লাভ করিতে পারে? ॥১২—১৩॥ সরস্বতী সামান্য নারী নহেন, ত্রিলোক  
 মধ্যে সকলেই তাঁহাকে পূজা করিয়া থাকে। অপিচ গঙ্গাও সত্ত্বগুণপ্রধান, সুতরাং অর্কদ  
 সকলের পুণ্য ও শুভদাতা হইয়া সরস্বতীকে শাপ প্রদান করিলেন কেন? ॥ ১৪ ॥ উত-  
 রেই তেজস্বিনী, অতএব বলবৎ পক্ষবহের বিবাহকারণ শ্রবণ বেন কর্মভূতের অবতুতধারা  
 বর্ণন করে। বিশেষতঃ পুরাণে এ সকল বৃত্তান্ত অতি উন্নত, অতএব আগমিকৃপণ  
 করিয়া আমার নিকট কীর্তন করুন ॥ ১৫ ॥

নারায়ণ কহিলেন, বৎস নারদ! যে কথা শ্রবণে লক্ষ্য রাখণ নিম্নিত্ত বহু, এক্ষণে  
 সেই পুরাতন ইতিবৃত্ত কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১৬-১৮ ॥ সরস্বতী ও গঙ্গা এই

বিভূক্তহাস তদন্তঃ নিরীক্ষ্য চক্ষুঃ তদা।

কমাককার তদন্তঃ লক্ষ্যমিব সরস্বতী ॥ ১৯ ॥

বোধয়ামাস পদ্মাতাং পদ্মরূপা চ সম্বিতা।

ক্রোধাবিভা চ সা বাণী ম চ শাস্তা বহুবাহ ॥ ২০ ॥

উবাচ বাণী ভর্তারং রক্তাঙ্গা রক্তলোচনা।

কম্পিতা কামবেগেন শব্দং প্রস্কুরিতাধরা ॥ ২১ ॥

সরস্বত্যাচ।

সর্বত্র সমতা বুদ্ধিঃ সত্ত্বত্বঃ কামিনীং প্রতি।

ধর্ম্মিষ্ঠস্ত বরিষ্ঠস্ত বিপরীতা খলস্ত চ ॥ ২২ ॥

জ্ঞাতং সৌভাগ্যমধিকং গঙ্গায়াং তে গদাধর!।

কমলায়াং চ তত্ত্ব ল্যং ন চ কিঞ্চিদ্ভয়ি প্রভো! ॥ ২৩ ॥

গঙ্গায়াঃ পদ্ময়া সার্কং প্রীতিশ্চাস্তি সুসম্মতা।

কমাককার তেনেদং বিপরীতং হরিপ্রিয়া ॥ ২৪ ॥

তদন্তঃ বিকোর্হাত্তং দৃষ্টা লক্ষীঃ কমাককার ন ক্রোধম্। সরস্বতী তু ন কমাককার কিঞ্চ  
ক্রোধম্ ॥ ১৯ ॥

তাং ক্রুদ্ধাং সরস্বতীম্ ॥ ২০—২২ ॥

সৌভাগ্যং প্রেম। গঙ্গালক্ষ্যোক্তব প্রেমাস্তি ময়ি নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

গঙ্গায়া ইতি। যদি লক্ষ্যং গঙ্গাতুল্যা তব প্রীতিন্ স্তাস্ততো গঙ্গয়া সার্কং লক্ষ্যাঃ প্রীতি-  
নব তবেৎ। প্রীতিস্ত বর্ততে বতন্তেন হেতুনা প্রীতিসত্তাবহেতুনা বিপরীতমিদং সপত্নীভাভঃ

তন জনই নারায়ণের নিকট অবস্থান করেন ॥ ১৭ ॥ ইতিমধ্যে গঙ্গা একদিন হস্তবন্দনে  
পাংশুকচিত্তে বারম্বার নারায়ণের প্রতি কটাক্ষ বিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥ প্রভু

নারায়ণও তদর্শনে চকিতের ভাৱ গঙ্গার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জেবং হস্ত করিলেন।  
দর্শনে লক্ষী কোন অপরাধ গ্রহণ করিলেন না; কিন্তু সরস্বতী মহাক্রুদ্ধ হইয়া উঠি-

লেন ॥ ১৯ ॥ সবগুণাবিতা পদ্মা হস্তবন্দনে ক্রুদ্ধা সরস্বতীকে নানা প্রকার সাধনা করিতে  
দািলেন; কিন্তু বাণী কিছুতেই ক্ষান্ত হইলেন না ॥ ২০ ॥ প্রত্যুত কোণে তাঁহার বদন-

ওলংলোহিত রূপ ধারণ করিল, লোচনদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি কামবেশে কাপিতে  
দািলেন; তাঁহার গুণ্ড নিরন্তর প্রস্কুরিত হইতে লাগিল, তখন তর্ভাকে বলিতে লাগি-

লেন ॥ ২১ ॥ বোঁদামী সম্বন্ধ, ধর্ম্মিক ও গুণবান্ তিনি সকল ভাৰ্য্যাকেই লম্বান-  
কে দেবিতা থাকেন, কিন্তু যুর্ভের নিকট তাহার বিপরীত ॥ ২২ ॥ গঙ্গাধর! গঙ্গার প্রতিই

পাপদ্বয় প্রেরণকপাত আছে; লক্ষীর প্রতিই তাহা হইতে মুক্ত নহে; কেবল আমিই  
হাতে প্রীতি প্রদে এই জন্যই গঙ্গাতে ও পদ্মাতে পদম্পর্শ প্রণয় আছে; কারণ, আমিও

স্ববলং যদ্যম বলং যিচ্ছাপন্নিতুমিচ্ছতি ।

জানন্তু সর্বেষাং হুভয়োঃ প্রভাবঃ যিচ্ছন্তঃ সতি ॥ ৮০ ॥

ইত্যেবমুক্তা সা দেবী যান্যৈঃ শাপং দদাবিতি ।

সরিৎস্বরূপা ভবতু সঃ বা ত্বাং শশাপ হ ॥ ৮১ ॥

অধোমর্ত্যঃ সা প্রয়াতু সন্তি যত্রৈব পাগিনঃ ।

কলৌ তেযাং পাপানি ব্রহ্মীয়াতি ন সংশয়ঃ ॥ ৮০ ॥

ইত্যেবং বচনং শ্রবণা তাত্ শশাপ সরস্বতী ।

ত্বমেব যাতুসি মহীঃ পাপিপাপং লভিষ্যসি ॥ ৮১ ॥

এতস্মিন্মন্ত্রে তত্র ভগবানাকগাম হ ।

চতুর্ভূজশ্চতুর্ভিঃ চ পার্শ্বদৈশ্চ চতুর্ভুজৈঃ ॥ ৮২ ॥

সরস্বতী করে ধৃত্বা বাসয়ামাস বক্ষসি ।

বোধয়ামাস সর্বজ্ঞঃ সর্বজ্ঞানং পুরাতনম্ ॥ ৮৩ ॥

স্ববলমিতি । যদ্যদ্যং কারণং স্ববলং যম বলং চেয়ং জাতুমিচ্ছতি তন্মান মুক-  
তার্থঃ ॥ ৮০ ॥

সা দেবী গতা ॥ ৮১ ॥

যা সরস্বতী ত্বাং পদ্যং শশাপ সা সরস্বতী সরিত্তবস্তুত্বার্থঃ ॥ ৮০—৮১ ॥

লভিষ্যসি লপ্যসে ॥ ৮২—৮৩ ॥

ঐ দুইভাবা মুখরাকে ছাড়িয়া দেও । ঐ দুঃশীলা বাচাল আমার কি করিবে ? উনি  
বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী বলিয়া সর্বদা কেবল কলহ লইয়াই থাকেন । ও হুমুখীর যতদূর  
প্রভাব, যতদূর শক্তি, আমার সহিত বিবাদ করিয়া দেখুক । ওর নিজের বল কতদূর আর  
আমার বল কতদূর সেইটি জানিতে ইচ্ছা করিতেছে, অতএব উহাকে ছাড়িয়া দেও । সকলে  
আমাদিগের উভয়ের পরাক্রম ও প্রভাব জানিতে পারুক ॥ ৮০—৮১ ॥ এইরূপ কহিয়া  
গতা সরস্বতীকে অভিসম্পাত প্রদানে উদ্যত হইয়া লক্ষ্মীকে সহোদনপূর্বক কহিলেন, সখি  
পদ্মে ! ও যেমন তোমার সরিৎরূপিণী হইবে বলিয়া শাপ প্রদান করিল, অমনি আমিও  
বলিডেছি, “উহাকেও সরিৎরূপ ধারণপূর্বক পাপজননিবাস মর্ত্যলোকে গমন করিয়া  
কলিযুগে তাহাদিগের পাপরাশি গ্রহণ করিতে হইবে” ॥ ৮০—৮১ ॥ গদ্যার শাপকার্য্যে  
করিয়া সরস্বতীও তাঁহাকে শাপ প্রদানপূর্বক কহিলেন, “তোমাকেও সরিৎরূপে কলিযুগে  
গমন করিয়া পাপিগণের পাপ গ্রহণ করিতে হইবে” ॥ ৮২ ॥

বৎস নারদ ! এইরূপ কলহ চলিতেছে, ইতিমধ্যে চতুর্ভূজশ্চতুর্ভিঃ সর্বজ্ঞ ভগবান্  
হরি চতুর্ভূজ চারিজন পার্শ্বদৈশ্চ সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন—এবং সরস্বতীকে কলহ  
লইয়া পূর্বজন রহত সর্বল একেশ করিতে আদিগেলেন । তখন তাঁহাঙ্গলিক মিত্রপালন  
ও কলহকারণ জানিতে পারিয়া সাতিশর হস্তিও হইলেন । এইরূপ ভগবান্ হরিরামের

শ্রদ্ধা রহস্যং ভাসিকশাপাত্ত কলহস্য চ ।

উবাচ তুমিভিত্তান্তাং বাচং সাময়িকীং বিদুঃ ॥ ৪৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

লক্ষ্মি ! ধ্বং কলয়াং গচ্ছ ধর্মধ্বজগৃহং শুভে ! ॥ ৪৫ ॥

অযোনিসম্ভবা ভূমৌ তস্য কস্তা ভবিষ্যসি ।

তত্রৈব দৈবদোষণে বৃক্ষত্বঞ্চ লভিষ্যসি ॥ ৪৬ ॥

মদংশস্তাস্ত্রস্তৈব শঙ্খচূড়স্ত কামিনী ।

ভূম্মা পশ্চাচ্চ মৎপত্নী ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ ॥ ৪৭ ॥

ত্রৈলোক্যপাবনী নাম্না তুলসীতি চ ভারতে ।

কলয়া চ সরিস্তাং শীত্রেং গচ্ছ বরাননে । ১

ভারতং ভারতীশাপান্না পদ্মাবতী ভব ॥ ৪৮ ॥

গঙ্গে । যাস্তসি পশ্চাত্তমংশেন বিশ্বপাবনী ।

ভারতং ভারতীশাপাং পাপদাহায় পাপিনাম্ ॥ ৪৯ ॥

ভগীরথস্ত তপসা তেন নীতা হৃকল্লিতে ! ।

নাম্না ভাগীরথী পূতা ভবিষ্যসি মহীতলে ॥ ৫০ ॥

সাময়িকীং সময়োচিতাম্ ॥ ৪৪ ॥

ধর্মধ্বজোরাকা কলয়াংশেন ॥ ৪৫ ॥

ভূমৌ স্থিতা ভূমেকংপন্নত্যাগঃ ॥ ৪৬ ॥

শঙ্খচূড়স্ত কামিনী পত্নী ॥ ৪৭ ॥

তুলসীতি নাম্না পশ্চাত্তম পত্নী ভবিষ্যসীত্যর্থঃ । কলয়াংশেন সরিদপি ভব ॥ ৪৮ ॥

পদ্মাবত্যাং গঙ্গায়াঃ গঙ্গে ইতি ॥ ৪৯—৫০ ॥

চিত্ত বচনে একাদিক্রমে তাঁহাদিগকে সমস্ত কহিতে লাগিলেন, ॥ ৪২—৪৪ ॥ অগ্নি লক্ষ্মি !

তুমি অংশে মর্ত্যালোকে ধর্মধ্বজ রাজার গৃহে অযোনিসম্ভবা কস্তা রূপে অবতীর্ণ হইবে ।

দৈবজ্ঞানপাক্ষতঃ তথার তোনাকে বৃক্ষত্ব লাভ করিতে হইবে ॥ ৪৫—৪৬ ॥ তথার আমার

অংশত্বঞ্চ শঙ্খচূড়স্ত তোনায় পানিগ্রহণ করিবে । তাহার পর তুমি এখানে আগমন

পূর্বকুবেল আবার পত্নী আছ, সেইরূপই থাকিবে তাহার আর লক্ষ্যই নাই ॥ ৪৭ ॥

ভারতে স্থিতা তুমি ত্রৈলোক্যপাবনী তুলসী নামে অভিহিত হইবে । বরাননে ! শীত্রে ভারতে

স্থিতা অংশে পশ্চাত্তম পত্নী হইয়া পদ্মাবতী নামে বিখ্যাত হইবে ॥ ৪৮ ॥

গঙ্গে পূর্ণিমা দ্বাদশমীতে ভারতে ভারতবাসিনীগণের পাপনাশি নাশ করিবার

নিমিত্ত বিশ্বপাবনী সরিত্রপে অবতীর্ণ হইতে হইবে । ভগীরথ অনেক আরাধনা করিয়া



মৎশস্ত্র সমুদ্রস্ত জায়া জাগ্রে বনাক্ষরী।  
 মৎকলাংশস্ত ভূপস্ত শাস্ত্রশোচিৎ হ্রস্বেবরি। ৫১ ॥  
 গঙ্গাশাপেন কলয়া ভারতং গচ্ছ ভারতি।।  
 কলহস্ত কলং ভুজ্য সপত্নীভ্যাং সহচর্যতে। ৫২ ॥  
 অরঞ্চ ব্রহ্মসদনে ব্রহ্মণঃ কামিনী ভব।।  
 গঙ্গা যাতু শিবস্থানমত্র পশ্যেব তিষ্ঠতু। ৫৩ ॥  
 শাস্তা চ ক্রোধরহিতা মন্ত্রস্তা সব্রহ্মপণী।  
 মহাসাধ্বী মহাভাগা জুশীলা ধর্মচারিণী ॥ ৫৪ ॥  
 যদংশকলয়া সর্বা ধর্মিষ্ঠাশ্চ পতিভ্রতাঃ।  
 শাস্তরূপাঃ জুশীলাশ্চ প্রতিবিশেষু পূজিতাঃ ॥ ৫৫ ॥  
 তিস্রো ভাষ্যান্ত্রিশীলাশ্চ ত্রয়ো ভূত্যাশ্চ বান্ধবাঃ।  
 ধ্রুং বেদবিরুদ্ধাশ্চ নহেতে মঙ্গলপ্রদাঃ ॥ ৫৬ ॥

জাগ্রে: ভবে:। যথা হে জাগ্রে! সমুদ্রস্ত জায়া ভবেত্যর্থ:। শাস্ত্রশোচিৎ কারণবশাক্ষর্য  
 ভবেত্যর্থ: ॥ ৫১ ॥

সরস্বতীমাহ গঙ্গাশাপেনেতি ॥ ৫২ ॥

সপত্নীভ্যাং সহ কলহস্তেত্যন্তর্য:। অরঞ্চেতি। অংশেন ভারতে সরিষব অরঞ্চ পূর্ণ-  
 রূপেণ ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মণঃ পত্নী ভবেত্যর্থ:। গঙ্গা যাতু গঙ্গাপাংশেন সরিষবতু পূর্ণরূপেণ  
 তু শিবস্থানং যাতু তস্ত সপত্নী ভবতু। অত্র মন্দিরটে তু পশ্যেব তিষ্ঠতু ॥ ৫৩ ॥

যত: শাস্ত্রেত্যাহ শাস্তা চেতি ॥ ৫৪—৫৫ ॥

অং ধ্রুং বর্ণয়তি তিস্র ইতি। জুশীলা ভিন্নবস্তাবা:। 'জুশীলেতি সর্কজ্যাবেতি ॥ ৫৬ ॥

তোমাকে লইয়া বাইবে বলিয়া তুমি ভুলোকে পুততমা ভাগীরথী নামে বিখ্যাত হইবে।  
 তথায় মৎশসমুদ্র সমুদ্র এবং আমার অংশের অংশ হইতে সমুদ্র ত রাজা শাস্ত্র তোমার  
 গতি হইবেন ॥ ৫১—৫২ ॥

ভারতি! গঙ্গাশাপে তুমিও ভারতে গিয়া অংশে অবতীর্ণ হও। সপত্নীঘরের সহিত কল-  
 হের কলতোগ কর ॥ ৫২ ॥ ভজ্যে। তুমি অরং পূর্ণরূপে ব্রহ্মসদনে গমন করিয়া ব্রহ্মার পত্নী  
 হও। গঙ্গাও পূর্ণরূপে শিবসদীপে গমন করুন, আর পদ্মা আমার নিকটেই অবস্থান  
 করুন। পদ্মা অতি শাস্ত্রপ্রকৃতি, ক্রোধবর্জিতা মন্ত্রপুয়াশা ও সব্রহ্মণীবলম্বিনী। পদ্মার  
 মত সাক্ষী, সজরিত্রা ভাগ্যবতী ও ধর্মচারিণী অতি বিরল ॥ ৫৩—৫৪ ॥ বে সঙ্গল সীম  
 স্তিনীরা পদ্মার অংশে অঙ্গগ্রহণ করেন, তাঁহারা সকলেই শাস্ত্রের বার্ষিকীও পতিপারায়ণী  
 হইয়া থাকেন। কলহস্ত: শাস্ত্রবস্তাব ও জুশীল কামিনীরা সর্কজ্যাদান গঙ্গাস্থিত হইয়া  
 থাকেন ॥ ৫৫ ॥ কি ভাষা, কি ভূত, কি বান্ধব, বিভিন্নবস্তাব তিন জনকে একত্র রাখেন

জীপুংবচ্ গৃহে যেযাং বৃহিথাং জীবশাং পুমান্ ।  
 নিফলঞ্চ জন্ম তেষামশুভঞ্চ পদে পদে ॥ ৫৭ ॥  
 মুখেচ্ছতা যোনিচ্ছতা যন্ত জী কলহপ্রিয়া ।  
 অরণ্যং তেন গন্তব্যং মহারণ্যং গৃহাদরম্ ॥ ৫৮ ॥  
 জলানাঞ্চ স্থলানাঞ্চ ফলানাং প্রাপ্তিরেব চ ।  
 সততং স্থলভা তত্র ন তেষাং গৃহএব চ ॥ ৫৯ ॥  
 বরমর্থো স্থিতির্হিংস্রজন্তুনাং সমিধো মৃখম্ ।  
 ততোহপি দুঃখং পুংসাঞ্চ দুষ্কৃতীসমিধো ধ্রুবম্ ॥ ৬০ ॥  
 ব্যাধিহালা বিষহালা বরং পুংসাং বরাননে ।।  
 দুষ্কৃতীণাং মুখহালা মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৬১ ॥  
 পুংসাঞ্চ জীজিতানাঞ্চ ভস্মাস্তং শৌচমধ্রুবম্ ॥ ৬২ ॥  
 যদহি কুরুতে কৰ্ম ন তশ্চ ফলভাগ্ভবেৎ ।  
 নিন্দিতোহত্র পরজৈব সৰ্ব্বত্র নরকং ব্রজেৎ ॥ ৬৩ ॥

এতে ত্রয়োবেদবিরুদ্ধা বেদামৃত্যবিষয়াঃ । যেযাং গৃহে পুংবৎ পুরুষবৎ প্রধানা জী ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫৭—৬১ ॥

ভস্মাস্তং মরণাস্তং শৌচং পবিত্রতা অধ্রুবং ন ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৬২—৬৬ ॥

করা। নিবিদ্ধ, এমন কি বেদবিরুদ্ধ। কারণ তিনজন কখনই এক স্বভাবের হইতে পারে না, হুতরাং বিভিন্নপ্রকৃতি তিন জনের একত্রাবস্থান কখনই মঙ্গলদায়ক নহে ॥ ৫৬ ॥ যে গৃহে পুরুষের জ্ঞান জীলোকের আধিপত্যই প্রবল এবং পুরুষ জীর বশীভূত, তাহার জন্ম নিফল, পদে পদে তাহার অন্তত সংঘটন হইয়া থাকে ॥ ৫৭ ॥ বাহার জী মুখহুট, যোনিহুট ও কলহ-প্রিয়, তাহার নিবিদ্ধ অরণ্যে গমন করাই শ্রেয়ঃ। কারণ তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে মহারণ্য গৃহ অপেক্ষা মৃখের স্থান হইয়া থাকে ॥ ৫৮ ॥ সে ব্যক্তি গৃহে না পান অশ্রুনাশিষ্ণু জল, না উপ-বেশনাদির স্থান, না ভক্ষণার্থ ফল, কিছুই পায় না, কিন্তু অরণ্যে তাহার কিছুই অসঙ্কোচ হয় না ॥ ৫৯ ॥ হুটী জীর সরিধান্নে অবস্থান অপেক্ষা হিংস্র জন্তুমধ্যে বাস বা বহিঃপ্রবেশ করা তাহার পক্ষে শ্রেয়স্কর ॥ ৬০ ॥ বরাননে। বরং ব্যাধিব্রণা বা বিষহালা সহ হয়, কিন্তু হুটী জীর বাক্যব্রণা কিছুতেই সহ হয় না; এমন কি, তাহা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃকর ॥ ৬১ ॥ বাহার, জীর একান্ত বশীভূত, ইহা নিশ্চয় জানিও যে, তাহার চিত্তারোহণ না করিলে, আর তাহাদিগের মনের শান্তি নাই। তাহার প্রতিদিন বে কার্যের অহুর্ভান করে, কিছুতেই তাহার কলভোগী হইতে পারে না। তাহাদিগের, না ইহলোক, না পরলোক সুখাদি, বশ নাই; বরং চরমে নরকবাস লাভ হইয়া

যশঃকীর্ত্তিবিহীনো যো জীবন্নপি মৃতোহি সঃ ।

বহ্নীনাঞ্চ সপত্নীনাং মৈকত্র ঞ্জেন্নৈ স্থিতিঃ ॥ ৬৪ ॥

একভাৰ্য্যঃ স্ত্রী নৈব বহুভাৰ্য্যঃ কদাচন ।

গচ্ছ গঙ্গে ! শিবস্থানং ব্রহ্মস্থানং সরস্বতি ! ।

অত্র তিষ্ঠতু মদগেহে স্ত্রীলা কমলালয়া ॥ ৬৫ ॥

স্ত্রীসাধ্যা যন্ত পত্নী চ স্ত্রীলা চ পতিব্রতা ।

ইহ স্বর্গে স্ত্রং তন্ত ধর্ম্মোমোক্ষঃ পরত্র চ ॥ ৬৬ ॥

পতিব্রতা যন্ত পত্নী স চ মুক্তঃ শুচিঃ স্ত্রী ।

জীবন্মৃতোহশুচির্দুঃখী দুঃশীলা পতিরেব চ ॥ ৬৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রায়াং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং নবমস্কন্ধে  
লক্ষ্মীগঙ্গাসরস্বতীনাং ভুলোকাবতারণবর্ণনং নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

( দুঃশীলা যন্ত পত্নী দুঃশীলা তন্তাঃ পতিরিত্যর্থঃ ॥ ৬৭ ॥ )

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে নবমস্কন্ধে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

থাকে ॥ ৬২—৬৩ ॥ যে ব্যক্তি যশোবিহীন ও কীর্ত্তিবিহীন, তাহার জীবন বিড়ম্বনা মাত্র  
বহুতর সপত্নীর একত্রাবস্থান কখনই মঙ্গলের নিমিত্ত নহে ॥ ৬৪ ॥ একমাত্র দারপরিগ্রহ  
করিয়াই যখন লোক স্ত্রী হইতে পারে না, তখন বহুভাৰ্য্য ব্যক্তির যে কি কষ্ট, তাহা  
আর কি বলিব ? গঙ্গে ! তুমি শিব সরিধান, আর সরস্বতি ! তুমি ব্রহ্মার ভবনে গমন  
কর, কেবল কমলবাসিনী স্ত্রীলা কমলা আমার নিকট অবস্থান করুন ॥ ৬৫ ॥ যাহার  
পত্নী পতিব্রতা ও আজ্ঞাকারিণী, তাহার ইহলোকে স্ত্র ও ধর্ম্ম এবং পরকালে মুক্তি  
লাভ হয় ॥ ৬৬ ॥ ফলতঃ যাহার স্ত্রী পতিব্রতা, সে সর্কান্তঃকরণে স্ত্রং সন্তোষ করিয়া  
থাকে, এমন কি সে জীবন্মুক্ত । আর যাহার স্ত্রী দুঃশরিত্রা ইহলোকে সর্কান্তঃকরণে  
সহিত তাহাকে কেবল দুঃখই ভোগ করিতে হয় । অধিক কি, তাহাকে জীবন্মৃত বলিলেও  
অভ্যুক্তি হয় না ॥ ৬৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত্তি অষ্টাদশসহস্রশ্লোকায়ুক্ত মহাপুরাণে শ্রীমদ্-

ভাগবতের নবমস্কন্ধে লক্ষ্মী, গঙ্গা ও সরস্বতীর ভারতাব-

তরণ কখন নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

## সপ্তমোধ্যায়ঃ ।

শ্রীনারায়ণ উবাচ ।

ইতু্যক্তা জগতাং মাথো বিররাম চ নারদ ! ।

অতীব কুরুদুর্দেব্যঃ সমালিন্দ্য পরম্পরম্ ॥ ১ ॥

তাশ্চ সৰ্ব্বাঃ সমালোক্য ক্রমেণোচুস্তদেশ্বরম্ ।

কম্পিতাঃ সাত্ৰুগ্নেনত্রাশ্চ শোকেন চ ভয়েন চ ॥ ২ ॥

সরস্বত্যাবাচ ।

বিশাপং দেহি হে নাথ ! ছুষ্ঠমাজন্মশোচনম্ ।

সংস্রামিমা পরিত্যক্তাঃ কূতো জীবন্তি তাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৩ ॥

দেহত্যাগং করিষ্যামি যোগেন ভারতে ধ্রুবম্ ।

অত্য়ামতো হি নিয়তং পাতুমহতি নিশ্চিতম্ ॥ ৪ ॥

অর্দ্ধাধিকৈশ্চতুঃপকাশক্তিঃ পদৈরতঃপরম্ ।

শাপোদ্ধারপ্রকারে তিস্থগাং সম্যগুচ্যতে ॥

বিররাম চ নারদেতি । নারদং প্রতি নারায়ণোক্তিঃ ॥ ১—২ ॥

প্রথমং সরস্বতী প্রার্থনায় করৌতি বিশাপমিতি ॥ ৩ ॥

অত্য়ামন্তত্যাগাঃ ফলং ময়া লক্ষ্মিত্যাং অত্য়ামতো হীতি ॥ ৪ ॥

নারায়ণ কহিলেন, বৎস নারদ ! জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ কহিয়া যৌনাবলম্বন করিলে লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া সাতিশয় রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ পরিশেষে তাঁহারা জগদীশ্বর কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া শোকাভিভূতচিত্তে ভয়-কম্পিত-কলেবরে বাস্পপূর্ণনেত্রে ক্রীয়ে ক্রমে তাঁহার নিকট স্ব স্ব মনোঃসত্তা বাক্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২ ॥

একমন্ত সরস্বতী কহিলেন, নাথ ! আমরাগের এই আত্মরক্ষণাবহ অতি কঠোর শাপবিমোচনের উপায় কি ? অবলাগণ, কি কখনও অশুকুল-পতি কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া জীবন ধারণ করিতে পারে ? নাথ ! আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে, ভারতে গিয়া যোগাভ্যাসনপূর্বক এ ঘেহ বিসর্জন দিব। মহাশ্য়ারা নিশ্চয়ই নিয়ত-সকলকে রক্ষা করিয়া থাকেন ॥ ৩—৪ ॥

গঙ্গোবাচ ।

অহং কেনাপরাধেন ক্ষয়্যন্ত্যক্তা জগৎপতে ! ।  
 দেহত্যাগং করিষ্যামি নির্দোষায়্য বধং লভ ॥ ৫ ॥  
 নির্দোষকামিনীত্যাগং করোতি যো নরো ভুবি ।  
 স যাতি নরকং ঘোরং কিন্তু সর্বেশ্বরোহপি বা ॥ ৬ ॥  
 পদ্মোবাচ ।

নাথ ! সত্ত্বস্বরূপস্ত্বং কোপঃ কথমহো তব ।  
 প্রসাদং কুরু ভার্য্যে ধ্বে সদীশস্ত কমা বরা ॥ ৭ ॥  
 ভারতে ভারতীশাপাদ্ধামি কলয়া হুহম্ ।  
 কিয়ৎকালং স্থিতিস্তত্র কদা ত্রক্ষ্যামি তে পদম্ ॥ ৮ ॥  
 দাস্তস্তি পাপিনঃ পাপং সদ্যঃ স্নানাবগাহনাৎ ।  
 কেন তেন বিমুক্তাহমাগমিষ্যামি তে পদম্ ॥ ৯ ॥  
 কলয়া তুলসীরূপং ধর্ম্মধ্বজহুতা সতী ।  
 ভুক্ত্বা কদা লভিষ্যামি ত্বৎপাদান্বজমচ্যুত ! ॥ ১০ ॥

তদনন্তরং গঙ্গোবাচ অহঙ্কেনেতি । সরস্বত্যা অপরাধঃ কৃতো ময়া তু ন কৃত ইতি  
 ভাবঃ । তেন কারণেন নির্দোষায়্যং বধং লভ লভবেত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

সর্বেশ্বরোহপি যদিহ্যন্ত্যাপি ॥ ৬ ॥

ধ্বে ভার্য্যে প্রেতীত্যর্থঃ ॥ ৭—১০ ॥

গঙ্গা কহিলেন, জগৎপতে ! আপনি কি অপরাধে আমাকে পরিত্যাগ করিলেন ?  
 আমি কলেবর পরিত্যাগ করিব । সম্ভ্রতি আপনি এই দোষবিহীন রমণীর বধভাগী হউন ।  
 এই ভূমণ্ডলে যে ব্যক্তি নিরপরাধা জ্ঞিকে পরিত্যাগ করে, তিনি সর্বেশ্বর হইলেও  
 তাঁহাকে নিরঙ্গামী হইতে হয় ॥ ৫—৬ ॥

পদ্মা কহিলেন, নাথ ! আপনি পূর্ণ সত্ত্বগুণস্বরূপ ; কি আশ্চর্য্য ! তবু আপনার  
 শরীরে কি রূপে ক্রোধের সর্কার হইল ? বাহা হউক, সম্ভ্রতি আপনি সরস্বতী ও গঙ্গার  
 প্রেতি প্রেম হউন । ক্ষমাই সংপতির প্রেধান শুণ ॥ ৭ ॥ আর সরস্বতী বধন আমাকে  
 লাগ প্রদান করিয়াছেন, শুধন আমি এই বৃহত্তে ভারতে যাইতে প্রস্তুত আছি ! কিন্তু  
 আমার কস্তকাল তথায় অবস্থান করিতে হইবে ? কত দিনে আপনার পাদপদ্ম দর্শন  
 করিতে পাইব ? ॥ ৮ ॥ শাপিগণ নিরক্ত জ্ঞান ও অবগাহন দ্বারা আমার সলিলে পাগপদ  
 প্রক্ষালন করিবে ; কিন্তু কি উপায়ে তাহা হইতে মুক্ত হইয়া পুনরায় আপনার চরণকমল  
 স্পর্শ করিব ? আমি অংশে ধর্ম্মধ্বজ-হুতি হইয়া কত দিন পরে আপনার দর্শন পাইব ?

বৃক্ষরূপা ভবিষ্যামি স্বকসিষ্ঠাভূদেবতা ।  
 সমুদ্ভবিস্যামি কদা তস্মৈ হি কৃপানিধেঃ ॥ ১১ ॥  
 গঙ্গা সরস্বতীশাপাং যদি যাস্ততি ভারতে ।  
 শাপেন মুক্তা পাপাচ্চ কদা ত্বাং লভিস্যতি ॥ ১২ ॥  
 গঙ্গাশাপেন বা বাণী যদি যাস্ততি ভারতম্ ।  
 কদা শাপাঘ্নিনিমূচ্য লভিস্যতি পদং তব ॥ ১৩ ॥  
 তাং বাণীং ব্রহ্মসমনং গঙ্গাং বা শিবমন্দিরম্ ।  
 গন্তুং বদসি হে নাথ ! তৎক্ষমস্ব চ তে বচঃ ॥ ১৪ ॥  
 ইত্যুক্তা কমলা কাস্তপাদং ধৃতা ননাম সা ।  
 স্বকেশৈর্বেষ্টনং কৃদ্ধা রুরোদ চ পুনঃ পুনঃ ॥ ১৫ ॥  
 “উবাচ পদ্মনাভস্তাং পদ্মাং কৃদ্ধা স্ববকসি ।  
 ঈষদ্ধাত্তপ্রসন্নাত্মো ভক্তানুগ্রহকাতরঃ ॥”

শ্রীভগবানুবাচ ।

ত্বাক্যমাচরিস্যামি স্ববাক্যং সুরেশ্বরি ! ।

সমতাঞ্চ করিস্যামি শৃণু ত্বং কমলেক্ষণে ! ॥ ১৬ ॥

( সংপ্রতিকর্তব্যঃ বিনিদ্দিশন্ ভগবনাহ ত্বাক্যমাচরিস্যামীতি । তব বাক্যং ত্বাক্যং যস্যায় উক্তং তৎ স্কন্ধা যস্যরোক্তং তচ্চ প্রতাপালয়িস্যামীতিার্থঃ ॥ ১৬ ॥ )

কত দিনই বা আমাকে আপনার অধিষ্ঠানভূত তুলসীবৃক্ষরূপধারণ করিয়া অবস্থান করিতে  
 হইবে ? কৃপানিধে ! বলুন দেখি, কত দিনে আমার উদ্ধার সাধন করিবেন ? ॥ ৯—১১ ॥  
 ভারতীশাপে যদি গঙ্গাকে ভারতে অবতীর্ণ হইতে হয়, তাহা হইলে শাপ ও শাপ হইতে  
 বিমুক্ত হইয়া কত দিন পরে আপনার চরণ দর্শন করিতে পারিবেন ? ॥ ১২ ॥ আর যদি  
 গঙ্গার শাপে সরস্বতীই ভারতে গমন করেন, তাহা হইলে উহার শাপাবলানে কত  
 বিলম্ব হইবে ? কত দিন পরেই বা আপনার চরণ দর্শনে সমর্থ হইবেন ? ॥ ১৩ ॥ তন্ত্রি  
 সরস্বতীকে ব্রহ্মসমনে এবং গঙ্গাকে শিবভবনে ঘাইতে অনুরোধ করিলেন, তদ্বিষয়ে  
 কদা কখন ॥ ১৪

বৃন্দ-নারদ । দেবী কমলা অগঙ্গারূপে এই কথা বলিয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন  
 এবং স্বীয় কেশবারা তাঁহার চরণে বেষ্টন করিয়া বারম্বার রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

ঐ সময় ভক্তানুগ্রহকাতর পদ্মনাভ হরি হৃদয়গুণে প্রসন্নচিত্তে পদ্মাকে বক্ষ্য ধারণ  
 করিয়া কহিলেন, সুরেশ্বরি ! স্ববাক্য রক্ষা করিয়া ভোগ্যের কথাগুলারে কার্য্য করিবা  
 কমলেক্ষণে ! যে প্রকারে উত্তর বিক রক্ষা হয়, কহিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১৬ ॥ সরস্বতী

ভারতী যা তু কলয়া সরিজপা চ ভারতে ।  
 অর্দ্ধা সা ব্রহ্মসদনং স্বয়ং তিষ্ঠতু মদগৃহে ॥ ১৭ ॥  
 ভগীরথেন সা নীতা গঙ্গা যাস্ততি ভারতে ।  
 পূতং কৰ্ত্তুং ত্রিভুবনং স্বয়ং তিষ্ঠতু মদগৃহে ॥ ১৮ ॥  
 তত্রৈব চন্দ্রমৌলেশ্চ মৌলিং প্রাপ্যতি ছল্লভম্ ।  
 ততঃ স্বভাবতঃ পূতাপ্যতিপূতা ভবিষ্যতি ॥ ১৯ ॥  
 কলাংশাংশেন গচ্ছত্ব ভারতে বামলোচনে ।  
 পদ্মাবতীসরিজপা তুলসীবৃক্ষরূপিণী ॥ ২০ ॥  
 কলেঃ পঞ্চসহস্রে চ গুণৈঃ বর্ষে চ মোক্ষণম্ ।  
 যুগ্মকং সরিতাঞ্চৈব মদগৃহে চাগমিষ্যথ ॥ ২১ ॥  
 সম্পদাং হেতুভূতা চ বিপত্তিঃ সর্বদেহিনাম্ ।  
 বিনা বিপত্তের্মহিমা কেমাং পদ্মভবে ! ভবে ॥ ২২ ॥  
 মম্মজ্ঞোপাসকানাঞ্চ সত্যং স্নানাবগাহনাং ।  
 যুগ্মকং মোক্ষণং পাপাদর্শনাং স্পর্শনাতথা ॥ ২৩ ॥

ভারতী কলয়ৈকাংশেন নদী ভবতু অর্দ্ধাংশেন ব্রহ্মসদনং গচ্ছতু পূর্বাংশেন বৈকুণ্ঠে তিষ্ঠতু । তথৈব গঙ্গাপি তেন মম বাক্যমপি সত্যং জাতং বৈকুণ্ঠবাসেন তিস্রঃ সমতা চ জাতা ভবিষ্যতীতি ॥ ১৭—১৮ ॥

তত্রৈবেতি । একাংশাবতারে এবত্যর্থঃ । নহু তস্তাঃ সরস্বতীবদেকাংশাবতার ইত্যর্থঃ । তদপেক্ষাতা ন্যূনাপরাধত্বাৎ ॥ ১৯—২১ ॥

হে পদ্মভবে ! ॥ ২২ ॥

মম্মজ্ঞোপাসকানামিতি । ইদমূলক্ষণং ব্রহ্মনিষ্ঠশৈবশাক্তগাণেশসৌরাগাং তক্তানামপি ভোমামপি পুরাণান্তরেষু তীর্থাদিপাবকৃত্ত শ্রবণাৎ ॥ ২৩—২৮ ॥

একাংশে নদীরূপ ধারণ করিয়া ভারতে এবং অর্দ্ধাংশে ব্রহ্মার সমীপে বাস করুন ; আর পূর্বাংশে বৈকুণ্ঠে আমার নিকট বিদ্যমান থাকুন ॥ ১৭ ॥ ভগীরথের কন্যে ত্রিভুবন পুত করিবার নিমিত্ত গঙ্গাকে একাংশে ভারতে গমন করিতে হইবে ; আর একাংশে চন্দ্রশেখরের হস্তে জটায়োয় দ্বারা লাভ করিয়া স্বভাবতঃ বৈষ্ণব পুত আছেন, তদপেক্ষা অধিকতর পুত হইবেন । আর পূর্বাংশে আমার সমীপে অবস্থান করুন ॥ ১৮—১৯ ॥ আমি বামলোচনে পদে । তুমি সর্বাঙ্গপেক্ষা নিরপরাধ, অতএব তোমার অংশের অংশ ভুক্তিতে পদ্মাবতী নারী মনী এবং তুলসীবৃক্ষরূপে পরিণত হউক ॥ ২০ ॥ কলির পঞ্চসহস্র বর্ষ অতীত হইলে তোমাদিগের শাপ মোচন হইবে । তোমরা পুনরায় আমার গৃহে আগমন করিতে পারিবে ॥ ২১ ॥ পদে । বিপত্তিই দেহাদিগের সম্পত্তির নিধান ; সংসারে বিপদ তির কেহ সম্পদের গৌরব বুঝিতে পারে না ॥ ২২ ॥ আমার মজ্ঞোপাসক যে সকল

পৃথিব্যাং যানি ভীর্ধানি সন্ধ্যাসংখ্যানি হুস্মরি ।।

ভবিষ্যন্তি চ পুতানি মন্তুক্তস্পর্শদর্শনাং ॥ ২৪ ॥

মন্মন্ত্রোপাসকা ভক্তা বিজ্ঞমস্তি চ ভারতে ।

পূতং কর্তুং ভারিভুঞ্চ স্থপবিত্রাং বহুধরায় ॥ ২৫ ॥

মন্তুক্তা বত্র তিষ্ঠন্তি পাদং প্রকালয়ন্তি চ ।

তৎস্থানঞ্চ মহাতীর্থং স্থপবিত্রং ভবেৎপ্রবম ॥ ২৬ ॥

ত্ৰীয়ে গোমঃ কৃতম্ভুচ ব্রহ্ময়ো গুরুতল্লগঃ ।

জীবম্মুক্তো ভবেৎপূতো মন্তুক্তস্পর্শদর্শনাং ॥ ২৭ ॥

একাদশীবিহীনশ্চ সন্ধ্যাহীনোহথ নাস্তিকঃ ।

নরঘাতী ভবেৎপূতো মন্তুক্তস্পর্শদর্শনাং ॥ ২৮ ॥

অসিজীবী মসীজীবী ধাবকো গ্রামযাচকঃ ।

ব্রহ্মবাহো ভবেৎপূতো মন্তুক্তস্পর্শদর্শনাং ॥ ২৯ ॥

বিখ্যাসঘাতী মিত্রয়ো মিথ্যাসাক্ষ্যায় দায়কঃ ।

স্বাপ্যহারী ভবেৎপূতো মন্তুক্তস্পর্শদর্শনাং ॥ ৩০ ॥

অভ্যুগ্রবাগ্দুষকশ্চ জারজঃ পুংচলীপতিঃ ।

পূতশ্চ পুংচলীপুত্রো মন্তুক্তস্পর্শদর্শনাং ॥ ৩১ ॥

ধাবক ইতি । রজককর্ণকর্তা ব্রাহ্মণ ইত্যর্থঃ ॥ ২৯—৩০ ॥

পূতশ্চ ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

সাধুযুক্তি তোমানিগের সলিলে স্নান ও অবগাহন করিবে, তাহাদিগের দর্শনে ও স্পর্শনে তোমানিগের পাপ বিমোচন হইবে ॥ ২৩ ॥ হুস্মরি! আমার ভক্তগণের দর্শনে ও স্পর্শনে ভুলোকস্থিত যাবতীর তীর্থ পবিত্র হইবে ॥ ২৪ ॥ স্থপবিত্রা ধরার উদ্ধার ও পরিভ্রতা সাধন নিমিত্ত আমার মন্ত্রোপাসক অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ শৈব, শাক্ত ও গাণপত্যাদি সমুদয় ভক্ত সম্প্রদায় ভারতে অবস্থান করিতেছে ॥ ২৫ ॥ আমার ভক্তগণ যথায় অবস্থান করিয়া পাণ্ড-প্রকালন করে, নিশ্চয়ই সে স্থান পবিত্র তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥ এমন কি, আমার ভক্তগণের সংস্পর্শে ও দর্শনে ত্রীহত্যা, গোহত্যা ও ব্রহ্মহত্যাকারী এবং কৃতঘ্ন ও গুরুদ্বারাগহারী ব্যক্তি পর্যন্তও পূত ও জীবমুক্ত হয় ॥ ২৭ ॥ আমার ভক্তগণের দর্শনে ও স্পর্শনে একাদশীবিহীন, সন্ধ্যাবর্জিত নাস্তিক, নরহত্যাকারীও পাপবিমোচন হয় ॥ ২৮ ॥ আমার ভক্তগণের দর্শনে ও স্পর্শনে অসিজীবী, মসীজীবী, ধাবক অর্থাৎ রজককর্ণকারী, গ্রামযাচক ও ব্রহ্মবাহী ব্রাহ্মণেরও পাপ বিমোচন হয় ॥ ২৯ ॥ আমার ভক্তগণের দর্শনে ও স্পর্শনে বিখ্যাসঘাতক, মিথ্যাসাক্ষ্য, দায়ক ও স্বাপ্যহারী ভবেৎপূতো মন্তুক্তস্পর্শদর্শনাং ॥ ৩০ ॥



শূদ্রাণাং সূপকারস্ত দেবলো গ্রামবাসকঃ ।  
 অদীক্ষিতো ভবেৎ পুত্রো মন্তুক্তস্পর্শদর্শনাৎ ॥ ৩২ ॥  
 পিতরং মাতরং ভাৰ্য্যাং জাতরং তনয়ং স্তৃতাম্ ।  
 গুরোঃ কুলঞ্চ ভগিনীং চক্ষুর্হীনঞ্চ বাহুবম্ ॥ ৩৩ ॥  
 স্বশ্রদ্ধা স্বগুরুকৈব যো ন পুত্রাতি হৃন্দরি ! ।  
 ন মহাপাতকী পুত্রো মন্তুক্তস্পর্শদর্শনাৎ ॥ ৩৪ ॥  
 অশ্বখনাশকশ্চৈব মন্তুক্তনিন্দকস্তথা ।  
 শূদ্রান্নভোজী বিপ্রশ্চ পুত্রো মন্তুক্তদর্শনাৎ ॥ ৩৫ ॥  
 দেবদ্রব্যাপহারী চ বিপ্রদ্রব্যাপহারকঃ ।  
 লাক্ষালোহরসানাঞ্চ বিক্রোতা ছুহিতুস্তথা ॥ ৩৬ ॥  
 মহাপাতকিনশ্চৈব শূদ্রাণাং শবদাহকঃ ।  
 ভবেন্নুরেতে পুত্রাশ্চ মন্তুক্তস্পর্শদর্শনাৎ ॥ ৩৭ ॥

শ্রীমহানক্ষত্রবাহুচ ।

ভক্তানাং লক্ষণং বহি ভক্তানুগ্রহকাতর ! ।  
 যেযাস্ত দর্শনস্পর্শাৎ সদ্যঃ পুত্রা নরাধমাঃ ॥ ৩৮ ॥

সূপকারঃ পাককর্তা ॥ ৩২—৩৮ ॥

স্বাপ্যধনাপহারী ব্যক্তিও পাপবিমুক্ত হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥ আমার ভক্তজনের দর্শনে ও স্পর্শনে অভিশপ্ত বাগ্‌দত্ত, জারজ, পুংসলীপতি ও পুংসলীপুত্রও পুত্র হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥ আমার ভক্তজনের দর্শনে ও স্পর্শনে যে ব্রাহ্মণ শূত্রের পাচক, যিনি দেবল, যিনি গ্রাম-বাসক এবং যিনি গুরুমত্রে অদীক্ষিত, তিনিও পুত্র হইয়া থাকেন ॥ ৩২ ॥  
 হৃন্দরি ! যে পামর পিতা, মাতা, ভ্রাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভগিনী, স্বামী, বহু, শুক্লজ, স্বর্ণ ও স্বর্ণের তরলপোষণে বিভূষিত, আমার ভক্তজনের দর্শনে ও স্পর্শনে তাদৃশ মহা-পাতকীও পাপ-বিমোচন হইয়া থাকে ॥ ৩৩—৩৪ ॥ আমার ভক্তজনের দর্শনে ও স্পর্শনে অশ্বখজৈবক, আমার ভক্তজনের নিন্দক ও শূদ্রান্নভোজী ব্রাহ্মণ পর্যন্ত অশ্বকৃত পাতক হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥ বাহারা দেবদ্রব্য ও ব্রাহ্মণদ্রব্য অপহরণ করে, বাহারা লাক্ষা, গোহ ও কন্যা বিক্রয় করে, বাহারা মহাপাতকী ও শূত্রের শবদাহনকারী তাহারোক্ত ভক্তজনের দর্শনে ও স্পর্শনে পাপ-পাতক হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৬—৩৭ ॥  
 মহানক্ষত্রী করিলেন, হে ভক্তবৎসল ! যে ভক্তজনের দর্শনে ও স্পর্শনে, দর্শন-স্পর্শ-কৃতিক্রিয়াদি-দেহকৃত অসংখ্য পাপসমূহ নষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহা হইতে পাপ-বিমুক্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥

হরিতত্ত্ববিহীনান্ধ হরিতত্ত্ববিহীনান্ধ:

স্বপ্নাশ্রয়ান্ধা পূজা: পূজা: নান্দ্রিয়ান্ধা: ৩৯ ॥

পুনন্তি সর্বভীষানি যেবা: দানাবগাহনাঃ ।

যেবাঃ পান্দ্রিয়ান্ধা পূজা: পান্দ্রিয়ান্ধা: ৪০ ॥

যেবাঃ সন্দর্শনং স্পর্শং যে বা বাঞ্ছন্তি ভারতে ।

সর্বেষাং পরমো লাভো বৈষ্ণবানাং সন্ন্যাসিনাং ॥ ৪১ ॥

নহস্যয়ানি ভীষানি ন দেবা মুচ্ছিনামহা: ।

তে পুনস্ত্যপি কালেন বিমূর্ততা: কণাদহো ॥ ৪২ ॥

সূত. উবাচ ।

মহালক্ষ্মীবচ: শ্রুত্বা লক্ষ্মীকান্তশ্চ সন্নিহিত: ।

নিগূঢ়তত্ত্বং কথিতুমপি শ্রোতৌপচক্রমে ॥ ৪৩ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

ভক্তানাং লক্ষণং লক্ষ্যং । গূঢ়ং শ্রুতিপূরণয়ো: ।

পূণ্যস্বরূপং পাপব্রং ব্রহ্মদং ভক্তিযুক্তিদম্ ॥ ৪৪ ॥

কীদৃশা নরাদ্যস্তানাহ হরিতত্ত্বীতি ॥ ৩৯ ॥

কীদৃশা বৈষ্ণবাস্তানাহ পুনন্তীতি । কণাদহো ইত্যোতং পর্যাস্তং সন্ন্যাসিনাং ॥ ৪০—৪১ ॥

অহস্যয়ানি অলমহানীত্যর্থ: ॥ ৪২ ॥

শ্রোতৌপচক্রমে ইত্যত্র শ্রোতৌপতি সূত্র প্রথমাস্তং আৰ্হবাৎ । শ্রোতৌ উপচক্রমে ইত্যর্থ: ॥ ৪৩—৪৪ ॥

মহাপাতক হইতে বিমূর্ত হইয়া থাকে, যে ভক্তজনের দানাবগাহনে তীর্থ সকল পবিত্রতা লাভ করে, যে ভক্তজনের চরণরেণু ও পান্দ্রিয়ান্ধের বহুভাষা পূজা হন, ভারতীয় লোকগণ, সন্দর্শন যে ভক্তজনের সন্দর্শন ও স্পর্শ আর্হনা করে এবং যে ভক্তজনের সমা-  
পন-অপেক্ষা প্রকৃত সন্ত আর কিছুই নাই; বিশেষত: জলময় তীর্থ সন্ত এক লক্ষ্য  
ভক্তিলাভের দ্বারা হইতে বহুকালে পাপ বিবোচন হয়, কিন্তু সন্ন্যাসি সন্ন্যাসি করি,  
আপনার যে ভক্তজন হইতে সন্ত মহাপাতক বিজ্ঞান হইয়া থাকে; আপনার সেই সন্ন্যাসি  
ভক্তজনের লক্ষণ বিবরণ ॥ ৪০—৪২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ: সর্বেষাং । লক্ষ্মীকান্ত মহাপাতক সন্ত প্রমোদিত হইতে করিয়া নিম্নোক্ত  
সর্বোচ্চ ভক্তজনের লক্ষণ নির্দেশ করিয়া উল্লিখিত করিয়া করিলেন ॥ ৪৩ ॥ আর সন্ন্যাসি  
ভক্তজনের লক্ষণ ভক্তি পূরণে ভক্তি পূরণে সন্নিবেশিত হইয়াছে । ইহা সন্ন্যাসি পাপন  
পাপন হইতে ও ভক্তিযুক্তি ॥ ৪৪ ॥ এই সন্ন্যাসি পাপন হইতে ও ভক্তিযুক্তি

সারভূতং গোপনীয়ং ন বক্তব্যং বলিষ্ঠ চ।  
 হ্রাং পবিত্রাং প্রাণতুল্যাং কথয়ামি নিশামি ॥ ৪৫ ॥  
 গুরুবক্তাদ্বিষ্ণুমন্ত্ৰো যন্ত কর্ণে পতিষ্যতি।  
 বদন্তি বেদান্তঞ্চাপি পবিত্রঞ্চ নরোত্তমম্ ॥ ৪৬ ॥  
 পুরুষাণাং শতং পূৰ্ব্বং তথা তজ্জন্মমাত্রতঃ।  
 স্বৰ্গস্থং নরকস্থং বা মুক্তিমাশ্নোতি তৎক্ষণাৎ ॥ ৪৭ ॥  
 যৈঃ কৈশ্চিদ যত্র বা জন্ম লব্ধং যেষু চ জন্তুযু।  
 জীবন্মুক্তাস্তু তে পূতা যান্তি কালে হরেঃ পদম্ ॥ ৪৮ ॥  
 মন্তুস্তিযুক্তো মর্ত্যশ্চ সমুক্তো মদগুণান্বিতঃ।  
 মদগুণাধীনবৃত্তিৰ্যঃ কথাবিকটশ্চ সম্মতম্ ॥ ৪৯ ॥  
 মদগুণশ্রুতিমাত্রেন সানন্দঃ পুলকান্বিতঃ।  
 সগদগদঃ শাশ্রুনেত্রঃ স্বাত্ত্ববিস্মৃত এব চ ॥ ৫০ ॥  
 ন বাঞ্ছন্তি স্তুতং মুক্তিং সালোক্যান্দিচতুষ্কয়ম্।  
 ব্রহ্মত্বমমরত্বং বা তদ্বাঞ্ছা মম সেবনে ॥ ৫১ ॥

বিষ্ণুমন্ত্ৰ ইতি। ইদমুপলক্ষণং শিবশক্তিগণেশহর্য্যমন্ত্রাণামপি ॥ ৪৬—৪৯ ॥

স্বাত্ত্বা স্বদেহো ভক্তিবশতয়া বিস্মৃতো যেন। বাহিতাশ্রয়াদিষু ইত্যনেন সাধুত্বম্ ॥ ৫০—৫২ ॥

প্রকাশ্য নহে। কিন্তু তুমি অতি সরলস্বভাবা এবং আমার প্রাণতুল্যা বলিষ্ঠ হইতেছিস, শ্রবণ কর ॥ ৪৫ ॥ স্তনুরি! গুরুদেবের আশ্রয় হইতে হাজার কর্ণে বিষ্ণু শিব, গণেশ ও হর্য্যাदि-মন্ত্র নিপতিত হয়, সমুদায় বেদই তাহাকে পবিত্র ও মর্যোত্তম বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥ এমন কি, তাদৃশ ব্যক্তি ভূমিষ্ট হইবামাত্র তাহার পূৰ্ব-  
 তন শতপুরুষ বর্গস্থ হউক, আর নরকস্থ হউক, তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ করিয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥  
 আর তদ্ব্যভেদ যদি কেহ কোন স্থানে বা কোন জীববোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে,  
 তাহা হইলেও তাহার জীবন্মুক্ত হইয়া চরমে বিষ্ণুপদ লাভ করে ॥ ৪৮ ॥ যে ব্যক্তি আমার  
 ভক্তিরসে আর্জ হইয়া, যে ব্যক্তি নিরন্তর আমার গুণকীর্তন ও তদনুসরণ ব্যবহার করে, যে  
 ব্যক্তি নিরন্তর আমার কথায় নিবিষ্টচিত্ত হয়, আর আমার গুণসংকীর্তন-শ্রবণ করিয়া হাজার  
 মন-আনন্দে মত্তা করিতে থাকে, সর্বাঙ্গ পুলকে পরিপূর্ণ হয়, কর্ণবর-কণ্ঠ হইয়া-বার,  
 অনবরত মেজ হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে থাকে, বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হয়,  
 সেই ব্যক্তিই আমার ভক্ত ॥ ৪৯—৫০ ॥ আমার ভক্তগণ না স্তুত, না মুক্তি, না-সাম্রাজ্য,  
 রাজ্য-প্রাণ্য, না লাভলোকা, না-ব্রহ্মত্ব, না-অমরত্ব কিছুই বাঞ্ছা করেন না; তাহারা কেবল

ইন্দ্রবজ্র মনুষ্যবজ্র ব্রহ্মবজ্র হৃদয়ভজ্র ।

স্বর্গরাজ্যাদিভোগক স্বপ্নেহপি চ ন বাহুতি ॥ ৫২ ॥

ভ্রমন্তি ভারতে ভক্তান্তান্ধজন্ম হৃদয়ভজ্র ।

মদগুণশ্রবণাঃ শ্রাব্যগানৈর্নিত্যং সুদাহিতাঃ ॥ ৫৩ ॥

তে যাস্তি চ মহীং পূজা পরং তীর্থং মমালয়ম্ ।

ইত্যেবং কথিতং সর্বং পদ্মে ! কুরু যথোচিতম্ ।

তদাজ্ঞয়া তাস্তচ্চকুর্হরিস্তসৌ স্থপাসনে ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং নবমস্কন্ধে  
গঙ্গাদীনাং শাপোদ্ধারবর্ণনং নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

শ্রাব্যগানৈর্মধুরগানৈঃ ॥ ৫৩—৫৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে নবমস্কন্ধে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

আমার সেবা করিতে একান্ত তৎপর হয় ॥ ৫১ ॥ বাস্তবিক তাহারা কখন স্বপ্নে ও হৃদয়ভ  
ইন্দ্রব, মনুষ্য, ব্রহ্মব ও স্বর্গরাজ্য সম্ভোগ করিতে বাসনা করে না ॥ ৫২ ॥ আমার ভক্তগণ  
কেবল আমারই গুণ শ্রবণে ব্যগ্র এবং আমারই স্মরণ গুণগানে নিত্য আনন্দিত হইয়া  
ভারতে পরিভ্রমণ করিতেছে। ফলতঃ ভারতে তাদৃশ ভক্তজন্ম নিত্য হুত ॥ ৫৩ ॥  
তাহারা বনুন্ধরাকে পূজা করিয়া পরিশেষে আমার আলয়রূপ শ্রেষ্ঠতম তীর্থে গমন  
করিয়া থাকে। পদ্মে ! এই আমি তোমার অভিলষিত সমস্ত বিষয় কীর্তন করিলাম,  
এক্ষণে যাহা অভিক্রটি হয় কর। অনন্তর গঙ্গাদি সকলেই ত্রিহরির আজ্ঞা পালনে গমন  
করিলেন, এদিকে তিনি স্বয়ং স্বধামে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৫৪ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকায়ুক্ত মহাপুরাণ শ্রীমদ্-

ভাগবতের নবমস্কন্ধে গঙ্গা, সুরস্বতী ও লক্ষ্মীর শাপোদ্ধার

বর্ণন নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## অকম্পনীয় প্রায়ঃ ।

### জিনারায়ণ উবাচ ।

সরস্বতী পুণ্যক্ষেত্রমাজগাম চ ভারতো ।

গঙ্গাপ্রাপ্তেন কলয়া স্বয়ং তস্মৈ হরেঃ পদে ॥ ১ ॥

ভারতী ভারতং গঙ্গা ব্রাহ্মী চ ব্রহ্মণঃ প্রিয়া ।

বাণ্যধিষ্ঠাতৃদেবী সা তেন বাণী প্রকীৰ্ত্তিতা ॥ ২ ॥

সরোবাপ্যাঞ্চ শ্রোতঃস্থ সৰ্ব্বত্রৈব হি দৃশ্যতে ।

হরিঃ সরস্বাস্তুশ্রেয়ং তেন নাম্না সরস্বতী ॥ ৩ ॥

সরস্বতী নদী সা চ তীর্থরূপাতিপাবনী ।

পাপিনাং পাপদাহায় জ্বলদমিস্বরূপিণী ॥ ৪ ॥

দশোত্তরপদৈঃ পঠ্যেগঙ্গাধীনাক ভারতে ।

কথরিভ্যঃ সমুৎপত্তিং কলৌ বৰ্ত্তনমুচ্যতে ॥

পুৰুষোত্তমঃ তদাক্ষর্য্য তান্ত্রজ্ঞকুরিত্যনেন সরস্বত্যাং নদীৰূপা অভবদ্বিত্যুক্তং তদেব  
স্পষ্টয়তি নারায়ণ উবাচ সরস্বতীতি । গঙ্গায়াঃ শাপেন সরস্বতী কলয়াংশেন ভারতে খণ্ডে  
আজগাম । স্বয়ং পূর্ণরূপেণ হরেঃ পদে বৈকুণ্ঠে তস্মৈ স্থিতবতীতার্থঃ ॥ ১ ॥

সরস্বতীনাম্যং নিকৃতিমাহ ভারতীতি । ভারতখণ্ডে নদীৰূপেণাগমনাভারতীত্বম্  
অর্শ আদ্যজ্ঞানোরাদিপাঠান্ জীত্ব । ব্রহ্মণঃ প্রিয়বাদ্যব্রাহ্মী ব্রহ্মণ ইরমিত্যম্বিরথেনি  
ব্রাহ্মো জাতাবিভি নিপাতনাটিলোপে কৃতেরন্তদ্বান্ জীত্ব । বাণ্যধিষ্ঠাত্রিভি । বাণ্য  
অধিষ্ঠাতৃব্রাহ্মণয়া বাণীতি নাম ॥ ২ ॥

সরোবাপ্যামিতি । হি যন্তঃ সরসি বাপ্যাং শ্রোতঃস্থ অস্তত্রাপি সৰ্ব্বত্রদেশে হরিঃ স্ততে  
ব্যাপকত্বাৎ তেন হেতুনা সরসি বিদ্যমানবাহুরিঃসরস্বান্ ভবতি । তন্ত্ৰেয়ঃ শক্তিঃ যতন্তেন

নারায়ণ কহিলেন, হেবর্ষে ! অনন্তর সরস্বতী গঙ্গার পাপপ্রাচীরে অংশে পুণ্যক্ষেত্র  
ভারতে আগমন এবং পূর্ণাংশে বিকৃতবন বৈকুণ্ঠধামে অবস্থিত করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

ভারতগমন জন্ত উইর নাম ভারতী এবং ব্রহ্মার প্রিয়া বলিয়া উইর অপর নাম ব্রাহ্মী  
হইয়াছে । আর বাণী, অর্থাৎ বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, এই নিমিত্ত উনি বাণী  
নামে অভিহিত হইয়াছেন ॥ ২ ॥ হরি সর্ববাপী, স্তত্রায় তিনি কি সরস্ব অর্থাৎ

সরোবর, কি বাণী, কি শ্রোত, সর্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছেন । সরস্ব বিদ্যমান বলিয়া  
তিনি সরস্বান্ । বাণী সেই সরস্বানের শক্তি ; স্তত্রায় সরস্বতী নামে অভিহিত হইয়া

ছেন ॥ ৩ ॥ নদীৰূপা সরস্বতী অতি পাবন তীর্থব্রহ্মণা । পাপিগণের পাপক্ষয়কারী স্বর্ষে  
তিনি অকলিত জলব্রহ্মণ ॥ ৪ ॥

পশ্চাৎগীরবী নীতা নদীঃ তদীরবধনঃ চ।

সাঁ বৈ জগাম কলরা বাণীশাপেন নারদঃ। ৫॥

তত্রৈব সন্মুখে তাক দধাক শিরসা শিবঃ।

বেগং সোহু ময়ং শক্তো ভুবঃ প্রার্থনয়া বিভূঃ। ৬॥

পদ্মা জগাম কলরা সা চ পদ্মাবতীনদী।

ভারতঃ ভারতীশাপাৎ স্বয়ং তত্শৌ হরেঃ পদে ॥ ৭॥

ততোহুতরা সা কলরা লেভে জম্ব চ ভারতে।

ধর্মধ্বজহুতা লক্ষ্মীবিখ্যাতা তুলসীতি চ ॥ ৮॥

পুরা সরস্বতীশাপাৎ পশ্চাচ্চ হরিশাপতঃ।

বভূব বৃক্ষরূপা সা কলরা বিশ্বপাবনী ॥ ৯॥

হেতুনা নারা সরস্বতীর কথাত ইত্যর্থঃ। সরস্বতীস্বত লক্ষণা সরস্বৎসহস্রিনী শক্তিরিত্যর্থে উগিতশ্চেতি ভীষি সরস্বতীশব্দঃ সিদ্ধঃ ॥ ৩—৪ ॥

সরস্বত্যাংগজানন্তরং গন্ধোৎপত্তিমাং পশ্চাদিতি। বাণীশাপেন কলরাংশেন জগাম ॥৫॥ তত্রৈবেতি। উর্দ্ধদেশাদধঃপতনসময়ে এব তত্শা ধারয়া বেগমসহমানায়া ভুবঃ প্রার্থনয়া বেগং সোহু শক্তঃ সমর্থঃ শিবঃ শিরসা তাং পদ্মাং দধারেত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

পদ্যেতি। সা পদ্মা কলরা জগাম সা পদ্মাবতীনান্না নদী অতবদিত্যর্থঃ। স্বয়ং পূর্ণরূপেণ হরেঃ পদে বৈকুণ্ঠে তদ্বাসিতি পূর্ববৎ ॥ ৭ ॥

ততোহুতরেতি। একাংশেন বধা নদী জাতা তদন্তদনন্তরং অতরা কলরা বিতীর্ণ্য কলরা ভারতে যন্তে জম্ব গতে। তজ্জম্ব ধর্মধ্বজোদরে জাতমিতি ধর্মধ্বজহুতেতি তথা লক্ষ্ম্যাংশদ্বারদ্বিত্যেতৎ তথা তুলসীতি চ নারা বিখ্যাতাভবদিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

পুরেতি। সা লক্ষ্মী পুরা পূর্বাং যঃ সরস্বতীশাপ উপপাদিতস্তন্মাৎ পশ্চাচ্চ হরিশাপো জাতস্তন্মাচ্চ মহাব্যরূপিনী তুলসীতি নারা স্থিতাপি বৃক্ষরূপা বভূবেত্যর্থঃ। তব কেদনমূহন্ত পুণ্যবৃক্ষে তদ্বিখ্যাতিচি চতুর্বিংশাধ্যায়ে বক্ষ্যমাণো হরিশাপঃ ॥ ৯ ॥

বৎস নারদঃ সরস্বতীর শাপে দেবী গঙ্গা অংশে সলিলরূপ ধারণ করেন। তৎপরে তদীরবঃ প্রাণকে তুলোকে আনয়ন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম ভাগীরথী হই-  
রাছে ৩.৫.৪। তদীরবের প্রার্থনার বধন গঙ্গার এক ধারা উর্দ্ধদেশে হইতে পৃথিবীতে নিপতিত  
বধ, তখন বহুদূর। ধারাপাতের বেগধারণ করিতে অবসর হইয়া একরাত্র ধারণপট্ট  
মহামেঘের নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি সে সবার তাঁহাকে যন্তকে ধারণ করিয়া-  
ছিলেন ৥ ৫ ॥ ভারতীশাপে পশ্চাৎকণ্ড অংশে পদ্মাবতীনদী নামে ভারতে অকৃতীর্ণ হইতে  
হইয়াছে। বিদ্ধ পূর্বভাষ্যে বৈকুণ্ঠে নারায়ণের অকলম্বী হইয়া অবস্থান করিগোছেন ৥ ৭ ॥  
উর্দ্ধদেশে জগাম অংশে ভারতে যান। ধর্মধ্বজের তুলসী নামে বিখ্যাত কলারূপে  
অকৃতীর্ণ বধন পরিগেবে তদ্রতীর শাপে এবং ত্রিবির আবেশে ত্রিকম্পবতী তুলসী বৃক্ষ-

কলে: পঞ্চসহস্রবর্ষং হিমা চ কারিতম্ ।

অখ্যুক্তাশ্চ সন্নিহিতাঃ বিহারীহরেঃ পদম্ ॥ ১০ ॥

যানি সর্বাণি তীর্থানি কাশীং বৃন্দাবনং বিনা ।

যান্তস্তি সার্বভৌমিকৈ বৈকুণ্ঠমাক্ষর্য হরে: ॥ ১১ ॥

শালগ্রামঃ শক্তিশিবৌ জগদ্রাথশ্চ ভারতম্ ।

কলেদ্বিশসহস্রাব্দে ত্যক্তা যান্তি নিজং পদম্ ॥ ১২ ॥

সাধবশ্চ পুরাণানি শাস্ত্রানি শ্রাদ্ধতর্পণে ।

বেদোক্তানি চ কৰ্ম্মাণি যযুস্তে: সার্কমেব চ ॥ ১৩ ॥

দেবপূজা দেবনাম তৎকীর্ত্তিগুণকীৰ্ত্তনম্ ।

বেদান্তানি চ শাস্ত্রাণি যযুস্তে: সার্কমেব চ ॥ ১৪ ॥

সন্তশ্চ সত্যধর্মশ্চ বেদাশ্চ গ্রামদেবতা: ।

ত্রতং তপশ্চানশনং যযুস্তে: সার্কমেব চ ॥ ১৫ ॥

এক। নদাঃ কিংবদন্তমজ হাত্তীতি চেত্তজাহ কলেগিতি । অখুর্গমিযাতীত্যর্থঃ ।  
হরে: পদং বৈকুণ্ঠম্ ॥ ১০ ॥

কাশীং বৃন্দাবনং বিনেতি । ইদং ক্ষেত্রবস্তু গ্রন্থপৰ্য্যন্তং লোকোদ্ধারায় তুর্নাবেব  
হাত্তীতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

জগদ্রাথঃ পুরুষোত্তমঃ । শক্তিশিবৌ শক্তিশিবমুষ্টিস্থাপনা ন তাদিত্যর্থঃ । ভারতং  
ভারতবর্ষং ত্যক্তেত্যর্থঃ নিজং পদং বৃন্দাবনম্ ॥ ১২ ॥

সাধবশ্চেতি । শাস্ত্রশৈববৈকবাদায়া: সাধব: । শাস্ত্রানি কীর্ত্তনমার্মম্ । বৈকুণ্ঠমাক্ষর্যম্ ॥ ১৩ ॥

দেবপূজা দেবানীনাং পূজা তেভ্যমেব নাম তেভ্যামেব কীর্ত্তীনাং গুণানাঞ্চ কীর্ত্তনম্ ॥ ১৪ ॥  
অনশনং ব্রতম্ ॥ ১৫ ॥

রূপে পরিণত হইয়াছে ॥ ৮—২ ॥ কলির পঞ্চসহস্র বর্ষ সমজীত হইলেই, ইহার। সকলেই  
সন্নিহিত পৱিত্যাগ করিয়া ভারত হইতে আবার বৈকুণ্ঠধামে হরিসমনে গমন করি-  
বেন ॥ ১০ ॥ শ্রীহরির নিবেশস্থানে কাশী ও বৃন্দাবন ভিন্ন আর সমুদয় তীর্থ সন্নিগণের  
সঙ্গে সঙ্গে বৈকুণ্ঠে গমন করিবে ॥ ১১ ॥ তৎপরে কলির দশসহস্র বৎসর অজীত হইলে  
শালগ্রামশিলা শিব ও শিবশক্তি এবং পুরুষোত্তম জগদ্রাথ এই ভারতভূমি পরিভ্রমণ  
করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিবেন ; অর্থাৎ ভারত হইতে শালগ্রাম মহাশাস্ত্র, শ্রীহর্যন-  
নাশাস্ত্র ও পুরুষোত্তম-মহাশাস্ত্র একেবারে অন্তর্ভুক্ত হইবে ॥ ১২ ॥ শৈব শাস্ত্র গাপপত্ন্য ও  
বৈষ্ণৱাণি ধর্মপারম্য সাধুগণ, অষ্টাবল্লপুত্রাণ, দাদলা শাস্ত্রানি, শ্রাদ্ধ তর্পণ, ও বেদোক্ত  
কিয়ংকরাণি কিছুই থাকিবে না ॥ ১৩ ॥ দেবপূজা, দেবপ্রশংসা ও দেবধর্মের তত্ত্বগান  
করা হয়ে থাকে, দেবগণের নাম পর্য্যন্ত স্মরণ হইবে । সার্বভৌমিকের নাম পর্য্যন্ত আর  
কিছোই হইবে না ॥ ১৪ ॥ সাধবশ্চ, সত্যধর্ম, বেদধর্ম, গ্রাম দেবতাবী, ব্রত

বামাচাররতাঃ সর্বৈষিধ্যাঃ সর্বৈষিধ্যাঃ ।

তুলসীবিহীন পূজা ভবিষ্যতি ততঃ পরম্ ॥ ১৩ ॥

শঠাঃ কুরাঃ সন্তিকান্ধা মহাহকারসংবৃত্তাঃ ।

চৌরাশ্চ হিংসকাঃ সর্বৈষিধ্যাঃ ততঃ পরম্ ॥ ১৭ ॥

পুংসো ভেদশ্চ জীভেদো বিবাহো বাপি নির্ভয়ঃ ।

অস্বামিভেদো বস্ত্রনাং ভবিষ্যতি ততঃ পরম্ ॥ ১৮ ॥

সর্বৈষিধ্যাঃ পুংসঃ পুংশ্চল্যাশ্চ গৃহে গৃহে ।

তর্জনের্ধং সর্মেঃ শব্দং স্বামিনং তাড়য়ন্তি চ ॥ ১৯ ॥

গৃহেশ্বরী চ গৃহিণী গৃহী ভৃত্যাদিকোহধমঃ ।

চেটীদাসসমো বধাঃ শব্দশ্চ শব্দরত্না ॥ ২০ ॥

কর্তারো বলিনো গেহে যোনিসম্বন্ধিবাঙ্ক বাঃ ।

বিদ্যাসম্বন্ধিভিঃ সার্কিং সন্ত্যামপি ন বিদ্যতে ॥ ২১ ॥

বামাচারো মদ্যমাংসনিষেবণাদিঃ । কামাচাররতা ইত্যপি পাঠঃ । কথেষ্টাচাররতা ইতি  
তৎপক্ষেহর্থঃ ॥ ১৬—১৭ ॥

পুংসঃ পরম্পরং ভেদো মিত্রস্বাভাব ইত্যর্থঃ । যথা জীপুংভেদ এব কেবলং স্বাত্তি নতু  
জাতিভেদ ইত্যর্থঃ । অতএব জাতিভেদাভাবাবিবাহঃ সর্বজীভিঃ সহ সর্বপুরুষাণাং নির্ভয়ঃ  
ভাদিত্যর্থঃ । অস্বামিভেদ ইতি । পিতুবস্ত্র পিতুরেব পুত্রস্ত বস্ত্র পুত্রভেদে ন পরম্পরং  
মাতৃভীত্যর্থঃ ॥ ১৮—১৯ ॥

ভৃত্যাদিকো ভৃত্যাপেক্ষাপ্যধিকোহধমো গৃহী গৃহস্বামীত্যর্থঃ । বধাঃ স্ত্রীয়াঃ শব্দঃ  
চেটীসমা দাসীসমা । শব্দশ্চ দাসসমঃ ভাদিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

যোনিসম্বন্ধিনঃ জীসম্বন্ধিনো বান্ধবা গৃহেহু কর্তারো স্ববান্ধবাঃ । বিদ্যাসম্বন্ধিভিঃ  
সতীর্থেঃ ॥ ২১ ॥

ভগ্নশরণ ও উপবাস একেবারে লয় প্রাপ্ত হইবে ॥ ১৫ ॥ সকলেই মদ্য মাংসাদি সেবায়  
অহরন্তর হইবে । মিথ্যা ও কপটতা সকলকে আশ্রয় করিবে । যদিও কেহ পূজা করে,  
তাহা হইলে সে অর্জুনা তুলসীবিহীন হইবে ॥ ১৬ ॥ প্রায় সমস্ত লোক শঠ, কুর, দাস্তিক,  
অহরন্তর, তদ্বৎ ও হিংসক হইয়া উঠিবে ॥ ১৭ ॥ পুরুষে পুরুষে বা জীভনে জীভনে পরম্পর  
একর থাকিবে না । কেবল জীপুরুষ মাত্র ভেদ থাকিবে, জাতিভেদ একেবারে অন্তর্ভুক্ত  
করিবে । স্ত্রীয়াঃ বিবাহ সবন্ধে ভয়ের নাম মাত্র থাকিবে না । প্রতি পদার্থেই স্ব স্ব স্বামী-  
সম্বন্ধ বন্ধন হইবে অর্থাৎ পিতা পুত্রের এবং পুত্র পিতার জব্য সম্পদ করিতে পারিবে  
না ॥ ১৮ ॥ পুরুষ বান্ধবেই প্রায় জীস বন্ধন হইবে এবং প্রতি গৃহেই প্রায় সমস্ত স্বামীরা  
পুংসভীর্থে অবলম্বন করিবে । তাহার নিরন্তর তর্জন গর্জন করিয়া স্ব স্ব স্বামীকে  
তাড়না করিতে থাকিবে ॥ ১৯ ॥ গৃহেশ্বরী গৃহিণী হইবেন এবং গৃহস্বামীরা স্ব স্ব ভৃত্যের  
কর্তাভাবিণের নিকট ভৃত্যভাবিণিতে থাকিবেন । শব্দ ও শব্দরত্নাদিগের নিকট দাস



যথাপরিচিতি। লোকান্তরাং যুগ্মকং বাক্যম্ ।  
 সৰ্বকৰ্ম্মাঙ্কমাঃ পুংসো যোক্তব্যম্ভাষ্যম্ভিঃ ॥ ২২ ॥  
 ব্রহ্মকত্রৈবিশূদ্রাণাং জাত্যাচারবিবৰ্জিতম্ ।  
 সক্ষমং চ যত্নশূদ্রকং ভবেদুত্তমং ন সংশয়ঃ ॥ ২৩ ॥  
 রেচ্ছাতীয়া ভবিষ্যন্তি বর্ণাশ্চয়ার এষ চ ।  
 রেচ্ছাতীয়া পঠিম্যন্তি অশ্মজ্ঞানি বিহারক ॥ ২৪ ॥  
 ব্রহ্মকত্রৈবিশাং বংশাঃ শূদ্রাণাং সেবকাঃ কলৌ ।  
 সুপকারা ধাবকাস্চ ব্রহ্মবাহাস্চ সৰ্বশাঃ ॥ ২৫ ॥  
 সত্যহীনা জনা সৰ্ষে শত্ৰুহীনা চ মেদিনী ।  
 কলহীনাশ্চ তরবোহপত্যহীনাশ্চ যোযিতাঃ ॥ ২৬ ॥  
 কীরহীনাশ্চ খাণ্ডাঃ কীরঃ সর্পির্বিবৰ্জিতম্ ।  
 দম্পতীপ্রীতিহীনো চ গৃহিণঃ সত্যবৰ্জিতাঃ ॥ ২৭ ॥  
 প্রতাপহীনা কৃপাশ্চ ঐজাশ্চ করপীড়িতাঃ ।  
 জলহীনা মহানদ্যো দীর্ঘিকা কন্দরাদয়ঃ ॥ ২৮ ॥

যথা পরিচিতেতি। পুংসো গৃহস্থানিনো বাক্যবা যথা পরিচয়রহিতা লোকান্তরা ভবি-  
 যাতীত্যর্থঃ। সৰ্বকৰ্ম্মাঙ্কমাঃ সৰ্বকৰ্ম্মাণি কৰ্ত্তৃমুক্ৰমা অসমর্থ্যঃ ॥ ২২ ॥  
 জাত্যাচারবিবৰ্জিতান্তে তে বর্ণা ইত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৪ ॥  
 সুপকারাঃ শূদ্রাণামরপাচকা ইত্যর্থঃ। তেবামেব ধাবকা ব্রহ্মকালকাঃ ॥ ২৫—২৭ ॥  
 দীর্ঘিকা অন্ননদাঃ ॥ ২৮—৩০ ॥

দানীর জ্ঞান ব্যবহৃত হইবে ॥ ২০ ॥ শ্রীর সহোদর প্রভৃতি বাক্যবেরাই গৃহের কৰ্ত্তা হইবে  
 ঐকান্ত সহোদারিগণের সহিত আলাপমাত্র থাকিবে না ॥ ২১ ॥ গৃহস্থানীর জ্ঞাতাদি বাক্যবণ  
 একেবারে আপত্তক ব্যক্তির জ্ঞান অপরিচিত হইয়া উঠিবে। গৃহস্থিগ অমুযতি জির গৃহ  
 কৰ্ত্তার কোল বিকর কৰ্ম্ম কয়বার সামর্থ্য থাকিবে না ॥ ২২ ॥ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য  
 শূদ্রাদি জন্মভেদে একেবারে তিরোহিত হইবে। বাক্য বাক্যাদি কৰ্ত্তব্য কৰ্ম্ম  
 অহুতান করা ক্ষেত্র থাক, ব্রাহ্মণগণ একবারে বয়োপহীত বর্জিত হইবেন ॥ ২৩ ॥ ব্রাহ্মণ  
 চারি বর্গই য য শত্রু ও আচার পরিভ্যাগ করিয়া রেচ্ছাতীয়া অন্নয়ন ও রেচ্ছাতী  
 প্রকৃত আসক্ত হইবে ॥ ২৪ ॥ কলিযুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্যগণ শূদ্রের ন্যায় হইবে  
 ক্ষিণেই শূদ্র, পাণ্ডক, ধাবক ও ব্রহ্মবাহক হইবে ॥ ২৫ ॥ লোক প্রায়ই সত্যবর্জিত  
 সত্যবী ব্রহ্মবৃত্ত, ব্রহ্ম ব্রহ্ম কলশূদ্র একে বৈবরণ শূদ্র হইবে ॥ ২৬ ॥ রেচ্ছাতী  
 কলহীনা হইয়া থাকিবে না, সর্পি ও শত্ৰুগণ হইয়া থাকিবে, জল হইবে যত্নমূল  
 হইবে না প্রভৃতি বাক্যবেরাই গৃহস্থের কৰ্ত্তা হইবে ॥ ২৭ ॥ ব্রাহ্ম

ধর্মহীনাঃ পুণ্যহীনাঃ কপীশ্চকার এব চ ।

লঙ্কেষু পুণ্যবান্ কৌৎসি ন তিষ্ঠন্তি ততঃপরম্ ॥ ২৯ ॥

কুৎসিতা কিত্তাকান্না নরা নারীশ্চ বাণকঃ ।

কুবর্তা কুৎসিতঃ শব্দো ভবিষ্যতি ততঃপরম্ ॥ ৩০ ॥

কেচিৎপ্রাকশ্চ নগরা নরশ্চা তন্নানকাঃ ।

কেচিৎ ব্রহ্মকূটীরেণ নরেন চ সমন্বিতাঃ ॥ ৩১ ॥

অরণ্যানি ভবিষ্যন্তি গ্রামেষু নগরেষু চ ।

অরণ্যেযামিনঃ সর্কে জনাশ্চ করপীড়িতাঃ ॥ ৩২ ॥

শস্যানি চ ভবিষ্যন্তি তড়াশ্বেষু নদীষু চ ।

প্রকৃষ্টবংশজা হীনা ভবিষ্যন্তি কসৌ যুগে ॥ ৩৩ ॥

অলীকবাদিনো ধূর্তাঃ শঠাশ্চাসত্যবাদিন্যঃ ।

প্রকৃষ্টানি চ কেত্রানি শস্ত্রহীনানি নারম্ ! ॥ ৩৪ ॥

হীনাঃ প্রকৃষ্টা ধনিনো দেবভক্তাশ্চ নাস্তিকাঃ ।

হিংসকাশ্চ দয়াহীনাঃ পৌরাশ্চ নরঘাতিনঃ ॥ ৩৫ ॥

ব্রহ্মকূটী কূটীরঃ ॥ ৩১ ॥

করপীড়িতাঃ রাজগোহো ভাগঃ করঃ ॥ ৩২ ॥

তড়াশ্বেষু অন্ত্র বৃষ্টাভাবাণ্ডেষু ভবিষ্যন্তি প্রকৃষ্টবংশজাঃ কুলীনা হীনা নীচা ভবি-  
ষ্যন্তি ॥ ৩৩-৩৪ ॥

যে দেবভক্তান্তে নাস্তিকা ভবিষ্যন্তি । অদেবভক্তা ইতি বা ছেদঃ ॥ ৩৫ ॥

পরাক্রম কিছুই থাকিবে না, প্রজাপণ করতারে নিতান্ত নিপীড়িত হইবে। উত্তরে । কি  
বিতীর্ণ জোতঘড়ী, কি অন্নজলা নদী, কি কন্দলাদি, সমস্তই ক্রমে ক্ষীণতায় হইবে ॥ ২৮ ॥  
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের ধর্মপ্রযুক্তি তিরোহিত ও পুণ্য বিলুপ্ত হইবে। প্রথমতঃ  
লক্ষ লোকের মধ্যে একজন পুণ্যবান্ হইবে, কিন্তু পরে তাহাও থাকিবে না ॥ ২৯ ॥ কি  
নর, কি নারী, কি বাণক সকলেই কুৎসিত ও বিকৃতাকৃতি হইবে । কুবচা ও কুৎসিতলব্ধ  
ভিন্ন কাছারও কুব্ধ সমস্ত কিছুই উদ্ধারিত হইবে না ॥ ৩০ ॥ কোম কোম গ্রাম ও কোম  
কোম নগর একেবারে শোকপ্ত হইয়া ভীষণমূর্তি ধারণ করিবে; এবং কোম কোম  
হানন্দ্য অতি নারাক কূটীরে ও শব্দাত লোক জলদন্ত থাকিবে ॥ ৩১ ॥ গ্রাম ও নগর  
সকল অরণ্য পরিপূর্ণ এবং অরণ্য লোকবিশ্বাসে পূর্ণ হইয়া কন্দলাদি আলবলপ করতারে  
উপেক্ষিত হইয়া উঠিবে ॥ ৩২ ॥ অনাবৃষ্টিবশতঃ জলের অভাব তড়াশ্চ নদীসর্গ সকল  
শস্ত্রহীন হইয়া উঠিবে । অরণ্যভাত কুলীন সকল শিতাত স্তব হইয়া পড়িবে ॥ ৩৩ ॥  
স্বধর্মী অলীকবাদী অসত্যপরাধম ধূর্ত নর পরিপূর্ণ হইবে। কৃষি সকল কষাধিনি করণ

শ্রুত্বা চক্রং তদা বিষ্ণুস্তাবুবাচ হসন্ হরিঃ ।  
 হন্যাদ্য বাৎ মহাভাগৌ নিৰ্জলে বিপুলে স্থলে ॥ ৭৭ ॥  
 ইত্যুক্ত্বা দেবদেবেশ উরু কৃৎস্নাহতিবিস্তরৌ ।  
 দর্শয়ামাস তৌ তত্র নিৰ্জলঞ্চ জলোপরি ॥ ৭৮ ॥  
 নাস্ত্যত্র দানবৌ বারি শিরসী মুঞ্চতামিহ ।  
 সত্যবাগহমদ্যেব ভবিষ্যামি চ বাস্তথা ॥ ৭৯ ॥  
 তদাকর্গ্য বচস্তথ্যং বিচিস্ত্য মনসা চ তৌ ।  
 বর্দ্ধয়ামাসতুর্দেহং যোজনানাং সহস্রকম্ ॥ ৮০ ॥  
 ভগবান্ দ্বিগুণং চক্রে জঘনং বিস্মিতৌ তদা ।  
 শীর্ষে সন্দধতাং তত্র জঘনে পরমাদ্বুতে ॥ ৮১ ॥  
 রথাস্থেন তদা ছিন্নে বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ।  
 জঘনোপরি বেগেন প্রকুটে শিরসী তয়োঃ ॥ ৮২ ॥  
 গতপ্রাণৌ তদা জাতৌ দানবৌ মধুকৈটভৌ ।  
 সাগরঃ সকলো ব্যাপ্তস্তদা বৈ মেদসা তয়োঃ ॥ ৮৩ ॥

সুবাং সংহরামি তথা কুরুতামিত্যর্থঃ ॥ ৭৭—৭৯ ॥ নিৰ্জলং জলবহিতং স্থলমিত্যর্থঃ ॥ ৭৮—৭৯ ॥  
 ( তদিতি । বিষ্ণোৰ্জলশূন্যপ্রদেশে হননরূপং সত্যং বাক্যং শ্রুত্বা চিস্তাদিতৌ তৌ দানবৌ )

ভক্ত জনের সর্বসম্পদপহারী ভগবান্ বিষ্ণু মনে মনে হৃদদর্শন চক্রকে স্মরণ করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন; মধুকৈটভ ! তোমরা মহাসৌগ্যবান্, অতএব, অদ্য আমি তোমাদিগকে সলিলশূন্য পরিস্থত স্থলেই বিনাশ করিব ॥ ৭৭ ॥ সুরেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণু এই কথা বলিয়াই নিজ উরু দ্বয়কে অতীব বিস্তৃত করত সেই চতুর্দিকে জলময় প্রলয় মহাসাগরের উপরি ভাগেই তাহাদিগকে নিৰ্জল স্থলভাগ দেখাইলেন । এবং কহিলেন, দানবদ্বয় ! এক্ষণে, আমি নিজ সত্যবাক্য রক্ষা করিলাম; সেইরূপ তোমরাও আপনাদিগের সত্য পালন কর, এই দেপ, এখানে জলের লেশমাত্র নাই, অতএব, এই স্থলে তোমরা উভয়েই আপনাদের দুইটা মস্তক পরিত্যাগ কর ॥ ৭৮—৭৯ ॥ তাহারা ভগবানের মুখে তাদৃশ তথ্যবাক্য শ্রবণ মনে মনে কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া শেষে আপনাদিগের দুইটা দেহ সহস্র বোজন পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত করিল; অমনি ভগবান্ ও তৎক্ষণাৎ তাহার দ্বিগুণ পরিমাণে জঘন দ্বয় পরিবর্দ্ধন করিলেন । তদর্শনে তাহারা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া সেই লোকাশ্চর্য্যজনক বিশাল জঘন-দেশে আপনাদিগের দুইটা মস্তক সমর্পণ করিল ॥ ৮০—৮১ ॥ তখন মহাপ্রভাবশালী ভগবান্ বিষ্ণু অম্বরকুল সংহারক অশোব চক্র প্রচণ্ড বেগে সঞ্চালন পূর্বক নিজ জঘনদেশে সংরুদ্ধ তাহাদিগের সেই প্রকাণ্ড মস্তক দ্বয় দুই গুণে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৮২ ॥ ধ্বংস-গণ ! দানব মধুকৈটভ গতাত্ম হইয়া পতিত হইবামাত্র সেই প্রলয় প্রাবৃত সমস্ত বর্ষা-

মৈদিনীতি ততো জাতং নাম পৃথ্বাঃ সমস্ততঃ ।

অভক্ষ্যা যুক্তিকা তেন কারণেন মুনীশ্বরাঃ ! ॥ ৮৪ ॥

ইতি বঃ কথিতং সর্বং যৎপৃষ্ঠোহস্মি স্তুনিশ্চিতম্ ।

মহাবিদ্যা মহামায়া সেবনীয়ী সদা বুধৈঃ ॥ ৮৫ ॥

আরাধ্যা পরমা শক্তিঃ সর্বৈরপি সুরাসুরৈঃ ।

নাতঃ পরতরং কিঞ্চিদধিকং ভুবনত্রয়ে ॥ ৮৬ ॥

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং বেদশাস্ত্রার্থনির্গমঃ ।

পূজনীয়া পরা শক্তির্নিগুণা সগুণাহং বা ॥ ৮৭ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে  
মধুকৈটভবধো নাম নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

উপায়ান্তরাভাবাৎ স্বশরীরং বর্জয়ামাসতুরিতার্থঃ ॥ ৮০—৮৩ ॥) মৈদিনীতি । মধুকৈটভ-  
বধে জাতে পশ্চাদ্ধরাহেণ যদা পৃথিব্যুক্তা তদা সা মেদোযুক্তা জাতেতি । মেদোহস্তি যন্তা-  
মিতি ব্যুৎপত্ত্যেদিনীতি নাম জাতমিত্যর্থঃ ॥ ৮৪ ॥

মহাবিদ্যোতি । যস্মাৎ কারণাৎ সর্বশ্রুতিপ্রতিপাদ্যসাম্যাবস্থমায়াশবলব্রহ্মরূপা ভগবতী  
সর্বকারণকারণা এতৈকগুণোপাধিব্রহ্মাদ্যাপেক্ষয়া সর্বোৎকৃষ্টা ততঃ সৈবোপাস্তা ধ্যেয়া  
জ্ঞেয়া চেতি ভাবঃ ॥ ৮৫—৮৭ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে

নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দাগর তাহাদিগের মেদ দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল ; সেই অবধি এই পৃথিবীর নাম  
মেদিনী হইল ; এবং সেই জন্তই মৃত্তিকা অভক্ষনীয় ॥ ৮৩—৮৪ ॥

হে মহর্ষিমণ্ডল ! আপনারা আমাকে যে সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি  
তত্তৎ প্রসঙ্গের উপলক্ষে শাস্ত্রসকলের স্তুনিশ্চিত সার সিদ্ধান্ত মত অর্থাৎ সেই আদ্যা  
শক্তি দেবী ভগবতীর অমের প্রভাবে মধুকৈটভের বধাদি সমস্ত বিবরণই বিবৃত করিলাম ;  
মতএব ইহা স্থির জানিবেন যে, সেই সর্বশ্রুতি-প্রতিপাদ্য মহামায়া অর্থাৎ সাম্যাবস্থ  
মায়া শবলিত ব্রহ্মরূপা মহাবিদ্যা দেবী ভগবতীই অবিদ্যা নিদ্রা হইতে প্রবুদ্ধ সাধকদিগের  
নত্যা আরাধনীয় ॥ ৮৫ ॥ মহর্ষিগণ ! সেই ব্রহ্মরূপিণী পরমাশক্তি যে কেবল বৃধমণ্ডলীরই  
সেবনীয় এরূপ মনে করিবেন না ; তিনি সুরাসুর প্রভৃতি সকলেরই আরাধ্যা জানিবেন ।  
কননা, এই জিজ্ঞাবন মধ্যে এমন কোন বস্তুই নাই যে তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে ।  
হো যে কেবল আমি বলিতেছি তাহা নহে ; বারংবার সত্য প্রতিজ্ঞাপূর্বক বেদ শাস্ত্রেও  
এইরূপ অর্থ নির্ণীত হইয়াছে যে, সগুণরূপেই হউক আর নিগুণরূপেই হউক একমাত্র  
সই পরব্রহ্মরূপিণী পরা শক্তিরই সর্বতোভাবে অর্চনা করা উচিত ॥ ৮৬—৮৭ ॥

অষ্টাদশসহস্র-শ্লোকোক্ত মহাপুরাণ শ্রীমদদেবীভাগবতের প্রথম

স্কন্ধে মধুকৈটভ বধবিবরণ নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

## দশমোঃধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

সূত । পূৰ্ৱং ত্বয়া প্রোক্তং ব্যাসেনামিততেজসা ।  
কৃত্বা পুরাণমখিলং শুকায়াধ্যাপিতং শুভম্ ॥ ১ ॥  
ব্যাসেন তু তপস্তুপ্তা কথমুৎপাদিতঃ শুকঃ ।  
বিস্তরং ব্রহ্মি সকলং যচ্ছ তং কৃষ্ণতস্ত্বয়া ॥ ২ ॥  
সূত উবাচ ।

প্রবক্ষ্যামি শুকোৎপত্তিং ব্যাসাং সত্যবতীসুতাং ।  
সখোৎপন্নঃ শুকঃ সাক্ষাদ্যোগিনাং প্রবরো মুনিঃ ॥ ৩ ॥  
মেরুশৃঙ্গে মহারম্যে ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ ।  
তপশ্চচার সৌভূত্যাং পুত্রার্থং কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৪ ॥

বটক্রিংলংপদ্যকৈঃ সাধৈর্ধ্বর্করদানঃ শিবস্ত ৮ ।  
বাসায় পুত্রবিষয়ঃ জাতমিত্যেতদীৰ্য্যতে ॥

পূৰ্ৱং ব্যাসে পুত্রলাভার্থমহুঠানচিকীৰ্ষয়া পূৰ্ৱতং গতে সতি কস্ত দেবতারাদনা ব  
যোতি জিজ্ঞাসায়ঃ সত্যং নারদসমাগমে জাতে নারদেন ব্রহ্মবিষ্ণুসংবাদমুখেন তগবতে  
সৰ্ব্বোৎকৃষ্টা আরাধ্যোতি স্থাপিতং মধ্যে প্রসঙ্গাগতাঃ কথাঃ সমাপিতাঃ । ভগবত্যা আ  
ধনেন কথং পুত্রোৎপত্তিজ্ঞাতেতি তদ্যাপ্যবশিষ্টং তদৃষয়ঃ পৃচ্ছন্তি হতেতি ॥ ১ ॥ কৃষ্ণা  
বেদবাসাং ॥ ২—৩ ॥ তপশ্চচারেতি । শক্তিরেবারাধ্যোতি নারদাচ্ছৃতা তত্তা বাগ্ভ

ঋষিগণ কহিলেন । হে সূত ! পূৰ্ৱে তুমি আমাদিগের নিকট বলিয়াছিলে যে, আমি  
তেজা বেদবাস পুরাণ সকল প্রণয়ন পূৰ্ৱক শুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন ; তা  
জিজ্ঞাসা করি ব্যাসদেব কেবল তপশ্চর্যা প্রভাবে কিরূপে শুকদেবকে উৎপাদিত কা  
লেন ? সূত ! তুমি এ বিষয়ে, মহর্ষি কৃষ্ণবৈশ্যায়নের মুখে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছ, তৎসম  
বিস্তার পূৰ্ৱক বর্ণনা কর ॥ ১—২ ॥

সূত কহিলেন । হে মহর্ষিগণ ! আমি আপনাদিগের নিকট শুকদেব উৎপত্তি অর্থাৎ  
যোগিপ্রবর মননশীল শুকদেব, সত্যবতীনন্দন ব্যাসদেব হইতে যেরূপে উৎপন্ন হইয়াছিলে  
সে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিব, শ্রবণ করুন ॥ ৩ ॥ সত্যবতী সূত ব্যাস পুত্রার্থে কৃত  
নিশ্চয় হইয়া পরম রমণীয় মেরুশৃঙ্গে গমন পূৰ্ৱক উগ্রতর তপস্তায় প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৪ ॥  
তপোনিধি মহর্ষি বাস পুত্রকামনায় অর্থাৎ আকাশ বায়ু পৃথিবী ও অগ্নি প্রভৃতি মহাত্ম  
দৃশ্য অপরিমিত বীৰ্য্যশালী পুত্র হউক এইমত কামনা করিয়া দেবর্ষি নারদ মুখে, প্র

জপমেকাক্ষরং মন্ত্রং বাগ্‌বীজং নারদাচ্ছ্রুতম্ ।  
 ধ্যায়ন্ পরাং মহামায়াম্ পুজ্যকামস্তপোনিধিঃ ॥ ৫ ॥  
 অগ্নেভূমেন্তথা বায়োরন্তরিক্ষশ্চ চাপ্যয়ম্ ।  
 বীৰ্য্যেণ সংমিতঃ পুজ্যো মম ভূয়াদিতি স্ম হ ॥ ৬ ॥  
 অতিষ্ঠৎ স গতাহারঃ শতসম্বৎসরং প্রভুঃ ।  
 আরাধ্যম্মহাদেবং তথৈব চ সদাশিবাম্ ॥ ৭ ॥  
 শক্তিঃ সৰ্ব্বত্র পুজ্যেতি বিচার্য্য চ পুনঃপুনঃ ।  
 অশক্তো নিন্দ্যতে লোকে শক্তস্ত্ব পরিপূজ্যতে ॥ ৮ ॥  
 যত্র পৰ্ব্বতশৃঙ্গে বৈ কর্ণিকারবনাঙ্কুতে ।  
 ক্রীড়ন্তি দেবতাঃ সৰ্ব্বে মুনয়শ্চ তপোহধিকাঃ ॥ ৯ ॥  
 আদিত্যা বসবো রুদ্রা মরুতশ্চাশ্বিনৌ তথা ।  
 বসন্তি মুনয়ো যত্র যে চান্ধ্রে ব্রহ্মবিভ্রমাঃ ॥ ১০ ॥  
 তত্র হেমগিরেঃ শৃঙ্গে সঙ্গীতধ্বনিবাদিতে ।  
 তপশ্চচার ধৰ্ম্মাত্মা ব্যাসঃ সত্যবতীহৃতঃ ॥ ১১ ॥

বীজং নারদেনোপদিষ্টং গৃহীত্বা তজ্জপং তপশ্চচারেত্যর্থঃ ॥ ৪—৫ ॥ জপকালে এতাদৃশীং  
 ভাবনাং কৃতবানিত্যাহ অগ্নেভূমেরিতি । বীৰ্য্যেণ শক্ত্যেত্যর্থঃ । সংমিতস্ত্বলাঃ ॥ ৬ ॥  
 অতিষ্ঠদिति । তপ ইতি শেষঃ । যদ্যপি ব্যাসেন নারদমুখাভ্যগবতীং সৰ্ব্বোৎকৃষ্টাং শ্রদ্ধা  
 পরাশক্तेरेव ध्यानं कृतं तथापि शक्तेर्धाने कृते शिवञ्च ध्यानं जातमेवेत्यातिप्रायेण  
 आराध्यममहাদेवमित्याक्रम ॥ ७ ॥ ( शक्तिरहितस्तु शिवज्ञाप्याराधनेन अशक्तो लोके निन्द्यते  
 इत्येवम् महाशब्दं व्यातिक्रमं दर्शयन्नाह शक्तिः सर्वत्र पूज्येति ॥ ८ ॥ तपोहधिकाः उत्कृष्ट-  
 तपःप्रेभावसम्पन्नाः ॥ ९ ॥ आश्विनौ अश्विनीकुमारौ देवचिकिसकाविति बावन् ॥ १० ॥ हेम-

একাক্ষর বাগ্‌ভব বীজমন্ত্র জপাহুষ্ঠান পূৰ্ব্বক পরাশক্তি রূপা মহামায়ার ধ্যান করিতে লাগি-  
 লেন ॥ ৫—৬ ॥ এবং অবিল ভূমণ্ডল মধ্যে শক্তিমান্ ব্যক্তিই সৰ্ব্বতোভাবে সম্মানিত আর  
 শক্তি বিরহিত মুঢ় জীব কেবল নিলা ভাজনই হইয়া থাকে ; অতএব শক্তিই সৰ্ব্বত্র পূজ-  
 নীয়, মনে মনে ব্যৱংবার বিচার পূৰ্ব্বক মহর্ষি ব্যাস নিত্য মঙ্গলময়ী পরমাশক্তির সহিত  
 দেব দেব মহাদেবের আরাধনা করত ক্রমে এতদূর প্রভাবশালী হইয়া উঠিলেন যে, তিনি  
 একশত বৎসর কাল নিরাহারে অবস্থিত রহিলেন ॥ ৭—৮ ॥ হে মহর্ষিমণ্ডল ! পর্বতের যে  
 শৃঙ্গপ্রদেশটা আশ্চর্য্যজনক কর্ণিকার উপবনে পরিশোধিত, যে স্থলে সমধিক তপঃপ্রভাব  
 সম্পন্ন মুনিবৃন্দ এবং আদিত্যগণ, বসুগণ, মরুদগণ ও অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি দেবভারা নির-  
 ত্তর ক্রীড়া করিয়া থাকেন ; বিশেষতঃ যে স্থলে, ব্রহ্মবিভ্রম মননশীল ঋষি ও অপরাপর সুব-  
 শ্রেষ্ঠগণ বাস করেন, অর্যময় সুরমের সেই কিম্বদন্তের সংগীতনিবাদিত শৃঙ্গেই সত্যবতী-  
 তনুয় মহর্ষি বেদব্যাস তপশ্চর্য্যায় নিরত ছিলেন ॥ ৯—১১ ॥ তৎকালে সেই ধীশক্তি

ততোহস্মৈ তেজসা ব্যাপ্তং বিশ্বং সৰ্বং চরাচরম্ ।

অগ্নিবর্ণা জটা জাতাঃ পারাশর্যাস্ত ধীমতঃ ॥ ১২ ॥

ততোহস্মৈ তেজ আলক্য ভয়মাপ শচীপতিঃ ॥ ১৩ ॥

তুরাষাহং তদা দৃষ্ট্ৱা ভয়ক্রান্তং প্রমাতুরম্ ।

উবাচ ভগবান্ রুদ্রো মঘবস্তং তথাস্থিতম্ ॥ ১৪ ॥

শঙ্কর উবাচ ।

কথমিস্তাদ্য ভীতোহস্মি কিং দুঃখস্তে সুরেশ্বর ! ।

অমৰ্ষো নৈব কৰ্তব্যস্তাপসেষ্ৱ কদাচন ॥ ১৫ ॥

তপশ্চরন্তি মুনয়ো জ্ঞাতা মাং শক্তিসংযুতম্ ।

ন হেতেহহিতমিচ্ছন্তি তাপসাঃ সৰ্বথৈব হি ॥ ১৬ ॥

ইত্যুক্তবচনঃ শক্রস্তমুবাচ বৃষধ্বজম্ ।

কস্মান্তপশ্চতি ব্যাসঃ কোহূৰ্ণস্তস্য মনোগতঃ ॥ ১৭ ॥

গিরেঃ স্মেরোঃ ॥ ১১ ॥ পারাশর্যাস্ত পরাশরপুত্রস্ত ব্যাসস্ত জটাতোহপি অলনশিখাবস্তপ-  
স্তেজঃপ্রকটিতমিবেতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥ অস্ত ব্যাসস্ত তপস্তেজঃ, আলক্য নিরীক্য ॥ ১৩ ॥ তুরা-  
ষাহিমিস্তম্ ॥ ১৪—১৫ ॥ অহিতমিতিচ্ছদঃ । অহিতং নেচ্ছন্তীত্যর্থঃ । (শক্তিবৃত্তং সশক্তিকং  
শিবং মঙ্গলময়ং পরমেশানং মাং বিদিত্বা এব তে মুনয়ঃ ধ্যাননিরতান্তপস্বিনঃ তপশ্চরন্তি  
অন্তস্তেষাং তাদৃশং তপঃপ্রভাবং দৃষ্ট্ৱা ভবতা তেষ্ৱ তপস্বিষ্ৱ অমৰ্ষঃ ক্রোধো ন কৰ্তব্যঃ তেষাং  
তপোবিঘ্নোৎপাদনায় যত্নং মা কাৰীঃ কিন্তু সৰ্বথা ক্রমেব কৰ্তব্যোতি পূৰ্ণেশ্বরঃ ॥ ১৬ ॥

সম্পন্ন পরাশরনন্দন মহর্ষি কৃষ্ণবৈষ্ণৱ্যনৈর তপস্তেজে এই স্বাবর অজ্ঞমাস্তক বিশ্ব সংসার  
পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল ; তাঁহার জটা সকল অলং শিখা হতাশনের বর্ণ ধারণ করিল ॥ ১২ ॥  
অধিক কি, শচীপতি ইন্দ্র তাঁহার তাদৃশ তপঃপ্রভাব সন্দর্শনে অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়ি-  
লেন ; সুরপতি ইন্দ্রকে তাদৃশ ভয়ক্রান্ত ও স্তানভাবে অবস্থিত দেখিয়া সৰ্বকল্যাণকর  
ভগবান্ রুদ্রদেব কহিলেন ॥ ১৩—১৪ ॥

ইন্দ্র ! তুমি কি অস্ত্র এত ভীত হইতেছ ? এক্ষণে তোমার কি দুঃখ উপস্থিত হইল ?  
সুরেশ্বর ! তপোনিরত মুনিগণ আমাকে নিরন্তর শক্তিসম্বিত জানিয়াই যোরতর  
তপশ্চর্য্যার অহুষ্ঠান করিয়া থাকেন ; তাঁহারা কখন কাহারও কোন প্রকার অনিষ্ট  
ইচ্ছা করেন না ; অতএব তুমি তাপসগণের প্রতি কদাচ অসন্তুষ্ট হইও না ॥ ১৫—১৬ ॥

দেবরাজ শতক্রতু এই কথা শ্রবণ করিয়া বৃষধ্বজ দেব দেব ভগবান্ শঙ্করকে জিজ্ঞাসা  
করিলেন, প্রভো ! যদি কাহারও অনিষ্ট ইচ্ছা নাই তবে বেদব্যাগ কি নিমিত্ত এতাদৃশ  
উগ্রতর তপস্তার প্রবৃত্ত হইয়াছেন ? তাঁহার মনোগত উদ্বেগ কি, সেইটী প্রকাশ করিয়া  
বলুন ॥ ১৭ ॥

শিব উবাচ ।

পারশর্যস্তে পুত্রাৰ্ধী তপশ্চরতি দুশ্চরম্ ।  
পূর্ণং বর্ষশতং জাতং দদাম্যদ্য হৃতং শুভম্ ॥ ১৮ ॥

সূত উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা বাসবং রুদ্রো দয়য়া মুদিতাননঃ ।  
গত্বা ঋষিসমীপস্ত তমুবাচ জগদ্গুরুঃ ॥ ১৯ ॥  
উত্তিষ্ঠ বাসবীপুত্র ! পুত্রস্তে ভবিতা শুভঃ ।  
সর্বতেজোময়ো জ্ঞানী কীর্তিকর্তা তবাহনঘ ! ॥ ২০ ॥  
অখিলস্ত জনস্যাহত্র বল্লভস্তে হৃতং সদা ।  
ভবিষ্যতি গুণৈঃ পূর্ণঃ সাত্ত্বিকৈঃ সত্যবিক্রমঃ ॥ ২১ ॥

সূত উবাচ ।

তদাহকর্য বচঃ শ্রুত্বং কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্তদা ।  
শূলপাণিং নমস্কৃত্য জগামাশ্রমমাত্মনঃ ॥ ২২ ॥  
স গত্বাহশ্রমমেবাহ শু বহুবর্ষশ্রমাতুরঃ ।  
অরণীসহিতং গুহ্যং মমস্বামি চিকীর্ষয়া ॥ ২৩ ॥

ইত্যুক্তং বচনং যস্মৈ স ইত্যুক্তবচনঃ শব্দঃ ॥ ১৭—১৮ ॥ (রূপাপারতন্ত্র্যাৎ ভক্তাহুগ্রহায়ৈব মুদিতানন ইত্যুক্তম্ ॥ ১৯ ॥ সৰ্বমহাত্মতবতেজঃপ্রচুরঃ পঞ্চমহাত্মততেজঃস্বরূপো বা বচঃ জ্ঞানী ব্রহ্মজ্ঞানপূর্ণঃ ॥ ২০ ॥ সত্যবিক্রমঃ অমোঘপ্রভাবঃ ॥ ২১—২২ ॥ ) গুহ্যং গুপ্তমগ্নিং নমস্কেত্য-

শিব কহিলেন, দেবরাজ ! পরাশরনন্দন বাসবদেব একমাত্র পুত্রাভিলাষী হইয়াই জন্মশ্রমে তপোহুমুষ্ঠানে নিরত হইয়াছেন ; ঐরূপ তপস্তায় তাঁহার শতবর্ষকাল পূর্ণ হইয়াছে, অতএব, বাহাতে তাঁহার পরম মঙ্গলময় পুত্র উৎপন্ন হয়, এক্ষণে আমি তাঁহাকে তাদৃশ বরই প্রদান করিব ॥ ১৮ ॥

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিগণ ! ভগবান্ জগদ্গুরু রুদ্রদেব বাসবকে এই কথা বলিয়াই পরম প্রফুল্ল বধনে বেদব্যাসের নিকট বাইরা কহিলেন, হে বাসবীপুত্র ! তোমার একটা পরম মঙ্গলময় পুত্র হইবে ; অতএব আর তপঃক্লেশে প্রয়োজন নাই, উত্থান কর ॥ ১৯—২০ ॥ আমার বরপ্রভাবে তোমার পুত্র এতদূর জ্ঞানী হইবে যে, সে পঞ্চ মহাত্মতের স্তায় তেজো-ময় হইয়া তোমার কীর্তি স্থাপন করিবে ; অধিক কি, এই অখিল সংসার মধ্যে তোমার পুত্র সৰ্বদা সমস্ত সম্বন্ধে পরিপূর্ণ হইয়া সত্যপ্রভাবে সৰ্ব্জন প্রিয় হইবে ॥ ২১ ॥

মহর্ষিগণ ! তৎকালে ঋষিপ্রবর কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাদৃশ মধুর বাক্য শ্রবণে আশ্লাদে পূর্ণ-কিত হইয়া ভগবান্ শূলপাণিকে প্রণাম করিয়া নিজ আশ্রমভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥ ২২ ॥ তিনি বহু বর্ষের তপঃক্লেশে ক্লান্ত হইয়া স্বীয় আশ্রমে আসিবামাত্র অন্তর্ভূত অগ্নিদেবের



মহনং কুব্জতন্তস্য চিত্তে চিন্তাভরন্তদা ।

প্রাচুর্ভব সহসা হতোংপত্তৌ মহান্ননঃ ॥ ২৪ ॥

মহানারণিসংযোগান্নান্নান্নচ্চ সমুদ্ভবঃ ।

পাবকস্য যথা তদ্বৎ কথং মে স্যাৎ হতোদ্ভবঃ ॥ ২৫ ॥

পুত্রারণিস্ত্ব যা খ্যাতা সা মমাদ্য ন বিদ্যতে ।

তরুণী রূপসম্পন্ন কুলোৎপন্ন পতিব্রতা ॥ ২৬ ॥

কথং কেরামি কান্তাঞ্চ পাদয়োঃ শৃঙ্খলাসমাম্ ।

পুত্রোৎপাদনদক্ষাঞ্চ পতিব্রত্যে সদা স্থিতাম্ ॥ ২৭ ॥

পতিব্রতাপি দক্ষাপি রূপবত্যপি কামিনী ।

সদা বন্ধনরূপা চ স্বেচ্ছাস্থবিধায়িনী ॥ ২৮ ॥

শিবোহপি বর্ততে নিত্যং কামিনীপাশসংযুতঃ ।

কথং কেরাম্যহং চাত্র দুর্ঘটঞ্চ গৃহাশ্রমম্ ॥ ২৯ ॥

ঘরঃ ॥ ২৩—২৪ ॥ মহানো মহনদণ্ডঃ ॥ ২৫ ॥ পুত্রারণিঃ পুত্রজননী কামিনী মম নাস্তি ॥ ২৬ ॥  
(বিশুদ্ধবীজধারণোপযোগিক্ষেত্রস্তাপি প্রয়োজনমিতি দর্শয়মাংস্। পুত্রোৎপাদনদক্ষাঃ মহদবীজ-  
ধারণক্ষমামিতি ভাবঃ ॥ ২৭—২৮ ॥ দুর্ঘটং দুর্ঘটনায়্য স্মলীভূতং বধা তপস্বিনো দরিত্রস্ত মম

উৎপাদন কামিনায় অরণীকান্ধঘর মহন করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥ অরণী মহন করিতে  
করিতে সহসা সেই মহান্নার অন্তরে পুত্রোৎপত্তি বিষয়ক এইরূপ গভীর চিন্তাতার  
আসিয়া উপস্থিত হইল; (তিনি ভাবিলেন যে,) যেমন এই উত্তরারণী রূপ মহন লইয়া  
অধরারণীর সহিত সংযোগ করিয়া মহন (ঘর্ষণ) করিলে অগ্নির আবির্ভাব হয়, সেইরূপ  
অধরারণীর অভাবে আমার পুত্র কিরূপে উৎপন্ন হইবে!! কেননা, এই ভূমণ্ডল মধ্যে বাহা  
পুত্রারণী বলিয়া বিখ্যাত, তাহা সৎকুল সম্ভূত রূপ গুণ সম্পন্ন পতিব্রতা সুবতী ভাষ্যা ত,  
একদা আমার নিকট উপস্থিত নাই!! পরন্তু, কামিনী পুত্রোৎপাদন কুশলা পতিব্রতা  
ধর্মাবলম্বিনী হইলেও যে, উত্তর পদের নিগড় দৌহ শৃঙ্খলার দ্বারা তাহাতে সংশয় নাই;  
অতএব, আমি ইহা জানিয়া শুনিয়া কি রূপে দার পরিগ্রহ করিতে পারি!! আর কথা এই,  
দ্রী পতিব্রতা, সমস্ত গৃহকার্য্য নিশুণা মনোমোহিনী রূপবতী এমন নহি, যদি নিজ ইচ্ছামত  
সুখদাত্রীও হয়, তথাপি যে, সে নিরন্তর বন্ধন বন্ধন, তাহাতে আর সন্দেহ কি ॥ ২৪—২৮ ॥  
অধিক কি, যখন যখন সদাশিবও সর্বদা কামিনী রূপ নিগড় পাশে সংবদ্ধ, তখন অন্তরে  
কথা আর কি বলিব। আমি এই সকল বুঝিতে পারিয়াও কি এক্ষণে দুর্ঘটনার স্মলীভূত  
প্রাণেই আশ্রমে সন্নত হইতে পারি? ॥ ২৯ ॥

হে মহর্ষিবংশল! মহান্না কক্ষবেপারন এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়  
দ্বিতীয় রূপিনী স্বতাচী অপরা সঙ্গীপহ আকাশ নগলেপাকিয়াই তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল।

এবং চিস্তয়তস্তস্য স্মৃতাচী দিব্যরূপিণী ।  
 প্রাপ্তা দৃষ্টিপথং তত্র সমীপে গগনে স্থিতা ॥ ৩০ ॥  
 তাং দৃষ্ট্বা চপলাপাক্ষীং সমীপস্থাং বরাপ্সরাম্ ।  
 পঞ্চবাণপরীতাস্তুর্ণমাসীদ্ধ তত্রতঃ ॥ ৩১ ॥  
 চিস্তয়ামাস চ তদা কিল্করোম্যদ্য সঙ্কটে ।  
 ধর্মস্য পুরতঃ প্রাপ্তে কামভাবে ছুরাসদে ॥ ৩২ ॥  
 অঙ্গীকরোমি যদ্যেনাং বঞ্চনার্থমিহাগতাম্ ।  
 হসিষ্যন্তি মহাত্মানস্তাপসা সাস্তু বিহ্বলম্ ॥ ৩৩ ॥  
 তপস্তপ্ত্বা মহাঘোরং পূর্ণং বর্ষশতম্ভিহ ।  
 দৃষ্ট্বাপ্সরাক্ষং বিবশঃ কথং জাতো মহাতপাঃ ॥ ৩৪ ॥  
 কামং নিন্দাপি ভবতু যদি স্যাদতুলং স্তম্ভম্ ।  
 গৃহস্থাশ্রমসমুত্তং স্তম্ভদং পুত্রকামদম্ ॥ ৩৫ ॥

গৃহাশ্রমো নিতরাং দ্বর্ঘটনায়ৈব নতু স্তম্ভ ইতি মহাহ কথং করোমীতি ॥ ২৯—৩০ ॥) ধৃত-  
 ব্রত ইতি । ধৃতব্রতোহপি পঞ্চবাণেন পরাতাপ্তো বিক্রান্ত আসীদিত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩২ ॥ ( বঞ্চনার্থং  
 মাং প্রতারয়িতুং মম তপস্ত্তোজোহাসার্থমিতি শেষঃ সমাগতাং এনাং ধূর্তাং দেবকন্তাং ধর্মস্তা-  
 গ্রতঃ কথং স্বীকরোমি জানন্নপীতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥ ) হাসমেবাহ তপস্তপ্ত্বুতি ॥ ৩৪ ॥

হে মহর্ষিগণ ! মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যদিচ, আজীবন ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবগমী ছিলেন, কিন্তু, সেই  
 চঞ্চল অপাঙ্গদেশ পরিশোভিত অঙ্গুরঃপ্রবরা স্মৃতাচীকে দর্শন করিবামাত্র মন্থখের শর-  
 প্রভাবে তাঁহার সমস্ত অঙ্গ একেবারে অবশ হইয়া পড়িল ॥ ৩০—৩১ ॥ (তিনি আপনার তাদৃশ  
 অবস্থা দেখিয়া ভাবিলেন যে,) এক্ষণে আমি এই উপস্থিত সঙ্কট সময়ে কি উপায় অবলম্বন  
 করিব !! এই অঙ্গরা আমাকে প্রতারিত করিতে আসিয়াছে, ইহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারি-  
 য়াও যদি আমি ছুনিবার কল্পণের বশবর্তী হইয়া দেদীপ্যমান ধর্ম সন্মুখে ইহাকে স্বীকার  
 করি, তাহা হইলে এই মহাত্মা তাপসগণ আমার দ্রুদ্রূপ বিমূঢ় ভাব দেখিয়া যে অত্যন্ত  
 উপহাস করিবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ৩২—৩৩ ॥ মহাতপা ব্যাস শত সংবৎসর কাল  
 যোরতরতপস্তা করিয়া ও একটা অঙ্গরাকে দেখিবামাত্র কি প্রকারে একেবারে অবশাজ  
 হইয়া পড়িল, কি আশ্চর্য্য !! চতুর্দিক হইতেই যে এইরূপ নিন্দা বাদ সমুখিত হইবে তাহাও  
 বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি ॥ ৩৪ ॥ আচ্ছা তাহাও হউক, যদি অতুলনীয় স্তম্ভোৎপত্তি হয়,  
 তাহাও স্বীকার করিলাম । পূর্বাচার্য্যগণও গৃহস্থাশ্রমকে সমস্ত পুণ্যের বা সর্ব্ব স্তম্ভের  
 আকর অর্থাৎ পুত্রকামনাপ্রদ, স্বর্গপ্রদ এমন কি জ্ঞানীদিগের মুক্তিপ্রদ পর্য্যন্ত বলিয়া  
 নির্দেশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই দেবকন্তা দ্বারা তাহার অর্থাৎ পুণ্যময় গার্হস্থ্য আশ্রম

স্বর্গদঞ্চ তথা প্রোক্তং জ্ঞানিনাং মোক্ষদং তথা ।

ন ভবিষ্যতি তন্ম নমনয়া দেবকন্তয়া ॥ ৩৬ ॥

নারদাচ্চ ময়া পূৰ্ব্বং শ্রুতমস্তি কথানকম্ ।

যথোৰ্ব্বিশীবশো রাজা পরাভূতঃ পুরুষবাঃ\* ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে  
ব্যাসায় শিববরপ্রদানো নাম দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

যদি স্ত্রীদুলমিতি । ইয়মপরা ভোগং দত্তা গমিষ্যতি ন জনয়া গৃহস্থাশ্রমজন্তুঃ স্ত্রুথং স্ত্রীদিত্তি  
ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥ গৃহস্থাশ্রমসম্ভূতং পুণ্যমিতি শেষঃ ॥ ৩৬—৩৭ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

জন্তু যে কোন স্ত্রুথই হইবে না তাহাতে আর সংশয় কি ? কারণ, চন্দ্রবংশীয় মহারাজ  
পুরুষবা যে প্রকারে অপ্সরঃপ্রধানা উৰ্ব্বশীর বশবর্তী হইয়া একেবারে অশেষ ক্লেশ সাগরে  
নিমগ্ন হইয়াছিলেন সেই সমস্ত বৃত্তান্ত পূৰ্বে আমি দেবর্ষি নারদের মুখে শ্রবণ  
করিয়াছি ॥ ৩৫—৩৭ ॥

অষ্টাদশসহস্র শ্লোকায়ুক্ত মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের

প্রথমস্কন্ধে ব্যাস প্রতি শিবের বরপ্রদান বিষয়ক

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

\* টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে সার্ব্ব বহুত্রিংশং শ্লোক ।

## একাদশোহ্মধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

কোহসৌ পুরুষা রাজা কোর্কশী দেবকন্তকা ।  
কথং কন্ঠক সম্প্রাপ্তং তেন রাজ্ঞা মহাত্মনা ॥ ১ ॥  
সর্বং কথানকং বৃহি লোমহর্ষণজাহনুনা ।  
শ্রোতুকামা বয়ং সর্বৈঃ ত্রিমুখাজ্জ্যোতং রসম্ ॥ ২ ॥  
অমৃতাদপি মিষ্টা তে বাণী সূত ! রসাস্বিকা ।  
ন তৃপ্যামো বয়ং সর্বৈঃ স্বধয়া চ যথাহমরাঃ ॥ ৩ ॥

সূত উবাচ ।

শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সর্বৈঃ কথাং দিব্যাং মনোরমাম্ ।  
বক্ষ্যাম্যহং যথা বুদ্ধ্যা শ্রুতাং ব্যাসবরোত্তমাং ॥ ৪ ॥

---

বড়শীতিমহান্নোক্তৈর্দুঃখোৎপত্তি কথ্যতে ।

কামবাণৈস্ত বিদ্ধব্যঃ মহতাঃ যত্র ভগ্যতে ॥

পূর্বাধ্যায়ের ‘যথোর্কশীবশো রাজা পরাভূতঃ পুরুষাঃ’ ইত্যুক্তং তত্র কোহসৌ পুরুষাঃ  
কথংমুংপন্ন ইতি ঋষয়ঃ পৃচ্ছন্তি কোসাবিতি । কন্ঠং ক্লেশঃ ॥ ১—২ ॥ ন তৃপ্যাম ইতি ।  
তয়েতি শেষঃ ॥ ৩ ॥

---

শৌনকাদি ঋষিগণ কহিলেন, সূত ! তুমি বীহার কথ্য বলিলে, সেই রাজা পুরুষা  
কে ? আর সেই দেবকন্তা উর্কশীই বা কে ? বিশেষতঃ সেই মহাত্মা নরপতি তাদৃশ কষ্টই বা  
কিরূপে প্রাপ্ত হইরাছিলেন ? হে লোমহর্ষণ নন্দন ! বৎস সূত ! তোমার মুখকমল নিঃসৃত  
স্বমধুর কথাপ্রসঙ্গ শ্রবণের নিমিত্ত আমরা সকলেই অত্যন্ত স্পৃহান্বিত হইরাছি ; অতএব,  
তুমি আমাদের নিকট সেই কথা সবিস্তার বর্ণনা করিয়া বল ॥ ১—২ ॥ যেরূপ অমরবৃন্দ  
ভূরি ভূরি স্বধাপানেও কদাচ পরিতৃপ্ত হইয়া না, সেইরূপ আমরাও তোমার অমৃত অপে-  
ক্ষাও স্বমধুর রসময়ী কথা শ্রবণে তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না ॥ ৩ ॥

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিগণ ! আপনারা সকলেই সেই অনৌকিক মনোহর কথাপ্রসঙ্গ শ্রবণ  
করুন । আমি গুরুদেব মহর্ষি বেদব্যাসের মুখে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি এবং তাঁহার অমোঘ-  
বরপ্রার্থন্যে-যেরূপ বোধশক্তি প্রাপ্ত হইরাছি তদনুসারেই আপনাদিগের নিকট বর্ণনা করিব

গুরোস্ত দয়িতা ভাৰ্য্যা তাতা নামেতি বিজ্ঞতা ।  
 রূপর্যোবনযুক্তা সা চার্কবঙ্গী মদবিহ্বলা ॥ ৫ ॥  
 গঠৈকদা বিধোদ্ধাম যজ্ঞমানস্ত ভামিনী ।  
 দৃষ্টা চ শশিনাহত্যর্থং রূপর্যোবনশালিনী ॥ ৬ ॥  
 কামাতুরস্তদা জাতঃ শশী শশিমুখীং প্রতি ।  
 সাহপি বীক্ষ্য বিধুং কামং জাতা মদনপীড়িতা ॥ ৭ ॥  
 তাবল্যোন্ত্যং প্রেমমুক্তৌ স্মরাতৌ চ বভূবতুঃ ।  
 তাতা শশী মদোন্মত্তৌ কামবাণপ্রপীড়িতৌ ॥ ৮ ॥  
 রেমাতে মদমত্তৌ তৌ পরস্পরস্পৃহাস্থিতৌ ।  
 দিনানি কতিচিত্তত্র জাতানি রমমাণয়োঃ ॥ ৯ ॥  
 বৃহস্পতিস্ত দুঃখার্তঃ তারামানয়িতুং গৃহম্ ।  
 প্রেষয়ামাস শিষ্যস্ত নায়াতা সা বশীকৃত্য ॥ ১০ ॥  
 পুনঃ পুনর্যদা শিষ্যং পরাবর্তত চন্দ্রমাঃ ।  
 বৃহস্পতিস্তদা ক্রুদ্ধো জগাম স্বয়মেব হি ॥ ১১ ॥

যথা শ্রুতান্তথেনি শেষঃ ॥ ৪ ॥ ( চারুণি মনোজ্ঞানি অঙ্গানি যন্তাঃ সা ॥ ৫—৭ ॥ পর-  
 স্পরাস্মরাগং প্রদর্শয়ন্তাহ । তাবতি ॥ ৮ ॥ মদেন শৃঙ্গারজ্বলিতমত্ততয়া মত্তৌ উন্মত্তৌ ॥ ৯—১১ ॥

সন্দেহ নাই ॥ ৪ ॥ কোন সময় রূপর্যোবনাঢ্যা মনোরম অঙ্গসৌষ্ঠব সমন্বিতা সৰ্বদা হাবভাব  
 বিহ্বলাঙ্গী ত্রিলোকবিজ্ঞতা সুরগুরু বৃহস্পতির প্রিয়তমা ভাৰ্য্যা বরবর্ণিনী তাতা নিজপতির  
 যজ্ঞমান চন্দ্রদেবের গৃহে সমাগত হইলে, দৈবগতিকে শশধর তাঁহাকে দেখিতে পাই-  
 লেন ॥ ৫—৬ ॥ শশলাঞ্জন তাদৃশ রূপ যোবনসম্পদা শশিমুখী তাতাকে অবলোকন করিবা-  
 মাত্র কন্দর্পের বশবর্তী হইয়া পড়িলেন ; সেইরূপ তাতাও স্বধাকরের সেই অপূর্ণ সুধাময়  
 কমলীয় কাস্তি সন্দর্শনে একেবারে মত্তপ্রাণে প্রপীড়িত হইলেন ॥ ৭ ॥ হে মহর্ষিগণ !  
 এইরূপে তাতা আর শশাঙ্কদেব পরস্পর সন্দর্শন নাট্রেই কুসুম শরাসনের শরাঘাতে উভ-  
 য়েই উভয়ের প্রেমলালসায় একেবারে মদোন্মত্ত হইয়া পড়িলেন ॥ ৮ ॥ তদনন্তর, তাঁহারা  
 গুরুশিষ্য ভাব বিনর্জন দিয়া মদিরামত্তের স্থান বোবত্তর আসক্ত হইয়া রমণে প্রবৃত্ত  
 হইলেন ; এইরূপে কতিপয় দিবস তাঁহাদিগের নিরন্তর রতিক্রীড়ায় অতিবাহিত হইলে,  
 স্ত্রীচার্য্য বৃহস্পতি অতীব দুঃখিত হইয়া তাতাকে স্বগৃহে আনিবার নিমিত্ত একজন  
 শিষ্যকে পাঠাইয়া দিলেন ; কিন্তু, তাতা যুগলাঙ্কনের এতদূর বশবর্তিনী হইছিলেন যে  
 তৎকালে তাঁহার অন্তর হঠাৎ পতিস্নেহাদি একেবারে দূরে পলায়ন করিয়াছিল ; ফলত  
 তিনিসেই প্রেরিত শিষ্যের সহিত পতিগৃহে আর প্রত্যাগমন করিলেন না ॥ ৯—১০ ॥ পরন্তু,  
 চন্দ্রদেব যখন, বারংবার গুরুপ্রেরিত শিষ্যকে প্রত্যাখ্যান করিলেন, তখন গুরুদেব বৃহস্পতি

গচ্ছা সোমগৃহং তত্র বাচস্পতিরুদারধীঃ ।

উবাচ শশিনং ক্রুদ্ধঃ স্ময়মানং মদাশ্রিতম্ ॥ ১২ ॥

• কিং কৃতং কিল শীতাংশো ! কৰ্ম্ম ধৰ্ম্মবিগৰ্হিতম্ ।

রক্ষিতা মম ভার্য্যেয়ং স্তন্দরী কেন হেতুনা ॥ ১৩ ॥

তব দেব ! গুরুশ্চাহং যজমানোহসি সৰ্ব্বথা ।

গুরুভার্য্যা কথং মৃঢ় ! ভুক্তা কিং রক্ষিতাহবাবা ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্মহা হেমহারী চ সুরাপো গুরুতল্লগঃ ।

মহাপাতকিনো হেতে তৎসংসর্গী চ পঞ্চমঃ ॥ ১৫ ॥

মহাপাতকযুক্তস্ত্বং ছুরাচারোহতিগৰ্হিতঃ ।

ন দেবসদনাহোহসি যদি ভুক্তেয়মঙ্গনা ॥ ১৬ ॥

মুঞ্জেমামসিতাপান্ধীং ন যামি সদনং মম ।

নোচেদ্বক্ষ্যামি দুষ্কৃত্যন ! গুরুদারাপহারিণম্ ॥ ১৭ ॥

বাচাং পতিঃ । উদার। মহতী ধীর্দ্ধিগন্ত ॥ ১২ ॥ শীতা শীতলা অংশবো রশ্ময়ঃ বস্ত্র তৎসম্বন্ধো ।  
ধৰ্ম্মেণ ধৰ্ম্মশাস্ত্রেণ বিগৰ্হিতং নিদ্রিতম্ । গুরুভার্য্যাহরণস্ত- ধৰ্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধমিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥  
তব দেবগুরুশ্চাহমিতি । হে দেব ! তবাহং গুরুসমীত্যয়ঃ । কিং রক্ষিতেতি । কিমর্থং  
রক্ষিতেত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥ ( গুরুতল্লগঃ শয্যাং গচ্ছতীতি । গুরুভার্য্যাগামীত্যর্থঃ ॥ ১৫—১৬ ॥ )  
নোচেদ্বক্ষ্যামীতি । শাপমিতি শেষঃ ॥ ১৭—১৮ ॥

অত্যন্ত কুপিত হইয়া স্বয়ং তথায় গমন করিলেন ॥ ১১ ॥ উদারমতি গুরুদেব বাচস্পতি  
সেহলে আসিয়াই সেই ঐশ্বর্য্যমদগর্জিত শব্দধরকে ক্রোধান্বরে কহিলেন, হিমাংশো ! তুমি  
কি প্রকারে এরূপ ধৰ্ম্মবিগৰ্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে ? তুমি কি জ্ঞত্বই বা আমার সৰ্ব্ব-  
স্বলক্ষণা ভার্য্যাকে নিজগৃহে এতদিন রক্ষা করিলে ? চন্দ্রদেব ! দেখ, আমি সৰ্ব্বপ্রকারেই  
তোমার পুঞ্জীয় ! কারণ, আমি তোমার গুরু, তুমি আমার যজমান !! রে মৃঢ় ! তুই কি  
প্রকারে গুরুভার্য্যাকে উপভোগ করিলি ? তাহা না হইলে তুই কি জ্ঞত্ব তাহাকে এতদিন  
নিজগৃহে রাখিয়াছিস্ ? ॥ ১২—১৪ ॥ এই ভূমণ্ডলে ব্রহ্মহত্যাকারী, স্ববর্ণচোর, সুরাপানী  
আর গুরুপত্নীগামী ইহারা সকলেই মহাপাতকী ; এমন কি যে ব্যক্তি এই চারিপ্রকার  
লোকের সংসর্গে থাকে সেই পঞ্চম ব্যক্তিও শাস্ত্রে মহাপাতকী বলিয়া নির্দিষ্ট হই-  
য়াছে ॥ ১৫ ॥ রে মৃঢ় ! যদি তুই আমার পত্নীকে সন্তোষ করিয়া থাকিস্ তাহা হইলে  
তোর সদৃশ বিগৰ্হিতকৰ্ম্মকারী ছুরাচার মহাপাতকী আর বিশ্বসংসারে বোধ হয় কোন  
ব্যক্তিই বর্তমান নাই ! স্মতরাং তুই আর কোনক্রমেই দেবসমাজে যাইবার যোগ্যপাত্র  
নহিস ॥ ১৬ ॥ রে দুহায়ন ! তুই যখন গুরুদার অপহরণ করিয়াছিস্, তখন তোর অসাধ্য  
কোন কার্য্যই নাই ! বাহা হউক তুই এখনও সেই অসিতাপান্ধী বরারোহা কামিনীকে

ইত্যেবং ভাষমাণং তমুবাচ রোহিণীপতিঃ ।

গুরুং ক্রোধসমায়ুক্তং কাস্তাবিরহদুঃখিতম্ ॥ ১৮ ॥

ইন্দুরুবাচ ।

ক্রোধান্তে তু ছুরারাদ্যা ব্রাহ্মণাঃ ক্রোধবর্জিতাঃ ।

পূজার্তা ধর্মশাস্ত্রজ্ঞা বর্জনীয়াস্ততোহন্যথা ॥ ১৯ ॥

আগমিষ্যতি সা কামং গৃহস্তে বরবর্ণিনী ।

অত্রৈব সংস্থিতা বালা কা তে হানিরিহানঘ ! ॥ ২০ ॥

ইচ্ছয়া সংস্থিতা চাত্র স্নখকামার্ধিনী হি সা ।

দিনানি কত্রিচিৎ স্থিত্বা স্বেচ্ছয়া চাগমিষ্যতি ॥ ২১ ॥

ত্বয়ৈবোদাহৃতং পূর্বং ধর্মশাস্ত্রমতস্তথা ।

ন স্ত্রী হুয্যতি চারেণ ন বিপ্রো বেদকর্মণা ॥ ২২ ॥

ক্রোধান্তে ইতি । ব্রাহ্মণাঃ ক্রোধাদেব ছুরারাদ্যা অপূজ্যা ভবন্তীত্যর্থঃ । অথ ক্রোধ-  
বর্জিতা ধর্মশাস্ত্রজ্ঞাঃ পূজার্তা ভবন্তি । এতে যে পূজার্তা উক্তান্ততন্ত্বেভ্যোহন্যথাংন্যপ্রকাবে  
যে ক্রোধযুক্তান্তে পূজার্তাঃ বর্জনীয়া ইতি শাস্ত্রমর্থ্যাণা । অতঃপুং গুরো ! ক্রোধং বিহার  
পূজ্যো ভব ন তু তমালম্ব্যাপূজ্যো ভবেতি ভাবঃ ॥ ১৯—২১ ॥ পাতকে ক্রুতত্বংপি চারেণ  
রজঃসঞ্চারেণ রজোদর্শনে ন স্ত্রী ন হুয্যতীতি স্ময়া বাহস্পত্যমতে উক্তমিতি ভাবঃ । তদ্বক্তব্যম্ ।

পরিত্যাগ কর, নচেৎ আমি এই সঙ্গেই তোকে অভিসম্পাত প্রদান করিব; ফলত  
আমি তাহাকে না লইয়া কোনক্রমেই নিজগৃহে প্রতিগমন করিব না । হে মহর্ষিমণ্ডল !  
সুরাচার্য্য কাস্তাবিরহ দুঃখে কুপিত হইয়া এই সমস্ত কথা বলিলে পর রোহিণীপতি চন্দ্র  
অতিশয় গর্ভভরে উন্নত হইয়া তাঁহার প্রতি এইরূপ উত্তর করিলেন ॥ ১৭—১৮ ॥

এই ত্রিলোকী মধ্যে ক্রোধাদিরিপূর্বকৃত ধর্মশাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণই সম্মান প্রাপ্ত হইবার  
উপযুক্ত পাত্র; আর বাহারা কেবল ক্রোধের বশীভূত, তাহারা কোনক্রমেই পূজনীয়  
নহে; বরং তাহাদিগকে দূর করিয়া দেওয়াই কর্তব্য ॥ ১৯ ॥ আপনি অন্তরে কোন কুভাব  
ভাবিবেন না; সেই বরারোহা অবলা নিজ ইচ্ছামত অবশ্যই আপনার গৃহে প্রতিগমন  
করিবেন; সম্ভ্রুতি করেকদিবস এখানে অবস্থান করিতেছেন তাহাতে আপনার ক্রুতি  
কি ? ॥ ২০ ॥ তিনি এস্থলে কেবল স্নখসন্তোষ লালসাতেই অবস্থান করিতেছেন; অতএব  
কতিপয় দিবস থাকিয়াই আবার নিজ ইচ্ছামত প্রতিগমন করিবেন ॥ ২১ ॥ দেখুন, ব্রাহ্মণ  
শতসংখ্য কুর্কর্ম করিলেও একমাত্র বৈদিকক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা সমস্ত পাপরাশি হইতে  
বিমুক্ত হয় সেইরূপ ব্যভিচার ছষ্টা ত্রীলোক ও মাসিক রজঃসঞ্চার দ্বারা পরপুরুষ সন্তোগ-  
জনিত সমস্ত দ্রুতি সাগর হইতে মুক্তিলাভ করে, পূর্বে আপনিই ত, ধর্মশাস্ত্রে এইরূপ

ইত্যুক্তঃ শশিনা তত্র গুরুরত্যস্তদুঃখিতঃ ।

জগাম স্বগৃহং তূর্ণং চিন্তাবিকটঃ স্মরাভুরঃ ॥ ২৩ ॥

দিনানি কতিচিন্তত্র স্থিত্বা চিন্তাভুরো গুরুঃ ।

যযাবথ গৃহং তস্ত দ্বরিতশ্চৌষধীপতেঃ ॥ ২৪ ॥

স্থিতঃ ক্ষত্রা নিষিক্কোহসৌ দ্বারদেশে রুমাস্থিতঃ ।

নাজগাম শশী তত্র চুকোপাতি, বৃহস্পতিঃ ॥ ২৫ ॥

অয়ং মে শিষ্যতাং যাতে গুরুপত্নীস্ত মাতরম্ ।

জগ্রাহ বলতোহধর্ম্যো শিক্ষণীয়ো ময়াধুনা ॥ ২৬ ॥

উবাচ বাচং কোপাতু দ্বারদেশে স্থিতো বহিঃ ।

কিং শেষে ভবনে মন্দ ! পাপাচার ! স্মরাধম ! ॥ ২৭ ॥

দেহি মে কামিনীং শীঘ্রং নোচেচ্ছাপং দদাম্যহম্ ।

করোমি ভাস্সসাম্ নং ন দদাসি প্রিয়াং মম ॥ ২৮ ॥

প্রায়শ্চিত্তং ভবেৎ স্ত্রীণাং যন্মাসে রজসশ্চ্যুতিরিতি ॥ ২২—২৩ ॥ (ওষধীনাং পতিচক্ষুস্তস্ত । চক্ষুরিগম্পর্শেন হি সর্বা ওষধয়ঃ পরিণতাং যাস্তীতি তথাস্থম্ ॥ ২৪—২৮ ॥)

উপদেশ করিয়াছিলেন। (তবে আবার ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া নিরর্থক কতকগুলি কটুক্তি প্রয়োগ করিতেছেন কেন ?) ॥ ২২ ॥

চন্দ্রদেব এইরূপ অবজ্ঞাসূচক উক্তিদ্বারা নিরাশ করিলে পর, বৃহস্পতি সে স্থলে আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া অতি দুঃখিতভাবে নিজগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন ; কিন্তু আসিবার সময় তিনি মনে মনে তারার অসামান্য রূপলাবণ্যের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে ক্রমে একেবারে মন্থপ্রপীড়িত হইয়া পড়িলেন ॥ ২৩ ॥ এইরূপে কয়েকদিবস মাত্র অতিবাহিত করিয়াই ভার্য্যার বিরহযাতনায় অত্যন্ত কাতর হইয়া অবিলম্বে ওষধীনাথ চন্দ্রের গৃহে আসিয়া উপনীত হইলেন। তিনি তথায় আসিয়াই কোপভরে যেমন চন্দ্রদেবের ভবনমধ্যে প্রবেশ করিবেন অমনি দ্বারপালকর্তৃক নিবারিত হইয়া অগত্যা সেই দ্বারদেশেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে চন্দ্রদেব তাঁহার আগমন সংবাদ পাইয়াও অন্তঃপুর হইতে আর বাহিরে আসিলেন না। শশীর এতাদৃশ অসম্ব্যবহার দর্শনে স্মরাচার্য্য অতিশয় রোষভরে মনে মনে এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন, যে, হায় ! এই অধার্মিক ছরায়া চিরকাল আমার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াও এক্ষণে নিজ মাতার স্বরূপ গুরুপত্নীকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিল, কি আশ্চর্য্য !! পরন্তু এখনি আমি ইহাকে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রদান করিব সন্দেহ নাই ॥ ২৪—২৬ ॥ (তিনি এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে) ক্রমশঃ ক্রোধে অধীর হইয়া সেই দ্বারের বহির্ভাগে থাকিয়াই চন্দ্রদেবকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, রে হরাধম ! হর্ষভে ! উদ্বীর্ণ বোরতর পাণাহুষ্ঠান করিয়াও কি প্রকারে নিশ্চিন্তভাবে অন্তঃ-



সূত উবাচ ।

কুরাণি চৈবমাদীনী ভাষণানি বৃহস্পতেঃ ।

শ্রুত্বা দ্বিজপতিঃ শীঘ্রং নির্গতঃ সদনাদবহিঃ ॥ ২৯ ॥

তমুবাচ হসন্ সোমঃ কিমিদং বহু ভাষসে ।

ন তে যোগ্যাসিতাপাক্ষী সর্বলক্ষণসংযুতা ॥ ৩০ ॥

কুরুপাঞ্চ স্বসদৃশীং গৃহাণাত্যাং স্ত্রিয়ং দ্বিজ ! ।

ভিক্ষুকস্ত গৃহে যোগ্যা নেদৃশী বরবর্ণিনী ॥ ৩১ ॥

রতিঃ স্বসদৃশে কাস্তে নার্যাঃ কিল নিগদ্যতে ॥

ত্বং ন জানাসি মন্দাত্মন ! কামশাস্ত্রবিনির্গমম্ ॥ ৩২ ॥

যথেষ্টং গচ্ছ দুৰ্ব্বুদ্ধে ! নাহং দাস্যামি কামিনীম্ ।

যচ্ছক্যং কুরু তৎ কামং ন দেয়া বরবর্ণিনী ॥ ৩৩ ॥

শীঘ্রং নির্গত ইতি । তস্য নিরাশাকরণং বিনা শাস্তির্ন ভবিষ্যতীতি মত্বা নিরাশাকরণার্থং শীঘ্রং নির্গত ইত্যর্থঃ ॥ ২৯—৩০ ॥ ( যদ্ যেন যজ্ঞাতে লোকে বুধস্তেনৈব যোজয়েদিতি জ্ঞায়-মবলম্ব্যাহ । কুরুপামিতি ॥ ৩১ ॥ মন্দঃ আত্মা বুদ্ধিহীন । কামশাস্ত্রাজ্ঞানাত্ তথাহম্ । কাম-শাস্ত্রস্ত বিনির্গমম্ সিদ্ধান্তম্ ॥ ৩২—৩৩ ॥ ) কামাঙ্কিত্তেতি । যদ্যপি ইন্দ্রপ্রভৃতীনাং গৌতমাদি-

পুরে শয়ন করিয়া রহিয়াছি ; দেখ ! তুই যদি অবিলম্বে আমার সেই মনোরমা ভাষ্যাকে আমার নিকট আনিয়া সমর্পণ না করিস্ তাহা হইলে এই দণ্ডেই অভিসম্পাত প্রদান করিব । রে মূঢ় ! অধিক আর কি বলিব, তুই যদি আমার প্রিয়তমা রমণীকে প্রত্যর্পণ না করিস্ তাহা হইলে, নিশ্চয়ই তোকে এখনি ডম্বসাৎ করিব ॥ ২৭—২৮ ॥

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিগণ ! দ্বিজরাজ যামিনীপতি গুরুদেব বৃহস্পতির এইরূপ নানাপ্রকার কর্তৃশব্দ্যাক্য সকল শ্রবণমাত্র সত্বর অন্তঃপুর হইতে বহির্ভাগে আগমন করিলেন ॥ ২৯ ॥ তদনন্তর, রজনীপতি গুরুর নিকটস্থ হইয়াই হাসিতে হাসিতে কহিলেন, অহে দ্বিজ ! তুমি কিজন্য একরূপ নানাপ্রকার কতকগুলি অপলাপবাক্য প্রয়োগ করিতেছ ! তাদৃশ সর্বলক্ষণ্য অসিতাপাক্ষী কামিনী কি তোমার উপযুক্ত ? তুমি নিজে যেরূপ কলাকার মূর্তি, সেইরূপ আপনার সন্তোগের উপযুক্ত কোন কুরূপা স্ত্রীকে বাইয়া গ্রহণ কব । বিশেষত তুমি ইহা স্থির জানিও যে, ভিক্ষকের গৃহে কখনই সেরূপ বরারোহা রমণী থাকিবার যোগ্য নহে ॥ ৩০—৩১ ॥ রে নিরক্ষাধ ! বুঝিলাম তুমি কামশাস্ত্রের নিগূঢ় তথ্য বিষয় কিছুমাত্র অবগত নহ ; কারণ রতিশাস্ত্রাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ, রমণীদিগের নিজ মনোমত নায়কেই রতির বিষয় নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন ॥ ৩২ ॥ রে দুৰ্ব্বুদ্ধ ! এক্ষণে তোমার যেখানে ইচ্ছা গমন কর, আমি তোমাকে আর সে কামিনী প্রদান করিব না । রে বিপ্র ! তোকে অধিক আর কি বলিব, তোর বাহা ইচ্ছা হয় তদনুষ্ঠানে প্রস্তুত হ' ! বস্তুতঃ আমি

কামার্তস্ত চ তে শাপো ন মাং বাধিতুমৰ্হতি ।

নাহং দদে গুরো ! কাস্তাং যথেষ্টসি তথা কুরু ॥ ৩৪ ॥

সূত উবাচ ।

ইত্যুক্তঃ শশিনা চেজ্যশ্চিস্তামাপ রুঘাষিতঃ ।

জগাম তরসা সন্ন ক্রোধযুক্তঃ শচীপতেঃ ॥ ৩৫ ॥

দৃষ্ট্বা শতক্রতুস্তত্র গুরুং দুঃখাতুরং স্থিতম্ ।

পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়াদৈ্যে পূজয়িত্বা হ্রসংস্থিতঃ ॥ ৩৬ ॥

পপ্রচ্ছ পরমোদারস্তং তথাবস্থিতং গুরুম্ ।

কা চিস্তা তে মহাভাগ ! শৌকার্তৌহসি মহামুনে ! ॥ ৩৭ ॥

কেনাপমানিতৌহসি ত্বং মম রাজ্যে গুরুশ্চ মে ।

ত্বদধীনমিদং সৰ্ব্বং সৈন্যং লোকাধিপৈঃ সহ ॥ ৩৮ ॥

দ্যাপবাধা জাটতব তথাপি ( তে ইন্দ্রাদয়ো গোতমাদীন বঞ্চয়িত্বা স্বয়মেবাহলাদিবু বলাৎ-  
করাৎ প্রবৃত্তাঃ । ইয়ন্ত তব ভার্যা বরবধিনী তারা স্বয়ং মথ্যেব রতা অতন্তে শাপো মাং পীড়-  
য়িতুং নার্তীতি তাৎপর্যার্থঃ ॥ ৩৪ ॥ )

শশিনা চেজ্য ইতি । ইজ্যো গুরুঃ । শচীপতেঃ সন্ন গৃহম্ ॥ ৩৫—৩৬ ॥ (মহান্ ভাগে  
ভাগধ্যেয়ো যন্ত । বিষ্ণু প্রভৃতয়ঃ সৰ্ব্বৈ দেবাঃ যন্ত সাহায্যায় সমুদ্যতা কা কথা তন্ত ভাগ্যশ্চেতি

কখনই তোর হস্তে তাদৃশ বরবর্ণিণী রমণীকে সমর্পণ করিব না । আর তুমি যে আমাকে  
অভিসম্পাত করিবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিতেছিলে, তাহাতে আমি কিঞ্চিৎমাত্রও ভীত  
নহি । কারণ, তুমি কামার্ত হইয়া অভিসম্পাত প্রদান করিলে সে শাপ আমার কিছুমাত্র  
ক্লেশ উৎপাদন করিতে পারিবে না । ওগো গুরুদেব ! তোমাকে আর কি বলিব, আমি  
তোমাকে সেই কমণীয়মূর্ত্তি রমণীকে আর প্রত্যাৰ্পণ করিব না ইহাতে তোমার যেক্রপ ইচ্ছা  
হয় করিতে ক্রটি করিও না ॥ ৩৩—৩৪ ॥

সূত কহিলেন, মহাধিমণ্ডল ! চন্দ্ৰের এতাদৃশ কঠোরোক্তি সকল শ্রবণ করিলে পর পরম  
পূজ্যপাদ সুরাচার্য্য প্রথমতঃ অত্যন্ত চিন্তাপরায়ণ হইলেন ; পরে ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া  
অবিলম্বে শচীপতি দেবেশ্বরের আলয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৫ ॥ পরম উদারপ্রকৃতি  
শতক্রতু গুরুদেবকে মনোদ্বন্দ্বে অতিশয় কাতর দেখিয়া তৎক্ষণাৎ পাদ্য, অৰ্ঘ্য ও আচমনীয়  
প্রভৃতি দ্বারা পূজা পূৰ্ব্বক তাদৃশ বিবৰ্ণ ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । মহাত্মন ! আপনি  
সমাধিনিষ্ঠ বোগিগণেরও বন্দনীয় ; অতএব আপনার এমন কি চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইল  
যাহাতে আপনিও শৌকার্ত হইয়া পড়িলেন ? ভগবন্ ! সমস্ত লোকপালগণসমেত যাবতীর  
সেনাবল বা এই সমস্ত ঐশ্বর্য্য এ সকলই আপনার করায়ত্ত বলিয়া জানিবেন ; বিশেষতঃ

ব্রহ্মা বিমুক্তথা শম্ভুর্যে চাশ্চে দেবসত্তমাঃ ।  
করিয়্যন্তি চ সাহায্যং কা চিন্তা বদ সাম্প্রতম্ ॥ ৩৯ ॥

গুরুরুবাচ ।

শশিনাহপহতা ভাৰ্য্যা তারা মম স্থলোচনা ।  
ন দদাতি স দুষ্কৃত্য প্রার্থিতোহপি পুনঃ পুনঃ ॥ ৪০ ॥  
কিং করোমি সুরেশান ! ত্বমেব শরণং মম ।  
সাহায্যং কুরু দেবেশ ! দুঃখিতোহস্মি শতক্রতো ! ॥ ৪১ ॥  
ইন্দ্র উবাচ

মা শোকং কুরু ধৰ্ম্মজ্ঞ ! দানোহস্মি তব স্তত্রত ! ।  
আনয়িষ্যাম্যহং নুনং ভাৰ্য্যাং তব মহামতে ! ॥ ৪২ ॥

ভাবঃ ॥ ৩৭—৪০ ॥ কিং করোমিতি । তে সুরেশান ! দেবানাং ঈশ্বর ! এতেন ইন্দ্রস্ত বৃহস্পতি-  
দুঃখনিরাকরণে সমর্থত্বং স্মৃতিতম্ । অধুনা অহং কিং করোমিনান্তি মে কাচিৎ কার্য্যাক্রমতঃ

আপনি আমার গুরু হইয়া আমারই রাজ্য মধ্যে কাহার কর্তৃক অবমানিত হইলেন ?  
গুরুদেব ! অধিক আর কি বলিব আপনি আদেশ করিলে, অপরাপর প্রধান প্রধান দেবতার  
কথা দূরে থাকুক ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব পর্য্যন্তও আপনার সাহায্য করিবে ; অতএব, সম্প্রতি  
আপনার চিন্তার বিষয় কি, প্রকাশ করিয়া বলুন ॥ ৩৯—৪০ ॥

হে মহাবিগ্ৰহ ! সুরগুরু (ইন্দ্রের ঈদৃশ ভক্তিমূলক আশ্বাসপ্রদ বাক্যে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত  
হইয়া) কহিলেন, দেবরাজ ! শশধর আমার ভাৰ্য্যা বিশালীনয়না তারাকে অপহরণ করি-  
য়াছে ; এক্ষণে আমি বারংবার তাহার নিকট প্রার্থনা করিতেছি তথাপি সে ছুরিয়া  
কিছুতেই আমাকে প্রত্যর্পণ করিতেছে না ॥ ৪০ ॥ সুরেশ্বর ! আমি এক্ষণে কি উপায়াবলম্বন  
করি বল । কলত তুমিই আমার পরমাত্মন ; কেননা, তুমিই সমস্ত দেবের অধীশ্বর ; বিশেষতঃ  
তুমি নিজ বাহুবল প্রভাবে এককল অশমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছ ; স্তত্রং এ জগতে  
তোমার অসাধ্য কিছুই নাই । অতএব, আমি নিতান্ত দুঃখসাগরে পতিত হইয়াছি এ বিষয়ে  
তুমি আমার সাহায্য কর ॥ ৪১ ॥

ইন্দ্র কহিলেন, ভগবন্ ! আপনি পরম তপোনিষ্ঠ এবং সমস্ত ধৰ্ম্মতত্ত্বের অভিজ্ঞ, সুতরাং  
ভবাদৃশ মহাত্মাদিগের কোন বিষয়ে অভিভূত হওয়া কর্তব্য নহে বিশেষতঃ যখন আমি  
আপনার দাস রহিয়াছি তখন আর চিন্তার বিষয় কি ? হে উদারমতে ! আমি নিশ্চয়ই  
আপনার ভাৰ্য্যাকে প্রত্যানয়ন করিব, আপনি আর শোক করিবেন না ॥ ৪২ ॥ গুরু  
দেব ! আমি এখনি চন্দ্রের নিকট পুত্র পাঠাইতেছি তাহাতে সে যদপেক্ষিত

প্রেষিতে চেম্ময়া দূতে ন দাস্ততি মদাকুলঃ ।  
 ততো যুদ্ধং করিষ্যামি দেবসৈন্যৈঃ সমাবৃতঃ ॥ ৪৩ ॥  
 ইত্যাশ্বাস্য গুরুং শক্রো দূতং বক্তুং বিচক্ষণম্ ।  
 প্রেষয়ামাস সোমায় বার্তাশংসিনমদ্রুতম্ ॥ ৪৪ ॥  
 স গত্বা শশিলোকস্ত ত্বরিতঃ স্ত্রবিচক্ষণঃ ।  
 উবাচ বচনেনৈব বচনং রোহিণীপতিম্ ॥ ৪৫ ॥  
 প্রেষিতোহহং মহাভাগ ! শক্রেণ ত্বাং বিবক্ষ্যামি ।  
 কথিতং প্রভুণা যচ্চ তদুব্রবীমি মহামতে ! ॥ ৪৬ ॥  
 ধর্মজোহসি মহাভাগ ! নীতিং জানাসি স্ত্রতঃ ! ।  
 অত্রিঃ পিতা তে ধর্মাত্মা ন নিন্দ্যং কর্তুর্মহসি ॥ ৪৭ ॥  
 ভার্য্যা রক্ষ্যা সর্বভূতৈর্ব্যথাসক্তি হতন্দ্রিতৈঃ ।  
 তদর্থে কলহঃ কামং ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৮ ॥

অতঃপরে শরণ্য রক্ষাকর্ত্তাহসি । সাহায্যং কুরু তারায় উদ্ধরণে ইতি শেষঃ ॥ ৪১—৪৪ ॥  
 রোহিণীপতিং চক্রম্ ॥ ৪৫—৪৬ ॥ (নীতিবিদো ধার্মিক্য ভাগ্যশালিনো মহদ্বংশপ্রসূতা এবং  
 অধর্মপথ্যং নিরস্তা ভবন্তীতি বক্তৃ বাহ ধর্মজোহসীতি । নিন্দ্যং নিন্দনীয়ং অধর্ম্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥)  
 কলহো বাক্চর্চ্চা ॥ ৪৮ ॥ যথা তবোতি । যথা তব দাররক্ষণে স্ত্রীরক্ষণে যত্নস্তথৈব তস্ত গুরোঃ ।  
 আপনার ভার্য্যা সমর্পণ না করে, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই এই সমস্ত দেবসৈন্যে পরিবৃত্ত  
 হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব তাহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ৪৩ ॥ দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপে  
 গুরুকে আশ্বাস প্রদান পূর্বক যে বাক্তি গুরুর ভার্য্যা আনয়ন বিষয়ে বিশেষ করিয়া  
 বলিতে সমর্থ হইবে তাদৃশ একজন অদ্রুত ক্ষমতাশালী বক্তৃপ্রবর দূতকে বিজরাজের  
 নিকট প্রেরণ করিলেন ॥ ৪৪ ॥ ইন্দ্রপ্রেরিত কার্য্যদক্ষ সেই দূত অবিলম্বে চক্রলোকে গমন  
 করিয়া নীতিমূলক বাক্যের দ্বারা রোহিণীপতি চক্রকে কহিলেন, হে মহাভাগ ! আপনাকে  
 কিছু বলিবার নিমিত্ত সুরেশ্বর ইন্দ্র আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন; আপনি অতিশয় বুদ্ধিমান  
 অতএব দূতবাক্যে কদাচ রুষ্ট হইবেন না; কেননা, প্রভু আমাকে যাহা আদেশ করিয়াছেন  
 আমি তাহাই বলিব মাত্র ॥ ৪৫—৪৬ ॥ আরও দেখুন, ধর্ম্মাত্মা বুদ্ধি অত্রি আপনার পিতা,  
 আপনি নিজেও ধর্ম্মজ্ঞ এবং সমস্ত নীতিশাস্ত্রও অবগত আছেন; বিশেষতঃ উপশ্রব্যা ও  
 নিয়মাদিজনিত গুণ্য প্রভাবে পরম সৌভাগ্যও লাভ করিয়াছেন, অতএব একরূপ বিবিধ-  
 গুণগ্রামে বিভূষিত হইয়া, কোন নিন্দিত কার্য্যের অগ্রদূত করা কোনক্রমেই আপ-  
 নার কর্ত্তব্য হইতেছে না । আর ইহাও আপনি নিশ্চয় জানেন যে, নিজ নিজ ভার্য্যা  
 প্রাণি মাত্রেয়ই বখাশাধ্য রক্ষণীয়, বস্ত্ততঃ সে বিষয়ে কেহই কোন প্রকার উপেক্ষা প্রদর্শন  
 করে না; স্ত্রতঃ সেজন্য বোরতর কলহ উপস্থিত হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৪৭—৪৮ ॥ স্ত্র-  
 বাক্য ! পরীক্ষা বিষয়ে আপনার যেমন যত্ন আছে সেইরূপ তাঁহারও জানিবেন; অতএব

যথা তব তথা তস্য যত্নঃ স্যান্দারক্কেণ ।

আত্মবৎ সৰ্বভূতানি চিস্তয় ত্বং সুধানিধে ! ॥ ৪৯ ॥

অষ্টাবিংশতিসংখ্যাস্তে কামিত্যো দক্ষজাঃ শুভাঃ ।

গুরুপত্নীং কথং ভোক্তুং ত্বমিচ্ছসি সুধানিধে ! ॥ ৫০ ॥

স্বর্গে সদা বসন্ত্যেতা মেনকাদ্যা মনোরমাঃ ।

ভুঙ্ক্ষু তাঃ স্বেচ্ছয়া কামং মুঞ্চ পত্নীং গুরোরপি ॥ ৫১ ॥

ঈশ্বর্য যদি কুর্বন্তি জুগুপ্সিতমহন্তয়া ।

অজ্ঞাস্তদনুবর্তন্তে তদা ধর্মক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ৫২ ॥

তস্মান্মুঞ্চ মহাভাগ ! গুরোঃ পত্নীং মনোরমাম্ ।

কলহস্তমিমিত্তোহদ্য হ্রাণাং ন ভবেদ্বথা ॥ ৫৩ ॥

সূত উবাচ ।

সোমঃ শক্রবচঃ শ্রুত্বা কিঞ্চিৎ ক্রোধসমাকুলঃ ।

ভঙ্গ্যা প্রতিবচঃ প্রাহ শক্রদূতং তদা শশী ॥ ৫৪ ॥

স্তাদিত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥ (কামিনীসন্তোগজনিতস্বপ্নং তব স্বপ্নভমেব তত্রাপি স্বীয়সন্তোগপ্রাচুর্যং প্রদ-  
শয়ন্নাহ অষ্টাবিংশতি সংখ্যা ইতি ॥ ৫০ ॥ পরকীয়সন্তোগসৌলভ্যমপি প্রদর্শয়ন্নাহ স্বর্গে ইতি ।  
স্বেচ্ছয়া নিজাভিলাষেণ এতেন তত্র বিরোধাভাবঃ স্থচিতঃ ॥ ৫১ ॥) অহন্তয়েতি । অহন্ত্যে-  
বেত্যর্থঃ ॥ ৫২—৫৩ ॥

আপনি সকল প্রাণীকেই আপনার মত বিবেচনা করুন । ( যেমন নিজের স্বপ বা চাপ উপস্থিত হইলে, হঠ বা বিষম্ব হইলে তেমনি অস্ত্রের স্বপ চাপে স্বপ চাপে প্রকাশ করা উচিত । ) বিশেষতঃ আপনার আটশটি মনোরমা পত্নী রহিয়াছেন, আর তাঁহারাও সামান্য নারী নহেন সকলেই প্রজাপতি দক্ষের ঔরসজাত কন্যা ; এ সকল সবেও আপনি কোন বিধি অনুসারে গুরুপত্নীকে সন্তোগ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন ? ॥ ৪৯—৫০ ॥ আর যদি আপনার পরকীয়া রমণী সন্তোগেই নিত্য বাসনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে মেনকা, রত্না প্রভৃতি এই যে সকল স্বর্গবেত্তারা নিরত স্বর্গে বাস করিতেছে, তাহাদিগকে লইয়া আপনি সর্বদাই আপনার ইচ্ছামত উপভোগ করুন না ! দেখুন, মহামহিমশালী মহাভারত যদি অহংমদে উন্নত হইয়া নিম্নিত কার্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে অজ্ঞান লোক সেইটিকে কর্তব্য মনে করিয়া সেই মহদাচারিত পথের অনুবর্তী হয় ; সুতরাং তাহাতে প্রকৃত ধর্মও একেবারে অন্তর্হিত হইয়া পড়ে ॥ ৫১—৫২ ॥ অতএব, হে মহাভাগ ! আপনি শ্রুত্বয় সেই মনোমোহিনী ভাগ্যাকে পরিত্যাগ করুন ; অধিক আর কি বলিব, আপনার এই উপরক্ষা এক্ষণে বাহাতে দেবতাদিগের মধ্যে পরস্পর একটা বিবদ বিরোধ উপস্থিত না হয়, আপনি তৎপক্ষে বিশেষ যত্নবান হউন ॥ ৫৩ ॥

## ইন্দুরূবাচ ।

ধর্মজ্ঞোহসি মহাবাহো ! দেবানামধিপঃ স্বয়ম্ ।

পুরোধাপি চ তে তাদৃক্ যুবয়োঃ সদৃশী মতিঃ ॥ ৫৫ ॥

পরোপদেশে কুশলা ভবন্তি বহবো জনাঃ ।

দুর্লভস্ত্ব স্বয়ং কর্তা প্রাপ্তে কশ্মণি সর্বদা ॥ ৫৬ ॥

বাহিষ্পত্যপ্রণীতঞ্চ শাস্ত্রং গৃহ্মস্তি মানবাঃ ।

কো বিরোধোহত্র দেবেশ ! কাময়ানাং ভজন্ স্ত্রিয়ম্ ॥ ৫৭ ॥

স্বকীয়ং বলিনাং সর্বং দুর্বলানাং ন কিঞ্চন ।

স্বীয়া চ পরকীয়া চ ভ্রমোহয়ং মন্দচেতসাম্ ॥ ৫৮ ॥

ভজ্য। স্তুতিনিন্দাফলকাদিকার্থবাদরূপয়া ॥ ৫৪—৫৫ ॥ পরোপদেশে কুশলা ইতি । স্বগ্নিহলাজারত্বং কথং ন জানাসীত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥ বাহিষ্পত্যপ্রণীতমিতি । তস্মিন্ শাস্ত্রে স্ত্রিয়ং কাময়ানাং ভজন্ দুয্যতীত্বাক্তং ততো মম কো বিরোধঃ ॥ ৫৭ ॥ স্বকীয়মিতি । বলিনাং প্রবলানাং সর্বং কৃতাক্তরূপং স্বকীয়মেব যেন কৃতমুত্তমমেব ভবতি । দুর্বলানাং কৃতমপি নোত্তমং ভবতীতি লোকরীতিরিয়ং দর্শিতা । কিঞ্চ মম ভাষ্যাং দেহীতি বদন্ বৃহস্পতিঃ কথং ন লজ্জতি তস্তাঃ ময়ামুরক্তত্বেন মদীয়ত্বাদিত্যাহ স্বীয়া চেতি । যদ্বা প্রবলানাং সর্বং বস্ত্র স্বকীয়মেব ভবতি পরন্তু বস্ত্রনো হরণে সামর্থ্যাৎ । দুর্বলানাং তু ন কিঞ্চন স্বকীয়মপি পরকীয়ং ভবতীত্যর্থঃ । তথাচ মম প্রবলত্বায়মৈব সা বর্তত ইতি ভাবঃ । জ্ঞানদৃষ্টিমবলম্বা বদতি স্বীয়া চেতি । জ্ঞানিনস্ত মম সর্বং স্বকীয়মেব ভবতীতি ভাবঃ ॥ ৫৮—৫৯ ॥

স্বত্ কহিলেন, হে মহর্ষি! চন্দ্রদেব দূতমুখে ইন্দ্র-সন্নিষ্ট সেই সমস্ত বাক্য শ্রবণ মাত্র একেবারে ক্রোধে ব্যাকুলিত হইয়া পড়িলেন; তাহার পর, তিনি তখনই ইন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সেই দূতের সমক্ষেই ঈষৎ ভঙ্গীক্ৰমে প্রতুস্তর প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৫৪ ॥ অহে ইন্দ্র ! তুমি একেত নিজের মহান্ বাহুবলসম্পন্ন, তাহাতে আবার দেবতা-দিগের অধিপতি হইয়াছ, অতএব প্রকৃত ধর্মকে তুমিই চিনিয়াছ, আর সেইরূপ তোমার পুরোহিতটীও পরমধর্মতত্ত্বজ্ঞ; কারণ, তোমাদিগের উভয়ের বুদ্ধিটীও একই প্রকার দেখিতেছি । ফলত কাহারও কিছুমাত্র ইতর বিশেষ নাই ॥ ৫৫ ॥ সুখিলাম, অনেকেই পরোপদেশ বিষয়ে পটু; কিন্তু, সেইরূপ কার্য্য নিজের উপস্থিত হইলে, সকল সময়েই অত্যাচার করিতে পারে, এ সংসারে এক্ষণ লোক দুর্লভ ॥ ৫৬ ॥ অহে দেবেজ ! ভাল, জিজ্ঞাসা করি, মানব মাত্রে সকলেই ত বৃহস্পতিপ্রণীত শাস্ত্র গ্রহণ করে? তবে (তিনি যখন নিজ শাস্ত্রে কামাভি। রমণীসম্বোধে কোন দোষ নাই বলিয়া বিধি দিয়াছেন,) তখন আমিও যদি তাদৃশ সকামা ভীকে উপভোগ করিয়া থাকি, তাহাতে বিরোধ ঘটিবে কেন? ॥ ৫৭ ॥ এই সংসার মধ্যে বাহা কিছু বস্ত্র জাত আছে, তৎসমস্তই প্রবলের ভোগ্য দুর্বলের কিছুই নহে; এটা আপনার আর এটা অন্তের এ সকল কেবল অবিদ্যাভূষ্ট নির্ঝোষদিগের পক্ষেই জানিবে ॥ ৫৮ ॥ বিশেষতঃ তারা আমাতে যে রূপ অমুরাগিণী তোমার গুরু প্রতি

তারা ময়ানুরক্তা চ যথা ন তু তথা গুরো ।  
 অনুরক্তা কথং ত্যাজ্যা ধৰ্ম্মতো ন্যায়তন্তুধা ॥ ৫৯ ॥  
 গৃহারন্তস্ত রক্তায়াং বিরক্তায়াং কথং ভবেৎ ।  
 বিরক্তেয়ং তদা জাতা চকমেহ্নুজকামিনীম্ ॥ ৬০ ॥  
 ন দাস্যেহং বরারোহাং গচ্ছ দূত ! বদ স্বয়ম্ ।  
 ঈশ্বরোহসি সহস্রাক্ষ ! যদিচ্ছসি কুরুষ্ব তৎ ॥ ৬১ ॥

সূত উবাচ ।

ইত্যুক্তঃ শশিনা দূতঃ প্রযযৌ শক্রসম্মিধিম্ ।  
 ইন্দ্রায়াচক্ট তৎ সৰ্বং যদুস্তং শীতরশ্মিনা ॥ ৬২ ॥  
 তুরাষাভপি তচ্ছদ্যা ক্রোধযুক্তো বভূব হ ।  
 সেনোদ্যোগং তথা চক্রে সাহায্যার্থং গুরোর্বিভূঃ ॥ ৬৩ ॥

চকমেহ্নুজকামিনীমিতি । যদাহ্নুজকামিনীঃ • কনিষ্ঠবন্ধুকামিনীঃ সম্বর্তভাৰ্যাং বৃহস্পতি-  
 শক্রমে তদাপ্রভৃতীয়ং বিরক্তা জাতেতি কথা পান্নে প্রসিদ্ধা । যদাহ্নুজোতি প্রথমাস্তং লুপ্ত-  
 বিভক্তিকম্ । তথাচাহ্নুজঃ সন্ কনিষ্ঠবন্ধুঃ সন্নপি বৃহস্পতিঃ কামিনীঃ জ্যেষ্ঠবন্ধোরুতথ্যস্ত  
 কামিনীঃ মমভাতিধাং চকমে ভুক্তবানিতার্থঃ । তদাপ্রভৃতি বিরক্তা জাতেতি কথা মহা-  
 ভারতে প্রসিদ্ধা ॥ ৬০ ॥ (এবং বৃহস্পতিং ত্রিহস্ততা ইন্দ্রমপি বক্রোক্ত্যা নিলন কথামুপসংহরং-  
 শ্চাহ । ন দাস্যে ইতি । সহস্রাণি অক্ষীণি যন্ত এতেন অহলাজারহং ব্যক্তি তম্ ॥ ৬১—৬২ ॥  
 তুরাষাভিতি । গুরোঃ সাহায্যার্থং বৃহস্পতেভ্যোদ্ধারার্থমিতার্থঃ । বিভূর্নিগ্রহামুগ্রহ-

সেৰূপ নহে । অতএব, ধৰ্ম্ম ও ন্যায়ানুসারে তাদৃশ অমুরক্তা স্ত্রীকে কি প্রকারে ত্যাগ  
 করিব ? ॥ ৫৯ ॥ ফল কথা, লোকে অমুরক্তা কামিনীকে লইয়াই গৃহস্থ ধৰ্ম্মের সুখানুভব করিয়া  
 থাকে ; কিন্তু স্ত্রীলোকে স্বামীর প্রতি বিরক্ত হইলে, তাহা আর কিরূপে সম্ভব হইতে  
 পারে ? অতএব, বৃহস্পতি যখন নিজ কনিষ্ঠ সহোদর সম্বর্তের পত্নীর প্রতি আসক্ত হইয়া-  
 ছিলেন, তারা সেই অবধিই আর তাঁহার প্রতি অমুরাগিণী নহে ॥ ৬০ ॥ ইহ্ম ! তুমি নিজে  
 সহস্রলোচন হইয়াছ কেন, সেইটী একবার মনে ভাবিয়া দেখিও তোমার অধিক আর কি  
 বলিব, তুমিত স্বয়ং এক্ষণে দেবতাদিগের অধীশ্বর !! তোমার বাহা ইচ্ছা হয় তাহাই  
 করিতে প্রস্তুত হও ; অহে দূত ! তুমি যাও তাহাকে স্বয়ং বলিও, আমি সেই বরবর্ণিনী  
 কামিনীকে প্রত্যর্পণ করিব না ॥ ৬১ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! শশাঙ্ক এইরূপ বলিলে পর, দূত তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রের নিকট প্রস্থান  
 করিলেন এবং শীতকিরণ চন্দ্রদেবের তাদৃশ গৰ্ব্বোক্তি সকল নিজ প্রভু দেবেশ্বরের কাছে ব্যক্ত  
 করিলেন ॥ ৬২ ॥ মহাপ্রভাব ইন্দ্র দূতমুখে চন্দ্রের সাহস্কার বাক্য শ্রবণমাত্র ক্রোধে অধীর  
 হইয়া গড়িলেন ; এবং তৎক্ষণাৎ গুরুদেবের সাহায্যের নিমিত্ত সৈন্য সকলকে স্তুপজিত  
 করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন ॥ ৬৩ ॥ এ দিকে, তৃণনন্দন অমুরাচার্য্য গুপ্ত এই সকল

শুক্রস্ত বিগ্রহং শ্রুত্বা গুরুদেবাত্ততো যযৌ ।  
 মা দদশ্বেতি তং বাক্যমুবাচ শশিনং প্রতি ॥ ৬৪ ॥  
 সাহায্যং তে করিষ্যামি মন্ত্রশক্ত্যা মহামতে ॥  
 ভবিতা যদি সংগ্রামস্তব চেষ্ট্রেণ মারিষ ! ॥ ৬৫ ॥  
 শঙ্করস্ত তদাকর্ণ্য গুরুদারাভিমর্শনম্ ।  
 গুরুশত্রুং ভৃগুং মহা সাহায্যমুকরোত্তদা ॥ ৬৬ ॥  
 সংগ্রামস্ত তদা ব্রুতো দেবদানবয়োদ্রুতম্ ।  
 বহুনি তত্র বর্ষাণি তারকাসুরবৎ কিল ॥ ৬৭ ॥  
 দেবাসুরকৃতং যুদ্ধং দৃষ্ট্বা তত্র পিতামহঃ ।  
 হংসারুঢ়ো জগামাশু তং দেশং ক্লেশশাস্তয়ে ॥ ৬৮ ॥  
 রাকাপতিং তদা প্রাহ মুঞ্চ ভার্য্যাং গুরোরিতি ।  
 নোচেদ্বিকুং সমাহুয় করিষ্যামি তু সংক্ষয়ম্ ॥ ৬৯ ॥

সমর্থঃ । এতেন শশধরদমনে তস্ত সমর্থঃ সূচিতম্ ॥ ৬৩—৬৫ ॥ সাহায্যং মন্ত্রাদিভিবৃহস্পতেঃ  
 শঙ্করোহুকরোদিত্যর্থঃ ॥ ৬৬—৬৮ ॥ ( রাকাপতিং চন্দ্রম্ ॥ ৬৯ ॥ ) কিমন্ত্যে মতিজ্ঞাতেতি ।

বৃত্তান্ত শ্রবণ মাত্রেই সুরাচার্য্য বৃহস্পতির প্রতি বিদেব প্রযুক্ত চন্দ্রের নিকট যাইয়া কহি-  
 লেন; চন্দ্র ! তুমি কদাচ তারাকে প্রত্যাৰ্পণ করিও না । হে মহাত্মন ! যদি ইন্দ্রের সহিত  
 তোমার একান্তই সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, আমি মন্ত্রবলে তোমার সাহায্য করিব,  
 অতএব তুমি ইহাতে কিছুমাত্র ভীত হইও না ॥ ৬৪—৬৫ ॥ পরন্তু, যখন দেবদেব ভগবান্  
 শঙ্কর শুনিলেন যে, চন্দ্র শুক্রপত্নী অপহরণ করিয়াছেন এবং ভৃগুনন্দন শুক্রাচার্য্যও সে বিষয়ে  
 সুরগুপ্তর শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; তখন তিনিও বৃহস্পতির পক্ষে সাহায্য দান করিতে  
 আরম্ভ করিলেন ॥ ৬৬ ॥ মহর্ষিমণ্ডল ! পুরাকালে যেমন তারকাসুরের সহিত দেবসৈন্তের ভীষণ  
 সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল, এই সময় বৃহস্পতি পত্নী তারার নিমিত্তও সেইরূপ পুনরায় দেব-  
 দানবে বহু বর্ষ ব্যাপিয়া ঘোরতর সমর চলিতে লাগিল ॥ ৬৭ ॥ এখানে লোক পিতামহ প্রজা-  
 পতি বুদ্ধা দেবাসুরের তাদৃশ সৃষ্টি ক্ষয়কর ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত দেখিয়া সমস্ত ক্লেশ শাস্তির  
 নিমিত্ত অবিলম্বে হংসারোহণে আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন ॥ ৬৮ ॥ পিতামহ সমরাদ্ধনে  
 আগমন মাত্রেই প্রথমতঃ সকলকেই যুদ্ধ হইতে নিবারণ করিলেন, পরে তারকাপতি চন্দ্রকে  
 কহিলেন, শশধর ! যদি নিজের মঙ্গল কামনা থাকে, তবে এখন শুক্রর ভার্য্যাকে পরিত্যাগ  
 কর !! আর যদি অহংমদে উন্মত্ত হইয়া আমার আদেশ গালন না কর, তাহা হইলে, এই  
 দণ্ডেই বিজুকে আমিরা তোমাদিগের সকলকেই বিনাশ করিয়া ফেলিব ॥ ৬৯ ॥ তাহার পর  
 সুরাচার্য্য শুক্রকে বলিলেন, ওহে ! তুমি মহাত্মা ভৃগুর ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ বিশে-



ভৃগুং নিবারয়ামাস ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।

কিমম্বায়ে মতির্জ্ঞাতা সঙ্গদোষান্মহামতে ॥ ৭০ ॥

নিষেধয়ামাস ততো ভৃগুস্তং চৌষধীপতিম্ ।

মুখং ভাৰ্য্যাং গুরোরদ্য পিত্রাহং প্রেথিতস্তব ॥ ৭১ ॥

সূত উবাচ ।

দ্বিজরাজস্ত তচ্ছ্রদ্ধা ভৃগোর্ষচনমস্তুতম্ ।

দদাবতৎপ্রিয়াং ভাৰ্য্যাং গুরোর্গৰ্ভবতীং শুভাম্ ॥ ৭২ ॥

প্রাপ্য কান্তাং গুরুহৃষ্টঃ স্বগৃহং যুদিতো যযৌ ।

ততো দেবাস্তুতো দৈত্যা যযুঃ স্বান্ স্বান্ গৃহান্ প্রতি ॥ ৭৩ ॥

ব্রহ্মা স্বসদনং প্রাপ্তঃ কৈলাসঞ্চাপি শঙ্করঃ ।

বৃহস্পতিস্ত সন্তুৰ্জঃ প্রাপ্য ভাৰ্য্যাং মনোরমাম্ ॥ ৭৪ ॥

ততঃ কালেন কিয়তা তারাহসূত স্ততং শুভম্ ।

হুদিনে শুভনক্ষত্রে তারাপতিসমং গুণৈঃ ॥ ৭৫ ॥

তবেতি শেষঃ ॥ ৭০ ॥ ওষধীপতিং চন্দ্রম্ । পিত্রাহং প্রেথিতস্তবেতি । তব পিত্রাহরিত্রে  
তার্থঃ ॥ ৭১—৭৪ ॥

(তারাপতিনা চন্দ্রেণ সমং তদৌরসজাতত্বাৎ তথাস্থম্ ॥ ৭৫ ॥ বৃহস্পতিস্ত জাত

যতঃ নিজেও পরম জ্ঞানী হইয়া একি করিতেছ ? কেবল সঙ্গদোষ বশতই কি তোমার এক  
অধর্মমতি ঘটিল ? ৭০ ॥ তখন, ভৃগুকুলতিলক গুরু পিতামহের বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত লজ্জিত  
হইয়া চন্দ্রদেবকে সংগ্রামে নিবৃত্ত করিলেন ; পরে তাঁহাকে বলিলেন, সুধাংশো ! দেখ,  
তোমার পিতা মহর্ষি অত্রি আদেশ করিয়া পাঠাইয়াছেন ; অতএব, আর গুরু ভাৰ্য্যা  
রাখিবার প্রয়োজন নাই এই কণ্ঠেই গিয়া তাঁহাকে প্রত্যর্পণ কর ॥ ৭১ ॥

হত কহিলেন, হে মহর্ষিগণ ! দ্বিজরাজ চন্দ্রদেব ভাগবের তাদৃশ আশ্চর্য্য অনেক বাক্য  
শ্রবণ করিয়া যদিচ দেবগুরু বৃহস্পতির ভাৰ্য্যা মনোহরা তারা নিজ পতির প্রতি বিরক্ত,  
বিশেষতঃ গৰ্ভবতী, তথাপি অগত্যা তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন ॥ ৭২ ॥ গুরুদেব নিজ কান্তাকে  
পুনরায় প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে নিজ গৃহে প্রতিগমন করিলেন ; ওৎকর্শনে অসুর সকলেই  
স্ব স্ব ভবনান্ধনুগে প্রস্থান করিলেন ॥ ৭৩ ॥ (দেব কি অসুর সকলেই যুদ্ধে আস্ত হইয়া নিজ  
নিজ গৃহে প্রতিগমন করিলে পর) পিতামহ ব্রহ্মা স্বীয় সভাধামে এবং শঙ্করও কৈলাসাতি-  
থুগে বাজা করিলেন । এ দিকে বৃহস্পতিও নিজ মনোরমা পত্নীকে লাভ করিয়া পরমানন্দে  
কালটিবাহিত করিতে লাগিলেন ॥ ৭৪ ॥

অনন্তর, এইরূপে কিয়ৎকাল গত হইলে, গুরুভাৰ্য্যা তারা অমূল্য এই নক্সাদি  
সময়ে শুভকণ্ঠে শশধরসদৃশ রূপগুণসম্পন্ন পরম স্ত্রীর এক পুত্র প্রসব করিলেন ॥ ৭৫ ॥

দৃষ্ট্বা পুত্রং গুরুজাতং চকার বিধিপূৰ্ব্বকম্ ।  
 জাতকৰ্ম্মাদিকং সৰ্ব্বং প্রহৃষ্টেনাস্তরাঙ্গনা ॥ ৭৬ ॥  
 শ্রুতং চন্দ্রমসা জন্ম পুত্রস্য মুনিসত্তমাঃ ।  
 দূতঞ্চ প্রেষয়ামাস গুরুং প্রতি মহামতিঃ ॥ ৭৭ ॥  
 ন চায়ং তব পুত্রোহস্তি মম বীৰ্য্যসমুদ্ভবঃ ।  
 কথং তং কৃতবান্ কামং জাতকৰ্ম্মাদিকং বিধিম্ ॥ ৭৮ ॥  
 তচ্ছ্রদ্ধা বচনং তস্য দূতস্য চ বৃহস্পতিঃ ।  
 উবাচ মম পুত্রো মে সদৃশো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭৯ ॥  
 পুনর্জীবাদঃ সঞ্জাতো মিলিতা দেবদানবাঃ ।  
 যুদ্ধার্থমাগতাস্তেবাং সমাজঃ সমজায়ত ॥ ৮০ ॥  
 তত্রাগতং স্বয়ং ব্রহ্মা শান্তিকামঃ প্রজাপতিঃ ।  
 নিবারয়ামাস মুখে সংস্থিতান্ যুদ্ধকৰ্ম্মদান্ ॥ ৮১ ॥

পুত্রং স্বীয়োরসজাতং মৰা তস্ত জাতকৰ্ম্মাদিকং কৃতবানিত্যাহ দৃষ্টেতি ॥ ৭৬—৭৭ ॥ কথ-  
 নিতি । স্বং জনক ইব কথং তস্ত জাতপুত্রস্ত সংস্কারবিধিঃ কৃতবান্ মমোরসজাতহাং ন তু

পুত্রকে উৎপন্ন দেখিয়া গুরুদেব আশ্চর্য্যে পুলকিত হইয়া যথাবিহিত জাতেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন  
 করিলেন ॥ ৭৬ ॥ এ দিকে মহাত্মা চন্দ্রদেব তারার গর্ভে পুত্র জন্মিয়াছে শুনিবামাত্র একজন  
 দূতকে এই কথা বলিয়া বৃহস্পতির নিকট পাঠাইয়া দিলেন যে, হে সুরাচার্য্য ! তারার গর্ভে  
 যে পুত্রটা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে সেটা তোমার নহে; ফলত তাহাকে আমার ঔরসজাত  
 বলিয়া জানিবে; অতএব, তুমি পূৰ্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া নিতান্ত স্বেচ্ছাচারীর মত কি  
 করিয়া সেই পুত্রের পিতৃবিধেয় জাত কৰ্ম্মাদি সম্পাদন করিলে ? ॥ ৭৭—৭৮ ॥ বৃহস্পতি  
 দূতমুখে চন্দ্রের সেই সকল কথা শুনিয়া কহিলেন, এই পুত্রে যখন আমার সমস্ত অবরব  
 সাদৃশ্য রহিয়াছে তখন এই পুত্র যে আমার ঔরস জাত, তাহাতে আর কোন সংশয়  
 নাই ॥ ৭৯ ॥

হে মুনিসত্তম মহাবিশ্বমণ্ডল ! সুরাচার্য্য পুত্রদানে অসম্মত হইয়া চন্দ্রের দূতকে প্রত্যা-  
 খ্যান করিলে পর পুনরায় ঘোরতর বিবাদের সূত্রপাত হইল; অর্থাৎ দেব ও দানবগণ সম-  
 বেত হইয়া সকলেই সমরক্ষেত্রে আগমন করিলেন; এবং স্রমস্তগার নিমিত্ত সেই স্থলে  
 ঔহাদের সাংগ্রামিক সভা সংস্থাপিত হইতে লাগিল ॥ ৮০ ॥ এখানে প্রজাপতি ব্রহ্মা এই  
 সকল লোককর্ম্মকর সমরবৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া শান্তি বাসনার স্বয়ং সেই স্থলে আগমন  
 পূৰ্ব্বক রণমুখে অবস্থিত সেই সমস্ত যুদ্ধ কৰ্ম্মদেব ও দানবদিগকে নিবারণ করিলেন ॥ ৮১ ॥  
 তার পর, ধর্ম্মীয়া পিতামহ তারাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগ্নে ! তুমি রমণীমণ্ডলের

তারাং পপ্রচ্ছ ধর্ম্মাত্মা কস্যাং তনয়ঃ শুভে ! ।  
 সত্যং বদ বরারোহে ! যথা ক্লেশঃ প্রশাম্যতি ॥ ৮২ ॥  
 তমুবাচাসিতাপান্ধী লজ্জমানাপাধোগুণী ।  
 চন্দ্রস্যোতি শনৈরন্তর্জগাম বরবর্ণিনী ॥ ৮৩ ॥  
 জগ্রাহ তং স্ততং সোমঃ প্রহৃষ্টেনাস্তরাশ্রয়ান্না ।  
 নাম চক্রে বুধ ইতি জগাম স্বগৃহং পুনঃ ॥ ৮৪ ॥  
 যযৌ ব্রহ্মা স্বকং ধাম সর্বৈ দেবাঃ সবাসবাঃ ।  
 যথাগতং গতং সর্বৈঃ সর্বশঃ প্রেক্ষকৈর্জ্ঞানৈঃ ॥ ৮৫ ॥  
 কথিতেয়ং বুধোৎপত্তিগুণক্ষেত্রে চ সৌমতঃ ।  
 যথা শ্রুতা ময়া পূর্ব্বং ব্যাসাৎ সত্যবতীশ্রুতাং ॥ ৮৬ ॥  
 ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং  
 প্রথমস্কন্ধে বুধোৎপত্তির্নাম একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

স্বমেবাত্মাধিকারীত্বার্থঃ ॥ ৭৮—৮১ ॥ ক্লেশো যুদ্ধজনিতক্লম্ভঃ ॥ ৮২ ॥ লজ্জমানো উপপতিসন্তোগ-  
 সূচনাদিত্যর্থঃ ॥ ৮৩—৮৫ ॥ বুধোৎপত্তিমুক্তা স্ততঃ কথং সংহরতি কথিতেয়মিতি । শুভো-  
 বৃহস্পতেঃ ক্ষেত্রে পত্ন্যাং তারায়ামিত্যর্থঃ ॥ ৮৬ ॥ ) .

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে

একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

শিরোমণি ! অতএব, সত্য বল এই পুত্রটি কাহার? তাহা হইলেই এই মহাকষ্টকর সময়বহি  
 সম্পূর্ণ রূপে প্রশমিত হয় ॥ ৮২ ॥ অসিতাপান্ধী বরারোহা তারা ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত  
 লজ্জিত হইয়াও মহতের আদেশ অলঙ্ঘ্য ভাবিয়া অগত্যা অধোগুণে মৃদুস্বরে চন্দ্রমার পুত্র  
 এই কথা বলিয়াই লজ্জাভরে সে স্থল হইতে অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৮৩ ॥ তখন, বিজ্ঞরাজ চন্দ্র  
 আনন্দে প্রফুল্ল চিত্ত হইয়া নিজ পুত্রকে গ্রহণ করিলেন এবং বুধ এইরূপ নাম রাখা করিয়া  
 পুনরায় স্বীয় ভবনান্নিমুখে যাত্রা করিলেন ॥ ৮৪ ॥ তদনন্তর পিতামহ ব্রহ্মা স্বধামে যাত্রা  
 করিবারাত্র ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ কি অপরাপর দর্শকগণ যিনি যে স্থল হইতে আসিয়াছিলেন,  
 সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন ॥ ৮৫ ॥ হে মহর্ষিগণ ! বিজ্ঞরাজ সোমের ঔরসে সুরগুহ  
 বৃহস্পতির ক্ষেত্রে বুধের এই উৎপত্তির বিষয় পূর্বে আমি সত্যবতীতনয় গুরুদেব বেদ-  
 ব্যাসের মুখে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলাম তৎসমস্তই বর্ণনা করিলাম ॥ ৮৬ ॥

অষ্টাদশসহস্র-শ্লোকায়ুক্ত মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের প্রথম স্কন্ধে

বুধোৎপত্তি নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## দ্বাদশোধ্যায়ঃ ।

### সূত উবাচ ।

ততঃ পুরুরবা জজ্ঞে ইলায়াং কথয়ামি বঃ ।  
বুধপুত্রোহতিধৰ্ম্মাত্মা যজ্ঞকৃদানতৎপরঃ ॥ ১ ॥  
স্বহ্যাম্নো নাম ভূপালঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ।  
সৈন্ধবং হয়মারুহ্যং চচার মৃগয়াং বনে ॥ ২ ॥  
যুতঃ কতিপয়ামাতৈর্দংশিতশ্চারুকুণ্ডলঃ ।  
ধনুরাজগবং বন্ধা বাণসজ্জস্তথাহুতম্ ॥ ৩ ॥  
স ভ্রমংস্তদ্বনোদদেশে হ্যমানো রুরনু মৃগান্ ।  
শশাংশ্চ শূকরাংশ্চৈব খড়্গাংশ্চ গবয়াংস্তথা ॥ ৪ ॥

ত্রিপঞ্চশংপদ্যবধৌকংপরন্ত পুরুরবাঃ ।

দেবীপ্রসাদানুজ্ঞাহৃদিলেতোবং হি কথ্যতে ॥

ঋষিভিঃ পুরুরবসো বৃত্তান্তপ্রস্নে কৃতে কোহসৌ পুরুরবা ইত্যাকাঙ্কানিবৃত্তার্থঃ সোম-  
বংশোদ্ভবরাজ্ঞাং কথাম্হি পুরাণে কচিদপি অবশ্যং বক্তব্যেতি পুরুরবসঃ প্রসঙ্গেন বক্তব্যাপি  
সোমাদবুধোৎপত্তিরুক্তা ততঃ পুরুরবস উৎপত্তিমাহ ততঃ পুরুরবা ইতি । ততো বুধোৎপত্ত্য-  
নন্তরং পুরুরবা ইলায়াং কামিভ্যং জজ্ঞে প্রাহুতঃ বুধপুত্রো বুধাদিলায়ামুৎপন্ন ইত্যর্থঃ ॥১॥  
কাসাবিলেত্যাকাঙ্কয়াং তদ্বৎপত্তিঃ কথয়তি স্বহ্যাম্নো নামেতি । অয়ং স্বহ্যাম্নো বৈবশ্বত-

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিমণ্ডল ! অতঃপর, আপনারা আমার নিকট যে বুধের জন্ম  
বিবরণ শ্রবণ করিলেন, আপনাদের পূর্ষ জিজ্ঞাসিত সেই বদান্তবর নিয়ত যজ্ঞাহুষ্ঠান নিরত  
ধর্ম্মাত্মা পুরুরবা সেই বুধদেবের ঔরসে ইলা নামে কোন ক্ষত্রিয়-রমণীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ  
করেন ॥ ১ ॥ (যদি বলেন যে, ইলা কে ? তাহাও সবিশেষ বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন ।  
বৈবশ্বত মহুর পুত্র ) সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় পৃথিবীপতি রাজচক্রবর্তী স্বহ্যাম্ন কোন সময়  
কর্ণে মনোহর কুণ্ডল হস্তে আজগব নামে শরাসন এবং পৃষ্ঠদেশে ভীষণ বাণময় তুণীর ধারণ  
পূর্ষক কতিপয় অমাত্য মাত্র সমভিব্যাহারে একটা সিদ্ধদেশ জাত অশ্ব আরোহণে মৃগয়া-  
উদ্দেশে অরণ্য মধ্যে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২—৩ ॥

তিনি সেই বন প্রদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে প্রথমত কতকগুলি রুর জাতীয় মৃগকে  
বিনাশ করিলেন পরে শশক, বরাহ, গণ্ডক, চমরীমৃগ, শরভ, মহিষ, হুমর ও বহুকুট প্রভৃতি

শরভান্মহিমাংশৈচব সামরান্ বনকুকুটান্ ।  
 নিম্নন্ মেধ্যান্ পশুনাজা কুমারবনমাবিশং ॥ ৫ ॥  
 মেরোরধস্তলে দিব্যং মন্দারক্রমরাজিতম্ ।  
 অশোকলতিকাকীর্ণং বকুলৈরধিবাসিতম্ ॥ ৬ ॥  
 শালৈস্তালৈস্তমালৈশ্চ চম্পকৈঃ পনসৈস্তথা ।  
 আত্রের্ন্যোপৈশ্মধুকৈশ্চ মাধবীমণ্ডপাবৃতম্ ॥ ৭ ॥  
 দাড়িমৈর্নারিকেলৈশ্চ কদলীষণ্ডমণ্ডিতম্ ।  
 যুথিকামালতীকুল্পপুষ্পবল্লীসমাবৃতম্ ॥ ৮ ॥  
 হংসকারণবাকীর্ণং কীচকধ্বনিবাদিতম্ ।  
 ভ্রমরালিরুতারামং বনং সর্বস্বথাবহম্ ॥ ৯ ॥  
 দৃষ্ট্বা প্রমুদিতো রাজা স্তূহ্যন্নং সর্বকৈবর্তং ।  
 বৃক্ষান্ স্পৃশ্পিতাস্বীক্ষ্য কোকিলারাবমণ্ডিতান্ ॥ ১০ ॥

মনোঃ পুত্র ইতি বিষ্ণুভাগবতে । সৈন্ধবং সিদ্ধদেশোদ্ভবম্ ॥২—৪॥ সেধান্ যজ্ঞিয়ান্ ॥৫—৬॥  
 মাধবী বাসন্তী । বাসন্তী মাধবীলতেতি বচনাৎ ॥ ৭—৮ ॥ কীচকধ্বনিবাদিতমিতি । বেণবঃ

যজ্ঞের উপযোগী পবিত্র-মাংস নানাজাতি পশু সকল সংহার পূর্বক ক্রমে কুমার বনে প্রবিষ্ট  
 হইলেন ॥ ৪—৫ ॥

হে মহর্ষিগণ ! স্তূমেকর অধোভাগস্থ সেই পরম রমণীয় কুমার কাননের কোন কোন  
 স্থানে শ্রেণীসংবদ্ধ মন্দার তরু সকল শোভা পাইতেছে, কোণায়ও বা বিবিধ লতাজাল  
 সমাকীর্ণ অশোক ও বকুল প্রভৃতি সুরভিময় কুসুম গন্ধে সুবাসিত ; কোন দিকে শাল,  
 তাল, তমাল, পনস ও আত্রে প্রভৃতি সুদীর্ঘ বৃক্ষরাজি মনোহর ফলভরে অবনত ; আবার  
 কোন স্থল বা চম্পক ও কেলি কদম্বাদি কুসুমক্রম সকল মাধবীলতা মণ্ডপে বিমণ্ডিত হইয়া  
 অনির্বচনীয় শোভা ধারণ করিতেছে । মধ্যে মধ্যে স্থলবিশেষ, যুথিকা, মালতী ও কুল  
 প্রভৃতি পুষ্পবল্লী সমাবৃত, ফলবান্ দাড়িম নারিকেল ও কদলী ষণ্ডমণ্ডিত সরোবর সকল  
 হংসকারণব প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণে সমাকীর্ণ রহিয়াছে । বায়ু প্রতিহত তটভূমিহ কীচ-  
 কাথ্য বংশ সকলের রন্ধ্রদেশ হইতে অবিকল বংশীধ্বনি সমুৎপন্ন হইতেছে ; সেই সঙ্গে  
 ‘অমনি ভ্রমর সকল গুণগুণ রবে গান ধরিয়া যুখে যুখে বিচরণ করত আগন্তুক শ্রোতৃবৃন্দের  
 মনোরঞ্জন করিতেছে । ঋষিগণ ! সহচরগণপরিবৃত নরপতি স্তূহ্যন্ তাদৃশ সর্বস্বথাবহ  
 উপবন এবং কোকিলকূলের স্নমধুর ঝঙ্কার পূরিত কুসুমিত তরুরাজি সন্দর্শন করিয়া একে-  
 বায়ে আক্লান্দে পুলকিত হইয়া পড়িলেন ॥ ৬—১০ ॥ কিন্তু, তিনি সেই স্থলে প্রবিষ্ট হইবা-

প্রবিকৃত্ত্ব রাজর্ষিঃ স্ত্রীত্বমাপ কণাততঃ ।

অশ্বোহপি বড়বা জাতশ্চিস্তাবিক্তঃ স ভূপতিঃ ॥ ১১ ॥

কিমিতদিত্তিচিস্তার্তশ্চিস্ত্যমানঃ পুনঃ পুনঃ ।

দুঃখং বহুতরং প্রাপ্তঃ স্ত্র্যহ্মন্মে লজ্জয়াস্থিতঃ ॥ ১২ ॥

কিং করোমি কথং যামি গৃহং স্ত্রীভাবসংযুতঃ ।

কথং রাজ্যং করিষ্যামি কেন বা বঞ্চিতো হুহ্ম ॥ ১৩ ॥

ঋষয় উচুঃ ।

সূতাশ্চর্য্যমিদং প্রোক্তং ত্বয়া যল্লোমহর্ষণ ! ।

স্ত্র্যহ্মন্মঃ স্ত্রীত্বমাপন্মো ভূপতির্দেবসম্মিতঃ ॥ ১৪ ॥

কিং তৎকরণমাচক্ষু বনে তত্র মনোহরে ।

কিং কৃতং তেন রাজ্ঞা চ বিস্তরং বদ স্তত্রত ! ॥ ১৫ ॥

সূত উবাচ ।

একদা গিরিশং দ্রক্ষু মুময়ঃ সনকাদয়ঃ ।

দিশো বিতিমিরা ভাসা কুর্বন্তুঃ সমুপাগমন্ ॥ ১৬ ॥

কীচকাস্তে স্বার্থে স্বনস্তুনিশোকতা ইতি কোষাৎ কীচকা বেণবঃ ॥ ৯—১২ ॥ যামি স্বাত্মা-  
নীত্যর্থঃ ॥ ১৩—১৪ ॥ কিং কৃতং কো বাহুপরাধঃ কৃত ইত্যর্থঃ ॥ ১৫—১৭ ॥ তত্ফরমমাণা

মাত্র অমনি তৎকণাৎ স্ত্রীভাবাপন্ন হইলেন এবং তাঁহার অশ্বটীও ঘোটকী হইয়া পড়িল  
ইহা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত চিস্তাবিষ্ট হইলেন ॥ ১১ ॥

অনন্তর, পৃথ্বীপতি রাজর্ষি স্ত্র্যহ্ম আপনার তাদৃশ অবস্থা সন্দর্শনে প্রথমত ভাবিলেন  
যে, এ আবার কি হইল? পরে এই বিষয় লইয়া বারংবার যত আলোচনা করিতে লাগিলেন  
ততই ক্রমশঃ দুঃখ ও লজ্জায় কাতর হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন; এখন আমি কি  
উপায় করি? এ বেশে কি করিয়াই বা গৃহে ফিরিয়া যাই এবং স্ত্রীলোক হইয়া কি  
করিয়াই বা রাজ্যকার্য্য সম্পাদন করিব!! হায়! কে আমার সহসা তাদৃশ পুরুষ হইতে  
বঞ্চিত করিল!! ॥ ১২—১৩ ॥

ঋষিগণ কহিলেন, হে লোমহর্ষণনন্দন সূত! তুমি যাহা বলিলে ইহা অতি আশ্চর্য্য  
বলিয়া বোধ হইতেছে। দেবভূত্য পৃথিবীপাল রাজর্ষি স্ত্র্যহ্ম সেই মনোরম কুমার কনে  
প্রবিক্ত হইয়া এমন কি কার্য্য করিয়াছিলেন যে, তদ্বারা তিনি স্ত্রীভাবাপন্ন হইলেন?  
হে স্তত্রত! সে বিষয়ের সমস্ত কারণ আমাদের নিকট বিশেষরূপে বিবৃতি করিয়া  
বল ॥ ১৪—১৫ ॥

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিমণ্ডল! কোন সময় ব্রহ্মার মানসপুত্র সনকাদি ঋষিগণ  
দেবাদিদের ভগবান্ গিরিশকে দর্শন করিবার নিমিত্ত নিজ নিজ অজ্যোতিঃপ্রভাবে দিব্

তস্মিংশ্চ সময়ে তত্র শঙ্করঃ প্রমদায়ুতঃ ।

ক্রীড়াসক্তো মহাদেবো বিবস্ত্রা কামিনী শিবা ॥ ১৭ ॥

উৎসঙ্গে সংস্থিতা ভর্তৃরমমাণা মনোরমা ।

তাম্বিলোক্যাম্বিকা দেবী বিবস্ত্রা ক্রীড়িতা ভূশম্ ॥ ১৮ ॥

ভর্তৃরক্ষাৎ সমুখায় বস্ত্রমাদায় পর্য্যধাৎ ।

লজ্জাবিক্টা স্থিতা তত্র বেপমানাতিমানিনী ॥ ১৯ ॥

ঋষয়োহপি তয়োর্বীক্ষ্য প্রসঙ্গং রমমাণয়োঃ ।

পরিবৃত্ত্য যযুস্তূর্ণং নরনারায়ণাশ্রমম্ ॥ ২০ ॥

ত্রীযুতাং কামিনীং বীক্ষ্য প্রোবাচ ভগবান্ হরঃ ।

কথং লজ্জাতুরাহসি ত্বং স্তম্ভস্তে প্রকরোম্যাহম্ ॥ ২১ ॥

অদ্য প্রভৃতি যো মোহাৎ পুমান্ কোহপি বরাননে ! ।

বনঞ্চ প্রবিশেদেতৎ স বৈ যোষিত্ত্ববিষ্যতি ॥ ২২ ॥

ইতি শপ্তং বনস্তেন যে জানন্তি জনাঃ কচিৎ ।

বর্জয়ন্তীহ তে কামং বনং দোষসমৃদ্ধিমৎ ॥ ২৩ ॥

ইতি । রোরীতিলোপে টুলোপতি দীর্ঘঃ ॥ ১৮ ॥ পর্য্যধাৎ পরিধানং কৃতবতী ॥ ১৯ ॥ প্রসঙ্গং প্রবৃত্তিং ক্রীড়ায়াম্ ॥ ২০ ॥ ত্রীযুতাং লজ্জায়ুক্তাম্ । স্তম্ভস্তে ইতি । তে যথা স্তম্ভং স্তম্ভাং প্রকরোমীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥ মোহান্মোহাদপীত্যর্থঃ ॥ ২২—২৩ ॥ তৈঃ সহৈতি । যৈঃ সচিটৈঃ

সকল উদ্ভাসিত করত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১৬ ॥ কিন্তু, সেই সময় সর্প কল্যাণময় ভগবান্ মহাদেব নিজ প্রমোদার সহিত ক্রীড়াসক্ত ছিলেন; এবং মনোরমা হিমালয়নন্দিনীও রতিক্রীড়া উপলক্ষে বিবস্ত্রা হইয়া পতিক্রোড়ে অবস্থান করিতেছিলেন; একূপ অবস্থার সহসা কুমারগণকে আসিতে দেখিয়া বিবস্ত্রা অম্বিকা দেবী অত্যন্ত লজ্জাবিতা হইয়া তৎক্ষণাৎ কাস্তের উৎসঙ্গ দেশ হইতে উত্থান করত বস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক পরিধান করিয়া দূরে প্রস্থান করিলেন; পরন্তু, তিনি সেই অন্তরালদেশে অবস্থিত হইয়াও লজ্জা ও অভিমান ভরে কীপিতে লাগিলেন ॥ ১৭—১৯ ॥ এদিকে ঋষিগণও তাঁহাদের উভয়ের সেই রতিপ্রসঙ্গ দর্শনমাত্র তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া নরনারায়ণাশ্রমে গমন করিলেন ॥ ২০ ॥

তদনন্তর সর্ষপাপহারী ভগবান্ শঙ্কর নিজ কামিনীকে তাদৃশ লজ্জাবিতা দেখিয়া বলিলেন, তুমি কি জ্ঞাত এত লজ্জায় কাতর হইতেছ? আমি এই দণ্ডেই তোমার চিত্ত-বিনোদন কার্য্য করিতেছি। হে বরাননে! অদ্যাবধি যে কোন পুরুষ অজ্ঞানতাবশতও এই বনে প্রবেশ করিবে, সে তখনই ত্রীলোক হইয়া পড়িবে ॥ ২১—২২ ॥ হে ঋষিগণ! যদিচ কুমার উপবন সমস্ত স্তবের আশ্রয়ীভূত বটে! কিন্তু, যে অবধি সেই দেবদেব শঙ্কর এতাদৃশ নিদারুণ অভিসম্পাত প্রদান করিয়াছিলেন সেই অবধি যে সকল পুরুষ এই সকল

সুদৃশ্যস্ত তদজ্ঞানাং প্রবিষ্টঃ সচিবৈঃ সহ।

তথৈব জীহ্বাপন্নতৈঃ সহতি ন সংশয়ঃ ॥ ২৪ ॥

চিন্তাবিষ্টঃ স রাজর্ষির্ন জগাম গৃহং হ্রিয়া।

বিচচার বহিস্তস্মাদ্বনদেশাদিতস্ততঃ ॥ ২৫ ॥

ইলেতি নাম সম্প্রাপ্তং জীহ্ব তেন মহাজ্ঞান।

বিচরংস্তত্র সংপ্রাপ্তো বুধঃ সোমস্বতো যুবা ॥ ২৬ ॥

জীভিঃ পরিব্রতাং তাস্ত দৃষ্ট্বা কাস্তাং মনোরমাম্।

হাবভাবকলযুক্তাং চকমে ভগবান্ বুধঃ ॥ ২৭ ॥

সাপি তং চকমে কাস্তং বুধং সোমস্বতং পতিম্।

সংযোগস্তত্র সংজাতস্তয়োঃ প্রেমুণা পরম্পরম্ ॥ ২৮ ॥

তদ্বনং গততৈঃ সহৈব জীহ্বং প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৪—২৫ ॥ জীহ্ব ইতি। জীহ্ব প্রাপ্তে-  
ত ইলেতি নাম প্রাপ্তং ইত্যর্থঃ। নিকটস্থমস্তিভিরিলেতি নাম স্থাপিতমিত্যর্থঃ। ইড  
তাবিতাস্ত রূপম্। ইলা স্তত্যা ডলয়োরভেদঃ। হ্রস্বপাঠস্ত সংজ্ঞাশব্দজাতঃ ॥ ২৬—৩০ ॥

তাস্ত লোক পরম্পরায় অবগত হইয়াছিল তাহারা আর কখনও সেই পুরুষ-নাশক অর-  
্যার নিকটস্থও হইত না। অতএব, নরপতি সুদাম না জানিয়া সেই ভয়ঙ্কর দোষাকর  
ন প্রবিষ্ট হইয়া অমাত্যবর্গের সহিত যে, জীভাবাপন্ন হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ  
হ? ॥ ২৩—২৪ ॥

তদনন্তর, রাজর্ষি সুদাম চিন্তা করিতে করিতে সেই বনের বাহিরে আসিয়া অনেক  
কার বিচার করিয়াও জীভাত হওয়া প্রযুক্ত লজ্জায় কোনক্রমেই রাজধানী প্রত্যাগমন  
করিতে সম্মত হইলেন না। হে মহর্ষিগণ! যদি চ তিনি তৎকালে জীঘোনি প্রাপ্ত হইয়া-  
হলেন তথাপি সুমহৎ রাজকূলে জন্ম গ্রহণ করায় এবং নিজেও মহান্ প্রভাবশালী ছিলেন  
লিয়া সচিবগণ কর্তৃক ইলা ( পূজ্যা ) এইরূপ নাম প্রাপ্ত হইলেন। সেই সময় অলৌকিক  
ধোবন শোভায় সুশোভিত চন্দ্রকুমার মহাত্মা বুধদেব ইত্যন্তঃ বিচরণ করিতে করিতে  
দবগতিকে সেই স্থলে উপস্থিত হইয়া হাব ভাবাদি বিবিধ কামকলা বিভূষিত জীগণ পরিব্রত  
মনীয় মূর্ত্তি মনোরমা রমণীকে সন্দর্শন করিয়া সম্ভোগাভিলাষী হইলেন। এদিকে সেইরূপ  
যৌবনাঢ্যা ইলা দেবীও মনোজ্ঞ মূর্ত্তি সোমনন্দনকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া রমণাভিলাষিণী  
হইলেন। অনন্তর, তাহারা পরস্পর প্রেমাসক্ত হইয়া সেই স্থলেই রতি ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত  
হইলেন ॥ ২৫—২৮ ॥

মহর্ষিগণ! আপনারা পূর্বে বাহার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন সেই রাজর্ষি পুরুষবা  
ভগবান্ বুধের পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। রাজা সুদাম কামিনীরূপে বুধদেবের ঔরসে  
বনবাসিনী হইয়া সন্তান প্রসব করিলেন বটে, কিন্তু, পূর্বে বৃত্তান্ত অরণ্য থাকায় নিরন্তর



স তস্মাৎ জনয়ামাস পুরুষবসমাস্ত্রজম্ ॥ ২৯ ॥  
 সা প্রাসূত স্ততং বালা চিন্তাবিক্টা বনে স্থিতা ।  
 সম্ভার স্বকুলাচার্য্যং বশিষ্ঠং মুনিসত্তমম্ ॥ ৩০ ॥  
 স তদাহস্ম দশাং দৃষ্ট্বা সূহৃদ্ব্যস্ত্র কৃপাস্থিতঃ ।  
 অতোষয়স্মহাদেবং শঙ্করং লোকশঙ্করম্ ॥ ৩১ ॥  
 তস্মৈ স ভগবাংস্তুষ্ঠঃ প্রদদৌ বাঙ্ছিতং বরম্ ।  
 বশিষ্ঠঃ প্রার্থয়ামাস পুংস্ত্বং রাজ্যঃ প্রিয়স্ত চ ॥ ৩২ ॥  
 শঙ্করস্ত নিজাং বাচমূতাং কুর্ব্বম্ বাচ হ ।  
 মাসং পুমাংস্ত ভবিতা মাসং স্ত্রী ভূপতিঃ কিল ॥ ৩৩ ॥  
 ইথং প্রাপ্য বরং রাজা জগাম স্বগৃহং পুনঃ ।  
 চক্রে রাজ্যং স ধর্ম্মাত্মা বশিষ্ঠস্ত্যাপ্যনুগ্রহাৎ ॥ ৩৪ ॥  
 স্ত্রীত্বৈ তিষ্ঠতি হর্ষোষু পুংস্ত্বে রাজ্যং প্রশাস্তি চ ।  
 প্রজাস্তস্মিন্ সমুদ্ভিগ্না নাভ্যনন্দমহীপতিম্ ॥ ৩৫ ॥

স তদাহস্মেতি । সূহৃদ্ব্যস্ত্রত্যাং ॥ ৩১—৩২ ॥ স্ততাং কুর্ক্মস্মিতি । অয়ং স্ত্রীভ্যং প্রাপ্য-  
 তীতি বাক্যং মম শিষ্যা নৈব ভবেদথাপি তব প্রার্থনামুরোধেন মাসং পুমান্ ভবিষ্যতি  
 পুনর্মাংস্ত্রী ভবিষ্যতি পুনর্মাংস্ত্রী পুরুষ ইত্যুবাচেত্যর্থঃ ॥ ৩৩—৩৪ ॥ হর্ষোষু গৃহান্তস্তবে  
 চেত্যর্থঃ । নাভ্যনন্দন্ আসাং প্রজানাং স্ত্রীরূপো রাজেতি লোকনিম্নয়েতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

চিন্তায় কাতর হইয়া পরিশেষে কুলাচার্য্য মুনিসত্তম বশিষ্ঠদেবকে ধ্যানযোগে স্মরণ করি-  
 লেন ॥ ২৯—৩০ ॥ যোগিপ্রবর বশিষ্ঠদেব জ্ঞানপ্রভাবে নিজ শিষ্য রাজর্ষি সূহৃদ্ব্যস্ত্র তাদৃশ  
 ছরবস্ত্রার বিষয় জানিতে পারিয়া অমুক্কাবশত জগৎ কল্যাণকর কল্যাণময় ভগবান্  
 মহাদেবকে তপস্ত্রায় পরিতুষ্ট করিলেন ॥ ৩১ ॥ দেবাদিদেব ভগবান্ শঙ্কর তাঁহার তপস্ত্রায়  
 পরিতুষ্ট হইয়া অতিশয়িত বরপ্রদানে উদ্যত হইলে, ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেব অপর বর না লইয়া  
 নিজ প্রিয়তম শিষ্য রাজা সূহৃদ্ব্যস্ত্র পুনর্বার যাহাতে পুরুষ লাভ হয় তাদৃশ বর প্রার্থনা  
 করিলেন ॥ ৩২ ॥ ভগবান্ শঙ্কর বশিষ্ঠের এতাদৃশ অসম্ভব বরের কথা শ্রবণে আপনার  
 পূর্ব্ব প্রদত্ত অভিসম্পাত বাক্যের সত্যতা রক্ষা করিবার জন্য কহিলেন, বশিষ্ঠ ! তোমার  
 শিষ্য এই নরপতি এক মাস স্ত্রী, এক মাস পুরুষ অর্থাৎ মাসান্তরে মাসান্তরে স্ত্রীপুরুষ  
 লাভ করিবে ; ইহাতে আর বিরক্তি করিও না ॥ ৩৩ ॥

তদনন্তর ধর্ম্মাত্মা রাজা সূহৃদ্ব্যস্ত্রদেব ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেবের অমুগ্রহে স্ত্রীদৃশ বর লাভ  
 করিয়া পুনরায় স্বীয় রাজধানীতে প্রতিগমন পূর্ব্বক রাজ্য শাসনে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৩৪ ॥  
 পরন্তু, তিনি যে যে মাসে স্ত্রী ভাবাপন্ন হইতেন সেই সময়ে অস্তঃপুর মধ্যে অবস্থান করিতেন  
 আর যে সময়ে পুরুষ লাভ করিতেন সেই সেই মাসে বাহিরে আসিয়া প্রজাদিগের

কালে তু যৌবনং প্রাপ্তঃ পুত্রঃ পুরুষবাস্তদা ।  
 প্রতিষ্ঠাং নৃপতিস্তুত্বৈ দত্ত্বা রাজ্যং বনং যযৌ ॥ ৩৬ ॥  
 গত্ত্বা তস্মিন্ বনে রম্যে নানাক্রমসমাকুলে ।  
 নারদাৎ মন্ত্রমাসাদ্য নবাক্ষরমমুত্তমম্ ॥ ৩৭ ॥  
 জজাপ মন্ত্রমত্যাৰ্থং প্রেমপূরিতমানসঃ ।  
 পরিতুষ্ঠা তদা দেবী সগুণা তারিণী শিবা ॥ ৩৮ ॥  
 সিংহারুতা স্থিতা চাণ্ড্রে দিব্যরূপা মনোরমা ।  
 বারুণীপানসংমত্তা মদাঘূর্ণিতলোচনা ॥ ৩৯ ॥  
 দৃষ্ট্ৱা তাং দিব্যরূপাঞ্চ প্রেমাকুলিতলোচনঃ ।  
 প্রণম্য শিরসা প্রীত্যা তুষ্ঠাব জগদম্বিকাম্ ॥ ৪০ ॥

ইলোবাচ ।

দিব্যঞ্চ তে ভগবতি ! প্রথিতং স্বরূপং  
 দৃষ্টং ময়া সকললোকহিতানুরূপম্ ।  
 বন্দে হৃদজ্জি কৰ্মলং হ্রসজ্জসেব্যং  
 কামপ্রদং জননি ! চাপি বিমুক্তিদঞ্চ ॥ ৪১ ॥

রাজ্যং প্রতিষ্ঠাং তন্নামকং পুত্রঞ্চ দত্ত্বত্যাৰ্থঃ ॥ ৩৬—৪১ ॥ কো বেত্তীতি । এতদখিলং তবৈশ্বৰ্য্যং

জায়াজায় বিষয়ের বিচার করিতেন । একূপ করিলেও প্রজাগণ কেহই তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া  
 অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল ; বস্তুতঃ তাদৃশ নরপতিকে কেহই অভিনন্দন করিল না ॥ ৩৫ ॥

এইরূপে কিয়ৎকাল গত হইলে, যখন (বুধের ঔরসজাত পুত্র) পুরুষবা ক্রমে যৌবন প্রাপ্ত  
 হইলেন, তখন নরপতি সুদ্যুম্ন প্রতিষ্ঠান নামে অভিনব রাজধানী স্থাপন পূৰ্ব্বক তাঁহাকে  
 সেই রাজধানীতে রাজ্যোৎসব করিয়া আপনি তপোবনে প্রস্থান করিলেন ॥ ৩৬ ॥ তিনি  
 সেই নানাজাতি তরুজাতি সঙ্কুল মনোরম তপোবনে যাইয়া দেবর্ষি নারদের নিকট সৰ্ব্বোত্তম  
 নবাক্ষর শক্তিমন্ত্র গ্রহণ পূৰ্ব্বক অতিশয় প্রেমপূরিত অন্তঃকরণে তাহা জপ করিতে লাগি-  
 লেন । এইরূপে কিছু কাল গত হইলে, জগন্নিষ্ঠারকারিণী পূর্ণমঙ্গলময়ী দেবী ভগবতী, ইলা-  
 রূপী নরপতি সুদ্যুম্নের তপস্তায় পরিতুষ্ট হইয়া বারুণীপান-প্রেমমত্ত মদবিঘূর্ণিত লোচন ভক্ত জন  
 মনোহর দিব্য সগুণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সিংহারোহণে সেইস্থলে তাঁহার সন্মুখে আসিয়া আবি-  
 র্ভূত হইলেন ॥ ৩৭-৩৯ ॥ ইলা জগদম্বিকার সেই লোকাতীত নিরূপম মূর্ত্তি সন্দর্শন হ্রাদ প্রেমা-  
 কুলিত মোচনে প্রণাম করিয়া অতীব প্রীতিসহকারে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪০ ॥

কো বেত্তি তেহম্ । ভুবি মৰ্ত্ত্যতমূর্নিকামং  
 মুহুন্তি যত্র মুনয়শ্চ সুরাশ্চ সৰ্বৈঃ ।  
 ঐশ্বর্য্যমেতদখিলং রূপণে দয়াঞ্চ  
 দৃষ্টৌ ব দেবি ! সকলং কিল বিস্ময়ো মে ॥ ৪২ ॥  
 শম্ভুহরিঃ কমলজো মঘবা রবিশ্চ  
 বিতেশবক্ষিবরুণাঃ পবনশ্চ সোমঃ ।  
 জানন্তি নৈব বসবোহপি হি তে প্রভাবঃ  
 বুধ্যৎ কথং তব গুণানগুণো মনুষ্যঃ ॥ ৪৩ ॥  
 জানাতি বিষ্ণুরমিতদ্ব্যতিরম্ ! সাক্ষা-  
 ত্বাং সাস্বিকীমুদবিজাং সকলার্থদাঞ্চ ।  
 কো রাজসীং হর উমাং কিল তামসীং ত্বাং  
 বেদাশ্বিকে ! ন তু পুনঃ খন্নু নিগুণাং ত্বাম্ ॥ ৪৪ ॥

মাদৃশে রূপণে দয়াঞ্চয়ত্তরা কো বেত্তি ন কোহপিভার্থঃ । বিস্ময়ো মে ইতি । অহো ভগবত্যাং  
 কিয়দৈশ্বর্য্যং তিষ্ঠতি কিয়তী চ পামরে দয়ান্তীতি ॥ ৪২ ॥ কৃত আশ্চর্য্যমিতি চেত্তত্রাহ শম্ভু-  
 রিতি । এতে মহাপ্রভাববন্তোহপি তব প্রভাবঃ ন জানন্তি তদাহিগুণো গুণশূদ্ধো মনুষ্যঃ কথং  
 বুধ্যৎ জানীয়াম্ কথমপীভার্থঃ । যতো ন জানাতি তত এবাশ্চর্য্যমিতি ভাবঃ ॥ ৪৩ ॥  
 বিষ্ণুজ্ঞানীতীতি চেত্তত্রাহ জানাতিতি । সত্যং বিষ্ণুজ্ঞানীতি কিল সাস্বিকীং শক্তিং  
 লক্ষ্মীরূপামেব কেবলং জানাতি । ন সাম্যাবস্থাস্বিকাং তুরীয়াং নিগুণাম্ । তথা কো বুদ্ধা  
 রাজসীং শক্তিমেব কেবলং জানাতি । তথা হর উমাং তামসীমেব কেবলং জানাতি ন তু

মাতঃ ! ভগবতি ! আপনার এই অগজজন হিতকর বিশ্ববিস্তৃত দিবা মূর্ত্তি আমি এই  
 চন্দ্রচক্ৰ দ্বারাই দর্শন পাইলান; কি সৌভাগ্য !! জননি ! কি বলিয়া শ্রব করিতে হয়, তাহার  
 কিছুই জানি না; অতএব, কেবল আপনার এই শরণাগত ভক্তগণের ইহলোকে সর্ব  
 মনোরথ পূরণকারী আর পরত্র পরম মুক্তিপ্রদ অমরবন্দ বন্দনীয় চরণকমল বারংবার  
 বন্দনা করিয়াই মনের সাধ পূর্ণ করি ॥ ৪১ ॥ মাতঃ ! আপনার যে ঐশ্বর্য্যমহিমায়  
 সমস্ত ঋষি এবং দেবগণও বিমুগ্ধ, এই পৃথিবীতে এমন কোন মনুষ্য আছে যে সেই  
 ঐশ্বর্য্যের বিবরণ সম্যাক্রূপে অবগত হয় ? দেবি ! আমি আপনার সেই অখিল ঐশ্বর্য্য  
 এবং দীনের প্রতি ঈদৃশ দয়া সন্দর্শন করিয়া অতিশয় বিস্ময়াগরে নিমগ্ন হইয়াছি ॥ ৪২ ॥  
 জননি ! যখন আপনার এই প্রভাব দেবরাজ ইন্দ্র, স্বর্গ্য্যদেব, কুবের, বাকি, বরুণ, পবন, চত্র  
 অথবা বহুগণ, অধিক কি মহেশ্বর বিষ্ণু বা ব্রহ্মাও বিশেষরূপে জানেন না, তখন  
 গুণহীন মনুষ্য কিরূপে আপনার গুণমহিমা অবগত হইবে ? ॥ ৪৩ ॥ জননি ! ব্রহ্মা বিষ্ণু  
 এবং মহেশ্বর আপনাকে জানেন সত্য কিন্তু সম্যাক্রূপে অবগত মহেন । কারণ, অসিত-

কাহং হুমন্দমতিরপ্রথিতপ্রভাবঃ

কায়ং তবাতিনিপুণো ময়ি সুপ্রসাদঃ ।

জানে ভবানি ! চরিতং করুণাসমেতং

যৎ সেবকাংশ্চ দয়সে হয়ি ভাবযুক্তান্ ॥ ৪৫ ॥

বৃত্তস্তয়া হরিরসৌ বনজেশয়াপি

নৈবাচরত্যপি মৃদং মধুসূদনশ্চ ।

পাদৌ তবাদিপুরুষঃ কিম পাবকেন

কৃহা করোতি চ করেণ শুভৌ পবিত্রৌ ॥ ৪৬ ॥

পুনর্নির্গম্ । একৈকশক্তিজ্ঞাতার এবৈতে ন তুরীয়রূপনির্গুণজ্ঞাতার ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥  
এতাদৃশী স্বং সর্বোৎকৃষ্টাপি স্বভক্তসমুতিমূলভাসীতাহ কাহমিতি । হে মাতরহং হুমন্দমতিঃ  
ক তথা তবায়ং ময়ি সুপ্রসাদঃ ক অতিদূরমিত্যর্থঃ । তথাপি মাদৃশানপি সেবকাংশ্চি ভাব-  
যুক্তান্ যদ্যস্মাৎকারণাদয়সে নয়ং করোষি তস্মাৎ স্বভক্তবিষয়ে তব চরিতং করুণাসমেত-  
মভীতি জানে নিশ্চিনোমি । ততঃ স্বভক্তজ্ঞাতিমূলভাসীতি সত্যমেবেতি ভাবঃ ॥ ৪৫ ॥  
তবৈকৈকশক্তিরপি প্রভাবজ্ঞা ব্রহ্মদয়ো ন সন্তি কিং পুনস্তব মূলশক্তিরিত্যাহ বৃত্ত ইতি ।  
বনজং জীবনং ভুবনং বনমিতি কোশাঘনং জলং তস্মাজ্ঞাতং বনজং কমলং বনজস্তেশা  
স্বামিনী কমলবাসিনীত্যর্থঃ । তয়া পরশক্ত্যাংশ্চ তয়া স্বরা বৃত্তোহপি ধাতুনা মনেকার্থত্বাৎ  
বিবাহিতোহপি মধুসূদনশ্চ মধুদৈত্যনাশকোহপি মহাপরক্রমবান্ বিষ্ণুর্মৃদং হর্ষং কৃহা নৈবা-  
চরতি ব্যবহরতি । অহমেতস্তা ন যোগ্যোহস্মীত্যভিপ্রায়েণ লক্ষ্মীং প্রাপ্যাপি ন হর্ষণে ব্যব-  
হরতীত্যর্থঃ । অতএব সর্লদা ধ্যানহ এব ভবতীতি ভাবঃ । নরেষং চেৎ কিমিতি পরয়া  
লক্ষ্ম্যা স্বপাদসম্বাহনং কারয়তীতি চেত্তত্রাহ পাদৌ তবাদিপুরুষ ইতি । ন স্বপাদসম্বাহন-  
মাদিপুরুষঃ কারয়তি । কিন্তু লোকোদ্ধারার্থং তব পাবকেন শুদ্ধিকারকেণ করেণ হন্তেন  
নিজৌ পাদৌ শুভৌ পবিত্রৌ করোতি চ । তথাচ বিষ্ণুরেকশক্তিপ্রভাবজ্ঞোহপি ন ভবতি

হ্যতি বিষ্ণু আপনাকে সকলার্থদাত্রী সৰ্বগুণাধিষ্ঠাত্রী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী বলিয়াই জানেন;  
ব্রহ্ম আপনাকে রজোগুণাধীশ্বরী বলিয়াই স্থির করিয়াছেন; আর সংহারকর্তা মহে-  
শ্বর আপনাকে তমোগুণাধিষ্ঠাত্রী উমা বলিয়াই অবগত আছেন । কিন্তু বাতঃ ! আমি  
নিশ্চয় বলিতেছি, কেহই আপনাকে সাম্যাবস্থারূপিণী তুরীয়া নির্গুণা বলিয়া জানেন  
না ॥ ৪৪ ॥ ঈশ্বর ! আপনি একরূপ অবৈদ্য হইলেও ভক্তজনের অনায়াসগত্যা করেন । কারণ,  
বুদ্ধিপ্রভাব-বিহীন আমিই বা কোথায় ! আর আপনার একরূপ সুপ্রসন্নতাই বা কোথায় !!  
কলত এ উভয়ের একত্র সমাবেশ অতীব অসম্ভব তাহাতে সন্দেহ নাই । কিন্তু, ভবানি ! আমি  
জানি, যে বাঁহারা আপনাকে একাগ্রভাবে রত থাকে আপনি সেই সকল সেবকের প্রতি করুণা  
বিতরণ করিয়া থাকেন ॥ ৪৫ ॥ কি আশ্চর্য্য ! মধুসূদন বিষ্ণু, আপনার অংশরূপিণী লক্ষ্মীদেবী  
কর্তৃক পরিণীত হইয়াও আমি ইহার যোগ্য মহি এইরূপ ভাবিয়া, আনন্দলাভ করিতে  
পারেন না । তবে যে সেই আদিপুরুষ লক্ষ্মী দ্বারা নিজ চরণ সম্বাহন করান, সে কেবল

বাঙ্কত্যহো হরিরশোক ইবাতিকামং  
 পাদাহতিং প্রমুদিতঃ পুরুষঃ পুরাণঃ ।  
 তাং হুং করোষি কুশিতা প্রণতঞ্চ পাদে  
 দৃষ্ট্ৱ। পতিং সকল দেবকুতং স্মরার্তম্ ॥ ৪৭ ॥  
 বন্ধঃস্থলে বসসি দেবি ! সদৈব তস্ম  
 পর্যঙ্কবৎস্ফুরিতে বিপুলেহতিশাস্তে ।  
 সৌদামনীব স্মধনে স্ত্রবিভূষিতে চ  
 কিস্তেন বাহনমসৌ জগদীশ্বরোহপি ॥ ৪৮ ॥  
 হুং চেজ্জহাসি মধুসূদনমস্ম ! কোপা-  
 মৈবার্চিতোহপি স ভবেৎ কিল শক্তিহীনঃ ।  
 প্রত্যক্ষমেব পুরুষং স্বজনাস্ত্যজন্তি  
 শাস্তং শ্রিয়োজ্জ্বিতম্ তীব্রগুণৈর্কিবুভুতম্ ॥ ৪৯ ॥

কুতঃ পুনর্মূলশঙ্কঃ প্রভাবজ্ঞ ইত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥ তবোংকুঠহাদেব বক্ষ্যমাণং সম্ভবতীত্যং-  
 প্রেক্ষতে বাঙ্কত্যহো ইতি । অশোকবৃক্ষস্ত হি স্বভাবঃ পাদতাড়নেন আত্মানং বর্ধয়তীতি  
 তথাচ স্ববর্দ্ধনার্থং পাদতাড়নং স ইচ্ছতীত্যাচ্যতে তথাচ তাদৃশাশোক ইবাতিকামং যথেষ্টং  
 যথা স্তান্তথা প্রমুদিতো হর্ষিতো বিষ্ণুঃ পুরুষস্তব পাদাহতিং হুংকৃতপাদতাড়নং বাঙ্কতি তদিদ-  
 মহো আশ্চর্য্যমিত্যর্থঃ । তাক্ষ পাদাহতিং সকলদেবকুতং স্মরার্তং পতিং পাদে প্রণতঞ্চ দৃষ্ট্ৱ।  
 কুশিতা কুপিতা হুং করোষি তদেতত্তদোংকুঠহাদেব সঙ্গচ্ছত ইতি ভাবঃ ॥ ৪৭ ॥ কিঞ্চ  
 বন্ধঃস্থল ইতি । হে দেবি ! তস্ম বিক্ষোৰ্দ্ধকুঠস্থলে পর্যঙ্কবৎ সদৈব বসসি কদীদৃশী যনে মেঘে  
 কৃষ্ণবর্ণে সৌদামনী বিচ্ছিন্নতব । তেন কিন্তুকুদয়ে বাসেনাসৌ জগদীশ্বরোহপি তে তব  
 বাহনং ন জাতঃ কিন্তু জাত এবতি তবৈকদেশশঙ্করেবং মহিমা কিং পুনস্তব মূলপ্রকৃতে-

লক্ষ্মীর পবিত্র হস্তস্পর্শে নিজ পদদ্বয়কে পবিত্র এবং মঙ্গলজনক করেন ॥ ৪৬ ॥ জননি ! বোধ  
 হয় সেই পুরাণ পুরুষ বিষ্ণু অশোক বৃক্ষের গায় নিজ প্রফুল্লতার জন্য আনন্দিত হইয়া ক্রীলো-  
 কের পাদতাড়না ইচ্ছা করেন, সেই জন্যই আপনি সকলদেব-বন্দিত স্মরার্ত পতিকে চরণে  
 পতিত দেখিয়া ক্রুষ্ঠার গায় পাদতাড়না করিয়া থাকেন ॥ ৪৭ ॥ দেবি ! আপনি সেই বিষ্ণুব  
 স্ত্রবিভূষিত পর্যঙ্কসদৃশ অতি বিপুল প্রশান্ত বন্ধঃস্থলে, অতি ঘন অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ মেঘ মধ্যে  
 বিদ্যাতের ন্যায় অবিরাম বাস করিয়া থাকেন; এজন্য বিষ্ণু জগতের ঈশ্বর হইয়াও আপনার  
 বাহনসদৃশ হইয়াছেন সন্দেহ নাই ॥ ৪৮ ॥ দেবি ! অধিক আর কি বলিব, যদি কখনও আপনি  
 কোপপূর্বক বিষ্ণুকে পরিত্যাগ করেন তাহা হইলে আর কেহই তাঁহাকে শক্তিবিহীন  
 বলিয়া অর্চনা করিবে না । জননি ! ইহাত ইহ সোকে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, স্বজনগণ  
 নিগুণ লক্ষ্মীবিহীন পুরুষ প্রশান্তমুর্তি হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥

ব্রহ্মাদয়ঃ স্তরগণা ন তু কিং যুবত্যো।

যে ত্বংপদাম্বুজমহর্নিশমাশ্রয়ন্তি।

মন্ত্রে ত্বয়ৈব বিহিতাঃ ধনু তে পুমাংসঃ

কিং বর্ণয়ামি তব শক্তিমনস্তবীৰ্য্যো ! ॥ ৫০ ॥

ত্বং নাহপুমান্ চ পুমানিতি মে বিকল্পো

যা কাহসি দেবি ! সগুণা ননু নিগুণা বা।

তাং ত্বাং নমামি সততং কিল ভাবযুক্তো

বাঙ্খামি ভক্তিমচনাং ত্বয়ি মাতরন্তে ॥ ৫১ ॥

সূত উবাচ।

ইতি স্তুত্বা মহীপালো জগাম শরণং তদা।

পরিতুষ্ঠা দর্দো দেবী তত্র সাযুজ্যমান্বনি ॥ ৫২ ॥

রিতি ভাবঃ ॥ ৪৮—৪৯ ॥ ননু ত্বং যুবতীভাবং গতোহসি ততস্ত্বং সমানুগ্রহযোগ্যো নামীতি চেত্তত্রাহ ব্রহ্মাদয় ইতি। যে ত্বংপদাম্বুজমহর্নিশমাশ্রয়ন্তি তে ব্রহ্মাদয়ঃ কিং যুবত্যো ন জ্ঞাতাঃ কিন্তু কদাচিদ্মণিদীপে গতাঃ সন্তো জ্ঞাতা এব। তথাচ তে যথা বৃন্দগ্ৰহযোগ্যা এবমহ-  
মপ্যস্মীতি ভাবঃ। মন্ত্রে ত্বয়ৈবেতি। সাস্ত্রতং পুমাংসোহপি তে ত্বয়ৈব কৃতাঃ এবং যদি মাং  
কবোষি পুমাংসং তর্হি কিমহং ন স্তাং কিন্তু ভবিষ্যাম্যেব। ননু কিং ময়ি যুবত্যাঃ পুরুষ-  
প্রদায়িকা শক্তিৱন্তি তত্রাহ কিং বর্ণয়ামীতি। হে অনন্তবীৰ্য্যো! তব শক্তিমহং পামরঃ কিং  
বর্ণয়ামি যা বেদানামপ্যবিষয়া ইত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥ ত্বং নাপুমানিতি। অপুমানিতিচ্ছেদঃ। ন চ  
পুমান্ সাম্যাবস্থমাগোপাদিকব্রহ্মণি লিঙ্গত্রয়াভাবাৎ। ইতি মে বিকল্পো বিতর্কো মনসি  
বর্ত্ততএব। তর্হি কথং ভজ্ঞনং ক্রিয়তে গুণজ্ঞানাভাবাদিতি চেত্তত্রাহ যা কাহসীতি। গুণ-  
জ্ঞানাভাবেহ্যপ্যেবংরীত্যাহপি কিং ভজ্ঞনং ন সম্ভবতীত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। অন্তীত্যেবোপ-  
লক্ষ্য ইত্যতো হে দেবি! ত্বাং তাদৃশীং তাং নমামি ভাবো ভক্তিস্তুদ্যুক্তঃ। কিঞ্চাস্তেহচলাং  
ভক্তিং বাঙ্খামি নাত্নং কিঞ্চিদিতি ॥ ৫১ ॥

জননি! যে ব্রহ্মাদি দেবগণ আপনাকে সর্বদাই আশ্রয় করিয়া থাকেন তাঁহারাও কি এক  
সময়ে মণিদীপে যাইয়া জীৱরূপী হয়েন নাই? মাতঃ! আপনি নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে পুরুষ  
করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব, যদি সেইরূপ আমাকেও করেন তাহা হইলে  
আমিও পুরুষ হইব। কারণ, আপনার অনন্ত শক্তি! সূতরাং তাহার বিষয় আমি আর কি  
বর্ণনা করিব ফলত আপনার অসাধ্য কিছুই নাই ॥ ৫০ ॥ আপনি জী কি পুরুষ এ বিষয়ে  
আমার মনে অতিশয় বিতর্ক হইতেছে। দেবি! আপনি সগুণ বা নিগুণ হউন, যে কেহই  
হউন, আমি আপনাকে ভক্তিভাবে নমস্কার করি। মাতঃ! আমার ইচ্ছা যেন অন্তিমসময়ে  
আপনাতে অচলা ভক্তি লাভ করিতে পারি ॥ ৫১ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! সেই মহীপাল স্তুত্বা এইরূপে স্তব করিয়া দেবীর শরণা-  
গত হইলে দেবীও সন্তুষ্ট হইয়া নিজ ব্রহ্মরূপ সাযুজ্য মুক্তি প্রদান করিলেন ॥ ৫২ ॥

স্বহৃদ্বাস্ত ততঃ প্রাপ পদং পরমকং স্থিরম্ ।

তস্তা দেব্যাঃ প্রসাদেন মুনীনাংপি দুর্লভম্ ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে  
পুরুষ-উৎপত্তিনাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

সায়ুজ্যামানীতি । দেবী তুষ্ঠা সতী জ্ঞানপ্রদামেনাশ্বনি ব্রহ্মরূপে সায়ুজ্যমৈক্যং দদৌ  
দেবীপ্রসাদাদাস্মাহুভবেন ব্রহ্মরূপোহভবদিত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥ (পদমিতি । পরমকং পরমং শ্রেষ্ঠ-  
মিত্যর্থঃ । স্থিরং নিত্যং যং প্রাপ্য জীবো ন পুনর্নিবর্ততে ইতি বচনাৎ । পদং স্থানং ব্রহ্মহ-  
মিত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে

দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

স্বহৃদ্বাস্ত এইরূপে দেবীর প্রসাদে মুনিগণেরও দুর্লভ অব্যয় পরম পদ প্রাপ্ত  
হইলেন ॥ ৫৩ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের প্রথমস্কন্ধে  
পুরুষবার জন্ম বিষয়ক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## ত্রয়োদশোহিধ্যায়ঃ ।

### সূত উবাচ ।

সুহৃদ্যে তু দিবং যাতে রাজ্যং চক্রে পুরুষবাঃ ।

সগুণশ্চ সুরূপশ্চ প্রজারঞ্জনতৎপরঃ ॥ ১ ॥

প্রতিষ্ঠানে পুরে রম্যে রাজ্যং সর্বনমস্কৃতম্\* ।

চকার সর্বধর্মজ্ঞঃ প্রজারক্ষণতৎপরঃ ॥ ২ ॥

মন্ত্রঃ সৃগুপ্তস্ত্যাসীৎ পরত্রাভিজ্ঞতা তথা ।

সদৈবোৎসাহশক্তিশ্চ প্রভুশক্তিস্তথোত্তমা ॥ ৩ ॥

সামদানাদয়ঃ সর্বৈ বশগাস্ত্য ভূপতেঃ ।

বর্ণাশ্রমান্ স্বধর্মস্থান্ কুর্স্বনাজ্যং শশাস হ ॥ ৪ ॥

যজ্ঞাংশ্চ বিবিধাংশ্চক্রে স রাজা বহুদক্ষিণান্ ।

দানানি চ বিচিত্রাণি দদাবথ নরাধিপঃ ॥ ৫ ॥

তস্য রূপগুণৌদার্যশীলদ্রবিণবিক্রমান্ ।

শ্রুত্বোর্বশী বশীভূতা চকমে তং নরাধিপম্ ॥ ৬ ॥

চতুর্বিংশচ্ছেদ্যাকবৈধাঃ পুরুষস উক্তম্ ।

উরূশ্যাস্তরিতকৈব বৈরাগ্যার্থমিহাচ্যতে ॥

(সোমবংশবর্ণনার্থং সুহৃদ্যচরিতমুক্তং। পুরুষবসো বৃত্তান্তং কথয়তি সুহৃদ্যে তু দিবং যাতে ইতি। স্ব স্মরণং রূপং যত্ন। অসৌ এতাদৃশরূপবানাসীৎ যেন উরূশ্যপি বশীভূতা জাতেতি-  
ভাবঃ ॥ ১—২ ॥) মন্ত্রঃ সৃগুপ্ত ইতি। তস্ত রাজ্ঞো মন্যো গুপ্তোহৈতরবিদিত আসীৎ। পরত্র

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! নৃপতি সুহৃদ্য স্বর্গগমন করিলে পর অশেষগুণশালী রূপবান্ পুরুষবা প্রজারঞ্জনে তৎপর হইয়া রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ সেই সর্বধর্মবিদ রাজা প্রজারক্ষণে বিশেষ যত্নবান্ হইয়া রমণীয় প্রতিষ্ঠান-নগরীকে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজধানী করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥ তাঁহার মন্ত্রণা কেহই জানিতে পারিত না, কিন্তু তিনি সকলেরই মন্ত্রণা জানিতে পারিতেন এবং সর্বদাই উৎসাহবিশিষ্ট ও প্রভুশক্তিসম্পন্ন ছিলেন ॥ ৩ ॥ সামদান প্রভৃতি উপায় চতুষ্টয় যেন তাঁহার বশীভূত ছিল। ফলত পুরুষবা রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়া বর্ণাশ্রমবাসিদিগকে স্ব স্ব ধর্মে রাখিয়া যথাবিহিত শাসন করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥ তিনি বহুদক্ষিণার সহিত নানাবিধ যজ্ঞমুষ্ঠান করিতে লাগিলেন এবং সেই উপলক্ষে অধিগণকে অশেষ প্রকার দান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৫ ॥ ঋষিগণ! অধিক আর কি

\* সর্বনমস্কৃতঃ ইতি বা পাঠঃ ।



বৃক্ষশাপাভিতপ্তা সা মানুষ্যং লোকুমাশ্বিতা ।  
 গুণিনং তং নৃপং মম্বা বরয়ামাস মানিনী ॥ ৭ ॥  
 সময়ং চেদৃশং কৃত্বা স্থিতা তত্র বরাস্পগা ।  
 এতাবুরণকৌ রাজন্ ! যন্তৌ রক্ষস্ব মানদ ! ॥ ৮ ॥  
 যুতং মে ভক্ষণং নিত্যং নাশ্রুৎ কিঞ্চিদ্ পোশনম্ ।  
 নেক্ষে স্বাধ্ব মহারাজ ! নগ্নমশ্রুত্ব মৈথুনাৎ ॥ ৯ ॥  
 ভাষাবন্ধস্ত্বয়ং রাজন্ ! যদি ভগ্নৌ ভবিষ্যতি ।  
 তদা ত্যক্ত্বা গমিষ্যামি সত্যমেতদব্রবীম্যহম্ ॥ ১০ ॥  
 অঙ্গীকৃতঞ্চ তদ্রাজ্ঞা কামিত্বা ভাষিতস্ত যৎ ।  
 স্থিতা ভাষণবন্ধেন শাপানুগ্রহকাম্যয়া ॥ ১১ ॥  
 রেমে তদা স ভূপালো লীনো\* বর্ষগণান্ বহুন্ ।  
 ধর্মকন্মাদিকং ত্যক্ত্বা চৌর্লবশ্চা মদমোহিতঃ ॥ ১২ ॥

পরমস্বৈ তু তন্ত রাজ্ঞোহভিজ্ঞতাসীদেতাদৃশশত্ব ইত্যর্থঃ ॥ ৩—৬ ॥ ( স্বর্গস্থা উর্ধ্বশী  
 কথং মর্ত্যস্থেন পুরুষবসা সমতা ইত্যত আহ । বৃক্ষশাপেতি ॥ ৭ ॥ ) সময়ং সঙ্কেতমেবাহ  
 এতাবুরণকাবিত । উরণকৌ মেঘৌ ময়া স্বম্মিকটে যন্তৌ এতৌ রক্ষস্ব ॥ ৮ ॥ যুত-  
 মিতি । কিঞ্চ হে নৃপ ! মে মম ভক্ষণং যুতমেব নাশ্রুৎ কিঞ্চিৎ । কিঞ্চাত্ত্ব মৈথুনাৎ  
 নগ্নঃ নেক্ষে ন পশ্যামাহমিতি । যদি মৎপ্রতিজ্ঞাত্বয়ং ত্বয়া নির্লব্ধতে তর্হি স্বম্মিকটে  
 অহং স্বাত্মামি নোঢ়েদগমিষ্যামীতি । যুতং মে ভক্ষণমিতি । অমৃতং বা আজ্ঞামিতি শ্রুতঃ  
 দেবানাকামৃতাশিহাৎ ॥ ৯—১০ ॥ শাপানুগ্রহকাম্যয়েতি । শাপমোক্ষকামন্যেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

বলিব, স্বর্বেজ্ঞা উর্ধ্বশী সেই পুরুষবার রূপ, গুণ, উদারতা, ধন, স্বভাব ও বিক্রম প্রভৃতির  
 বিষয় শ্রবণ করিয়া তাঁহার বশীভূতা হইয়া সর্বদা তাঁহাকে কামনা করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥  
 কিছুকাল পরে উর্ধ্বশী বৃক্ষশাপে অভিভূতা হইয়া পৃথিবীতে আগমন পূর্বক সর্বগুণালঙ্কৃত  
 এই নৃপবরকেই বরণ করিলেন । এবং তাঁহার নিকট এইরূপ নিগম করিলেন যে, মহারাজ !  
 আমি এই দুই মেঘশাবককে আপনার নিকট গচ্ছিত রাখিলাম আপনি ইহাদের রক্ষণা-  
 যেক্ষণ করিবেন তাহা হইলেই আমার মান রক্ষা করা হইবে । আমি প্রত্যহ যুত ভক্ষণ  
 করিব আমার অপর কোনও ভক্ষণে প্রয়োজন নাই এবং মৈথুনকাল ব্যতিরেকে আমি  
 যেন কদাচ আপনাকে উলঙ্গ না দেখি । মহারাজ ! এই আমার প্রতিজ্ঞাবাক্য ; ভঙ্গ করিয়া  
 যদি কখন আপনি উলঙ্গ বা মেঘশাবক রক্ষণে অনমর্থ হন তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আমি  
 আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিব, ইহা সত্য বলিতেছি ॥ ৭—১০ ॥ ॥ ১১ ॥ ॥  
 রাজ পুরুষা কামিনী উর্ধ্বশীর এই প্রতিজ্ঞা বাক্যগুলি স্বীকার করিলেন এবং উর্ধ্বশীও  
 শাপ মোক্ষণ কামনায় এই বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

\* নীতঃ হতি বা পাঠঃ ।

একচিত্তস্ত্বং সংজাতস্ত্বম্ননস্কো মহীপতিঃ ।

ন শশাক তয়া হীনঃ ক্ষণমপ্যতিমোহিতঃ ॥ ১৩ ॥

এবং বর্ষগণান্তে তু স্বর্গস্থঃ পাকশাসনঃ ।

উর্বশীং নাগতাং দৃষ্ট্বা গন্ধর্বানাহ দেবরাট্ ॥ ১৪ ॥

উর্বশীমানয়ধ্বং ভো গন্ধর্বাঃ সর্ব্ব এব হি ।

হস্তোরণৌ গৃহান্তস্য ভূপতেঃ সময়ে কিল ॥ ১৫ ॥

উর্বশীরহিতং স্থানং মদীয়ং নাতিশোভতে ।

যেন কেনাপ্যুপায়েন তামানয়ত কামিনীম্ ॥ ১৬ ॥

ইত্যুক্তান্তেহথ গন্ধর্বা বিশ্বাবস্তুপুরোগমাঃ ।

ততো গঙ্গা মহাগাতমসি প্রভূতপশ্বিতে ॥ ১৭ ॥

জহুস্তাবুরণৌ দেবা রমমাণং বিলোক্য তম্ ।

চক্রন্দভুস্তদা তৌ তু হ্রিয়মাণৌ বিহায়সাম্\* ॥ ১৮ ॥

উর্বশী তত্পাকর্ণ্য ক্রন্দিতং স্তুতয়োরিব ।

কুপিতোবাচ রাজানং সময়োহয়ং কৃতো ময়া ॥ ১৯ ॥

লীনোহস্তগৃহে স্থিত ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥ ন শশাকতি । তয়া হীনোহবস্থাভূং ন সমর্থো  
বভূব ॥ ১৩—১৪ ॥ সময়ে তেনাজাতকালে ইত্যর্থঃ ॥ ১৫—১৭ ॥ চক্রন্দভূরাহ্মানং রোদনং  
বা চক্রভূঃ ॥ ১৮ ॥ সময়োহয়মিতি । ময়ায়ং সময়ঃ কৃতঃ স নষ্ট ইতি শেষঃ ॥ ১৯ ॥

অনন্তর সেই ভূপাল সমস্ত ধর্ম্মকার্য্যাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক উর্বশীর ব্যসনমতে মোহিত হইয়া  
বহুবর্ষ ব্যাপিয়া অন্তঃপুরে তাঁহার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন । এই সময় মহীপতি  
পুত্ররবা উর্বশীতে একরূপ অমুরক্ত হইয়াছিলেন, যে ক্ষণমাত্রও তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে  
পারিতেন না ॥ ১২—১৩ ॥

ঋষিগণ ! এইরূপে বহুবর্ষ গত হইলে পর সুরপতি ইন্দ্র স্বর্গে থাকিয়া উর্বশীকে না  
দেখিয়া গন্ধর্ব্বদিগকে বলিলেন । ওহে গন্ধর্ব্বসকল ! তোমরা সকলেই একত্রিত হইয়া  
যথাসময়ে সেই ভূপতি পুত্ররবার গৃহ হইতে মেঘদ্বয়কে অপহরণ করত উর্বশীকে আনয়ন  
কর ॥ ১৪—১৫ ॥ দেখ ! আমাদের এই স্বর্গপুরী উর্বশী বিহীন হইয়া কিছুতেই শোভা  
পাইতেছে না । অতএব যে কোনও উপায়ে সেই কামিনীকে আনয়ন কর ॥ ১৬ ॥

অনন্তর সেই বিশ্বাবস্তু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ ইন্দ্ৰের এইরূপ আদেশ পাইয়া ঘোরতর অন্ধ-  
কার উপস্থিত হইলে পুত্ররবার গৃহে যাইয়া তাঁহাকে উর্বশীর সহিত ক্রীড়াসক্ত দেখিয়া সেই  
মেঘ দুইটিকে অপহরণ করিলেন । অনন্তর সেই অপহৃত মেঘ দুইটা আকাশ হইতে অতিশয়  
টীংকার করিতে লাগিল ॥ ১৭—১৮ ॥ উর্বশী, পুত্রের জায় সেই ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া

\* শব্দঃ দাভুঃ তদা তৌ তু হ্রিয়মাণৌ বিহায়সি । ইতি বা পাঠঃ ।

নক্টাহং তব বিশ্বাসাক্তৌ চৌরৈর্মমোরণৌ ।

রাজন্ । পুত্রসমাবেতৌ ত্বং কিং শেষে স্ত্রিয়া সমঃ ॥ ২০ ॥

হতাস্মাহং কুনাথেন নপুংসা বীরমানিনা ।

উরণৌ মে গতৌ চাদ্য সদা প্রাণপ্রিয়ৌ মম ॥ ২১ ॥

এবং বিলপমানাস্তাং দৃষ্ট্বা রাজা বিমোহিতঃ ।

নগ্ন এব যযৌ তুর্ণং পৃষ্ঠতঃ পৃথিবীপতিঃ ॥ ২২ ॥

বিভ্র্যৎ প্রকাশিতা তত্র গন্ধর্ব্বৈৰ্ণপবেশ্মনি ।

নগ্নভূতস্তয়া দৃষ্টৌ ভূপতির্গম্ভকাময়া ॥ ২৩ ॥

ত্যক্তৌরণৌ গতঃ সর্ব্বৈ গন্ধর্ব্বাঃ পথি পার্থিবঃ ।

নগ্নৌ জগ্রাহ তৌ শ্রাস্তৌ জগাম স্বগৃহং প্রতি ॥ ২৪ ॥

তদোর্ব্বশীং গতং দৃষ্ট্বা বিললাপাতিভূঃখিতঃ ।

নগ্নং বীক্ষ্য পতিং নারী ধাতা সা বরবর্ণিনী ॥ ২৫ ॥

ক্রন্দন্ স দেশদেশেষু বভ্রাম নৃপতিঃ স্বয়ম্ ।

তচ্চিভে। বিহবলঃ\* শোচন্বিবশঃ কামমোহিতঃ ॥ ২৬ ॥

নষ্টা শোকগ্রস্তা জাতততি শেবঃ । স্ত্রিয়া সমঃ নিকীর্ণা ইতি ভাবঃ ॥ ২০—২১ ॥ বিলপস্ত্রীমূর্খশ্চ-  
মবলোক্য রাজা তৎকৃতপ্রতিজ্ঞাং বিশ্বসন্ উলঙ্গ এব উরণৌ জিহ্বকুর্গতবানিত্যর্থঃ ॥ ২২—২৩ ॥

অতিশয় কুপিত হইয়া রাজাকে বলিল । মহারাজ ! আমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম তাহা  
এক্ষণে অভ্রাণ হইয়াছে । অতএব আমি আপনার উপর বিশ্বাস করিয়াই বিচ্ছিন্ন হইলাম ।  
ঐ দেখুন আমার মেঘ দুইটাকে চৌরগণে অপহরণ করিয়াছে । রাজন্ ! ঐ দুইটাকে আমার  
পুত্রের ছায় জানিবেন আপনি এখনও যে স্ত্রীলোকের ছায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন ? (শীঘ্র  
উগাদিগকে বিমুক্ত করুন ॥) ১৯—২০ ॥ হাব ! আমি এই বীরভিমানী স্ত্রীবতুলা অসং  
স্বামীর চক্ষে পতিত হইয়া বিনষ্ট হইলাম । আমার প্রাণসদৃশ প্রিয় ঐ মেঘদ্বয় অদ্য  
কোথায় বাইল ॥ ২১ ॥ মহারাজ পুত্ররবা উর্ব্বশীকে এইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া  
বিমোহিত হইয়া উলঙ্গ অবস্থাতেই যেমন মেঘের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন, অমনি গন্ধর্ব্বগণ  
সেই গৃহমধ্যে বিভ্র্যৎ প্রকাশ করিল এবং তৎক্ষণাৎ স্বর্গগমনাভিলাষিণী উর্ব্বশী মহারাজকে  
উলঙ্গ দেখিলেন ॥ ২২—২৩ ॥ ইহা দেখিয়া গন্ধর্ব্বগণ মেঘদ্বয়কে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান  
করিল । অনন্তর সেই রাজা পথিমধ্যে নগ্ন অবস্থাতেই তাহাদিগকে গ্রহণ করত পরিশ্রান্ত  
হইয়া স্বগৃহে পুনরায় প্রত্যাগমন করিলেন ॥ ২৪ ॥

তৎকালে, সেই বরবর্ণিনী কামিনী পতিককে উলঙ্গ দেখিবামাত্র প্রস্থান করিল । পুত্ররবা  
ইহা দেখিয়া অতিশয় হঃখিতাস্তঃকরণে বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥ সেই কামমোহিত

\* বিকৃতঃ ইতি বা পাঠঃ ।

ভ্রমন্ বৈ সকলাং পৃথ্বীং কুরুক্ষেত্রে দদর্শ তাম্ ।  
 দৃষ্ট্ৱা সংহৃষ্টবদনঃ প্রাহ সূক্তং নৃপোত্তমঃ ॥ ২৭ ॥  
 অয়ে জায়ে । তিষ্ঠ তিষ্ঠ ধোরে ন ত্যক্তুমহিসি ।  
 মাং ত্বং ত্বম্মানসং কাস্তং বশগক্ষাপ্যনাগসম্ ॥ ২৮ ॥  
 স দেহোহয়ং পতত্যত্র দেবি ! দূরং হতস্তয়া ।  
 খাদস্ত্যেনং বৃকাঃ কাকাস্তয়া ত্যক্তং বরোরু ! যৎ ॥ ২৯ ॥  
 এবং বিলপমানস্তং রাজানং প্রাহ চোৰ্কশী ।  
 দুঃখিতং কৃপণং শ্রাস্তং কামার্তং বিবশং ভৃশম্ ॥ ৩০ ॥

উৰ্কশ্যুবাচ ।

মূৰ্খোহসি নৃপশাৰ্দীল ! জ্ঞানং কুত্র গতস্তব ।  
 কাপি সখ্যং ন চ স্ত্রীণাং বৃকাণামিব পার্থিব ! ॥ ৩১ ॥  
 ন বিশ্বাসো হি কৰ্তব্যস্ত্রীষু চৌরেষু পার্থিবৈঃ ।  
 গৃহং গচ্ছ স্ত্বং ভুঙ্কুমা বিবাদে মনঃ কৃথাঃ ॥ ৩২ ॥

অনাগসমনপবাহিনং ন ত্যক্তুমহিসীত্যনয়ঃ ॥ ২৮ ॥ কুত ইতি চেত্তত্রাহ স দেহ ইতি । যদ্য-  
 যাক্তোহো স দেহো যঃ পূৰ্ণং ত্বয়াহতিপ্রেমণা ভুক্তঃ সোহয়ং দেহোহত্র পততি । ত্বয়া  
 দূরদেশং হতস্ত্বদ্যদেশেন দূরদেশং প্রাপ্তোহতিকোমল ইতি কৃত্বা । কিঞ্চ হে বরোরু !  
 এনং দেহং কাকা বৃকাঃ খাদন্তি । বর্তমানসামীপ্যে লট্ । ত্বয়া ত্যক্তং মৃতমধুনৈব

নৃপতি তন্মনস্ক হইয়া একরূপ বিবশ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে উৰ্কশীর জন্য দেশবিদেশে ভ্রমণ  
 করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥ এইরূপে মহারাজ পুরুষবা সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ  
 করিয়া একদিবস কুরুক্ষেত্রে তাহাকে দেখিতে পাইলেন, এবং দেখিবামাত্র অতিশয় আন-  
 নিত হইয়া তাহাকে মধুরবাক্যে বলিলেন ॥ ২৭ ॥ অয়ে পত্নি ! থাক থাক !! আমাকে  
 এই বিষয় সঙ্কটে ফেলিয়া প্রস্থান করিও না । আমি ত কোন অপরাধ করি নাই বরং  
 একান্ত চিত্ত হইয়া সম্পূর্ণরূপে তোমার বশীভূত হইয়া পড়িয়াছি ॥ ২৮ ॥ দেবি ! তোমার  
 জন্ত আমি বহুদূর আসিয়াছি । হে বরোরু ! যদি তুমি পরিত্যাগ কর তাহা হইলে যে দেহ  
 পূৰ্ণে তুমি অতিশয় প্রণয়সহকারে উপভোগ করিয়াছিলে এক্ষণে তাহা পতিত হইলে  
 সামান্য বৃকাকে ভক্ষণ করিবে ॥ ২৯ ॥ উৰ্কশী সেই কামার্ত পরিশ্রান্ত দুঃখিত রাজাকে  
 অতিশয় বিবশের আয় বিলাপ করিতে দেখিয়া বলিল ॥ ৩০ ॥

মহারাজ ! আমি তোমাকে নৃপগণের শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানি ; কিন্তু, এক্ষণে মূৰ্খের আয়  
 ব্যবহার করিতেছ কেন ? তোমার সেই জ্ঞান কোথায় গেল ? তুমি কি জান না যে  
 ঈলোকের বদ্ধতা বৃকগণের আয় কুত্রাপি স্থির থাকে না । রাজগণ কখনই ঈলোক অথবা

ইত্যেবং বোধিতো রাজা ন বিবেদাতিমোহিতঃ ।

দুঃখঞ্চ পরমং প্রাপ্তঃ স্বেদগীর্নোহযন্ত্রিতঃ ॥ ৩৩ ॥

সূত উবাচ ।

ইতি সর্বং সমাখ্যাতমূর্ব্বশীচরিতং মহৎ ।

বেদে বিস্তরিতং চৈতৎ সংক্ষেপাৎ কথিতং ময়া ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে  
উর্ব্বশীপুরুষবাসোর্মেলনং নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

ভক্তগ্নিস্বাস্তীভার্থঃ ॥ ২৯—৩৩ ॥ বেদে বিস্তরিতমিতি বহুচি মাযুধা ইতি স্কন্ধেনেতাৰ্থঃ ।  
দ্রীসঙ্গিনামিখং গতির্ভবতি তস্মাৎ দ্রীসঙ্গঃ সৰ্ব্বথা শ্রীভগবত্ৰূপ্যুসকৈস্ত্যাক্য ইত্যবাস্তরতাং  
পর্য্যম্ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

চোরের প্রতি বিশ্বাস করিবে না । অতএব মহারাজ ! তুমি গৃহে যাও স্থখে বিষয়ভো-  
কর অনর্থক বিষয় হইও না ॥ ৩১—৩২ ॥ উর্ব্বশী এইরূপে প্রবোধ দিলেও সেই অ-  
মুখচিত্ত রাজা প্রবোধ মানিলেন না বরং সেই স্বর্কেষ্টার স্নেহ-সংবদ্ধ হইয়া অতিশয় দুঃ-  
পাইতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! এই ত আমি উর্ব্বশীচরিত্র কথা সমস্তই বর্ণন করিলাম  
পরন্তু, ইহা বেদে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে আমি সংক্ষেপেই বর্ণনা করিলাম ॥ ৩৪ ॥

অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের প্রথম

স্কন্ধে উর্ব্বশীপুরুষাচরিত্রবর্ণন নামক ত্রয়োদশ

অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## চতুর্দশোধ্যায়ঃ ।

শ্রীসূত উবাচ ।

দৃষ্ট্বা তামসিতাপাক্ষীং ব্যাসশ্চিস্তাপরোহভবৎ ।

কিং করোমি ন মে যোগ্যা দেবকশ্চেষ্ময়ম্পরাঃ ॥ ১ ॥

এবং চিস্তয়মানস্ত দৃষ্ট্বা ব্যাসং তদাম্পরাঃ ।

ভয়ভীতা হি সঞ্জাতা শাপং মাং বিস্মজেদয়ম্ ॥ ২ ॥

সাক্ষ্যাহং শুকীরূপং নির্গতা ভয়বিহ্বলা ।

কৃষ্ণস্ত বিস্ময়ং প্রাপ্তো বিহঙ্গীং তাং বিলোকয়ন্ ॥ ৩ ॥

কামস্ত দেহে ব্যাসস্ত দর্শনাদেব সঙ্গতঃ ।

মনোহতিবিস্মিতং জাতং সর্বগাত্রেষু বিস্মিতঃ ॥ ৪ ॥

সপ্ততিমোকবর্ধোক্ত শুকসোৎপত্তিরীধাতে ।

বত্র বর্ধো গৃহতানাং কর্তব্যহেন চোচাতে ॥

দৃষ্টান্তেনোপাত্তাং পুরুষকথাং সমাপ্য প্রকৃতাং শুকাৎপত্তিং কথয়তি । দৃষ্টেতি ।  
ন মে যোগ্যেতি । গৃহস্থপ্রমযোগ্যা নেত্যর্থঃ । যতোহম্পরা ইয়ং ভবতি ॥ ১ ॥ মাং প্রতি  
শাপময়ং বিস্মজেদিত্যেতি হেতোঃ সাম্পরা ভয়ভীতা অভবদিত্যাহ । ভয়ভীতেতি ॥ ২ ॥  
শুকীতি । কীরাদনারূপমিত্যর্থঃ । বিস্ময়মিতি অহো অধুনৈবেয়ং বিলক্ষণা কামিনী কথং  
শুকী জাতেতি বিস্ময় ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ দর্শনাদেবেতি । অম্পরোরূপদর্শনাদেবেত্যর্থঃ । বিস্মিতং

সূত কহিলেন, মহর্ষিগণ! ব্যাসদেব সেই চাকুলোচনা অম্পরাকে দেখিয়া অতিশয়  
চিন্তাতুর হইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, এই দেবকন্তা অম্পরা ত আমার যোগ্যা নহে,  
তবে ইহাকে লইয়া আমি কি করিব ॥ ১ ॥ সেই সময় অম্পরাও ব্যাসদেবকে চিন্তাতুর  
দেখিয়া, পাছে ইনি আমাকে শাপপ্রদান করেন এই ভয়ে অতিশয় ভীতা হইয়াছিল ॥ ২ ॥  
অনন্তর সেই দেববারাদনা ঘৃতাচী শাপভয়ে বিহ্বল হইয়া শুকপক্ষীরূপ ধারণ করিয়া  
তথা হইতে প্রস্থান করিল । এদিকে মহর্ষি কৃষ্ণ বৈপায়নও এই সুহৃৎকে বাহাকে সর্বস্বলক্ষণা  
দিবা কামিনীমূর্ত্তি দেখিলেন, পরক্ষণে তাহাকেই পক্ষীরূপ দেখিয়া একেবারে বিস্ময়-  
সাগরে নিমগ্ন হইলেন ॥ ৩ ॥ হে মহর্ষিমণ্ডল! ইহ সংসারে ব্রহ্মর্ষিই হউন আর দেবতাই  
হউন পক্ষবানের লক্ষ্য হইতে কাহারই পরিজ্ঞান নাই; অতএব, মহর্ষি বেদব্যাস যে ক্ষণে  
সেই অম্পরঃপ্রদানা ঘৃতাচীর অসামান্য রূপলাবণ্য দেখিলেন, সেই অবসরেই কামদেব  
মহর্ষির দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পড়িলেন; অমনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার মন অপরূপ কামিনী-  
মূর্ত্তি ভাবিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং সর্বশরীর লোমচ্ছর্ষণে পরিপূর্ণ হইল ॥ ৪ ॥

স তু ধৈর্যোণ মহতা নিগৃহ্ণন মানসং মুনিঃ ।  
 ন শশাক নিয়ন্তুঃ স ব্যাসঃ প্রস্তুতং মনঃ ॥ ৫ ॥  
 বহুশো গৃহ্যমাণঞ্চ ঘৃতাচ্যা মোহিতং মনঃ ।  
 ভাবিহ্যামৈব বিধৃতং ব্যাসস্তামিততেজসঃ ॥ ৬ ॥  
 মম্বনং কুর্বতস্তস্মৈ মূনৈরগ্নিকীৰ্ঘ্যা ।  
 অরণ্যামেব সহসা তস্মৈ শুক্রমথাপতৎ ॥ ৭ ॥  
 সোহবিচিন্ত্য তথা পাতং মমস্মারণিমিব চ ।  
 তস্মাচ্ছূকঃ সমুদ্ভূতো ব্যাসাকৃতিমনোহরঃ ॥ ৮ ॥  
 বিশ্বয়ং জনয়ন্ বালঃ সংজাতস্তদরণ্যজঃ ।  
 যথাহধ্বরে সমিক্ষোহগ্নির্ভাতি হব্যেন দীপ্তিমান্ ॥ ৯ ॥

প্রফুল্লং জাতম্ । বিস্মিতঃ প্রফুল্লঃ ॥ ৪ ॥ নিগৃহ্ণমানসমিতি । নিরুদ্ধং কুর্ষ্বন্নপি নিয়ন্তুঃ ন  
 শশাকেত্যাৰ্থঃ । প্রস্তুতমিতি । বিষয়েষু বাপৃভূতিত্যাৰ্থঃ ॥ ৫ ॥ নৈব বিধৃতমিতি । ন বিধৃতং  
 নিরুদ্ধমভবদ্বিতী শেষঃ ॥ ৬—৭ ॥ সোহবিচিন্ত্যেতি । অবচিন্ত্যোতিচ্ছেদঃ । ন গণয়িত্বৈত্যাৰ্থঃ ।  
 নমু বীৰ্য্যপাতানন্তরং প্রায়শ্চিত্তং কৃত্বৈব মম্বনং কৰ্ত্তব্যং তৎ কথমবিচিন্ত্যেত্যুক্তমিতি চেৎ ।  
 যতো যজ্ঞে কৰ্ম্মণি যজ্ঞান্ধৈবকল্যে এব প্রায়শ্চিত্তং নাভ্যুৎপত্তি মন্ততে মুনিঃ । যদ্বাহরণ্যং  
 পতितং বীৰ্য্যমবিচিন্ত্যাহজ্ঞায়েত্যাৰ্থঃ । বীৰ্য্যপাতানন্তরং প্রায়শ্চিত্তং কৃত্বৈব মম্বনং কৃতং  
 পরন্তু অরণ্যং পতিতমিত্যেব ন জ্ঞাতমিত্যর্থকল্পনাৎ । ব্যাসাকৃতিশ্চাসৌ মনোহরশ্চেতি

যদিচ, মহর্ষি ব্যাস অন্তঃস্থবিচারে অতিশয় নিপুণ ছিলেন, তথাপি তজ্জনিত স্মৃহৎ  
 ধৈর্য্যপ্রভাবেও কল্মষ শরসংবিদ্ধমানস মত হস্তীকে নিগৃহীত করিতে তুরিষ্টপ্রয়াস পাই-  
 য়াও কোনক্রমেই সেই প্রেমলালসা বিগলিতচিত্তকে নিয়মিত করিতে সমর্থ হইলেন  
 না ॥ ৫ ॥ ভবিষ্যতাকে অতিক্রম করিতে পারে, এই ত্রিলোকীমধ্যে একুপ কাহারও  
 সাধ্য নাই ; সুতরাং সেই অবশ্রুজাবি দৈবপ্রভাব নিবন্ধন মহর্ষি বেদব্যাস অপরিমের  
 তপঃপ্রভাবসম্পন্ন হইয়াও ঘৃতাচীর অলৌকিক রূপে বিমোহিত মনোরূপ মাতঙ্গসহস্র  
 প্রবোধ শৃঙ্খলায় নিরুদ্ধ করিতে তুরি তুরি যত্ন পাইয়াও কিছুতেই ধরিয়া রাখিতে পারি-  
 লেন না । অগ্নির উৎপাদন লালসায় তিনি বে অরণীধর লইয়া মম্বন করিতেছিলেন, হটাত  
 তাঁহার বীৰ্য্য অলিত হইয়া সেই অরণীকাষ্ঠ মধ্যেই নিপতিত হইল ॥ ৬—৭ ॥ তৎকালে,  
 তিনি সেই রেতঃপাতের বিষয় অন্তরে স্থান না দিয়া যেমন অবিরত অরণীকাষ্ঠ বর্ষণে প্রবৃত্ত  
 হইলেন, অমনি তৎকণাৎ দ্বিতীয় বেদব্যাসমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহা হইতে সর্বাঙ্গস্বলম্ব  
 মহান্ধা শুকদেব আবির্ভূত হইলেন । মহর্ষিগণ ! যেমন যজ্ঞস্থলে প্রজ্বলিত হুতাশন তুরিষ্ট  
 হবনীয় শ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া আরও সমধিক উদ্দীপ্তভাবে প্রতিভাত হইতে থাকেন, সেইরূপ  
 তাঁহার সেই অরণীগর্ভজ বালকও সহসা সমুদ্ভূত হইয়া সকলের বিষয় উৎপাদনকরত অম-  
 ন্য শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৮—৯ ॥

ব্যাসস্ত স্নাতমালোক্য বিষয়ং পরমঙ্গতঃ ।  
 কিমেতদिति সঞ্চিন্ত্য বরদানাস্ছিবস্ত বৈ ॥ ১০ ॥  
 তেজোরূপী শুকো জাতোহপ্যরণীগর্ভসম্ভবঃ ।  
 দ্বিতীয়োহগ্নিরিবাভ্যর্থং দীপ্যমানঃ স্বতেজসা ॥ ১১ ॥  
 বিলোকয়ামাস তদা ব্যাসস্ত মুদিতং স্নতম্ ।  
 দিব্যেন তেজসা যুক্তং গার্হপত্যমিবাপরম্ ॥ ১২ ॥  
 গঙ্গাস্তঃ স্নাপয়ামাসু সমাগত্য গিরেস্তুদা ।  
 পুষ্পবৃষ্টিস্ত খাজ্জাতা শিশোরূপরি তাপসাঃ ! ॥ ১৩ ॥  
 জাতকর্মাদিকং চক্রে ব্যাসস্তস্য মহাত্মনঃ ।  
 দেবহুন্দুভয়ো নেহ্ননুতুশ্চাপরোগনাঃ ॥ ১৪ ॥  
 জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়ো মুদিতাস্তে দিদৃক্ষবঃ ।  
 বিশ্বাবহ্নীরদশ্চ তুশ্বরুঃ শুকসম্ভবে ॥ ১৫ ॥

সমস্তম্ ॥ ৮ ॥ অরণ্যজঃ । অরণ্যাকাষ্ঠজ ইত্যর্থঃ । শন্য অরণ্যাকাষ্ঠজাৎ । যথাধ্বরে ইতি ।  
 তপায়ং দীপ্তিমানিতি শেষঃ ॥ ৯ ॥

কিমেতদिति । কামিত্তভাবে কথং পুস্তোৎপত্তিরিতি বিচিন্ত্য চিন্তাকৃত্য শিবস্ত বর-  
 দানাদেতদভবদिति তর্কয়ামাসেতি শেষঃ ॥ ১০—১২ ॥

খান্দাকাশাৎ ॥ ১৩ ॥ (শুকজন্মানি দেবাদেবগোনশ্চ সন্তপ্তা জাতা ইত্যত আহ । দেব-  
 চন্দুভয় ইতি ॥ ১৪—১৫ ॥ অরণী উত্তরাধরহোমকাষ্ঠদ্বয়ং তদঘর্ষণাৎ সম্ভবং সজ্জাতং অথোনিজ-

ব্যাসদেব সহসা তাদৃশ সর্বাঙ্গসুন্দর পুত্র সন্দর্শনে বিষয়সাগরে নিমগ্ন হইয়া প্রথমত  
 ভাবিলেন, এ আবার কি হইল ? পরে, নিশ্চয় করিলেন যে, ইহা সেই দেবদেব ভগবান্  
 সনাতনব্রহ্মার বরপ্রভাব ভিন্ন অপর কিছুই নহে ॥ ১০ ॥ এদিকে অরণীগর্ভসম্ভূত সেই তেজো-  
 বাশি শুকদেব জাতমাত্র নিজ প্রচণ্ড তেজঃপ্রভাবে মূর্তিমান্ হুতশনের জ্বায় প্রতিভাত  
 হইতে লাগিলেন । তখন, মহর্ষি ব্যাস দ্বিবাপ্রভাবসম্পন্ন দ্বিতীয় গার্হপত্য অগ্নিসদৃশ সেই  
 সদানন্দময় কুমারের প্রতি নির্নিমেঘমননে চাহিয়া রহিলেন ॥ ১১—১২ ॥

'হে তাপসগ্ৰন্থ ! যেই সময় ভগবতী গঙ্গাদেবী ও হিমালয়গিরি হইতে সেই স্থলে সমা-  
 গত হইয়া বাগকের দেহের অভ্যন্তরস্থল (সমস্ত নাড়ী) পর্য্যন্ত নিজ পবিত্র সলিল দ্বারা  
 প্রক্ষালন করিয়া গিলেন ; অমনি আকাশ হইতে সেই শিশুর উপরি পুষ্পবৃষ্টি হইতে  
 লাগিল ॥ ১৩ ॥ অধিক কি বলিব যৎকালে সত্যবতী কুমার মহর্ষি ব্যাস সেই মহাত্মা পুত্রের  
 জাতেষ্ট্যাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করেন, সেই সময় শুকদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে আকাশে দেব-  
 চন্দুভি নিনাদিত হইতে লাগিল, অঙ্গরোবৃন্দ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল এবং নারদ, বিশ্বা-  
 বহু ও হুশ্বক প্রভৃতি প্রধান গন্ধর্ব্বনারকগণ বাগকের দর্শন লাভসার তথায় আগমন পূর্ব্বক



ভূম্বু বুম্বু দিতাঃ সৰ্বে দেবা বিদ্যাধরাস্তথা ।  
 দৃষ্ট্য ব্যাসহৃতং দিব্যমরণীগৰ্ভসম্ভবম্ ॥ ১৬ ॥  
 অন্তরিক্ষাং পপাতোৰ্ব্বাং দণ্ডঃ কৃষ্ণাজিনং শুভম্ ।  
 কমণ্ডলুস্তথা দিব্যঃ শুকস্যার্থে দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১৭ ॥  
 সদ্যঃ স বরুধে বালো জাতমাত্রোহতিদীপ্তিমান্ ।  
 তস্যোপনয়নং চক্রে ব্যাসো বিদ্যাবিধানবিৎ\* ॥ ১৮ ॥  
 উৎপন্নমাত্রং তং বেদাঃ সরহস্যাঃ সংগ্রহাঃ ।  
 উপতস্মুর্মহাত্মানং যথাস্য পিতরস্তথা ॥ ১৯ ॥  
 যতো দৃষ্টং শুকীরূপং স্মৃতাচ্যাঃ সম্ভবে তদা ।  
 শুকেতি নাম পুত্রস্য চকার মুনিসত্তমাঃ !\* ॥ ২০ ॥  
 বৃহস্পতিমুপাধ্যায়ং কৃত্বা ব্যাসহৃতস্তদা ।  
 ত্রতানি ব্রহ্মচর্য্যস্য চকার বিধিপূৰ্ব্বকম্ ॥ ২১ ॥

মিতার্থঃ ॥ ১৬ ॥ শুকশ্রাবলব্রহ্মচর্য্যভাবিত্যং আকাশাদেব ব্রহ্মচর্য্যোপকরণানি নিপেতুরিত্যত  
 আহ দণ্ডঃ কৃষ্ণাজিনমিতি ॥ ১৭—১৮ ॥ উপতস্মুর্মনসি ক্ষুরূপং প্রাপু বস্মিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

স্মৃতাচ্যাঃ সম্ভবে তদেতি । স্মৃতাচ্যাঃ শুকীরূপং সম্ভবে শুকোৎপত্তিসময়ে দৃষ্টং যতো  
 যস্মাৎ কারণাৎ । তস্মাদেব তদা তস্মিন্ কালে । শুকেতি সন্ধিরার্থঃ । শুক ইতি নাম  
 চকারেত্যর্থঃ । যদ্বদেশেন দীর্ঘাং পঠিতং সা তন্ত মাত্রেতি শুকী মাত্রেতি শুক-  
 নামকরণতাৎপর্য্যম্ ॥ ২০—২১ ॥ (ধর্ম্মশাস্ত্রাণীতি । শুকো শুককুলেবৃহস্পতি গৃহে স্থিতি  
 আনন্মিতম্বে গান করিতে লাগিলেন ॥ ১৮—১৯ ॥ সমস্ত দেব ও বিদ্যাধরগণ মহাবি  
 ব্যাসের সেই অরণী গৰ্ভ সম্ভূত পুত্র সন্দর্শনে আলোদে পুলকিত হইয়া স্তুতিপাঠ করিতে  
 লাগিলেন ॥ ১৬ ॥ হে দ্বিজোত্তম মহর্ষিগণ ! সেই সময় শুকদেবের নিমিত্ত অন্তরীক্ষ হইতে  
 পৃথিবীতে দিব্যরূপী দণ্ড, কমণ্ডলু ও সৰ্প স্খাবহ কৃষ্ণসার মৃগচৰ্ণ পতিত হইল ॥ ১৭ ॥  
 এ দিকে সেই বালক শুকদেব জন্মমাত্র প্রদীপ্ত বলিশিখার দ্বায় তৎক্ষণাৎ পরিবর্তিত  
 হইলেন ইহা দেখিয়া সৰ্পশাস্ত্র বিধানে অভিজ্ঞ মহর্ষি ব্যাস তাঁহার উপনয়ন প্রদান করিলেন ।  
 হে মহর্ষিগণ ! আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সমস্ত সংগ্রহ ও রহস্য সম্বন্ধে চতুশ্চান্দ বেদ  
 সকল যেমন মহর্ষি বেদব্যাসের নিকট প্রতিনিয়ত আয়ত্তীকৃত রহিয়াছে সেইরূপ তাঁহার  
 সেই মহাত্মা পুত্র উৎপন্ন হইবামাত্র তাঁহারও উপাসনায় প্রবৃত্ত হইল অর্থাৎ তাঁহার অন্তরে  
 ক্ষুণ্ণি পাইতে লাগিল ॥ ১৮—১৯ ॥

হে মুনিসত্তমগণ ! ভগবান্ কৃষ্ণবৈপায়ন পুত্রের জন্মকালে স্বর্গবেত্তা স্মৃতাচীর মূর্ত্তি শুক  
 পক্ষিণীর মত দেখিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নামও শুকদেব রাখিলেন ॥ ২০ ॥ অনন্তর

\* সৰ্পবিধানবিৎ ইতি বা পাঠঃ ।

সোহধীত্য নিখিলান্ বেদান্ সরহস্যান্ সসংগ্রহান্ ।

ধর্মশাস্ত্রাণি সর্বাণি কৃদ্বা গুরুকূলে শুকঃ ॥ ২২ ॥

ঔরষে দক্ষিণাং দদ্বা সমারুভো মুনিস্তদা ।

আজগাম পিতুঃ পার্শ্বে কৃষ্ণবৈপায়নশ্চ ॥ ২৩ ॥

দৃষ্ট্বা ব্যাসঃ শুকং প্রাপ্তং প্রেমুণোপ্থায় সসম্ভ্রমঃ ।

আলিলিঙ্গ মুহুর্জাণং মুর্দ্ধি তস্মৈ চকার হ ॥ ২৪ ॥

পপ্রচ্ছ কুশলং ব্যাসস্তথা চাধ্যয়নং শুচিঃ ।

আশ্বাস্ত্র স্থাপয়ামাস শুকং তত্রাশ্রমে শুভে ॥ ২৫ ॥

দারকর্ম ততো ব্যাসঃ শুকস্মৈ পর্যাচিস্তয়ৎ ।

কন্ঠাং মুনিম্বতাং কাস্তামপৃচ্ছদতিবেগবান্ ॥ ২৬ ॥

শুকং গ্রাহ স্মৃতং ব্যাসো বেদোহধীতস্তয়াহনঘ ! ।

ধর্মশাস্ত্রাণি সর্বাণি কুরু ভার্য্যাং মহামতে ! ॥ ২৭ ॥

শেষঃ । সর্বাণি ধর্মশাস্ত্রাণি কৃদ্বা অধীত্য ইত্যর্থঃ । পিতুঃ সমীপে আগতবানিতি পর-  
শ্লোকেনাধঃ ॥ ২২—২৩ ॥ জ্ঞাণং মুর্দ্ধীতি । মন্তকাবজাণং কৃতবানিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥ আশ্বা-  
শ্রুতি । পুত্রাধ্যয়নং শ্রদ্ধা সম্যক্ জয়াহধ্যয়নং কৃতমিত্যাশ্বাস্ত্রোত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥ (দারকর্ম  
ভার্য্যাগ্রহণম্ ॥ ২৬ ॥ মহামতে ইতি সম্বোধনেন শুকস্মৈ কর্তব্যাকর্তব্যতাবিচারশক্তিঃ

শুকদেব স্রগুর্ক বৃহস্পতিকৈ আচার্য্যদ্বৈ বরণ করিয়া যথাবিহিত ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের অমুষ্ঠানে  
প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২১ ॥ এইরূপে মেধাশক্তি সম্পন্ন মহাত্মা শুক ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাহুষ্ঠায়ী  
হইয়া গুরুকূলে থাকিয়া সমস্ত রহস্যগণ সমন্বিত শাস্ত্র বেদ চতুষ্টয়, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি  
উপবেদ ও সমস্ত ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নানন্তর গুরু দক্ষিণা দিয়া সমাবর্তন পূর্বক পিতা কৃষ্ণ-  
বৈপায়নের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২২—২৩ ॥ মহর্ষি ব্যাস শুকদেবকে নিকটে  
উপস্থিত দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে উঠিয়া অত্যন্ত প্রীতিসহকারে আলিঙ্গন করিলেন এবং স্নেহা-  
ধিক্য বশতঃ বারংবার মন্তকের আঘাণ লইতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥ পরে, ব্যাসদেব অতি  
সরলভাবে শুকদেবের শারীরিক ও অধ্যয়নাদি বিষয়ের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন,  
(এবং সকল বিষয়েই পুত্রকে সম্পূর্ণ কৃতী দেখিয়া) আশ্বাস প্রদান পূর্বক সেই সর্ব মঙ্গল-  
ময় আশ্রমে অবস্থান করিতে অজুহতি করিলেন ॥ ২৫ ॥

তদনন্তর, ভগবান্ ব্যাসদেব শুকদেবের দারপরিগ্রহের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন ;  
পরম কমলীয় মুক্তি হইবে অথচ মুনিকুমারী হয় এক্ষণ অনুচ্চা কন্ঠা পাইবার নিমিত্ত তিনি  
অতিশয় ব্যস্ত হইয়া চতুর্দিকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং পুত্রকে কহিলেন, বৎস !  
শাস্ত্রবেদ ও ধর্ম শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিয়া তোমার সমস্ত মনোমালিন্য দূর হইয়াছে তা-  
একদা, দারপরিগ্রহ কর । হে পুত্র ! তুমি অতিশয় বুদ্ধিমান্ অত্র এব- তোমাকে অধিক

গার্হস্থ্যঞ্চ সমাসাদ্য যজ্ঞ দেবান্ পিতৃনথ ।

ঋণাশ্চোচয় মাং পুত্র ! প্রাপ্য দারান্ননোরমান্ ॥ ২৮ ॥

অপুত্রস্ত গতির্নাস্তি স্বর্গো নৈব চ নৈব চ ।

তস্মাৎ পুত্র ! মহাভাগ ! কুরুষ্বাদ্য গৃহাশ্রমম্ ॥ ২৯ ॥

কৃদ্ধা গৃহাশ্রমং পুত্র ! স্বধিনং কুরু মাং শুক ! ।

আশা মে মহতী পুত্র ! পূরয়স্ব মহামতে ! ॥ ৩০ ॥

তপস্তপ্ত্বা মহাঘোরং প্রাপ্তোহসি ভ্রময়োনিজঃ ।

দেবরূপী মহাপ্রাজ্ঞ ! পাহি মাং পিতরং শুক ! ॥ ৩১ ॥

সূত উবাচ ।

ইতি বাদিনমভ্যাসে প্রাপ্তঃ\* প্রাহ শুকস্তদা ।

বিরক্তঃ সোহতিরক্তং তং সাক্ষাৎ পিতরমাত্মনঃ ॥ ৩২ ॥

স্মৃতি ॥ ২৭—২৮ ॥ গার্হস্থ্যশ্রমং শ্রমং সমাহ অপুত্রস্যোতি । গৃহাশ্রমং কুরু গৃহস্থধর্মং পালয় দারপরিগ্রহেণ ইত্যর্থঃ ॥ ২৯—৩০ ॥ তবোৎপত্ত্যর্থং ময়া মহান্ ক্রোধঃ কৃতঃ অতো ভবানধুনা মমাশাং নিরাকর্ষুং নার্ষীতীতি আহ তপস্তপ্ত্বেন্টি ॥ ৩১ ॥ )

আর কি বলিব কোন মনোরমা কামিনীকে পত্নীয়ে গ্রহণ পূর্বক গৃহস্থ ধর্মে প্রবিষ্ট হইয়া দেব ও পিতৃ লোকের অর্জনা কর। ফল কথা এই যে, এই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ঋণজয় হইতে আমাকে মুক্ত কর ॥ ২৮—২৮ ॥ বৎস ! পুত্রবিহীন মানবের সঙ্গতি নাই ; আর স্বর্গত কোন ক্রমেই হইবে না। ফলত অশেষপ্রকার দুর্গতিই ঘটিয়া থাকে ; অতএব হে মহাত্মন ! তুমি সকল আশ্রমের সার স্বরূপ গৃহস্থ আশ্রম গ্রহণ কর। বৎস শুক ! তুমি অসামান্য মনোবাক্তি সম্পন্ন ; সুতরাং তোমাকে অধিক আর কি বুঝাইব আমি তোমার প্রতি অনেক দূর আশা করিয়া রহিয়াছি ; এক্ষণে তুমি আমার সেই সমস্ত আশা পূরণ কর। দেখ, শুক ! আমি ঘোরতর তপস্তা করিয়া সেই ভগবান্ বৃষভক্ষত্রের প্রসাদেই তোমা হেন দেবরূপী অধোনিমগ্নত পুত্র প্রাপ্ত হইয়াছি ; রে বৎস ! তুমি কেবল তাঁহারই প্রভাবে এতাদৃশ স্নমহৎ প্রজ্ঞাশক্তি সম্পন্ন হইয়াছ, অতএব, তোমাকে অধিক আর কি বলিব তুমি আমার এই আদেশটা পালন করিয়া এ বিষয়ে আমায় রক্ষা কর ॥ ২৯—৩১ ॥

সূত কহিলেন, হে মর্হসিগুণ ! মহাবি বেদব্যাস পুত্র শুকদেবকে নিকটে বসাইয়া এই প্রকার গৃহস্থ ধর্মে প্রবিষ্ট হইবার নিমিত্ত অহরোধ করিলে ; সেই বিষয়ভোগ-বিরাগী মহাত্মা শুক নিজ পিতাকে অত্যন্ত সংসারাসক্ত দেখিয়া তাঁহার সাক্ষাৎকারেই কহিলেন, পিতঃ ! আপনি ঘোরতর তপঃপ্রভাবে এতাদৃশী মহতী বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন যে, বহুদূর আপনি বেদ সমস্তকেও বিস্তাণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন ; সুতরাং ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে

\* ব্যাসঃ ইতি বা.পাঠঃ ।

শুক উবাচ ।

কিং স্বং বদসি ধর্মজ্ঞ ! বেদব্যাস ! মহামতে ! ।

তত্বেন শাধি শিষ্যং মাং স্বদাজ্ঞাং করবাণ্যলম্ ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ত্বদর্থে যত্নপশুপ্তং ময়া পুত্র ! শতং সমাঃ ।

প্রাপ্তস্বং চাতিহুঃখেন শিবস্ত্রাধোদনেন চ ॥ ৩৪ ॥

দদামি তব বিত্তস্ত প্রার্থয়িত্বাহং ভূপতিম্ ।

স্বখং ভুংকু মহাপ্রাজ্ঞ ! প্রাপ্য যৌবনমুত্তমম্ ॥ ৩৫ ॥

শুক উবাচ ।

কিং স্বখং মানুষে লোকে ব্রহ্মি তাত ! নিরাময়ম্ ।

দুঃখবিক্রং স্বখং প্রাজ্ঞা ন বদন্তি স্বখং কিল ॥ ৩৬ ॥

অভ্যাসে সমীপে ॥ ৩২ ॥ তত্বেন পরমার্থদৃষ্টোত্তমার্থঃ । পূর্বোক্তং তু স্বয়া লৌকিক-  
দৃষ্টোক্তমিতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥ পরমার্থদৃষ্টৌবেদমুক্তমিত্যভিপ্রায়েণ ব্যাস আহ ॥ ৩৪—৩৫ ॥  
নিরাময়ম্ । হুঃখেনাসত্ত্বিমিত্যর্থঃ । হুঃখবিক্রস্ত স্বখং নৈব স্বখং ভবতীতি পণ্ডিতা বদন্তী-

বোধ হয় আপনার আর কিছুই জানিতে অবশিষ্ট নাই ; আর আমি যখন আপনার  
পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি তখন অবশ্যই শিষ্য মধ্যে গণ্য, তাহাতে আর সংশয় কি ?  
পরন্তু আপনি পরমার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আমাকে উপদেশ করুন । তাহা হইলে আমি  
পরম আদরের সহিত আপনার আদেশ পালন করিব ॥ ৩২—৩৩ ॥

ব্রহ্মর্ষি ব্যাসদেব (পুত্র শুকদেবের এতাদৃশ সংসার বিরাগ জনক বাক্য শ্রবণে) বলিলেন  
রে পুত্রক ! তোমাকে পাইবার নিমিত্ত আমি যে, তপশ্চর্য্যার অহুষ্ঠান করিয়াছিলাম, সেই-  
রূপ নিয়ত শত বৎসর কাল অশেষ ক্লেশ সহ করিয়া পরম মঙ্গলময় ভগবান্ মহাদেবের  
আরাধনা করায় তবে তোমাকে পাইয়াছি ; বৎস ! তুমি বেদাদি শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন  
করিয়া দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়াছ, সুতরাং তোমাকে আর অধিক বলিতে হইবে না ; দেখ,  
যৌবন কালই মনুষ্যের বিষয় ভোগের সময়, অতএব তুমিও এরূপ পরম সুখময় যৌবন  
পাইয়া হেলায় নষ্ট করিও না । রে বৎস ! যদি তোমার দরিদ্রতা ভয়ে সংসারে বিরাগ  
জন্মিয়া থাকে, তবে তাহা অন্তঃকরণ হইতে একেবারে দূর করিয়া দেও ; কারণ, আমি  
যখন কোন নরপতির নিকট হইতে অর্থ যাচঞা করিয়া আনিয়া দিতেছি তুমি স্বজন্মে  
সংসার সুখ ভোগে প্রবৃত্ত হও ॥ ৩৪—৩৫ ॥ (শুকদেব এতাবৎ কাল নীরবে থাকিয়া ব্যাস-  
দেবের সংসার প্রবর্তক বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া) কহিলেন, পিতা ! প্রজ্ঞাবান্ ঋষিগণ  
সর্বদাই এই কথা বলিয়া থাকেন যে, সংসারে যাহা কিছু সুখ আছে তৎসমস্তই অশেষ হুঃখ  
জালজড়িত । ভাল, আপনি বলুন দেখি, এই মনুষ্যালোক মধ্যে এমন কি নির্মল সুখ আছে

স্ত্রিয়ং কৃতা মহাভাগ ! ভবামি তদ্বশানুগঃ ।  
 স্থখং কিং পরতন্ত্রস্য স্ত্রীজিতস্য বিশেষতঃ ॥ ৩৭ ॥  
 কদাচিদপি মুচ্যেত লোহকাষ্ঠাদিযন্ত্রিতঃ ।  
 পুত্রদারৈর্নিবন্ধস্ত ন বিমুচ্যেত কহিচিৎ ॥ ৩৮ ॥  
 বিথুদ্রসম্ভবো দেহো নারীণাং তন্ময়স্তথা ।  
 কঃ প্রীতিং তত্র বিপ্রৈশ্চ ! বিবুধঃ কৰ্ত্তুমিচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥  
 অবোনিজোহং বিপ্রার্ধে ! যোনৌ মে কীদৃশী মতিঃ ॥  
 ন বাঞ্ছাম্যহমগ্রেহপি যোनावেব সমুদ্ভবম্ ॥ ৪০ ॥  
 বিট্স্থখং কিমু বাঞ্ছামি ত্যক্তাশ্চস্থখমদ্ভুতম্ ।  
 আত্মারামশ্চ ভূয়োহপি ন ভবত্যতিলোলূপঃ\* ॥ ৪১ ॥

তাহা হুঃখবিক্রমিতি ॥ ৩৬ ॥ (গার্হস্থস্থখং হুঃখবিক্রমেবেতি স্পষ্টীকৰ্ত্তৃমাহ । স্ত্রিয়ং কৃষ্যেতি ।  
 ন তু তত্র কেবলং মহতামধীনতা কিন্তু নির্বীৰ্য্যাস্ত্রিয়া অপি স্বাধীনত্বমস্তীত্যত আহ স্ত্রীজিত-  
 স্তেতি ॥ ৩৭ ॥ কারাগারস্থতাপি মুক্তিলাভাশা বিদ্যাতে কিন্তু সংসারবন্ধস্ত কদাচিনাস্তীতি  
 বিশদীকৰ্ত্তৃমাহ কদাচিদিতি ॥ ৩৮ ॥ জ্ঞানিনঃ কদাপি স্ত্রিয়ং ন প্রশংসন্তি অত আহ (বিথু-  
 ত্রেতি ॥ ৩৯ ॥ অবোনিজত্বাং কদাপি মম যোনিপ্রীতির্নাস্তীত্যত আহ । অবোনিজেতি ॥ ৪০—৪১ ॥)

যাহাকে কোন প্রকার হুঃখের লেশ মাত্রও আদিয়া স্পর্শ করিতে পারে না? পিতঃ! আপনি  
 মহাতপঃপ্রভাব সম্পন্ন; সুতরাং আপনাকে ব্যবহার চেষ্টা কেবল মূৰ্খতা মাত্র; তথাপি  
 যাহা বলিতেছি একবার বিচার করিয়া দেখুন। আমি আপনার আদেশ মত দারপরিগ্রহ  
 করিলেই অগত্যা তাহার বশীভূত হইতে হইবে, তাহা হইলে বলুন দেখি, পরাধীন ব্যক্তির  
 বিশেষত ইন্দ্রিয়পরায়ণ শ্লৈষ পুরুষের কি প্রকারে সুখোৎপত্তি হইতে পারে? ॥ ৩৬—৩৭ ॥  
 মনুষ্য কাষ্ঠ বা লৌহাদি নির্মিত কারাগৃহে রুদ্ধ হইয়াও বরং কখন কোন প্রকারে মুক্তি  
 লাভে সমর্থ হয়, কিন্তু, স্ত্রী পুত্রাদি রূপ নিগড় নিবন্ধ ব্যক্তি, এ শরীরে আর কদাপিও মুক্ত  
 হইতে পারে না ॥ ৩৮ ॥ অপরাপর প্রাণীদিগের দেহও যেনন পুরীষ মূলময় দেহ হইতে  
 সমুৎপন্ন রমণীগণেরও সেইরূপ। পিতঃ! আপনি ত সমস্ত বেদ বিভাগ করিয়া বেদজ-  
 দিগের মধ্যে প্রাপ্য লাভ করিয়াছেন, ভাল বলুন দেখি, যে ব্যক্তি ইহ সংসারে মায়া নিত্যা  
 হইতে প্রবৃত্ত (জাগরিত) হইয়াছে তাদৃশ কোন পুরুষ সেই অর্থেই বিষ্টামৃতময় মহিলা  
 শরীরে প্রীতি করিতে অভিলাষী হয়? পিতঃ! আপনি সমস্ত বেদে সৰ্ব্বতোভাবে অভিজ্ঞতা  
 লাভ করিয়াও কি ইহা বুঝিতে পারিতেছেন না যে, আমি যখন অবোনি সঙ্কৃত, তখন  
 যোনিতে আমার কিরূপ প্রবৃত্তি? কেবল এইবার নহে ইহার পূর্বে জন্মেও আমি কখনই  
 যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি নাই ॥ ৩৯—৪০ ॥ বিশেষত আমি অনির্কটচর্য  
 পরমাত্ম-জনিত স্থখ বিসর্জন দিয়া কি নিষ্ঠা ভোগ সুখের অভিলাষ করিব? পুনশ্চ ইহাও

\* আত্মারামশ্চ মুন্যো ন ভবত্যতিলোলূপাঃ । ইতি বা পাঠঃ ।

প্রথমং পঠিতা বেদা ময়া বিস্তারিতাশ্চ তে ।

হিংসাময়াস্তে পঠিতাঃ কৰ্ম্মমার্গপ্রবর্তকাঃ ॥ ৪২ ॥

বৃহ্মপতিগুরুঃ প্রাপ্তঃ সোহপি ময়ো গৃহার্ণবে ।

অবিদ্যাগ্রস্তহৃদয়ঃ কথং তারয়িতুং ক্রমঃ ॥ ৪৩ ॥

রোগগ্রস্তো যথা বৈদ্যঃ পররোগচিকিৎসকঃ ।

তথা গুরুমূৰ্খকোষ্মৈ গৃহস্থোহয়ং বিড়ম্বনা ॥ ৪৪ ॥

কৃতা প্রণামং গুরবে ত্বৎসমীপমুপাগতঃ ।

ত্রাহি মাং তত্ত্ববোধেন ভীতং সংসারসৰ্পতঃ ॥ ৪৫ ॥

সংসারেহগ্নিশ্মহাঘোরে ভ্রমণং নভচক্রবৎ ।

ন চ বিশ্রমণং ক্যপি সূর্য্যস্তেব দিবানিশি ॥ ৪৬ ॥

কিং স্নখং তাত ! সংসারে নিজতত্ত্ববিচারণাৎ ।

মূঢ়ানাং স্নখবুদ্ধিস্ত বিট্স কীটস্নখং যথা ॥ ৪৭ ॥

বিস্তারিতা বিচারিতা ইত্যর্থঃ । তত্রাপি ন শাস্তির্নক্কা তেষাং হিংসাময়ত্বাদিত্যাহ হিংসেতি ॥ ৪২—৪৪ ॥ কৃত্বেতি । এতদ্রাসাদেব বৃহ্মপতিং প্রণম্য জ্ঞানপ্রাপ্তার্থং ত্বৎসমীপমুপাগতো-  
হস্মীত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥ নভচক্রবৎ নক্ষত্রচক্রবদিত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥ নিজতত্ত্ববিচারণাদিতি লাবলোপে  
পক্ষমী । তং বিহারেত্যর্থঃ । মূঢ়ানাং স্নখবুদ্ধিঃ সংসারে ত্ত্বক্লিষ্টকরীত্যাহ মূঢ়ানামিতি ॥ ৪৭ ॥

স্থির জানিবেন যে, আশ্রামগণ কখনই নিতান্ত বিষয়লোলূপ হয়েন না ॥ ৪১ ॥ প্রথমত  
বেদাধ্যয়ন করিয়া যখন বিশেষ রূপে তাহাদিগের তাৎপর্য্য বিচার করিয়া দেখিলাম, তখন  
বুঝিলাম তাহারা কেবল কৰ্ম্মমার্গপ্রবর্তক হিংসাময় শাস্ত্র মাত্র !! তাহার পর বৃহ্মপতির  
নিকট যাইয়া তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিয়া দেখিলাম, তিনিও ঘোরতর অবিদ্যাগ্রস্ত হৃদয় ;  
সুতরাং তিনি যে নিতান্ত গৃহার্ণবে নিমগ্ন তাহা বলা অত্যাধিক মাত্র ; অতএব তাদৃশ ব্যক্তি  
কি প্রকারে অন্তকে মুক্ত করিতে পারিবে ? ॥ ৪২—৪৩ ॥ যেমন, রোগগ্রস্ত বৈদ্য অস্ত্রের  
রোগের চিকিৎসক হইলে, লোকে বাদৃশ ফল ফলিয়া থাকে, সেইরূপ আমিও সংসার পাশ-  
ছিন্ন লাগিয়া গৃহাসক্ত ব্যক্তিকে গুরু ধরিলাম । হায় ! কি বিড়ম্বনা !! ॥ ৪৪ ॥ পিতঃ ! আমি  
এই জন্তই তাদৃশ গুরুকে প্রণাম করিয়া আপনার নিকট প্রত্যাগমন করিলাম ; বস্তুতঃ  
আমি অত্যন্ত ভীত হইয়াছি ; তত্ত্বজ্ঞান প্রদান পূর্ব্বক আমাকে এই ভীষণ সংসার-  
সৰ্পগ্রাস হইতে রক্ষা করুন !! ॥ ৪৫ ॥ যেমন, সূর্য্যকে আশ্রয় করিয়া জ্যোতিশ্চক্র  
নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে সেইরূপ এই সমস্ত জীব নিকরও অবিশ্রান্ত গতিতে এই  
সংসারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ; কখনই আর শান্তি স্নানুভাবে সমর্থ হইতেছে না ॥ ৪৬ ॥  
পিতঃ ! ইহ সংসারে আশ্রয় স্বরূপ বিচার অপেক্ষা প্রকৃত স্নখ আর কি আছে ?  
পরন্তু, বিষ্মভোজী কীটের বেমন বিষ্ঠাতেই পরম স্নখ ; সেইরূপ, অবিদ্যাবিশৃঙ্খলতা-  
দিগের নৈ, কেবল বিষয়ভোগেই স্নখোদয় হয় তাহা অবশ্যই স্বীকার করি ॥ ৪৭ ॥ বেদাদি

অধীত্য বেদশাস্ত্রাণি সংসারে রাগিণশ্চ যে ।

তেভ্যঃ পরো ন মূৰ্খোহস্তি সধৰ্ম্মাঃ স্বাশ্বশুকৈরৈঃ ॥ ৪৮ ॥

মানুষ্যং দুৰ্লভং প্রাপ্য বেদশাস্ত্রাণ্যধীত্য চ ।

বধ্যতে যদি সংসারে কো বিমুচ্যেত মানবঃ ॥ ৪৯ ॥

নাতঃ পরতরং লোকে কচিদাশ্চর্য্যমদ্রুতম্ ।

পুঞ্জদারগৃহাসক্তঃ পণ্ডিতঃ পরিগীয়তে ॥ ৫০ ॥

ন বাধ্যতে যঃ সংসারে নরো মায়াগুণৈস্ত্রিভিঃ ।

ন বিদ্বান্ স চ মেধাবী শাস্ত্রপারঙ্গতো হি সঃ ॥ ৫১ ॥

কিং ব্রুথাহধ্যয়নেনাত্ৰ দৃঢ়বন্ধকরণে চ ।

পঠিতব্যং তদেবাশু মোচয়েন্তববন্ধনাং ॥ ৫২ ॥

গৃহ্নাতি পুরুষং যস্মাদ্গৃহস্থেন প্রকীৰ্ত্তিতম্ ।

ক স্বথং বন্ধনাগারে তেন ভীতোহস্ম্যহং পিতঃ ॥ ৫৩ ॥

যেহবুধা মন্দমতয়ো বিধিনা মুমিতাশ্চ যে ।

তে প্রাপ্য মানুষং জন্ম পুনর্বন্ধং বিশস্ত্যুত ॥ ৫৪ ॥

সধৰ্ম্মা ইতি। স্বাশ্বশুকৈরৈঃ সধৰ্ম্মাঃ সমানধৰ্ম্মবস্তু ইত্যর্থঃ। সমাসান্তবিধেরনিত্যত্বাৎ ধৰ্ম্মাদনিচ্  
কেবলাদিত্যনিজ্জন্মভাবঃ ॥ ৪৮ ॥ ঐহুয্যমিতি। এতাদৃশো যদি বধ্যতে তর্হি মোক্ষোচ্ছিন্ন এব  
স্তাদিতি ভাবঃ ॥ ৪৯—৫০ ॥ তর্হি কঃ পণ্ডিতস্তত্রাহ ন বাধ্যত ইতি। কূটস্থবন্ধুভবেন গুণ-  
ত্রয়াসম্বন্ধ ইত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥ ভববন্ধনাদত্র যদিতি শেষঃ ॥ ৫২ ॥ গৃহ্নাতিতি। বধ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৫৩—৫৪ ॥

সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও যাহারা সংসারে অমুরাগী হয়, তাহাদিগের একমাত্র কুকুব,  
অথ বা শূকরের স্বভাবের সহিতই উপমা দেওয়া যাইতে পারে ॥ ৪৮ ॥ দুৰ্লভ মমুখাজ্ঞ  
পাইয়া বেদাদি সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও যদি সংসারনিগড়ে নিবদ্ধ হয়, তাহা হইলে,  
কোন মানব আর ইহা হইতে মুক্ত হইতে সমর্থ হইবে ? ॥ ৪৯ ॥ জ্ঞী, পুঞ্জ ও গৃহাদিতে  
আসক্ত হইয়াও যদি পণ্ডিত নামে বিখ্যাত হইতে পারেন, তবে ইহা অপেক্ষা অনি-  
র্কচনীর আশ্চর্য্যের বিষয় এই ত্রিলোকীমধ্যে আর কিছু আছে কিনা তাহা বলিতে  
পারি না ॥ ৫০ ॥ ফলত সংসারে আসিয়া যিনি মায়ার গুণত্রয়ে আবদ্ধ হন না, তিনিই  
বিদ্বান্ মেধাবী এবং প্রকৃতপক্ষে তিনিই শাস্ত্রসকলের পরপারে গমন করিয়াছেন অর্থাৎ  
শাস্ত্রের যথার্থ সর্ম্ম তিনিই পরিগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছেন ॥ ৫১ ॥ তাহা না হইলে দৃঢ়তর  
সংসারবন্ধনকর শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আর কি ফল হইবে ? অতএব, যে শাস্ত্র অচিরাৎ  
ভববন্ধন হইতে মুক্তিদানে সক্ষম, তাহাই অধ্যয়ন করা কর্তব্য ॥ ৫২ ॥

পিতঃ ! জীবকে বলপূর্ব্বক আনিয়া গৃহকারার বন্ধ করে বলিয়াই গৃহ নামে কথিত  
হইয়াছে ; অতএব বন্ধনাগারে আবার স্বথ কোথায় ? আমি সেই জন্তই অত্যন্ত ভীত

## ব্যাস উবাচ ।

ন গৃহং বন্ধনাগারং বন্ধনে ন চ কারণম্ ।

মনসা যো বিনিমুক্তো গৃহস্থোহপি বিমুচ্যতে ॥ ৫৫ ॥

শ্রায়াগতধনঃ কুর্ক্বন্ বেদান্তং বিধিবৎ ক্রমাৎ ।

গৃহস্থোহপি বিমুচ্যেত শ্রাদ্ধকৃৎ সত্যবাক্ শুচিঃ ॥ ৫৬ ॥

ব্রহ্মচারী যতিশৈচব বানপ্রস্থো ব্রতস্থিতঃ ।

গৃহস্থং সমুপাসন্তে মধ্যাহ্নাতিক্রমে সদা ॥ ৫৭ ॥

শ্রদ্ধয়া চান্নদানেন বাচা স্নাতয়া তথা ।

উপকুর্ক্বন্তি ধর্মস্থা গৃহাশ্রমনিবাসিনঃ ॥ ৫৮ ॥

গৃহাশ্রমাৎ পরো ধর্মো ন দৃষ্টো ন চ বৈ শ্রুতঃ ।

বশিষ্ঠাদিভিরাচার্যৈর্জ্ঞানিভিঃ সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫৯ ॥

ব্যাসস্ত কুটুবে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়নদীয়ানো ধার্মিকান্দিদমিত্যাदि ছান্দোগ্যশ্রুতিমমুসৃত্য গৃহস্থাশ্রমং শ্রেষ্ঠং কথয়তি । ন গৃহং বন্ধনাগারমিতি । নহি জড়ং গৃহং পুরুষং বয়সি ন চাত্তদ্বন্ধনে কারণমসি কিন্তু মনস আসক্তিমাত্রং কাবণং তাং বিহায় সংসারং কুর্বাণো মুচ্যত এবৈতার্থঃ ॥ ৫৫—৫৬ ॥ ব্রহ্মচারীতি । গৃহস্থাশ্রমে বসন্তেভ্যো ভৈক্ষ্যং দত্ত্বা তৎপুণ্যভাগী ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥ উপকুর্ক্বন্তীতি । পুণ্যাদিদানেনেত্যর্থঃ ॥ ৫৮ ॥ (যদা বশিষ্ঠাদয়ঃ সপ্তর্ষয়ো বিশ্ববিশ্রুতা মহাস্তম্ভস্বজ্ঞাঃ সর্বলোকোপদেষ্টোরোহপি গার্হস্থধর্মশ্রিতবন্তঃ । তদা গৃহাশ্রমধর্মো কোহপি শ্রেষ্ঠতমো ধর্মো নেহ দৃশ্যতে ইতি প্রদর্শয়ন্নাহ গৃহাশ্রমাদিতি ॥ ৫৯ ॥

হইয়াছি ॥ ৫৩ ॥ যে সকল হর্ম্মতিজীবের মায়ানিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই, যাহারা বিধাতৃকর্তৃক নিত্যন্ত প্রবঞ্চিত ; কেবল সেই দুর্ভাগ্যগণই ছল্লভ মহাব্য অন্ন লাভ করিয়াও মূর্ত্তিমান্ কারাগৃহরূপ এই গৃহরূপে পুনরায় প্রবিষ্ট হয় ॥ ৫৪ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস (পুত্র শুকদেবের এতাবৎ বৈরাগ্যজনক বাক্য শ্রবণ করিয়া) কহিলেন, বৎস ! এই গৃহস্থাশ্রম কারাবন্ধন নহে এবং ইহা বন্ধনের প্রতি কারণও নহে ; ফলত যিনি অন্তরে সমস্ত অবিদ্যা বাসনাভ্রাণ হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন তিনি গৃহে থাকিয়াও মুক্ত হইতে পারেন ॥ ৫৫ ॥ রে বৎস ! সত্যবাদী শ্রদ্ধাবান্ পবিত্রাত্মা মানব ন্যায়াত্মসারে ধনা-র্জনপূর্ব্বক যথাবিহিত বেদোক্ত ক্রিয়াসকলের ক্রমাগ্রে অমুষ্ঠান করিয়া গৃহস্থ হইলেও মুক্তি লাভে সমর্থ হয় ॥ ৫৬ ॥ বিশেষত ব্রহ্মচারী, যতি বা বাণপ্রস্থ অথবা যে কোন প্রকার নিয়মাবলম্বীই হউক না কেন সকলেই মধ্যাহ্নকালের পর ভিক্ষার নিমিত্ত গৃহস্থের দ্বারেই আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকেন ॥ ৫৭ ॥ সেই সময়, ধর্ম্মনিষ্ঠ গৃহাশ্রমবাসীরা শ্রদ্ধাসহকারে অন্নদান ও স্নানধূর বাক্য দ্বারা তাঁহাদিগের উপকার করিয়া থাকেন । অতএব বৎস ! গৃহস্থাশ্রম অপেক্ষা পরম ধর্ম্ম কুত্রাপি দৃষ্ট বা শ্রুত হয় নাই ; এইজন্যই তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন বশিষ্ঠ প্রভৃতি আচার্য্যগণ এই ধর্ম্মই সমাপ্রয় করিয়াছেন ॥ ৫৮—৫৯ ॥ বৎস শুক ! তুমি ত ব্রহ্মচর্য্যপ্রভাবে



কিমসাধ্যং মহাভাগ ! বেদোক্তানি চ কুর্ব্বতঃ ।

স্বর্গং মোক্ষঞ্চ সজ্জন্ম যদ্ব্যবাহৃতি তন্তুবেৎ ॥ ৬০ ॥

আশ্রমাদাশ্রমং গচ্ছেদिति ধর্মবিদো বিদুঃ ।

তস্মাদগ্নিং সমাধায় কুরু কৰ্ম্মাণ্যতস্মিতঃ ॥ ৬১ ॥

দেবান্ পিতৃশ্রমুখ্যাংচ সন্তপ্য বিধিবৎ সূত ! ।

পুত্রমুৎপাদ্য ধর্মহুঃ ! সংযোজ্য চ গৃহাশ্রমে ॥ ৬২ ॥

ত্যক্ত্বা গৃহং বনং গঙ্গা কর্ত্তাহসি ত্রতমুত্তমম্ ।

বানপ্রস্থ্যশ্রমং কৃত্বা সন্ন্যাসঞ্চ ততঃ পরম্ ॥ ৬৩ ॥

ইন্দ্রিয়াণি মহাভাগ ! মাদকানি স্থনিশ্চিতম্ ।

অদারস্ত দুরন্তানি পঠৈব মনসা সহ ॥ ৬৪ ॥

সম্বীকো ধর্ম্মাচরেনিতি প্রতিমহুস্মারয়মুপদিশতি ভগবান্ বেদবাসঃ । মহাভাগ ! ইতি তু প্রাক্তনভ্যাসবশাৎ সহসা বালাবস্থায়ামেবেদশতত্ববোধোদয়াচ্ছকন্তাণিমানৈশ্বৰ্য্যবন্ত-  
সূচকসম্বোধনমিত্যবধেয়ম্ । কা কথাহেতুবাৎ ফলস্থানাং যথাবিধি বেদোক্তকৰ্ম্মাণি কুর্য্যাদিত্য-  
গৃহস্থস্ত মোক্ষাদিসুখমপি করতলস্থমিতি দর্শয়ন্নাহ কিমসাধ্যমিতি ॥ ৬০ ॥ পরম্পরীরপাতাং  
ন কেবলং গার্হস্থমেবানুষ্ঠেয়ং পঞ্চাশদুর্দ্ধে বানপ্রস্থসন্ন্যাসাদ্বিকোহপি ধর্ম্মোহবশ্যপ্রণীয় ইত্যু-  
দিশন্নাহ আশ্রমাদাশ্রমমিতি ॥ ৬১ ॥ দেবানিত্যারভ্যাদারভ্যেতি পর্যন্তমুপদিশন্ শুকং দারান্  
গ্রাহয়িতুং যততে কৃকণ্ঠেপায়নো ব্যাসঃ । হে পুত্র ! দেবান্ যজ্ঞাদিনা পিতৃন্ শ্রাক্ততর্পণাদিভি-  
র্মহুযান্ স্বর্গান্ স্বাধ্যায়াদিভিস্তথাংজ্ঞানপি প্রাণিনঃ অমুপানাদিভিঃ সন্তপয়ন্ । ফলত এতানি

অপ্তের সমস্ত কর্তব্যাকর্তব্য অবধারণ করিতে পারিয়াছ, সুতরাং তোমাকে আর অধিক  
বলিতে হইবে না, দেখ, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে বেদোক্ত কৰ্মসকলের অনুষ্ঠান করে,  
তাহার পক্ষে কিছুই অসাধ্য নহে অর্থাৎ স্বর্গ বা মহৎ ফলে অম্ম এমন কি মোক্ষ পর্যন্তও  
যাহা কিছু অভিলাষ করে সে সমস্ত মনোরথই সিদ্ধ হয় ॥ ৬০ ॥ পরন্তু, যাবজ্জীবনই যে  
একাশ্রমেই কালাতিবাহিত করিতে হইবে একপ নিয়ম নহে; ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ আচার্য্যগণ  
এইরূপ আদেশ করিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ একাশ্রম হইতে আশ্রমান্তর অর্থাৎ প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য  
পরে গার্হস্থ্য তাহার পর বাণপ্রস্থ, সর্বশেষে সন্ন্যাস; ফলত ক্রমাগ্রে আশ্রমচতুষ্টয় গ্রহণ  
করিবে। অতএব, তুমিও অগ্নি সমাধানপূর্বক আলস্য পরিহার করিয়া কৰ্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত  
হও ॥ ৬১ ॥ রে পুত্রক ! তুমি বেদাধ্যয়নদ্বারা সমস্ত ধর্ম্মই অবগত হইয়াছ, অতএব  
তোমাকে অধিক আর কি উপদেশ করিব, এক্ষণে তুমি গৃহাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া যথা-  
বিহিত দেবতা, পিতৃ এবং মহুযাদিগের তৃপ্তিসাধন পূর্বক পুত্র উৎপাদন করিয়া নিয়-  
কাল গার্হস্থ্য সুখের অনুভব কর। পরে বার্কক্য অবস্থায় গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ পূর্বক  
অরণ্যে বাইয়া উৎকৃষ্ট বাণপ্রস্থ ধর্ম্মের নিয়ম সকল পালন করিয়া পরে চতুর্থাশ্রম গ্রহণ  
করিবে ॥ ৬২—৬৩ ॥ বৎস ! ইহ সংসারে অম্মণরিগ্রহ করিয়া বাহ্যরা তীর্থ্যাগ্রহণ না করে

তন্মাদ্ভ্যান্ একুৰ্বীত তজ্জয়া মহামতে ! ।

বান্ধকে তপ আতিষ্ঠেদিতি শাস্ত্রোদিতং বচঃ ॥ ৬৫ ॥

বিশ্বামিত্রো মহাভাগ ! তপঃ কৃৎস্নাহতিদুশ্চরম্ ।

ত্রীণি বর্ষসহস্রাণি নিরাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৬৬ ॥

মোহিতশ্চ মহাতেজা বনে মেনকয়া স্থিতঃ ।

শকুন্তলা সমুৎপন্না পুত্রী তদ্বীৰ্য্যজা শুভা ॥ ৬৭ ॥

দৃষ্ট্ৱা দাশহুতাং কালীং পিতা মম পরাশরঃ ।

কামবাণাদ্বিতঃ কৃত্যং তাং জগ্ৰাহোড়ুপে স্থিতঃ ॥ ৬৮ ॥

ব্রহ্মাপি স্বহুতাং দৃষ্ট্ৱা পঞ্চবাণপ্রপীড়িতঃ ।

ধাবমানশ্চ রুদ্ৰেণ মুচ্ছিতশ্চ নিষারিতঃ ॥ ৬৯ ॥

লৌকিকবৈদিকশ্মাণি সমাধায় বানপ্রস্থভৈক্ষ্যধর্মাদিকং কৰ্ত্তা চরিত্যসীতি যাবৎ ॥৬২—৬৩॥ দারপরিগ্রহং বিনা ন কেনাপীহ হৃদান্তেন্দ্রিয়াণি সংযন্তং শক্যন্তে বস্ত্ততন্তানি অতুক্রভোগানাং চতুর্থাশ্রমিণাং উন্মাদকরণ্যেব ভবন্তীত্যাহ ইন্দ্রিয়াণীতি ॥৬৪—৬৫॥ ইদানীং স্বকীয়োপদিষ্ট-বাক্যসমর্থনায় দুশ্চরং তপস্ততো বিশ্বামিত্রস্তাপি সেমকাক্ষপিণা বিঘ্নেন তপোবাহতিরাসী-দিতি ঐতিহাসিকপ্রবৃত্ত্যুদাহরণেনোপসংহরন্বাহ বিশ্বামিত্র ইতি ॥ ৬৬—৬৭ ॥ ন তু কেবলং বিশ্বামিত্রঃ অপিতু মম পিতা তপস্বিবৰ্ঘ্যঃ পরাশরোহপি বিমুগ্ধ আদীদিত্যাহ দৃষ্টেতি । দাশস্ত ধীবরস্ত হুতাং কৃত্যম্ । কালীং সত্যবতীম্ ॥ ৬৮ ॥ কাকথাশ্চবাং স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা

তাহাদিগের পক্ষে এই হরন্ত মন এবং উহার অধীন পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় অত্যন্ত উন্মাদকর হইয়া উঠে সন্দেহ নাই ॥ ৬৪ ॥ বৎস ! তুমি অসৌম্য মনীষাশক্তিসম্পন্ন ! আমি যাহা বলিলাম, বোধ হয় অবশ্যই ধারণা করিতে পারিয়াছ ; শাস্ত্রে এইজন্তই দৃঢ় নির্বন্ধতাসহকারে উপ-দিষ্ট হইয়াছে যে, হৃদান্ত মন এবং তৎপরতন্ত্র প্রমাণি ইন্দ্রিয়গণের জয়ের নিমিত্ত অবশ্যই দারপরিগ্রহ করিবে ; তাহার পর, বয়সের তৃতীয় ভাগে তপোহুষ্ঠানে নিরত হইবে ॥ ৬৫ ॥ হে মহাভাগ বৎস শুক ! দেখ, মহাতেজা রাজর্ষি বিশ্বামিত্র ইন্দ্রিয়সকল সংযমনপূর্বক নিরাহারে তিন সহস্র বৎসর দুষ্কর তপশ্চর্যা করিয়া পরিশেষে স্বর্বেশ্বা মেনকার প্রেমে মোহিত হইয়া সূদীর্ঘকাল অতিবাহিত করেন ; সেই সময় সেই অরণ্যমধ্যেই তাঁহার গুহ্রসে পরমহুন্দরী শকুন্তলা নামে একটা কন্যা উৎপন্ন হয় ॥ ৬৬—৬৭ ॥ অধিক কি বলিব, আমার পিতা তপস্তেজা ব্রহ্মর্ষি পরাশর দাশকন্যা কালীকে দেখিয়া কন্দর্পবাণে প্রপীড়িত হইয়া সেই বমুনামধ্যস্থ নৌকাতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৬৮ ॥ অন্তের কথা দূরে থাকুক স্বয়ং পিতামহ ব্রহ্মা নিজ কন্যাকে দেখিয়া পঞ্চশরশরে সংবিদ্ধ হওত পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িয়া-ছিলেন পরে ক্রোধজ্বলিত রুদ্ৰদেব কর্তৃক একটা মস্তক ছিন্ন হওয়ার তাহাতে ক্ষান্ত হইলেন ॥ ৬৯ ॥ রে বৎস ! তুমি আমার সর্ব কল্যাণময় পুত্র ! অতএব, আমার এই হিতকর

তস্মাদ্ভ্যমপি কল্যাণ ! কুরু মে বচনং হিতম্ ।

কুলজাং কণ্ঠকাং ব্রহ্মা বেদমার্গং সমাশ্রয় ॥ ৭০ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে  
শুকোৎপত্তিনাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পিতামহোহপি স্বসুতাবলোকনেন বিমুখো জাত ইত্যাহ ব্রহ্মেতি ॥ ৬৯ ॥) এতদগ্রহস্বভাস্তর  
তাৎপর্যাস্ত জ্ঞানাধিকারপ্রাপ্তিপৰ্য্যস্তং কৰ্ম্মমার্গো নিকামতয়াশ্রয়িতব্য ইতি ॥ ৭০ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে

চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

ধাক্যটী রক্ষা কর, কোন সংকুলসমুত ঋষিকণ্ঠাকে পরীক্ষা বরণ করিয়া বেদোক্ত ক্রিয়া  
দান পপ সমাশ্রয় কর ॥ ৭০ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের

প্রথমস্কন্ধে শুকোৎপত্তি ও গৃহস্বকর্তব্যতাবিষয়ক

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীশুক উবাচ ।

নাহং গৃহং করিষ্যামি দুঃখদং সৰ্ব্বদা পিতঃ ! ॥ ১ ॥

বাণুরাসদৃশং নিত্যং বন্ধনং সৰ্ব্বদেহিনাম্ ॥ ১ ॥

ধনচিন্তাতুরাণাং হি ক স্তখং তাত ! দৃশ্যতে ।

স্বজনৈঃ খলু পীড়্যন্তে নির্ধনা লোলুপা জনাঃ ॥ ২ ॥

ইন্দ্রোহপি ন স্তখী তাদৃগ্‌যাদৃশো ভিক্ষুর্নিষ্পৃহঃ ।

কোহন্যঃ স্যাদিহ সংসারে ত্রিলোকীবিভবে সতি ॥ ৩ ॥

তপস্তং তাপসং দৃষ্ট্বা মঘবা দুঃখিতো ভবন ॥

বিদ্বান্‌ বহুবিধানস্তু করোতি চ দিবস্পতিঃ ॥ ৪ ॥

সপ্তবষ্টরোকবর্ধোঃ শুকবৈরাগ্যমুচ্যতে ।

ঈদেব্যাটোপদেশস্ত হরয়ে কৃত উচ্যতে ॥

পিতৃবাক্যং শ্রুত্বা শুক উবাচ নাহমিতি । গৃহং জায়াসম্বন্ধং গৃহস্থাপ্রমং বা বাণুরা  
মৃগবন্ধিনী রজ্জ্বন্তংসদৃশং বন্ধকম্ ॥ ১—২ ॥ ত্রিলোকীবিভবে সতি ইন্দ্রোহপি ন স্তখী-  
তাশ্বয়ঃ ॥ ৩ ॥ ইন্দ্রদুঃখং কথয়তি তপস্তমিতি । ভবমিতি শত্রুস্তং ব্যাসসম্বোধনম্ ॥ ৪ ॥

পিতঃ ! আমাকে অনর্থকর সংসারে প্রবর্তিত করিবার নিমিত্ত যে সমস্ত প্রবৃত্তি-  
মার্গের উপদেশ প্রদান করিতেছেন তৎসমস্তই নিফল জানিবেন ; কারণ, আমি বিলক্ষণ  
রূপে বুঝিতে পারিয়াছি যে, রমণীগণ দেহীদিগের কিরাত হস্তস্থ পশু বন্ধনপাশের স্বরূপ  
এবং সৰ্ব্বদাই দুঃখপ্রদ অর্থাৎ সমস্ত দুঃখের আকর ; অতএব আমি কিছুতেই দারপরিগ্রহ  
করিব না ॥ ১ ॥ এই সংসারমধ্যে যাহারা অবিরত ধনচিন্তায় অভিভূত তাহাদের কি  
কৃত্রাপিও প্রকৃতরূপে স্তখ দেখিয়াছেন ? ফলত আপনি ইহা নিশ্চয় জানিবেন যে, বিষয়-  
লিপ্সু অথচ নির্ধন গৃহস্থ আশ্রয়পরিবার বা কুটুম্বগণ দ্বারা সৰ্ব্বদাই প্রপীড়িত হইয়া থাকে ॥ ২ ॥  
অপরের কথা দূরে থাকুক্‌ এই সংসারমধ্যে এক জন বিষয়বাসনামূল্য ভিক্ষুক যাদৃশ  
স্বখানুভব করিয়া থাকে, ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য্যাসম্বৎ বোধ হয় সুরপতি ইন্দ্র ও তাদৃশ  
স্বখের লেশমাত্র অনুভব করিতে পারেন না ॥ ৩ ॥ কেন না, দেবরাজ মঘবান্‌ যদি সত্য  
সত্যই স্বখের অধিকারী হইতেন তাহা হইলে, তিনি স্বর্গসিংহাসনের অধীশ্বর হইয়াও  
কি অন্য এক জন তপস্বীকে তপস্যার প্রবৃত্ত দেখিয়া মহাচ্ছঃখিত হইয়া বহুবিধ বিদ্যাচরণ

ব্রূহ্মাহপি ন স্ত্রী বিমূলক্ষীং প্রাপ্য মনোরমাম্ ।  
 খেদং প্রাপ্নোতি সততং সংগ্রামৈরস্তুরৈঃ সহ ॥ ৫ ॥  
 করোতি বিপুলান্ যত্নান্\* তপশ্চরতি দুশ্চরম্ ।  
 রমাপতিরপি শ্রীমান্ কস্তান্তি বিপুলং স্ত্রম্ ॥ ৬ ॥  
 শঙ্করোহপি সদা দুঃখী ভবত্যেব চ বেদ্যাহম্ ।  
 তপশ্চর্য্যাং প্রকুর্বাণো দৈত্যযুদ্ধকরঃ সদা\* ॥ ৭ ॥  
 কদাচিম্ স্ত্রী শেতে ধনবানপি লোলুপঃ ।  
 নির্দনস্ত কথং তাত ! স্ত্রং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৮ ॥  
 জানন্নপি মহাভাগ ! পুত্রং মাং বীর্য্যসম্ভবম্ ।  
 নির্য্যক্ষ্যসি মহাঘোরে সংসারে দুঃখদে'সদা ॥ ৯ ॥  
 জন্ম দুঃখং জরা দুঃখং দুঃখঞ্চ মরণে তথা ।  
 গর্ভবাসে পুনর্দুঃখং বিষ্ঠামূত্রময়ে পিতঃ ! ॥ ১০ ॥

(স্বয়ং রময়া লক্ষ্যাঃ পতিঃ শ্রীমানপি সর্বেশ্বর্য্যবানপি ইত্যর্থঃ। দৈত্যাসমরজন্তং খেদং ক্লান্তিং  
 প্রাপ্নোতীতি পূর্বেণাশয়ঃ। এবং চেত্তর্হি অপরেষাং দুঃখাব্যাপ্তৌ কিমু বক্তব্যমিতি কৈমুতিকা-  
 ভায়েন সর্বেষামপি দেহধারিণামিত্যেতদদর্শয়মাহ ব্রূহ্মাপীতি ॥ ৫-৮ ॥) জানন্নপীতি। ইৎ  
 জানন্নপি মামোরসং পুত্রং কথমেবম্নিয়োজয়সীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥ (সংসারং দুঃখময়মিতি বিশদী-

করিয়া থাকেন ? ॥ ৪ ॥ লোকপিতামহ ব্রূহ্মাও স্ত্রী নহেন ; কিছু মনোরমা লক্ষীকে  
 পাইয়াও নিরন্তর অস্তুরদিগের যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত থাকিয়া অশেষ প্রকার যত্নাণা ভোগ করিয়া  
 থাকেন ॥ ৫ ॥ পিতঃ ! সর্বেশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়া স্বয়ং রমাপতিও যখন, শত্রুদমনের জন্য  
 বিরত হইয়া নানাপ্রকার চেষ্টা এবং দুকর তপস্তার অমুষ্ঠানেও প্রবৃত্ত হইলেন, তখন, অপর  
 কে এমন ব্যক্তি আছে যে সর্ব্বতোভাবে স্ত্রের অধিকারী হইতে পারে ? ॥ ৬ ॥ অধিক  
 আর কি বলিব, লোকে বাঁহাকে বিশ্বমঙ্গলকর বলিয়া কীৰ্ত্তন করে সেই দেবান্দিগের বিশ্ব-  
 নাথও যে মহাদুঃখসাগরে নিমগ্ন তাহাও আমি জানি। কারণ, তিনি কখন দৈত্যদিগের সহিত  
 সংগ্রাম কখনও বা বোরতর তপশ্চর্য্যায় নিরত ; ফলত সর্ব্বদা কোন না কোন কৰ্ম্মাভ্যাস  
 লইয়াই বিরত থাকেন ॥ ৭ ॥ পিতঃ ! বিষয়বাসনা থাকিলে, ঐশ্বর্য্যবান্ মহাপুরুষগণও যখন  
 কখন স্ত্রেরে নিজা বাইতে পারেন না, তখন, নির্দন মনুষ্য কিরূপে প্রকৃত স্ত্রলাভে সমর্থ  
 হইবে ? ॥ ৮ ॥ পিতঃ ! আপনি ত অজ্ঞ নহেন বস্তুতঃ মহান্ তপঃপ্রভাবসম্পন্ন এবং জগতের  
 সমস্ত তত্ত্ব জানিতে পারিয়াও কিজন্য নিজ ঔরসজাত পুত্রকে নিরন্তর তীষণ দুঃখপ্রদ  
 সংসারসাগরে নিমজ্জিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন ? ॥ ৯ ॥ দেখুন, প্রথমতঃ জীবের জন্মকালে

\* যজ্ঞান্ ইতি বা পাঠঃ ।

† শঙ্করোহপি সদা দুঃখী ভবত্যেব ন সংশয়ঃ । পদাহতঃ প্রমদয়া কষ্টঃ ব্যতি যতোমলঃ ।

ইতি পাঠোহপি দৃষ্টতে ।

তস্মাদতিশয়ং হুঃখং তৃষ্ণালোভসমুদ্ভবম্ ।

যাচ্ঞায়াং পরমং হুঃখং মরণাদপি মানদ ! ॥ ১১ ॥

প্রতিগ্রহধনা বিপ্রা ন বুদ্ধিবলজীবনাঃ ।

পরশা পরমং হুঃখং মরণঞ্চ দিনে দিনে ॥ ১২ ॥

পঠিত্বা সকলান্ বেদান্ শাস্ত্রাণি চ সমস্ততঃ ।

গত্বা চ ধনিনাং কার্য্যা স্তুতিঃ সর্বাদ্বনা বুধৈঃ ॥ ১৩ ॥

একোদরস্য কা চিন্তা পত্রমূলফলাদিভিঃ ।

যেন কেনাপ্যুপায়েন সমুদ্ভূত্যা চ প্রপূর্য্যতে ॥ ১৪ ॥

ভার্যা পুত্রাস্তথা পৌত্রাঃ কুটুম্বৈ বিপুলে সতি ।

পূরণার্থং মহদুঃখং ক হুঃখং পিতরত্নতম্ ॥ ১৫ ॥

কর্তৃমাহ জ্ঞয়েতি । উৎপত্তিঃ স্থিতির্মরণং গর্ভবাসঃ পুনশ্চক্রবর্ত্তং পত্ন্যাদিকং হুঃখাদুঃখতর-  
মিতিভাবঃ ॥ ১০ ॥ যাচ্ঞায়াং হুঃখতমস্বং দর্শয়িতুমাহ তস্মাদিতি ॥ ১১ ॥ বিপ্রান্ত প্রায়শঃ  
পরভাগ্যোপজীবিন ইতি বিশদীকর্তৃমাহ প্রতিগ্রহেতি । মরণঞ্চৈতি । অপমান এব মরণং  
প্রতিদিনম্ ॥ ১২—১৩ ॥ বিরক্তস্ত নৈব হুঃখমিত্যাহ একোদরত্বেন ॥ ১৪ ॥ (সংসারাসক্তস্ত তু ন  
কেবলং নিজহুঃখচিন্তা পরং পরচিন্তয়া এবাতিহুঃখেন কালো নীয়তে তাদৃশেন মুঢ়গৃহিণেতি শেষঃ

হুঃখ তাহার পর বার্কিকো জরাজনিত হুঃখ পরে মরণসময়ে হুঃখ পুনর্বার বিষ্ঠামৃত্রময় গর্ভ-  
বাসের সেই অসীম যন্ত্রণাময় হুঃখ ; (ফলত এই সকল কথা স্তুতিপথে উদয় হইলে সর্বশরীর  
ভয়ে লোমাক্ষিত হইতে থাকে) ॥ ১০ ॥ এ সমস্ত অপেক্ষা বোধ হয় বিষয়বাসনা ও লোভ-  
সমুদ্ভূত হুঃখই সমধিক । ভাল, পিতঃ ! আপনিত সর্বদাই সকলের মান দান করিয়া  
থাকেন, কেননা আপনি স্বপ্রণীত পুরাণাদি শাস্ত্রে ভূয়ো ভূয়ো মানবদিগকে সম্মান করিতে  
উপদেশ করিয়াছেন, তবে বলুন দেখি যাচ্ঞাতে মরণ অপেক্ষাও বিপুল হুঃখরাশি আসিয়া  
উপস্থিত হয় কি না ? ॥ ১১ ॥ হায় ! কি দুর্ভাগ্য, পরপ্রতিগ্রহই স্বজগণের জীবনোপায় !!  
অতরাং তাহাদের বল, বুদ্ধি বা জীবন সমস্তই নিষ্ফল । কেননা, ইহ সংসারে বোধ হয়,  
পর প্রত্যাশা অপেক্ষা কোনটাই অধিকতর ক্লেশকর নহে ; এমন কি ভাবিয়া দেখিলে উহা  
এক প্রকার প্রতিদিনই মরণস্বরূপ ॥ ১২ ॥ শাস্ত্র বেদচতুষ্টয় এবং পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্র  
অধ্যয়নপূর্ব্বক পণ্ডিত হইয়া শেষে তাহাদিগের কর্তব্য কার্য্য হইল কি না ধনীদিগের নিকট  
বাইয়া একাগ্রচিত্তে স্তুতি পাঠ করা !! ॥ ১৩ ॥ পিতঃ ! একটা উদর পূরণের জন্য কি কোন  
চিন্তা হইতে পারে ? পত্র বা ফলমূলদি দ্বারা যে কোনও উপায়েই হউক পরম সন্তোষের  
সহিত অনার্য্যসেই তাহার পূরণ করা যাইতে পারে ॥ ১৪ ॥ কিন্তু, ভার্যা পুত্র ও পৌত্র  
প্রভৃতি বহু কুটুম্ব থাকিলে, তাহাদিগের ভরণপোষণের নিমিত্ত কেবল রাশি রাশি হুঃখ-  
ভারই আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাতে আর অনির্কচনীয় স্ত্রুথের আশা কোথায় ? ॥ ১৫ ॥

যোগশাস্ত্রং বদ মম\* জ্ঞানশাস্ত্রং স্মৃথাকরম্ ।

কৰ্ম্মকাণ্ডেহখিলে তাত ! ন রমেহং কদাচন ॥ ১৬ ॥

বদ কৰ্ম্মক্সোপায়ং প্রারকং সঙ্কিতস্তথা ।

বর্তমানং যথা নশ্যেৎ ত্রিবিধং কৰ্ম্মমূলজম্ ॥ ১৭ ॥

জলুকেব সদা নারী রুধিরং পিবতীতি বৈ ।

মূৰ্খস্ত ন বিজানাতি মোহিতো ভাবচেষ্টিতৈঃ ॥ ১৮ ॥

ভোগৈবীৰ্য্যং ধনং পূৰ্ণং মনঃ কুটিলভাবগৈঃ ।

কাস্তা হরতি সৰ্ব্বস্বং কঃ স্তেনস্তাদৃশোহপরঃ ॥ ১৯ ॥

নিদ্রাস্থখবিনাশার্থং মূৰ্খস্ত দারসংগ্রহম্ ।

করোতি বঞ্চিতো ধাত্রা দুঃখায় ন সুখায়\*চ\* ॥ ২০ ॥

সূত উবাচ ।

এবং বিধানি বাক্যানি শ্রুত্বা ব্যাসঃ শুকস্ত চ ।

সংপ্রাপ মহতীং চিন্তাং কিং করোমীত্যসংশয়ম্ ॥ ২১ ॥

অত আহ ভার্য্যোতি ॥ ১৫—১৬ ॥) প্রারকং সঙ্কিতং বর্তমানঞ্চ ত্রিবিধং কৰ্ম্মমূলজমবিদ্যাজ্ঞং যথা নশ্যেদিত্যস্বয়ং ॥ ১৭—১৮ ॥ ভোগৈবীৰ্য্যং হরতি । পূৰ্ণং ধনং মনশ্চ কুটিলভাবগৈঃ ।

পিতঃ ! আপনি আমার প্রতি রূপা করিয়া সেই সৰ্ব্বস্বত্বের আধারভূত তত্ত্বজ্ঞান-উৎপাদক শাস্ত্র বা যোগশাস্ত্রের উপদেশ করুন ! প্রভূত কৰ্ম্মকাণ্ড আড়ম্বরে আমার অন্তঃকরণ কখনই নিরত হইবে না ॥ ১৬ ॥ পিতঃ ! জন্ম ও জরামৃত্যু প্রভৃতি অশেষ ব্যতনাপ্রদ সঙ্কিত, প্রারক ও বর্তমান এই ত্রিবিধ কৰ্ম্মের মূলভূত বাসনাময়ী অবিদ্যা বাহাতে সমূলে উন্মূলিত হয় সেই কৰ্ম্মক্সয়ের উপায় বলুন ॥ ১৭ ॥ আপনি কি জানেন না যে, রমণীগণ জলোকা কীটের স্তায় কেবল নিরন্তর পুরুষদিগের শরীরস্থ শোণিতরাশি শোষণ করিতে থাকে ? মূৰ্খ লোক না জানিয়াই তাহাদিগের হাবভাব ও কটাক্ষপাত প্রভৃতি অজ্ঞতকী দ্বারা বিমোহিত হয় ॥ ১৮ ॥ মূঢ় লোক বাহাকে কমনীয় মূর্তি রমণী বলিয়া মনে করে, কিন্তু, সে প্রতিদিনই সন্তোগের দ্বারা স্বামীর বীৰ্য্য এবং কোটিল্যপূর্ণ প্রেমমালাপে সমস্ত ধন ও মন প্রভৃতি সৰ্ব্বস্ব হরণ করিয়া লইতেছে ; অতএব, এই সংসারে এরূপ প্রকার প্রধান চোর আর কে আছে ? ॥ ১৯ ॥ পিতঃ ! আমি বিলক্ষণ বুঝিয়াছি যে, মূৰ্খ লোক কেবল বিধাতা কর্তৃক প্রেরিত হইয়াই নিজ নিদ্রা ও স্থখ বিনাশের জন্ত দারপরিগ্রহ করিয়া থাকে ; কলতঃ ইহ সংসারে জীগ্রহণ কেবল ভূরিষ্ঠ দুঃখরাশি ভোগের জন্যই উহাতে স্বেধের দেশ-মাত্রও নাই ॥ ২০ ॥

\* বিত্তো ইতি বা পাঠঃ ।

\* দুঃখায় নরকার চ । ইতি বা পাঠঃ ।

তস্য স্তম্ভবুরঞ্জনি লোচনান্দুঃখজানি চ ।

বেপথুশ্চ শরীরেহভূদ্যানিঃ প্রাপ মনস্তথা ॥ ২২ ॥

শোচন্তুং পিতরং দৃষ্ট্বা দীনং শোকপরিপ্লুতম্ ।

উবাচ পিতরং ব্যাসং বিশ্বয়োৎফুল্ললোচনঃ ॥ ২৩ ॥

অহো ! মায়াবলকোগ্রং যমোহয়তি পশুতম্ ।

বেদান্তস্য চ কর্তারং সর্বজ্ঞং বেদসম্মিতম্ ॥ ২৪ ॥

ন জানে কা চ সা ময়া কিংস্বিৎ সাহতীবচুক্ষরা ।

যা মোহয়তি বিদ্বাংসং ব্যাসং সত্যবতীশ্রুতম্ ॥ ২৫ ॥

পুরাণানাঞ্চ বস্তা চ নির্মাতা ভারতস্য চ ।

বিভাগকর্ত্তা বেদানাং সোহপি মোহমুপাগতঃ ॥ ২৬ ॥

স্তেনশ্চোরঃ ॥ ১৯—২১ ॥ অঞ্জনি নেত্রজলানি । বেপথুঃ কম্পঃ ॥ ২২—২৩ ॥ বেদসম্মিতং বেদবৎ-  
প্রমাণবাক্যম্ ॥ ২৪ ॥ কা চ সতি । কাপ্যনির্লচনীয়েত্যর্থঃ । কিংস্বিদিতি বিতর্কে । চুক্ষরা

হৃত কহিলেন, মহর্ষিমণ্ডল ! ব্যাসদেব পুত্র শুকদেবের এইরূপ সংসার বৈরাগ্যজনক  
বাক্য শ্রবণে গভীর চিন্তাসাগরে মিশ্র হইয়া ভাবিলেন, এক্ষণে আমি করি কি ! পুত্রের  
যে প্রকার বৈরাগ্যের দৃঢ়তা দেখিতেছি, তাহাতে ইহাকে গার্হস্থ্য ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করা যে,  
হুঃসাধ্য ব্যাপার সে বিষয়ে আর সংশয় নাই ॥ ২১ ॥ ঋষিগণ ! রহস্যের কথা অধিক  
আর কি বলিব আমার শুকদেব মহর্ষি বেদব্যাস পুত্রের সেই বৈরাগ্যের বিষয় ভাবিতে  
ভাবিতে হুঃখে এতদূর কাতর হইয়া পড়িলেন, যে, সেই সময় তাঁহার লোচনদ্বয় হইতে  
অনর্গল অশ্রুধারা নিঃসৃত হইতে লাগিল ; বস্তুর তৎকালে তাঁহার অন্তরে এতদূর মানি  
উপস্থিত হইল যে, তিনি কোনক্রমেই আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিলেন না ভরে  
মুহমুহ তাঁহার দেহখণ্ডি কাঁপিতে লাগিল ॥ ২২ ॥

শুকদেব হুঃখসাগরে ভাসমান পিতা বেদব্যাসকে নিতান্ত দীনভাবে শোক করিতে  
দেখিয়া বিশ্বমবিস্ফারিত-লোচনে বলিতে লাগিলেন । একি ! ইহ জগতীভলে বাঁহার  
উপদেশ লোকে বেদবাক্যের ভ্রায় প্রমাণ করিয়া থাকে, যিনি বেদান্তদর্শনের প্রণেতা  
সেই সর্বজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানবিশারদ বেদব্যাসকেও মারা আসিয়া মোহিত করিল ॥ ২৩—২৪ ॥  
অহো ! মায়ার কি উৎকট প্রভাব ! ! সেই মারা যখন বুদ্ধবিদ্যাশিশারদ সত্যবতীনন্দন  
বেদব্যাসকেও মোহিত করিল, তখন সেই মারা যে কিরূপ অনির্লচনীয়া তাহা কিছুই  
জানিতে পারিলাম না এবং সেই হুঃসাধ্য মারাকে কি উপায়ে যে, স্বায়ত্ত করিতে  
পারি। যায় তাহা বহু তর্কের দ্বারাও স্থির করিতে পারিতেছি না ॥ ২৫ ॥ অহো কি  
অশ্রব্য ! যিনি সমস্ত পুরাণশাস্ত্রের বস্তা যিনি মহাত্মারতের প্রণেতা অধিক কি বেদ-  
চূড়ায়ের বিভাগকর্ত্তা বলিয়া এই বিশ্বসংসারে বিজ্ঞ ; তিনিও ঘোরতর মোহজালে নিবদ্ধ



তাং যামি শরণং দেবীং যা মোহয়তি বৈ জগৎ ।  
 ব্রহ্মবিষ্ণুহরাদীংশ্চ কথাহংৈষাঞ্চ কীদৃশী ॥ ২৭ ॥  
 কোহপ্যস্তি ত্রিষু লোকেষু যো ন মুহুতি মায়য়া ।  
 যম্মোহং গমিতাঃ পূৰ্বে ব্রহ্মবিষ্ণুহরাদয়ঃ ॥ ২৯ ॥  
 অহো ! বলমহো বীর্যং দেব্যা খলু বিনির্মিতম্ ।  
 মায়্যৈব বশং নীতং সৰ্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ প্রভুঃ ॥ ২৯ ॥  
 বিষ্ণুংশসম্ভবো ব্যাস ইতি পৌরাণিকা জ্ঞাঃ ।  
 সোহপি মোহার্ণবে ময়্যো ভগ্নপোতো বর্ণিগ্য়থা ॥ ৩০ ॥  
 অশ্রুপাতং করোত্যদ্য বিবশঃ প্রাকৃতো যথা ।  
 অহো ! মায়্যাবলকৈতদুন্ত্যজং পণ্ডিতৈরপি ॥ ৩১ ॥  
 কোহয়ং কোহং কথঞ্চেহ কীদৃশোহয়ং ভ্রমঃ কিল ।  
 পঞ্চভুতান্নকে দেহে পিতৃপুত্রৈতি বাসনা ॥ ৩২ ॥

ছন্দঃসংসারার্থঃ ॥ ২৫—২৬ ॥ ব্যাসশাস্ত্রার্থং দেবীং প্রার্থয়তি তাং যাদীতি । অন্তর্ধ্যামি-  
 রূপিনীমিতার্থঃ ॥ ২৭—২৮ ॥ ঈশ্বরো বিষ্ণুঃ ॥ ২৯—৩১ ॥ কোহয়মিতি । অয়ং ব্যাসো মম কঃ ন  
 কোহপি তথাহং শুক এতত্ত্ব কঃ ন কোহপ্যথাপি কীদৃশোহয়ং ভ্রম এতত্ত্ব মম গৃহস্থশ্রমেণ

হইলেন !! পরন্তু, সেই মায়া যখন, ব্রহ্মাবিশু মহেশ্বরকেও স্বীয় প্রভাবে বিমোহিত করিয়া  
 রাখিয়াছেন, তখন, অস্ত্রের পক্ষে যে কিরূপ ঘটবে তাহা ত বিলক্ষণই অনুভূত হইতেছে ;  
 অতএব যিনি এই অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে নাসারন্ধ্রে, বিদ্ধ বলীবর্দের দ্বারা নিরস্তর বৈজ্ঞানিক  
 পরিচালন করিতেছেন, আমি সেই দেবী মহামায়ার শরণাগত হইলাম ॥ ২৬—২৭ ॥ সেই  
 অপরিমেয়প্রভাবা দেবী মায়া পূৰ্বে যখন, ব্রহ্মাবিশু মহেশ্বরকেও বিমোহিত করিয়াছিলেন,  
 তখন, এই সংসারমধ্যে এমন কোন ব্যক্তি আছে যে, সে মায়া বিমোহিত হয় না ? সেই  
 চৈতন্তরূপিণী ভগবতী মায়াশক্তির কি অনির্কচনীয় বলবীৰ্য্যেরই স্তুতি করিয়াছেন । কি  
 আশ্চর্য্য ! এইরূপ শ্রুতি আছে যে, পূৰ্বে সেই সৰ্ব্ব জীবের নিগ্রহামুগ্রহ সমর্থ সৰ্বৈশ্বর্য্য  
 শক্তিমান সৰ্ব্বজ্ঞ ভগবান্ বিষ্ণুও মায়ার বলীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন ; (তবে আর অপরের  
 কথা কি বলিব) ॥ ২৮—২৯ ॥ তাহার সাক্ষী, পুরাণশাস্ত্রবেত্তা ঋষিরা সকলেই এইরূপ  
 বলিয়া থাকেন যে, মহর্ষি বেদব্যাস বিষ্ণু অংশে আবিস্কৃত ; কিন্তু, তিনিও ভগ্নতরী  
 বর্ণিকের দ্বারা ঘোরতর অজ্ঞানজলধিতে নিমগ্ন হইতেছেন ; কি আশ্চর্য্য ! এক্ষণে ইনিও  
 প্রাকৃত মনুষ্যের দ্বারা অভিভূত হইয়া অনর্গল অশ্রুধারা বিসর্জন করিতেছেন !! বৃষ্ণিগাম,  
 সেই মায়ার অলীকপ্রভাবের নিকট পরম জ্ঞানী পুরুষেরও পরিজ্ঞান নাই ॥ ৩০—৩১ ॥ এই  
 জগৎপানে এই এক কি প্রকার আশ্চর্য্যজনক দ্রাব্ধি দেখ, উনি কে আর আমি কে তাহার

বলিষ্ঠা থলু মায়েয়ং মায়িনামপি মোহিনী ।

যয়াহভিভূতঃ কৃষ্ণোহপি করোতি রোদনং দ্বিজঃ ॥ ৩৩ ॥

সূত উবাচ ।

তাং নত্বা মনসা দেবীং সৰ্ব্বকারণকারণাম্ ।

জননীং সৰ্বদেবানাং ব্রহ্মাদীনাস্তথেশ্বরীম্ ॥ ৩৪ ॥

পিতরং প্রাহ দীনং তং শোকার্ণবপরিপ্লুতম্ ।

অরণীসম্ভবো ব্যাসং হেতুমদ্বচনং শুভম্ ॥ ৩৫ ॥

পারশর্য্য ! মহাভাগ ! সৰ্ব্বেষাং বোধদঃ স্বয়ম্ ।

কিং শোকং কুরুষে স্বামিন্ ! যথাহজ্ঞঃ প্রাকৃতো নরঃ ॥ ৩৬ ॥

অদ্যাং তব পুত্রোহস্মি ন জানে পূৰ্ব্বজন্মনি ।

কোহং কন্ত্বং মহাভাগ ! বিভ্রমোহয়ং মহাত্মনি ॥ ৩৭ ॥

কল্যাণং ভবতি । কথং চেহ পঞ্চভূতায়কে মে দেহে পিতাপুত্র ইত্যেবংরূপা বাসনা  
আশ্চর্য্যমেতদিত্যর্থঃ ॥ ৩২—৩৬ ॥ বিভ্রমোহয়ং মহাত্মনীতি । কথমিতি শেষঃ ॥ ৩৭—৩৯ ॥

স্থিরতা নাই, অথচ এই পঞ্চভূতময় দেহপিণ্ডে ইনি পিতা আমি পুত্র এইরূপ নিরর্থক  
বাসনা উপস্থিত হইতেছে ॥ ৩২ ॥ দ্বিজকুলচূড়ামনি ভগবান্ কৃষ্ণদৈপায়নও যখন মোহে  
অভিভূত হইয়া রোদন করিতেছেন, তখন, জানিলাম যে, এই অনন্ত প্রভাবময়ী মায়া  
মহামায়াবীদিগেরও মোহজননী ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ৩৩ ॥

হত কহিলেন, ঋষিগণ ! তদনন্তর অরণীর্ভসজ্জাত মহাত্মা শুকদেব সেই দেবাদিদেব  
ব্রহ্মাদিরও নিষয়ী সৰ্বদেবজননী সমস্ত কারণকূটের ও কারণীভূতা দেবী মহামায়াকে  
মনে মনে প্রণাম করিয়া সেই শোকসাগরে ভাসমান দীনভাবাপন্ন পিতা ব্যাসদেবকে  
স্বয়ং কল্যাণকর হেতুগর্ভপূর্ণ বাক্য সকল বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৩৪—৩৫ ॥

পিতঃ ! আপনি ঋষিপ্রবর মহাত্মা পরাশরের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এবং নিজেও  
নন্ত তপোরাশিপ্রভাবে অপরাপর ঋষিদিগকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দিয়া থাকেন; বস্তুত  
আপনি সৰ্ব্বজীবের নিগ্রহে বা অহুগ্রহে সমর্থ হইয়াও প্রাকৃত মূৰ্খ মনুষ্যের ন্যায় শোক  
করিতেছেন কেন ? ॥ ৩৬ ॥ হে মহাভাগ ! (আমি বাহা বলি একবার বিচার করিয়া দেখুন,)  
যাবৎ আমি আপনার পুত্র হইয়াছি, কিন্তু ইহার পূৰ্ব্বজন্মে আপনি কে আর আমিই বা  
কি ছিলাম তাহার কিছুই স্থিরতা নাই অতএব আপনি নিশ্চয় জানিবেন যে, ইহা কিছুই  
হে, কেবল সেই কুটস্থ চৈতন্যস্বরূপ পরমাছাতে অনাদি সংসারবাসনা প্রবাহময়ী  
বিদ্যাপ্রভাবে জন্ম মৃত্যু বা পিতা পুত্র ও কলজাদিরূপ জ্ঞাতীর আরোপ মাত্র । পিতঃ !  
আপনি পরম তত্ত্বজ্ঞ স্মৃতরাঃ আপনাকে প্রবোধিত করিতে বাওয়া কেবল বাচলভামাত্র ।

কুরু ধৈর্য্যং প্রবুধ্যস্ব মা বিবাদে মনঃ কৃথাঃ ।  
 মোহজালমিমং মত্বা মুঞ্চ শোকং মহামতে ! ॥ ৩৮ ॥  
 ক্ষুধানিবৃতির্ভক্ষ্যেণ ন পুত্রদর্শনেন হি ।  
 পিপাসা জলপানেন যাতি নৈবাত্মজেক্ষণাৎ ॥ ৩৯ ॥  
 ত্রাণং স্তুখং স্তগক্ষেন কর্ণজং অবগেন চ ।  
 স্ত্রীস্তুখং তু স্ত্রিয়া নুনং পুত্রোহহং কিংকরোমি তে ॥ ৪০ ॥  
 অজীগর্ঠেন পুত্রোহপি হরিশ্চন্দ্রায় ভূভুজে ।  
 পশুকামায় যজ্ঞার্থং দত্তো মৌল্যেন সর্বথা ॥ ৪১ ॥  
 স্ত্রথানাং সাধনং দ্রব্যং ধনাৎ স্তুখসমুচ্চয়ঃ ।  
 ধনমর্জ্জয় লোভশ্চেৎ পুত্রোহহং কিং করোম্যহম্ ॥ ৪২ ॥

পুত্রোহহং কিংকরোগীতি । মনোপযোগঃ ক ইত্যর্থঃ । নহু পিতৃঃ পরলোকক্রিয়ার্থং পুত্রো-  
 হপেক্ষিত ইতি চেৎ । তদ্বচনস্ত কৰ্ম্মশ্রদ্ধাজাড্যাভিপ্রায়কবাৎ । অতএব ব্রহ্মচর্যাশ্রম-  
 প্রভেদাদিত্য সন্ন্যাসো ব্রহ্মচারিণামুক ইতি ভাবঃ ॥ ৪০ ॥ অজীগর্ঠেন ব্রাহ্মণেনাতএব  
 স্তপুত্রো দ্রব্যং গৃহীত্বা হরিশ্চন্দ্রায় পশুখং সমর্পিত ইত্যাহ অজীগর্ঠেনেতি । তন্মাদ্য ব্যমেব

আপনি আর একরূপ বিষয় হইবেন না ধৈর্য্য অবলম্বন করুন ; অধিক কি বলিব,  
 আপনি অবিদ্যা নিদ্রা হইতে জাগরিত হউন ; বাস্তবিক এই সমস্ত মিথ্যা মনঃক্লিত  
 সংসারকে মোহবাণ্ডুরায় জানিয়া অশেষ ক্লেশজনক শোককে অন্তঃকরণ হইতে দূর  
 করিয়া দিন ॥ ৩৭—৩৮ ॥ দেখুন, ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি ভক্ষ্যদ্রব্য না খাইয়া যদি কেবল পুত্রমুখ  
 সন্দর্শন করে তাহাতে কি তাহার কখন ক্ষুধা শাস্তি হইতে পারে ? না জল পিপাস  
 জলপান না করিয়া কেবল পুত্রমুখালোকনমাত্রে পিপাসা নিবৃতি করিতে পারে ? (বস্তত  
 এতলে যেমন ক্ষুধা ও পিপাসা শাস্তির নিমিত্ত অন্ন এবং জলেরই প্রয়োজন সেইরূপ ভব  
 ক্ষুধাদি নিবারণের নিমিত্ত একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানই প্রয়োজনীয় পুত্রকলত্রাদি নহে) ॥ ৩৯ ॥  
 আরও দেখুন, এই সংসারে এইরূপ নিয়ম নিবদ্ধ আছে যে একের দ্বারা কদাচ অস্ত্রের  
 কর্তব্যকার্য্য সংসাধিত হইতে পারে না তাহার সাক্ষী, স্তগক্ষ পাইলেই ত্রাণেন্দ্রিয় স্থাহুতব  
 করিয়া থাকে আর মধুরবাক্য বা সঙ্গীতবাক্য শুনিলেই শ্রবণেন্দ্রিয়ের স্তুখ ; সেইরূপ রমণী-  
 সন্তোগ জন্য স্তুখ স্ত্রীসংযোগেই হইয়া থাকে অপর দ্রব্যে নহে ; অর্থাৎ পুত্রের দ্বারা কদাচ  
 এ সকল স্তুখ প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই ; অতএব, যদি সংসারের এইরূপ অলভ্য গতি  
 নিশ্চিত হইল, তবে পুত্র হইয়া আমি আপনার কি স্তুখের উৎপাদন করিতে সমর্থ হইব ?  
 আপনি স্থির জানিবেন ইহ সংসারে নিজের মঙ্গল বা স্তুখের মূল আপনি পুত্রাদি নহে ।  
 এ বিষয়ে আর একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখুন, যে সময় মহীপাল হরিশ্চন্দ্র নরমেধ যজ্ঞের নিমিত্ত  
 নরপশু ক্রয় করিবার দ্রষ্ট দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন তখন, সুদরিদ্র দ্বিধ অজীগর্ঠ

মাং প্রবোধয় বুদ্ধা স্বং দৈবজ্ঞোহসি মহামতে ! ।

বথা মুচ্যেয়মত্যস্তং গৰ্ভবাসভয়াশ্বিনে ! ॥ ৪৩ ॥

দুর্লভং মানুষং জন্ম কৰ্ম্মভূমাবিহানঘ ! ।

তত্রাপি ব্রাহ্মণস্বং বৈ দুর্লভঞ্চোত্তমে কুলে ॥ ৪৪ ॥

বন্ধোহহমিতি মে বুদ্ধিনাপসপতি চিন্ততঃ ।

সংসারবাসনাজালে নিবিষ্টা বুদ্ধগামিনী ॥ ৪৫ ॥

সূত উবাচ ।

ইত্যুক্তস্ত তদা ব্যাসঃ পুঞ্জগামিতবুদ্ধিনা ।

প্রত्यूবাচ শুকং শান্তং চতুর্থাপ্রশমমানসম্ ॥ ৪৬ ॥

সুখদং ন পুত্রাদিকমিতার্থঃ । ইয়ং কথা সপ্তমবন্ধে বক্ষ্যমাণাহুতি ॥৪১—৪২॥ দৈবজ্ঞ ইতি ।  
দৈবজ্ঞ হুত্বত্বাৎ হুত্বজ্ঞ ইত্যর্থঃ ॥৪৩—৪৪॥ বুদ্ধগামিনী বুদ্ধাশ্রয়িণীপীয়াঃ মতিরিত্যর্থঃ ॥৪৫—৪৬॥

প্রভূত অর্থরাশির পরিবর্তে অবলীলাক্রমে নিজ ঔরসপুত্র গুনঃশেককে রাজহস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন ॥৪০—৪১॥ পিতঃ ! ধনই সমস্ত ঐহিক সুখের মূল, কেন না ধন হইতেই সমস্ত সুখের উৎপত্তি ; অতএব যদি আপনার সাংসারিক সুখসম্বোধে বাসনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ধনোপার্জনে বহুপরায়ণ হউন । আমি যদিচ আপনার পুত্র বটে, কিন্তু, আমার এই সংসার-মধ্যে একমাত্র পরমার্থ তত্ত্ব ব্যতীত অপর কোন প্রকার সুখসম্বোধে লুপ্ত নাই ; সুতরাং আমা হইতে আপনার কোন উপকারেরই সম্ভাবনা নাই । হে মহাশয় ! আপনি সুদীর্ঘকাল-ধারণা, ধ্যান ও সমাধি প্রভৃতি দ্বারা এই সমস্ত আধ্যাত্মিকাদি স্মৃতি তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছেন, অতএব আমি যাহাতে এই ঘোর যাতনাময় গৰ্ভকরাবাস হইতে মুক্তিলাভে সমর্থ হই, আপনি রূপা করিয়া তাদৃশ তত্ত্ববোধ প্রদানে আমার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত করিয়া দিন ॥ ৪২—৪৩ ॥ পিতঃ ! তপোজ্ঞানপ্রভাবে আপনার অন্তঃকরণ অত্যন্ত নির্মল হইয়াছে সুতরাং কোন বিষয়ই আপনার জানিতে অবশিষ্ট নাই ; দেখুন, এই কৰ্ম্মক্ষেত্র ভুলোকে আসিয়া জীব বহু শূন্যতাকলেই দুর্লভ মহাযজ্ঞ জন্ম লাভ করে তাহাতে আবার যদি উত্তম ব্রাহ্মণকূলে জন্ম হয়, তাহা যে, কতদূর পুণ্যরাশির ফল, তাহা আর কি বলিব ! (দৈবজ্ঞ-এহে আমি সেই সমস্ত প্রাপ্ত হইয়াও অবহেলায় হারাইব ।) হে পিতঃ ! অধিক আর কি বলিব, যদিচ আমি যথাবিহিত ব্রহ্মচর্যা ব্রতাহুষ্ঠানপূর্বক সূচিরকাল জ্ঞানবুদ্ধি গুরু-দিগের নিকট ভূরি ভূরি উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি, তথাপি, আমি সংসারপাশবদ্ধ অদ্যাপি মুক্ত হইতে পারি নাই, এইরূপ সংসারবাসনা জালজড়িত ঘোরতর অবিনাশিতিমিরাবৃত জন্তুমোহময়ী বুদ্ধিবৃত্তি চিন্ত হইতে কোন প্রকারেই তিরোহিত হইতেছে না ॥ ৪৪—৪৫ ॥

যত কহিলেন, মহর্ষিমণ্ডল ! ভগবান্ কৃষ্ণদৈবপায়ন পুত্রের এইরূপ কথা শুনিয়া যখন, বেলকণ বৃত্তিতে পারিলেন, যে, প্রশান্তস্বভাব অসাধারণ বোধশক্তিসম্পন্ন শুকদেব চতুর্থাপ্রশ্ন

ব্যাস উবাচ ।

পঠ পুত্র ! মহাভাগ ! ময়া ভাগবতং কৃতম্ ।

শুভং ন চাতিবিস্তীর্ণং পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্ ॥ ৪৭ ॥

কৃদ্ধা দ্বাদশ তত্রৈব পঞ্চলক্ষণসংযুতম্ ।

সর্বেষাঞ্চ পুরাণানাং ভূষণং মম সম্মতম্ ॥ ৪৮ ॥

সদসজ্জ্ঞানবিজ্ঞানং শ্রুতমাত্রাণ জায়তে ।

যেন ভাগবতেনেহ তৎ পঠ ত্বং মহামতে ! ॥ ৪৯ ॥

চতুর্থাশ্রমযোগ্যস্ত শুকপুত্রস্তৈত্তভাগবতোপদেশাদন্যৌহপি যো বিরক্তঃ পুত্রসদৃশঃ প্রিয়শ্চ  
তস্মা এবৈত্তভাগবতং বক্তব্যং নান্তস্মা ইতি স্থচিতম্ ॥ ব্রহ্মসম্মিতং বেদসম্মিতম্ ॥ ৪৭ ॥ ভূষণং  
মুখ্যং সাম্যাবস্থাম্যোগোপাধিকব্রহ্মপ্রতিপাদকত্বাদেতস্ত সর্বপুরাণশ্রেষ্ঠত্বং যুক্তমেব ॥ অত্রপুরা-  
ণানান্ত সাম্যাবস্থাম্যাজ্ঞৈকৈকসম্বাদিগুণোপাধিহরিহ্রস্বব্রহ্মাদিকপ্রতিপাদকত্বায় মুখ্যত্বমিতি  
ভাবঃ ॥ ৪৮ ॥ সদসজ্জ্ঞানবিজ্ঞানমিতি । যেন শ্রুতমাত্রাণ সৎ ব্রহ্ম জগদসদেতয়োঃ সদসতো-  
ব্রহ্মজগতোঃ সত্বেনাসত্বেন চ জ্ঞানং পরোক্ষজ্ঞানং বিজ্ঞানমপরোক্ষজ্ঞানঞ্চ জায়ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

(সন্ন্যাস) গ্রহণেই একান্তচিত হইয়াছেন; তখন, স্তমধুরবাক্যে সোধোদনপূর্বক বলিলেন,  
পুত্র ! তোমার মহীয়সী বুদ্ধি অতীব সূক্ষ্ম তত্ত্ববোধের অধিকারিণী হইয়াছে; অতএব  
এক্ষণে, আমি যে, বেদতুল্য ভাগবতপুরাণ প্রণয়ন করিয়াছি, কিয়ৎকাল তাহাই অধ্যয়ন  
কর । ঐ গ্রন্থ বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রের সারসংগ্রহ অল্প নিতান্ত বিস্তীর্ণ নহে অথচ উহাকে  
পরম পদাতিলাষী সংসারমুমুক্ষু জীবের পরম কল্যাণসাধন বলিয়া জানিবে ॥ ৪৬—৪৭ ॥  
এই পুরাণটিতে দ্বাদশটি স্বক সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং পূর্বাচাৰ্য্যগণ পুরাণের সর্গ প্রতি-  
সর্গাদি যে পাঁচটি লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন ইহাতে তাহারও কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই ।  
রে বৎস ! যদিচ সমস্ত পুরাণগুলির আমিই রচয়িতা বটে, কিন্তু, সে সমস্তের মধ্যে এইটাই  
মুখ্যতম; তাহার কারণ এই যে, অপর্যাপ্ত পুরাণে কেবল সাম্যাবস্থার মাত্রাশক্তি জন্ত  
সম্বাদি এক একটা গুণোপাধিবিশিষ্ট হরিহর প্রকৃতিরই প্রাধান্ত সংস্থাপিত হইয়াছে; কিন্তু,  
এই গানিতে ত্রিগুণসাম্যাবস্থাম্যোগোপহিত পরম ব্রহ্মচৈতন্যই প্রতিপাদিত হইয়াছে; সুতরাং  
সর্বাপেক্ষা এই ভাগবত পুরাণটাই আমার পরম আদরণীয় বস্তু ॥ ৪৮ ॥ পুত্র ! তোমার  
বুদ্ধিও যেমন অত্যন্ত সূক্ষ্মতত্ত্ব ধারণার উপযোগিনী, সেইরূপ আমার এই ভাগবতটীও  
অসাধারণ গুণসম্পন্ন; ইহা শ্রবণমাত্র কোন্ বস্তু সং আর কোন্ বস্তু অসং অর্থাৎ  
মিথ্যা মায়াময় এই জগৎ যে অনিত্য আর একমাত্র ব্রহ্মই যে নিত্য বস্তু তত্ত্ববিষয়ক জ্ঞান  
(শাস্ত্র জ্ঞান পরোক্ষ বোধ) এবং ঐ সমস্ত বিষয় ক্রমশঃ যত অনুশীলিত হইতে থাকিবে  
তত পরিমাণে বিজ্ঞান (অপরোক্ষানুভূতি) হইবে ফলকথা এই অচিরকাল মধ্যে মন  
বিশোধিত হইয়া আত্মার স্বরূপে অবস্থিত হইবে; অতএব তুমি অবহিতচিত্তে এই  
ভাগবত নামক পুর্বাণটি অধ্যয়ন কর ॥ ৪৯ ॥

বটপত্রেশয়ানায় বিষ্ণবে বালরূপিণে ।

কেনাস্মি বালভাবেন নির্মিতোহহং চিদান্মনা ॥ ৫০ ॥

কিমর্থং কেন দ্রব্যেণ কথং জানামি চাখিলম্ ।

ইত্যেবং চিন্ত্যমানায় মুকুন্দায় মহাত্মনে ॥ ৫১ ॥

শ্লোকোদ্ধেদ তয়া প্রোক্তং ভগবত্যাহখিলার্থদম্ ।

সর্বং খল্বিদমেবাহং নাত্তদন্তি সনাতনম্ ॥ ৫২ ॥

ইদং ভাগবতং কেন কস্মা উপদিষ্টমিতি চেত্তজাহ বটপত্র ইতি । কথন্তু তায় কেন কারণ-নাহং বালভাবেন স্থিতো'স্মি কিঞ্চ কেন চিদান্মনা কেন চেতনেন পুরুষেণাহং নির্মিতো'স্মি ॥ ৫০ ॥ কিমর্থং কঠৈ প্রয়োজনায় চ নির্মিতো'স্মি কেন দ্রব্যেণ পৃথিব্যাগ্নিদ্রব্যামধ্যে কেন দ্রব্যেণাহং নির্মিতো'স্মি । কিঞ্চৈদমখিলং সর্বমহং কথং জানামি জ্ঞাত্বানীত্যেবং প্রকারেণ চিন্তয়তে ইত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥ এতৎসর্বশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থং সর্বার্থদং বাক্যং ভগবত্যা শ্লোকোদ্ধেদ প্রোক্তম্ । কিন্তুঃ । সর্বং খলু ইদং জগদহমেব সনাতনমস্মি । বাধায়াঃ সামান্যধিকরণেন সর্বং দৃশ্য-মাত্রং মিথ্যারূপং নাস্তি । কিন্তু অহং সনাতনব্রহ্মরূপা কালত্রয়াবাধা সচ্চিদানন্দরূপিণ্যহ-মেবাস্মি অনেন বাক্যেন সর্বং ধ্বিদং বুদ্ধেতি বাক্যস্তার্থ উক্তঃ । নহু মিথ্যাজগতো ভাবে-হপি চেতনাস্তরসম্ভাবনা হ্যং তদর্থং নেহ নানাস্তি কিঞ্চেনেত্যস্তার্থমুপদিশতি । নাত্তদন্তি-সনাতনমিতি মন্তোহন্তুত্বং সনাতনং দ্বিতীয়ং চেতনমপি নাস্তি তথাচ সর্বদৃশ্যনিষেধেন চেতনাস্তরনিষেধেন চৈকমেবাদ্বিতীয়ং বুদ্ধেতি মহাবাক্যার্থ উপদিষ্টো ভবতি । তেন চ ত্বয়া যদ্বচ্চিন্ত্যতে তত্ত সর্বমহং কারণং সচ্চিদানন্দরূপিণ্যদ্বিতীয়ানির্লচনীয়াশক্তিমত্যাহমেব ভগবত্যন্তীত্বাপদিষ্টং ভবতি ॥ ৫২ ॥

(বৎস ! ঈদৃশ পরম মঙ্গলময় ভাগবত পূর্বে কোন্ ব্যক্তি কাহাকে বলিয়াছিল এবং কি প্রকারেই বা আমি ইহা প্রাপ্ত হইলাম, এ সকল বিষয়ে যদি তোমার সংশয় উপস্থিত হয় তাহা হইলে, ইহার আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতেছি শ্রবণ কর ।)

রে বৎস ! কল্পান্তসময়ে, মহাত্মা ভগবান্ বিষ্ণু সেই একাধিবহু বটপত্রোপরি শয়ান থাকিয়া ভাবিলেন, কোন্ চিদানন্দময় অনির্লচনীয়া বস্তু আমাকে এপ্রকার ক্ষুদ্র বালরূপে সৃষ্ট করিল এবং কোন উপাদানে কি উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তই বা আমার এই শিশুরূপ নির্মিত হইল ? কিরূপেই বা আমি এই সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে সমর্থ হইব ? শরণাগত ভক্তগণের মুক্তিলাভা ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় সহসা আকাশ হইতে সেই সর্বচৈতন্তরূপিণী আদ্যাশক্তি দেবী ভগবতী “হে শিশুরূপিন্ ! বিষ্ণো ! কল্পারম্ভে যাহা অনন্ত ব্রহ্মরূপে প্রকাশ পায় এবং প্রলয়সময়ে যে সমস্ত অতীব হৃদয় বিজ্ঞাপনে প্রকৃতিগর্ভে নিহিত থাকে সে সমস্ত একমাত্র আমিই জানিবে আমি ব্যতীত আর চিরন্তন নিত্য দ্বিতীয় কোন বস্তুই নাই । ফলতঃ স্বজাতীয় বা বিজাতীয় ও স্বগত ভেদশূন্য একমাত্র অদ্বৈত বস্তু আমিই জানিবে শ্রুত বা দৃষ্ট কি অদৃষ্ট বস্তুজাত আমি হইতে অতিরিক্ত কিছুই নাই ।” এইরূপ শ্লোকোদ্ধেদ প্রোক্ত উচ্চারণদ্বারা তাঁহার জিজ্ঞাস্তা নিবিল অর্থই বোধ করাইয়া দিলেন ॥ ৫০—৫২ ॥

তদ্বচো বিষ্ণুনা পূৰ্ব্বং সংবিজ্ঞাতং মনশ্চাপি ।  
 কেনোক্তা বাগিয়ং সত্য্য চিন্তয়ামাস চেতসা ॥ ৫৩ ॥  
 কথং বেদ্বি প্রবক্তারং স্ত্রীপুংসৌ বা নপুংসকম্ ।  
 ইতি চিন্তাপ্রপন্নেন ধৃতং ভাগবতং হৃদি ॥ ৫৪ ॥  
 পুনঃ পুনঃ কৃতোচ্চারন্তু স্মিন্নেবাস্তচেতসা ।  
 বটপত্রে শয়ানঃ সম্ভূচ্চিন্তা সমস্থিতঃ ॥ ৫৫ ॥  
 তদা শাস্তা ভগবতী\* প্রাহুরাস চতুভূজা ।  
 শঙ্খচক্রগদাপদ্মবরায়ুধধরা শিবা ॥ ৫৬ ॥  
 দিব্যাস্ত্রধরা দেবী দিব্যভূষণভূষিতা ।  
 সংযুতা সদৃশীভিশ্চ সখীভিঃ স্ববিভূতিভিঃ ॥ ৫৭ ॥  
 প্রাহুৰ্ভুব তস্মাগ্রে বিষ্ণোরমিততেজসঃ ।  
 মন্দহাস্যং প্রযুঞ্জান্না মহালক্ষ্মীঃ শুভাননা ॥ ৫৮ ॥

তদ্বচ ইতি । সংবিজ্ঞাতং বিধৃতমিত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥ ভাগবতমূলকশ্লোকরূপং তদ্বৃত্তং হৃদি তন্তু  
 জপং চকারেত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥ অন্তচেতসা স্থাপিতচেতসা ॥ ৫৫ ॥ (তদা শাস্তেতি । সপরিবারায়া  
 দেব্যাস্তাং কালিকরূপং বর্ণয়তি । ধৃতশঙ্খচক্রাদিভির্ভূজচতুষ্টয়রূপশোভিতা স্ববিভূতিভিঃ  
 প্রকাশিতায়েৈশ্বর্য্যাক্রপাভিঃ সদৃশীভিঃ সমানরূপবয়স্কাভিঃ সহচরীভিরিতি ভাবঃ । এবম্ভূতা

তদনন্তর, ভগবান্ বিষ্ণু সেই প্রলয়কালীন উপদিষ্ট বাক্যার্থগুলি দৃঢ়রূপে অন্তরে ধারণ  
 করিলেন; পরন্তু মনে মনে এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন যে, কে আমাকে এরূপ অমৃতময়  
 শ্লোকার্দ্ধ বলিয়া উপদেশ করিল? এই অদ্বৃত উপদেশবক্তা স্ত্রীজাতি না পুরুষ অথবা স্ত্রী-  
 পুরুষাতিরিক্ত কোন অনির্ভূতনীয় পদার্থ? হায়! কি প্রকারেই বা আমি তাঁহাকে জানিতে  
 পারিব!! তিনি স্বদীর্ঘকাল চিন্তা করিয়াও কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু,  
 শ্লোকের হুইটা চরণ বিস্তৃত না হইয়া হৃদয়ের সহিত ঐক্য করিয়া জপ করিতে প্রবৃত্ত হই-  
 লেন; অধিক কি বলিব, তৎকালে তিনি সেই বটপত্রে শয়ান থাকিয়াই বীজাকর মন্ত্রের  
 ন্যায় শ্লোকার্দ্ধ ভাগটা বারংবার উচ্চারণ করিয়া তাহাতেই চিত্ত সমর্পণপূর্ব্বক ক্রমে  
 সমাহিত (একাগ্রচিত্ত) হইয়া পড়িলেন ॥ ৫৩—৫৫ ॥ তখন, সেই সর্ব্বমঙ্গলস্বরূপিনী শুণা-  
 ভীতা দেবী ভগবতী বিগুপ্ত সৰ্বগুরূপ উপাধি স্বীকারপূর্ব্বক অলৌকিক বস্ত্রাঙ্গকারে  
 পরিশোভিত হইয়া নিকম্প চারিটা হস্তে গদাচক্রাদি উৎকৃষ্ট অস্ত্র সকল এবং জ্ঞানময় শঙ্খ ও  
 বিশ্বের বীজভূত স্ফটিক পদ্ম ধারণ করত নিজ বিভূতিস্বরূপ আশ্চর্য্য সখীগণ সমভিব্যাহারে

সূত উবাচ ।

তাং তথা সংস্থিতাং দৃষ্ট্বা হৃদয়ে কমলেক্ষণঃ ।  
 বিস্মিতঃ সলিলে তস্মিন্নিরাধারাং মনোরগাম্ ॥ ৫৯ ॥  
 রতিভূতিস্তথাবুদ্ধিমতিঃ কীৰ্ত্তিঃ স্মৃতিধৃতিঃ ।  
 শ্রদ্ধা মেধা স্বধা স্বাহা ক্ষুধা নিদ্রা দয়া গতিঃ ॥ ৬০ ॥  
 ভূষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্রমা লজ্জা জ্ঞান্ তদ্রা চ শক্তয়ঃ ।  
 সংস্থিতাঃ সৰ্ব্বতঃ পার্শ্বে মহাদেব্যাঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৬১ ॥  
 বরায়ুধধরাঃ সৰ্ব্বা নানাভূষণভূষিতাঃ ।  
 মন্দারমালাকুলিতা মুক্তাহারবিরাজিতাঃ ॥ ৬২ ॥  
 তাং দৃষ্ট্বা তাশ্চ সংবীক্ষ্য তস্মিন্নেকাৰ্ণবে জলে ।  
 বিস্ময়াবিক্টহৃদয়ঃ সম্ভূব জনার্দনঃ ॥ ৬৩ ॥  
 চিন্তয়ামাস সৰ্ব্বায়া দৃষ্টমায়োতিবিস্মিতঃ ।  
 কুতো ভূতাঃ স্ত্রিয়ঃ সৰ্ব্বাঃ কুতোহহং বটতল্লগঃ ॥ ৬৪ ॥

দেবী মহালক্ষ্মীরিত্যাখ্যায় প্রসিদ্ধা । ঈষদ্ব্যস্তং কুর্ষতী অমেয়তেজসো বিষ্ণোঃ সমুখভাগে  
 প্রাচুর্ভাবাবিরাসীদিত্যর্থঃ ॥ ৫৬—৫৮ ॥

তাং তথেষতি । তাং তাদৃশীং পূৰ্ব্ববর্ণিতাং তস্মিন্ প্রলয়বারিধিসলিলে নিরাধারাং নিরা-  
 লম্বাং দৃষ্ট্বা বিস্মিতো বভূবেতি বোধ্যম্ ॥ ৫৯ ॥ ইদানীং রতিরিত্যারভ্য দেবীসঙ্গিনী-  
 শক্তীনাং নামানি নির্দাশয়তি রতিভূতিরिति ॥ ৬০—৬২ ॥ তাং লক্ষ্মীং তাশ্চ পরিবার-

প্রশান্তভাবে জগন্নোজ্ঞ বদনমণ্ডলে মন্দ মন্দ হাস্য করিতে করিতে মহালক্ষ্মীরূপে অমিত-  
 তেজা বিষ্ণুর সমুখে আসিয়া প্রাচুৰ্য্য হইলেন ॥ ৫৬—৫৮ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! কমললোচন ভগবান্ জনার্দন, সখীগণ সমভিব্যাহারে সেই  
 মনোরমা মহালক্ষ্মী দেবীকে প্রলয় বারিধির ভীষণ তরঙ্গমালাসঙ্কুল অগাধ সলিলোপরি  
 নিয়ালম্বনে বিরাজমানা দেখিয়া অন্তরে অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন ॥ ৫৯ ॥ রতি, ভূতি, বুদ্ধি,  
 মতি, কীৰ্ত্তি, স্মৃতি, ধৃতি, শ্রদ্ধা, মেধা, স্বধা, স্বাহা, ক্ষুধা, নিদ্রা, দয়া, গতি, ভূষ্টি, পুষ্টি, ক্রমা,  
 লজ্জা, জ্ঞান ও তদ্রা প্রভৃতি শক্তি সকল দিব্য মন্দারমালা ও মুক্তাহার এবং যথাযোগ্য  
 বিবিধ রত্নভূষণে বিভূষিত হইয়া হস্তে নানাবিধ স্তমহৎ দিব্যাস্ত্র নিচয় ধারণ পূৰ্ব্বক সেই  
 মহাদেবীর উভয় পার্শ্বে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন ॥ ৬০—৬২ ॥ মহর্ষিগণ ! ভগবান্  
 বিষ্ণু একাৰ্ণব নীরে তাদৃশ সৰ্ব্ব শোভার আধারভূমি সেই মহাদেবী এবং তত্তুল্য শোভাময়ী  
 তাঁহার পার্শ্বে দেশস্থ সহচরীবৃন্দকে সন্দর্শন করিয়া যে নিত্যস্ত বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইবেন,  
 তাহাতে আর সন্দেহ কি ? সেই সৰ্ব্বাস্ত্রায়া ভগবান্ তাদৃশ অদ্ভুত মায়ায় ব্যাপার সন্দর্শনে



অস্মিন্নেকার্ণবে ঘোরে অগ্রোধঃ কথমুখিতঃ ।

কেনাহং স্থাপিতোহস্ম্যত্র শিশুং কৃষ্ণা শুভাকৃতিঃ ॥ ৬৫ ॥

মমেয়ং জননী নো বা ময়া বা কাপি দুর্ঘটা ।

দর্শনং কেন চিত্তদ্য দত্তং বা কেন হেতুনা ॥ ৬৬ ॥

কিং ময়া চাত্র বক্তব্যং গম্ভব্যং বা ন বা কচিৎ ।

মৌনমাস্থায় তিষ্ঠেয়ং বালভাবাদতদ্রুতিঃ ॥ ৬৭ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে

শুকবৈরাগ্যকথনং হরয়ে ভগবতুপদেশো নাম চ

পঞ্চদশোধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

শক্লীশ্চ ॥ ৬৩—৬৫ ॥ দেবীং দৃশ্যমানামুৎপ্রেক্ষতে মমেরং জননীতি । দর্শনং কেনচিদিতি । কেনচিদনির্লচনীয়েন দেবতাবিশেষণ বা কেনাপি হেতুনা কারণেন দর্শনমদ্য দত্তং বা । অত্র নিশ্চয়্যাতাবে কিং বা ময়া বক্তব্যম্ । কচিৎবা দেশে ময়া গম্ভব্যং ন বা গম্ভব্যমিতি কিমপ্যহং ন জানে কেবলং বালভাবাদতদ্রুতি মৌনমাস্থ্যাবশ্রিত্যতিষ্ঠেয়মিত্যেবং ময়াশ্মিন্ সময়ে কৰ্ত্তব্যং নাশ্রুতিতি ভাবঃ ॥ ৬৬—৬৭ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে পঞ্চদশোধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

মনে মনে এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন যে, আচ্ছা, এই কল্লাস্ত্র সময়ে ঘোরতর তরঙ্গসঙ্কুল একার্ণব মধ্যে এই সকল নিরুপম সুন্দরী রমণীগণ কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল ? আর আমিই বা কোথা হইতে আসিয়া এই বটপত্র শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছি ? বস্ত্রত কে আমার সুন্দরাকৃতি শিশুরূপে নির্মাণ করিয়া এস্থলে সংস্থাপিত করিল, বিশেষতঃ এই অগাধ গম্ভীর প্রলয় সাগর মধ্যে বট বৃক্ষই বা কি প্রকারে সমুৎপন্ন হইল ? তবে কি ইনি দুর্ঘট ঘটনা পটায়সী কোন প্রকার ময়া ? না ইনি আমার জননী ? অথবা অন্য কোন অনির্লচনীয়ে দেবতা কোন কারণ বশত আসিয়া আমাকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিলেন ? এক্ষণে আমার এস্থল হইতে কোন স্থানান্তরে যাইতে হইবে কি না এই স্থলেই থাকিতে হইবে ? যখন এ বিষয়ে কিছুই জানিতে পারিতেছি না, তখন সহসা আর কি বলিব ? স্তরাতঃ এই বালক রূপেই মৌনাবলম্বন পূৰ্ব্বক সাবধানে স্থির হইয়া এই স্থলেই অবস্থান করি!! ॥ ৬৩—৬৭ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকায়ুক্ত মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের প্রথমস্কন্ধে

শুকবৈরাগ্য কথন এবং হরির প্রতি ভগবতীর উপদেশ

নামক পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।



ব্যাস উবাচ ।

দৃষ্ট্বা তং বিস্মিতং দেবং শয়ানং বটপত্রকে ।  
উবাচ সস্মিতং বাক্যং বিষ্ণো ! কিং বিস্মিতো হসি ॥ ১ ॥  
মহাশক্ত্যাঃ প্রভাবেণ ত্বং মাং বিস্মৃতবান্ পুরা ।  
প্রভবে প্রলয়ে জ্ঞাতে ভূত্বা ভূত্বা পুনঃ পুনঃ ॥ ২ ॥  
নিগুণা সা পরা শক্তিঃ সগুণস্ত্বং তথাপ্যহম্ ।  
সাত্ত্বিকী ফিল যা শক্তিস্তাং শক্তিং বিদ্ধি মামিকাম্ ॥ ৩ ॥

একশ্লোকবর্ধোদেবীভাষণপূর্বকম্ ।

উপদিষ্টং শুকায়েতং পুরাণমিতি চোচ্যতে ॥

কিং বিস্মিতোহসীতি । যদাহং নবীনা স্বদপরিচিতা দেবী বা মায়া বা শ্রাম্ । তদা তব  
বিস্ময়ো যুক্তো নচ তথাশ্চি কিন্তু তবৈব শক্তিরস্মীতিভাবঃ ॥ ১ ॥ নহু তর্হি ময়া কুতো ন  
স্বর্ঘ্যতে ইতি চেত্তব্রাহ মহাশক্ত্যা ইতি । মহাশক্তির্মায়াশবলব্রহ্মরূপিণী তস্তাঃ প্রভাবেণা-  
বরণরূপেণ ত্বং মাং বিস্মৃতবান্ অতো মাং ন স্মরসি । নহু মমাহধুনৈব জন্ম তথাচ তব মম চ  
সম্বন্ধো নৈব কদাপি জাতস্ততঃ কথমুচ্যতে বিস্মৃতবানসীতি চেত্তব্রাহ পুরেতি । পুরা পূর্বে  
প্রভবে সৃষ্টৌ তথা পূর্বে প্রলয়ে জ্ঞাতে ত্বং পুনঃপুনভূত্বা ভূত্বা উৎপদ্যোৎপদ্য তিষ্ঠসীতি-  
শেষঃ । তথাচ তস্মিন্তদ্বিজ্ঞানমহং তচ্ছক্তিরভবং তাং মাং ন জানাসীত্যতো বিস্মৃতবানি-  
ত্যুক্তং সত্যমেবেতিভাবঃ ॥ ২ ॥ নহু কা সা মহাশক্তিস্তব্রাহ নিগুণেতি । সাম্যাবস্থা-  
পাদিকৈতর্য্যঃ । তত্বং কস্তব্রাহ সগুণস্বমিতি । তর্হি ত্বং কাসি তব্রাহ তথাপ্যাহমিতি ।

বেদব্যাস বলিলেন, বৎস শুক ! (তাহার পর যেরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপারের সজ্ঞটন হইয়া-  
ছিল সমস্ত বলিতেছি শ্রবণ কর ।) সেই দেবী মহালক্ষ্মী বটপত্রে শয়ান দিব্যরূপী বালক  
বিশুকে বিস্মিত দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে কহিলেন, বিষ্ণো ! তুমি কি জ্ঞাত একরূপ  
বিস্ময়াপন্ন হইতেছ ? দেখ, পূর্বে এই জগতের সৃষ্টি বা প্রলয় অনাদি কাল হইতে কত  
কোটিবার যে হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই এবং সেই সেই সময়ে তুমি যখন যেরূপে জন্ম  
গ্রহণ করিয়াছ আমিও তোমার সহিত তখনই আসিয়া সংমিলিত হইয়াছি, চিরকালই বারং-  
বার এইরূপ সজ্ঞটনা হইয়া আসিতেছে ; কিন্তু এক্ষণে তুমি সেই মহামায়া শবলিত পর-  
ব্রহ্মরূপিণী মহাশক্তির আবরণ শক্তি প্রভাবে সে সমস্তই বিস্মৃত হইয়াছ এই জ্ঞাতই আমার  
চিন্তিতে পারিতেছ না । সেই পরম চৈতন্যস্বরূপা পরা শক্তি সমস্ত মায়াগুণের অতীত ;  
কিন্তু তুমি বা আমি আমরা উভয়েই সগুণ । অধিক আর কি পরিচয় দিব এই বিশ্ব সংসার  
ধাঁধাকে শিশু সাত্ত্বিকী শক্তি বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকে সে আমিই ; অধিক আর কি

ত্বম্ভিকমলাদুব্রুক্ষা ভবিষ্যতি প্রজাপতিঃ ।

স কৰ্তা সৰ্বলোকস্য রজোগুণসমস্থিতঃ ॥ ৪ ॥

স তদা তপ আস্থায় প্রাপ্য শক্তিমমুত্তমাম্ ।

রজসা রক্তবর্ণঞ্চ করিষ্যতি জগজ্জয়ম্ ॥ ৫ ॥

স গুণান্ পঞ্চভূতাংশ্চ সমুৎপাদ্য মহামতিঃ ।

ইন্দ্রিয়াগ্নিদ্রিয়েশাংশ্চ মনঃপূৰ্ব্বান্ সমস্ততঃ ॥ ৬ ॥

করিষ্যতি ততঃ সৰ্গং তেন কৰ্তা স উচ্যতে ।

বিশ্বশাস্ত্র মহাভাগ ! ত্বং বৈ পালয়িতা তথা ॥ ৭ ॥

যথা ত্বং সগুণস্তথৈবাহং সগুণান্নীত্যর্থঃ । তব কোহদৌ গুণস্তত্রাহ সাক্ষীকীতি । সাক্ষীকী পরাশক্তিত্বাং মামিকাং মৎসহধিনীং বিদ্ধি সৰ্বগুণায়িকাহমিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ কিমর্থমুৎপাদিতোন্মীত্যস্তোত্তরমাহ ত্বম্ভীতি ॥ ৪—৫ ॥

সগুণান্ গুণসহিতান্ পঞ্চভূতানিত্যর্থঃ । পুংলিঙ্গমার্যম্ ॥ ৬ ॥ (করিষ্যতীতি) । ততঃ ভূতেজ্জিহাদীহ্মৎপাদ্য তাত্ত্বেব সৰ্বাণি সৃষ্ট্যপকরণভূতাত্মাদায় মূলপ্রকৃতিসমুত্তোপাদান-রূপাণি সংগৃহেতিবাং । অস্ত বিশ্বতোতি প্রত্যক্ষবলিদেধেন গুণপর্যায়প্রবাহরূপস্ত জগতঃ প্রলয়েহপি সত্তাপ্রতিযোগিতাহভাবং দর্শয়ন্নুপদিশতি । অর্থমর্থঃ বিধৌ ! ইদানীং যদিদং প্রকৃতিমূলকং বিশ্বং জগৎ কল্লাস্তধোরনিশামাসাদ্য মুদিতপ্রায়সরোরুহনিব বৰ্ত্ততে তদেতৎ-সৰ্বং উদ্যচৈতন্ত্বনভাসদর্শনমাত্রেণ “সোহকাময়ত বহুতাম্ প্রজায়ের” ইতিশ্রুতিগীত মারা-শবলিত সৃষ্ট্যমুখপুরুষকটাক্ষপাতমাত্রেণেতি তাৎপর্যার্থঃ । বিকাশত্বং যাস্ততি । এতদেব-ক্ষুটীকরণায়াহ স অচিরান্নাভিকমলভবিষ্যন্ রজোমযো ব্রুক্ষাপ্যপুরুষঃ যতঃ স্বক্ষান্নাববর্তমান-মেতদ্বীজভূতং বিশ্বরূপকমলং স্থাবরজঙ্গমরূপেণ প্রপকয়িষ্যতি তস্মাৎ কৰ্তা স্রষ্টা ইত্যাখ্যায় উচ্যত কীর্তীতে সৃষ্টিকৰ্ত্তৃরাভিমানবত্তয়া এবমুত্তোপাধিমান ভবেদ্বিতিত্যর্থঃ । এবং প্রপকী-ভূতস্ত জগত্বমেব পালনকৰ্তা নাত্তঃ । ত্বং বৈ পালয়িতোত্য অস্ত্রেষাং পালনসামর্থ্যং

বলিব আমাকে তোমারই সেই সৰ্বগুণায়িকা মহালক্ষ্মীরূপা বৈষ্ণবীশক্তি বলিয়া জানিও ॥ ১—৩ ॥ তোমারই নাভিসরোজ হইতে রজোগুণের অধিষ্ঠাতা সৰ্বলোক-স্রষ্টা প্রজাপতি ব্রুক্ষা আব্রুত হইবেন ॥ ৪ ॥ সেই সময় তিনি প্রাহুভূত হইয়াই দোর-তর তপশ্চর্য্যার অমুষ্ঠানপূৰ্ব্বক সৃষ্টি করণোপযোগিনী মহতীশক্তি লাভ করিয়া নিজ রজোগুণ প্রভাবে রজোগুণায়িকা (প্রবৃত্তিময়ী) ত্রিলোকীর সৃষ্টি করিবেন ॥ ৫ ॥

তত্বেবোধ-বিশারদ প্রজাপতি ব্রুক্ষা ত্রিগুণময় পঞ্চ মহাভূতের উৎপাদন করিয়াই মনঃপ্রকৃতি একাদশ ইন্দ্রিয় ও তাহাদিগের প্রত্যেকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকলের সৃষ্টি করিবেন ॥ ৬ ॥ তদনন্তর সেই ব্রুক্ষা আদ্যসৃষ্ট ভূতেজ্জিহাদি উপকরণ লইয়া বিশ্ব ব্রুক্ষাণ্ডের সৃষ্টি করিবেন এবং সেই জগুই তিনি সমস্ত লোক মধ্যে সৃষ্টিকৰ্ত্তা নামে আখ্যাত হইবেন । পরন্তু, হে মহাভাগ বিধৌ ! প্রজাপতি সৃষ্ট অখিল ব্রুক্ষাণ্ডে আপনিই একমাত্র পালন কর্তা হইবেন । প্রজা সৃষ্টির প্রথমোন্মায়মেই ব্রুক্ষার মানস পুত্র কুবার চতুর্দশ পিতৃ আদেশ হেলন

তত্ত্ব বোমধ্যদেশাচ্চ ক্রোধাক্রোধো ভবিষ্যতি ।

তপঃ কৃদ্বা মহাঘোরং প্রাপ্য শক্তিস্ত তামসীম্ ॥ ৮ ॥

কল্লাস্তে সোহপি সংহর্তা ভবিষ্যতি মহামতে ! ।

তেনাহং স্বামুপায়াতা সাত্বিকীং স্বমবেহি মাম্ ॥ ৯ ॥

স্বাস্ত্রেহহং স্বৎসমীপস্থা সদাহং মধুসূদন ! ।

হৃদয়ে তে কৃতাবাসা ভবামি সততং কিল ॥ ১০ ॥

বিষ্ণুরূবাচ ।

শ্লোকশ্রদ্ধিং ময়া পূৰ্ব্বং শ্রুতং দেবি ! স্মৃটাক্ষরম্ ।

তৎ কেনোক্তং বরারোহে ! রহস্যং পরমং শিবম্ ॥ ১১ ॥

নিবাকুর্দন বৈ ইতি পদং প্রযুক্তম্ । ইমেব পালনকর্তা ভবিষ্যদীতিশেষঃ । বিমলসবরাশু-  
পাদিমব্যাং ॥ ৭ ॥ ) ( অধুনা ক্রোধোপপত্তিং বর্ণয়মাহ তদ্ব্যবহারিতি তত্ত্ব নাভিকমলজাতত্ব  
পুরুষস্ত ক্রোধোমধ্যভাগাৎ । ক্রোধাদিত্যস্তায়মর্থঃ যদাহি লজ্জিতপিত্রাদেশান্ মানসজাতান্  
সনৎকুমারাদীন প্রীতি স পিতা ব্রহ্মা ক্রুদ্ধো ভবিষ্যতি তদৈব রুদ্র উৎপৎস্বতে ইতি পৌরা-  
ণিকী গাথাস্তি । মহাঘোরং অষ্টমরসাধুনুগ্রহং তপোহনুষ্ঠায় তামসীং তমোগুণাশ্রিত্যং কালী-  
মিতার্থঃ ॥ ৮ ॥ তেনেতি । স্থষ্টাদিনিমিত্তেন ॥ ৯—১০ ॥

তৎকেনোক্তমিতি । অত্র যয়োক্তং শ্লোকার্থং সা মুর্ধ্বির্কিঞ্চনা দৃষ্টা অস্তি অতএব তৃতীয়-  
স্থন্ধে মণিদ্বীপাধিবাসিনীং দৃষ্টা । বিষ্ণুনোক্তম্ । গায়ন্ত্রী চ বালভাবান্নয়েকিত্তি । তস্মাৎ  
কেনোক্তমিত্যত্র যয়া শ্লোকান্নুক্তং সা তদর্থমুক্তা তিরোহিতা সা কা ভবতি কিংতস্মা

করিবেন বলিয়া তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইবেন ; তদবস্থায় তাঁহার ক্রম মধ্যভাগ হইতে  
মহাতেজোময় রুদ্রদেবের আবির্ভাব হইবে । পরে সেই রুদ্রদেব ঘোরতর তপঃপ্রভাবে  
তমোগুণের অধিষ্ঠাত্রী ( কালী নামে সংহাররূপা ) মহাশক্তিকে প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৭—৮ ॥  
সেই সংহার শক্তিবলেই কল্লাস্ত ( প্রলয় ) সময়ে রুদ্র সমস্ত ভূতভৌতিকময় জগতকে  
বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিবেন ; সুতরাং সেই জন্ত তিনিই যে সংহারকর্তা নামে বিখ্যাত হইবেন,  
তাহা আর তোমার ছায়া স্মহৎ তত্ত্ববোধ-বিশারদ পুরুষকে অধিক বলিয়া বুঝাইতে হইবে  
না । ( কল কথা এই যে, সেই মহামায়া শবলিত পরব্রহ্ম চৈতন্তরূপা পরাশক্তির ইচ্ছাসম্মত-  
ভাবিসৃষ্টির উদ্দেশ্যে ) সম্প্রতি আমি তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি ; অতএব,  
তুমি আমার নিশ্চয়রূপে সেই চিরসঙ্গিনী সর্বাশ্রিতা শক্তি বলিয়া অবগত হও ॥ ৯ ॥ মধু-  
সূদন ! তোমার হৃদয়-নিকুঞ্জধাম ভিন্ন আমার নিত্য বসতি স্থল অপর কোন স্থলেই নাই,  
সুতরাং আমি নিরন্তর ঐ স্থলেই বসবাস করিব ॥ ১০ ॥

এই সমস্ত শুনিয়া ভগবান্ বিষ্ণু বলিলেন, হে বরারোহে ! এই মুহূর্ত্তে আমি যে  
শ্রীষ্টাক্ষর পূর্ণ শ্লোকান্নিভাগ শ্রবণ করিলাম সেই সর্বসুখাবহ গুহ্যতম কথাগুলি কে উচ্চারণ  
করিলু ? হে বরবর্ধিনি ! এই সংশয়টা আমার এতদূর প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে তাহা প্রকাশ

তন্মে ব্রূহি বরারোহে ! সংশয়োহয়ং বরাননে ! ।

নির্জনো হি যথা দ্রব্যং তৎ স্মরামি পুনঃ পুনঃ ॥ ১২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

বিষ্ণোস্তদ্বচনং শ্রুত্বা মহালক্ষ্মীঃ স্মিতাননা ।

উবাচ পরয়া প্রীত্যা বচনং চারুহাসিনী ॥ ১৩ ॥

মহালক্ষ্মীরুবাচ ।

শৃণু শৌরে ! বচো মহ্যং সগুণাহং চতুর্ভুজ ! ।

মাং জানাসি ন জানাসি নিগুণাং সগুণালয়াম্ ॥ ১৪ ॥

ত্বং জানীহি মহাভাগ ! তয়া তৎ প্রকটীকৃতম্ ।

পুণ্যং ভাগবতং বিদ্ধি বেদসারং শুভাবহম্ ॥ ১৫ ॥

ভবতীতি তন্তাঃ স্বরূপনির্দারণার্থেহয়ং প্রশ্ন ইতি মন্তব্যম্ ॥ ১১ ॥ (তন্মেব্রূহীতি । নির্জনঃ দরিদ্রপুরুষঃ যথা দৈব্যাং দ্রব্যং ধনং প্রাপ্য নিরন্তরং তদেবস্মরতি অহমপি তদ্বৎ স্মরা-  
মীত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

ইদানীং বিষ্ণুরূতপ্রশ্নোত্তরবাক্যং বক্তৃমুপক্রমম্নাহ বিষ্ণোরিতি । স্মিতাননা দ্বৈ-  
জাত্তবদনা । চারুমনোহরং হাস্যীতি ॥ ১৩ ॥ তদেব বক্তব্যমারভতে শৃণুশৌরে ইতি  
শৌরে ইতি সম্বোধনেন শৌর্যাশালিনামগ্রীহং হৃচিতম্ । যদ্বা সৃষ্টিপ্রবাহবৎ অবতারা-  
দেবপি নিত্যমমুস্মারয়ন্ প্রতিদ্বাপরং শুববংশে কৃষ্ণরূপেণাবতীর্ণত্বং বোধয়তি ॥ ১৪ ॥  
যাং নিগুণাং গুণত্রয়োপচয়পচয়রহিতসাম্যাবস্থমাযোপাধিকবুদ্ধরূপিণীং ন জানাসি ত্বং  
তয়া মূলদেব্যা ভুবনধর্যা তৎ প্রকটীকৃতমিত্যাহ তয়া তৎ প্রকটীকৃতমিতি । ভাগবতমিতি  
ভগবত্যা মাযোপাধিকবুদ্ধরূপিণ্যা প্রতিপাদকমর্জিতাকায়কং হৃদভূতমেব সর্ববেদসারং  
সর্বং খণ্ডিৎ বুদ্ধ নেহ নানাত্তিকিক্রমেতি সর্ববেদতাৎপর্যার্থপ্রতিপাদকবাক্যাখ্যানিপাকঃ

করিয়া বলিতে পারিতেছি না ; বস্তুত কেবল দরিদ্র ব্যক্তির ধন লাভের জ্ঞান বারংবার  
তাহাই স্মরণ করিতেছি, অতএব তুমি এই বৃত্তান্তটী বলিয়া আমার সমস্ত সন্দেহ অপনয়ন  
কর ॥ ১১—১২ ॥

বেদব্যাস বলিলেন, বৎস ! তাহার পর সেই চারুহাসিনী দেবী মহালক্ষ্মী ভগবান্ বিষ্ণুর  
তাদৃশ বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত প্রীতিসহকারে দ্বৈত হস্তবদনে কহিলেন, শৌরে ! আমার কথা  
শ্রবণ কর, তাহা হইলেই তোমার সমস্ত সন্দেহ দূরীভূত হইবে । দেখ, তুমি যেমন গুণধর্মী  
হইয়া চতুর্ভুজ রূপে আবির্ভূত হইয়াছ, সেইরূপ আমিও গুণধর্ম আশ্রয় করিয়াছি বলিয়াই  
মুগ্ধিমতী হইয়া তোমার দৃষ্টিগোচরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি ; সেই জন্যই তুমি আমার  
জানিতে পারিতেছ ; কিন্তু, সেই সমস্ত গুণের আশ্রয়রূপা নিগুণা পরাশক্তিকে জানিতে পার  
নাই ॥ ১৩—১৪ ॥ (বিষ্ণো ! তুমি মহাপ্রভাব সম্পন্ন হইয়াও সেই মহাদেবীর অর্থাৎ এতনি  
ধাঁহাকে আমি গুণাতীতা সাম্যাবস্থ মহামায়াগতিত বজ্রহস্তসমরূপা বলিয়া নির্দেশ করিলাম,

কৃপাঞ্চ মহতীং মগ্ধে দেব্যাঃ শক্রনিষূদন ! ।

যয়া প্রোক্তং পরং গুহ্যং হিতায় তব স্তব্রত ! ॥ ১৬ ॥

রক্ষণীয়ং সদা চিন্তে ন বিস্মার্য্যং কদাচন ।

সারং হি সর্বশাস্ত্রাণাং মহাবিদ্যাপ্রকাশিতম্ ॥ ১৭ ॥

নাতঃ পরং বেদিতব্যং বর্ততে ভুবনত্রয়ে ।

প্রিয়োহসি খলু দেব্যাস্ত্বং তেন তে ব্যাহতং বচঃ ॥ ১৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি শ্রুত্বা বচো দেব্যা মহালক্ষ্ম্যাশ্চতুর্ভুজঃ ।

দধার হৃদয়ে নিত্যং মত্বা মন্ত্রমনুভূতম্ ॥ ১৯ ॥

পূবাণং মন্ত্ররূপং প্রকটীকৃতং বিদ্ধি ॥ ১৫ ॥ নম্বেতাদৃশং রহস্তং ভুবনেশ্বর্যা পামরায় বালকায়  
মহ্যং কিমিত্যুপদিষ্টমিতি চেষ্টত্বাহ কৃপাঞ্জেতি । নাশ্রদত্ব কারণং পশ্যামি কেবলং ভগবতী-  
কৃপেবাত্র কারণং মগ্ধে । যয়া স্বমুখে নৈবাসিতি রহস্তমুক্তম্ ॥ ১৬ ॥ মহাবিদ্যা শ্রীভুবনেশ্বরী তয়া  
প্রকাশিতম্ ॥ ১৭ ॥ ইদং যদি অসামুদ্রয়তে তদাতঃপরং কিমপি বেদিতব্যমবশিষ্টং নৈবাসিতি । বাচা-  
রম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেষ্টোবসত্যামিতি । বৈষ্ণবেদমমৃতং পুরস্তাদব্রহ্ম পশ্চাদক্ষিণত-  
শ্চোত্তরেণ । অধশ্চোক্ষিণ্য প্রস্থতং বৈষ্ণবেদং বিশ্বং বরিষ্ঠমিত্যাদিশ্রুতিভিঃ সর্বকারণজ্ঞানেন ॥ ১৮ ॥

( ইতি শ্রুত্বৈতি । দেবীমুখাং স্বপ্রস্তুতান্তরবাক্যমাকর্ণা শ্লোকার্দ্ধভাগমপি সম্পূর্ণশ্লোক-  
মপ্রজ্ঞায়ামি সর্বোত্তমং মন্ত্রং বুদ্ধা হৃদয়ে দধার ধৃতবান্ বীজমন্ত্রবৎ শ্লোকতাৎপর্যার্থধারণাং

তাহারই আবরণশক্তি দ্বারা বিশ্বত প্রায় হইয়াছে বলিয়াই কোথা হইতে শ্লোকার্দ্ধ উচ্চারিত  
হইল জানিতে পারিতেছ না; অতএব আমি সে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতেছি নিশ্চয়রূপে অবধারণ  
কর । সেই মহাদেবী ভগবতীকর্তৃক আকাশ মার্গ হইতে শ্লোকার্দ্ধ ভাগ প্রকটিত হইয়াছে ।  
ঐ দুই চরণ শ্লোকটী সমস্ত বেদের সারভূত পরম পবিত্রকর ভাবী ভাগবত গ্রন্থের বীজ-  
স্বরূপ এবং জীবনিকরের বিশেষত তোমার ভূয়িষ্ঠ মঙ্গলজনক বলিয়া জানিবে । হে স্তব্রত !  
যিনি সেই পরম গুহ্যতম শ্লোকার্দ্ধ ভাগ বলিয়াছেন তিনি সেই মহাদেবী ভগবতীই অপর  
নহেন । কারণ, তুমি প্রতি কর্ণেই দেবতা ও ঋষিদিগের বিশ্বকারী এমন কি সমস্ত জগতের  
কণ্টকস্বরূপ হরাচার রাক্ষস বা অসুরগণের দমন করিয়া থাক বলিয়া বোধ হয় তোমার  
প্রতি সদয় হইয়া তোমারই মঙ্গলের জন্য ঐরূপ উপদেশ করিয়াছেন ॥ ১৫—১৬ ॥ তুমি ঐ  
উপদেশমূলক শ্লোকার্দ্ধভাগ অন্তরে দৃঢ়রূপে ধারণা করিও, কদাচ বিশ্বত হইও না; কেননা,  
ঐ উপদেশটী বিশ্বনিস্তারকারিণী ভগবতী ব্রহ্মবিদ্যাকর্তৃক প্রকটিত হইয়াছে; সুতরাং  
উহাই যে সর্ব শাস্ত্রের সারভূত তাহাতে আর সংশয় নাই ॥ ১৭ ॥ এই জিলোকী মধ্যে ইহা  
অপেক্ষা প্রকৃত জানিবার যোগ্য বিষয় আর কিছুই নাই; তুমি দেবীর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র  
বলিয়া সেই জন্তই তিনি তোমাকে ঐরূপ পরম গুহ্য তথ্য উপদেশ করিয়াছেন ॥ ১৮ ॥

বেদব্যাস কহিলেন, বৎস শুভ ! ভূজ চতুর্ভুজ পরিশোভিত ভগবান্ বিষ্ণু দেবী মহালক্ষ্মীর  
এই সুকল কথা শ্রবণ করিয়া সেই শ্লোকার্দ্ধ ভাগকে অনির্লচনীয় মহিমাপূর্ণ মন্ত্র বলিয়া বুঝিতে

কালেন ক্রিয়তা তত্র তন্মাত্তিকমলোদ্ভবঃ ।

ব্রহ্মা দৈত্যভয়াভ্রস্তো জগাম শরণং হরিম্ ॥ ২০ ॥

ততঃ কৃত্বা মহায়ুদ্ধং হুত্বা তৌ মধুকৈটভৌ ।

জজাপ ভগবান্ বিষ্ণুঃ শ্লোকাক্ষং বিশদাক্ষরম্\* ॥ ২১ ॥

জপস্তং বাহুদেবঞ্চ দৃষ্ট্বা দেবঃ প্রজাপতিঃ ।

পপ্রচ্ছ পরমপ্রীতঃ কঞ্জজঃ কমলাপতিম্ ॥ ২২ ॥

কিং ত্বং জপসি দেবেশ ! ত্বন্তঃ কোহপ্যধিকোহস্তি বৈ ।

যৎ স্মৃত্বা পুণ্ডরীকাক্ষ ! প্রীতোহসি জগদীশ্বর ! ॥ ২৩ ॥

হরিরুবাচ ।

ময়ি ত্বয়ি চ যা শক্তিঃ ক্রিয়াকারণলক্ষণা ।

বিচারয় মহাভাগ ! যা সা ভগবতী শিবা ॥ ২৪ ॥

কৃতবান্ নিত্যমনিশং জপন্ সন্নিতিশেষঃ ॥ ১৯ ॥ এবমুক্তিপ্রত্যুক্তিরূপব্যাক্যাবসানঃ  
কিয়তকালে গচ্ছতি সতি মহালক্ষ্ম্যাদিষ্টঃ পুরুষঃ বিষ্ণুনাভিকমলাজ্ঞাত ইতি সূচয়ন্নাহ শুকঃ  
প্রতিবেদব্যাসঃ ইতি ভ্রূত্বতি । দৈত্যৌ মধুকৈটভৌ তাত্যাং যদভয়ং তন্মাৎ তন্তঃ প্রাণশক্তিঃ ।  
এতৌ দুর্জয়ো দানবৌ অধুনৈব তপস্বিনঃ মাং সংহরিস্মত ইতি জীবননাশভয়াৎ বিচলিত-  
হৃদয়ঃ সন্ হরোঃশরণং ভক্তক্লেশহরণং হরিরূপমাশ্রয়ং জগাম প্রাপ ইত্যম্বয়ঃ ॥ ২০ ॥ ক্রিয়াকার-

পারিষা নিরন্তর হৃদয়ে ধারণা করিয়া রাখিলেন । এইরূপে কিয়ৎকাল গত হইলে সৰ্বলোক  
শ্রুষ্টী প্রজাপতি ব্রহ্মা সেই বটপত্র-শয়ান বিষ্ণুর নতিপন্ন হইতে আবিহৃত হইলেন ; (তৎ-  
কালে তিনি প্রাচুর্ভূত হইয়াই নিজের উৎপত্তির কারণকে, আর আমিই বা কে এইরূপ চিন্তা  
করিতেছেন এমন সময় সহসা মধু আর কৈটভ নামে দুই দৈত্য আসিয়া তাঁহাকে সংহার  
করিবার উপক্রম করিল) তদদর্শনে, তিনি ভয়ে বিব্রত হইয়া সেই বটপত্রে শয়ান যোগ-  
নিদ্রাভিভূত ভগবান্ হরির শরণাগত হইলেন ॥ ১৯—২০ ॥ পরে ভগবান্ বিষ্ণু যোগনিদ্রা হইতে  
সমুখিত হইয়া দুর্দান্ত দানব মধুকৈটভের সহিত স্মৃতির কাল যৌরতর সংগ্রাম করিয়া তাহা-  
দিগকে কালকবলে প্রেরণপূর্বক পূর্বোন্নিখিত সেই বিম্পষ্টাক্ষর শ্লোকাক্ষর মন্ত্রটা একান্ত  
চিন্তে জপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২১ ॥ পদযোনি প্রজাপতি ব্রহ্মা কমলাপতি বাহুদেবকে  
জপ করিতে দেখিয়া পরম প্রীতিসহকারে দ্বিজাসা করিলেন ॥ ২২ ॥ পুণ্ডরীকাক্ষ ! আপনি  
সমস্ত দেবগণের এবং সমস্ত জগতের ঈশ্বর হইয়া কি জপ করিতেছেন ? এই বিবনযো  
আপনা অপেক্ষা কোন শ্রেষ্ঠ বা পূজ্যতম বস্তু আছে কি ? বিশেষত আপনি যখন জপা  
বিষয় স্মরণ করিয়া একেবারে প্রেমে উৎক্লম্ব হইতেছেন, তখন, অবশ্যই ইহাতে কোন গুঢ়  
কারণ আছে ! ॥ ২৩ ॥

যন্তাধারে জগৎ সৰ্বং তিষ্ঠত্যত্র মহার্ণবে ।

সাক্ষীরা যা মহাশক্তিঃ রমেয়া চ সনাতনী ॥ ২৫ ॥

যয়া বিশ্বজাতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্ ।

সৈষা প্রসম্মা বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে ॥ ২৬ ॥

সা বিদ্যা পরমা মুক্ত্যেহেতুভূতা সনাতনী ।

সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বৈশ্বরেশ্বরী ॥ ২৭ ॥

অহং ভ্রমখিলং বিশ্বং তস্মাশ্চিচ্ছক্তিসম্ভবম্ ।

বিক্রি ব্রহ্মসন্দেহঃ কর্তব্যঃ সৰ্বদাহনঘ ! ॥ ২৮ ॥

গেতি । কার্য্যকারণলক্ষণেতি তাৎপর্য্যম্ ॥২১—২৪॥ সা সর্বাধিষ্ঠানকূটস্থব্রহ্মরূপিণীত্যাহ যন্তাধারে ইতি । অত্র সন্ধির্ভাষ্যঃ । যন্তা আধারে ইতি তু চ্ছেদঃ । অভেদে ভেদমারোপ্য যন্তা আধারে ইতুক্তম্ । যদায়ম্কে আধারে ইতি তু রহস্তম্ । মহার্ণবে মহার্ণবসদৃশে গম্ভীরে অগাধে আধারে ইত্যম্বয়ঃ ॥ ২৫ ॥ বিস্তর ইতি । ব্যাসকৃতবিস্তর ইত্যর্থঃ । তথায়ুগে কৃতযুগে হিরণ্যগর্ভকৃতবিস্তর ইত্যর্থঃ । দ্বাদশবন্ধে হিরণ্যগর্ভকৃতবিস্তরস্ত বক্ষ্যমাণত্বাৎ ॥ ২৬—২৯ ॥

ব্রহ্মার এই কথা শ্রবণে ভগবান্ হরি বলিলেন, প্রজ্ঞাপতে ! ভূমিত নিজের বিজ্ঞান-সম্পন্ন ; তবে জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন ? একবার স্থিরচিত্তে স্বয়ং মনে বিচার করিয়া দেখ না কেন ? তোমাতে এবং আনাত্রে যে কার্য্যকারণলক্ষণা শক্তি বর্তমান রহিয়াছেন তিনি কে ? ফল কথা এই যে, আমি যাহাকে জপ বা স্মরণ করিয়া আনন্দে বিভোর হইতেছি তিনি সেই সর্ব-মঙ্গল-স্বরূপিণী ব্রহ্মদেবী ভগবতীই জানিবে ॥২৪॥ এই প্রলয়কালী নমহার্ণবের উপরিভাগেও এই সনত্ত জগৎ যে সাকার রূপ আধার শক্তিতে অবস্থিত রহিয়াছে ইহা আর কেহ নহে ; সেই নিত্য চৈতন্যরূপিণী সনাতনী অপরিমেয়া মহাশক্তি ব্রহ্মদেবী ভগবতীই জানিবে ॥২৫॥ যিনি এই সচরাচর বিশ্বের পুনঃপুনঃ সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তিনিই অর্থাৎ আমার এই উপাস্ত মহাদেবীই যখন দেহিদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া বরদাত্তী হয়েন, তখনই তাহারা অবলীলাক্রমে দুঃখেদা সংসারপাশ ছিন্ন করিয়া বিমুক্ত হইয়া যায় ॥ ২৬ ॥ সেই নিত্যস্বরূপা পরাশক্তিই ব্রহ্মবিদ্যা রূপে বিদ্যমান চিত্ত সাধকদিগের মুক্তির হেতুভূত হয়েন ; আবার মূঢ় মানবগণের সংসারপাশ বন্ধনের কারণও তিনি ; ফলত এই বিশ্ব সংসার মধ্যে যাহারা ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বস্ত, তিনি সেই সমস্ত ঈশ্বরগণেরও পরমেশ্বরী (অর্থাৎ সেই চিজ্ঞাপা পরাশক্তিই চৈতন্যরূপে দেহধারী মাত্রকেই পরিচালন করিয়া থাকেন । চিৎশক্তির অভাব হইলে সাধারণ জীবের কথা দূরে থাকুক সর্ব মঙ্গলময় দেবাদিদেব শিবেরও নড়িবার শক্তি থাকে না । মূল কথা এই যে চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম আর-তদাধারভূত চিৎশক্তি দুই পদার্থ নহে । যেমন দাহিকা-শক্তি, আর প্রকাশশক্তি অগ্নি বা পুণ্ডরীকই নামান্তর মাত্র ; এ পক্ষেও ঠিক সেইরূপ



শ্লোকার্দ্ধেন তয়া প্রোক্তং তদৈ ভাগবতং কিম ।

বিস্তরো ভবিতা তস্ম দ্বাপরাদৌ যুগে তথা ॥ ২৯ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ব্রহ্মণা সংগৃহীতঞ্চ বিষ্ণোস্ত নাভিপঙ্কজে ॥

নারদায় চ তেনোক্তং পুত্রায়ামিতবুদ্ধয়ে ॥ ৩০ ॥

নারদেন তথা মহং দত্তং হি মুনিনা পুরা ।

ময়া কৃতমিদং পূর্ণং দ্বাদশস্কন্ধবিস্তরম্ ॥ ৩১ ॥

তৎ পঠস্ব মহাভাগ ! পুরাণং ব্রহ্মস্মিতম্ ।

পঞ্চলক্ষণযুক্তঞ্চ দেব্যাশ্চরিতমুত্তমম্ ॥ ৩২ ॥

তত্ত্বজ্ঞানরসোপেতং সর্বেষামুত্তমোত্তমম্ ।

ধর্মশাস্ত্রসমং পুণ্যং বেদার্থেনোপবৃংহিতম্ ॥ ৩৩ ॥

পূর্ণমিতি । ব্রহ্মণা শতকোটিবিস্তরং কৃষ্ণা নারদারোপদিষ্টং তেন মহামুপদিষ্টং ত সারাংশং গৃহীত্বা ময়া দ্বাদশস্কন্ধপরিমিতং পূর্ণং কৃতমিতিার্থঃ ॥ ৩০—৩১ ॥ (যত্নে দ্বাদশস্কন্ধা পরিপূর্ণং ময়া প্রণীতং তৎপঠস্ব অধ্যয়নেনাবধাবয়েত্যর্থঃ ন কেবলং মৎপ্রণীতদ্বাদশায়ঃ প্রয়োজনং কিন্তু মায়ামূলিকটুইচৈতন্মাত্রপিতৃ দেব্যা ভগবত্যাশ্চরিতেনোপবৃংহিতম্ । ব্রহ্মস্মিতং বেদভূতম্ কিঞ্চ সর্গপ্রতিসর্গাদিপঞ্চলক্ষণোপলব্ধিতম্ ॥ ৩২ ॥ ইদানীং অষ্টম

জানিবে ॥ ২৭ ॥ প্রজাপতে ! তোমার বুদ্ধি অত্যন্ত নির্মল হইয়াছে বলিয়াই আমি এই সম-  
গুঢ় কথা বলিতেছি । দেব, তুমি বা আমি অথবা এই অখিল বিশ্ব ফল কথা এই যে বস্তুজ্ঞা  
যাহা কিছু আছে সে সমস্তই তাঁহার সেই চিৎশক্তি হইতে সস্তুত জানিবে ; ইহাতে কো  
প্রকার সন্দেহ করিও না ॥ ২৮ ॥ সেই মহাদেবী ভগবতী শ্লোকার্দ্ধ দ্বারা আমার যাহা উ-  
দেশ করিয়াছেন উহাই ভাগবত শাস্ত্রের বীজস্বরূপ জানিবে ; কিন্তু, দ্বাপর যুগের প্রথমে  
নিশ্চয়ই সেই গ্রন্থের বিস্তার হইবে ॥ ২৯ ॥

বেদব্যাস কহিলেন, পূর্বে (কল্লাস্তসময়ে) লোকপিতামহ ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিকম-  
বসিয়াই সেই গুহ্যতম সুদুর্লভ শ্লোকার্দ্ধরূপ উপদেশটী সংগ্রহ করিয়া অসামান্য ধীশক্তি  
সম্পন্ন নিজ মানসপুত্র দেবর্ষি নারদকে উপদেশ করেন । তাহার পর, মহামুনি নারদ রূপ  
করিয়া আমাকে প্রদান করেন । আমি উহা লাভ করিয়াই দ্বাদশ স্কন্ধে সম্পূর্ণ করিয়া  
গ্রন্থাকারে স্ববিস্তার করিয়াছি ॥ ৩০—৩১ ॥ রে বৎস ! ব্রহ্মচর্যাতির দ্বারা তুমি অত্যন্ত  
প্রভাবশালী হইয়াছ, সুতরাং ইহা তোমারই অধ্যয়নের যোগ্য । অতএব, তুমি এক্ষণে  
সেই মহাদেবী ভগবতীর অনির্লুপ্তচরিতাবলিপরিপূর্ণ পঞ্চ লক্ষণসম্পন্ন দ্বিতীয় বেদে  
জ্ঞায় এই মহাপুরাণ ভাগবত গ্রন্থটী আমার নিকট অধ্যয়ন কর ॥ ৩২ ॥ ( রে বৎস ! এই

ব্রহ্মাস্তরবধোপেতং নানাখ্যানকথায়ুতম্ ।

ব্রহ্মবিদ্যানিধানস্তু সংসারার্ণবতারকম্ ॥ ৩৪ ॥

গৃহাণ স্বং মহাভাগ ! যোগ্যোহসি মতিমত্তরঃ ।

পুণ্যং ভাগবতং নাম পুরাণং পুরুষৰ্ষভ ! ॥ ৩৫ ॥

অষ্টাদশসহস্রাণাং শ্লোকানাং কুরু সংগ্রহম্ ।

অজ্ঞাননাশনং দিব্যং জ্ঞানভাস্করবোধকম্ ॥ ৩৬ ॥

পুরাণস্ত সৰ্ব্বোত্তমতাং প্রতিপাদয়ম্াহ তত্ত্বজ্ঞানেতি । সৰ্ব্বেষাং সৰ্ব্বোভ্যঃ পুরাণেভ্য উত্তম-  
মিতিশেষঃ । যতঃ বেদার্থেনোপবৃংহিতং ততঃ ধর্মশাস্ত্রবৎ পুণ্যং পবিত্রজনকমিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥  
ব্রহ্মাস্তরবধেতি । নানাখ্যানকথায়ুতং শ্রুতিসুখদমুপদেশগর্ভকং বিবিধাখ্যানপূর্ণম্ বিশেষতঃ  
ব্রহ্মবিদ্যানিধানং অতঃ সংসারসাগরস্ত তারকমিতিভাবঃ ॥ ৩৪ ॥ এবং সৰ্ব্বগুণোপেত  
ভাগবতগ্রহণে স্বপুত্রস্ত শুকশ্রেষ্ঠবাদিকারং প্রদর্শয়ম্াহ গৃহাণ ভ্রমিতি । যতঃ মতিমতাঃ  
শ্রেষ্ঠঃ অতএব গৃহাণ অধীত্যাবধারণ ॥ ৩৫ ॥ কতিশ্লোকগ্রহণে মম চিত্তশাস্তির্ভবেদিত্যে  
তত্রাহ অষ্টাদশসহস্রাণীতি । অজ্ঞাননাশনে কারণং দর্শয়তি জ্ঞানভাস্করবোধকমিতি ॥ ৩৬ ॥

অপূৰ্ণ ভাগবত গ্রন্থের কিরূপ মাহাত্ম্য এবং ইহাতে কোন্ কোন্ বিষয় সন্নিবেশিত হই-  
য়াছে ক্রমান্বয়ে বলিতেছি শ্রবণ কর ।) এই ভূমণ্ডলে অপরাপর পুরাণ প্রভৃতি যে সমস্ত শাস্ত্র  
আছে তাহাদিগের সকলাপেক্ষা ইহাকেই সৰ্ব্বোত্তম বলিয়া জানিবে । কেননা এই গ্রন্থখানি  
তত্ত্বজ্ঞান পূর্ণ এবং সমস্ত বেদার্থ দ্বারা পরিবর্দ্ধিত ; সুতরাং ধর্মশাস্ত্রের আয় ইহা অত্যন্ত  
পবিত্র জনক !। এই গ্রন্থে ব্রহ্মাস্তরবধ প্রভৃতি নানাকথা পূর্ণ ভূরি ভূরি আখ্যান সকল  
সন্নিবেশ করিয়াছি ; বিশেষতঃ ইহাতে নিগূঢ় ব্রহ্মবিদ্যা তত্ত্ব নিহিত থাকায় নিশ্চয় জানিও  
যে, ইহাই একমাত্র ভীষণ সংসার সমুদ্র পারের সেতু স্বরূপ ! ॥ ৩৩—৩৪ ॥ বৎস ! সাধারণ  
মানবের কথা দূরে থাকুক মহা মহা ঋষিদিগের মধ্যেও তোমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরুষ দেখিতে  
পাওয়া যায় না ; ইহাতে বোধ হয় সেই মহাদেবী ভগবতীর প্রসাদে তোমার পরমমৌভাগ্য  
পরিবর্দ্ধিত হইবে বলিয়াই সহসা একরূপ তত্ত্বদর্শিনী বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে ! বলিতে কি এই  
ভাগবত গ্রন্থ ধারণে তুমিই যথার্থ যোগ্যপাত্র ! অতএব তুমি এই পরম পবিত্রকর ভাগবত  
নামক মহাপুরাণটী আমার নিকট অধ্যয়ন করিয়া ইহার মর্ম্ম রূপে ধারণ কর । রে পুত্র !  
আমি তোমায় বারংবার অমুরোধ করিতেছি আমার কথা রক্ষা করিয়া এই অজ্ঞান অন্ধকার  
নাশক অচিরাত্ম জ্ঞান সূর্য্যোদয় উদ্‌বোধক অলৌকিক মাহাত্ম্য সম্পন্ন অষ্টাদশসহস্র শ্লোকপূর্ণ  
গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করিয়া ইহার সমস্ত তাৎপর্য্য সংগ্রহ কর । ইহার মাহাত্ম্য  
অধিক আর কি বলিব, স্তম্ভহং তত্ত্বজ্ঞানরূপ ধনে পরিপূর্ণ দীর্ঘায়ুষ্কর সমস্ত সুখশান্তিপ্রদ  
সর্বমঙ্গলময় এই মহাপুরাণ ভক্তিভাবে পাঠ বা শ্রবণ করিলে, তাদৃশ মৌভাগ্যবান্ পবি-  
ত্রাশ্রয় মানবদিগের কেবল যে ভববাতনাই তিরোহিত হইবে তাহা নহে ইহ কালেও পুত্র-  
পৌত্রবিবর্দ্ধনপ্রভৃতি যে কোনও সুখসম্পদ্ মনুষ্য লোকে পাওয়া সম্ভব তৎসমস্তই আসিয়া  
তাগদিগের নিকট উপস্থিত হইবে । বৎস ! এই সর্বমঙ্গলদায়ী পুরাণ সংহিতাটী তুমি পাঠ

সুখদং শান্তিদং ধন্যং দীর্ঘায়ুষ্যকরং শিবম্ ।

শৃণুতাং পঠতাঞ্চৈদং পুত্রপৌত্রবিবৰ্দ্ধনম্ ॥ ৩৭ ॥

শিষ্যোহয়ং মম ধৰ্ম্মাত্মা লোমহর্ষণসম্ভবঃ ।

পঠিষ্যতি ত্বয়া সার্কং পুরাণীং সংহিতাং শুভাম্ ॥ ৩৮ ॥

সূত উবাচ ।

ইত্যুক্তং তেন পুত্রায় মহাঞ্চ কথিতং কিল ।

ময়া গৃহীতং তৎ সৰ্ব্বং পুরাণক্কাতিবিস্তরম্ ॥ ৩৯ ॥

শুকোহধীত্য পুরাণস্তু স্থিতো ব্যাসাশ্রমে শুভে ।

ন লেভে শৰ্ম্ম কৰ্ম্মাত্মা ব্রহ্মাজ্জ ইবাপরঃ ॥ ৪০ ॥

ইদানীং শৃণুতাং পঠতাঞ্চ সম্যক্ ফলং নিদিশম্ পুংসঃ পরিতু ভাগবতমাহাভ্যাম্ । সুখদমিতি ॥ ৩৭ ॥  
শিষ্যায়মিতি সূত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮—৩৯ ॥ ন লেভে শৰ্ম্ম কৰ্ম্মাত্মেতি । নম্র সৰ্ব্বক্লেশশাস্ত্যর্থং  
ভাগবতং প্রণীতং তচ্ছ্রুত্বাপি যদি ন শাস্তিস্তদা ভাগবতপ্রণয়নং বার্থমেব । কিঞ্চ শুকোহপি  
মহান্ বিরক্তঃ কৰ্ম্মনাসক্তমতিবতরব গৃহস্থাশ্রমানাকাজ্ঞীতি পূৰ্ব্বমুক্তং তচ্ছাস্ত্যর্থং চ ভাগ-  
বতং প্রণীতং তৎকথমত্রোচ্যতে ন লেভে শৰ্ম্ম কৰ্ম্মাত্মেতি চেৎসত্যং নাত্র কৰ্ম্মাত্মেত্যনেন  
কৰ্ম্মাসক্তমতিরিতার্থঃ । কিঞ্চ গৃহস্থাশ্রমিণাং কৰ্ম্মিণাং সংসর্গান্নজ্ঞোপবীতশিখাহুস্ত্রসম্বন্ধাচ্চ  
কৰ্ম্মণ্যাসক্ত্যভাবোপি সন্ন্যাসাশ্রমং বিনা কৰ্ম্ম ত্যক্তুং ন শক্যত ইতি কৰ্ম্মাত্মেত্যুক্তম্ । তথা  
চারমর্থঃ । শ্রীমদ্বেদীভাগবতপ্রতিপাদ্যোহর্থঃ সন্ন্যাসাশ্রমং বিনা চিত্তবিক্ষেপাদিনা নামুভবিতু-  
শক্যতে । ততশ্চ কথং মম সন্ন্যাসাশ্রমপুরুষবৎ তদনুভবঃ স্তাদিতি চিন্তয়া ন লেভে শৰ্ম্ম

করিতে আরম্ভ করিলেই আমার এই প্রিয়তম শিষ্য ধৰ্ম্মাত্মা লোমহর্ষণ-পুত্রও তোমার  
সঙ্গে সঙ্গে পাঠ করিতে থাকিবে ॥ ৩৭-৩৮ ॥

এ দিকে নৈমিশ্যারণ্য মধ্যে মহাত্মা সূত শৌনকাদি ঋষিগণকে কহিলেন, মহর্ষিগণ !  
শুকদেব ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নিজ পুত্রকে ঐ কথা বলিয়া আমার প্রতিও সদয় হইয়া  
ঐরূপ আদেশ করিলে পর আমিও আপনাকে কৃতার্থমুগ্ধ বোধে শুকদেবের সঙ্গে সঙ্গে  
এই স্থিতির পুরাণ-গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত সমস্তই সংগ্রহ করি ॥ ৩৯ ॥ শুকদেব পুরাণটী  
অধ্যয়নের পরই মনে মনে বিচার করিয়া দেখিলেন, এই গ্রন্থের স্থান বিশেষে এরূপ উল্লেখ  
আছে বটে যে, নিকাম স্বধৰ্ম্মনিরত অনাসক্ত গৃহস্থও চরমে তত্ত্বজ্ঞান লাভে মুক্ত হইতে  
পারে ; কিন্তু, বাসনাঞ্জনিত নানাপ্রকার বিক্ষেপাদি বিষ ভূয়িষ্ঠ থাকায় তাহা এক প্রকার  
সুদূর পরাহত হইয়া পড়িয়াছে !! বিশেষতঃ সৰ্ব্বত্র প্রায় সন্ন্যাস ধৰ্ম্মেরই প্রশংসা দেখিতে  
পাওয়া যায় ; সূতরাং সন্ন্যাসই যে একমাত্র সংসারপাশ ছেদনের অমোঘ উপায় তাহাতে  
আর সংশয় নাই ; মহাত্মা শুক অন্তরে এইরূপ সন্ন্যাস গ্রহণে দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া যদিচ  
তৎকালে সেই বাগধজ্জাদি নিরত গৃহাশ্রমী ঋষিদিগের সুধাবহ পিতৃ আশ্রমে অবস্থান  
করিতে লাগিলেন, কিন্তু একেত তিনি ব্রহ্মার মানসপুত্র নিত্য সন্ন্যাসী সনৎকুমারাদির  
জ্ঞান স্বভাবতই সংসার বিরক্ত, তাহাতে আবার পিতার নিত্যন্ত অনুরোধে গৃহাশ্রমী ব্রাহ্মণের

একান্তসেবী বিকলঃ স শূন্য ইব লক্ষ্যতে ।

নাত্যন্তভোজনাসক্তো নোপবাসরতস্তথা ॥ ৪১ ॥

চিন্তাবিষ্ঠং শুকং দৃষ্ট্বা ব্যাসঃ প্রাহ সূতং প্রতি ।

কিং পুত্র ! চিন্ত্যতে নিত্যং কস্মাদ্ব্যগ্রোহসি মানদ ! ॥ ৪২ ॥

আস্বে ধ্যানপরো নিত্যমুণগ্রস্ত ইবাধনঃ ।

কা চিন্তা বৰ্ভতে পুত্র ! ময়ি তাতে তু তিষ্ঠতি ॥ ৪৩ ॥

সুখং ভুঙ্ক্ষু যথা কামং মুখং শোকং মনোগতম্ ।

জ্ঞানং চিন্তয় শাস্ত্রোক্তং বিজ্ঞানে চ মতিং কুরু ॥ ৪৪ ॥

কস্মাৎসেব্যত্যাগমিতি ন কশ্চিদাশংকোহপীতি ॥ ৪০ ॥ তদেবাহ একান্তসেবীতি । বিকলঃ স শূন্য ইবেতি । সন্ন্যাসাতিরিক্তাশ্রমে সুখলেশাভাবাদ্যুক্তমেব বিকলত্বম্ ॥ ৪১ ॥ চিন্ত্যত ইতি কস্মিণি প্রয়োগঃ ॥ ৪২—৪৩ ॥ শাস্ত্রোক্তং ভাগবতোক্তম্ । বিজ্ঞানে তত্ত্বাগবতোক্তার্থানুভবে ॥ ৪৪ ॥

কর্তব্য শিখাসুত্র ধারণ বা যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান প্রভৃতি কর্মকাণ্ডে মন দিয়া কিছুতেই সন্তোষ লাভ করিতে পারিলেন না ॥ ৪০ ॥ শুকদেব সর্বদা নিভৃত স্থানে থাকিতেই ভাল বাসিতেন, তিনি উপবাসাদিতে নিরত ছিলেন না, এবং ভোজনেও নিতান্ত আসক্ত হইতেন না ; পরন্তু সন্ন্যাস গ্রহণের নিমিত্ত ক্রমশঃ এতদূর অস্থির হইয়া পড়িলেন যে, সে ভাব তাহার অন্তর হইতে কিছুতেই আর অপনীত হইল না ; নিরন্তর অশ্রমলক্ষ্যতা জন্ম শূন্য দেহের জায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন ॥ ৪১ ॥ শুকদেবকে সর্বদা চিন্তাবিষ্ঠ দেখিয়া মহর্ষি বেদবাস জিজ্ঞাসা করিলেন, পুত্র ! তুমি সকল সময়েই আমার সম্মান রক্ষা করিয়া থাক, অতএব বোধ হয় আমার কোন আদেশই লঙ্ঘন করিবে না ; আচ্ছা বল দেখি তুমি দিন দিন এত ব্যগ্র হইতেছ কেন ? আর নিরন্তর অশ্রমলক্ষ্যের জায় কি বিষয়ের চিন্তা কর ? বৎস ! তুমি যেন ঋণগ্রস্ত দরিদ্রের জায় সর্বদাই গভীর চিন্তাপরায়ণ হইয়া বসিয়া থাক ! রে পুত্র ! পিতৃ বর্ভমানে অর্থাৎ আমি জীবিত থাকিতে তোমার কিসের চিন্তা ? তুমি আমার এই আশ্রমে থাকিয়া আপনার ইচ্ছামত সুখভোগ কর, অন্তর্দ্বন্দ্বকারক শোককে দূর করিয়া দেও ! শাস্ত্রোক্ত জ্ঞানের চিন্তায় রত হও, সর্বদা বিজ্ঞান শাস্ত্রের অনুশীলনে বুদ্ধির স্থিরতা সম্পাদন কর । রে পুত্র ! তুমি সুদীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য ব্রতানুষ্ঠান পূর্ব্বক শুক সেবা করিয়াছ তাহার পর আমিও তোমায় নিয়ত উপদেশ করিতেছি তথাপি শ্রুতিতেছি তুমি কোন প্রকারেই মনের চাকল্য দূর করিতে সমর্থ হইতেছ না ; বৎস ! যদি আমার এই সকল উপদেশ বাক্যে একান্তই তোমার মনের শাস্তি না হয় তাহা হইলে এক্ষণে আমি যাহা বলি তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও ; তুমি আমার কথা রক্ষা করিয়া রাজর্ষি জনক পালিত মিথিলা নগরীতে গমন কর । সেই মহীপাল তোমার জেদশ বুদ্ধিপ্রভাব দেখিলে নিশ্চয়ই হৃদয়তত্ত্ব উপদেশ দ্বারা অবিন্যা জন্ম মোহের অপনয়ন করিবেন । রে বৎস ! ধর্ম্মাভ্যা জনক সত্য তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে অগাধ জ্ঞানি স্বরূপ ; অধিক কি তিনি অপরোক্ষ জ্ঞান

ন চেন্মনসি তে শাস্তির্বচসা মম স্তত্রত ! ।

গচ্ছ স্বং মিথিলাং পুত্র ! পালিতাং জনকেন হ ॥ ৪৫ ॥

স তে মোহং মহাভাগ ! নাশয়িম্যতি ভূপতিঃ ।

জনকো নাম ধৰ্ম্মান্না বিদেহঃ সত্যসাগরঃ ॥ ৪৬ ॥

তং গচ্ছা নৃপতিং পুত্র ! সন্দেহং স্বং নিবর্তয় ।

বর্ণাশ্রমাণাং ধৰ্ম্মাংস্ত্বং পৃচ্ছ পুত্র ! যথা তথম্ ॥ ৪৭ ॥

জীবমুক্তঃ স রাজধিৰ্দ্ধজ্ঞানমতিঃ শুচিঃ ।

তথ্যবক্তাহতিশাস্ত্ৰশ্চ যোগী যোগপ্রিয়ঃ সদা ॥ ৪৮ ॥

সূত উবাচ ।

তচ্ছ ত্বা বচনং তস্য ব্যাসস্থামিততেজসঃ ।

প্রভুবাচ মহাতেজাঃ শুকশ্চারণিসম্ভবঃ ॥ ৪৯ ॥

(নচেদিতি । স্তত্রতেতিসম্বোধনেন শুকস্ত ব্রহ্মচর্যাদার্চ্যং জ্ঞাপয়তি । মম বচনা উপদেশ-  
বাক্যেন যদি তে তব শাস্ত্রিনং স্ত্র্যং তর্হি মিথিলাং গচ্ছ জনকেন পালিতামিত্যুক্তা সাম্রাজ্য-  
পালকস্থাপি তত্ত্বজ্ঞানবত্তাং স্ত্রচয়তি । পুনঃ পুন্রেতি সম্বোধা মেহাধিক্যং দর্শয়তি ॥ ৪৫ ॥  
মিথিলাগমনে ফলং দর্শয়ন্নাসং তে মোহমিতি । স ভূপতিরপি বিদেহঃ দেহোপাদিশূত্রঃ  
তত্র হেতুং নির্দিশতি সত্যসাগর ইতি ধর্ম্মে আশ্রামেনে যন্ত সং ॥ ৪৬ ॥ তং গচ্ছতি । হে  
পুত্র ! যথা তথং ক্রমগননিক্রমোত্যর্থঃ তং তাদৃশং তত্ত্বজ্ঞানবিশারদং নরপতিং পৃচ্ছত্য-  
র্থঃ । জিজ্ঞাস্তবিসয়ং নির্দিশতি বর্ণানাং ব্রাহ্মণাদীনাং তথা আশ্রমাণাং ব্রহ্মচর্যাদীনাং তত্র  
তত্রাশ্রমে যে যে ধর্ম্মা অল্পষ্টেয়াস্তানিতিশেষঃ ॥ ৪৭ ॥ ভূয়ো জনকস্তপ্রভাবং সংকীৰ্ত্তয়ন শুকস্ত  
শাস্ত্রিপ্রদানে সামর্থ্যং দর্শয়তি জীবমুক্ত ইতি ॥ ৪৮ ॥ জীবমুক্তো বিদেহশ্চতি । যদি জীবন-  
মুক্তোস্তি তর্হি কামকোপাধাভাবাকং রাজ্যং শাস্তি যদি তৎসম্রাট্রাজ্যং শাস্তি তর্হি

প্রভাবে প্রত্যক্চৈতস্ত স্বরূপ জানিয়া লোকে বিদেহ নামে বিশ্রুত হইয়াছেন ॥ ৪২—৪৬ ॥

পুত্র ! তুমি সেই নরপতির নিকট যাইয়া যথাযথ সমস্ত বর্ণধর্ম্ম এবং আশ্রম ধর্ম্মের বিবরণ  
জিজ্ঞাসা কর ; ফলকথা এই যে, তাঁহার নিকট নিগূঢ় তত্ত্ব সকলের উপদেশ লইয়া মানের  
সংশয় নিবারণ কর । সেই পবিত্রাশ্রা রাজর্ষি জনকের বুদ্ধি ব্রহ্মবিদ্যায় দৃঢ়ীভূত হইয়াছে ;  
তিনি আশ্রতথা বক্তৃতায় অতীব পটীয়ান সর্বদাই প্রশান্তস্বভাব, যোগশাস্ত্রপ্রিয় ; কেবল  
যে, যোগ শাস্ত্রের অমূল্যলীলন করিতেই ভাল বাসেন তাহা নহে ; স্বয়ং যোগের অমূল্যলীল  
পর্যন্তও করিয়া থাকেন ; অধিক আর কি বলিব বৎস ! তিনি পৃথিবীতে জীবমুক্ত বলিয়া  
প্রসিদ্ধ ॥ ৪৭—৪৮ ॥

সূত कहिलेन, शौनक ! अरणीगर्तं सङ्गतं महाप्रभावशालीं शुक्रदेवं अमृततेजां वेद-  
व्यासेन एहिरूप आचर्याजनकं जनकं वृत्तान्तं श्रवणं करिष्यां जिज्ञासां करिलेन, पितः ! आपनि  
निरस्तुरं धर्मगतं चित्तं ; सत्तरां आपनारं कथारं अश्रद्धां करारं कर्तव्यं नहे ; तथापि, ए  
विषयटीते आमि अतीव विस्मितं हईयाहि ; कारणं, आलोकं आरं अङ्गकारं येन धर्मरूपं

দন্তোহয়ং কিল ধর্ম্মাত্মন । ভাতি চিত্তে মমাহধুনা ।  
 জীবমুক্তো বিদেহশচ রাজ্যং শান্তি মূদাম্বিতঃ ॥ ৫০ ॥  
 বক্ষ্যাপুত্র ইবাভাতি রাজ্যহসৌ জনকঃ পিতঃ ।  
 কুর্ব্বন্ রাজ্যং বিদেহঃ কিং সন্দেহোহয়ং মমাহধুতঃ ॥ ৫১ ॥  
 দ্রষ্টু মিচ্ছাম্যহং ভূপং বিদেহং নৃপসন্তমম্ ।  
 কথং তিষ্ঠতি সংসারে পদ্মপত্রমিবাভাসি ॥ ৫২ ॥  
 সন্দেহোহয়ং মহাস্তাত ! বিদেহে পরিবর্ততে ।  
 মোক্ষঃ কিং বদতাং শ্রেষ্ঠ ! সৌগতানামিবাপরঃ ॥ ৫৩ ॥  
 কথং ভুক্তমভুক্তং স্যাদকৃতং চ কৃতং কথম্ ।  
 ব্যবহারঃ কথং ত্যাজ্য ইন্দ্রিয়াণাং মহামতে ! ॥ ৫৪ ॥

জীবমুক্তঃ কথং তমঃ প্রকাশবিরুদ্ধস্য ভাববাহুভয়োর্ব্যবহারয়োরিত্যর্থঃ ॥ ৪৯—৫০ ॥ (বন্ধোক্তি ।  
 অয়ং বক্ষ্যাপুত্রো য়াতি ইতি নথা তথা মম চিত্তে ভাতি অধুনা ভবদ্বাক্যং শ্রদ্ধেতিয়াবৎ  
 তথা চেতাত যত্নতঃ পরমপুজ্যপাদৈঃ শ্রীভগবচ্ছরাস্যৈঃ । “কুর্শ্বপুষ্ঠতমুত্রাণঃ ধপুশ্পকৃত-  
 শেখরঃ এববক্ষ্যামুতো য়াতি শশশৃঙ্গধরুর্ধ্বঃ ।” ইত্যাদ্যাদী কবিবভাতীত্যার্থঃ ॥ ৫১ ॥ ইদানীং  
 তাদৃশং নরপতিং প্রতি দিদ্গুক্ষাত্ৰিশয়া জ্ঞাপয়ন্নাহ দ্রষ্টুমিচ্ছামীতি ॥ ৫২ ॥) অস্মিন্ পক্ষে  
 দেহপাত এব মোক্ষঃ সৌগতানামসি তদ্বদয়ং মোক্ষঃ সম্পন্নঃ যাবজ্জীবং রাজ্যং কৃষ্যাম্মু-  
 ভবাভাবোপি মোক্ষঃ সিধ্যাতীত্যাহ মোক্ষঃ কিমিতি ॥ ৫৩ ॥ নমু জ্ঞানিনাং ভুক্তমপ্যভুক্তং

বিরুদ্ধ ধর্ম্মপ্রযুক্ত কখনই উভয়ের একত্র সমাবেশ হয় না, সেইরূপ রাজ্যশাসন আর তত্ত্বজ্ঞান  
 কদাচই এক ব্যক্তিতে থাকিতে পারে না; কিন্তু, এক্ষণে আপনার মুখে শুনিতেছি যে, নরপতি  
 জনক পরমানন্দে রাজ্য শাসন করিতেছেন অথচ তিনি জীবমুক্ত ও বিদেহ নামে প্রসিদ্ধ !  
 ইহাতে আমার মনে এই উপাধি দুইটি কেবল দম্ভমাত্র বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে ॥ ৪৯—৫০ ॥  
 পিতঃ ! বলিতে কি আপনার এই কথাটিতে আমার অন্তরে এক প্রকার অনির্বচনীয়  
 সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ; কেননা মিথিলাধিপতি জনক যথানিয়মে রাজকাৰ্য্যের  
 পর্যালোচনা করিয়া ও কি প্রকারে যে দেহ উপাধি পরিশূদ্ধ হইলেন ইহা ভাবিয়া দেখিলে  
 ঠিক যেন চিরবক্ষ্যার পুত্রোপজ্ঞাসের স্থায় বলিয়া প্রতীতি হয় !। বাহা হউক এক্ষণে, সেই দেহ  
 উপাধি বর্জিত রাজসন্তম মিথিলাপতিকে দেখিবার নিমিত্ত আমার অত্যন্ত অভিলাষ হই-  
 য়াছে ; কেননা তিনি সংসারে থাকিয়া কিরূপে জলস্থ পদ্মপত্রের স্থায় নির্লেপে অবস্থান  
 করিতেছেন সেইটী প্রত্যক্ষ করিয়া সমস্ত সংশয় নিরাস করিব । পিতঃ ! আপনি বেদ-  
 তর্বাদি বক্তাদিগের মধ্যে সর্বতোভাবে প্রাধান্ত লাভ করিয়াছেন এই জন্ত কিছু বলিতে  
 কুণ্ঠিত হইতেছি ; কিন্তু, সেই নরপতি জনকের বিদেহত্ব বিষয়ে এতদূর সন্দেহ জন্মিয়াছে  
 যে, তাহা প্রকাশ করিতে সমর্থ হইতেছি না ; বস্তুত এটী যেন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত  
 দেহানুবাদী চার্কীকের ভুক্তি বলিয়া বোধ হইতেছে ! ॥ ৫১—৫৩ ॥

মাতা পুত্রস্তথা ভাৰ্য্যা ভগিনী কুলটা তথা ।

ভেদাভেদঃ কথং ন স্যাদ্যদ্যেতন্মুক্ততা কথম্ ॥ ৫৫ ॥

কটু ক্ষারং তথা তীক্ষ্ণং কষায়ং মিষ্টমেবচ ।

রসনা যদি জানাতি ভুঙ্ক্তে ভোগানমুত্তমান্ ॥ ৫৬ ॥

শীতোষ্ণস্বচ্ছঃখাদিপরিজ্ঞানং যদা ভবেৎ ।

মুক্ততা কীদৃশী তাত ! সন্দেহোহয়ং মমাস্কৃতঃ ॥ ৫৭ ॥

শত্রুমিত্রপরিজ্ঞানং বৈরং প্রীতিকরং সদা ।

ব্যবহারে পরে তিষ্ঠন্ কথং ন কুরুতে নৃপঃ ॥ ৫৮ ॥

কৃতমপ্যকৃতমজ্ঞীতি ন দোষ ইতি চেত্তত্রাহ কথং ভুক্তমিতি ॥ ৫৪—৫৫ ॥ ভুঙ্ক্তে ভোগা-  
নতথা কথং ভোগঃ শ্রাদ্ধতিভাবঃ ॥ ৫৬ ॥ (শীতোষ্ণেতি । হে তাত ! যদা শীতোষ্ণাদেঃ  
পরিজ্ঞানং ভবেৎ তদা সা মুক্তিঃ কীদৃশীত্যয়ং মমাস্কৃত সন্দেহো জাত ইতি ॥ ৫৭ ॥ ভূয়োহপি  
সন্দেহাধিক্যমুদ্ভাবয়ন্নাহ শত্রুমিত্রেতি । নৃপোজনকঃ পরে ব্যবহারে সমৃদ্ধিশালিনি রাজ্যপদে  
প্রতিষ্ঠমানঃ ব্যবহারচূড়ান্তরূপং রাজ্যং পালয়ন্ সন্নিত্যর্থঃ শত্রুমিত্রাদেঃ পরিজ্ঞানং কথং ন

পিতঃ ! আপনিত পরম জ্ঞানী ; আচ্ছা, বিবেচনা করিয়া দেখুন, সংসারস্থ জ্ঞানী পুরুষের  
যদি সমস্ত কার্যই যথা নিয়মে সম্পাদিত হইতে থাকিল, তাহা হইলে আর কি করিয়া  
বলিব যে, তাঁহার সমস্ত ইচ্ছার ব্যবহার কার্য পরিচ্যাগ হইয়াছে ; তিনি নিয়মমত অন্নাদি  
ভক্ষণ বা কর্তব্য কার্যের অনুষ্ঠান করিলেন, অথচ বৃত্তিতে হইবে যে, তাঁহার সেসকল  
আহার বিহারাদি কোন কার্যই করা হয় নাই ! ইহা যে কেন স্বীকার করিতে হইবে  
তাহার কিছুই মৰ্ম্ম বুঝিলাম না । মাতা কি পুত্র কি ভাৰ্য্যা কি ভগিনী অথবা কুলটা রমণী  
প্রভৃতিতে জ্ঞানীর কি ভেদাভেদ জ্ঞান হয়না ? ফলত সংসারে থাকিলে, এসকল বিষয়ে  
অবশ্যই ভেদ বুঝি থাকিবে ; যদি থাকাই সম্ভব হইল, তবে কি বলিয়া তাঁহার জীবমুক্ততা  
স্বীকার করা যাইতে পারে ? ॥ ৫৪-৫৫ ॥ পিতঃ ! যদি সংসারী তত্ত্বজ্ঞানীর রসনা কটু, ক্ষার,  
তীক্ষ্ণ, কষায় বা মিষ্টাদি সমস্ত রসের আশ্বাদ অনুভব করিতে সমর্থ হইল, ফল কথা এই  
যে, সংসারে থাকিয়া তিনি ভোগবিলাসী পুরুষের মত নানা প্রকার উৎকৃষ্ট অন্ন ব্যঞ্জনাদিও  
উদর সাৎ করিবেন এবং সাধারণের জ্ঞার তাঁহার শীতোষ্ণ বা স্বচ্ছ চ্ছঃখাদিরও অনুভব হইবে  
অথচ তিনি দেহোপাধি পরিশূন্য জীবন্মুক্ত পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত ; ইহা যে কি প্রকার  
মুক্তি তাহা কোন ক্রমেই হৃদয়ঙ্গম হইতেছে না ; এই জন্তই আমার মনে অস্কৃত সন্দেহ  
আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৫৬-৫৭ ॥

যখন সামান্য ব্যবহারে থাকিলেও ভেদাভেদ বুদ্ধির অন্তথা হয় না, তখন তিনি যে নব-  
পতি হইয়া বিশেষত ব্যবহারের চূড়ান্ত স্বরূপ রাজ্যপদে থাকিয়া এ শত্রু আর এ मित्र এটী  
দেষ্য আর এইটী প্রীতিদায়ক এইরূপ ভেদাভেদ জ্ঞান করিবেন না, ইহা কদাচই সম্ভবপর নহে ;  
রাজ্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এক জন দুরাশ্রা চোর আর এক জন নিরপরাধ ধৰ্ম্মাশ্রা তাপসকে

চৌরং বা তাপসং বাপি সমানং মন্যতে কথম্ ।

অসমা যদি বুদ্ধিঃ স্যাম্মুক্ততা তর্হি কীদৃশী ॥ ৫৯ ॥

দৃষ্টপূর্ব্বো ন মে কশ্চিজীবম্মুক্তশ্চ ভূপতিঃ ।

শঙ্কয়ং মহতী তাত ! গৃহে মূক্তং কথং নৃপঃ ॥ ৬০ ॥

দিদৃক্ষা মহতী জাতা শ্রদ্ধা তং ভূপতিং তথা ।

সন্দেহবিনিবৃত্ত্যর্থং গচ্ছামি মিথিলাং প্রতি ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে শুকশ্চ

জনক দর্শনার্থং মিথিলাগমনপ্রার্থনায়াং ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

ককটে করোতোবেতি মন্যনসিভাতীতি ভাবঃ ॥ ৫৮ ॥ শক্রমিত্রাদৌ সমবন্ধৌ সত্যং কথমপি রাজ্যবক্ষণং ন সম্ভবেৎ বুদ্ধৈর্নৈষমোহপি চ নৈবকদাচি জীবম্মুক্ততাসিদ্ধিরিতি দিবাবাত্রয়ো-  
বেকত্রসমাবেশবৎ পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাবয়োস্তদ্বোবুদ্ধবিদ্যানিষ্ঠতাসাম্রাজ্যপালনক্রিয়য়ো-  
বেকপুঙ্খবাহুয়িহাসম্ভাবনাং দর্শয়ন্নাহ চৌরমিতি ॥ ৫৯ ॥ পক্ষদ্বয়োবেকপুরুষনিষ্ঠতাং দ্বয়িত্তে-  
দানীং তাদৃশ্য বিষয়ভোগিজীবম্মুক্তপুরুষস্তাত্ম্যভাবং সমর্থয়ন্নাহ দৃষ্টপূর্ব্বোনেতি । গৃহে-  
তিষ্ঠন্ ভূপতিভূমিপালকোহপি জীজম্মুক্তঃ কশ্চিন্নামান্তি চেৎ ভদ্রম্ মন্যত তাদৃশঃ খপুস্পবৎ  
পুঙ্খো ন পূর্ব্বং দৃষ্টে ইতি তাৎপর্যার্থঃ ॥ ৬০ ॥ দিদৃক্ষেতি । অসম্ভাবিত্তেহপি ভবম্মুখং তং  
ভূপতিং তাদৃশং জীবম্মুক্তং ভূপতিং শ্রদ্ধা ভূপালকস্তাপি জীবম্মুক্ততাং ঐতিহ্যভাবঃ মম  
মহতী বলবতীত্যর্থঃ দিদৃক্ষা দর্শনকামসা জাতা এবম্ভূতস্তাঙ্কৃতসন্দেহস্ত নিরাকরণায় মিথিলাং  
প্রতি গচ্ছামি অতএব হে মহাভাগ স্বামাপুচ্ছে ইত্যন্তরোণাঘঃ ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

কি প্রকারে সমান বোধ করিবেন ? সেরূপ করিলে অচিরকাল মধ্যেই তাঁহার রাজ্য দস্যু-  
সমূহ হইয়া উৎসন্ন যায় এবং তিনি নিজেও সেই ঘোর অধর্ম্ম-জন্ত উভয় লোক হইতে পরি-  
ভ্রষ্ট হইয়া অচিরকাল নিরয় নিলয়ে বাস করিয়া কঠোর যমযন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকেন ;  
আবার এ দিকেও দেখুন, যদি বুদ্ধির বৈষম্য ভাবই থাকিল, তাহা হইলে আর তিনি কি  
প্রকারে সেই জীবম্মুক্ততা-জন্ত অনন্ত স্বখাম্ভবের অধিকারী হইতে পারেন ? ॥ ৫৮—৫৯ ॥  
পিতঃ ! কোনও ভূপতি যে জীবম্মুক্ত আছেন ইত্যপূর্ব্বে আমি আর কখনই এরূপ অম্লত  
ব্যাপার দৃষ্টিগোচর করি নাই ; এই জন্তই আমার অন্তরে অতিশয় শঙ্কার উদয় হইতেছে ;  
রাজর্ষি জনক গৃহে থাকিয়া বিশেষত যথাবিহিত রাজ্য শাসন করিয়াও জীবম্মুক্ত রূপে দেহ  
যাত্রা নিষ্পাদন করিতেছেন । কি আশ্চর্য্য ! পিতঃ ! আপনার মুখে সেই নরপতির তাদৃশ  
আশ্চর্য্য প্রভাবের কথা শুনিয়াবধি তাঁহাকে দর্শনের নিমিত্ত অত্যন্ত ইচ্ছা হইতেছে ; অতএব  
আপনি অনুমতি করিলেই এই সন্দেহটী নিবারণের জন্ত মিথিলায় উদ্দেশে যাত্রা করি ॥ ৬০—৬১ ॥

অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদদেবীভাগবতের

প্রথমস্কন্ধে জনক দর্শনার্থে শুকদেবের মিথিলা গমন

প্রার্থনা বিময়ক ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## সপ্তদশোঃধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

ইতু্যক্তা পিতরং পুত্রঃ পাদয়োঃ পতিতঃ শুকঃ ।  
বন্ধাজ্জলিরুবাচেদং গন্তুকামো মহামনাঃ ১ ॥  
আপুচ্ছে হ্যাং মহাভাগ গ্রাহং তে বচনং ময়া ।  
বিদেহান্দ্রষ্টুমিচ্ছামি পালিতান্ জনকেন তু ২ ॥  
বিনা দণ্ডং কথং রাজ্যং করোতি জনকঃ কিল ।  
ধর্ম্মে ন বর্ততে লোকো দণ্ডশ্চেন্ন ভবেদ্যদি ৩ ॥  
ধর্ম্মস্য কারণং দণ্ডো মন্বাদিপ্রহিতঃ সদা ।  
স কথং বর্ততে তাত সংশয়োহয়ং মহান্মম ৪ ॥

যটনষ্ট্রোকবৈম্বজ্জনকস্ত পরীক্ষণম্ ।

মিথিলায়াং পতঃ কর্ত্ত্বং ওকইতোত্তরীযতে ॥

ইতু্যুক্তেতি ॥ ১—২ ॥ বর্ত্ততইতি । বর্ত্ততেতার্থঃ ॥ ৩ ॥ ( দণ্ডং বিনা কদাচিল্লোকস্থিতি  
র্ন সম্ভবেদিতি পূর্ব্বলোকোক্তং সমর্থয়দ্রাচ ধর্ম্মশ্চেতি । ধর্ম্মরক্ষার্থমেব মন্বাদিভিমর্হর্ষিভির্দণ্ডঃ  
প্রহিতঃ । ধর্ম্মস্ত হি দণ্ডমূলকত্বাৎ । অরনর্থঃ । বতঃ দণ্ডভয়াদেব সর্ক্সাঃ প্রজাঃ স্বধর্ম্মেতিষ্ঠন্তি

সূত বলিলেন, মহর্ষিগণ! তাহার পর বলিতেছি শ্রবণ করুন। মহাত্মা শুকদেব মিথিলা  
গমনাভিলাষে এইরূপ মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াই পিতার চরণযুগলতলে পতিত হইয়া  
বন্ধাজ্জলিপুটে কহিলেন, মহাভাগ! আপনার কথা আমি সমস্তই গ্রহণ করিলাম; এক্ষণে,  
সেই জনকরাজ-পালিত বিদেহরাজ্য দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি। নরপতি জনক দণ্ড প্রয়োগ  
ব্যতীত কিরূপে রাজ্য শাসন করেন? আর যদি দণ্ড প্রয়োগ না থাকে, তাহা হইলে তাঁহার  
রাজ্যস্থ প্রজাগণ বিনাদণ্ডে কি প্রকারেইবা স্বধর্ম্মে অবস্থিত রহিয়াছে এই সমস্ত ব্যাপার  
দেখিবার নিমিত্ত আমার অত্যন্ত বাসনা হইতেছে ॥ ১—৩ ॥ পিতঃ! এই সংসারস্থ সমস্ত  
প্রজাগণ কেবল দণ্ডভয়েই বে ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া থাকে তাহা বোধ হয় কাহারই অবি-  
দিত নাই; মনু প্রভৃতি মহাত্মা ঋষিগণ একমাত্র ধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্তই দণ্ডবিধি শাস্ত্র  
সকলের অণয়ন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু, নরপতি জনকের রাজ্যে যদি সেই দণ্ড প্রয়োগ  
না থাকে; তাহা হইলে কিরূপে যে তাঁহার প্রজাপুত্র স্বধর্ম্মে অবস্থিত রহিয়াছে ইহা বুঝিতে  
সমর্থ হইতেছি না; সুতরাং এবিষয়ে আমার অন্তরে সন্দেহানু সংশয় উপস্থিত হইয়াছে।  
আপনি সন্দেহং তপঃপ্রভাবে সমস্ত তর্কাস্ত্র সিদ্ধিগকে জয় করিয়াছেন; সুতরাং আপনার

মম মাতা কিং বক্ষ্য্য তব্ধাত্তি বিচেষ্টিতম্ ।

পৃচ্ছামি হ্যং মহাভাগ ! গচ্ছামি চ পরন্তপ ! ॥ ৫ ॥

সূত উবাচ ।

তং দৃষ্ট্বা গন্তুকামঞ্চ শুকং সত্যবতীহৃতঃ ।

আলিঙ্গ্যোবাচ পুত্রং তং জ্ঞানিনং নিঃস্পৃহং দৃঢ়ম্ ॥ ৬ ॥

ব্যাস উবাচ ।

অস্ত্যস্ত শুক ! দীর্ঘায়ুর্ভব পুত্র ! মহামতে ! ।

সত্যাং বাচং প্রদত্ত্বা মে গচ্ছ তাত ! যথাস্থখম্ ॥ ৭ ॥

আগন্তব্যং পুনর্গত্বা মমাশ্রমমনুভবম্ ।

ন কুত্রাপি চ গন্তব্যং ত্বয়া পুত্র ! কথঞ্চন ॥ ৮ ॥

স্থখং জীবামি পুত্রাহং দৃষ্ট্বা । তে মুখপঙ্কজম্ ।

অপশ্যন্সুখমাপ্নোমি প্রাণস্থমসি মে হৃত ! ॥ ৯ ॥

অতএব মহাদিভির্দণ্ডঃ প্রযুক্তঃ ॥ ৪ ॥ ) মম মাতেতি । যদি মাতা বক্ষ্য্য তদা বজ্ররভাবাদিদং বাক্যমেব ন স্তাস্তদ্বদণ্ডো যদি ন স্তাস্তর্হি ধর্ম্ম এব ন স্তাৎ । যদি পুনর্দণ্ডোহস্তি তদা শমন্য-  
ভাবাদ্জ্ঞানমেব ন স্তাদিতি ভাবঃ ॥ ৫—৬ ॥ সত্যাং বাচং পুনরাগমিষ্যামীত্যেবং রূপাম্ ॥ ৭ ॥  
( আগন্তব্যমিতি । মিথিলাং গত্বা পুনর্ম্মৈবেদমুত্তমমাশ্রমং আগন্তব্যম্ । হে পুত্র ! কথঞ্চন  
কথমপি চিত্তচাক্ষল্যবশাদিতার্থঃ । ত্বয়া কুত্রাপি কশ্মিন্নপি দেশে ন গন্তব্যং কদাচিত্ সন্ন্যাসা-  
দ্যাশ্রমঃ সহসা নাস্বীকর্তব্য ইতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥ আশ্রমপ্রত্যাগমনপ্রয়োজনং দর্শয়দ্বাহ স্থখং

কথায় অশ্রদ্ধা করা সূচনামাত্র ! কিন্তু, আমার এই মাতা বক্ষ্য্য, এই কথাটাও যেমন সত্য,  
জনকের ব্যাপারও আমার মনে ঠিক সেইরূপ প্রতীতি হইতেছে ; অতএব আপনি অনুমতি  
করুন, আমি মিথিলার উদ্দেশে গমন করি ॥ ৪—৫ ॥

সূত কহিলেন, মহর্ষিগণ ! তাহার পর, সত্যবতী-তনয় মহর্ষি বেদবাস নিতান্ত সংসার  
নিষ্পৃহ পরম প্রজ্ঞাবান পুত্র শুকদেব মিথিলা যাইতে অভিলষী হইয়াছেন দেখিয়া  
তঁাহাকে পুনঃপুন আলিঙ্গনপূর্ব্বক বলিলেন ॥ ৬ ॥ বৎস ! তুমি নিজ অসাধারণ প্রজ্ঞাবলে  
সংসারের সমস্ত তব্বই বুঝিতে পারিয়াছ, সুতরাং তোমাকে কোন কথা অধিক বলা  
কেবল নিরর্থক বাগাড়ার মাত্র ! রে পুত্র ! আমি আশীর্বাদ করি তুমি দীর্ঘজীবী হও,  
সর্ব্বতোভাবে তোমার মঙ্গল হউক । যদি মিথিলা যাইতে তোমার একান্তই বাসনা হইয়া  
থাকে তাহা হইলে আমার নিকট সত্যবাক্যরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া যথা স্থখে গমন  
কর ॥ ৭ ॥ বৎস ! ( সেই সত্য প্রতিজ্ঞাটা কি প্রকার তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর ) তুমি  
এখন হইতে মিথিলা যাইয়া মহাত্মা জনকের নিকট তত্বোপদেশ গ্রহণপূর্ব্বক পুনরায়  
আমার এই মঙ্গলবর আশীর্বাদই প্রত্যাগমন করিবে কদাচ আর অন্যত্র যাইবে না ॥ ৮ ॥

দৃষ্ট্বা স্বং জনকং পুত্র ! সন্দেহং বিনিবৰ্ত্ত্য চ ।

অত্রাগত্য স্বং তিষ্ঠ বেদাধ্যয়নতৎপরঃ ॥ ১০ ॥

সূত উবাচ ।

ইতুক্তঃ সোহভিবাদ্যার্য্যং কৃৎস্না চৈব প্রদক্ষিণম্ ।

চলিতস্তরসাতীৰ ধনুর্মুক্তঃ শরো যথা ॥ ১১ ॥

সংপশ্বন্ বিবিধান্ দেশান্ লোকাংশ্চ বিত্তধর্ম্মিণঃ ।

বনানি পাদপাংশ্চৈব ক্ষেত্রাণি ফলিতানি চ ॥ ১২ ॥

তাপসাংস্তপ্যমানাংশ্চ যাজ্ঞকান্দীক্ষয়ামিতান্ ।

যোগাভ্যাসরতান্ যোগিবানপ্রস্থান্ বনৌকসঃ ॥ ১৩ ॥

জীবামিতি । হে পুত্র ! সর্বদগুণবস্তুরা যমেব প্রাণস্বরূপোহসি অতন্তে তব মুখপঙ্কজঃ দৃষ্ট্বা অহং স্বং যথা জ্ঞাতং তথা জীবামি জীবিতুং শক্যমি যাবজ্জীবং সুখে নৈব কালং যাপয়িষ্যামিতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ১০ ॥ ভবাংস্ত মনুষ্যঃ দৃষ্ট্বা স্বং জীবামি ময়া পুনঃ কেন কালোহতিবাহনীয় ইতি চেতত্রাহ দৃষ্ট্বা ভ্রমিতি । অত্রাশ্রমে প্রত্যাগত্য বেদাধ্যয়নতৎপরঃ সন্ স্বমপি স্বং তিষ্ঠ অশ্রমভিঃ সহ সুধেন কালমতিপাতয়িষ্যামিতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

ইতুক্ত ইতি । স শুকদেবঃ পিত্রা ইত্যাদিষ্টঃ সন্ আর্য্যং পিতরং বেদবাসং অভিবাদ্য প্রদক্ষিণকৃৎস্না ধনুঃ ক্ষিপ্তো বাণ ইব অতীব তরসা বেগেন চলিতঃ প্রস্থিতঃ ॥ ১১ ॥ সংপশ্ন-  
ন্নিতি । বিত্তং ধনমেব ধর্ম্মঃ বিত্তধর্ম্মঃ সোহন্তোষামিতি বিত্তধর্ম্মিণস্তান্ অত্র তু নিন্দ্যায়্য মতু-  
বিত্তি বোধ্যম্ বিত্তার্জনম্বভাবা ইতি বাবৎ । বিত্তেন ধর্ম্মাচরণশীলা ইত্যেকো ॥ ১২ ॥ যোগিবান-

রে পুত্র ! তুমিই আমার জীবনস্বরূপ ! অধিক কি, আমি যদি তোমাকে পুনরায় না দেখিতে পাই তাহা হইলে এতদূর যাত্রণা হইবে যে, বোধ হয় জীবন ধারণে সমর্থ হইব না, কিন্তু তুমি আশ্রমে প্রত্যাগমন করিয়া যদি একান্তই দারপরিগ্রহ না কর তথাপি আমি তোমার ঐ নির্মূল সুপঙ্কজ দর্শন করিয়া পরম সুখে কালতিপাত করিতে পারিব ॥ ১০ ॥ বৎস ! তুমি রাজর্ষি জনকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মনোগত সমস্ত সন্দেহ নিরাকরণ পূর্ব্বক এই আশ্রমে আসিয়া সতত বেদাধ্যয়নে তৎপর হইয়া সুখে অবস্থান কর ॥ ১০ ॥

সূত কহিলেন, মহর্ষি কৃষ্ণদৈপায়ন এইমত আদেশ করিলে, মহাত্মা শুকদেব প্রমত্ত পিতাকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া কাস্মুকানিগুণ বাণের স্তায় অতীব বেগসহকারে মিথিলা গমনে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১১ ॥ পশ্চিমধ্যে তিনি বিবিধ দেশ, নানাপ্রকার জীবিকা-বলয়ী লোক কলভারাবনত তরুর শতময় ক্ষেত্র সকল দেখিতে দেখিতে গমন করিতে লাগিলেন; এবং স্থানে স্থানে তপস্কর্যানিরত তাপসগণ কোন স্থানে বা দীক্ষাধিত যজ্ঞিকপুরুষ যোগাভ্যাসরত যোগী ও বানপ্রস্থদ্বারী বনবাসী আবার দেশবিশেষে শৈব, পাণ্ডপত, সৌর, শাক্ত ও বৈষ্ণব প্রভৃতি বিবিধ ধর্ম্মাবলম্বী লোক সকলকে দেখিয়া অতীব বিস্মিত হইলেন; কিন্তু, কাহাকেও কিছু না বলিয়া মনে মনে কেবল নিম্ন বরণ

শৈবান্ পাশুপতাংশৈশ্চ সৌরাষ্ট্রাজ্ঞাংশ্চ বৈষ্ণবান্ ।  
 বীক্ষ্য নানাবিধান্ ধৰ্ম্মান্ জগামাতিস্ময়শ্চুনিঃ ॥ ১৪ ॥  
 বর্ষদ্বয়েন মেরুঞ্চ সমুল্লজ্য মহামতিঃ ।  
 হিমাচলঞ্চ বর্ষণে জগাম মিথিলাং প্রতি ॥ ১৫ ॥  
 প্রবিষ্টো মিথিলাং মধ্যে পশ্যন্ সর্বক্ৰিমুত্তমাম্ ।  
 প্রজ্ঞাশ্চ স্থখিতাঃ সর্বাঃ সদাচার্য্যঃ স্তবংস্থিতাঃ ॥ ১৬ ॥  
 ক্ষত্রা নিবারিতস্তত্র কস্তমত্র সমাগতঃ ।  
 কিস্তে কার্য্যং বদন্তেতি পৃষ্ঠস্তেন ন চাহব্রবীৎ ॥ ১৭ ॥  
 নিঃসৃত্য নগরদ্বারাং স্থিতঃ স্থাগুরিবাচলঃ ।  
 বিস্মিতোহতিহসংস্তস্মৌ বচো নোবাচ কিঞ্চন ॥ ১৮ ॥  
 প্রতীহার উবাচ ।

ব্রুহি মুকোহসি কিং ব্রহ্মান্ ! কিমর্থং হুমিহাগতঃ ।  
 চলনঞ্চ বিনা কার্য্যং ন ভবেদिति মে মতিঃ ॥ ১৯ ॥

প্রস্থানিতি সমস্তপদম্ ॥ ১৩—১৫ ॥ মধ্যে মিথিলামধ্যে ॥ ১৬ ॥ ক্ষত্রা দ্বারপালঃ ॥ ১৭ ॥  
 নিঃসৃত্যেতি । মৌনমাহ্বায় দ্বারদেশং মুক্ত্য। দ্বারস্তাগ্রে তস্মৌ ইত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

তৎ বিচার করিতে করিতে গন্তব্য পথের অনুসরণ করিলেন ॥ ১২—১৪ ॥ এইরূপে মহাত্মা  
 শুকদেব অবিচ্ছেদে দুই বৎসর কাল গমন করিয়া মেরুপর্ব্বত এবং এক বৎসরে হিমগিরিকে  
 অতিক্রম করিয়া মিথিলায় উপস্থিত হইলেন ॥ ১৫ ॥ তিনি সেই ধন-ধাত্তাদি-বিবিধঐশ্বর্য্য-  
 শোভায় পরিশোভিত নগরী মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, তত্রত্য প্রজাগণ সকলেই স্বধর্ম্ম  
 নিরত এবং সদাচারসম্পন্ন অর্থাৎ সকলেই পরম স্তূপে কাল হরণ করিতেছে ॥ ১৬ ॥ শুকদেব  
 ক্রিয়ংকাল মাত্র এইরূপ শোভা সন্দর্শন করিয়া ক্রমশঃ যেমন পুরাত্তান্তরভাগে প্রবিষ্ট হইবেন  
 অমনি দ্বারপাল আসিয়া নিবারণ পূর্ব্বক কহিল, তুমি কে? কোথা হইতে আসিলে? এখানে  
 তোমার কি কার্য্য আছে বল! দ্বারপাল এইরূপ বারংবার জিজ্ঞাসা করিলেও তিনি  
 কিছুই বলিলেন না; কেবল নগরদ্বারের বহির্ভাগে আসিয়া স্থাগুর (মুড়গাছের) স্তায়  
 অচলভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন; ফলতঃ সে সময় তিনি একটা কথা মাত্রেরও প্রয়োগ  
 করিলেন না (দ্বারপালের তাদৃশ কঠোর ব্যবহার দর্শনে) অতীব বিস্মিত হইয়া মনে মনে  
 হাসিতে লাগিলেন ॥ ১৭—১৮ ॥

(শুকদেবকে নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান দেখিয়া) প্রতীহার পুনরায় কহিল, অহে ব্রাহ্মণ!  
 হুমি বোঝা না কি, কৃপা করিতেছ না কেন? এখানে কিজন্য আসিয়াছ বল? কোনও কার্য্য  
 ব্যতীত কাহারও কুজাপি যে গমনাগমন হয় না তাহা আমার বিলক্ষণ বোধ আছে। অহে

রাজাজ্ঞয়া প্রবেষ্টব্যং নগরেহস্মিন্ সদা বিজ ! ।

অজ্ঞাতকুলশীলস্ত প্রবেশো নাত্র সৰ্ব্বথা ॥ ২০ ॥

তেজস্বী ভাসি নুনং স্থং ব্রাহ্মণো বেদবিত্তমঃ ।

কুলং কার্য্যক মে বৃহি যথেক্তং গচ্ছ মানদ ! ॥ ২১ ॥

শুক উবাচ ।

যদর্থমাগতোহস্ম্যত্র তৎ প্রাপ্তং বচনান্তব ।

বিদেহনগরং দ্রষ্টুং প্রবেশো যত্র দুৰ্লভঃ ॥ ২২ ॥

মোহোহয়ং মম দুৰ্বুদ্ধেঃ সমুল্লজ্য গিরিধ্বয়ম্ ।

রাজানং দ্রষ্টু কামোহহং পর্য্যটন্ সমুপাগতঃ ॥ ২৩ ॥

চলনং চেতি । আগমনমিত্যর্থঃ ॥ ১৯—২০ ॥ ততোঃ যথেষ্টং গচ্ছেত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

যদর্থমিতি । মন্যতে ত্বয়ং জ্ঞানী ন স্থিতঃ । কিন্তু পিত্রাং জ্ঞানী নিশ্চিতস্তত্রাশ্চর্য্যং মম জাতমিতি জষ্টুমাগতঃ । স জ্ঞানপ্রকাশগুণম্ভূতো ময়া যন্মাণানাং প্রবেশোভাব ইতি

বিজ ! রাজার অমুমতি হইলে সকল সময়েই এই নগরে প্রবেশ করিতে পারা যায়, অজ্ঞা অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তির এ স্থলে কোন প্রকারেই প্রবেশাধিকার নাই ॥ ১৯—২০ ॥ আমি নিশ্চয়রূপে বুদ্ধিতে পারিয়াছি আপনি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য এবং অত্যন্ত তপস্তেজা স্তত্রাং বিনস বা দমা দাক্ষিণ্যাদি গুণসকল আপনাদের নৈসর্গিক ভূষণ ; আমি পুনঃপুন কর্তোর উক্তি করিলেও আপনি সেই জন্তই কোন উত্তর করেন নাই, আপনারাই প্রকৃতরূপ শাস্ত্র বা মহতের মান রক্ষা করিয়া থাকেন । অতএব, ব্রহ্মন ! আমি বিনয়সহকারে জিজ্ঞাসা করিতেছি আপনি কৃপা করিয়া বলুন এখানে কি কার্য্যের উদ্দেশে আসা হইয়াছে এবং নিজ আবির্ভাবে কোন কুলকে পবিত্র করিয়াছেন ? দেখুন, ইহাতে আপনি হুঃখিত হইবেন না ; কেননা, আমার কর্তব্য কার্য্য বলিয়াই আমি এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি ; ফলকথা এই যে আপনি আমার জিজ্ঞাসিত বিষয়গুলির উত্তর দিয়া এই নগরীর মধ্যে যে স্থলে ইচ্ছা হয় গমন করুন ॥ ২১ ॥

দ্বারাধ্যাক্ষের এই সমস্ত কথা শুনিয়া শুক কহিলেন, প্রতীহার ! এই নগরটীর নাম বিদেহ !! কেন না, ইহার অধীশ্বর দেহ-উপাধি বর্জিত !! স্তত্রাং রাজা বা নগর সেই নামেই বিজ্ঞত ; এদিকে কিন্তু, কেহ দর্শন কামনায় আসিলে তাহার পক্ষে নগরে প্রবেশ পর্য্যন্ত ও দুৰ্লভ ! অতএব, আমি এখানে যে প্রয়োজনে আসিয়াছিলাম তোমার কথা শ্রবণেই আমার সে সমস্তই পাওয়া হইয়াছে ॥ ২২ ॥ আমার যদি বুদ্ধির লেশ মাত্র থাকিত তাহা হইলে আর এরূপ ভ্রমে পতিত হইতাম না ; ফলত আমি অতিশয় নির্যোধ্য, সেইজন্য মেক এবং হিমালয় নামক সেই স্তম্ভের পরন্ততর অতিক্রম পূর্ব্বক একমাত্র রাজদর্শন লাগসার স্বদীর্ঘ পথপর্য্যটন ক্রমে সহ করিয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম ২৩ ॥ দ্বার-

বঞ্চিতোহহং স্বয়ং পিত্রা দুষণং কস্ত দীয়তে ।  
 ভ্রামিতোহহং মহাভাগ ! কৰ্ম্মণা বা মহীতলে ॥ ২৪ ॥  
 ধনাশা পুরুষশ্চেহ পরিভ্রমণকারণম্ ।  
 সা মে নাস্তি তথাপ্যত্র সংপ্রাপ্তোহগ্নি ভ্রমাৎ কিল ॥ ২৫ ॥  
 নিরাশস্য স্ত্বং নিত্যং যদি মোহে ন মজ্জতি ।  
 নিরাশোহহং মহাভাগ ! ময়োহগ্নিন্ মোহসাগরে ॥ ২৬ ॥  
 ক মেরুমিথিলা কেয়ং পন্ত্যাক্ষ সমুপাগতঃ ।  
 পরিভ্রমফলং কিং মে বঞ্চিতো বিধিনা কিল ॥ ২৭ ॥  
 প্রারকং কিল ভোক্তব্যং শুভং বাপ্যথবাশুভম্ ।  
 উদ্যমস্তদ্বশে নিত্যং কারয়ত্যেব সৰ্ব্বথা ॥ ২৮ ॥

ভাবঃ ॥ ২২—২৫ ॥ মোহসাগরে ইতি । অতো ময়া হুঃখং প্রাপ্তং ন তত্রাত্মাপরাধ ইত্যর্থঃ ॥ ২৬—২৭ ॥ নশ্বেব ক্লেশঃ ভুক্ত্যু । নিরর্থকঃ কিমর্থমাগতক্ৰমিতি চেত্তত্রাহ প্রারক-মিতি । অবশ্যং প্রারকং কৰ্ম্ম ভোক্তব্যম্ । উদ্যম উদ্যোগস্ত তবশে নিত্যং বর্ততে তমিতি শেষোহত্র কর্তব্যঃ । তদুদ্যোগং তৎপ্রারকং সৰ্ব্বথা কারয়তি ব্যাপারম্ । উদ্যোগো যন্তো ব্যাপারং करोति তেনোদ্যোগেনু প্রারকং কৰ্ম্ম কারয়তি ন তত্র মদধীনতা কাচিদ-স্তীতি ভাবঃ । হুকোরন্ততরতামিতি দ্বিকৰ্ম্মত্বম্ ॥ ২৮ ॥ বিদেহো নাম ভূপতিরिति । যজ্ঞেতি-

পাল ! তুমি কিছু মনে করিও না আমি তোমার প্রতি কিছুমাত্র বিরক্ত হই নাই; কেননা, আমার পিতাই যখন স্বয়ং আমাকে ঠকাইলেন, তখন অপরের প্রতি বৃথা দোষারোপ করিলে কি হইবে। অথবা আমার কৰ্ম্মহুজ্জই হয়ত আমাকে ভুতলে আনিয়া ভ্রমণ করাই-তেছে। এই পৃথিবীতে একমাত্র ধনাশাই মনুষ্যের পরিভ্রমণের কারণ, কিন্তু আমার অন্তরে সে আশার গন্ধমাত্রও নাই, তথাপি কেবল ভ্রমে পড়িয়াই এরূপ হুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিলাম ॥ ২৪—২৫ ॥ কন্তুঃ ! ইহ সংসারে যে মানব সৰ্ব্বতোভাবে আশাপাশ হইতে বিমুক্ত, সে যদি কোন প্রকারে মোহজালে নিমগ্ন না হয়, তাহা হইলে সে নিত্য স্ত্বখের অধিকারী হইতে পারে; আমিও আশার দাস নহি, তথাপি কেবল ধোরতর অজ্ঞানহুদে ডুবিয়াই ঈদৃশ দুর্দশা গন্ত হইলাম ॥ ২৬ ॥ হায় ! কোথায় সেই মেরু পর্বত আর কোথায় এই মিথিলা! । পায়ে হাঁটিয়া এই সূক্ষ্মতর লথ অতিক্রম পূৰ্ব্বক এখানে আসিলাম, ওঃ কি কৰ্ম্মভোগ ! আহা, আমার পর্যটনের কেমন চমৎকার ফল ফলিল দেখ! পরন্তু, ইহাতে কাহারও দোষ নাই; শুদ্ধ সেই বিধাতাই আমার প্রতি এইরূপ প্রেতারণাজাল বিস্তার করিয়াছেন ॥ ২৭ ॥ শুভই হউক আর অন্ততই হউক প্রারক ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে; বতই কেন চেষ্টা কর না কিছুতেই তাহার অন্তথা হইবে না; সমস্ত উদ্যমই প্রারকের বশীভূত। ইচ্ছা না থাকিলেও প্রারককৰ্ম্ম ঐক্ যেন কেশাকর্ষণ পূৰ্ব্বক আনিয়া জীবকে ফল ভোগে প্রব-ণ্ডিত করে ॥ ২৮ ॥ কেশ, এখানে স্বয়ং বেদও মূর্তি ধারণ করিয়া বিরাজমান নাই আর

ন তীর্থং ন চ বেদোহত্র যদর্থমিহ মে শ্রমঃ ।  
 অপ্রবেশঃ পূরে জাতো বিদেহো নাম ভূপতিঃ ॥ ২৯ ॥  
 ইত্যুক্তা বিররামাশু মৌনীভূত ইব স্থিতঃ ।  
 জাতো হি প্রতীহারেণ জ্ঞানী কশ্চিদ্ধিজোত্তমঃ ॥ ৩০ ॥  
 সামপূৰ্ব্বমুবাচাসৌ তং ক্ষত্ৰা সংস্থিতং মুনিম্ ।  
 গচ্ছ ভো যত্র তে কার্য্যং যথেক্তং দ্বিজসত্তম ! ॥ ৩১ ॥  
 অপরাধো মম ব্রহ্মন্ ! যন্নিবারিতবানহম্ ।  
 তৎ ক্ষম্যন্ত্যং মহাভাগ ! বিমুক্তানাং ক্ষমা বলম্ ॥ ৩২ ॥  
 শুক উবাচ ।

কিস্তেহত্র দূষণং ক্ষতঃ পরতদ্রোহসি সৰ্ব্বদা ।  
 প্রভুকার্য্যং প্রকর্তব্যং সেবকেন যথোচিতম্ ॥ ৩৩ ॥  
 ন ভূপদূষণঞ্চাত্ৰ যদহং রক্ষিতস্তয়া ।  
 চোরশত্রুপরিজ্ঞানং কর্তব্যং সৰ্ব্বথা বুধৈঃ ॥ ৩৪ ॥

শেষঃ ॥ ২৯—৩৪ ॥ প্রতীহারেষ্টেব জ্ঞানী বাহজ্ঞানী বেতি বুভুৎসয়া অপ্রকৃতমেব পৃচ্ছতি কি

কোন তীর্থও নাই যে জন্ত আমি অশেষ ক্লেশরাশি ভোগ করিয়া এখানে আসিয়াছিলাম এখানে আছেন কে ? না, একটা রাজা ! তিনি আবার দেহ উপাধি শূন্ত অথচ তাঁহার পুং মধ্যে কাহারও প্রবেশ করিবার অধিকার নাই ; কি আশ্চর্য্য ! ॥ ২৯ ॥

শুকদেব এই সমস্ত কথা বলিয়াই তৎক্ষণাৎ তৃক্ষীভূতের স্তায় অবস্থিত রহিলেন ; এদিকে ষারপাল তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতা ও দেহকান্তি দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিল যে, ইনি কোন ব্রহ্মর্ষি-কুলোৎপন্ন জ্ঞানী পুরুষ হইবেন ॥ ৩০ ॥ তখন ষারপাল সেই মৌনভাবে অবস্থিত শুকদেবকে অতি বিনীতভাবে স্তম্ভুর বাক্যে কহিল, দ্বিজসত্তম ! এই পুর-মধ্যে আপনার যে স্থলে অভিলাষ হয় গমন করুন । ব্রহ্মন্ ! আমি প্রথমে আপনাকে চিনিতে না পারিয়া যে, প্রবেশ করিতে নিবেদন করিয়াছিলাম সে জন্ত আমার বোরতর অপ-রাধ ঘটয়াছে ; আপনি স্বীয় শুদার্থ্য শুণে আমার ক্ষমা করুন ! দেখুন, দুক্ত পুরুষদ্বিগের ক্ষমাই প্রধান বল ॥ ৩১—৩২ ॥

শুকদেব তাহার ঈদৃশ বিনয়গর্ভ বাক্য শ্রবণে কহিলেন, ক্ষতঃ ! এ বিষয়ে তোমার দোষ কি ? ভূমিত, সৰ্ব্বদাই পরাধীন ! যথাবিহিত প্রভুর আদেশ পালন করাই ত সেবকের কর্তব্য কার্য্য । তুমি আমার নিবারণ করিয়াছ বলিয়া যে, আমি এ বিষয়ে রাজার প্রতিই কোন প্রকার দোষারোপ করিতেছি তাহাও মনে করিও না ; কেননা, চোর আসিল কি শত্রু আসিল, তাহার অহংসকান লওয়া প্রজাবান্ রাজা বা রাজপুরুষদ্বিগের অবৈত কর্তব্য

মমৈব সৰ্ব্বথা দোষো যদহং সমুপাগতঃ ।

গমনং পরগেহে যল্লঘুতায়াম্শ্চ কারণম্ ॥ ৩৫ ॥

প্রতীহার উবাচ ।

কিং হুখং দ্বিজ ! কিং দুঃখং কিং কার্য্যং শুভমিচ্ছতা ।

কঃ শত্রুহিতকর্তা কো বহি সৰ্ব্বং মমাদ্য বৈ ॥ ৩৬ ॥

শুক উবাচ ।

দ্বৈবিধ্যং সৰ্ব্বলোকেষু সৰ্ব্বত্র দ্বিবিধো জনঃ ।

রাগী চৈব বিরাগী চ তয়োশ্চিন্তং দ্বিধা পুনঃ ॥ ৩৭ ॥

বিরাগী ত্রিবিধঃ কামঃ জ্ঞাতোহজ্ঞাতশ্চ মধ্যমঃ ।

রাগী চ দ্বিবিধঃ প্রোক্তো মূৰ্খশ্চ চতুরন্তথা ॥ ৩৮ ॥

চাতুর্য্যং দ্বিবিধং প্রোক্তং শাস্ত্রজং মতিজন্তথা ।

মতিস্ত্ব দ্বিবিধা লোকে যুক্তায়ুক্তেতি সৰ্ব্বথা ॥ ৩৯ ॥

হুখমিতি । শুভমিচ্ছতা কার্য্যং কৰ্ত্তব্যং কিম্ ॥ ৩৬ ॥ দ্বৈবিধ্যমিতি । যতো দ্বিবিধো জনস্ততো দ্বৈবিধ্যং সৰ্ব্বত্র বৰ্ত্ততে । দ্বৈবিধ্যমেবাহ রাগী চৈব বিরাগী চেতি । কিং জ্ঞাতানয়োৰ্ভেদো নেত্যাহ তরোশ্চিন্তমিতি । চিন্তদ্বৈবিধ্যাদেব রাগিবিরাগিদ্বৈবিধ্যং ন অন্ত ইতি ভাবঃ ॥ ৩৭ ॥ তত্র বিরাগিণোহন্তর্ভেদমাহ বিরাগী ত্রিবিধ ইতি । জ্ঞাতঃ লোকৈকরেতন্ত বৈরাগ্যং স্পষ্টমেব জ্ঞাত ইতি তীব্রবৈরাগ্যবান্ জ্ঞাত ইত্যাচ্যতে । অজ্ঞাতশ্চ মন্দবৈরাগ্যবান্ম্লোকৈর-জ্ঞাতবৈরাগ্যবান্ । মধ্যমস্ত লোকৈকঃ কিকিঞ্জাতবৈরাগ্যবান্ । রাগিহণোপ্যবাস্তরভেদমাহ রাগী দ্বিতি ॥ ৩৮ ॥ মতিজং শাস্ত্রাবিরুদ্ধমযুক্তমতিরহিতং মত্যা তর্কিতবিষয়ং একম্ । শাস্ত্র-

কার্য্য বলিয়াই জানিও ॥ ৩৩—৩৪ ॥ অতএব যখন আমি সহসা এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি তখন আমারই সম্পূর্ণ দোষ ; কেননা, এই জগতে পরগৃহে গমনই লঘুতার প্রধান কারণ ॥ ৩৫ ॥ এই কথা শুনিয়া প্রতীহার কহিল, ব্রহ্মন্ ! ইহ সংসারে ঐশ্বর্যাভিলাষী পুরুষের কর্তব্য কার্য্য কি ? আর হুখ দুঃখইবা কি এবং শত্রু কে ? আর হিতকর্তাই বা কে ? এক্ষণে আপনি কৃপা করিয়া এই কয়েকটা কথার উত্তর প্রদানে আমার চরিতার্থ করুন ॥ ৩৬ ॥

শুকদেব কহিলেন, প্রতীহার তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি শ্রবণ কর । দেখ, এই সমস্ত লোকমধ্যে মানবগণের চিন্তগত দুই প্রকার ভেদ থাকায়, সুতরাং তাহাদিগকেও রাগী ও বিরাগী নামে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হয় ; অতএব তাহাদিগের সমস্ত কার্য্যগতিও দুই ভাগে বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে ॥ ৩৭ ॥ তাহার পর, সেই বিরাগীও আবার জ্ঞাত, অজ্ঞাত ও মধ্যম নামে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত । সেইরূপ রাগীর মধ্যেও কতক মূৰ্খ আর কতকগুলি চতুর থাকায়, শাস্ত্রে তাহাদিগকেও দুই ভাগে বিভক্ত বলিয়াছেন ॥ ৩৮ ॥ চাতুর্য্যও শাস্ত্রজন্য আর বুদ্ধিজন্য হওয়ার দুই প্রকার বলিয়া উক্ত



## প্রতীহার উবাচ ।

যদুজ্ঞং ভবতা বিদ্বদ্ব্যর্থজ্ঞোহং বিজ্ঞোত্তম ! ।  
তৎ সর্বং বিস্তুরেণাদ্য যথার্থং বদ সত্তম ! ॥ ৪০ ॥

## শুক উবাচ ।

রাগো যন্তাস্তি সংসারে স রাগীত্যাচ্যতে ধ্রুবম্ ।  
দুঃখং বহুবিধং তস্য সুখঞ্চ বিবিধং পুনঃ ॥ ৪১ ॥  
ধনং প্রাপ্য স্ততান্দারান্ মানঞ্চ বিজয়ন্তথা ।  
তদপ্রাপ্য মহদুঃখং ভবত্যেব ক্ষণে ক্ষণে ॥ ৪২ ॥  
কার্য্যং তস্য স্থথোপায়ঃ কৰ্ত্তব্যং সুখসাধনম্ ।  
তস্যারাতিঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সুখবিশ্বং কুরোতি যঃ ॥ ৪৩ ॥

বিষয়কং চাতুর্য্যং দ্বিতীয়ম্ । শিষ্টলৌকিকব্যবহারবিষয়কং তৃতীয়ম্ । তচ্চাশিষ্টব্যবহারবিষয়কমিতি ফলিতোহর্থঃ ॥ ৩৯—৪১ ॥ ধনং প্রাপ্যতি । এতেন কিং সুখং কিং দুঃখমিত্যন্তোত্তর-মুক্তং ভবতি ॥ ৪২ ॥ কিং কার্য্যমিত্যন্তোত্তরমাহ কার্য্যং তত্তেতি । যেন সুখং ভবতি স উপায়ঃ কৰ্ত্তব্যঃ । কঃ শত্রুরিত্যন্তোত্তরমাহ তস্যারাতিরিতি ॥ ৪৩ ॥ নহু সুখদুঃখকার্য্যশত্রু-

হইয়াছে ; আবার বুদ্ধিও লোকে দুইপ্রকার দৃষ্ট হয়, একটি শাস্ত্রযুক্তিসম্মত আর একটি সৰ্ব্বপ্রকার শাস্ত্রযুক্তিবিৰুদ্ধ ॥ ৩৯ ॥

প্রতীহার কহিল, ব্রহ্মন্ ! আপনি সাধুশিরোমণি তবজ্ঞপুরুষ । স্ততরাং আপনার এপ্রকার গভীর উপদেশগর্ভ বাক্যের সহজে অর্থ ভেদ করা কি মাদৃশ ক্ষুদ্রবুদ্ধির সাধ্য ? ফলত আপনি যাহা বলিলেন, তাহার একটি বর্ণনাত্রও বুঝিতে পারি নাই অতএব এক্ষণে দয়া করিয়া এরূপ বিশদভাবে বলুন যাহাতে অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারি ॥ ৪০ ॥

শুক বলিলেন, দ্বারপাল ! স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি শ্রবণ কর ; যে ব্যক্তির সংসারে অমুরাগ থাকে তাহাকেই প্রকৃতপক্ষে রাগী বলা যাইতে পারে । স্ততরাং তাহার সম্বন্ধেই নানাপ্রকার সুখদুঃখ আসিয়া উপস্থিত হইতে থাকে ॥ ৪১ ॥ সংসারাসক্ত ব্যক্তি যদি গৃহাশ্রমে থাকিয়া ইচ্ছামত ধন, পুত্র, কলত্র সৰ্ব্বত্র সম্মান ও বিজয়লাভ করিতে পারে তাহা হইলেই পরম সুখ ; আর এই সমস্ত মনোমত্ত দ্রব্যসকল না পাইলে প্রতিক্ষণেই তাহার কষ্ট বলিয়া জানিবে ॥ ৪২ ॥ এই সংসারমধ্যে তাহার ক্রিয়াকলাপাদি বাহা কিছু অগ্রগতি হয় সে সমস্তই সুখের উদ্দেশে ; সুখসাধন দ্রব্যগুলির আহরণই তাহার একমাত্র কৰ্ত্তব্য-কার্য্য ; অতএব, যে ব্যক্তি তাহার সেই সকল সুখের ব্যাঘাত উৎপাদন করে তাহাকেই তাহার শত্রু বলিয়া জানিও ॥ ৪৩ ॥ ফলকথা এই যে, সংসারাহরণী ব্যক্তির যে কেহ সুখ উৎপাদন করিতে পারে সেই তাহার পরম মিত্র । ইহার মধ্যে বিশেষ এই যে, চতুর মানব

স্বপ্নোৎপাদয়িতা মিত্রেঃ রাগযুক্তস্য সর্বদা ।

চতুরো নৈব মুহেত মুখঃ সর্বত্র মুহতি ॥ ৪৪ ॥

বিরক্তস্যাত্মরক্তস্য স্বপ্নমেকান্তসেবনম্ ।

আত্মানুচিন্তনকৈব বেদান্তস্য চ চিন্তনম্ ॥ ৪৫ ॥

দুঃখং তদেতৎসর্বং হি সংসারকথনাদিকম্ ।

শত্রবো বহবন্তস্য বিজ্ঞস্য শুভমিচ্ছতঃ ॥ ৪৬ ॥

কামঃ ক্রোধঃ প্রমাদশ্চ শত্রবো বিবিধাঃ স্মৃতাঃ ।

বন্ধুঃ সন্তোষ এবাস্য নাশোহস্তি ভুবনত্রয়ে ॥ ৪৭ ॥

সূত উবাচ ।

তচ্ছ ত্বা'বচনস্তস্য মজ্জা তং জ্ঞানিনং দ্বিজম্ ।

ক্ৰতা প্রবেশয়ামাস কক্ষাঞ্চাতিমনোরগাম্ ॥ ৪৮ ॥

নগরং বীক্ষমাণঃ সংক্ৰেবিধ্যজনসংকুলম্ ।

নানাবিপণদ্রব্যাত্যং ক্রয়বিক্রয়কারকম্ ॥ ৪৯ ॥

মিত্রাণি মূৰ্খচতুরয়োঃ সমানি তদা\* মূৰ্খচতুরয়োঃকো ভেদস্তত্রাহ চতুরো নৈব মুহেতেন্তি ।  
 পান্ডবলোকনজ্ঞানযুক্তায়ুক্তমতোঃ সম্ভারতস্য মোহো মূৰ্খস্তু তু সোহস্তীতি তয়োৰ্ভেদঃ ॥ ৪৪ ॥  
 ইং রাগিণ্যেবিধাং তৎস্বদুঃখকার্য্যং শত্রুমিত্রাণ্যুপপাদ্য ত্রিবিধবিরাগিণোহপি স্বপ্নদুঃখ-  
 কায়াশত্রুমিত্রাণ্যুপপাদয়তি বিরক্তন্তেতি । আত্মানুচিন্তনকৈবেত্যাदिः কার্য্যনির্দেশঃ ॥ ৪৫ ॥  
 দুঃখং তদেতদ্বিতি দুঃখনির্দেশঃ । শত্রবো বহব ইতিশত্রুনির্দেশঃ ॥ ৪৬ ॥ বন্ধুঃ সন্তোষ ইতি  
 মিত্রনির্দেশঃ । এতেন জ্ঞানলাভায় হেয়োপাদেয়মুক্তং ভবতি । রাগিণো ব্যবহারস্য হেয়ত্বাৎ  
 বিরক্তব্যবহারস্তোপাদেয়ত্বাদিতি ॥ ৪৭—৪৮ ॥ তৎস্বজনস্ত ক্রয়বিক্রয়কারকত্বেনি নগরস্ত  
 কোন বিষয়েই একেবারে মোহিত হয় না ; আর মূৰ্খ, সকল কার্য্যেই বিমোহিত হইয়া  
 পড়ে ॥ ৪৪ ॥

প্রতীহার ! (এক্ষণে বিরাগীর কথা বলিতেছি শ্রবণ কর ।) আত্মতত্ত্বানুগামী সংসার-  
 বিরক্ত মহাত্মারা নির্জন স্থানে বসিয়া সৰ্ব্বদা মনে মনে বেদান্তশাস্ত্রের বিচার বা সেই  
 সৰ্ব্বাশ্রয়রূপ নিত্যনিরঞ্জন পরম চৈতন্যদেবের ধ্যানে নিরত থাকিতে পাইলেই তাঁহা-  
 দিগের পরমসুখ ॥ ৪৫ ॥ পারিত্রিক মজ্জলাকাজ্জী প্রজ্ঞাবান সংসারবিরাগীর অনিত্য সংসার-  
 বিষয়ক, কণোপকথনাদিকেই দুঃখের উৎপাদক বলিয়া জ্ঞানিবে । যদিচ সংসারবিরাগীর ন্যায়  
 ইহাদিগেরও কাম, ক্রোধ ও প্রমাদাদি বহুবিধ শত্রু আছে, তথাপি একমাত্র সন্তোষ  
 ব্যতীত আত্মরত সন্ন্যাসীর এই ত্রিলোকীমধ্যে বন্ধু আর কেহই নাই ॥ ৪৬—৪৭ ॥

সুত বলিলেন, (মহর্ষিগণ ! তাহার পর বলিতেছি শ্রবণ করুন ।) মিথিলার দ্বারাধ্যাক্ষ  
 তাপ জ্ঞানপূৰ্ণ উপদেশ বাক্যসকল শ্রবণমাত্র তাঁহাকে বুদ্ধজ্ঞানপূর্ণ ব্রাহ্মণ বলিয়া জ্ঞানিতে  
 পারিবা, তৎকণাৎ মনোভিঃ কক্ষ্যামধ্যে প্রবেশ করাইল ॥ ৪৮ ॥ (তৎকালে নগরকক্ষ্যে এবিধ

রাগধেমযুতং কামলোভমোহাকুলস্থতা ।

বিবদৎসু জনাকীর্ণং বহুপূর্ণং মহত্তরম্ ॥ ৫০ ॥

পশুন্ স ত্রিবিধাংলোকান্ প্রাসরত্ৰাজমন্দিরম্ ।

প্রাপুঃ পরমতেজস্বী দ্বিতীয়ইব ভাস্করঃ ॥ ৫১ ॥

নিবারিতশ্চ তত্রৈব প্রতিহারেণ কাষ্ঠবৎ ।

তত্রৈব চ স্থিতো দ্বারি মোক্ষমেবানুচিন্তয়ন্ ॥ ৫২ ॥

ছায়ায়ামাতপে চৈব সমদর্শী মহাতপাঃ ।

ধ্যানং কৃত্বা তথৈকান্তে স্থিতঃ স্থাগুরিবাচলঃ ॥ ৫৩ ॥

তদভেদাৎ ক্রয়বিক্রয়কারকস্বমুক্তম্ । যথা গ্রামঃ কুরোতীতি ॥ ৪৯ ॥ (রাগধেমযুতমিহি রাগশ্চ ধেমশ্চ তৌ রাগধেমৌ তাভ্যাং যুতং কামলোভমোহৈরাকুলং সঙ্কুলং ব্যাপ্তমিত্যর্থঃ যদিচৈদৃশৈশ্চেরবাকীর্ণং তথাপি তেষু তেষু কামলোভাদ্যভিজ্ঞতেষু হুয়াশ্চজনেষু অজ্ঞোহ বিবদৎসু সততং বিবদমানেষু সংস্রপি তন্নগরং মহত্তরং বহুপূর্ণং ধনপূর্ণকৈতিধ্যৈয়ম্ । অয়মং যাদৃশৈর্হুয়াশ্চভিরাকুলং তন্নগরং যদিচ তাদৃশা এব কেবলং বিবদন্তে তত্রাপি অনৈশ্চর্মহি মহত্তরঞ্চ । যদা বিবদন্তশ্চ সূজনশ্চ তৈরেবাকীর্ণম্ । শতপ্রত্যয়োধার্থঃ ॥ ৫০ ॥ পশুন্নিসি স শুকঃ । ত্রিবিধান্ ত্রিপ্রকারান্ উত্তমমধ্যমাধমান্ সহাদিগুণবজ্ঞানিতিগাবৎ । পশু রাজমন্দিরং প্রাসরৎ ॥ ৫১ ॥ নিবারিত ইতি । ক্ষত্রা নিবারিতোহপি তজ্জ্ঞানাবমানমচিন্তয় তত্রৈব দ্বারদেশে কাষ্ঠবৎ স্থিত ইত্যর্থঃ । কৃত এবং অত আহ মোক্ষমেবানুচিন্তয়ন্ কেব মাদ্বন্দ্বরূপং বিচারয়ন্ ॥ ৫২ ॥ মানাবমানাদ্যুপেক্ষায়াং ভূয়োহপি বিশেষবহুতং দর্শয়মা

হইয়াই) দেখিলেন উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধলোকে নগর পরিপূর্ণ; হট্টস্থ দোকান সকল নানাবিধ দ্রব্যাদি দ্বারা পরিশোভিত, ক্রেতা ও বিক্রেতার বিক্রয় দ্রব্যো মূল্য উপলক্ষে মহাকোলাহল করিতেছে ॥ ৪৯ ॥ নগরে নানাপ্রকার লোকেরই বসবাস আছে বটে, কিন্তু রাগধেমসমাকুল এবং কামলোভাদি-রিপুপূরিত লোকের সংখ্যাই অধিক । হুঃখীল লোকেরা হয় ত কোন স্থলে কোন বিষয়কর্মে লইয়া ঘোরতর বিবাদ করি তেছে, কোপাণ্ড ও বা বহুমূল্য মণিমাণিক্যাদির ক্রয়বিক্রয় হইতেছে; নানাপ্রকার লোকের বাস থাকিলেও নগরটী যে, মহাসমৃদ্ধিশালী তাহা আর শুকদেবের মত লোকের জানিতে অবশিষ্ট রহিল না । অনন্তর সেই দ্বিতীয় ভাস্করসদৃশ মহাতেজস্বী শুকদেব ধনী, মধ্যবর্তী ও নিকৃষ্ট শ্রেণী এই ত্রিবিধ লোক দেখিতে দেখিতে যেমন রাজপ্রাসাদের নিকটস্থ হইলেন, অগনি সেই কক্ষার দ্বারপাল আসিয়া নিবারণ করিবামাত্র সেই দ্বারদেশেই মোক্ষতত্ত্ব চিন্তা করিতে করিতে কাষ্ঠের ন্যায় অবস্থিত রহিলেন ॥ ৫০—৫২ ॥

মহাত্মা শুকদেব অস্বাভাব্যরূপী স্রমহৎ তপঃপ্রভাবে মনের এতদূর উন্নতি সাধন করিয়া ছিলেন যে, তাহা সাধারণ বুদ্ধিতে কখনই অসম্ভব হইতে পারে না; বস্তুত তিনি দ্বার আর মৌজকে সমান চক্ষে দেখিতেছেন; স্রমহৎ দ্বারপালের নিষেধে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত না হইয়া

তং মুহূর্তাদিবাগত্য রাজ্ঞোহ্মাত্যঃ কৃতাজ্জলিঃ ।

প্রাবেশয়ন্ততঃ কক্ষাং দ্বিতীয়াং রাজবেশ্যনঃ ॥ ৫৪ ॥

তত্র দিব্যং মনোরম্যং পুষ্পিতং দিব্যপাদপম্ ।

তদ্বনং দর্শয়িত্বা তু কৃত্বা চাতিথিসংক্রিয়াম্ ॥ ৫৫ ॥

বারমুখ্যাঃ স্ত্রিয়স্তত্র রাজসেবাপরায়ণাঃ ।

গীতবাদিত্রকুশলাঃ কামশাস্ত্রবিশারদাঃ ॥ ৫৬ ॥

তা আদিশ্য চ সেবার্থং শুকস্যা মন্ত্রিসত্তমঃ ।

নির্গতঃ সদনান্তস্মাদ্য্যাসপুত্রঃ স্থিতঃ সদা ॥ ৫৭ ॥

পূজিতঃ পরয়া ভক্ত্যা তাভিঃ স্ত্রীভির্হথাবিধি ।

দেশকালোপপন্নে নানাহম্মেনাতিতোষিতঃ ॥ ৫৮ ॥

ছায়ায়ামিতি ॥ ৫৩ ॥ ( তং মুহূর্তাদিতি । রাজ্ঞঃ জনকস্ত অমাত্যো মন্ত্রী মুহূর্তাদাগত্য কৃতাজ্জলিঃ সন্ দ্বিতীয়াং কক্ষ্যাং প্রাবেশয়ৎ ॥ ৫৪ ॥ দ্বিতীয়াং কক্ষ্যাং প্রাবেশয়ন্ কিং কৃতবান্ ইত্যত্রাহ তত্র দিব্যমিতি ॥ ৫৫ ॥ বারমুখ্যোতি । যা বারমুখ্যা বারপ্রধানরমণ্যঃ গীতবাদিত্র কুশলাঃ কামশাস্ত্রবিশারদাশ্চ অতএব রাজসেবাপরায়ণাস্তাদৃশীণ্ডর্গবতীঃ শুকদেব-সেবার্থমাদিশ্য মন্ত্রিষু সত্তমঃ প্রধানসচিবঃ তস্মাৎ সদনার্গিতঃ । ইতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ ॥ ৫৬—৫৭ ॥ কেন ভাবেন স্থিত ইতি বিবৃণুহ । পূজিত ইতি । যথাবিধি বিধিমনতিক্রম্য তাভিঃ বার-মুখ্যাভিঃ পরয়া ভক্ত্যা পূজিতঃ । দেশকালোপপন্নে অন্নে বিশেষতন্তোষিতঃ পরিতর্পিত-

আয়ুধ্যানে নিরত থাকিয়া দ্বারের বাহিরে একটি নিভৃতদেশে স্থাপুর ছায় অচলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৫৩ ॥ এইরূপে মুহূর্তকাল অতীত না হইতে হইতেহ রাজমন্ত্রী বজ্রাজ্জালপুরঃসর তাঁহার নিকটে আসিয়া বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন ; পরে, পরম সমাদরসহকারে তাঁহাকে লইয়া রাজভবনের দ্বিতীয় কক্ষ্যামধ্যে প্রবেশ করাইলেন ॥ ৫৪ ॥

তদনন্তর, মন্ত্রিপ্ৰবর তাঁহাকে দ্বিতীয় কক্ষ্যার অভ্যন্তর দিয়া লইয়া যাইবার সময় তত্রতা দিব্য কুসুমিত তরুসাজি-পরিশোভিত রমণীয় উদ্যানসকল দেখাইয়া যথাবিহিত আতিথ্যসংকার সমাধানপূর্বক একটি অট্টালিকামধ্যে উপস্থাপিত করিলেন । পরে, যে সকল গীতবাদ্যনিপুণ কামশাস্ত্রবিশারদ বারাজ্জনাগামিনী রাজসেবায় নিরত থাকে তাহা-দিগকেই নিরন্তর শুকের সেবায় নিয়োজিত করিয়া দিয়া তিনি সেই গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন ; বেষবাস কৃষ্ণবৈশ্যায়ন পুত্র নিরুৎকৃষ্টচিত্তে সেই স্থলেই বিশ্রাম করিতে লাগি-লেন ॥ ৫৫—৫৭ ॥

সেই সকল রমণীরা পরমভক্তি ও আশ্রয়ের সহিত যথাবিধি সন্মান রক্ষাপূর্বক দেশ-কালানুসারে বাহ্য কিছু উৎকৃষ্ট বস্ত্র পাওয়া বার সেই সমস্ত স্ত্রীবাদ অন্নব্যঞ্জন এবং পানীয় দ্রব্যাদি তাঁহার কৃতিত্ববশতঃ অন্য নিরতিশয় বস্ত্র করিতে লাগিল ৷ ৫৮ ॥

ততোহন্তঃপুরবাসিন্যন্তঃপুরকাননম্ ।  
 রম্যং সন্দর্শয়ামাস্তুরঙ্গনাঃ কামমোহিতাঃ ॥ ৫৯ ॥  
 স যুবা রূপবান্ কাস্তো যুচ্ছভাষী মনোরমঃ ।  
 দৃষ্ট্বা তা মুমুহুঃ সৰ্বাস্তৃক কামমিবাপরম্ ॥ ৬০ ॥  
 জিতেন্দ্রিয়ং মুনিং মত্তা সৰ্বাঃ পর্যাচরন্তদা ।  
 আরণ্যেস্ত শুদ্ধাত্মা মাতৃভাবমকল্পয়ৎ ॥ ৬১ ॥  
 আত্মারামো জিতক্রোধো ন হৃদয়তি ন তপ্যতি ।  
 পশ্যন্তাসাং বিকারাংশ্চ স্বস্থেব স তস্থিবান্ ॥ ৬২ ॥  
 তস্মৈ শয্যাং সুরম্যাঞ্চ দহূর্নার্ধ্যাঃ স্তবংস্কৃতাম্ ।  
 পরাক্রান্তুরগোপেতাং নানোপস্করসংবৃতাম্ ॥ ৬৩ ॥  
 স কুত্ৰা পাদশৌচঞ্চ কুশপাণিরতম্ভিতঃ ।  
 উপাস্ত পশ্চিমাং সঙ্ক্ৰাণ্ণ ধ্যানমেবাহ্বপদ্যত ॥ ৬৪ ॥

শ্লেতিশেষঃ ॥ ৫৮ ॥ অন্তঃপুরস্থা মহিলাঃ রূপাদিদর্শনজন্তকামেনমোহিতাঃ সত্যঃ । অন্তঃপুরস্থং  
 রম্যং রমণীয়ং কাননং আবাসং অন্তঃপুরস্থক্ৰীড়াদ্যানমিত্যর্থঃ দর্শয়ামাস্তুরিত্যর্থঃ ॥ ৫৯ ॥  
 অন্তঃপুরবাসিনীনাং কামমোহিতত্বে কাবণং প্রদর্শয়ম্ভাই স যুবেতি ॥ ৬০ ॥ জিতেন্দ্রিয়মিতি ।  
 তা অন্তঃপুরবাসিন্যঃ কামমোহিতা অপি তং জিতেন্দ্রিয়ং মুনিং মত্তা বিজ্ঞায় পর্যাচরন্ত কেবলং  
 পরিচর্য্যা তোষয়ামাস্তুরিত্যর্থঃ । তত্র কিং শুকদেবোহপি বিকৃতমনা আসীৎ ? আহোমিৎ স্বস্থ  
 এব হিতঃ ? ইতি জিজ্ঞাসাত্যং তন্ত জিতেন্দ্রিয়াদিগুণান্ প্রকটয়ম্ভাই । মাতৃভাবং অকল্পয়  
 কৃত এবং অত আহ শুদ্ধাত্মা ॥ ৬১ ॥ শুদ্ধাত্মত্বে কারণং নির্দিষ্টম্ভাই আত্মারামেতি ॥ ৬২ ॥

তাহার পর, অন্তঃপুরবাসিনী কামিনীগণ পর্যাস্ত ও কামে বিমোহিত হইয়া শুকদেবকে  
 অন্তঃপুরের অভ্যন্তরবর্তী মনোরম ক্রীড়াকানন দেখাইতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৫৯ ॥ তাহার  
 কারণ এই যে, মহাত্মা শুকদেব একেত যুবাশ্রয় তাহাতে আবাস রূপের সাগর ; দ্বিতীয়  
 কল্পের ত্রায় মনোরমকমনীয় মূর্তি এবং স্বভাবত যুচ্ছভাষী ছিলেন, সুতরাং তাহার  
 তাঁহাকে দেখিবারাত্র একেবারে বাহজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল ॥ ৬০ ॥ বিশেষত তাঁহাকে  
 জিতেন্দ্রিয়পুরুষ জানিয়া পরমভক্তিসহকারে সৰ্বদাই তাঁহার পরিচর্য্যায় নিরত হইল ;  
 কিন্তু, অরণিগর্ভসম্বৃত (অমোহনিসম্বব) পবিত্রাত্মা শুকদেব তাহাদিগকে অন্তরে মাতার ত্রায়  
 জ্ঞান করিতে লাগিলেন । কেননা, তাঁহার চিন্তা নিরন্তর আত্মার সহিতই রমণ করিত ;  
 সুতরাং কোপ, হর্ষ বা অহুতাপাদি কেহই তাঁহার অন্তরে এক মুহূর্তের জন্যও স্থান প্রাপ্ত  
 হইত না ; ফলত তিনি সেই সমস্ত রমণীদিগের মনোবিকার বৃদ্ধিতে পারিবারও অক্ষুণ্ণভাবে  
 অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৬১—৬২ ॥ মহিলাগণ রজনী উপস্থিত হইল দেখিয়া তৎক্ষণাৎ  
 তাঁহার নিমিত্ত স্থণোপযোগি নানাপ্রকার বস্ত্রাদিসম্বন্ধিত বহুবল্য আভরণ পরিশোধিত

যামমেকং স্থিতো ধ্যানেন স্বেদাপ তদনন্তরম্ ।

তুপ্ত্বা যামময়ং তত্র চোদতিষ্ঠত্ততঃ শুকঃ ॥ ৬৫ ॥

পাশ্চাত্যং যামিনীয়াং ধ্যানমেবাহপদ্যত ।

স্নাত্বা প্রাতঃক্রিয়াঃ কৃত্বা পুনরাস্তে সমাহিতঃ ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে

মিথিলারাজ্যন্তঃপুরবাসিনীনাং মধ্যে শুকজিতেন্দ্রিয়তাদি-

প্রকাশো নাম সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

ইদানীং তন্মৈ শ্যামিত্যারভ্য পুনরাস্তে সমাহিত ইত্যন্তৈঃ শ্লোকচতুষ্টয়ৈঃ শুকত ভোগ-  
নিম্ভূতং সংযতেন্দ্রিয়ত্বঞ্চ প্রদর্শ্যাদ্যায়ং সমাপয়তি তস্মা ইতি ॥ ৬৩-৬৬ ॥ )

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অতীব মনোরম অথচ বিপুল শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিল ॥ ৬৩ ॥ শুকদেব সময় বুঝিয়া তখনই  
আর ক্লণকাল বিলম্ব না করিয়া হস্তপদাদি প্রক্ষালনপূর্বক সায়ংসন্ধ্যোপাসনাদি সমাপ্ত  
করিয়া আশ্রয়ধানে নিরত হইলেন ॥ ৬৪ ॥ এইরূপে তিনি একপ্রহরকাল গভীর ধ্যানে  
নিগম থাকিয়া, পরে, দুইপ্রহরকাল নিদ্রাসুপ অহুভব করিয়া শয্যা হইতে গাত্রোথান  
করিলেন ॥ ৬৫ ॥ যামিনীর শেষধামে তিনি পুনরায় ধ্যানপরায়ণ হইলেন ; অনন্তর প্রকৃত  
ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তসময়ে স্নান ও প্রাতঃকালীন কর্তব্য ক্রিয়াদি সমাধানপূর্বক পুনরায় সমাধি অব-  
লম্বনে বসিয়া রহিলেন ॥ ৬৬ ॥

অষ্টাদশসহস্র-শ্লোকোক্ত মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌দেবীভাগবতের প্রথম-

স্কন্ধে মিথিলার রাজ্যন্তঃপুরবাসিনী কামিনীগণমধ্যে

শুকের জিতেন্দ্রিয়তাদি প্রকাশবিষয়ক

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## অষ্টাদশোধ্যায়ঃ ।

মৃত উবাচ ।

শ্রুত্বা তমাগতং রাজা মস্তিভিঃ সহিতঃ শুচিঃ ।

পুরঃ পুরোহিতং কৃৎস্না গুরুপুত্রং সমভ্যয়াৎ ॥ ১ ॥

কৃৎস্নাইব নৃপঃ সমাগ্ দত্ত্বাসনমমুত্তমম্ ।

পপ্রচ্ছ কুশলং গাঞ্চ বিনিবেদ্য পয়স্বিনীম্ ॥ ২ ॥

স চ তাং নৃপপূজাং বৈ প্রত্যগৃহ্নাদ্ যথাবিধি ।

পপ্রচ্ছ কুশলং রাজ্ঞে স্বং নিবেদ্য নিরাময়ম্ ॥ ৩ ॥

কৃৎস্না কুশলসংপ্রদমুপবিষ্টঃ স্খাসনে ।

শুকং ব্যাসমুতং শান্তং পর্যাপৃচ্ছত পার্থিবঃ ॥ ৪ ॥

অষ্টাদিকবষ্টা তু জনকেন মহান্নন ।

বৈরাগ্যাত্ম্যপদেশচ্ শুকায় কৃত উচ্যতে ॥

পুরোহিতদেশে পুরোহিতং কৃৎস্না ॥ ১ ॥ ( স পুরোহিতস্তত্রগতঃ সন্ কিং কৃতবান্ ইত্যত্র চিরশিষ্টাচারং দর্শয়মাহ কৃৎস্নেতি । নৃপোজনকঃ তবচ্ছোহপি লোকসংগ্রহং কুরুন তন্ত গুরুপুত্রস্ত শুকস্ত সম্যক্ অর্হণাং পূজাং কৃৎস্না আসনং দত্ত্বা পয়স্বিনীং চন্দ্রবতীং সবৎসামিতার্থঃ গাং ধেমুং নিবেদ্য তস্মৈ কুশলং পপ্রচ্ছেত্যবগঃ ॥ ২ ॥ সচেতি । সোহপি শুকঃ নৃপস্ত পূজাং বৈ ধর্মনিশ্চিতাং অকপটরূপানিতিশেষঃ যথাবিধি শাস্ত্রবিধিমনতিক্রম্য শাস্ত্রমতামুসারেণ প্রত্য-গৃহ্নাৎ প্রতিজ্ঞগ্রাহ তত আত্মনিরাময়ং অনাময়ং নিবেদ্য রাজ্ঞে নরপত্যয়ে জনকায় কুশলং পুষ্টবান্ ॥ ৩ ॥ কৃৎস্নেতি । অতোক্তকুশলপ্রদাদ্যনন্তরং স্খাসনে উপবিষ্টঃ তং ব্যাসমুতং প্রশান্ত-মনসং শুকং পার্থিবঃ পৃথিবীপতির্জনকঃ ভো মহাভাগ ! মহান্নন ! নিঃস্পৃহস্তাপি তব মাং

মৃত কহিলেন, ( মহর্ষিগণ ! তাহার পর শ্রবণ করুন ) নরপতি জনক গুরুপুত্র শুক-দেবের আগমন বৃত্তান্ত শ্রবণ মাত্র তৎক্ষণাৎ সচিবগণ সমতিবাহারে পুরোহিতকে অগ্রবর্তী করিয়া অতি পবিত্র ভাবে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন ॥ ১ ॥ পরে পান্য ও অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহার সবিশেষ অর্চনা পূর্বক বহুমূল্য আসনে উপবেশন করাইলেন ; এবং বিধিযত একটা চন্দ্রবতী সবৎসা ধেমু তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া কুশল বাক্তা জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২ ॥ শুকদেব, জনকপ্রদত্ত শাস্ত্রসম্বত অকপটপূজাদি প্রতিগ্রহ করিয়া নিজ মঙ্গলবিষয়ের পরিচয় দিয়া রাজাকে সর্বাদীন কুশল জিজ্ঞাসিলেন ॥ ৩ ॥ এইরূপে পরস্পরের কুশল প্রশ্ন উপলক্ষে কিয়ৎকাল গত হইলে, পৃথিবীপতি জনক স্খাসনে উপবিষ্ট প্রশান্তমুর্তি ব্যাসপুত্র শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহান্নন ! আপনি নিজ নিঃস্পৃহতাগুণে সমাধিনিষ্ঠ যোগিসিঙ্গেরও বুরোগ্য

কিং নিমিত্তং মহাভাগ ! নিঃস্পৃহস্ত চ মাংপ্রতি ।

জাতং ছাগমনং ব্রূহি কার্য্যং তন্মুনিসত্তম ॥ ৫ ॥

শুক উবাচ ।

ব্যাসেনোক্তো মহারাজ ! কুরু দারপরিগ্রহম্ ।

সর্ব্বেষামাশ্রমাণাঞ্চ গৃহস্থাশ্রম উত্তমঃ ॥ ৬ ॥

ময়া নাস্তীকৃতং বাক্যং মত্বা বন্ধং গুরোরপি ।

ন বন্ধোহস্তীতি তেনোক্তো নাহং তৎকৃতবান্ পুনঃ ॥ ৭ ॥

ইতি সন্দ্বিদ্ধমনসং মত্বা মাং মুনিসত্তমঃ ।

উবাচ বচনং তথ্যং মিথিলাং গচ্ছ মা শুচঃ ॥ ৮ ॥

প্রতি কিং নিমিত্তমাগমনং জাতমত্র কিং কার্য্যমশ্চি ময়া বা কিমহুষ্ঠৈয়ন্তদ্ ব্রূহীতিপর্য্যাপৃচ্ছ-  
দিতি দ্বাভ্যামবয়বঃ ॥ ৪—৫ ॥ ইদানীং স্ববক্তব্যং বিজ্ঞাপয়ম্ভাহ শুকদেবঃ । ব্যাসেনেতি ।  
ভো মহারাজ ! পিত্রা বেদব্যাসেন দারপরিগ্রহং কুর্ক্সিতি উক্ত আদিষ্টোহহম্ যতঃ সর্ব্বেষা  
আশ্রমেভো গৃহাশ্রমএবোত্তমঃ । ইতোবং স উপদিশতি মন্ত্রমিতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ৬ ॥ )  
গুরোঃ পিতুরপি ময়ানাস্তীকৃতমিত্যবয়বঃ । ( পিতৃমতমুক্তা স্বমতং ক্ষুণ্টয়ম্ভাহ মরেতি । গুরো-  
রপীতি । অগমর্থঃ পিতা মহান্ গুরুশ্চজ্ঞানতাহপি ময়া তন্ত বাক্যং ভাৰ্য্যাগ্রহণরূপাদেশ ইত্যর্থঃ  
নাস্তীকৃতম্ ন স্বীকৃতম্ কুতোনেতি চেত্তত্রাহ কেবলং বন্ধং বন্ধনস্বরূপং মত্বা বুদ্ধা ইত্যত্র  
পিত্রা তে কিমুক্তমিতিচেৎ অসম্ভাবঃ । ততঃ কিমীদানীং ভবতা পিত্রাদেশঃ পালিতঃ ? ন  
বেতাপেক্ষারামাহ নাহমিতি । পরমশ্রুণা পিত্রোপদিষ্টোহপি ভাৰ্য্যাং বন্ধনরূপাং নিশ্চিত্যাহং  
ন গৃহীতবান্ ॥ ৭ ॥ ইদানীং কিং নিমিত্তং মাং প্রত্যাগমনং জাতমিত্যশ্চ পঞ্চমলোককৃতপ্রশ্ন-  
স্তোত্তররূপমিথিলাগমনপ্রয়োজনং বাক্তীকুর্ক্সম্ভাহ । ইতি সন্দ্বিদ্ধমনসমিতি । ইতি ইত্যোতদ্-  
বিষয়ে মাং সন্দ্বিদ্ধমনসং মত্বা বিজ্ঞায় মুনিসত্তমঃ পিতা বেদব্যাসস্তথ্যমুবাচ উক্তবান্ হে পুত্র !

হইয়াছেন ; তথাপি আমার নিকট কি উদ্দেশে আপনার আসা হইয়াছে বলুন ; আমাকে  
যে কার্য্য করিতে হইবে আজ্ঞা করুন, তাহাতেই প্রস্তুত আছি ॥ ৪—৫ ॥

শুকদেব কহিলেন, মহারাজ ! ( আমার বক্তব্য বিষয় সমস্তই বলিতেছি শ্রবণ করুন,  
আমি ব্রহ্মচর্য্য সমাবর্তনের পর আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলাম দেখিয়া আমার পিতা  
ভগবান্ বেদব্যাস আশ্লাদে পুলকিত হইয়া বলিলেন ; রে বৎস ! তোমার সমস্ত বেদাধ্যয়ন  
সমাপ্ত হইয়াছে ত ? ) তবে এক্ষণে, দার পরিগ্রহ কর ; কারণ সকল আশ্রম অপেক্ষা  
গৃহস্থাশ্রমই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ; কিন্তু, আমি জীলোকে বন্ধন স্বরূপ মনে করিয়া পিতা পরম শ্রুত  
হইলেও তাহার কথায় সম্মত হইনাই । তাহার পর, তিনি মনোগত ভাব জানিতে পারিয়া  
(অনাসক্ত পুরুষের পক্ষে স্ত্রী, বন্ধন স্বরূপ নহে বরং কামাদি রিপু জয়ের প্রধান উপায় ; এই-  
রূপ বিবিধ উপদেশ করিলেও আমি কিছুতেই স্বীকার পাই নাই ॥ ৬—৭ ॥ ) তখন, আমার  
পিতা মুনিসত্তর কৃষ্ণবৈষ্ণবন আমার আন্তরিক সংশয় বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, রে পুত্র !  
আর শোঁক করিও না ; এক্ষণে, আমি তথ্য কথা বলিতেছি অবহিত হও, মিথিলা প্রদেশের



যাজ্যোস্তি জনকস্তত্র জীবমুক্তো নরাধিপঃ ।

বিদেহো লোকবিদিতঃ পাতি রাজ্যমকণ্টকম্ ॥ ৯ ॥

কুর্বনাজ্যং তথা রাজা মায়াপার্শ্বেন বধ্যতে ।

ত্বং বিভেষি কথং পুত্র ! বন্যবৃতিঃ পরস্তপ ! ॥ ১০ ॥

পশু তং নৃপশাৰ্দূলং ত্যজ মোহং মনোগতম্ ।

কুরু দারান্মহাভাগ ! পৃচ্ছ বা ভূপতিঃ তম্ ॥ ১১ ॥

সন্দেহস্তে মনোজাতং কথয়িষ্যতি পার্শ্ববঃ ।

তচ্ছ ত্বা বচনং তস্ম মামেহি তরসা স্নত ! ॥ ১২ ॥

মাণ্ডুচঃ শোকং মাকারীঃ শোকং ত্যক্তা মিথিলাং গচ্ছেত্যাদিষ্টবান্ভিতিশেষঃ । যতস্তত্র জনক ইতি নাম্না নরাধিপোহস্তু নরপতিরপি জীবমুক্ত অতএব স লোকৈর্কিদেহঃ দেহোপাধিশূন্য ইত্যেবং বিদিতঃ । ততস্তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবেনাকণ্টকং শত্রুশূন্যং রাজ্যং পাতি রক্ষতি পালয়তীত্যর্থঃ । পরং ত্বয়াজ্ঞান শব্দনীয়ং যতোহসাবম্মাভির্যাজ্যঃ শিষ্য ইতি যাবৎ । ইত্যেবং মমোৎসাহ-বদ্ধনায়োক্তবান্ মৎপিতা ক্লেশদৈপায়ন স্তংসাহসেনৈবাহং এতাবস্তং স্মরীর্ষমধ্বান্নগতিক্রমা-গতোহস্মীতি বিদ্ধি ॥ ৮—৯ ॥ ভূয়োহপি ভবংপ্রভাবং প্রকটয়ন্ যথা মমোৎসাহং বদ্ধনানাস মে পিতা তদপি ব্রবীম্যবধাৰ্য্যতামিতি ব্যাসোক্তজনকনির্লেপত্বমুদ্যাহ শুকঃ । কুর্বনতি । রে পুত্র ! স রাজা তথা তাদৃশোহপি জীবমুক্তোহপি রাজ্যং কুর্বন পালয়ন্নপি বিষয়ভোগং ভুঞ্জানোহপীত্যর্থঃ মায়াপার্শ্বেনবিদ্যাভূতৈর্নরবধ্যতে ত্বং পুনর্বজ্ঞরতিরপিবিভেষি কোহয়স্তে ভ্রম ইতিভাবঃ । পরস্তপেতি সর্বোপদেহেন শুকস্ত কামাদিষড়্বর্গজৈতৃত্বং হুচিৎ । ত্বং কাম-ক্রোধাদীনাম্ বধাং রিপুণাং জেতাংপি বনং বহুং বনজাতবিশুদ্ধফলমূলাদিমাত্রং বৃত্তিরাহারঃ জীবনোপায়ো যন্ত তাদৃশঃ সন্ কথং কেন হেতুনা বিভেষি ন চাত্ত তে কিমপি ভয়ংকারণং পশুামীতি তাৎপর্যার্থঃ ॥ ১০ ॥ ত্বংপুত্র চ তদজ্ঞয়া । মোক্ষকামোহস্মি । তপস্ত্যাগং তেজ্যাস্ত । জ্ঞানং বা বদেত্যাদিতত্ত্বরোদশচতুর্দশলোকোক্তবাক্যানিচটয়ঃস্বারম্ননগতপ্রার্থনায় বিজ্ঞা-পরিব্যাহ্নিদানায় পশু তং নৃপশাৰ্দূলং ত্যজ মোহং পৃচ্ছ তমিত্যাদ্যপদিষ্ট মৎপিতা মাং ত্বং-সকাশং প্রেষয়ামাসেত্যেবংমনঃক্লেশং প্রকটয়ন্ পিতৃবাক্যমবুদতি পশু তমিতি ॥ ১১ ॥ পৃচ্ছেত্যন্তোত্তরলোকহুসন্দেহংপদোদঘাটয়ঃ । তস্ত জনকস্ত বচঃ শ্রদ্ধা মামেহি তরসা বেগেন

রাজা জনক আমাদের শিষ্য ; তিনি জীবমুক্ত হইয়াও নিম্নটকে রাজ্য পালন করিতেছেন ; সেইজন্য এই ভূমণ্ডল মধ্যে তিনি বিদেহ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন ; অতএব, তুমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মিথিলায় গমন কর ॥ ৮—৯ ॥ পিতা আমার আরও বলিলেন, যে, রে পুত্র ! নরপতি জনক রাজ্যভোগে থাকিয়া বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য শাসন করিয়াও মায়াপাশে বদ্ধ নহেন ; আর তুমি বনজাত বিশুদ্ধ ফলমূল ভক্ষণে জিতেন্দ্রিয়তা লাভ করিয়াও ভীত হইতেছ কেন ? ॥ ১০ ॥ মহর্ষি বেদবাস এইরূপ অনেক প্রবোধ বাক্যে ব্রাহ্মায়, পরিশেষে বলিলেন বৎস ! অন্তরের অজ্ঞানতা বিসর্জন দেও, তুমি দীর্ঘকাল বুদ্ধচর্য্য অনুষ্ঠান দ্বারা মহাপ্রভাব সম্পন্ন হইয়াছ, তোমাকে অধিক আর কি বলিব, আমার কথা রক্ষা করিয়া দার-পরিগ্রহ কর, অথবা, মিথিলা গাইয়া সেই রাজ্যশ্রেষ্ঠ জনককে দেখ, তিনি জীবমুক্ত কি না ?

সংপ্রীতোহহং মহারাজ ! ত্বংপুত্রং চ তদাজ্ঞয়া ।

মোক্শকামোহম্মি রাজেন্দ্র ! বৃহি কৃত্যং মমানব ॥ ১৩ ॥

তপস্তীর্থব্রতেজ্যাশ্চ স্বাধ্যায়স্তীর্থসেবনম্ ।

জ্ঞানং বা বদ রাজেন্দ্র ! মোক্ষস্প্রতি চ কারণম্ ॥ ১৪ ॥

জনক উবাচ ।

শৃণু বিপ্রং কথং কথং মোক্ষমার্গাপ্রিতেন যৎ ।

উপনীতো বসেদাদৌ বেদাভ্যাসায় বৈ গুরৌ ॥ ১৫ ॥

অধীত্য বেদবেদান্তান্ দত্ত্বা চ গুরুদক্ষিণাম্ ।

সমারুত্তস্ত গার্হস্থ্যে সদারো নিবসেদ্যুনিঃ ॥ ১৬ ॥

অায়ত্তিস্ত সন্তোষী নিরাশী গতকল্মষঃ ।

অগ্নিহোত্রাদিকৰ্ম্মাণি কুর্বাণঃ সত্যবাক্ শুচিঃ ॥ ১৭ ॥

ইত্যর্থঃ ॥ ১২—১৩ ॥ তপস্তীর্থৈতি । যদ্যপি দেবীভাগবতশ্রবণেনাং তৃপ্ত এবাস্তি তথাপ্যপ-  
দেশার্হমাগত ইতি গুরুস্প্রতি স্বজ্ঞানমাচ্ছাদ্যৈব মুচ্যত ইতি বোধ্যম্ ॥ ১৪—১৬ ॥ অায়ত্তিঃ

এবং মনে যে সকল সংশয় উপস্থিত হইয়াছে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবে । তাহা হইলে, তিনি তৎকরণং প্রকৃতরূপে উত্তর প্রদান করিবেন ; কিন্তু, বৎস ! তুমি তাঁহার উপদেশ বাক্য সকল শ্রবণ করিয়াই আবার অবিলম্বে আমার এই আশ্রমে আসিয়া পৌছিবে; ইহাতে যেন কোন প্রকারেই অন্তথা না হয় ॥ ১১—১২ ॥ মহারাজ ! আপনি জীবমুক্ত !! সুতরাং আপনাকে অধিক বলা বাচালতা প্রকাশ মাত্র । ফলকথা এই যে, পিতা আমাকে এই সকল কথা বলিয়া বিদায় দিলে পর, আমি তাঁহারই আদেশে আপনার রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি । মহারাজ ! আমার অক্লিষ্ট একমাত্র মুক্তিপথ ব্যতীত অপর কিছুতেই নাই; এই বুঝিয়া আপনি আমার বাহা অল্পষ্টেই উপদেশ করুন । অর্থাৎ মান, তীর্থপর্যটন, ব্রতোপবাস বা ব্রহ্ম অথবা জপাদি কি তীর্থসেবন কি মুক্তিপথের উপযোগী জ্ঞানের লক্ষণাদি ইহার মধ্যে যে কোন বিষয়ে আমার অধিকার বোধ করেন তাহাই উপদেশ করুন ॥ ১৩—১৪ ॥

শ্রবণম্বেব সমস্ত বক্তব্য বিষয় শুনিয়া জনক কহিলেন, গুরুপুত্র ! মুক্তিপথাপ্রতি ব্রাহ্মণের বাহা কর্তব্য সমস্ত বলিতেছি শ্রবণ করুন ; ব্রাহ্মণ উপনয়ন সংস্কার প্রাপ্ত হইয়াই বেদাধ্যয়নের নিমিত্ত প্রথমে গুরুকূলে বাস করিবেন ॥ ১৫ ॥ বেদবেদান্তাদি শাস্ত্র সকলের অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে পর, গুরুদক্ষিণা দিয়া সমাবর্তনান্তর কর্ণা ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ হইয়া সতীক গৃহস্থান্নে থাকিবেন ॥ ১৬ ॥ পরন্তু, গৃহস্থান্নে থাকিলেই যে, অশ্রমে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, এরূপ নহে ; ব্রহ্মত সন্ন্যাসঃকরণ ও সত্য বাক্যে নিষ্ঠ হইবেন এবং ভাষ্যসারে যন উপার্জনপূর্বক পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ করিবেন । ফলত আশার দাস না হইয়া নিরন্তর

পুত্রং পৌত্রং সমাসাদ্য বানপ্রস্থাত্মমে বসেৎ ।

তপসা যডিপূন্ জিহ্বা ভাৰ্য্যাং পুত্রে নিষেশ্চ চ ॥ ১৮ ॥

সৰ্বানয়ীন্ যথাক্ৰম্যমান্নাত্মারোপ্য ধৰ্ম্মবিৎ ।

বসেত্তুৰ্য্যাত্মমে শ্রান্তঃ শুক্রে বৈরাগ্যসম্ভবে ॥ ১৯ ॥

বিরক্তস্থাদিকারোহস্তি সন্ন্যাসে নানুথা কচিৎ ।

বেদবাক্যমিদম্ভ্যং নানুত্থেতি মতিশ্রম ॥ ২০ ॥

শুকাষ্টচত্বারিংশদৈ সংস্কারা বেদবোধিতাঃ ।

চত্বারিংশদগৃহস্থস্য প্রোক্তান্তত্ৰ মহাত্মভিঃ ॥ ২১ ॥

অকৌ চ মুক্তিকামস্য প্রোক্তাঃ শমদমাদয়ঃ ।

আশ্রমাদাশ্রমং গচ্ছেদिति শিক্ষীতুশাসনম্ ॥ ২২ ॥

শ্রীশুক উবাচ ।

উৎপন্নো হৃদি বৈরাগ্যে জ্ঞানবিজ্ঞানসম্ভবে ।

অবশ্যমেব বস্তব্যমাত্মনেষু বনেষু বা ॥ ২৩ ॥

স্তায়প্রাপ্তবজ্রনয়ানাদিবৃতিঃ ॥২৭॥ (বয়সস্তুতীয়ে ভাগে যনং গচ্ছেদिति মদ্যাদিবিধিমুহুন্মারয়-  
ব্রাহ্ম পুত্রং পৌত্রমাসাদ্যেতি । গার্হস্থ্যং সমাপয়ন্ বানপ্রস্থধৰ্ম্মং পরিগৃহীতেত্যর্থঃ ॥১৮॥ সজ্জাত-  
বৈরাগ্যস্ত সন্ন্যাসাদিকারং স্থচয়ব্রাহ্ম । সৰ্বানয়ীনিতি । তুৰ্য্যাত্মমে চতুৰ্থাত্মমে তৈক্যাত্মমে  
ইতি যাবৎ ॥১৯॥ ভোগাসক্তস্ত সন্ন্যাসনিষেধং বিজ্ঞাপয়ন্নাত্ বিরক্তস্তেতি । অন্তথা অপকৃষ্ণজি-  
চাকল্যবেগবশাৎ যদি সন্ন্যাসং গৃহ্ণতি তর্হি ভ্রষ্টেদেবেত্যবধেয়ম্ ॥ ২০ ॥ অষ্টচত্বারিংশং নিষে-  
কাদিক্ষণানন্তাঃ ॥২১—২২॥ শুকস্ত স্বাভিপ্রেতঃ মুখ্যং প্রেতব্যং পৃচ্ছতি উৎপন্ন ইতি । হৃদি বুদ্ধৌ  
বৈরাগ্যে উৎপন্নে জ্ঞানং পরোক্ষজ্ঞানং বিজ্ঞানমপরোক্ষজ্ঞানং তয়োঃ সম্ভবে প্রাপ্তৌ সত্যং  
কিমবশ্যমাত্মনেষু গৃহস্থপ্রমাদিষেব বস্তব্যমাহোষিদ্বেনেষু বা বস্তব্যমিত্যর্থঃ । অসম্ভাবঃ মম  
শ্রীদেবীভাগবতশ্রবণেনাহভবন্ত জাতন্ততন্তত্বেব পরিণীলন্যর্থং গৃহস্থপ্রমে বিক্ষেপবাহল্যাদ-

পবিত্রভাবে অগ্নিহোত্ৰাদি কর্তব্য কার্যের অহুষ্ঠান করত সম্ভট চিত্তে কাল হরণ করি-  
বেন ॥১৭॥ ক্রমে পুত্রপৌত্রাদি উৎপন্ন হইলে পর, ভাৰ্য্যাকে পুত্রহন্তে সমর্পণ করিয়া তপো-  
বলে কামক্ৰোধাদি ছয়টা দুর্দ্বর্ষ শত্রু জয় করিবার অন্ত অরণ্যে বাইরা বানপ্রস্থ ধর্মের আশ্রয়  
করিবেন ॥১৮॥ এইরূপে সেই ধর্মতত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণ কিয়ৎকাল বৈদ্যাল ধর্মে থাকিয়া যখন অত্যন্ত  
ক্লান্ত হইয়া পড়িবেন, এবং যখন দেখিবেন যে, নিজ অন্তরে বিমল বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে,  
তখন, সমস্ত অগ্নিকে আত্মাতে অরোপিত করিয়া চতুৰ্থাত্মম গ্রহণ করিবেন ॥ ১৯ ॥ কেননা,  
সংসার বিরক্ত পুরুষই বর্ষাৰ্ধ সন্ন্যাসের অধিকারী ; ইহার অন্তথা হইলে নিশ্চয়ই ভ্রষ্ট হইতে  
হয় । আমার হির বোধ আছে যে, ইহা ব্যতীত বেদের তথ্য উপদেশ অপর কিছুই নাই ॥২০॥  
শুকদেব ! বেদে গর্ভনিবেক প্রভৃতি আটচলিশটা সংস্কারের কথা উল্লেখ আছে ; তাহার মধ্যে  
মহাত্মা পূর্বাচার্য্যেরা এইরূপ বলিয়াছেন যে, চলিশটা গৃহস্থের আর শমদধ প্রভৃতি আট

জনক উবাচ ।

ইঞ্জিয়ানি বলিষ্ঠানি ন নিযুক্তানি মানদ ! ।

অপকস্য প্রকূর্বন্তি বিকারাঃ স্তাননেকশঃ ॥ ২৪ ॥

ভোজনেন্দ্ৰাঃ স্থখেচ্ছাঃ শয্যোচ্ছামান্জস্য চ ।

যতী ভূত্বা কথং কুর্যাদিকারে সমুপস্থিতে ॥ ২৫ ॥

বৈরাগ্যাতিশয়েন চিত্তং বনং গন্তুং শূকং ভবতি পিতৃস্ত মতং গৃহস্থাপ্রমে এব প্রথমতঃ পরিশীলনং কৃৎবা পশ্চাদ্ভাবনপ্রহাশ্রমে কৃৎবা পশ্চাৎ সন্তোঃ কৃৎবা বনং গন্তব্যমিতি তদ্বিপর্যয়-মহমভাগতোহস্মি ততস্তদ্বিগ্নং বদেতি । জনকস্ত ক্রমেণাশ্রমাদাশ্রমান্তরক্লেষে সহসেতি ব্যাস পক্ষমেবাহুতবোপপত্তিত্যাং স্থাপয়তি ॥ ২৩ ॥ ইঞ্জিয়াণীতি । বলিষ্ঠানীতি । অপকদশায়াঃ কোমলবৈরাগ্যেণ যদ্যপীঞ্জিয়জয়ো জাত ইতি প্রতিভাতি তথাপি ন তত্র বিশ্বাস আহেয়ঃ । কালান্তরে তন্ত্ৰৈব পুরুষস্ত বাসনাবশাদজ্ঞথাব্যবহারস্ত দৃষ্টমান্বাদিতি ভাবঃ ॥ ২৪ ॥ বিকারে সমুপস্থিতে ইতি । বাসনাবশাদিতি ভাবঃ । আনুজ্ঞস্ত চ পুত্রস্ত চেচ্ছামিতি শেষঃ ॥ ২৫ ॥

মোক্ষাভিলাষী যোগীদিগের পক্ষে । ফলত চিরকালাবধি এইরূপ শিষ্টপ্রথা আছে যে, ব্রাহ্মণ যথাবিধি এক একটা আশ্রমের কর্তব্য সমাধান করিয়া আশ্রমান্তর গ্রহণ করিবেন ॥ ২১—২২ ॥

শুকদেব এতক্ষণ পর্য্যন্ত স্থিরভাবে জনকের কথা শুনিয়া বলিলেন, মহারাজ ! যদি কাহারও জন্মজন্মান্তরীণ স্মৃতি বলে সহসা জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পন্ন বিমল বৈরাগ্যের উদয় হয়, তাহা হইলেও কি তাহাকে নিত্যস্ত কারাক্ষের ভায় গৃহস্থাপ্রমেই থাকিতে হইবে ? না, সে অরণ্যের আশ্রয় লইয়া বুদ্ধচিত্তায় নিরত হইবে ? ॥ ২৩ ॥

জনক কহিলেন, মহাশয় ! আপনি যখন শাস্ত্র বা গুরুজনের সম্মান রক্ষা করিয়া থাকেন, তখন, আপনাকে বুঝাইতে বিশেষ প্রয়াস পাইতে হইবে না ; এক্ষণে বাহা বলি অবধারণ করুন । দেখুন, যোগের অপক অবস্থায় কোমল বৈরাগ্য প্রভাবে ইঞ্জির সকল বশীকৃত হইয়াছে বলিয়া আপাতত বোধ হইতে থাকে বটে, কিন্তু, সেটা ভ্রান্তিমান । কেননা, এই দুর্দান্ত প্রমাথী ইঞ্জিরদিগকে সর্বতোভাবে পরাজিত করিতে শৃগময়ীমায়া-বদ্ধ জীব কদাচই সমর্থ হয় না ; অধিক কি, এই সমস্ত দুর্জয় ইঞ্জিয়গণ, সময়ে সময়ে উত্তেজিত হইয়া পুঞ্জ্যপাদ মহাত্মাদিগকেও প্রকৃতপণ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া ফেলে ; তখন, মুহু বৈরাগ্য অপক যোগীদিগের যে, নানা প্রকার চিত্ত বিকার জন্মাইবে, তাহাতে আর সংশয় কি ? ॥ ২৪ ॥ আরও দেখুন, বাসনাবেগবশত নানাবিধ মনোবিকার উপস্থিত হইলেও সন্ন্যাসী শ্রম গ্রহণ করিয়া আর কি প্রকারে ভোজন ইচ্ছা, শয়ন ইচ্ছা কি অন্য প্রকার সুখসন্তোগ বা পুত্র কামনা করিতে পারিবে ? কেননা, একবার সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, আর কোন বিব-য়েই কামনা করিতে নাই ; অথচ ইহার কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্তও নাই যে, তদ্বারা যতি পুনরায় নিষ্পাদ হইতে পারে ; অতরাং তাহাকে একেবারে চিরদিনের জন্ত অধঃপতিত হইতে হয় ; কিন্তু, গৃহস্থবীর এই সমস্ত মনোবিকার জন্মিলেও তাহাকে ভ্রষ্ট হইতে হয় না ; কারণ, দৈবাৎ কোন পাপকার্যে রত হইলেও তাহার পক্ষে প্রায়শ্চিত্তের বিধি আছে ॥ ২৫ ॥

দুর্জরং বাসনাজালং ন শাস্তিমুপয়াতি বৈ ।

অতন্তচ্ছমনার্থায় ক্রমেণ চ পরিত্যজেৎ ॥ ২৬ ॥

উর্দ্ধং সূপ্তং পতত্যেব ন শয়ানঃ পতত্যধঃ ।

পরিত্রজ্য পরিত্র্যকৌ ন মার্গং লভতে পুনঃ ॥ ২৭ ॥

যথা পিপীলিকা মূলাচ্ছাখ্যামধিরোহতি ।

শনৈঃ শনৈঃ কলং যাতি স্তথেন পদগামিনী ॥ ২৮ ॥

বিহঙ্গন্তরসা যাতি বিদ্রশঙ্কামুদস্য বৈ ।

শ্রাস্তো ভবতি বিশ্রম্য স্তথং যাতি পিপীলিকা ॥ ২৯ ॥

অত আশ্রমক্রম আহংসঃ পৰ্ববৈরাগ্যপৰ্য্যন্তমিত্যাহ দুর্জরমিতি ॥২৬॥ তদতিক্রমে দোষমাহ উর্দ্ধং সূপ্তং ইতি । নম্র কদাচিদিন্দ্রিয়প্রাবল্যাৎ সন্তোষস্তৈবংরীত্যা ব্রংশেপি পুনঃ প্রায়শ্চিত্তাদিনা শুদ্ধির্ভবিষ্যতি । যদি তু ব্রংশো ন স্যাস্তিহি কৃতার্থতৈবেতি চেত্তত্রাহ পরিত্র্যকৌতি । প্রায়শ্চিত্তাদ্যভাবাদিতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥ তস্যাং সন্ন্যাসে স্তর্য ন বিধেয়েত্যাহ যথা পিপীলিক্যেতি ॥ ২৮ ॥ বিহঙ্গ ইতি । বিদ্রশঙ্কামুদস্য বিহঙ্গো যাতি পরন্তু শ্রাস্তো ভবতি স্তর্য গম-

এই দুর্জর বাসনাজাল সহসা কিছুতেই প্রশমিত হয় না ; অতএব তাহার নিবৃত্তির জন্য বুদ্ধচর্যা, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ প্রভৃতি আশ্রম সকল অবলম্বন করিয়া ক্রমে সমস্ত বিষয়ই পরিত্যাগ করিতে হয় ; ফলকথা এই যে, এই সমস্ত আশ্রম দ্বারা বাসনা প্রশান্ত হইলে, পরিশেষে সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্বক নির্বিকল্প সমাধির আশ্রয়ে তথ্যমসি মহাবাক্যের স্থিরতা সম্পাদনের নিমিত্ত সবিশেষ যত্ন প্রায়গ হইতে হয় ॥ ২৬ ॥ দেখুন, উচ্চস্থলে শয়ন করিলে অবশ্যই পতনের শঙ্কা থাকিতে পারে, কিন্তু যে ব্যক্তি নিম্নস্থলে অর্থাৎ মুক্তিকার উপরি শয়ন করে, তাহার আর পতন ভয় কোথার ? এ পক্ষেও ঠিক সেইরূপ জানিবেন ; কেননা, গৃহস্থাত্মে কোন প্রকার পাপ সঞ্চিত হইলেও শত শত প্রায়শ্চিত্ত বিধি আছে ; কিন্তু, সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ভ্রষ্ট হইলে তাহার আর মুক্তি লাভের কোন উপায়ই নাই ; তাহার কারণ, সন্ন্যাস শেষ আশ্রম ! তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইলে কোন আশ্রমে যাইবে ? সুতরাং তাহাকে জন্মের মত একেবারে অধঃপাতেই যাইতে হয় ! ॥ ২৭ ॥ তাহার সাক্ষী যেমন, পিপীলিকা কোন বৃক্ষাদি আরোহণের সময় মূল হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে তাহার শাখাপ্রশাখা দিয়া শেষে শিখরদেশ পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়া থাকে । তাহার ক্রমাগত্রে গমন করে বলিয়া কোন প্রকার ক্লেশ ভোগ করে না ; বসন্ত পরম স্থখে গমন করিয়া অনায়াসেই নিজ অতীষ্ট বস্তু লাভ করে ; আর বোমচারী বিহঙ্গগণ উদ্দেশ্য স্থানে সম্বর পৌছিবার বাসনার বিষ শঙ্কা না করিয়া অত্যন্ত বেগে উড়টীন হয় বলিয়াই অবিলম্বে ক্লান্ত হইয়া পড়ে ; কিন্তু, পিপীলিকার বাইবার সময় মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম করিয়া ক্রমাগত্রে গমন করে বলিয়া তাহাদিগকে কিছুমাত্র কষ্টভোগ করিতে হয় না ॥ ২৮—২৯ ॥

মনস্ত প্রবলং কামমজ্জৈয়ম্ভূতাত্ত্বিঃ ।

অতঃ ক্রমেণ জেতব্যমাত্মানুক্রমেণ চ ॥ ৩০ ॥

গৃহস্থাত্মমসংস্রোহপি শাস্তঃ স্মৃতিরাঙ্গবান্ ।

ন চ হৃদয়ে চ তপেন্নাভালাভে সমো ভবেৎ ॥ ৩১ ॥

বিহিতং কৰ্ম কুৰ্ব্বাণস্ত্যজকিস্তাস্থিতঞ্চ যৎ ।

আত্মলাভেন সন্তু ক্তো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩২ ॥

পশ্চাহং রাজ্যসংস্রোহপি জীবন্তু ক্তো যথাহনঘ ! ।

বিচরামি যথাকামং ন মে কিঞ্চিৎপ্রজায়তে ॥ ৩৩ ॥

ভুঞ্জানো বিবিধান্ ভোগান্ কুৰ্ব্বন্ কার্যাণ্যনেকশঃ ।

ভবিষ্যামি যথাহং ত্বং তথা মুক্তো ভবাহনঘ ! ॥ ৩৪ ॥

নাং ॥২৯—৩০॥ নহু গৃহস্থাত্মমে বিক্ষেপবাহন্যমিতি চেত্তত্রাহ গৃহস্থাত্মমেতি । রাগদ্বৈরৌ বিষয়া উদাসীনৌ ভবেদিতার্থঃ ॥ ৩১—৩২ ॥ এবংবিধঃ কো মুক্ত ইতি চেত্তত্রাহ পশ্যাহমিতি ॥ ৩৩ ॥ ভুঞ্জান ইতি । যথাহমুদাসীনবদাসীনৌ রাগদ্বৈরাদিরহিতৌ ভগবতীশ্রীত্যাৰ্থঃ সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি কুৰ্ব্বন্ জীবন্তু ক্তঃ সন্ দেহান্তে মুক্তো বিদেহমুক্তো ভবিষ্যামি তথা স্মমপি সদাচারঃ কুৰ্ব্বন্তু ক্তো

শুকদেব ! ইহ সংসারে এই মনকেই প্রবল শত্রু বলিয়া জানিবেন ; সুতরাং দুৰ্ব্বল প্রকৃতি অজ্ঞ মানব ইহাকে কিছুতেই জয় করিতে সমর্থ হয় না ; সেই জ্ঞ গার্হস্থ্য প্রকৃতি এক একটা আশ্রমকে আশ্রয় করিয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত কামনার আকর স্বরূপ এই দুৰ্দান্ত মনকে জয় করিবার চেষ্টা করা কর্তব্য । গৃহস্থ আশ্রমে থাকিয়াও যদি সদ্বৃদ্ধি অবলম্বন পূৰ্ব্বক প্রশান্তভাবে মনকে জয় করিবার নিমিত্ত যত্ন পরায়ণ হয় ; এবং কোন অতীষ্ট লাভ হইলে, একেবারে আক্সাদে উন্নত আর বিফল মনোরথ হইলেই অমনি অহুতাপানলে দগ্ধ না হয় ; বস্ত্ত বুধা চিন্তা বিসৰ্জন দিয়া সৰ্ব্বদা অনাসক্ত রূপে বেদবিহিত কর্তব্য কার্যের অনুষ্ঠান পূৰ্ব্বক আত্মার স্বরূপ লাভে আনন্দসাগরে ভাসমান হইতে পারে তাহা হইলে তাদৃশ মহাত্মা মানব যে, নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ করিবে তাহাতে আর কোন সংশয় নাই ॥ ৩০—৩২ ॥ ( আমি বাহা বলিলাম তাহাতে কোন সংশয় করিবেন না ) এই দেখুন আমি বিশাল রাজ্য শাসনে নিযুক্ত থাকিয়াও জীবন্তু ক্ত ; কোন প্রকার দুঃখ দুঃখামিতে আমার কিছুমাত্র কোভ উপস্থিত হয় না ; আমি রাজ ভোগাদির কিছুতেই আসক্ত নহি ; বস্ত্ত সৰ্ব্বদা স্বাধীন তত্ত্বে থাকিয়া নিজ ইচ্ছামত বিচরণ করিয়া থাকি । আপনিও ব্রহ্ম-চর্যাদি দ্বারা সৰ্ব্বভোভাবে নিশাপ হইরাছেন ; অতএব, আমার দৃষ্টান্তানুসারে গৃহস্থাত্মমে প্রবিষ্ট হইরা জীবন্তু ক্ত রূপে কাল হরণ করিতে যত্নপরায়ণ হউন ॥ ৩৩ ॥ শুকপুত্র ! আপ-নার চিন্তা নির্মলতা প্রাপ্ত হইরাছে বলিয়াই আপনাকে এই সমস্ত গুঢ় তত্ত্ব বলিতেছি ; দেখুন, আমি জীবন্তু ক্ত হইরাও নানাপ্রকার বিষয় ভোগ করিতেছি এবং ফল কামনা না

কথ্যতে খলু বদ্ধশ্রুতদৃশ্যং বধ্যতে কৃতঃ ।  
 দৃশ্যানি পঞ্চভূতানি গুণান্তেষাং তথা পুনঃ ॥ ৩৫ ॥  
 আত্মা গম্যোহমুমানেন প্রত্যক্ষো ন কদাচন ।  
 ন কথং বধ্যতে ব্রহ্মস্মির্বিকারো নিরঞ্জনঃ ॥ ৩৬ ॥  
 মনস্ত্ব স্তম্ভস্থানাং মহতাং কারণং দ্বিজ ! ।  
 জাতে তু নির্মলে হৃদ্যিন্ সর্বং ভবতি নির্মলম্ ॥ ৩৭ ॥

ভবেত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥ জ্ঞানমুপদিশতি কথ্যত ইতি । যৎ খলু অড়ং অগৎ । অবিদ্যাদিকং দৃশ্যং কথ্যতে তেন দৃশ্বেন পরমার্থতোহদৃশ্যমায়তনং কৃতঃ কেন হেতুনা বধ্যোতন কেনাপীত্যর্থঃ । তৎসিদ্ধেরদৃশ্যধীনত্বাৎ । নহি দীপভাসুপ্রভয়া প্রকাশিতা ঘটাদয়ো দীপভানু প্রতিবল্লন্তি । তত্র দৃশ্যাদৃশ্যশকার্থমাহ দৃশ্যানীতি । ইদমুপলক্ষণমবিদ্যাদেঃ ॥ ৩৫ ॥ আত্মা তু অমুমানেন গম্যো জ্ঞেয়োহতএবাদৃশ্যো ন প্রত্যক্ষঃ সর্বসাক্ষিহাৎ । সাক্ষিপ্রকাশরূপাত্মা ইতি কলিতম্ । কিন্তু নির্বিকারো নিরঞ্জনশ্চ । ইদমুপলক্ষণমসম্বিদ্ধাদিধর্ম্মীগাম্ ॥ ৩৬ ॥ নহু তর্হি বন্ধঃ কেন হেতু-  
 নাহভূত ইতি চেতত্রাহ মনস্বিত্তি । অবিদ্যাজ্ঞাতান্তঃকরণাবচ্ছিন্নো জীবো মনোবৃত্তা স্বাবি-  
 দ্যায়া অকুটস্থমায়ানমজ্ঞাত্বা বুদ্ধাদ্যাদ্যাগেন বুদ্ধাদিনিষ্ঠধর্ম্মাংশ্চত্রিভায়েন কর্তৃত্বভোক্তৃত্ববন্ধত্ব-  
 মুক্তবাদীনাম্বজ্ঞতিদিশতি তেন চ স্তম্ভস্থানাং বুদ্ধিনিষ্ঠানাম্বজ্ঞারোপয়তি । তন্মায়ানএব  
 কারণং স্তম্ভস্থানাং নাজ্ঞদিত্তি ভাবঃ । জাতেদ্বিত্তি । কর্মোপাসনাদিভির্ভগবতীশ্রীত্যা-  
 মাচরিতৈঃ প্রবণমনননিদিধ্যাসনাদিভিচ্চাত্মাহুভবেনাবিদ্যানাশেন মনসি নির্মলেহবিদ্যা-  
 রহিতে জাতে সর্বং নির্মলমেব ভবতি নিঃশব্দমেব ভবতি । নতু পূর্ববদ্যোহাবৃত্তং ততশ্চ ন

ধাকিলেও কিয়ামুঠানে প্রবৃত্ত হইতেছি, অথচ পদ্মপত্রস্থ জলের স্থায় কিছুতেই লিপ্ত নহি ;  
 কলত সকল কার্যেই আমার উদাসীন বলিয়া জানিবেন ; অতএব আমার হির বোধ  
 আছে যে, এই দেহের অবসান হইলেই আমি বিদেহ মুক্তি লাভ করিব । সেইরূপ আপনিও  
 আমার স্থায় জীবমুক্ত হইয়া সদাচারের অমুষ্ঠান করুন । তাহা হইলে নিশ্চয়ই চরমে  
 পরম নির্লাপ মুক্তি লাভ করিতে পারিবেন ॥ ৩৪ ॥

শুকদেব ! বেদান্ত প্রকৃতি জ্ঞান শাস্ত্রে, যখন, অবিদ্যাজাত এই সমস্ত দৃশ্য অগৎ বস্তু  
 মাত্রকেই অড়ময় অবস্ত বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, তখন, অদৃশ্য চৈতন্য স্বরূপ সেই  
 প্রকৃত বস্তু আত্মতত্ত্ব, দৃশ্য অড় পদার্থ দ্বারা কিরূপে বদ্ধ হইবেন ? দেখুন, যেমন পৃথিবী  
 প্রকৃতি স্থলভূত সকল দৃশ্য পদার্থ হইলেও ইহাদিগের অদৃশ্য গন্ধাদি গুণ সকলকে একমাত্র  
 অমুমান দ্বারা সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়, সেইরূপ অদৃশ্য চৈতন্য স্বরূপ আত্মাকেও কেবল  
 অমুমান দ্বারাই জানিতে পারা যায় ; কেননা, তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গের অতীত ; স্তম্ভরাং  
 কিছুতেই এই চক্ষুশ্রবণ গোচরীভূত কইবার নহেন । ইহাই যদি হির সিদ্ধান্ত হইল ;  
 তাহা হইলে, একেবারে স্বয়ং বিচার করিয়া দেখুন দেখি যে, সেই নির্বিকার নিরঞ্জন আত্মা,  
 দৃশ্য এই অড়ময় ভৌতিক অগৎ পদার্থ দ্বারা বদ্ধ হইতে পারেন কি না ? গুরুগুহ !  
 আপনি বুদ্ধানিষ্ঠা প্রভাবে দ্বিজ কুলেরও অগ্রগণ্য হইয়াছেন ! স্তম্ভরাং আপনাকে অধিক

ভ্রমন্ সৰ্ব্বেষু তীৰ্থেষু স্নানানি পুনাঃ পুনাঃ ।  
 নির্মলং ন মনো যাবতারণং সৰ্বং নিরর্থকম্ ॥ ৩৮ ॥  
 ন দেহো ন চ জীবাত্মা নেতি যোগি পরস্তপ ।।  
 মনএব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্শয়োঃ ॥ ৩৯ ॥  
 শুক্লো মুক্তঃ সৰ্বদেবাত্মা ন বৈ বধ্যত কৰ্হিচিৎ ।  
 বন্ধমোক্শৌ মনঃসংহৌ তস্মিন্ শাস্তে প্রশাম্যতি ॥ ৪০ ॥  
 শত্রুশ্মিত্রৈয়ুদাসীনো ভেদাঃ সৰ্ব্বে মনোগতাঃ ।  
 একাত্মত্বে কথং ভেদঃ সম্ভবে বৈতদৰ্শনাৎ ॥ ৪১ ॥

দুঃখাদিকমুভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥ হে শুকদেব রহস্তং সৰ্বপ্রাণিভিরবশ্যমাশ্রিতব্যং ইদমনাশ্রিত্য  
 সৰ্বং কৃতমপ্যকৃতমেব ভবতীত্যাহ, ভ্রমসিতি ॥ ৩৮ ॥ ন দেহেতি । হে পরস্তপ ! জিত-  
 কামাদিরিপূৰ্ণবর্ণ ! মনুষ্যাণাং বন্ধমোক্শয়োঃ কারণং মনএব অস্তে দেহাদয়ো নেতি  
 বিদ্বীতিশেষঃ ॥ ৩৯ ॥ মনএবকারণমিতি বহুভুং তদেব ক্ষুটয়রাহ শুক্লো মুক্ত ইতি । শুক্লঃ  
 নির্মলঃ সৰ্বোপাধিবর্জিতো বা অতএব নিত্যমুক্তস্বরূপ আত্মা কদাচিৎ কেনাপি ন বধ্যত ।  
 বন্ধমোক্শৌ তু মনঃসংহৌ রজস্তমোবৃত্তিরাশিভ্রুতিং মনএবাশ্রিত্য স্থিতিবিত্যর্থঃ । নিতরাং  
 তস্মিন্ মনসি শাস্তে অবিদ্যোপাধিজন্মমনিত্যাশোকমোহমুখদুঃখাদিকং সৰ্বং প্রশাম্যতী-  
 ত্যবয়বঃ ॥ ৪০ ॥ বৈতদৰ্শনাৎ । বৈতদৰ্শনং বিহারৈকাত্মত্বে লক্কে কথং ভেদঃ সম্ভবেৎ ন

বলা মূঢ়তা মাত্র । আপনি ইহা স্থির জানিবেন যে, এই মনই একমাত্র সমস্ত সুখ দুঃখের  
 কারণ ; ইনি নির্মল হইলেই বিশ্ব সংসার সমস্তই বিমল আত্মরূপে প্রতিভাত হইতে  
 থাকে ॥ ৩৫—৩৭ ॥

শুকদেব ! যদি কোন ব্যক্তি এই পৃথিবী মধ্যে কাশী, কাঞ্চী, অবন্তিকা, মথুরা, দ্বার-  
 বতী ও পুরুর পুরুষোত্তম প্রভৃতি সমস্ত তীর্থ পর্যটন পূৰ্বক সৰ্বত্রই বারংবার স্নানাদি  
 ক্রিয়ার অহুষ্ঠান করিয়া বেড়ায়, তথাপি যত দিন না তাহার চিত্তক্ষেত্র নির্মল হইবে, তত  
 দিন তাহার সেই তীর্থ ভ্রমণ বা স্নানদানাদি সমস্তই নিরর্থক জানিবেন ; ( বস্ত্ত সে সমস্তই  
 ভয়ে ঘৃতাভতির দ্বার কোন কার্য্যকরই হইবে না ) ॥ ৩৮ ॥ গুরুপুত্র ! আপনি জিতেন্দ্রিয় ও  
 সৰ্বজ্ঞপুরুষ ; ( সুতরাং এ জগতের কোন বিষয়ই আপনার জানিতে অবশিষ্ট নাই ; তথাপি  
 আর্মি কেবল সংশর নিরাসের নিমিত্ত বাহা বলিতেছি তাহা স্থিরচিত্তে অবধারণ করিবেন । )  
 মনুষ্যদিগের বন্ধ বা মোক্ষের প্রতি একমাত্র মনকেই কারণ বলিয়া নির্ধারণ করিবেন ;  
 দেহ কি ইঞ্জিরবর্ণ অথবা জীবাত্মা ইহাদের মধ্যে কেহই কারণ নহে । কেননা, আত্মা নির-  
 ত্তরই নির্মলস্বভাব এবং নিত্য মুক্তস্বরূপ ; সুতরাং ইহাকে কেহই কখন বন্ধ করিতে  
 সমর্থ হয় না ; বন্ধ বা মোক্ষ এই দুইটী পদার্থ একমাত্র মনকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থান  
 করে ; অতএব মন প্রশান্ত হইলে, আপনা হইতে সকলেই প্রশান্ত হইয়া পড়ে ॥ ৩৯—৪০ ॥  
 শত্রু কি মিত্র বা উদাসীন প্রভৃতি ভেদজ্ঞান, কেবল মনের ধর্ম জানিবেন ; সমস্ত



জীবো ব্রহ্ম সন্নিবাহঃ নাত্ত কার্য্যা বিচারণা ।

ভেদবুদ্ধিস্ত-সংসারে বর্তমানা প্রবর্ততে ॥ ৪২ ॥

অবিদ্যেয়ং মহাভাগ । বিদ্যা চ তন্নিবর্তনম্ ।

বিদ্যাবিদ্যে চ বিজ্ঞেয়ে সৰ্বদৈব বিচক্ষণৈঃ ॥ ৪৩ ॥

বিনাতপং হি ছায়ায়া জ্ঞায়তে চ কথং স্মৃথম্ ।

অবিদ্যায়া বিনা তদ্বৎ কথং বিদ্যাঞ্চ বেত্তি বৈ ॥ ৪৪ ॥

গুণা গুণেষু বর্তন্তে তূতানি চ তথৈব চ ।

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু কো দোষস্তত্র চাস্ত্রনঃ ॥ ৪৫ ॥

কথমপীত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥ সংসারে বর্তমানা অবিদ্যাবজ্জায়াঃ বর্তমানা ভেদবুদ্ধিঃ জীববুদ্ধিভেদ-  
বুদ্ধিঃ প্রবর্ততে উৎপদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥ কস্মাচ্ছৎপদ্যত ইতি চেত্তদ্রাহ । অবিদ্যেয়মিতি ।  
অবিদ্যাকারণমন্ত ইত্যর্থঃ । তন্নিবর্তকং তন্নাশকং বিদ্যা চ বিদ্যেয় ব্রহ্মবিষয়িণী নির্দিকল্পক-  
বৃত্তিরেব নাত্ত্বং । অতো বিচক্ষণৈস্ত এববিদ্যাবিদ্যে জ্ঞাতব্যে পুরুষার্থহেতুত্বাৎ ॥ ৪৩ ॥ নন-  
বিদ্যানাশেপি বিদ্যায়াঃ সৰ্বাঙ্গৈস্তং তদ্বৎস্বমেবেতি কথং ভবতাহৈতৎ প্রতিপাদ্যতে চেত-  
দ্রাহ বিনাতপমিতি । ছায়ায়াঃ স্মৃথমাতপং বিনা কথং জ্ঞায়তে তথাহবিদ্যায়া বিনা কথং  
বিদ্যাং বেত্তি ন কথমপীত্যর্থঃ । অয়ন্তাবঃ । অবিদ্যাকার্য্যমেব বিদ্যা তয়া চ বিদ্যায়াহবিদ্যানাশে  
সতি কতকরজ্ঞোস্তায়েনাবিদ্যাসহিতা স্বয়মপি বিদ্যা নশ্রুতি ততশ্চ ন বৈতাপত্তিরিতি ॥ ৪৪ ॥

বৈতভাবে তিরোহিত হইয়া যদি মনে একবার একাক্ষরূপ অবৈত দৃষ্টির উদয় হয়, তাহা  
হইলে আর ভেদ বুদ্ধির সম্ভাবনা কি ? অজ্ঞ মানব যে, কেবল সংসার পাশে বদ্ধ থাকিয়াই  
তিনি ব্রহ্ম আর আমি জীব, এইরূপ জড়পিণ্ড দেহে আমিত্বের আরোপ করিয়া সৰ্বদা ভেদ  
বুদ্ধি করিতে থাকে ইহাতে আর কোন সংশয় নাই । গুরুপুত্র ! আপনি নিজ মহীয়সী  
প্রজ্ঞাধারা বিচার করিয়া দেখিলে বিলক্ষণ বুদ্ধিতে পারিবেন যে শাস্ত্রে ইহাই অবিদ্যা নামে  
নির্দিষ্ট হইয়াছে ; ফলত মহুযোগ্য বাবৎ কাল এই সংসারবাণ্ডরা-বিস্তারিণী অবিদ্যার  
দাস হইয়া থাকে, ততদিন তাহাদিগের অন্তর্নাড় হইতে এই ভেদবুদ্ধি বিহীন কোন  
প্রকারেই অন্তর্ভূত হয় না । পরন্তু, একমাত্র ব্রহ্মবিদ্যাকেই তাহার বিধ্বংসকারিণী  
বলিয়া জানিবেন । বস্ত্ত ব্রহ্মবিদ্যার উদয় মাত্রেই যে, অমনি অচির কাল মধ্যে সেই ভেদ  
বুদ্ধিপ্রকাশিনী কামকর্ষবাসনাময়ী অবিদ্যা সদলবলে পলায়ন, পরায়ণ হইয়, তাহাতে  
আর সংশয় নাই ; অতএব, প্রজ্ঞাবান্ বোণীর বিদ্যা এবং অবিদ্যা এ উভয়কেই জানা  
কর্তব্য ॥ ৪১—৪৩ ॥ কেননা, ছায়াতে যে, কি স্মৃথ তাহা যৌক্ত ভোগ না করিলে কিছুতেই  
অস্মৃতব হইতে পারেনা ; সেইরূপ অবিদ্যাসম্বৃত্ত অশেষ ক্লেশরাশি ভোগ না করিলে  
ব্রহ্মবিদ্যা স্মৃথ কখনই বোধ হইতে পারে না ॥ ৪৪ ॥ যেমন, সর্বাঙ্গিগুণসকল গুণরূপ  
দ্রব্যে এবং আকাশাদি মহাত্ততমস্ত ভৌতিক দেহ প্রকৃতিতে স্বাক্ষরিত একটি হইয়া  
থাকে, সেইরূপ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ যদি রূপাদি বস্তু বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, তাহাতে নিরন্তর

মর্যাদা সর্বরক্ষার্থং কৃত্য বেদেষু সর্বশঃ ।

অন্যথা ধর্মনাশঃ স্যাৎ সৌগতানামিবানঘ ! ॥ ৪৬ ॥

ধর্মনাশে বিনষ্টঃ স্যাদ্বর্ণাচারোহতিবর্ত্তিতঃ ।

অতো বেদপ্রদিক্টেন মার্গেণ গচ্ছতাং শুভম্ ॥ ৪৭ ॥

শ্রীশুক উবাচ ।

সন্দেহো বর্ত্ততে রাজন্ ! ন নিবর্ত্ততি মে কচিৎ ।

ভবতা কথিতং যন্তচ্ছৃণ্বতো মে নরাধিপ ! ॥ ৪৮ ॥

বেদধর্মেষু হিংসা স্যাদধর্মবহুলা হি সা ।

কথং মুক্তিপ্রদো ধর্মো বেদোক্তো বত ভূপতে ! ॥ ৪৯ ॥

জ্ঞানমুপসংহরতি । গুণাণুগেধিতি । 'কো দোষ ইতি । অসঙ্গতাদিত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥ যদ্যপ্যেবং বর্ত্ততে তথাপি মহত্ত্বলোকসংগ্রহার্থং বেদমর্যাদাবশ্যং পালনীয়ত্যাভিপ্রায়েণাহ মর্যাদেতি ॥ ৪৬ ॥ (ধর্মনাশ ইতি । ধর্মস্ত নাশে সতি উৎপথগতো বর্ণাচারঃ বিনষ্টঃ স্তাৎ । অতএব বেদোপদিষ্টমার্গেণ গচ্ছতাং জনানাং শুভং ভবেৎ যে হি বেদবিহিতধর্মমাপ্রিতোহ বিচরন্তি হেবামবশ্যং মঙ্গলং জ্ঞাদেবেত্যর্থঃ ॥ ৪৬—৪৭ ॥

সন্দেহ ইতি । রাজন্ ! ভবতা যৎ কথিতং তচ্ছৃণ্বতো মম সন্দেহঃ কচিৎ কথমপি ন নিবর্ত্ততে কিন্তু বর্ত্ততে ক্রমশ উৎপদ্যতে এবৈতি ভাবঃ । নিবর্ত্ততীতি পরম্পদমার্ষম্ ॥ ৪৮ ॥

নির্ণয় স্বভাব সর্বসঙ্গবিরহিত নিরঞ্জনস্বরূপ আত্মার দোষ হইবে কেন ? গুরুপুত্র ! আপনি নিজ বিমলমতি প্রভাবে সনস্তই বৃথিতে পারেন, অতএব, আপনাকে অধিক আর কি বলিব ; ইহ সংসারে তত্ত্বজ্ঞপুরুষেরা বিধি নিষেধের দাস নহেন বটে, সুতরাং তাঁহাদের কস্তব্যাকর্তব্য ও কিছু নাই ; তথাপি তাঁহারা শুদ্ধ লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান পূর্বক বেদের মর্যাদা রক্ষা করিয়া থাকেন ; জ্ঞানী পুরুষেরা যদি নিজে কর্ম্মমুঠারী না করেন, তাহা হইলে, অজ্ঞ বিমূঢ় মানব তাঁহাদের দৃষ্টান্তানুসারে চলিতে গিয়া একেবারে সদাচার ভ্রষ্ট হইয়া শেষে বেদমার্গ পরিত্যাগী দেহান্ধবাদী চার্বাকদিগের মত সর্বতোভাবে উৎপথগামী হইয়া পড়ে ; সুতরাং তখন ধর্ম ও মানব সমাজ হইতে আস্তে আস্তে অন্তর্ধান করেন ॥ ৪৫—৪৬ ॥ ধর্ম নাশ হইলে, সেই সমস্ত উচ্ছৃঙ্খল লোকের বর্ণাচারাদিও উৎসন্ন হইয়া যায় ; অতএব, মঙ্গলাকাজী পুরুষের সর্বদা বেদপ্রদিক্ট পথে গমন করাই বিধেয় ॥ ৪৭ ॥

রাজর্ষি তনকের মুখে বেদাভিমত উপদেশ সকল শ্রবণ করিয়া শुकদেব বলিলেন, মহারাজ ! আপনার নিকট বেদোক্ত উপদেশ সকল শুনিয়া আমার মনোগত সন্দেহের অপনয়ন হওয়া দূরে থাকুক, ক্রমশ তাহার বুদ্ধিই হইতেছে ॥ ৪৮ ॥ বৈদিক ধর্ম যখন, অধর্ম ভূষিষ্ট ভূষি ভূষি পশু হিংসার আদেশ রহিয়াছে, তখন, তাদৃশ হিংসামূলক বেদোক্ত ধর্ম যে, কিরূপে শুক্তিদানে সমর্থ হয়, তাহা আমার বুদ্ধিতে ধারণা হইতেছে না ॥ ৪৯ ॥

প্রত্যক্ষেণ স্নানাচারঃ সোমপানং নরাধিপ ! ।  
 পশূনাং হিংসনং তদ্বস্ত্রক্ষণং স্বামিবস্যা চ ॥ ৫০ ॥  
 সৌত্রামর্গো তথা প্রোক্তঃ প্রত্যক্ষেণ সুরাগ্রহঃ ।  
 দ্যুতক্রীড়া তথা প্রোক্তা ব্রতানি বিবিধানি চ ॥ ৫১ ॥  
 ঐয়তে স্ম পুরা হ্যাসীচ্ছশবিন্দুর্নপোভমঃ ।  
 যজ্ঞা ধর্মপরো নিত্যং বদাত্তঃ সত্যসাগরঃ ॥ ৫২ ॥  
 গোপ্তা চ ধর্মসেতুনাং শাস্তা চোৎপথগামিনাম্ ।  
 যজ্ঞাশ্চ বিহিতান্তেন বহবো ভূরিদক্ষিণাঃ ॥ ৫৩ ॥  
 চর্মণাং পর্বতো জাতো বিক্ষ্যাচলসমঃ পুনঃ ।  
 মেঘানুপ্রাবনাঙ্জাতা নদী চর্মণতী শুভা ॥ ৫৪ ॥

সন্ধেহমেবাহ বেদধর্মোষিত ॥৫০—৫০॥ ব্রতানীতি । ব্রহ্মচারিপুংস্চল্যোদ্যৈধুনাদীনী ॥ ৫১ ॥  
 (ঐয়তে স্মেতি) পুরা পূর্বাশ্বিন্ কালে সূর্য্যবংশঃ শশবিন্দুরিতি নাম্না নৃপোত্তমঃ রাজরাজেশ্বর  
 আসীৎ নতু কেবলং সম্রাট্ পরং স ধর্মপরঃ । অতএব যজ্ঞা নিত্যং বদাত্ততাদিনানাশুগসম্পন্ন  
 আসীদিতি ঐয়তে স্ম লোকপরম্পরয়া ঐতমিতি ময়েতি শেষঃ ॥ ৫২ ॥ গোপ্তেতি । স সম্রাট্  
 শশবিন্দুধর্মসেতুনাং গোপ্তা রক্ষিতা উৎপথগামিনাং উচ্ছ্রালবর্তিনাং শাস্তা আসীৎ তেন চ  
 রাজ্ঞা ভূরিদক্ষিণা বহবো যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ ভূর্য্যঃ প্রচুরাঃ দক্ষিণা যেষু তাদৃশা যজ্ঞা ইত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥  
 কিমু বক্তব্যং তন্ত যজ্ঞানুষ্ঠানকথোক্তৈকমুতিকতায়ৈনং হিংসাভূয়িষ্ঠযজ্ঞাদীনী বেদোক্তকর্ম্মণীতি  
 প্রদর্শয়ত্বাহ চর্মণামিতি । তন্ত রাজ্ঞঃ শশবিন্দোন্তেষু তেষু যজ্ঞেষু নিহতা যো পশবন্তেবাং স্তৃপী-  
 ক্ততৈশ্চক্ষৌচ্ছ্রৈবৈবিক্যগিরিসদৃশচর্মণপর্বতো জাত ইত্যমরঃ । কালে মেঘানুপ্রাবনাং বৃষ্টিবারি  
 প্রাবনাদিত্যর্থঃ । তৈশ্চর্মণৈরানিশিতিশর্মণতী নাম নদী জাতা অজায়ত । শুভা দেবথাবৎ

বিশেষত যে ধর্ম প্রত্যক্ষ অনাচার রূপ সোমরস পান, নানা পশু হিংসা ও আমিষ ভক্ষণের  
 বিধি আছে, আবার সৌত্রামর্গি যাগেতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সুরা গ্রহণের উল্লেখ রহিয়াছে ; ইহা  
 ব্যতীত অপরাপর নানাবিধ ব্রতের কথাও আছে । এমন কি বেদে দ্যুতক্রীড়া পর্য্যন্তেরও  
 বিধি দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৫০—৫১ ॥ এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, পূর্বে শশবিন্দু নামে এক  
 জন সূর্য্যবংশীয় সম্রাট ছিলেন, সেই ধর্মনিষ্ঠ সম্রাট শশবিন্দু সত্য সত্য ব্রত হইয়া দেবদিগর  
 অর্চনা করিতেন । তাঁহার বদান্ততা শুনে রাজ্যাহ প্রজা পুঞ্জ কখন দারিদ্র্যক্লেশ অনুভব করে  
 নাই । তিনি প্রজাবর্গের ধর্মসেতুরূপ করিবার জন্য সর্বদাই লোক মর্যাদা অতিক্রমকারী  
 দুরাশ্রাদিগকে যথানিয়মে শাসন করিতেন । ইহা ভিন্ন তিনি প্রভূত দক্ষিণা সহকারে গোমেষ  
 প্রভৃতি শত শত বেদোক্ত যজ্ঞ সকলেরও অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ॥ ৫২—৫৩ ॥ তাঁহার সেই  
 সকল যজ্ঞ উপলক্ষে এত গো হত্যা হইয়াছিল যে, গোচর্ম্ম ভূপাকারে অভূত হইয়া বিক্ষাগিরির  
 জায় একটা চর্ম্মর পর্বত হইয়া পড়ে । পরে সেই সমস্ত চর্ম্ম ক্লেদরাশি কালক্রমে বর্ষা-  
 বারির সহিত সংমিলিত হওয়ায় চর্ম্মণতী নামে একটা প্রকাণ্ড নদী জন্মিয়া যায় ॥ ৫৪ ॥

\* . সোহপি রাজা দিবং যাতঃ কীর্তিরস্যাচলা ভুবি ।  
 এবং ধর্মেষু বেদেষু ন মে বুদ্ধিঃ প্রবর্ততে ॥ ৫৫ ॥  
 স্ত্রীসঙ্গে সদা ভোগে সুখমাপ্নোতি মানবঃ ।  
 অলাভে দুঃখমত্যন্তং জীবমুক্তঃ কথন্তবেৎ ॥ ৫৬ ॥  
 জনক উবাচ ।

হিংসা যজ্ঞেষু প্রত্যক্ষা সাহিংসা পরিকীর্তিতা ।  
 উপাধিযোগতো হিংসা নান্যথেনি বিনির্গয়ঃ ॥ ৫৭ ॥  
 যথা চেক্ষনসংযোগাদয়ো ধূমঃ প্রবর্ততে ।  
 তদ্বিযোগান্তথা তস্মিমিধুমন্তং বিভাতি বৈ ॥ ৫৮ ॥  
 অহিংসা চ তথা বিদ্ধি বেদোক্তাং মুনিসত্তম ! ।  
 রাগিণাং সাহপি হিংসৈব নিস্পৃহাণাং ন সা মতা ॥ ৫৯ ॥

বহুযোজনব্যাপিনীতি ভাবঃ । সুদৃশ্য পবিত্রা বা ॥ ৫৪ ॥ ) ন মে বুদ্ধিঃ প্রবর্ততে । স্বর্গাদ্য-  
 নিত্যফলকত্বাবেদোক্তকর্মণ ইতি ভাবঃ ॥ ৫৫ ॥ কিঞ্চ স্বা জীবমুক্ততোক্তা তত্রাপি সন্দেহো-  
 ক্তীতাহ স্ত্রীসঙ্গেনেতি ॥ ৫৬ ॥

সাহিংসেতি । অহিংসেতিচ্ছেদঃ । অহিংসন্ সর্বভূতান্নত্ৰ তীর্থেভ্য ইতি শ্রুতেঃ ।  
 উপাধিযোগত ইতি । রাগরূপোপাধিনা কৃতা তু হিংসৈব ভবতি ॥ ৫৭—৫৮ ॥ অহিংসা-  
 ক্ষেতি । আর্দ্রেক্রনোপাধিনা বহুঃ সমুৎপন্নং অন্তথা নিধুমন্তং তথা রাগাত্ম্যোপাধিনা পশ্যালন্তস্ত

মহারাজ ! যিনি প্রজাপালক রাজা হইয়াও একমাত্র বেদের দোহাই দিয়া ঘোরতর নৃশংসের  
 ছায় লক্ষ লক্ষ প্রাণীর প্রাণ সংহার করিলেন । তিনিও ইহলোকে অচলা কীর্তি স্থাপন করিয়া  
 অবলীলাক্রমে স্বর্গধামে যাত্রা করিলেন । কি আশ্চর্য্য ! যাহাই হউক, কিন্তু, অরূপ অদ্বুত  
 বৈদিক ধর্মে আমার বুদ্ধি প্রবৃত্ত হইতে চাহে না ॥ ৫৫ ॥ আরও এক কথা এই যে, যে  
 ব্যক্তি রমণী বা অপরাপর বিষয়-সম্বন্ধে বিলক্ষণ সুখানুভব করে, আর তাহা না পাইলেই  
 অত্যন্ত কষ্ট বোধ করে, তাদৃশ মানবও যদি জীবমুক্ত, তবে বন্ধ কে ? ॥ ৫৬ ॥

জনক বলিলেন, গুরুপুত্র ! যজ্ঞস্থলে যে পশু হিংসা হয়, পূর্বাচার্যাগণ তাহাকে অহিংসা  
 বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন । কেননা, বেদ বিধি ভিন্ন রাগেষুদি বশত যে সকল পশু হত্যা  
 হয়, তাহাই হিংসা ; ইহাই বেদাদি শাস্ত্রের স্থির সিদ্ধান্ত জানিবেন ॥ ৫৭ ॥ অগ্নি স্বভাবত  
 তেজোময় হইলেও কেবল কাষ্ঠের আদ্রতা নিবন্ধন রাশি রাশি ধূম উৎগিরণ করিয়া থাকেন,  
 আর কাষ্ঠাদির অভাবে ধূমাদির লেশমাত্রও দৃষ্ট হয় না বস্তুত কারণ অবস্থায় অগ্নি আপনার  
 নিজ স্বরূপেই অবস্থান করেন এ পক্ষেও ঠিক সেইরূপ, অর্থাৎ রাগেষু বিরহিত হইয়া  
 শাস্ত্রবিধি অনুসারে পশুচ্ছেদ করিলে, তাহা হিংসা মধ্যে গণ্য হইতে পারে না ; বস্তুত  
 তাহা অহিংসা বলিয়াই জানিবেন । সংসারাসক্ত রাগেষু ব্যাকুলচিত্ত মানব-সদৃশে যাহা

অরাগেণ চ যৎ কৰ্ম তথাহহঙ্কারবর্জিতম্ ।

অকৃতং বেদবিদ্যাংসঃ প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ৬০ ॥

গৃহস্থানাং তু হিংসৈব বা যজ্ঞে দ্বিজসত্তম ! ।

অরাগেণ চ যৎ কৰ্ম তথাহহঙ্কারবর্জিতম্ ।

সা হিংসৈব মহাভাগ ! মুমুক্শুণাং জিতাশ্বনাম্ ॥ ৬১ ॥\*

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে

শুকজনকয়োগপঞ্চবিচারো নামাষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

হিংসাক্রমত্যাং হিংসাত্যাভাব ইতি ॥ ৫৯ ॥ রাগাদিরহিতকর্মণঃ ক্ষেত্রপ্রসাদরহিতকলাভাবাৎ  
কৃতমপি কর্মাকৃতমেব ভবতি পুনঃ কৃতন্তু হিংসাদিদোষদৃষ্টমিত্যাহ অরাগেণ চেতি ॥ ৬০ ॥  
গৃহস্থানাং স্থিতি । রাগিণামিত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকেপ্রথমস্কন্ধেঅষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

হিংসা নামে প্রসিদ্ধ, আবার সেই সকল পক্ষেরই যদি দেহাভিমান বর্জিত ফলকামনা শূন্য  
মহাত্মারা অগুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে, উহাই অহিংসা বলিয়া পরিগণিত হয় ॥ ৫৮—৫৯ ॥  
বেদতত্ত্বজ্ঞ পুরুষের আচরিত কর্মে অহঙ্কার বা বাগ্ধেব কিছুই নাই। এই জ্ঞান মনীষি  
পূর্নচার্য্যগণ তাঁহাদিগের কর্মকে অকর্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ফলকথা এই যে,  
যে কর্মে সংসার বন্ধন হয় না, তাহা কর্মমধ্যে পরিগণিত নহে ॥ ৬০ ॥ শুকদেব! আপনি  
একে ত উৎকৃষ্ট দ্বিজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে আবার অধ্যায় চিন্তায় নিরত  
হইয়া মুনিগণেরও অগ্রণী হইয়াছেন; স্ততরাং আপনার বুদ্ধি যে স্থান তত্বানুসন্ধাদিনী  
হইবে, ইহাতে আর সংশয় কি? এক্ষণে আমি বাহা বলিতেছি বিচার করিয়া দেখুন সত্য  
কি না। কললোলুপ সংসারাসক্ত গৃহস্থেরা রাগদ্বেষেব বশীভূত হইয়া বজ্রাদিতে প্রবৃত্ত হয়  
বলিয়াই তাহা হিংসা নামে প্রসিদ্ধ; কিন্তু, মুমুক্শুদিগের অহঙ্কার বা রাগদ্বেষ এ সমস্তেরই  
অভাব স্ততরাং সেই সকল কর্মই আবার ইহাদের সম্বন্ধে অহিংসা; অর্থাৎ দেহাভিমান-  
বর্জিত নিষ্কাম জিতেন্দ্রিয় যোগীকে পণ্ডিত্যাদিজন্ত অপরাধ স্পর্শ করিতে পারে না ॥ ৬১ ॥

অষ্টাদশসহস্র শ্লোকোক্ত মহাপুরাণ দেবীভাগবতের প্রথমস্কন্ধে

শুকদেবের প্রতি জনকের তত্ত্বোপদেশ প্রদান বিষয়ক .

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## উনবিংশোঃধ্যায়ঃ ।

শ্রীশুক উবাচ ।

সন্দেহোহয়ং মহারাজ ! বর্ততে হৃদয়ে মম ।  
 মায়ামধ্যে বর্তমানঃ স কথং নিস্পৃহো ভবেৎ ॥ ১ ॥  
 শাস্ত্রজ্ঞানঞ্চ সংপ্রাপ্য নিত্যানিত্যবিচারণম্ ।  
 ত্যজতে ন মনো মোহং স কথং মুচ্যতে নরঃ ॥ ২ ॥  
 অন্তর্গতং তমশ্ছেতুং শাস্ত্রান্‌বোধো হি ন ক্রমঃ ।  
 যথা ন নশ্শ্রুতি তন্নঃ কৃতয়া দীপবার্তয়া ॥ ৩ ॥  
 অদ্রোহঃ সর্বভূতেষু কর্তব্যঃ সর্বদা বুধৈঃ ।  
 স কথং রাজশার্দূল ! গৃহস্থস্ত ভবেত্তথা ॥ ৪ ॥

অর্দ্ধাধিকাষ্টপকাশ্ছে কৈর্জনকবাক্যতঃ ।

শাস্ত্রস্ত শুকদেবস্ত বিবাহাদিকমুচ্যতে ॥

পূর্বাধ্যায়ৈ নিস্পৃহস্তারাগিণৌ দেবেশ্বরপ্রীত্যর্থং ক্রিয়মাণে বৈদিকে কন্দর্পি হিংসা ন  
 ভবতীত্যুক্তং তত্র নিস্পৃহত্বমেবাক্ষিপতি সন্দেহোহয়মিতি । নহি জলমধ্যে বিদ্যমানো জলেনা-  
 সম্বন্ধো ভবতি । এবং মায়ায়াম্ বিদ্যমানো মায়াক্ষণৈঃ কথমসম্বন্ধঃ স্তাদিতি ভাবঃ ॥ ১ ॥ নহু  
 বেদান্তশাস্ত্রশ্রবণজন্তবোধেন বিবেকো জাগরুকএবেতি নিস্পৃহতা স্তাদিতি চেত্তদ্রাহ শাস্ত্র-  
 জ্ঞানঞ্জেতি । জ্ঞানং সম্প্রাপ্য যাবদ্যোগাদিকং ন সাধিতং তাবদ্যনো মোহস্ত্যজতে । আত্মনে-  
 পদমার্ষম্ । শাস্ত্রজন্তবোধস্ত পরোক্ষস্তাদিত্যভিমানঃ । তথাচ কেবলশাস্ত্রজন্তবোধেন ন  
 কথঞ্চিনিস্পৃহতা সম্ভবতি । ততশ্চ সংসারে বিদ্যমানো নরঃ কথং মুচ্যতে ন কথমপীত্যর্থঃ ।  
 তন্ময়ং সংসারং বিহায় যোগাদিনিষ্ঠো ভবেদিত্যেব সিদ্ধান্ত ইতি তাৎপর্যম্ ॥ ২ ॥ অন্তর্গত-  
 মিতি । অবিদ্যারূপমন্তর্গতং তমো ন শাস্ত্রজন্তপরোক্ষজ্ঞানেন নশ্রুতি । কিন্তু যোগজন্ত-

শুক কহিলেন । স্বাক্ষর্যে ! আমার হৃদয়ে এইরূপ গুরুতর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে যে,  
 জীব নিঃস্বস্ত মায়াময় সৎসার মধ্যে বাস করিয়াও মায়াজাল-জড়িত বিষয় হইতে কিরূপে  
 নিস্পৃহ হইবে ? ॥ ১ ॥ যখন যোগাদির অভ্যাস ব্যতিরেকে কেবল শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়া  
 নিত্যানিভা বিচার করিলেও মানসিক মোহ দূরীভূত হয় না ; তখন, জীব সংসারাসক্ত  
 হইয়া কিরূপে মুক্ত হইবে ? ॥ ২ ॥ যেমন দীপের কথামাত্র বলিলে গৃহগত অন্ধকার  
 অন্তর্হত হয় না, সেইরূপ কেবল শাস্ত্রজ্ঞানও কদাচ অন্তর্গত অবিদ্যাঅনিত অন্ধকারকে  
 বিনাশ করিতে সমর্থ নহে ॥ ৩ ॥ দেখুন, জীবগণের প্রীতি হিংসা না করাই পণ্ডিতগণের  
 সর্বদা কর্তব্য ; কিন্তু, গৃহস্থের নিকট ইহা কিরূপে হইতে পারিবে ? ॥ ৪ ॥ নৃপবর !

বিতৈষণা ন তে শাস্তা তথা রাজস্বখৈষণা ।  
 জয়েষণা চ সংগ্রামে জীবমুক্তঃ কথং ভবেঃ ॥ ৫ ॥  
 চোরেষু চৌরবুদ্ধিস্তে সাধুবুদ্ধিস্তে তাপসে ।  
 স্বপ্নরত্নং তবাপ্যস্তি বিদেহস্ত্বং কথং নৃপ ! ॥ ৬ ॥  
 কটুতীক্ষ্ণকষায়ান্নরসান্ বেৎসি শুভাশুভান্ ।  
 শুভেষু রমতে চিত্তং নাশুভেষু তথা নৃপ ! ॥ ৭ ॥  
 জাগ্রৎস্বপ্নমুপ্তিশ্চ তব রাজন্ ! ভবন্তি হি ।  
 অবস্থাস্ত যথাকালং তুরীয়া তু কথং নৃপ ! ॥ ৮ ॥  
 পদাত্যশ্বরথেভাশ্চ সর্বে বৈ বশগা মম ।  
 স্বাম্যহং চৈব সর্বেষাং মন্যসে ত্বং ন মন্যসে ॥ ৯ ॥  
 মিষ্টমৎসি সদা রাজন্ ! মুদিতো বিমনাস্তথা ।  
 মালায়াঞ্চ তথা সর্পে সমদৃক্ ক নৃপোত্তম ! ॥ ১০ ॥  
 বিমুক্তস্ত ভবেদ্রাজন্ ! সমলোচ্চীশ্চাকাঞ্চনঃ ।  
 একাত্মবুদ্ধিঃ সর্বত্র হিতকৃৎ সর্বজন্তুযু ॥ ১১ ॥

জ্ঞানভাস্বরোদয়েনৈবেত্যর্থঃ ॥ ৩—৪ ॥ স্বয়ং চ ত্বং জীবমুক্তোহস্মীতি বদসি তদপি ন সাম্প্রত-  
 মিত্যাহ বিতৈষণেতি । বোধবিরুদ্ধধর্ম্যাণাং দর্শনাদবোধাভাবএব নিশ্চীযত ইত্যর্থঃ ॥ ৫—৮ ॥  
 মন্যসে ত্বমূত ন মন্যসে ইতি বদেত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥ সমদৃক্ কেতি । মালাসর্পাদিভেদবুদ্ধেঃ সবাং

আপনি গৃহস্থ হইয়া আপনাকে জীবমুক্ত বলিতেছেন, কিন্তু এখনও আপনার ধন আশার  
 শাস্তি হয় নাই, রাজোপযুক্ত স্ত্রের ইচ্ছাও আছে, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে জয়ের আশাও  
 বিলক্ষণ রহিয়াছে; তবে আপনি কিরূপে জীবমুক্ত হইয়াছেন? ॥ ৫ ॥ মহারাজ! এখনও  
 আপনার চোরে চোরবুদ্ধি তপস্বীগণে সাধুবুদ্ধি রহিয়াছে এবং আশ্বপূর জ্ঞানটীও বিলক্ষণ  
 রহিয়াছে; তথাপি আপনি যে কিরূপ বিদেহ(মুক্ত) তাহা আমার বুদ্ধিতে আসিতেছে না ॥ ৬ ॥  
 রাজন্! অদ্যাপিও আপনার কটু তিক্ত কষায় প্রভৃতি রস সকলের আশ্বাস বোধ রহিয়াছে  
 এবং ভাল হইলেই তাহাতে আপনার চিত্ত আনন্দিত হয়, মন্দ হইলে হয় না । এখনও আপ-  
 নার জাগ্রৎ স্বপ্ন মুপ্তি প্রভৃতি অবস্থাত্রয় যথাসময়ে হইয়া থাকে; তবে মহারাজ! কি করিয়া  
 আপনার তুরীয়া অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে? ॥ ৭—৮ ॥ মহারাজ! বলুন দেখি, এই পদাতি  
 অশ্ব রথ হস্তী প্রভৃতি আমার বশীভূত, আমি এই সমস্তের অধিপতি, মনে মনে এরূপ চিন্তা  
 করেন কি না? ॥ ৯ ॥ রাজন্! আপনি ত মিষ্টায় ভক্ষণ করিয়া সর্বদা আনন্দিত থাকেন,  
 এবং কখন কোন কারণ বশত নিরানন্দও করেন; তাহা হইলে আর আপনার কুশুমমালা ও  
 সর্পেতে সমান দৃষ্টি কোণায় রহিল? মহারাজ! যিনি জীবমুক্ত তিনি যুগপিও প্রীতির আর

ন মেহদ্য রমতে চিত্তং গৃহদারাদিষু কচিৎ ।  
 একাকী নিস্পৃহোহত্যর্থং চরয়মিতি মে মতিঃ ॥ ১২ ॥  
 নিঃসঙ্গো নির্ভ্রমঃ শাস্ত্রঃ পত্রমূলফলাশনঃ ।  
 মুগবদ্বিচরিয়ামি নির্বন্দো নিস্পরিগ্রহঃ ॥ ১৩ ॥  
 কিং মে গৃহেণ বিত্তেন ভার্য্যা চ স্বরূপয়া ।  
 বিরাগমনসঃ কামং গুণাতীতস্ত পার্থিব ! ॥ ১৪ ॥  
 চিন্ত্যসে বিবিধাকারং নানারাগসমাকুলম্ ।  
 দন্তোহয়ং কিল তে ভাতি বিমুক্তোহস্মীতি ভাষসে ॥ ১৫ ॥  
 কদাচিচ্ছত্রজা চিন্তা ধনজা চ কদাচন ।  
 কদাচিৎ সৈন্তজা চিন্তা নিশ্চিন্তোহসি কদা নৃপ ! ॥ ১৬ ॥  
 বৈধানসা যে মুনয়ো মিতাহারা জিতব্রতাঃ ।  
 তেহপি মুহন্তি সংসারে জানন্তোহপি হ্যসত্যতাম্ ॥ ১৭ ॥

ক স্বং সমদৃগসীতার্থঃ ॥ ১০ ॥ বিমুক্তস্য ত্বেতানি লক্ষণানি দৃশ্যন্ত ইত্যাহ বিমুক্তস্তিতি ॥ ১১ ॥  
 স্বাভিপ্রায়মাহ ন মেহদ্যেতি ॥ ১২—১৪ ॥

ত্বং দাস্তিকো বিমুক্তো ভাসীত্যাহ চিন্ত্যসে ইতি ॥ ১৫—১৬ ॥ এতাদৃশা মহাস্তোহপি  
 জগতো সত্যতাং জানন্তোপি মুহন্তি তদা তব কা কপা জীবমুক্ততয়া ইত্যাহ বৈধানসা যে  
 ইতি ॥ ১৭ ॥ (তবেতি। তব বংশোৎপন্নানাং পুরাষাণাং বিদেহা বিদেহোপাধয় ইতি যৎ

স্রবর্ণকে সমান চক্ষে দেখিয়া থাকেন; তিনি সকল পদার্থেই একান্তবুদ্ধি এবং সকল প্রাণীর  
 হিতকারী হইয়া থাকেন ॥ ১০—১১ ॥ রাজর্ষে! অধিক কথা আর কি বলিব, গৃহদারাদি  
 কোন বস্তুতেই আমার মন আনন্দিত হইতেছে না; আমার অভিলাষ এই যে, আমি একাকী  
 স্পৃহাশূন্য হইয়া, কাহার সহিত না মিশিয়া কোনও পদার্থে মায়া না করিয়া, কাহারও  
 নিকট কিছু গ্রহণ ন্য করিয়া, নির্বন্দ ও শাস্ত্রভাবে ফলমূলপত্র ভক্ষণে মুগের জায় ইহ  
 জগতে বিচরণ করি ॥ ১২—১৩ ॥ মহারাজ! আমি এক্ষণে বিষয়ানুরাগরহিত ও গুণাতীত;  
 অতএব আমার গৃহে, ধনে বা মনের মত ভার্য্যাতে কি প্রয়োজন? ॥ ১৪ ॥

মহারাজ! আপনি বিষয় বিশেষে সাধুরাগে বিবিধ প্রকার চিন্তা করিয়া থাকেন, আবার  
 আপনাকে জীবমুক্ত বলিয়াও পরিচয় দেন ইহাতে আপনার দাস্তিকতাই প্রকাশ পাই-  
 তেছে ॥ ১৫ ॥ দেখুন, আপনার কখন শত্রু বিষয়ক চিন্তা কখন বা ধন বিষয়ক চিন্তা কখন বা  
 সৈন্ত বিষয়ক চিন্তা উপস্থিত হইতেছে; অতএব আপনি কোন্ সময় নিশ্চিন্ত থাকেন বলুন  
 দেখি? ॥ ১৬ ॥ মিতাহারী জিতেন্দ্রিয় বৈধানস মুনিগণ যখন সংসারের অনিত্যতা জানিয়াও  
 সংসারে বিমুগ্ধ হন, তখন, আর আপনার কথা কি বলিব! ॥ ১৭ ॥ মহারাজ! আপনার বংশজাত



তাবৎ কুরুষ রাজেন্দ্র ! সম্ভারন্ত শনৈঃ শনৈঃ ॥ ২৩ ॥

নৃপগণের বিদেহ (দেহোপাধিশূন্য) বলিয়া যে একটা নাম আছে তাহা কেবল কপটতা-পূর্ণ বলিয়াই জানিবেন ইহার অস্তথা ভাবিবেন না ॥ ১৮ ॥ কারণ, যেমন মূর্খকে বিদ্যাধব, জ্ঞানীকে দিবাকর এবং দরিদ্রকে লক্ষ্মীধর বলিয়া আহ্বান করা যায়, তাহাদিগের নামও সেইরূপ নিরর্থক মাত্র ॥ ১৯ ॥ পূর্বে আপনার বংশে যে যে নৃপগণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের সকলেরই বিষয় আমি শুনিয়াছি। তাঁহারা সকলেই কেবল নামেতে বিদেহ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন কার্যোতে নহে ॥ ২০ ॥ মহারাজ! পূর্বকালে আপনার এই বংশে নিমি নামে একজন রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; কোন সময় সেই রাজর্ষি নিজ গুরু বশিষ্ঠদেবকে যজ্ঞের জন্ত বরণ করেন। মুনিবর বশিষ্ঠদেব তাঁহাকে বলেন, এক্ষণে দেব-রাজ ইন্দ্র নিজ যজ্ঞ পূর্ণার্থে আমার নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, অতএব তাঁহার যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিয়া পরে তোনার যজ্ঞ পূর্ণ করিব; মহারাজ! আপনি ততদিন যজ্ঞের উপকরণ সকল

ইত্থুক্তা নির্ঘণ্যো সোহথ মহেশ্বয়জনে মূনিঃ ।

নিমিরস্তং গুরুং কৃষ্ণা চকার মথমুত্তমম্ ॥ ২৪ ॥

তচ্ছৃষ্টা কুপিতোহত্যর্থং বশিষ্ঠো নৃপতিং পুনঃ ।

শশাপ চ পতন্ত্য দেহন্তে গুরুলোপক ! ॥ ২৫ ॥

রাজাহপি তং শশাপাথ তবাপি চ পতন্ত্যম্ ।

অন্তোন্তশাপাং পতিতো তাবেব চ ময়া শ্রুতম্ ॥ ২৬ ॥

বিদেহেন চ রাজেন্দ্র ! কথং শপ্তো গুরুঃ স্বয়ম্ ।

বিনোদ ইব মে চিত্তে বিভাতি নৃপসত্তম ! ॥ ২৭ ॥

জনক উবাচ ।

সত্যযুক্তং হ্যত্র নাত্র মিথ্যা কিঞ্চিদিদং মতম্ ।

তথাপি শৃণু বিশ্রেন্দ্র ! গুরুর্মম স্পৃজিতঃ ॥ ২৮ ॥

মূনিবশিষ্ঠঃ ইত্থুক্তা । ইতি সামাদিনেতাব্যঃ । দেবেশ্বয়জনে বদা নির্ঘণ্যো তদা হে রাজান জনক ! ভবদীয়পূৰ্ব্বপুরুষো নিমিস্ত অস্তং গুরুং কৃষ্ণা যজ্ঞং সম্পাদয়ামাস ॥ ২৪ ॥ তচ্ছৃষেতি । তং যজ্ঞসম্পাদনাদিকং বিবরণং । কৃষ্ণা অত্যর্থং কুপিতঃ সন্ বশিষ্ঠঃ রে গুরুলোপক ! কুলগুরুপরিহারক ! অনেনাপরাধেন তে দেহঃ অদ্যোব পততু ইতি নৃপতিং শশাপেত্য-  
দ্বয়ঃ ॥ ২৫ ॥ রাজাপি ভমিতি । অথ বশিষ্ঠশাপশ্রবণানন্তরং রাজা নিমিরপি জীবমুক্তোহপীতি ভাবঃ তবাপি অয়ং দেহঃ পততু ইতি গুরুং প্রতিশপাৎ ততঃ পরম্পরশাপাং তো উভাবপি পতিতো পরিহীণদেহৌ জাতাবিত্যর্থঃ । কিংবদন্ত্যা মতৈতৎ সৰ্ব্বং শ্রুতং তো মহারাজ ! নহু জীবমুক্তেনাপি তেন কথং স্বয়ং গুরুরপি প্রতিশপ্তঃ নৈবাহং জানে কেয়ং ভবদ্বংস্তানং জীব-  
মুক্ততা কীদৃশং বা বিদেহত্বমিতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥ নহেবং বিদেহ আচরণে জীবমুক্ততা সম্ভবতি ।  
ন চ জীবমুক্ততারং সত্যমেতাদৃশাচরণসম্ভবন্ত্যস্মান্নামত এব বিদেহা নদ্ব্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

ক্রমে ক্রমে সংগ্রহ করুন ॥ ২১—২৩ ॥ বশিষ্ঠদেব তাঁহাকে এই কথা বলিয়া ইজ্ঞ যজ্ঞে গমন করিলেন । এদিকে নিমিরাজ অপর ব্রাহ্মণকে গুরুপদে বরণ করিয়া যজ্ঞ সম্পন্ন করিলেন ॥ ২৪ ॥ অনন্তর বশিষ্ঠদেব এই সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া অতিশয় কুপিত হইয়া রাজাকে এই বলিয়া শাপ দেন যে, যখন তুমি কুলগুরু পরিত্যাগ করিয়াছিস্ তখন তোর দেহ এখনই পতিত হউক ॥ ২৫ ॥ নিমিরাজও এই শাপ শ্রবণ করিয়া, তোমার দেহও পতিত হউক এই বলিয়া, বশিষ্ঠকেও শাপ প্রদান করিলেন । এইরূপে তাঁহারা উভয়েই অতিশয় হইয়া পতিত হইরাছিলেন, ইহা আমি শ্রবণ করিয়াছি ॥ ২৬ ॥ মহারাজ ! আপনিও রাজশ্রেষ্ঠ, বলুন দেখি, সেই বিদেহ (বিমুক্ত) নিমি কি অপরাধে নিজ গুরুকে শাপ প্রদান করিয়াছিলেন ? । এ বিষয়, আমার মনে হস্তাকর ব্যাপার বলিয়া বোধ হইতেছে ॥ ২৭ ॥

রাজর্ষি জনক গুরুদেবের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন । বিশ্রবর ! আপনি যে সকল কথা বলিলেন ইহা সমস্তই সত্য, এ বিষয় কিছুই মিথ্যা নহে, তাহা আমারও জানা আছে ; তথাপি আমার পুত্রনীর গুরুদেব বেদব্যাল বাহা বলিয়াছেন তাহা বলিতেছি

পিতুঃ সঙ্গং পরিত্যজ্য স্বং বনং গন্তুমিচ্ছসি ।

মৃগৈঃ সহ স্তম্ভক্ণো ভবিতা তে ন সংশয়ঃ ॥ ২৯ ॥

মহাভূতানি সর্বত্র নিঃসঙ্গঃ ক ভবিষ্যসি ।

আহারার্থং সদা চিন্তা নিশ্চিন্তঃ স্তাঃ কদা মুনে ! ॥ ৩০ ॥

দণ্ডাজিনকৃতা চিন্তা যথা তব বনেহপি চ ।

তথৈব রাজ্যচিন্তা মে চিন্তয়ানস্ত বা ন বা ॥ ৩১ ॥

বিকল্পোপহতস্ত্বং বৈ দূরদেশমুপাগতঃ ।

ন মে বিকল্পসন্দেহো নির্বিকল্পোহগ্নি সর্বথা ॥ ৩২ ॥

শুকবাক্যং শ্রুত্বা জনক উবাচ সত্যমুক্তমিতি । স্বয়া যচ্চ্যতে তৎসাধনং সত্য-  
মেবান্দগুরোর্যাস্তমম চেষ্ট্যেব তৎ । বিবাদস্বয়মেব স্বয়চ্চ্যতে । বনং গতে সতি  
বিক্ষেপাভাবঃ সম্ভবতি । অন্তাভিরুচ্যতে গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি নিশ্চয়েনাত্রেবং বসতো  
গৃহেষেব সাধনাদিকং কুরুতো বিক্ষেপাভাবো ভবতীতি । তত্র তথাপি শৃণু হে বিপেক্স ! শুক !  
মম স্পৃহিতো ব্যাসো গুরুর্বাদ্যে ভদেব সত্যমিতি শেষঃ ॥ ২৮ ॥ কুত ইতি চেৎস্মতে  
দোষস্ত সত্যাসিত্যাহ পিতুঃ সঙ্গমিতি । পিতুঃ সঙ্গত্বাসেন বনং গতস্ত মৃগসঙ্গঃ পঞ্চমহাভূত-  
সঙ্গত্বপরিহার্য এবোতি নিঃসঙ্গতা বনকৃততাপি ছল্লভা আহারাদিচিন্তাপ্যভয়তাপ্যপরিহার্য  
এবেতি । তত্রাপি চিন্তসমাধানবিবেকাদিকমপেক্ষিতম্ভবতি গৃহস্থাপ্রমত্ত্যাগে বীজাভাবঃ ।  
কিঞ্চ লোকসংগ্রহার্থং কৰ্ম কুরুতঃ সকললোককল্যাণকরত্বং গৃহস্থাপ্রমত্ত্যেব সম্ভবতি । অপরি-  
পক্ককষায়স্ত পক্কতাপ্যগ্নিগ্নেবাপ্রমে ভবতি । ততো গৃহস্থাপ্রমে এবাপরিপক্ককষায়েণ স্বা-  
ভ্যম্ । অতএবান্নংপূৰ্ণজৈরেতদভিপ্রায়েণৈব জীবনমুক্তমিচ্ছো সত্যানপি ব্যবহারঃ কৃত-  
ইতি ন স্বভূতাবিতানি দুৰ্গণানি মৎপূৰ্ণজেষু সন্তি যন্ত পরিপক্ককষায়ঃ স তু নৈব বিশেষঃ কিঙ্করো  
নচ স সন্দেহকরোতি স্বস্ত সন্দেহমগ্নোহস্ততঃ পিত্রোক্তমেব কুরু তবাপরিপক্ককষায়াদিতি-  
সম্প্রদায়কানাং সংপত্তিতোহর্থঃ ॥ ২৯—৩১ ॥ বিকল্পোপহতম্ভমিতি বিবেকাতাব্যং । অতএবাত্ৰা-  
গতোহসি । অতো গৃহস্থাপ্রমে এব সম্যক্নিশ্চয়ং সম্পাদ্যানস্তরং সম্যাসং কুর্কিতার্থঃ ॥ ৩২ ॥

শ্রবণ করন ॥ ২৮ ॥ দেখুন, আপনি পিতৃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া বনে বাইতে ইচ্ছা করিতে-  
ছেন । বনে বাইলে পর, সেই স্থানে মৃগগণের সহিত আপনার মিলন হইবে তাহাতে  
আর কোনও সন্দেহ নাই । বিশেষত সৰ্ব্বত্রই আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত দেহীপ্যমান রহি-  
রাছে ; অতএব, আপনি কোন্ স্থানে বাইয়া সঙ্গ-বিরহিত হইবেন ? আর দেখুন, সৰ্ব্বদাই  
অরণ্যে আহারের জন্য চিন্তা করিতে হইবে ; তবে সুনিবর ? কোন্ সময় আপনি নিশ্চিন্ত  
হইবেন ? ॥ ২৯—৩০ ॥ ( যদি বলেন নিরাহারী হইব ; তাহা হইলে দণ্ড অজিনাদির ভয়ও  
চিন্তা করিতে হইবে । ) অতএব, বনে বাইয়া আপনার দণ্ডাজিনাদি ভয় চিন্তাও বেরূপ,  
সংসারে থাকিয়া আমার রাজ্য চিন্তাও সেইরূপ ; এক্ষণে তাবিয়া দেখুন ইহা বথার্থ কি  
না ? ॥ ৩১ ॥ আপনি কেবল সন্ধি-চিন্তা হইয়াই এত দূরদেশে আগমন করিয়াছেন ; কিন্তু  
আমার অন্তরে কোনও বিষয়েই সংশয় নাই এজন্য সৰ্ব্বদাই নিঃসন্ধিচিত্তে এক স্থানেই  
আছি ॥ ৩২ ॥ বিপ্রবর ! এই ভক্তই আমি সৰ্বদা স্তব্ধে নিভা বাই, স্তব্ধে বিবরতো গুণ করি ।

স্বখং স্বপিমি বিপ্রাহং স্বখং ভুঞ্জামি সর্বদা ।

ন বন্ধোহস্মীতি বুধ্যাহং সর্বদৈব স্বখী য়্বে ! ॥ ৩৩ ॥

ত্বং তু দুঃখী সৰ্বেবাসি বন্ধোহহমিতি শঙ্কয়া ।

ইতি শঙ্কাং পরিত্যজ্য স্বখী ভব সমাহিতঃ ॥ ৩৪ ॥

দেহোহয়ং মম বন্ধোহয়ং ন মমেতি চ মুক্ততা ।

তথা ধনং গৃহং রাজ্যং ন মমেতি চ নিশ্চয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

সূত উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনস্তস্য শুকঃ প্রীতমনাঃ ভবৎ ।

আপৃচ্ছ্য তং জগামাশু ব্যাসস্তাশ্রমমুত্তমম্ ॥ ৩৬ ॥

আগচ্ছন্তং হুতং দৃষ্ট্বা ব্যাসোহপি স্বখমাপ্তবান্ ।

আলিঙ্গ্যাত্মায় মুক্খানং পপ্রচ্ছ কুশলং পুনঃ ॥ ৩৭ ॥

(স্বপমিতি । হে য়্বে ! শুকদেব ! নির্লিপকচিত্তত্বাৎ অহং স্বখং স্বপিমি অয়ং ভাবঃ । যতঃ মম-  
চিন্তে বিকল্পনা নাস্তি অতোহহং নিশ্চিততয়া সুস্থিঃস্বখং অমৃতবাসি অনাসক্তঃ সন্ বিষয়-  
স্বখমপি ভুঞ্জামি তথাপি নাহং বন্ধোহস্মীতি তব নিশ্চয়ান্বিকয়া বুধ্যা সর্বদৈব স্বখী ভবামি  
স্বধেন কালং ক্লেপয়ন্ বর্তেহহমিতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥ ইতি । ত্বং পুনঃ বন্ধোহস্মীতি অবিদ্যোৎ-  
পন্নয়া কল্পিতশঙ্কয়া সৰ্বেব দুঃধেন কালং নয়সীতাং মন্ত্রে অতএব হে বিপ্রবর্ষ ! শুক ! মদ-  
দৃষ্টান্তাভ্যাসী ত্বং রজস্তমঃপ্রধানাবিদ্যাভাভাং মিথ্যাশঙ্কাং বিচায় সমাহিতঃ চিন্তং সমাধায়ে-  
তার্থঃ নিত্যং স্বখী ভব ॥ ৩৪ ॥ ইদানীং জীবমুক্তস্ত লক্ষণং বোধয়ন্ত পশিষতি দেহোহয়মিতি ।  
অয়ং মম দেহঃ অহমেববদ্ধ ইত্যং বুদ্ধিরেব সংসারবন্ধনরূপাবিদ্যোতি বিদ্ধি কিন্তু ইদং  
রাজ্যগৃহধনাদিকং মম কিঞ্চিদপি নাস্তি ইত্যেবং নিশ্চয়ান্বিকা বুদ্ধিরেব বুদ্ধবিদ্যা ইমাং  
বুদ্ধ্যান্বিকাং বিদ্যাং ধারয়ন্ মুক্তো ভবেতি তত্তজ্ঞানমুপসংক্রতোপদিষ্টবান্ রাজর্ষির্জনকঃ ॥ ৩৫ ॥

শুকদেব এতাবস্তববোধমাকর্ণ্য প্রীতমনা জাতঃ সমুদিতবিরেকত্বাৎ ততস্তং জনক-  
স্তবোপদেষ্টারমাপৃচ্ছ্যামাত্র্য স্থলস্তাবয়ন্ পিত্রাশ্রমপ্রতিগমনামুমতিং গৃহীত্বৈতার্থঃ । আশু নীঘ্রং  
বিগম্যমকুর্ল্লগ্নিতি বাবৎ উত্তমং সর্বগ্রথাবহং ব্যাসাশ্রমং প্রেতিজগাম প্রতিবর্ষো ॥ ৩৬ ॥  
আগচ্ছন্তমিতি । ব্যাসোহপি বেদব্যাসোহপীতার্থঃ তং হুতং শুকদেবং আগচ্ছন্তং দৃষ্ট্বা ।

“আমি কিছুতেই বদ্ধ নই” এই জানেই সর্বদা স্বখী আছি ; আর আপনি “সকল বিষয়েই  
বদ্ধ রহিয়াছি” এই আশঙ্কা করিয়া সর্বদা দুঃখী হইতেছেন । অতএব, এই সমস্ত আশঙ্কা  
বিসর্জন দিয়া নিত্য সুখের নিমিত্ত যত্নপর হউন ॥ ৩৩—৩৪ ॥ দেখুন, এই দেহ আমার  
‘ই জানেই বদ্ধ আর ইহা আমার নয় এই জানেই মুক্তি ; সেইরূপ, ধন গৃহ বা রাজ্য  
কি আমার নয় এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞান করিয়া মুক্তি লাভ করুন ॥ ৩৫ ॥

সু কহিলেন । ঋষিগণ ! শুকদেব জনকের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয়  
প্রদর্শিত হইলেন এবং তাঁহাকে সাধু সন্তোষণ করিয়া অচিরকাল মধ্যে ব্যাসদেবের সর্ব-  
গ্রথাবহ আশ্রম আদিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৬ ॥ বেদব্যাসও পুত্রকে প্রত্যাগত দেখিয়া

স্থিতস্তত্রাশ্রমে রম্যে পিতুঃ পার্শ্বে সমাহিতঃ ।

বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ৩৮ ॥

জনকস্ত দশাং দৃষ্ট্বা রাজ্যস্থস্ত মহাত্মনঃ ।

স নির্বৃতিং পরাং প্রাপ্য পিতুরাশ্রমসংস্থিতঃ ॥ ৩৯ ॥

পিতৃণাং স্তভগা কন্যা পীবরী নাম স্তন্দরী ।

শুকশচকার পত্নীস্তাং যোগমার্গস্থিতোহপি হি ॥ ৪০ ॥

স তস্তাঞ্জনয়ামাস পুত্রাংশ্চতুরএব হি ।

কৃষ্ণং গৌরপ্রভঞ্চৈব ভূরিং দেবশ্রুতস্তথা ॥ ৪১ ॥

কন্যাং কীৰ্ত্তিং সমুৎপাদ্য ব্যাসপুত্রঃ প্রতাপবান্ ।

দদৌ বিভ্রাজপুত্রায় স্বগৃহায় মহাত্মনে ॥ ৪২ ॥

অগৃহস্ত স্ততঃ শ্রীমান্ ব্রহ্মদন্তঃ প্রতাপবান্ ।

ব্রহ্মজ্ঞঃ পৃথিবীপালঃ শুককন্যাসমুদ্ভবঃ ॥ ৪৩ ॥

স্বধং সুদমাণবান্ লেতে তত আলিঙ্গ্য বৃদ্ধানমায়ায কুশলং পপ্রচ্ছ পুনরিহ্যক্ত্যা প্রথমতঃ  
 স্বাগতাদিকং ততো জ্ঞানপ্রাপ্তাদিকং পৃষ্টবানিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥ স্থিতস্তত্রোতি । ততঃ সমাধি-  
 নিষ্ঠঃ সন্ মনোজ্ঞে পিতুরাশ্রমে স্থিতঃ তস্মৈ ॥ ৩৮ ॥ নম্ সর্বশাস্ত্রবিশারদো বেদাধ্যয়ন-  
 সম্পন্নোহপি কথং পিত্রাশ্রমে স্থিত ইতি তত্রাহ জনকস্তেতি । মহাত্মনস্তস্ত জনকস্ত দশাং  
 জীবমুক্ততাবস্থাং দৃষ্ট্বা মনসা বিচারয়ন্ স শুকঃ পরাং নির্বৃতিং একান্তনির্লিপিকল্পতারূপং  
 সন্তোষং প্রাপ্য প্রশান্তচেতাঃ সন্ স্থিত ইতি তাৎপর্যার্থঃ ॥ ৩৯ ॥ নতু ভ্রষ্টাশ্রমঃ সন্  
 স্থিতঃ কিন্তু গার্হস্থমাত্রিত্যেবাবস্থিত ইতি প্রদর্শয়ন্তাহ পিতৃপামিতি ॥ ৪০ ॥ চতুরএবহীতি ।  
 কৃষ্ণনামা একঃ গৌরপ্রভো দ্বিতীয়ঃ ভূরিভূতীয়ঃ দেবশ্রুতস্তত্বার্থঃ । কৃষ্ণপুত্রাণে তু পঞ্চ-  
 পুত্রো উক্তাঃ । শুকস্তাপ্যভবন্ পুত্রাঃ পঞ্চাত্যন্ততপস্বিনঃ । ভূরিশ্রবাঃ প্রভুঃ শব্দঃ কৃষ্ণো  
 গৌরশ্চ পঞ্চমঃ । কন্যা কীৰ্ত্তিমতী চৈবেতি ॥ ৪১ ॥ কীৰ্ত্তিনারীং কন্যাম্ । বিভ্রাজরাজঃ

আনন্দিত হইলেন এবং আলিঙ্গন ও মন্তক আশ্রাণ পূর্বক কুশল প্রেরণ করিলেন ॥ ৩৭ ॥  
 অনন্তর, সর্বশাস্ত্র বিশারদ চতুর্বেদবিৎ শুকদেব সেই রমণীয় আশ্রমে সমাধিনিষ্ঠ হইয়া পিতৃ  
 নিকটেই বাস করিতে লাগিলেন এবং সেই মহাত্মা রাজর্ষি জনকের রাজ্যাবস্থান সম্বন্ধে ও  
 তাদৃশী মুক্তাবস্থা দেখিয়া মনে মনে শান্তিলাভ করিলেন, ( অর্থাৎ তিনি বুঝিলেন যে জীব,  
 সংসারে নির্লিপ্ত হইয়া সংসারী হইলেও হৃৎখতাগী হয় না । ) ॥ ৩৮—৩৯ ॥ অনন্তর, শুকদেব  
 যোগমার্গাবলম্বী হইলেও পিতৃকুলের গৌরববর্দ্ধনকারি পুত্রোৎপাদনকৰ্ম্ম পীবরী নাম  
 সর্বস্বলক্ষণা একটা স্তন্দরী কন্যাকে বিবাহ করিলেন ॥ ৪০ ॥ পরে সেই কন্যা  
 শুকদেবের ঔরসে, কৃষ্ণ, গৌরপ্রভ, ভূরি ও দেবশ্রুত নামে চারিটা পুত্র এবং কীৰ্ত্তি নামে  
 একটা কন্যা উৎপন্ন হইল । পরে, মহাবোণী ব্যাসপুত্র শুকদেব বিভ্রাজ নামে মহাত্মা  
 অগৃহকে ঐ কন্যাটী সম্প্রদান করিলেন ॥ ৪১—৪২ ॥ অনন্তর, সেই শুকদেব অগৃহ-ঔরসে

কালেন ক্রিয়তা তত্র নারদশ্রোতপদেশতঃ ।

জ্ঞানং পরমকং প্রাপ্য যোগমার্গমলুপ্তমম্ ॥ ৪৪ ॥

পুঞ্জো রাজ্যং নিধনাত্ম গতো বদরিকাশ্রমম্ ।

মায়াবীজোপদেশেন তস্মৈ জ্ঞানং নিরুগলম্ ।

নারদস্মৈ প্রসাদেন জাতং সন্ধ্যো বিমুক্তিদম্ ॥ ৪৫ ॥

কৈলাসশিখরে রম্যে ত্যক্ত্বা সঙ্গং পিতৃঃ শুকঃ ।

ধ্যানমাস্থায় বিপুলং স্থিতঃ সঙ্গপরাঙ্কুখঃ ॥ ৪৬ ॥

উৎপপাত গিরেঃ শৃঙ্গাং সিদ্ধিঞ্চ পরমাস্রতঃ ।

আকাশগো মহাতেজা বিররাজ যথা রবিঃ ॥ ৪৭ ॥

গিরেঃ শৃঙ্গং দ্বিধা জাতং শুকশ্রোতপতনে তদা ।

উৎপাতা বহবো জাতাঃ শুকশ্চাকাশগোহভবৎ ॥ ৪৮ ॥

অন্তরিক্ষে যথা বায়ুন্তু যমানঃ স্তরঘিভিঃ ।

তেজসাত্তিবিরাজন্ বৈ দ্বিতীয় ইব ভাস্করঃ ॥ ৪৯ ॥

পুত্রো অণুহনামা ॥ ৪২ ॥ বুদ্ধদত্তনামকঃ শুকদোহিত্রঃ ॥ ৪৩—৪৪ ॥ নারদেন মায়াবীজত  
ভুবনেশ্বরীমন্ত্রোপদেশঃ কৃতস্তৎপ্রভাবেন শ্রীপ্রসাদাত্তস্য জ্ঞানমভবৎ ॥ ৪৫ ॥

শুককথামাহ কৈলাসেতি ॥ ৪৬ ॥ ধ্যানমাস্থায়েরিতি । গৃহস্থাশ্রমে এব কৰ্ম্মোপাসনাবোগা-  
দিভিঃ পরমকায়ের জাতে সতীতি শেষঃ । সিদ্ধিং চেতি । অপিসাদিকং সিদ্ধিং প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥  
মহাতেজাঃ সন্দেহ এবোতোনির্গতঃ সূর্য্যাবধিরাজাকাশে গিরেঃ শৃঙ্গং দ্বিধাজাতমিতি । মহা-  
পুরুষবিয়োগেনেত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥ যথা বায়ুরিতি স্ত্রোত্ব্যেত্যর্থঃ ॥ ৪৯—৫১ ॥ সৰ্ব্বভূতগত ইতি ।

বুদ্ধজ্ঞাননিষ্ঠ প্রতাপশালী রাজাদিরাজ বুদ্ধদত্ত উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ৪৩ ॥ কিছুকাল গত  
হইলে অণুহ দেবর্ষি নারদের উপদেশপ্রভাবে সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগমার্গানুসারী জ্ঞান প্রাপ্ত  
হয়েন ॥ ৪৪ ॥ পরে সময় বুঝিয়া পুঞ্জো রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া বদরিকাশ্রমে প্রস্থান করেন ।  
মহামায়া ভুবনেশ্বরীর বীজমন্ত্র প্রভাবে তাঁহার নির্মল জ্ঞানলাভ হইয়াছিল ॥ ৪৫ ॥

এদিকে শুকদেবও (বুদ্ধর্ষি নারদপ্রসাদে মুক্তিপ্রদ জ্ঞানলাভ করিয়া) পিতৃসঙ্গ পরিত্যাগ  
করত রমণীয় কৈলাসশিখরে গমন করিলেন । তাহার পর সমস্ত বিষয়াসক্তিতে পরাঙ্কুখ হইয়া  
গভীরতর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন । অনন্তর অপিসাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ করিয়া কৈলাসপৃথ-  
বীতে আকাশে উৎপত্তি হইলেন এবং আকাশগত হইয়া প্রদীপ্যমান দিবাকরের স্তায়  
শান্তা পাইতে লাগিলেন ॥ ৪৬—৪৭ ॥ শুকদেব যখন আকাশে উৎপত্তি হন, তখন পূর্ব্বত-  
ন দ্বিধা হইল এবং নানাবিধ উৎপাত হইতে লাগিল ॥ ৪৮ ॥ শুকদেবকে আকাশমার্গে তেজ-  
স্বারা তীক্ষ্ণ পুষ্কর স্তায় বিরাজ করিতে দেখিয়া দেবর্ষিগণ স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ।  
অনন্তর, দেব অন্তরীক্ষে বায়ুর স্তায় সৰ্ব্বপদার্থের অন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ৪৯ ॥ এদিকে

ব্যাসস্ত বিরহাক্রান্তঃ ক্রন্দন্ পুঞ্জেনি চাহসকৃৎ ।

গিরেঃ শৃঙ্গে গতস্তত্র শুকো যত্র স্থিতোহভবৎ ॥ ৫০ ॥

ক্রন্দমানস্তদা দীনং ব্যাসং মদ্বা শ্রমাকুলম্ ।

সর্বভূতগতঃ সাক্ষী প্রতিশব্দমদাতদা ॥ ৫১ ॥

তত্রাদ্যপি গিরেঃ শৃঙ্গে প্রতিশব্দঃ ক্ষুটোহভবৎ ॥ ৫২ ॥

রুদন্তস্তং সমালক্ষ্য ব্যাসং শোকসমম্বিতম্ ।

পুঞ্জপুঞ্জেনি ভাষন্তং বিরহেণ পরিপ্লুতম্ ।

শিবস্তত্র সমাগত্য পারাশর্য্যমবোধয়ৎ ॥ ৫৩ ॥

ব্যাস ! শোকং মা কুরু ত্বং পুঞ্জস্তে যোগবিতমঃ ।

পরমাস্ততিমাপমো দুর্লভাঞ্চাকৃত্যুভিঃ ॥ ৫৪ ॥

তস্মা শোকো ন কর্তব্যস্তস্মাহশোকং বিজানতা ।

কীর্তিস্তে বিপুলা জাতা তেন পুঞ্জেণ চানঘ ! ॥ ৫৫ ॥

অনেন চ বাক্যেন শুক আকাশং প্রতি গতো ব্যাষ্টিদেহং সমষ্টৌ বিলুপ্য ব্যাপকরূপেণ স্থিত ইত্যবগম্যতে । প্রতিশব্দমিতি । তব মম চাত্মরূপেণাভেদে এবান্তি কিমিতি মদর্থং শোকঃ ক্রিয়তে ইত্যেবং প্রতিশব্দ ইত্যর্থঃ । পরমাস্ততিং বুদ্ধরূপম্ ॥ ৫২—৫৪ ॥ অশোকং বুদ্ধ বিজানতা ত্বয়া বুদ্ধরূপেণ স্থিতস্ত শুকস্ত স্তস্মা চ ভেদাভাবেন তন্মাতৃশ্রিয়োগশব্দয়া বা শোকো ন কর্তব্য ইত্যাহ তন্তেতি ॥ ৫৫—৫৬ ॥

বেদব্যাস পুঞ্জবিরহে কাতর হইয়া পুঞ্জ পুঞ্জ বলিয়া বারংবার আহ্বান করিতে করিতে, যে পর্ত্ততশৃঙ্গে শুকদেব ছিলেন সেই স্থানে বাইরা উপস্থিত হইলেন ॥ ৫০ ॥ অন্তর্গামী পুরুষের জ্ঞান সর্বভূতের অন্তর্গত শুকদেব সেই সময় ব্যাসদেবকে শ্রমাতুর এবং দীনভাবে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া বৃক্ষ ও পর্ত্তত প্রভৃতি হইতে প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন ॥ ৫১ ॥

ঋষিগণ ! শুকদেব শোকসম্বিত ব্যাসদেবকে রোক্তদ্যমান দেখিয়া অড় পদার্থ হইতে প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া অদ্যাপিও সেই শৃঙ্গে স্পষ্টরূপে প্রতিশব্দ হইয়া থাকে ॥ ৫২ ॥

ঋষিগণ ! মহাদেব, ব্যাসদেবকে বিরহকাতর এবং পুঞ্জ পুঞ্জ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া সেই স্থানে আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন ॥ ৫৩ ॥

ব্যাস ! তুমি আর বুঝা শোক করিও না; দেখ তোমার পুঞ্জ পরম বোধী । সামান্ত বুদ্ধজ্ঞান-শূন্য ব্যক্তিরা বাহা কখনই লাভ করিতে পারে না তিনি সেই পরম গতি লাভ করিয়াছেন ॥ ৫৪ ॥

বেদব্যাস ! তুমি সর্বশোকাদি-বর্জিত বুদ্ধকে জানিয়াও পুঞ্জের জন্ত বুঝা শোক করিলে কেন ? বিশেষতঃ তুমি অবিদ্যামূলক সমস্ত পাপরাশি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছ ॥ ৫৫ ॥ তোমার এরূপ শোক দুঃখে অতিকৃত হওয়া উচিত নহে । কলত এই পুঞ্জ ব্যা-  
হ্মহং, বশোলাভ হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৫৫ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ন শোকো যাতি দেবেশ ! কিং করোমি জগৎপতে ! ।

অতৃপ্তে লোচনে মেহদ্য পুত্রদর্শনলালাসে ॥ ৫৬ ॥

মহাদেব উবাচ ।

ছায়াশ্রুত্ব্যসি পুত্রস্ত পার্শ্বস্থাং স্তমনোহরাম্ ।

তাং বীক্ষ্য মুনিশার্দূল ! শোকং জহি পরম্পদ ! ॥ ৫৭ ॥

সূত উবাচ ।

তদা দদর্শ ব্যাসস্ত ছায়াং পুত্রস্ত স্প্রভাম্ ।

দত্তা বরং হরন্তস্মৈ তত্রৈবাস্তরধীয়ত ॥ ৫৮ ॥

অন্তর্হিতে মহাদেবে ব্যাসঃ স্বাশ্রমমভ্যাগাৎ ।

শুকস্ত বিরহেণাপি তপ্তঃ পরমদুঃখিতঃ ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রায়াং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে

শুকবিবাহাদিবর্ণনো নাম একোনবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

ছায়ামিতি । পুত্রসমানাকৃতিম্ ॥ ৫৭—৫৯ ॥ শ্রীদেবীভাগবতশ্রবণেন শুকস্তৈতৎ কলং  
জাতং এতাদৃশোহংগঃ শ্রীদেবীভাগবতশ্রবণমহিমৈতাবাস্তরতাংপর্যাম্ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে

একোনবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

ব্যাসদেব মহাদেব বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন । দেবদেব ! আপনি বিশ্ব জগতের  
পতি সূতরাং আমার অন্তরের বিষয় আপনার কিছুই অগোচর নাই, প্রভো ! পুত্র বিরহ  
জন্ম আমার এই দুর্ভর শোক কিছুতেই অপনীত হইতেছে না । আমি কি করি । আমার  
লোচনদ্বয় পুত্রসদৃশনে এখনও অতৃপ্ত রহিয়াছে ॥ ৫৬ ॥

মহাদেব কহিলেন । মুনিবর ! তোমার পুত্রের প্রিয়দর্শন প্রতিবিম্ব এই পার্শ্বে রহিয়াছে  
দেখ ! ইহা দেখিয়াই পুত্রশোক নিবারণ কর ॥ ৫৭ ॥

সূত কহিলেন । ঋষিগণ ! অনন্তর বেদব্যাস পুত্রের সেই স্নল্লর ছায়া দর্শন করিলেন ।  
মহাদেব ও তাঁহাকে বর প্রদান করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৫৮ ॥ এইরূপে  
মহাদেব অন্তর্হিত হইলে ব্যাসদেব শুকবিরহে অতিশয় দুঃখিত হইয়া নিজাশ্রমে প্রত্যাগমন  
করিলেন ॥ ৫৯ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ দেবীভাগবতের প্রথমস্কন্ধে

শুকবিবাহাদিবর্ণন নামক একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## বিংশোধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

শুকস্ত পরমাং সিদ্ধিমাণুবান্ দেবসত্তমঃ ।

কিং চকার ততো ব্যাসস্তমো ব্রুহি সবিস্তরম্ ॥ ১ ॥

সূত উবাচ ।

শিষ্য্য ব্যাসস্ত য়েহ প্যাসন্ বেদাভ্যাসপরায়ণাঃ ।

আজ্ঞামাদায় তে সৰ্ব্বৈ গতাঃ পূৰ্ব্বং মহীতলে ॥ ২ ॥

অসিতো দেবলশ্চৈব বৈশম্পায়ন এব চ ।

জৈমিনিশ্চ স্তমস্তশ্চ গতাঃ সৰ্ব্বৈ তপোধনাঃ ॥ ৩ ॥

তানৈতাশ্বীক্ষ্য পুত্রঞ্চ লোকান্তরিতমপ্যুত ।

ব্যাসঃ শোকসমাক্রান্তো গমনায়াকরোন্নতিম্ ॥ ৪ ॥

চতুঃ সপ্ততিগম্যন্ত শুকনিৰ্গমনোত্তরম্ ।

ব্যাসস্ত কারয়ৎকৃতাং তৎসমাসেন কথ্যতে ॥

এতাবৎপর্যন্তং কথং শুকেন পুরাণমবীতমিতি প্রথমপ্রস্তোত্রং দত্তং মধ্যে প্রসঙ্গাগতাঃ কথাস্চোক্তা ইদানীং ত্রিদেবীভাগবতপ্রতিপাদকাচার্য্যস্ত ব্যাসস্ত শুরোঃ কথং শুকভক্তা ঋষয়ঃ পূজ্যস্তি শুকাবৃতি । তস্মৈ ব্রূহীতি । যন্ত দেবে পরা তচ্চিৰ্বধা দেবে তথা শুরো । তস্মৈ তে কথিতাঃ কথ্যঃ প্রকাশন্তে মহাশ্বয়ন ইতি শ্রুতেরন্বতাং ত্রীশুরোঃ কথং ব্রূহীতান্তি প্রায়ঃ ॥ ১—৩ ॥

পূৰ্বে শিষ্য্য আজ্ঞামাদায় গতাস্তজ্ঞতং দুঃখং জ্ঞাতমেবাচার্য্যস্ত পরন্ত শুকদেবমুখেন তন্নটং শুকদেবনিৰ্গমনে তু তদ্বতরমপ্যেকবারমেব দুঃখং প্রাপ্তবৃত্তমিত্যাহ ব্যাসঃ শোকসমা-

ঋষিগণ কহিলেন । হুত ! দেবতুল্য পরমযোগী শুকদেব সর্বোৎকৃষ্ট অসিদি সিদ্ধি লাভ করিলে পর বেদব্যাস কি করিলেন ইহা আমরাগকে বিস্তার পূৰ্ব্বক বল ॥ ১ ॥

হুত, ঋষিগণের এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া বলিলেন, ঋষিগণ ! পূৰ্বেই ব্যাসদেবের অসিত দেবল বৈশম্পায়ন জৈমিনি এবং স্তমস্ত প্রভৃতি এবং অন্ত্যস্ত যে সকল বেদাভ্যাসরত শিষ্য ছিল, তাহারা পাঠান্তে শুকর আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া মহীতলে ধৰ্ম্ম প্রচার জন্য প্রস্থান করিয়া ছিলেন । এক্ষণে, ব্যাসদেব তাহাদিগকে পৃথিবীগত এবং পুত্র শুকদেবকে লোকান্তরিত দেখিয়া অতিশয় শোকাবল হইলেন এবং সে স্থান হইতে অন্ততঃ গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন ॥ ২—৪ ॥ পরে অশ্বস্থানে গাইব । ইহা স্থির করিয়া গঙ্গাতীরে বাইরা পূৰ্ব্ব-পরিভ্রমক

সম্মার মনসা ব্যাসস্তাং নিষাদহতাং শুভাম্ ।  
 মাতরং জাহ্নবীতীরে মুক্তাং শোকসমম্বিতাম্ ॥ ৫ ॥  
 স্মৃদ্ধা সত্যবতীং ব্যাসস্ত্যক্তা তং পৰ্ব্বতোত্তমম্ ।  
 আজগাম মহাতেজা জন্মস্থানং স্বকং মুনিঃ ॥ ৬ ॥  
 দ্বীপং প্রাপ্যথ পপ্রচ্ছ ক গতা সা বরাননা ।  
 নিষাদাস্তং সমাচখ্যুদ্দত্তা রাজ্ঞে তু কথ্যকা ॥ ৭ ॥  
 দাশরাজোহপি সম্পূজ্য ব্যাসং প্রীতিপূরঃসরম্ ।  
 স্বাগতেনাভিসংকৃত্য প্রোবাচ বিহিতাঞ্জলিঃ ॥ ৮ ॥  
 দাশরাজ উবাচ ।  
 অদ্য মে সফলং জন্ম পাবিতং নঃ কুলং যুনে ! ।  
 দেবানামপি দুর্দর্শং যজ্ঞাতং তব দর্শনম্ ॥ ৯ ॥  
 যদর্থমাগতোহসি ত্বং তদ্ব্যহি দ্বিজসত্তম ! ।  
 অপি দারা ধনং পুত্রাস্তদায়তমিদং বিভো ! ॥ ১০ ॥

ক্রান্ত ইতি । এতাদৃশমহাত্মানামপি সংসারজয়ক্লেশসম্ভবান সংসারে আসক্তো ভবেৎ  
 কিং তস্মাদিরজ্যেতৈবেতি তু রহস্যম্ ॥ ৪ ॥ মুক্তামিতি । ব্যাসস্ত পুলিনে জন্মোত্তরং ব্যাসং  
 গৃহীত্বা গতেন পরাশরেন মুক্তাংপি ব্যাসেন মুক্তা জাতৈবেত্যভিপ্রায়েণৈষমুক্তিঃ ॥ ৫—৬ ॥  
 ( দত্তেতি । রাজ্ঞে শস্ত্রনবে কথ্যকা সত্যবতী দত্তা দাশরাজেনেতি শেষঃ ॥ ৭ ॥ ) দাশরাজো-  
 পীতি । স চ সত্যবত্যাঃ পিতা ॥ ৮—৯ ॥ ( যদর্থমিতি । হে ব্যাসগণ্ডষ্ঠ ! অধুনা কিমর্থং  
 মৎসঙ্গীপে আগতোহসি তদ্বদ মম স্ত্রীপুত্রধনাদিকং যৎকিঞ্চিদস্তি তং সৰ্ব্বং তদধীনমেব বিদ্ধি  
 যতন্ত্বং সৰ্ব্বব্যাপীশ্বরবৎ সৰ্বত্র বর্তসে ॥ ১০ ॥ )

শৌকাকুল কল্যাণস্বরূপিণী জননী ধীবরকথা সত্যবতীকে মনে মনে স্মরণ করিলেন । পরে  
 সেই স্বর্গসদৃশ সুখাবহ পৰ্ব্বত পরিত্যাগ করিয়া নিজ জন্মস্থানে আসিয়া উপস্থিত হই-  
 লেন ॥ ৫—৬ ॥ অনন্তর যে দ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই দ্বীপে আসিয়া তত্রতা ধীবর-  
 গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সেই চাক্রমুখী ধীবর-রাজকথা এক্ষণে কোথায় আছেন ?  
 ধীবরগণ বেদব্যাসের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিল, ধীবররাজ শস্ত্রম্ভ রাজাকে সেই কস্তা  
 প্রদান করিয়াছেন ॥ ৭ ॥ অনন্তর, ধীবররাজ ব্যাসদেবকে সমাগত দেখিয়া প্রীতিসহকারে  
 পূজা এবং স্বাগত সম্ভাষণ দ্বারা সম্বৰ্দ্ধনা করিয়া অঞ্জলি বন্ধন পূর্বক বলিল ॥ ৮ ॥ যুনিবর !  
 যখন, দেবগণেরও চুলভ আপনার এই দর্শন লাভ করিলাম, তখন আজ আমার জন্ম  
 সার্থক হইল এবং আজ আমার কুলকে আপনি পবিত্র করিলেন ॥ ৯ ॥ দ্বিজবর ! কিজন্ত  
 আসিয়াছেন তাহা বলুন, আমার স্ত্রী পুত্র ধন বাহা কিছু আছে তৎসমুদায়ই আপনার অধীন  
 বলিয়া জানিবেন ॥ ১০ ॥

সরস্বত্যাস্তটে রম্যে চকারাশ্রমমণ্ডলম্ ।

ব্যাসস্তপঃসমায়ুক্তস্তত্ৰৈবাস সমাহিতঃ ॥ ১১ ॥

সত্যবত্যাঃ স্ত্রুতো জাতৌ শস্ত্রনোরমিতদ্ব্যুতেঃ ।

মহা তৌ ভ্রাতরৌ ব্যাসঃ স্ত্রুতমাপ বনে স্থিতঃ ॥ ১২ ॥

চিত্রাঙ্গদঃ প্রথমজো রূপবান্ শত্রুতাপনঃ ।

বভূব নৃপতেঃ পুত্রঃ সৰ্বলক্ষণসংযুতঃ ॥ ১৩ ॥

বিচিত্রবীৰ্য্যনামার্মৌ দ্বিতীয়ঃ সমজায়ত ।

সৌহপি সৰ্বগুণোপেতঃ শস্ত্রনোঃ স্ত্রুতবর্দ্ধনঃ ॥ ১৪ ॥

গাঙ্গেয়ঃ প্রথমস্তস্ত মহাবীরো বলাধিপঃ ।

তথৈব তৌ স্ত্রুতো জাতৌ সত্যবত্যা মহাবলৌ ॥ ১৫ ॥

শস্ত্রনুস্তান্ স্ত্রুতান্ বীক্ষ্য সৰ্বলক্ষণসংযুতান্ ।

অমংস্তাজয়্যমাজ্ঞানঃ\* দেবাদীনাং মহামনাঃ ॥ ১৬ ॥

অথ কালেন ক্রিয়তা শস্ত্রনুঃ কালপর্য্যায়ং ।

তত্যাজ দেহং ধৰ্ম্মাত্মা দেহী জীর্ণমিবাম্বরম্ ॥ ১৭ ॥

সরস্বত্যা ইতি । তৎপ্রার্থনোত্তরং তস্ত নৃপাযোগ্যমুত্তরং দম্বা সরস্বতীতীরে তপশ্চর্য্যার্থ-  
মাশ্রমং চকারেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ শস্ত্রনোঃ সকাশাদিতি শেষঃ । মবেতি । মম ভ্রাতরৌ স্ত্রুতিনৌ স্ত  
ইতি দম্বা ॥ ১২ ॥ প্রথমচিত্রাঙ্গদঃ ॥ ১৩ ॥ দ্বিতীয়ে বিচিত্রবীৰ্য্যঃ ॥ ১৪ ॥ তয়োঃ পূৰ্ব্বং  
গঙ্গাতৌ রাজঃ শস্ত্রনোঃ সকাশং প্রথমতঃ পুত্রো গাঙ্গেয়নামকো ভ্রাতঃ অনন্তরং সত্যবত্যাঃ  
পুত্রদয়ং জাতম্ ॥ ১৫—১৬ ॥

(শস্ত্রমূর্তিঃ) যথা শরীরী জীবঃ জীৰ্ণবস্ত্রাদিকং পবিত্রাশ্রুতি তথা শস্ত্রনুঃ কালধৰ্ম্মেণ জীর্ণঃ

বেদব্যাস এইরূপে নিজজননী সত্যবতীর বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রমণীয় সরস্বতীতীরে  
আশ্রম নির্মাণ করিলেন এবং সেই স্থানেই সমাহিতচিত্তে তপস্তায় নিযুক্ত হইলেন ॥ ১১ ॥  
এদিকে অতুলতেজস্বীশস্ত্রমুরাজ-ওরসে সত্যবতীগর্ভে দুইটা পুত্র উৎপন্ন হইল। বেদব্যাস  
ভ্রাতাদিগকে নিজ ভ্রাতা বলিয়া জানিতে পারিয়া বনবাসী হইলেও অতিশয় স্ত্রুতলাভ  
করিলেন ॥ ১২ ॥ শস্ত্রমুরাজের পুত্র দুইটির মধ্যে চিত্রাঙ্গদ জ্যেষ্ঠ অতিশয় রূপবান্ ও সৰ্ব-  
লক্ষণবিভূষিত এবং কনিষ্ঠ বিচিত্রবীৰ্য্যও সৰ্বগুণযুক্ত ছিল ; ইহাতে নৃপতি শস্ত্রমুর অতিশয়  
স্বপ্ন বৃদ্ধি হইয়াছিল ॥ ১৩—১৪ ॥ স্ত্রুতগণ! শস্ত্রমুরাজের সত্যবতীগর্ভে এই দুই মহাবল  
পুত্র হইয়াছিল ; পরন্তু, ইহার পূৰ্বেই মহাবল পরাক্রান্ত মহাবীর ভীষ্ম পঙ্গবগর্ভে সন্ত  
হওয়ায় সৰ্বজ্যেষ্ঠ পুত্র তিনিই ছিলেন। নৃপতি শস্ত্রমুর সৰ্বলক্ষণ-বিভূষিত এই পুত্রদ্বয়কে  
দেখিয়া আপনাকে দেবগণেরও অঙ্গেয় বিবেচনা করিলেন ॥ ১৫—১৬ ॥

কালধর্মং গতে রাজ্ঞি ভীষ্মশ্চক্রে বিধানতঃ ।

প্রেতকার্য্যাণি সর্বাণি দানানি বিবিধানি চ ॥ ১৮ ॥

চিত্রাঙ্গদং ততো রাজ্যে স্থাপয়ামাস বীর্য্যবান্ ।

স্বয়ং ন কৃতবান্ রাজ্যং তস্মাদ্বেবত্রতোহভবৎ ॥ ১৯ ॥

চিত্রাঙ্গদস্ত বীর্য্যেণ প্রমত্তঃ পরদুঃখদঃ ।

বভূব বলবান্ বীরঃ সত্যবত্যাঙ্গজঃ শুচিঃ ॥ ২০ ॥

অথৈকদা মহাবাহুঃ সৈন্যেন মহতা বৃতঃ ।

প্রচচার বনোদ্দেশান্ পশ্যন্ বধ্যান্ মৃগান্ রুরুন্ ॥ ২১ ॥

চিত্রাঙ্গদস্ত গন্ধর্ব্বো দৃষ্ট্বা তং মার্গগং নৃপম্ ।

উত্তারান্তিকং ভূমের্বিমানবরমাস্থিতঃ ॥ ২২ ॥

তত্রাভূচ্চ মহদ্যুদ্ধং তয়োঃ সদৃশবীর্য্যয়োঃ\* ।

কুরুক্ষেত্রে মহাস্থানে ত্রীণি বর্ষাণি তাপসাঃ ! ॥ ২৩ ॥

শরীরং তত্যাগ্নেত্যবয়ঃ ॥১৭॥ ভীষ্ম ইতি । তস্ত জ্যেষ্ঠপুত্রস্তাং পিতৃকার্য্যেহধিকারঃ ॥ ১৮ ॥ চিত্রাঙ্গদমিতি । পিতরি মৃত্যে স্বস্ত রাজ্যাধিকারসম্বন্ধে পিতরং প্রতি নাহং রাজ্যং বিবাহং বা করিষ্যামি অং সত্যবতীং বৃধু ইতি সত্যবতীবিবাহসময়ে প্রতিজ্ঞাতত্বাচ্চিত্রাঙ্গদং সত্যবতীজ্যেষ্ঠ-পুত্রমেব রাজ্যে স্থাপয়ামাস । তাদৃশসত্যরূপস্ত দেবানাং ব্রতস্ত পরিপালনাদ্বেবত্রতনামা-ভবৎ ॥ ১৯—২২ ॥ (সদৃশং তুল্যং বর্ষ্যং যয়োস্তয়োঃ উভাবেব পরাক্রমশালিনাবিতার্থঃ ।

অনন্তর, কিছু কাল গত হইলে পর কালগতিবশত লোকে যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে, ধার্মিকপ্রবর শস্ত্রহুরাজ সেইরূপ দেহ পরিত্যাগ করিলেন ॥ ১৭ ॥ রাজা মৃত হইলে ভীষ্মদেব যথাবিধি তাঁহার প্রেতকার্য্য সন্ধা এবং তাঁহার স্বর্ণ কামনায় নানাবিধ দান করিলেন ॥ ১৮ ॥ অনন্তর, তিনি অতিশয় পরাক্রমশালী হইলেও পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা পালন জন্য স্বয়ং রাজ্য না করিয়া সত্যবতীর জ্যেষ্ঠপুত্র চিত্রাঙ্গদকে রাজ্যে স্থাপন করিলেন । ঋষিগণ ! ভীষ্মদেব এই সত্যব্রত পালন করিয়াছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে দেবব্রত বলিয়া আস্থান দিয়া থাকে ॥১৯॥ এদিকে, সেই সত্যবতী-তনয় ধর্ম্মাত্মা চিত্রাঙ্গদও এতদূর বলবান্ ও বীর্য্যোন্নত বীরপুরুষ হইয়াছিলেন যে, শক্রগণ তাঁহাকে দেখিলেই অতিশয় হুঃখিত হইত ॥২০॥

অনন্তর, এক দিবস মহাবাহু চিত্রাঙ্গদ সৈন্তপরিবৃত হইয়া মৃগয়া উপলক্ষে নানাজাতীয় জন্তুগণের বধ জন্ত বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥ এদিকে, চিত্রাঙ্গদ নামে গন্ধর্ব্ব রাজাকে পথিমধ্যে দেখিতে পাইয়া বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২২ ॥ ঋষিগণ ! এই সমান বলশালী রাজস্বয় একত্র মিলিত হইলে, সেই

ইন্দ্রলোকমবাপাশু গন্ধর্বেণ হতো রণে ।

ভীষ্মঃ শ্রুত্বা চকারাশু ততোর্জুদেহিকং তদা ॥ ২৪ ॥

গাঙ্গেয়ঃ কৃতশোকস্ত মস্ত্রিভিঃ পরিবারিতঃ ।

বিচিত্রবীৰ্য্যনামানং রাজ্যেশঞ্চ চকার হ ॥ ২৫ ॥

মস্ত্রিভির্বোধিতা পশ্চাদ্গুরুভিঃ মহাত্মভিঃ ।

স্বপুত্রং রাজ্যং দৃষ্ট্বা পুত্রশোকহতাপি চ ॥ ২৬ ॥

সত্যবত্যতিসম্ভৃতা বভূব বরবর্ণিনী ।

ব্যাসোহপি ভ্রাতরং শ্রুত্বা রাজানং মুদিতোহভবৎ ॥ ২৭ ॥

যৌবনং পরমং প্রাপ্তঃ সত্যবত্যাঃ স্তুতঃ শুভঃ ।

চকার চিন্তাং ভীষ্মোহপি বিবাহার্থং কনীয়সঃ ॥ ২৮ ॥

কাশিরাজহুতাস্তিভ্রঃ সর্বলক্ষণসংযুতাঃ ।

তেন রাজ্ঞা বিবাহার্থং স্থাপিতাশ্চ স্বয়ংবরে ॥ ২৯ ॥

শ্রীশি বর্ষণি ব্যাপ্য ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥ ইন্দ্রলোকমিতি । ইন্দ্রলোকং স্বর্গম্ । ধর্মযজ্ঞেন হি  
বীরাঃ স্বর্গমাপ্নুবন্তীতি প্রসিদ্ধিঃ ॥ ২৪ ॥ বিচিত্রবীৰ্য্যনামানমিতি দ্বিতীয়ং পুত্রম্ ॥ ২৫—২৬ ॥  
অতিসম্ভৃতি । চিত্রাঙ্গদে হতে ভীষ্ম রাজ্যাধিকারসম্বন্ধেহপি মংপুত্রায়ৈব রাজ্যং দত্তমিতি

মহাপবিত্র স্থান কুরুক্ষেত্রে তিন বর্ষকাল ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ২৩ ॥ পরে চিত্রাঙ্গদ  
নুপতি গন্ধর্ব কর্তৃক নিহত হইয়া (কল্লিয় ধর্ম রক্ষার জন্ত) তৎক্ষণাৎ স্বর্গে গমন করিলেন ।  
এদিকে ভীষ্মদেব চিত্রাঙ্গদের মৃত্যুবর্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহার ঔর্জুদেহিক কার্য নিশ্চয়  
করিলেন এবং স্বাজবিরোধে অতিশয় শোকাগ্নিত হইয়া মস্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করত  
চিত্রাঙ্গদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীৰ্য্যকে রাজ্যেশ্বর করিলেন ॥ ২৪—২৫ ॥ সত্যবতী পুত্রশোকে  
অতিশয় পীড়িতা হইলেও মহাত্মা মস্ত্রিগণ ও গুরুগণ কর্তৃক প্রবোধিত হইয়া এবং কনিষ্ঠ  
পুত্রকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন । এদিকে ব্যাসদেবও ভ্রাতা রাজ্যেশ্বর  
হইয়াছেন ইহা শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইলেন ॥ ২৬—২৭ ॥

অনন্তর, কিছু কাল গত হইলে সত্যবতীপুত্র বিচিত্রবীৰ্য্যের যৌবন কাল আসিয়া  
উপস্থিত হইল । ভীষ্মদেব ইহা দেখিয়া কনিষ্ঠের বিবাহ নিমিত্ত চিন্তা করিতে লাগি-  
লেন ॥ ২৮ ॥ ঋষিগণ ! এদিকে কাশীরাজের সর্বলক্ষণ-বিভূষিত তিনটা কন্যা যৌবন প্রাপ্ত  
হইয়াছিল । কাশীরাজ তাহাদের বিবাহ জন্ত স্বয়ংবর-সভা স্থাপন করিয়াছিলেন ॥ ২৯ ॥

\* কৃতান্তিভেদঃ সচিবৈর্দ্বিজৈর্বেদবিদ্বন্তৈঃ । রাজা চকার ধর্মাত্মা ভীষ্মতাম্ব্যতে হিতঃ ।

রাজানো রাজপুত্রাশ্চ সমাহূতাঃ সহস্রশঃ ।

ইচ্ছাস্বয়ংবরার্থং বৈ পূজ্যমানাঃ সমাগতাঃ ॥ ৩০ ॥

তত্র ভীষ্মো মহাতেজাস্তা জহাং বলেন বৈ ।

নিশ্মথ্য রাজকং সর্বং রথেনৈকেন বীর্যবান্ ॥ ৩১ ॥

স জিত্ব পার্শ্ববান্ সর্বাংস্তাশ্চাদায় মহারথঃ ।

বাহুবীর্যেণ তেজস্বী হ্যাসাদ গজাহ্বয়ম্ ॥ ৩২ ॥

মাতৃবদ্ভগিনীবচ্চ পুত্রীবচ্চিস্তয়ন্ কিল ।

তিস্রঃ সমানায়ামাস কন্ঠকা বামলোচনাঃ ॥ ৩৩ ॥

সত্যবতৌ নিবেদ্যাশু দ্বিজানাহুয় সহস্রঃ ।

দৈবজ্ঞান্ বেদবিহুযঃ পর্যাপৃচ্ছচ্ছু ভং দিনম্ ॥ ৩৪ ॥

কৃত্বা বিবাহসম্ভারং যদা তং ভ্রাতরং নিজম্ ।

বিচিত্রবীর্যং ধর্ম্মিষ্ঠং বিবাহয়তি তা যদা ॥ ৩৫ ॥

তদা জ্যেষ্ঠাপ্যুবাচেনং কন্ঠকা জাহুবীষ্মতম্ ।

লজ্জমানাহসিতাপান্ধী তিস্রাং চারুলোচনা ॥ ৩৬ ॥

হেতোরিতার্থঃ ॥ ২৭—৩৪ ॥ তা যদেতি । তাস্তিস্রঃ কন্ঠাঃ । তিস্রাং মধ্যে জ্যেষ্ঠে-  
তার্থঃ ॥ ৩৫ ॥ (তদেতি । তদা উদ্বাহোদ্যমসময়ে জ্যেষ্ঠা অসিতাপান্ধী অম্বা লজ্জমানা সতী  
জাহুবীষ্মতং ভীষ্মমুবাচ । অসিতৌ অপান্ধৌ নেত্রান্তভাগে যন্তাঃ । তিস্রাংমিতি নির্দ্ধারণে  
যষ্ঠী । তিস্রাং মধ্যে ইত্যর্থঃ । চারুণী মনোজ্ঞে লোচনে যন্তাঃ ॥ ৩৬ ॥ কিমুবাচেত্যত্রাহ ।

নানাদেশ হইতে সহস্র সহস্র রাজা এবং রাজপুত্র সকল নিমন্ত্রিত হইল । তাঁহারা সকলেই  
সাদরে পূজিত হইয়া স্বয়ংবর-সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩০ ॥ তাহার পর, মহা-  
প্রতাপশালী বলবান্ ভীষ্মদেব সেই সভায় একাকী সমস্ত রাজগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া  
কাশিরাজ কন্ঠাগণকে বল পূর্বক হরণ করিলেন এবং তাঁহাদিগকে লইয়া হস্তিনাপুরে  
আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩১—৩২ ॥ ভীষ্মদেব ( স্বয়ং বিবাহ করিবেন না এই প্রতিজ্ঞা  
রক্ষার জন্ত) সেই চারুলোচনা কন্ঠাগণকে হরণ করিয়া আনিবার সময় তাহাদিগকে মাতৃ,  
ভগিনী বা কন্ঠার জ্ঞায় বিবেচনা করিয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥ অনন্তর, (কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যের  
বিবাহ জন্ত) সত্যবতীকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইয়া, শীঘ্র দৈবতত্ত্বাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান  
করিয়া বিবাহের শুভ দিন জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩৪ ॥ পরে দিন স্থির হইলে, ভীষ্ম  
বিবাহোপযোগী সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ পূর্বক যেমন, কাশীরাজের সেই তিনটা কন্ঠার  
সহিত কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধর্ম্মিকপ্রবর বিচিত্রবীর্যের বিবাহ জন্ত উদ্যোগী হইবেন, অমনি সেই  
সময়, কন্ঠা তিনটির মধ্যে জ্যেষ্ঠ কন্ঠাটি লজ্জাবনতমুখী হইয়া তাঁহাকে বলিল ॥ ৩৫—৩৬ ॥

গঙ্গাপুত্র ! কুরুশ্রেষ্ঠ ! ধর্মজ্ঞ ! কুলদীপক ! ।

ময়া স্বয়ংবরে শাশ্বো বৃতোহস্মি মনসা নৃপঃ ॥ ৩৭ ॥

বৃতোহং তেন রাজ্ঞা বৈ চিত্তে প্রেমসমাকুলে ।

যথাযোগ্যং কুরুদাদ্য কুলশ্রাস্ত্র পরস্তপ ! ॥ ৩৮ ॥

তেনাহং বৃতপূর্ব্বাস্মি ত্বঞ্চ ধর্মভূতাং বরঃ ।

বলবানসি গাঙ্গেয় ! যথেষ্টসি তথা কুরু ॥ ৩৯ ॥

সূত উবাচ ।

এবমুক্তস্তয়া তত্র কন্যয়া কুরুনন্দনঃ ।

অপৃচ্ছদব্রাহ্মণান্ বুদ্ধান্ মাতরং সচিবাংস্তথা ॥ ৪০ ॥

সর্ব্বেষাং মতমাজ্ঞায় গাঙ্গেয়ো ধর্মবিভক্তঃ ।

গচ্ছতি কন্যকাং প্রাহ যথাক্রুচি বরাননে ॥ ৪১ ॥

গঙ্গাপুত্রোতি । কুরুশ্রেষ্ঠ ! ইত্যনেন কুরুকুলমর্যাদা অবশ্যং ভবতা রক্ষিতবোতি স্মৃতিতম্ । স্বয়ংবরে স্বয়ংবরসময়ে ময়া শাশ্বনামা নৃপো বৃতঃ । এবং সতি কথমম্মাভিস্তত্র ন দৃষ্ট ইতি চেদিত্যাহ মনসেতি ॥ ৩৭ ॥ ন তু কেবলং ময়া বৃতোহসৌ কিন্তু তেনাপ্যহমপীতি বিজ্ঞা-  
পরম্বাহ বৃতোহস্মিতি । কথং তেন বৃত ইতি চেত্তব্রাহ চিত্তে প্রেমা সমাকুলে জাতে ইত্যর্থঃ । অতএব হে শত্রুতাপন ! অদ্য অধুনা উপস্থিতকার্য্যক্ষেত্রে যথাভিধেয়ং তং কুরুষ্ব অমুতিষ্ঠ ॥ ৩৮ ॥ ইদানীং স্বমুক্তো বাধ্যং নিরাচিকীর্ষুর্ভীষ্মস্ত সর্কৃতঃ প্রভুত্বং বেদয়ন্তী ত্বয়োহপ্যাহ তেনোহস্মিতি । গাঙ্গেয় ! ইত্যনেন সম্বোধনেন ভীষ্মস্ত দিব্যশক্তিমন্বাদিকং স্মৃতিতম্ । ন তু ত্বং কেবলং বলবান্ কিন্তু ধর্মপালকোহপ্যসীত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

এমুক্তোতি । তয়া কন্যয়া এবং পুরুষাস্তরগতচিত্তত্বং বিজ্ঞাপিতঃ কুরুনন্দনো ভীষ্মঃ বুদ্ধান্ জ্ঞানবুদ্ধান্ দীর্ঘদর্শিন ইত্যর্থঃ ব্রাহ্মণান্ সচিবাংশ্চ অপৃচ্ছদিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥ সর্ব্বেষা-  
মিতি । ধর্মবিদ্যাং শ্রেষ্ঠতমো গঙ্গানন্দনো ভীষ্মঃ তেষাং পুঙ্কোক্তানাং মতং বুদ্ধ্য গচ্ছতি

কুরুবর ! আপনিই কুরুকুলের শ্রেষ্ঠ বিশেষত পতিতপাবনী গঙ্গার পুত্র সূতরায় ইহলোকে আপনিই একমাত্র ধর্মজ্ঞ ; অতএব যাহাতে এই কুল হীন-প্রভ না হয় তাহা অবশ্যই করি-  
বেন । মহাশয় ! স্বয়ংবর সভায় আমি মনে মনে শাশ্ব নৃপতিকেই বরণ করিয়াছি এবং শাশ্বরাজ ও ঐশ্রি সহকারে মনে মনে আমাকে বরণ করিয়াছেন । অতএব হে শত্রুতাপন ! এক্ষণে যাহাতে এই কুলের মত কার্য্য হয় তাহা করুন ॥ ৩৭—৩৮ ॥ গাঙ্গেয় ! পূর্বে আমি শাশ্বরাজ কর্তৃক বৃত হইয়াছি সন্দেহ নাই ; আপনি কেবল বলবান্ নহেন বরন্ত ধর্মজ্ঞগণেরও শ্রেষ্ঠ ; অতএব আপনার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করুন ॥ ৩৯ ॥

সূত কহিলেন । ঋষিগণ ! কাশিরাজ-কন্যা এই সকল কথা বলিলে পর কুরুনন্দন ভীষ্ম কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বুদ্ধ ব্রাহ্মণ, ময়িগণ ও মাতা সত্যবতীকে উপস্থিত কর্তব্যাতার বিষয় জিজ্ঞাশা করিলেন ॥ ৪০ ॥ পরে, সেই ধার্মিকপ্রবর ভীষ্ম সকলের মত জানিয়া কন্যাকে বলিলেন । চাক্ষুণি ! আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম, তুমি যথা ইচ্ছা সেই স্থানে

বিসর্জিতাহ্থ সা তেন গতা শাস্ত্রনিকেতনম্ ।

উবাচ তং বরারোহা রাজানং মনসেঙ্গিতম্ ॥ ৪২ ॥

বিনিমুক্তান্মি ভীষ্মেণ ত্বম্ননস্কৈতি ধর্মতঃ ।

আগতাহ্মি মহারাজ ! গৃহাণাদ্য করং মম ॥ ৪৩ ॥

ধর্মপত্নী তবাত্যস্তং ভবামি নৃপসত্তম ! ।

চিন্তিতোহসি ময়া পূর্বং ত্বয়াহং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

শাস্ত্র উবাচ ।

গৃহীতা ত্বং বরারোহে ! ভীষ্মেণ পশ্চতো মম ।

রথে সংস্থাপিতা তেন ন গ্রহীষ্যে করং তব ॥ ৪৫ ॥

পরোচ্ছিন্নাঞ্চ কঃ কন্যাং গৃহ্নাতি মতিমামরঃ ।

অতোহহং ন গ্রহীষ্যামি ত্যক্তাং ভীষ্মেণ মাতৃবৎ ॥ ৪৬ ॥

রুদতী বিলপন্তী সা ত্যক্তা তেন মহাত্মনা ।

পুনর্ভীষ্মং সমাগত্য রুদতী চেদমব্রবীৎ ॥ ৪৭ ॥

কত্ৰকাং প্রতাহ ॥ ৪১ ॥ ভীষ্মেণ তক্তায়াস্তক্তা ভবিতব্যতাং হৃচয়মাহ । বিসর্জিতাথেতি । রাজানং শাস্ত্রং মনোগতভাবমুবাচ ॥ ৪২ ॥ বিনিমুক্তৈতি । ত্বম্ননস্কৈতি বিজ্ঞায় ভীষ্মেণ ধর্মতঃ ধর্মহেতোস্ত্যক্তা নত্বহং সতীত্বধর্মাক্ষ্যতেতি ভাবঃ । অতএব মহারাজ ! ইদানীং মম করং পাণিঃ গৃহাণেত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥ ধর্মপত্নীতি । নৈবাহং তে কেবলং ভোগ্যা অপিতু ধর্মপত্নী ভবামীতি ভাবঃ । যতো ময়া ত্বং পূর্বমেব পতিষ্বেন চিন্তিতোহসি তথা ত্বয়া চাহমপি ভাৰ্য্যাভাবেন চিন্তিতাঙ্গীতি শেষঃ ॥ ৪৪ ॥

শাস্ত্রামহাং অন্তপূর্বাং মন্তা নিরাচিকীর্ষুরাহ গৃহীতেতি ॥ ৪৫ ॥ নিরাকরণে বিশেষ-  
কারণং প্রদর্শয়রাহ পরোচ্ছিন্নামিতি ॥ ৪৬ ॥ রুদতীতি । তেন মহাত্মনা শাৰ্বেনাপি ত্যক্তা

যাও ? ॥ ৪১ ॥ অনন্তর, সেই নিতম্বিনী কাশিরাজের জ্যেষ্ঠকন্যা, ভীষ্ম কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে পর, নরপতি শাৰ্বনিকেতনে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে চিন্তাভিলষিত সমস্ত বলিল ॥ ৪২ ॥ মহারাজ ! ভীষ্মদেব, আমাকে আপনার প্রতি অমুরক্তা জানিয়া ধর্মত পরিত্যাগ করিয়া-  
ছেন । এক্ষণে, আমি আপনার নিকট আসিয়াছি আমার পানি গ্রহণ করুন ॥ ৪৩ ॥ নৃপবর ! আমি আপনার ধর্মপত্নী হইব বলিয়া পূর্ব হইতেই আপনাকে চিন্তা করিতাম ; আর বোধ হয় আপনিও আমাকে লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেন ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই ॥ ৪৪ ॥

শাৰ্ব কাশিরাজকন্যার এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন । নিতম্বিনি ! ভীষ্ম আমাকে অনাদর করিয়া আমার সমক্ষেই যখন তোমাকে গ্রহণ করিয়া রথে সংস্থাপন করিয়াছিল তখন আর আমি তোমার পানি গ্রহণ করিতে পারিব না ॥ ৪৫ ॥ দেখ ! বুদ্ধিমান হইয়া কোন ব্যক্তি পরোচ্ছিন্ন কন্যাকে গ্রহণ করিয়া থাকে ? ভীষ্ম তোমাকে মাতৃজ্ঞানে পরি-  
ত্যাগ করিলেও আমি তোমাকে গ্রহণ কবিব না ॥ ৪৬ ॥ ঋষিগণ । সেই কাশিবাজকন্যা



শাঙ্খো মুক্তাং ত্বয়া বীর ! ন গৃহ্নাতি গৃহাণ মাং ।  
ধৰ্ম্মজ্ঞোহসি মহাভাগ ! মরিষ্যাম্যন্থথাহম্ ॥ ৪৮ ॥

ভীষ্ম উবাচ ।

অনুচিন্ত্য কথং ত্বাং বৈ গৃহ্নামি বরবর্ণিনি ! ।  
পিতরং স্বং বরারোহে ! ত্রজ শীত্রং নিরাকুলা ॥ ৪৯ ॥  
তথোক্তা সা তু ভীষ্মেণ জগাম বনমেব হি ।  
তপশ্চকার বিজনে তীর্থে পরমপাবনে ॥ ৫০ ॥  
দ্বৈ ভার্য্যে চাতিরূপাঢ্যে তস্মৈ রাজ্ঞো বভূবতুঃ ।  
অশ্বালিকা চাম্বিকা চ কাশিরাজহুতে শুভে ॥ ৫১ ॥  
রাজা বিচিত্রবীৰ্য্যোহসৌ তাভ্যাং সহ মহাবলঃ ।  
রেমে নানাবিহারৈশ্চ গৃহে চোপবনে তথা ॥ ৫২ ॥

সতী কদম্বী বিলপন্তী চ পুনর্ভীষ্মং সমাগত্য রোদনং কুর্ষতী সত্যবীদিত্যম্বঃ ॥ ৪৭ ॥  
মুক্তাশ্বেতি । প্রথমতো হস্তেন সংস্পৃশ্য রথে স্থাপিতা পশ্চান্নুক্তামিত্যর্থঃ । ততঃস্বর্ণমিত্রং মম  
জন্ম বার্থং ভবতীতি । স্বং মাং গৃহাণেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৪৮ ॥

অনুচিন্ত্যামন্ত্রাসক্তামিত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥ (এবং ভীষ্মেণোক্তা কাশিরাজকন্তা পিতৃগৃহগমনং  
গহিততরং মম্বা বনং প্রস্থিতা ইত্যম্বঃ ॥ ৫০ ॥)

রাজ্ঞো বিচিত্রবীৰ্য্যস্ত ॥ ৫১ ॥ (রাজ্যেতি । অসৌ মহাবলো রাজা বিচিত্রবীৰ্য্যঃ তাভ্যাং

রোদন ও বিলাপ করিলেও মহাত্মা শাখ তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন ; এবং এইরূপে  
পরিত্যক্ত হইয়া পুনর্বার ভীষ্মের নিকট আসিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিল ॥ ৪৭ ॥  
বীরবর ! আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন শাখ ইহা জানিতে পারিয়া ভয়ে গ্রহণ  
করিল না ; হে মহাভাগ ! আপনিও ধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব জানেন অতএব এক্ষণে আমাকে  
গ্রহণ করুন । আর যদি আপনি আমাকে গ্রহণ না করেন তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই  
জীবন ত্যাগ করিব ॥ ৪৮ ॥

কাশিরাজকন্তার এই কথা শ্রবণ করিয়া ভীষ্ম কহিলেন । বরবর্ণিনি ! তোমার চিত্ত  
অন্ত পুরুষে আসক্ত, অতএব আমি কি করিয়া তোমাকে গ্রহণ করি ? নিতম্বিনি ! এক্ষণে  
তুমি বতিব্যস্ত হইও না শীত্র তোমার পিতার নিকট গমন কর ॥ ৪৯ ॥ কাশিরাজকন্তা ভীষ্ম  
কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া পিতৃগৃহে বাওরা অতিশয় গর্হিত বিবেচনা করিয়া বনে প্রস্থান  
করিল এবং পরম পবিত্র বিজনে তীর্থস্থানে বাইয়া তপস্যার প্রবৃত্ত হইল ॥ ৫০ ॥

অনন্তর, কাশিরাজের অবশিষ্ট অশ্বালিকা ও অম্বিকা নামে অতি স্নানরী দুই কন্তা  
রাজা বিচিত্রবীৰ্য্যের দুই পত্নী হইল ॥ ৫১ ॥ সেই মহাবল পরাক্রান্ত রাজা বিচিত্রবীৰ্য্যও  
তাহাদের সহিত গৃহ এবং উপবনাদিতে নানাপ্রকারে বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ৫২ ॥

বর্ষাণি নব রাজেন্দ্রঃ কুর্স্বন্ ক্রীড়াং মনোরমাম্ ।  
 প্রাপ্যাহসৌ মরণং ভূপো গৃহীতো রাজযক্ষণা ॥ ৫৩ ॥  
 মূতে পুত্রেহতিদুঃখাতি জাতা সত্যবতী তদা ।  
 কারয়ামাস পুত্রস্ত প্রেতকার্যাণি মল্লিভিঃ ॥ ৫৪ ॥  
 ভীষ্মমাহ তদৈকাস্তে বচনশ্চাতিদুঃখিতা ।  
 রাজ্যং কুরু মহাভাগ ! পিতুস্তে শস্ত্রনোঃ স্তত ! ॥ ৫৫ ॥  
 ভ্রাতৃভার্যাং গৃহাণ ত্বং বংশঞ্চ পরিরক্ষয় ।  
 যথা ন নাশমায়াতি যযাতের্বংশ ইতু্যত ॥ ৫৬ ॥

ভীষ্ম উবাচ ।

প্রতিজ্ঞা মে শ্রুতা মাতঃ ! পিতৃর্থে যা ময়া কৃতা ।  
 নাহং রাজ্যং করিম্যামি ন চাপি দারসংগ্রহম্ ॥ ৫৭ ॥

অদ্বালিকাসিকাত্যাং সহ বিবিধবিহারৈ রেমৈ ইত্যময়ঃ ॥ ৫২ ॥ নিরন্তরং ক্রীসঙ্গকলং প্রদর্শয়-  
 ন্নাহ । বর্ষাণিতি । নব বর্ষাণি ব্যাপ্য মনোরমাং ক্রীড়াং কুর্স্বন্ রাজযক্ষণা গৃহীতঃ সমাক্রান্তঃ  
 মরণং প্রাপ ॥ ৫৩ ॥ মূতে পুত্রে ইতি । তদা পুত্রে বিচিত্রবীর্ষ্যে মূতে অতিদুঃখাতি জাতা ।  
 ততঃ মল্লিভিঃ পুত্রস্ত ঐকদেহিককার্যাণি কাবরামাস সম্পাদয়ামাসেত্যময়ঃ ॥ ৫৪ ॥ অনন্তর-  
 করণীয়মাহ । ভীষ্মমিতি । প্রেতকার্যাণি সম্পাদ্য অতিদুঃখিতা সতী ভীষ্মমাহ হে স্তত !  
 তে তব পিতুঃ শস্ত্রনো রাজ্যং কুরু পালয় বতস্তমপি তস্ত জ্যেষ্ঠপুত্রঃ যদ্যপি পূর্বে রাজ্যাদিকং  
 বিহার বৃক্ষচর্যাং পৃথীতবান্ তথাপিদানীং মদাজ্ঞয়া পুনঃ সাত্রাজ্যামকরুতা যথাবিধি প্রজাঃ  
 পালয়েতি তাংপর্য্যার্থঃ ॥ ৫৫ ॥ ভ্রাতুরিতি । অপিচ ভ্রাতৃবিচিত্রবীর্ষ্যস্ত ভার্যাং গৃহাণ স্বীকৃত  
 বংশঞ্চ পুনঃ প্রতিষ্ঠাপয়েতি ভাবঃ । অত্রথা রাজো মহাশ্রমো যযাতের্বংশো নাশং যাত্ততীতি  
 কলিতোহর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

ঋষিগণ ! রাজবর বিচিত্রবীর্ষ্য এইরূপে নয় বর্ষ ক্রমাগত তাহাদের সহিত নানাবিধ মনোহর  
 বিহার করিয়া অতিশয় ক্রীসঙ্গোগ হেতু শীঘ্রই রাজযক্ষা রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুপ্রাপ্ত  
 পতিত হইলেন ॥ ৫৩ ॥ সত্যবতী পুত্রমরণে অতিশয় দুঃখিতা হইলেন এবং মল্লিগণের  
 সহিত তাঁহার প্রেতকার্যাদি সম্পন্ন করিলেন ॥ ৫৪ ॥ অনন্তর, রাজবিনাশে রাজ্যের নানা-  
 বিধ অমঙ্গল দেখিয়া অতিশয় দুঃখিতাস্তঃকরণে ভীষ্মদেবকে একদিন নির্জনে বলিলেন ।  
 পুত্র ! তুমি অতিশয় ভাগ্যবান্ ; দেখ, তোমার পিতা শাস্ত্রমুর রাজ্য বিনষ্ট প্রায় হইতেছে ;  
 অতএব এক্ষণে তুমি সেই রাজ্য পালন কর । আর তোমার এই ভ্রাতৃপত্নীগণকে গ্রহণ  
 করিয়া যাহাতে বংশ রক্ষা হয় তাহার উপায় কর, দেখ যেন মহাশ্রম যযাতির বংশ  
 বিনষ্ট না হয় ॥ ৫৫—৫৬ ॥

ভীষ্মদেব সত্যবতীর এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন । মাতা ! আমি পূর্বে পিতার  
 নিমিত্ত যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম তাহাত আপনি শ্রবণ করিয়াছেন । ( তবে কিম্বচ

সূত উবাচ ।

তদা চিন্তাতুরা জাতা কথং বংশো ভবেদिति ।

নালসাক্ষি সূখং মহৎ\* সমুৎপন্নৈ হরাজকে ॥ ৫৮ ॥

গাঙ্গেয়স্তাম্রবাচেদং মা চিন্তাং কুরু ভামিনি ! ।

পুত্রং বিচিত্রবীৰ্য্যস্ত ক্ষেত্রজ্ঞোপপাদয় ॥ ৫৯ ॥

কুলীনং দ্বিজমাহুয় বধা সহ নিযোজয় ।

নাত্র দোষোহস্তি বেদেহপি কুলরক্ষাবিধৌ কিল ॥ ৬০ ॥

পৌত্রজ্ঞৈবং সমুৎপাদ্য রাজ্যং দেহি শুচিস্মিতে ! ।

অহং পালয়িষ্যামি তন্ত শাসনমেব হি ॥ ৬১ ॥

তচ্ছ হ্য বচনং তন্ত কানীনং স্বহৃদং মুনিম্ ।

জগাম মনসা ব্যাসং দ্বৈপায়নমকল্মষম্ ॥ ৬২ ॥

পূৰ্ব্বপ্রতিশ্রুতবাক্যমহুস্মারম্মাহ প্রতিজ্ঞেতি । মাতঃ ! পুত্রা ভবত্যা বিবাহকালে পিত্রার্থে ময়া বা প্রতিজ্ঞা কৃত্য সা ভবত্যা কিং ন শ্রুতা অপিতু শ্রুতৈব । অতোহহং রাজ্যং বা দার-সংগ্রহং ন করিষ্যামীত্যম্বয়ঃ ॥ ৫৭ ॥

নালসাক্ষি সূখমিতি । অরাজকে সমুৎপন্নৈ অলসাং সূখং নৈবাস্তি আলভ্যং নৈব কৰ্ত্তব্য-মিত্যর্থঃ ॥ ৫৮ ॥ ক্ষেত্রজ্ঞমিতি । বিচিত্রবীৰ্য্যস্ত ক্ষেত্রেহন্তস্যাং পুরুষাজ্ঞাতমিত্যর্থঃ ॥ ৫৯—৬০ ॥ পৌত্রমিতি । তব পৌত্রস্তমিত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥

(ভীষ্মবাক্যানন্তরং সত্যবতীকৰ্ত্তব্যতামাহ তচ্ছ ব্বেতি । কানীনং কন্যাবহ্ন্যায়ং সমুৎপন্নম্ ।

আমাকে একরূপ অহুরোধ করিতেছেন ।) আমি এ জীবনে কখনই রাজ্য বা দার পরিগ্রহ করিব না ॥ ৫৭ ॥

সূত কহিলেন । ষষ্টিগণ ! সত্যবতী ভীষ্মের এই কথা শ্রবণ করিয়া কিরূপে বংশ রক্ষা হইবে এই চিন্তায় অতিশয় কাতর হইলেন । কারণ, রাজ্য অরাজক হইলে তাহা হইতে আর কিছুতেই সূতের আশা করা যাইতে পারে না ॥ ৫৮ ॥ ভীষ্মদেব তাহাকে চিন্তা করিতে দেখিয়া বলিলেন । জননি ! বৃথা চিন্তা করিবেন না । যাহাতে বিচিত্রবীৰ্য্যের ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপন্ন হয় তাহার উপায় করুন ॥ ৫৯ ॥ দেখুন, একজন সৰ্ব্ববেদপারদর্শী জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া তাহাকে আপনার বধূর সহিত মিলিত করান । কুলরক্ষার জন্ত একরূপ বিধান করিলে কোন ও মোষ হইবে না ইহা বেদে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে ॥ ৬০ ॥ জননি ! আপনি এইরূপে পৌত্র উৎপন্ন করাইয়া তাহাকে রাজ্য প্রদান করুন তাহা হইলে আমিও সেই নবরাজের শাসন প্রতিপালন করিয়া রাজ্য পালন করিতে পারিব ॥ ৬১ ॥

শ্রুতমাত্রস্ততো ব্যাস আজগাম স তাপসঃ ॥

कृत्वा प्रणामं मात्रेऽथ संस्थितो दीप्तिमान् मुनिः ॥ ७७ ॥

ভীষ্মেণ পূজিতঃ কামঃ সত্যবত্যা চ মানিতঃ ।

তস্মৈ তত্র মহাতেজা বিধুমোহগ্নিরিবাপরঃ ॥ ৬৪ ॥

তমুবাচ মুনিঃ মাতা পুত্রমুৎপাদয়াধুনা ।

ক্ষেত্রে বিচিত্রবীৰ্য্যশ্চ সুন্দরং তব বীৰ্য্যজম্ ॥ ৬৫ ॥

ব্যাসঃ শ্রদ্ধা বচো মাতুরাপ্তবাক্যমমমৃত ।

ওমিত্যুক্ত। স্থিতস্তত্র ঋতুকালমচিস্তয়ৎ ॥ ৬৬ ॥

अश्विका च यदा स्नाता नारी श्वतुमती तदा ।

सङ्गं प्राप्य भूनेः पुत्रमसूताङ्गं महाबलम् ॥ ७१ ॥

জন্মান্বং চ স্মৃতং বীক্ষ্য দুঃখিত। সত্যবত্যতি।

দ্বিতীয়াং চ বধূমাহ পুত্রমুৎপাদয়াশু বৈ ॥ ৬৮ ॥

अकम्प्यं निष्पामम् । एतेन वेदव्याप्त्युक्तं निरोगसामर्थ्यं स्मृतम् ॥ ७२—७४ ॥ तस्मिन् ।  
माता सत्तावती । पुत्रं वेदव्याप्तम् । केन्द्रे पञ्चाम् । सत्तावतीवंशपरकार्थमेव नृपुत्रं  
निरोग्योक्तवान् इति भावः ॥ ७५ ॥ व्याप्तं मातृवशादंशं अलङ्घनीयमिति विचिन्त्या स्वीकृतवान्  
इत्याह उच्यते ॥ ७६ ॥ अस्त्युक्तमिति । व्याप्ततेजसा निमीलितनेत्रा गर्भं दधार तन्मात्रं ।

সত্যবতী ভীষ্মদেবের এই যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া নিজ বালাবস্থায় সমুৎপন্ন পবিত্রায়া মূনি দৈবপায়ন বেদব্যাসকে মনে মনে স্মরণ করিলেন ॥ ৬২ ॥ অনন্তর, সেই হৃদ্যবৎ নীপুণীলা তপস্বী ব্যাসদেব সত্যবতীর স্মরণ মাত্র সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং জননীকে প্রণাম করিয়া সেই স্থানেই উপবেশন করিলেন ॥ ৬৩ ॥ ভীষ্মদেব তাঁহাকে আগত দেবীয়া ষণাধিবিবিধানে পূজা করিলেন এবং সত্যবতী পুত্রসদৃশ সংবন্ধনা করিলেন। অনন্তর, সেই মহাতেজা ব্যাসদেব ধুমবিহীন দ্বিতীয় অগ্নির জ্বালা অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৬৪ ॥ সত্যবতী পুত্র ব্যাসদেবকে স্নহিষ্ণু চিত্তে উপবিষ্ট দেখিয়া বলিলেন। মূনিবর! বংশ-রক্ষার জন্য বিচিত্রবীৰ্য্যের ক্ষেত্রে (পরীতে) তোমার ঔরসে বাহাতে একটা সৰ্ব্বগুণবিভূষিত পুত্র উৎপন্ন হয় তাহা কর ॥ ৬৫ ॥ ব্যাসদেব মাতৃবাক্য শ্রবণানন্তর বেদব্যাসের জ্বালা অলঙ্ঘনীয় বিবেচনা করিয়া স্বীকার করত অধিকা ও অখালিকার ঋতুকাল অপেক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ৬৬ ॥ কিছুদিন পরে অধিকা ঋতুমতী হইলে জানানন্তর মূনি বেদব্যাসের সহিত মিলিত হইয়া (সকল কালে বেদব্যাসের রূপ দেখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিল বলিয়া) মহাবল পরাক্রান্ত একটা অক্ষ পুত্র প্রসব করিলেন ॥ ৬৭ ॥ সত্যবতী অধিকান্তকৈ জন্মক দেখিয়া (স্বাক্ষার অনুপর্যক বিবাহক্রম) অতিশয় জগদ্বিতা হইলেন এবং তাহা জগদানিত্যক।

ঋতুকালেহং সংপ্রাপ্তে ব্যাসেন সহ সঙ্গতা ।  
 তথা চাম্বালিকা রাত্রৌ গর্ভং নারী দধার সা ॥ ৬৯ ॥  
 মোহপি পাণ্ডুঃ স্মৃতো জাতো রাজ্যযোগ্যো ন সম্যতঃ ।  
 পুত্রার্থং প্রেরয়ামাস বর্ষান্তে চ পুনর্বধূম্ ॥ ৭০ ॥  
 আহুয় চ ততো ব্যাসং সংপ্রার্থ্য মুনিসত্তমম্ ।  
 প্রেষয়ামাস রাত্রৌ সা শয়নাগারমুত্তমম্ ॥ ৭১ ॥  
 ন গতা চ বধূস্তত্র প্রেয্যা সংপ্রেষিতা তয়া ।  
 তস্যাপ্য বিদুরো জাতো দাস্যাং ধর্ম্যাংশতঃ শুভঃ ॥ ৭২ ॥  
 এবং ব্যাসেন তে পুত্রা ধৃতরাষ্ট্রাদয়স্ত্রয়ঃ ।  
 উৎপাদিতা মহাবীরা বংশরক্ষণহেতবে ॥ ৭৩ ॥

ইদমশ্রুত্বাৎ ॥ ৬৭—৬৯ ॥ পাণ্ডুঃ স্মৃত ইতি । ব্যাসতেজসা উয়গা দধী স্মৃতি হেতোঃ স্বশরীরং  
 চন্দ্রেনোপলিপ্য সঙ্গং কৃতবতী তস্মাৎ ॥ ইদমপ্যশ্রুত্ব স্পষ্টম্ ॥ ৭০—৭১ ॥ ন গতা চেতি ।  
 তন্ত্বেভঃসহনশক্ত্যাবাদিতি ভাবঃ ॥ ৭২—৭৪ ॥

ইথমেনে গ্রহসন্দর্ভেণাশ্রিত্যং সংসারে মহতামপ্যোবং দশা জায়তে তস্মাৎ সংসারাদিরজ্য  
 ত্রিভগবতুপাসনয়া তজ্জ্ঞানেন চ সংসারং নিরশ্র মুক্তো ভবেদिति বোধিতম্ ॥

শ্রীমচ্ছবকুলোৎপন্নো রঙ্গনাথায়জঃ সুধীঃ ।

শ্রীলক্ষ্মীগর্ভসমুতো নীলকণ্ঠোভিধানতঃ ॥

দেবীভাগবতস্তাত্ত্ব্য ব্যাখ্যানরহিতস্ত চ ।

পুত্র উৎপাদন জ্ঞাত অরুরোধ করিলেন ॥ ৬৮ ॥ অনন্তর, ঋতুকাল উপস্থিত হইলে  
 অম্বালিকা রাজিকালে ব্যাসদেবের সহিত সঙ্গত হইয়া গর্ভবতী হইলেন ॥ ৬৯ ॥ অম্বালিকা  
 ও সঙ্গমকালে বেদব্যাসের রূপ দেখিয়া ভয়ে পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছিল এজন্য তাহার পুত্র পাণ্ডু  
 হইয়া উৎপন্ন হইল । সত্যবতী এই পুত্রটিকে ও রাজ্যের অধঃপশু জ্ঞানিয়া পুনর্বার  
 বর্ষশেষে পুত্র জন্ম নিজবধূকে প্রেরণ করিলেন । এদিকে মুনিবর ব্যাসদেবকেও আহ্বান  
 করিয়া যাহাতে সংপুত্র উৎপন্ন হয় তজ্জন্ম প্রার্থনা করিয়া রাজিতে শয়নগারে  
 প্রেরণ করিলেন ॥ ৭০—৭১ ॥ সত্যবতীবধু ভয়ে নিজে না যাইয়া নিজদাসীকে অরুরোধ  
 করিয়া প্রেরণ করিল । ঋষিগণ ! এই দাসীর গর্ভে ধর্ম্যাংশে কল্যাণকর বিদুর উৎপন্ন  
 হইল ॥ ৭২ ॥

এইরূপে বেদব্যাস বংশরক্ষার জ্ঞাত মহাবল পরাক্রান্ত ধৃতরাষ্ট্র প্রকৃতি তিনটি পুত্রকে  
 ক্রমাগত উৎপাদন করিয়াছিলেন ॥ ৭৩ ॥ ঋষিগণ ! আপনারা যখন নৈমিষারণ্যে আসিয়া  
 উপস্থিত হইরাছেন তখন সমস্ত পাপহস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছেন সন্দেহ নাই । এক্ষণে

এতদ্বঃ সৰ্ব্বমাখ্যাতং তস্য বংশসমুদ্ভবম্ ।

ব্যাসেন রক্ষিতো বংশো ভ্রাতৃধৰ্ম্মবিদাহনবাঃ ! ॥ ৭৪ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণেষ্টিাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে  
ব্যাসকৃত্যবর্ণনো নাম বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

বেদাষ্টেন্দুক্ৰিতিমিতৈঃ সাত্ত্বিকৈঃ ( ১১৮৪ ॥ ) শ্লোকৈঃ সবিস্তরম্ ।  
দেবীভাগবতস্তান্ত্র প্রথমস্কন্ধে ঈরিতঃ ॥ ১ ॥

তিলকাখ্যাং মহাব্যাখ্যাং সম্যগ্য়ঃ কৃতবান্ শুভাম্ ।

স্কন্ধস্ত প্রথমস্তান্ত্র সমাপ্তোহভুচ্ছুভার্থদঃ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছৈবকুলোপম্নরঙ্গনাথাজ লক্ষ্মীগর্ভজ নীলকণ্ঠভট্টকৃতে দেবী-  
ভাগবতব্যাখ্যানে তিলকাভিধানে প্রথমস্কন্ধে বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

ভ্রাতৃক্ষেত্রে নিয়োগধৰ্ম্মবিদ্ সেই বেদব্যাস যেক্ষেপে শাস্ত্রমুৎসবং রক্ষা করিয়াছিলেন এবং  
যেক্ষেপে তাহার বংশ প্রচলিত হইয়াছিল তাহা সমস্তই আপনাদিগকে বলিলাম ॥ ৭৪ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকোক্ত মহাপুরাণ দেবীভাগবতের প্রথমস্কন্ধে  
ব্যাসকৃত্যবর্ণন নামক বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

স্কন্ধশচায়াং সমাপ্তঃ ।



## দ্বিতীয়ঃ স্কন্ধঃ ।

### প্রথমোঃধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

আশ্চর্য্যাকরমেতত্তে বচনং গৰ্ভহেতুকম্ ।  
সন্দেহোহত্র সমুৎপন্নঃ সর্ব্বেষাং নন্তপশ্বিনাম্ ॥ ১ ॥  
মাতা ব্যাসস্ত মেধাবিন্ ! নাম্না সত্যবতীতি চ ।  
বিবাহিতা পুরা জ্ঞাতা রাজ্ঞা শন্তনুনা যথা ॥ ২ ॥  
তস্তাঃ পুত্রঃ কথং ব্যাসঃ সতী স্বভবনে স্থিতা ।  
ঐদৃশী সা কথং রাজ্ঞা পুনঃ শন্তনুনা বৃত্তা ॥ ৩ ॥  
তস্যাং পুত্রাবুভৌ জাতৌ তত্ত্বং কথয় স্তত্রত ! ।  
বিস্তরেণ মহাভাগ কথাং পরমপাবনীম্ ॥ ৪ ॥

জীবা যদংশুতা যন্তা বেদা ভবন্তি নিঃশসিতন্ ।  
তাদেতাং চিক্রপাং মায়াক্ষেপঃ পরাক্রয়াং বন্দে ॥  
অথাস্টচহাঃশক্তিঃ স্নোকৈর্যাসস্ত ধীমতঃ ।  
জন্মোচ্যতে যত্র দেবাঃ মহিমাংতীব ভাসতে ॥

পূর্বাধ্যায়ের পরাশরহৃতস্ত ব্যাসস্ত মাতা শন্তনোঃ পত্নীতি বিরুদ্ধং শ্রদ্ধাশ্চর্য্যাবন্ত  
ঋষয়ঃ পূজন্তি আশ্চর্য্যাকরমেতত্ত ইতি । গৰ্ভহেতুকমিতি অস্পষ্টকারণমিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥  
তমেব সন্দেহমাহ মাতা ব্যাসস্তেতি ॥ ২ ॥ সতী স্বভবনে স্থিতেতি পরাশরপত্নী পতিবৃত্তা  
কথং শন্তনুনা রাজ্ঞা বিবাহিতেতি বিরুদ্ধং ভাতীত্যার্থঃ ॥ ৩ ॥ ( তস্তামিতি । ন তু সা কেবলং

অধিগণ কহিলেন । হে সূত ! তুমি পূর্বে কারণটা অস্পষ্ট রাখিয়া যে কথা বলিলে ইহা  
অতিশয় আশ্চর্য্যাকর বলিয়া বোধ হইতেছে ; এজন্য এ বিষয়ে আমাদের সমস্ত তাপসবৃন্দেরই  
সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে ॥ ১ ॥ হে মেধাবিন্ ! সত্যবতী নামে বিপ্রতা বেদবাসজ্ঞাননী  
শান্তনুরাজ্ঞা কর্তৃক যে রূপে বিবাহিতা হইয়াছিলেন তাহা আমরা পূর্বে হইতেই জ্ঞাতা আছি ।  
কিন্তু, বেদবাস কিরূপে সেই সত্যবতীর পুত্র হইলেন ? আর যদি তাহাই হয়, তবে, স্বভবনে



উৎপত্তিঃ বেদব্যাসস্য সত্যবত্যান্তথা পুনঃ ।

শ্রোতুকামাঃ পুনঃ সৰ্বৈঃ ঋষয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ৫ ॥

সূত উবাচ ।

প্রণম্য পরমাং শক্তিং চতুর্ভগপ্রদায়িনীম্ ।

আদিশক্তিং বদিস্যামি কথাং পৌরাণিকীং শুভাম্ ॥ ৬ ॥

যশোচ্চারণমাত্রেণ সিদ্ধির্ভবতি শাস্ত্রতী ।

ব্যাঞ্জেনাপি হি বীজস্য বাগ্ভবস্য বিশেষতঃ ॥ ৭ ॥

সম্যক্ সৰ্ব্বাত্মনা সৰ্বৈঃ সৰ্বকামার্থসিদ্ধয়ে ।

স্মৰ্তব্যা সৰ্বথা দেবী বাঞ্ছিতার্থপ্রদায়িনী ॥ ৮ ॥

রাজা শস্ত্রহীন ব্রতা কিন্তু তদৌরসান্তস্য ব্যাসমাতরি সত্যবত্যাং বৌ পুত্রাবপি জাতৌ তৎ তস্মাৎ হে সূত্রত ! তৎ এতৎ পরমপাবনীং কণাং কণয়েত্যরয়ঃ ॥ ৪ ॥ কিং তদ্ব্যাপ্তিতা বর্ণয়িষ্যামীতি চেত্তত্রাহ উৎপত্তিমিতি । বেদব্যাসস্য তথা সত্যবত্যা উৎপত্তিঃ বয়ঃ সৰ্বৈঃ ঋষয়ঃ শ্রোতুকামাঃ । সংশিতব্রতা ইতি বিশেষণেন ঋষীণাং শ্রবণাধিকারঃ সূচিতঃ ॥ ৫ ॥

পরমাং শক্তিসাম্যাবস্থমায়োপাধিকবুদ্ধরূপিণীম্ । যদাহ গীতাস্থ অপরেয়মিতদ্ব্যনাং বিদ্ধি মে প্রকৃতিং পরাম্ । জীবভূতাং মহাবাহো ! যয়েদং ধার্যতে জগদ্বিতি সৈবাদিশক্তিঃ ॥ ৬ ॥ যশোচ্চারেতি । যন্ত বাগ্ভবন্ত বীজন্ত ব্যাঞ্জেন কপটেনাপ্যুচ্চারণেন সিদ্ধিমোক্ষো জ্ঞানং বা ভবতি তেন বাগ্ভববীজেন স্মৰ্তব্যা যা ভগবতী বাঞ্ছিতার্থপ্রদায়িনী দেবী তাং প্রণমো-  
তায়য়ঃ ॥ ৭ ॥ (নহু এতদ্ বাগ্ভবং বীজং কিং কেবলং সাধুনামেবোচ্চারণাধিকারোহস্ত্য-  
হোষিৎ যেযাং কেষাঞ্চিদ্বিতি শঙ্কায়াং পাক্ষিকতাং নিরাকৃত্য তত্র সৰ্বেষামেবাধিকার ইতি  
প্রদর্শয়ান্নাহ সমাগতি । সৰ্বকামার্থসিদ্ধয়ে সৰ্বথা সৰ্বাবস্থায়ঃ সৰ্বাত্মনা একাগ্রচিত্তেন  
সৰ্বৈরেব সা দেবী স্মৰ্তব্যেতি বোধ্যম্ ॥ ৮ ॥)

স্থিতা পতিব্রতা সেই পরাশরপত্নীকে রাজা শাস্ত্রহুই বা কি করিয়া বিবাহ করিলেন এবং  
কিরূপেই বা তাহাতে হুই পুত্র জন্মগ্রহণ করিল ? হে সূত্রত ! তুমি অতিশয় তপঃপ্রভাবে  
পূরাণাদি শাস্ত্রের পারদর্শন করিয়াছ সন্দেহ নাই, এক্ষণে বেদব্যাস এবং সত্যবতীর উৎপত্তি-  
মূলক এই পরম পবিত্রকর কথা আমাদের নিকট বিস্তার পূৰ্ব্বক বর্ণনা কর । অমুষ্টিব্রত  
এই সমস্ত ঋষিগণই শ্রবণে সমুৎসুক হইয়াছেন ॥ ২—৫ ॥

ঋষিগণের প্রাণ শ্রবণ করিয়া হৃত কহিলেন । ঋষিগণ ! যে বাগ্ভব বীজ ছলক্রমে উচ্চা-  
রিত হইলেও নিত্যসিদ্ধি উপস্থিত হয়, তাদৃশ বাগ্ভব বীজদ্বারা জীবসমস্ত সৰ্ব্বপ্রকার  
অভীষ্ট সিদ্ধির জন্ত একান্ত প্রবক্তৃ সহকারে সৰ্বদা স্মরণ করিলেই যিনি সৰ্ব্বতোভাবে অতি-  
লবিত বস্ত্র প্রদান করেন, সেই ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-প্রদায়িনী সাম্যাবস্থমায়োপাধিকা  
বুদ্ধরূপিণী আদ্যাশক্তিকে প্রণাম করিয়া এই মঙ্গলকর পৌরাণিক কথা বলিতেছি শ্রবণ  
করুন ॥ ৬—৮ ॥

রাজোপরিচরো নাম ধার্মিকঃ সত্যসঙ্গরঃ ।  
 চেদিদেশপতিঃ শ্রীমান্ বভূব দ্বিজপূজকঃ ॥ ৯ ॥  
 তপসা তস্ত তুষ্টেন বিমানং স্ফটিকং শুভম্ ।  
 দত্তমিস্ত্রেণ তন্ত্রৈশ্চ স্পন্দরং প্রিয়কাম্যয়া ॥ ১০ ॥  
 তেনারুঢ়স্ত সর্বত্র যাতি দিব্যেন ভূপতিঃ ।  
 ন ভূমাবুপরিস্থোহসৌ তেনোপরিচরো বহুঃ ॥ ১১ ॥  
 বিখ্যাতঃ সর্বলোকেষু ধৰ্ম্মনিত্যঃ স ভূপতিঃ ।  
 তস্ত ভার্যা বরারোহা গিরিকা নাম স্পন্দরী ॥ ১২ ॥  
 পুত্রাশ্চাস্ত মহাবীৰ্যাঃ পঞ্চাশম্মিতৌজসঃ ।  
 পৃথগ্দেশেষু রাজানঃ স্থাপিতাস্তেন ভূভুজা ॥ ১৩ ॥  
 বসোস্ত পত্নী গিরিকা কামান্ কালে চবেদয়ৎ ।  
 ঋতুকালমমুপ্রাপ্তা স্নাতা পুংসবনে শুচিঃ ॥ ১৪ ॥  
 তদহঃ পিতরশ্চেনমুচুর্জহি মৃগানিতি ।  
 তচ্ছ হ্রা চিন্তয়ামাস ভার্যাম্ভূমতীং তথা ॥ ১৫ ॥

কথামাহ রাজোপরিচর ইতি । বিমানেনোদ্ধং নিরন্তরং গমনাহুপরিচরনামকং ॥ ৯ ॥  
 (তস্ত দ্বিজপূজনাদিতপঃকলং সূচয়ন্নাহ তপসেতি । তস্মৈ রাজে উপরিচরাত্ত শুভং দেবানি-  
 দর্শনকমং স্ফটিকং বিমানং আকাশযানং দত্তম্ । কথং কেন বা দত্তমিতি জিজ্ঞাসায়ামাহ  
 তপসা তুষ্টেন ইস্ত্রেণ দেবরাজেন তস্ত প্রিয়কাম্যয়েতি ॥ ১০ ॥) তেন বিমানেন যাতিত্যম্বয়ঃ ॥  
 ন ভূমাবিতি । ভূমিগমনং তেন তাত্তমিতি ভাবঃ ॥ ১১—১৩ ॥

বসোরূপরিচরস্ত পত্নী কামান্ স্বগনোরথান্ পুত্রবিষয়ান্ ॥ ১৪ ॥ তদহরিতি । যন্মিন্মিনে-  
 হন্য ঋতুকালোহস্তীতি গিরিকয়া পত্ন্যোক্তং তন্মিন্বেব দিনে পিতর আহবান্ হ্রাচ্ছার্থং মৃগান্

পূর্বকালে ধার্মিক সত্যপ্রতিজ্ঞ প্রভূতধনশালী ব্রাহ্মণ-সম্মানকারী উপরিচর নামে  
 কোন রাজা চেদিপ্রদেশের অধীশ্বর ছিলেন ॥ ৯ ॥ দেবরাজ ইন্দ্র সেই রাজা উপরিচরের তপ-  
 তায় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রিয়কামনার নিমিত্ত তাঁহাকে একটা স্পন্দর স্ফটিকময় ব্যোমযান  
 প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥ ভূপতি সেই দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়াই সর্বত্র গমন করি-  
 তেন । তিনি কখনও ভূমিতে গমন করিতেন না সর্বদা শূভোপরি বিচরণ করিতেন বলিয়াই  
 সমস্ত লোকমধ্যে উপরিচর বহু নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন । গিরিকা নামে অতি স্পন্দরী  
 নিতম্বিনী তাঁহার এক পত্নী ছিলেন ॥ ১১—১২ ॥ ইহার অতিভেদ্য অমিত-পরাক্রমশালী  
 পাঁচটা পুত্র ছিল । চেদিরাজ তাঁহাদিগকে পৃথক পৃথক দেশে রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

কোন সময় এই উপরিচর বহুর পত্নী গিরিকা ঋতুস্নাতা হইয়া পুংসবন জন্ত তাঁহার  
 নিকট নিজস্বনোহঁতিপ্রায় নিবেদন করেন ॥ ১৪ ॥ ঐ দিবসেই চেদিরাজ নিজ পিতৃগণ কর্তৃকও

পিতৃবাক্যং গুরুং মহা কৰ্ত্তব্যমিতি নিশ্চিতম্ ।

চচাৰ যুগয়াং রাজা গিরিকং মনসা স্মরন্ ॥ ১৬ ॥

বনে স্থিতঃ স রাজর্ষিঃশিচিতে সস্মার ভামিনীম্ ।

অতীবরূপসম্পন্নাং সাক্ষাচ্ছিন্নমিবাপরাম্ ॥ ১৭ ॥

তস্মৈ রেতঃ প্রচক্ষন্স স্মরতস্তাঞ্চ কামিনীম্ ।

বটপত্রৈ তু তদ্রাজা স্কন্ধমাত্রং সমাক্ষিপৎ ॥ ১৮ ॥

ইদং বৃথা পরিস্কমং রৈতো বৈ ন ভবেৎ কথম্ ।

ঋতুকালং চ বিজ্ঞায় মতিং চক্রে নৃপস্তদা ॥ ১৯ ॥

অমোঘং সৰ্ব্বথা বীৰ্য্যং মম চৈতন্ম সংশয়ঃ ।

প্রিয়ায়ৈ প্রেষয়াম্যেতদিতি বুদ্ধিমকল্পয়ৎ ॥ ২০ ॥

শুক্রেপ্রস্থাপনে কালং মহিষ্যাঃ প্রসমীক্ষ্য সং ।

অভিমন্ত্যাপ্তবীৰ্য্যং বটপর্ণপুটে কৃতম্ ॥ ২১ ॥

পার্শ্বস্থং শ্যেনমাভাষ্য রাজোবাচ দ্বিজং প্রতি ।

গৃহাণেদং মহাভাগ ! গচ্ছ শীঘ্রং গৃহং মম ॥ ২২ ॥

জহীতি ॥ ১৫ ॥ তত্রোভয়োৰ্বাক্যয়োঃগমনগমনপ্রয়োজকয়োর্বিরোধেপি পিতৃবাক্যং গমন  
প্রয়োজকং গমনাভাবপ্রয়োজকত্বীবাধ্যাতো গুরুং শ্রেষ্ঠং নিশ্চিতং মহা কৰ্ত্তব্যং তদেবেতি  
নিশ্চিত্যেতি শেষঃ । চচাৰ গতবান্ । গুরুমিত্যত্র বিভক্তিলোপাভাব আৰ্হঃ ॥ ১৬—১৭ ॥  
সমাক্ষিপৎ স্থাপিতবান্ ॥ ১৮—২০ ॥ কালং নক্ষত্রাহরুপং যোগ্যম্ ॥ ২১ ॥ পার্শ্বস্থং পালিতঃ

শ্রদ্ধা জন্ত যুগয়া গমনে আদিষ্ট হইলেন । এইরূপে উপরিচর নৃপতি তৎকালে উভয় সঙ্কটে  
পড়িলেন ; কারুণ্য, একপক্ষে ঋতুমতী ভার্য্যাবাক্য অপর পক্ষে পিতৃগুণের আদেশ, স্মরণ  
ইহাতে অত্যন্ত চিন্তাতুর হইলেন ॥ ১৫ ॥ অনেক চিন্তার পর চৈদিরাজ পিতৃ বাক্যকেই গুরু-  
তর বিবেচনায় তাহাই কৰ্ত্তব্য স্থির করিয়া পত্নীকে মনে মনে স্মরণ করত যুগয়ায় গমন  
করিলেন ॥ ১৬ ॥ সেই রাজর্ষি বনগত হইয়াও সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর জ্ঞায় অতীব রূপবতী পত্নীকে  
একাগ্রচিত্তে বারংবার স্মরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥ অধিক কি, সেই কমলিনী পত্নীকে  
স্মরণ করিতে করিতে সহস্! তাঁহার রেতঃস্খলন হইয়া পড়িল এবং স্খলন মাত্রই উহা একটী  
বটপত্রপুটে স্থাপন করিলেন ॥ ১৮ ॥ রাজা উপরিচর, ঐ স্খলিত বীৰ্য্য কিরূপে বৃথা  
না হয় ইহা এবং সেই সময় পত্নীর ঋতুকাল এই দুইটী বিষয় ভাবিয়া ইহা স্থির করি-  
লেন যে, যখন আমার এই বীৰ্য্য অমোঘ তখন ইহা প্রেমদীপ্ত নিকট প্রেরণ করি তাহা  
হইলেই উভয় বিষয় রক্ষা হইবে ॥ ১৯—২০ ॥ অনন্তর, রাজা পত্রপুটে-রক্ষিত সেই বীৰ্য্য  
স্বরূপে করিয়া পক্ষিধারা মহাবীর নিকট পাঠাইবার নিমিত্ত বৃথাযোগ্য কাল দেখিয়া  
পার্শ্বস্থ স্ত্রেনপত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, স্ত্রেন ! তুমি এই পত্র-রক্ষিত বীৰ্য্য গ্রহণ

মৎপ্রিয়ার্থমিদং সৌম্য ! গৃহীত্বা স্বং গৃহং নয় ।  
গিরিকারৈ প্রযচ্ছান্ত তত্ত্বাভ্যর্থবন্দ্য বৈ ॥ ২৩ ॥

সূত উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা প্রদদৌ পর্ণং শ্চেনায় নৃপসত্তমঃ ।

স গৃহীত্বোৎপপাতান্ত গগনং গতিবিস্তমঃ ॥ ২৪ ॥

গচ্ছন্তং গগনং শ্চেনং ধ্বজা চক্ষুপুটে পুটম্ ।

তমপশাদখারান্তং খগং শ্চেনন্তথাহপরঃ ॥ ২৫ ॥

আমিষং স তু বিজ্ঞায় শীত্ৰমভ্যদ্রবৎ খগম্ ।

তুণ্ডযুদ্ধমথাকাশে তারুভৌ সমচক্রভুঃ ॥ ২৬ ॥

যুধ্যতোরপতদ্রেতস্তচ্চাপি যমুনান্তসি ।

খর্গৌ তৌ নির্গতৌ কামং পুটকে পতিতে তদা ॥ ২৭ ॥

শ্চেনমিত্যর্থঃ । অতএব তত্ত্ব ভাষাজ্ঞানান্তং প্রত্যাবাচ্যেতি সঙ্গচ্ছতে ॥২২॥ (মৎপ্রিয়ার্থমিতি ।  
হে সৌম্য শ্চেন ! স্বং মদীয়প্রিয়ার্থং ইদং সহসা স্বয়ং বীৰ্য্যং গৃহীত্বা গৃহং নয় তথা গিরিকারৈ  
কোলাহলগিরিকন্যারৈ মম প্রিয়তমারৈ আন্ত প্রযচ্ছ আন্তপ্রদানে কারণমাহ যতোহদ্যৈব  
তত্ত্বা অর্ন্তবৎ ঋতুরক্ষোপযোগি চতুর্ধদিনং গর্ভাধানকাল ইতি বাবৎ ॥ ২৩ ॥

ইত্যুক্ত্বাতি । পর্ণং বীৰ্য্যসমেতং পত্ৰম্ । উৎপপাত উজ্জগাম ব্যোমি উত্তহাবিত্যর্থঃ । গতি-  
বিস্তমঃ আকাশগতিবেত্তৃণাং মধ্যে দক্ষঃ শ্চেন ইতি শেষঃ ॥ ২৪ ॥ অবজ্রভবিতব্যতাং ত্বচ-  
স্নাহ গচ্ছন্তমিতি । পুটং পত্ৰপুটং অপরঃ শ্চেনঃ খগং আকাশগামিনং তমপশাদিত্যর্থঃ ॥২৫॥  
আমিষমিতি । স তু অনাঃ শ্চেনঃ সর্বাণ্যং পর্ণপুটং দৃষ্ট্ৱ । আমিষং মাংসখণ্ডাদিকং মত্বা শীত্ৰং  
বেগেনাভ্যদ্রবৎ আক্রমণায়ৈতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥ যুধ্যতোরিতি । পত্ৰপুটকে যমুনাজলে পতিতে  
সতি তৌ খর্গৌ যথেষ্টং নির্গতৌ ॥ ২৭ ॥)

করিয়া শীঘ্র আমার গৃহে গমন কর ॥ ২১—২২ ॥ হে প্রিয়দর্শন ! ইহা আমার প্রিয়র জন্ত  
গ্রহণ করিয়া গৃহে লইয়া যাও অদ্য তাহার ঋতুকাল এজন্ত শীঘ্র প্রিয়া গিরিকাকে ইহা  
প্রদান কর ॥ ২৩ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! নৃপপ্রবর এই কথা বলিয়া শ্চেনকে বীৰ্য্যসমেত পত্ৰপুট প্রদান  
করিলেন । তদনন্তর আকাশগমনপটু সেই শ্চেন তাহা গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ আকাশমার্গে  
উড়ীন হইল ॥ ২৪ ॥ পরে অপর একটি শ্চেনপক্ষী এই শ্চেনকে চক্ষুপুটে পত্ৰপুট ধারণ পূর্বক  
আকাশে যাইতে দৈধিতে পাইল ॥২৫॥ উক্ত শ্চেনপক্ষী পত্ৰপুটকে আমিষ খণ্ড বিবেচনা করিয়া  
তৎক্ষণাৎ তাহাকে আক্রমণ করিল । অনন্তর, তাহার উভয়েই আকাশে তুণ্ডযুদ্ধ করিতে  
প্রবৃত্ত হইল ॥ ২৬ ॥ তাহাদিগের যোরতর যুদ্ধ হইতেছে এমন সময় সেই পত্ৰসমেত রেতঃ  
যমুনার জলে নিপতিত হইল । এইরূপে পত্ৰপুট পতিত হইলে উভয় শ্চেনই যথাস্থিতি  
হানে গমন করিল ॥ ২৭ ॥

এতস্মিন্ সময়ে কাচিদদ্রিকা নাম চান্সরা ।

ব্রাহ্মণং সমনুপ্রাপ্তা সন্ধ্যাবন্দনতৎপরম্ ॥ ২৮ ॥

কুর্ক্বন্তী জলকেলিং সা জলে মগ্না চচার সা ।

জগ্ৰাহ চরণং নারী দ্বিজস্য বরবর্ণিনী ॥ ২৯ ॥

প্রাণায়ামপরঃ সোহথ দৃষ্ট্বা তাং কামচারিণীম্ ।

শশাপ ভব মৎসী ত্বং ধ্যানবিনয়করী যতঃ ॥ ৩০ ॥

সা শপ্তা বিপ্রমুখেন বভূব যমুনাচরী ।

শফরীরূপসম্পন্না হৃদিকা চ বরাঙ্গরা ॥ ৩১ ॥

শ্ৰেনচক্ষুপরিভ্রষ্টং তচ্ছ ক্রমথ বাসবম্ ।

জগ্ৰাহ তরসাহভ্যেত্য সাহদ্রিকা মৎসজীপিণী ॥ ৩২ ॥

• অথ কালেন ক্রিয়তা মৎসীং তাং মৎসজীবনঃ ।

সংপ্রাপ্তে দশমে মাসি ববন্ধ তাং মনোরমাম্ ॥ ৩৩ ॥

উদরং বিদদারাসু স তস্তা মৎসজীবনঃ ।

যুগ্মং বিনিঃসৃতং তস্মাদুদরান্মানুযাকৃতি ॥ ৩৪ ॥

বালঃ কুমারঃ স্তভগস্তথা কন্যা শুভাননা ।

দৃষ্ট্বাশ্চর্য্যমিদং সোহথ বিস্ময়ং পরমং গতঃ ॥ ৩৫ ॥

এতস্মিন্নেব সময়ে তয়োবুদ্ধসময়ে । অধোভূমৌ জাতং বৃত্তমাহ কাচিদিতি । সমনুপ্রাপ্তা যমুনাভীরে ইত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥ চচার জলে ইত্যর্থঃ ॥ ২৯—৩১ ॥ তস্তাঃ শফরীরূপ-প্রাপ্তিসময়েতৎ শ্ৰেনপাদপরিভ্রষ্টবীৰ্য্যপাতসময় এক এব জাতস্ততঃপৰ্য্যং সা জগ্ৰাহেত্যাহ শ্ৰেনেতি ॥ ৩২ ॥ দশমে মাসি গর্ভস্তেত্যর্থঃ ॥ ৩৩—৩৫ ॥

ঋষিগণ ! যে সময় শ্ৰেনদ্বয় আকাশমার্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় সেই সময় অদ্রিকা নামে কোন অঙ্গরা যমুনাভীরে সন্ধ্যাবন্দন-তৎপর কোনও ব্রাহ্মণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ২৮ ॥ পরে সেই বরবর্ণিনী জলমগ্ন হইয়া জলকেলি করিতে করিতে ব্রাহ্মণের চরণ গ্রহণ করিল ॥ ২৯ ॥ অনন্তর, সেই প্রাণায়াম-পরম্পন্ন দ্বিজ তাহাকে কামচারিণী দেখিয়া, যেহেতু তুমি আমার ধ্যান ভঙ্গ করিয়াছ অতএব মৎসজীপিণী হও, ইহা বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন ॥ ৩০ ॥ তখন, সেই অঙ্গরাশ্রেষ্ঠা অদ্রিকা ব্রাহ্মণপ্রবর কর্তৃক অভিশপ্তা হইয়া শফরীরূপ ধারণ করত যমুনাচারিণী হইল ॥ ৩১ ॥ অনন্তর, মৎসজীপিণী সেই অদ্রিকা উপরিচর বহুর বীৰ্য্য শ্ৰেনচক্ষু হইতে পরিভ্রষ্ট হইবামাত্র ক্রতবেগে আসিয়া উল্লিখিত করে ॥ ৩২ ॥ তাহার কিছুকাল পরে যখন গুজ্জতক্ষণজনিত গর্ভের দশম মাস উপস্থিত হয়, সেই সময় কোন মৎসজীবী সেই চিত্তহারিণী মৎসজীপিণী অদ্রিকাকে বন্ধন করে ॥ ৩৩ ॥ মৎসজীবী যেমন অবিলম্বে

রাজ্যে নিবেদয়ামাস পূজো হৌ তু ঋষৌত্তবো ।  
 রাজাহপি বিশ্বায়বিক্তঃ স্তুতং জগাহ তং শুভম্ ॥ ৩৬ ॥  
 স মৎস্যো নাম রাজাহসৌ ধার্মিকঃ সত্যসঙ্গঃ ।  
 বহুপূজো মহাতেজাঃ পিত্রা তুল্যপরাক্রমঃ ॥ ৩৭ ॥  
 কালিকা বহুনা দত্তা তরসা জালজীবিনে ।  
 নান্না কালীতি বিখ্যাতা তথা মৎস্তোদরীতি চ ॥ ৩৮ ॥  
 মৎস্যগন্ধেতি নান্না বৈ গুণেন সমজায়ত ।  
 বিবর্দ্ধমানা দাশস্য গৃহে সা বাসবী শুভা ॥ ৩৯ ॥  
 ঋষয় উচুঃ ।

অত্রিকা মুনিনা শপ্তা মৎসী জাতা বরাঙ্গরা ।  
 বিদারিতা চ দাশেন মৃত্যু চ ভক্ষিতা পুনঃ ॥ ৪০ ॥

রাজ্যে তদদেশস্থায় রাজ্যে উপরিচরণ । যন্ত বীর্যমস্তি তস্মৈ রাজ্যে ইতি কলিতম্ । স্তুতং জগাহেতি । স্ববীর্যজং পুত্রং স্বসমানাকারধেন জাহা স্বয়ং জগাহেত্যর্থঃ ॥ ৩৬—৩৭ ॥ কালিকেতি । বহুনোপরিচরণে রাজা কালিকা নাম্নী কন্তকা তু যেনানীতা তস্মৈ জাল-জীবিনে দত্তা । লঙ্কানিধেরক্ক ভাগন্ত রাজ্যোহধিকারাদবশিষ্টাঙ্কিত যেন লঙ্কান্তত্বাধিকারঃ ॥ ৩৮ ॥ (মৎস্যগন্ধেতি । গুণেন মৎস্যগন্ধেণ অরমর্থঃ আ পরাশরসদৃশদত্তা দেহাৎ মৎস্যশ্বেবামিষগন্ধো নিরন্তরং নিঃসার মৎস্তোদরজাতত্বাৎ । অতোহর্থতয়া তন্মায়ৈবোদ্যাতা পরাশরসদৃশং প্রাগেবেতি ধোয়ম্ । দাশস্ত কৈবর্তস্ত ॥ ৩৯ ॥

ইদানীং প্রসঙ্গত উপনীতস্তাপ্সরোবৃত্তান্তস্তাবশিষ্টং শ্রোতুকামা ঋষয়ঃ প্রপঞ্চুঃ স্তমজি-

সেই মৎস্তের উদর বিদীর্ণ করিল; অমনি তৎক্ষণাৎ সেই উদর হইতে ছইটী মহুয়ারুতি  
 নির্গত হইল ॥ ৩৬ ॥ এই ছইটী মধ্যে একটি স্কুমার বালক ও অপরটী চারুবদনা কন্তা ।  
 মৎস্যজীবী ইহা দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াবিত হইল ॥ ৩৭ ॥

অনন্তর সেই মৎস্যজীবী তদেশাধিপতি রাজা উপরিচরের নিকট আসিয়া অপত্যদ্বয়কে  
 মৎস্যগর্ভ-সম্বৃত বলিয়া জানাইল । রাজাও অতিশয় বিস্ময়াবিত হইয়া সেই হিতজনক পুত্রটীকে  
 গ্রহণ করিলেন ॥ ৩৬ ॥ অতিতেজস্বী সেই বহুপুত্রও পিতৃসদৃশ পরাক্রমশালী ও সত্যপ্রতিজ্ঞ  
 এবং ধর্মনিষ্ঠ হইয়া মৎস্যরাজ নামে বিখ্যাত হয়েন ॥ ৩৭ ॥ উপরিচর বহু ঐ অপত্য যুগলের  
 মধ্যে কন্তাটীকে সেই মৎস্যজীবীকে প্রদান করিলেন । এই কন্তার নাম কালী এবং সে  
 মৎস্তোদরী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল ॥ ৩৮ ॥ ইহার গাত্রে মৎস্যগন্ধ থাকায় মৎস্যগন্ধা বলিয়া  
 অপর আর একটি নাম ছিল । এই শুভজননী বহুকন্তা এইরূপে ধীবরগৃহে বর্দ্ধিত হইতে  
 লাগিল ॥ ৩৯ ॥

ঋষিগণ স্তম্ভুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন । স্ত ! সেই অঙ্গুরপ্রধানা অত্রিকা  
 পূর্বে মুনির্কর্তৃক অভিষপ্তা হইয়া মৎসী হইল, তদনন্তর ধীবরকর্তৃক বিদারিতা ও ভক্ষিতা

কিং বভূব পুনস্তস্যা অপ্সরায়া বদন্ত তৎ ।

শাপস্যাস্তং কথং সূত ! কথং স্বর্গমবাপ সা ॥ ৪১ ॥

সূত উবাচ ।

শপ্তা যদা সা মুনিনা বিস্মিতা সম্ভূব হ ।

স্তুতিং চকার বিপ্রশ্চ দীনৈব রুদতী তদা ॥ ৪২ ॥

দয়ান্ব ব্রাহ্মণঃ প্রাহ তাং তদা রুদতীং স্ত্রিয়ম্ ।

মা শোকং কুরু কল্যাণি ! শাপাস্তং তে বদাম্যহম্ ॥ ৪৩ ॥

মৎক্ৰোধশাপযোগেন মৎস্তযোনিং গতা শুভে ! ।

মানুষৌ জনয়িত্বা ত্বং শাপমোক্শমবাপ্যসি ॥ ৪৪ ॥

ইত্যুক্ত্বা তেন সা প্রাপ মৎস্তদেহং নদীজলে ।

বালকৌ জনয়িত্বা সা মৃতা মুক্তা চ শাপতঃ ॥ ৪৫ ॥

সন্ত্যজ্য রূপং মৎস্তস্য দিব্যরূপমবাপ চ ।

জগামামরমার্গঞ্চ শাপাস্তে বরবর্ণিনী ॥ ৪৬ ॥

কেতি ॥ ৪০ ॥ কিমিতি । হে সূত ! তস্তা অপ্সরাঃপ্রধানায়াঃ কিং বভূব চরমফলং কিং জাতমিত্যর্থঃ । কথং কেন প্রকারেণ তাদৃশস্ত শাপস্ত অন্তঃ জাতং কথং বা সা পুনঃ স্বর্গং প্রাপেতি পৃষ্টঃ সূতো মুনিভিঃ ॥ ৪১ ॥

শপ্তেতি । যদা সা অত্রিকা মুনিনা শপ্তা তদা পথমতো বিস্মিতা সম্ভূব ততো দীনা ইব কাতরীভূতা রোদনং কুরুতী তস্ত বিপ্রশ্চ স্তুতিং চকার ॥ ৪২ ॥ দয়ান্বিতি । রুদতীং তাস্মৈতি দয়ান্ব সন্ মুনিঃ প্রাহ হে কল্যাণি ! তে তব শাপস্তাস্তং অহং বদামি অতঃ শোকঃ মা কুর্হিত্যর্থাৎ মুনিস্তাং সাঙ্ঘর্যামাসেতি তাৎপর্যার্থঃ ॥ ৪৩ ॥ ইদানীং শাপাস্তকালং নির্দিশম্বাহ । মৎক্ৰোধেতি । হে শুভে কল্যাণি ! ॥ ৪৪ ॥ ইত্যুকেতি । সা তেন মুনিভ্যাক্তা সতী নদীজলে মৎস্তদেহং প্রাপ অপ্সরোরূপং বিহায়েতি শেষঃ । ততো বালকৌ জনয়িত্বা দার্শেন বিদারিতা মৃতা চ শাপতো মুক্তেত্যম্বয়ঃ ॥ ৪৫ ॥ সন্ত্যজ্যেতি । শাপাস্তে মৎসরূপং

হইল ॥ ৪০ ॥ ভাল, তাহার পর সেই অপ্সরার কি হইল ? কি করিয়াই বা শাপের অন্ত হইল ? এবং কি রূপেই বা পুনর্বার স্বর্গলাভ করিল ॥ ৪১ ॥

ঋষিগণের এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া সূক্ত কহিলেন । সেই অপ্সরা-মুনিবর্জক অভিশপ্তা হইবামাত্র প্রথমতঃ আতিশয় বিষমারিত হইল, পরে দীনৈব জায়-ক্রন্দন-করত বিপ্রেয় স্তব করিতে লাগিল ॥ ৪২ ॥ তখন, সেই বিপ্রেয় তাহাকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া দয়াক্ষেপিত হইয়া বলিলেন । হে কল্যাণি ! শোক করিও না আমি তোমার শাপাস্ত বলিয়া দিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৪৩ ॥ কল্যাণি ! তুমি আমার ক্রোধজাত শাপ জন্ত মৎস্তযোনি প্রাপ্ত হইয়া পরে দুইটা মহাব্যাসস্তান প্রসব করত শাপ হইতে মুক্ত হইবে ॥ ৪৪ ॥ দ্বিজবর এইরূপ বলিলে, সেই অত্রিকা যমুনামধ্যে মৎস্তদেহ লাভ করিল । পরে ঐ দুই বালক প্রসব

এবং জাতা বরা পুঞ্জী মৎস্যগন্ধা বরাননানী ।

পুঞ্জী চ পাল্যমানা সা দাশগেহে ব্যবর্জিতা ॥ ৪৭ ॥

মৎস্যগন্ধা তদা জাতা কিশোরী চাতিস্বপ্রভা ।

তস্য কার্য্যানি কুর্বাণা বাসবী চাতিস্বপ্রভা ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে

মৎস্যগন্ধোৎপত্তিনাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

সন্ত্যজ্য দিব্যং পূর্নরূপং প্রাপ্য সা বরবর্ণিনী অমরমার্গং আকাশপথমাশ্রিত্য ব্যোমপথেন দেবলোকং জগামেতি ভাবঃ ॥ ৪৬ ॥ ইতি সত্যবত্যা মৎস্যগন্ধেত্যর্থনাম্না সহোৎপত্তিকথামুপ-  
সংস্কৃত্য দাশেন পাল্যমানায়াঃ তন্তাঃ ক্রমেণ কৈশোরাদিকং বর্ণয়ন্নধ্যায়ং সমাপয়ৎ ॥ ৪৭—৪৮ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে

প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

করিয়া মৃত এবং শাপ হইতে মুক্ত হয় ॥ ৪৫ ॥ সেই বরবর্ণিনী অত্রিকা শাপান্তে মৎস্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া দিব্যরূপ ধারণ করত দেবমার্গে গমন করে ॥ ৪৬ ॥ ঋষিগণ ! এইরূপে সেই সর্বাদ্বন্দ্বমুন্দরী বরাননা কহা মৎস্যগন্ধা জন্ম পরিগ্রহ করেন এবং সেই ধীবরগৃহে প্রতিপালিতা ও পরিবর্জিতা হইলেন ॥ ৪৭ ॥ এইরূপে অতিসুন্দরী সেই বসুন্ধরী মৎস্যগন্ধা কিশোর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ধীবরের কার্য্য সকল করত সেই স্থানেই বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ দেবীভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে

মৎস্যগন্ধোৎপত্তিনামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ # ॥



## দ্বিতীয়োঃধ্যায়ঃ ।

—o—o—o—

সূত উবাচ ।

একদা তীর্থযাত্রায়াং ত্রজন্ পারাশরো মুনিঃ ।  
আজগাম মহাতেজাঃ কালিন্দ্যাস্তটমুত্তমম্ ॥ ১ ॥  
নিষাদমাহ ধৰ্ম্মাত্মা কুৰ্ব্বন্তং ভোজনং তদা ।  
প্রাপয়স্ব পরং পারং কালিন্দ্য উড়ুপেন মাম্ ॥ ২ ॥  
দাশঃ শ্রদ্ধা মুনেক্ষ্যাক্যং কুৰ্ব্বাণো ভোজনং তটে ।  
উবাচ তাং স্ততাং বালাং মৎস্যগন্ধাং মনোরমাম্ ॥ ৩ ॥  
উড়ুপেন মুনিং বালে ! পরং পারং নয়স্ব হ ।  
গম্বকামোহন্তি ধৰ্ম্মাত্মা তাপসোহয়ং শুচিস্মিতে ! ॥ ৪ ॥  
ইতুক্তা সা তদা পিত্রা মৎস্যগন্ধাং বীসবী ।  
উড়ুপে মুনিমাসীনং সংবাহয়তি ভামিনী ॥ ৫ ॥  
ত্রজন্ সূর্যাস্ততাতেয়ে ভাবিত্বাদৈবযোগতঃ ।  
কামার্তস্ত মুনির্জাতো দৃষ্ট্বা তাং চারুলোচনাম্ ॥ ৬ ॥

অর্দ্ধাধিকপঞ্চাশচ্ছেদৈকরশ পরাশরাং ।

দাশকন্যাদরে লব্ধ বেদবাসস্ত কথ্যতে ॥

এবং ব্যাসমাতৃর্জম্বাক্তা পরাশরপ্রসঙ্গমাহ একদেতি ॥ ১—২ ॥ দাশো নিষাদঃ । মৎস্যগন্ধা-  
মিতি । উপমানাচ্ছেতীয়াভাবস্থান্দয়ঃ ॥ ৩—৪ ॥ বাসবী বহুরাজস্ত্র্যপত্যং বাসবী ॥ ৫—৬ ॥

সূত কহিলেন, একদা অতিতেজস্বী পরাশর মুনি তীর্থযাত্রা উপলক্ষে ভ্রমণ করিতে  
করিতে যমুনাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১ ॥ ধৰ্ম্মাত্মা মুনিবর তৎকালে ভোজনে  
নিরত ধীবরের নিকট বাইরা বলিলেন । ধীবর ! তোমার নৌকাঘারা আমাকে যমু-  
নার পরপারে লইয়া যাও ॥ ২ ॥ যমুনাতীরে ভোজনাসক্ত ধীবর মুনিবাক্য শ্রবণে সেই  
মনোরমা বালিকা মৎস্যগন্ধা কন্ডাকে বলিল ॥ ৩ ॥ হে শুচিস্মিতে পুত্রি ! এই ধৰ্ম্মাত্মা  
মুনিবর পরপারে বাইতে ইচ্ছা করিতেছেন, অতএব তুমি ইহাকে নৌকা করিয়া পর-  
পারে লইয়া যাও ॥ ৪ ॥ অনন্তর, সেই বহুবল্লভা মৎস্যগন্ধা পালকপিতা ধীবরের  
আদেশ পাইয়া নৌকারূঢ় মুনি পরাশরকে লইয়া বাইতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৫ ॥ অনন্তর,  
যমুনামধ্যে বাইতে বাইতে পরাশর মুনি সেই চারুলোচনা মৎস্যগন্ধাকে দেখিয়া

এহীতুকামঃ স মুনির্মৃকু। ব্যঞ্জিতর্ষোবদাম্ ।

দক্ষিণেন করেণৈনাম্পৃশদক্ষিণে করে ॥ ৭ ॥

তমুবাচাসিতাপাস্ত্রী স্মিতপূর্নমিতিং বচঃ ।

কুলস্য সদৃশং বঃ কিং তস্য তপসশ্চ কিম্ ॥ ৮ ॥

ত্বং বৈ বশিষ্ঠদারাদঃ কুলশীলসমম্বিতঃ ।

কিঞ্চিকীর্বসি ধর্মজ্ঞ ! মন্যথেন প্রপীড়িতঃ ॥ ৯ ॥

চূর্ণভং মানুষং জন্ম ভুবি ব্রাহ্মণসম্ভব ! ।

তত্রাপি চূর্ণভং মন্ত্রে ব্রাহ্মণত্বং বিশেষতঃ ॥ ১০ ॥

কুলেন শীলেন তথা ত্রুতেন

দ্বিজৈস্তমন্ত্ৰং কিল ধর্মবিচ্ছ ।

অনার্য্যভাবং কথমাগতোহসি

বিপ্রেন্দ্র ! মাং বীক্ষ্য চ মীনগন্ধাম্ ॥ ১১ ॥

এহীতুকামো তোকুকামঃ ॥ ৭ ॥ স্মিতপূর্নমিতি । অনেন সাপ্যন্তঃকামাতুরাসীদिति  
বোধিতম্ । জীজ্ঞাতিত্বাত্তু শূদ্রারবর্দ্ধনার্থমুপহাসং करोति কুলস্ত সদৃশমিতি । বঃ  
ঋষীণাং কুলস্ত ত্রুতস্ত্রাঘীতস্ত তপসশ্চ কিমিতি সদৃশং ভবতি বোধ্যং ভবতি যুগ্মাকং কিং  
নীচপরজীগমনাদিকং ধর্মোহস্তীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৮ ॥ ( তস্ত মহৎকুলজাতত্বমুখ্যোপোপহাস-  
চ্চলেন গৌরবং বর্দ্ধয়ন্তীতি বঃ বৈ বশিষ্ঠেতি ॥ ৯ ॥ ইহ খলু ব্রাহ্মণত্বস্ত্রাঘীত-  
প্রদর্শয়িতুকামাহ চূর্ণভমিতি ॥ ১০ ॥ কুলেনেতি । হে বিজ ! নিজবংশেন বিনয়েন বেদাদি-  
শাস্ত্রজ্ঞানেন । ত্বং বিজ্ঞেবপি শ্রেষ্ঠতাং প্রাপ্তঃ স্বয়মপি ধর্মজ্ঞোহসি তথাপি মীনগন্ধাং  
মন্ত্ৰবৎ ॥ অস্মিন্ধগন্ধাং মাং বীক্ষ্য কথমনার্য্যভাবমাগতোহসীত্যম্বয়ঃ ॥ ১১ ॥ চিত্তবৈকুল্যে-

দৈকটনাবশতই কামার্ত হইয়া পড়িলেন ॥ ৬ ॥ মুনিবর তাহার যৌবনের অল্প দর্শনে  
উপভোগে অভিলষী হইয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তাহার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিলেন ॥ ৭ ॥  
গরে, এই অসিতাপাস্ত্রী মন্ত্ৰগন্ধা পরাশরকে বলিলেন, শ্রমিবর ! ( আপনি যে কার্য্য  
করিতে উদ্যত হইয়াছেন ) ইহা কি আপনার কুলের অথবা অধীত বেদাদির কিংবা তপস্ত্রায়  
উপযুক্ত কার্য্য হইতেছে ? ॥ ৮ ॥ আপনি কুলশীলসমবিত বিশেষতঃ বশিষ্ঠকুলে জন্ম পরি-  
গ্রহ করিয়াছেন ; অতএব, হে ধর্মজ্ঞ ! এক্ষণে কামার্ত হইয়া একি কার্য্য করিতে ইচ্ছা  
করিতেছেন ? ॥ ৯ ॥ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! আমি বিবেচনা করি এই জগতে প্রথমত মানব জন্মই  
দুর্গত, আবার সেই মানবমধ্যে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা অতিশয় দুর্দুর্গত ॥ ১০ ॥ দ্বিজোত্তম !  
আপনি কুলীন, সঙ্করিক্স, বেদবেদান্তাদি-বিশারদ এবং ধর্মতত্ত্ববেত্তা ; অতএব হে বিপ্রবর !  
কি জন্ত আমার এই শরীরকে মন্ত্ৰগন্ধে পরিপূর্ণ অবলোকন করিয়াও এক্ষণে অনার্য্যভাব

মদীয়ে শরীরে দ্বিজামোঘবুদ্ধে !  
 শুভং কিং সমালোক্য পাণিঃ গ্রহীতুম্ ।  
 সমীপং সমায়াসি কামাতুরস্ত্বং  
 কথং নাভিজানাসি ধর্ম্মং স্বকীয়ম্ ॥ ১২ ॥  
 অহো মন্দবুদ্ধির্বিজোহয়ং গ্রহীষ্যন্  
 জলে মগ্ন এবাদ্য মাং বৈ গৃহীত্বা ।  
 মনো ব্যাকুলং পঞ্চবাণাতিবিদ্ধং  
 ন কোহপীহ শত্রুঃ প্রতীপং হি কর্ত্তুম্ ॥ ১৩ ॥  
 ইতি সঙ্কিস্ত্য সা বালা তম্বাচ মহামুনিম্ ।  
 ধৈর্য্যং কুরু মহাভাগ ! পরং পারং নয়্যসি বৈ ॥ ১৪ ॥  
 সূত উবাচ ।  
 পরাশরস্তু তচ্ছ্রুত্বা বচনং হিতপূর্ব্বকম্ ।  
 করং ত্যক্ত্বা স্থিতস্তত্র সিদ্ধো পারং গতঃ পুনঃ ॥ ১৫ ॥

কারণং জিজ্ঞাসুঃ পৃচ্ছতি মদীয়ে শরীরে ইতি ॥১২॥) ইৎং মন্দহাসপূর্ব্বকনিষেধেনাতিকামা-  
 তুরং বীক্য মনসি কিচরয়ামাসেত্যাহ অহৌ ইতি । অয়ং দ্বিজো মাং গ্রহীষ্যন্ মন্দবু-  
 দ্ধিবুদ্ধিজাতঃ প্রথমং কামেন তদ্ব্তরং মাং হস্তে ইতি শেবঃ । হস্তে গৃহীত্বা জলে শৃঙ্গারসে  
 মগ্ন এবাস্ত মনো যতঃ পঞ্চবাণেন কামেনাতিবিদ্ধং ততো ব্যাকুলং জাতমস্মিন্ সময়ে । অস্ত  
 প্রতীপং বিরুদ্ধং কর্ত্ত্বং ন কোহপি সমর্থঃ শাপভয়াদিতি বিচারয়ামাস । ( জলে যমুনাঞ্জে  
 ইতি বা । বলাৎ গ্রহণেন অসংযত্যাং নৌকায়াং জলময়সম্ভবাদিতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥ )  
 বিচার্য্য কিং কৃতবতী তদাহ ইতি সঙ্কিস্তোতি । পরম্পারং নয়্যমীতি । তদ্ব্যবসায়ং মদ্বিচ্ছসি  
 তংকুর্নিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

প্রাপ্ত হইতেছেন ॥১১॥ হে দ্বিজ ! আপনার বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ তাহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু,  
 আমার শরীরে এমন কি শুভচিহ্ন দেখিয়াছেন, যাহাতে পাণিগ্রহণ করিবার জন্ত নিকটে  
 আসিতেছেন । আপনি কি এক্ষণে এত কামাতুর হইয়াছেন যে আপনার নিজধর্ম্ম মরণ  
 করিতেছেন না ? ॥ ১২ ॥ ( এই কথা বলিয়া মৎস্তগন্ধা মূনির ভাবগতিক দেখিয়া মনে মনে  
 ভাবিতে লাগিলেন ) কি আশ্চর্য্যের বিষয় ! এই ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই আমাকে গ্রহণ করিবার  
 লাগিয়া বুদ্ধিব্রত হইয়াছে ; অন্য আমাকে উপভোগ করিতে গিয়া ইনি নিশ্চয়ই নৌকা-  
 সমেত যমুনাঞ্জে নিমগ্ন হইবেন ; কেননা, ইহার চিত্ত কামবাণে বিদ্ধ হইয়া অতিশয় ব্যাকুল  
 হইয়াছে । বোধ হয় এক্ষণে ইহার প্রতীকূল আচরণে কেহই সমর্থ হইবে না ॥ ১৩ ॥ মৎস্ত-  
 গন্ধা এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই মহামুনি পরাশরকে বলিলেন, মহাভাগ ! ধৈর্য্য অবলম্বন  
 করিয়া অগ্রে পরপারে লইয়া বাই ( পরে বাহা ইচ্ছা হয় করিবেন ) ॥ ১৪ ॥

মৎসঙ্গন্ধাং প্রজগ্রাহ মুনিঃ কামাতুরন্তদা ।

বেপমানা তু সা কণ্ঠা তমুবাচ পুরঃস্থিতম্ ॥ ১৬ ॥

দুর্গন্ধাহিং মুনিশ্চেষ্ট ! কথং ত্বং নোপশঙ্কসে ।

সমানরূপয়োঃ কামসংযোগস্ত স্তথাবহঃ ॥ ১৭ ॥

ইত্যুজ্জেন তু সা কণ্ঠা ক্ষণমাত্রেণ ভামিনী ।

কুতা যোজনগন্ধা তু স্মরূপা চ বরাননা ॥ ১৮ ॥

মৃগনাভিস্রগন্ধাং তাং কুত্বা কান্তাং মনোহরাম্ ।

জগ্রাহ দক্ষিণে পাণৌ মুনির্শ্মশ্মথপীড়িতঃ ॥ ১৯ ॥

এহীতুকামং তং প্রাহ নান্না সত্যবতী শুভা ।

মুনে ! পশুগতি লোকোহয়ং পিতা চৈব তটস্থিতঃ ॥ ২০ ॥

পশুধর্মো ন মে প্রীতিং জনয়ত্যতিদারুণঃ ।

প্রতীক্ষস্ব মুনিশ্চেষ্ট ! যাবদুদবতি যামিনী ॥ ২১ ॥

সিক্কোদ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥ বেপমানেতি । কামাতুরোহপি মুনির্মম দৌর্গন্ধামহুভূয় মধ্যে এব মাং তাক্ষ্যতীতি ভীত্যা বেপমানা স্বদোষং স্বমুখেন বর্ণয়তি । তস্ত মুনেঃ প্রিয়ত্বেন স্বীকারার্থম্ । জীবাং স্বভাব এবায়ম্ ॥ ১৬ ॥ কিমুবাচ তদাহ দুর্গন্ধাহিমিতি ॥ ১৭—১৮ ॥ মৃগনাভিস্রেন কন্তুরী ॥ ১৯—২০ ॥ পশুধর্মো মৈথুনধর্মঃ । ইদং বাক্যং মুনেঃ কামো-

অধিগম্য । পরাশর সেই হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া হস্ত পরিত্যাগ পূর্বক সেই তরঙ্গ-  
মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । কিন্তু, পরপারে উপনীত হইয়াই অতিশয় কামাতুর ভাবে  
মৎসঙ্গন্ধাকে পুনরায় গ্রহণ করিলেন । অনন্তর, মৎসঙ্গন্ধা কাঁপিতে কাঁপিতে সমুদ্রস্থিত সেই  
মুনিবরকে বলিলেন ॥ ১৫—১৬ ॥ মুনিপ্রবর ! আমার শরীর অতিশয় দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ ইহা  
কি আপনি জানিতে পারিতেছেন না ? দেখুন, কাম-সংমিলন সমান রূপেতেই অতিশয়  
অধিকর হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

মৎসঙ্গন্ধা কষ্টভাবে এইরূপ বলিলে পর, মুনিবর ক্ষণমাত্রেই তাঁহাকে চাক্ষুবদনা সর্কাক্ষ-  
হৃদরী এবং যোজনগন্ধা করিলেন ॥ ১৮ ॥ পরাশর সেই স্মরূপারী মৎসঙ্গন্ধাকে মৃগনাভিবৎ  
মৃগদ্যুক্তা এবং মনোহারিণী করিয়া কামাক্ষভাবে দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করিলেন ॥ ১৯ ॥ তখন,  
সেই কল্যাণী সত্যবতী মুনিকে উপভোগাভিলাষী দেখিয়া বলিলেন, মুনে ! এক্ষণে দিবা-  
ভাগ, অতএব সমস্ত লোক-বিশেষত তটস্থিত পিতা দেখিতে পাইবেন ; ইহা পশুবৎ অতি  
অবজ্ঞ কৰ্ম্ম ইহাতে আমার প্রীতি হইবে না । অতএব, হে মুনিশ্চেষ্ট ! যতক্ষণ রাজি না হয়  
ততক্ষণ প্রতীক্ষা করুন ॥ ২০—২১ ॥ দেখুন, মহুঘোর জীমদ রাজিতেই দিগ্ধিষ্ট হইয়াছে

রাত্রৌ ব্যবায় উদ্ভিকৌ দিবা'ন মনুজস্য হি ।

দিবা সঙ্গ্রে মহান্ দোষঃ পশুস্তি কিল মানবাঃ ।

কামং যচ্ছ মহাবুদ্ধে ! লোকনিন্দা ছুরাসদা ॥ ২২ ॥

তচ্ছ ত্বা বচনং তস্যা যুক্তমুক্তমুদারধীঃ ।

নীহারং কল্পয়ামাস শীঘ্রং পুণ্যবলেন বৈ ॥ ২৩ ॥

নীহারে চ সমুৎপন্নে তটেহতিতমসা যুতে ।

কামিনী তং মুনিং প্রাহ মুহূৰ্দ্ধমিদং বচঃ ॥ ২৪ ॥

কণ্ঠাহং স্বিজ্জাঙ্গুল ! ভুক্ত্বা গম্ভাহসি কামতঃ ।

অমোঘবীৰ্য্যস্ত্বং ব্রহ্মন্ ! কা গতির্মে ভবেদिति ॥ ২৫ ॥

পিতরং কিং ব্রবীম্যদ্য সগৰ্ভা চেষ্টবাম্যহম্ ।

ত্বং গমিষ্যসি ভুক্ত্বা মাং কিং করোমি বদস্ব তৎ ॥ ২৬ ॥

দীপনার্থম্ । কিঞ্চাধুনা কালোহপি নাতীতাহ প্রতীক্বেতি ॥ ২১ ॥ মহান্ দোষ ইতি ।  
প্রাণং বা এতে প্রব্রুজন্তি যে দিবারতা সংযুক্ত ইতি প্রমোপনিষজ্ঞতের্দিবাসঙ্গে  
মহান্ দোষঃ । কিঞ্চ মানবা অপি পশুস্তীতি লোকনিন্দা চাত্তীতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

নীহারং ভাবায়াং ধূষার ইতি প্রসিদ্ধম্ । কৃত্যুক্তদোষস্ত তপোবলেন শময়িম্যামীতি  
মুনেরভিপ্রায়ঃ ॥ ২৩ ॥ (কামিনীতি । কামিনী স্বীয়রূপভাবভঙ্গ্যাদিভিঃ পুরুষমোহকারিণী-  
ভার্থঃ । মুহূৰ্দ্ধম্ মনুবা কামপ্রিত্য বিনয়গৰ্ভাব্যাক্ষরধ্বরেণেতি ভাবঃ ॥ ২৪ ॥ অমোঘেতি ।  
অমোঘবীৰ্য্যঃ অব্যর্থেরতাঃ ॥ ২৫—২৬ ॥

দিবাতে নয় । বরং দিবাসক্কে গুরুতর দোষ এবং মনুষ্য সকলে দেখিলে নিন্দা হইবার  
সম্ভাবনা । হে মহামতে ! লোকনিন্দা অতিশয় গুরুতর, অতএব অল্পপ্রবৃত্তিক আমার  
এই অভিলাষ পূরণ করুন ॥ ২২ ॥

ঋষিগণ ! তখন সেই উদারমতি পরাশর সত্যবতীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ইহা যুক্তি-  
সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিলেন ; এবং তৎকণাৎ তপঃপ্রভাবে চতুর্দিক্ কুজবাটিকাময় করিয়া  
কেলিলেন ॥ ২৩ ॥ সেই কুজবাটিকা সমুৎপন্ন হইলে পর যমুনাকুল অতিশয় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন  
হইল । অনন্তর, সেই কমনীয়া মৎস্তগন্ধা পরাশরকে অতি মুহূৰ্ঘরে বলিলেন ॥ ২৪ ॥ হে ঋষি-  
বর ! আমি এক্ষণে কণ্ঠা, আপনি আমাকে উপভোগ করিয়াই যথা ইচ্ছা চলিয়া যাইবেন ।  
কিন্তু, আপনার বীৰ্য্য অমোঘ ( নিশ্চয়ই আমাকে গর্ভবতী হইতে হইবে ) অতএব হে  
ব্রহ্মন্ ! তাহার পর আমার কি গতি হইবে ? ॥ ২৫ ॥ ঋষিবর ! যদি আজ আমি গর্ভবতী  
হই তাহা হইলে পিতাকে কি বলিব । কলকথা এই আপনি আমাকে উপভোগ করিয়া  
চলিয়া যাইবেন, পরে আমি কি করিব তাহার উপায় বলুন ? ॥ ২৬ ॥

পরশর উবাচ ।

কাস্তেহন্য মৎপ্রিয়ং কৃতা কশ্চৈব স্বং ভবিষ্যসি ।  
বৃণীষ চ বরং ভীকৃ ! যদ্বমিচ্ছসি ভামিনি ! ॥ ২৭ ॥

• সত্যবত্বাচ ।

যথা মে পিতরৌ লোকে ন জানীতো হি মানদ ! ।  
কস্তাত্তং ন মে হস্তাত্থা কুরু দ্বিজোত্তম ! ॥ ২৮ ॥  
পুত্রশ্চ ত্বৎসমঃ কামং ভবেদদ্বুতবীৰ্য্যবান্ ।  
গন্ধোহয়ং সৰ্ব্বদা মে স্যাদ্যৌবনঞ্চ নবং নবম্ ॥ ২৯ ॥

পরশর উবাচ ।

শৃণু হৃদরি ! পুত্রস্তে বিষ্ণুংশসম্ভবঃ শুচিঃ ।  
ভবিষ্যতি চ বিখ্যাতজ্জৈলোক্যে বরবর্ণিনি ! ॥ ৩০ ॥  
কেনচিৎ কারণেনাহং জাতঃ কামাতুরস্তয়ি ।  
কদাপি চ ন সংমোহো ভূতপূৰ্ব্বো বরাননে ! ॥ ৩১ ॥

কাস্তেহি । হে কাস্তে ! কমনীয়ে ! স্বং ময়। ভূতাপি পুনঃ কস্তাভাবমবাস্যসীতি তাৎ-  
পর্যার্থঃ ॥ ২৭ ॥ যথেতি । হে মানদ ! যথা মে মম মাতা পিতা চ ন জানীতঃ জাতং ন  
শরুতস্তথা লোকে লোকমধ্যে অস্তেহপি ন জানন্তি তথা কুর্ষিত্যয়ং কস্তাত্তং কস্তার্থঃ  
অক্ষতযোনিষ্মিতি বাবৎ ॥ ২৮ ॥ ইদানীং মুনিসঙ্গতো গৰ্ভনিশ্চয়ে পিতৃসমগুণবীৰ্য্যাদিসম্পন্নং  
পুত্রমপি কাময়মানাহ পুত্রশ্চেতি ॥ ২৯ ॥

জনিষ্যামণপুত্রস্ত মহিমানং সূচয়রাহ শৃণুতি । হে হৃদরি ! তে তব পুত্রঃ বিষ্ণোরংশঃ  
সম্ভবিষ্যতি অতঃ শুচিঃ নিত্যপবিত্রাত্মা ত্রিলোকমধ্যে বেদাদিবিভাগাৎ বিখ্যাতঃ বিপ্রতশ্চ

পরশর দাশকস্তার এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, কাস্তে ! অন্য আমার প্রিয়-  
কার্য্য সম্পাদন করিয়া পুনর্বার তুমি কস্তাই হইবে । হে ভামিনি ! ইহাতেও যদি তোমার  
ভয় হয় তবে তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর ? ॥ ২৭ ॥

সত্যবতী কহিলেন, হে দ্বিজপ্রেষ্ঠ ! আপনি ত কখনও কাহার অপমান করেন না  
বরং মীন প্রদানই করিয়া থাকেন ; অতএব, বাহাতে আমার পিতা মাতা বা অপর কেহ  
এবিষয়ের কিছুই না জানিতে পারেন এবং বাহাতে আমার কস্তাত্ত নষ্ট না হয় তাহাই  
কহুন ॥ ২৮ ॥ দ্বিজবর ! আপনা হইতে সমুৎপন্ন পুত্র যেন আপনার সমান গুণসম্পন্ন এবং  
অদ্বুত তেজস্বী হয়, তবৎপ্রদত্ত এই সুগন্ধ যেন সৰ্বদা আমার অঙ্গে থাকে এবং আমার  
যৌবন যেন সৰ্বদা নব নব রূপে বিরাজ করে ॥ ২৯ ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া পরশর বলিলেন, হৃদরি ! শ্রবণ কর ? তোমার পুত্র বিষ্ণুর  
অংশ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া এই ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইবে ॥ ৩০ ॥ হে বরাননে ! তুমি নিশ্চয়

দৃষ্ট্ৱা চাপ্সরসাং রূপং সদাহং ধৈর্য্যমাবহম্ ।  
 দৈবযোগেন বীক্ষ্য স্বাং কামস্য বশগোহভবম্ ॥ ৩২ ॥  
 তৎ কিঞ্চিৎ কারণং বিদ্ধি দৈবং হি ছুরতিক্রমম্ ।  
 দৃষ্ট্ৱাহং চাতিদুর্গন্ধাং কথং মোহমব্ধাশুয়াম্ ॥ ৩৩ ॥  
 পুরাণকর্তা পুস্তন্তে ভবিষ্যতি বরাননে ! ।  
 বেদবিভাগকর্তা চ খ্যাতিশ্চ ভুবনত্রেয়ে ॥ ৩৪ ॥

সূত উবাচ ।

ইত্যুক্তৱা তাং বশং যাতাং ভুক্তৱা স মুনিসতমঃ ।  
 জগাম তরসা স্নাত্বা কালিন্দীসলিলে মুনিঃ ॥ ৩৫ ॥  
 সাহপি সত্যবতী জাতা সদ্যো গর্ভবতী সতী ।  
 স্মরুবে যমুনাদ্বীপে পুঞ্জং কামমিবাপরম্ ॥ ৩৬ ॥

ভবিষ্যতীত্যম্বয়ঃ ॥ ৩০ ॥ ইদানীং স্বমোহে কারণং নির্দিষ্টমাহ কেনচিদিতি ॥ ৩১ ॥ পুরা অহং  
 অপ্সরসাং স্বৰ্বেশ্বানাং রূপং দৃষ্ট্ৱাপি সৰ্ঙ্গনা ধৈর্য্যং আবহং কিমু তত্র যাদুযীকৃপাং স্বাং দৃষ্ট্ৱেতি  
 কৈমুতিকন্যারেনাশ্বজিতেন্দ্রিয়তাং সমর্থয়তীতি ভাবঃ ॥ ৩২ ॥ ইদানীং নিজকামাসক্তৌ দৈব-  
 কারণস্বং স্মরয়ম্ভাহ । তৎ কিঞ্চিদিতি । হি যস্মাৎ দৈবং ছুরতিক্রমঃ ইহ জগত্যাং কেনাপি  
 কথমপি ন দৈবমতিক্রমিতুং শক্যতে অতো মম কামান্তর্তায়াং ন কোহপি দৌষসংশয় ইতি  
 বিজানীহি দৃষ্ট্ৱাহমিতি । অন্যথা অতিদুর্গন্ধাং স্বাং দৃষ্ট্ৱা কথং অহং মোহমাশুয়াম্ ॥ ৩৩ ॥  
 ইদানীং প্রকৃতমহুসারয়ম্ভাহ পুস্তন্তে ভবিষ্যতীতি । পুরাণকর্তা পঞ্চলক্ষণসম্পন্নপুরাবৃত্তগ্রন্থ-  
 প্রণেতা ভাগকর্তা বেদবিভাগকর্তা ॥ ৩৪ ॥

ইত্যুক্তেতি । স মুনিঃ পরাশরঃ ইত্যুক্তৱা তাং বশস্তাং সত্যবতীং ভুক্তৱা উপভোগং  
 কৃৎৱা যমুনাশলিলে স্নানং বিধায় তরসা বেগেন অবিলম্বেনেত্যর্থঃ জগামেত্যম্বয়ঃ ॥ ৩৫ ॥  
 সাপীতি । সাপি সত্যবতী সদ্যন্তৎক্ষণাৎ পরাশরগমনানন্তরমেব । গর্ভবতী জাতা সতী তত্রৈব

জানিও কোনও বিশেষ কারণ বশতঃ আমি তোমাতে কামাসক্ত হইয়াছি । নতুবা ইতিপূর্বে  
 কখনই আমার এরূপ মোহ উপস্থিত হয় নাই ॥ ৩১ ॥ পূর্বে আমি সৰ্ঙ্গনা কত অপ্সরাদিগের  
 রূপ দেখিয়া ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছিলাম ; কিন্তু, এক্ষণে তোমাকে দেখিয়া নিশ্চয়ই দৈবযোগ-  
 বশত কামের বশীভূত হইয়াছি ॥ ৩২ ॥ অতএব এ বিষয়ে কিছু নিগূঢ় কারণ আছে জানিও,  
 আর দেখ, দৈবকে অতিক্রম করিতে কাহারও ক্ষমতা নাই ; নতুবা তোমাকে এরূপ দুর্গন্ধ-  
 ময় দেখিয়াও কি অস্ত্র মোহপ্রাপ্ত হইলাম ॥ ৩৩ ॥ হে চাক্ষুশি ! তোমার পুত্র পুরাণকর্তা  
 বেদজ্ঞ এবং বেদের বিভাগকর্তা হইয়া এই ভিত্তিবনে বিপ্রত হইবে ॥ ৩৪ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! সেই ঋষিগণের পরাশর সত্যবতীকে এইরূপ বলিয়া বশে আনিয়া  
 উপভোগান্তে যমুনা স্নান করিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন । তখন সেই সতী  
 সত্যবতীও সেই যুদ্ধভূমিতে গর্ভবতী হইয়া পড়িলেন এবং সেই যমুনাদ্বীপে দ্বিতীয় কল্কপদম্

জাতমাত্রস্ত তেজস্বী তামুবাচ স্বমাতরম্ ।

তপস্যেব মনঃ কৃৎস্না বিবিশে চাতিবীৰ্য্যবান্ ॥ ৩৭ ॥

গচ্ছ মাতর্যথা কামং গচ্ছাম্যহমতঃ পরম্ ।

তপঃ কৰ্ত্তুং মহাভাগে ! দৰ্শয়িষ্যামি বৈ শ্বতঃ ॥ ৩৮ ॥

মাতর্যদা ভবেৎ কার্য্যং তব কিঞ্চিদনুত্তমম্ ।

শ্রুতবোহহং তদা শীঘ্রমাগমিষ্যামি তেহস্তিকম্ ॥ ৩৯ ॥

শ্রুতি তেহস্ত গমিষ্যামি ত্যক্ত্বা চিন্তাং স্তখং বস ।

ইতু্যক্ত্বা নির্য্যয়ো ব্যাসঃ সাহপি পিতৃশ্রিতিকং গত ॥ ৪০ ॥

দ্বীপে শ্রুতস্তয়া বালস্তস্মাদ্ধৈপায়নোহভবৎ ।

জাতমাত্রোজগামাশু বৃদ্ধিং বিষ্ণুংশযোগতঃ ॥ ৪১ ॥

নীর্থে তীর্থে কৃতস্মানশচচার তপ উত্তমম্ ।

এবং দ্বৈপায়নো জজ্ঞে সত্যবত্যাং পরাশরাৎ ॥ ৪২ ॥

যমুনাদ্বীপে দ্বিতীয়কন্দপরিব পুত্রং সূর্যবে প্রসূতবতী ॥ ৩৬ ॥ জাতমাত্র ইতি। পুত্রস্ত জাতমাত্রস্তেজস্বান্ তপস্তেব ভগবদাধানেএব নদ্ব্যজ্ঞান্ বিষয়ভোগাদৌ ইতি ভাবঃ। মনঃ কৃৎস্না স্বমাতরং উবাচ। বিবিশে তপস্তেব আবিষ্টঃ। আবেশে কারণমাহ বীৰ্য্যবান্ জন্মান্তরীয়তপোভিরতাত্তপ্রভাবান্ ইতি তাৎপর্যার্থঃ ॥ ৩৭ ॥ দর্শয়িষ্যামি বৈ শ্বত ইতি। অহং ত্বয়া শ্বতো নিজং রূপং দর্শয়িষ্যামিতার্থঃ ॥ ৩৮ ॥ (শ্রুতবো ইতি। ত্বয়া কার্য্যকালেহং শ্রুতব্যাঃ শ্রবণমাজ্ঞেগাহং আগমিষ্যামি ॥ ৩৯ ॥ স্বস্তীতি। তে তুভ্যং স্বস্ত্যস্ত শ্রুতিশব্দযোগেন চতুর্থীতি বোধ্যম্। স্বং স্বামিপুত্রাদিবিষয়িনীং চিন্তাং ত্যক্ত্বা স্তখং বস স্বধেন কালং যাপয়েতি ভাবঃ। অহং পরমেশ্বরাদনার্থং তপোবনং গমিষ্যামি। ব্যাসঃ ইতু্যক্ত্বা নিজ-গাম সাপি সত্যবতী পিতৃর্দর্শনশ্রুত সমীপং গত ॥ ৪০ ॥ যতস্তয়া সত্যবত্যা স বালঃ ব্যাসঃ যমুনাদ্বীপে শ্রুতঃ প্রসূতঃ তস্মাৎ দ্বৈপায়নঃ অভবৎ দ্বৈপায়ন ইতি নামা উদাহৃত ইতি যাবৎ। জাতমাত্রঃ সন্ কথং বৃদ্ধিং প্রাপ্ত ইতি চেৎ তত্র কারণমাহ বিষ্ণুশ-

একটা পুত্র প্রসব করিলেন ॥ ৩৬—৩৬ ॥ অমিতপরাক্রমশালী অতিতেজস্বী সেই পুত্র জাত মাত্রই তপস্তায় মনোনিবেশ করিয়া নিজ মাতা সত্যবতীকে বলিলেন ॥ ৩৭ ॥ মাতঃ! আপনি এক্ষণে যথা ইচ্ছা গমন করুন। সম্প্রতি আমি তপস্তায় গমন করিব। হে মহাভাগে! শ্রবণ মাত্রই আপনাকে দর্শন দিব ॥ ৩৮ ॥ জননি! যখন আপনার কোনও বিশেষ কার্য্য উপস্থিত হইবে, তখন আমাকে শ্রবণ করিবেন, তাহা হইলেই আমি অবিলম্বে আসিয়া উপস্থিত হইব। এক্ষণে আপনার মঙ্গল হউক আমি তপস্তায় চক্ষিণীম্; আপনি চিন্তা ত্যাগ করিয়া স্বধে বাস করুন। ব্যাস এই কথা বলিয়া তপস্তায় নির্গত হইলেন। সত্যবতীও পিতৃ নিকটে গমন করিলেন ॥ ৩৯—৪০ ॥ শ্রবিগণ! এই সত্যবতীপুত্র যমুনাদ্বীপে প্রসূত হইয়াছিলেন বলিয়া দ্বৈপায়ন নামে বিখ্যাত হইলেন এবং বিষ্ণুর অংশপ্রযুক্ত জাতমাত্রই তৎকথাং বৃদ্ধিনাভ করেন ॥ ৪১ ॥ অনন্তর, দ্বৈপায়ন নানাতীর্থে স্নানাদি করিয়া উগ্রতর তপত্চারণে প্রসূত



চকার-বেদশাখাশ্চ প্রাপ্তং জ্ঞান্ব্য কলেবুৰ্ণম্ ।

বেদবিস্তারকরণাধ্যাসনামাহভবন্ মুনিঃ ॥ ৪৩ ॥

পুরাণসংহিতাশ্চক্রে মহাভারতমুক্তমম্ ।

শিষ্যানধ্যাপয়ামাস বেদান্ কৃষ্ণা বিভাগশঃ ॥ ৪৪ ॥

অমন্তুং জৈমিনিং পৈলং বৈশম্পায়নমেব চ ।

অসিতং দেবলক্ৰৈব শুকক্ৰৈব স্বমাত্মজম্ ॥ ৪৫ ॥

সূত উবাচ ।

এতচ্চ কথিতং সৰ্ব্বং কারণং মুনিসত্তমাঃ ! ।

সত্যবত্যাঃ স্ততস্যাপি সমুৎপত্তিস্তথা শুভা ॥ ৪৬ ॥

সংশয়োহত্র ন কর্তব্যঃ সম্ভবে মুনিসত্তমাঃ ! ।

মহতাং চরিতে চৈব গুণা গ্রাহ্য মুনেরিতি ॥ ৪৭ ॥

কারণাচ্চ সমুৎপত্তিঃ সত্যবত্যা ঋষোদরে ।

পরিশরেণ সংযোগঃ পুনঃ শব্দমুনা তথা ॥ ৪৮ ॥

যোগতঃ ॥ ৪১ ॥ তীৰ্থে ইতি । প্রতিতীৰ্থং কৃতমানঃ 'দন' উত্তমং তপশ্চচার আচরিত-  
বান্ ॥ ৪২ ॥ ইদানীং স্ততঃ ব্যাসস্ত অম্বনা সহ দ্বৈপায়ননামঃ কারণাদিবিবরণমুপসংহৃত্য  
বেদবাস্তবকারণমাহ চকারেতি ।) বেদবিস্তারো বিভাগপূৰ্ব্বকো বিস্তারস্তত্র কারণাধ্যাসনামা-  
ভবন্ । তত্ক্ষণং স্ততঃসংহিতায়াম্ । ব্যাসবেদতয়া ব্যাস ইতি লোকে শ্রুতো মুনিরिति ॥ ৪৩ ॥)  
(শিষ্যানিতি । ঋকসামাদিনামভিঃ প্রত্যেকং বিভাগং কৃষ্ণা বেদান্ পৈলজৈমিনিবৈশম্পা-  
য়নাদীন শিষ্যান্ অধ্যাপয়ামাস । বিভাগকরণাং পূৰ্ব্বং হি এক এবাসীৎ বেদঃ । যত্ক্ষণং  
ভাগবতে । "একএব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সৰ্ব্ববাক্যময়ঃ । একো নারায়ণো দেব একোহস্মির্বর্ণ-  
এব চ ॥" ৪৪—৪৫ ॥

উৎপত্তিনামনিষ্কৃতি কারণতাদিকং বর্ণয়িত্বেনানীং তত্রোৎপত্ত্যাদৌ অসম্ভাবনীয়ত্বং মহা  
সংশয়ো ন কর্তব্যঃ । যতো দেবমুনিপ্রভৃतीনাং মহতাং অম্বকর্ষাদিষু কিমপ্যসম্ভাব্যত্বং নেতি

হইলেন । এইরূপে দ্বৈপায়ন, পরাশর হইতে সত্যবতীগৰ্ভে জন্ম গ্রহণ করেন এবং কলিযুগ  
আগত দেখিয়া বেদবৃক্ষকে শাখাদি রূপে বিভাগ করিয়াছেন । এই বেদ বিভাগ করি-  
বার অন্তর্হি পরাশরপুত্র ব্যাস নামে অভিহিত হইরাছেন । পরে পুরাণ সংহিতা সকল এবং  
সর্বোৎকৃষ্ট মহাভারত রচনা করিয়াছেন । দ্বৈপায়ন বেদ সকল বিভাগ করিয়া শিষ্য অম্বন্ত,  
জৈমিনি, পৈল, বৈশম্পায়ন, অসিত, দেবল, এবং নিজপুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়া-  
ছিলেন ॥ ৪২—৪৫ ॥

স্ততঃ কহিলেন, ঋষিগণ ! আমি তোমাদিগকে এই সমস্ত কারণ এবং সত্যবতীপুত্র  
বেদবাসের শুভজনক উৎপত্তি-কথাও বলিলাম ॥ ৪৬ ॥ ঋষিগণ ! এই দ্বৈপায়নজন্মে কোনও  
লেশেহ করিবেন না ; কারণ, মহৎ লোকের বিশেষতঃ মুনি জন্মের চরিত্র বিবরণ গুণ সকলই

অনুধা তু মূনেশ্চিন্তং কথং কামাকুলং ভবেৎ ।

• অনার্যাজুষ্ঠং ধর্মজ্ঞঃ কৃতবান্ স কথং মুনিঃ ॥ ৪৯ ॥

সকারণেয়মুৎপত্তিঃ কথিতাশ্চর্য্যকারিণী ।

ঋত্বা পাপাচ্চ নিশ্চিন্তো নরো ভবতি সর্ব্বশ্রম ॥ ৫০ ॥

য এতচ্ছুভমাখ্যানং শৃণোতি ঋতিমান্নরঃ ।

ন দুর্গতিমবাপ্নোতি স্থখী ভবতি সর্ব্বদা ॥ ৫১ ॥\*

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে

ব্যাসোৎপত্তিনাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ । ২ ॥

সন্দেহং নিরাকিকীর্নু রৈতচ্ছ কুশিতমিত্যারভ্য পঞ্চভিরূপসংহররাহ নৃত এতচ্চেতি ॥ ৪৬—৫০ ॥  
এতাবতা গ্রহেন সত্যবতী পরাশরস্ত্র বিবাহিতা স্ত্রী ন ইত্যুক্তম্ । অতএব সা শস্ত্রজনা বিবাহিতেন ন বিরুদ্ধমিতি ভাবঃ । নচ মহতামুৎপত্তিচরিতানিকং ঋত্বাহপরাদ্ভয়াং সংশয়মাত্রং ত্যক্তব্যমিতি বাচ্যম্ । ভক্ত্যা শৃণুতাস্ত্র অশেষপাপরাসেরপি বিমুক্তিঃ শ্রাদ্ধেবেতি দর্শনাৎ তদেব ফলমুপপাদয়রাহ য এতদ্বিতি ॥ ৫১ ॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

গ্রহণ করা উচিত ॥ ৪৭ ॥ দৈব কারণ বশতই মৎস্তগর্ভে সত্যবতীর জন্ম এবং প্রথমত পরাশরের সহিত তদনন্তর শাস্ত্রজ্ঞরাজের সহিত মিলন হইয়াছিল । অতথা, তানুশ মুনিবরের চিত্ত কি কখনও কামাসক্ত হইতে পারে ? আর, কি জন্মই বা পরাশর ধর্মজ্ঞ হইয়া একরূপ অনার্য্যসেবিত কার্য্য করিবেন ? ॥ ৪৮—৪৯ ॥ অতএব এই ব্যাসজন্ম অতি আশ্চর্য্যকর এবং নিগূঢ় কারণ-সম্বন্ধটি বলিয়া জানিবেন । ঋতিযুগল বিশিষ্ট মনুষ্য এই শুভজনক আখ্যান শ্রবণ করিয়া পাপ হইতে বিমুক্ত হয় এবং কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না বরং চিরকাল স্থখী হইতে পারে ॥ ৫০—৫১ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাক্রম মহাপুরাণ দেবীভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে

বেদব্যাসের জন্ম বিষয়ক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥\* ॥

\* টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে অর্দ্ধাধিক একপঞ্চাশৎ শ্লোক ।

## তৃতীয়োধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

উৎপত্তিস্তু স্বয়া প্রোক্তা ব্যাসস্থামিততেজসঃ ।  
 সত্যবত্যান্তথা সূত ! বিস্তরেণ স্বয়াহনঘ ! ১ ॥  
 তথাপ্যেকস্ত সন্দেহশ্চিত্তেহস্মাকং স্রুসংস্থিতঃ ।  
 ন নিবর্ততি ধর্মজ্ঞ ! কথিতেন স্বয়াহনঘ !\* ২ ॥  
 মাতা ব্যাসস্ত যা প্রোক্তা নান্না সত্যবতী শুভা ।  
 সা কথং নৃপতিং প্রাপ্তা শস্ত্রনুং ধর্মবিস্তমম্ ॥ ৩ ॥  
 নিষাদপুত্রীং স কথং বৃতবান্নৃপতিঃ স্বয়ম্ ।  
 ধর্মিষ্ঠঃ পৌরবো রাজা কুলহীনামসংব্রতাম্ ॥ ৪ ॥  
 শস্ত্রনোঃ প্রথমা পত্নী কা হত্বং কথয়াহুনা ।  
 ভীষ্মঃ পুত্রোহথ মেধাবী বসোরংশঃ কথং পুনঃ ॥ ৫ ॥  
 স্বয়া প্রোক্তং পুরা সূত ! রাজা চিত্রাঙ্গনঃ কৃতঃ ।  
 সত্যবত্যাঃ স্রুতো বীরো ভীষ্মেণামিততেজসা ॥ ৬ ॥

অর্দ্ধাধিকৈকোনবষ্ট্রৈকৈকঃ শস্ত্রহুনা তথা ।

সত্যবত্যা বিবাহস্ত পক্ষ্যারান্দোপবর্ণ্যতে ॥

যদ্যপি সত্যবতী পরাশুরপত্নী নাস্তি ততশ্চ সা শস্ত্রহুনা বৃত্ততি যুদ্ধমেব তথাপি নিষাদ-  
 পুত্রী সা কথং রাজা বৃত্ততি শত্ৰবংশষ্ট্রৈবেতি মুনয়ঃ পৃচ্ছন্তি উৎপত্তিস্থিতি ॥ ১—৪ ॥ প্রথমা  
 পত্নী কা শস্ত্রনোরভূত্বিতি দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ । যত্নাং ভীষ্ম উৎপন্নঃ স ভীষ্মো বসোরংশঃ কথমিতি  
 তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ ॥ ৫ ॥ ( স্বয়া প্রোক্তমিতি । হে সূত ! পুরা ইতঃ প্রাক্ স্বয়া অমিততেজসা

ঋষিগণ কহিলেন, হে পুণ্যায়ন সূত ! তুমি আমাদের নিকট অমিততেজা ব্যাস-  
 দেবের এবং সত্যবতীর জন্ম বিস্তার পূর্বক বর্ণনা করিলে সত্য ; তথাপি একটা সন্দেহ আমা-  
 দিগের চিত্তে গাঢ়তর রূপে অবস্থিতি করিতেছে । হে ধর্মজ্ঞ ! ‘তুমি এত বলিলেও তাহা  
 নিরূপ্ত হইতেছে না ॥ ১—২ ॥ সূত ! ব্যাসদেবের মাতা, ঐহাকে তুমি সত্যবতী বলিয়া কীর্তন  
 করিলে, তিনি কি প্রকারে ধর্মবিস্তম শস্ত্রহুরাজাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । আর কি জগ্গই বা  
 সেই ধার্মিকপ্রবর নৃপতি পুরুবংশসম্ভূত হইয়া কুলবিহীন-বিবাহের অযোগ্য সেই ধীর  
 কস্তাকে পত্নীহে বরণ করিয়াছিলেন ॥ ৩—৪ ॥ সূত ! একশ্রেণী শস্ত্রহুর প্রথমা পত্নী কে  
 ছিল, বাহাতে ভীষ্মরূপ পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন, বিশেষত সেই মেধাবী ভীষ্মতেই বা কিরূপে

\* পরীক্ষ্যতি ধর্মজ্ঞ ! কথিতেন তবাহুনা । ইতি বা পাঠঃ ।

চিত্রাঙ্গদে হতে বীরে কৃতস্তদমুজস্তথা ।

বিচিত্রবীর্যানাংহসৌ সত্যবত্যাঃ সূতো নৃপঃ ॥ ৭ ॥

জ্যেষ্ঠে ভীষ্মে স্থিতে পূৰ্ব্বং ধৰ্ম্মিষ্ঠে রূপবতাপি ।

কৃতবান্ স কথং রাজ্যং স্থাপিতস্তেন জানতা ॥ ৮ ॥

মূতে বিচিত্রবীর্যে তু সত্যবত্যাতিদুঃখিতাঃ ।

বধুভ্যাং গোলকৌ পুত্রৌ জনয়ামাস সা কথম্ ॥ ৯ ॥

কথং রাজ্যং ন ভীষ্মায় দদৌ সা বরবর্ণিনী ।

ন কৃতস্ত কথং তেন বীরেণ দারসংগ্রহঃ ॥ ১০ ॥

অধৰ্ম্মস্ত কৃতঃ কস্মাদ্ব্যাসেনামিততেজসা ।

জ্যেষ্ঠেন ভ্রাতৃভাৰ্য্যায়াং পুত্রাবুৎপাদিতাবিতি ॥ ১১ ॥

পুরাণকর্তা ধৰ্ম্মাত্মা স কথং কৃতবান্ মুনিঃ ।

সেবনং পরদারাণাং ভ্রাতৃশ্চৈব বিশেষতঃ ॥ ১২ ॥

জুগুপ্সিতমিদং কৰ্ম্ম স কথং কৃতবান্ মুনিঃ ।

শিষ্টাচারঃ কথং সূত ! বেদানুমিতিকারকঃ ॥ ১৩ ॥

ভীষ্মেণ সত্যবত্যাঃ পুত্রশ্চিত্রাঙ্গদো রাজা কৃতঃ রাজ্যে অসৌ প্রতিষ্ঠাপিতঃ তথা তস্মিন্ বীরে চিত্রাঙ্গদে নিহতে সতি তদমুজঃ চিত্রাঙ্গদকনিষ্ঠঃ বিচিত্রবীর্যানাং সত্যবত্যা অবরঃ সূতঃ নৃপঃ কৃত ইতি প্রোক্তঃ । ইতি দ্বাত্যামধ্বয়ঃ ॥ ৬—৭ ॥ জ্যেষ্ঠে ভীষ্মে স্থিতে সতাপি কনিষ্ঠঃ কথং রাজ্যং প্রাপ্তবানিতি চতুর্থঃ প্রশ্নঃ ॥ ৮ ॥ কুলীনানাং কুলে মূতে ভর্তৃকি বিচিত্রবীর্যো-  
হত্যায়াং পুরুষাষেদব্যাসাং কথং গোলকাবুৎপাদিতাবিতি পঞ্চমঃ প্রশ্নঃ ॥ ৯ ॥ ভীষ্মেণ বীর্যবতা কথং ন বিবাহঃ কৃত ইতি তন্মৈ রাজ্যাক্ষ নাত্রা কথং ন দত্তমিতি ষষ্ঠসপ্তমৌ প্রশ্নৌ ॥ ১০ ॥ ব্যাসোহপি ধৰ্ম্মাত্মা ভ্রাতৃর্কিচিত্রবীর্যস্ত ভাৰ্য্যায়াং পুত্রাবুৎপাদিতবানি-  
ত্যষ্টমঃ প্রশ্নঃ ॥ ১১ ॥ ভ্রাতৃশ্চৈব দারাণামিতি শেষঃ ॥ ১২ ॥ শিষ্টাচারেণ হি প্রতিরমুদীয়তে ।

অষ্টবয়স্র অংশ আসিল ॥ ৫ ॥ সূত ! তুমি পূৰ্বে বলিয়াছ, অতি প্রতাপশালী ভীষ্ম চিত্রাঙ্গদ নামে সত্যবতীপুত্রকে রাজ্য করিয়াছিলেন এবং সেই বীরপ্রবর চিত্রাঙ্গদ নৃপতির মৃত্যু হইলে পর তদমুজ বিচিত্রবীর্যকে রাজ্য করিয়াছিলেন ॥ ৬—৭ ॥ রূপবান্ ধার্মিক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভীষ্ম বর্তমান থাকিতে কনিষ্ঠের কি করিয়া রাজ্য গ্রহণ করিয়াছিল এবং ভীষ্ম ইহা অধৰ্ম্ম জানিয়াও কিরূপে কনিষ্ঠকে রাজ্যে স্থাপন করিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥ এই বিচিত্রবীর্য মৃত হইলে পর সেই সত্যবতী অতি দুঃখিতা হইয়াও কি অল্প বেদব্যাস দ্বারা বধুদ্বয়ে গোলক পুত্র উৎপন্ন করাইয়াছিলেন ? কি অল্পই বা সেই বরবর্ণিনী ভীষ্মকে রাজ্য প্রদান করিলেন না এবং ভীষ্ম স্বয়ং বীরপ্রপণ্য হইয়াও কি অল্প বিবাহ করেন নাই ? ॥ ৯—১০ ॥ আর কি জনাই বা সেই অমিততেজা ব্যাসদেব জ্যেষ্ঠ হইয়া কনিষ্ঠের ভাৰ্য্যাবধে পুত্রদ্বয় উৎপাদন করিয়া অধৰ্ম্ম সঙ্কর করিয়াছিলেন ? ॥ ১১ ॥ বেদব্যাস পুরাণকর্তা এবং ধৰ্ম্মাত্মা হইয়া কিরূপে

ব্যাগশিষ্যোহসি মেধাবিন্ । সন্মোহং ছেতুর্মহসি ।

শ্রোতুকামা বয়ং সর্বৈ ধর্মক্ষেত্রে কৃতকণাঃ ॥ ১৪ ॥

সূত উবাচ ।

ইক্ষাকুবংশপ্রভবো মহাভিষ ইতি শ্রুতঃ ।

সত্যবান্ ধর্মশীলশ্চ চক্রবর্তী নৃপোত্তমঃ ॥ ১৫ ॥

অশ্বমেধসহশ্ৰেণ বাজপেয়শতেন চ ।

তোষয়ামাস দেবেন্দ্রং স্বর্গং প্রাপ মহামতিঃ ॥ ১৬ ॥

একদা ব্রহ্মসদনং গতৌ রাজা মহাভিষঃ ।

হুতাঃ সর্বৈ সমাজখ্যুঃ সেবনার্থং প্রজাপতিম্ ॥ ১৭ ॥

গঙ্গা মহানদী তত্র সংস্থিতা সেবিতুং বিভুম্\*

তত্ৰা বাসঃ সমুদ্বৃত্তং মারুতেন তরশ্বিনা ॥ ১৮ ॥

স কিং শিষ্টাচার এতাদৃশ ইতি নবমঃ প্রশ্নঃ ॥ ১৩ ॥ ( ভবংকৃতহৃদয়প্রশ্নানামুত্তরবচনমানে মম কা শক্তিরিতি চেদত আহ ব্যাগশিষ্যোহসীতি । মেধাবিনিতি সমুদ্য। ব্যাগশিষ্যোহেহি-  
কারঃ সূচিতঃ ॥ ১৪ ॥

• প্রশ্নপ্রতিবচনদানপ্রবৃত্তেন সূতেন রাজঃ শত্ৰুনোরুৎপত্তিকপটিকমারভ্য বিবক্ষণা তৎপূর্বজন্মান্তরীয়বৃত্তান্তং বক্তুমানভাতে । যোহসৌ লোকে শত্ৰুরিতি নাম্না বিশ্রুত আসীৎ স পূর্বস্মিন্ জন্মনি কোহিহুৎ স কিং কশিদ্বেবঃ আহোস্থিৎ মহর্ষিরাসীৎ ? এবং চেৎ তর্হি কথং বাসৌ মনুষ্যালোকে শত্ৰুরূপেণাবাসিতমিতি স্ববীণাং সংশয়াপনোদনায় তথ্যং বিজিজ্ঞাপয়িষুঃ সূত ইক্ষাকুবংশভূপালচক্রবর্তিনো মহাভিষাখ্যমহারাজত্ব প্রবৃতি-  
কথামব্রীত্য বক্তুমানভতে ইক্ষাকুতি ॥ ১৫ ॥ তত্ৰ সার্কভৌমনরূপতের্হাভিষক্ত ইন্দ্রলোক-  
ব্রহ্মলোকাদিববাহতগতিশক্ত্যাদিরূপমাহায্যাকারণং বর্ণয়িতুকামঃ আহ । অশ্বমেধসহস্ৰে-  
পরত্নীতে বিশেষত কনিষ্ঠ-ভ্রাতৃপত্নীতে রত হইয়াছিলেন ? ॥ ১২ ॥ তিনি বেদের বিভাগকর্তা হইয়া কিরূপে একরূপ নিম্নিত কার্য্য করিয়াছিলেন জানি না । সূত ! যে শিষ্টাচারদর্শনে বেদের অনুমান হয় এটাও কি সেই শিষ্টাচার মধ্যে গণ্য হইবে ? ॥ ১৩ ॥ সূত ! তুমি একে বেদব্যাসের শিষ্য তাহাতে আবার বুদ্ধিমান ; অতএব, তুমিই আমাদিগের সন্মোহ ছেদনে যোগ্য হইতেছ । আমরা সকলেই এই ধর্মক্ষেত্রে নৈমিষারণ্যে উৎসবের সহিত বর্ষমান থাকিয়াও তোমার বাক্য শ্রবণে উৎসুক চইতেছি ॥ ১৪ ॥

সূত স্ববিগণের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া কহিলেন, স্ববিগণ। পূর্বকালে ইক্ষাকুবংশসূত সত্যবাদী ধর্মশীল মহাভিষ নামে কোন চক্রবর্তী নৃপতির ছিলেন ॥ ১৫ ॥ এই মহামতি নৃপ সহস্র অশ্বমেধ এবং শত বাজপেয় যজ্ঞ দ্বারা দেবেন্দ্রে শতীপতিকে সন্তুষ্ট করিয়া স্বর্গ লাভ করিয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥ একদা এই মহাভিষ রাজা ব্রহ্মসদনে গমন করিলেন ।

\* তত্র গঙ্গা সমাযাত। বীতপদাবিধী তদা । নানাতৃষণভট্টলোভোদগারঃ প্রজাপতেঃ ।

ইত্যধিকঃ পাঠঃ ভটিং বদন্তে ।

অধোমুখাঃ স্ত্রীয়াঃ সৰ্ব্বে ন বিলোক্যাব তাং স্ত্রিতাঃ ।

রাজা মহাভিষক্তাং তু নিঃশঙ্কঃ সমপশ্যত ॥

সাপি তং প্রেমসংযুক্তং নৃপং জ্ঞাতবতী নদী ॥ ১৯ ॥

দৃষ্ট্বা তৌ প্রেমসংযুক্তৌ নির্লজ্জৌ কামমোহিতৌ ।

ব্রহ্মা চূৰ্ণোপ তৌ তুর্ণং শশাপ চ ক্লমায়িতঃ ॥ ২০ ॥

মর্ত্যালোকৈষু ভূপাল ! জন্ম প্রাপ্য পুনর্দিবম্ ।

পুণ্যেন মহতাবিক্তম্বাপ্যসি সৰ্ব্বথা ॥ ২১ ॥

গঙ্গাং তথোক্তবান্ ব্রহ্মা বীক্ষ্য প্রেমবতীং নৃপে ।

বিমনস্কৌ তু তৌ তুর্ণং নিঃসৃতৌ ব্রহ্মণোহস্তিকাং ॥ ২২ ॥

স নৃপান্ চিন্তয়িত্বাথ ভূলোকে ধর্ম্মতৎপরান্ ।

প্রতীপং চিন্তয়ামাস পিতরং পুরুষংশজম্ ॥ ২৩ ॥

গেতি ॥ ১৬—১৭ ॥ গঙ্গেতি । তত্র ব্রহ্মলোকে মহানদী গঙ্গা বিভূঃ ব্রহ্মাণং সেবিতুং সংস্থিতা এতন্নিম্ন সময়ে তরুণিনা বেগবতা মারুতেন বায়ুনা সহসা তস্তাঃ গঙ্গায়াঃ বাসঃ পরিহিতমধোবসনমুচ্ছুতং উচ্চালিতং উৎসারিতমিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥ অধোমুখা ইতি । সৰ্ব্বে স্ত্রীয়া দেবাঃ তাং গঙ্গাং তাদৃগবস্থায় বায়ুৎসারিতবসনামিত্যর্থঃ অবিলোক্যাব অধোমুখাঃ সন্তঃ স্ত্রিতাঃ । রাজা মহাভিষক্ত শঙ্কশূন্যঃ সন্ সমপশ্যত সপ্রেমকটাক্ষেণেতি ভাবঃ । অপশ্যতে-তাদ্ব্যনে পদমার্বম্ । সা গঙ্গাপি তং মহাভিষং প্রেমসংযুক্তং জ্ঞাতবতী প্রেমচক্ষুযা দৃষ্টবতী-ত্যাং ॥ ১৯ ॥ ততঃ কিং জ্ঞাতমিত্যাহদৃষ্টেতি । তৌ গঙ্গামহাভিষৌ প্রেমসংযুক্তৌ ব্রহ্মলোকমধ্যেহপি নির্লজ্জৌ কামমোহিতৌ চ দৃষ্টৌ বিজ্ঞায়েত্যাং ব্রহ্মা চূৰ্ণোপ ততঃ ক্রোধাক্রান্তঃ সন্ তৌ প্রতি শশাপ ॥ ২০ ॥ পুণ্যেনেতি । মহতা পুণ্যেন আবিষ্টঃ স্বম্ হে ভূপাল ! পুনর্দিবমাপ্যসীতি চ বোধ্যম্ ॥ ২১ ॥ গঙ্গামিতি । তথা রাজ্ঞে অভিলাষং প্রদায় ব্রহ্মা পিতামহঃ নৃপে মহাভিষে গঙ্গাং প্রেমবতীং বীক্ষ্য স্বমপি অন্ত মর্ত্যালোকগতন্তেতি ভাবঃ ভার্গ্যা ভবিষ্যদীত্বাক্তবান্ । বিমনস্কাবিতি । তৌ গঙ্গামহাভিষৌ তু বজ্রপাতবদাভিসম্পাতবানি-

অনন্তর, সমস্ত দেবগণ প্রজাপতিব্রহ্মসেবার জন্ত সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১৭ ॥

মহানদী গঙ্গাও বিভূ ব্রহ্মার সেবা করিবার জন্ত সেই স্থানে আসিলেন । অনন্তর, বেগবান্

বায়ুর দ্বারা তাঁহার বস্ত্র উৎসারিত হইল ॥ ১৮ ॥ দেবগণ ইহা দেখিয়া অধোমুখ হইলেন ;

কিন্তু, সেই মহাভির রাজা তাঁহাকে নিঃশঙ্কচিত্তে দেখিতে লাগিলেন এবং সেই গঙ্গাও

রাজাকে প্রেমসংযুক্ত বলিয়া আনিতে পারিলেন ॥ ১৯ ॥ ব্রহ্মা এই উভয়কে প্রেমোন্মত্ত

এবং কন্দর্পাণে মোহিত অতএব বিগতলজ্জ দেখিয়া জ্বল্ল হইলেন এবং অতিশয় দোষাধিত

হইয়া তৎক্ষণাৎ শাপক্রদান করিলেন ॥ ২০ ॥ ব্রহ্মা বলিলেন নৃপতে ! তুমি এক্ষণে মর্ত্যালোকে

যাইয়া জন্মগ্রহণ কর, পরে মহৎ পুণ্যসঞ্চয় করিয়া পুনর্বার স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইবে । গঙ্গে !

তুমিও যখন রাজ্যের প্রতি প্রেরণিনী হইরাছ তখন তুমি এই রাজ্যের ভার্গ্যা হইবে । অনন্তর

ব্রহ্মশাপে ধর্ম্মবিত্তি সেই গঙ্গাদেবী ও মহাভিষ নৃপতি শীঘ্রই ব্রহ্মার নিকট হইতে নিঃসৃত

এতস্মিন্ সময়ে চাকৌ বসবঃ শ্রীসমম্বিতাঃ ।

বশিষ্ঠস্তাশ্রমং প্রাপ্তা রমমাগা যদৃচ্ছয়া ॥ ২৪ ॥

পৃথ্বীনাং বসুনাঞ্চ মধ্যে কোহপি বসুতমঃ ।

দ্যৌর্নামা তস্মা ভাৰ্য্যাথ নন্দিনীং গাং দদর্শ হ ॥ ২৫ ॥

দৃষ্ট্বা পতিং সা পপ্রচ্ছ কশ্চেষং ধেনুরুত্তমা ।

দ্যৌস্তানাহ বশিষ্ঠস্ত গোৱিয়ং শৃণু হৃন্দরি ! ॥ ২৬ ॥

হৃদ্ধমস্তাং পিবেদ্যস্ত নারী বা পুরুষোহথবা ।

অযুতায়ুর্ভবেন্নং সদৈবাগত্যৌবনঃ ॥ ২৭ ॥

তচ্ছ হা হৃন্দরী প্রাহ মর্ত্যালোকেহস্তি মে সখী ।

উদীনরস্ত রাজর্ষেঃ পুত্রী পরমশোভনা ॥ ২৮ ॥

তস্তা হেতোর্মহাভাগ ! সবৎসাং গাং পয়স্বিনীম্ ।

আনয়স্বাশ্রমশ্রেষ্ঠং\* নন্দিনীং কামদাং শুভাম্ ॥ ২৯ ॥

মাকর্ণা বিমনকৌ সন্তৌ ভূগং সবগং অবিলম্বেনেত্যর্থঃ । বৃদ্ধগং অস্তিক্যং সমীপাৎ নিঃসৃত্য-  
বিভাবরঃ ॥ ২২ ॥ প্রতীপমিতি । প্রতীপরাজ্যাদরে জন্ম গ্রাহমিতি চিন্তয়ামাসেত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

ইথং মহাভিষক্ত রাজ্যঃ শস্ত্রহরুপেণাবতরণমুক্তা গন্ধাধা অবতরণপ্রকারং তস্তা উদরে  
বহুনাগবতারণ্যকাহ এতস্মিন্ সময়ে ইতি । ( বশিষ্ঠেতি । তে বসবঃ যদৃচ্ছয়া দৈবগত্যা  
বশিষ্ঠস্ত সন্ততীণামন্ততমস্ত বৃদ্ধর্ষেপ্রশং প্রাপ্তাঃ ॥ ২৪ ॥ অথ কিং জাতং তদাহ অথ অনন্তরং  
তেষাং পৃথ্বীনাং বহুনাং মধ্যে দ্যৌরিতিনায়া বিক্রতঃ বহুৱতি তস্ত ভাৰ্য্যা নন্দিনীঃ  
নন্দিনীনারীঃ সুরভীকৃত্যাং বশিষ্ঠপালিতাং কামধেনুর্মিতার্থঃ দদর্শ ॥ ২৫—২৬ ॥ হৃদ্ধমিতি ।  
হৃদ্ধ পুরুষঃ যা কাচিৎ নারী বা স্ত্রীঃ কামধেনোঃ হৃদ্ধং পিবেৎ সঃ পুরুষঃ সা নারী বা  
অযুতায়ুর্ভবেৎ । ন জরাং প্রাপ্য জীবৎ কিন্তু চিরযৌবনেনৈব অশেষবিবরস্বখমভুতবন্  
অভুতবন্তী বা দশসহস্রবর্ষং জীবেদিতি তাৎপর্যার্থঃ ॥ ২৭ ॥ উদীনরস্তেতি । রাজর্ষেকুদীনরস্ত  
পরমশোভনা পরমকল্যাণরূপিনী যম সখী স্ত্রীতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥ তস্তা ইতি । তস্তাঃ

হইলেন ॥ ২১—২২ ॥ পরে সেই রাজা মর্ত্যালোকে জন্মগ্রহণ জন্য ধর্মতৎপর নৃপগণকে  
চিন্তা করিয়া পুরুবংশজ প্রতীপ নৃপকে পিতৃষে স্থির করিলেন ॥ ২৩ ॥

ধ্বিগণ ! এই সময় অষ্টবহু নিজ নিজ স্ত্রী সমভিব্যাহারে দৈবযোগে জীড়া করিতে  
করিতে বশিষ্ঠ ঋষির আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হন ॥ ২৪ ॥ অনন্তর এই পৃথ্বাদি বহুমধ্যে  
দ্যৌর্নামা কোন বহুশ্রেষ্ঠের পত্নী নন্দিনী নামে বশিষ্ঠের কামধেনুকেদর্শন করিল এবং  
দেখিবামাত্র এই সর্গলক্ষণাধিত ধেনুটী কাহার নিজ পতিকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিল  
দ্যৌর্নামা বহু পত্নীবাচ্য প্রবণ করিয়া বলিল হৃন্দরি ! এটি বশিষ্ঠের ধেনু ইহার হৃদ্ধ পান  
করিলে কি পুরুষ কি স্ত্রী সকলে নিশ্চয়ই অযুতবর্ষ পয়সার এবং চিরকাল যৌবন লাভে  
সমর্থ হয় ॥ ২৫—২৭ ॥ হৃন্দরী বহুপত্নী এই কথা প্রবণ করিয়া বলিল হে মহাভাগ ! রাজর্ষি

যাবদ্ধস্যাঃ পয়ঃ পীত্বা সখী মম সদৈব হি ।  
 মানুষেষু ভবেদেকা জরারোগবিবর্জিতা ॥ ৩০ ॥  
 তচ্ছ হ্য বচনং তস্মা দ্যৌর্জহার চ নন্দিনীম্ ।  
 অবমন্য মুনিং দাস্তং পৃথাদ্যোঃ সহিতৌহনবঃ ॥ ৩১ ॥  
 হতায়ামথ নন্দিন্যাং বশিষ্ঠস্ত মহাতপাঃ ।  
 আজগামাশ্রমপদং ফলান্যাদায়ু সত্বরঃ ॥ ৩২ ॥  
 নাপশ্যৎ স যদা ধেমুং সবৎসাং শ্রাশ্রমে মুনিঃ ।  
 মৃগয়ামাস তেজস্বী গহ্বরেষু বনেষুপি ॥ ৩৩ ॥  
 নাসাদিতা যদা ধেমুশ্চকোপাতিশয়ং মুনিঃ ।  
 বারুণিশ্চাপি বিজ্ঞায় ধ্যানেন বহুভিহৃতাম্ ॥ ৩৪ ॥  
 বহুভির্মে হতা ধেমূর্যস্মান্মাবমম্ম বৈ ।  
 তস্মাৎ সর্বৈ জনিয়াস্তি মানুষেষু ন সংশয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

সখ্যা হেতোঃ । মহাত্ম্যগেতি সযোধনেন ভর্তারমুৎসাহরজ্যাহ । সবৎসাং বৎসসমম্বিতাং  
 শুভাং মঙ্গলাগয়াং অতঃ কামদাং সর্বকামনাপুরণকারিণীং পরম্বিনীং নিত্যাকীরবতীং  
 আনয়ন্ত ॥ ২৯ ॥ আনয়নে কার্ণমাহ মানুষেযুতি । একা দ্বিতীয়রহিতা সতীত্বার্থঃ  
 মানুষেষু মনুষ্যালোকেষু জরা বান্ধক্যং রোগঃ শরীরধ্বংসকারিবিষাদিসমূহঃ তাভ্যাং বিব-  
 র্জিতা ভবেদিত্যাশয়া হি ভবান্ যচিহতো ময়েতি তাৎপর্যার্থঃ ॥ ৩০ ॥ অবমম্মেতি । দাস্তং  
 জিতেস্ত্রিয়ং মুনিং মননশীলং বশিষ্ঠমিত্যর্থঃ অবমম্ম অবজ্ঞায় গহ্বরেযুতি ॥ ৩১—৩২ ॥  
 নাপশ্যদিতি । যদা ধেমুং ন অপশ্যৎ তদা মৃগয়ামাসেত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥ বরুণশ্চাপত্যং  
 পুমান্ বারুণির্গর্গশিষ্ঠঃ ॥ ৩৪ ॥ ইদানীং মহদতিক্রমফলং প্রদর্শয়ম্বাহ সূতঃ । বহুভিরিতি ।

উণীনরের কথা আমার প্রিয়সখী তিনি মঠ্যালোকে আছেন, তাঁহার জন্ত এই কামনাপ্রদা-  
 রিণী হিতকারিণী পরম্বিনী নন্দিনীকে বৎসের সহিত আশ্রমে আনয়ন করুন ॥ ২৮—২৯ ॥  
 তাহা হইলে আমার সখী ইহার ছদ্ম পান করত জরারোগবর্জিত হইয়া মনুষ্যালোকে  
 অদ্বিতীয়া হইয়া বিরাজ করিবেন ॥ ৩০ ॥ সেই দোনায়া বহু নিষ্পাপ হইলেও পত্নীর এই  
 কথা শ্রবণ করিয়া জিতেস্ত্রিয় মুনি বশিষ্ঠকে অগ্রাহ্য করিয়া পৃথাদি বহুগণের সহিত নন্দি-  
 নীকে অপহরণ করিল ॥ ৩১ ॥ এইরূপে নন্দিনী অপহৃত হইলে মহাতপা বশিষ্ঠ ফলাদি  
 সংগ্রহ পূর্বক সৰ্ব্বত্র ভ্রাম্যে আসিলেন ॥ ৩২ ॥ অনন্তর সেই তেজস্বী বশিষ্ঠ ঋষি বধন  
 আশ্রম মধ্যে সবৎসা নন্দিনীকে দেখিতে পাইলেন না, তখন নানা বনে এবং গহ্বরমধ্যে  
 অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥ পরে, বধন অনেক অন্বেষণ করিয়াও প্রাপ্ত হইলেন না  
 তখন অতিশয় কোপাধিষ্ট হইলেন এবং ধ্যান দ্বারা বহুকষ্টকৃত হইয়াছে ইহা জানিতে  
 পারিয়া এইরূপ শাপ দিলেন যে, “যে হেতু বহুগণ আমাকে অগ্রাহ্য করিয়া নন্দিনীকে অপ-  
 হরণ করিয়াছে এজন্য তাহারা সকলে নিশ্চরই মনুষ্যালোকে জন্মগ্রহণ করিবে” বশিষ্ঠ



এবং শশাপ ধর্মাত্মা বসুস্তান্ বারুণিঃ স্বয়ম্ ।

শ্রদ্ধা বিমনসঃ সর্কে প্রযযুর্হুঃখিতাশ্চ তে ॥ ৩৬ ॥

শপ্তাঃ স্ম ইতি জানন্তু ঋষিঃ তন্মুপচক্রমুঃ ।

প্রসাদয়ন্তুস্তৃষ্ণিং বসবঃ শরণং গতাঃ ॥ ৩৭ ॥

মুনিস্তানাহ ধর্মাত্মা বসুন্দীনান্ পুরঃস্থিতান্ ।

অনুসংবৎসরং সর্কে শাপমোক্ষম্বাপস্যথ ॥ ৩৮ ॥

যেনেয়ং বিহতা ধেনুর্নন্দিনী মম বৎসলা ।

তস্মাদ্দ্যৌর্মানুষে দেহে দীর্ঘকালং বসিষ্যতি ॥ ৩৯ ॥

তে শপ্তাঃ পথি গচ্ছন্তীং গঙ্গাং দৃষ্ট্বা সরিষরাম্ ।

উচুস্তাং প্রণতাঃ সর্কে শপ্তাঃ চিন্তাতুরাং নদীম্ ॥ ৪০ ॥

ভবিষ্যামো বয়ং দেবি ! কথং দেবাঃ স্খাশনাঃ ।

মানুষাণাঞ্চ জঠরে চিস্তেয়ং মহতী হি নঃ ॥ ৪১ ॥

যজ্ঞাচ্ছতান্ধাং মানুষেবু সর্কে জনিষ্যন্তীত্যেবং শশাপেত্যবয়ঃ ॥ ৩৫—৩৬ ॥ শপ্তা ইতি । বয়ং শপ্তাঃ স্মেতি জানন্তুঃ তমেব ঋষিঃ উপচক্রমুঃ তদন্তিকং প্রাপ্তা ইতি ভাবঃ । প্রসাদয়ন্তুস্তৃষ্ণং প্রসন্নং কুর্য্যাণ ইত্যর্থঃ শরণং গতাঃ ॥ ৩৭ ॥ ততঃ তৈঃ প্রসাদিতঃ সন্ মুনিস্তান্ পুরঃস্থিতান্ সমুপস্থান্ দীনান্ প্রত্যাহেত্যবয়ঃ ।) অনুসংবৎসরমিতি । যুস্মাকং জন্মনো যঃ সম্বৎসরস্তৎপূর্তেঃ পশ্চাদিত্যর্থঃ । জন্মসম্বৎসরমধ্যে এব জন্মমরণে ভবিষ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥ (ইদানীং ধেনুহারিণো বসোস্ত্ব দণ্ডাধিক্যং সূচয়রাহ ভগবান্ বিশিষ্টঃ যেনেতি যস্মাৎ ভার্গ্যা-প্রোদিতো দ্যৌর্নাম বহুঃ মম নন্দিনী কৃতবান্ তস্মাৎ মানুষে দেহে দীর্ঘকালং যাবৎ বসিষ্যতীত্যবয়ঃ ॥ ৩৯ ॥

উচুরিতি । নদীং গঙ্গাং শপ্তাং ব্রহ্মণেতি শেবঃ । অতএব চিন্তাতুরাম্ । তে বসবঃ প্রণতাঃ সন্ত উচুঃ ॥ ৪০ ॥ ভবিষ্যাম ইতি । হে দেবি গঙ্গে ! বয়ং অমৃতশনাঃ সন্তঃ কথং মানুষাণাং

সেই বহুগণকে এইরূপে শাপপ্রদান করিলে, বহুগণ ইহা শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিমনা ও দুঃখিত হইয়া প্রথমতঃ আশ্রমে বাইরা উপস্থিত হইল ॥ ৩৬—৩৭ ॥ পরে, অতিশয় হইয়াছি ইহা স্থির জানিয়া ঋষির নিকটে বাইরা উপস্থিত হইল এবং তাঁহার জবাব দিতে করত শরণাগত হইল ॥ ৩৭ ॥ বিশিষ্ট সমুদগ্ধ বহুদিগকে অতিশয় দুঃখিত দেখিয়া বলিলেন, বহুগণ ! তোমরা সকলেই এক বৎসর মধ্যে শাপ হইতে মুক্ত হইবে; কিন্তু, স্যোনন্দিনী বহু আমার অতি বৎসলা নন্দিনীকে হরণ করিয়াছিল, সেই জন্য তাহাকে মনুষ্য দেহধারী হইয়া বহুকাল অমুখ্যলোকে থাকিতে হইবে ॥ ৩৮—৩৯ ॥

ঋষিগণ ! বহু সকল এইরূপে অতিশয় হইয়া ব্রহ্মশাপগ্রস্তা চিন্তাতুরা সরিষরা গঙ্গাকে পশিমধ্যে গমন করিতে দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিল ॥ ৪০ ॥ হে দেবি ! আমরা অমৃতানী দেবতা হইয়া কিরূপে মনুষ্যজঠরে জন্মগ্রহণ করিব ইহাই আমাদের

তস্মাৎ মানুষী ভূত্বা জনসাম্মান্ সরিষরে ।।  
 শস্ত্রঘূর্ণান্ন রাজর্ষিস্তস্য ভাৰ্য্যা ভবানঘে ।। ৪২ ॥  
 জাতান্ জাতান্ জলে চাস্মান্ নিক্শিপস্ব সুরাপগে ।।  
 এবং শাপবিনিমোক্শো ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৩ ॥  
 তথেষুত্কাশ্চ তে সর্কে জগ্মু লোকং স্বকং পুনঃ ।  
 গঙ্গাপি নির্গতা দেবী চিস্ত্যমানা পুনঃপুনঃ ॥ ৪৪ ॥  
 মহাভিষো নৃপো জাতঃ প্রতীপস্য স্ততস্তদা ।  
 শস্ত্রঘূর্ণান্ন রাজর্ষিধর্ম্মান্না সত্যসঙ্গরঃ ॥ ৪৫ ॥  
 প্রতীপস্ত স্তুতিং চক্রে সূর্য্যস্যামিততেজসঃ ॥ ৪৬ ॥  
 তদা চ সলিলান্তস্মান্নিঃসৃত্য বরবর্ণিনী ।  
 দক্ষিণং শালসঙ্কশমূরুং ভেজে শুভাননা ॥ ৪৭ ॥  
 অক্শে স্থিতাং স্ত্রিয়ং চাহু মা পৃষ্ঠ্য কিং বরাননে ।।  
 মমোরাবাস্থিতাসি ত্বং কিমর্থং দক্ষিণে শুভে ॥ ৪৮ ॥

জঠরে ভবিষ্যাম ইতীযং নোহস্মাকং মহতী চিন্তা জাতেন্তি পরেণাশয়ঃ ॥ ৪১ ॥ হে অনবে !  
 পরমপবিত্রে ! পূৰ্ণান্নি জন্মানি যঃ ইকাকুবংশীয়ঃ মহাভিষনামা সার্কভৌগনরপতিরাসীৎ স  
 ইদানীং ব্রহ্মণাভিশপ্তঃ সন্ মাঘবে লোকে আশ্বানমবতারয়ন্ শস্ত্রঘূর্ণান্না জনিয়াতি ত্বং তস্ত  
 রাজর্ষেভাৰ্য্যা ভব ॥ ৪২ ॥ তেন কিমিতি চেত্তত্রাহ । জাতান্ জাতান্ অস্মান্ জলে তদীয়পবিত্র-  
 সলিলে নিক্শিপস্ব এবমহুষ্ঠিতে সতীত্যর্থঃ শাপনিমোক্শো ভবিতা অত্র সংশয়ো নাস্তি ॥ ৪৩ ॥  
 তথেন্তি । গঙ্গয়া চ তথাস্ত ইতুত্কাঃ তে সর্কে স্বকং লোকং জগ্মুর্গতবন্তঃ । গঙ্গাপি পুনঃ পুনঃ  
 বায়না চিন্ত্যমানা নির্গতা ॥ ৪৪ ॥

মহাভিষ ইতি । নৃপো মহাভিষস্ত তদা কুরুবংশস্ত রাজঃ প্রতীপস্ত স্তুতো জাতঃ সন্  
 শস্ত্রঘূর্ণান্ন শস্ত্রঘুরিতি নাম্না বিশ্ৰতোহভবদ্বিতি ॥ ৪৫ ॥ প্রতীপস্থিতি । যদা স্তুতিং চক্রে তদে-  
 ত্যর্থঃ । বরবর্ণিনী বরাধিনী গঙ্গা ॥ ৪৬—৪৭ ॥ দক্ষিণে শুভে ইতি । ইদং কহায়াঃ স্থানং

বলবতী চিন্তা ॥ ৪১ ॥ অতএব হে অনবে গঙ্গে ! আপনি মনুষ্যরূপিণী ও রাজর্ষি শাস্ত্রঘুর  
 পত্নী হইয়া আমাদেরিগকে উৎপাদন করুন ॥ ৪২ ॥ গঙ্গে ! আমাদের জন্মমাত্রই আপনি  
 আমাদেরিগকে জলে নিক্ষেপ করিবেন । তাহা হইলেই আমাদের শাপ মোক্ষ হইবে এবিষয়ে  
 কোনও সন্দেহ নাই ॥ ৪৩ ॥ গঙ্গাদেবী তাহাই হইবে এইরূপ বলিলে পর বহুগণ পুনর্বার  
 নিজলোকে গমন করিলেন । গঙ্গাও পুনঃপুন চিন্তা করত প্রস্থান করিলেন ॥ ৪৪ ॥

এই সময় সেই সত্যপ্রতিজ্ঞ ধর্ম্মান্না রাজর্ষি মহাভিষ নৃপতি শাস্ত্রঘূ নামে প্রতীপরাজের  
 পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন ॥ ৪৫ ॥ একদা প্রতীপরাজা অমিততেজা সূর্য্যের স্তব  
 করিতেছেন এমন সময়ে গঙ্গা বরবর্ণিনীরূপধারণ করত সলিলমধ্য হইতে উথিত হইয়া

সা তমাহ বরারোহা যদর্থং রাজসত্তম ! ।  
 স্থিতান্ম্যক্কে কুরুশ্রেষ্ঠ ! কাময়ানাং ভজস্ব মাম্ ॥ ৪৯ ॥  
 তামবোচদধো রাজা রূপযৌবনশালিনীম্ ।  
 নাহং পরস্ত্রিয়ং কামাদ্গচ্ছ্যং বরবর্ণিনীম্ ॥ ৫০ ॥  
 স্থিতা দক্ষিণমূৰ্খং মে ভ্রমাল্লিষ্য চ ভামিনি ! ।  
 অপত্যানাং স্নুযাণাঞ্চ স্থানং বিদ্ধি শুচিস্মিতে ! ॥ ৫১ ॥  
 স্নুযা মে ভব কল্যাণি ! জাতে পুত্রেহতিবাঙ্জিতে ।  
 ভবিষ্যতি চ মে পুত্রস্তব পুণ্যাম্ সংশয়ঃ ॥ ৫২ ॥  
 তথৈতু্যক্তা গতা সা বৈ কামিনী দিব্যদর্শনা ।  
 রাজা চাপি গৃহং প্রাপ্তশ্চিস্তয়ংস্তাং স্ত্রিয়ং পুনঃ ॥ ৫৩ ॥

কামাতুরা স্বং কথমাশ্রিতবত্যানীতার্থঃ ॥ ৪৮ ॥ ৬ সা তমিতি । সা গঙ্গা বরারোহা নিতম্বিনী-  
 তার্থঃ । তং প্রতীপমাহ হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! যদর্থমহং অক্কে ক্রোড়ে স্থিতান্মি তং শৃণু ইতি  
 শেষঃ । কাময়ানাং মাং ভজস্বত্যবয়ঃ । কামঃ কন্দর্পঃ যানং যন্তাঃ তাং তাদৃশীমিতার্থঃ  
 কাময়মানাং বা ॥ ৪৯ ॥ তামবোচদতি । অপো গঙ্গাবাক্যং শ্রদ্ধেহঃ । রূপেণ যৌবনে চ  
 শালভে শোভতে ইতি । বরবর্ণিনীং সূন্দরামপি অহং কামাং কামবশাং পরস্ত্রিয়ং ন গচ্ছ-  
 যম্ ॥ ৫০ ॥ স্থিতীতি । হে ভামিনি ! যতঃ স্বং দক্ষিণমূৰ্খদেশং আল্লিষ্য আল্লিষ্য স্থিতা অতঃ-  
 সঙ্গমে মমাধিকারে নাস্তীতি ভাবঃ । দক্ষিণোক্তদেশস্ত স্নুযাণামপত্যানাঞ্চ স্থানমিতি জ্ঞানীহি  
 অবধারণয়তি যাবৎ ॥ ৫১ ॥ স্নুযেতি । হে কল্যাণি ! দক্ষিণোৎসঙ্গাল্পবতয়া স্বং মে স্নুযা ভব ।  
 কুতস্তে পুত্র ইতি চেত্তদ্রাহ জাতে পুত্রে ইতি । জনিষ্যমাণস্ত পুত্রস্ত ভাৰ্য্যা ভবিষ্যদীতি  
 তাৎপর্যার্থঃ । তত্র সম্ভাবনা কেতি শঙ্কাং নিরস্তাহ তব পুণ্যাদিতি ॥ ৫২ ॥ তথৈতু্যক্তেতি ।

তাঁহার শালবৃক্ষসদৃশ দক্ষিণ উরুদেশে উপবেশন করিলেন ॥ ৪৬—৪৭ ॥ অনন্তর, প্রতীপ  
 রাজর্ষি অক্কে উপবিষ্ট। সেই বরবর্ণিনীকে বলিলেন, হে স্নুযাণি ! তুমি কিজন্য আমাকে  
 জিজ্ঞাসা না করিয়া আমার কল্যাণালয় দক্ষিণ উরুদেশে উপবেশন করিলে ॥ ৪৮ ॥ ইহা শ্রবণ  
 করিয়া সেই বরারোহা কামিনী বলিল, হে রাজসত্তম ! আমি যে জন্য আপনার অক্কে  
 উপবেশন করিয়াছি তাহা শ্রবণ করুন । হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! আমি আপনাকে কামনা করি,  
 অতএব আপনি আমাকে গ্রহণ করুন ॥ ৪৯ ॥ প্রতীপরাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া রূপ-  
 যৌবনশালিনী সেই কামিনীকে বলিলেন, হে বরবর্ণিনি ! আমি ত কখনও কামবশে  
 পরস্ত্রী গমন করি না ॥ ৫০ ॥ আর দেখ তুমি আমার দক্ষিণ উরুদেশে আশ্রয় করিয়াছ । হে  
 শুচিস্মিতে ! এই স্থানটিকে কন্যা, পুত্র এবং বধুদিগের স্থান বলিয়া জানিবে ॥ ৫১ ॥  
 অতএব, হে কল্যাণি ! আমার অভিলষিত পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে পর তুমি আমার পুত্রবধু  
 হও ইহাই প্রার্থনা । আর তাহা হইলে তোমার পুণ্যবলে নিশ্চয়ই আমার পুত্র হইবে

ততঃ কালেন কিমতা জাতে পুত্রে বয়স্বিনি ।  
 বনং জিগমিষু রাজা পুত্রং বৃত্তাস্তমুচিবান্ ॥ ৫৪ ॥  
 বৃত্তাস্তং কথয়িষ্বা তু পুনরুচে নিজং স্ততম্ ॥ ৫৫ ॥  
 যদি প্রয়াতি সা বালা স্বাং বনে চারুহাসিনী ।  
 কাময়ানা বরারোহা তাং ভজেথা মনোরমাম্ ॥ ৫৬ ॥  
 ন প্রফট্য ত্বয়া কাসি মন্নিষোগাম্রাধিপ ! ।  
 ধর্মপত্নীঞ্চ তাং কুত্বা ভবিতা স্বং স্তখী কিল ॥ ৫৭ ॥  
 .সূত উবাচ ।

এবং সন্দিগ্ধ তং পুত্রং নৃপতিঃ প্রীতমানসঃ ।  
 দত্ত্বা রাজ্যশ্চিয়ং সর্বাং বনং রাজা বিবেশ হ ॥ ৫৮ ॥  
 তত্রাপি চ তপস্তপ্তা সমারাম্য পরাশ্রিকাম্ ।  
 জগাম স্বর্গং রাজাসৌ দেহং ত্যক্তা স্বতেজসা ॥ ৫৯ ॥

সা কামিনী গঙ্গা তথা ভবতু ইত্যুক্তা গতা জগাম । দিবি ভবং দিবাং অলৌকিকং দর্শনং  
 যত্নাঃ । দিব্যে দেবেষেব দর্শনং যত্না ইতি বা ॥ ৫৩ ॥ )

বয়স্বিনি তরুণে ॥ ৫৪ ॥ বৃত্তাস্তং কাচিং স্ত্রী সমাগতা মম দক্ষিণোরৌ স্থিতা । কামাতুরাং  
 তাং সমীক্ষ্য ময়া নির্ভংসিতা সা পুনঃ প্রার্থিতবতী ময়া প্রোক্তা মম ভবিষ্যতঃ স্ততস্ত  
 পত্নী ভবেতি । সা তদুপশ্রুত্যা গতেতি ॥ ৫৫ ॥ ভজেথা ইতি । মম সত্যবাক্যপালনার্থ-  
 মিত্যর্থঃ ॥ ৫৬—৫৭ ॥

তাহাতে সংশয় নাই ॥ ৫২ ॥ সেই দিব্যান্ধমা কামিনী ইহা স্বীকার করিয়া অস্ত্রহীতা হইলেন ।  
 প্রতীপ নৃপতিও এই কামিনীর বিষয় ভাবিতে ভাবিতে নিজগৃহে আগমন করিলেন ॥ ৫৩ ॥

অনন্তর, কিছুকাল গত হইলে পর যখন নিজ পুত্র যৌবন অবস্থায় উপস্থিত হইল তখন  
 প্রতীপ নৃপতি বানপ্রস্থ আশ্রমে যাইতে ইচ্ছুক হইয়া পুত্রকে গঙ্গা-সম্বন্ধীয় পূর্ববৃত্তান্ত সমস্তই  
 আদ্যোপান্ত অবগত করাইয়া পুনর্বার বিশেষ করিয়া বলিলেন যে, যদি সেই চারুহাসিনী  
 কন্যা কখন সেই বনে তোমার নিকট কামাতুরা হইয়া আগমন করে তবে তুমি সেই  
 বরারোহা মনোহারিণী কামিনীকে আমার সত্য বাক্য রক্ষার জন্ত ‘তুমি কে’ ইত্যাদি  
 কোনও কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া ভজনা করিবে । পুত্র ! আমি বলিতেছি তুমি তাহাকে  
 ধর্মপত্নী করিয়া নিশ্চয়ই স্তখী হইবে ॥ ৫৪—৫৭ ॥

স্বত কহিলেন, ঋষিগণ ! প্রতীপনৃপতি, এইরূপে পুত্রকে আদেশ করিয়া প্রসন্নচিত্তে  
 তাঁহাকে সমস্ত রাজ্যলক্ষী প্রদান করিয়া তপস্তা জন্য বনে প্রবেশ করিলেন ॥ ৫৮ ॥ অমন্তর  
 কিছুকাল সেই বনে ব্রহ্মরূপিণী জগদম্বার আরাধনায় নিযুক্ত থাকিয়া ষোড়শ তপস্তা

রাজ্যং প্রাপ মহাতেজাঃ শস্ত্রহুঃ সার্বভৌমিকম্ ।

প্রজা বৈ পালয়ামাস ধৰ্ম্মদণ্ডে মহীপতিঃ ॥ ৬০ ॥\*

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে  
গঙ্গামহাভিষেকনাং শাপকথনং নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

পর্য্যায়িকাং সাম্যাবস্থায়োপাধিকবৃদ্ধরূপিণীম্ ॥ ৫৮—৬০ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

করত নিজ যোগপ্রভাবে দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন ॥ ৫৯ ॥ এদিকে মহা-  
প্রতাপশালী শাস্ত্রহু সাম্রাজ্য লাভ করিয়া ধর্ম্মাহুসারে প্রজাপাণিনে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৬০ ॥

অষ্টাদশসহস্রলোকান্তর মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে

গঙ্গা মহাভিষ নৃপতি এবং বয়ুগণের শাপবৃত্তান্ত কথন-

বিষয়ক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## চতুর্থোধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

প্রতীপেহথ দিবং যাতে শস্ত্রমুঃ সত্যবিক্রমঃ ।  
বভূব যুগয়াশীলো নিম্নন্ ব্যাত্মান্ যুগাম্পঃ ॥ ১ ॥  
সু কদাচিহ্নেন ঘোরে গঙ্গাতীরে চরম্পঃ ।  
দদর্শ যুগশাবাকীং স্তম্ভরীং চারুভূষণাম্ ॥ ২ ॥  
দৃষ্ট্বা তাং নৃপতির্ময়ঃ পিত্রোক্তেয়ং বরাননা ।  
রূপযোবনসম্পন্না সাক্ষাৎক্ষীরিবাপরা ॥ ৩ ॥  
পিবন্মুখান্মুজং তস্তা ন তৃপ্তিমগমম্পঃ ।  
হৃষ্টরোমাভবত্তত্র ব্যাপ্তচিত্ত ইবানঘঃ ॥ ৪ ॥  
মহাভিষং সাপি মত্বা প্রেমযুক্তা বভূব হ ।  
কিঞ্চিন্দস্মিতং কৃত্বা তস্মাবগ্রে নৃপশ্চ ৮ ॥ ৫ ॥  
বীক্ষ্য তামসিতাপাক্ষীং রাজা প্রীতমনা ভ্রূশম্ ।  
উবাচ মধুরং বাক্যং সাস্তুয়ন্ শ্লক্ষয়া গিরা ॥ ৬ ॥

একোনসপ্ততিরোষ্টকৈর্গল্পয়া সহ শস্ত্রনোঃ ।

বিবাহঃ কথ্যতে তত্র যথানাং জন্ম চোচ্যতে ॥

প্রতীপশ্চ ভগবতীপ্রসাদাদুত্তমপদপ্রাপ্ত্যুত্তরং জাতং বৃত্তান্তমাহ প্রতীপেহথেন্তি ॥ ১—২ ॥  
মগ্নো মম্ভচিত্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ ব্যাপ্তচিত্তস্ততাং মম্ভচিত্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ মহাভিষম্ভিতি । তস্তা

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! অনন্তর সেই প্রতীপনৃপতি স্বর্গে গমন করিলে বিক্রমশালী  
শাস্ত্রমুদ্রপতি ব্যাত্ম প্রভৃতি পশুগণকে বিনাশ করত অতিশয় যুগয়াশীল হইলেন ॥ ১ ॥  
একদা তিনি বিজ্ঞনবনে ভ্রমণ করিতে করিতে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া চারুভূষণা যুগ-  
লোচনা স্তম্ভরী কামিনীকে দেখিতে পাইলেন ॥ ২ ॥ দেখিবামাত্র নৃপতি তাহাতে  
আসক্ত হইলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন যে, পিতা আমাকে যাহার কথা বলিয়াছিলেন  
এই রূপযোবনবতী সাক্ষাৎ দ্বিতীয় লক্ষ্মীর ন্যায় চারুবদনা সেই রমণীই হইবেন ॥ ৩ ॥ সেই  
পুণ্যশালী শাস্ত্রমুদ্রপতি তাহার মুখপদ্ম দর্শন করিয়া তৃপ্তির শেষ পাইলেন না তিনি তাহাতে  
আসক্তচিত্ত হইয়া লোমাক্রান্ত কলেবর হইলেন ॥ ৪ ॥ এদিকে সেই কামিনীরূপিণী গঙ্গা  
তীরে শাপভ্রষ্ট মহাভিষ নৃপতি বলিয়া জানিতে পারিয়া তাঁহাতে প্রণয়িনী হইলেন এবং  
ঈষৎ হাস্য করত তাঁহার অগ্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৫ ॥ রাজা শাস্ত্রমুদ্র সেই চারু-

দেবী বা ত্বঞ্চ বামোরু ! মানুস্বী বা বরাননে ! ।  
 গন্ধর্বী বাধ যক্ষী বা নাগকন্যাঙ্গরাপি বা ॥ ৭ ॥  
 যাসি কাসি বরারোহে ! ভার্য্যা মে ভব স্তন্দরি ! ।  
 প্রেমযুক্তশ্মিতৈব ত্বং ধর্মপত্নী ভবাদ্য মে ॥ ৮ ॥

সূত উবাচ ।

রাজা তাং নাভিজানাতি গঙ্গৈয়মিতি নিশ্চিতম্ ।  
 মহাভিষং সমুৎপন্নং নৃপং জানাতি জাহ্নবী ॥ ৯ ॥  
 পূর্বপ্রেমসমাযোগাচ্ছ্রদ্ধা বাচং নৃপস্ত তাম্ ।  
 উবাচ নারী রাজানং স্মিতপূর্বমিদং বচঃ ॥ ১০ ॥

জ্যুবাচ ।

জানামি ত্বাং নৃপশ্রেষ্ঠ ! প্রতীপতনয়ং শুভম্ ।  
 কা ন বাঞ্ছতি চার্ব্বক্ষী ভাবিত্বাং সদৃশং পতিম্ ॥ ১১ ॥  
 বাগ্বন্ধেন নৃপশ্রেষ্ঠ ! চরিয়ামি পতিং কিল ।  
 শৃণু মে সময়ং রাজন্ ! ব্রূণোমি ত্বাং নৃপোত্তম ! ॥ ১২ ॥

দেবতাস্থাদিব্যজ্ঞানেনায়ং বুদ্ধগভায়াং দৃষ্টো মহাভিষরাজা ভবতীতি ॥ ৫—৮ ॥ রাজা তাং নাভিজানাতি । দিব্যজ্ঞানাভাবাদিতি ভাবঃ ॥ ৯—১০ ॥ ভাবিত্বাদিতি । জীজ্ঞাতেরবশতঃ পতিরপেক্ষিত এবতি হেতোর্যো বা কো বাহপি পতিরপেক্ষিত এব তজ্ঞাপি সদৃশো মনোহররূপো যদি লক্ষন্তর্হি তং কা ন বাঞ্ছতি সর্বাপি বাঞ্ছত্যেবেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ বাগ্বন্ধেন

লোচনাকে সমীপস্থ দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত সহকারে মনোহর বাক্য দ্বারা সাধনা করত মধুর বাক্যে বলিলেন ॥ ৬ ॥ হে চাকুবদনে ! তুমি দেবী, মানুস্বী, গন্ধর্বী, যক্ষাঙ্গনা, নাগ-কন্যা না অপ্সরা ? স্তন্দরি ! তুমি যে কেহই হওনা কেন, আমার ভার্য্যা হও । বরারোহে ! তোমারও প্রেমযুক্ত হস্ত দেবিতে পাইতেছি, অতএব অদ্য তুমি আমার ধর্মপত্নী হও ইহাই প্রার্থনা ॥ ৭—৮ ॥

হত কহিলেন, ঋষিগণ ! শাস্ত্রম্ নৃপতি সেই স্তন্দরীকে গঙ্গা বলিয়া জানিতে পারেন নাই, কিন্তু গঙ্গা দেবী তাঁহাকে শাপদ্রষ্ট মহাভিষরাজ শাস্ত্রমুদ্রণে উৎপন্ন, ইহা জানিতে পারিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥ অতএব সেই জীৱনী গঙ্গা তাঁহার বাক্য শ্রবণানন্তর সেই পূর্বপ্রণয়-ভাব মনে করিয়া দ্বৈত হস্ত সহকারে তাঁহাকে বলিলেন ॥ ১০ ॥

নৃপবর ! আপনি যে প্রতীপনৃপতিতনয় ইহা আমি জানি ; তবে জীজ্ঞাতির পতিলাভ বিষয়ে স্থির থাকিলেও কোন্ রমণী মনোমত পতিলাভে ইচ্ছা না করে ? ॥ ১১ ॥ নৃপবর ! আপনি রাজগণের শ্রেষ্ঠ তদ্বিশয়ে সন্দেহ নাই ; কিন্তু, আমি আপনার সহিত একটী প্রতী-

যচ্চ কুর্য্যামহং কার্য্যং শুভং বা যদি বাশুভম্ ।

ন নিষেধ্যা স্বয়া রাজন্ন বক্তব্যং তথাশ্রিয়ম্ ॥ ১৩ ॥

\*যদা চ স্বং নৃপশ্ৰেষ্ঠ ! ন করিষ্যসি মে বচঃ ।

তদা মুক্তুং গমিষ্যামি যথেক্ষং দেশ মারিষ ! ॥ ১৪ ॥

স্বজ্ঞা জন্ম বসূনাং সা প্রার্থনাপূর্ব্বকং হৃদি ।

মহাভিষস্য প্রেমাথ বিচিস্ত্যেব চ জাহ্নবী ।

তথেষু্যস্তাথ সা দেবী চকার নৃপতিং পতিম্ ॥ ১৫ ॥

এবং বৃতা নৃপেণাথ গঙ্গা মামুযরূপিণী ।

নৃপস্ত মন্দিরং প্রাপ্তা স্তভগা বরবর্ণিনী ॥ ১৬ ॥

নৃপতিস্তাং সৈমাসাদ্য চিক্রীড়োপবনে শুভে ।

সাপি তং রময়ামাস ভাবজ্ঞা বৈ বরাস্জনা ॥ ১৭ ॥

ন বুৰোধ নৃপঃ ক্রীড়ন্ গতাশ্বর্ষগণানথ ।

স তয়া মুগশাবাক্য্য শচ্যা শতক্রতুৰ্থথা ॥ ১৮ ॥

পণেন । সময়ং পণম্ ॥ ১২ ॥ তথশ্রিয়ম্ । অশ্রিয়মিতিক্ষেদঃ ॥ ১৩ ॥ তদেতি । তদা  
হাং মুক্তুং । ত্যক্তুং । যথেক্ষং দেশং গমিষ্যামীত্যর্থঃ । যথেক্ষং দেশ মারিষতাত্ত দেশপদোত্তর-  
বিভক্তিলোপশ্চান্দসঃ ॥ ১৪ ॥ স্বজ্ঞেতি । ইৎং কার্য্যদ্বয়হেতোজাহ্নবী শস্তনোঃ পত্নী জ্ঞাতেতি  
শেষঃ ॥ ১৫ ॥ যদা পণং শ্রুত্বা রাজা তথাশ্রিত্যাক্রূতপণা জাহ্নবা কার্য্যদ্বয়হেতোনৃপতিং  
পতিং চকারেত্যশ্বয়ঃ ॥ (নৃপশ্ৰেষ্ঠেতি । নৃপস্ত শস্তনোঃ মন্দিরং হান্তিনপুরস্থভবনং প্রাপ্তা সা  
বরবর্ণিনীত্যশ্বয়ঃ ॥ ১৬ ॥ সাপীতি । সাপি বরাস্জনা গঙ্গা ভাবং মনোগতাতিপ্রায়ং জ্ঞানাতীতি  
ভাবজ্ঞা ভর্তৃরভিপ্রায়ং বিদিত্বা রময়ামাসেতি ভাবঃ ॥ ১৭ ॥ স তয়েতি । তয়া সহ ক্রীড়ন্

জায় বদ্ধ হইয়া আপনাকে পতিত্বে স্বীকার করিব । রাজন্ ! আমার সেই প্রতিজ্ঞাটা অগ্রে  
শ্রবণ করুন, পরে আপনাকে পতিত্বে বরণ করিব ॥ ১২ ॥ মহারাজ ! আমি যখন যে কোর্ন  
কার্য্য করিব তাহা ভাল বা মন্দ হইলেও আপনি নিষেধ করিতে বা ইহা আমার অশ্রিয়  
হইল এরূপ বলিতে পারিবেন না । বে দিবস আপনি আমার বাক্য পালন না করিবেন,  
সেই দিবসই আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া আমি যথা ইচ্ছা চলিয়া যাইব ॥ ১৩—১৪ ॥  
ঋষিগণ ! জাহ্নবী বসুগণের সেই জন্ম প্রার্থনাবিষয় স্মরণ করিয়া এবং মহাভিষ নৃপতির  
প্রণয় ঘটনা চিন্তা করিয়া এই কথা বলিলেন । অনন্তর, শাস্ত্রমুদ্রাজ ইহা স্বীকার করিলে,  
গঙ্গা তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিলেন ॥ ১৫ ॥ ঋষিগণ ! সেই বরবর্ণিনী গঙ্গাদেবী এইরূপে  
মামুযরূপিণী হইয়া শাস্ত্রমুদ্রাকে পতিত্বে বরণ করিলেন এবং তাঁহার গৃহে গমন  
করিলেন ॥ ১৬ ॥ রাজাও তাঁহাকে লাভ করিয়া মনোহর উপবনে ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত  
হইলেন এবং সেই মামুযরূপিণী গঙ্গা নৃপতির অভিপ্রায় অবগত হইয়া বিবিধ প্রকারে  
তাঁহার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥ এইরূপে বৎসরের পর বৎসর গত হইতে



সা সর্বগুণসম্পন্না সোহপি কামবিচক্ষণঃ ।

রেমাতে মন্দিরে দিব্যে রমানারায়ণাবিব ॥ ১৯ ॥

এবং গচ্ছতি কালে সা দধার নৃপতেন্তদা ।

গৰ্ভং গঙ্গা বহুং পুত্রং স্ন্যযুবে চারুলোচনা ॥ ২০ ॥

জাতমাত্রং স্নতং বারি চিক্কেপৈবং দ্বিতীয়কে ।

তৃতীয়েহথ চতুর্থেষথ পঞ্চমে ষষ্ঠ এব চ ॥ ২১ ॥

সপ্তমে বা হতে পুত্রে রাজা চিন্তাপরোহভবৎ ।

কিং করোম্যদ্য বংশো মে কথং স্ন্যাহ্নিহ্নো ভুবি ॥ ২২ ॥

সপ্ত পুত্রা হতা নুনমনয়া পাপরূপয়া ।

নিবারয়ামি যদি মাং ত্যক্ত্বা যাস্ততি সর্বথা ॥ ২৩ ॥

অষ্টমোহয়ং স্নসম্প্রাপ্তো গৰ্ভো মে মনসীপ্সিতঃ ।

ন বারয়ামি চেদদ্য সর্বথেষং জলে ক্ষিপেৎ ॥ ২৪ ॥

নৃপঃ বর্ষপুংগান্ গতানপি ন জাতবান্ । যুগশাবকস্ত অক্ষিণীব অক্ষিণী যন্তাঃ ॥ ১৮ ॥ রমা লক্ষ্মীঃ । লক্ষ্মীনারায়ণৌ ইব তৌ রেমাতে ॥ ১৯ ॥

এবমিতি । এবম্ভকারেণ কালে গচ্ছতি সতি সা গঙ্গা নৃপতেঃ শস্ত্রনোঃ সকাশাৎ গৰ্ভং দধার বহুরূপং পুত্রং চ স্ন্যযুবে । কিন্তু জাতমাত্রং তং স্নতং স্বলিলে চিক্কেপ । ইতি দ্বাভ্যামধ্বঃ ॥ ২০—২১ ॥ সপ্তমে ইতি । সপ্তমে পুত্রে নিহতে রাজা চিন্তাপরোহভবৎ । চিন্তাং বিবৃণোতি কিং করোম্যদ্যোতি । অদ্য অধুনা কিং করোমি কঙ্কোপায়ং বিদধে কথং কেনোপায়েন মে বংশঃ স্নস্থিরঃ স্নাদিতি ॥ ২২ ॥ সপ্ত পুত্রা ইতি । অনয়া পাপরূপয়া সপ্ত পুত্রা হতা বদ্যোনাং পুত্রহননপ্রবৃত্তাং নিবারয়ামি তদা সর্বথা মাং ত্যক্ত্বা যাস্ততি ॥ ২৩ ॥ অষ্টমো-

লাগিল তথাপি সেই ক্রীড়াসক্ত নৃপতি কিছুই জানিতে পারিলেন না । বরং ইন্দ্র যেরূপ শটীর সহিত শোভা পান সেইরূপ তিনিও সেই যুগনয়নার সহিত শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥ ঋষিগণ ! ইহা ঘটবার প্রধান কারণ এই যে, সেই রমণী যেরূপ সর্বগুণবিভূষিতা রাজাও তদ্রূপ কামশাস্ত্রবিশারদ ; অতএব, তাঁহারা সেই মনোহর মন্দিরে লক্ষ্মীনারায়ণের ন্যায় সর্বদা ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

এইরূপে কিছুকাল গত হইলে সেই চারুলোচনা গঙ্গা গৰ্ভবতী হইলেন এবং শাপভ্রষ্ট বহুরূপে প্রসব করিলেন ॥ ২০ ॥ গঙ্গাদেবী পুত্রটিকে জাতমাত্রই গ্রহণ করিয়া জলে নিক্ষেপ করিলেন । এইরূপে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম পুত্রও বিনষ্ট হইলে পর রাজা চিন্তাতুর হইয়া ভাবিতে লাগিলেন । এক্ষণে আমি কি করি, কিরূপেই বা আমার বংশ পৃথিবীতে স্নস্থিররূপে বর্তমান থাকিবে ॥ ২১—২২ ॥ এই পাপিষ্ঠা ত আমার সাতটী সন্তানকে অবগীলারূপে বিনাশ করিল । যদি এক্ষণে আমি ইহাকে নিবারণ করি তাহা হইলে এখনই আমাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিবে ॥ ২৩ ॥ অার এক্ষণে ত এই অভিলষিত

ভবিতা বা ন বা চাগ্রে সংশয়োহয়ং মমাদুতঃ ।  
 সন্তবেহপি চ তুফেয়ং রক্ষয়েদ্ধা ন রক্ষয়েৎ ॥ ২৫ ॥  
 এবং সংশয়িতে কার্যো কিং কর্তব্যং ময়াদুনা ।  
 বংশস্ত রক্ষণার্থং হি যত্নঃ কার্যঃ পরো ময়া ॥ ২৬ ॥  
 ততঃ কালে যদা জাতঃ পুত্রোহয়মক্টমো বহুঃ ।  
 মূনেৰ্যেন হতা ধেমূর্নন্দিনী জীজিতেন হি ॥ ২৭ ॥  
 তং দৃষ্ট্বা নৃপতিঃ পুত্রং তামুবাচ পতন্ পদে ॥ ২৮ ॥  
 দাসোহগ্নি তব তন্নজি ! প্রার্থয়ামি শুচিস্মিতে ! ।  
 পুত্রমেকং পুষ্যাম্যদ্য দেহি জীবং তমদ্য মে ॥ ২৯ ॥  
 হিংসিতাঃ সপ্ত পুত্রা মে করভোরু ! ত্বয়া শুভাঃ ।  
 অক্টমং রক্ষ স্ত্রোশ্রোগি ! পতামি তব পাদয়োঃ ॥ ৩০ ॥

হয়মিতি । অয়ং মনসেঙ্গিতোহষ্টমো গর্ভঃ সূসংপ্রাপ্তঃ যদি অন্য ন নিবারয়ামি ইয়ং পাপা  
 সর্গগা জলে ক্ষিপেৎ ॥ ২৪ ॥ ভবিতেতি । ভবিতা বা ন ভবিতা অগ্রে অয়মেব মহান্ সংশয়ঃ ।  
 ততঃ সন্তবেহপি ইয়ং তুষ্টা নারী রক্ষয়েৎ ন রক্ষয়েদ্ বা ইত্যেব চাতিমহান্ সংশয়ঃ । অতএব  
 সংশয়িতে কার্যো ইদানীং ময়া কিংকর্তব্যম্ । কিয়ংকালং এবং বিচারয়ন্ নিশ্চিত্যাহ ।  
 বংশস্ত রক্ষণার্থমেব ময়া পরো যত্নঃ কর্তব্যঃ । রক্ষয়েমিতি স্বার্থে গিচ্ ॥ ২৫—২৬ ॥

তত ইতি । ততঃ কালে প্রাপ্তে যেন জীজিতেন বহুনা মূনেবশিষ্টজ্ঞ নন্দিনী নাম  
 ধেমূর্নতা স অষ্টমো বহুর্য়দা শত্ৰুপুত্ররূপেণ জাতঃ ॥ ২৭ ॥ ) তং দৃষ্টেতি । তং দোণীমানমি-  
 ত্যর্থঃ । পতন্ পদে নমস্কর্ক্সিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥ পুষ্যামি পোষয়ামিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥ (হিংসিতা ইতি ।  
 করভোরু ! ত্বয়া মে শুভাঃ কল্যাণময়া সপ্ত পুত্রাঃ হিংসিতা জলে নিমজ্জিতাঃ । অতস্তে চর-

অষ্টম গর্ভ উপস্থিত হইয়াছে । যদি ইহাকে নিবারণ না করি তাহা হইলে নিশ্চয়ই জলে  
 নিক্ষেপ করিবে ॥ ২৪ ॥ ইহার পর আর সন্তান হয় কি না এক্ষণে এই সন্দেহই গুরুতর হই-  
 তেছে । আর যদি হয়, তাহা হইলে এই তুষ্টা রক্ষা করিবে কি না তদ্বিষয়েরও স্থিরতা  
 নাই ॥ ২৫ ॥ অতএব এক্রপ সন্দেহ স্থলে এক্ষণে আমার কি করা উচিত । আমার বোধ হয়  
 সর্গপ্রকারে বংশরক্ষার জন্য যত্ন করাই কর্তব্য ॥ ২৬ ॥

ঋষিগণ ! (পরে, যেরূপ ঘটিল শ্রবণ করুন) যে বহু জীবাঁকা বশিষ্ঠের ধেমু অপহরণ  
 করিয়াছিল, সেই বহু যথাসময়ে অষ্টম পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিল ॥ ২৭ ॥ অনন্তর, শাস্ত্র  
 নৃপতিজাত-পুত্রটিকে দর্শন করিয়া মানবরূপধারিণী গন্ধার পদে পতিত হইয়া বলিতে লাগি-  
 লেন, হে কুশাঙ্গি ! আমি তোমার দাসস্বরূপ, হে শুচিস্মিতে ! এক্ষণে তোমার নিকট  
 আমার এই প্রার্থনা যে আমি একটা পুত্রকে প্রতিপালন করিব, অতএব তুমি ইহাকে বিনষ্ট  
 করিও না ॥ ২৮—২৯ ॥ স্ত্রোশ্রি । তুমি আমার সাতটা পুত্র বিনাশ করিয়াছ, এক্ষণে তোমার

অত্ৰৈ প্রার্থিতস্তেহদ্য দদাম্যথ চ দুর্লভম্ ।

বংশো মে রক্ষণীয়োহদ্য ত্বয়া পরমশোভনে ! ॥ ৩২ ॥

অপুত্রস্ত গতির্নাস্তি স্বর্গে বেদবিদো বিদুঃ ।

তস্মাদদ্য বরারোহে ! প্রার্থয়াম্যক্ৰমং স্ততম্ ॥ ৩২ ॥

ইতুক্তাপি গৃহীত্বা তং যদা গন্তুং সমুৎসৃক ।

তদাতিকুপিতো রাজা তামুবাচাতিদুঃখিতঃ ॥ ৩৩ ॥

পাপিষ্ঠে ! কিং করোষ্যদ্য নিরয়াম বিভেষি কিম্ ।

কাসি পাপকরাণাং ত্বং পুত্রী পাপরতা সদা ॥ ৩৪ ॥

যথেষ্টং গচ্ছ বা তিষ্ঠ পুত্রো মে স্থীয়তামিহ ।

কিং করোমি ত্বয়া পাপে ! বংশাফকরয়ান্নয়া ॥ ৩৫ ॥

এবং বদতি ভূপালে সা গৃহীত্বা স্ততং শিশুম্ ।

গচ্ছন্তী বচনং কোপসংযুতা সমুবাচ হ ॥ ৩৬ ॥

গণ্যোঃ পতামি অষ্টমং পুত্রং রক্ষত্যধ্বমঃ ॥ ৩০ ॥ অত্রাতি । হে পরমশোভনে অত্রং যং  
কিঞ্চিং সুদুর্লভং বস্তুজাতমপি ত্বয়া প্রার্থিতং সৎ অহং দদামি পরং মেহদ্য বংশো রক্ষ-  
ণীয়ঃ ॥ ৩১ ॥ পুত্ররক্ষণে কারণং সূচয়রাহ । অপুত্রস্তেতি । ইহ সংসারে অপুত্রস্ত গতির্নাস্তীতি  
বেদজ্ঞাঃ বিদুঃ তস্মাদ্ভেতোঃ অষ্টমং পুত্রং প্রার্থয়ামাতি ॥ ৩২ ॥ ইতুক্তাপীতি । রাজা এবং  
প্রার্থিতাহপি যদা যা তং পুত্রং গৃহীত্বা গন্তুংসুৎসৃক তদা রাজা দুঃখিতোহতিকুপিতস্ত তামু-  
বাচ ॥ ৩৩ ॥ পাপকরাণাম্পাপিনামিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥ (যথেষ্টমিতি ।) মে পুত্রঃ অত্র স্থীয়তাম্ ।  
ত্বং যথেষ্টং গচ্ছ তিষ্ঠ বা ন্নয়া বংশাস্তকরয়া ত্বয়াহং কিং করোমীতি ॥ ৩৫ ॥

এবং বদতীতি । ভূপালে শস্ত্রনৌ এবং বদতি সতি সা শিশুং স্ততং গৃহীত্বা গচ্ছন্তী

পায়ে পড়িতেছি এই পুত্রটী রক্ষা কর ॥ ৩০ ॥ তুমি আমার নিকট যাহা ইচ্ছা প্রার্থনা কর  
তাহা দুর্লভ হইলেও তোমাকে প্রদান করিব ; কিন্তু হে স্তন্যদায়ি ! অন্য আমার বংশ রক্ষা  
করা তোমার উচিত বিবেচনা করিতেছি ॥ ৩১ ॥ কারণ, বেদবিদ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন  
অপুত্রক ব্যক্তি কখনই স্বর্গে যাইতে সমর্থ হয় না । হে বরারোহে ! এই জনাই অন্য এই  
অষ্টম পুত্রটিকে প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৩২ ॥ ঋষিগণ ! নরপতি এইরূপে বারংবার প্রার্থনা  
করিলেও নারীরূপা গঙ্গা ধ্বন পুত্রটিকে গ্রহণ করিয়া গমনোন্মত্তা হইলেন ; তখন রাজা  
শাস্ত্রস্থ অতি দুঃখিত এবং কুপিত হইয়া বলিলেন ॥ ৩৩ ॥ পাপিষ্ঠে ! তুমি কি করিতেছ ?  
তোমার কি নরকে ভয় নাই ? পাপাত্মাদিগের মধ্যে তুমি কোন পাপাত্মার কন্যা যে  
সর্বদাই আমার বংশ ধ্বংসের সত রহিয়াছে ? ॥ ৩৪ ॥ আমার পুত্র এই স্থানে থাকুক তুমি যথা  
ইচ্ছা চলিয়া যাও । পাপিষ্ঠে ! তুমি বংশনাশকারিণী তোমাকে লইয়া আমি কি করিব ॥ ৩৫ ॥

শাস্ত্রহরাক এইরূপ বলিলে পর সেই রমণী শিশু পুত্রটিকে লইয়া বাইবার সময়

পূজ্যকামা স্তুতং স্নেহং পালয়ামি বনে গতঃ ।

সময়ো মে গমিষ্যামি বচনং হস্তথা কৃতম্ ॥ ৩৭ ॥

গঙ্গাং মাং বৈ বিজানীহি দেবকার্য্যার্থমাগতাম্ ।

বসবস্ত পুত্রা শপ্তা বশিষ্ঠেন মহাত্মনা ॥ ৩৮ ॥

ব্রজস্ত মানুষীং যোনিং স্থিতাং চিন্তাতুরাস্ত মাম্ ।

দৃষ্টেদং প্রার্থয়ামাস্তর্জননী নো ভবানঘে ! ॥ ৩৯ ॥

তেভ্যো দত্তা বরং জাতা পত্নী তে নৃপসন্তম ! ।

দেবকার্য্যার্থসিদ্ধার্থং জানীহি সম্ভবো মম ॥ ৪০ ॥

সপ্ত তে বসবঃ পুত্রা মুক্তাঃ শাপাদৃষেস্ত তে ।

কিয়ন্তং কালমেক্লোহয়ং তব পুত্রো ভবিষ্যতি ॥ ৪১ ॥

সতী কোপসংযুতা বচনং বক্ষ্যমাণং উবাচ ॥ ৩৬ ॥) পুজ্যকামেতি । হে রাজন্ ! পুজ্য-  
কামাহং পুত্রং গৃহীত্বা গমিষ্যামি বনে চৈনং পুত্রং পালয়ামি পালয়িষ্যামি । ইহৈব কুতো ন  
পাল্যতে ইতি চৈনতঃ সময়ো যো ময়া পণঃ কৃতঃ স নষ্ট ইতি হেভ্যোঃ । কুতো নষ্ট ইতি  
চৈনম বচনং পূর্নোক্তং ত্বয়া অন্তথা কৃতমিতি হেভ্যোঃ ॥ ৩৭ ॥ তত্র পুত্রং পালয়িষ্যাসীত্যত্র  
কিং প্রমাণমিতি চৈনহং গঙ্গাহস্মি ততো মধচনং সত্যং জানীহীতাভিপ্রায়েণাহ । গঙ্গামিতি ।  
তর্হি ত্বং মম পত্নী কুতো জাতা তথা পুত্রাশ্চ ত্বয়া কথং হিংসিতা ইতি চেত্তদ্বাহ বসব-  
স্বিতি ॥ ৩৮ ॥ (শাপপ্রকারং সচয়ন্ত্যাহ ব্রজস্বিতি । অয়মর্থঃ । নন্দিনীহরণাপরাদ্বান্ বহনু  
প্রতি বুদ্ধির্বিবশিষ্টঃ এবং শপ্তবান্ যথা, যতো ভবন্তো মম কামধেনুং হতবস্তঃ অতো  
মানুষীং যোনিং ব্রজস্ত ইতোবমভিশপ্তাঃ সন্তস্তে বসবঃ পথি স্থিতাং মাং দৃষ্ট্বা হে অনঘে !  
ত্বং নোহস্মাকং জননী ভবেতি প্রার্থয়ামাস্মরিতাশ্বয়ঃ ॥ ৩৯ ॥ তেভ্যো দত্তেতি । তেভ্যো  
বহুভ্যঃ তথাস্বিতি বরং দত্তা তে তব পত্নী জাতাহনুসি শেষঃ । নত্বহং পঞ্চশরবিন্দা সতী  
পত্ন্যভবং কিন্তু তৈর্বহুভিঃ প্রার্থিতা দেবকার্য্যার্থসিদ্ধার্থমেব মম সম্ভব ইতি নিশ্চিতং  
জানীহি ॥ ৪০ ॥ ততঃ কিং জাতমিতি জিজ্ঞাসায়ামাহ । সপ্তেতি । তে সপ্ত বসবঃ তব যে  
সপ্তপুত্রা ময়া জলে নিক্ষিপ্তাঃ তে নিহতাঃ সন্তঃ মুনৈর্বশিষ্টস্ত শাপাৎ মুক্তাঃ । অয়ং ব একো

কোপভরে বলিলেন ॥ ৩৬ ॥ রাজন্ ! পূর্বে তোমার সহিত আমার যে কথা ছিল তুমি  
তাহার অন্তথা করিলে; অতএব, এক্ষণে সেই নিয়ম ভঙ্গ জন্ত আমি বনে বাইয়া এই পুত্রটাকে  
প্রতিপালন করিব ॥ ৩৭ ॥ রাজন্ ! এক্ষণে তুমি আমাকে সুরনদী গঙ্গা বলিয়া অবগত  
হও । আমি কোনও দেবকার্য্যের জন্ত এই মনুষ্যলোকে আসিয়াছিলাম । পূর্বে মহাত্মা বশিষ্ঠ-  
ঋষি বহুগণকে মানুষযোনিতে জন্মগ্রহণ করিবে বলিয়া শাপ প্রদান করিয়াছিলেন । অমন্তর  
বহুগণ অতিশয় চিন্তাতুর হইয়া আমাকে দেখিতে পাইয়া, আপনি আমাদিগের জননী  
হউন এই বলিয়া প্রার্থনা করে । তদনন্তর আমি (তাহাই হইবে বলিয়া) তাহাদিগকে বর-  
প্রদান করিয়া তোমার পত্নী হইয়াছিলাম । নৃপবর ! দেবকার্য্য সিদ্ধির জন্যই আমার সম্ভব  
এইটাই হিঁর জানিবেন ॥ ৩৮—৪০ ॥ মহারাজ ! সাত জন বহু আপনার পুত্ররূপে জন্ম-

গঙ্গাদত্তমিমং পুঞ্জং গৃহাণ শস্ত্রনো ! স্বয়ম্ ।  
 বহুন্দেবং বিদিত্বৈনং স্তুত্বং ভুংক্ষু স্ততোদ্ভবম্ ॥ ৪২ ॥  
 গাঙ্গেয়োহয়ং মহাভাগ ! ভবিষ্যতি বলাধিকঃ ।  
 অদ্য তত্র নয়াম্যেনং যত্র স্ত্বং বৈ ময়া বৃতঃ ॥ ৪৩ ॥  
 দাস্তামি যৌবনপ্রাপ্তং পালয়িত্বা মহীপতে ! ।  
 ন মাতৃবিরহিতঃ পুঞ্জো জীবেন চ স্ত্বখী ভবেৎ ॥ ৪৪ ॥  
 ইত্যুক্তাস্তদর্শে গঙ্গা তং গৃহীত্বা চ বালকম্ ।  
 রাজা চাতীবহুঃখার্তঃ সংস্থিতো নিজমন্দিরে ॥ ৪৫ ॥  
 ভার্য্যাবিরহজং হুঃখং তথা পুত্রস্ত চাভূতম্ ।  
 সর্বদা চিন্তয়মাস্তে রাজ্যং কুর্কন্ মহীপতিঃ ॥ ৪৬ ॥  
 এবং গচ্ছতি কালেহথ নৃপতিমুর্গয়াং গতঃ ।  
 নিগ্নন মৃগগগান্ বাণৈর্মহিয়ান্ শূকরানপি ॥ ৪৭ ॥

বর্তমানঃ অষ্টমো বহুর্তিার্থঃ । অসৌ কিয়ন্তং কালং তব পুত্রো ভবিষ্যতি ইহ লোকে তব পুত্রভাবেন কিয়ন্তং কালং ব্যাপ্যায়ং স্বাস্ত্রতীতি তাৎপর্যার্থঃ ॥ ৪১ ॥ গঙ্গাদত্তমিতি । হে শস্ত্রনো ! স্ত্বং ইমং স্বয়ং গঙ্গাদত্তং পুত্রং গৃহাণ এনং পুত্রমপি চ বহুং বিদিত্বৈব স্ততোদ্ভবং স্ত্বং ভুংক্ষু নব্বয়ং সাধারণপুত্র ইতি ভাবঃ ॥ ৪২ ॥ দেবশক্তিগর্ভজাততয়া পুত্রস্ত ভাবিপ্রভাবং বিজিজ্ঞাপয়িত্বাহ গাঙ্গেয়োহয়মিতি ॥ ৪৩ ॥ কতিবর্ষং যাবদ্বদন্তিকং স্বাস্ত্রতীতি চেত্তত্রাহ দাস্তামিতি । যতো মাতৃবিরহীনঃ পুঞ্জো ন জীবেন চ স্ত্বখী ভবেৎ অত এনং নয়ামীতি পূর্বেণ সম্বন্ধঃ ॥ ৪৪ ॥ ইত্যুক্তেতি । এতাবহুঃখা অন্তর্হিতা বহুব ॥ ৪৫ ॥ ভাব্যেতি । মহীপতিঃ শস্ত্রমুঃ ভার্য্যাবিরহজং পুত্রবিরহজন্যক অভূতং হুঃখং সর্বদা চিন্তয়ন্ আস্তে পরং নৈব প্রজ্ঞাপালনরূপং রাজধর্ম্যং মুক্তা কেবলং হুঃখং চিন্তয়তি অত আহ রাজ্যং কুর্কন্মিতি ॥ ৪৬ ॥

গ্রহণ করিয়া ঋষির শাপ হইতে বিমুক্ত হইয়াছে । এই একটি বহু তোমার পুত্র হইয়া কিছুকাল ইহ লোকে অবস্থিতি করিবে ॥ ৪১ ॥ হে শাস্ত্রহরাজ ! আমি প্রদান করিতেছি পুত্রটিকে গ্রহণ কর । ইহাকে বহুদেব মনে করিয়া পুত্রজন্তু স্তুত্ব উপভোগ কর ॥ ৪২ ॥ মহারাজ ! তুমি অতি ভাগ্যশালী তাহাতে সন্দেহ নাই । তোমার এই পুত্রটি গঙ্গার গর্ভজাত অতএব এ অতিশয় বলশালী হইবে । কিন্তু পূর্বে তোমার সহিত আমার যে স্থানে নিগ্নন হইয়াছিল, অদ্য আমি ইহাকে সেই স্থানে লইয়া যাইব ॥ ৪৩ ॥ কারণ, মাতৃবিরহিত পুত্র কখনই স্ত্বখী হইতে বা জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয় না, এজন্য লালন পালন করিয়া ইহার যৌবনকাল উপস্থিত হইলে পুনর্বার আপনাকে প্রদান করিব ॥ ৪৪ ॥ ঋষিগণ ! গঙ্গা-দেবী এই কথা বলিয়া পুত্রটিকে গ্রহণ করিয়া অন্তর্হিতা হইলেন । রাজাও অতিশয় হুঃখিত হইয়া নিজগৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং ভার্য্যা ও পুত্রের বিষয় চিন্তা করিয়া অতিশয় বিরহজাত হুঃখের সহিত রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫—৪৬ ॥

গঙ্গাতীরমমুপ্রাপ্তঃ স রাজা শস্ত্রমুস্তদা ।  
 নদীং স্তোকজলাং দৃষ্ট্বা বিস্মিতঃ স মহীপতিঃ ॥ ৪৮ ॥  
 তত্রাপশুৎ কুমারং তং মুঞ্চন্তুং বিশিখান্ বহুন্ ।  
 আকৃষ্য চ মহাচাপং ক্রীড়ন্তুং সরিতন্তটে ॥ ৪৯ ॥  
 তং বীক্ষ্য বিস্মিতো রাজা ন স্ম জানাতি কিঞ্চন ।  
 নোপলেভে স্মৃতিং ভূপঃ পুত্রোহয়ং মম বা ন বা ॥ ৫০ ॥  
 দৃষ্ট্বাপ্যমানুষং কৰ্ম্ম বাণেশু লঘুহস্ততাম্ ।  
 বিদ্যাং বাহপ্রতিমাং রূপং তস্ম বৈ স্মরসমিভম্ ॥ ৫১ ॥  
 পপ্রচ্ছ বিস্মিতো রাজা কথ্য পুত্রোহসি চানঘ । !  
 নোবাচ কিঞ্চিদীরোহসৌ মুঞ্চন্ শিলীমুখানথ ॥ ৫২ ॥  
 অন্তর্ধানংগতঃ সোহথ রাজা চিন্তাতুরোহভবৎ ।  
 কোহয়ং মম স্মৃতো বালঃ কিং করোমি ব্রজামি কম্ ॥ ৫৩ ॥

এবমিতি । এশ্বকারণে কালে গচ্ছতি অথ কদাচিৎ স রাজা মৃগয়াস্কৃতঃ মহিষাদীন  
 বহুন্ মৃগান্ বাগৈর্নিয়ন্ গঙ্গাতীরমমুপ্রাপ্তঃ সন্ নদীং গঙ্গাং স্তোকজলাং স্বল্পসলিলবহাং  
 দৃষ্ট্বা বিস্মিত আসীৎ ইতি দ্বাভ্যামধ্বঃ ॥ ৪৭—৪৮ ॥ তত্রাপশুদিতি । তত্র সরিতন্তটে কঞ্চিৎ  
 কুমারং বহুন্ বিশিখান্ বাগান্ মুঞ্চন্তুং ॥ ৪৯ ॥ তং বীক্ষ্যতি । রাজা তং কুমারং  
 বীক্ষ্য বিস্মিতঃ সন্ কিমপি ন জানাতি অয়ং মম পুত্রো ন চেতি স্মৃতিং ন উপলেভে ॥ ৫০ ॥  
 দৃষ্ট্বাপীতি । বাণেশু লঘুহস্ততাং ক্ষিপ্ৰকারিতাং তথা নদীজলশোষণরূপমমানুষং কৰ্ম্ম অপ্র-  
 তিমাং নিরূপমাং বিদ্যাং চ দৃষ্ট্বা রাজা বিস্মিতঃ সন্ পপ্রচ্ছতি পরেণাধ্বঃ ॥ ৫১—৫২ ॥  
 কোহয়মিতি । অয়ং বালো মম স্মৃতোহস্তো বা কশ্চনাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥ (গঙ্গামিতি । ভূপালঃ

এইরূপে কিছুকাল গত হইলে একদিবস সেই শাস্ত্রজ্ঞ নৃপতি মৃগয়ায় যাইয়া সুশাগিত  
 গাণদ্বারা মহিষ, শূকর প্রভৃতি নানাজাতি পশুগণকে বধ করিতে করিতে গঙ্গাতীরে  
 উপস্থিত হইলেন এবং সহসা নদীর জল স্বল্পমাত্র প্রবাহিত হইতেছে দেখিয়া বিস্মিত হই-  
 লেন ॥ ৪৭—৪৮ ॥ অনন্তর, সেই নদীতে একটা বালককে ক্রীড়া উপলক্ষে একটা মহৎ  
 পরাসন আকর্ষণ করিয়া অসংখ্য বাণ পরিত্যাগ করিতে দেখিলেন ॥ ৪৯ ॥ রাজা সেই  
 বালককে দেখিবামাত্র অতিশয় বিস্মিত হইয়া পূর্বকথা সমস্তই ভুলিয়া গেলেন, এজন্ত এই  
 বালক আমার পুত্র কি না ইহাও স্মরণ করিতে পারিলেন না ॥ ৫০ ॥ রাজা সেই বালকের  
 অমানুষ কৰ্ম্ম, বাণে অতিশয় লঘুহস্ততা অতুল্য ধর্মবিদ্যা এবং কন্দর্পসদৃশ রূপ সম্বর্শন করিয়া  
 অতিশয় বিস্মিত হইয়া, তুমি কাহার পুত্র তাহাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন । কিন্তু সেই  
 ধর্মবর্ষণকারী বীর বালক রাজাকে কোনও প্রত্যুত্তর না দিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তহিত হইল ।  
 বালক প্রস্থান করিলে রাজা চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই বালক আমার পুত্র কি না ।

গঙ্গাং তুষ্ঠাব ভূপালঃ স্থিতস্তত্র সমাহিতঃ ।

দর্শনং সা দদাবাখ চারুৰূপা যথা পুরা ॥৫৪॥

দৃষ্ট্বা তাং চারুসৰ্ব্বাঙ্গীং বিভাষে নৃপতিঃ স্বয়ম্ ।

কোহয়ং গঙ্গে ! গতৌ বালৌ মম ত্বং দর্শয়ামুনা ॥ ৫৫ ॥

গঙ্গোবাচ ।

পুত্রোহয়ং তব রাজেন্দ্র ! রক্ষিতশ্চাক্ষরৌ বহুঃ ।

দদামি তব হস্তে তু গাঙ্গেয়োহয়ং মহাতপাঃ ॥ ৫৬ ॥

কীৰ্ত্তিকীৰ্ত্তা কুলশ্রাস্ত ভবিতা তর স্তত্রত ! ।

পাঠিতস্ত্রখিলান্ বেদান্ ধনুর্বেদঞ্চ শাশ্বতম্ ॥ ৫৭ ॥

বশিষ্ঠশ্রাদ্ধমে দিব্যে সংস্থিতোহয়ং স্ততস্তব ।

সৰ্ববিদ্যাবিধানজ্ঞঃ সৰ্বার্থকুশলঃ শুচিঃ ॥ ৫৮ ॥

যদ্বদ জামদগ্ন্যোহসৌ তদ্বদায়ং স্ততস্তব ।

গৃহাণ গচ্ছ রাজেন্দ্র ! স্ত্রী ভব নরাধিপ ! ॥ ৫৯ ॥

শত্ৰুঃ তত্র নদীতটে স্থিতঃ সমাহিতঃ সন্ গঙ্গাং তুষ্ঠাব স্ততিং চকার । অথ রাজ্যাহতিষ্টু তা  
সা গঙ্গা পুরা পূৰ্ণং মাধুঘরমণীরূপং ধ্বজা যথা রময়ামাস তথা ইদানীমপি তদ্রূপং বিধায়  
দর্শনং দদৌ শত্ৰুস্বরাজ্যেতি শেষঃ ॥ ৫৪ ॥ দৃষ্টেতি চারুসৰ্ব্বাঙ্গীং সৰ্বাঙ্গমনোহরাম্  
অয়ং বালকঃ কঃ যোহয়ং গতঃ ত্বং ইদানীং তং দর্শয়েতি বিভাষে ॥ ৫৫ ॥

পুত্রোহয়মিতি । হে রাজেন্দ্র ! অয়ং মহাতপা গঙ্গাগৰ্ভজাতঃ তব পুত্ররূপোহষ্টমৌ বহুঃ  
সাম্প্রতং তব হস্তে দদামি সৰ্ম্পয়ামি ॥ ৫৬ ॥ কীৰ্ত্তিকীৰ্ত্তি । নতু কেবলং পোষণাদিনা পরিবৰ্দ্ধিতো-  
হয়ং বালকঃ অখিলান্ বেদান্ ধনুর্বেদঞ্চ পাঠিতএব ॥ ৫৭ ॥ কুতোহয়শ্রাদ্ধ বিদ্যাং ইতি চেতস্তত্রাহ

একণে কি উপায় কারে কাহার নিকট গাই ॥ ৫১—৫৩ ॥ এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিয়া  
রাজা সেই নদীতটে সমাহিত হইয়া গঙ্গাকে স্তব করিতে লাগিলেন । অনন্তর গঙ্গাদেবী  
পূৰ্ণবৎ মনোহর রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে দর্শন দিলেন ॥ ৫৪ ॥ রাজা সেই চারুৰূপা  
গঙ্গাকে দর্শন করিবামাত্রই বলিলেন, গঙ্গে ! এই বালকটা কে, এবং কোথায় বাইল, তুমি  
একণে সেই বালকটাকে আমার দর্শন করাও ॥ ৫৫ ॥

গঙ্গা, রাজার এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, রাজেন্দ্র ! এই বালকটা তোমারই  
পুত্র আমি এতদিন ইহাকে রক্ষা করিয়াছি । ইহাকে শাপব্রষ্ট অষ্টম বহু বলিয়া জানিবেন ।  
একণে আমি এই মহাতপা গাঙ্গেয়কে আপনার হস্তে প্রদান করিতেছি ॥ ৫৬ ॥ রাজন্ ! এই  
পুত্রটাই তোমার কুলের কীৰ্ত্তিকর হইবে । আমি ইহাকে বশিষ্ঠমুনির আশ্রমে রাখিয়া অখিল  
বেদ বিশেষত সমস্ত ধনুর্বেদ অধ্যয়ন করাইয়াছি । তোমার এই পুত্রটাই বশিষ্ঠের আশ্রমে  
বাস করত একণে সৰ্ববিদ্যাবিং ও সৰ্বকার্যদক্ষ হইয়াছে ॥ ৫৭—৫৮ ॥ রাজেন্দ্র ! অধিক

ইত্যুক্তান্দর্দধে গন্ধা দত্তা পুত্রং নৃপায় বৈ ।  
 নৃপতিস্ত মুদা যুক্তো বভূবাতিস্থান্বিতঃ ॥ ৬০ ॥  
 সমালিন্য স্ততং রাজা সমাশ্রায় চ মন্তকম্ ।  
 সমারোগ্য রথে পুত্রং স্বপুরং স প্রচক্রে ॥ ৬১ ॥  
 গজা গজাহবয়ং রাজা চকারোৎসবমুভয়ম্ ।  
 দৈবজ্ঞস্য সমাহুয় পপ্রচ্ছ চ শুভং দিনম্ ॥ ৬২ ॥  
 সমাহত্য প্রজাঃ সর্বাঃ সচিবান্ সর্বশঃ শুভান্ ।  
 যৌবরাজ্যেহথ গাঙ্গেয়ং স্থাপয়ামাস পার্শ্বিণঃ ॥ ৬৩ ॥  
 কৃৎস্না তং যুবরাজানং পুত্রং সর্বগুণান্বিতম্ ।  
 স্তম্বমাস স ধর্ম্মাত্মান সন্মার চ জাহুবীম্ ॥ ৬৪ ॥

সূত উবাচ ।

এতদ্বঃ কথিতং সর্বং কারণং বহুশাপজম্ ।

গাঙ্গেয়স্য তথোৎপত্তিং জাহুব্যাঃ সম্ভবং তথা ॥ ৬৫ ॥

বশিষ্ঠোক্তেতি ॥ ৫৮ ॥ ধর্ম্মবেদপারদর্শিতাং সূচয়ন্ত্যাহ যদবেদেতি । জামদগ্ন্যাঃ পরশুরামঃ ॥ ৫৯ ॥  
 ইত্যুক্তেতি । এতাবদ্বক্তা । অন্তর্দ্বানং চকার নৃপতিস্ত মুদা যুক্তো বভূব পুত্রলাভেনেতি  
 যাবৎ ॥ ৬০ ॥ সমালিন্যেতি । সমালিন্য সমাল্লিখ্য শিরোঘাৎ নয়ন্ রথে সমারোপয়ন্  
 নৃপুরং হস্তিনপুরং প্রচক্রে প্রতস্থে ॥ ৬১ ॥ গজোক্তেতি । গজাহবয়ং হস্তিনপুরং হস্তীতি  
 নাম । কশিরপতিরাসীৎ তেন নির্মিতস্তাং পুরস্তাপি তদাখ্যা জাতোতি বোধ্যম্ ॥ ৬২ ॥  
 সমাহত্যেতি । শুভান্ কল্যাণকামান্ গাঙ্গেয়ং ভীষ্মং স্থাপয়ামাস প্রতিষ্ঠাপিতবান্ ॥ ৬৩ ॥  
 ন সন্মারেতি । পুত্রস্থপেন জাহুবীবিরহজহুঃখস্তনাশাত্তাং ন সন্মারেতার্থঃ ॥ ৬৪ ॥

আর কি বলিব, জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম বাহা কিছু অবগত আছেন সে সমস্তই তোমার পুত্র  
 সমাক্রমে শিক্ষা করিয়াছে । এক্ষণে আপনি ইহাকে গ্রহণ করিয়া গৃহে বাইয়া স্থধী  
 হউন ॥ ৫৯ ॥ গন্ধাদেবী এই কথা বলিয়া পুত্রটিকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া অন্তহিতা  
 হইলেন । নৃপতি ও অতিশয় আনন্দিত হইয়া পুত্রকে আলিঙ্গন পূর্বক তাঁহার মন্তক আঘাণ  
 করিলেন এবং রথে আরোহণ করিয়া নিজ পুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥ ৬০—৬১ ॥  
 অনন্তর, শান্তমুরাজ হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইয়াই পুত্রাগমন জন্য মহোৎসব করিলেন এবং  
 সমস্ত প্রজা ও সর্বদাহিতকারী মন্ত্রিবর্গকে আনয়ন পূর্বক দৈবজ্ঞনির্দিষ্ট শুভদিনে গন্ধা-  
 নন্দনকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ৬২—৬৩ ॥ এইরূপে ধর্ম্মাত্মা শান্তমুরাজ সর্ব-  
 গুণাধিত গাঙ্গেয়কে যুবরাজ করিয়া অতিশয় স্থধী হইয়া গন্ধা-বিরহজাত জঃখ অন্তঃকরণ  
 হইতে বিদূরিত করিলেন ॥ ৬৪ ॥



গঙ্গাবতরণং পুণ্যং বসূনাং সম্ভবং তথা ।

যঃ শৃণোতি নরঃ পাপান্মুচ্যাতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬৬ ॥

পুণ্যং পবিত্রমাখ্যানং কথিতং মুনিসত্তমাঃ ! ।

যথা ময়া শ্রুতং ব্যাসাৎ পুরাণং বেদসম্মিতম্ ॥ ৬৭ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতং পুণ্যং নানাখ্যানকথাস্থিতম্ ।

বৈপায়নমুখোদ্ভূতং পঞ্চলক্ষণসংযুতম্ ॥ ৬৮ ॥

শৃণুতাং সর্বপাপপ্লবং শুভদং স্তবদং তথা ।

ইতিহাসমিমং পুণ্যং কীর্তিতং মুনিসত্তমাঃ ! ॥ ৬৯ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে দ্বিতীয়স্কন্ধে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

(এতদ্ব্যং কথিতমিতি । বো বৃহদ্রথঃ এতৎ বহুশাপজং সৰ্বং কাবণং গান্ধেয়স্ত ভীষ্মস্ত উৎপত্তিঃ জাহ্নব্যাশ্চ সম্ভবঃ নগজাতীয়রমণীক্লপধারণমিত্যর্থঃ কথিতং মরেতি শেষঃ ॥ ৬৫ ॥ গঙ্গায়া ইতি । গঙ্গায়া অবতরণং বসূনাঞ্চ সম্ভবং যো নরঃ শৃণোতি ॥ ৬৬ ॥ ইদানীং শ্রীমদ্ভাগবতান্তর্গতৈতদ্রাখ্যানমাহাখ্যাং শৃণুতাং পাপধ্বংসাদিফলশ্রুতিং বর্ণয়মধ্যায়ং সমাপয়তি সূতঃ পুণ্যং পবিত্রমিতি ॥ ৬৭—৬৯ ॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! এই ত আমি আপনাদিগকে বহুশাপের সমস্ত কারণ, গঙ্গা-গর্ভগম্বুত ভীষ্মের উৎপত্তি এবং গঙ্গাদেবীর সম্ভব কথা সমস্তই বলিলাম ॥৬৫॥ ইহা লোকে যে মহত্ব এই পুণ্যজনক গঙ্গাবতারণের এবং বহুদিগের উৎপত্তিকথা শ্রবণ করিবে সেই মহত্বা নিশ্চয়ই সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে ॥৬৬॥ হে মুনিসত্তমগণ ! আমি বৈপায়ন বেদব্যাসের নিকট নানাখ্যান সম্বন্ধিত, পঞ্চলক্ষণ বিশিষ্ট, বেদসদৃশ এই পুণ্যজনক শ্রীমদ্ভাগবত যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি আপনাদের নিকট সেই রূপই বলিলাম । ঋষিগণ ! আমি যে এই পুণ্যজনক ইতিহাস বলিলাম, যাহারা ইহা শ্রবণ করেন তাঁহাদের সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয় সর্বদা মঙ্গল হইতে থাকে এবং তাঁহারা চিরসুখী হইয়া বিরাজ করিতে থাকেন ॥ ৬৭—৬৯ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকায়ুক্ত মহাপুরাণশ্রীমদ্দেবীভাগবতের

দ্বিতীয়স্কন্ধে বহুগণের জন্মবিষয়ক

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

## পঞ্চমোঃধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

বসুনাং সম্ভবঃ সূত ! কথিতঃ শাপকারণাৎ ।  
গাঙ্গেয়স্য তথোৎপত্তিঃ কথিতা লোমহর্ষণে ॥ ১ ॥  
মাতা ব্যাসস্য ধর্মজ্ঞ ! নান্না সত্যবতী সতী ।  
কথং শস্ত্রনুনা প্রাপ্তা ভার্য্যা গন্ধবতী শুভা ॥ ২ ॥  
তন্মমাচক্ষু বিস্তারং দাশপুত্রী কথং বৃত্তা ।  
রাজ্ঞা ধর্মবরিত্তেন সংশয়ং ছিন্তি সূত্রত ! ॥ ৩ ॥  
সূত উবাচ ।

শস্ত্রনুর্নাম রাজর্ষির্মৃগয়ানিরতঃ সদা ।  
বনং জগাম নিম্নন্ বৈ মৃগাংশ্চ মহিয়ান্ রুরূন ॥ ৪ ॥  
চত্বার্য্যেব তু বর্ষানি পুত্রেন সহ ভূপতিঃ ।  
রমমাণঃ স্ত্রুং প্রাপ কুমারেণ যথা হরঃ ॥ ৫ ॥

একোনবষ্টমোঃকৈস্ত সত্যবতীহৃদয়ী ।

বৃত্তা শস্ত্রনুনা রাজ্ঞা কথং সমাগীর্ষ্যতে ॥

গন্ধয়া সহ শস্ত্রনোর্বিবাহাদিকং শ্রদ্ধা সত্যবতীবিবাহকথাং পৃচ্ছন্তি বসুনাংমিতি ॥ ১ ॥  
(মাতেনিতি । ধর্মজ্ঞ ! সূত ! ব্যাসশিষ্যত্বাভিধানম্ । রাজ্ঞা শস্ত্রনুনা কথং প্রাপ্তা লক্ষা গন্ধবতী  
যোজনগন্ধাস্থিতা ॥ ২ ॥ তন্মমেতি । হে সূত্রত ! ধর্মবরিত্তেন রাজ্ঞা দাশপুত্রী কথং বৃত্তে-  
তেত্যনুমাচক্ষু উক্তা চ সংশয়ং ছিন্তীতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

শস্ত্রনুরিতি । সদা মৃগয়ানিরতঃ । রুরূন মৃগভেদান্ ॥ ৪ ॥ ) পুত্রেন সহ ভীষ্মেন সহ ।

ঋষিগণ কহিলেন, হে লোমহর্ষণ পুত্র সূত ! তুমি বসুগণের শাপজন্তু সমুদ্ভব এবং গন্ধা-  
নন্দন ভীষ্মের উৎপত্তি কথা বলিয়াছ ॥ ১ ॥ হে ধর্মজ্ঞ ! এক্ষণে প্রকাশ করিয়া বল, শাস্ত্রমু-  
দ্রুপতি কি করিয়া সেই যোজনগন্ধা ব্যাসজননী সতী সত্যবতীকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিয়া-  
ছিলেন । রাজা ধার্মিকপ্রবর হইয়াও কি রূপে তাহাকে বরণ করিলেন ? হে সূত্রত সূত !  
আমাদিগের এই সংশয় ছেল কর ॥ ২—৩ ॥

সূত ঋষিগণের এইরূপ প্রশ্নবাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, ঋষিগণ ! রাজর্ষি শাস্ত্রমুদ্রুপদা  
মৃগয়ারত হইয়া হরিণ মহিষ ও অন্যান্য পশুগণকে বিনাশ করত বনে বনে ভ্রমণ করি-  
তেন ॥ ৪ ॥ এইরূপে ভূপতি শাস্ত্রমুদ্রু চারি বৎসর পর্য্যন্ত পুত্র ভীষ্মের সহিত একত্র থাকিয়া,

একদা বিক্ৰিপন্ বাণান্ বিনিঘ্নন্ খড়্গশূকরান্ ।

স কদাচিদ্ধনং প্রাপ্তঃ কালিন্দীং সরিতাং বরাম্ ॥ ৬ ॥

মহীপতিরনির্দেশ্যমাজিহ্মদগন্ধমুত্তমম্ ।

তস্য প্রভবমঘিচ্ছন্ সঞ্চচার বনং তদা ॥ ৭ ॥

ন মন্দারস্য গন্ধোহয়ং মৃগনাভিমদস্য ন ।

চম্পকস্য ন মালত্যা ন কেতক্যা মনোহরঃ ॥ ৮ ॥

ন চামুভূতপূৰ্ণোহয়ং বাতি গন্ধবহঃ শুভঃ ।

কুতোহয়মেতি বায়ুর্বে মম ভ্রাণুবিমোহনঃ ॥ ৯ ॥

ইতি সঞ্চিন্ত্যমানোহসৌ বভ্রাম বনমণ্ডলম্ ।

মোহিতো গন্ধলোভেন শস্ত্রহুঃ পবনানুগঃ ॥ ১০ ॥

স দদর্শ নদীতীরে সংস্থিতাং চারুদর্শনাম্ ।

শৃঙ্গারসহিতাং কান্তাং স্থস্থিতাং মলিনাম্বরাম্ ॥ ১১ ॥

দৃষ্ট্বা তামসিতাপান্ধ্রীং বিস্মিতঃ স মহীপতিঃ ।

অস্যা দেহস্য গন্ধোহয়মিতি সঞ্জাতনিশ্চয়ঃ ॥ ১২ ॥

কুমারেণ স্বল্পেন ॥ ৫ ॥ স কদাচিদিতি । প্রথমং বনং প্রাপ্তঃ পশ্চাদনমধ্যাহ্নং সরিরবাং কালিন্দীং যমুনাং প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ অনির্দেশ্যং নির্ণেতুমশক্যং তত্ত্ব গন্ধস্ত প্রভবমুৎপত্তি-  
স্থানম্ ॥ ৭—৮ ॥ গন্ধবহো বায়ুঃ ॥ ৯ ॥ পবনানুগঃ পবনমমূলক্ষীকৃত্য গন্তা ॥ ১০ ॥ (স দদ-  
র্শেতি । স রাজা নদীতটস্থানে মনোজ্ঞদর্শনাং শৃঙ্গারসহিতাং যৌবনোপযোগিহাবভাবা-  
দ্যাঢ্যাং অতঃ কান্তাং কমনীয়মূর্তিমিত্যর্থঃ । স্থস্থিতাং চাপল্যরহিতাং মলিনাম্বরামিত্যেনে-  
নীচজাতিকন্ধ্যাৎ স্মৃতিতম্ । এবমুতাং দদর্শেত্যশ্বয়ঃ ॥ ১১ ॥ দৃষ্ট্বা তামিতি । অসিতৌ জীবজন্তৌ

মহাদেব য়েৰূপ কাৰ্ত্তিক সহবাসে আনন্দ লাভ করেন, তদনুরূপ স্থখলাভ করিলেন ॥ ৫ ॥  
অনন্তর, একদা মৃগয়া উপলক্ষে শূকর গণ্ডার প্রভৃতি বহুপশুগণের সংহার করিতে করিতে  
সরিষরা-কালিন্দীসমীপস্থ বনে উপস্থিত হইলেন ॥ ৬ ॥ উপস্থিত মাত্রই শাস্ত্রমুরাজ এক  
প্রকার অগন্ধ আশ্রয় করিলেন ; কিন্তু, সেই গন্ধ কোথা হইতে আসিতেছে তাহা নির্ণয়  
করিতে পারিলেন না । অনন্তর, তিনি সেই সদৃশ গন্ধ কোথা হইতে আসিতেছে তাহার অন্বেষণ  
জন্ত সেই বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥ পরে মনে মনে চিন্তা করিলেন, যে, এই মনো-  
হর সদৃশ মন্দার পুষ্পের নয়, মৃগনাভিরও নয়, চম্পক, মালতী বা কেতকী পুষ্পেরও  
নয় । আমি পূৰ্বে কখন একরূপ অরুচিময় বায়ু সেবন করি নাই একরূপ ভ্রাণেশ্বরের বিমোহন-  
কারী বায়ু কোথা হইতে প্রবাহিত হইতেছে ? ॥ ৮—৯ ॥ স্মরণ । শাস্ত্রমুরাজ এইরূপ  
চিন্তা করত সমাগত গন্ধলোভে মোহিত হইয়া সেই গন্ধবহ বায়ুর অনুসরণ করত সমস্ত বন  
ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥ অনন্তর, তিনি কালিন্দী-নদীতীরে সমুপবিষ্ট যৌবনোপযোগী

তদদ্যুতং রূপমতীবহুন্দরং  
 তথৈব গন্ধোহখিললোকসম্মতঃ ।  
 বয়শ্চ তাদৃণবর্যোবনং শুভং  
 দৃষ্টে ব রাজা কিল বিস্মিতোহভবৎ ॥ ১৩ ॥  
 কেয়ং কুতো বা সমুপাগতাহধুনা  
 দেবাক্ষনা বা কিমু মানুষী বা ।  
 গন্ধর্ব্বপুত্রী কিল নাগকন্যা  
 জানে কথং গন্ধবতীং স্মু কামিনীম্ ॥ ১৪ ॥  
 সঙ্কিন্ত্য চৈবং মনসা নৃপোহসৌ  
 ন নিশ্চয়ং প্রাপ যদা ততঃ স্বয়ম্ ।  
 গঙ্গাং স্মরন্ কামবশং গতোহথ  
 পপ্রচ্ছ কান্তাং তটসংস্থিতাঞ্চ ॥ ১৫ ॥  
 কাসি প্রিয়ে ! কস্য স্ততাসি কস্মা-  
 দিহ স্থিতা স্ত্বং বিজনে বরোরু ! ।  
 একাকিনী কিং বদ চারুনেত্রে !  
 বিবাহিতা বা ন বিবাহিতাসি ॥ ১৬ ॥

অপাক্ষৌ লোচনপ্রান্তৌ যন্তান্তং দৃষ্ট্বে স মহীপতিঃ অন্যা দেহন্তায়ং গন্ধঃ ইতি সংজ্ঞাতঃ  
 নিশ্চয়ঃ যন্ত ॥ ১২ ॥ রূপাধিক্যং বর্ণয়িতুকাম আহ তদদ্যুতমিতি । অখিললোকসম্মতঃ সর্ব্বজন-  
 মনোহরো গন্ধঃ ॥ ১৩ ॥ ইদানীং রাজা মনসা বিচারয়ন্তাহ কেয়মিতি ॥ ১৪ ॥ গঙ্গাং স্মরন্  
 কামবশং গতঃ কামেন রূঢ়চিত্তঃ সন্ যয়া গঙ্গয়াহং ত্যক্তঃ সৈব গঙ্গা স্মিয়ং ন স্তাদিতি তাং

অঙ্গসৌষ্টবে কমলীমূর্ত্তি মলিনবস্ত্রা একটা স্মন্দরী কন্যাকে দেখিতে পাইলেন ॥ ১১ ॥ মহী-  
 পতি শাস্ত্রস্থ সেই চারুলোচনা কামিনীকে দেখিবামাত্রই অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং এই  
 গন্ধ ইহারই শরীর হইতে সমুৎপন্ন ইহা স্থির করিলেন ॥ ১২ ॥ ঋষিগণ ! রাজা তাঁহার সেই  
 অতীবহুন্দর আশ্চর্য্যজনক রূপ, সর্ব্ব লোকের আমোদকর সেই গন্ধ এবং নবদোবনাস্থিত  
 সেই বয়স দেখিয়াই বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইলেন ; পরে চিন্তা করিলেন, এই রমণী কে ?  
 কোথা হইতেই বা আসিয়াছে ? ইনি কি দেবকন্যা বা মানবী বা গন্ধর্ব্বকন্যা অথবা নাগকন্যা ?  
 এই সঙ্গন্ধবিশিষ্টা কামিনী কে ? ইহা আমি কিরূপে জানিতে পারিব ॥ ১৩—১৪ ॥ ঋষিগণ !  
 শাস্ত্রস্থ নৃপতি মনে মনে এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিয়াও যখন কিছুই নিশ্চয় করিতে  
 পারিলেন না, তখন গঙ্গাকে স্মরণ করত কামাতুর হইয়া স্বয়ং যমুনাতটসংস্থিত সেই কামি-  
 নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১৫ ॥ স্মন্দরি ! তুমি কে এবং কাহার কন্যা ? কিজন্য এই

সঞ্জাতকামোহমরালনেত্রে ।  
 ত্বাং বীক্ষ্য কাস্তাঞ্চ মনোরমাঞ্চ ।  
 বৃহি প্রিয়ে ! যাসি চিকীৰ্ষসি ত্বং  
 কিং চেতি সৰ্বং মম বিস্তরেণ ॥ ১৭ ॥

ইত্যেবমুক্তা হৃদতী নৃপেণ  
 প্রোবাচ তং সশ্মিতমশ্রুজেক্ষণা ।  
 দাশস্য পুঞ্জীং ত্বমবেহি রাজন্ !  
 কন্ধ্যাং পিতুঃ শাসনসংস্থিতাঞ্চ ॥ ১৮ ॥  
 তরীমিমাং ধৰ্ম্মনিমিত্তমেব  
 সংবাহয়ামীহ জলে নৃপেন্দ্র ! । ‘  
 পিতা গৃহে মেহদ্য গতোহস্তি কামং  
 সত্যং ব্রবীম্যর্থপতে ! তবাগ্রে ॥ ১৯ ॥  
 ইত্যেবমুক্তা বিররাম বালা  
 কামাতুরস্তাং নৃপতিৰ্ভাষে ।  
 কুরুপ্রবীরং কুরু মাং পতিং ত্বং  
 বৃথা ন গচ্ছেন্ননু যৌবনং তে ॥ ২০ ॥

গঙ্গাং শ্রবন্ পপ্রছেত্যর্থঃ ॥ ১৫—১৬ ॥ অরালনেত্রে কুটিলনেত্রে ॥ ১৭—১৮ ॥ ধৰ্ম্মনিমিত্ত-  
 মেবেতি । অস্মাকং দাশানামাৰ্য্যধৰ্ম্মোহস্তুতি তন্নিমিত্তমিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥ ইত্যেবমিতি । বালা  
 দাশকন্ধ্যা সত্যবতী ইত্যেব উক্তা বিরতা বহুব ততো নৃপতিঃ কামাতুরঃ সন্ ত্বাং ভাষে ।  
 কিং ভাষে ইত্যত্রাহ মাং কুরুপ্রবীরং কুরুবংশনরপতিং পতিং কুরু পতিত্বেন মাং বৃণুতি

নির্জ্ঞান বনে একাকিনী অবস্থিতি করিতেছ ? চাকুলোচনে ! তোমার বিবাহ হইয়াছে  
 কি না আমাকে বল । কারণ, হে কুটিলকটাক্ষে ! তুমি কমনীয়া ও রমণীয়া । আমি তোমাকে  
 দেখিয়াই কামাতুর হইয়াছি । প্রিয়ে ! তুমি কে এবং কি করিতে ইচ্ছা করিতেছ তাহা  
 আমাকে সমস্তই বিস্তার করিয়া বল ॥ ১৬—১৭ ॥

সেই গঙ্গাপত্রলোচনা হৃদরী নরপতির এই কথার পর ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, রাজন্ !  
 আপনি আমাকে ধীরের কন্ধ্যা এবং পিতার আদেশাশ্রুবস্তিনী বলিয়া জানিবেন ॥ ১৮ ॥ নৃপবর !  
 আমি জাতিধৰ্ম্ম রক্ষার জন্য এই নৌকাখানি যমুনাঞ্জে বহনাবহন করি । অন্য আমার পিতা  
 গৃহে গমন করিয়াছেন ইহা আপনার নিকট সত্য বলিতেছি ॥ ১৯ ॥ ঋষিগণ ! সেই কন্ধ্যা  
 রাজাকে এই কথা বলিয়াই বিরত হইল । কিন্তু, কামাতুর নৃপতি তাহাকে পুনর্বার বলিলেন ।  
 হৃদরী ! আমি কুরুবংশীয় রাজা তুমি আমাকে পতিত্ব বরণ কর । দেখ, তোমার এই

ন চাস্তি পত্নী মম বৈ দ্বিতীয়া  
 ত্বং ধৰ্ম্মপত্নী ভব মে যুগাক্ষি ! ।  
 দাসোহস্মি তেহং বশগঃ সদৈব  
 মনোভবস্তাপয়তি প্রিয়ে ! মাম্ ॥ ২১ ॥  
 গতা প্রিয়া মাং পরিহৃত্য কাস্তা  
 নাত্মা বৃতাং বিধুরোহস্মি কাস্তে ! ।  
 ত্বাং বীক্ষ্য সৰ্ব্বাবয়বাতিরম্যাং  
 মনো হি জাতং বিবশং মদীয়ম্ ॥ ২২ ॥

শ্রদ্ধামৃতাস্বাদরসং নৃপস্য  
 বচোহতিরম্যং খলু দাশকন্যা ।  
 উবাচ তং সাত্ত্বিকভাবযুক্তা  
 কৃদ্ধাহতিধৈর্য্যং নৃপতিং স্নগন্ধা ॥ ২৩ ॥  
 যদাথ রাজন্ ! ময়ি ততথৈব  
 মন্যেহহমেতত্ত্বু বথা বচন্তে ।  
 নাস্মি স্বতন্ত্রা স্বমবেহি কামং  
 দাতা পিতা মেহর্থয় তং হুমাশু ॥ ২৪ ॥

ভাবঃ । তে তব যৌবনং বৃথা ন গচ্ছেদিত্যতোহহং বুঝীমীতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ২০ ॥ ইদানীং  
 সাপত্ন্যশঙ্কাং নিবাকুর্লমাহ ন চাস্তীতি । হে যুগাক্ষি ! মম দ্বিতীয়া পত্নী নাস্তি অতস্বং মম  
 ধৰ্ম্মপত্নী ভব ন তু কেবলমেতাবটৈব পর্য্যবসানং কিম্বহং তে বশগো দাসোহস্মীতি । মনো-  
 ভবঃ কন্দৰ্পঃ ॥ ২১ ॥ বিবশং কামাধীনমিতি যাবৎ ॥ ২২ ॥

অতিধৈর্য্যমিতি । অনেন সাপি কাণ্ডাতুরা জাতেনি বোধিতম্ ॥ ২৩ ॥ যদাথ রাজম্বিতি ।

সৌবন যেন বৃথা না যায় । তুমি সপত্নীর আশঙ্কা করিও না ; কারণ, আমার অন্য পত্নী নাই ।  
 যুগলোচনে ! তুমিই আমার ধৰ্ম্মপত্নী হও । প্রিয়ে ! আমি দাসের ছায়া সর্বদা তোমার  
 বশীভূত থাকিব । দেখ, কন্দর্পদেব আমাকে অতিশয় তাপিত করিতেছে । আমি পূর্বে বিবাহ  
 করিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু আমার সেই পত্নী আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন ; সেই  
 অবধি আমি অন্য পত্নী গ্রহণ করি নাই । হে সুন্দরি ! এক্ষণে, আমি তোমার সৰ্ব্বাবয়ব-  
 সৌন্দর্য্য দেখিয়া একেবারে কাতর হইরাছি, আমার মন অতিশয় চঞ্চল হইয়াছে,  
 (কোনরূপেই বশীভূত করিতে পারিতেছি না) ॥ ২০—২২ ॥

পদ্মগন্ধা ধীবরকন্তা, শাস্ত্রভূবাজের অতি রমণীয় অমৃততুল্যা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া  
 শাবিকভাষাক্রান্ত হইলেও অতিশয়ে ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিল ॥ ২৩ ॥

ন স্বৈরিণীহাস্যপি দাশপুঞ্জী  
 পিতুর্বশেহং সততং চরামি ।  
 স চেদদাতি প্রথিতঃ পিতা মে  
 গৃহাণ পাণিং বশগাহস্মি তেহহম্ ॥ ২৫ ॥  
 মনোভবস্তাং নৃপ ! কিন্দুনোতি  
 যথা পুনর্মাং নবর্যোবনাঞ্চ ।  
 ছনোতি তত্রাপি হি রক্ষণীয়া  
 ধৃতিঃ কুলাচারপরম্পরাস্থ ॥ ২৬ ॥

সূত উবাচ ।

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্যা নৃপতিঃ কামমোহিতঃ ।  
 গতৌ দাশপতের্গেহং তস্যা যাচনহেতবে ॥ ২৭ ॥

হে রাজন্ ! যন্তবাবিলম্বিতং তদেতন্মমাপ্যভিলম্বিতমিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥ ন স্বৈরিণী ন কুলটা-  
 হহমস্মি অপি তু কুলীনস্ত দাশস্ত পুঞ্জী ॥ ২৫ ॥ নহু ভংপিতা প্রপ্তব্য ইত্যবকাশঃ কামাঙ্কস্ত  
 মম নৈবাস্তীতি চেত্তরাহ মনোভব ইতি । যথা মাং পুনর্নবর্যোবনাং মনোভবো ছনোতি  
 ক্লেশয়তি তথা নৃপ ! ত্বাং কিং ছনোতি নৈব ছনোতি । পুরুষাপেক্ষয়া অষ্টগুণিতকামস্ত্রীষু  
 স্ত্রীয়াং তথাপ্যহং যথা ধৈর্য্যেণ ন বিহবলাম্মি । এবং ত্বয়া তত্রাপি কামোদ্ভবেহপি ধৃতিঃ  
 কুলাচারপরম্পরাস্থ রক্ষণীয়েত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

(ইত্যাকর্ণ্যেতি । তত্র ইত্যেতদ্বচঃ বচনং আকর্ণ্য শ্রদ্ধা কামমোহিতঃ সন্ তত্র সত্য-  
 বত্যা যাচনার্থং দাশপতের্গেহং গতঃ ॥ ২৭ ॥ দৃষ্টেতি । দাশঃ দীঘরঃ কুরুবংশীয়নরপতিঃ

রাজন্ ! আপনি যাহা বলিতেছেন তাহাতে আমি সম্মত আছি ; কেবল, আমাকে দেখিয়াই  
 যে আপনার মন চঞ্চল হইয়াছে তাহা নয়, আমারও এইরূপ জানিবেন ; কিন্তু, কি করিব  
 আমি স্বাধীন নাহি ইহা আপনি বিশেষরূপে অবগত হউন । আমার পিতা আমার সম্প্রদান-  
 কর্ত্তা । মহারাজ ! আপনি সত্বর তাঁহার নিকট আমার প্রার্থনা করুন ॥ ২৪ ॥ মহারাজ !  
 আমাকে কুলটা বিবেচনা করিবেন না । আমি সংকুলজাত দাশরাজের কন্যা । আমি সততই  
 পিতার আদেশানুক্রমে কার্য্য করিয়া থাকি । যদি তিনি প্রদান করেন তাহা হইলে  
 আপনি আমার পাণিগ্রহণ করুন, আমি আপনার বশীভূতা হইব ॥ ২৫ ॥ মহারাজ ! কন্দর্প  
 আপনাকে পীড়া প্রদান করিতেছে সত্য কিন্তু তদপেক্ষা আমাকে অধিকতর কষ্ট দিতেছে ;  
 কারণ, আমি নবর্যোবনাক্রান্তা । তথাপি কি করি, অগ্রে কুলাচারপরম্পরাগত ধৈর্য্য রক্ষা  
 করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ॥ ২৬ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! কন্দর্পবাণপীড়িত সেই শাস্ত্রস্থ নৃপতি সত্যবতীর এই কথা  
 শ্রবণ করিয়া তাহার প্রার্থনা জ্ঞাত দাশপতির গৃহে গমন করিলেন ॥ ২৭ ॥ দীঘর\*নৃপতিকে

দৃষ্ট্বা নৃপতিমাস্তং দাশোহতিবিস্ময়ং গতঃ ।

প্রণামং নৃপতেঃ কৃত্বা কৃতাজ্জলিরভাষত ॥ ২৮ ॥

দাশ উবাচ ।

দাসোহস্মি তব ভূপাল ! কৃতার্থোহহং তবাগমে ।

আজ্ঞাং দেহি মহারাজ ! যদর্থমিহ চাগমঃ ॥ ২৯ ॥

রাজোবাচ ।

ধর্মপত্নীং করিষ্যামি স্ত্রতামেতাং তবানঘ ! ।

ত্বয়া চেদীয়তে মহ্যং সত্যমেতদব্রুবীমি তে ॥ ৩০ ॥

দাশ উবাচ ।

কন্তারত্নং মদীয়ং চেদ্যত্বং প্রার্থয়সে নৃপ ! ।

দাতব্যং তু প্রদাস্যামি ন হৃদেয়ং কদাচন ॥ ৩১ ॥

তস্যঃ পুত্রো মহারাজ ! হৃদস্তে পৃথিবীপতিঃ ।

সর্বথা চাভিষেক্তব্যো নাথঃ পুত্রস্তবেতি বৈ ॥ ৩২ ॥

শস্ত্রমাগচ্ছন্তঃ দৃষ্ট্বা বিলোকা অতিবিস্ময়ং গতঃ । অত্যগস্তবঘটনযেতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥

দাসোহস্মীতি । হে ভূপাল ! অহং তব দাসোহস্মি তবাগমেনহং চরিতার্থশ্চ অধুনা ভবতঃ ইহ মম গৃহে যদর্থং আগমঃ আগমনং । আজ্ঞাং দেহি আজ্ঞাপয়েতি ভাবঃ ॥ ২৯ ॥

ধর্মপত্নীমিতি । ত্বয়া চেৎ যদি এষা কন্তা মহ্যং দীয়তে তর্হি এতাং তব স্ত্রতাং ধর্মপত্নীং করিষ্যামি ন তু কেবলং ভোগার্থমেব গ্রহীষ্যামীতি বিজ্ঞানীহি এতৎ সত্যং ব্রুবীমি । অনঘেতি সমুদ্যম্ মহতামপি তৎকন্তাগ্রহণাধিকারিত্বং প্রদর্শিতম্ ॥ ৩০ ॥

প্রার্থয়সে চেদিত্যম্বয়ঃ । দাতব্যং স্ববশ্যং দাতব্যমেবাশ্তি তদ্বস্ত্ব ন গৃহে স্থাপনীয়ং স্বাদৃশো যদি প্রার্থয়তে তদাবশ্যং দাস্তামি ॥ ৩১ ॥ পুত্রস্তবেতি বৈ ইতি । ইতি যদি তবেষ্টং তদা দাস্তামীত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

সমাগত দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াস্থিত হইল এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কৃতাজ্জলি-পূর্বক বলিল ॥২৮॥ মহারাজ ! আমি আপনাদাস, অদ্য আপনার সমাগমে কৃতার্থ হইলাম । রাজন্ ! কিজন্তু আমার গৃহে আগমন করিয়াছেন আজ্ঞা করুন তাহা সম্পন্ন করিব ॥ ২৯ ॥

শাস্ত্রমু নৃপতি এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, ধীবর ! তুমি অতিশয় পুণ্যশালী সন্দেহ নাই । এক্ষণে যদি তুমি আমাকে তোমার কন্তা প্রদান কর তাহা হইলে আমি তাহাকে আমার ধর্মপত্নী করিব ইহা তোমাকে সত্য বলিতেছি ॥ ৩০ ॥

ধীবর রাজার এই কথা শ্রবণ করিয়া উত্তর করিল, মহারাজ ! যাহা দাতব্য বস্তু তাহা অবশ্যই প্রদান করিতে হইবে, বিশেষত কন্তাধন কখনই অদেয় হইতে পারে না । অতএব,



সূত উবাচ ।

শ্রদ্ধা বাক্যং তু দাশস্য রাজা চিন্তাতুরোহভবৎ ।

গান্ধেয়ং মনসা কৃদ্ধা নোবাচ নৃপতিস্তদা ॥ ৩৩ ॥

কামাতুরো গৃহং প্রাপ্তশ্চিন্তাবিক্টো মহীপতিঃ ।

ন সন্মৌ বুভুজে নাথ ন স্মাপ গৃহং গতঃ ॥ ৩৪ ॥

চিন্তাতুরস্ত তং দৃষ্ট্বা পুত্রো দেবব্রতস্তদা ।

গত্বাপৃচ্ছন্ মহীপালং তদসন্তোষকারণম্ ॥ ৩৫ ॥

দুর্জয়ঃ কোহস্মি শত্রুস্তে কৰোমি বশগন্তব ।

কা চিন্তা নৃপশার্দূল ! সত্যং বদ নৃপোত্তম ! ॥ ৩৬ ॥

কিং তেন জাতেন স্ততেন রাজন !

দুঃখং ন জানাতি ন নাশয়েদ্যঃ ।

ঋণং গ্রহীতুং সমুপাগতোহসৌ

প্রাগ্জন্মজং নাত্র বিচারণাহস্মি ॥ ৩৭ ॥

গান্ধেয়ং মনসা রাজ্যাপিগং কৃদ্ধা প্রত্যুত্তরং নোবাচ । গান্ধেয়সদৃশে পুত্রে সতি কথমে-  
তস্তাঃ পুত্রায় রাজ্যং দেয়মিতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥ তস্তাঃ পুত্রায় রাজ্যদানেহনিষ্টেহপি সা স্থিষ্টে-  
বেত্যাহ । কামাতুর ইতি ॥ ৩৪ ॥ দেবব্রতো ভীষ্মঃ ॥ ৩৫—৩৬ ॥ দুঃখং পিতুরিতি শেষঃ । যো  
দুঃখং পিতুর্ন নাশয়তি স পুত্র ঋণং প্রাগ্জন্মনি গৃহীতং পিত্রা তদগ্রহীতুমাগতোহস্মীতি ।

আপনি যদি আমার এই কন্টারটাকে প্রার্থনা করেন তাহা হইলে অবশ্যই প্রদান  
করিতে হইবে । কিন্তু, মহারাজ ! আপনার ঔরসে এই কন্টার গর্ত্তে যে পুত্র জন্মগ্রহণ  
করিবে আপনার অস্ত্রে সেই পুত্রকেই রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে হইবে । আপনার অস্ত্র  
পুত্রকে অভিষিক্ত করিতে পারিবেন না ॥ ৩১—৩২ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! রাজা ধীবরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় চিন্তাতুর হই-  
লেন এবং গন্ধানন্দন ভীষ্মকে স্মরণ করত কোনও উত্তর করিলেন না । বরং সেইরূপ কামা-  
তুর অবস্থাতেই গৃহে বাইয়া স্নান ভোজন বা শয়ন কিছুই করিলেন না ॥ ৩৩—৩৪ ॥ অনন্তর  
দেবব্রত গান্ধেয় তাঁহাকে চিন্তাতুর দেখিয়া তাঁহার নিকটে বাইয়া অসন্তোষের কারণ  
জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩৫ ॥ হে নৃপবর ! আপনার কি কেহ দুর্জয় শত্রু আছে তাহা হইলে  
বলুন তাহাকে আপনার বশীভূত করিয়া দিতেছি । মহারাজ ! আপনার কি চিন্তা উপহিত  
হইয়াছে আমাকে সত্য করিয়া বলুন ॥ ৩৬ ॥ মহারাজ ! যে পুত্র পিতার দুঃখ জানিতে  
পারে না বা জানিয়াও তাহার নিরাকরণের উপায় করে না তাদৃশ পুত্রের জন্মতে কি  
প্রয়োজন ? সে নিশ্চয়ই পুর্নজন্মার্জিত ঋণ গ্রহণ করিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, ইহাতে

বিমুচ্য রাজ্যং রঘুনন্দনোহপি  
 তাতাজ্জয়া দাশরথিস্ত রামঃ ।  
 বনং গতো লক্ষ্মণজানকীভ্যাং  
 সঠৈব শৈলং কিল চিত্রকূটম্ ॥ ৩৮ ॥  
 স্তুতো হরিশ্চন্দ্রনৃপস্য রাজন্ !  
 যো রোহিতশ্চেতি প্রসিদ্ধনামা ।  
 ক্রীতোহথ পিত্রা বিপণোদ্যতশ্চ  
 দাসার্পিতো বিপ্রগৃহে তু নুনম্ ॥ ৩৯ ॥  
 তথাহিজিগৰ্ত্তস্য স্তুতো বরিত্তো  
 নাম্না শুনঃশেক ইতি প্রসিদ্ধঃ ।  
 ক্রীতস্ত পিত্রাপ্যথ যুপবন্ধঃ  
 সংমোচিতো গাধিস্তুতেন পশ্চাৎ ॥ ৪০ ॥  
 পিত্রাজ্জয়া জামদগ্ন্যেন পূৰ্ব্বং  
 ছিন্নং শিরো মাতুরিতি প্রসিদ্ধম্ ।  
 অকার্য্যমপ্যাচরিতঞ্চ তেন  
 গুরোরনুজ্ঞা চ গরীয়সী কৃত্য ॥ ৪১ ॥  
 ইদং শরীরং তব ভূপ ! তেন  
 ক্ষমোহস্মি নুনং বদ কিং করোম্যহম্ ।  
 ন শোচনীয়ং ময়ি বর্ত্তমানে-  
 হপ্যসাধ্যমর্থং প্রতিপাদয়াম্যদঃ ॥ ৪২ ॥

বিক্ তাদৃশং পুত্রমিত্যর্থঃ ॥ ৩৭—৩৮ ॥ স্তুত ইতি । দাসার্পিতো লক্ষণয়া দাসত্বেনার্পিত  
 ইত্যর্থঃ । ইয়ং কথা সপ্তমঙ্কে বক্ষ্যমাণা ॥ ৩৯ ॥ তথাহিজিগৰ্ত্তস্তেতি । ইয়মপি কথা সপ্তম-  
 ঙ্কে বক্ষ্যমাণা । গাধিস্তুতেন বিশ্বামিত্রেণ ॥ ৪০ ॥ পিত্রাজ্জয়েতি । গুরোরনুজ্ঞা গুরোঃ

আর বিচার কি ? ॥ ৩৭ ॥ দেখুন, রঘুনন্দন দশরথপুত্র রামচন্দ্র পিতার আজায় রাজ্য পরিত্যাগ  
 করিয়া লক্ষণ এবং জানকীর সহিত বনে যাইয়া চিত্রকূট পৰ্ব্বতে বাস করিয়াছিলেন ॥ ৩৮ ॥  
 মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের পুত্র প্রসিদ্ধনামা রোহিত পিতৃকর্তৃক বিক্রীত হইয়া ব্রাহ্মণগৃহে দাসত্ব  
 স্বীকার করিয়া পিতৃ-ঋণ পরিশোধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন ॥ ৩৯ ॥ এইরূপ শুনঃশেক নামে  
 প্রসিদ্ধ অজিগৰ্ত্তের পুত্র পিতৃকর্তৃক বিক্রীত হইয়া যুপবন্ধ হইয়াছিল ; পরে মহর্ষি বিশ্বামিত্র  
 তাঁহাকে বিমুক্ত করিয়াছিলেন ॥ ৪০ ॥ আর দেখুন, জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম পিতৃ আজায় নিজ  
 জননীর মন্তক ছেদন করিলেন ইহাও প্রসিদ্ধ আছে । তিনি ইহা অস্ত্রায় কাণ্ড করিয়া-

প্রব্রুহি রাজ্যন্তব কাহস্তি চিন্তা  
 নিবারয়াম্যদ্য ধনুর্গৃহীত্বা ।  
 দেহেন মে চেক্ষরিতার্থতা বা  
 ভবত্বমোঘা ভবতশ্চিকীর্ষা ॥ ৪৩ ॥  
 ধিক্ তং স্তূতং যঃ পিতুরীপ্সিতার্থং  
 ক্ষমোহপি সম প্রতিপাদয়েদ্ব্যং ।  
 জাতেন কিং তেন স্তূতেন কামং  
 পিতুর্ন চিন্তাং হি সমুদ্বরেদ্ব্যং ॥ ৪৪ ॥

সূত উবাচ ।

নিশম্যেতি বচস্তস্য পুত্রস্য শম্ভুর্নৃপঃ ।  
 লজ্জমানস্ত মনসা তমাহ হরিতং স্তূতম্ ॥ ৪৫ ॥  
 রাজোবাচ ।

চিন্তা মে মহতী পুত্র ! যস্ত্বমেকোহসি মে স্তূতঃ ।  
 শ্রোহতি বলবান্ মানী সংগ্রামেষ্পরাঙ্গুথঃ ॥ ৪৬ ॥

পিতুর্জন্মদগ্নেরিতার্থঃ ॥ ৪১ ॥ ক্ষমোহস্মি নুনমিতি । কিমপি ভবৎপ্রিয়ং কৰ্ত্ত্বং ক্ষমঃ সমর্থোহস্মি  
 অধুনাং কিং করোমীতি বদ ময়া কিংকৰ্ত্তব্যমিতি বদেত্যর্থঃ । অদঃ ইদমিত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥  
 দেহেনেতি । যদি কার্য্যকরণে মম দেহঃ পততি তদা দেহেন চরিতার্থতা মম জাতা মম দেহঃ  
 সার্থকো জাতঃ । অথবা কার্য্যং জাতং তদা ভবতশ্চিকীর্ষা অমোঘা সফলা জাতা উভয়তো-  
 হপি ফলমেবাহস্তীত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥ সমুদ্বরেদ্ব্যং ॥ ৪৪ ॥

(নিশম্যেতি । নৃপঃ শম্ভুঃ তস্ত পুত্রস্ত বচো নিশম্য শ্রদ্ধা মনসা লজ্জমানঃ সন্ বক্ষ্যমাণঃ  
 বাক্যমাহ ॥ ৪৫ ॥ চিন্তা ইতি । হে পুত্র ! মে মম মহতী চিন্তা জাতা যতন্ত্বং মে একঃ স্তূতঃ

ছিলেন সত্য, কিন্তু পিতার আজ্ঞাকেই গুরুতর করিয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥ মহারাজ ! আমার  
 এই শরীর আপনারই জানিবেন, আমি আপনার প্রিয়কার্য্য করিতে সমর্থ ইহা সত্য  
 জানিবেন ; অতএব কি করিতে হইবে বলুন । আমি জীবিত থাকিতে আপনার শোক করা  
 উচিত নয় । আপনি যাহা বলিবেন তাহা অসাধ্য হইলেও সম্পন্ন করিব ॥ ৪২ ॥ রাজন !  
 আপনার মনে কি চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে আমাকে বলুন, আমি ধনু গ্রহণ করিয়া অদ্যই  
 তাহা নিবারণ করিব । আর যদি কার্য্য সম্পন্ন করিতে আমার দেহ বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে  
 আমার দেহ দ্বারা কৃতার্থতা লাভ হইল ; অন্তথা কার্য্যসিদ্ধ হইলে আপনার ইচ্ছা সফল  
 হইল, অতএব এ বিষয়ে উভয়তই মঙ্গল ॥ ৪৩ ॥ মহারাজ ! যে পুত্র সমর্থ হইয়াও পিতার  
 অভিলষিত কার্য্য সম্পন্ন না করে তাহাকে ধিক্ ! আর যে পুত্র পিতার চিন্তা দূর করিতে  
 না পারে সে পুত্রের জন্মগ্রহণ করিয়াই বা কি ফল ? ॥ ৪৪ ॥

একাপত্যস্য মে জাত ! বৃথেনং জীবিতং কিল ।

মৃত্যে স্থয়ি মৃধে কাপি কিং করোমি নিরাশ্রয়ঃ ॥ ৪৭ ॥

এষা মে মহতী চিন্তা তেনাদ্য দুঃখিতোহস্ম্যহম্ ।

নান্যা চিন্তাস্তি মে পুত্র ! যাং তবাগ্রে বদাম্যহম্ ॥ ৪৮ ॥

সূত উবাচ ।

তদাকর্ণ্যাথ গান্ধেয়ো মস্ত্রিবৃদ্ধানপুচ্ছত ।

ন মাং বদতি ভূপালো লজ্জয়াদ্য পরিপ্লুতঃ ॥ ৪৯ ॥

বিত্ত বার্তাং নৃপস্যাদ্য পৃষ্ঠা যুয়ং বিনিশ্চয়াৎ ।

সত্যং ব্রুবন্ত মাং সর্বং তৎ করোমি নিরাকুলঃ ॥ ৫০ ॥

তচ্ছ্রুত্বা তে নৃপং গতা সংবিজ্ঞায় চ কারণম্ ।

শশংস্তুর্বিদিতার্থস্ত গান্ধেয়স্তদচিন্তয়ৎ ॥ ৫১ ॥

তোহপি অতি বলবান্ শূরঃ মানী সংগ্রামেষ্ অপরাযুগঃ জীবিতনিরপেক্ষঃ ॥ ৪৬ ॥) মৃধে যুদ্ধে কস্মাৎ ॥ ৪৭ ॥ (এষা মে মহতীতি । অদ্য ইদানীং এষেব মে মহতী চিন্তা সমুপস্থিতা অতোহহং দুঃখিতঃ অপরা কাপি চিন্তা নাস্তি যাং তবাগ্রে অহং বদামি ॥ ৪৮ ॥

তদাকর্ণ্যেতি । গান্ধেয়ঃ গন্ধায়া অপত্যং পুমান্ ভীষ্মঃ । পিতৃবাক্যমাকর্ণ্য মস্ত্রিবৃদ্ধান্ অপুচ্ছত পরিপ্লুতঃ ব্যাপ্তঃ লজ্জয়াক্রান্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥) বিবেচ্যেতি । যুয়ং পৃষ্ঠা নৃপস্ত বার্তাং বিত্ত জানীত ॥ ৫০ ॥

বিদিতার্থো জ্ঞাতার্থঃ ॥ ৫১ ॥ (সহিতস্তিরিতি । তৈঃ মস্ত্রিভিঃ সহ দাশস্ত্র ধীবরপতেঃ সন্দনং গৃহং আগু জগাম । প্রেমপূর্ব্বং প্রীতিপূর্ব্বকং জাহ্নবীস্রুতঃ গন্ধানন্দনো ভীষ্মঃ ॥ ৫২ ॥ পিত্রে

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! মহারাজ শান্তনু, পুত্র ভীষ্মদেবের এই কথা শ্রবণ করিয়া মনে মনে লজ্জিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন ॥ ৪৫ ॥ পুত্র ! আমার চিন্তা অতিশয় গুরুতর ; দেখ তুমি অতিশয় বলবান্ বীরপুরুষ শৌর্য্যাভিমानी . সংগ্রামে অপরাযুগ একমাত্র পুত্র । অতএব, বৎস ! যে পিতার একমাত্র পুত্র তাহার জীবন রূপা ; কারণ, সহসা যদি কোন যুদ্ধে মৃত্যু হয় তাহা হইলে আমি একেবারে নিরাশ্রয় হইয়া তখন কি করিব ॥ ৪৬—৪৭ ॥ পুত্র ! এইটাই আমার গুরুতর চিন্তা এবং এই জন্তই অদ্য আমি দুঃখিত হইয়াছি । আমার অন্ত আর কোন চিন্তা নাই যে তোমার নিকট বলিব ॥ ৪৮ ॥

ঋষিগণ ! গন্ধানন্দন পিতার তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মস্ত্রিগণকে বলিলেন; মহারাজ লজ্জায় আকুল হইয়া আমাকে কিছুই বলিতেছেন না । আপনারা রাজাকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার মনোগত ভাব নিশ্চয়রূপে অবগত হইয়া আমাকে সত্য করিয়া বলুন । তাহা হইলে আমি নিরাকুল হইয়া সে সমস্ত কার্য্যই সম্পন্ন করিব ॥ ৪৯—৫০ ॥

মস্ত্রিগণ ইহা শ্রবণ করিয়া নৃপসমীপে গমন করত তাঁহার মনোগত ভাব অবগত হইয়া গান্ধেয়কে বলিলেন । ভীষ্মও সমস্ত বিষয় জানিতে পারিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৫১ ॥

সহিতৈস্তুর্জগামাশু দাশস্য সদনং তদা ।

প্রেমপূর্ব্বমুবাচেদং বিনত্রো জাহুবীজতঃ ॥ ৫২ ॥

গাঙ্গেয় উবাচ ।

পিত্রে দেহি স্ততাশ্চেহদ্য প্রার্থয়ামি স্মদ্যমাম্ ।

মাতা মেহস্ত স্ততেয়ং তে দাসোহস্ম্যস্যাঃ পরস্তপ ! ॥ ৫৩ ॥

দাশ উবাচ ।

ঋং গৃহাণ মহাভাগ ! পত্নীং কুরু নৃপায়জ ! ।

পুত্রোহস্য ন ভবেদ্রাজা বর্তমানে ত্বয়ীতি বৈ ॥ ৫৪ ॥

গাঙ্গেয় উবাচ ।

মাতেষ্যং মম দাশেয়ী রাজ্যং নৈব কঁরোম্যহম্ ।

পুত্রোহস্যঃ সর্ব্বথা রাজ্যং করিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৫৫ ॥

দাশ উবাচ ।

সত্যং বাক্যং ময়া জ্ঞাতং পুত্রস্তে বলবান্ ভবেৎ ।

সোহপি রাজ্যং বলাৎ নুনং গৃহীয়াদিতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৫৬ ॥

দেহীতি । ইমাং তে স্মদ্যমাং কন্ধ্যাং অহং প্রার্থয়ামি কৃত ইতি চেৎ তত্রাহ পিত্রে দেহীতি  
অদ্য প্রভৃতি ইয়ং মম মাতাস্ত । পরস্তপেতি সোধোনাং রাজ্ঞশ্চরত্বেন তস্ত ভাবিস্তত্ত্বং  
স্মৃতিতম্ ॥ ৫৩ ॥

ঋং গৃহাণেতি । হে মহাভাগ নৃপায়জ ! ঋং ইমাং কন্ধ্যাং গৃহাণ পত্নীং কুরু অন্তথা ঋং-  
পিতৃগৃহীত্যাশ্চেষদিত্যর্থঃ অস্তাঃ পুত্রঃ ঋরি বর্তমানে রাজ্যাধিকারী ন ভবিষ্যতীতি ॥ ৫৪ ॥

মাতেষ্যমিতি । ইয়ং দাশেয়ী দাশকন্ধ্যা মম মাতা স্তাং অহং রাজ্যং ন করিষ্যামি অস্তাঃ  
ভবৎ-কন্ধ্যাঃ পুত্রঃ সর্ব্বথা রাজ্যং করিষ্যতি অত্র কোহপি সংশয়ো নাস্তীতি বোধ্যম্ ॥ ৫৫ ॥

সত্যং বাক্যমিতি । ঋং যদাপি সত্যবাক্যতয়া রাজ্যং ন করিষ্যামি তথাপি ঋংসুতস্ত  
বলাদ্রাজ্যং গৃহীয়াস্মদেহৌহিঃস্তুত্যাং ॥ ৫৬ ॥

অনন্তর গঙ্গাপুত্র সেই মদ্রিগণের সহিত অবিলম্বে ধীবরগৃহে গমন করিলেন এবং বিনত  
হইয়া প্রীতিসহকারে বলিলেন ॥ ৫২ ॥ হে ধীবরবর ! তুমি এক্ষণে তোমার শত্রুদিগকে  
উত্তপ্ত করিবে সন্দেহ নাই । কারণ, আমি এক্ষণে প্রার্থনা করিতেছি, তোমার স্মদ্যমা কন্ধ্যা-  
টিকে আমার পিতাকে প্রদান কর । ইনি আমার মাতা হউন এবং আমি ইহার বাস হই ॥ ৫৩ ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া ধীবর কহিল, হে রাজপুত্র ! আপনি মহাভাগ্যশালী ; অতএব,  
আপনিই গ্রহণ করুন, এই কন্ধ্যা আপনারই পত্নী হউক । কারণ, রাজা গ্রহণ করি-  
আপনি জীবিত থাকিতে ইহার পুত্র রাজা হইতে পারিবে না ॥ ৫৪ ॥

ভীষ্ম বলিলেন, ধীবর ! তোমার এই কন্ধ্যাকে আমার মাতা বলিয়া জানিবে । দেখ, আমি  
রাজ্য গ্রহণ করিব না । ইহার পুত্রই রাজ্য গ্রহণ করিবে তদ্বিষয়ে কোনও সংশয় নাই ॥ ৫৫ ॥

পাঙ্গেয় উবাচ ।

ন দারসংগ্রহং নুনং করিষ্যামি হি সর্বথা ।

সত্যং মে বচনং তাত ! ময়া ভীষ্মং ব্রতং কৃতম্ ॥ ৫৭ ॥

সূত উবাচ ।

এবং কৃতাং প্রতিজ্ঞাং তু নিশম্য ঋষজীবকঃ ।

দর্দো সত্যবতীং তস্মৈ রাজ্ঞে সর্বাঙ্গশোভনাম্ ॥ ৫৮ ॥

অনেন বিধিনা তেন ব্রতা সত্যবতী প্রিয়া ।

ন জানাতি পরং জন্ম ব্যাসস্য নৃপসন্তমঃ ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে

সত্যবতীপরিণয়ো নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ময়া বিবাহে ক্লৃতে সত্যোত্তমম্ । ততো বিবাহমেবাহং ন করিষ্যামীতি ভীষ্মং ভয়ঙ্করং  
ব্রতং ময়া কৃতমিতি জানীহি ॥ ৫৭ ॥

ঋষজীবকো মৎস্তজীবনো দাশরাজঃ ॥ ৫৮ ॥ নমু ব্যাসমাতা অশ্বিনী কথং তেন বিবাহিতেতি চেতত্রাহ ন জানাতিতি । তদ্বদরে ব্যাসস্ত জন্ম রাজা ন জানাতি । কঠৈবৈয়মিতি নিশ্চিতমতিরিত্যর্থঃ । এতেন ধর্মজ্ঞেন রাজ্ঞা কথং দাশকল্যাহস্ত্রী বিবাহিতেতি দূষণং নিরস্তম্ । কামাতুরস্বাক্ষায়াং মপ্যাচরিতমহো ভগবত্য্য অস্তর্যামিকপিণ্য অয়ং মহিমা যদকার্যমপি মহত্ত্বিঃ কারয়তি কারয়িত্বা চ সোপাসনাং বনেন সর্বাঙ্গমহীকরোতীতি । অতএব বক্ষ্যতি সপ্তম-  
স্কন্ধে সৌমহর্যোদ্ভবা রাজানঃ সর্বৈ শত্রুপাসনয়া মহত্বং প্রাপ্তা ইতি ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ইহা শ্রবণ করিয়া ধীবর কহিল, রাজকুমার ! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা আমি  
সত্য বলিয়া জানিলাম ; কিন্তু, যদি আপনার পুত্র বলবান্ হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি  
বলপূর্নক রাজ্য গ্রহণ করিবেন ॥ ৫৬ ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া গাঙ্গেয় কহিলেন, তাত ! আমি কখনই দারপরিগ্রহ করিব না  
ইহা সত্য বলিতেছি । অন্য প্রভৃতি আমি এই ভয়ানক গুরুতর ব্রত অবলম্বন করি-  
লাম ॥ ৫৭ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! মৎস্তজীবী সেই ধীবর গঙ্গানন্দনের এইরূপ প্রতিজ্ঞা শ্রবণ  
করিয়া সর্বাঙ্গমন্দরী সত্যবতী কন্যা মহারাজ শান্তনুকে প্রদান করিল ॥ ৫৮ ॥ নৃপবর  
শান্তনুও এইরূপে সত্যবতীকে পত্নী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কিন্তু সেই নৃপবর ব্যাসদেবের  
জন্মবিষয়ে কিছুই অবগত ছিলেন না ॥ ৫৯ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণশ্রীমদ্দেবীভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে

সত্যবতীপরিণয় নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ❀ ॥

## যষ্ঠোঃধ্যায়ঃ”।

### সূত উবাচ ।

এবং সত্যবতী তেন বৃত্তা শস্ত্রমুনা কিল ।

দ্বৌ পুত্রৌ চ তথা জাতৌ মৃতৌ কালবশাদপি ॥ ১ ॥

ব্যাসবীৰ্য্যাত্ম সঞ্জাতো ধৃতরাষ্ট্রৌহন্ধ এব চ ।

মুনিং দৃষ্টৌহথ কামিত্যা নেত্রসংমীলনে কৃতে ॥ ২ ॥

শ্বেতরূপা যতো জাতা দৃষ্টৌ ব্যাসং নৃপাক্ষজা ।

ব্যাসকোপাং সমুৎপন্নঃ পাণ্ডুস্তেন ন সংশয়ঃ ॥ ৩ ॥

সম্ভোষিতস্তয়া ব্যাসো দাস্ত্যা কামকলাবিদা ।

বিভূরস্ত্র সমুৎপন্নো ধৰ্ম্মাংশঃ সত্যবাক্ শুচিঃ ॥ ৪ ॥

একদশতিপদৈস্ত ব্যাসাং পুত্রত্রয়োক্তয়ঃ ।

পাণ্ডবানান্তগোৎপত্তিঃ সংক্ষেপাদিহ কথ্যতে ॥

তৃতীয়াধ্যায়ে যে প্রমাণঃ কৃতান্তেষাং সর্বেষামুত্তরমেতৎপর্য্যন্তং দত্তম্ । কথং গোলকা-  
বৃংপাদিতাবিতি শঙ্কা কেবলমবশিষ্টা তদর্থমাহ এবং সত্যবতীতি । দ্বৌ পুত্রৌ চিত্রাঙ্গদ-  
বিচিত্রবীৰ্য্যৌ । বংশাভাবে গোলকাবপ্যুৎপাদনীয়াবিতি বেদাঙ্ক্যা গোলকৌ বংশসংরক্ষণার্থ-  
মুৎপাদিতাবিত্যাহ কালবশাদপীতি । ইদমুত্তরাব্যাপি । যতো বংশোচ্ছেদকালঃ সমাগত-  
স্তদ্বশাদেবেত্যর্থঃ । এতেন পার্থিকেন ব্যাসেন কথং ভ্রাতৃত্বাৰ্য্যাগমনং কৃতমিতি শঙ্কা  
নিরস্তা । বংশোচ্ছেদপ্রাপ্তাবেতাৎপৰ্য্যকরণে বেদাঙ্ক্যাঃ সত্যবতীতি । ইদং কলিযুগাতি-  
রিত্তপরম্ ॥ ১ ॥ অন্ধ্রে নিমিত্তমাহ মুনিং দৃষ্টৌতি । জটিলং ব্যাসং দৃষ্টৌ তত্রাহুরাগা-  
ভাবেন স্ত্রিয়া নেত্রনিমীলনে কৃতে সতি তন্নিমিত্তবশাদন্ধৌ জাত ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥ শ্বেত-  
রূপেতি মুনিং দৃষ্টৌ তত্রাহুরাগাভাবান্নিলোভা শ্বেতা জাতেতি হেতোঃ । স্বশ্রিত্তুরাগা-  
ভাবান্ন্যাসস্ত কোপ উৎপন্নস্তান্ধ্যেতোঃ পুত্রঃ পাণ্ডুঃ শ্বেত উৎপন্নঃ ॥ ৩ ॥ যদা পুনর্বীৰ্য্যে

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! সেই শাস্ত্রমু নৃপতি এইরূপে সত্যবতীকে বিবাহ করেন ।  
পরে, সত্যবতীগর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীৰ্য্য নামে তাঁহার দুই পুত্র উৎপন্ন হয়, কিন্তু কাল-  
গতিবশত যৌবনকালেই তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল ॥ ১ ॥ অনন্তর, ব্যাসের ঔরসে  
ধৃতরাষ্ট্র জন্মগ্রহণ করেন । অধিকাদেবী বেদব্যাসকে দেখিয়া নয়ন মুজ্জিত করিয়াছিল বলিয়া  
ধৃতরাষ্ট্র জন্মাক্ষ হইয়াছিলেন ॥ ২ ॥ (ইহাকে অন্ধ দেখিয়া সত্যবতী ব্যাসদেবকে অস্ত্র পুঞ্জের  
উৎপত্তির জন্ত পুনরায় অরুণোদয় করায়) নৃপকন্ডা অশালিকা বেদব্যাসকে দেখিয়া পাণ্ডুবর্ণ  
হইয়াছিল বলিয়াই দ্বিতীয় পুত্র ব্যাসকোপে পাণ্ডু হইয়াছিল ॥ ৩ ॥ অনন্তর, বেদব্যাস যতি-

রাজ্যে সংস্থাপিতঃ পাণ্ডুঃ কনীয়ানপি মস্ত্রিভিঃ ।  
 অন্ধজ্ঞান্ তরাষ্ট্রোহসৌ নাধিকারে নিয়োজিতঃ ॥ ৫ ॥  
 ভীষ্মশ্চানুমতে রাজ্যং প্রাপ্তঃ পাণ্ডুর্মহাবলঃ ।  
 বিদুরোহপ্যথ মেধাবী মন্ত্রকার্যে নিয়োজিতঃ ॥ ৬ ॥  
 ধৃতরাষ্ট্রশ্চ ধ্বে ভার্য্যে গান্ধারী সৌবলী স্মৃতা ।  
 দ্বিতীয়া চ তথা বৈশ্য গার্হস্থ্যে প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৭ ॥  
 পাণ্ডোরপি তথা পল্লো ধ্বে প্রোক্তে বেদবাদিতঃ ।  
 শৌরসেনী তথা কুন্তী মাদ্রী চ মদ্রদেশজা ॥ ৮ ॥  
 গান্ধারী স্নযুবে পুত্রশতং পরমশোভনম্ ।  
 বৈশ্যাপ্যেকং স্মৃতঃ কান্তঃ যুয়ংস্নঃ স্নযুবে প্রিয়ম্ ॥ ৯ ॥

বিচিহ্নবীৰ্য্যপত্নী প্রেথিতা সান গতা । তয়া স্বকীয়া দাসী প্রেথিতা তয়া শূদ্রাদিরাসৈঃ  
 কামকলাবিদা কামশাস্ত্রাভিজ্ঞয়া দাস্য্য বাসঃ সন্তোষিতস্তংসন্তোষবশাং সম্যক্ পুত্রো  
 বিহর উৎপন্নঃ ॥ ৪ ॥ অগমাদ্যায়মারভ্যতাবৎপর্য্যন্তমুষ্টিভির্থে যে প্রমাঃ কৃতান্তেবা-  
 মুত্তরমেতৎপর্য্যন্তং স্মৃতেন ক্রমেণ, দত্তমিতঃ পরমপৃষ্টমপ্যৃষিভিঃ পাণ্ডবাখ্যানং জনমেজয়-  
 পর্য্যন্তং স্মৃতেন কথ্যতে । তৎপ্রয়োজনং স্বগ্রে জনমেজয়ায় স্বপূৰ্ণজহুর্গতিগতপাণ্ডবোদ্ধারার্থং  
 ব্যাসো দেবীভাগবতং কথয়ামাসেতি বক্তব্যমস্মি । তত্র কে পাণ্ডবাঃ কিঞ্চ তৈহু বিতমা-  
 চরিতং কো জনমেজয় ইত্যাকাঙ্ক্ষা স্মাত্মমিবৃত্তার্থং প্রকৃতমপৃষ্টমপ্যাখ্যানং পাণ্ডবানাং  
 বক্তৃমারভতে রাজ্যে সংস্থাপিত ইতি । নহু শুকায় ভাগবতোপদেশসময়ে জনমেজয়োৎ-  
 পত্তাভাবেন জনমেজয়ায়োপদিষ্টং ভাগবতমিতি কথা শুকোপদিষ্টভাগবতেহসঙ্গতেতি চেন্ন ।  
 ব্যাসস্ত সৰ্ব্বজ্ঞেয় জনমেজয়ং প্রতোবাং বক্তাহমীতিত্ৰিপ্রায়েণ পূৰ্ণমেব গ্রহণং ভবিষ্যখ্যান-  
 ঘটং কৃৎযা শুকায়োপদিদেদেতি কল্পনাং ॥ ৫—৬ ॥ সৌবলী স্ববলশ্রুপত্যং কহা ॥ ৭ ॥  
 শূরসেনশ্রুপত্যং কহা শৌরসেনী । মদ্রদেশজা মদ্রদেশরাজহেতুার্থঃ ॥ ৮ ॥ (গান্ধারী গান্ধার-  
 দেশীয়রাজকন্যা পুত্রাণাং হৃষ্যোধনাদীনাং শতং শতসংখ্যাকং স্নযুবে বৈশ্যকথ্যপি একং  
 যুয়ংস্নানাং পুত্রং স্নযুবে ॥ ৯ ॥ কুন্তী তু কুন্তিভোজপালিতা রাজঃ শূরসেনজ হৃহিতা কহা

কোহিদা দাসীর আরাধনায় সম্ভষ্ট হইয়াছিলেন এজন্ত দাসীর গর্ভে সত্যবাদী পবিত্রাশ্রা  
 বিহর ধর্ম্মাংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন ॥ ৪ ॥ মস্ত্রিগণ ধৃতরাষ্ট্রকে অন্ধ দেখিয়া রাজ্যাদিকারে  
 নিয়োজিত না করিয়া পাণ্ডু করিষ্ঠ হইলেও তাহাকেই রাজ্যে স্থাপন করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥  
 সেই মহাবল পাণ্ডু ভীষ্মদেবের অমুমতিতেই রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং মেধাশালী বিদুরও  
 তাঁহার মন্ত্রণাকার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছিলেন ॥ ৬ ॥ স্ববলরাজ কহা গান্ধারী আর একটা বৈশ্য  
 কহা এই দুইটা ধৃতরাষ্ট্রের ভার্য্যা । তন্মধ্যে দ্বিতীয়া জ্ঞী বৈশ্যকহা গৃহস্থ কার্য্যেই অমরকন্যা  
 ছিল ॥ ৭ ॥ ঐক্লপ পাণ্ডুরও রাজা শূরসেনকহা কুন্তী এবং মদ্ররাজহৃহিতা মাদ্রী এই দুইটা  
 পত্নী ছিল ॥ ৮ ॥ ধৃতরাষ্ট্রপত্নীমধ্যে গান্ধারী স্নশোভন শত পুত্র এবং বৈশ্য সৰ্ব্বজনপ্রিয়



কুন্তী তু প্রথমং কন্যা সূর্য্যাং কর্ণং মনোহরম্ ।  
 স্রম্ববে পিতৃগেহস্থা পশ্চাৎ পাণ্ডুপরিগ্রহঃ ॥ ১০ ॥  
 ঋষয় উচুঃ ।

কিমেতৎ সূত ! চিত্রং স্বং ভাষসে মুনিসত্তম ! ।  
 জনিতশ্চ স্রুতঃ পূৰ্ব্বং পাণ্ডুনা সা বিবাহিতা ॥ ১১ ॥  
 সূর্য্যাং কর্ণঃ কথং জাতঃ কন্যায়াং বদ বিস্তরাৎ ।  
 কন্যা কথং পুনর্জাতা পাণ্ডুনা সা বিবাহিতা ॥ ১২ ॥  
 সূত উবাচ ।

শূরসেনহতা কুন্তী বালভাবে যদা দ্বিজাঃ ! ।  
 কুন্তিভোজেন রাজ্ঞা তু প্রার্থিতা কন্যকা শুভা ॥ ১৩ ॥  
 কুন্তিভোজেন সা বাল্য পুত্রী তু পরিকল্পিতা ।  
 দেবনার্থং তু দীপ্তশ্রু বিহিতা চারুহাসিনী ॥ ১৪ ॥

সতী অনুচাপীতার্থঃ মন্ত্রবলেনাকৃষ্টাং সূর্য্যাং মনোহরং রূপবন্তং কর্ণং প্রসূতবতী । কুত্র স্রম্ববে ইতি চেৎ তত্রাহ পিতৃগেহস্থা । পশ্চাৎ পাণ্ডোঃ পরিগ্রহঃ ততঃ পরং রাজ্ঞা পাণ্ডুনা পরি-  
 গৃহীতা বিবাহিতা ॥ ১০ ॥ )

জনিত উৎপাদিতঃ । বিবাহিতায়াঃ পুনর্নিবাহোহসম্ভব ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ পিত্রা যদি  
 সা ন বিবাহিতা তহি সূর্য্যাং কর্ণঃ কথমুৎপন্নঃ কন্যাবস্থায়াং ব্যভিচারযোগেৎপত্তৌ তু পুনঃ  
 কন্যা কথং জাতা কন্যাস্থাবাবে পাণ্ডুনা কথং সা বিবাহিতেতাহ সূর্য্যাং কর্ণ ইতি ॥ ১২ ॥  
 যদেতি । বাল্যভাবে যদা স্তিতা কুন্তী তদা কুন্তিভোজেন রাজ্ঞা মম কন্যা নাস্তি ভবৎকন্যা  
 সমাধ্বিত প্রার্থিতঃ শূরসেনস্তনৈ কন্যাং দত্তবানিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥ দীপ্তশ্রুহোত্রস্থিতস্তাশ্লোঃ ॥ ১৪ ॥

একমাত্র পুত্র যুৎসুকে প্রসব করিয়াছিল ॥ ৯ ॥ পাণ্ডুপত্নী কুন্তী প্রথমে কন্যা অবস্থায় পিতৃ  
 গৃহে থাকিয়াই সূর্য্য হইতে মনোহর কর্ণকে প্রসব করিয়াছিলেন, ইহার কিছু দিন পরে  
 পাণ্ডুর সহিত তাঁহার বিবাহ হয় ॥ ১০ ॥

ঋষিগণ স্রুতমুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, মুনিবর সূত ! তুমি একরূপ আশ্চর্য্য  
 কথা বলিতেছ । পূৰ্ব্বে যাহার পুত্র হইয়াছিল, পাণ্ডুরাজ তাহাকেই বিবাহ করিয়া-  
 ছিলেন ? ॥ ১১ ॥ সূত ! কুন্তীর কন্যা অবস্থায় কর্ণ সূর্য্য হইতে কিরূপে জন্মিয়াছিল তাহা  
 বিস্তৃতরূপে আমাদিগকে বল । আর যদি কুন্তীর সম্ভান হইয়াছিল তাহা হইলে পুনর্বার  
 কিরূপে তিনি কন্যা হইলেন এবং পাণ্ডুই বা কি করিয়া তাহাকে বিবাহ করিলেন ॥ ১২ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! শূরসেন কন্যা কুন্তীর বাল্যাবস্থায় কুন্তিভোজ-রাজ তাহাকে নিজ-  
 কন্যা করিবার মানসে প্রার্থনা করেন ॥ ১৩ ॥ অনন্তর, কুন্তিরাজ সেই চারুহাসিনী কন্যাকে  
 নিজকন্যারূপে লালন পালন করেন । পরে কুন্তীর কিঞ্চিৎ বোধের উদয় হইলে তাহাকে অগ্নি-  
 হোত্রীয় বহির পরিচর্য্যার জ্ঞান নিয়োজিত করিলেন ॥ ১৪ ॥ পরে এক দিবস চাতুর্মাস্য-ত্রতাবগমী

দুর্কাসাস্ত্র মুনিঃ প্রাপ্তশ্চাতুর্ভাশ্চে স্থিতো দ্বিজঃ ।  
 পরিচর্য্য কৃত্য কুন্ত্যা মুনিস্তোষণং জগাম হ ॥ ১৫ ॥  
 দদৌ মন্ত্রং শুভং তস্মৈ যেনাহুতঃ সুরঃ স্বয়ম্ ।  
 সমায়াতি তথা কামং পূরয়িষ্যতি বাঞ্ছিতম্ ॥ ১৬ ॥  
 গতে মুনৌ ততঃ কুন্তী নিশ্চর্য্যার্থং গৃহে স্থিতা ।  
 চিন্তয়ামাস মনসা কং সুরং সংবিচিন্তয়ে ॥ ১৭ ॥  
 উদিতশ্চ তদা তানুস্তয়া দৃষ্টৌ দিবাকরঃ ।  
 মন্ত্রোচ্চারং তথা কৃত্বা চাহুতস্তিগ্ধগুস্তদা ॥ ১৮ ॥  
 মণ্ডলান্মানুসং রূপং কৃত্বা সর্বাতিপেশলম্ ।  
 অবাতরভদ্রদাক্ষাশাং সগীপে তত্র মন্বিরে ॥ ১৯ ॥  
 দৃষ্ট্বা দেবং সমায়াস্তং কুন্তী তানুং হ্রবিস্মিতা ।  
 বেপনানা রজোদোষণং প্রাপ্তা সদ্যস্ত ভাগিনী ॥ ২০ ॥  
 কৃতাজ্জলিঃ স্থিতা সূর্য্যং বভাষে চারুলোচনা ।  
 স্প্রীতা দর্শনেনাদ্য পচ্ছ ত্বং নিজমণ্ডলম্ ॥ ২১ ॥

(কুন্ত্যা দৈবমন্ত্রপ্রাপ্তেঃ কারণং হৃদয়গ্রাহ দুর্কাসাস্ত্রিতি । চাতুর্ভাশ্চত্রেতে স্থিতঃ সন্ কুন্তিভোজ-  
 গৃহং প্রাপ্তঃ । ততঃ কুন্ত্যস্ত পরিচর্য্যা কৃত্য অতো মুনিদুর্কাসাঃ তোষণং জগামেত্যশ্বয়ঃ ॥১৫॥)  
 যেন মন্ত্রেণ সুরো বা যো বা কো বা সমায়াতি সমায়াস্তি ॥১৬॥ (গতে মুনাবিতি । মুনৌ দুর্কাস-  
 স্মিগতে সতি কুন্তী গৃহস্থিতা মন্ত্রনিশ্চর্য্যার্থং কং দেবং অহং সংবিচিন্তয়ে চিন্তয়ামীতি মনসা  
 চিন্তয়ামাস ॥ ১৭ ॥ উদিতশ্চেতি । যদা কুন্তী চিন্তয়তি তন্মিন্ কালে ভাহুঃ কিরণমালী দিবাক-  
 রঃ উদিতো কুন্ত্যা দৃষ্টঃ । অতন্তয়া মন্ত্রোচ্চারং কৃত্বা স দেবস্তিগ্ধগুঃ তিগ্ধা তীব্রা উচ্ছা  
 ইতি যাবৎ গাবঃ রশ্ময়ো যন্ত স সূর্য্যঃ আহুতঃ ॥ ১৮ ॥) পেশলং সুন্দরম্ ॥ ১৯ ॥ রজোদোষণং

দুর্কাসা ঋষি সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন, কুন্তী তাঁহার সেবা করিলে পর তিনি অতি-  
 শয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে একটা মন্ত্র প্রদান করেন । এই মন্ত্র পাঠ করিয়া যে কোন দেবতাকে  
 আহ্বান করিলে তিনি সমাগত হইয়া আহ্বানকারীর মনোবাঞ্ছা পূরণ করিয়া থাকেন ॥১৫-১৬॥  
 অনন্তর, দুর্কাসা গমন করিলেন সেই গৃহস্থিতা কুন্তী মন্ত্রের পরীক্ষার্থ কোন দেবকে  
 আহ্বান করি ইহা চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥১৭॥ এই সময় দিবাকর সূর্য্যকে উদিত দেখিয়া  
 কুন্তী সেই মন্ত্র পাঠ করিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিলেন ॥ ১৮ ॥ সূর্য্যদেব মন্ত্রপ্রভাবে নিজ  
 মণ্ডল হইতে অতিসুন্দর মানুষ্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আকাশমার্গ হইতে সেই গৃহে কুন্তীর  
 সম্মুখে অবতরণ করিলেন ॥ ১৯ ॥ চারুলোচনা কুন্তী সূর্য্যদেবকে সমাগত দেখিয়া অতিশয়  
 বিস্ময়স্থিতা হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে তৎক্ষণাৎ রজস্বলা হইয়া পড়িলেন এবং কৃতাজলি

সূর্য্য উবাচ ।

আহুতোহস্মি কথং কুন্তি ! ত্বয়া মন্ত্রবলেন বৈ ।

ন মাং ভজসি কস্মাৎ সমাহুয় পুরোগতম্ ॥ ২২ ॥

কামার্তোহস্ম্যসিতাপাঙ্গি ! ভজ মাং ভাবসংযুতম্ ।

মন্ত্ৰেণাধীনতাং প্রাপ্তং ক্রীড়িতুং নয় মামিতি ॥ ২৩ ॥

কুন্ত্যুবাচ ।

কণ্ডাহস্ম্যহং তু ধর্ম্মজ্ঞ ! সর্ব্বসাক্ষিমমাস্যহম্ ।

তবাপ্যহং ন দুর্বাচ্যা কুলকণ্ডাহস্মি সূত্রত ! ॥ ২৪ ॥

সূর্য্য উবাচ ।

লজ্জা মে মহতী চাদ্য যদি গচ্ছাম্যহং বুধা ।

বাচ্যতাং সর্ব্বদেবানাং যাস্ত্যাম্যত্র ন সংশয়ঃ ॥ ২৫ ॥

প্রাপ্তা রজস্বলা জাতেত্যাঃ ॥ ২০ ॥ সূপ্রীতাহস্মি স্বং গচ্ছ । মম স্বদর্শনাতিরিক্তং প্রয়ো-  
জনাস্তুরং নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

( আহুতোহস্মীতি । হে কুন্তি ! ত্বয়া মন্ত্রবলেন কথমহমাহুতোহস্মি সমাহুয় পুরোগতং  
সমুখস্থং মাং কস্মাৎ ন ভজসি ॥ ২২ ॥ কামার্তোহস্মীতি । হে অসিতাপাঙ্গি ! ভাবসংযুতং  
স্বপ্নপ্রণয়পরং মাং ভজ মন্ত্রবলেনাধীনতাং স্ববশীতাং প্রাপ্তং মাং রতিক্রীড়ার্থং নয়ন্ত্য-  
হয়ঃ ॥ ২৩ ॥ )

ন দুর্বাচ্যা দুর্বাচ্যবিষয়া নাস্মি যতোহহং কুলকণ্ডাহস্মি ॥ ২৪ ॥

হইয়া বলিলেন, দেব ! আপনন্মর্দর্শনেই আমি কৃতার্থ হইয়াছি এক্ষণে নিজ গণ্ডলে গমন  
করুন ॥ ২০—২১ ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া সূর্য্য কহিলেন, কুন্তি ! তুমি মন্ত্রবলে কিজন্ত আমাকে আহ্বান  
করিলে এবং আহ্বান করিয়া কিজন্তই বা সমুখাগত আমাকে ভজনা করিতেছ না । হে চাক্র-  
লোচনে ! আমি এক্ষণে কামার্ত হইয়াছি, বিশেষত তোমার প্রতি আমার প্রেমাসক্তি হই-  
য়াছে, অতএব আমাকে ভজনা কর । আমি মন্ত্রবলে তোমার অধীন হইয়াছি, অতএব  
• রতিক্রীড়ার জন্ত আমাকে গ্রহণ কর ॥ ২২—২৩ ॥

সূর্য্যদেবের এই কথা শ্রবণ করিয়া কুন্তী কহিল, হে ধর্ম্মজ্ঞ ! আপনিই সকলের সাক্ষী-  
স্বরূপ । এক্ষণে আমি ত কন্তা, আপনাকে নমস্কার করি । হে সূত্রত ! আমাকে কুলকণ্ডা  
বলিয়া জানিবেন অতএব কোনরূপ দুর্বাচ্য বলিবেন না ॥ ২৪ ॥

• সূর্য্যদেব ইহা শুনিয়া বলিলেন, কুন্তি ! যদি আমি অদ্য বুধা ফিরিয়া যাই তাহা হইলে  
সমস্ত দেবগণের নিকট নিন্দাজন হইব এবং ইহা আমার অতিশয় লজ্জার বিষয় তাহাতে  
সন্দেহ নাই । কুন্তি ! অদ্য তুমি যদি আমাকে ভজনা না কর তাহা হইলে তোমাকে

শম্প্যামি তং দ্বিজ্ঞাধ্য যেন মন্ত্রঃ সমর্পিতঃ ।

ত্বাঞ্চাপি সৃষ্টশং কুন্তি ! নোচেন্মাং ত্বং ভজিষ্যসি ॥ ২৬ ॥

কথ্যধর্মঃ স্থিরন্তে ত্বাং জ্ঞাত্বাস্তি জনাঃ কিল ।

মৎসমস্ত তথা পুত্রো ভবিতা তে বরাননে ! ॥ ২৭ ॥

ইতুজ্জ্বা। তরণিঃ কুন্তীং তন্মনস্কাং স্থলজ্জিতাম্ ।

ভুক্তা। জগাম দেবেশো বরং দত্তাভিবাঙ্কিতাম্ ॥ ২৮ ॥

গর্ভং দধার স্রোশী স্রুগুপ্তে মন্দিরে স্থিতা ।

ধাত্রী বেদ প্রিয়া চৈকা ন মাতা ন জনস্তথা ॥ ২৯ ॥

গুপ্তঃ সন্মনি পুত্রস্ত জাতশ্চাতিমনোহরঃ ।

কবচেনাতিরম্যেণ, কুণ্ডলাভ্যাং সমন্বিতঃ ॥ ৩০ ॥

দ্বিতীয় ইব সূর্য্যস্ত কুমার ইব চাপরঃ ॥ ৩১ ॥

করে কুস্মাথ ধাত্র্যেয়ী তামুবাচ স্থলজ্জিতাম্ ।

কাং চিন্তাং করতোরু ! ত্বমাধৎসেহদ্য স্থিতাস্ম্যহম্ ॥ ৩২ ॥

বাচ্যতাং নিন্দ্যতাম্ ॥ ২৫ ॥ (শম্প্যামীতি। যেন দ্বিজে ন মন্ত্রঃ সমর্পিতঃ দত্তঃ তং শম্প্যামি তস্মৈ শাপং দাতামীত্যর্থঃ। যামপি শম্প্যামীতি শেষঃ ॥ ২৬ ॥ ইদানীং স্ববশানয়নার্থং কথ্যধর্মশাস্ত্রাং নিরাকুর্বন্নাহ কথ্যেতি। হে বরাননে ! তে ভব কথ্যধর্মঃ স্থিরঃ ত্বাং অপিচ কেচিদপি জনাঃ ন জ্ঞাত্বাস্তি কিল মৎসমস্তে পুত্রস্ত ভবিতা ॥ ২৭ ॥

ইতুজ্জ্বা। তরণিঃ সূর্য্যঃ তন্মনস্কাং সূর্য্যগতচিন্তাং কুন্তীং ভুক্তা। জগামেত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥ একা ধাত্রী বেদনাশো জনাঃ ॥ ২৯ ॥ (গুপ্তঃ সন্মনীতি। অতিমনোহরঃ পুত্রঃ অতিরম্যেণ কবচেন কুণ্ডলাভ্যাং সমন্বিতঃ সন্ সন্মনি গৃহে জাতঃ ॥ ৩০ ॥ দ্বিতীয়ঃ সূর্য্যো বা কুমারঃ কার্ত্তিকের ইব বা জাত ইতিপূর্ণোবাধঃ ॥ ৩১ ॥) কাকিস্তামিতি। অহং ত্বদাজ্ঞাপ্রতিপালিকা স্থিতাহমি

এবং যে ব্রাহ্মণ তোমায় এই মন্ত্র প্রদান করিয়াছে তাহাকে অতিকঠোর শাপ প্রদান করিব ॥ ২৫—২৬ ॥ (আর যদি তুমি আমার ভজনা কর তাহা হইলে) হে বরাননে ! তোমার কথ্যধর্ম স্থির থাকিবে, কেহই এ বিষয় জানিতে পারিবে না এবং আমার সদ্গুণ তোমার একটা সম্ভান হইবে ॥ ২৭ ॥

দেবপতি সূর্য্য এই কথা বলিয়া সেই একাগ্রচিত্তা এবং অতিলজ্জিতা কুন্তীকে উপভোগ করিয়া অভিলষিত বর প্রদান করত প্রস্থান করিলেন ॥ ২৮ ॥ অনন্তর সেই স্রোশী কুন্তী গৃহে থাকিয়া গোপনে গর্ভধারণ করিতে লাগিল। ইহা কেবল তাঁহার প্রিয়-ধাত্রী জানিত অল্প কেহ অধিক কি তাঁহার মাতা পর্য্যন্তও জানিতে পারেন নাই ॥ ২৯ ॥ এইরূপে কিছুদিন গত হইলে অতি গোপনে সেই গৃহে একটা মনোহর পুত্র জন্মিল। পুত্রটি স্বরম্য কবচ ও কুণ্ডলযুক্ত স্রোভিত এবং দ্বিতীয় সূর্য্য বা কার্ত্তিকের আয়তঃপুত্র কলে-

মঞ্জুয়ায়াং হৃতং কুন্তী মুঞ্চন্তী বাক্যমব্রবীৎ ।

কিং করোমি হৃতার্ভাহং ত্যজে হ্যং প্রাণবল্লভম্ ।

• মন্দভাগ্যা ত্যজামি হ্যং সর্বলক্ষণসংযুতম্ ॥ ৩৩ ॥

পাতু হ্য সগুণাশুণা ভগবতী সর্বৈশ্বরী চাম্বিকা

স্তম্ভং সৈব দদাতু বিশ্বজননী কাত্যায়নী কামদা ।

দ্রক্ষ্যেহং মুখপঙ্কজং স্থললিতং প্রাণপ্রিয়াহং কদা

ত্যক্তা হ্যং বিজনে বনে রবিস্ততং দুষ্ঠা যথা শৈরিণী ॥ ৩৪ ॥

পূর্বশ্মিন্নপি জন্মনি ত্রিজগতাং মাতা ন চারাদিতা

ন ধাতং পদপঙ্কজং স্তম্ভকরং দেব্যাঃ শিবায়াম্ভিরম্ ।

তেনাহং হৃত ! দুর্ভগামি সততং ত্যক্তা পুনস্ত্যং বনে

তপ্যামি প্রিয় ! পাতকং স্মৃতবতী বুদ্ধ্যা কৃতং যৎ-স্বয়ম্ ॥ ৩৫ ॥

সূত উবাচ ।

ইত্যুক্তা তং হৃতং কুন্তী মঞ্জুয়ায়াং শ্লুতং কিল ।

ধাত্রীহন্তে দদৌ ভীতা জনদর্শনতন্তুখা ॥ ৩৬ ॥

যদ্যস্বজ্ঞাপ্যতে তৎ সর্বং ক্রিয়তে ততঃ কাং চিন্তামাধৎসে ধারয়সি নৈতাদৃশী চিন্তাহন্তী-  
তার্থঃ ॥ ৩২ ॥ ততো মঞ্জুয়ায়াং স্থাপিতং পুত্রং নদ্যাং তাকুমিচ্ছন্তী কুন্তী প্রাহেতার্থঃ । ( কিং  
করোমীতি । সর্বলক্ষণসংযুতং প্রাণবল্লভমপি হ্যং মন্দভাগ্যাহং ত্যজামি ॥ ৩৩ ॥ ) সর্বে-  
শ্বরীং ভগবতীং স্বস্থানিষো দদাতি পাতুয়ামিতি । পুত্রা হ্যং ত্যক্তা তব-মুখপঙ্কজং কদা  
দ্রক্ষ্যে ইত্যম্বয়ঃ ॥ ৩৪ ॥ হৃত প্রিয়েতি সম্বোধনস্বয়ম্ ॥ ৩৫ ॥

বর হইল ॥ ৩০—৩১ ॥ তদর্শনে, কুন্তী অতিশয় লজ্জিতা হইলে ধাত্রী তাহার হস্ত ধারিয়া  
বলিল, ‘সুন্দরি ! যখন আমি রহিয়াছি তখন তোমার চিন্তা কি ? ॥ ৩২ ॥ পরে, সমস্তটীকে  
পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়া মঞ্জুয়ামধ্যে তাহাকে রক্ষা করত কুন্তী বলিল, পুত্র ! আমি  
হুঃখিতা হইলেও প্রাণবল্লভ স্বরূপ তোমাকে পরিত্যাগ করিতেছি ; কি করি, এক্ষণে আমি  
এমনি মন্দভাগ্যা হইয়াছি যে, সর্বলক্ষণায়িত তোমাকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হই-  
তেছি ॥ ৩৩ ॥ পুত্র ! আশীর্বাদ করিতেছি ; সেই গুণাভীতা ও গুণময়ী সর্বৈশ্বরী বিশ্বজননী  
কাত্যায়নী অম্বিকা আমার অভিলষ পূর্ণ করিবার জন্য তোমাকে স্তন্যদুগ্ধ প্রদান করিয়া  
রক্ষা করুন । হায় ! আমি এক্ষণে দুঃখী শৈরিণীর জায় রবির পুত্র তোমাকে নির্জন বনে  
পরিত্যাগ করিয়া কবে আবার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় এই স্থললিত মুখপঙ্ক দর্শন করিব ॥ ৩৪ ॥  
পুত্র ! নিশ্চয়ই আমি পূর্বজন্মে ত্রিজগতের মাতা জগদম্বিকার আরাধনা করি নাই ; নিশ্চয়ই  
সেই মঙ্গলদাত্রী দেবীর সর্বসুখপ্রদ পাদপদ্ম ধ্যান করি নাই ; সেই জন্যই আমি ভাগ্যহীন।

স্নাত্বা ব্রত্বা তদা কুন্তী পিতৃবেশং যু্যবাস সা ।

মঞ্জুষা বহমানা চ প্রাপ্তা অধিরথেন বৈ ॥ ৩৭ ॥

রাধা সূতস্ত ভাৰ্য্যা বৈ তয়্যাসৌ প্রার্থিতঃ সূতঃ ।

কর্ণোহম্ভুদ্বলবাস্বীরঃ পালিতঃ সূতসদ্বনি ॥ ৩৮ ॥

কুন্তী বিবাহিতা কন্যা পাণ্ডুনা সা স্বয়ংবরে ।

মাদ্রী চৈবাপরা ভাৰ্য্যা মদ্ররাজসূতা শুভা ॥ ৩৯ ॥

মৃগয়ারম্মমাণস্ত বনে পাণ্ডুর্মহাবলঃ ।

জঘান মৃগবুদ্ধ্যা তু রমমাণং মুনিং বনে ॥ ৪০ ॥

শপ্তস্তেন তদা পাণ্ডুর্মুনিনা কুপিতেন চ ।

স্রীসঙ্গং যদি কর্তাসি তদা তে মরণং ধ্রুবম্ ॥ ৪১ ॥

ধাত্রীহস্তে ইতি । গঙ্গায়াং তাকুং দদৌ ॥ ৩৬ ॥ (স্নাত্বতি । কুন্তী ব্রত্বা সতী স্নাত্বা পিতৃবেশনি গৃহে উবাস বাসধকার অবতস্থে ইতি যাবৎ । গঙ্গায়াং বহমানা মঞ্জুষা তু অধিরথেন সূতেন প্রাপ্তা লক্ষা ॥ ৩৭ ॥) অধিরথস্ত সূতস্ত ভাৰ্য্যা রাধা তয়া সূতঃ প্রার্থিতঃ পুত্রস্বেন স্বীকৃত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

(কুন্তীতি । সূর্য্যদেবপ্রভাবেণ পুনঃ কন্যাভাবে প্রাপ্তা কুন্তী স্বয়ংবরে স্বয়ংবরসভায়াং রাজ্ঞা পাণ্ডুনা বিবাহিতা তস্ত পাণ্ডোরপরা ভাৰ্য্যা মদ্ররাজসূতা শুভা সন্দরী স্নলক্ষণা বা ॥ ৩৯ ॥ মৃগয়েতি । মহাবলঃ পাণ্ডুঃ মৃগয়ায়াং রমমাণঃ কদাচিৎ বনে রমমাণং মৃগবধাৎ রতিক্রীড়াং কুর্মাণং কঞ্চিৎ মুনিং মৃগবুদ্ধ্যা মৃগং মদ্রেত্যর্থঃ জঘান বাণেন নিহতবান্ ॥ ৪০ ॥ শপ্তস্তেনেতি । তদা প্রাণপ্রয়াণাব্যবহিতপ্রাক্কালে তেন মুনিনা স পাণ্ডুঃ শপ্তঃ । শাপ-

হইয়াছি সন্দেহ নাই । প্রিয়পুত্র ! এক্ষণে তোমাকে বনে পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধিপূৰ্ব্বক নিজ-  
কৃত এই পাতক স্মরণ করিয়া নিরন্তর সন্তাপে দগ্ধ হইব সন্দেহ নাই ॥ ৩৫ ॥

সূত কহিলেন, অধিগণ ! কুন্তী এই প্রকারে অমৃতাপ করিয়া, পাছে অপর কোনও  
লোক দেখিতে পায় এই ভয়ে ভীতা হইয়া সিদ্ধকমধ্যে আবদ্ধ পুত্রটিকে ধাত্রীর হস্তে  
প্রদান করিল ॥ ৩৬ ॥ অনন্তর, মঞ্জুষাটী জলে নিক্ষেপ করাইয়া কুন্তী ব্রতভাবে গঙ্গাতে  
স্নানাদি সমাপন পূৰ্ব্বক পিতৃগৃহে বাস করিতে লাগিলেন । এদিকে, অধিরথ নামে কোন  
সূত গঙ্গায় ভাসমান সেই মঞ্জুষাটী প্রাপ্ত হইল ॥ ৩৭ ॥ এই অধিরথের ভাৰ্য্যা রাধা সেই  
সন্তানটীকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিল । অনন্তর, এই সন্তানটীই সূতগৃহে প্রতিপালিত হইয়া  
কর্ণ নামে প্রসিদ্ধ বলবান্ বীর হইলেন ॥ ৩৮ ॥

অধিগণ ! এইরূপে কিছুকাল গত হইলে, পাণ্ডুরাজ স্বয়ংবরে কুন্তীকে বিবাহ করিলেন ।  
তাঁহার অপর আর একটি সন্দরী ভাৰ্য্যা মদ্ররাজকন্যা মাদ্রী নামে প্রসিদ্ধা ছিল ॥ ৩৯ ॥ এক  
দিবস মহাবল পাণ্ডু মৃগয়ায় ভ্রমণ করিয়া বনে মৃগরূপে শূণ্ডীতে রতিক্রীড়ানিরত কোন  
মুনিকে মৃগবোধে বধ করিলেন ॥ ৪০ ॥ মুনি মৃত্যুসময়ে কুপিত হইয়া তাঁহাকে এই

ইতি শপ্তস্ত মুনিনা পাণ্ডুঃ শোকসমস্থিতঃ ।

তত্ৰা রাজ্যং বনে বাসং চকার ভৃশদুঃখিতঃ ॥ ৪২ ॥

কুন্তী মাদ্রী চ ভার্য্যে ধ্বংসজাতঃ সহস্রতঃ ।

সেবনার্থং সতীধর্ম্মং সংশ্রিতে মুনিসত্তমাঃ ! ॥ ৪৩ ॥

গঙ্গাতীরে স্থিতঃ পাণ্ডুর্মুনীনাশ্রমেষু চ ।

শৃণ্বানো ধর্ম্মশাস্ত্রাণি চকার দুশ্চরং তপঃ ॥ ৪৪ ॥

কথায়াং বর্ত্তমানায়াং কদাচিদ্বর্ম্মসংশ্রিতম্ ।

অশৃণোদ্বচনং রাজা সুস্পষ্টং মুনিভাষিতম্ ॥ ৪৫ ॥

অপুত্রস্ত গতির্নাস্তি স্বর্গে গন্তুং পরস্তপ ! ।

যেন কেনাপ্যপায়েন পুত্রস্ত জননং চরেৎ ॥ ৪৬ ॥

অংশজঃ পুত্রিকাপুত্রঃ ক্ষেত্রজো গোলকস্তথা ।

কুণ্ডঃ সহোদরঃ কানীনঃ ক্রীতঃ প্রাপ্তস্তথা বনে ॥ ৪৭ ॥

প্রকারমাহ যদি অং ক্রীসঙ্গং কর্তাসি তদা তে তব ধ্রুং নিঃসংশয়ং মরণং ভবিষ্যতীতি  
বিক্রি ॥ ৪১ ॥ ইতি শপ্তস্থিতি । পাণ্ডুরিত্যেবশ্চকারেণাভিশপ্তঃ সন্ শোকসমস্থিতঃ ভৃশ-  
দুঃখিতশ্চ রাজ্যং তত্ৰা । তপোবনে বাসং চকার উবাসেত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥ কুন্তীতি । তস্ত পাণ্ডো-  
র্দেভ্যো কুন্তীমাদ্রৌ সতীধর্ম্মং সংশ্রিতে পতিসেবনার্থং সহস্রতঃ পত্যা সহ বনং জগ্মহুঃ ॥ ৪৩ ॥  
কুত্র গতঃ শীঘ্রুতি জিজ্ঞাসায়ামাহ গঙ্গাতীর ইতি । মুনীনাশ্রমসম্বন্ধে গঙ্গাতীরে স্থিতঃ ।  
কথং তত্র স্থিত ইতি চেত্তত্রাহ ধর্ম্মশাস্ত্রাণি শৃণ্বান ইতি ॥ ৪৪ ॥ কথায়ামিতি । রাজা পাণ্ডু-  
রিত্যর্থঃ কদাচিৎ কথায়াং পৌরাণিকীকাথায়াম্ বর্ত্তমানায়াং ধর্ম্মসংশ্রিতং বচনং অশৃণো-  
দিত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥ কিং বচনমশৃণোদিত্যশয়েনাহ অপুত্রস্তেতি । অপুত্রস্ত গতির্গমনশক্তির্নাস্তি ।  
কুত্র গন্তুমিতি চেত্তত্রাহ স্বর্গে সুরলোকে সুধমগ্নাভীষ্টস্থানে । অতো যেন কেনাপ্যপায়েন  
পুত্রস্ত জননং উৎপাদনং চরেৎ পুত্রোৎপত্তৌ প্রযতেতৈত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥ ) অংশজঃ স্ববীৰ্য্যজঃ ।

বলিয়া শাপ প্রদান করেন যে, পাণ্ডুরাজ ! যখন তুমি ক্রীসঙ্গ করিবে তখনই তোমার  
মৃত্যু হইবে ॥ ৪১ ॥ পাণ্ডু মুনির্ভূক এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া অতিশয় শোকাভূত হইলেন  
এবং রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অতিশয় দুঃখিতাত্তঃকরণে বনে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥  
মুনিসত্তমগণ ! তাহার দুই ভার্য্যা কুন্তী ও মাদ্রী পতিব্রতা ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া সেবার জন্য  
তাহার সঙ্গেই গমন করিলেন ॥ ৪৩ ॥ পাণ্ডুরাজ গঙ্গাতীরস্থ মুনীগণের আশ্রমের সন্নিহিতে  
বাস করিলেন এবং তাহাদিগের নিকট সর্ব্বদা নানাবিধ ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণ করত দুশ্চর তপস্যার  
ব্রত হইলেন ॥ ৪৪ ॥ এক দিবস ধর্ম্মশাস্ত্রিত কথা প্রসঙ্গক্রমে রাজা মুনিদিগের মুখে স্পষ্টত  
শ্রবণ করিলেন যে, বঁাহার পুত্র নাই তিনি কদাচ স্বর্গে যাইবার অধিকারী নহেন, অতএব যে  
কোনও প্রকারে পুত্রোৎপত্তির জন্য উপায় করা উচিত ॥ ৪৫—৪৬ ॥ ঔরসজাত, পুত্রিকাপুত্র,

দত্তঃ কেনাপি চাশকৌ.ধনগ্রাহিত্বতাঃ স্মৃতাঃ ।

উত্তরোত্তরতঃ পুত্রা নিকৃষ্টা ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৪৮ ॥

ইত্যাকর্ণ্য তদা গ্রাহ কুন্তীং কমললোচনাম্ ।

স্বতমুৎপাদয়াশু ত্বং মুনিং গত্বা তপোহস্থিতম্ ॥ ৪৯ ॥

মমাজ্ঞয়া ন দোষন্তে পুরা রাজ্ঞা মহাত্মনা ।

বশিষ্ঠাঙ্জনিতঃ পুত্রঃ সৌদাম্যেনেতি মে শ্রুতম্ ॥ ৫০ ॥

তং কুন্তী বচনং গ্রাহ মম মস্ত্রোহস্তি কামদঃ ।

দত্তো দুর্বাসাসা পূৰ্ব্বং সিদ্ধিদঃ সৰ্ব্বথা প্রভো ! ॥ ৫১ ॥

পুত্রিপুত্রঃ কতাপুত্রঃ অস্তাং জায়মানঃ পুত্রো মমতি সঙ্কেতিতঃ । ক্ষেত্রজো বস্ত-  
রজঃ প্রমুতস্ত ক্লীবস্ত ব্যাধিতস্ত বা । স্বপর্ণেণ নিযুক্তায়াং স পুত্রঃ ক্ষেত্রজঃ স্মৃত ইতি মমুঃ ।  
গোলক ইত্যেকঃ । স্বক্ষেত্রে স্বস্ত্রিয়াং মূতে ভর্তরি জায়মানো গোলকঃ । অমূতে জায়জঃ  
কুণ্ডঃ । সহোদজস্ত গর্ভে স্থিতো গর্ভিণ্যাং পরিণীতায়ঃ যঃ পরিণীতঃ স বোদুঃ পুত্রঃ । কানীনঃ  
পিতৃবেশ্মনি কস্তা তু যং পুত্রং জনয়েদ্রহঃ । তং কানীনং বদেদ্রাহেতি । ক্রীতো মৌল্যেন  
গৃহীতঃ । বনে প্রাপ্তশ্চ ॥ ৪৭ ॥ অশকৌ পুত্রপালনাসামর্থ্যে কেনাপি দত্তঃ । এতে ধন-  
গ্রাহিত্বতা ভবন্তি ॥ ৪৮ ॥

(ইত্যাকর্ণোতি । পাণ্ডুঃ কুন্তীশ্চত্যাহ । কথিতপসাম্বিতং তপোবলসম্পন্নং মুনিমাপ্রিত্য  
আশু স্বতং উৎপাদয় মুনেরোরসেন পুত্র উৎপাদ্যতাম্ ॥ ৪৯ ॥ কথমহং সতীধর্ম্যং বিহার  
পুত্রবাস্তবশ্রয়েণ স্বতমুৎপাদ্য পাপচারিণী ভবেয়মিতি চেত্তত্রাহ । মমাজ্ঞয়েতি । মমাজ্ঞয়া  
তে দোষঃ ন ভবেৎ বিশেষতঃ পুরা পূৰ্ব্বশ্চিন্ কালে মহাত্মনা রাজ্ঞা সৌদাম্যেন মহর্ষে-  
বশিষ্ঠাং পুত্রো জ্ঞানিত উৎপাদিত ইতি শ্রুতং ময়েতি ॥ ৫০ ॥ তং কুন্তীতি । তং পতিং  
পাণ্ডুমিত্যর্থঃ । বচনং গ্রাহ হে প্রভো ! মম কামদঃ কামনাপ্রদঃ মস্ত্রোহস্তি । কুতোহয়ং প্রাপ্ত

ক্ষেত্রজ কিংবা গোলক অথবা কুণ্ড, সহোদ, কানীন, ক্রীত বা কোন বনাদিতে প্রাপ্ত অথবা  
পুত্রপালনে অশক্ত কোনও লোককর্ত্ত্বক প্রদত্ত, এই পুত্র সকল শাস্ত্রে উত্তরাধিকারী  
বলিয়া পরিকল্পিত হইয়াছে ; কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে পরে পরে কথিত পুত্র পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব  
অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া জামিবে ॥ ৪৭—৪৮ ॥

ঋষিগণ ! মহারাজ পাণ্ডু এই কথা শ্রবণ করিয়া কমলনয়না কুন্তীকে বলিলেন,  
হুস্তি ! তুমি শীঘ্র কোনও তপোবীর্য্যসম্পন্ন মুনির নিকট যাইয়া পুত্র উৎপাদন কর ॥ ৪৯ ॥  
দেখ, আমি তোমাকে আজ্ঞা করিতেছি ইহাতে তোমার কোনও দোষ হইবে না । আর,  
আমি শ্রবণ করিয়াছি পূৰ্ব্ব মহাত্মা সৌদাস নামে নৃপতি বশিষ্ঠ মুনি দ্বারা পুত্র উৎপন্ন  
করাইয়াছিলেন ॥ ৫০ ॥ কুন্তী ইহা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, মহারাজ ! আমার নিকট  
অতীষ্টপ্রদ কোনও মন্ত্র আছে । দুর্বাসা মুনি পূৰ্ব্ব আমাকে ইহা প্রদান করিয়াছিলেন ।  
প্রভো ! এই মন্ত্রটা সর্বসিদ্ধি প্রদানে সমর্থ ॥ ৫১ ॥ রাজন ! এই মন্ত্র দ্বারা আমি যে



নিমন্তয়েহং যং দেবং মন্ত্ৰেণানেন পার্শ্বি । ।  
 আগচ্ছৎ সর্বথা সো বৈ মম পার্শ্বে নিয়ন্তিতঃ ॥ ৫২ ॥  
 ভর্তৃবাক্যেন সা তত্র স্মৃতা ধৰ্ম্মাঃ স্মরোত্তমম্ ।  
 সঙ্গম্য স্মরুবে পুত্রং প্রথমং চ যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ৫৩ ॥  
 বায়োর্যকোদরং পুত্রং জিহ্বাং চৈব শতক্রতোঃ ।  
 বর্ষে বর্ষে ত্রয়ঃ পুত্রাঃ কুন্ত্যা জাতা মহাবলাঃ ॥ ৫৪ ॥  
 মাদ্রী প্রাহ পতিং পাণ্ডুং পুত্রং মে কুরুসত্তম ! ।  
 কিং কৰোমি মহারাজ ! চুঃখং নাশয় মে প্রভো ! ॥ ৫৫ ॥  
 প্রার্থিতা পতিনা কুন্তী দদৌ মন্ত্ৰং দয়াস্বিতা ।  
 একপুত্রপ্রবন্ধেন মাদ্রী পতিমতে স্থিতা ॥ ৫৬ ॥  
 স্মৃতা তদাশ্বিনৌ দেবৌ মদ্ররাজসুতা সূতো ।  
 নকুলঃ সহদেবশ্চ স্মরুবে বরবর্ণিনী ॥ ৫৭ ॥  
 এবং তে পাণ্ডবাঃ পঞ্চ ক্ষেত্রোৎপন্নাঃ স্মরাত্মজাঃ ।  
 বর্ষবর্ষান্তরে জাতা বনে তস্মিন্ দ্বিজোত্তমাঃ ! ॥ ৫৮ ॥

ইতি চেন্দ্রব্রাহ্ম । পুত্রং সংসর্গপরিভূটেন মুনিনা দুর্কাসসা সর্বথা সিদ্ধিনো মন্ত্ৰো দত্তঃ মহ-  
 যিতি শেষঃ ॥ ৫১ ॥ সো বৈ ইত্যত্র সন্ধিরার্থঃ ॥ ৫২ ॥

সঙ্গম্য সিধুনীভূয় ॥ ৫৩—৫৪ ॥ পুত্রং মে ইতি । দেহীতি শেষঃ । কুরুসত্তমেতি-  
 সম্বোধনম্ । যদা পুত্রং মে কুরু হে সত্তমেতি সম্বোধনম্ ॥ ৫৫ ॥ একপুত্রপ্রবন্ধেন এক-  
 পুত্রোদ্ধেশেন ॥ ৫৬ ॥ তদনন্তরং মাদ্রী মদ্ররাজসুতা সা অশ্বিনীকুমারৌ স্মৃতা নকুলঃ সহদেব-  
 ক্ষেত্রোত্তৌ সূতো স্মরুবে ইতি সম্বন্ধঃ ॥ ৫৭—৫৮ ॥

কোন যেরক আত্মান করিষ তিনি তৎক্ষণাৎ বন্ধের ন্যায় আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত  
 হইবেন ॥ ৫২ ॥

তদনন্তর, কুন্তী স্বামীর আজ্ঞায় সেই স্থানে স্মরোত্তম ধর্ম্মরাজকে স্মরণ করিয়া তাঁহার  
 সহযোগে প্রথমে যুধিষ্ঠিরকে পরে বায়ু হইতে ভীমসেনকে, এবং ইন্দ্র হইতে অর্জুনকে  
 প্রসব করিলেন । এইরূপে প্রতিবর্ষে মহাবলপরাক্রান্ত তিন পুত্র কুন্তীর গর্ভে উৎপন্ন  
 হইল ॥ ৫৩—৫৪ ॥ পরে, মদ্ররাজসুহিতা পতি পাণ্ডুরাজকে বলিল, হে সত্তম ! আপনি আমার  
 পুত্র উৎপাদনের উপায় করুন । মহারাজ ! আমি এক্ষণে কি করি আমার দুঃখ বিমোচন  
 করুন । কারণ, আপনিই আমাদিগের নিগ্রহ এবং অসুগ্রহে সমর্থ ॥ ৫৫ ॥ তদনন্তর কুন্তী  
 পতির প্রার্থনামতে এবং আপনিও দয়াস্বিতা হইয়া মাদ্রীকে একবার মাত্র পুত্র উৎপাদনের  
 জন্য মন্ত্র প্রদান করিলেন । তাহাতে সেই বরবর্ণিনী মাদ্রীও পতির আজ্ঞানুসারে অশ্বিনী-  
 কুমারকে স্মরণ করত তাহাদের সহযোগে নকুল ও সহদেবকে প্রসব করিল ॥ ৫৬—৫৭ ॥

একস্মিন্ সময়ে পাণ্ডুমারীং দৃষ্ট্বাথ নির্জনে ।

আশ্রমে চাতিকামার্তো জগ্ৰাহাগতবৈশসঃ ॥ ৫৯ ॥

মা না মা মেতি বহুধা নিষিক্কোহপি তথা ভৃশম্ ।

আনিলিঙ্গ প্রিয়াং দৈবাৎ পপাত ধরণীতলে ॥ ৬০ ॥

যথা বৃক্ষগতা বল্লী ছিন্নে পততি বৈ ক্রমে ।

তথা সা পতিতা বাল্য কুর্ক্বতী রোদনং বহু ॥ ৬১ ॥

প্রত্যাগতা তদা কুন্তী ক্রুদতী বালকাসুত্বা ।

মুনয়শ্চ মহাভাগাঃ শ্রুত্বা কোলাহলং তদা ॥ ৬২ ॥

মৃতঃ পাণ্ডুস্তদা সর্বৈ মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ।

সহাগ্নিভিক্ষিধিং কুত্বা গঙ্গাতীরে তদাদহন ॥ ৬৩ ॥

চক্রে সর্হৈব গমনং মাদ্রী দত্তা স্ততো শিশু ।

কুন্ত্যে ধর্ম্মং পুরস্কৃত্য সতীনাং সত্যকামতঃ ॥ ৬৪ ॥

আগতবৈশসঃ প্রাপ্তমরণঃ ॥ ৫৯ ॥ ( মা না মা মেতি । মাদ্র্যা মানেতি অত্যন্তভয়াস্তয়া বহুধা নিষিক্কোহপি পাণ্ডুঃ দৈবভাঃ প্রিয়ামালিঙ্গিত্বাতো ধরণীতলে পপাত । মৃত ইতি-শেষঃ ॥ ৬০ ॥ যথেন্তি । যথা ছিন্নে বৃক্ষে পততি সতি বল্লী তদাশ্রিতা লতা পততি তথা সা বাল্য বহু রোদনং কুর্ক্বতী পতিতা ॥ ৬১ ॥ প্রত্যাগতেতি । তদা তস্মিন্ কালে কার্য্যান্তরাৎ প্রত্যা-গতা কুন্তী ক্রুদতী তথা বালকাঃ যুধিষ্ঠিরাদয়ঃ ক্রুদন্তশ্চ । মহাভাগা মুনয়শ্চ কোলাহলং শ্রুত্বা পাণ্ডুমৃত ইত্যবগচ্ছন্তি স্মেতি শেষঃ । তদা অগ্নিভিঃ বিধিং কুত্বা গঙ্গাতীরে পাণ্ডোর্দেহমদহ-

ঋষিগণ ! এইরূপে সেই বনমধ্যে বর্ষবর্ষান্তরে ক্রমশঃ দেব-ঔরসে পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পাঁচটা সন্তান জন্মগ্রহণ করিল ॥ ৫৮ ॥

এক দিবস পাণ্ডু সেই নির্জন আশ্রমে মদ্ররাজহুহিতাকে একাকিনী দেখিয়া অতিশয় কামার্ত হইয়া পড়িলেন এবং মৃত্যুহস্তে পতিত হইয়াই যেন তাহাকে ধারণ করিলেন ॥ ৫৯ ॥ মহারাজ ! আলিঙ্গন করিবেন না করিবেন না বলিয়া মাদ্রী পুনঃ পুনঃ নিবেদন করিলেও দৈববশত তিনি সেই প্রিয় মাদ্রীকে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ মৃত হইয়া মহীতলে পতিত হইলেন ॥ ৬০ ॥ বৃক্ষ ছিন্ন হইলে যেমন তদাশ্রিতা লতাও পতিতা হয় সেইরূপ পাণ্ডুরাজ পতিত হইবামাত্রই মাদ্রীও উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে পতিতা হইল ॥ ৬১ ॥ সেই সময় কুন্তীও সেই স্থানে আসিয়া ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন, বালকগণও উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে লাগিল । তখন, কঠোরনিয়ম-পরায়ণ মহাশ্রা মুনীগণ সেই ক্রন্দন কোলাহল শ্রবণ করিয়া পাণ্ডু মৃত হইয়াছে ইহা অবগত হইলেন এবং সকলেই অগ্নির দ্বারা যথাবিধি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গঙ্গাতীরে তাহাকে দহন করিলেন ॥ ৬২—৬৩ ॥

জলদানাদিকং কৃৎস্না মুময়ন্তত্রবাসিনঃ ।  
 পঞ্চপুত্রযুতাং কুন্তীমনয়ন্ হস্তিনাপুরম্ ॥ ৬৫ ॥  
 তাং প্রাপ্তাঞ্চ সমাজ্জায় গাঙ্গেয়ো বিহুরন্তথা ।  
 নাগরা ধৃতরাষ্ট্রস্ত সৰ্বে তত্র সমাযযুঃ ॥ ৬৬ ॥  
 পপ্রচ্ছু শ্চ জনাঃ সৰ্বে কস্ত পুত্রা বরাননে ! ।  
 পাণ্ডোঃ শাপং সমাজ্জায় কুন্তী দুঃখান্বিতা তদা ॥ ৬৭ ॥  
 তানুবাচ স্নরাণাং বৈ পুত্রাঃ কুরুকুলোদ্ভবাঃ ।  
 বিশ্বাসার্থে সমাহুতাঃ কুন্ত্যা সৰ্বে স্নরাস্তদা ॥ ৬৮ ॥  
 আগত্য থে তদা তৈস্ত কথিতং নঃ স্নতাঃ কিম্ ।  
 ভীষ্মেণ সংকৃতং বাক্যং দেবানাং সংকৃতাঃ স্নতাঃ ॥ ৬৯ ॥  
 গতা নাগপুরং সৰ্বে তানাদায় স্নতান্ বধুম্ ।  
 ভীষ্মাদয়ঃ প্রীতচিত্তাঃ পালয়ামাস্বরর্থতঃ ॥ ৭০ ॥

স্মৃতি দ্বাভ্যামধঃ ॥ ৬২—৬৩ ॥ চক্রে সহৈবেতি । মাজী শিশু নকুলসহদেবৌ কুন্ত্য দৃষ্টা সত্য-  
 কামতঃ সতীনাং ধর্ম্যং পুরস্কৃত্য সহগমনং চক্রে ॥ ৬৪ ॥ জলদানাদিকমিতি । মুময়ুঃ জলদানা-  
 দিকং কৃৎস্না পঞ্চপুত্রযুতাং কুন্তীং হস্তিনাপুরং অনয়ন্ প্রাপয়ামাসুঃ ॥ ৬৫ ॥ তামিতি ।  
 গাঙ্গেয়ো ভীষ্মঃ বিহুরঃ তথা ধৃতরাষ্ট্রস্ত নাগরা জনাঃ তাং সমুতাং কুন্তীং প্রাপ্তাং উপনীতাং  
 সমাজ্জায় বিদিত্বা তত্র সৰ্বে সমাযযুরিত্যধঃ ॥ ৬৬ ॥ পাণ্ডোঃ শাপং সমাজ্জায় কন্ত্বেমে পুত্রা  
 ইতি সৰ্বে পপ্রচ্ছুঃ ॥ ৬৭—৬৮ ॥ তৈঃ স্নরৈর্নোহিহ্মাকং দেবানাং স্নতা ইতি কথিতম্ ॥ ৬৯ ॥

মাজী নিজের শিশু সন্তান দুইটি কুন্তীকে প্রদান করিয়া সত্যলোক-কামনাপ্রযুক্ত সতীগণের  
 ধর্মকে অগ্রে করিয়া পতির সহিত অহুগমন করিলেন ॥ ৬৪ ॥ অনন্তর, সেই আশ্রমবাসী মুনিগণ  
 রাজার তর্পণাদি করিয়া সেই পঞ্চপুত্রের সহিত কুন্তীকে হস্তিনাপুরে আনয়ন করিলেন ॥ ৬৫ ॥  
 ভীষ্মদেব, বিহুর এবং ধৃতরাষ্ট্রের সমস্ত আত্মীয় ও নগরবাসিগণ কুন্তীকে সমাগত জানিয়া সেই  
 স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৬৬ ॥ তদনন্তর, সকলেই পাণ্ডুর শাপ অবগত থাকায়  
 এ পুত্র পাঁচটা কাহার এই বলিয়া কুন্তীকে জিজ্ঞাসা করিল । কুন্তী নগরবাসিগণের বাক্য  
 শুনিয়া অতিশয় দুঃখসহকারে বলিলেন, এই পুত্র কয়টি দেবগণ হইতে কুরুকুলে সমুদ্ভূত  
 হইয়াছে এবং তাহাদের বিশ্বাসের জন্য কুন্তী সেই স্থানে দেবগণকে আস্থান করি-  
 লেন ॥ ৬৭—৬৮ ॥ অনন্তর, দেবগণ আকাশে সমাগত হইয়া, এই পাঁচটা আমাদের পুত্র ইহা  
 বলিলেন । ভীষ্মদেব দেবগণের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া পুত্রগণকে সম্মানিত করিলেন ॥ ৬৯ ॥  
 পরে তাহারা সকলেই আনন্দিত হইয়া কুন্তীও পুত্র সকলকে গ্রহণ করিয়া প্রমথ্যে গমন

এবং পার্থাঃ সমুৎপন্ন গান্ধেয়েনাথ পালিতাঃ ॥ ৭১ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং  
দ্বিতীয়স্কন্ধে পাণ্ডবোৎপত্তির্নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

বধুঃ কুন্তীঃ চ । অর্থতো যথাযোগ্যং ধনাদিভিঃ ॥ ৭০—৭১ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

করিলেন এবং অকপটভাবে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন । ঋষিগণ ! পৃথাপুত্রগণ এইরূপে  
সমুৎপন্ন এবং ভীষ্মকর্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন ॥ ৭০—৭১ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদদেবীভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে  
পাণ্ডবোৎপত্তি নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## সপ্তমোঃধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

পঞ্চানাং দ্রৌপদী ভার্য্যা সামান্য সা পতিব্রতা ।  
 পঞ্চপুত্রাস্ত তস্তাঃ স্যুর্ভর্তৃত্যোহতীষ স্তন্দরাঃ ॥ ১ ॥  
 অর্জুনস্ত তথা ভার্য্যা কৃষ্ণস্ত ভগিনী শুভা ।  
 স্তভদ্রা যা হতী পূর্ব্বং জিহ্মুনা হরিসংমতে ॥ ২ ॥  
 তস্তাং জাতো মহাবীরো নিহতোহসৌ রণাজিরে ।  
 অভিমন্যুর্হিতাস্তত্র দ্রৌপদ্যাশ্চ স্ততাঃ কিল ॥ ৩ ॥  
 অভিমন্ত্যোর্ধ্বা ভার্য্যা বৈরাটী চাতিস্তন্দরী ।  
 কুলাস্তে স্যুবে পুত্রং মৃতো বাণাশ্রিনা শিশুঃ ॥ ৪ ॥  
 জীবিতঃ স তু কৃষ্ণেন ভাগিনেয়স্ততঃ স্যম্ ।  
 দ্রৌণিবাণাশ্রিনির্দগ্ধঃ প্রতাপেনাদ্ভুতেন চ ॥ ৫ ॥  
 পরিক্ষীণেষু বংশেষু জাতো যস্মাদ্বরঃ স্ততঃ ।  
 তস্মাৎ পরিক্ষিতো নাম বিখ্যাতঃ পৃথিবীতলে ॥ ৬ ॥

অ ষ্টমষ্টদ্ব্যেকবর্ষোঃ পাণ্ডবানাং কথানকম্ ।

মুতানাং দর্শনং দেবীপ্রসাদাদিহ কথ্যতে ॥

পঞ্চানামিতি ॥ ১ ॥ জিহ্মুনাহর্জুনেন হরিসংমতে সতি । কৃষ্ণান্মতেনেত্যর্থঃ ॥ ২—৩ ॥  
 বৈরাটী বিরাটকন্তা উত্তরা কুলাস্তে কুলক্ষয়ে সতি । স পুত্রো গর্ভ এবাশ্রথামবাণাশ্রিনা  
 মৃতঃ ॥ ৪ ॥ পুনর্দ্রৌণিরশ্রথামা তস্ত বাণাশ্রিনির্দগ্ধো ভাগিনেয়ো ভগিনী অপত্যং তস্ত স্ততঃ ।  
 অভুতপ্রতাপেন কৃষ্ণেন জীবিত ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ তস্ত পুত্রস্ত জীবিতস্ত পরিক্ষিত ইতি নাম কিং

স্ততঃ কহিলেন, ঋষিগণ ! পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ পাণ্ডবের সাধারণতঃ দ্রৌপদী নামে এক ভার্য্যা  
 ছিল; তাহা হইলেও দ্রৌপদী অতিশয় পতিব্রতা ছিলেন । পঞ্চজন স্বামী হইতে তাহার অতি  
 স্তন্দর পাঁচটা পুত্র হইয়াছিল ॥ ১ ॥ এই দ্রৌপদী ভিন্ন কৃষ্ণের ভগিনী স্তভদ্রাও অর্জুনের আর  
 একটা পত্নী ছিল । পূর্ব্ব অর্জুন কৃষ্ণের সম্মতিক্রমে তাঁহাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥  
 এই স্তভদ্রাতে মহাবীর অভিমন্যু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ইনি রণাঙ্গণে সপ্তরথি-হস্তে নিহত  
 হন । এই দারুণ যুদ্ধসময়ে দ্রৌপদীর সন্তানগণও হত হইয়াছিল ॥ ৩ ॥ এই অভিমন্যুর পত্নী  
 অতিস্তন্দরী বিরাটতনয়া উত্তরা কুরুকুল ধ্বংস হইলে পর একটা সন্তান প্রসব করেন ।  
 এই সন্তান গর্ভাবস্থাতেই অশ্রথামার বাণাশ্রিতে দগ্ধ হয়, পরে কৃষ্ণ এই ভাগিনেয়-পুত্রটিকে

নিহতেষু চ পুঞ্জেষু ধৃতরাষ্ট্রোহতিদুঃখিতঃ ।  
 তস্মৌ পাণ্ডবরাজ্যে চ ভীমবাগ্ৰাণপীড়িতঃ ॥ ৭ ॥  
 গান্ধারী চ তথাতিষ্ঠৎপুত্রশোকাতুরা ভৃশম্ ।  
 সেবাং তয়োর্দ্বিবারাত্রং চকারার্ভো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৮ ॥  
 বিদুরোহপ্যতিধর্মাত্মা প্রজ্ঞানেত্রমবোধয়ৎ ।  
 যুধিষ্ঠিরস্থানু্মতে ভ্রাতৃপার্শ্বে ব্যতিষ্ঠত ॥ ৯ ॥  
 ধর্মপুত্রোহপি ধর্মাত্মা চকার সেবনং পিতৃঃ ।  
 পুত্রশোকোদ্ভবং দুঃখং তস্মৈ বিশ্বারয়মিব ॥ ১০ ॥  
 যথা শৃণোতি বৃদ্ধোহসৌ তথা ভীমোহতিরোষিতঃ ।  
 বাগ্ৰাণেনাহনন্তং তু শ্রাবয়ন্ সংস্থিতাজ্ঞানান্ ॥ ১১ ॥  
 ময়া পুত্রা হতাঃ সর্বৈ দুষ্কৃত্যাক্রান্ত তে রণে ।  
 দুঃশাসনস্য রুধিরং পীতং হৃদ্যং তথা ভৃশম্ ॥ ১২ ॥

নিমিত্তং তত্রাহ পরিক্ষীণেষিতি ॥৬॥ (নিহতেষিতি । পুঞ্জেষু দুর্বোধানাদিষু নিহতেষু ধৃতরাষ্ট্রঃ ভীমোক্তবাগ্ৰাণেন পীড়িতঃ পাণ্ডবরাজ্যে তদ্যাবিত্যম্বয়ঃ ॥ ৭ ॥ গান্ধারী চেতি । নতু কেবলং ধৃতরাষ্ট্রঃ গান্ধারী গান্ধাররাজকন্যা দুর্বোধানাদিশতপুত্রাণং মাতাপি ভৃশং পুত্র-শোকাক্তা পত্য সহ পাণ্ডবরাজ্যে অতিষ্ঠৎ । পরং যুধিষ্ঠিরঃ তয়োর্গান্ধারীধৃতরাষ্ট্রয়োঃ সেবাং চকার ॥ ৮ ॥ বিদুরোহপীতি । অতিধর্মাত্মা বিদুরোহপি প্রজ্ঞানেত্রং ধৃতরাষ্ট্রং প্রবোধিতবান্ যুধিষ্ঠিরানু্মতেন ভ্রাতৃধৃতরাষ্ট্রস্য পার্শ্বে ব্যতিষ্ঠতেত্যম্বয়ঃ ॥ ৯ ॥ ধর্মপুত্রোহপীতি । পিতৃ-ধৃতরাষ্ট্রস্য ॥ ১০ ॥ যথা শৃণোতীতি । বৃদ্ধো ধৃতরাষ্ট্রঃ যথা শৃণোতি তথা তাদৃশরূপেণ তজ-স্থিতান্ জনান্ শ্রাবয়ন্ বাগ্ৰাণেন বাক্শল্যেনাহনং ন্যাপীড়য়দিত্যর্থঃ । পীড়নে কারণং দর্শয়ন্নাহ অতিরোষিত ইতি ॥ ১১ ॥ বাগ্ৰাণপ্রকারং বর্ণয়ন্নাহ । ময়া পুত্রা ইতি । অকৃত্য

অলৌকিক মহিমা দ্বারা পুনর্জীবিত করেন ॥ ৪—৫ ॥ এই সন্তানটা কুরুকুল পরিক্ষীণ হইলে পর জন্মগ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া পৃথিবীতলে পরিক্ষিৎ নামে বিখ্যাত হইলেন ॥ ৬ ॥ এদিকে ধৃতরাষ্ট্র, পুত্রগণ নিহত হইলে পর অতিশয় দুঃখিত এবং ভীমের বাক্যবাণে প্রপীড়িত হইয়া পাণ্ডব রাজ্যেই অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥ গান্ধারীও পুত্রশোকে অতিশয় কাতর হইয়া অগত্যা সেই স্থানেই পতির সহিত অবস্থান করিলেন । ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির তাঁহাদের দুঃখে সম-দুঃখী হইয়া দিবারাত্র সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৮ ॥ ধর্মাত্মা বিহরও যুধিষ্ঠিরের অনু-মতিক্রমে নিজ ভ্রাতা প্রজ্ঞানেত্র ধৃতরাষ্ট্রকে সর্বদা সুখাইবাম জন্ত তাহার নিকটে থাকি-তেন ॥ ৯ ॥ ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির যাহাতে তাঁহার পুত্রশোকজনিত দুঃখ অন্তর্হিত হয় সেইরূপে সেবা করিতেন ॥ ১০ ॥ কিন্তু, অতিক্রম ভীমসেন যাহাতে এই বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র শুনিতে পান সেইরূপে সমীপস্থ লোকদিগকে শুনাইয়া বাক্যবাণ দ্বারা তাঁহাকে মর্মান্বিত করিতেন ॥ ১১ ॥ ভীমসেন বলিত, সভ্যগণ ! আমি রণাঙ্গনে এই ছষ্ট অন্ধের সেই সমস্ত পুত্রকে নিহত

ভুনক্তি পিণ্ডমন্ধোহয়ং ময়া দত্তং গতত্ৰপঃ ।  
 ধ্বাজ্জবদ্বা শ্ববচ্চাপি বৃথা জীবত্যসৌ জনঃ ॥ ১৩ ॥  
 এবং বিধানি রূক্ষাণি শ্রাবয়ত্যুভাসরম্ ।  
 আশ্বাসয়তি ধর্ম্মাত্মা যুর্থোহয়মিতি চ বুবু ॥ ১৪ ॥  
 অষ্টাদশৈব বর্ষাণি স্থিত্বা তত্রৈব দুঃখিতঃ ।  
 ধৃতরাষ্ট্রো বনে যানং প্রার্থয়ামাস ধর্ম্মজম্ ॥ ১৫ ॥  
 অযাচত ধর্ম্মপুত্রং ধৃতরাষ্ট্রো মহীপতিঃ ।  
 পুত্রোভ্যোহহং দদাম্যদ্য নির্বাপং বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ১৬ ॥  
 বৃকোদরেণ সর্ব্বেষাং কৃতমর্জ্যোদ্ধিদেহিকম্ ।  
 ন কৃতং মম পুত্রাণাং পূর্ব্ববৈরমুস্মরন্ ॥ ১৭ ॥  
 দদাসি চেদ্ধনং মহং কুহা চৈবোদ্ধিদেহিকম্ ।  
 গমিষ্যেহহং বনং তপ্তুং তপঃ স্বর্গফলপ্রদম্ ॥ ১৮ ॥

ধৃতরাষ্ট্রঃ হৃদ্যাং হৃদগ্রাহি হৃদয়শাস্তিকারকমিতি ভাবঃ । কিন্তুঃ হৃঃশাসনস্ত রুধিরম্ । শত্রু-  
 শোণিতদর্শনং হি শত্রুজীবিনাং রাজসপ্রকৃতীনাং তীব্রীতিকরমিতি প্রসিদ্ধেত্তথাবম্ ॥ ১২ ॥  
 ভুনক্তীতি । অয়মন্ধো ময়া দত্তং পিণ্ডং ধ্বাজ্জবং কাকবং অথবা শ্ববং কুকুরবং ভুনক্তি  
 অতোহসৌ জনঃ বৃথা জীবতি শত্রুদত্তপিণ্ডভোজনাতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥ ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মরাজঃ ॥  
 ধর্ম্মজং যমধর্ম্মাজ্ঞাতং যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ১৫ ॥ (অযাচতেতি । নির্বাপং জলপিণ্ডাদিকং  
 পুত্রোভ্যো দদামীতি ধর্ম্মপুত্রং অযাচত নতুতপাণ্ডবং প্রার্থয়ামাসেতি তাৎপর্যার্থঃ ॥ ১৬ ॥  
 পুত্রনির্বাপদানে কারণং সূচয়ন্নহ বৃকোদরেণেতি । মম পুত্রাণাং হৃষ্যোধনাধীনাম্ ॥ ১৭ ॥  
 দদাসীতি । ওদ্ধিদেহিকং পারত্রিককৃত্যম্ ॥ ১৮ ॥

করিয়াছি এবং ইহার পুত্র হৃঃশাসনের হৃদয়স্থ রক্ত আমি ভাল করিয়া পান করিয়াছি ॥ ১২ ॥  
 সভাসদগণ ! এই নির্লজ্জ অন্ধ এক্ষণে কাক বা কুকুরের স্থায় আমার প্রদত্ত পিণ্ড ভোজন  
 করিতেছে । এক্ষণে ইহার যুতাই শ্রেয়ঃ ; এ ছষ্ট এক্ষণে বৃথা জীবন ধারণ করিতেছে ॥ ১৩ ॥  
 ভীমসেন প্রতদিনই এইরূপে ধৃতরাষ্ট্রকে কঠোর বাক্য সকল শ্রবণ করাইত ; কিন্তু ধর্ম্মাত্মা  
 যুধিষ্ঠির, এই ভীম অতিশয় মূর্খ এইরূপ নানাবিধ মধুর বাক্য দ্বারা অন্ধরাজকে সাবধন  
 করিতেন ॥ ১৪ ॥

এইরূপে ধৃতরাষ্ট্র অতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে অষ্টাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত সেই স্থানে অবস্থান  
 করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট বনগমন প্রার্থনা করিলেন ॥ ১৫ ॥ তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,  
 আমি অদ্য বিধিপূর্ব্বক পুত্রগণের তর্পণাদি করিব । ভীম সকলের ওদ্ধিদেহিক কার্য্য করি-  
 রাছে সত্য, কিন্তু পূর্ব্বজন্মের স্মরণ করিয়া আমার পুত্রগণের কিছুই করে নাই ॥ ১৬—১৭ ॥  
 অতএব, যদি তুমি আমাকে কিছু ধন প্রদান কর তাহা হইলে পুত্রগণের ওদ্ধিদেহিক কার্য্য  
 সকল সম্পন্ন করিয়া স্বর্গ প্রাপ্তির জন্য তপস্তা করিতে বন গমন করি ॥ ১৮ ॥

একাস্তে বিদুরেণোক্তো রাজা ধর্মস্বতঃ শুচিঃ ।

ধনং দাতুং মনশ্চক্রে ধৃতরাষ্ট্রায় চার্বিনে ॥ ১৯ ॥

সমাহুয়ানুজান্ সর্বানুবাচ পৃথিবীপতিঃ ।

ধনং দাস্তু মহাভাগাঃ ! পিত্রে নির্বাপকামিনে ॥ ২০ ॥

তচ্ছ্রদ্ধা বচনং ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠশ্রামিততেজসঃ ।

সংগ্রহেহস্য মহাবাহুঃ\*মারুতিঃ কুপিতোহব্রবীৎ ॥ ২১ ॥

ধনং দেয়ং মহাভাগ ! দুর্ধ্যোদনহিতায় কিম্ ।

অক্কাহপি স্তুথমাপ্নোতি মুখং কিমতঃ পরম্ ॥ ২২ ॥

তব দুঃস্বস্তিতেনার্য্য দুঃখং প্রাপ্তা বনে বয়ম্ ।

দ্রৌপদী চ মহাভাগা সমানীতা দুরাশ্বনা ॥ ২৩ ॥

বিরাটবনে বাসঃ প্রসাদান্তব স্তত্রত ! ।

দাসত্বঞ্চ কৃতং সর্বৈর্মমং স্ত্রশ্রামিতবিক্রমৈঃ ॥ ২৪ ॥

একাস্তে বিদুরেণেতি । শুচিঃ পবিত্রাত্মা অর্থিনে প্রার্থিনে ধৃতরাষ্ট্রায় ধনং দাতুং মনশ্চক্রে । একাস্তে নিভূতে ভীমাদীনামসমক্ষে ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥ ) নির্বাপকামিনে পুত্রপিণ্ড-প্রদানকামবতে ॥ ২০ ॥ মারুতির্ভীমসেনঃ ॥ ২১ ॥ অক্কাহপ্যেত্যাদৃশছট্টো ধৃতরাষ্ট্রোহপীত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥ দুরাশ্বনা দুঃশাসনেন । সত্যামিতি শেষঃ ॥ ২৩—২৪ ॥ মাগধং জরাসন্ধং হত্বা লক্ষদশা অহং

অনন্তর, বিদুর ভীমাদির অসমক্ষে যুধিষ্ঠিরকে ধৃতরাষ্ট্রের অভিলষিত ধন প্রদানের নিমিত্ত অনুরোধ করিলে পর, রাজা ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের প্রার্থনামত ধন দিবার জন্ত ইচ্ছা করিলেন এবং অনুজগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, হে ভাগ্যশালিগণ ! আমাদের গের জ্যেষ্ঠতাত এই অন্ধ নরপতি নিজ পুত্রদিগকে জলপিণ্ডাদি প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন সেই জন্ত অদ্য আমি তাঁহাকে তাঁহার প্রার্থনামত ধন প্রদান করিব, অতএব তোমাদিগের যত কি ? ॥ ১৯—২০ ॥ মহাবাহু ভীমসেন শ্রামিততেজা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত কুপিত হইয়া বলিলেন ॥ ২১ ॥ মহারাজ ! আপনি ভাগ্যশালী সত্য ; কিন্তু, দুর্ধ্যোদনের মঙ্গলের জন্ত ধনপ্রদান করিতে হইবে আর এই অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র স্ত্রী হইবে, ইহা হইতে আর মুখত্ব প্রকাশ কি হইতে পারে ? ॥ ২২ ॥ মহারাজ ! আপনি আমাদের প্রভু সত্য কিন্তু আপনারই অসৎ মন্ত্রণাতে আমরা বনে কষ্ট পাইয়াছিলাম এবং সেই সৌভাগ্যশালিনী দ্রৌপদীকে দুরাশ্বা দুঃশাসন সভাতে আনয়ন করিয়াছিল ॥ ২৩ ॥ হে সত্যব্রত ! আপনারই জন্ত বিরাটনগরে বাস করিতে হইয়াছিল এবং অতুল বিক্রমশালী

\* তং হসন্তহাসেন । ইতি বা পাঠঃ ।



দেবিতা স্বা ন চেজ্জ্যেষ্ঠঃ প্রভবেৎ সংক্ষয়ঃ কথম্ ।

সূপকারো বিরাটশ্চ হস্তাহকৃৎ তু মাংগধম্ ॥ ২৫ ॥

বৃহন্নলা কথং জিহ্বুর্ভবেদবালশ্চ নর্তকঃ ।

কৃষ্ণা বেমাং মহাবাহুর্যোযায়া বাসবান্নজঃ ॥ ২৬ ॥

গাণ্ডীবশোভিতো হস্তো কৃতো কঙ্কণশোভিতো ।

মানুষং চ বপুঃ প্রাপ্য কিং দুঃখং স্মাদতঃপরম্ ॥ ২৭ ॥

দৃষ্ট্বা বেণীং কৃতাং মুক্তি কঙ্কলং লোচনে তথা ।

অসিং গৃহীত্বা তরসা ছেদ্যাহং নান্যথা স্বখম্ ॥ ২৮ ॥

অপৃষ্ট্বা স্বাং মহীপাল নিক্ষিপ্তোহগ্নিময়ী গৃহে ।

দধ্বু কামশ্চ পাপাত্মা নির্দম্বোহসৌ পুরোচনঃ ॥ ২৯ ॥

কীচকা নিহতাঃ সর্কে স্বামপৃষ্ট্বা জনাধিপ ! ।

ন তথা নিহতাঃ সর্কে সভায়াং ধৃতরাষ্ট্রজাঃ ॥ ৩০ ॥

বিরাটশ্চ সূপকারোহভূবমতাদৃশঃ ক্ষয়ঃ কথং স্মাদং জ্যেষ্ঠো দেবিতা দ্যুতবাসনী ন চেদি-  
তার্থঃ ॥ ২৫ ॥ বাসবান্নজো দেবেজ্জঃ ॥ ২৬—২৭ ॥ দৃষ্টেতি । অর্জুনশ্চ মুক্তি কৃতাং বেণীং  
লোচনে কঙ্কলং চ দৃষ্ট্বা । দুঃখিতস্ত মম তদা স্বখং স্মাদ্যদ্যাহং ধৃতরাষ্ট্রমসিং গৃহীত্বা তরসা  
বেগেন মস্তকে ছেদ্যি ছেৎস্মামি নান্যথেষার্থঃ ॥ ২৮ ॥ অপৃষ্টেতি । হে মহীপাল ! স্বাম-  
পৃষ্ট্বা ময়া গৃহে লাক্ষাগৃহেহগ্নিনিক্ষিপ্তঃ তেন অসৌ তুষ্টায়া পুরোচনঃ পৃথু কামঃ অস্মান্নিতি  
শেষঃ । স্বয়মেব নির্দম্ব আসীৎ । অগ্নি বিদতি তদাসৌ ন মৃতঃস্মাদতো মহদুঃখমস্মাভিহং-  
কারণাদেব লক্ষ্মিতি ভাবঃ ॥ ২৯ ॥ ন তথেষতি । অয়ং মনসি খেদোহদ্যাপি বর্ত্তত ইত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

হইয়াও আমরা মৎস্যরাজের দাসত্ব করিয়াছিলাম ॥ ২৪ ॥ যদি আপনি জ্যেষ্ঠ বা দ্যুতাসক্ত  
না হইতেন, তাহা হইলে কি তখন সেরূপ সর্বনাশ হইতে পারিত ? না আমি মগধরাজ  
জরাসন্ধের হস্তা হইয়াও বিরাটরাজের পাচক হইতাম ? অথবা মহাবাহু ইন্দ্রপুত্র অর্জুনকে  
জীবনে বৃহন্নলা সাজিয়া বালকগণের নর্তক হইতে হইত ? ॥ ২৫—২৬ ॥ হায় ! যে হস্ত  
গাণ্ডীব দ্বারা শোভিত হয় অর্জুন সেই হস্তকে কঙ্কণ দ্বারা শোভিত করিয়াছিল । মহাব্য  
জন্মেইহা হইতে অধিক আর কি দুঃখ হইতে পারে ? ॥ ২৭ ॥ হায় ! অর্জুনের মস্তকে  
বিরচিত বেণী এবং লোচনদ্বয়ে কঙ্কল দেখিয়া যদি আমি অসি গ্রহণ করিয়া বেগে অসিয়া  
ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির মস্তক ছেদন করিতে পারিতাম তাহা হইলে সুখী হইতে পারিতাম ॥ ২৮ ॥  
পূর্বে পুরোচন আমাদিগকে দধ্ব করিবার ইচ্ছায় জড়গৃহে নিদ্রা করিয়াছিল, আমি  
সেই গৃহে আপনাকে না বলিয়া অগ্নি নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, সেই জন্তই সেই পাণ্ডি পুরো-  
ন দধ্ব হইয়াছিল ॥ ২৯ ॥ মহারাজ ! আপনাকে না বলিয়াই আমি কীচকগণকে নিহত  
করিয়াছিলাম ; কিন্তু এই বড় দুঃখ রহিল যে, সেইরূপে আপনাকে না বলিয়া ধৃতরাষ্ট্র

মূৰ্খত্বং তব রাজেন্দ্র ! গন্ধৰ্বৈৰ্ভ্যশ্চ মোচিতাঃ ।

দুর্যোধনাদয়ঃ কামং শত্রবো নিগড়ীকৃতাঃ ॥ ৩১ ॥

দুর্যোধনহিতায়াদ্য ধনং সাতুঃ ত্বমিচ্ছসি ।

নাহং দদে মহীপাল ! সৰ্ব্বধা প্রেরিতস্তয়া ॥ ৩২ ॥

ইত্যুক্ত্বা নিৰ্গতে ভীমে ত্রিভিঃ পরিত্যক্তো নৃপঃ ।

দদৌ বিত্তং স্তবলং ধৃতরাষ্ট্রায় ধৰ্ম্মজঃ ॥ ৩৩ ॥

কারয়ামাস বিধিবৎ পুত্রাণাং চৌর্দ্ধদেহিকম্ ।

দদৌ দানানি বিপ্রৈভ্যো ধৃতরাষ্ট্রোহশ্বিকাস্থতঃ ॥ ৩৪ ॥

কুর্দ্বৌর্দ্ধদেহিকং সৰ্বং গান্ধারীসহিতো নৃপঃ ।

প্রবিবেশ বনং তূর্ণং কুন্ত্যা চ বিদুরেণ চ ॥ ৩৫ ॥

সঞ্জয়েন পরিত্যক্তো নিৰ্গতোহসৌ মহামতিঃ ।

পুত্রেৰ্নিৰ্বাৰ্য্যমাণাপি শূরসেনস্থতা গতা ॥ ৩৬ ॥

বিলপন্ ভীমসেনোহপি তথাত্তে চাপি কৌরবাঃ ।

গন্ধাতীরাৎ পরাবৃত্য যযুঃ সৰ্বৈ গজাস্থয়ম্ ॥ ৩৭ ॥

গন্ধৰ্বেণ নিগড়ীকৃতা বন্ধা দুর্যোধনাদয়ঃ শত্রবস্তয়া মোচিতা ইদং তব মূৰ্খত্বমেব । এতাবশেষে  
দয়া নৈব বিধেয়েত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩২ ॥

ত্রিভিরঙ্কুনকুলসহদৈবৈঃ ॥ ৩৩—৩৫ ॥ শূরসেনস্থতা কুন্তী ॥ ৩৬ ॥ যযুরিতি । তান্ বনং

পুত্রগণকে ভাৰ্য্যাসহিত নিহত করিতে পারিলাম না ॥ ৩০ ॥ মহারাজ ! আপনি যে নিগড়-  
বদ্ধ দুর্যোধনাদি শত্রুগণকে গন্ধৰ্বগণের নিকট হইতে মুক্ত করাইয়াছিলেন, তাহা আপনার  
মূৰ্খত্ব প্রকাশ ভিন্ন আর কি হইতে পারে ? ॥ ৩১ ॥ অদ্য আপনি সেই দুর্যোধনের মঙ্গল জন্ত  
ধন প্রদান করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, মহারাজ ! আপনি আমাকে বারংবার আজ্ঞা করি-  
লেও আমি কখনই প্রদান করিব না ॥ ৩২ ॥

ভীমসেন এই কথা বলিয়া নিৰ্গত হইলে পর মহারাজ ধৰ্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির অঙ্কন নকুল  
এবং সহদেবের সহিত মিলিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রকে বিপুল অর্থ প্রদান করিলেন ॥ ৩৩ ॥ অনন্তর,  
অধিপুত্র ধৃতরাষ্ট্র বিধিপূৰ্বক পুত্রগণের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য করাইলেন এবং ব্রাহ্মণ-  
গণকে ধন প্রদান করিলেন ॥ ৩৪ ॥ এইরূপে ধৃতরাষ্ট্র ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া গান্ধারী  
কুন্তী এবং বিদুরের সহিত শীঘ্র বনগমনে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৩৫ ॥ মহামতি ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয় দ্বারা  
গন্তব্য পথ অবগত হইয়া পুর হইতে নিৰ্গত হইলেন এবং শূরসেনকন্তা কুন্তী পুত্রগণ কর্তৃক  
বাগ্‌বান্ নিবারণিত হইলেও ধৃতরাষ্ট্রের সহিত প্রস্থান করিলেন ॥ ৩৬ ॥ (কৌরবগণ ইহাদের  
সহিত গন্ধাতীর পর্য্যন্ত আইলেন ।) অনন্তর, তাহাদিগকে বনে পাঠাইয়া সমস্ত কৌরবগণ

তে গঙ্গা জাহ্নবীতীরে শতযুপাশ্রমং শুভম্ ।  
 কৃষ্ণা ভূগৈঃ কুটীং তত্র তপস্তপুঃ সমাহিতাঃ ॥ ৩৮ ॥  
 গতান্যুদ্যানি ষট্ তেষাং যদা যাতা হি তাপসাঃ ।  
 যুধিষ্ঠিরস্ত বিরহাদনুজর্জনদমববীৎ ॥ ৩৯ ॥  
 স্বপ্নে দৃষ্টা যদা কুন্তী দুর্বলা বনসংস্থিতা ।  
 মনো মে হ্রতে দ্রষ্টুং মাতরং পিতরৌ তথা ॥ ৪০ ॥  
 বিদুরঞ্চ মহাত্মানং সঞ্জয়ঞ্চ মহামতিম্ ।  
 রোচতে যদি বঃ সর্বান ব্রজাম ইতি মে মতিঃ ॥ ৪১ ॥  
 ততস্তে ভ্রাতরঃ সর্বৈ স্তভদ্রা দ্রৌপদী তথা ।  
 বৈরাটী চ মহাভাগা তথা নাগরিকো জনঃ ॥ ৪২ ॥  
 প্রাপ্তাঃ সর্বজনৈঃ সার্কিং পাণ্ডবা দর্শনোৎস্রকাঃ ।  
 শতযুপাশ্রমং প্রাপ্য দদৃশুঃ সর্ব এব তে ॥ ৪৩ ॥  
 বিদুরো ন যদা দৃষ্টৌ ধর্ম্মস্তং পৃষ্ঠবাংস্তদা ।  
 কাস্তে স বিদুরৌ ধীমাংস্তমুবাচাশ্বিকাঃ ॥ ৪৪ ॥

প্রেষয়িত্বা ॥ ৩৭—৩৮ ॥ যদা যাতা হি তাপসা যুধিষ্ঠিরাদয়স্তদারভ্যেতার্থঃ ॥ ৩৯ ॥ মাতরং  
 কুন্তীম্ । পিতরৌ ধৃতরাষ্ট্রগান্ধার্যাবিতী ॥ ৪০ ॥ ( বিদুরঞ্চৈতি । বঃ সর্বানিতি চতুর্থীস্থানে  
 দ্বিতীয়া । সর্বৈভ্যো যদি রোচতে তর্হি বয়ং সর্বৈ তান্ দ্রষ্টুং ব্রজাম ইতি মে নতির্মত-  
 মিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

বৈরাটী বিরাটরাজকন্যা উত্তরা ॥ ৪২ ॥ প্রাপ্তা ইতি । সর্বৈঃ সার্কিং দর্শনোৎস্রকাঃ  
 পাণ্ডবাঃ শতযুপলক্ষিতাশ্রমং প্রাপ্য ধৃতরাষ্ট্রাদীন দদৃশুরিত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥ ) অশ্বিকাস্তৌ

অধিক কি ভীমসেনও বিলাপ করিতে করিতে গঙ্গাতীর হইতে হস্তিনাপুরে ফিরিয়া আসি-  
 লেন ॥ ৩৭ ॥ এদিকে ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি, গঙ্গাতীরস্থ পবিত্র শতযুপাশ্রমে গমন করিয়া তৃণাদি  
 দ্বারা একটা কুটার নির্মাণ করত সমাহিতচিত্তে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৩৮ ॥ এইরূপে  
 তাঁহাদের গমন দিবস হইতে ছয় বৎসরকাল গত হইলে তাঁহাদের বিরহে ছঃষিত যুধিষ্ঠির  
 ভ্রাতৃগণকে বলিলেন, অদ্য আমি স্বপ্নে বনবাসিনী জননী কুন্তীকে অতিশয় দুর্বলা নিরীক্ষণ  
 করিয়াছি, এজন্ত আমার মন তাঁহাকে এবং গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্র আর মহাত্মা বিদুর ও স্তমতি  
 সঞ্জয়কে দেখিতে একান্ত অন্তর হইতেছে ; অতএব, যদি তোমাদের অভিপ্রেত হয় তাহা  
 হইলে আমরা সকলেই সেই স্থানে যাই, আমার এই অভিপ্রায় ॥ ৩৯—৪১ ॥

অনন্তর সকলের মত হইলে, দর্শনোৎস্রক পাণ্ডবগণ, স্তভদ্রা দ্রৌপদী বিরাটকন্যা উত্তরা  
 এবং অপরাপর নগরবাসী জনগণের সহিত শতযুপাশ্রমে গমন করিয়া সকলেই তাঁহাদিগকে  
 দর্শন করিলেন ॥ ৪২—৪৩ ॥ কিন্তু, যুধিষ্ঠির সেই স্থানে বিদুরকে দেখিতে না পাইয়া ধৃত

বিরক্তশরতে ক্ষত নিরীহো নিষ্পরিগ্রহঃ ।

কুত্রোপ্যেকান্তসংবাসী ধ্যায়তেহন্তঃ সনাতনম্ ॥ ৪৫ ॥

গঙ্গাং গচ্ছন্ দ্বিতীয়েহহি বনে রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ।

দদর্শ বিহ্বরং ক্রামং তপসা সংশিতব্রতম্ ॥ ৪৬ ॥

দৃষ্টোবাচ মহীপালো বন্দেহং ত্বাং যুধিষ্ঠিরঃ ।

তস্মৈ শ্রদ্ধা চ বিহ্বরঃ স্থাগুভূত ইবানঘঃ ॥ ৪৭ ॥

ক্ষণেন বিহ্বরস্ত্যামিঃস্বতং তেজ অদ্ভুতম্ ।

লীনং যুধিষ্ঠিরস্ত্যাম্যে ধর্মাংশত্বাং পরম্পরম্ ॥ ৪৮ ॥

ক্ষত জহৌ তদা প্রাণাঙ্কুশোচাহতি যুধিষ্ঠিরঃ ।

দাহার্থং তস্মৈ দেহস্য কৃতবানুদ্যমং নৃপঃ ॥ ৪৯ ॥

শৃণুতস্ত তদা রাজো বাণুবাচাশরীরিণী ।

বিরক্তোহয়ং ন দাহাহৌ যথেকং গচ্ছ ভূপতে ! ॥ ৫০ ॥

ধৃতরাষ্ট্রঃ ॥ ৪৪ ॥ (বিরক্তশেতি। ক্ষত বিহ্বরঃ বৈরাগ্যমালম্ব্য নিষ্পরিগ্রহঃ সন্ যত্র কুত্রাপি একান্তে বিবিক্তদেশে অন্তর্হৃদয়পদ্মে সনাতনং নিত্যস্বরূপং চিদাত্মানং ধ্যায়তে। ধ্যানমাত্রিশ্রিত্যন্তে ইতি ভাবঃ ॥ ৪৫ ॥

গঙ্গামিতি। যুধিষ্ঠিরঃ দ্বিতীয়েহহি দ্বিতীয়ে দিবসে গঙ্গাং গচ্ছন্ বনে তপসা ক্রামং বিহ্বরং দদর্শেত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥ দৃষ্টোবাচেতি। যুধিষ্ঠিরোহয়মহং ত্বাং বন্দে। স্থাগুভূতঃ শাখা-পল্লবাদিবিরহিতো বৃক্ষ ইব বন্ধা যৌগস্থমহেশ্বর ইব তস্মৈ ॥ ৪৭ ॥) তেজ অদ্ভুতমিত্যর্থম্। ধর্মাংশত্বাভ্যুভয়োর্মমধর্মজ্ঞত্বাং ॥ ৪৮—৪৯ ॥ বিরক্তো জ্ঞানীত্যাঃ ॥ ৫০ ॥ (শ্রদ্ধেতি।

রাষ্ট্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই পরমজ্ঞানী বিহ্বর এক্ষণে কোথায় আছেন? ধৃতরাষ্ট্র ইহা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, বিহ্বর এক্ষণে বিষয়ভোগে আগ্রহশূন্য ও বিরক্ত হইয়া কোন নির্জন স্থলে বাস করিয়া অন্তরে সনাতন পরমব্রহ্মের ধ্যান করিতেছেন ॥ ৪৪—৪৫ ॥

অনন্তর, দ্বিতীয় দিবসে রাজা যুধিষ্ঠির গঙ্গান্নানে গমন করিতে করিতে বন মধ্যে কঠোর-ব্রতচারী তপঃকীর্ণ-কলেবর বিহ্বরকে দেখিতে পাইলেন। দেখিবামাত্রই বলিলেন, আমি যুধিষ্ঠির নৃপতি, আপনাকে বন্দনা করিতেছি। পবিত্রাত্মা বিহ্বর এই কথা শ্রবণমাত্র স্থাগুর জায় নিশ্চল হইয়া রহিলেন ॥ ৪৬—৪৭ ॥ ক্ষণকাল পরেই বিহ্বরের মুখ হইতে এক অপূর্ণ তেজঃ নির্গত হইল এবং পরস্পরের ধর্মাংশসম্ভবত্ব হেতু উক্ত তেজঃ যুধিষ্ঠিরের মুখে লীন হইয়া গেল ॥ ৪৮ ॥ সেই সময় বিহ্বর প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন এবং যুধিষ্ঠির অতিশয় শোক করত তাঁহার দেহ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবার জন্ত উদ্যোগ করিলেন ॥ ৪৯ ॥ পরে যেমন দাহ করিবেন অগ্নি সহসা আকাশে দৈববাণী হইল যে, এই বিহ্বর মহাজ্ঞানী অতএব ইনি দাহ-যোগ্য নহেন। মহারাজ! আপনি ইহাকে দাহ না করিয়া যথা ইচ্ছা গমন করুন ॥ ৫০ ॥

শ্রুত্বা তাং ভ্রাতরঃ সৰ্বে সন্মুগ্ধাজলেহমলে ।

গত্বা নিবেদয়ামাস্থু তরাষ্ট্রায় বিস্তরাৎ ॥ ৫১ ॥

স্থিতান্ত্রাশ্রমে সৰ্বে পাণ্ডবা নাগরৈঃ সহ ।

তত্র সত্যবতীসুসুনারদশ সমাগতঃ ॥ ৫২ ॥

মুনয়োহন্তে মহাস্থানশ্চাগতা ধৰ্ম্মনন্দনম্ ।

কুন্তী প্রাহ তদা ব্যাসং সংস্থিতং শুভদর্শনম্ ॥ ৫৩ ॥

কৃষ্ণ ! কৰ্ণস্ত পুত্রো মে জাতমাত্রস্ত বীক্ষিতঃ ।

মনো মে তপ্যতে সৰ্বং দর্শয়স্ব তপোধন ! ॥ ৫৪ ॥

সমর্থোহসি মহাভাগ ! কুরু মে বাঞ্ছিতং প্রভো ॥ ৫৫ ॥

গান্ধার্যুবাচ ।

দুর্যোধনো রণে গচ্ছন্ বীক্ষিতো ন ময়া মুনৈ !

তং দর্শয় মুনিশ্রেষ্ঠ ! পুত্রং মে ত্বং সহানুজম্ ॥ ৫৬ ॥

শুভদ্রোবাচ ।

অভিমন্যুং মহাবীরং প্রাণাদপ্যধিকং প্রিয়ম্ ।

দ্রষ্টুকামাগ্নি সৰ্ব্বজ্ঞ ! দর্শয়াদ্য তপোধন ! ॥ ৫৭ ॥

তে সৰ্বে ভ্রাতরঃ অমলে গন্ধাজলে সন্মুগ্ধাঃ স্নানং কৃতবন্তঃ ॥ ৫১ ॥ স্থিতান্ত্রভেতি । যত্রাশ্রমে নাগরৈঃ সহ পাণ্ডবাঃ স্থিতান্ত্র সত্যবতীসুসুনার্বেদব্যাসঃ নারদশ্চ সমাগত ইত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥ মুনয়োহন্তে ইতি । ধৰ্ম্মনন্দনং যুধিষ্ঠিরম্ । শুভদর্শনং ব্যাসস্ত্রতাহ ॥ ৫৩ ॥ হে কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ-দৈপায়নেত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥ ( ত্বত্বং সমর্থোহস্ততো মে বাঞ্ছিতং কুরু ॥ ৫৫ ॥ দুর্যোধন ইতি । সহানুজং অনুজঃ সহ বর্জনানং দুর্যোধনং দর্শয়েত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥ প্রাণাৎ জীবনাদপ্যধিকং প্রিয়ং অভিমন্যুং দর্শয় নত্ৰ জীবনবোধকতয়া প্রাণশব্দস্ত বহুত্বমিতি বোধ্যম্ ॥ ৫৭ ॥ )

যুধিষ্ঠির এই কথা শুনিয়া সমস্ত ভ্রাতৃগণের সহিত নির্মল গন্ধাজলে স্নান করিলেন এবং আশ্রমে আসিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে সমস্ত কথা বিস্তার পূর্বক বলিলেন ॥ ৫১ ॥ পরে, পাণ্ডবগণ কিছু কালের জন্য নগরবাসিগণের সহিত সেই আশ্রমে বাস করিলেন । এই সময় সত্যবতীপুত্র বেদব্যাস, নারদ এবং অন্যান্য মহাত্মা মুনিগণ যুধিষ্ঠিরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন । কুন্তী পবিত্রদর্শন বেদব্যাসকে অবস্থিত দেখিয়া বলিলেন, কৃষ্ণ ! আপনি তপস্বিপ্রধান আপ-  
নার দর্শন ত বিকল হইবার নহে । তপোধন ! আমি আমার পুত্র কর্তৃক জাতমাত্র একবার দেখিয়াছিলাম এক্ষণে আমার মন সর্বদা পরিতপ্ত হইতেছে আপনি একবার তাহাকে দেখান । হে মহাভাগ ! আপনি এবিষয়ে সমর্থ অতএব আমার বাঞ্ছা পূরণ করুন ॥ ৫২—৫৩ ॥ অনন্তর, গান্ধারী কহিলেন, মুনিবর ! দুর্যোধন যখন রণস্থলে গমন করে তখন আমি

\* \* \* শুভদ্রো চাধিকাপুত্রঃ কুন্তী চ সৌবলী তথা । কচিদিত্যধিকঃ পাঠোহপি দৃষ্টতে ।

সূত উবাচ ।

এবংবিধানি বাক্যানি শ্রদ্ধা দত্যবতীহৃতঃ ।

প্রাণায়ামং ততঃ কৃৎস্না দধ্যৌ দেবীং সনাতনীম্ ॥ ৫৮ ॥

সঙ্ক্যাকালেহথ সম্প্রাপ্তে গঙ্গায়াং মুনিসত্তমঃ ।

সর্ব্বাংস্তাংশ্চ সমাহুয় যুধিষ্ঠিরপুরোগমান্ ।

তুষ্ঠাব বিশ্বজননীং স্নাত্বা পুণ্যে সরিজ্জলে ॥ ৫৯ ॥

প্রকৃতিং পুরুষায়ামাং সগুণাং নিগুণাং তথা ।

দেবদেবীং ব্রহ্মরূপাং মণিদ্বীপাধিবাসিনীম্ ॥ ৬০ ॥

যদা ন বেধা ন চ বিমুগ্ধরীশ্বরো

ন বার্সবো নৈব জলাধিপস্তথা ।

ন বিভ্রপো নৈব যমশ্চ পাবক-

স্তদাহসি দেবি ! ত্বমহং নমামি তাম্ ॥ ৬১ ॥

জলং ন বায়ুর্ন ধরা ন চান্মরং

গুণা ন তেষাঞ্চ ন চেন্দ্রিয়াণ্যহম্ ।

মনো ন বুদ্ধির্ন চ তিথ্যগুঃ শশী •

তদাহসি দেবি ! ত্বমহং নমামি তাম্ ॥ ৬২ ॥

সনাতনীং নিত্যং দেবীং সাম্যাবস্থায়োপাধিকব্রহ্মরূপিনীং ভুবনেশ্বরীমিত্যর্থঃ ॥ ৫৮—৫৯ ॥  
পুরুষায়ামাং পুরুষাশ্রয়াং চৈতন্ত্যভিমানিত্যর্থঃ ॥ ৬০ ॥

(যদেতি । বেধা ব্রহ্মা ঈশ্বরো মহাদেবঃ জলাধিপো বরুণঃ বিভ্রপঃ কুবেরঃ ॥ ৬১ ॥ জলমিতি ।  
তেষাং জলাদীনাম্ গুণাঃ রসস্পর্শাদয়ঃ । অহং অহস্তত্বম্ । তিথ্যাঃ প্রথরাস্তীত্রা বা

তাহাকে দেখি নাই, এক্ষণে আপনি আমার সেই পুত্রকে তাহার অমুজগণের সহিত দর্শন  
করান ॥ ৫৬ ॥ অনন্তর পুত্রজ্ঞা বলিলেন, হে তপোধন ! আপনিত সমস্তই জানেন, মহাবীর  
অভিমহী আমার প্রাণ অপেক্ষাও অধিক প্রিয় আমি তাহাকে একবার দেখিতে ইচ্ছা করি  
আপনি অন্য তাহাকে একবার দেখান ॥ ৫৭ ॥

• সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! সূত্যবতীপুত্রী বেদব্যাস এইরূপ মানাবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া  
প্রাণায়াম পূর্ব্বক সনাতনী দেবীর ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৫৮ ॥ অনন্তর, সঙ্ক্যাকাল  
সমাগত হইলে সেই মুনিসত্তম, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সকলকে আহ্বান পূর্ব্বক গঙ্গার পবিত্র  
সলিলে স্নান করিয়া যিনি পুরুষাশ্রিত, সগুণা নিগুণাশ্রিতা প্রকৃতি ; যিনি দেবতা-  
দিগেরও পরম দেবতাস্বরূপা, সেই মণিদ্বীপ-নিবাসিনী ব্রহ্মরূপিনী ভুবনেশ্বরীর স্তব করিতে  
প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৫৯—৬০ ॥

ইমং জীবলোকং সমাধায় চিত্তে

শুণৈর্লিঙ্গকোশঞ্চ নীত্বা সমাধৌ ।

স্থিতা কল্পকালং নয়ন্ত্যতন্ত্রা

ন কোহপ্যস্তি বেত্তা বিবেকং গতৌহপি ॥ ৬৩ ॥

প্রার্থয়তোষ মাং লোকো মৃতানাং দর্শনং পুনঃ ।

নাহং ক্ষমোহস্মি মাতস্ত্বং দর্শয়াশু জনান্ মৃতান্ ॥ ৬৪ ॥

সূত উবাচ ।

এবং স্তুতা তদা দেবী মায়া শ্রীভুবনেশ্বরী ।

স্বর্গাদাহুয় সর্বান্ বৈ দর্শয়ামাস পার্থিবান্ ॥ ৬৫ ॥

গাবো রশ্ময়ো যন্ত স সূর্য ইত্যর্থঃ ॥ ৬২ ॥) সাম্যাবস্থায় বর্ণয়তি ইমমিতি । ইমং জীবলোকং জীবসমুদায়ং চিত্তে হিরণ্যগর্ভাস্থকে সমষ্টৌ সমাধায় সংস্থাপ্য তদেকতাং নীত্বৈত্যর্থঃ । তং লিঙ্গকোশং চ সমদৃষ্টিলিঙ্গশরীরাস্থকং হিরণ্যগর্ভক্ষেত্যর্থঃ । তং হিরণ্যগর্ভং শুণৈঃ পৃথগ্-ভিন্নৈঃ সর্বাদিভিঃ সহিতং সমাধৌ সাম্যাবস্থাস্থকে স্মৃষ্টিদ্বারা নীত্বা স্থিতা ত্বং কল্পকালং যাবৎ কল্পস্ত পরিমাণং তাবন্তং কালং স্বতন্ত্রা সতী নয়সি তস্মিন্ সময়ে বিবেকং গতৌ জ্ঞান-বান্ বেত্তা তব কোহপি নাস্ত্যেতাদৃশী ত্বং সাম্যাবস্থায়োপাদিকবুদ্ধকৃপণী সর্বৌত্তরেত্যর্থঃ । যাবান্ প্রপঞ্চস্ত কালস্তাবান্বেব প্রসন্নতাপীতি তু পুরাণে প্রসিদ্ধম্ ॥ ৬৩ ॥ ( প্রার্থয়তীতি । এষ লোকঃ অত্রতাঃ সর্বৌ জনঃ মৃতানাং দর্শনং মাং প্রার্থয়তি কর্ণধর্যোধানাদীনাং দর্শন-কামনয়া মাং যাচতে ইতি ভাবঃ । পরং তত্রাহং ন ক্ষমঃ শক্যঃ অতঃ মৃতান্ তান্ কৌরবান্ দর্শয়েত্যম্বয়ঃ ॥ ৬৪ ॥

এবমিতি । এবম্ভকারেণ বেদব্যাসেন স্তুতা সা মাযোপহিতপরবন্ধচৈতজরূপা ভুবনেশ্বরী তান্ সর্বান্ স্বরলোকাং আহুয় দর্শয়ামাস ॥ ৬৫ ॥ দৃষ্টেতি । স্বকান্ আয়ীযজ্ঞানান্ বীক্ষ্য সর্বৈ

হে দেবি ! যৎকালে অগ্নি, বসু, কুবের, বরুণ বা ইন্দ্র অধিক কি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও ছিলেন না তখন আপনিই একমাত্র বিরাজ করিতেন ; অতএব আপনাকে নমস্কার করি ॥ ৬১ ॥ সে সময় জল, বায়ু, পৃথিবী কি আকাশ বা তাহাদিগের ( এই সমস্ত মহাভূতের ) রস স্পর্শ গন্ধ শু শব্দাদি গুণ সমুদয় কি ইন্দ্রিয় বা তাহাদিগের প্রবর্তক মন বা অহংত্ব কি বুদ্ধিত্ব এমন কি বিশ্ব প্রকাশক চন্দ্র সূর্য্য পর্য্যন্তও ছিল না ; কিন্তু, হে মাতঃ ! তৎকালে এক মাত্র আপনিই নিত্যরূপে বিরাজমানা ছিলেন ; অতএব আপনাকে নমস্কার করি ॥ ৬২ ॥ মাতঃ ! আপনি এই সমস্ত জীবলোককে হিরণ্যগর্ভাস্থক সমষ্টিতে সমাধান করিয়া সেই লিঙ্গকোষকে সর্বাদিগুণের সহিত সাম্যাবস্থায় আনয়ন করত কল্পকাল পর্য্যন্ত স্বতন্ত্ররূপে মহাসমামিতি অবস্থান করেন। জননি ! এ সময়ে কেহ মহাবিবেক প্রাপ্ত হইলেও আপনাকে জানিতে সমর্থ হয় না ॥ ৬৩ ॥ মাতঃ ! এই সমস্ত লোকগণ আমার নিকট মৃতপুত্রাদির পুনর্দর্শন প্রার্থনা করিতেছে ; জননি ! এ বিষয়ে ত আমার ক্ষমতা নাই অতএব আপনিই সেই মৃত-গণকে দর্শন করান ॥ ৬৪ ॥

দৃষ্ট। কুন্তী চ গান্ধারী স্তভদ্রা চ বিরাটজা ।

পাণ্ডবা মুমুহুঃ সৰ্বে বীক্ষ্য প্রত্যাগতান্ স্বকান্ ॥ ৬৬ ॥

পুনর্বিসর্জিতা তেন ব্যাসেনামিততেজসা ।

স্বস্ত্বা দেবীঃ স্নাহামায়ামিন্দ্রজালমিবোদ্যতম্ ॥ ৬৭ ॥

তদা পৃষ্ঠা যযুঃ সৰ্বে পাণ্ডবা মুনয়স্তথা ।

রাজা নাগপুরং প্রাপ্তঃ কুর্বন্ ব্যাসকথাং পথি ॥ ৬৮ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে

মৃতসন্দর্শনো নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

মুমুহুরিত্যশ্রয়ঃ ॥ ৬৬ ॥ পুনর্রিতি । অমিততেজসা ব্যাসেন তে স্বর্গাদাগতাঃ কর্ণাদয়ঃ সৰ্বে পুনর্বিসর্জিতাঃ স্বরলোকং প্রাপিতা ইত্যর্থঃ । পরাং দেবীং স্বস্ত্বাং ন চ স্বশক্ত্যা ব্যাসোহপি ক্লিষ্টং কর্ত্ত্বং ক্ষম ইতি বোধ্যম্ । অতস্তদা তত্র উদ্যতেন্দ্রজালমিবাসীদিত্যর্থঃ । ইন্দ্রজাল-মিত্যনেন জগতো মিথ্যাস্বপ্রতিপাদনামিথ্যাভূতসংসারাদেতা দৃশ্যানাামীশ্বরানুগৃহীতানাশ্রয়-দৃশী দশা জায়ত ইতি বিরক্তো ভূত্বা ভগবতীশ্বররূপং যোগার্থং বিচিত্রয়েদিত্যাবস্তরতাৎ-পর্যম্ ॥ ৬৭ ॥ ব্যাসকথাং ব্যাসে শ্রীভুবনেশ্বর্যমুগ্রহকথাম্ ॥ ৬৮ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

মৃত কহিলেন, ঋষিগণ ! সেই মায়োপাধিক। ভুবনেশ্বরী দেবী এইরূপে স্তব হইলে পর স্বর্গ হইতে মৃত ক্ষত্রিয়দিগকে আহ্বান করিয়া সকলকে দেখাইলেন ॥ ৬৫ ॥ কুন্তী, গান্ধারী, স্তভদ্রা, বিরাটকন্যা এবং পাণ্ডবগণ ও অত্যাচর সকলেই আশ্রয় স্বজনদিগকে প্রত্যাগত দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন ॥ ৬৬ ॥ অনন্তর, সেই অমিত তপোবলসম্পন্ন ব্যাসদেব মহামায়া দেবীকে শ্রবণ করিয়া পুনর্বার তাহাদিগকে বিদায় দিলেন । ঋষিগণ ! এই সময়ে ইহা যেন ইন্দ্রজালের তায় বোধ হইয়াছিল ॥ ৬৭ ॥ তদনন্তর পাণ্ডবগণ ও ঋষিগণ পরস্পর শুভবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া স্বস্বস্থানে গমন করিলেন । রাজা যুধিষ্ঠিরও পথে ব্যাস-দেবের মহিমার কথা কহিতে কহিতে হস্তিনাপুরে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন ॥ ৬৮ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকোক্ত মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে

মৃতদর্শন নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## অষ্টমোঃধ্যায়ঃ

সূত উবাচ ।

ততো দিনে তৃতীয়ে চ ধৃতরাষ্ট্রঃ স ভূপতিঃ ।

দাবাগ্নিনা বনে দন্ধঃ সভার্য্যঃ কুন্তিসংযুতঃ ॥ ১ ॥

সঞ্জয়স্তীর্থযাত্রায়াং গতস্ত্যক্তা মহীপতিম্ ।

শ্রদ্ধা যুধিষ্ঠিরো রাজা নারদাদ্ভুতমাণুবান্ ॥ ২ ॥

ষট্‌ত্রিংশেহথ গতে বর্ষে কোরবাণাং ক্ষয়াৎ পুনঃ ।

প্রভাসে যাদবাঃ সর্বে বিপ্রশাপাং ক্ষয়ং গতাঃ ॥ ৩ ॥

তে গীত্বা মদিরাং মভাঃ কৃত্বা যুদ্ধং পরস্পরম্ ।

ক্ষয়ং প্রাপ্তা মহাত্মানঃ পশ্যতো রামকৃষ্ণয়োঃ ॥ ৪ ॥

দেহং তত্যাজ রামস্ত কৃষ্ণঃ কমললোচনঃ ।

ব্যাধবাণহতঃ শাপং পালয়ন্ ভগবান্ হরিঃ ॥ ৫ ॥

পঞ্চাশৎপদ্যটিকরেকেনোন্নৈর্নষ্টং হরঃ কুলম্ ।

কীর্তিরবোত্তরাহ্নোবৃত্তক পরিগীযতে ।

তত ইতি । পাণ্ডবানাং হস্তিনাপুরাগমনোত্তরম্ ॥ ১ ॥ নারদাচ্ছ্রুত্বাশ্রয়ঃ ॥ ২ ॥ ষট্‌ত্রিংশেহথেতি । কোরবাণাং ক্ষয়াদনন্তরং ষট্‌ত্রিংশে বর্ষে গতে সত্যথ প্রভাসে যাদবা ইত্যশ্রয়ঃ ॥ ৩ ॥ পশ্যতো রামকৃষ্ণয়োরিত্যনেন্দ্রয়োরপি ভাবিত্ততাপরিহারকত্বমুক্তং ভবতি ॥ ৪ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! পাণ্ডবদিগের হস্তিনাপুরে গমনানন্তর তৃতীয় দিবসে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র কুন্তী ও গান্ধারীর সহিত সেই বনমধ্যে দাবানলে দগ্ধ হইয়াছেন এবং সঞ্জয় ও ইতিপূর্বে তীর্থযাত্রা উপলক্ষে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন, রাজা যুধিষ্ঠির নারদমুখ হইতে ইহা শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন ॥ ১—২ ॥ এদিকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কোরবকুল ধ্বংস হইবার ষট্‌ত্রিংশৎ বৎসরান্তে সমস্ত যাদবগণও প্রভাসে মিলিত হইয়া ব্রহ্মশাপহেতু বিনষ্ট হইলেন ॥ ৩ ॥ সেই মহাত্মা যজ্ঞবল্ক্যগণ প্রভাসতীর্থে মদ্যপান করত অতিশয় মত্ত হইয়া বলরাম এবং কৃষ্ণের সমক্ষে অবস্থিত হইয়াই পরস্পর যুদ্ধ করত নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৪ ॥ বলরাম আশ্বীযগণের বিনাশের পর স্বয়ং দেহ পরিত্যাগ করিলেন এবং ভগবান্ ভক্তজনতাপহারী কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ-শাপের গৌরব রক্ষা করিবার জন্ত ব্যাধবাণে আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন ॥ ৫ ॥

বহুদেবস্ত তচ্ছ্রদ্ধা দেহত্যাগং হরেরথ ।

জহৌ প্রাণাঙ্গুচীন্ কৃহ্মা চিত্তে শ্রীভুবনেশ্বরীম্ ॥ ৬ ॥

অৰ্জুনস্ত ততো গহ্মা প্রভাসে চাতিদুঃখিতঃ ।

সংস্কারং তত্র সৰ্ব্বেষাং যথাযোগ্যং চকার হ ॥ ৭ ॥

সমীক্ষ্যথ হরের্দেহং কৃহ্মা কাষ্ঠশ্চ সঞ্চয়ম্ ।

অষ্টাভিঃ সহ পত্নীভির্দাহয়ামাস পার্শ্বিণঃ ॥ ৮ ॥

দেহং রামশ্চ য়েবত্যাং সহ দন্ধুঃ বিভাবসৌ ।

অৰ্জুনো দ্বারকামেত্য পুরামিঞ্চাময়জ্জনম্ ॥ ৯ ॥

পুরী সা বাহুদেবস্ত প্রাবিতোদধিনা ততঃ ।

অৰ্জুনঃ সৰ্ব্বক্লান্ বৈ গৃহীত্বা নির্গতস্তদা ॥ ১০ ॥

কৃষ্ণপত্ন্যস্তদা মার্গে চৌরাভীরৈশ্চ লুণ্ঠিতাঃ ।

ধনং সৰ্ব্বং গৃহীতঞ্চ নিস্তেজাশ্চাৰ্জুনোহভবৎ ॥ ১১ ॥

ইন্দ্রপ্রস্থে সমাগম্য বজ্রো রাজা কৃতস্তদা ।

অনিরুদ্ধস্ততো নান্য পার্থেনামিততেজসা ॥ ১২ ॥

এবং রানকৃষ্ণয়োরপি দুর্দশাং দর্শয়তি দেহং তত্যাজেতি ॥ ৫ ॥ শ্রীভুবনেশ্বরীং চিত্তে কৃষ্ণে-  
ত্যাশ্বঃ ॥ ৬—৮ ॥ নিজাময়জ্জনমিতি । বাহুদেবেন স্বশক্ত্যা তৎপুরং সমুদ্রমধ্যে নিশ্চিতং  
তদ্বিতীয়ে গতে সতীক্বেণ স্বশক্ত্যপকর্ষাদ্বিশ্বয়েন সমুদ্রো নগরীং প্রাবিশ্ব্যতীতি ভবেন  
নিজাময়ম্বিকাসিতবানিত্যর্থঃ ॥ ৯—১১ ॥

ইন্দ্রপ্রস্থে ইতি । অনিরুদ্ধস্ততো বজ্রনামা যাদবানাং রাজা কৃতঃ ॥ ১২ ॥ কথিতং

অনন্তর, বাহুদেব শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুবাস্তা শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে ভুবনেশ্বরী ভগবতীকে ধ্যান  
করত পবিত্র প্রাণবায়ু পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৬ ॥

এই সমস্ত ঘটনার পর, অৰ্জুন অতিশয় দুঃখিতাস্তঃকরণে প্রভাসে ঘাইয়া সমস্ত  
নাদবগণের যথাযোগ্য প্রেতকৃত্যাদি সম্পাদন করিলেন ॥ ৭ ॥ পরে, কাষ্ঠাদি সংগ্রহ  
করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার প্রধান অষ্টমহিষীর সহিত এবং বলরামকে য়েবতীর সহিত  
চিতায়িত্তে দন্ধু করিয়া দ্বারকাপুরীতে আগমন পূর্ব্বক তথা হইতে সমস্ত পুরবাসিগণকে  
নিজামিত করিলেন ॥ ৮—৯ ॥ অনন্তর, শ্রীকৃষ্ণের সেই দ্বারকাপুরী সমুদ্র দ্বারা প্রাবিত হইয়া  
গেল । এদিকে অৰ্জুন, কৃষ্ণের অপর মহিষীগণ ও দ্বারকাবাসী সমস্ত জনগণের সহিত  
ইন্দ্রপ্রস্থে আসিবার জন্য তথা হইতে নির্গত হইলেন ॥ ১০ ॥ পথিমধ্যে আসিতে আসিতে  
কতকগুলি আভীর জাতীয় দস্যু কৃষ্ণপত্নীদিগকে লুটপাট করিয়া সমস্ত ধন অপহরণ  
করিল । ঋষিগণ ! অৰ্জুন এই সময়ে কৃষ্ণবিরহে এক্রপ নিস্তেজ হইয়াছিলেন যে, তাহা-  
দিগকে কোন প্রকারেই নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ১১ ॥

ব্যাঁসায় কথিতং হুঃখং তেনোক্তোহসৌ মহারথঃ ।

পুনর্যদাহরিস্বং চ ভবিতাসি মহামতে ! ।

তদা তেজস্তবাত্ম্যং ভবিষ্যতি পুনর্যুগে ॥ ১৩ ॥

তচ্ছ্রদ্ধা বচনং পার্থো গতা নাগপুরেহর্জুনঃ ।

হুঃখিতো ধর্মরাজানং বৃত্তান্তং সর্বমব্রবীৎ ॥ ১৪ ॥

দেহত্যাগং হরেঃ শ্রুত্বা যাদবানাং ক্ষয়ং তথা ।

গমনায় মতিং চক্রে রাজা হৈমাচলং প্রতি ॥ ১৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশদ্বার্ষিকং রাজ্যে স্থাপয়িত্বোত্তরাশ্রতম্ ।

নির্জগাম বনং রাজা দ্রৌপদ্যা ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥ ১৬ ॥

ষট্‌ত্রিংশচ্চৈব বর্ষাণি কৃৎস্না রাজ্যং গজাহ্বয়ে ।

গতা হিমাচলে ষট্‌তে জহুঃ প্রাণান্ পৃথাস্থতাঃ ॥ ১৭ ॥

পরীক্ষিদপি রাজর্ষিঃ প্রজাঃ সর্বাঃ সুদার্মিকঃ ।

অপালয়চ্চ রাজেন্দ্রঃ ষষ্টিবর্ষাণ্যতন্দ্ৰিতঃ ॥ ১৮ ॥

হুঃখমিতি । মম মহতী শক্তিঃ কু গতেতি হুঃখং কথিতমিত্যম্বয়ঃ । পুনর্যুগে ইতি ।  
অধুনা শক্তিহরিণাপদ্মতা সা পুনরীরবতারে জাতে তবাপি চাবতারে জাতে আয়াত্নতি  
ন মধ্যো ॥ ১৩—১৫ ॥ উত্তরাশ্রতং পরীক্ষিতম্ । ( রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ভ্রাতৃভিঃ দ্রৌপদ্যা চ  
সহ নির্জগামেত্যম্বয়ঃ ॥ ১৬ ॥ তে দ্রৌপদ্যা সহ ষট্ । পৃথা কৃত্বী তস্তাঃ স্তুতাঃ পাণ্ডবা  
ইত্যর্থঃ । হিমাচলে প্রাণান্ জহুঃ ॥ ১৭ ॥

তাহার পর, সকলে ইহ প্রস্থে আসিলে অর্জুন বজ্র নামে অনিরুদ্ধপুত্রকে যাদবগণের রাজ-  
পদে অভিষিক্ত করিলেন এবং বেদব্যাসকে পশ্চিমধ্যে সম্বাদিত সমস্ত হুঃখের বিষয় জানাই-  
লেন । বেদব্যাস ইহা শ্রবণ করিয়া অর্জুনকে বলিলেন, (অর্জুন ! এবিষয়ের জন্ত তুমি হুঃখিত  
হইও না, শ্রীকৃষ্ণের অভাবই ইহার একমাত্র কারণ জানিবে ।) মহারথ ! পুনর্বার  
যুগপর্যায় যখন আবার শ্রীকৃষ্ণের সহিত তুমি অবতীর্ণ হইবে, তখন আবার তোমার সেই-  
রূপ উগ্রতর বলবীৰ্য্যাদি উপস্থিত হইবে ॥ ১২—১৩ ॥ পৃথাতনয় অর্জুন এই কথা শ্রবণ করিয়া  
অতিশয় হুঃখিতাত্তঃকরণে হস্তিনাপুরে গমনপূর্বক ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সমস্ত বৃত্তান্ত  
বলিলেন ॥ ১৪ ॥ ধর্মরাজ সমস্ত যাদবগণের বিশেষত শ্রীকৃষ্ণের দেহনাশের কথা শ্রবণে  
হিমালয় পর্বতাভিমুখে যাত্রা করিতে মনস্থ করিয়া ষট্‌ত্রিংশদ্বর্ষব্যস্ত উত্তরাপুত্র পরীক্ষিকে  
রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন এবং দ্রৌপদী ও অপর ভ্রাতৃগণের সহিত হিমাচলে  
বনপ্রস্থানে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১৫—১৬ ॥ ঋষিগণ । যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পৃথাপুত্রগণ কুরুক্ষেত্র  
যুদ্ধের পর এইরূপে হস্তিনাপুরে ষট্‌ত্রিংশৎ বর্ষ পর্যন্ত রাজ্যপালন করিয়া পরে হিমাচলে  
বাইয়া প্রাণত্যাগ করেন ॥ ১৭ ॥ এদিকে, দার্মিকপ্রবর রাজর্ষি পরীক্ষিৎও ষষ্টিবর্ষ

বভূব যুগয়া শীলো জগাম চ বনং মহৎ ।  
 বিদ্ধং যুগং বিচিস্থানো মধ্যাহ্নে ভূপতিঃ স্বয়ম্ ॥ ১৯ ॥  
 ত্বয়িতশ্চ পরিশ্রান্তঃ ক্ষুধিতশ্চোন্ডরাস্ততঃ ।  
 রাজা ঘর্ষণেণ সন্তপ্তো দদর্শ মুনিমন্তিকে ॥ ২০ ॥  
 ধ্যানে স্থিতং মুনিং রাজা জলং পপ্রচ্ছ চাতুরঃ ।  
 নোবাচ কিঞ্চিশ্মোনস্থশ্চকোপ নৃপতিস্তদা ॥ ২১ ॥  
 মৃতং সর্পং তদাদায় ধমুকোট্য ত্বাতুরঃ ।  
 কলিনাবিষ্টচিত্তস্ত কঠে তস্মাৎ প্রবেশয়ৎ ॥ ২২ ॥  
 আরোপিতে তথা সর্পে নোবাচ মুনিসত্তমঃ ।  
 ন চচাল সমাধিস্থো রাজাপি স্বগৃহং গতঃ ॥ ২৩ ॥  
 তস্মাৎ পুঞ্জোহতিতেজস্বী গবিজাতো মহাতপাঃ ।  
 মহাশাক্তোহথ\* শুশ্রাব ক্রীড়মানো বনান্তিকে ॥ ২৪ ॥

পরীক্ষিত্বিতি । সর্পাঃ প্রজাঃ অপালয়ৎ পালয়ামাস ॥ ১৮—১৯ ॥ বিদ্ধমিতি । বিচিস্থানঃ  
 অবিদ্যম্ । অহুসন্দধান ইতি যাবৎ ॥ ২০ ॥ ) ঘর্ষণেণোন্ডরজ্বলেন রৌদ্রেণ বা ॥ ২১ ॥  
 ত্বাতুরস্ত্বাপীড়িতঃ ॥ ২২ ॥ আরোপিতেহপীত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥  
 গবিজাতস্তন্মামক ইত্যর্থঃ । মহাশাক্ত ইতি । পরাশক্তেরূপাসক ইত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

পর্যস্ত আলস্যপরিশ্রুত হইয়া সমস্ত প্রজাগণকে প্রতিপালন করিলেন ॥ ১৮ ॥ অনন্তর, এক  
 দিবস যুগয়াভিলাষী হইয়া মহারণ্যে গমনপূর্বক একটা যুগকে বাণবিদ্ধ করিলেন । যুগটা  
 গুরুতর আঘাত পাইয়া পলায়ন করিল, রাজাও তাহার অব্যবধে প্রবৃত্ত হইলেন ; কিন্তু,  
 মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত হইলে, অতিশয় পরিশ্রান্ত এবং তৃষ্ণা ও ক্ষুধাতে কাতর হইয়া  
 পড়িলেন । ক্রমে, অতিশয় রৌদ্রে সন্তপ্ত হইয়া সম্মুখে একটা মুনিকে দেখিতে পাই-  
 লেন ॥ ১৯—২০ ॥ সেই তৃষ্ণাতুর রাজা পরীক্ষিৎ ধ্যানস্থ মুনিকে বারংবার জলের জন্ত  
 অনুরোধ করিলেন ; কিন্তু, সেই মৌনাবলম্বী ঋষি কোনও প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না,  
 তাহাতে মহারাজ অতিশয় ক্রূপিত হইয়া ধমুকের অগ্রভাগ দ্বারা একটা মৃত সর্প গ্রহণ পূর্বক  
 অতিশয় ক্রোধাক্রান্তচিত্তে সেই মুনির কণ্ঠদেশে সংলগ্ন করিয়া দিলেন ॥ ২১—২২ ॥ সেই মৃত  
 সর্প কণ্ঠদেশে সমর্পিত হইলেও সমাধিস্থ মুনির কিছুই বলিলেন না এবং ধ্যান হইতেও  
 বিচ্যুত হইলেন না । রাজাও ইহা দেখিয়া হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিলেন ॥ ২৩ ॥

ঋষিগণ ! এই মুনির মহাপ্রভাবশালী শৃঙ্গী নামে এক পুত্র ছিল । পুত্রটা আতশয়  
 তপোবল-সম্পন্ন এবং ভগবতী মহাশক্তির উপাসকদিগের অগ্রগণ্য । এই সময় সেই

\* শৃঙ্গী নামাধ । ইতি বা পাঠঃ ।

মিত্রাণ্যাহুশ্চ তৎপুত্রং পিতৃঃ কঠে তবানুনা ।  
 লভিতোহস্তি মৃতঃ সৰ্পঃ কেনাপীতি মুনীশ্বর ! ॥ ২৫ ॥  
 তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা চুকোপাতিশয়ং তদা ।  
 শশাপ নৃপতিং ক্রুদ্ধো গৃহীত্বাশু করে জলম্ ॥ ২৬ ॥  
 পিতৃঃ কঠেহদ্য মে যেন বিনিষ্কিপ্তো মৃতোরগঃ ।  
 তক্ষকঃ সপ্তরাত্রেণ তং দশেৎ পাপপুরুষম্ ॥ ২৭ ॥  
 মূনেঃ শিষ্যোহথ রাজানং সমুপেত্য গৃহে স্থিতম্ ।  
 শাপং নিবেদয়ামাস মুনিপুত্রেণ চার্পিতম্ ॥ ২৮ ॥  
 অভিমন্যুশ্চ তঃ শ্রুত্বা শাপং দত্তং দ্বিজে ন বৈ ।  
 অনিবার্য্যঞ্চ বিজ্ঞায় মন্ত্রিবৃদ্ধানুবাচ হ ॥ ২৯ ॥  
 শপ্তোহহং দ্বিজপুত্রেণ মম দোষাদসংশয়ম্ ।  
 কিং বিধেয়ং ময়ামাত্য উপায়শ্চিন্ত্যতামিহ ॥ ৩০ ॥  
 মৃত্যুঃ কিলানিবার্য্যোহসৌ বদন্তি বেদবাদিনঃ ।  
 যত্নস্তথাপি শাস্ত্রোক্তঃ কৰ্ত্তব্যঃ সৰ্ব্বথা বুধৈঃ ॥ ৩১ ॥

তৎপুত্রং যত্ন কঠে সৰ্প আরোপিতস্তত্। পুত্রমিত্যর্থঃ। লভিতঃ স্থাপিতঃ ॥ ২৫—২৬ ॥  
 ( পিতুরিতি । অদ্য যেন মে পিতৃঃ কঠে কঠদেশে মৃতসৰ্পঃ নিক্ষিপ্তঃ সপ্তরাত্রেণ তং  
 পাপপুরুষং তক্ষকঃ দশেৎ দংশনং কুৰ্য্যাৎ ॥ ২৭ ॥ মূনেরिति । অথ শূদ্রিণা অভিশপ্তে সতি  
 মূনেঃ শমীকৃত কশিৎ শিষ্যঃ গৃহস্থিতং রাজানং শাপবৃত্তান্তং নিবেদয়ামাস ॥ ২৮—২৯ ॥ )  
 মম দোষান্মাপরাধাদিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥ ( কিং বিধেয়মিতি । মৃত্যুরনিবার্য্যঃ কিল ইতি বেদ-

পুত্রটী বনাস্তিকে ক্রীড়া করিতে করিতে বন্ধুগণের নিকট শ্রবণ করিল যে, তাহার পিতার  
 কঠদেশে অদ্য কে এক জন একটা মৃত সৰ্প প্রদান করিয়াছে ॥ ২৪—২৫ ॥ শূদ্রী বন্ধুগণের  
 কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া তৎক্ষণাৎ জল গ্রহণ পূৰ্ব্বক নৃপতিকে এই বাগদা  
 শাপপ্রদান করিলেন যে, অদ্য আমার পিতার কঠদেশে যে ব্যক্তি মৃত সৰ্প প্রদান করিয়াছে,  
 আজ হইতে সপ্ত রাত্রে সৰ্পরাজ তক্ষক সেই পাপিষ্ঠ পুরুষকে দংশন করিবে ॥ ২৬—২৭ ॥  
 শূদ্রী এইরূপ শাপপ্রদান করিলে পর, সেই মুনির একজন শিষ্য হস্তিনাপুরে রাজা  
 পরীক্ষিতের নিকট আসিয়া মুনিপুত্র প্রদত্ত শাপের বিষয় জানাইল ॥ ২৮ ॥ অভিমন্যু-  
 গুপ্ত পরীক্ষিত বৃদ্ধশাপবর্তী শ্রবণমাত্র তাহা অনিবার্য্য ইহা বিশেষরূপে বুঝিতে পারিয়া  
 বৃদ্ধ মন্ত্রিগণকে বলিলেন ॥ ২৯ ॥ মন্ত্রিগণ ! আমি নিজ অপরাধেই মুনিপুত্র কর্তৃক অভিশপ্ত  
 হইয়াছি ; এক্ষণে আমার কি কৰ্ত্তব্য তাহার সঙ্গপায় চিন্তা কর ॥ ৩০ ॥ দেখ, যদিও বেদজ্ঞ

\* ইতি শপ্ততদা তেন রাজা শ্রুত্বাশু বৈ পিতা । পুত্রং বিনিষ্টা বেগেন রাজে শাপং স্তবেদয়ৎ ॥  
 ইত্যধিকঃ পাঠঃ কচিং দৃষ্টতে ॥

উপায়বাদিনঃ কেচিৎ প্রবদন্তি মনীষিণঃ ।

বিজ্ঞোপায়েন সিধ্যস্তি কার্য্যাণি নেতরন্ত চ ॥ ৩২ ॥

মণিমন্ত্রোষধীনাং বৈ প্রভাবাঃ খলু ছুর্বিদঃ ।

ন ভবেদিতি কিং তৈস্ত্ব মণিমন্ত্রিঃ হ্রসাধিতৈঃ ॥ ৩৩ ॥

সর্পদক্টা পুরা ভার্য্যা মুনেঃ সঞ্জীবিতা মৃত্যু ।

দম্বার্কমায়ুষন্তেন মুনিনা সা বরাপ্সরাঃ ॥ ৩৪ ॥

ভবিতব্যে ন বিশ্বাসঃ কর্তব্যঃ সর্বথা বুধৈঃ ।

প্রত্যক্ষং তত্র দৃষ্টান্তং পশ্যন্ত সচিবাঃ কিম্ ॥ ৩৫ ॥

দিবি কোহপি পৃথিব্যাং বা দৃশ্যতে পুরুষঃ কচিৎ ।

দৈবে মতিং সমাধায় যন্তিষ্ঠেত্তু নিরুদ্যমঃ ॥ ৩৬ ॥

বিরক্তস্ত যতিভূত্বা ভিক্ষার্থং যাতি সর্বথা ।

গৃহস্থানাং গৃহে কামমাহুতো বাথবান্থথা ॥ ৩৭ ॥

বাদিনো বদন্তি । তথাপি শাস্ত্রোক্তো যত্নঃ সর্বথা বুধৈঃ কর্তব্যঃ । যত্নে কৃতে কার্য্যসিদ্ধিসম্ভাবনাং ॥ ৩১—৩২ ॥ ) বিজ্ঞোপায়েনোভিজ্ঞকৃতোপায়েন ছল্লভা অপার্থাঃ সিধ্যস্তীত্যর্থঃ । ছুর্বিদোহচিন্ত্যা ইত্যর্থঃ ॥ ৩৩—৩৪ ॥ ভবিতব্যে ন বিশ্বাসঃ কার্য্যো ভবিতব্যমাপ্রিত্যেন নিরুদ্যোগেন স্থাতব্যমিতি ন । কিন্তুদ্যোগোহপি কর্তব্য ইত্যর্থঃ । অয়ং সর্পদক্টোহনেন প্রত্যক্ষং জীবিত ইতি প্রত্যক্ষং দৃষ্টান্তং প্রথমং পশ্যন্ত ময়োচ্যমানমালোচয়ন্ত । যঃ কেবলং দৈবে মতিমাপ্রিত্য নিরুদ্যমস্তিষ্ঠেৎ তপাবিধৌ দিবি পৃথিব্যাং বা যঃ কোহপি পুরুষো বিদ্যতে কচিৎ স আনেয় ইতি শেষঃ ॥ ৩৫—৩৬ ॥ নহু দৈবং প্রারন্ধমেব মুখ্যমিতি কেচিদবদন্তি তত্রাহ বিবক্ত ইতি । এতাদৃশো নিরুদ্যমস্ত পুরুষো বিরক্তো দৈবে প্রারন্ধে নিশ্চয়াস্বিকারং মতিং কৃৎযা যন্তিষ্ঠতি স যতিভূত্বা ভিক্ষার্থং গৃহস্থানাং গৃহং যাতি । নহু গৃহস্থান্রমে তিষ্ঠতি অতো

পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন এরূপ মত্ব অনিবার্য্য, তথাপি বুদ্ধিমানের সর্বপ্রকারে শাস্ত্রোক্ত প্রতিকারে যত্নপর হওয়া কর্তব্য ॥ ৩১ ॥ কারণ, বিজ্ঞজনের উপায় দ্বারা সমস্ত কার্য্যই সিদ্ধ হইতে পারে অবিজ্ঞের দ্বারা কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না ; অতএব, মস্ত্রিগণ ! মণি, মন্ত্র বা ওষধি সকলের প্রভাব অচিন্তনীয়, সম্যক্ রূপে তাহাদের প্রয়োগ করিতে পারিলে কোন্ কার্য্য সিদ্ধ হইতে না পারে ? ॥ ৩২—৩৩ ॥ দেখ, পূর্বকালে কোন মুনিবরের পত্নী সর্প দংশনে মৃত্যুপ্রাপ্তে পতিত হইলেও মুনিবর সেই নিষ্ঠ ভার্য্যা অপ্সরাকে আয়ুর অর্দ্ধভাগ প্রদান করিয়া বাঁচাইয়া ছিলেন ॥ ৩৪ ॥ অতএব, বিজ্ঞগণের বাহা হইবার তাহা হইবে বলিয়া ভবিতব্যের প্রতি বিশ্বাস করা কর্তব্য নহে । মস্ত্রিগণ ! এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণও দর্শন কর ॥ ৩৫ ॥ বল দেখি, পৃথিবীতে বা স্বর্গেতে এমন কাহাকেও কি দেখিতে পাও যে, কোনও ব্যক্তি কেবলমাত্র দৈব অবলম্বনে নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিয়াছে ? দেখ, সন্ন্যাসিগণ নংসার বিরক্ত হইয়াও ভিক্ষার জন্য গৃহস্থগণের গৃহে গৃহে, আহুত হউক আর না হউক,

যদৃচ্ছয়োপপন্নঞ্চ কিপুং কেনাপি বা মুখে ।

উদ্যমেন বিনা চাস্তাদুদরে সংবিশেৎ কথম্ ॥ ৩৮ ॥

প্রযত্নশ্চোদ্যমে কার্যো যদা সিদ্ধিঃ ন যাতি চেৎ ।

তদা দৈবং স্থিতং চেতি চিত্তমালম্বয়েদবুধঃ ॥ ৩৯ ॥

মস্ত্রিণ উচুঃ ।

কো মুনির্যেন দত্ত্বাৰ্কমায়ুষো জীবিতা প্রিয়া ॥

কথং হুতা মহারাজ ! তন্মে ব্রুহি সবিস্তরম্ ॥ ৪০ ॥

রাজোবাচ ।

ভৃগোর্ভার্যা বরারোহা পুলোমা নাম স্তন্দরী ।

তস্মাস্ত চ্যবনো নাম মুনির্জাতোহুতিবিশ্রুতঃ ॥ ৪১ ॥

চ্যবনস্ত চ শর্ঘাতেঃ স্কক্সা নাম স্তন্দরী ।

তস্মাং জজ্ঞে স্ততঃ শ্রীমান্ প্রমতির্নাম বিশ্রুতঃ ॥ ৪২ ॥

প্রমতেস্ত প্রিয়া ভার্যা প্রতাপী নাম বিশ্রুতা ।

রুরূর্নাম স্ততো জাতস্তস্মাং পরমুতাপসঃ ॥ ৪৩ ॥

মম গৃহাশ্রমিণো ন তন্নতং যুক্তমিতি ভাবঃ । উদযোগস্ত তদাশ্রমেপ্যপেক্ষিতোহস্তথানির্জাহ-  
দিতি তন্নতেহপি দূষণমন্ত্যবেত্যাহ গৃহস্থানামিতি । আহুতোহিথবানাহুতো বা যদৃচ্ছতি গৃহ-  
স্থানাং গৃহং ঐতি যতিঃ স উদযোগেনৈব গচ্ছতি ন তু কেবলং দৈবেন তথা যদৃচ্ছয়োপাত্তং  
কেনাপি মুখে নিক্শিপ্তমন্নমুদযোগেন বিনা যত্নং বিনা কথমুদরে সংবিশেৎ । ন কথমপীত্যর্থঃ ।  
তস্মাদ্বিরক্তোপাদ্যোগপ্রধান এবেতি ভাবঃ ॥ ৩৭—৩৮ ॥ তদেবাহ প্রযত্ন ইতি । যদোদ্যমে  
ক্লতেহপি কার্যং ন সিধ্যতি তদা দৈবং প্রবলমিতি নিশ্চয়ঃ কৰ্ত্তব্যো ন তু ততঃ পূৰ্ণমিত্যাহ  
তদা দৈবং স্থিতঞ্চৈতি ॥ ৩৯—৪১ ॥ স্তন্দরীতি । শর্ঘাতেঃ স্কক্সা শোভনা ক্সা চ্যবনস্ত স্তন্দরী  
পত্নী আসীদিত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥ (প্রমতেরিতি । তস্মাং প্রতাপ্যাং রুরূর্জাতাঃ ॥ ৪৩—৪৪ ॥ বরাংপ্রা

সকল সময়েই যাইয়া থাকে ॥ ৩৬—৩৭ ॥ আর দেয়, যদিও বা কখন কেহ দৈবাৎ উপস্থিত  
অম্বাদি মুখে উত্তোলন করিয়া দেয় ; তাহা হইলে, ভোজন চেষ্টা ব্যতিরেকে কিরূপে সেই  
অন্নপিত্তাদি মুখ হইতে উদর মধ্যে প্রবেশ করিবে ? ॥ ৩৮ ॥ অতএব, মস্ত্রিগণ ! যত্নপূৰ্ব্বক  
কার্য্যোদযোগ করা উচিত । তাহা করিলেও যদি কার্য্য সিদ্ধি নু্য হয় তাহা হইলে সেইরূপ  
স্থলেই পণ্ডিতগণ দৈবের বলবত্তা বলিয়া বিবেচনা করেন ॥ ৩৯ ॥

মস্ত্রিগণ কহিলেন, মহারাজ ! কোন মুনি আয়ুর অর্দ্ধেক প্রদান করিয়া নিজ প্রিয়াকে  
জীবন দান করিয়াছিলেন এবং কি জন্তই বা তাঁহার ভার্যা জীবনত্যাগ করিয়াছিল ।  
এ বিষয়টা বিস্তার পূৰ্ব্বক আমাদের নিকট বলুন ॥ ৪০ ॥

রাজা কহিলেন, মস্ত্রিগণ ! পূৰ্ব্বকালে পুলোমা নামে অতিস্তন্দরী ভৃগুর একটা ভার্যা ছিল,  
তাঁহার গর্ভে চ্যবন নামে সুপ্রসিদ্ধ মুনি জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৪১ ॥ শর্ঘাতির স্কক্সা নামে অতি  
স্তন্দরী ক্সা এই চ্যবনের পত্নী ছিল । ইহারই গর্ভে প্রমতি নামে একটা রূপবান্ পুত্র হয় ॥ ৪২ ॥

তস্মিংশ্চ সময়ে কশ্চিৎ স্থলকেশশ্চ বিশ্রুতঃ ।

বভূব তপসা যুক্তো ধৰ্ম্মাত্মা সত্যসম্মতঃ ॥ ৪৪ ॥

এতস্মিন্নস্তুরেহ্মাত্যা মেনকা চ বরাঙ্গরাঃ ।

ক্রীড়াং চক্রে নদীতীরে সৰ্বলোকাতিস্মরী ॥ ৪৫ ॥

গৰ্ভং বিশ্বাবসোঃ প্রাপ্য নির্গতা বরবর্ণিনী ।

স্থলকেশাশ্রমে গতা বিসসজ্জ বরাঙ্গরাঃ ॥ ৪৬ ॥

• কণ্ঠকাঞ্চ নদীতীরে ত্রিষু লোকেষু স্মরীম্ ।

দৃষ্টান্নাথাং তদা কণ্ঠ্যং জগ্রাহ মুনিসত্তমঃ ॥ ৪৭ ॥

পুপোষ স্থলকেশস্ত নান্না চক্রে প্রমদরাম্ ॥ ৪৮ ॥

সাকালে যৌবনং প্রাপ্তা সৰ্বলক্ষণসংযুতা ।

রুদ্রদৃষ্টাথ তাং বান্ধাং কামবাণাদিতো হুভুং ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে  
ষড়বংশধ্বংস-পরীক্ষিত্তান্তো নাম অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

মেনকা নদীতীরে ক্রীড়াং চক্রে ॥৪৫॥ স্থলকেশাশ্রমে গতা গৰ্ভং বিসসজ্জ সুযুবে ইত্যর্থঃ ॥৪৬॥  
মুনিসত্তমঃ স্থলকেশঃ নদীতীরে ত্রিষু লোকেষু স্মরীং কণ্ঠ্যং অনাথাং অনাথবৎ পতিতাং  
দৃষ্টা জগ্রাহ ॥ ৪৭ ॥ ) প্রমদরামিতি । তদর্থস্ত মহাভারতে প্রমদাত্যো বরা সা তু সত্তরুপা  
গুণাবিতা । ততঃ প্রমদরৈত্যন্তা নাম চক্রে মহানৃষিরিতি ॥ ৪৮—৪৯ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

উাহার প্রতাপী নামে বিখ্যাত ভাৰ্ঘ্যা ছিল । তাঁহার গৰ্ভে রুদ্র নামে পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন  
পরে কালক্রমে ইনি পরম তপস্বী হইয়া উঠেন ॥ ৪৩ ॥

মত্তিগণ । এই সময় সত্যনিষ্ঠ ধৰ্ম্মাত্মা স্থলকেশ নামে বিশ্রুত কোনও পুরুষ ঘোরতর  
তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন ॥ ৪৪ ॥ সৰ্বলোক মধ্যে স্মরীপ্রধানা মেনকা নামে অঙ্গরা সেই  
সময় নদীতীরে ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয় ॥ ৪৫ ॥ এই বরবর্ণিনী অঙ্গরা পূৰ্ণে বিশ্বাবসু হইতে গৰ্ভ-  
প্রাপ্ত হইয়াছিল এক্ষণে ক্রীড়া করিতে করিতে স্থলকেশ মূনির আশ্রমে যাইয়া একটা কণ্ঠা  
প্রসব করত তাহাকে পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক প্রস্থান করে ॥ ৪৬ ॥ মূনিবর স্থলকেশ, মেনকা কর্তৃক  
পরিত্যক্ত কণ্ঠাটিকে ত্রিলোকস্মরী এবং নদীতটে অনাথের স্তায় পতিত দেখিয়া গ্রহণ  
করিলেন এবং প্রমদরা নাম রাখিয়া পরিপোষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭—৪৮ ॥ কিছু-  
কাল গত হইলে সৰ্বলক্ষণাবিতা সেই কণ্ঠা যৌবন প্রাপ্ত হইল । অনন্তর তপস্বী রুদ্র  
তাহাকে দেখিবারাত্র একেবারে কামবাণে পীড়িত হইয়া পড়িলেন ॥ ৪৯ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদদেবীভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে  
ষড়বংশ ধ্বংস ও পরীক্ষিত্তান্তকথন নামক

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## নবমোঃধ্যায়ঃ ।

পরীক্ষিত্বাচ ।

কামার্তঃ স মুনির্গত্বা কুরুঃ স্রুণো নিজাশ্রমে ।  
পিতা পপ্রচ্ছ দীনং তং কিং কুরো ! বিমনা অসি ॥ ১ ॥  
স তমাহাতিকামার্তঃ স্থলকেশশ্চ চাশ্রমে ।  
কন্তা প্রমদ্বরা নাম সা মে ভূর্য্যা ভবেদিতি ॥ ২ ॥  
স গত্বা প্রমতিস্তূর্ণং স্থলকেশং মহামুনিম্ ।  
প্রমুহ স্রমুখং কৃত্বা যযাচে তাং বরাননাম্ ॥ ৩ ॥  
দদৌ বাচং স্থলকেশঃ প্রদাস্তামি শুভেহহনি ।  
বিবাহার্থঞ্চ সম্ভারং রচয়ামাসতুর্বনে ॥ ৪ ॥  
প্রমতিঃ স্থলকেশশ্চ বিবাহার্থং সমুদ্যতো ।  
বভূবতুর্মহাত্মানো সমীপস্থৌ তদোবনে ॥ ৫ ॥

---

অর্দ্ধাধিকৈকপকাশংপদৈবৃত্তং কুরোঃ পুরঃ ।

কর্তৃমিহা শুণুগেহে রাজো বাসন্তথোচ্যতে ॥

কামার্তঃ কামপীড়িতঃ সন্ ॥ বিমনাঃ ধিরঃ ॥ ১—২ ॥ প্রমতিঃ পিতা প্রমুহ স্বভাবধেন  
মোহয়িত্বাহতিসঙ্কটেন স্রমুখং প্রসন্নম্ ॥ ৩ ॥ শুভেহহনি প্রদাস্তামীতি বাচমিত্যর্থঃ । ততো  
বাক্যানিশ্চয়োত্তরং সম্ভারং সামগ্রীমুভাবপি সম্বন্ধিনৌ রচয়ামাসতুঃ ॥ ৪ ॥ সমীপস্থৌ দূত-

---

পরীক্ষিৎ বলিলেন, মদ্রিগণ ! সেই কুরু কামবাণে অতিশয় পীড়িত হইয়া নিজাশ্রমে গমন  
করত শয্যা শয়ন করিয়া রহিলেন । অনন্তর, তাঁহার পিতা প্রমতি তাঁহাকে বিষয় দেখিয়া  
জিজ্ঞাসা করিলেন, কুরো ! তুমি এত অশ্রমনক হইয়াছ কেন ? (তোমার কি হইয়াছে  
আমাকে বিশেষ করিয়া সমস্ত বল) ॥ ১ ॥ কুরু অতিশয় কামার্ত হইয়াছিল বলিয়াই তাঁহার  
পিতাকে বলিলেন, পিতঃ ! স্থলকেশ মুনির আশ্রমে প্রমদ্বরা নামে যে কন্তাটি আছে সেইটী  
যাহাতে আমার ভাৰ্যা হয় তাহা করুন ॥ ২ ॥ প্রমতি, পুত্রের এই কুথা শ্রবণ করিয়া শীঘ্র  
স্থলকেশ মুনির নিকট গমন করিলেন এবং নানাবিধ স্মৃষ্টী আলাপে তাহাকে প্রসন্ন করিয়া  
সেই চাক্ষুশী কন্তাটিকে প্রার্থনা করিলেন ॥ ৩ ॥ স্থলকেশ মুনিও শুভ দিনে কন্তার বিবাহ  
দিব বলিয়া বাক্য দান করিলেন । অনন্তর, মহাত্মা প্রমতি ও স্থলকেশ উভয়েই একত্রিত  
হইয়া সেই তদোবনে বিবাহের উপযোগি স্রব্য সামগ্রী আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত

তস্মিন্‌বসন্তে কস্তা রমমাণা গৃহাঙ্গণে ।  
 প্রসুপ্তং পন্নগং পাদেনাস্পৃশচ্চাকুলোচনা ॥ ৬ ॥  
 দৃষ্টা তু পন্নগেনাথ সা মমার বরাদ্ধনা ॥ ৭ ॥  
 কোলাহলন্তদা জাতো মৃত্যুং দৃষ্টা প্রমদরায় ।  
 মিলিতা মুনয়ঃ সর্বৈ চুক্রুশুঃ শোকসংমুতাঃ ॥ ৮ ॥  
 ভূমৌ তাং পতিতাং দৃষ্টা পিতা তস্তাশ্চ দুঃখিতঃ ।  
 রুরোদ বিগতপ্রাণাং দীপ্যমানাং স্ততেজসা ॥ ৯ ॥  
 রুরুঃ শ্রদ্ধা তদাক্রন্দং দর্শনার্থং সমাগতঃ ।  
 দদর্শ পতিতাং তত্র সজীবানিব কামিনীম্ ॥ ১০ ॥  
 রুদন্তং স্থলক্ৰেশঞ্চ দৃষ্টান্মনুষিসত্তমান্ ।  
 রুরুঃ স্থানাদ্‌হিগত্বা রুরোদ বিরহাকুলঃ ॥ ১১ ॥  
 অহো দৈবেন সর্পোহয়ং প্রেষিতঃ পরমাদৃতঃ ।  
 মম শর্ম্মবিঘাতায় দুঃখহেতুরয়ং কিল ॥ ১২ ॥

দেশাদাগত্য সমীপদেশস্থে ॥ ৫ ॥ ভাবিঘটনাং স্ফচয়গ্ৰাহ। তস্মিন্মিতি। তস্মিন্‌ বিবাহ-  
 জবাসম্ভারায়োজনকালভাস্তরে সা কস্তা প্রমদরায় গৃহাঙ্গণে গৃহাঙ্গিরে ক্রীড়াং কুরুতী  
 প্রসুপ্তং সর্পং পাদেন অস্পৃশদিত্যয়ঃ ॥ ৬ ॥ দষ্টেতি। বরাদ্ধনেতি গন্ধর্ব্বাপরোজন্তুত্বাং ।  
 পন্নগেন দৃষ্টা মমার ॥ ৭ ॥ মিলিতা ইতি। একত্রস্থা মুনয়ঃ শোকসংমুতাশ্চুক্রুশুঃ চীৎকারং  
 চক্রিরে রুরুহুরিত যাবৎ ॥ ৮ ॥ রুরোদেতি। পিতা তুং স্ততেজসা দীপ্যমানাং গতপ্রাণাং  
 দৃষ্টা রুরোদ ॥ ৯ ॥ সজীবানিবোতি। মৃত্যুতমপি তেজস্বিনীমিত্যর্থঃ ॥ ১০—১১ ॥ (য়মেতি।  
 শর্ম্মবিঘাতায় স্তম্ববিনাশায় ॥ ১২ ॥

হইলেন ॥ ৪—৫ ॥ মস্ত্রিগণ! এই সময়ে সেই চাকুনরনা কস্তাটী অঙ্গনে ক্রীড়া করিতে করিতে  
 একটা নিদ্রিত সর্পকে পদ দ্বারা আঘাত করিল। সর্পটী পদাহত হইবামাত্রই তাহাকে  
 দংশন করিল এবং দংশন মাত্রই উগ্রবিঃপ্রভাবে প্রমদরায় জীবন ত্যাগ করিল ॥ ৬—৭ ॥  
 ঋগিগণ তাহাকে মৃত দেখিয়া সকলে একবারে শোকাভিভূত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন,  
 ইহাতে তথায় অতিশয় কোলাহল হইয়া পড়িল ॥ ৮ ॥ যদিচ প্রমদরায় দেহ হইতে প্রাণবায়ু  
 বহির্গত হইয়াছিল, তথাপি তাহার সেই ভূতলে নিপতিত জীবনশূন্ত শরীরের প্রোক্ষলিত-  
 লাষণ্যচ্ছটা-দর্শনে প্রেতিপালক পিতা স্থলক্ৰেশ অতিশয় দুঃখিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগি-  
 লেন ॥ ৯ ॥ রুরু এই ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সেই স্থানে দেখিতে আসিলেন এবং গত-  
 প্রাণ হইলেও সেই কামিনীকে জীবিতার ভ্রায় ভূমিতে পতিত দেখিলেন ॥ ১০ ॥ অনন্তর,  
 স্থলক্ৰেশ ও অপর অপর ঋগিগণকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া সেই স্থান হইতে বাহিরে যাইয়া  
 অতিশয় বিরহাকুলিত চিত্তে ক্রন্দন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১১ ॥

কিং করোমি ক গচ্ছামি মৃত্যু মে প্রাণবল্লভা ।  
 ন বৈ জীবিতুমিচ্ছামি বিযুক্তঃ প্রিয়য়াহমস্মা ॥ ১৩ ॥  
 নালিঙ্গিতা বরারোহা ন ময়া চুষিতা মুখে ।  
 ন পাণিগ্রহণং প্রাপ্তং মন্দভাগ্যেন সর্বথা ॥ ১৪ ॥  
 লাজাহোমস্তথাচারৌ ন কৃতস্তনয়া সহ ।  
 মানুষ্যং দিগিদং কামং গচ্ছস্বদ্য মমাসবঃ ॥ ১৫ ॥  
 দুঃখিতস্ত ন বা মৃত্যুর্বাঞ্ছিতঃ সমুপৈতি হি ।  
 স্মৃৎ তর্হি কথং দিব্যমাপ্যতে ভুবি বাঞ্ছিতম্ ॥ ১৬ ॥  
 প্রপতামি হ্রদে ঘোরে পাবকে প্রপতাম্যহম্ ।  
 বিষমদ্বি গলে পাশং কৃতা প্রাণান্ত্যজ্ঞাম্যহম্ ॥ ১৭ ॥  
 বিলপ্যবং রুরুস্তত্র বিচার্য মনসা পুনঃ ।  
 উপায়ং চিন্তয়ামাস স্থিতস্তশ্মিন্নদীতটে ॥ ১৮ ॥  
 মরণাৎ কিং ফলং মে স্মাদাত্মহত্যা হুরতয়া ।  
 দুঃখিতশ্চ পিতা মে স্মাজ্জননী চাতিদুঃখিতা ॥ ১৯ ॥

প্রিয়য়া বিযুক্তঃ বিরহিতঃ জীবিতুং নেচ্ছামি বৈ ॥ ১৩ ॥ নালিঙ্গিতেতি । মন্দভাগ্যেন  
 ময়া . পাণিগ্রহণং ন প্রাপ্তম্ ॥ ১৪ ॥ মমাসবঃ মম প্রাণা অদ্য গচ্ছন্ত ॥ ১৫ ॥ দুঃখিতস্তেতি ।  
 বাঞ্ছিতোহপি মৃত্যুঃ ন সমুপৈতি । ) স্মৃৎ তর্হীতি । অনয়া বিনেতি শেষঃ ॥ ১৬ ॥ যতঃ স্মৃৎ  
 নাস্তি অতঃ প্রপতামীত্যর্থঃ । বর্তমানস্মামীত্যে নট্ । পতিয়ামীতি তু কলিতম্ ॥ ১৭ ॥

ইথং প্রথমতো মরণনিশ্চয়ং কৃতা পুনর্মনসা বিচার্যোপায়ং চিন্তয়ামাসেতি বক্ষ্যমাণ-

হায় ! দৈব, নিশ্চয়ই এই সর্বকে আমার দুঃখের কারণ করিয়া সমস্ত সুখনাশের জন্ম  
 প্রেরণ করিয়াছেন । এক্ষণে আমি কি করি, কোথায় বা যাই ; হায় ! আমার প্রাণ অপে-  
 ক্ষাও যাহা প্রিয় তাহা ত পলায়ন করিল ! এই প্রিয়ার সহিত ক্ষণ মাত্র বিযুক্ত হইয়া আমি ত  
 জীবন ধারণ করিতে পারিব না ॥ ১২—১৩ ॥ হায় ! এই নিতম্বিনী ত আমাকে আলিঙ্গন  
 করিল না এবং আমিও ত ইহার মুখে চুষন করিতে পারিলাম না, অধিক কি এই মন্দভাগ্য  
 অদ্যাপি ইহার পাণিগ্রহণ জন্ত স্মৃৎলাভ করে নাই বা ইহার সহিত অগ্নিতে লাজহোমও  
 করে নাই । হায় ! এই মহাব্য জন্মকে দিচ্ ! আমার জীবনে ফল কি ? এখনই আমার  
 প্রাণ বহির্গত হউক ॥ ১৪—১৫ ॥ কিন্তু, হায় ! দুঃখিত ব্যক্তি মৃত্যু কামনা করিলেও তাহার  
 মৃত্যু হয় না, তবে কি করিয়া আমি ইহ লোকে এই পত্নী ব্যতিরেকে সেই অভিলষিত স্বর্গীয়  
 সুখ লাভ করিতে সমর্থ হইব ? আমি এক্ষণে গভীর হ্রদে পতিত হই কিংবা অগ্নিতে প্রবেশ  
 করি অথবা বিষপান করি, না হয় গলায় রজ্জু বাঁধিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করি ॥ ১৭ ॥

মন্নিগণ ! ক্ষক এইরূপ নানাবিধ বিলাপের পর মনে মনে অনেক বিচার করিয়া সেই

দৈবস্তুকৌ ভবেৎ কামং দৃষ্টু মাং ত্যক্তজীবিতম্ ।

সর্বঃ প্রমুদিতশ্চ স্নান্মৎক্ষয়ে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২০ ॥

উপকারঃ প্রিয়ায়াঃ কঃ পরলোকে ভবেদপি ।

মৃতে মম্যাস্মদ্বাতেন বিরহাৎ পীড়িতেহপি চ ॥ ২১ ॥

পরলোকে প্রিয়া সাপি ন মে স্নাদাস্মদ্বাতিনঃ ।

এতদর্থং মৃতে দোষা ময়ি নৈবামৃতে পুনঃ ॥ ২২ ॥

বিমৃশৌবং রুরুস্তত্র স্নান্মাচম্য শুচিঃ স্থিতঃ ।

অব্রবীদ্বচনং কৃতা জলং পাণাবদৌ মুনিঃ ॥ ২৩ ॥

যন্ময়া স্কৃতং কিঞ্চিৎ কৃতং দেবার্কনাদিকম্ ।

গুরবঃ পূজিতা ভক্ত্যা হৃতং জপ্তং তপঃ কৃতম্ ॥ ২৪ ॥

অধীতাস্থখিলা বেদা গায়ত্রী সংস্মৃতা যদি ।

রবিরারাধিতস্তেন সঞ্জীবতু মম প্রিয়া ॥ ২৫ ॥

রূপমিত্যর্থঃ ॥ ১৮—১৯ ॥ দৈবে বিধিঃ । পুংলিঙ্গমার্থম্ সর্বৌ লোকঃ শত্রুলোকঃ ॥ ২০ ॥  
যদর্থং প্রাণো দেয়স্তভাঃ স্ত্রিয়াঃ পরলোকে ক উপকারঃ স্নাদিত্যাহ উপকার ইতি ।  
নমু তদ্বাসনয়া মরণে পরলোকে সা প্রাপ্যতি তত্রাহ মৃতে ময়ীতি । আস্মদ্বাতব্যতিরিক্ত  
তদর্থং কৰ্ম্মাচারিতবতস্তদ্বাসনয়া তৎ ফলং ভবতি ॥ ২১ ॥ নাস্মদ্বাতিনস্তত্র যেতদর্থমেতন্-  
মৃতপ্রিয়াপ্রয়োজন্যাদিগোপ্যতেরেব শ্রবণাদিত্যর্থঃ । তস্মায়ি মৃতে দোষা এব ভবেয়ুর্না-  
মৃতে ॥ ২২—২৩ ॥ (যন্ময়েতি । দেবার্কনাদিকং যৎ কিঞ্চিৎ স্কৃতং কৃতমিতি ॥ ২৪ ॥ যদি

নদীতে থাকিয়াই ইহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥ প্রাণত্যাগ করিয়া কি ফল  
হইবে ? তাহাতে বরং আমি আস্মদ্বাত্যা-পাপ হইতে কদাচ উত্তীর্ণ হইতে পারিব না ; আর,  
আমার মরণে পিতা মাতা অতিশয় দুঃখিত হইবেন সন্দেহ নাই ॥ ১৯ ॥ আমি যে প্রাণ নাশে  
উন্নত হইয়াছি, তাহাতে দৈব কি আমাকে মৃত দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবেন ? কখন নয় ; বরং  
আমার শত্রুপক্ষীয়গণ আমার নাশে অতিশয় সন্তুষ্ট হইবে, ইহাতে কোনও সন্দেহ  
নাই ॥ ২০ ॥ আর আমি বিরহে পীড়িত হইয়া আস্মদ্বাতী হইলে পরলোকে প্রিয়ার কি  
উপকার হইবে ; বরং সেই প্রিয়া পরোলোকে আস্মদ্বাত্যা-পাপ জন্ম আমার সহিত মিলিত  
হইবেন না । অতএব জীবন ত্যাগ করিলে এতগুলি দোষ দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু জীবন  
ত্যাগ না করিলে এ সমস্ত অনিষ্টের কোনটাই ঘটিতে পারিবে না ॥ ২১—২২ ॥

মন্ত্রিগণ । রূপ এইরূপ বহুবিধ বিবেচনা করিয়া সেই স্থানে জ্ঞান ও আচমনাদি  
করিয়া শুচি হইলেন এবং জল গ্রহণ করিয়া বলিলেন যে, যদি আমি দেবার্কনাদি ও গুরু-  
গণকে ভক্তিপূৰ্ব্বক পূজা করিয়া থাকি এবং হোম বা জপ করিয়া থাকি, অথবা অখিল বেদ  
অধ্যয়ন করিয়া থাকি কিংবা গায়ত্রীস্মরণ করিয়া থাকি আর যদি সূর্য্যদেবের আরাধনা

যদি জীবেন্ন মে কাশ্চা ত্যজ্ঞে প্রাণানহং ততঃ ।

ইত্যুক্তা তজ্জলং ভূমৌ চিক্লেপারাদ্য দেবতাঃ ॥ ২৬ ॥

রাজোবাচ ।

এবং বিলপতন্তস্ত ভাৰ্য্যা দুঃখিতস্ত চ ।

দেবদূতস্তদাভ্যুত্যা বাক্যমাহ রুরং ততঃ ॥ ২৭ ॥

দেবদূত উবাচ ।

মা কার্য্যো সাহসং ব্রহ্মন্ ! কথং জীবেন্মৃতা প্রিয়া ।

গতায়ুরেষা স্ত্রোশী গন্ধৰ্ব্বাপ্সরসোঃ স্ততা ॥ ২৮ ॥

অন্তাং কাময় চার্ব্বঙ্গীং মৃতেয়ং চাবিবাহিতা ।

কিং রোদিষি হুহুৰ্ব্বুধে ! কা প্রীতিস্তৈহনয়া সহ ॥ ২৯ ॥

রুরুরবাচ ।

দেবদূত ! ন চান্ধ্যং বৈ বরিষ্যাম্যহমঙ্গনাম্ ।

যদি জীবেন্ন জীবেন্না মর্তব্যঞ্চাধুনা ময়া ॥ ৩০ ॥

গায়ত্রী সমাক্ স্মৃতা রবিরারামিতো বা তেন স্কৃতেন মম প্রিয়া জীবতু ॥ ২৫ ॥ ইতি পূৰ্ব্বোক্তপ্রকারেণ উক্তা দেবতাঃ আরাধ্য তজ্জলং ভূমৌ চিক্লেপ ॥ ২৬ ॥

ভাৰ্য্যা ভাৰ্য্যাহেতুনা দুঃখিতস্যোতি ॥ ২৭ ॥ দেবদূত ইতি । সৰ্ব্বপুণ্যকৰ্ম্মণঃ শপথে কৃতে সতি দেবেন্ধ্বরেণ বোধনার্থং প্রেৰিতো দূতেহয়ং দেবদূত ইতি বোধ্যাম্ ॥ ২৮ ॥ (অন্যামিতি । চারুণি মনোজ্ঞানি অঙ্গানি যন্তান্তাং তাদৃশীং অন্তাং কাঙ্কিং কাময় কাময় ॥ ২৯ ॥

দেবদূতেনিতি । যদি আবেৎ তর্হি এনামেব বরিষ্যামি যদি ন জীবৎ তর্হি অধুনা মর্তব্য-মিতি মে নিশ্চয় ইতি জ্ঞানীহি ॥ ৩০ ॥

করিয়া থাকি, তাহা হইলে তজ্জারা আমার যে কিছু পুণ্য সঞ্চয় হইয়াছে সেই পুণ্যবলে আমার প্রিয়া পুনর্জীবিতা হউক ॥ ২৩—২৫ ॥ যদি ইহাতেও প্রিয়া জীবিতা না হয় তখন আমি প্রাণত্যাগ-করিব । রুর এই কথা বলিয়া ইষ্টদেবের আরাধনা করত সেই জল ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ২৬ ॥

মদ্বিগণ ! সেই দুঃখিত রুর ভাৰ্য্যার নিমিত্ত এইরূপে বিলাপ করিতেছেন এমন সময় একটা দেবদূত তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, ব্রহ্মন্ ! আপনি বুধা সাহস করিবেন না । মৃত ব্যক্তি প্রিয় হইলেও কি আবার জীবিত হয় ? এই নিতিনী বিশ্বাবস্থ গন্ধৰ্ব্বের গুরসে অঙ্গরা মেনকার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছিল, এক্ষণে ইহার পরমাযু শেষ হইয়াছে, অতএব আপনি অজ কোন বরবর্ণিনীকে অভিলাষ করুন ; বোধ হয় নিশ্চয়ই আপনার বুদ্ধিব্রংশ হইয়াছে ; আপনি ক্রন্দন করিতেছেন কেন ? এই কামিনী ত অনুভা-অবস্থাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, অতএব ইহার সহিত আবার আপনার প্রণয় কি ? ॥ ২৭—২৯ ॥

রাজোবাচ ।

বিদিস্থেতি হঠং তন্ত্ৰ দেবদূতো যুদাশ্বিতঃ ।

উবাচ বচনং তথ্যং সত্যং চাতিমনোহরম্ ॥ ৩১ ॥

উপায়ং শৃণু বিপ্রেন্দ্র ! বিহিতং যৎ সুরৈঃ পুরা ।

আয়ুষোহর্কপ্রদানেন জীবয়াশু প্রমদ্বরাম্ ॥ ৩২ ॥

রুদ্ররুবাচ ।

আয়ুষোহর্কং প্রযচ্ছামি কন্যায়ৈ নাত্র সংশয়ঃ ।

অদ্য প্রত্যাবৃতপ্রাণা প্রোত্তিষ্ঠতু মম প্রিয়া ॥ ৩৩ ॥

রাজোবাচ ।

বিশ্বাবস্তুস্তদা তত্র বিমানেন সমাগতঃ ।

জ্ঞাত্বা পুত্রীং স্মৃতাং চাশু স্বর্গলোকাং প্রমদ্বরাম্ ॥ ৩৪ ॥

ততো গন্ধর্বরাজশ্চ দেবদূতশ্চ সন্তমঃ ।

ধর্মরাজমুপেত্যেদং বচনং প্রত্যভাষতাম্ ॥ ৩৫ ॥

ধর্মরাজ ! রুরোঃ পত্নী স্মৃতা বিশ্বাবসোস্তথা ।

স্মৃতা প্রমদ্বরা কন্যা দম্বা সর্পেণ চাধুনা ॥ ৩৬ ॥

হঠং হঠকারিত্বং নির্বন্ধাতিশয়মিতি যাবৎ ॥ ৩১ ॥ পুরা যৎ সুরৈর্বিহিতং তাদৃশমুপায়ং  
শ্রুতি ॥ ৩২ ॥ প্রত্যাবৃতপ্রাণা প্রত্যাগতজীবা সতী প্রোত্তিষ্ঠতু ॥ ৩৩ ॥ )

স্বর্গলোকাংসমাগত ইত্যমরঃ ॥ ৩৪ ॥ (ততো গন্ধর্বরাজ ইতি। ধর্মরাজং যমমিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

দেবদূতের এই কথা শ্রবণ করিয়া রুদ্র কহিলেন, দেবদূত ! এই কামিনী জীবনলাভ  
করুক আর নাই করুক আমি অত্র কাহাকেও বিবাহ করিব না । আর যদি জীবনলাভ  
না করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি জীবন পরিত্যাগ করিব ॥ ৩০ ॥

মন্ত্রিগণ ! দেবদূত রুদ্রর এই প্রকার অসংসাহসের বিষয় অবগত হইয়া অতিশয় আন-  
ন্দিতান্তঃকরণে রুদ্রর প্রিয়জনক সত্য অথচ প্রকৃত হিতকর বাক্য বলিতে প্রবৃত্ত হই-  
লেন ॥ ৩১ ॥ হে বিপ্রবর ! দেবগণ পূর্বে এই রমণীর জীবন লাভের যেরূপ উপায় করিয়াছেন  
তাহা শ্রবণ করুন । এখনি নিজ আয়ুর অর্ধেক প্রদান করিয়া এই প্রমদ্বরাকে পুনর্জীবিত  
করুন ॥ ৩২ ॥ এই কথা শ্রবণ করিয়া রুদ্র বলিলেন, দেবদূত ! আমি নিজের পরমায়ুর  
অর্ধেক এই কন্যাকে প্রদান করিতেছি, এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই । অতএব, এক্ষণে  
আমার এই প্রিয়া জীবন লাভ করিয়া উথিত হইক ॥ ৩৩ ॥

মন্ত্রিগণ ! এই সময়, গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবস্তু নিজ কন্যা প্রমদ্বরাকে স্মৃত জানিয়া স্বর্গলোক  
হইতে বিমান আরোহণে সেই স্থানে আগমন করিলেন ॥ ৩৪ ॥ অনন্তর, গন্ধর্বরাজ এবং সেই

স। রুরোরায়ুৰ্বোহর্দেন মৰ্ত্ব কামশ্চ সূৰ্য্যজ ! ।

সমুত্তিষ্ঠতু তদ্বক্ষী ত্রতচৰ্য্যাপ্রভাবতঃ ॥ ৩৭ ॥

ধৰ্ম উবাচ ।

বিশ্বাবস্তুহতাং কন্থাং দেবদূত ! যদীচ্ছসি ।

উত্তিষ্ঠত্বায়ুৰ্বোহর্দেন রুরুং গন্থা হমপৰ্য্য ॥ ৩৮ ॥

রাজোবাচ ।

এবমুক্তস্ততো গন্থা জীবয়িত্বা প্রমদ্বরাম্ ।

রুরোঃ সমপৰ্য্যায়ামাস দেবদূতস্ত্বরাশ্বিতঃ ॥ ৩৯ ॥\*

ততঃ শুভেহহি বিধিনা রুরুণাপি বিবাহিতা ।

ইখং চোপায়যোগেন মৃতাপ্যুজ্জীবিতা তদা ॥ ৪০ ॥

ধৰ্ম্মরাজেতি । হে ধৰ্ম্মরাজ ! মৃত্যুপতে ! রুরোঃ পত্নী তথা বিশ্বাবস্তুগন্ধৰ্ব্বকৃত মৃত্যু সা প্রমদ্বরা  
সৰ্পেণ দংশনং প্রাপ্তা মৃত্যু ইদানীং রুরোঃ ত্রতচৰ্য্যাপ্রভাবতত্বা তত্বায়ুৰ্বোহর্দেন প্রোত্তিষ্ঠ-  
ত্বিতি স্বাত্ম্যমধ্বয়ঃ ॥ ৩৬—৩৭ ॥

বিশ্বাবস্তুহতামিতি । রুরুং রুরুমুনেঃ সমীপং গন্থা তস্মৈ তাং পুনঃ প্রাপ্তজীবনাং  
অপৰ্য্য ॥ ৩৮ ॥

এবমুক্ত ইতি । ধৰ্ম্মরাজেন এবমুক্তে দেবদূতস্ত্বরাশ্বিত ইতি রুরুমরণশব্দয়েতি বোধ্যম্ ।  
সমপৰ্য্যায়ামাস ॥ ৩৯ ॥ তত ইতি ইখঞ্চোপায়যোগেন তদা পূৰ্ব্বকালে যতঃ প্রমদ্বরা মৃত্যু-  
প্যুজ্জীবিতা ততঃ শাস্ত্রসম্মত উপায়ঃ সৰ্ব্বথা প্রকর্তব্যঃ । ইতি স্বাত্ম্যমধ্বয়ঃ ॥ ৪০—৪১ ॥

দেবদূত ধৰ্ম্মরাজ যমের নিকট আগমন করিয়া এই কথা বলিলেন ॥ ৩৫ ॥ ধৰ্ম্মরাজ ! প্রমদ্বরা  
নামে এই বিশ্বাবস্তুর কন্থা এবং ঋষিপুত্র রুরুর পত্নী সংপ্রতি সৰ্পদংশনে তোমার আলয়ে  
আসিয়াছে । দ্বিজ রুরু এক্ষণে তাহার জন্ত জীবন ত্যাগে অভিলାষী হইতেছেন । অতএব,  
হে সূর্য্যপুত্র ! রুরুর ব্রহ্মচর্য্যপ্রভাবে এবং তাহারই আয়ুর অর্দ্ধেক দ্বারা সেই কীর্ণাকী  
এক্ষণে জীবন লাভ করুক ॥ ৩৬—৩৭ ॥

ইহা শুনিয়া ধৰ্ম্মরাজ বলিলেন, দেবদূত ! এই বিশ্বাবস্তুর কন্থাকে যদি তুমি জীবিত  
করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে এই কন্থা রুরুর আয়ুর অর্দ্ধেক দ্বারা জীবন লাভ করুক ।  
তুমি-এখনই যাইয়া এই কন্থা রুরুকে সমৰ্পণ কর ॥ ৩৮ ॥

রাজা কহিলেন, মন্ত্রিগণ ! ধৰ্ম্মরাজ দেবদূতকে এইরূপ বলিলে পর দেবদূত তৎক্ষণাৎ  
সেই স্থানে যাইয়া প্রমদ্বরাকে পুনর্জীবিত করিয়া রুরুর হস্তে সমৰ্পণ করিলেন ॥ ৩৯ ॥  
অনন্তর, শুভদিনে যথাবিধি রুরু তাহাকে বিবাহ করিলেন । এইরূপে পূৰ্বে ঋষিকন্থা  
প্রমদ্বরা কালগ্রাসে পতিত হইয়াও উপায় দ্বারা পুনর্জীব জীবনলাভ করিয়াছিল ॥ ৪০ ॥

\* রুরুশতাবিব সম্বন্ধে প্রাপ্য চাকলাচনাম্ । ইত্যধিকঃ পাঠঃ কৃত্যপি দৃশ্যতে ।

উপায়স্ত্ব প্রকর্তব্যঃ সৰ্ব্বথা শাস্ত্রসম্মতঃ ।

মণিমন্ত্রোষধীভিশ্চ বিধিবৎপ্রাণরক্ষণে ॥ ৪১ ॥

ইভুক্ত্য সচিবান্ রাজা কল্পয়িত্বা সুরক্ষকান্ ।

কারয়িত্বাথ প্রাসাদং সপ্তভূমিকমুত্তমম্ ॥ ৪২ ॥

আরুরোহোত্তরাসূক্ষুঃ সচিবৈঃ সহ তৎক্ষণম্ ।

মণিমন্ত্রধরাঃ শূরাঃ স্থাপিতান্তত্র রক্ষণে ॥ ৪৩ ॥

প্রেষয়ামাস ভূপালো মুনিং গৌরমুখং ততঃ ।

প্রসাদার্থং সেবকস্ত ক্ষমস্বেতি পুনঃপুনঃ ॥ ৪৪ ॥

ব্রাহ্মণান্ সিদ্ধমন্ত্রজ্ঞান্ রক্ষণার্থমিতস্ততঃ ।

মন্ত্রীপুত্রঃ স্থিতস্তত্র স্থাপয়ামাস দন্তিনঃ ॥ ৪৫ ॥

ন কশ্চিদারুহেত্তত্র প্রাসাদে চাতিরক্ষিতে ।

বাতোহপি ন চরেত্তত্র প্রবেশে বিনিবার্যতে ॥ ৪৬ ॥

ভক্ষ্যভোজ্যাদিকং রাজা তত্রস্থশ্চ চকার সঃ ।

স্নানসন্ধ্যাদিকং কৰ্ম্ম তত্রৈব বিনিবর্ত্য চ ॥ ৪৭ ॥

ইত্যুক্তেতি । সুরক্ষকান্ কারয়িত্বা স্থাপয়িত্বা সপ্তভূমিকং প্রাসাদং বৃহদ্রক্ষ্যট্টালকং কারয়িত্বা উত্তরাসূক্ষুঃ পরীক্ষিৎ সচিবৈঃ সহারুরোহেতি পরেণাশ্রয়ঃ ॥ ৪২—৪৩ ॥ ) প্রেষয়ামাসেতি । যেন মুনিনা শাপো দত্তস্তং মুনিং প্রীতি সেবকস্ত মম প্রাসাদার্থং পুনঃপুনঃ ক্ষমস্বেতি প্রার্থয়িতুং গৌরমুখং মুনিং প্রেষয়ামাসেত্যশ্রয়ঃ ॥ ৪৪ ॥ ব্রাহ্মণানিতি । ইতস্ততো-  
যত্র কৃত্তচিহ্নিযমানান্ সিদ্ধমন্ত্রজ্ঞান্ রক্ষণার্থমানিনায়েত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥ বাতোহপীতি । বিনি-

অতএব, মন্ত্রিগণ ! প্রাণরক্ষার জন্ত মণি মন্ত্র এবং ওষধি সকলের দ্বারা শাস্ত্র সম্মত যথা-  
বিধানে উপায় করা সর্বতোভাবে কর্তব্য ॥ ৪১ ॥

রাজা পরীক্ষিৎ মন্ত্রিগণকে এইরূপ বলিয়া প্রধান প্রধান রক্ষক সকল সংস্থাপন পূর্বক  
একটা স্থান অতি উচ্চ সপ্ততল প্রাসাদ নির্মাণানন্তর তাহার রক্ষার জন্ত চতুর্দিকে  
মণিমন্ত্রাধিকারী বলবান্ রক্ষিগণকে স্থাপন করিয়া তৎক্ষণাৎ মন্ত্রিগণের সহিত তাহাতে  
আরোহণ করিলেন ॥ ৪২—৪৩ ॥ তদনন্তর, মুনিবর শূদ্রীর ক্রোধশাস্তির জন্ত “সেবকের  
অপরাধ ক্ষমা করুন” ইহা বলিয়া পুনঃ পুনঃ অহরোধ করিতে গৌরমুখ নামে মুনিকে  
পাঠাইলেন ॥ ৪৪ ॥ পরে, আশ্রয়রক্ষার জন্ত চতুর্দিক হইতে সিদ্ধ মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন  
করিলেন । এদিকে মন্ত্রিপুত্র সেই স্থানে থাকিয়া হস্তিগণকে এক্ষণে যথাস্থানে স্থাপিত  
করিলেন যে, কোনও ব্যক্তি এই রক্ষিত প্রাসাদে আরোহণ করিতে না পারে ; অধিক কি  
নিষেধ-অহুমতির পর বায়ুরও সে স্থলে প্রবেশের সম্ভাবনা ছিল না ; অস্ত্রের কথা আর কি  
বলিব ॥ ৪৫—৪৬ ॥ রাজা পরীক্ষিৎ এই স্থানে থাকিয়াই তৎক্ষণে আগমন দিবস গণনা করত



রাজকার্য্যানি সৰ্ব্বানি তত্রহ্শচাকরোমূপঃ ।

মন্ত্ৰিভিঃ সহ সংমন্ত্ৰ্য গণয়ন্দিবমানপি ॥ ৪৮ ॥

কশ্চিচ্চ কশ্যপো নাম ব্রাহ্মণো মন্ত্ৰিসুতমঃ ।

শুশ্রাব চ তথা শাপং প্রাপ্তং রাজ্ঞা মহাত্মনা ॥ ৪৯ ॥

স ধনার্থী দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ কশ্যপঃ সমচিস্তয়ৎ ।

ব্রজামি তত্র যত্রাস্তে শপ্তো রাজ্ঞা দ্বিজে ন হ ॥ ৫০ ॥

ইতি কৃত্বা মতিং বিপ্রঃ স্বগৃহান্নিঃসৃতঃ পথি ।

কশ্যপো মন্ত্ৰবিদ্বিহান্ ধনার্থী মুনিসুতমঃ ॥ ৫১ ॥\*

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধে  
কুরুবৃত্তান্তকথনং নাম নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

বার্ধ্যতে সেবকৈরজ্ঞস্ত প্রবেশে তত্র কা বার্থেতি ভাবঃ ॥ ৪৬—৪৭ ॥ ( রাজকার্য্যগীতি ।

তত্রহ্শঃ প্রাসাদোপরি তিষ্ঠন্ । তক্ষকাগমনদিবসান্ গণয়ন্ ॥ ৪৮ ॥

কশ্চিচ্চেতি । মন্ত্ৰিসুতমঃ মন্ত্ৰবিৎহু সুতমঃ অগ্রণীরিত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥ স ধনার্থীতি । যত্র দ্বিজে ন  
শপ্তো রাজ্ঞা আস্তে তত্র ব্রজামীতি সমচিস্তয়ৎ ॥ ৫০ ॥ বিপ্রঃ কশ্যপ ইতি মতিং কৃত্বা গৃহাং  
নিঃসৃতঃ নির্জগাম ॥ ৫১ ॥ )

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

জ্ঞান সক্ষাদি এবং ভোজন ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে লাগিলেন ; অধিক কি, মন্ত্ৰীগণের সহিত  
মন্ত্ৰণা করিয়া রাজকার্য্য পর্য্যন্তও সেই স্থানে থাকিয়া নির্বাহ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭—৪৮ ॥

ঋষিগণ ! এমন সময় কশ্যপ নামে কোনও মন্ত্ৰজ্ঞ ব্রাহ্মণ রাজার এই শাপ বৃত্তান্ত শ্রবণে  
রাজাকে তক্ষকবিষ ইহিতে মুক্ত করিয়া বহুতর ধন লাভ করিব এই আশায় এইরূপ বিবেচনা  
করিলেন যে, অভিশপ্ত রাজা পরীক্ষিৎ ব্রাহ্মণগণের সহিত যে স্থানে আছেন আমি সেই  
স্থানে যাই । ব্রাহ্মণ এইরূপ বিবেচনা করিয়াই ধন লাভের আশায় নিজ গৃহ হইতে নির্গত  
হইলেন ॥ ৪৯—৫১ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক ব্যাসপ্রণীত মহাপুরাণ দেবীভাগবতের দ্বিতীয়-  
স্কন্ধে কুরুবৃত্তান্তকথন নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## দর্শমোহ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

তস্মিন্নেব দিনে নাম্না তক্ষকস্তং নৃপোত্তমম্ ।

শপ্তং জ্ঞাত্বা গৃহান্তূর্ণং নিঃসৃতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১ ॥

বৃদ্ধব্রাহ্মণবেশেন তক্ষকঃ পথি'নির্গতঃ ।

অপশ্যৎ কশ্যপং মার্গে ব্রজন্তং নৃপতিং প্রতি ॥ ২ ॥

তমপৃচ্ছৎ পন্নগোহসৌ ব্রাহ্মণং মন্ত্রবাদিনম্ ।

ক ভবাংস্তুরিতো যাতি কিঞ্চ কার্যং চিকীর্ষতি ॥ ৩ ॥

কশ্যপ উবাচ ।

পরীক্ষিতং নৃপশ্রেষ্ঠং তক্ষকশ্চ প্রধক্ষ্যতি ।

তত্রাহং সুরিতো যামি নৃপং কর্তু মপজ্জরম্ ॥ ৪ ॥

মন্ত্রোহস্তু মম বিপ্রেন্দ্র ! বিষনাশকরঃ কিল ।

জীবয়িষ্যাম্যহং তং বৈ জীবিতব্যেহধুনা কিল ॥ ৫ ॥

অষ্টাধিকৈঃ বহিগম্যৈতুক্ষকধিজয়োঃ কথাম্ ।

সমাপ্য তক্ষকেণাখো রাজা সূত ইতীর্ষতে ॥

তস্মিন্নেব দিনে ইতি । যস্মিন্মিনে কশ্যপো গৃহান্নির্গত স্তস্মিন্নেবেত্যর্থঃ । পুরুষোত্তমঃ পুরুষাকৃতিঃ সন্ ॥ ১ ॥ (কৌদূশরূপেণ পথি নির্গত ইত্যত আহ বৃদ্ধব্রাহ্মণবেশেনেতি । নৃপতিং প্রতি পরীক্ষিতমুদ্दिश्य ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥ মন্ত্রজ্ঞব্রাহ্মণদর্শনেन সন্নিহানস্তুক্ষকস্তত্চ চিকীর্ষামব-গন্তমপৃচ্ছৎ ক ভবানিতি । সুরিতস্ত্রায়ুক্তঃ ॥ ৩ ॥ অপজ্জরং প্রশমিতবিষয়েন লক্ষয়াম্যম্ ॥ ৪ ॥ জীবিতব্যে আবু্যে সতি । তদভাবে ব্রহ্মণাপি জীবয়িতুমশক্যাদিতি ॥ ৫ ॥ অহং স ইতি ।

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! বে দিবস দ্বিজবর কশ্যপ গৃহ হইতে নির্গত হইলেন, সেই দিবসেই তক্ষক, নৃপবর পরীক্ষিতকে ব্রহ্মণ্যে অভিষপ্ত জানিয়া তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ পূর্ব্বক গৃহ হইতে নির্গত হইল এবং পরীক্ষিত-নৃপতির আরোগ্যের জন্ত দ্বিজ কশ্যপ পথিমধ্যে গমন করিতেছেন ইহা দেখিতে পাইল ॥ ১—২ ॥ তক্ষক সেই মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, আপনি এত সন্মর কোথায় যাইতেছেন এবং কি কার্যের জন্ত ই বা অভি-লাষী হইয়াছেন ? ॥ ৩ ॥

কশ্যপ কহিলেন, নৃপবর পরীক্ষিতকে তক্ষকে দংশন করিবে শুনিয়াছি, এই জন্ত আমি সেই নৃপতিকে আরোগ্য করিতে সন্মর সেই স্থানে গমন করিতেছি ॥ ৪ ॥ দ্বিজবর ! আমার

তক্ষক উবাচ ।

অহং স পন্নগো ব্রহ্মন্ ! তং ধক্ষ্যামি মহীপতিম্ ।  
নিবর্তস্ব ন শক্তস্ত্বং ময়া দক্ষ্যং চিকিৎসিতুম্ ॥ ৬ ॥

কশ্যপ উবাচ ।

অহং দক্ষ্যং ত্বয়া সৰ্প ! নৃপং শপ্তং দ্বিজেন বৈ ।  
জীবয়িষ্যাম্যসন্দেহং কামং মন্ত্রবলেন বৈ ॥ ৭ ॥

তক্ষক উবাচ ।

যদি ত্বং জীবিতুং যাসি ময়া দক্ষ্যং নৃপোত্তমম্ ।  
মন্ত্রশক্তিবলং বিপ্র ! দর্শয় ত্বং মমানব ! ।  
ধক্ষ্যাম্যেনঞ্চ ত্র্যগ্ৰোধং বিষদংষ্ট্রাভিরদ্য বৈ ॥ ৮ ॥

কশ্যপ উবাচ ।

জীবয়িষ্যে ত্বয়া দক্ষ্যং দন্ধং বা পন্নগোত্তম ! ॥ ৯ ॥

সূত উবাচ ।

অদশং পন্নগো ব্রহ্মং ভাস্মসাক্ষ চকার তম্ ।

উবাচ কশ্যপং ভূয়ো জীবয়ৈনং দ্বিজোত্তম ! ॥ ১০ ॥

বস্ত্র বিষং নাশয়িতুমিচ্ছসি সোহহং তক্ষকোহস্মি রাজানমধুনৈব ধক্ষ্যামি ভাস্মসাক্ষকরিষ্যামি ॥৬॥  
অসন্দেহং যুতশরীরম্ (নিশ্চয়মিতি বা) ॥৭॥ (কশ্যপস্ত মন্ত্রবলং বিবিদিস্বস্তস্ত পরীক্ষার্থমাহ যদি  
ঘমিতি । জীবিতুং জীবয়িতুমিতিার্থঃ । মম ইতি সম্বন্ধবিবক্ষয়া ধষ্টী ॥৮॥ ত্র্যগ্ৰোধং বটম্ ॥ ৯ ॥

নিকট বিষনাশক মন্ত্র আছে, যদি এক্ষণে আয়ু থাকে তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি সেই মন্ত্র-  
বলে তাঁহাকে বাঁচাইতে পারিব ॥ ৫ ॥

কশ্যপের এইকথা শ্রবণ করিয়া তক্ষক কহিল, বিপ্র ! আমিই সেই তক্ষক নামক সৰ্প,  
আমিই সেই মহারাজকে দংশন করিব । তুমি নিবৃত্ত হও ! কারণ, আমি যাহাকে দংশন  
করিব তুমি তাহাকে চিকিৎসা করিয়া আরোগ্য করিতে সমর্থ হইবে না ॥ ৬ ॥

কশ্যপ কহিলেন, তক্ষক ! রাজা পরীক্ষিৎ ব্রহ্মশাপে অভিশপ্ত হইয়াছেন বলিয়াই তুমি  
তাঁহাকে দংশন করিবে; কিন্তু, আমি নিশ্চয় বলিতেছি তুমি দংশন করিলে আমি মন্ত্রবলে  
তাঁহাকে বাঁচাইতে সমর্থ হইব ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই ॥ ৭ ॥

তক্ষক কহিল, বিপ্রবর ! আমি দংশন করিলে যদি সত্যই তুমি সেই নৃপতিকে  
বাঁচাইতে বাইতেছ, তবে অগ্রে আমাকে তোমার মন্ত্রের কতদূর শক্তি তাহা দেখাও ?  
এক্ক্ষণে আমি এই ত্র্যগ্ৰোধবৃক্ষকে বিষদস্ত দ্বারা দংশন করিতেছি । ইহা শুনিবামাত্র কশ্যপ  
কহিলেন, সৰ্পবর ! তুমি এ বৃক্ষটাকে দংশনই কর অথবা বিধায়িতে দণ্ডই কর, আমি  
নিশ্চয়ই এই বৃক্ষকে পুনরুজ্জীবিত করিব ॥ ৮—৯ ॥

দৃষ্টা ভস্মীকৃতং বৃক্ষং পন্নগেন বিষায়িনা ।

সর্বং ভস্ম সমাহৃত্য কণ্ডপো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১১ ॥

পশু মন্ত্রবলং মেহদ্য ঞ্চগ্রোধং পন্নগোত্তম ! ।

জীবয়াম্যদ্য বৃক্ষং বৈ পশুতন্ত্রে মহাবিশ ! ॥ ১২ ॥

ইত্যুক্তা জলমাদায় কণ্ডপো মন্ত্রবিত্তমঃ ।

সিষেচ ভস্মরাশিং তং মস্ত্রিতে নৈব বারিণা ॥ ১৩ ॥

তদ্বারিসেচনাজ্জাতো ঞ্চগ্রোধঃ পূর্ববচ্ছ ভঃ ।

বিস্ময়ং তক্ষকঃ প্রাপ্তো দৃষ্টা তং জীবিতং নগম্ ॥ ১৪ ॥

তদাহ কণ্ডপং নাগঃ কিমর্থং তে পরিশ্রমঃ ।

সম্পাদয়ামি ন্তং কামং ব্রুহি বাড়ব ! বাঙ্কিতম্ ॥ ১৫ ॥

কণ্ডপ উবাচ ।

বিতার্থী নৃপতিং মদ্বা শপ্তং পন্নগ ! নিঃসৃতঃ ।

গৃহাদহং চোপকর্তুং বিদ্যায়া নৃপসন্তমম্ ॥ ১৬ ॥

(অদশমিতি । বৃক্ষং ঞ্চগ্রোধং ভস্মসাৎ চকার বিষায়িনা দগ্ধং চকার । ভূয়ঃ পুন-  
রপি উবাচ এতেন সৌমুর্ধনোক্তিঃ স্মৃতিতঃ ॥ ১০—১১ ॥ পশুতি । মন্ত্রবলং মন্ত্রশক্তিম্ ।  
পশুতন্ত্রে ইত্যাদ্রানাদরে ষষ্ঠী পশুতন্ত্ৰং স্বামনাদৃত্য ইত্যর্থঃ ॥ ১২—১৩ ॥ পূর্ববৎ যথা-  
পূর্বং শাখাপ্রশাখাদিসমেত ইত্যর্থঃ ।) নগং বৃক্ষম্ ॥ ১৪ ॥ কিমর্থমিতি । কিং ধনলোভার্থ-  
মিথং প্রয়াসং করোষি অথবা প্রতিষ্ঠার্থমিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥ হে পন্নগ ! নৃপতিং শপ্তং মদ্বা বিদ্যায়া  
সজীবন্ত । নৃপসন্তমমূপকর্তুং বিতার্থঞ্চ গৃহাদহং নিঃসৃত ইত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥ সকামোহহমিতি ।

স্বত কহিলেন, ঋষিগণ ! তক্ষক সেই বৃক্ষটিকে দংশন করিয়া ভস্মসাৎ করিল এবং গর্গ-  
সহকারে পুনর্বার কণ্ডপকে কহিল, ওহে বিপ্রবর ! এক্ষণে এই বৃক্ষটিকে জীবিত কর ॥ ১০ ॥  
কণ্ডপ বৃক্ষটিকে তক্ষকের বিষবহি দ্বারা ভস্মীকৃত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সেই সমস্ত ভস্ম সংগ্রহ  
পূর্বক বলিলেন, ওহে সর্ববর ! তোমার বিষ অতিশয় তীক্ষ্ণ তাহা জানিতে পারিয়াছি । এক্ষণে,  
আমার মন্ত্রবল দেখ ? আমি এই ঞ্চগ্রোধবৃক্ষটিকে তোমার সন্মুখেই বাঁচাইতেছি ॥ ১১—১২ ॥

সেই মন্ত্রজ্ঞশ্রেষ্ঠ কণ্ডপ এই কথা বলিয়াই জলগ্রহণ করিলেন, এবং সেই জল মন্ত্রপুত  
করিয়া ভস্মরাশির উপর সেচন করিলেন ॥ ১৩ ॥ ঋষিগণ ! এই জল সেচন করিবামাত্র  
ঞগ্রোধবৃক্ষ পূর্বের দ্বায় শাখা প্রশাখাদির সহিত পুনর্জীবিত হইল । তক্ষক বৃক্ষকে জীবিত  
দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়গণ হইল ॥ ১৪ ॥ অনন্তর, তক্ষক কণ্ডপকে বলিল, বৃক্ষন ! তুমি এত  
পরিশ্রম করিয়া কিজন্ত রাজার নিকট যাইতেছ ? তোমার অভিলাষ কি আমি তাহা  
সম্পন্ন করিতেছি ॥ ১৫ ॥

তক্ষক উবাচ ।

বিত্তং গৃহাণ বিশেষতঃ ! যাবদ্বিচ্ছসি পার্শ্বিবাৎ ।

দামি স্বগৃহং যাহি সকাশোহহং ভবাম্যতঃ ॥ ১৭ ॥

সূত উবাচ ।

তচ্ছ্রদ্ধা বচনং তস্মৈ কশ্যপঃ পরমার্থবিৎ ।

চিন্তয়ামাস মনসা কিং করোমি পুনঃপুনঃ ॥ ১৮ ॥

ধনং গৃহীত্বা স্বগৃহং প্রয়ামি যদ্যহং পুনঃ ।

ভবিষ্যতি ন মে কীর্তিলোকে লোভসমাশ্রয়াৎ ॥ ১৯ ॥

জীবিতেহথ নৃপশ্রেষ্ঠে কীর্তিঃ শ্রাদচলা মম ।

ধনপ্রাপ্তিশ্চ বহুধা ভবেৎ পুণ্যঞ্চ জীবনাৎ ॥ ২০ ॥

রক্ষণীয়ং যশঃ কামং শিগ্ধনং যশসা বিনা ।

সর্বস্বং রঘুনা পূৰ্ব্বং দত্তং বিপ্রায় কীর্তয়ে ॥ ২১ ॥

অতস্তব গমনাদহং সন্ধ্যাঃ পূৰ্ণকামো ভবামি ভবিষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥ (তদ্বিত্তি । তস্মৈ তক্ষকস্ত তৎ পূৰ্ব্বোক্তং বিত্তপ্রলোভনকরং বাক্যং শ্রদ্ধা অধুনাহং কিং করোমি রাজসমীপং গচ্ছামি ন বা ইত্যাদিকং চিন্তয়ামাস ॥ ১৮ ॥) রাজানং ন গতা তক্ষকান্মধ্যে এব ধনগ্রহণে ধনং তু লব্ধং পরন্তু রাজসজীবনজন্তা মহতী কীর্তিন্ শ্রাব্যং ॥ ১৯ ॥ গমনে তু ফলত্রয়ং ভবিষ্যতীত্যাহ জীবিতেহথেন্তি ॥ ২০ ॥ (কীর্তিধনযোগে কলুষঘ্নঃ সূচয়মাংস রক্ষণীয়মিতি । যশ এব সর্বধা রক্ষণীয়ং যশসা বিনা ধনং ধিক্ কীর্তিরহিতধনলাভেনালমিতিার্থঃ । ইদমেব

কশ্যপ কহিলেন, তক্ষক ! আমি নৃপতিকে সর্পদংশন-শাপে অভিষপ্ত জানিয়া মত্তবলে তাঁহাকে নীরোগ করিয়া তাহার উপকার সাধনপূৰ্ব্বক কিছু ধন পাইব এই আশায় গৃহ হইতে নির্গত হইয়াছি ॥ ১৬ ॥

তক্ষক কশ্যপের এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিল, বিপ্রবর ! তুমি রাজা পরীক্ষিতের নিকট হইতে যত ধন পাইতে ইচ্ছা কর তাহা আমি প্রদান করিতেছি গ্রহণ কর এবং গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হও ; তাহা হইলেই আমি পূৰ্ণমনোরথ হই ॥ ১৭ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! পরমমহাশক্তি-সম্পন্ন সেই কশ্যপ তক্ষকের এই কথা শ্রবণ করিয়া মনে মনে পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এক্ষণে আমি কি করি, যদি ধন গ্রহণ করিয়া গৃহে ফিরিয়া যাই, তাহা হইলে এই লোভ জন্ত জগতে ত আমার যশ হইবে না ; আর যদি নৃপবর পরীক্ষিত জীবন লাভ করেন, তাহা হইলে ইহ জগতে আমার অচলা কীর্তি থাকিবে অথচ আমিও বহু ধন লাভ করিব এবং জীবন দান হেতু আমার মহৎপুণ্যও হইবে ॥ ১৮—২০ ॥ অতএব, সর্বপ্রকারে যশোরক্ষা করাই কর্তব্য ; যে ধনলাভে যশ নাই সে লাভকে ধিক্ ! পূৰ্ব্বকালে রঘুরাজ যশের জন্তই বাচক ব্রাহ্মণকে সর্বস্ব প্রদান করিয়া-

হরিশ্চন্দ্রেণ কণেন কীর্ত্যর্থং বহুবিস্তরম্ ।

উপেক্ষেয়ং কথং ভূপং দহমানং বিধায়িনা ॥ ২২ ॥

জীবিতেহদ্য ময়া রাজ্ঞি স্মৃৎ সর্বজনস্ম চ ।

অরাজকে প্রজানাশো ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৩ ॥

প্রজানাশস্ত পাপং মে ভবিষ্যতি স্মৃতে নৃপে ।

অপকীর্তিঞ্চ লোকেষু ধনলোভাস্তবিষ্যতি ॥ ২৪ ॥

ইতি সন্ধিস্ত্য মনসা ধ্যানং কৃত্বা স কশ্যপঃ ।

গতায়ুষঞ্চ নৃপতিং জ্ঞাতবান্ বুদ্ধিমত্তরঃ ॥ ২৫ ॥

আপন্নমৃত্যুং রাজানং জ্ঞাত্বা ধ্যানেন কশ্যপঃ ।

গৃহং যযৌ স ধর্ম্মাজ্ঞা ধনমাদায় তক্ষকাং ॥ ২৬ ॥

নিবর্ত্য কশ্যপং সপ্তঃ সপ্তমে দিবসে নৃপম্ ।

হস্তকামো জগামাশু নগরং নাগসাহস্রম্ ॥ ২৭ ॥

দৃষ্টান্তেন সমর্থয়মাহ সর্বস্বমিতি ॥ ২১ ॥ উপেক্ষেয়ং কথমুপেক্ষাং কুর্ধ্যামহম্ ॥ ২২ ॥ ময়া ধার্ম্মিকে রাজ্ঞি জীবিতে সর্বজনস্মৃৎ স্মৃতিত্যাগি মহাকলম্ । অজীবিতে তু দৌষপ্রাপ্তিঞ্চ ফলম্ ॥ ২৩ ॥ অহো ! ধনলোভেন দুষ্টেনাহনেন ধার্ম্মিকো রাজা ন রক্ষিতঃ প্রজাশ্চ নাশিতা ইত্যপকীর্তিঃ স্মৃতিত্যাগঃ ॥ ২৪ ॥ ইতি বিচার্যাহধুন। ময়া কিংকর্তব্যমিতি নিশ্চেষ্টং যোগজ-জ্ঞানেন ধ্যানং কৃতবাংস্তস্মিংশ্চ ধ্যানে গতায়ুষং নৃপতিং জ্ঞাতবান্ ॥ ২৫ ॥ ( আপন্নমৃত্যুমিতি । যোগী কশ্যপস্ত ধ্যানেন রাজানং পরীক্ষিতঃ আপন্নমৃত্যুং সন্নিহিতমরণং বিজ্ঞায় তক্ষকাং ধনং গৃহীত্ব স্বগৃহং যযৌ । তক্ষকদংশনাং পরং রাজাসৌ কেনোপায়েনানপি ন জীবিত্যতীতি যদায়ং যোগবলেন জ্ঞাতবান্ তদৈব তক্ষকাং ধনং জগ্ৰাহ অন্তথা তাদৃশধর্ম্মাশ্রম্যনাং কথমেতাদৃশী নীচপ্রবৃত্তিঃ স্মৃতিভাবঃ ॥ ২৬ ॥ নিবর্ত্যেতি । সপ্ততক্ষকঃ কশ্যপং কীর্ত্তিবিনাশসমুদাতমিতি

ছিলেন । কেবল রঘুরাজ কেন ? মহারাজ হরিশ্চন্দ্র এবং কণও কীর্ত্তির নিমিত্ত অনেক করিয়া-ছেন । আর বিশেষত নৃপতি বিধায়ির দ্বারা দহমান হইবেন ইহা জানিয়াও আমি কি করিয়া উপেক্ষা করিব ? ॥ ২১-২২ ॥ যদি আজ আমি রাজাকে জীবিত করিতে পারি তাহা হইলে সকল লোকেরই স্মৃৎ সাধন করা হইবে ; কারণ, অরাজক হইলে নিশ্চয়ই প্রজা নাশ হইবে ইহাও কোনও সংশয় নাই ॥ ২৩ ॥ আর এক কথা, রাজার মৃত্যু হইলে যে প্রজানাশ হইবে তাহার পাপ আমারই হইবে ; আর নিশ্চয়ই এই ধনলোভ বশতঃ সর্বত্র আমার অপবন হইবে ॥ ২৪ ॥ ধর্ম্মিগণ ! সেই বুদ্ধিবান্ কশ্যপ এইরূপে মনে মনে নানাবিধ চিন্তা করিয়া পরে ধ্যানস্থ হইয়া দেখিলেন যে পরীক্ষিতের পরমায়ু শেষ হইরাছে । অতএব, তাঁহার মৃত্যু আসন্ন ইহা স্থির করিয়া তক্ষকের নিকট হইতে ধন গ্রহণপূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন ॥ ২৫—২৬ ॥

তক্ষক এইরূপে বিজয়র কশ্যপকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া সপ্তম দিবসে রাজাকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিয়া শীঘ্র হস্তিনাপুরে গমন করিলেন এবং নগরের শেষ সীমার উপস্থিত হইয়া

শুশ্রাব নগরস্থাস্তে প্রাসাদস্থং পরীক্ষিতম্ ।  
 মণিমস্ত্রৌষধৈঃ কামং রক্ষ্যমাণমতস্ত্রিতম্ ॥ ২৮ ॥  
 চিন্তাবিকৃত্তদা নাগো বিপ্রশাপভয়াকুলঃ ।  
 চিন্তয়ামাস যোগেন প্রবিশেষং গৃহং কথম্ ॥ ২৯ ॥  
 বঞ্চয়ামি কথঞ্চৈনং রাজানং পাপকারিণম্ ।  
 বিপ্রশাপাক্রান্তং মৃতং বিপ্রপীড়াকরং শঠম্ ॥ ৩০ ॥  
 পাণ্ডবানাং কূলে জাতঃ কোহপি নৈতাদৃশো ভবেৎ ।  
 তাপসস্ত গলে যেন মৃতঃ সর্পো নিবেশিতঃ ॥ ৩১ ॥  
 কৃত্বা বিগর্হিতং কৰ্ম্ম জানন্ কালগতিং নৃপঃ ।  
 রক্ষকান্ ভবনে কৃত্বা প্রাসাদমভিগম্য চ ॥ ৩২ ॥  
 মৃত্যুং বঞ্চয়তে রাজা বর্ততেহদ্য নিরাকুলঃ ।  
 তং কথং ধক্ষয়িষ্যামি বিপ্রবাক্যেন চোদিতঃ ॥ ৩৩ ॥  
 ন জানাতি চ মন্দাত্মা মরণে হনিবর্তনম্ ।  
 তেনাসৌ রক্ষকান্ স্থাপ্য সৌধক্লেদোহদ্য মোদতে ॥ ৩৪ ॥

ভাবঃ । নিবর্ত্য পূৰ্ব্বোক্তধনদানাদিকৌশলেনেতাদৃশঃ । সপ্তমে দিবসে রাজানং জিহ্বাংস্থ-  
 র্হস্তিনাপুরং গতবান্ ॥ ২৭—২৮ ॥ ) বিপ্রশাপভয়াকুল ইতি । যদি রাজা ময়া ন দত্ততে  
 তদা রাজশাপদাতা ব্রাহ্মণো মাং শপেদিতি ভয়াকুল ইত্যর্থঃ । যোগেন কেনোপায়ে-  
 নেতাদৃশঃ ॥ ২৯ ॥ (বঞ্চয়ামিতি । রাজা তু মণিমস্ত্রৌষধাদিভির্মাং বঞ্চয়িতুং সমুদ্যতঃ অতঃ শঠে  
 শাঠ্যং সমাচরেদিতি জ্ঞায়তঃ কথং কেন প্রকারেণ অহমপি এনং শঠং বঞ্চয়ামি । বিপ্রশাপা-  
 দিতি । অহো যদৈব ব্রহ্মশাপো জাতস্তদৈবায়ং মৃতঃ কিন্তু মৃতোহয়ং পাপকারী তদপি ন  
 জানাতিতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥ অধুনা রাজানং তিরস্কৃত্বাহ । পাণ্ডবানামিতি । ব্রাহ্মণাবমাননা  
 পাণ্ডবকুলোৎপন্নেন কেনাপি ন কৃতা অনেকন তু কৃতা অতোহয়ং পাণ্ডবকুলান্নার ইতি  
 ভাবঃ ॥ ৩১ ॥ কৃষেতি । বিগর্হিতং নিন্দিতং কৰ্ম্ম বিজাবমাননারূপমিত্যর্থঃ । কালস্ত গতিং

শুনিলেন যে, পরীক্ষিত মণিমস্ত্র-ঔষধি দ্বারা সুরক্ষিত প্রাসাদে সতর্কতার সহিত বাস  
 করিতেছেন ॥ ২৭—২৮ ॥ তক্ষক ইহা শ্রবণ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল যে, যদি  
 আমি সপ্তম দিবসে রাজাকে দংশন করিতে না পারি তাহা হইলে নিশ্চয়ই শূদ্রী যুনি  
 আমাকে শাপপ্রদান করিবেন ; এক্ষণে কিরূপে এই গৃহমধ্যে প্রবেশ করি এবং কিরূপেই  
 বা ব্রাহ্মণপীড়াকর পাপকার্য্যকারী অতএব ব্রহ্মশাপে মৃতপ্রায় এই শঠ রাজাকে বঞ্চনা  
 করি ॥ ২৯—৩০ ॥ হায় ! পাণ্ডববংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়া তপস্বিদিগের গলদেশে মৃত সর্প  
 প্রদান করে এক্ষণ ত কেহই হয় নাই ॥ ৩১ ॥ এই মৃত রাজা নিন্দিত কৰ্ম্ম করিয়া কালের  
 কুটিলগতি জানিয়াও রক্ষকগণ নিযুক্ত করিয়া নিরাকুলচিত্তে প্রাসাদমধ্যে বাস করিয়া

যদি বৈ বিহিতো মৃত্যুর্দেবেনামিততেজসা ।  
 স কথং পরিবর্ত্তেত কৃতৈরৈতৈস্ত কোটিভিঃ ॥ ৩৫ ॥  
 পাণ্ডবস্ত চ দায়াদো জানন্ মৃত্যুং গতং নৃপঃ ।  
 জীবনে মতিমান্হায় স্থিতঃ স্থানে নিরাকুলঃ ॥ ৩৬ ॥  
 দানপুণ্যাদিকং রাজা কৰ্ত্তুমৰ্হতি সৰ্ব্বথা ।  
 ধৰ্ম্মেণ হন্যতে ব্যাধির্যেনামুঃ শাস্তং ভবেৎ ॥ ৩৭ ॥  
 নোচেন্মৃত্যুবিধিং কৃৎস্না স্নানদানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ।  
 মরণং স্বৰ্গলোকায নরকায়াম্ভা ভবেৎ ॥ ৩৮ ॥  
 দ্বিজপীড়াকৃতং পাপং পৃথগ্ভাশ্চ চ ভূপতেঃ ।  
 বিপ্রশাপস্তথা ঘোর আসম্মে মরণে কিল ॥ ৩৯ ॥

কালগতিহুঁ নির্বার্য্যেব ইতি জানন্নপি ॥ ৩২—৩৩ ॥ ন জানাতীতি । মন্দাশ্চা মৃত্যোহয়ং মরণে  
 অনিবর্ত্তনং জীবনাং স্থিরমৃত্যুং ন জানাতি তেনৈব সোধে প্রাসাদে আকুচঃ সন্ মোদতে  
 ইত্যম্বয়ঃ ॥ ৩৪—৩৫ ॥) মৃত্যুং গতং নষ্টমিতি জানন্ । জীবনে মতিঃ বুদ্ধিমান্হায়েত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥  
 ভবেদिति । ইতি হেতোরিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥ নোচেদिति । যদ্যেতস্ত মনসি নোচেত্তর্হি মৃত্যুবিধিং  
 আসন্নমৃত্যোর্যো বিধিস্তং কৃৎস্না স্নানদানাদিক্রিয়াঃ কৃৎস্না স্বৰ্গলোকার স্বৰ্গলোকং গন্তুং মরণং  
 প্রতীক্ষেত । অস্তথা স্নানাদিক্রিয়াহভাবে মরণং নরকায় ভবেদिति ভয়ান চ তথাহয়ং কৰোতি  
 তন্মামৃত্যুং জিতবানহমিতি জানাতীত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥ দ্বিজপীড়াকৃতং পাপমস্ত জাতং তথা  
 বিপ্রশাপোহপি জাতস্তাব্ভাবপ্যাসন্নমরণে এব ভবতো নান্তথা তন্মাদয়মাসন্নমরণ ইত্যর্থঃ ।

মৃত্যুকে বধনা করিতে ইচ্ছা করিতেছেন । আমি এক্ষণে, ব্রহ্মবাক্যে প্রেরিত হইয়াও কি  
 উপায়ে ইহাকে দংশন করিব ॥ ৩২—৩৩ ॥ এই চক্ৰযুক্তি ত জানিতে পারিতেছে না যে, মৃত্যু  
 কখন নিবৃত্ত হইবার নয় । বোধ হয় এই অস্ত্রই এক্ষণে রক্ষকগণকে নিযুক্ত করিয়া প্রাসাদে  
 আরোহণ পূৰ্ণক আমোদ করিতেছে ॥ ৩৪ ॥ হায় ! অমিতপরাক্রমশালী দৈব বর্দ্ধি মৃত্যু  
 স্থির করিয়া থাকে তাহা হইলে কোটি কোটি যত্ন দ্বারাও সে যে কখনই প্রতিনিবৃত্ত  
 হইবে না বোধ হয় এ মৃত তাহা অবগত নহে ॥ ৩৫ ॥ ইহাও অতি আশ্চর্য্যেব বিষয় যে,  
 পরীক্ষিৎ পাণ্ডববংশে অস্পর্শগ্রহ করিয়া এবং মৃত্যুই স্থির ইহা জানিয়াও জীবনেরক্ষণ  
 করিয়া নিরাকুলচিত্তে প্রাসাদমধ্যে বাস করিতেছেন ॥ ৩৬ ॥ আমার মতে এক্ষণে সৰ্ব্ব-  
 প্রকারে রাজার দান পুণ্যাদি কর্ম করা উচিত । কারণ, ধর্ম্ম দ্বারা ব্যাধিনাশ এবং দীর্ঘ-  
 জীবনও লাভ হইতে পারে । আর যদি তাহাই না হয়, তথাপি মৃত্যুকালে কর্ত্তব্য স্নান-  
 দানাদি পুণ্যকর্ম্ম করিয়া মৃত্যুলাভ হইলে স্বর্গে গমন হইবে ; অস্তথা নরকে যাইতে হইবে  
 সন্দেহ নাই ॥ ৩৭—৩৮ ॥ একে ত ব্রাহ্মণ-পীড়ন অস্ত্র গুরুতর পাপ ! তাহাতে আবার ঘোর  
 ব্রহ্মশাপ !! ইহার মধ্যে প্রত্যেকটা পৃথকরূপে যে আসন্ন মৃত্যুর কারণ, তাহা কি এই মৃত



ন কোহপি ব্রাহ্মণঃ পার্শ্বে য এবং প্রতিবোধয়েৎ ।

বেদসা বিহিতো মৃত্যুরনিবার্যাস্ত সৰ্ব্বথা ॥ ৪০ ॥

ইতি সক্ষিস্ত্য সর্পোহসৌ স্বাম্মাগামিকটে স্থিতান্ ।

কৃদ্ধা তাপসবেশান্তান্ প্রাহিণোৎ স্ফুড্ভঙ্গমান্ ॥ ৪১ ॥

ফলমূলাদিকং গৃহ্য রাজ্ঞে নাগোহথ তক্ষকঃ ।

স্বয়ং কীটরূপেণ কলমধ্যে সসার হ ॥ ৪২ ॥

নির্গতাস্তে তদা নাগাঃ ফলান্বাদায় সত্তরাঃ ।

তে রাজভবনং প্রাপ্য স্থিতাঃ প্রাসাদসন্নিধৌ ॥ ৪৩ ॥

রক্ষকাস্তাপসান্ দৃষ্ট্বা পপ্রচ্ছ স্তুতিকীৰ্তিতম্ ।

উচুস্তে ভূপতিং ভ্রকুং প্রাপ্তাঃ স্নোহদ্য তপোবনাং ॥ ৪৪ ॥

অভিমন্যুজ্ঞতং বীরং কুলার্কং চারুদর্শনম্ ।

পরিবর্দ্ধয়িতুং প্রাপ্তা মন্ত্রেণাধর্ষগৈস্তথা ॥ ৪৫ ॥

নিবেদয়ধ্বং রাজানং দর্শনার্থাগতান্মুনীন্ ।

কৃদ্ধাভিষেকান্ যাস্যামো দত্তা মিষ্টফলানি চ ॥ ৪৬ ॥

ইদং স্বয়ং ন জানাত্যেতাদৃশো মৃচোহস্মিতি ভাবঃ ॥ ৩৯—৪০ ॥ ( অধুনা পরীক্ষিতোবধনে তক্ষকস্ত চাতুর্যং বর্ণয়মাহ কুশেতি ॥ ৪১ ॥ ) গৃহেতি ল্যবস্তমার্থং সংগৃহেত্যর্থঃ । সসার গতবান্ ॥ ৪২—৪৪ ॥ ( রাজানং প্রেলোভয়িতুমাহ পরিবর্দ্ধয়িতুমিতি । আধর্ষকগৈরধর্ষ-বেদোক্তৈঃ ॥ ৪৫ ॥ অভিষেকান্ কৃদ্ধা আশীর্বাদসলিলৈরুপরি শেবঃ । তথা মিষ্টফলানি দত্তা

জানিতে পারিতেছে না ॥ ৩৯ ॥ হায় ! এমন কোন অবিজ্ঞ ব্রাহ্মণ কি ইহার নিকটে নাই ;  
যিনি দৈব-বিহিত মৃত্যু সৰ্ব্বপ্রকারে অনিবার্য, ইহা সম্যকরূপে ইহাকে বুঝাইয়া দেন ॥ ৪০ ॥

তক্ষক এইরূপে নানাবিধ চিন্তা করত নিকটস্থিত আত্মীয় সর্পগণকে তপস্বিবশে  
কতকগুলি ফলমূলাদি গ্রহণ করাইয়া রাজাকে প্রদান করিবার জন্য রাজনিকটে প্রেরণ  
করিল এবং স্বয়ং কীটরূপ ধারণ করিয়া সেই কলমধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ৪১—৪২ ॥  
অন্তর, সেই সর্পসকল কল গ্রহণ করিয়া শীঘ্র রাজভবনে বাইয়া যে প্রাসাদে রাজা  
পরীক্ষিত আছেন সেই প্রাসাদনিকটে উপস্থিত হইল ॥ ৪৩ ॥ রক্ষকগণ তপস্বীদিগকে  
দেখিয়া তাঁহাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল । অনন্তর, সেই তপস্বিবিশোধারী সর্প-  
গণ কহিল যে, অম্য আমরা পাণ্ডববংশের সূর্য্যস্বরূপ সেই বীরবর অভিমন্যুপুত্র পরীক্ষিতকে  
দেখিবার জন্য এবং অধর্ষকবেদোক্ত সজ্ঞা দ্বারা সযত্নে করিবার জন্য তপোবন হইতে আসি-  
রাছি ॥ ৪৪—৪৫ ॥ রক্ষকগণ ! তোমরা শীঘ্র রাজাকে জানাও যে, আগমনকে দেখিবার জন্য  
কতকগুলি মুনী আসিয়াছেন । দেখ, আমরা রাজাকে আশীর্বাদ-সলিলে অভিষেক করিয়া

ভারতানাং কূলে কাপি ন দৃষ্টা দ্বাররক্ষকাঃ ।  
 ন শ্রুতং তাপসানাস্তু রাক্ষোহসন্দর্শনং কিল ॥ ৪৭ ॥  
 আরোহামো বয়ং তত্র যত্র রাজা পরীক্ষিতঃ ।  
 আশীর্ভিব্বর্কয়িত্বৈনং দত্তাজ্ঞাঃ প্রত্ৰজামহে ॥ ৪৮ ॥

সূত উবাচ ।

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তেমাং তাপসানাস্তু রক্ষকাঃ ।  
 প্রত্ৰ্যচুস্তান্ দ্বিজান্মত্ৰা নিদেশং ভূপতেষথা ॥ ৪৯ ॥  
 নাদ্য বো দর্শনং বিপ্রা রাজ্ঞঃ স্যাদিতি নো মতিঃ ।  
 শ্বঃ সর্বতাপসৈরত্র স্বাগস্ত ব্যং নৃপালয়ে ॥ ৫০ ॥  
 অনারোহস্ত প্রাসাদো বিপ্রাণাং মুনিসত্তমাঃ ! ।  
 বিপ্রশাপভয়াদ্রাজ্ঞা বিহিতোহস্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৫১ ॥  
 তদোচুস্তানথো বিপ্রাঃ ফলমূলজলানি চ ।  
 বিপ্রাশিষশ্চ রাজ্ঞেহথ গ্রাহয়ন্তু স্ত্বরক্ষকাঃ ॥ ৫২ ॥

চ যাত্মাস ইত্যশ্বঃ ॥ ৪৬ ॥ ) রাজ্ঞঃ অসন্দর্শনমিতিচ্ছেদঃ ॥ ৪৭—৪৮ ॥ ( প্রত্ৰ্যচুরিতি ।  
 ভূপতেঃ পরীক্ষিতো যথা নিদেশং আদেশং প্রাসাদারোহণনিষেধাদিরূপমিত্যর্থঃ । তথা  
 রক্ষকান্তান্ ব্রাহ্মণবেশধারিণো নাগান্ দ্বিজান্ মত্ৰা ব্রাহ্মণত্বেনাবধারণ্য প্রত্ৰ্যচুঃ ॥ ৪৯ ॥  
 রাজনিদেশপ্রকারমাহ নাদ্যেতি । অদ্য বো যুস্মাকং সম্বন্ধে রাজ্ঞো দর্শনং ন জ্ঞাতং নোহস্মাকং  
 ইতি মতিঃ বয়ং ইতোব্যং মত্ৰ্যামহে ইত্যর্থঃ । অতঃ শ্বঃ আগমিদিনে সর্কৈঃ পুনরত্র নৃপা-  
 লয়ে আগন্তব্যং রাজদর্শনায় ইতি শেষঃ ॥ ৫০ ॥ রাজ্ঞোহর্দশনে কারণমাহ অনারোহ ইতি ।  
 প্রাসাদোহয়ং বিপ্রাণামপি অনারোহঃ আরোহণাযোগ্যঃ । নহু বিপ্রা নির্বিবাদেন সর্বত্র  
 গচ্ছন্তি কদাপি ব্রাহ্মণেভ্যঃ কস্তাপি ভীতিনাশীত্যাং বিপ্রশাপভয়াদিতি ॥ ৫১ ॥ তদেতি ।

এবং এই মিষ্ট ফলগুলি তাঁহাকে প্রদান করিয়া গ্রহণ করিব ॥ ৪৬ ॥ ভাল, ইতিপূর্বে ত  
 কখনই ভারতবংশে এরূপ দ্বার রক্ষক নিযুক্ত দেখি নাই অথবা তপস্বিগণের রাজদর্শনের  
 অলাভও কখন শ্রবণ করি নাই ॥ ৪৭ ॥ রক্ষকগণ! রাজা পরীক্ষিত যে স্থানে আছেন  
 আমরা সেই স্থানে যাইব এবং রাজাকে আশীর্বাদ দ্বারা সর্বদ্বন্দ্ব করিয়া গ্রহণ করিব ॥

সূত কহিলেন, শ্রবণ! রক্ষিপুরুষ সকল সেই তপস্বিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া  
 ভূপতির আদেশ মত তাঁহাদিগকে বলিল ॥ ৪৯ ॥ বিপ্রগণ! বোধ হয় অদ্য রাজার সহিত  
 আপনাদের সাক্ষাৎ হইবে না; অতএব আপনারা কল্য সকলেই এই রাজগৃহে আগমন  
 করিবেন ॥ ৫০ ॥ তপস্বিগণ! এই প্রাসাদে ব্রাহ্মণগণের আরোহণ করিবার উপায় নাই;  
 কারণ, রাজা ব্রহ্মশাপে ভীত হইয়াই যে ইহা নির্মাণ করিয়াছেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ  
 নাই ॥ ৫১ ॥ অনন্তর, বিপ্রগণ এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে বলিল যে, রক্ষিগণ! তোমরা

তে গহ্বা নৃপতিং প্রৌচুস্তাপসানাগতাজ্ঞনাঃ ।  
 রাজোবাচানয়ধ্বং বৈ ফলমূলাদিকঞ্চ যৎ ॥ ৫৩ ॥  
 পৃচ্ছধ্বং.তাপসান্ কার্যং প্রাতরাগমনং পুনঃ ।  
 প্রণামং কথয়ধ্বং মে নাদ্য সন্দর্শনং মম ॥ ৫৪ ॥  
 তে গহ্বাথ সমাদায় ফলমূলাদিকঞ্চ যৎ ।  
 রাজ্ঞে সমর্পয়ামাস্ত্বর্বহমানপুরঃসরম্ ॥ ৫৫ ॥  
 গতেষু তেষু নাগেষু বিপ্রবেশার্তেষু চ ।  
 ফলান্বাদায় রাজাসৌ সচিবানিদমব্রবীৎ ॥ ৫৬ ॥  
 স্নুহদো ভক্ষয়ন্তুদ্য ফলান্যেতানি সর্ব্বশঃ ।  
 অদ্যহং চৈকমেতদৈ ফলং বিপ্রার্পিতং মহৎ ॥ ৫৭ ॥  
 ইতু্যক্ত্বা তৎ ফলং দত্ত্বা স্নুহদ্যশ্চোত্তরাস্নতঃ ।  
 করে কৃৎস্না ফলং পক্ং দদার নৃপতিঃ স্বয়ম্ ॥ ৫৮ ॥  
 বিদারিতং ফলং রাজ্ঞা তত্র কৃমিরভূদগুঃ ।  
 স কৃষ্ণনয়নস্তাত্রো দৃষ্টৌ ভূপতিনা স্বয়ম্ ॥ ৫৯ ॥

অথো অনন্তরং বিপ্রাঃ বিপ্রবেশধারিণস্তদা যদা কেনাপ্যুপায়েন প্রাণাদমারোঢ়ং ন সমর্থ-  
 ন্তদৈব ইত্যর্থঃ । তান্ রক্ষকান্ উচুঃ । ভোঃ সুরক্ষকাঃ এতেন তেষাং যথাবৎ কর্তব্যতা-  
 পালকত্বং হৃতিতম্ । এতানি ফলমূলজলানি অশ্বদাশিষশ্চ রাজ্ঞে গ্রাহয়ন্তু ভবন্তু ইতি  
 শেষঃ ॥ ৫২—৫৩ ॥ কিং কার্যমিতি পৃচ্ছধ্বং প্রাতরাগমনং যুযাকং ভবন্তি শেষঃ ॥ ৫৪—৫৬ ॥  
 (স্ব শোভনং স্বং হৃদয়ং যেষাং তে স্নুহদো বাক্যবাঃ ॥ ৫৭—৫৯ ॥ ) ন মে ভয়মিতি । সপ্তম-

স্বার্থই তোমাদের কর্তব্য কার্য্য প্রতিপালন করিতেছে ; এক্ষণে আশীর্বাদরূপ এই ফল  
 মূল এবং জল লইয়া রাজাকে প্রদান কর ॥ ৫২ ॥ অনন্তর, রক্ষিগণ রাজার নিকটে গমন  
 করিয়া আগত তপস্বিগণের সমস্ত কথা বলিল । রাজা ইহা শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে, তোমরা  
 সমস্ত ফলমূলাদি এই স্থানে আনয়ন কর এবং তপস্বিগণকে আমার প্রণাম জানাইয়া বল যে,  
 আমার নিকট তাহাদের কি প্রয়োজন ? অদ্য আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না, কল্যাণ প্রাতে  
 যেন পুনর্বার আগমন করেন ॥ ৫৩—৫৪ ॥ রক্ষিগণ রাজার এই আদেশ পাইয়া সেই সমস্ত  
 ফলমূলাদি গ্রহণ করত বহুসম্মান পূর্ব্বক রাজাকে সমর্পণ করিল ॥ ৫৫ ॥ এইরূপে সেই ব্রাহ্মণ-  
 বেষধারি সর্প সকল প্রস্থান করিলে পর, রাজা পরীক্ষিৎ ফল সকল গ্রহণ করিয়া মস্বিগণকে  
 বলিল, মস্বিগণ ! তোমরা আমার পরম বন্ধু, অতএব এ সমস্ত ফল তোমরাই ভক্ষণ কর এবং  
 বিপ্র-প্রদত্ত বলিয়া ইহার মধ্য হইতে একটা মাত্র আমি ভক্ষণ করি ॥ ৫৬—৫৭ ॥ উত্তরাপুত্র  
 পরীক্ষিৎ এই কথা বলিয়া এবং বন্ধুবর্গকে সেই সমস্ত ফল প্রদান করিয়া তদ্ব্যধ্য হইতে  
 নিজে একটা স্তম্ভক ফল লইয়া বিদীর্ণ করিলেন ॥ ৫৮ ॥ ফল বিদারিত হইবামাত্র তদ্ব্যধ্যে

তং দৃষ্ট্বা নৃপতিঃ প্রাহ সচিবান্নিতানথ ।  
 অন্তমভ্যেতি সবিতা বিবাদদ্য ন মে ভয়ম্ ॥ ৬০ ॥  
 অঙ্গীকরোমি তং শাপং কৃমিকো মাং দশহ্রয়ম্ ।  
 এবমুক্ত্বা স রাজেন্দ্রে গ্রীবায়াং সম্যবেশয়ৎ ॥ ৬১ ॥  
 অন্তং যাতে দিবানাথে ধৃতঃ কঠৈহথ কীটকঃ ।  
 তক্ষকস্ত তদা জাতঃ কালরূপো ভয়ানকঃ ॥ ৬২ ॥  
 রাজা সংবেষ্টিতস্তেন দক্ষশ্চাপি মহীপতিঃ ।  
 মস্ত্রিণো বিস্ময়ং প্রাপ্তা রুরুদুর্ভৃশদুঃখিতাঃ ॥ ৬৩ ॥  
 ঘোররূপমহিং বীক্ষ্য দুঃখবুস্তে ভয়ান্বিতাঃ ।  
 চুকুশু রক্ষকাঃ সর্পে হাহাকারো মহানভূৎ ॥ ৬৪ ॥  
 বেষ্টিতো ভোগিভোগেন বিনষ্টবহুপৌরুষঃ ।  
 নোবাচ নৃপতিঃ কিঞ্চিন্ন চচালোত্তরাস্থতঃ ॥ ৬৫ ॥

দিবসস্তান্তং গতে সবিতরি তক্ষকস্তাভাবেন তক্ষকবিষজন্তমরণভয়ন্তগতত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৬০ ॥  
 অথ ব্রাহ্মণশাপসার্থক্যায় গ্রীবায়াধেনং কীটং স্থাপয়ামি স চ মাং দশতু তেন দষ্টে সতি  
 তক্ষকসদৃশকীটদংশনেনাপি যথাকথঞ্চিদব্রাহ্মণবাক্যসার্থক্যং ভবিষ্যতীত্যভিপ্রায়েণাহ অঙ্গী-  
 করোমীতি । ব্রাহ্মণবাক্যনৈরর্থক্যভাবায়ৈতর্য্যঃ । অঙ্গীকরোমীত্যনেন রাজ্ঞ উদ্ভাদশ  
 ধ্বনিতঃ ॥ ৬১ ॥ অন্তং যাতে ইতি । অন্তগমনসময়ে এবমিতি ভাবঃ । তথাচ দিবৈব মরণেন  
 ব্রাহ্মণশাপো যথার্থো জাত ইতি বোধ্যম্ ॥ ৬২—৬৪ ॥ ন চচাল ধৈর্য্যাদিতি শেষঃ ॥ ৬৫—৬৭ ॥

একটা ক্ষুদ্র কীট উৎপন্ন হইল । রাজা স্বয়ং সেই কীটকে ক্রমলোচন এবং তাম্রবর্ণ নিরীক্ষণ  
 করিলেন ॥ ৬০ ॥ অনন্তর, মস্ত্রিবর্গ ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, কিন্তু রাজা এই কীট  
 দেখিয়া বিস্মিত মস্ত্রিগণকে বলিলেন, অন্য সূর্য্যদেব অন্ত যাইতেছেন এক্ষণে আমার তক্ষক  
 বিষ হইতে আর ভয় নাই । অতএব, সেই ব্রহ্মশাপের সাত্ত্ব রক্ষা করি, এই উৎপন্ন কীট  
 আমাকে দংশন করুক । রাজা পরীক্ষিৎ এই কথা বলিয়াই তাহাকে গ্রীবাদেশে স্থাপন  
 করিলেন ॥ ৬১—৬২ ॥

অনন্তর, সূর্য্যের অন্তর্গমন সময়ে যেমন ইহা কণ্ঠদেশে ধৃত হইল অমনি সেই ক্ষুদ্র কীট  
 ভয়ানক কালস্বরূপ তক্ষক-মূর্ত্তি ধারণ করিল এবং রাজাকে বেঠন করিয়াই দংশন করিল ।  
 মস্ত্রিগণ ইহা দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইল এবং অতিশয় দুঃখিত হইয়া ক্রন্দন করিতে  
 আরম্ভ করিল ॥ ৬২—৬৩ ॥ সকলেই সেই সর্পের ভীষণ মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া ভয়েতে  
 সেই স্থান হইতে পলায়ন করিল । রক্ষিগণ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল । এই সময়ে  
 সেই স্থানে একটা হাহাকার ধ্বনি সমুথিত হইল ॥ ৬৪ ॥ উত্তরাপুত্র রাজা পরীক্ষিৎ সর্প দ্বারা  
 বেষ্টিত হইয়া সমস্ত বল হারাইয়াছিলেন একজন্ত চলিতে বা নড়িতে পারিলেন না ॥ ৬৫ ॥

উখিতাশ্মিশিখা ঘোরা বিষজা তক্ষকাননাং ।

প্রজ্জ্বাল নৃপং ত্বাশু গতপ্রাণং চকার হ ॥ ৬৬ ॥

হত্বাশু জীবিতং রাজন্তক্ষকো গগনে গতঃ ।

জগদন্ধস্ত কুর্বাণং দদৃশুস্তং জনা ইহ ॥ ৬৭ ॥

স পপাত গতপ্রাণো রাজা দন্ধ ইব ক্রমঃ ।

চুক্ৰশুশ্চ জনাঃ সর্বৈ মৃতং দৃষ্ট্বা নরাধিপম্ ॥ ৬৮ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈষ্ণবিক্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধে  
পরীক্ষিতব্রহ্মণং নাম দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

( স পপাতেতি । স রাজা দন্ধঃ দবাগ্নিনা ভস্মীকৃতঃ ক্রমো বুদ্ধ ইব দন্ধঃ বিঘাঘ্নিনেত্যর্থঃ ।  
অতএব গতপ্রাণঃ সন্ পপাত ইত্যর্থঃ ॥ ৬৮ ॥ )

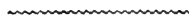
ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

অনন্তর, সেই তক্ষকমুখ হইতে ভয়ানক বিষজাত অশ্মিশিখা উখিত হইল এবং রাজাকে  
শীঘ্রই প্রজ্বালিত করিয়া বিনাশ করিল ॥ ৬৬ ॥ এইরূপে তক্ষক রাজাকে বিনাশ করিয়া  
গগনে প্রহান করিল । এই সময়ে অপরাপর লোক সকল তাহাকে যেন জগৎ দন্ধ করিতে  
সমুদ্যত দেখিল ॥ ৬৭ ॥ ঋষিগণ ! রাজা পরীক্ষিত এইরূপে বিগতপ্রাণ হইয়া দন্ধ বৃক্ষের স্তায়  
ভূতলে পতিত হইলেন এবং সমস্ত লোক তাহাকে মৃত দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে  
প্রবৃত্ত হইল ॥ ৬৮ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ

দেবীভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে পরীক্ষিত-মৃত্যুবিষয়ক

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## একাদশোঃধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

গতপ্রাণস্ত রাজানং বালং পুত্রং সমীক্ষ্য চ ।  
চক্রুশ্চ মন্ত্ৰিণঃ সর্বের্ পরলোকস্থ সংক্রিয়াঃ ॥ ১ ॥  
গঙ্গাতীরে দন্ধদেহং ভস্মপ্রায়ং মহীপতিম্ ।  
অগুরুভিশ্চাভিযুক্তায়াং চিতায়ামধ্যরোপয়ন্ ॥ ২ ॥  
দুর্শ্মরেন মৃতশ্চাস্ত, চক্রুশ্চৈবৌর্দ্ধদেহিকীম্ ।  
ক্রিয়াং পুরোহিতাস্তস্ত বেদমন্ত্ৰৈর্বিধানতঃ ॥ ৩ ॥  
দহুর্দানানি বিপ্ৰেভ্যো গাঃ স্ববর্ণং যথোচিতম্ ।  
অন্নং বহুবিধং তত্র বস্ত্রাণি বিবিধানি চ ॥ ৪ ॥  
স্বমুহূর্তে স্ততং বালং প্রজানাং প্রীতিবর্দ্ধনম্ ।  
সিংহাসনে শুভে তত্র মন্ত্ৰিণঃ সংন্যবেশয়ন্ ॥ ৫ ॥

সার্বপকাদিকৈঃ বহিঃপদৈশ্চ জনসেনৈঃ ।

সর্বমস্ত্রে কৃতোদোগ আত্মকেন নিবারিতঃ ॥

গতপ্রাণমিতি ॥ ১ ॥ প্রথমং দুর্শ্মরেন মৃতস্তামন্ত্রকং দাহমাহ গঙ্গাতীরে ইতি ।  
পশ্চাৎ পালাশবিধিনা অগুরুচন্দনকাষ্ঠযুক্তায়াং চিতায়ামধ্যরোপয়ন্ স্থাপিতবন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥  
তত্র পালাশবিধৌ হেতুমাহ দুর্শ্মরেনেতি । মরো মরণং দুর্শ্মরো দুর্মতিশ্চেন মৃতস্তৌর্দ্ধদেহিকাঃ  
ক্রিয়াঃ সমস্তকাস্তক্রুরিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ (রাজঃ স্বর্গকামনয়া দানাদিকমপি কৃতবন্ত ইত্যত  
আহ দহুরিতি ॥ ৪ ॥ অরাজকে জনপদে নানাবিধদুর্ঘটনাসম্ভবাৎ নবরাজ্যভিষেকোৎসবস্তবিধেয়

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! অনন্তর, মন্ত্রিগণ রাজা পরীক্ষিতকে গতস্থ এবং তাঁহার পুত্রকে  
অতি শিশু দেখিয়া নিজেরাই 'সেই পরলোকগত রাজার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিলেন ॥ ১ ॥ প্রথমে  
তাঁহার রাজার অপঘাত মৃত্যুজন্য তাঁহাকে গঙ্গাতীরে অমন্ত্রক দাহ করিয়া পরে কুশপুত্র-  
দহন বিধিজন্য অগুরুচন্দ্র-সংযুক্ত চিতাতে অধিরোপণ করিলেন ॥ ২ ॥ রাজার অপমৃত্যু  
হওয়াতে পুরোহিতগণই বেদমন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক যথাবিধি তাঁহার ওর্দ্ধদেহিক কার্য্য সকল  
সমাধা করিলেন, এবং তাঁহার মঙ্গল জন্য বিপ্রগণকে যথোচিত স্ববর্ণ, গাভী, বহু প্রকার  
ভোজনীয় দ্রব্য এবং নানাবিধ বস্ত্র সকল প্রদান করিলেন ॥ ৩-৪ ॥ অনন্তর, মন্ত্রিগণ শুভ  
লগ্ন স্থির করিয়া প্রজাগণের আনন্দবর্দ্ধক সেই শিশু বালকটাকে পবিত্র রাজসিংহাসনে

পৌরজানপদা লোকাশচক্রুস্তং নৃপতিং শিশুম্ ।

জনমেজয়নামানং রাজলক্ষণসংযুতম্ ॥ ৬ ॥

ধাত্রেয়ী শিক্ষয়ামাস রাজচিহ্নানি সৰ্ব্বশঃ ।

দিনে দিনে বর্দ্ধমানঃ স বভূব মহামতিঃ ॥ ৭ ॥

প্রাপ্তে চৈকাদশে বর্ষে তস্মৈ কুলপুরোহিতঃ ।

যথোচিতাং দদৌ বিদ্যাং জগ্রাহ স যথোচিতাম্ ॥ ৮ ॥

ধনুর্বেদং কৃপঃ পূর্ণং দদাবস্মৈ স্নসংস্কৃতম্ ।

অৰ্জুনায যথা দ্রোণঃ কর্ণায় ভার্গবো যথা ॥ ৯ ॥

সংপ্রাপ্তবিদ্যো বলবান্ বভূব দুরতিক্রমঃ ।

ধনুর্বেদে তথা বেদে পারগঃ পরমার্থবিৎ ॥ ১০ ॥

ধর্মশাস্ত্রার্থকুশলঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ।

চকার রাজ্যং ধর্মাত্মা পুরা ধর্মমুতো যথা ॥ ১১ ॥

ইত্যত আহ স্মৃহর্ষে ইতি । স্মৃহর্ষে শুভকণে । বাসং, সূতং জনমেজয়মিত্যর্থঃ ॥ ৫—৭ ॥  
দদৌ বিদ্যাং গায়ত্রীং কন্ড্রিয়জাতেত্তম্নি কালে ব্রতবদ্ধ সত্যং ॥ ৮ ॥ (কৃপঃ কাপাচার্য্যঃ  
স্নসংস্কৃতং পূর্ণং ধনুর্বেদং অস্মৈ জনমেজয়ায় দদৌ শিক্ষয়ামাস ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥) তথা বেদে-  
শ্বশাংসাম্ ॥ ১০ ॥ (ধর্মশাস্ত্রাণাং অর্থোহভিধেয়ঃ যথার্থত্বমিত্যর্থঃ তম্নি কুশলো দক্ষঃ শাস্ত্র-  
তথার্থবেত্তা ইত্যর্থঃ । ধর্মমুতো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১১ ॥

স্থাপন করিলেন ॥ ৫ ॥ পুরবাসিগণ এই নীবন-রাজকুমারকে সমস্ত রাজলক্ষণে বিভূষিত  
দেখিয়া জনমেজয় নামে সম্বোধন করিতে লাগিল ॥ ৬ ॥ ধাত্রেয়ী সর্ষদাই ইহাকে রাজনিয়ম  
গুলির শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিল । এইরূপে সেই নবভূপতি দিনে দিনে যেমন বাড়িতে  
লাগিলেন তেমনই ক্রমশ তাঁহার বুদ্ধিশক্তি প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥ ৭ ॥ অনন্তর, একাদশ  
বর্ষ উপস্থিত হইলে কুল পুরোহিত তাঁহাকে গায়ত্রী বিদ্যা প্রদান করিলেন, এবং তিনি  
ইহাই কন্ড্রিয়ের সমরোচিত জানিয়া আনন্দ সহকারে তাহা গ্রহণ করিলেন ॥ ৮ ॥ অনন্তর,  
দ্রোণাচার্য্য যেরূপ অর্জুনকে এবং পরশুরাম যেরূপ কর্ণকে সমস্ত ধনুর্বিদ্যা প্রদান করিয়া-  
ছিলেন, সেইরূপ কৃপাচার্য্য তাঁহাকে স্নসংস্কৃত ধনুর্বেদ সকল সম্পূর্ণরূপে প্রদান করিলেন ॥ ৯ ॥  
এইরূপে জনমেজয় সমস্ত বিদ্যা-লাভ করিয়া অতিশয় বলবান্ এবং শত্রুগণের দুরতিক্রমণীয়  
হইয়া উঠিলেন । তিনি ধনুর্বেদে যেরূপ পারদর্শী হইলেন সেইরূপ অপর বেদেরও নিপুণার্থ  
সকল জানিতে পারিলেন ॥ ১০ ॥ এইরূপে সমস্ত ধর্মশাস্ত্র-তত্ত্ব সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় নরপতি  
জনমেজয়, পূর্বে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির যেরূপে রাজ্য পালন করিয়াছিলেন সেইরূপ রাজ্য পালন  
করিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

ততঃ স্ববর্ণবর্ণ্যাক্ষো রাজা কাশিপতিঃ কিল ।  
 বপুষ্টমাং শুভাং কন্যাং দদৌ পারীক্ষিতায় চ ॥ ১২ ॥  
 স তাং প্রাপ্যাসিতাপার্বীং যুযুদে জনমেজয়ঃ ।  
 কাশিরাজসুতাং কান্তাং প্রাপ্য রাজা যথা পুরা ।  
 বিচিত্রবীৰ্য্যো যুযুদে স্তভদ্রাঞ্চ যথার্জুনঃ ॥ ১৩ ॥  
 বিজহার মহীপালো বনেষুপবনেষু চ ।  
 তয়া কমলপত্রাক্ষ্যা শচ্যা শতক্রতূৰ্থথা ॥ ১৪ ॥  
 প্রজাস্তস্য সসস্তৃতা বভূবুঃ স্থখলালিতাঃ ।  
 মস্ত্রিণঃ কৰ্ম্মকুশলাশ্চক্রুঃ কার্য্যানি সৰ্ব্বশঃ ॥ ১৫ ॥  
 এতন্নিম্নেব কালে তু মুনিরুত্তরনামকঃ ।  
 তক্ষকেণ পরিক্রিষ্টো হস্তিনাপুরমভ্যগাৎ ॥ ১৬ ॥  
 বৈরস্মাপচিতিং কোহস্ম প্রকুর্যাদিতি চিন্তয়ন্ ।  
 পরীক্ষিতসুতং মদ্রা তং নৃপং সমুপাগতঃ ॥ ১৭ ॥

তত ইতি । পরীক্ষিতোহপত্যং পুমান্ পরীক্ষিতো জনমেজয়ন্তম্ । শুভাং লক্ষণাধি-  
 তাম্ ॥ ১২ ॥ স তামিতি । পুরা পূৰ্ব্বকালে রাজা বিচিত্রবীৰ্য্যঃ কাশিরাজসুতাং অম্বিকাং  
 অম্বালিকাং চ প্রাপ্য তথা অৰ্জুনশ্চ স্তভদ্রাং লব্ধ্বা যথা যুযুদে হৰ্ষং প্রাপ্তবান্ তথা স  
 জনমেজয়স্তাং বপুষ্টমাং প্রাপ্য যুযুদে ইত্যমরঃ ॥ ১৩—১৫ ॥

তক্ষকেণ পরিক্রিষ্ট ইতি ॥ ১৬ ॥ বৈরস্ম তক্ষকেণ কৃতস্তাপচিতিং প্রতিক্রিয়াম্ । উত্তরস্ম  
 গুরোঃ পিতৃা রাজপত্নীকুণ্ডলানয়নার্থমুত্তক্ষে প্রেরিতে স চোত্তকো রাজপত্নীং প্রার্থয়িত্বা

অনন্তর, কাশীরাজ স্ববর্ণবর্ণ্যাক্ষ এই পরীক্ষিতপুত্র জনমেজয়কে নিজকন্তা বপুষ্টমাকে  
 প্রদান করিলেন ॥ ১২ ॥ জনমেজয় সেই চাকুলোচনা বপুষ্টমাকে পাইয়া, পূৰ্বে মহারাজ  
 বিচিত্রবীৰ্য্য কাশীরাজ-কন্তা অম্বিকা ও অম্বালিকাকে এবং অৰ্জুন স্তভদ্রাকে লাভ করিয়া  
 যেরূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ আনন্দিত হইলেন ॥ ১৩ ॥ ইজ্জ যেরূপ শতীর সহিত  
 বিহার করেন, সেইরূপ মহীপাল জনমেজয় এই কমলনয়না বপুষ্টমার সহিত নানা বন ও  
 উপবনে বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥ প্রজাগণও অথেষ্টে প্রতিপালিত হইয়া তাহার  
 প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইল এবং কার্য্যকুশল মস্ত্রিগণও বিশেষ দক্ষতার সহিত স্ব স্ব কার্য্য  
 সকল সম্পাদন করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

ঋষিগণ ! এই সময় উত্তর নামে কোনও মুনি, তক্ষক হইতে অতিশয় ক্রোধ প্রাপ্ত হইয়া  
 হস্তিনাপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কোন্ ব্যক্তি ইহার প্রতীকার করিতে সমর্থ  
 ইহা চিন্তা করত পরীক্ষিতপুত্র রাজা জনমেজয়কেই স্বার্থ পাত্র বিবেচনা করিয়া তাঁহার  
 সমীপে আগমন পূৰ্ব্বক বলিলেন, মহারাজ ! আপনি সমরাসুসারে কোন্টী কর্তব্য আর



কার্য্যাকার্য্যং ন জানাসি সময়ে নৃপসত্তম ! ।  
 অকর্তব্যং করোম্যদ্য কৰ্ত্তব্যং ন করোষি বৈ ॥ ১৮ ॥  
 কিং ত্বাং সম্প্রার্থয়াম্যদ্য গতামৰ্ষং নিরুদ্যমম্ ।  
 অবৈরজ্ঞমতন্ত্রজ্ঞং বালচেষ্ঠাসমস্থিতম্ ॥ ১৯ ॥

জনমেজয় উবাচ ।

কিং বৈরম ময়া জ্ঞাতং ন কিং প্রতিকৃতং ময়া ।  
 তদ্বদ ত্বং মহাভাগ ! করোমি যদনন্তরম্ ॥ ২০ ॥

উত্তর উবাচ ।

পিতা তে নিহতো ভূপ তক্ষকেণ ছুরাঙ্ঘনা ।  
 মস্ত্রিগন্ত্বং সমাহুয় পৃচ্ছস্ব পিতৃনাশনম্ ॥ ২১ ॥  
 সূত উবাচ ।

তচ্ছ হ্য বচনং রাজা পপ্রচ্ছ মস্ত্রিসত্তমান্ ।  
 উচুস্তে দ্বিজশাপেন দষ্টঃ সর্পেণ বৈ মৃতঃ ॥ ২২ ॥

তয়া দত্তে কুণ্ডলে সংগৃহ্য মার্গদ্রুপে কতচিং সরসঃ তীরে কুণ্ডলে স্থাপয়িত্বা নানার্থমুত্তর  
 তস্মিন্বেব সময়ে তক্ষকোহপ্যাগত্য কুণ্ডলেহপদ্যবাননন্তরং মহারাসেন তে কুণ্ডলে  
 উত্ত্বেন লক্কে তদ্দিনান্তক্ষকেণ সহোত্তরত বৈরমাসীদিতি কথা মহাত্মারতে প্রসিদ্ধা । পরী-  
 ক্ষিতম্বতো জনমেজয়ঃ কুর্যাদিতি মধ্য তং নৃপং সমুপাগতঃ সন্ বতাবে ইতি শেষঃ ॥ ১৭-১৮ ॥  
 অতঃপরমশাস্ত্রজ্ঞং ন হি শাস্ত্রজ্ঞঃ সন্ পিতৃশত্রোরক্ষতং জীবিতং স্থাপয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

কিং বৈরমিতি । বদ্যবতা বৈরমুচ্যতে তং কিমিতি বদ ন তদ্বয়া জ্ঞাতমন্তীত্যর্থঃ । ন

কোনটী অকর্তব্য তাহা জানেন না । আমি দেখিতেছি, আপনি এক্ষণে বাহ্য অকর্তব্য  
 তাহাই করিতেছেন আর বাহ্য কর্তব্য কার্য্য তাহার প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য করিতেছেন  
 না ॥ ১৬—১৮ ॥ মহারাজ ! আপনি সন্ন্যাসীর জায় কেবল ক্ষমাগুণাবলবী হইয়া একেবারে  
 নিরুদ্যম হইয়া পড়িয়াছেন ; স্মরণ্য শাস্ত্রের বথার্থ মর্থ বুঝিতে না পারিয়া পূৰ্ণ শত্রুতা  
 ভুলিয়া রহিয়াছেন ; বলত আপনাকে যেরূপ বালকের মত কার্য্যকারী দেখিতেছি তাহাতে  
 আর আপনার নিকট কি প্রার্থনা করিব ॥ ১৯ ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া জনমেজয় কহিলেন, বিপ্রবর ! আমি কোন বিষয়ে তাহার  
 পূৰ্ণ শত্রুতা জানিতে পারিতেছি না বা জানিয়া তাহার প্রতীকার করিতেছি না, হে মহা-  
 ভাগ ! আপনি তাহা বলুন ; শ্রবণানন্তরই তাহার প্রতীকার করিতেছি ॥ ২০ ॥ ইহা শুনিয়া  
 উত্তর কহিলেন, মহারাজ ! ছুরাঙ্গা তক্ষকে যে, আপনার পিতাকে নিহত করিয়াছে, তাহা  
 কি আপনি জানেন না ? এক্ষণে মস্ত্রিগণকে আস্থান করিয়া একবার আপনার পিতৃনাশের  
 কথা জিজ্ঞাসা করুন ? ॥ ২১ ॥

## জনমেজয় উবাচ ।

শাপোহত্র কারণং রাজ্ঞঃ শপ্তশ্চ মুনিনা কিল ।

তক্ষকশ্চ তু কো দোষো ব্রূহি মে মুনিসত্তম ! ॥ ২৩ ॥

উত্তর উবাচ ।

তক্ষকেণ ধনং দত্ত্বা কশ্যপঃ সন্নিবারিতঃ ।

ন স কিং তক্ষকো বৈরী পিতৃহা তব ছুপতে ! ॥ ২৪ ॥

ভার্য্যা রুরোঃ পুরা ছুপ ! দক্ষা সর্পেণ সা যুতা ।

অবিবাহিতা তু মুনিনা জীবিতা চ পুনঃ প্রিয়া ॥ ২৫ ॥

রুরুণাপি কৃত্বা তত্র প্রতিজ্ঞা চ্ছাতিদারুণা ।

যং যং সর্পং প্রপশ্যামি তং তং হন্যায়ুধেন বৈ ॥ ২৬ ॥

এবং কৃত্বা প্রতিজ্ঞাং স শস্ত্রপাণী রুরুস্তদা ।

ব্যচরং পৃথিবীং রাজম্নিন্নন্ সর্পান্ বতন্ততঃ ॥ ২৭ ॥

কিং প্রতিকৃতমিতি । বৈরং জ্ঞাত্বা যুগ্মা ন তৎপ্রতিকৃতমিতি নৈবাহস্তীত্যর্থঃ । তথাহন্তি চেষ্টদপি বদেত্যর্থঃ । করোমি করিষ্যামি । বর্তমানসাম্যো লট্ ॥ ২০—২২ ॥ শাপেন মৃতস্ত দোষস্তক্ষকে নৈব সম্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

ব্রাহ্মণশাপাতক্ষকেণ দংশঃ কর্তব্যঃ । সঙ্গীবয়িতা কশ্যপো ব্রাহ্মণো ধনং দত্ত্বা কিমিতি নিবারিতঃ । ন চ তদভাবে তস্ত কাচিৎ ক্ষতিরভূতম্ভাং স এব তস্তাপরাধ ইত্যর্থঃ । ইধমপরাধে স তক্ষকো বৈরী তব পিতৃহা ন কিমিতি বদেত্যাহ ন স কিমিতি ॥ ২৪ ॥ নঘেতাদৃশা-

মৃত কহিলেন, স্বরিগণ ! নৃপতি জনমেজয় উত্তরের এই কথা শ্রবণ করিয়া মন্ত্রিবর্গকে পিতৃ বিনাশের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিল, মহারাজ ! আপনার পিতা ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন, এই জন্য তক্ষক তাঁহাকে দংশন করে এবং সেই জন্যই তাঁহার জীবন নষ্ট হইয়াছে ॥ ২২ ॥ জনমেজয় মন্ত্রিগণের এই সমস্ত কথা শুনিয়া উত্তরকে বলিলেন, মুনিসত্তম ! আমার পিতা মহারাজ পরীক্ষিত ব্রহ্মশাপে অভিষক্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার মৃত্যু বিষয়ে একমাত্র ব্রহ্মশাপই কারণ দেখিতেছি ; ইহাতে তক্ষকের কি দোষ তাহা বলুন ॥ ২৩ ॥

উত্তর কহিলেন, মহারাজ ! তক্ষক, বধন আপনার পিতার চিকিৎসার জন্য সমাগত সর্প-বিদ্যা-বিশারদ কশ্যপ মুনিকে ধন প্রদান করিয়া নিবৃত্ত করিয়াছিল, তখন সেই তক্ষক কি আপনার পিতৃহত্যা বা শত্রু নহে ? ॥ ২৪ ॥ মহারাজ ! পূর্বকালে রুক্ম মুনির ভার্য্যা প্রমদবরা অনুবাহ্যতাই সর্পদংশনে মৃত হইলেও মুনিবর রুক্ম তাহাকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি কেবল শত্রুতার প্রতীকার করিবার জন্য এই দারুণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, অন্যাবধি আমি যে যে সর্প দেখিতে পাইব তাহাকেই লণ্ডাদি দ্বারা

একদা স বনে ঘোরং ভুগুভঞ্জনসাম্বিতম্ ।

অপশ্যদগুণ্ডদ্যম্য হস্তং তং সমুপায়যৌ ॥ ২৮ ॥

অত্যহন রুষিতো বিপ্রস্তমুবাচাথ ভুগুভঃ ।

নাপরাদ্ধোমি তে বিপ্র ! কস্মান্মার্মভিহংসি বৈ ॥ ২৯ ॥

কুরুকুবাচ ।

প্রাণপ্রিয়া মে দয়িতা দক্টা সর্পেণ সা মৃত্যু ।

প্রতিজ্ঞেয়ং তদা সর্প ! ছুঃখিতেন ময়া কৃত্য ॥ ৩০ ॥

ভুগুভ উবাচ ।

নাহং দশামি তেহন্তো বৈ যে দশস্তি ভুজঙ্গমাঃ ।

শরীরসমযোগেন ন মাং হিংসিতুমর্হসি ॥ ৩১ ॥

উত্তর উবাচ ।

শ্রদ্ধা তাং মানুষীং বাণীং সর্পেণোক্তাং মনোহরাম্ ।

কুরুঃ পপ্রচ্ছ কোহসি স্বং কস্মাড্ভুগুভতাপ্রতঃ ॥ ৩২ ॥

পর্যাহিতঃ শিখা কেন কৃত্যতি চেত্তজ্জাহ ভার্য্যেতি ॥ ২৫ ॥ হস্মি হনিষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ২৬—  
ভুগুভমঙ্গগরম্ ॥ ২৮ ॥ তে ভুভাং নাপরাদ্ধোমি দ্রোহং করোমি ॥ ২৯ ॥

ইয়মিতি । সর্পজ্ঞাতিহন্তব্যোত্যেবংরূপেত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥ দংশকসর্পবিষয়ে সা প্রতিজ্ঞা তব  
নাহং দংশক ইত্যাহ নাহমিতি ॥ ৩১—৩২ ॥

বিনাশ করিব ॥ ২৫—২৬ ॥ মহারাজ ! কুরু এইরূপে প্রতিজ্ঞা করিয়া শত্রুগ্রহণ পূর্বক  
কুল বিনাশ করিতে করিতে সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছিলেন ॥ ২৭ ॥ অনন্তর, এক  
সেই মুনি বনমধ্যে অরাজীর্ণ দীর্ঘকায় একটা ভুগুভ (চোঁড়া) সর্প দেখিতে পাইয়া তাহ  
মারিবার অস্ত্র লণ্ড উত্তোলন পূর্বক তাহার নিকটে বাইরাই রোষভরে অতিশয় প্র  
করিলেন । তখন, সেই ভুগুভ তাঁহাকে বলিল, ব্রহ্মন ! আমি ত আপনার কোনও অপ  
করি নাই তবে কি অস্ত্র আমাকে মারিতেছেন ॥ ২৮—২৯ ॥

কুরু এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিল, সর্প ! পূর্বে আমার প্রাণাধিক প্রিয়পত্নী সর্প-দং  
প্রাণ হারাইয়াছিল, এজন্য আমি ছুঃখিত হইয়াই সেই সময় এইরূপ প্রতিজ্ঞা ব  
রাছি ॥ ৩০ ॥ ভুগুভ কহিল, ব্রহ্মন ! যে সকল সর্প দংশন করে তাহারাত অস্ত্রজাতী  
আমি ত কখন দংশন করি না ; অতএব শরীরসাদৃশ্যে আমাকে প্রহার করা আপ  
উচিত হইতেছে না ॥ ৩১ ॥

মহারাজ ! কুরু সেই সর্পের মুখে মনোহর মনুষ্য বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞ  
করিলেন, সর্প ! তুমি কে ? কি জন্তই বা সর্প দেহ প্রাপ্ত হইয়াছ তাহা আমাকে বল ॥ ৩

## সৰ্প উবাচ ।

ব্রাহ্মণোহহং পুরা বিপ্র ! সখা মে খগমাভিধঃ ।  
 বিপ্রো ধৰ্ম্মভূতাং শ্ৰেষ্ঠঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩৩ ॥  
 স ময়া বঞ্চিতো মৌৰ্য্যাং সৰ্পং কৃষ্মা চ তার্ণকম্ ।  
 ভয়ঞ্চ প্রাপিতোহত্যর্থমগ্নিহোত্রগৃহে স্থিতঃ ॥ ৩৪ ॥  
 তেন ভীতেন শপ্তোহহং বিহ্বলেনাহতিবেপিনা ।  
 ভব সৰ্পো মন্দবুদ্ধে ! যেনাহং ধৰ্ষিতস্তয়া ॥ ৩৫ ॥  
 ময়া প্রসাদিতোহত্যর্থং সৰ্পেণাহসৌ দ্বিজোত্তমঃ ।  
 মামুবাচাথ তৎক্রোধাং কিঞ্চিচ্ছান্তিমবাপ্য চ ॥ ৩৬ ॥  
 রুরুস্তে মোচিতাশাপস্ত্য সৰ্প ! ভবিষ্যতি ।  
 প্রমতেস্ত্ব স্তুতো নুনমিতি মাং সোহব্রবীদ্বচঃ ॥ ৩৭ ॥  
 সোহহং সৰ্পো রুরুস্ত্বঞ্চ শৃণু মে পরমং বচঃ ।  
 অহিংসা পরমো ধৰ্ম্মো বিপ্রাণাং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

খগমঃ খেচর ইত্যর্থনামা ॥৩৩॥ তার্ণকং তৃণনির্মিতং সৰ্পং কৃষ্মা বঞ্চিতঃ । ময়া অত্যর্থং ভয়ং প্রাপিতস্ত ॥ ৩৪—৩৬ ॥ (অধুনা শাপমোক্শোপায়মাহ রুরুরিতি । হে সৰ্প ! ভুতুভূতরূপ-ধারিন্ ! প্রমতে: স্তুতো রুরুরনাম মুনিষ্ঠে অস্ত শাপস্ত মোচিতা মুক্তিকর্তা ভবিষ্যতীতি নুনং নিশ্চিতমেব জানীহি ॥৩৭॥ সোহমিতি । অহং স এব সৰ্পঃ ভবৎকরুণাধিগম্যমুক্তিরিতি ভাবঃ । স্বঞ্চ রুরুরঃ অস্তমুক্তিকর্তা ইতি তাৎপর্যার্থঃ । সৰ্বেষামেব অহিংসা পরমো ধৰ্ম্মঃ । বিশেষতো

সৰ্প কহিল, বিপ্র ! পূৰ্বে আমি ব্রাহ্মণ ছিলাম এবং আমার একজন খগম নামে বিপ্র বদ্ধ ছিলেন । তিনি ধার্মিকশ্রেষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় এবং অতিশয় সত্যবাদী । একদিন আমি মূৰ্খতাবশত একটা তৃণের সৰ্প নির্মাণ করিয়া, যখন তিনি অগ্নিহোত্র গৃহে ছিলেন, সেই সময় তাঁহাকে ভয় দেখাইয়াছিলাম, ইহাতে তিনি অতিশয় ভীত হইয়াছিলেন ॥ ৩৩—৩৪ ॥ অনন্তর, তিনি এই ভয়ে বিহ্বল হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আমাকে এইরূপ শাপ প্রদান করিলেন যে, যে মুহূর্ত্ত ! তুমি যেমন নির্দ্বিষ সৰ্প দ্বারা আমাকে ভয় দেখাইলে তেমনি তুমিও বিববিহীন সৰ্প দেহ লাভ করিয়া অবস্থান কর ॥ ৩৫ ॥ অনন্তর, আমি এই ভুতুভূত সৰ্পরূপ ধারণ করিয়া সেই দ্বিজোত্তমকে অতি কাতরতা প্রকাশ পূৰ্ব্বক প্রসন্ন করিলাম । পরে তিনিও তাদৃশ ক্রোধ হইতে কিঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিয়া আমাকে বলিলেন, সৰ্প ! প্রমতি-পুত্র রুরুর তোমার এই শাপের মুক্তিকর্তা হইবেন এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই ॥ ৩৬—৩৭ ॥ অতএব, বিপ্রবর ! আমি সেই সৰ্প এবং আপনিও সেই রুরুর । এক্ষণে আমার হিতকর বাক্য শ্রবণ করুন । দেখুন, সাধারণতঃ অহিংসাই শ্রেষ্ঠ ধৰ্ম্ম, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের পক্ষে উহাই যে সারধৰ্ম্ম

দয়া সর্বত্র কর্তব্য। ব্রাহ্মণেন বিজানতা ।

যজ্ঞাদন্ত্র বিপ্রৈশ্চ । ন হিংসা যাজ্ঞিকী মতা ॥ ৩৯ ॥

উত্তর উবাচ ।

সর্পযোনের্বিনিমুক্তো ব্রাহ্মণোহসৌ রুদ্রস্ততঃ ।

কুত্বা তন্ত্ৰ চ শাপান্তং পরিত্যক্তঞ্চ হিংসনম্ ॥ ৪০ ॥

বিবাহিতা তেন বালা যুতা সঞ্জীকিতা পুনঃ ।

কদনং সর্বসর্পাণাং কৃতং বৈরমহুশ্শরন্ ॥ ৪১ ॥

ত্বস্ত বৈরং সমুৎসজ্য বর্তসে পন্নগেষ্বথ ।

বিমন্যুর্ভরতশ্চেষ্ট ! পিতৃঘাতকরেষু বৈ ॥ ৪২ ॥

অন্তরিক্ষে মৃতস্তাতঃ স্নানদানবিরজ্জিতঃ ।

তশ্চোদ্ধারঞ্চ রাজেন্দ্র ! কুরু হত্যাথ পন্নগান্ ॥ ৪৩ ॥

পিতৃবৈরং ন জানাতি জীবমেব মৃতো হি সঃ ।

দুর্গতিস্তে পিতৃস্তাবদ্যাবত্তাম হনিষ্যসি ॥ ৪৪ ॥

ব্রাহ্মণানামিত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥ ) যজ্ঞাদন্ত্র দয়া কর্তব্য। যজ্ঞে তু হিংসৈব কর্তব্য। ন সা যাজ্ঞিকী হিংসা হিংসা ভবতি অহিংসং সর্বভূতান্ত্র তীর্থৈভ্য ইতি প্রত্যেকত্যাহ। যজ্ঞাদন্ত্র ইতি ॥ ৩৯—৪০ ॥ এতস্ত্রাচারেণ রুদ্রাণা বালা স্ত্রী মৃতাপি সঞ্জীকিতা যুবাধিক্ৰমেন ততো বিবাহিতা চ। পুনরনন্তরং পূর্ববৈরমহুশ্শরন্ সর্পাণাং তেন কদনং নাশনং কৃতম্। ততঃ শাপান্তং কুত্বা হিংসনং পরিত্যক্তমিতি পূর্বপাশ্চর্যঃ ॥ ৪১ ॥ ত্বস্ত বৈরমিতি। ইদমাশ্চর্য্যং মম ভাতীত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥ (অধুনা পবীকিতো দুর্গমরণমুক্ত। জনমেজয়মুক্তেজয়ম্। অস্তরিক্ষে ইতি। তাতস্তব পিতা অন্তরিক্ষে শূন্তে স্নানদানাদিপূণ্যকর্মবিবর্জিতঃ সন্ মৃতস্তক্কেণ দষ্ট-

তাহাতে আর সংশয় কি ? ॥ ৩৮ ॥ তবে যজ্ঞে যে পশুহিংসা উক্ত আছে, সে হিংসা হিংসার মধ্যে নয় বলিয়াই বেদতত্ত্ব ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞস্থলে পশুবধ করিয়া থাকেন; অতএব, যজ্ঞ ভিন্ন সর্বত্রই দয়া প্রকাশ করা কর্তব্য ॥ ৩৯ ॥

উত্তর কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ সর্পযোনি হইতে বিমুক্ত হইলেন এবং রুদ্রও তাঁহার শাপান্ত করিয়া সর্পহিংসা পরিত্যাগ করিলেন। মহারাজ! দেখুন, রুদ্র সেই মৃত বালিকাকে নিজ আগ্নেয় অর্ধেক প্রদান পূর্বক বাঁচাইয়া বিবাহ করিয়াও কেবল শত্রুতা অরণ করত সর্পগণের পীড়ন করিয়াছিলেন; কিন্তু, হে ভরতশ্চেষ্ট! আপনি মহাবীহীন হইয়া সেই পিতৃবিনাশক সর্পগণের প্রতি একেবারেই পূর্বশত্রুতা বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছেন ॥ ৪০—৪২ ॥ মহারাজ! আপনার পিতা স্নানদান-বর্জিত হইয়া শূন্তস্থলে জীবন বিসর্জন করিয়াছিলেন; অতএব আপনি এক্ষণে সেই পিতৃশত্রু সর্পগণকে বিনাশ করিয়া তাঁহার উদ্ধার করুন ॥ ৪৩ ॥ দেখুন, যে পুত্র পিতৃশত্রু শত্রুতা অরণ না করে, সে জীবিত

অস্বামথমিষং কৃষ্ণ! কুরু যজ্ঞং নৃপোত্তম ! ।

সর্পসত্রং মহারাজ ! পিতুবৈরমনুস্মরন্ ॥ ৪৫ ॥

. সূত উবাচ ।

ইতি তস্মৈ বচঃ শ্রুত্বা রাজা জন্মেজয়স্তদা ।

নেত্রোভ্যামশ্রুপাতঞ্চ চকারাভীবহুঃখিতঃ ॥ ৪৬ ॥

ধিঙ্‌মামস্ত স্তূৰ্ভুর্দ্বৈর্ধামানকরস্ম বৈ ।

পিতা যন্ত্ৰং গতিং ঘোরাং প্রাপ্তঃ পন্নগপীড়িতঃ ॥ ৪৭ ॥

অদ্যাহং মথমারভ্যু করোম্যপচিতিং পিতুঃ ।

হত্বা সর্পানসন্দিক্তো দীপ্যমানে বিভাবসৌ ॥ ৪৮ ॥

আহুয় মস্ত্রিণঃ সর্বান রাজা বচনমব্রবীৎ ।

কুর্বন্ত যজ্ঞসম্ভারং যথার্থং মস্ত্রিসত্তমাঃ ! ॥ ৪৯ ॥

গঙ্গাতীরে শুভাং ভূমিং মাপয়িত্বা দ্বিজোত্তমৈঃ ।

কুর্বন্ত মণ্ডপং স্বহাঃ শতস্তম্ভং মনোহরম্ ॥ ৫০ ॥

সম্বিত্তি শেষঃ । অতঃ সর্পহননে তন্ত্রোদ্ধারঃ অবশ্যমেব কর্তব্য ইত্যত আহ তন্ত্রোত্তমি ॥ ৪৩ ॥  
যাবত্তম্ হনিষ্যসীতি স্বশক্রনাশনে তস্মৈ বাসনায়া অবশিষ্টহত্যয়া বাসনয়া হর্গতিযুক্তৈব ॥ ৪৪ ॥  
অস্বামথো বক্ষ্যমাণো নবরাত্রোৎসবঃ ॥ ৪৫ ॥

জন্মেজয় ইতি । জন্মেনৈবাতিশুদ্ধেন শত্রুনেজিতবান্ যতঃ । এজ্ঞপনে ধাতোহি জন্মেজয়  
ইতি শ্রুতঃ । ইতি বচনাৎ । শক্রদ্বাদিহাংপররূপে জন্মেজয় ইত্যপি সাধু ॥ ৪৬—৪৯ ॥ মাপ-  
য়িত্বেন্দি পরিচ্ছিন্দ্যেত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥ তদন্ত্রে সতি তাদৃশবেদাদ্যন্ত্রে সতি সর্পসত্রো বিধেয়ো

থাকিলেও মৃতস্বরূপ । অধিক আর কি বলিব, যত দিন না আপনি সর্পগণকে বিনাশ  
করিবেন তত দিন আপনার পিতার হর্গতি থাকিবে ॥ ৪৪ ॥ মহারাজ ! ( সর্প বিনাশের  
উপায় বলিতেছি শ্রবণ করুন । ) আপনি পিতৃশত্রুর শত্রুতা স্মরণ করত অস্বাবজ্ঞজ্ঞে  
সর্প যজ্ঞ করুন । ( তাহা হইলেই সর্পগণ বিনষ্ট হইবে ) ॥ ৪৫ ॥

সূত কহিলেন, শ্রবণ ! রাজা জনমেজয় উত্তরের এই সকল বাক্য শ্রবণ করত অতি-  
শয় দুঃখিত হইয়া অশ্রুপাত করিলেন এবং বলিলেন, আমায় ধিক্ ! আমি অতিশয়  
নির্ভোষ ! আমি বৃথা অভিমান করি ; যাহার পিতা সর্পদংশনে ঘোর হর্গতি পাইয়াছে ।  
তাহার আবার অভিমান কি ? ॥ ৪৬—৪৭ ॥ এক্ষণে, আমি নিশ্চয়ই সর্পযজ্ঞ আরম্ভ করিয়া  
প্রদীপ্ত অগ্নিতে সর্পগণকে দগ্ধ করিয়া পরলোকগত পিতার হিতসাধন করিব ॥ ৪৮ ॥ অনন্তর,  
মস্ত্রিগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, মস্ত্রিগণ ! শীঘ্র যথাযোগ্য যজ্ঞের উপকরণ সকল প্রস্তুত  
কর ॥ ৪৯ ॥ দ্বিজগণ দ্বারা গঙ্গাতীরে পবিত্র ভূমি মাপাইয়া মনোনিবেশ পূর্বক একটা মনো-  
হর শতস্তম্ভ-বিশিষ্ট মণ্ডপ নির্মাণ করাও এবং তন্মধ্যে একটা বিস্তৃত যজ্ঞবেদী রচিত কর ।

বেদী-যজ্ঞশ্চ কর্তব্যম্। সমাদ্য সচিবাঃ খলু ।

তদঙ্গস্থে বিধেয়ো বৈ সর্পসজ্জঃ হুবিস্তরঃ ॥ ৫১ ॥

তক্ষকস্ত পশুস্তত্র হোতান্তকো মহামুনিঃ ।

শীত্রমাহুয়তাং বিপ্রাঃ সর্বজ্ঞা বেদপারগাঃ ॥ ৫২ ॥

সূত উবাচ ।

মস্ত্রিণস্ত তদা চক্রুর্ভূপবাক্যৈর্বিচক্ষণাঃ ।

যজ্ঞশ্চ সর্বসম্ভারং বেদীং যজ্ঞশ্চ বিস্তৃতাং ॥ ৫৩ ॥

হবনে বর্তমানে তু সর্পাণাং তক্ষকো গতঃ ।

ইন্দ্রং প্রতি ভয়াভৌহং ত্রাহি মামিতি চাব্রবীৎ ॥ ৫৪ ॥

ভয়ভীতং সমাশ্বাশ্চ শ্বাসনে সম্ভিবেশ্চ চ ।

দদাবভয়মত্যর্থং নির্ভয়ো ভব পন্নগ! ॥ ৫৫ ॥

তমিন্দ্রশরণং জ্ঞাত্বা মুনির্দত্তাভয়ং তথা ।

উত্তকোহহয়তুদ্বিগং সেদ্রং কৃৎস্না নিমস্ত্রণম্ ॥ ৫৬ ॥

স্মৃতস্তদা তক্ষকেণ যাযাবরকুলোদ্ভবঃ ।

আত্মীকো নাম ধর্ম্মাত্মা জরংকারুস্মতো মুনিঃ ॥ ৫৭ ॥

নান্তপেত্যাঃ । পুংস্বমার্ষম্ ॥ ৫১ ॥ (আহুয়তামিত্যেকবচননির্দেশ আর্ষঃ ॥ ৫২—৫৫ ॥)

উত্তকোহহয়ং আহুতবান্ সেদ্রং তক্ষকং প্রথমতঃ পুনোমুবাচ্যাদিভিনিমস্ত্রণং কৃৎস্ন-

এইরূপে সমস্ত অঙ্গবিধান করিলে পর আমি সেই স্থানে সর্পযজ্ঞ করিব ॥ ৫০—৫১ ॥ মস্ত্রিণগ !

এই যজ্ঞে মহামুনি উত্তক হোতা আর তক্ষক যজ্ঞীয় পশু হইবে । তোমরা শীত্র সর্বজ্ঞ বেদ-পারগ ব্রাহ্মণগণকে নিমস্ত্রণ কর ॥ ৫২ ॥

শ্রীবিগণ ! অনন্তর, কার্য্যাধ্যক্ষ মস্ত্রিসকল ভূপতি জনমেজয়ের এইরূপ আদেশ পাইয়া

যজ্ঞের জন্ত অতি বিস্তৃত বেদী এবং অস্ত্রান্ত উপকরণ সকল আয়োজন করিলেন ॥ ৫৩ ॥

পরে, যজ্ঞ আরম্ভ হইলে মন্ত্রবলে নানাবিধ সর্প সকল আহুত হইয়া অলস্ত হতাশ-মুখে পতিত হইতেছে দেখিয়া, তক্ষক অতি ভীত হইয়া ইন্দ্রের নিকট গমন পূর্বক বলিল,

দেবরাজ ! আমার রক্ষা করুন, সর্প যজ্ঞ দেখিয়া আমি অতিশয় ভীত হইরাছি ॥ ৫৪ ॥

ইন্দ্র তক্ষককে ভীত দেখিয়া আশ্বাস প্রদান পূর্বক নিজাসনে বসাইলেন এবং ভয় নাই

তুমি নির্ভয় হও বলিয়া অভয় প্রদান করিলেন ॥ ৫৫ ॥ মুনিবর উত্তক তক্ষককে ইন্দ্রের

শরণাগত এবং ইন্দ্রকর্তৃক আশ্বাসিত জানিতে পারিয়া প্রথমতঃ উদ্বিগ্ন হইলেন, পরে

মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক তক্ষককে ইন্দ্রের সহিত আশ্বাস করিলেন ॥ ৫৬ ॥ এই সময় তক্ষক নিক-

পায় হইয়া যাযাবর-কুলোদ্ভব জরংকার মুনির পুত্র ধর্ম্মাত্মা আত্মীককে শ্রবণ করিল ॥ ৫৭ ॥

তত্রাগত্য মুনেৰালস্তৃষ্টাব জনমেজয়ম্ ।  
 রাজা তমচর্যামাস দৃষ্ট্বা বালং স্থপণ্ডিতম্ ॥ ৫৮ ॥  
 অর্চয়িত্বা নৃপস্তস্ত হৃদয়ামাস বাঙ্খিতৈঃ ।  
 স তু বত্রে মহাভাগ ! যজ্ঞোহয়ং বিরমস্থিতি ॥ ৫৯ ॥  
 সত্যবন্ধো নৃপস্তেন প্রার্থিতশ্চ পুনস্তথা ।  
 হোমং নিবর্তয়ামাস সর্পাণাং মুনিবাক্যতঃ ॥ ৬০ ॥  
 ভারতং শ্রাবয়ামাস বৈশম্পায়ন বিস্তরাৎ ।  
 শ্রুত্বাপি নৃপতিঃ কামং ন শাস্তিমভিজগ্মিবান্ ॥ ৬১ ॥  
 ব্যাসং পপ্রচ্ছ ভূপালো মম শাস্তিঃ কথং ভবেৎ ।  
 মনোহৃতিদহৃতে কামং কিংকরোমি বদস্ব মে ॥ ৬২ ॥  
 পিতৃ মে দুর্ভগশ্চৈবং মৃতঃ পার্থস্থতাত্মজঃ ।  
 ক্ষত্রিয়গণাং মহাভাগ ! সংগ্রামে মরণং বরম্ ॥ ৬৩ ॥  
 রণে বা মরণং ব্যাস ! গৃহে বা বিধিপূর্ব্বকম্ ।  
 মরণং ন পিতৃশ্মেহভূদন্তরিক্ষে মৃতোহিবশঃ ॥ ৬৪ ॥

ত্যর্থঃ ॥ ৫৮—৫৮ ॥ বাঙ্খিতৈরিতি । বাঙ্খিতং বৃণুত্বানিত্যর্থঃ ॥ ৫৯—৬০ ॥ বৈশম্পায়ন  
 ইতি প্রথমাস্তং হৃদয়ামাসুপবিতস্ত্যস্তম্ ॥ ৬১ ॥ ভারতশ্রবণেনাপি শাস্তিন জ্ঞাতেতি ব্যাসং  
 পপ্রচ্ছত্যাং ব্যাসমিতি ॥ ৬২—৬৩ ॥ সংগ্রামে মহতি রণে । রণে সামান্তে । মরণং মে

সেই মুনিপুত্র আন্তীক এই সময় সেই স্থানে যাইয়া নানাবিধ বাক্যে জনমেজয়কে সম্বোধন  
 করিতে লাগিলেন । অনন্তর, রাজা বালকটাকে স্থপণ্ডিত দেখিয়া পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি দ্বারা অর্চনা  
 পূর্ব্বক বলিলেন যে, আপনার যাহা অভিলাষ হয় বলুন, আমি তাহা প্রদান করিব । রাজার  
 এই কথা শুনিয়া আন্তীক বলিলেন, মহারাজ ! আপনি অতিশয় ভাগ্যশালী সন্দেহ নাই ;  
 এক্ষণে আমার এইমাত্র প্রার্থনা যে, আপনি এই যজ্ঞ হইতে নিবৃত্ত হউন ॥ ৫৮—৫৯ ॥  
 মহারাজ জনমেজয় একেত প্রথমে সত্যবন্ধ হইয়াছিলেন তাহাতে আবার এক্ষণে পুনঃ পুনঃ  
 আন্তীক কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া তাঁহার বাক্য রক্ষার জন্ত সর্পাহতি নিবারণ করিলেন ॥ ৬০ ॥  
 অনন্তর, বৈশম্পায়ন চিত্ত শুদ্ধির জন্ত তাহাকে সমস্ত ভারত বিস্তার পূর্ব্বক শ্রবণ করাই-  
 লেন । রাজা জনমেজয় সমস্ত ভারত শ্রবণ করিয়াও যখন শাস্তি লাভ করিতে পারিলেন না,  
 তখন ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমার মন অতিশয় শোকাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে,  
 এক্ষণে কি করি, কি হইলেই বা শাস্তি লাভ হয়, আপনি সেইরূপ উপদেশ করুন ॥ ৬১—৬২ ॥  
 হায় ! আমি কি দুর্ভাগ্য !! আমার পিতা অর্জুনের পৌত্র হইয়াও অপমৃত্যুতে জীবন ত্যাগ  
 করিয়াছেন । মুনিবর ! ক্ষত্রিয়গণের সামান্যই হউক আর বিধম সংগ্রামই হউক একমাত্র



শাস্ত্যুপায়ং বদস্বাত্ত্বং সত্যবতীশ্বত ! ।

যথা স্বর্গং ব্রজেদাশু পিতা মে দুর্গতিং গতঃ ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধে  
সর্পযজ্ঞবিবৃতির্নাম একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

পিতৃনাভূমিতি গৃহে বা বিধিপূৰ্ণকমিত্যানেনাশ্বতি ॥ ৬৪ ॥ দুর্গতিং গত ইতি । পরীক্ষিতো  
দুর্গতিশ্চ মহাভারতেপুস্তক । অপৃচ্ছৎ-স তদা রাজা মঙ্গিগন্তান্ সূতঃখিতঃ । উত্তকৃত্ব  
সান্নিধ্যে পিতুঃ স্বর্গগতিং প্রতীতি ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিনকে দ্বিতীয়স্কন্ধে

একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

সমরাস্রপে মৃত্যুই শ্রেয়স্কর ; যদি তাহা না হয় তবে গৃহেতে বিধিপূৰ্ণক মৃত্যুই ভাল । কিন্তু  
হায় ! আমার পিতার ইহার কি ছুই হয় নাই ; তিনি দ্বিজশাপে অবশ হইয়া অন্তরীক্ষেই  
জীবন বিসর্জন দিয়াছেন ॥ ৬৩—৬৪ ॥ হে সত্যবতীনন্দন ! এক্ষণে এ বিষয়ের শাস্তি  
উপায় কি বলুন । যাহাতে পিতা সেইরূপ দুর্গতি পাইয়াও শীঘ্র স্বর্গে যাইতে পারেন তাহা  
উপায় বিধান করুন ॥ ৬৫ ॥

মহাবিবেদব্যাস-প্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ

শ্রীমদ্দেবীভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে সর্পযজ্ঞকথন-নামক

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## দ্বাদশোঃধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

তচ্ছ ত্বা বচনং তস্মা ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ ।  
উবাচ বচনং তত্র সভায়াং নৃপতিঞ্চ তম্ ॥ ১ ॥  
ব্যাস উবাচ ।

শৃণু রাজন্ ! প্রবক্ষ্যামি পুরাণং গুহ্যমদ্ভুতম্ ।  
পুণ্যং ভাগবতং নাম নানাখ্যানযুতং শিবম্ ॥ ২ ॥  
অধ্যাপিতং ময়া পূৰ্ব্বং শুকায়াস্তস্মতায় বৈ ।  
শ্রাবয়ামি নৃপ ! ত্বাং হি রহস্ত্যং পরমং মম ॥ ৩ ॥  
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং কারণং শ্রবণাৎ কিল ।  
শুভদং সুখদং নিত্যং সর্বগামসমুদ্ভূতম্ ॥ ৪ ॥

জনমেজয় উবাচ ।

আস্তীকোহয়ং সূতঃ কশ্চ বিস্মার্থং কথমাংগতঃ ।  
প্রয়োজনং কিমত্রাস্ত সর্পিণাং রক্ষণে প্রভো ! ॥ ৫ ॥

চতুঃষষ্টিমোকবর্ধেরাত্তীকস্ত সমুভয়ঃ ।

ঐনস্তাগবতস্তাপি দাহাত্ম্যমতি কথ্যতে ॥

তচ্ছ্বেতি । ভারতাদিশ্রবণেন মম চিত্তশাস্তিন জাতেতি মম পিতা দুর্গতিস্ত ত ইতি ।  
জন্মেজয়বাক্যং শ্রদ্ধেত্যর্থঃ ॥ ১—৩ ॥ শ্রবণাৎ কারণমিত্যন্বয়ঃ । সর্বগামসমুদ্ভূতম্ সর্ব  
বেদেভ্যঃ সারং গৃহীত্বা কৃতমিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

সূত কহিলেন, শ্রবণে। সত্যবতীতনয় বেদব্যাস, মহারাজ জনমেজয়ের তাদৃশ আক্ষে  
পোক্তি শ্রবণ করিয়া সেই সভামধ্যেই তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১ ॥ মহারাজ  
আমি তোমায় অত্যদ্ভুত পবিত্রকারক ভাগবত পুরাণ বলিতেছি শ্রবণ কর । এই ভাগবত  
গূঢ়তম পরিপূর্ণ এবং ইহাতে নানা বিষয়ের পরম মঙ্গলময় উপাখ্যান সকল বর্ণিত  
আছে ॥ ২ ॥ রাজন্ ! ইহাকেই আমার পরম রহস্ত বলিয়া জানিবেন, পূর্বে আমি ইহা নি  
পুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলাম, এক্ষণে তোমাকেও শ্রবণ করাইতেছি ॥ ৩ ॥ ইহ  
সমস্ত বেদের সারসংগ্রহে বিরচিত, এজন্ত এই কল্যাণকর সুখপ্রদ ও নিত্য ভাগবত শ্রব  
কবিলে, ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্কর্ণ লাভ করিতে পাল্য মাম সম্ভব নাই ॥ ৪ ॥

কথয়েতম্‌হাভাগ ! বিস্তরেণ কথানকম্ ।

পুরাণঞ্চ তথা সৰ্ব্বং বিস্তরাবদ স্তত্রত ! ॥ ৬ ॥

ব্যাস উবাচ ।

জরৎকারুৰ্মুনিঃ শাস্তো ন চকার গৃহাশ্রমম্ ।

তেন দৃষ্টা বনে গৰ্ভে লম্বমানাঃ স্বপূৰ্ব্বজাঃ ॥ ৭ ॥

ততস্তমাহঃ কুরু পুজ্জদারান্

যথা চ নঃ শ্রাৎ পরমা হি তৃপ্তিঃ ।

স্বর্গে ব্রজামঃ খলু দুঃখমুক্তা

বয়ং সদাচারযুতে স্ততে বৈ ॥ ৮ ॥

সতানুবাচাথ লভে সনামা-

মবাচিতাং চাতি বশানুগাঞ্চ ।

তদা গৃহারম্ভমহকরোমি

ব্রবীমি তথ্যং মম পূৰ্ব্বজা বৈ ॥ ৯ ॥

বিদ্যার্থঃ সৰ্পসত্ত্ববিদ্যার্থম্ ॥ ৫ ॥ ইদং প্রথমত উক্তানস্তরং সৰ্বং পুরাণং বদেত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥  
স্বপূৰ্ব্বজাঃ স্ববংশজাঃ ॥ ৭ ॥ ততস্তমাহরিতি । তং জরৎকারুঃ তৎপিতর আছঃ ।  
দ্যারকরণেন নোহস্মাকং তৃপ্তিঃ স্তাত্থা কুর্লিত্যর্থঃ । তথাচ ভয়ি স্ততে সতি বয়ং স্ব  
ব্রজামস্তথা কুর্লিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ ইথং পূৰ্ব্বজবাক্যঃ শ্রুত্বা জরৎকারুস্তানাহ স তানিতি । সনা-  
নান্না সনানান্‌ যন্তাঃ কস্তান্না নাঃ মম নাম চ সমানমেবমস্মি । পুনরবাচিতাং ময়াহপ্রার্থিতা

জনমেজয় কহিলেন, প্রভো! এই আত্মীক মুনি কাহার বংশধর এবং কেনইবা ।  
ব্যাবৃত্ত করিতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন? সৰ্পগণের রক্ষা করিয়া ইহার  
প্রয়োজন সিদ্ধ হইল? হে মহাভাগ! অগ্রে এই উপাখ্যানটী বিশেষরূপে বর্ণন করিয়া প  
সমস্ত পূর্ণগণ্যনি বিস্তার পূৰ্ব্বক বলুন, ইহাই আমার ইচ্ছা ॥ ৫—৬ ॥

ব্যাসদেব জনমেজয়ের এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, পূৰ্বে জরৎকারু নামে কো  
ণি নিরস্তর তপস্তারত থাকিয়া অতিশয় শাস্তিপরায়ে হইয়াছিলেন । তিনি কদাপি দা  
পরিগ্রহ করিয়া সংসারশ্রমে প্রবিষ্ট হন নাই । একদিন তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে দেখি  
যে, তাঁহার পূৰ্ব্বপুরুষগণ বনমধ্যস্থিত একটা গর্তমধ্যে লম্বমানভাবে থাকিয়া পতনো  
হইতেছেন ॥ ৭ ॥ (ইহা দেখিয়া জরৎকারু তাঁহাদিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করি  
তাঁহারা বলিলেন, জরৎকারো! তুমি আমাদের মুক্তির জন্য দারপরিগ্রহ করিয়া পুত্রো  
পাদন কর তাহা হইলেই আমাদের পরম তৃপ্তি লাভ হইবে । দেখ, যদি তোমার এক  
সদাচারনিষ্ঠ সন্তান উৎপন্ন হয় তাহা হইলেই আমরা এই দুঃখবস্ত হইতে মুক্তিলাভ করি  
নিশ্চয়ই স্বর্গে যাইব ॥ ৮ ॥ অনন্তর, জরৎকারু ঐ তাহাদিগের এই কথা শ্রবণ করি

ইতুত্কা তান্ জরংকারুগতন্তীর্ধান্ প্রতি দ্বিজঃ ।  
 তদৈব পরগাঃ শপ্তা মাত্রায়ৌ নিপতন্ত্বিতি ॥ ১০ ॥  
 কশ্যপস্ত যুনেঃ পত্ন্যৌ কক্রশচ বিনতা তথা ।  
 দৃষ্টাদিত্যরথে চান্থমুচতুশ্চ পরম্পরম্ ॥ ১১ ॥  
 তং দৃষ্ট্বা চ তদা কক্রর্কিবনতামিদমব্রবীৎ ।  
 কিংবর্ণেহয়ং হয়ো ভদ্রে ! সত্যং প্রব্রূহি মাচিরম্ ॥ ১২ ॥  
 বিনতোবাচ ।

ঐত এবান্থরাজোহয়ং কিংবা ভ্বং মথ্যসে শুভে ! ।  
 ব্রূহি বর্ণং ত্বমপ্যন্থ ততস্ত্ব বিপণাবহে ॥ ১৩ ॥  
 . কক্রব্রবাচ ।

কৃষ্ণবর্ণমহং মন্ত্রে হর্যমেনং শুচিস্মিতে ! ।  
 এহি সাক্ষিঃ ময়া দিব্যং দাসীভাবায় ভামিনি ! ॥ ১৪ ॥

পুনরতিবশাংগামতিবস্ত্রাসেতাৎদৃশীং কস্তাং যদ্যহং লভে আপ্রুয়াং তর্হি গৃহারং  
 কুরোমি করিষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

আজৌ পতন্ত্বিতি মাত্রা শপ্তা ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ তত্র কা মাতা কথং বা শপ্তা ইতি সর্গঃ  
 বৃত্তান্তমাহ কস্তপন্ত্বিতি । উচতুর্বক্ষ্যমাশম্ ॥ ১১ ॥ কিংতত্তদাহ তং দৃষ্টেতি ॥ ১২—১৩ ॥

দাসীভাবয়েতি । যস্তাঃ পরাভবঃ সা তস্তা দাসীতি দাসীভবনায় দিব্যং পণং কুর্কি-  
 ত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

বলিলেন, হে পুরুষপুরুষগণ ! আমি আপনাদের নিকট সত্য বলিতেছি কেন, যদি আমি  
 একান্ত বশবর্ত্তিনী অথচ আমার সদৃশনাম্নী কোনও কস্তা বিনা প্রার্থনায় লাভ করিতে পারি  
 তাহা হইলেই তাহাকে বিবাহ করিয়া গৃহাশ্রমে প্রবিষ্ট হইব ॥ ৯ ॥

ঋষিগণ ! সেই দ্বিজ অরংকার পুরুষপুরুষগণকে এইরূপে বলিয়া তীর্থ যাত্রার উদ্দেশে  
 প্রস্থান করিলেন । এমিকে এই সময়ের মধ্যেই সর্পগণ, তাহাদের মাতা কক্র কর্ত্ত্বক “অস্মিতে  
 পতিত হইয়া ভবীভূত হও” এই বলিয়া অভিশপ্ত হইল । ইহার বৃত্তান্ত এই যে, কস্তাপ  
 ঋষির কক্র ও বিনতা নামে দুই পত্নী এক দিবস সূর্য্যরথস্থিত অশ্বকে দেখিয়া পরস্পর বলা-  
 বলি করিতে লাগিলেন ॥ ১০—১১ ॥ প্রথমতঃ কক্র সেই অশ্বকে দেখিয়া বিনতাকে বলিলেন,  
 যদি কল্যাণি ! এই ঘোটকের বর্ণ কিরূপ সত্য করিয়া শীঘ্র বল দেখি ॥ ১২ ॥

বিনতা বলিলেন, এই ঘোটকবর নিশ্চয়ই গুরুবর্ণ ; ভদ্রে ! তুমি ইহাকে কিরূপ বিবেচনা  
 কর ? শীঘ্র ইহার কিরূপ বর্ণ বল দেখি ? আইস একুণে এ বিষয়ে আমরা একটী পণ করি ॥ ১৩ ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া কক্র বলিলেন, ভগিনি ! তুমি অনুকৃত্যবে মল্য হস্ত করিতেছ  
 ঠে, কিন্তু আমি এই ঘোটককে কৃষ্ণবর্ণ বলিয়াই বিবেচনা করি । কষ্ট হইও না ; আমার

সূত উবাচ ।

কক্রশ্চ স্বস্তানাহ সর্বান্ সর্পান্ বশে স্থিতান্ ।

বালান্ শ্যামান্ প্রকুর্ষস্ত যাবন্তোহস্থশরীরকে ॥ ১৫ ॥

নেতি কেচন তজ্জাহস্তানথাসৌ শশাপ হ ।

জন্মোজয়ন্ত যজ্ঞে বৈ গমিষ্যথ ছতাশনম্ ॥ ১৬ ॥

অন্যে চক্রুর্হয়ং সর্পাঃ করূরং বর্ণভোগকৈঃ ।

• বেক্ষয়িত্বাশ্চ পুচ্ছং তু মাতুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥ ১৭ ॥

ভগিন্যৌ চ স্তস্যযুক্তে গম্ভা দদৃশুর্ভূয়ম্ ।

করূরং তং হয়ং দৃষ্ট্বা বিনতা চাতিদ্রুঃখিতা ॥ ১৮ ॥

তদাজগাম গরুড়ঃ স্ততস্তম্ভা মহাবলঃ ।

স দৃষ্ট্বা মাতরং দীনামপৃচ্ছৎ পন্নগাশনঃ ॥ ১৯ ॥

মাতঃ ! কথং স্তদীনাসি রুদ্দিতোব বিভাসি মে ।

জীবমানে ময়ি স্ততে তথান্যে রবিসারথৌ ॥ ২০ ॥

বালানম্ভ কেশান্ । শ্যামান্ স্বকৃষ্ণশরীরবেষ্টনেনৈতার্থঃ ॥ ১৫ ॥ গমিষ্যথ পতন্তে-  
ত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥ করূরং বহুলকৃষ্ণবর্ণকম্ । বর্ণভোগকৈর্নানাবর্ণবিশিষ্টশরীরৈঃ ॥ ১৭ ॥ ভগিন্যা-  
বিত্তি । ভগিন্যৌ সপত্নৌ কক্রবিনতে হয়ং অথঃ দদৃশুঃ । অথ বিনতা তং হয়ং নান্নাবর্ণ-

সহিত এই প্রতিজ্ঞা কর যে, যে এই বিষয়ে পরাস্ত হইবে সে অপরের দাসী হইয়া থাকিবে ॥ ১৩ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! অনন্তর তাঁহাদিগের এই প্রতিজ্ঞা স্থির হইলে, কক্র বিনতাকে বঞ্চনা করিবার জন্য একান্ত অনুরক্ত নিজপুত্র সর্পগণকে বলিল, পুত্রগণ ! তোমরা শীঘ্র নিজ কলেবর দ্বারা অশ্বকে বেঁধেন করত তাহার দেহস্থিত সমস্ত কেশগুলিকে কৃষ্ণবর্ণ করিয়া রাখ ॥ ১৫ ॥ জননীর এই অসঙ্গত কথা শ্রবণ করিয়া তাহাদের মধ্যে কতকগুলি সর্প উত্তর করিল, ইহা আগরা কখনই করিব না ; অনন্তর, কক্র ইহাদিগকে এই বলিয়া শাপ প্রদান করিল যে, তোমরা জনমেজয়ের যজ্ঞে যাইয়া প্রদীপ্ত অগ্নিতে দগ্ধ হও ॥ ১৬ ॥ অপর সর্পসকল জননীর প্রিয়কার্য্য বাসনায় কৃষ্ণবর্ণ শরীর দ্বারা অশ্বপুচ্ছ বেঁধেন করত অশ্বকে কৃষ্ণবর্ণ করিয়া তুলিল ॥ ১৭ ॥ পরে, অশ্বটী এইরূপে সর্পদ্বারা স্তম্বররূপে বেষ্টিত হইলে, কক্র ও বিনতা উভয়ে যাইয়া ঘোটককে দেখিলেন ; পরন্তু, বিনতা ঘোটকটীকে কৃষ্ণবর্ণ দেখিয়া (সপত্নীর দাসী হইতে হইল ইহা ভাবিয়া) অতিশয় দ্রুঃখিত হইলেন ॥ ১৮ ॥ এইরূপে কিছুদিন গত হইলে পর, একদা বিনতার কনিষ্ঠ পুত্র মহাবল পরাক্রান্ত সর্পতোজী গরুড় সেই স্থানে আসিয়া নিম্ন জননীকে দীনভাবাপন্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল ॥ ১৯ ॥ মাতঃ ! আপনি এত বিষমভাবে

দুঃখিতাসি ততো বান্ধিগ্ জীবিতং চারুলোচনে ! ।

কিং জাতেন স্নতেনাথ যদি মাতা হুঃখিতা ।

শংস মে কারণং মাতঃ ! করোমি বিগতজ্বরাম্ ॥ ২১ ॥

বিনতোবাচ ।

সপত্ন্যা দাস্ত্বহং পুত্র ! কিং ব্রবীমি বৃথাক্তা ।

বহ মাং সা ব্রবীত্যদ্য তেনাস্মি দুঃখিতা স্নত ! ॥ ২২ ॥

গরুড় উবাচ ।

বহিষ্যেহহং তত্র কিল যত্র সা গন্তুমুৎসুকা ।

মা শোকং কুরু কল্যাণি ! নিশ্চিন্তাং স্বাং করোম্যহম্ ॥ ২৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতুক্তা সা গতা পার্শ্বং কদ্দুশ্চ বিনতা তদা ॥ ২৪ ॥

যুতং দৃষ্টা অতিদুঃখিতা আসীৎ সপত্নীদাসীভাবশক্যেতি শেষঃ ॥ ১৮—১৯ ॥ রবিসারথি-  
ররূপঃ । অস্তে অস্তিস্মিতার্থঃ ॥ ২০ ॥ বাঃ গরুড়ারূপয়োঃ ॥ ২১ ॥

বৃথাক্তা বার্থং খণ্ডিতাহং সপত্ন্যা দাসী জাতা ততো দাসীভাবাদধিকং দুঃখং কিং  
ব্রবীমি । বৃথাক্তেত্যপি পাঠঃ ॥ ২২ ॥

বহ মাতিতি । স্বস্বন্ধে মাং স্থাপয়িত্বা যত্র দেশে গন্তুমিচ্ছামি তং দেশং মাং বহ প্রাপয়ে-

বসিয়া রহিয়াছেন কেন ? আমার বোধ হয় আপনি যেন রোদন করিতেছিলেন ; জননি !  
আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র স্বর্ষ্যসারথি অরুণদেব এবং আমি জীবিত থাকিতেও আপনি দুঃখিতা  
হইয়াছেন, আমাদিগকে ধিক ! আমাদের জীবনকেও ধিক ! ! যদি পুত্র থাকিতেও মাতা  
দুঃখিতা হয়, তবে পেরুপ পুত্রের জন্ম হইয়াই বা কি ফল ! জননি ? আপনার দুঃখের কারণ  
বলুন । আমি আপনার দুঃখনাশ করিব ॥ ২০—২১ ॥

বিনতা, নিজপুত্র গরুড়ের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে কহিলেন, পুত্র ! আমি ছলক্রমে  
সপত্নীর দাসী হইয়া পড়িয়াছি, এক্ষণে ইহা হইতে আর অধিক দুঃখের কথা কি বলিব ।  
বিশেষতঃ অদ্য সেই সপত্নী সগর্বে কহিল, বিনতে ! এক্ষণে তুমি আমার স্বন্ধে করিয়া বহন  
কর, রে বৎস ! সপত্নী কজ্রর জন্মগর্ভিত আদেশে আমি অতিশয় মর্মান্বিত হইয়াছি ॥ ২২ ॥

গরুড়, জননীর মুখে এই কথা শুনিয়া বলিলেন, মাতঃ ! আপনি শোক করিলেন না  
আমি আপনাদের ভাবনা দূর করিব । আপনার সেই সপত্নী যে স্থানে যাইতে ইচ্ছা করিবেন  
আমি তাহাকে সেই স্থানে বহন করিয়া লইয়া যাইব ॥ ২৩ ॥

মহারাজ ! গরুড় এইরূপ বলিলে পর বিনতা কজ্রর নিকটে গমন করিল এবং সেই  
মহাবল গরুড়ও জননীকে দাসীভাব হইতে মুক্ত করিবার জন্য পুত্রগণের সহিত কজ্রকে

দাসীভাবমপাকর্ষুং গরুড়োহপি মহাবলঃ ।

উবাহ তাং সপুত্রাং বৈ সিদ্ধোঃ পারং জগাম হ ॥ ২৫ ॥

গত্বা তাং গরুড়ঃ প্রাহ ব্রহ্মি মাতর্নমোহস্ত তে ।

কথং মুচ্যেত মে মাতা দাসীভাবাদসংশয়ম্ ॥ ২৬ ॥

কঙ্করুবাচ ।

অমৃতং দেবলোকাত্বং বলাদানীয় মে হুতান্ ।

সমর্পয় হুতাদ্যাশু মাতরং মোচয়াবলাম্ ॥ ২৭ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতুক্তঃ প্রযযৌ শীঘ্রমিন্দ্রলোকং মহাবলঃ ।

কৃৎস্না যুদ্ধং জহারাশু হুধাকুন্তং খগোত্তমঃ ॥ ২৮ ॥

সমানীয়ামৃতং মায়ে বৈনতেয়ঃ সমর্পয়ৎ ।

মোচিতা বিনতা তেন দাসীভাবাদসংশয়ম্ ॥ ২৯ ॥

অমৃতং সঞ্জহারেন্দ্রঃ স্নাতুং সর্পা যদা গত্যাঃ ।

দাসীভাবাঘিনিমুক্তা বিনতা বিপতের্ব্বলাৎ ॥ ৩০ ॥

তার্থঃ ॥ ২৩—২৫ ॥ কথং মুচ্যেত তদ্বদেতার্থঃ ॥ ২৬ ॥ (বিনতারাঃ শাপমোচনোপায়মাহ  
অমৃতমিতি । দেবলোকাৎ বর্গাৎ । অবলাং পরতন্ত্রাম্ ॥ ২৭ ॥

গরুড়স্ত অমৃতানয়নায় স্বর্গমনাদিকমাহ । ইতুক্ত ইতি । মহাবল ইত্যনেন দেবগণরক্ষিত-  
তাপ্যমৃতভানয়নে শক্তিঃ সূচিতা ॥ ২৮ ॥ সমানীয় ইতি । বৈনতেয়ঃ বিনতাপুত্রো গরুড়ঃ । মায়ে  
বিমাত্রে ইত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥ সঞ্জহারাপদ্ধতবানিত্যর্থঃ । যদা সর্পাঃ স্নানং কর্তুং গত্যাঃ তদর্থঃ ।

বহন করিতে করিতে সমুদ্রের পরপারে গইয়া যাইল ॥ ২৪—২৫ ॥ সেই স্থানে উপস্থিত  
হইয়া গরুড় বিমাতা কঙ্ককে বলিল, মাতঃ ! আমি আপনাকে নমস্কার করিতেছি; এক্ষণে  
বলুন কি করিলে আমার জননী আপনার দাসীভাব হইতে একেবারে মুক্তিলভ করিতে  
পারেন ॥ ২৬ ॥ এই কথা শ্রবণ করিয়া কঙ্ক কহিল, পুত্র ! (যদি তোমার জননীকে মুক্ত  
করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে) অদ্য এই মুহূর্ত্তেই তুমি স্বর্গ হইতে বলপূর্ব্বক অমৃত আনয়ন  
কর এবং আমার সন্তানগণকে ভোজন করাইয়া তোমার পরাধীন জননীকে বিমুক্ত কর ॥ ২৭ ॥

মহারাজ ! সেই মহাবল পরাক্রান্ত পক্ষিরাজ গরুড় এইরূপে বিমাতৃকর্তৃক আদিষ্ট  
হইয়া অবিলম্বে ইন্দ্রলোকে যাইয়া দেবগণের সহিত যোয়তর যুদ্ধ করিয়া অমৃতকুন্ত  
হরণ করিল ॥ ২৮ ॥ অনন্তর, সেই কুন্ত আনয়ন পূর্ব্বক বিমাতা কঙ্কর হস্তে সমর্পণ করিয়া  
নিজ মাতাকে বিমাতার দাসীভাব হইতে চিরদিনের মত মুক্ত করিলেন ॥ ২৯ ॥ এমিকে  
সমর্পণ অমৃত ভক্ষণ করিবার জন্ত যেমন স্নান করিতে নির্গত হইল অদনি ইন্দ্র আদিরা  
সেই অমৃতকুন্ত গইয়া অন্তর্হিত হইলেন । মহারাজ ! এইরূপে পক্ষিরাজ গরুড়ের বলে বিনতা

তদ্রাস্তীর্ণাঃ কুশাঐস্তন্ত নীচাঃ পন্নগনায়কৈঃ ॥

ষিজিহ্বাস্তে হ্রসপন্নঃ কুশাঐস্পর্শমাত্রতঃ ॥ ৩১ ॥

নাত্রা শপ্তাশ্চ যে নাগা বাহুকিপ্রমুখাঃ শুচা ।

ব্রহ্মাণং শরণং গচ্ছা তে হোচুঃ শাপজং ভয়ম্ ॥ ৩২ ॥

তানাহ ভগবান্ ব্রহ্মা জরৎকার্কর্মহামুনিঃ ।

বাহ্বকের্ভগিনীং তস্মৈ অপয়ধ্বং সনামিকাম্ ॥ ৩৩ ॥

তস্তাং যো জায়তে পুত্রঃ স বস্ত্রাতা ভবিষ্যতি ।

আত্মীক ইতি নামাসৌ ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

বাহ্বকিস্ত তদাকর্ণ্য বচনং ব্রহ্মণঃ শিবম্ ॥

বনং গচ্ছা হুতাং তস্মৈ দদৌ বিনয়পূর্ব্বকম্ ॥ ৩৫ ॥

সনামাং তাং মুনির্জাহ্ন্বা জরৎকার্করুবাচ তম্ ।

অপ্রিয়ং মে যদা কুর্য্যাদদা তাং সন্ত্যজাম্যহম্ ॥ ৩৬ ॥

বাগ্‌ব্রহ্মং তাদৃশং কৃৎস্না মুনির্জগাহ তাং স্বয়ম্ ।

দত্ত্বা চ বাহ্বকিঃ কামং ভবনং স্বং জগাম হ ॥ ৩৭ ॥

বিপতে: পক্ষিরাজন্ত ॥ ৩০ ॥ লীড়া অমৃতকুণ্ডস্থানস্থিতানাং কুশানামমৃতত্রবযুক্তবৃষ  
আবাদিতা জিহ্বয়া ততঃ কুশানাং তীক্ষ্ণাঘ্রায়ধ্যে জিহ্বা: কালিতা: ॥ ৩১—৩২ ॥ বা  
মুনিরস্তুতি শেষঃ । সনামিকাং সমাননামিকাং জরৎকার্কনামিকামিতার্থঃ ॥ ৩৩—৩৪  
তং বাহ্বকিম্ ॥ ৩৫ ॥ (বাগ্‌ব্রহ্মমিতি । তাদৃশং অপ্রিয়ং মে যদা কুর্য্যাদিত্যাদিক্রপং পূর্ব্বো

দাসবৃক্ষাণ হইতে মুক্তি লাভ করিলেন ॥ ৩০ ॥ অনন্তর, সর্পগণ আসিয়া অমৃত কুণ্ড অপর  
দেখিয়া, যে স্থানে কুণ্ড ছিল সেই স্থানস্থিত আত্মীর্ণ কুশ সকল চাটিতে আরম্ভ করি  
ইহাতে সকলেই কুশাঘ্রের ধার দ্বারা ছিন্নজিহ্ব হইয়া ষিজিহ্ব হইয়া গেল ॥ ৩১ ॥

এদিকে বাহ্বকিপ্রভৃতি যে সকল সর্পগণ মাতৃকর্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছিল তাহারা অসি  
শয় শোকাভিভূত হইয়া ব্রহ্মার নিকটে যাইয়া শাপসমুৎপত্ত ভয়ের কথা জানাইল ॥ ৩২  
ভগবান্ ব্রহ্মা তাহাদিগকে, মুষ্টি জরৎকার্কর সমস্ত বিষয় বলিয়া তাঁহার হস্তে জরৎকার  
নামী বাহ্বকির ভগিনীকে সমর্পণ করিতে আদেশ করিলেন এবং বলিলেন, এই বাহ্বনি  
ভগিনীর গর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন হইবে সেই তোমাদিগকে এই বিপদ হইতে পরিত্রা  
করিবে । আর ইহাও স্থির জানিবে যে, সেই পুত্রটী এই ভূমণ্ডল মধ্যে আত্মীক নামে  
বিখ্যাত হইবে ॥ ৩৩—৩৪ ॥ বাহ্বকি ব্রহ্মার এই কল্যাণকর বাক্য শ্রবণে বনগমন কর  
সেই জরৎকার্ক ধ্বির হস্তে বিনয়পূর্ব্বক নিজভগিনীকে সমর্পণ করিলেন ॥ ৩৫ ॥ জরৎকা:  
প্রথমে তাহাকে সনামী জ্ঞানিয়া পরে বাহ্বকিকে বলিলেন যে, বধন তোমার এই ভগিনী  
আমার কোনও অপ্রিয় কার্য্য করিবে তখনই আমি ইহাকে পরিত্যাগ করিব ॥ ৩৬ ॥ সো



কৃষ্ণাণাং কুটীং শুভ্রাং জরংকারুর্মহাবনে ।

তয়া সহ স্তব্ধং প্রাপ রমমাণঃ পরম্পর ! ॥ ৩৮ ॥

একদা ভোজনং কৃষ্ণা স্পৃশ্যাহসৌ মুনিসন্তমঃ ।

ভগিনী বাহুকেন্দ্রে সংস্থিতা বরবর্গিনী ॥ ৩৯ ॥

ন সম্বোধয়িতব্যোহহং তয়া কাস্তে ! কথঞ্চন ।

ইত্যাভ্যুতু গতো নিদ্রাং মুনিভ্যাং স্তদতীং তদা ॥ ৪০ ॥

রবিরস্তগিরিং প্রাপ্তঃ সন্ধ্যাকাল উপস্থিতে ।

কিং করোমি ন মে শাস্তিস্ত্যজ্ঞেমাং বোধিতঃ পুনঃ ॥ ৪১ ॥

ধর্মলোপভয়াস্তীতা জরংকারুরচিস্তয়ৎ ।

নোচেৎ প্রবোধয়াম্যেতং সন্ধ্যাকালো বৃথা ত্রজ্যেৎ ॥ ৪২ ॥

ধর্মনাশাদ্বরং ত্যাগস্তথাপি মরণং ধ্রুবম্ ।

ধর্মহানির্নরাণাং হি নরকায় ভবেৎ পুনঃ ॥ ৪৩ ॥

বাগ্‌বন্ধং প্রতিজ্ঞাম্ ॥ ৩৭—৩৮ ॥ অথ জরংকারুপরিভ্রাণকণাং সূচয়ন্তীহ একদেতি ॥ ৩৯ ॥  
ন সম্বোধয়িতব্য ইতি । হে কাস্তে ! কথঞ্চন কেনাপি কারণেন অহং ন সম্বোধয়িতব্যঃ  
ন জাগরণীয়ঃ মম নিদ্রাবিচ্ছেদো ন কর্তব্য ইতি যাবৎ ॥ ৪০—৪১ ॥ জরংকারুর্জরংকারুর্মুনেঃ  
পত্নী ॥ ৪২ ॥ ধর্মনাশাপেক্ষয়া মম ত্যাগং করিষ্যতি অথবা মম মরণং ত্রাদিৎ বরং ন তু

মুনি এইরূপে প্রতিজ্ঞা করাইয়া তাহাকে বিবাহ করিলেন ; বাহুকিও ভগিনীকে প্রদান  
করিয়া নিজ ভবনে প্রস্থান করিলেন ॥ ৩৭ ॥ মহারাজ ! জরংকারু ঋষি এইরূপে বাহুকি-  
ভগিনীকে গ্রহণ করিয়া সেই ঘোর বিগিনে কুটীর নির্মাণ করিয়া তাহার সহিত পরম  
আনন্দে কাল যাপন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥ একদা ঐ মুনিবর ভোজনান্তে শয়ন করিয়া  
বাহুকিভগিনীকে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন ; কাস্তে ! যে কোন কারণই উপস্থিত হউক,  
তুমি কিছুতেই আমার নিদ্রা তস্থ করিও না ; এইমত আদেশ করিয়াই নিদ্রায় অভিহূত  
হইলেন । এতক্ষণে সেই স্তদতী বাহুকিভগিনীও সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতে লাগি-  
লেন ॥ ৩৯—৪০ ॥ এদিকে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে স্বর্ষ্যদেব অন্তাচলশিখরে গমনোদ্ব-  
হইলেন । বাহুকিভগিনী জরংকারু ইহা দেখিয়া স্বামীর ধর্মলোপতরে ভীত হইয়া চিষ্টা  
করিতে লাগিলেন । এক্ষণে আমি কি করি, ইহাঁকে আগরিত না করিলে আমার শাস্তিনাশ  
হইতেছে না ; কিন্তু, যদি আগরিত করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ইনি আমাকে পরিত্যাগ  
করিবেন ; আর যদি ইহাঁকে প্রবোধিত না করি, তাহা হইলে এই সন্ধ্যাসময় বৃথা অতি-  
বাহিত হইবে । অতএব, ধর্মনাশ হওয়া অপেক্ষা বরং পরিত্যাগ বা মরণ শ্রেয়স্কর ; কারণ,  
মম্ব্যোর ধর্মনাশই একমাত্র নরকের হেতু ॥ ৪১—৪৩ ॥

ইতি সন্ধিস্ত্য সা বালা তং মুনিং প্রত্যবোধয়ৎ ।  
 সন্ধ্যাকালোহপি সঞ্জাত উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ স্বত্রত ! ॥ ৪৪ ॥  
 উথিতোহসৌ মুনিঃ কোপাত্তামুবাচ ব্রজাম্যহম্ ।  
 হুস্ত ভ্রাতৃগৃহং যাহি নিদ্রাবিচ্ছেদকারিণী ॥ ৪৫ ॥  
 বেপমানাব্রবীদ্ধাক্যমিত্যুক্তা মুনিনা তদা ।  
 ভ্রাত্ৰা দত্তা যদর্থং তৎ কথং শ্রাদমিতপ্রভ ! ॥ ৪৬ ॥  
 মুনিঃ প্রাহ জরংকারুং তদন্তীতি নিরাকুলঃ ।  
 গত সা মুনিনা ভ্যক্তা বাহুকৈঃ সদনং তদা ॥ ৪৭ ॥  
 পৃষ্ঠা ভ্রাত্ৰাব্রবীদ্ধাক্যং যথোক্তং পতিনা তদা ।  
 অন্তীত্যুক্তা চ হিরা গাং গতৌহসৌ মুনিসত্তমঃ ॥ ৪৮ ॥  
 বাহুকিস্ত তদাকর্ণ্য সত্যবাঙমুনিরিভ্যুত ।  
 বিশ্বাসঞ্চ পরং কৃত্বা ভগিনীং তাং সমাশ্রয়ৎ ॥ ৪৯ ॥

দর্শনাশ ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥ (ইতি সন্ধিতোতি। সা বালা বাহুকিভগিনী ইতি পূর্বোক্তপ্রকারেণ সন্ধিত্য মুনিঃ জরংকারুং প্রত্যবোধয়ৎ ॥ ৪৪ ॥ উথিত ইতি। কোপাৎ নিদ্রাভঙ্গজন্তক্রোধাৎ । অহং ব্রজামি যথেষ্টং গচ্ছামি ইত্যং পরিত্যজ্য ইতি শেষঃ ॥ ৪৫—৪৬ ॥) তদন্তীতি তব ভ্রাতৃর্ষ ইষ্টঃ পুত্রঃ স তব গর্ভেহন্তীত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥ (পৃষ্টেতি। ভ্রাতা বাহুকিনা পৃষ্ঠা জিহ্বাসিতা পুত্র-বিশ্রয়মিতি শেষঃ । পতিনা ইত্যর্থম্ । তদা পরিত্যাগকালে ॥ ৪৮ ॥ বাহুকিরিতি। বাহুকিঃ সর্পরাজস্তংভগিনীকথিতমাকর্ণ্য মুনিঃ সত্যবাক্ ইতি নিশ্চিত্য চ তন্মনি পরং বিশ্বাসং কৃত্বা

মহারাজ ! সেই তপস্বিনী বাহুকিভগিনী এইরূপ চিন্তা করিয়া, হে স্বত্রত ! সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইয়াছে আপনি গাত্রোখান করুন, এই বলিয়া সেই ঋষিকে জাগরিত করিলেন ॥ ৪৪ ॥ পরে মুনি জরংকারু গাত্রোখান করিয়া ক্রোধপূর্বক বাহুকিভগিনীকে বলিলেন, যে হেতু তুমি আমার বাক্য অবহেলা করিয়া নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছ, এজন্ত আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম ; তুমি এক্ষণে তোমার ভ্রাতৃগৃহে গমন কর ॥ ৪৫ ॥ মহর্ষি জরংকারু এইরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলিলে পর বাহুকিভগিনী কঁপিতে কঁপিতে বলিলেন, মুনিবর ! আপনার প্রভাবের যে পরিমাণ নাই তাহা সত্য ; কিন্তু, ভ্রাতা আমার যে জন্ত আপনাকে প্রদান করিয়াছেন তাহা কি করিয়া নিষ্পন্ন হইবে ॥ ৪৬ ॥ এই কথা শ্রবণ করিয়া মুনি ব্যস্ততা পরিত্যাগ করিয়া বাহুকিভগিনী জরংকারুকে বলিলেন, তোমার ভ্রাতা সর্পকুলের অতীষ্ট সিদ্ধির জন্ত বেক্রপ পুত্রের ইচ্ছা করেন তাহা তোমার গর্তেই আছে ; এই কথা বলিয়াই তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন । বাহুকিভগিনী ও তৎকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ভ্রাতৃগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৭ ॥ অনন্তর, তাঁহার ভ্রাতা বাহুকি তাঁহাকে সন্তানের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে, সেই মুনিপ্রবর “সন্তানটী গর্তে ম্রুছে” এই কথা বলিয়াই আমাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন ॥ ৪৮ ॥

ততঃ কালেন কিয়তা জাতোহসৌ মুনিবালকঃ ।

আত্মীক ইতি নামাসৌ বিখ্যাতঃ কুরুসত্তম ! ॥ ৫০ ॥

তেনায়ং রক্ষিতো যজ্ঞস্তব পার্ধিবসত্তম ! ।

মাতৃপক্ষস্ত রক্ষার্থং মুনিনা ভাবিতান্ননা ॥ ৫১ ॥

ভব্যং কৃতং মহারাজ ! মানিতোহয়ং ত্বয়া মুনিঃ ।

যাযাবরকুলোৎপন্নো বাস্তুকেৰ্ভগিনীহৃতঃ ॥ ৫২ ॥

স্বস্তি তেহস্ত মহাবাহো ! ভারতং সকলং শ্রুতম্ ।

দানানি বহুদত্তানি পূজিতা মুনয়স্তথা ॥ ৫৩ ॥

কৃতেন স্কৃতেনাপি ন পিতা স্বর্গতিং গতঃ ।

পাবিতং ন কুলং কুংস্রং ত্বয়া ভূপতিসত্তম ! ॥ ৫৪ ॥

দেব্যাশ্চায়তনং ভূপ ! বিস্তীর্ণং কুরু ভক্তিতঃ ।

যেন বৈ সকলা সিদ্ধিস্তব স্রাজ্জনমেজয় ! ॥ ৫৫ ॥

তাং ভগিনীং সমাপ্রয়ং ভগিনীনেব শাপমোচকপ্রসূতিতয়া অবলম্বিতবানিতার্থঃ ॥৪৯॥ সর্প-  
শাপবিবরণমুক্তা ইদানীং জনমেজয়স্ত প্রমোদরমাহ তেনায়মিতি ॥ ৫০—৫১ ॥ ভব্যং কৃতং  
যজ্ঞলং কৃতমিতার্থঃ ॥ ৫২ ॥ যদ্ব্যোক্তং ভারতং সকলং শ্রুতং দানানি নানাবিধানি দত্তানি  
তথাপি মে চিত্তশাস্তিন্ জাতা ন বা পিতৃঃ স্বর্গোহুদ্বিতি তত্ত্বৈথবাত্মীতাহ ভারতং  
সকলমিতি ॥ ৫৩ ॥ অদ্যাপ্যেভিঃ কৰ্ম্মভিরপি ত্বয়া ন কুলং পাবিতম্ । অতো ময়া যদ্যচ্যুত  
ত্বংকল্যাণার্থং তচ্ছৃণুতিপ্রায়ঃ ॥ ৫৪ ॥ তৎ কিং তদাহ দেব্যাশ্চায়তনমিতি । তদ্বক্তং  
শিবপুরাণে যো দেবীং স্থাপয়েৎ স্বন্দ ! প্রাসাদে ভক্তিভাবতঃ । ত্রৈলোক্যং স্থাপিতং তেন  
ধতঃ সৰ্ব্বময়ী শিবা । নানেন সদৃশো ধর্মো দেবীস্থাপনকর্ম্মণা । তুষ্টিয়াং ধনু তস্তাং তু সন্তঃ  
জুবনব্রহ্ম যঃ কৰোতি নরো ভক্ত্যা দেবীপ্রাসাদমকুতম্ । স কোটিকুলমুক্ত্য মণিহীপে

বাস্তুকি এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণে মুনির বাক্য অমোঘ জানিয়া এই কথায় দৃঢ়তর বিশ্বাস  
স্থাপন পূৰ্ব্বক ভগিনীকেই বিপদনাশের উপায় মনে করিয়া স্বগৃহে রক্ষা করিলেন ॥ ৪৯ ॥  
অনন্তর, কিছুকাল পর হইলে, এই মুনিকুমার জন্মগ্রহণ করিয়া আত্মীক নামে বিখ্যাত  
হইলেন ॥ ৫০ ॥ মহারাজ ! সেই আশ্রয়দর্শী মুনি আত্মীক মাতৃপক্ষীয়গণের রক্ষা অজ্ঞাই  
তোমাকে সর্বযজ্ঞ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছেন ॥ ৫১ ॥ এক্ষণে তুমি এই যাযাবর কুলোৎপন্ন  
বাস্তুকিভগিনীপুত্র আত্মীকের সম্মান রক্ষা করিয়া অতি সাধু কার্য্যই করিয়াছ ॥ ৫২ ॥ হে  
মহাবাহো ! তোমার যজ্ঞ হউক । তুমি ইতিপূৰ্বে সমস্ত ভারতই শ্রবণ করিয়াছ, বহু  
ধনদান করিয়াছ এবং মুনিগণকেও যথোচিত সম্মান করিয়াছ সত্য ; কিন্তু, মহারাজ !  
এই বিহিত স্কৃতবলেও তোমার পিতা স্বর্গপ্রাপ্ত হয়েন নাই আর তুমি নিজ-কুলকেও  
পবিত্র করিতে পার নাই ॥ ৫৩—৫৪ ॥ অতএব, হে জনমেজয় ! তুমি ভক্তি পূৰ্ব্বক দেবী  
মহাশক্তির সৰ্ব্বদার নিমিত্ত তাঁহার আয়তন বিস্তীর্ণ কর, তাহা হইলেই সমস্ত সিদ্ধিলাভ

পূজিতা পরয়া ভক্ত্যা শিবা সকলদা সদা ।

কুলবৃদ্ধিং করোত্যেব রাজ্যঞ্চ স্থস্থিরং সদা ॥ ৫৬ ॥

দেবীমখং বিধানেন কৃত্বা পার্থিবসত্তম ! ।

শ্রীমদ্ভাগবতং নাম পুরাণং পরমং শৃণু ॥ ৫৭ ॥

হ্যামহং শ্রাবয়িষ্যামি কথাং পরমপাবনীম্ ।

সংসারতারিণীং দিব্যাং নানারসসমাহৃতাম্ ॥ ৫৮ ॥

ন শ্রোতব্যং পরং চান্মাং পুরাণাং দ্বিদ্যতে ভুবি ।

নারাধ্যং বিদ্যতে রাজন্ ! দেবীপাদাম্বুজাদৃতে ॥ ৫৯ ॥

তে সভাগ্যঃ কৃতপ্রজ্ঞা ধন্যাস্তে নৃপসত্তম ! ।

যেষাং চিত্তে সদাদেবী বসতি প্রেমসঙ্কুলে ॥ ৬০ ॥

স্বভূঃখিতাস্তে দৃশ্যাস্তে ভুবি ভারত ! ভারতে ।

নারাধিতা মহামায়া যৈর্জনৈশ্চ সদাশ্রিতা ॥ ৬১ ॥

বিরাজতে । কুলকোটসমামুক্তো দেবীলোকে বসন্নরঃ । জ্ঞানং দিব্যং পরং প্রাপ্য কৈবল্যং  
বোক্ষমাণুয়াৎ ইত্যাদিবিচনানি পুরাণান্তরেষপি দ্রষ্টব্যানি ॥৫৫॥ রাজ্যং চকারাম্বোক্ষঞ্চ ॥৫৬॥  
দেবীমখং নবরাত্রোৎসবাদিকং জ্যোতিষ্টোমাদিকং কোটিহোমাদিকঞ্চ দেবীপ্ৰীত্যর্থং কৃতং  
দেবীমখশ্চেনোচ্যেতে । তং দেবীমখং কৃত্বা শ্রীদেবীভাগবতং শৃণু । অনেন বচনেন নব-  
রাত্রোৎসবে দেবীভাগবতপারায়ণবিধিঃ প্রদর্শিতঃ । অতোহবশ্যং নবরাত্রচতুষ্ঠয়ে দেবীভাগ-  
বতপারায়ণং কর্তব্যং শ্রোতব্যঞ্চ ॥৫৭॥ কিং ফলং তচ্ছ্রবণেনেতি চেৎ সংসারতারিণীমিতি ।  
কৈবলং দেবীভাগবতশ্রবণেনৈব দেবীপ্রসাদে জ্ঞাতে সংসারামুক্তো ভবতীতি মহামূলং  
শ্রবণেনেতি ভাবঃ ॥ ৫৮ ॥ অস্মাং পুরাণাদিকং সমং বাস্তবং পুরাণং শ্রোতব্যং নৈব ভুবি  
বিদ্যতে অস্ত পুরাণস্ত সাম্যাবস্থায়োপাধিকব্রহ্মপ্রতিপাদকত্বাদন্তেষাঞ্চ পুরাণানামেকৈক  
সবাদিশৃণোপাধিহরিহরব্রহ্মাদিপ্রতিপাদকত্বাৎ । অতএব সাম্যাবস্থায়োপাধিকব্রহ্মরূপিণ্যাং  
ভগবত্যা একৈকসবাদিশৃণোপাধিহরিহরাদ্যপেক্ষয়া সর্বোৎকৃষ্টত্বাদেব দেবীপাদাম্বুজাদৃতে

করিতে সমর্থ হইবে ॥ ৫৫ ॥ সেই মঙ্গলময়ী মহাশক্তি ভক্তিপূর্বক পূজিতা হইলে কুলের  
বৃদ্ধি করিয়া থাকেন ও রাজ্যকে সর্বদা স্থস্থিরে রাখেন ; অধিক কি, জীব যাহা অভিলাষ  
করে তৎসমস্তই প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৫৬ ॥ মহারাজ ! তুমি এক্ষণে, বিধিপূর্বক দেবী  
ভগবতীর পূজাদি উৎসব করিয়া দেবীমাহাত্ম্য-পরিপূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবত নামে মহাপুরাণ শ্রবণ  
কর ॥ ৫৭ ॥ রাজন্ ! সংসার-সমুদ্রের একমাত্র তরণীস্বরূপ পরম-পবিত্রকর অথচ নানারস  
সম্বিত এই দিব্য পুরাণকথা আমি নিজেই তোমাকে শ্রবণ করাইব ॥ ৫৮ ॥ মহারাজ !  
ইহা তুমি নিশ্চয়ই জানিবে যে, পৃথিবীতে, এই পুরাণ হইতে অপর কিছুই বিশেষ শ্রোতব্য  
নাই এবং দেবীপাদপদ্ম ব্যতিরেকে অপর কিছুই আরাধ্য নাই ॥ ৫৯ ॥ নৃপবর ! বাহাদিগের  
প্রেমপূর্ণ-হৃদয়ে দেবী ভগবতী নিরন্তর বাস করিয়া থাকেন, ইহা লোকে তাহারাই ধন্ত  
এবং তাহারাই ভাগ্যবান ও ধার্ম্য বুদ্ধিমান ॥ ৬০ ॥ ভারতসত্তম ! এই ভারতবর্ষে অগ্ন-

ব্রহ্মাদয়ঃ স্তরাঃ সৰ্ব্বৈ যদারাদনতৎপরাঃ ।

বর্তন্তে সৰ্বদা রাজঃস্তাং ন সেবেত কো জনঃ ॥ ৬২ ॥

য ইদং শৃণুয়ামিত্যং সৰ্বান্ কামানবাধুয়াৎ ।

ভগবত্যা সমাখ্যাং বিষ্ণবে যদনুত্তমম্ ॥ ৬৩ ॥

তেন ঐশ্বর্যেন তে রাজঃশ্চিহ্নশাস্তিৰ্ভবিষ্যতি ॥

পিতৃণাঞ্চাক্ষয়ঃ স্বৰ্গঃ পুরাণশ্রবণান্তবেৎ ॥ ৬৪ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিকাং দ্বিতীয়স্কন্ধে

আত্মীকজন্মকথনং নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ষাৰিংশতাদিকসংখ্যৈঃ পঠ্যৈঃ সপ্তশতৈঃ ভূতৈঃ । শ্রীমদ্বাসমুখোল্লীতৈর্দ্বিতীয়স্কন্ধ ইতিভঃ ॥

আরাধ্যাং নৈবাস্তি তদেব সৰ্বৈরারাদ্যমিতি ভাবঃ ॥৫৯—৬১॥ মহায্যোভগবতী সৰ্বদারাদ্যো-  
ত্যত্র কিং বক্তব্যমিতি কৈমুক্তিকল্পায়ৈনাহ ব্রহ্মাদয় ইহতি ॥ ৬২ ॥ বিষ্ণবে যদনুত্তমমিতি ।  
পূৰ্ব্বোক্তার্থল্লোকায়কং যন্তাগবতঃ সাক্ষাত্তগবত্যা স্বমুখেনৈব বিষ্ণবে উপদিষ্টং যস্মাত্তদ্বাদনেন  
সদৃশং মহাকলং কিমন্তং স্তান্ কিমপীতি ভাবঃ ॥ ৬৩ ॥ যদ্ব্যক্তং মম চিত্তশাস্তিৰ্ন জাতা  
পিতৃণামুচ্ছারোহপি ন জাত ইতি তত্রাহ তেন শ্রুতেনেতি ॥ ৬৪ ॥

শ্রীমচ্ছৈবকুলোৎপন্নো রঙ্গনাথায়জ্ঞঃ সূদীঃ ।

শ্রীলক্ষ্মীগর্ভসমুতো নীলকণ্ঠোভিধানতঃ ॥ ১ ॥

দেবী ভাগবতস্তান্ত্র ব্যাখ্যানরহিতস্ত চ ।

তিলকাখ্যাং মহাব্যাখ্যাং সমাগ্ যঃ কৃতবাস্কৃত্যম্ ॥ ২ ॥

স্কন্ধো দ্বিতীয়স্তান্ত্র সমাপ্তোহিহুচ্ছুভার্থদঃ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীশৈবকুলোৎপন্নরঙ্গনাথায়জ্ঞশ্রীলক্ষ্মীগর্ভসমুতবনীলকণ্ঠ-

কৃতে দেবীভাগবতব্যাখ্যানে তিলকাভিধে দ্বিতীয়স্কন্ধে

দ্বাদশোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ১২ ॥

পরিগ্রহ করিয়া যে সকল মহাব্য সেই মহামায়া অবিকালে আরাধনা করিগ না ; এই  
পৃথিবীতে তাহাদিগকেই নিতান্ত হুঃখার্ণবে মগ্ন দেখিতে পাইবেন ॥ ৬১ ॥ দেখুন, ব্রহ্মা  
ঐকৃতি দেবগণও সৰ্বদা যাহার আরাধনায় তৎপর রহিয়াছেন, তবে এমন কোন্ ব্যক্তি  
আছে যে, তাহার আরাধনা করিবে না ? ॥ ৬২ ॥ অতএব, যে ব্যক্তি এই শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ  
নিত্য শ্রবণ করে সে অভিলষিত সমস্ত কামনাই-প্রাপ্ত হয় । এই সৰ্ব্বভোম শ্রীমদ্ভাগবত পূৰ্ব্ব  
ভগবতী স্বয়ং বিষ্ণুকে উপদেশ করিয়াছিলেন ॥ ৬৩ ॥ অতএব, মহারাজ ! এই ভাগবত  
পুরাণ শ্রবণ করিলেই তোমার চিত্তের শাস্তি হইবেক এবং এই শ্রবণফলে তোমার পিতারও  
অক্ষয় স্বৰ্গলাভ হইবেক ॥ ৬৪ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রল্লোকায়ক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবী-

ভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে আত্মীকজন্মকথন-নামক

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

স্বচ্ছন্দায় সমাপ্তঃ ॥

## তৃতীয়ঃ স্কন্ধঃ ।

### প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

জনমেজয় উবাচ ।

ভগবন্ ! ভবতা প্রোক্তং যজ্ঞমশ্বাভিধং মহৎ ।  
স। কা কথং সমুৎপন্না কুত্র কস্মাচ্চ কিংগুণা ॥ ১ ॥  
কীদৃশশ্চ মথস্তথাঃ স্বরূপং কীদৃশস্তথা ।  
বিধানং বিধিবদবুহি সর্ব্বজ্ঞোহসি দয়ানিধে ! ॥ ২ ॥  
ব্রহ্মাণ্ডস্ত তথোৎপত্তিং বদ বিস্তরতস্তথা ।  
যথোক্তং যাদৃশং ব্রহ্মল্লখিলং বেৎসি ভূম্বর ! ॥ ৩ ॥

শ্রীগণেশায় নমঃ ॥

পাশাঙ্কশবরাভীতিধরাং দেবীং চিদাম্বিকাম্ ।  
বঙ্গে সমল্লহসিতাং মণিদীপাধিবাসিনীম্ ॥  
পঞ্চাশৎপদাকৈরঙ্কুরোন্মৈভূ বনেশ্বরীম্ ।  
সম্যক্পৃষ্টবতে রাজ্ঞে নির্ণয়ঃ সম্যগ্ভ্যচ্যতে ॥

সর্ব্বৈর্ভগবত্যেবারাধ্যা পূজ্যা চেতি ব্যাসবাক্যং শ্রুত্বা জনমেজয়ঃ পৃচ্ছতি ভগবন্নिति ।  
যজ্ঞং যজনীয়ং পূজ্যমিত্যর্থঃ । অশ্বাভিধমশ্বাসংজ্ঞকং তদ্ব্যমিত্যর্থঃ । যশ্বয়া প্রোক্তং তত্র কা  
সা অশ্বা কিংস্বরূপা কথং কেন প্রকারেণোৎপন্না কুত্র কস্মিন্ দেশে কালে বা উৎপন্না কস্মাৎ  
কারণাৎপন্না কিংগুণা কিংগুণবতী সা চ ॥ ১ ॥

তস্তা দেব্যা মথো যজ্ঞো যশ্বয়া প্রোক্তঃ স কীদৃশস্তস্ত মথস্ত স্বরূপং কীদৃশং তথা বিধানং  
চ কীদৃশং তৎ সর্ব্বং বিধিবদবুহি যতস্বং সর্ব্বজ্ঞোহসি ॥ ২ ॥

যথোক্তং যাদৃশং পৃষ্টং ময়া তৎ সর্ব্বং স্বং বেৎসি ॥ ৩—৪ ॥

জন্মেজয় কহিলেন, ভগবন্ ! আপনি যে, অশ্বা নামক মহাযজ্ঞের কথা বর্ণনা করিলেন,  
সে অশ্বা কে ? কি নিমিত্ত কোনস্থলে কোন সময়ে কি প্রকারেই বা তিনি উৎপন্ন হইয়া-  
ছিলেন ? তাঁহার স্বরূপ কেমন ? আর অর্জনাই বা কি প্রকার ? দয়ানিধান ! এই বিশ্ব-  
সংসারে এমন কোনও বিষয় নাই বাহা আপনার অবিস্মিত আছে ; অতএব আপনি  
রূপা করিয়া এই বিষয়ের সমস্ত অমুষ্ঠান বিধি প্রকাশ করিয়া বলুন ॥ ১—২ ॥ এই সঙ্গে  
ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তিও বিস্তাররূপে বলিতে হইবে ; ব্রহ্মন্ ! এই ভুলোক মধ্যে আপনি  
সাক্ষাৎ দেবতা ; অতএব, আমি যে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম ইহা ত অতি সামান্য  
কথা ; বর্ত্তত আপনি এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত তত্ত্বই অবগত আছেন ॥ ৩ ॥ হে পরাশর-

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ত্রয়ো দেবা যুগ্মা ঐশ্বর্যতঃ ।

সৃষ্টিপালনসংহারকারকাঃ সপ্তাশ্বিনী ॥ ৪ ॥

স্বতন্ত্রাস্তে মহাত্মানঃ পারাশর্য্য ! বদস্ব মে ।

আহোশ্বিং পরতন্ত্রাস্তে শ্রোতুমিচ্ছামি সাম্প্রতম্ ॥ ৫ ॥

মৃত্যুধর্ম্মাশ্চ তে নো বা সচ্চিদানন্দরূপিণঃ ।

আধিভূতাদিভিযুক্তা ন বা দুঃখৈস্ত্রিধাত্মকৈঃ ॥ ৬ ॥

কালস্য বশগা নো বা তে সুরেন্দ্রা মহাবলাঃ ।

কথং তে বৈ সমুৎপত্তাঃ কস্মাদিতি চ সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥

হর্ষশোকযুতাস্তে বৈ নিদ্রালস্যসমম্বিতাঃ ।

সপ্তধাতুময়ান্তেষাং দেহাঃ কিং বান্ধবী যুনে ! ॥ ৮ ॥

কৈর্দ্রব্যৈর্নির্ম্মিতাস্তে বৈ কৈগুণৈরিন্দ্রিয়ৈস্তথা ।

ভোগশ্চ কীদৃশস্তেষাং প্রমাণমায়ুষস্তথা ॥ ৯ ॥

তে কিং স্বতন্ত্রা আহোশ্বিং পরতন্ত্রা ইত্যপি পারাশর্য্য ! বদ ॥ ৫ ॥

মৃত্যুধর্ম্মা জীবা বা আহোশ্বিং সচ্চিদানন্দরূপিণস্তে ব্রহ্মাদয়ঃ । তথাধিভৌতিকাদিদৈবিকাদ্যাদ্বিকৈস্ত্রিধাত্মকৈস্ত্রিবিধৈঃ দুঃখৈস্তে যুক্তা অথবা ন যুক্তাঃ ॥ ৬ ॥

ইতি চ সংশয়োহস্তীতি শেষঃ ॥ ৭ ॥

হর্ষশোকযুতাস্তে সন্তি । কিমন্তথা বেতি পাদত্রয়েণ সংবধ্যতে ॥ ৮ ॥

কুলতিলক শুরো ! আমি শুনিয়াছি যে, স্বয়ং ঈশ্বরই সৃষ্টি পালন ও সংহার কার্য্য সাধন করিবার জন্য প্রকৃতির গুণত্রয়কে সমাশ্রয় করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্ররূপে আবির্ভূত হইলেন ; ইহাতে জিজ্ঞাস্ত এই যে, অসীম প্রভাবশালী সেই মহাত্মার কি স্বতন্ত্র ? না কি কাহারও অধীনে থাকিয়া কেবল নিজ নিজ নির্দিষ্টকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন মাত্র ? সম্ভ্রুতি এই বিষয়টী শুনিবার জন্যই আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছে ॥৪—৫॥ সেই মহাবল পরাক্রান্ত সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সাধারণ জীবের ত্রায় মর্ত্যধর্ম্মাবলম্বী অথবা সকলেই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ? আর এক কথা এই যে, তাঁহারা আধিভৌতিক আদিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক প্রভৃতি ত্রিবিধ দুঃখে সমাক্রান্ত হন কি না ? ফলতঃ সেই দেবত্রয় সর্বসংহারক-কালের অধীন কি না এবং তাঁহাদিগের উৎপত্তিই বা কোথা হইতে হইল ? এই সমস্ত বিষয়ে আমার মনে অত্যন্ত সংশয় জন্মিয়াছে । মহর্ষে ! তাঁহারাও কি আমাদের মত হর্ষ শোকের এবং নিদ্রা ও আলস্যের বশীভূত ? আর একটা সন্দেহ এই যে, তাঁহাদিগের দেহ স্তম্ভাসাদি সপ্তধাতুময় অথবা অন্ত প্রকার ? ॥ ৬—৮ ॥ যদি তাঁহাদিগের দেহ পঞ্চভূত-জাত না হয়, তবে তাহা কোন উপাদানে নির্ম্মিত ? আর তাঁহাদিগের ইন্দ্রিয় সকলই বা কোন অনির্লস্টনীয় গুণাশ্রয়ে সৃষ্ট হইল ? যদি অপ্রাকৃত দেহই হয়, তাহা হইলে, সেই

নিবাসস্থানমপ্যেযাং বিভূতিং চ বদস্ব মে ।

শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং ব্রহ্মন্ ! বিস্তরেণ কথামিমাম্ ॥ ১০ ॥

ব্যাস উবাচ ।

দুর্গমঃ প্রশ্নভারোহয়ং কৃতো রাজঃস্বয়াধুনা ।

ব্রহ্মাদীনাম্ সমুৎপত্তিঃ কস্মাদিতি মহামতে ! ॥ ১১ ॥

এতদেব ময়া পূৰ্ব্বং পৃষ্টোহসৌ নারদো মুনিঃ ।

বিস্মিতঃ প্রত্যাবাচেদমুখিতঃ শৃণু ভূপতে ! ॥ ১২ ॥

কস্মিংশ্চ সময়ে চাহং গঙ্গাতীরে স্থিতং মুনিম্ ।

অপশ্যং নারদং শাস্তং সৰ্ব্বজ্ঞং বেদবিত্তমম্ ॥ ১৩ ॥

কৈর্জীব্যিরিতি । তেষাং দেহাঃ পাঞ্চভৌতিকা উত ন ॥ ৯—১০ ॥

ব্রহ্মাদীনামিতি । ইদমুপলক্ষণং জনমেজয়েন কৃতানাং সৰ্ব্বেষাং প্রশ্নানাম্ ॥ ১১ ॥

এতদেবেতি । নহু জনমেজয়প্রশ্না অন্তবিধাঃ কৃতাঃ ব্যাসস্ত নারদং প্রতি প্রশ্নাশ্চ-  
বিধাঃ সন্তি তং কথমুচ্যতে এতদেব ময়েতি চেৎ । এতদেবেত্যশ্চিত্তংসদৃশমিত্যর্থাৎ । যে  
ত্বা প্রশ্নাঃ কৃতান্তংসদৃশা এব প্রশ্না ময়া নারদং প্রতি কৃতান্তেষাং প্রশ্নানাং প্রত্যুত্তরং  
নারদো দত্তবাংস্তেনৈব ত্বংপ্রশ্নানাং সমাধানং ভবিষ্যতি । ন ত্বংপ্রশ্নানাং পৃথক্প্রতিবচনং  
দেয়ং ভবতীতি ভাবঃ । অতএব জনমেজয়েন কৃতপ্রশ্নানাং প্রত্যেকং প্রতিবচনং ব্যাসো  
ন দত্তবানিতি বোধ্যম্ । উক্ত আবির্ভূতো মদগ্রে প্রকটীভূতঃ ॥ ১২ ॥

অপ্রাকৃত দেহে বিষয় সম্ভোগইবা কি প্রকার ? অপিচ তাদৃশ অলৌকিক দেহের জীবন  
কালই বা কতদিন ? ॥ ৯ ॥ ব্রহ্মন্ ! সেই শ্রোতগজ্ঞের বাসস্থান কোথায় এবং তাঁহাদিগের  
ঐশ্বর্যশক্তিই বা কিরূপ ? এই সমস্ত কথা শুনিবার জন্ত আমার স্পৃহা অত্যন্ত বসবতী  
হইয়াছে, আপনি বিস্তার পূৰ্ব্বক উহা আমার নিকট বর্ণনা করুন ॥ ১০ ॥

বেদব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! বৃঝিলাম, তোমার বুদ্ধি অতিশয় হৃদয়ত্বের অহুসঙ্কানে  
প্ররত্ত হইয়াছে ; কেননা, অদ্য তুমি আমার নিকট ব্রহ্মাদির উৎপত্তি এবং তাঁহারা  
সাধারণ জীবের স্তায় জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি কাল ধর্মের অধীন কি না ইত্যাদি বিষয়ে যে সকল  
প্রশ্ন করিলে উহার উত্তর প্রদান করা বড় সহজ ব্যাপার নহে ॥ ১১ ॥ পূর্বে কোন সময়ে  
দেবর্ষি নারদ আমার নিকট আবির্ভূত হওয়ায় আমিও তাঁহার কাছে প্রায় তোমারই প্রশ্ন  
সকলের মত কতকগুলি দুর্লোভ্য বিষয়ের প্রশ্ন করিয়াছিলাম । দেবর্ষি আমার তাদৃশ প্রশ্ন  
শ্রবণে প্রথমতঃ বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছিলেন ; পরে নিজ অপরিমিত জ্ঞানশক্তিপ্রভাবে  
যথামিহিত উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন । মহারাজ ! অদ্য আমি তোমার নিকট আমাদিগের  
সেই গুরু শিষ্য সম্মতিত প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গ বর্ণন করিব ; তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর,  
ইহার দ্বারা তোমার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর সমাধান হইবে ॥ ১২ ॥



দৃষ্টাহং মুদিতো গঙ্গা পাদয়োরপতম্মুনেঃ ।

তেনাজ্জপ্তঃ সমীপেষু সংবিষ্টচ বরাসনে ॥ ১৪ ॥

শ্রদ্ধা কুশলবার্তাং বৈ তমপৃচ্ছং বিধেঃ স্ততম্ ।

নিবিষ্টং জাহ্নবীতীরে নির্জনে সূক্ষ্মবালুকে ॥ ১৫ ॥

মুনেহতিবিততস্তাস্থ ব্রহ্মাণ্ডস্থ মহামতে ! ।

কঃ কৰ্ত্তা পরমঃ প্রোক্তস্তম্মে বৃহি বিধানতঃ ॥ ১৬ ॥

কস্মাদেতৎ সমুৎপন্নং ব্রহ্মাণ্ডং মুনিসত্তম ! ।

অনিত্যং বা তথা নিত্যং তদাচক্ষু দ্বিজোত্তম ! ॥ ১৭ ॥

এককৰ্ত্তৃকমেতন্না বহুকৰ্ত্তৃকমগ্ৰথা ।

অকৰ্ত্তৃকং ন কার্য্যং স্তাদ্বিরোধেহৈয়ং বিভাতি মে ॥ ১৮ ॥

ইতি সন্দেহসন্দোহে মগ্নং মাং তারয়াধুনা ।

বিকল্পকোটিঃ কুর্বাণং সংসারেহগ্নিন্ প্রবিস্তরে ॥ ১৯ ॥

(অতমপি স্মিৎ সংশ্রাপন্নঃ সন্ পুরা স্ব গুণং দেবর্ষিনারদমপৃচ্ছমিতি বিবক্ষুরাহ কস্মিন্চ সময় ইতি ॥ ১৩ ॥

ইদানীং গুরুদর্শনজ্ঞমানন্দহং সূচয়মাহ দৃষ্টাসিতি ॥ ১৪ ॥

প্রকৃতমহস্যত্যাগ শ্রদ্ধা কুশলবার্তানিতি ॥ ১৫ ॥

মুনেহতিবিততস্তেতি । অতিবিস্তৃতস্ত ব্রহ্মাণ্ডস্ত পরমঃ সর্বোপনিবৰ্ত্তি এবভূতঃ কৰ্ত্তা কঃ শাস্ত্রেণ প্রোক্ত ইতি বিধানতঃ শাস্ত্রবিধিমমূলজ্ঞা বৃহীতিভাবঃ ॥ ১৬ ॥

কস্মাদিতি । এতদব্রহ্মাণ্ডং কস্মাৎ সকাশাৎ সজাতং কিঞ্চ এতন্নিত্যং অবিনশ্বরং বা তদপি বৃহীত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥ )

বিরোধোহয়মিতি । কৃতিজগদ্বাভাবে কার্য্যকমেব ন স্তাদিতি বিরোধঃ ॥ ১৮—১৯ ॥

কোন সময় আমি দেখিলাম, বেদবেত্তাগণের অগ্রগণ্য কালত্রয়দর্শী প্রশান্তমূর্ত্তি ভগবান্নারদ জাহ্নবীতটে মোনাবলয়নে উপবিষ্ট রহিয়াছেন । গুরুদেব মোনাবলয়নে থাকিলে আমি দর্শনমাত্র আনন্দভরে নিকটে যাইয়া তাঁহার চরণতলে নিশিত হইলাম; পরে তাঁহার আদেশক্রমে সন্নীপস্থ একটা উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করিলাম । অনন্তর, সেই ব্রহ্মার মানসপুত্র স্ববিপ্রবর গুরুদেবের অপরাপর কুশল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে নির্জনে গঙ্গাতীরস্থ সূক্ষ্ম বালুকাময় আসনে উপবিষ্ট দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ভগবন্ ! এই অতীব বিস্তৃত বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের সর্বসময় কৰ্ত্তা কে ? আমাকে বর্ণনা করিয়া বলুন ॥ ১৩—১৬ ॥

মুনিসত্তম ! এই ব্রহ্মাণ্ড কোথা হইতে সমুৎপন্ন হইল, ইহা কি নিত্য অবিনশ্বর পদার্থ না অনিত্য ? আর এক কথা এই, ইহার কৰ্ত্তা একটা না বহু ? কলভঃ কৰ্ত্তা অবশ্যই আছে, তাহার কারণ, কৰ্ত্তা না থাকিলে যে, কখনই কার্য্যের উৎপত্তি হয় না; ইহা বোধ হয় সাধারণেই স্বীকার করিয়া থাকে । গুরুদেব ! এই স্থবিত্তী-সংসার বিষয়ে

ব্রুবন্তি শঙ্করং কেচিদ্ভাষী কারণকারণম্ ।  
 সদাশিবং মহাদেবং প্রলয়োপভিবর্জিতম্ ॥ ২০ ॥  
 আত্মারামং সুরেশং ত্রিগুণং নির্মলং হরম্ ।  
 সংসারতারকং নিত্যং স্থিতিস্থিত্যন্তকারণম্ ॥ ২১ ॥  
 অন্তে বিষ্ণুং স্তবস্তোত্রং সর্বেষাং প্রভুমীশ্বরম্ ।  
 পরমাত্মানমব্যক্তং সর্বশক্তিসমম্বিতম্ ॥ ২২ ॥  
 ভুক্তিদং মুক্তিদং শান্তং সর্বাদিং সর্বতোমুখম্ ।  
 ব্যাপকং বিশ্বশরণমনাদিনিধনং হরম্ ॥ ২৩ ॥  
 ধাতারং তথা অন্তে ব্রুবন্তি স্থিতিকারণম্ ।  
 তমেব সর্ববেভারং সর্বভূতপ্রবর্তকম্ ॥ ২৪ ॥  
 চতুর্মুখং সুরেশানং নাতিপদ্মভবং বিভূম্ ।  
 অক্ষরং সর্বলোকানাং সত্যলোকনিবাসিনম্ ॥ ২৫ ॥

বা বিকল্পকোটিস্তা অহমুক্তবানিত্যাহ । ব্রুবন্তি শঙ্করমিতি ॥ ২০ ॥

( তন্ত্বেশ্বরেষে হেতুং বর্ণয়দ্বাহায়াসেতি ॥ ২১ ॥

অন্তে বিষ্ণুমিতি ষাভ্যাস প্রতিপাদয়তি বিষ্ণোরীশ্বরত্বমিতি শেষঃ ॥ ২২—২৩ ॥

ধাতারমিতি ষাভ্যাস ॥ ২৪—২৫ ॥

যে সমস্ত কূট সংশয় ছিল সে সমস্তই প্রকাশ করিলাম ; এক্ষণে রূপা বিতরণ পূর্বক এই  
 সমস্ত প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দানে ভীষণ সন্দেহ-সাগরে নিমগ্নপ্রায় শিষ্যকে ত্রাণ করুন ॥১৭-১৯॥  
 এ বিষয়ে আর এক আশ্চর্য্য দেখুন, কতকগুলি পণ্ডিত শঙ্করকেই সর্বকারণ-কারণ  
 পরমেশ্বর মনে করিয়া এইরূপ বলেন যে, সেই সর্বদেবেশ্বর প্রভু মহাদেবই জীব-নিস্তারের  
 হেতুত্ব ; তিনিই উৎপত্তি-প্রলয় বর্জিত সদা মঙ্গলময় আত্মারাম ও গুণত্রয়ের নিয়ন্তা। সর্ব-  
 গাপবিরহিত ভক্তজনের পাণহারী স্থিতি স্থিতি ও লয়ের একমাত্র কারণস্বরূপ ॥ ২০—২১ ॥  
 আবার কোন কোন পণ্ডিতেরা বিষ্ণুকেই সর্বেশ্বর ভাবিয়া এইরূপে স্তব করিয়া থাকেন  
 যে, তিনিই সর্বশক্তিমান পরমাত্মা সকলের প্রভু ও আদ্যপুরুষ ; সেই হারই অম্বমৃত্যু-বিব-  
 র্জিত বিশ্বজীবের তারণকর্তা সর্বব্যাপী সর্বতোমুখ ভক্তজনের ভোগমুক্তিদাতা ॥২২—২৩॥  
 কেহ কেহ চতুর্মুখ ব্রহ্মাকেই সর্বকারণরূপ ঈশ্বর ভাবিয়া এইমত বলেন যে, তিনিই  
 সমস্ত স্থষ্টির কারণ ; সুতরাং তিনিই এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের বিধানকর্তা, সর্বকর্তার প্রবর্তক  
 সর্বজ্ঞ । ব্রহ্মাই পরম কারণ স্বরূপ কোন অনির্দিষ্টকালীয় অব্যক্ত অনন্ত শক্তির নাতিপন্ন  
 হইতে আবির্ভূত ; অর্থাৎ অপর কেহ তাঁহার পিতা মাতা নাই । বিশেষতঃ তাঁহার ব্যক্তি  
 সর্বলোকোপরি সত্যলোকে ; অতএব তিনিই লোক সমূহের উৎপাদয়িতা এবং সমস্ত

দিনেশং প্রবদন্ত্যন্তে সর্বেষাং বেদবাদিনঃ ।

স্ববন্তি চৈব গায়ন্তি সায়ম্প্রাতরতস্ক্রিতাঃ ॥ ২৬ ॥

যজন্তি চ তথা যজ্ঞে বাসবঞ্চ শতক্রতুম্ ।

সহস্রাঞ্চ দেবদেবং সর্বেষাং প্রভুমুদ্রণম্ ॥ ২৭ ॥

যজ্ঞাধীশং হুবাধীশং ত্রিলোকেশং শচীপতিম্ ।

যজ্ঞানাক্ষৈব ভোক্তারং সোমপং সোমপপ্রিয়ম্ ॥ ২৮ ॥

বরুণঞ্চ তথা সোমং পাবকং পবনুস্তথা ।

যমং কুবেরং ধনদং গণাধীশং তথা পুরে ॥ ২৯ ॥

হেরমং গজবক্রঞ্চ সর্বকার্য্যপ্রসাধকম্ ।

অরুণাং সিদ্ধিদং কার্য্যকামদং কামগং পরম্ ॥ ৩০ ॥

ভবানীং কেচনাচার্য্যাঃ প্রবদন্ত্যখিলার্থদাম্ ।

আদিমায়াং মহাশক্তিং প্রকৃতিং পুরুষানুগাম্ ॥ ৩১ ॥

দিনেশমিতি । অতস্ক্রিতা আগস্তাদিবর্জিতাঃ ॥ ২৬ ॥

শতক্রতুং শতাধমেধযাজিনং বাসবমিহম্ ॥ ২৭—২৮ ॥

ভিন্নরুচিহ্নাং হুর্মলসাধকৈঃ পরমেধরবিভূতিরূপা বরুণাদয়োদিগীশা অপীজান্তে অত  
আহ বরুণমিতিরাভ্যাম্ ॥ ২৬—৩০ ॥

দেবগণেরও ঈশ্বর ॥ ২৪—২৫ ॥ আবার অপর বেদবাদী পণ্ডিতগণ দিনপতিকেই সর্বেশ্বর বলিয়া কীৰ্ত্তন করেন ; অতএব তাঁহারা সায়ং সন্ধ্যা ও প্রাতঃসন্ধ্যা সময়ে অতস্ক্রিতভাবে বেদোক্ত মন্ত্রসমূহ উচ্চারণ পূর্ব্বক তাঁহাদেরই স্তুতি গান করিয়া থাকেন ॥ ২৬ ॥ কোন কোন ঋষি যজ্ঞাদির অমুষ্ঠান পূর্ব্বক দেবরাজ বাসবের অর্চনা করেন । তাঁহারা এই কথা বলেন যে, ইন্দ্রই সমস্ত দেবগণের দেবতাস্বরূপ ; তিনি একশত অশ্বমেধ যজ্ঞের অমুষ্ঠাতা, সকল জীবের নিগ্রহাহুগ্রহে সমর্থ । তিনিই সর্কাপেক্ষা সমধিক পরাক্রান্ত ; তিনি সহস্র লোচন, সমস্ত দেবের অধীশ্বর ; অতএব সেই শচীপতিই এই লোকত্রয়ের নিয়ন্তা ও সর্ব্ব যজ্ঞের আরাধ্য ঈশ্বর । তিনি স্বয়ং সোমপানে নিরত এবং সোমপায়িগণই তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ; হুতরাং তিনিই একমাত্র যজ্ঞভোক্তা ॥ ২৭—২৮ ॥ এইরূপে মানবগণ নিজ নিজ অভিরুচি অনুসারে কেহ বরুণ, কেহ সোম, কেহ হতাশন, কেহ পবন, কেহ যম, কেহ বা সর্ব্বধনের অধীশ্বর কুবেরের, কোন কোন মহাত্মা যিনি স্তুতিমাত্রে সমস্ত কার্য্যের সিদ্ধি প্রদান করেন এবং যিনি স্বয়ং সর্ব্বকামনার পরপারগত হইয়াও ভক্তজনের সমস্ত কামনা পূরণ করিয়া থাকেন সেই সর্ব্বকার্য্যপ্রসাধক গজেন্দ্রবদন গণপতির আরাধনায় নিরত হইলেন ॥ ২৯—৩০ ॥

পবন. কতকগুলি জ্ঞান বিজ্ঞানসম্পন্ন আচার্য্য এইরূপ বলেন যে, যিনি পরব্রহ্মের সহিত

ব্রহ্মৈকতাসমাপন্নাঃ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণীম্ ।

মাতরং সৰ্বভূতানাং দেবতানাং তথৈব চ ॥ ৩২ ॥

অনাদিনিধনাং পূর্ণাং ব্যাপিকাং সৰ্বজন্তুযু ।

ঈশ্বরীং সৰ্বলোকানাং নিষ্ঠুগাং সগুণাং শিবাম্ ॥ ৩৩ ॥

বৈষ্ণবীং শাক্তরীং ব্রাহ্মীং বাসবীং বারুণীন্তথ্যু ।

বারাহীং নারসিংহীঞ্চ মহালক্ষ্মীং তথাঙ্কুতাম্ ॥ ৩৪ ॥

বেদমাতরমেকাঞ্চ বিদ্যাং ভবতরোঃ স্থিরাম্ ।

সৰ্বভূতখনিহস্ত্রীঞ্চ স্মরণাং সৰ্বকামদাম্ ॥ ৩৫ ॥

মোকদাঞ্চ মুহুরীং কামদাঞ্চ ফলার্থিনাম্ ।

ত্রিগুণাতীরুপাঞ্চ গুণবিস্তারকারকাম্ ॥ ৩৬ ॥

নিষ্ঠুগাং সগুণাং তস্মাত্তাং ধ্যায়ন্তি ফলার্থিনঃ ।

নিরঞ্জনং নিরাকারং নির্লেপং নিষ্ঠুগং কিল ॥ ৩৭ ॥

ইদানীং আদ্যাশক্তের্হাদেব্যা ভগবত্যা এব ষড়্ভিঃ শ্রোতৈর্বেক্ষ্যাদিবাষ্টিরূপৈস্তথা  
মায়াশবলিতপরব্রহ্মায়কসমষ্টিরূপেণ সৰ্বগুণোপাধিবজ্জিতসক্তিংস্বত্বস্বরূপেণ চ সৰ্বৈশ্বর্য-  
শক্তিমন্তঃ সিতরাং সৰ্বতোমুখপ্রভুত্বং সৰ্ব্বারাধ্যত্বং চ প্রতিপাদয়রাহ ভবানীতি । কেচন  
অতিবিরলাস্তে যে আচার্য্যা ভবানীং অধিলার্থদাং প্রবদন্তীতি ভাবঃ ॥ ৩১—৩৬ ॥

অভিন্নরূপিণী সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের অধিতীয় কারণস্বরূপা, দেবতা প্রভৃতি সমস্ত প্রাণিগণের  
জননী, জন্মমৃত্যু বিরহিতা এবং যিনি এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৰ্বত্র ব্যাপিয়া সৰ্বপ্রাণীতে  
অবস্থিতি করিতেছেন সেই সগুণ নিষ্ঠুগরূপা পরম-মঙ্গলময়ী সৰ্বলোকেশ্বরী মহাশক্তি আদি  
মায়া ভবদ্বারাই ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ প্রভৃতি অধিলার্থের প্রদাত্রী, অতএব তিনিই সৰ্বতো-  
ভাবে সৰ্ব জীবের আরাধ্যা ॥ ৩১—৩৩ ॥ সেই মহাশক্তিই বৈষ্ণবী, শঙ্করমোহিনী বাসবী,  
বারুণী, বারাহী, নারসিংহী, মহালক্ষ্মী ও অধিতীয়া বেদমাতা প্রভৃতি অনন্ত মূর্ত্তি ধারণ করেন ;  
বস্ত্ত সেই ব্রহ্মবিদ্যারূপিণীই যে, এই ভবসংসার-মহীকূলের একমাত্র নিশ্চল মূলস্বরূপা  
তাহাতে আর সংশয় নাই। তিনি স্মরণমাত্রেই ভক্তজনের অনন্ত হৃৎ রাসি ধ্বংস করিয়া  
সৰ্ব কামনা পূরণ করিয়া থাকেন ॥ ৩৪—৩৫ ॥ পরন্তু, বাহাদিগের অন্তরে ইহলোকে পার্থক্য  
বিষয় ভোগ আর পরলোকে স্বর্গভোগাদি ভূরি ভূরি বাসনা সকল জ্ঞান্ধ্যমানরূপে নিহিত  
থাকে, তিনি তাদৃশ হৃৎকল প্রকৃতি সকাম-সাধকদিগকেই কেবল কণ্ঠভর অনিত্য ফল দিয়া  
ভুলাইয়া রাখেন ; আর নিকামান্তঃকরণ প্রবলাধিকারী মুমুক্শুদিগকে একমাত্র সক্তিং  
স্বত্বস্বরূপ অক্ষর মোক্ষতত্ত্বই প্রদান করিয়া থাকেন । আর এক কথা এই, তিনি স্বয়ং  
ত্রিগুণের অতীত হইরাও নিজপ্রভাবে ব্যাংবার এই গুণময় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তার  
করেন ; সেই জন্ত নিকাম যোগেজ পুরুষেরাই কেবল তাঁহার সেই গুণোপাধিবজ্জিত কৈবল্য-

অরুপং ব্যাপকং ব্রহ্ম প্রবদন্তি মুনীশ্বর্যঃ ।

বেদোপনিষদি প্রোক্তিস্তে জোময় ইতি কচিৎ ॥ ৩৮ ॥

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রনয়নস্তথা ।

সহস্রকরকণ্ঠঃ সহস্রাশ্রয়ঃ সহস্রপাৎ ॥ ৩৯ ॥

বিষ্ণোঃ পাদমথাকাশং পরমং সমুদাহৃতম্ ।

বিরাজং বিরজং শাস্তং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ৪০ ॥

পুরুষোত্তমং তথা চান্দ্রে প্রবদন্তি পুরাবিদঃ ।

নৈকোপীতি বদন্ত্যন্ত্রে প্রভুরীশঃ কদাচন ॥ ৪১ ॥

অনীশ্বরমিদং সর্বং ব্রহ্মাণ্ডমিতি কোহনু ।

ন কদাপীশজ্ঞং যজ্ঞগদেতদচিস্তিতম্ ॥ ৪২ ॥

বেদান্তমতমাহ । নিরঞ্জনমিতি ॥ ৩৭—৩৮ ॥

বিরাট্‌স্বরূপবাদিমতমাহ । সহস্রশীর্ষেতি ॥ ৩৯—৪০ ॥

অনেকেশ্বরবাদিমতমাহ । নৈকোপীতি গৃহপ্রাসাদাদিবিচিত্রং কার্যমনেককর্তৃকং দৃষ্টং তথেষৎ জগৎ কার্যমপ্যনেককর্তৃকমেবেতি ভাবঃ ॥ ৪১ ॥

অনীশ্বরং স্বভাবাদেবেদং জগৎভূত্বিতি কেয়াকিমতমাহ । অনীশ্বরমিতি তদ্ব্যতসাধক-মাহ । ন কদাপীশজ্ঞমিতি । যদীদং জগদীশজ্ঞং ত্র্যাম্বাচিস্তিতমনির্লচনীযং কিমিতি ত্র্যম্বাহি কৃণালকর্তৃকো যটোহনির্লচনীয়োহস্তি তদ্ব্যদচিস্তিততদ্বাদনির্লচনীযত্বাৎ স্বভাবাদেব জ্ঞং নদীশজ্ঞমিত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

ভাবের ধ্যানে নিরত থাকেন । ফলতঃ কর্মফলাসক্ত সকামীরাই তাঁহার কার্যময় হুল মূর্তি সকলের ভাবনা করে । পরন্তু, বেদান্ততত্ত্বাভিজ্ঞ পরমজ্ঞানী মুনীশ্বরগণ তাঁহাকে নির্লচনার নিরাকার নিরঞ্জন সমস্ত রূপ ও গুণাদিধর্মবর্জিত সর্বব্যাপক পরব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন ; আবার বেদ ও উপনিষদ্ সকলের মধ্যে কোন কোন স্থানে তিনি শুদ্ধ তেজোময় রূপেই পরিণীত হইয়াছেন ॥ ৩৮—৩৮ ॥ অপিচ কোন কোন মনীষী পুরুষেরা তাঁহাকে অনন্ত মতক অনন্ত চক্ষুঃ অনন্ত শ্রুতি, অনন্ত বাক্য, অনন্ত পদ, সর্বপাপ-পরিশুভ-বিরাটপুরুষ বলিয়া কীর্তন করেন । তাঁহারা আকাশকেই বিষ্ণুর পরম-পদ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন ॥ ৩৯—৪০ ॥ অপরাপর পুরাণ তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ তাঁহাকে পুরুষোত্তম বলিয়া বর্ণনা করেন । কতকগুলি ব্রহ্মদশী অজ্ঞ এইরূপ বলে যে, এতাদৃশ বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড কি কখনও একটি মাত্র ঈশ্বর সৃষ্টি করিতে পারেন ? (বস্তুতঃ গৃহ অট্টালিকাাদি নির্মাণের জায় ইহাতেও অনেকগুলি কর্ত্তা আছেন ॥ ৪১ ॥) আবার কতকগুলি নিরীশ্বরবাদী ভ্রমাত্মা শাশ্বৎ এই কথা বলে যে, বুদ্ধির অগম্য এই অচিস্তিত অনন্ত জগৎ যে, কোথাকার একজন ঈশ্বর আদিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এরূপ অসম্ভাবিত কখনই হইতে পারে না ; ফলতঃ এ ব্রহ্মাণ্ডের নির্দিষ্টকর্ত্তা

সদৈবেদমনীশঞ্চ স্বভাবোৎসাহঃ সদেদৃশম্ ।

অকর্তাসৌ পুমান্ প্রোক্তঃ প্রকৃতিস্ত তথা চ সা ॥ ৪৩ ॥

এবং বদন্তি সাংখ্যাশ্চ মুনয়ঃ কপিলাদয়ঃ ।

এতে সন্দেহসন্দোহাঃ প্রভবন্তি তথাপরে ॥ ৪৪ ॥

বিকল্পোপহতং চেতঃ কিং করোমি মুনীশ্বর ! ।

ধর্মাধর্মবিবক্ষায়াং ন মনো মে স্থিরং ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥

কো ধর্মঃ কীদৃশো ধর্মশ্চিহ্নং নৈবোপলভ্যতে ।

দেবাঃ সত্ত্বগুণোৎপন্নাস্ত্যস্যধর্মব্যবস্থিতাঃ ॥ ৪৬ ॥

পীড়্যন্তে দানবৈ পাটৈঃ কুত্র ধর্মব্যবস্থিতিঃ ।

ধর্মস্থিতাঃ সদাচারীঃ পাণ্ডবা মম বংশজাঃ ॥ ৪৭ ॥

সাধ্যামতস্ত্রাহ । অকর্তেতি । তথাচ সেনি । কত্রীতার্থঃ ॥ ৪৩—৪৫ ॥

যত্র কল্যাণং তিষ্ঠতীতি ধর্মশ্চ কল্যাণং চিহ্নং জ্ঞেয়মিতি চেত্তত্রাহ দেবাঃ সত্ত্বগুণোৎপন্না ইতি ॥ ৪৬ ॥

ধর্মিষ্ঠানাং দেবানাং মম বংশজানাং পাণ্ডবানাঞ্চ ধর্মিষ্ঠত্বপাকল্যাণোপহতত্বাদিত্যত্র কল্যাণং তত্র ধর্মতিষ্ঠতীত্যত্র ব্যাপ্ত্যভাবান ধর্মচিহ্নং জ্ঞাতুং শক্যত ইতি ভাবঃ ॥ ৪৭ ॥

কেহই নহে ॥ ৪২ ॥ কর্তা না থাকিলেও এই জগৎ স্বভাব হইতে উৎপন্ন হইয়া অনাদিকাল হইতে এক মাত্র স্বভাব দ্বারাই পরিচালিত হইতেছে । আবার সাধ্যমতালম্বীরা বলেন যে, পুরুষ চৈতন্যরূপ হইলেও জগতের প্রতি তাঁহার কোন কর্তৃত্ব নাই ; অতএব সেই একমাত্র জিগুগমরী প্রকৃতিই এই ব্রহ্মাণ্ডের উৎপাদনকর্ত্রী ॥ ৪৩ ॥

প্রভো ! আপনি সমাধিনিষ্ঠ যোগীদিগেরও পরমারাধ্য, এই জন্ত আপনার নিকট সাধ্যার্থ্য মহামুনি কপিল ও তাঁহার শিষ্য পরম্পরার উক্তি এবং অপরাপর বাদীদিগেরও মত সকল ব্যক্ত করিলাম ; আমার অন্তরে সন্দেহই এই সমস্ত নানাপ্রকার সন্দেহ রাশি সমুদিত হইতেছে । অবিক কি এই সমস্ত সংশয়জালে জড়িত হইয়া আমার চিত্ত এতদূর উপহত হইয়াছে যে, আমি এ বিষয়ে কি করিব স্থির করিতে পারিতেছি না ; বস্তুত ধর্মাধর্মবিবক্ষা বিষয়ে আমার মন কিছুতেই স্থির হইতেছে না ॥ ৪৪—৪৫ ॥ ধর্ম কি আর অধর্মই বা কি তাহার কোন লক্ষণেরই উপলব্ধি হয় না ; কেননা, দেখুন, দেবগণ সকলেই সত্ত্বগুণে সমুৎপন্ন এবং সর্গদাই সত্যধর্মে নিরত ; তথাপি পাণ্ডবা ছর্তুত দানবগণ কর্তৃক প্রায়ই মধ্যে মধ্যে প্রণীড়িত হইয়া থাকেন ; ইহাতে কি করিয়া ধর্মের স্থায়িত্ব বিশ্বাস করিব ? আরও একটা দেখুন, আমার পূর্বপুরুষ সদাচারসম্পন্ন মহাত্মা পাণ্ডবেরা নিরত ধর্মপথে থাকিয়াও অশেষ-রক্তশরাশি ভোগ করিয়াছেন, এমন স্থলে ধর্মের কি মর্যাদা রহিল? অতএব হে গুরো ! এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া আমার মন সংশয় হ্রদে

দুঃখং বহুবিধং প্রাপ্তাস্তত্র ধৰ্ম্মস্ত্র কা স্থিতিঃ ।

অতো মে হৃদয়ং তাত ! বেপতেহতীবসংশয়ে ॥ ৪৮ ॥

কুরু মেহসংশয়ক্ষেতঃ সমর্থোহসি মহামুনে ! ।

ত্রাহি সংসারবার্দ্ধক্যং জ্ঞানপোতেন মাং যুনে ! ॥ ৪৯ ॥

মজ্জন্তুং চোৎপতন্তুঞ্চ ময়ং মোহঙ্কলাবিলে ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণেষ্টিদশসাহস্রাংসংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে

জনমেজয়প্রশ্নে প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দুঃখং বহুবিধমিতি । ধৰ্ম্মপরায়াণা অপি মম বংশজাঃ পাণ্ডবা দুঃখং প্রাপ্তাস্তেতত্ত্ব  
ধৰ্ম্মস্ত্র স্থিতিঃ মৰ্যাদা কা অতো হৃদয়ং মে বেপতে কম্পিতং এতদ্ধৰ্ম্মগতিকং সমালোচ্যোতি  
ভাবঃ ॥ ৪৮—৫০ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

নিমগ্ন হইয়া নিতান্ত কম্পিত হইতেছে ॥ ৪৬—৪৮ ॥ প্রভো ! আপনি মননশীল (ধাননিষ্ঠ)  
ঋষিদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য, আপনার কিছুই অসাধ্য নাই ; অতএব আমার মনের সংশয়  
বিদূরিত করুন । গুরুদেব ! আমি এই মোহসলিল কলুষময় অজ্ঞান হ্রদে নিরন্তর উন্মজ্জিত  
নিমজ্জিত হইতেছি ; দয়াময় ! কৃপাবিতরণ পূৰ্ব্বক বিজ্ঞানতরঙ্গী দানে আমার এই ভীষণ  
সংসার বারিধি হইতে পরিত্রাণ করুন ॥ ৪৯—৫০ ॥

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকান্বক

মহাপুরাণ শ্রীদেবীভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে জনমেজয়প্রশ্ন

নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

যদ্বয়া চ মহাবাহো ! পৃষ্ঠৌহং কুরুসত্তম ! ।

তান্ প্রশ্নান্নারদঃ প্রাহ ময়া পৃষ্ঠৌ মুনীশ্বরঃ ॥ ১ ॥

নারদ উবাচ ।

বাস ! কিংতে ববীম্যদ্য পুরায়ং সংশয়ো মম ।

উৎপন্নো হৃদয়েইত্যর্থং সন্দেহাসারপীড়িতঃ ॥ ২ ॥

গত্বাহং পিতরং স্থানে ব্রহ্মাণমমিতৌজসম্ ।

অপৃচ্ছং যদ্বয়া পৃষ্ঠং ব্যাসাদ্য প্রশ্নমুত্তমম্ ॥ ৩ ॥

চত্বারিংশচ্ছোকবৈষ্ণবধর্মোক্তাধিকৈরথ ।

বিমানেন গতিবৃদ্ধাদীনামিহ তু কথ্যতে ॥

যদ্ব্যপ্যেতি । হে মহাবাহো ! যদ্ব্যাহং পৃষ্ঠৌ যান্ যান্ প্রশ্নান্ ত্বং মাং প্রত্যকার্ষীত্বান্ সর্গা প্রশ্নান্ মুনীশ্বরো নারদো ময়া পৃষ্ঠৌ নারদম্প্রতি তান্ সর্গান্ প্রশ্নান্ভ্যাংচ প্রশ্নান্ কৃতবানি তার্থঃ । অত্র বাস উবাচেত্যত উত্তরং যদ্ব্যাহং চেত্যতঃ পূর্বমেবাদিশ্লোকো দাক্ষিণাত্যপাঠে সত্ত্ব পরস্ত সোহপপাঠঃ । সঙ্গত্যাগ্রাহংপুনরুক্তিদোষাক্ষ গোড়পাঠে প্রাচীনপুস্তকেষু চ তেষা মহাপলম্ভাচ্চ ॥ ১ ॥

ততস্তত্ত্বত্তরং নারদঃ কিমুবাচ তদাহ । বাস কিমন্তে ইতি । সন্দেহাসারেণ সন্দেহহার সম্পাদিতেন ॥ ২ ॥

অদ্য যদ্ব্যাহং পৃষ্ঠং প্রশ্নমপৃচ্ছমিত্যর্থঃ । অদ্য যদ্ব্যাহং পৃষ্ঠং প্রশ্নস্তথাবিধমন্তং প্রশ্নং ব্রহ্মাণ্ অত্যাহুতবাংস্তংপ্রত্যুত্তরং যদেব ব্রহ্মাণ্ প্রাহ তদেব ত্বংপ্রশ্নানাং প্রতিবচনং ভবিষ্যতীতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

বেদব্যাস কহিলেন, হে মহাবাহো কুরুসত্তম ! তুমি আমার যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, পুনে আমিও এইমত প্রশ্ন করায় মুনীশ্বর দেবর্ষি নারদ যেরূপ উত্তর দিয়াছিলেন বলিতেছি প্রবণ কর ॥ ১ ॥ নারদ কহিলেন, বেদব্যাস ! পূর্বে যখন, আমারই অন্তরে এইরূপ প্রশ্ন দংশয়জাল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তোমার আর কি বলিব । বস্তুত এক্ষণে, তুমি আমার নিকট যে উৎকৃষ্ট প্রশ্ন উত্থাপন করিলে, পূর্বে আমিও এইরূপ ধারারাহিক সন্দেহ তারে আক্রান্ত-হৃদয় হইয়া নিজ পিতা অসীম-প্রভাব প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট যাইয় প্রশ্ন করিয়াছিলাম । ( তৎকালে যে সকল কথা উত্থাপিত হইয়াছিল বলিতেছি প্রবণ কর ॥ ২-৩ ॥ )



পিতঃ কুতঃ সমুৎপন্নঃ ব্রহ্মাণ্ডমখিলং বিভো ! ।  
 ভবৎকৃতেন বা সম্যক্ কিং বা বিষ্ণুকৃতং স্থিদম্ ॥ ৪ ॥  
 রুদ্রকৃতং বা বিশ্বাত্মনৃ ! ব্রুহি সত্যং জগৎপতে ! ।  
 আরাধনীয়ঃ কঃ কামং সর্কোংকৃষ্টশ্চ কঃ প্রভুঃ ॥ ৫ ॥  
 তৎ সর্কং বদ মে ব্রহ্মন্ ! সন্দেহাংশ্চিহ্নি চানঘ ! ।  
 নিমগ্নো হুশ্মি সংসারি ছুঃখরূপেহনৃতোপমে ॥ ৬ ॥  
 সন্দেহান্দোলিতং চেতো ন প্রশাম্যতি কুত্রচিৎ ।  
 ন তীর্থেষু ন দেবেষু সাধনেন্ষিতরেষু চ ॥ ৭ ॥  
 অবিজ্ঞায় পরং তত্ত্বং কুতঃ শান্তিঃ পরন্তপ ! ।  
 বিকীর্ণং বহুধা চিত্তং নৈকত্র স্থিরতাং ব্রজেৎ ॥ ৮ ॥  
 কং স্মরামি যজে কং বা কং ব্রজাম্যর্চয়ামি কন্ম ।  
 স্তোমি কং নাভিজানামি দেবং সর্বৈশ্বরৈশ্চরম্ ॥ ৯ ॥

ভবৎকৃতেন ভবদ্বাপাবোধেত্যর্থঃ । অস্তোৎপন্নমিতি শেষঃ ॥ ৪ ॥

আরাধনীয়ঃ পূজ্যঃ সর্কদেবেষুকৃষ্টঃ সর্কোংকৃষ্টশ্চ কঃ ॥ ৫—৬ ॥

( সংশয়ক্লিষ্টভ্রাতৃদ্বয়ঃ বেদং বিজ্ঞাপয়ন্ত্যাহ তৎসর্কমিতি । অনুরোপমে ইজ্জালবদলীকে  
 ংসারে ইত্যর্থঃ । ইতরেষু কেষপি চেতো ন প্রশাম্যতীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

অশান্তিহেতুমাহাবিজ্ঞায়তি ॥ ৮ ॥

অজ্ঞানলক্ষণং নির্দিষ্টয়াহ কং স্মরামিতি ॥ ৯ ॥

পিতঃ ! আপনি বিশ্বব্যাপক ; আপনিই সমস্ত জগতের অধীশ্বর । এইজন্ত আপনার  
 নৈকট্য একটা প্রশ্ন করিতেছি, উত্তর দানে কৃতার্থ করুন ! এই অখিল সংসারের সৃষ্টি কি  
 আপনিই সমগ্ররূপে করিয়াছেন ? অথবা বিষ্ণু বা মহাদেব করিয়াছেন ? ঈদৃশ, অখিল  
 জ্ঞাও-কোথা হইতে উৎপন্ন হইল বলকথা এই যে, এই জগতের মধ্যে সর্কারাধ্য কে ?  
 সর্কতোমুখী প্রভুতা কাহার হস্তে ? ॥ ৪—৫ ॥

ব্রহ্মন্ ! আমি মিথ্যাময় দুঃখজালজড়িত সংসার-সাগরে ক্রমশ নিমগ্ন হইতেছি ; আমার  
 চিত্ত নিরন্তর সন্দেহ তরঙ্গে আন্দোলিত হইতেছে ; সেইজন্ত সে, সাধন বা কোন তীর্থে কি  
 কোন দেবতায় বা অপর কোন বিষয়ে কিছুতেই প্রশান্ত হইতেছে না ; অতএব, আপনিই  
 এই বিষয়ের বথাবিহিত উত্তর দিয়া আমার সন্দেহ অপনয়ন করুন ॥ ৬—৭ ॥

প্রভো ! কামক্রোধাদি শত্রুগণ সমস্তই আপনার করায়ত্ত স্মৃত্যং জগতের কোন তথ্যই  
 আপনার অবিদিত নাই । বলতঃ যে ব্যক্তি ইহ সংসারে জন্মগরিগ্রহ করিয়া পরমতথ্য  
 জানিতে পারে নাই, তাহার আর শান্তি কোথায় ? অনন্ত বিষয়ব্যাপারে বিক্ষিপ্তচিত্ত কি  
 ——— শান্তি লাভ করিতে পারে ? ॥ ৮ ॥ এই জগতে বাহারা ঈশ্বর বলিয়া সিজ্ঞত তাহা-

ততো মাং প্রভুবাচেনং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।

ময়া সত্যবতীসুনো ! কৃতে প্রপ্নে হুত্বতরে ॥ ১০ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

কিং ব্রবীমি হুতাদ্যাং দুর্ভোধ্যং প্রশ্নমুত্তমম্ ।

দ্বয়াশক্যং মহাভাগ ! বিষ্ণোরপি স্তুনিশ্চয়াং ॥ ১১ ॥

রাগী কোহপি ন জানাতি সংসারেহস্মিন্মহামতে ! ।

বিরক্তশ্চ বিজানাতি নিরীহো যো বিমৎসরঃ ॥ ১২ ॥

একার্ণবে পুরা জাতে নষ্টে স্বাবরজঙ্গমে ।

ভূতমাত্রেঃ সমুৎপন্নে সঞ্জজ্ঞে কমলাদহম্ ॥ ১৩ ॥

ততো মামিতি । ততঃ মদীয়সংশয়লকপ্রশ্নানাকর্ণোতার্থঃ ॥ ১০ ॥) হে সূত ! যদ্য কৃতং দুর্ভোধ্যং প্রশ্নং কিং ব্রবীমি বিষ্ণোরপি নিশ্চয়ানুকূলক্যং ভবতীভাষয়ঃ ॥ ১১ ॥

এতত্ত জ্ঞাতা রাগী বহিমুখঃ কোহপি নাস্তি কিন্তু যোহুত্তমুখো জ্ঞানী স এব জানাতি । তথাচ ক্রুতিঃ তে ধ্যানযোগাভ্যুগতা অপশ্চন্ দেবান্বয়শক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়ামিতি ॥ ১২ ॥

তত্র বিষ্ণুদিভিরপ্যজ্ঞয়েষে পূর্ব্বকথামাহ । একার্ণবে ইতি । নষ্টে স্বাবরজঙ্গমে সতি প্রলয়কালেহনন্তরমাশ্রয় আকাশঃ স্ফুট ইত্যেবংরীত্যা ভূতমাত্রে পঞ্চমহাভূতমাত্রেহস্ত-পদার্থরহিতে উৎপন্নে সতি তদানীমহং কমলাজ্জ্ঞে উৎপন্নঃ ॥ ১৩ ॥

দ্বিগের সর্বোপরি পরমেশ্বর কে ? তাহা অদ্যাপি বিশেষরূপে জানিতে পারিলাম না ; অতএব, আমি যে সর্বোপাধ্য জ্ঞানে কাহার নিকট বাইয়া কাহাকে স্মরণ করিব বা কাহার অর্জনা করিয়া কাহার স্তুতিপাঠে নিরত হইব, তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না ॥ ৯ ॥ হে সত্যবতীতনয় ! আমি এইরূপ নিতান্ত দুস্তর-বিষয়ের প্রশ্ন করিলে, লোকপিতামহ ব্রহ্মা বাহা উত্তর করিয়াছিলেন, বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ১০ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, পুত্র ! অদ্য তুমি আমার নিকট যে প্রকার দুর্ভোধ্য উৎকট বিষয়ের প্রশ্ন করিলে, ইহার উত্তর আমি কি করিব ? বোধ হয় ভগবান্ বিষ্ণুও এ বিষয় নিশ্চয়রূপে বলিতে সমর্থ নহেন ॥ ১১ ॥ হে মহামতে ! তুমি ইহা স্থির জানিও যে, এই অখিল সংসার মধ্যে ভোগাসক্ত ব্যক্তি মাত্রেই ইহা অবগত নহে ; তবে, বাঁহারা সমস্ত বিষয়ে একেবারে ঘিরত হইয়াছেন, তাদৃশ নির্ভ্রংসর নিরীহ মহাত্মাদিগের কিছুই অবদিত নাই ॥ ১২ ॥ পূর্ব্ব (দৈনন্দিন-প্রলয়ে) এই সমস্ত স্বাবর-জঙ্গমের বস্ত্রজাত প্রকৃতিগর্ভে বিলীন হইলে পর, সেই একার্ণব সময়ে (পুনঃ সৃষ্টির উপক্রমে) আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতমাত্র উৎপন্ন হইলে, আমি ভগবান্ বিষ্ণুর নাভিসরোজ হইতে আবির্ভূত হইলাম ॥ ১৩ ॥ তৎকালে আমি, চক্ষু কি স্বর্ঘ্য বা বৃক্ষ পর্ব্বতাদি কিছুই দেখিতে পাইলাম না ; চতুর্দিক শূন্য দেখিয়া অগত্যা সেই নাভিপদ্মের কর্ণিকা মধ্যে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম ॥ ১৪ ॥

\* কমলামাত্র ইতি বা পাঠঃ ।

নাপশ্যং তরণিং সোমং ন বৃক্ষান চ পৰ্ব্বতান্ ।  
 কণিকায়্যং সমাবিষ্টশ্চিস্তামকরবং তদা ॥ ১৪ ॥  
 কস্মাদঙ্কঃ সমুদ্ভূতঃ সলিলেহস্মিন্মহার্ণবে ।  
 কো মে ত্রাতা প্রভুঃ কৰ্ত্তা সংহৰ্ত্তা বা যুগাত্যয়ে ॥ ১৫ ॥  
 ন চ ভূৰ্বিদ্যতে স্পষ্টা যদাধারং জলস্থিতম্ ।  
 পঙ্কজং কথমুৎপন্নং প্রসিদ্ধং রুঢ়িযোগয়োঃ ॥ ১৬ ॥  
 পশ্চাম্যাদ্যাস্ত পঙ্কং তং মূলং বৈ পঙ্কজস্য চ ।  
 ভবিষ্যতি ধরা তত্র মূলং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ১৭ ॥  
 উত্তরন্ সলিলে তত্র যাবদ্বর্ষসহস্রকম্ ।  
 অশ্বেষমাণো ধরণীং নাবাপং তং বিনীতদা ॥ ১৮ ॥  
 তপস্তপেতি চাকাশে বাগভূদশরীরিণী ।  
 ততো ময়া তপস্তপ্তং পদে বর্ষসহস্রকম্ ॥ ১৯ ॥

( তরণিং সূর্য্যম্ ॥ ১৪ ॥

কস্মাদিতি । যুগাত্যয়ে প্রায়কালে ॥ ১৫ ॥ )

পঙ্কজং হি পঙ্কজাতম্ । পঙ্কজত্ব নাস্তি ততঃ পঙ্কজং কথমুৎপন্নম্ ॥ ১৬ ॥

মা দৃষ্টতামত্র পঙ্কজখণি কার্যেণ পঙ্কজেন কারণস্ত পঙ্কজামুমানাদন্ত্যাব । স কূজ-  
 চিদিতি নিশ্চিন্ত্য তং পঙ্কং পশ্চামীতি নিশ্চয়ং কৃতবানিত্যাহ । পশ্চামীতি । পঙ্কজখণি  
 ধরা মূলং সাপি তত্র স্তাদিতি পঙ্কজেষণেন ধরাপি প্রাপ্তা ভবেদिति ভাবঃ ॥ ১৭ ॥

নাবাপং তাং ধরণীং তং পঙ্কজং নাবাপং ন প্রাপ্তবানহম্ ॥ ১৮ ॥

এই জলস্রব মহার্ণব মধ্যে আমি কোথা হইতে কিজন্তাই বা উৎপন্ন হইলাম ? কে আমার  
 সৃষ্টি করিল ? এই বিবম সঙ্কটস্থলে কে আমার রক্ষা করিবে ? আমার নিরস্তাই বা কে ?  
 আর যুগান্তসময়ে আমার সংহারকর্ত্তাই বা কে ? ॥ ১৫ ॥ ( বস্তু মাজেই ত আধারে  
 অবস্থিত ) কিন্তু এস্থলে যদি কোনও আধারভূমিই বিদ্যমান নাই ; তবে, এই অগাধ  
 জলরাশি কাহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে ? আর এক কথা এই যে, পঙ্কে জন্ম হেতুই  
 পঙ্কজ এই শব্দটী যোগরূঢ়শব্দ বলিয়া প্রসিদ্ধ । যদি সেই পঙ্কজরী আধারভূমি না  
 থাকে, তাহা হইলে, এই পঙ্কজটী কোথা হইতে উৎপন্ন হইল ? ॥ ১৬ ॥

এক্ষণে, আমি এই পঙ্কজের মূলরূপ পঙ্ককে দেখিতে চেষ্টা করি, কেননা, পঙ্ক দেখিতে  
 পাইলেই পঙ্কের আধার স্বরূপ ভূমিও যে পাওয়া যাইবে ইহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ১৭ ॥  
 আমি এইরূপ তাবিত্তা সেই যুগান্তকালের অগাধ জলরাশির অভ্যন্তরে প্রবেষ্ট হইয়া সহস্র  
 বৎসর অন্বেষণ করিয়াও যখন পঙ্কজের মূলীভূত পঙ্ক বা পঙ্কের আধাররূপ ভূতাপ কিছুই  
 প্রাপ্ত হইলাম না, তখন, 'তপ' তপস্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হও, কোনও অদৃষ্ট শরীর হইতে এইরূপ

সৃজতি পুনরুদ্ভূতা বাণী তত্র ঞ্জতা ময়া ।  
 বিমূঢ়োহহং তদাকর্ণ্য কং সৃজামি করোমি কিম্ ॥ ২০ ॥  
 তদা দৈত্যাবতিপ্রাপ্তৌ দারুণৌ মধুকৈটভৌ ।  
 তাভ্যাং বিভীষিতশ্চাহং যুদ্ধায় মকরালয়ে ॥ ২১ ॥  
 ত্রস্তোহহং নালমালম্য বারিমধ্যমবাতরম্ ।  
 তদা তত্র ময়া দৃষ্টঃ পুরুষঃ পরমাত্মতঃ ॥ ২২ ॥  
 মেঘশ্যামশরীরস্ত পীতবাসাশ্চতুর্ভুজঃ ।  
 শেষশায়ী জগন্নাথে বনমালাবিভূষিতঃ ॥ ২৩ ॥  
 শঙ্খচক্রগদাপদ্মাদ্যায়ুধৈঃ স্তবিরাজিতঃ ।  
 তমদ্রাক্ষং মহাবীৰ্য্যং শেষপর্য্যাক্ষায়িনম্ ॥ ২৪ ॥  
 যোগনিদ্রাসমাক্রান্তমবিস্পন্দিনমচ্যুতম্ ।  
 শয়ানং তং সমালোক্য ভোগিভোগোপরিস্থিতম্ ॥ ২৫ ॥

(পদ্মে নাভিকমলে উপবিশ্নিতার্থঃ ॥ ১৯ ॥

বিমূঢ়ং প্রকটয়ন্তাহ কং সৃজামীতি ॥ ২০ ॥ )

যুদ্ধায় যুদ্ধৈঃ কৰ্ত্ত্বম্ ॥ ২১ ॥

(নালং মৃণালম্ ॥ ২২ ॥

শেষঃ অনন্তঃ ॥ ২৩ ॥ মেঘশ্যাম ইতি দ্বাভ্যাং বিষ্ণুং বিশিনতি ॥ ২৪—২৫ ॥

আকাশবাণী হইল ; এতৎ শ্রবণে আমি সেই নিজ জন্মভূমিক্রপ সরোজে বসিয়া সহস্র বৎসর  
 কাল ঘোরতর তপস্তায় নিরত হইলাম ॥ ১৮—১৯ ॥ পরে, 'সৃজ' সৃষ্টিকর এইরূপ, অদ্ভুত  
 শরীর হইতে আকাশবাণী প্রাচুর্ভূত হইল। সেই কথা শুনিয়া আমি একেবারে বিমোহিত  
 হইয়া পড়িলাম ; কারণ, কোন্ বিষয় সৃষ্টি করিব বা কি করিব তাহার কিছুই বুঝিতে পারি-  
 লাম না ॥ ২০ ॥ সেই সময় মধুকৈটভ নামে অতি দারুণপ্রকৃতি দুই দৈত্য সহসা আমার নিকট  
 আসিয়া উপস্থিত হইল ; তাহারা সেই প্রলয়বারিধি-সাগরে নিরবলম্বনে দণ্ডায়মান থাকিয়া  
 আমাকে যুদ্ধের নিমিত্ত বাৎসর্য্য নানা প্রকার বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে লাগিল ॥ ২১ ॥  
 তদনন্তর, আমি সেই পদ্মের মৃণাল আশ্রয় পূর্ব্বক জল মধ্যে অবতীর্ণ হইলাম ; তখন,  
 সেই স্থলে ~~কহিয়াই~~ দেখিলাম নবীননীরদের স্তায় শ্যামকলেবর পীতবসন-পরিধারী ভূজ-  
 চতুষ্টয়ে পরিশোভিত বনমালাবিভূষিত অধিলজগতের আশ্রয়স্বরূপ আকর্ষ্যম্বর এক মহা  
 পুরুষ অনন্ত শস্যায় শয়ান স্বহিসাছেন ॥ ২২—২৩ ॥ দেখিলাম, শেষ-নাগরূপ পর্যাঙ্কে শয়ান  
 সেই বিরাটরূপ মহাপুরুষের আকাশস্থলস্থিত বিশালবাহচতুষ্টয়ে শঙ্খ, চক্র গদা ও পদ্ম  
 প্রভৃতি বিবিধ আয়ুধ সকল বিরাজ করিতেছে ॥ ২৪ ॥ পরন্তু বৎস-নারদ ! অনন্ত সর্পের  
 বিশ্বব্যাপি-কলেবরে শয়ান সেই অচ্যুত পুরুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি একেবারে স্পন্দন শূন্য

চিস্তা মমাস্তুতা জাতা কিং করোমীতি নারদ ! ।  
 ময়া স্মৃতা তদা দেবী স্তুতা নিদ্রাস্বরূপিণী ॥ ২৬ ॥  
 দেহান্নির্গত্য সা দেবী গগনে সংস্থিতা শিবা ।  
 অবিতর্ক্যশরীরে সা দিব্যাভরণমণ্ডিতা ॥ ২৭ ॥  
 বিষ্ণোর্দেহং বিহায়াশু বিররাজ নভঃস্থিতা ।  
 উদতিষ্ঠদমেয়াস্মা তয়া মুক্তো জনার্দনঃ ॥ ২৮ ॥  
 পঞ্চবর্ষসহস্রাণি কৃতবান্ যুদ্ধমুক্তমম্ ।  
 তদা বিলোকিতৌ দৈত্যৌ হরিণা বিনিপাতিতৌ ।  
 উৎসঙ্গং বিপুলং কৃৎস্না তত্রৈব নিহতৌ চ তৌ ॥ ২৯ ॥  
 রুদ্রস্তত্রৈব সম্প্রাপ্তৌ যত্রাবাং সংস্থিতাবুভৌ ।  
 ত্রিভিঃ সংবীক্ষিতাস্মাভিঃ থস্মা দেবী মনোহরা ॥ ৩০ ॥

নিদ্রাস্বরূপিণী যোগনিদ্রাশক্তিঃ ॥ ২৬ ॥

দেহাৎ বিষ্ণুদেহাৎ ॥ ২৭ ॥

তয়া যোগনিদ্রয়া মুক্ত উদতিষ্ঠৎ উত্তমৌ ॥ ২৮ ॥

তদা বিলোকিতৌ দেব্যা কটাক্ষেণ প্রথমং বিলোকিতৌ ততো বিষ্ণুহিতৌ ততো  
 হরিণা নিপাতিতাবিভি পূৰ্ণবৃন্তান্তঃ স্মারিতঃ ॥ ২৯ ॥

রুদ্রস্তত্রৈব সংপ্রাপ্ত ইতিবচনেনায়াং রুদ্রে ব্রহ্মললাটোৎপন্নাদ্বৈতমাণ্ড্রাদিত্য এবৈতি  
 নিঃসংশয়মেব বোধ্যতে । অতএব কুৰ্মপুৰাণাদিপুৰাণেষু ব্রহ্মবিষ্ণুরূপাদ্বৈতমুষ্টিরহিত-  
 স্তরীয়ে রুদ্রোহস্তীত্যুক্তম্ । এতাবাস্তব বিশেষঃ । কচিং পুরাণেষু ব্রহ্মললাটোদ্ভবস্ত মুষ্টি-

হইয়া রহিয়াছে; তাঁহাকে এতাদৃশ যোগনিদ্রা-সমাক্রান্ত দেখিয়া আমার এইরূপ ভাবনা  
 উপস্থিত হইল যে, এখন আমি কি করি! তখন, অগত্যা সেই যোগনিদ্রা স্বরূপিণী  
 দেবীভাগবতীকে স্মরণ করিয়া তাঁহারাই স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলাম ॥ ২৫—২৬ ॥ শত  
 শত তর্কাদির দ্বারা বাঁহাৰ রূপ বা মূর্তির নির্ণয় হয় না, সেই সৰ্বমঙ্গলময়ী দেবী ভগবতী  
 যোগনিদ্রা আমার প্রতি রূপা করিয়া বিষ্ণুর দেহ পরিত্যাগপূৰ্ব্বক স্বর্গীয় আত্মরূপে বিভূষিত  
 হইয়া গগনমণ্ডলে বিরাজ করিতে লাগিলেন । বৎস! দেবী যোগনিদ্রা যেমন বিষ্ণুদেহ ত্যাগ  
 করিয়া অন্তরীক্ষে অবস্থিত হইলেন, অমনি তৎক্ষণাৎ অমেরোদ্ভা-ভগবান্ জনার্দন যোগ-  
 নিদ্রার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া অনন্তশয্যা পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক উত্থান করিলেন ॥ ২৭—২৮ ॥  
 অনন্তর, তিনি সেই দুৰ্জয় দানব মধুকৈটভের সহিত পঞ্চ সহস্র বৎসর কাল যৌরতর  
 সংগ্রাম করিয়াও যখন, কিছুতেই বিনাশ করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন ভক্তিতাবে  
 ভগবতীর স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; পরে দেবীর বামায়ন কটাক্ষাভে অসুরধর বিমোহিত  
 হইলে, ভগবান্ জনার্দন নিজ উৎসঙ্গ বিধৃত করিয়া অবলীলাক্রমে তাহাদিগকে নিপাত্ত  
 করিলেন । মধুকৈটভ বিনাশের পর ভগবান্ বিষ্ণু ও আমি যেরূপে অবস্থান করিতেছিলাম

সংস্কৃতা পরমা শক্তিরূপাচাশ্রয়বস্থিতান্ ।

রূপাবলোকনৈঃ কৃৎস্না পাবনৈর্মুদিতানথ ॥ ৩১ ॥

দেব্যাচ ।

কাজেশাঃ ! স্বামি কার্য্যাণি কুরুধ্বং সমতদ্ভিতাঃ ।

সৃষ্টিস্থিতিবিশিষ্টানি হতাবেতৌ মহাহরৌ ॥ ৩২ ॥

কৃৎস্না স্বানি নিকেতানি বসধ্বং বিগতজ্বরঃ ।

প্রজাশচতুর্বিধাঃ সর্বাঃ সৃজধ্বং স্ববিতৃতিভিঃ ॥ ৩৩ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

তচ্ছ স্বা বচনং তস্তাঃ পেশলং সূখদং যুতু ।

অব্রম তামশক্তীং স্য কথং কুর্নস্বিমাঃ প্রজাঃ ॥ ৩৪ ॥

ন মহী বিততা মাতঃ ! সর্বত্র বিততং জলম্ ।

ন ভূতানি গুণাশ্চাপি তস্মাত্ৰাগীন্দ্রিয়াণি চ ॥ ৩৫ ॥

ত্রয়াস্তর্গতত্বমস্ত তুরীয়ত্বং কচিৎস্বৈত্ত্বং সৃষ্টিজয়াস্তর্গতত্বং তস্ত ব্রহ্মললাটোত্তরস্ত তু ন তুরীয়ত্বং  
নাপি তৃতীয়ত্বমিতি ॥ ৩০ ॥

( ত্রিভিব্রহ্মাদিভিরিত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

পাবনৈঃ পাবিত্র্যজননৈকৈঃ রূপাবলোকনৈরশ্রয়ান্ মুদিতান্ কৃৎস্নেত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

বিশিষ্টানি সৃষ্টিস্থিতিসংহাররূপাণীত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

( পেশলং মধুরাক্ষরম্ ॥ ৩৪ ॥

মহী আধাররূপা পৃথ্বী বিদ্যুতা ন কেবলং সর্বত্র জলং বিদ্যুতমিত্যর্থঃ । আধাররূপায়া  
অভাবাৎ সৃষ্টিরসম্ভাব্যোতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

সহসা ভগবান্ কৃত্তদেবও সেইস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২৯—৩০ ॥ বৎস ! আমরা  
তিনজনে একত্র অবস্থিত হইবা মাত্র দেখিলাম দেবী আদ্যাশক্তি অভয়া মনোমোহিনী সৃষ্টি  
ধারণ পূর্বক অপরতলে বিরাজ করিতেছেন, তদর্শনে আমরা তিনজনেই যথাশক্তি তাঁহার  
স্তব করিমা সেইস্থলে বৎসরামান থাকিলে, তিনি পরম পবিত্র রূপা সৃষ্টির দ্বারা আমাদের  
আনন্দিত করিমা कहিলেন; ব্রহ্ম বিষ্ণু অহেবর ! ছদ্মাস্ত দানব যদুকেটত ত নিহত  
হইয়াছে, এক্ষণে তোমরা তিনজনে নিজ নিজ নিকেতন নির্মাণপূর্বক নিকটবেগে তাঁহার  
অবস্থান করিমা স্ট্রীলতপরিপূর্ণ হইয়া সৃষ্টি স্থিতি সংহার রূপ স্ব স্ব কর্তব্য কার্য্য পালনে বহু  
পরায় হও এবং নিজ নিজ বিদ্যুতশক্তি বিকাশ পূর্বক চতুর্বিধ প্রকার সৃষ্টি কর ॥ ৩১—৩৩ ॥

বৎস ! আমরা দেবী ভগবতীর ইচ্ছা কামল ভ্রতি-সুখকর, মধুর, রাক্ষ্য প্রবণে কহি-  
লাম, মাতঃ ! এক্ষণে এই পৃথিবীর কিরমাত্র ভূভাগেও কিছুমাত্র অবকাশ নাই, সর্বত্রই অনন্ত  
জলরাশিতে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে; বিশেষতঃ আকাশাকি পক্ষ মহাত্মত্ব কি পক্ষতমাত্র বা  
ইন্দ্রিয়, অধিক কি, গুণধর্মের কিছুই বর্তমান নাই; তবে আমরা কি করিমা সৃষ্টি করিতে সমর্থ

তদাকর্ণ্য যচোহস্মাকং শিবা জাতা স্মিতাননা ।  
 ঋটিভ্যোবাগতং তত্র বিমানং গগনাচ্ছূভম্ ॥ ৩৬ ॥  
 সোবাচাস্মিন্ সুরাঃ কামং বিশধ্বং গতসাধ্বসাঃ ।  
 বিমানে ব্রহ্মবিষ্ণুশা দর্শয়ামুবাচাচ্ছূভম্ ॥ ৩৭ ॥  
 তন্নিশম্য বচস্তস্তা ওমিত্যুক্তা পুনর্ব্বয়ম্ ।  
 সমারুহোপবিষ্টাঃ স্মো বিমানে রত্নমণ্ডিতে ॥ ৩৮ ॥  
 মুক্তাদামমুসংবীতে কিঙ্কিণীজালশব্দিতে ।  
 সুরসম্মনিভে রম্যে ত্রয়স্তত্রাবিশঙ্কিতাঃ ॥ ৩৯ ॥  
 সোপবিষ্টাংস্ততো দৃষ্ট্বা দেব্যস্মাশ্বিজিতেন্দ্রিয়ান্ ।  
 স্বশক্ত্যা তদ্বিমানং বৈ নোদয়ামাস্তাশ্বরে ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

তৃতীয়স্কন্ধে ব্রহ্মাদীনাং দেবীদত্তবিমানারোহণেনোক্তলোক-

গমনং নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

সৃষ্টুপাদানাদ্যদর্শনাদাহ ন তৃতানীতি ॥ ৩৬ ॥

গতসাধ্বসা গতভয়াঃ । ( ইদানীং ব্রহ্মাদীনু অব্যক্তসৃষ্টেনির্ভাত্বং দর্শয়িতুমাসমাপ্তেরাহ  
 মান ইতি ॥ ৩৭—৪০ ॥ )

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

ইব ? আমাদের এই সকল কথা শুনিবামাত্র তখন, সেই পরম কল্যাণরূপিণী দেবীর বদনে  
 যৎ হান্তের সঞ্চার হইল। অমনি তৎক্ষণাৎ নভোমণ্ডল হইতে সেইরূপে একটা পরম  
 শোভাময় বিমান আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৩৬—৩৭ ॥ তদনন্তর দেবী কহিলেন, সুরগণ !  
 তোমাদের কোন শঙ্কা নাই। আমার আদেশ মতে তোমরা তিনজনেই এই বিমানে আরো-  
 হ কর। যদিচ তোমরা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর রূপে সকল দেবগণের ও শ্রেষ্ঠ হইয়াছ, তথাপি  
 দ্য আমি তোমাদিগকে এক অতীব আশ্চর্য্যকর বস্তু দেখাইব। তাহার এইরূপ আদেশ  
 মাত্র তৎক্ষণাৎ আমরা তিনজনেই নিরীক্সচিত্তে সেই নানারম্যরূপেভিত্তিক মুক্তাদাম-  
 বজ্রভিত্তিক কিঙ্কিণীজাল-মিনারিত অমরপ্রাসাদ-সমিত দিব্যবাসে আয়োজন পূর্ব্বক উপবিষ্ট  
 ইলাম ॥ ৩৭—৩৯ ॥ তখন, দেবী অম্বিকা আমাদেরকে সেই বিমানোপরি উল্লিখিত  
 দক্ষিণা উহাকে স্বীয় অনন্তশক্তি প্রভাবে ক্রমশ উর্দ্ধাকাশে পরিচালিত করিলেন ॥ ৪০ ॥

সর্ব্ববিধ কৃষ্ণদৈপায়নপ্রাপ্ত অষ্টাদশসহস্রলোকাত্মক মহাপুরাণ দেবী-

ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে দেবীপ্রদত্তবিমানে ব্রহ্মাদি দেবগণের

উক্তলোকগমন-নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

## তৃতীয়োঃধ্যায়ঃ ।

বিমানোঃ ।

বিমানং তন্মনোবেগং যত্র স্থানান্তরে গতম্ ।  
 ন জলং তত্র পশ্যামো বিস্মিতাঃ স্মো বয়স্তদা ॥ ১ ॥  
 বৃক্ষাঃ সৰ্ব্বফলা রম্যাঃ কোকিলারাবমণ্ডিতাঃ ।  
 মহী মহীধরাঃ কামুং বনান্যুপবনানি চ ॥ ২ ॥  
 নার্যাশ্চ পুরুষাশ্চৈব পশবশ্চ সন্নিহরাঃ ।  
 বাপাঃ কৃপাশ্চানুগাশ্চ পঙ্খলানি চ নিবরাঃ ॥ ৩ ॥  
 পুরতো নগরং রম্যং দিব্যপ্রাকারমণ্ডিতম্ ।  
 যজ্ঞশালাসমানুজ্ঞাং নানাহৃদ্যবিরাজিতম্ ॥ ৪ ॥  
 প্রত্যভিজ্ঞা তদা জাতাপ্যস্মাকং প্রেক্ষ্য তৎ পুরম্ ।  
 স্বর্গোৎসয়মিতি কেনাসৌ নিশ্চিন্তোহস্তি তদাদৃতম্ ॥ ৫ ॥

সপ্তবিটলোকংবৈষ্ণবীক্ষ্মমানহা হরাদয়ঃ ।

দধুশুভে দেবদেবীমিতি সম্যগিহোচ্যতে ॥

বিমানভাষরগমনানন্তরং জাতং বৃত্তমাহ বিমানং তন্মনোবেগমিতি ॥ ১—২ ॥  
 নিবরা গিরিপ্রভবণানি ॥ ৩—৪ ॥  
 স্বর্গোৎসয়মিত্যস্মাকং প্রত্যভিজ্ঞা জাতা পরন্তু স স্বর্গোৎসয়মন্তঃস্বষ্টিস্বর্গাপেক্ষাতঃ কেন-  
 নিশ্চিত ইত্যদ্যুতমাশ্চর্য্যং তদা জাতম্ ॥ ৫ ॥

বৃক্ষা কহিলেন, বৎস নারদ! কিয়ৎকাল পরে মনের জ্ঞান বেগগামী সেই বিমান  
 যেস্থলে উপনীত হইল, সেস্থলে দেখিলাম জলের দেশ মাত্রও নাই; তদর্শনে আমরা  
 সকলেই বিস্মিত হইলাম। দেখিলাম, তথায় প্রাণিগণের আধারভূতা দেবী বনুক্ষরা, গি-  
 সকল, বন ও উপবন প্রভৃতি সমস্তই দেদীপ্যমান রহিয়াছে; ফলভারাবনত নানাবিধ তরু-  
 রাজি কোকিলকুল্লুর কলনাদে ঝঙ্কারিত হইতেছে ॥ ১—২ ॥ কোন স্থানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড  
 বেগবতী স্রোতস্বতী প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে; কোথাও বা নিবসিত লক্ষ লক্ষ বরবর  
 শব্দে গিরি হইতে নিঃসৃত হইয়া ভূতলে পতিত হইতেছে; স্থানে স্থানে বাপী, কুপ, তড়াগ  
 ও পবন সকল শোভা পাইতেছে; চতুর্দিকে নর, নারী ও পশু প্রভৃতি নানাবিধ জীবনিকর  
 নিজনিজ প্রয়োজনানুসারে বিচরণ করিতেছে; তাহার পর, ক্রমে অগ্রসর হইয়া দেখি যে,  
 আমাদের সম্মুখে বজ্রশালা-সুশোভিত নানাবিধ সৌধমালা বিরাজিত দিব্যপ্রাকার পরিবেষ্টিত



রাজানং দেবসঙ্কশং ব্রজস্তুং যুগয়াং বনে ।  
 অস্মাভিঃ সংস্থিতা দৃষ্টা বিমানোপরি চাখিকা ॥ ৬ ॥  
 ক্ষণাচ্চাল গগনে বিমানং পবনেন্নিতম্ ।  
 মুহূর্ত্তাভ্যন্তরঃ প্রাপ্তং দেশে চান্দ্রে মনোহরে ॥ ৭ ॥  
 নন্দনঞ্চ বনং তত্র দৃষ্টমস্মাভিরুত্তমম্ ।  
 পারিজাততরুচ্ছায়াসংশ্রিতা সুরভিঃ স্থিতা ॥ ৮ ॥  
 চতুর্দন্তো গজস্তুত্যাঃ সমীপে সমবস্থিতঃ ।  
 অপ্সরসাস্তু বৃন্দানি মেনকাপ্রভৃতীনি চ ॥ ৯ ॥  
 ক্রীড়ন্তি বিবিধৈর্ভাবৈর্গাননৃত্যসমম্বিতৈঃ ।  
 গন্ধর্ব্বাঃ শতশস্ত্রৈ যক্ষা বিদ্যাধরাত্মনা ॥ ১০ ॥

তত্র যদা বিমানমাগতং তস্মিন্ সময়ে তৎস্বর্গস্থো দেবরাজো যুগয়াং কর্ভুং বহ্নির্নিগতঃ সোম্মাভিদৃষ্টঃ । তস্মিন্বেব স্থলে স্থিতৈরস্মাভিঃ পূর্ব্বদৃষ্টা যাক্ষিকা শাপি বিমানোপরিস্থিতা দৃষ্টা ॥ ৬ ॥

যুগয়াং কর্ভুং গতমিত্যানেন স্বর্গাদবহদূরং যদা বিমানং স্থিতং তৎকালিকো বৃত্তান্ত এতৎ পর্য্যন্তমুপপাদিতোহর্থ যদা মুহূর্ত্তান্তরেন বিমানং স্বর্গনিকটে গতং তৎকালিকং বৃত্তান্তমাহ ক্ষণাচ্চালতি দেশে চান্দ্র ইতি স্বর্গনিকটে দেশ ইত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

রমণীয় নগর ॥৩-৪॥ তাদৃশ নগর দর্শনে তৎক্ষণাৎ আমাদিগের এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞান হইল যে, একি ? এবে স্বর্গধাম দেখিতেছি ; ঈদৃশ আশ্চর্য্যময়ী নগরী কে নির্বাণ করিল ? ॥ ৫ ॥ দেখিলাম, সেই সময়ে একটা মহাতেজোময় পুরুষ সর্ব্বতোভাবে স্তম্ভজিত হইয়া যুগয়ার্থে গমন করিতেছেন ; তাঁহাকে দেখিয়াই বোধ হইল তিনিই সেই স্বর্গপুরীর রাজা ; আবার তখনই দেখিলাম যে ঐহাকে পূর্বে আমাদিগের সৃষ্টাদিকার্য্যে অক্ষমতার বিষয় জানাইয়াছিলাম, সেই দেবী অখিকা বিমানোপরি অবস্থিত রহিয়াছেন ॥ ৬ ॥ ইহার ক্ষণকাল পরেই আমাদিগের সেই বিমান বায়ুভরে ক্রমে উর্দ্ধগগনে সমুথিত হইয়া প্রচণ্ড সমীরণ বেগে মুহূর্ত্তকাল মধ্যে অপর একটা মনোরম স্থলে উপনীত হইল ॥ ৭ ॥ দেখিলাম সেখানে, দিবা নন্দনকানন শোভা পাইতেছে । তাহার মধ্যে একটা পারিজাত তরুশুলে ছায়াতে গোমাতা সুরভীদেবী শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিতেছেন ॥ ৮ ॥ তাঁহার অঙ্গভিঙ্গুরে অমৃগম দন্ত-চতুষ্ঠর পরিশোভিত গজরাজ ঐরাবত দণ্ডায়মান ; তথায় মেনকা প্রভৃতি অপ্সরোবৃন্দ নানাবিধ হাবভাব সহকারে নৃত্য করিতে করিতে ক্রীড়া করিতেছে । আবার মলার-কুসুমবাটিকা মধ্যে শত স্তম্ভ যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধরগণ বিবিধ রাগ, মুচ্ছনাদিগরিপূর্ণ সংগীতরসে বিতোর হইয়া চিন্ত রমণ করিতেছে ; তাহার মধ্যে আবার দেখি যে, তথায় গুলোমকতা শচীদেবীর সহিত দেবরাজ শতক্রতু ও বিরাজমান রহিয়াছেন ॥ ৯-১০ ॥

মন্দারবাটিকামধ্যে গায়ন্তি চ রমন্তি চ ।  
 দৃক্ষ্যঃ শতক্রতুস্তত্র পৌলোম্যা সহিতঃ প্রভুঃ ॥ ১১ ॥  
 বনস্ত বিস্মিতাশ্চাস্ম দৃষ্টা ত্রৈবিষ্টপস্তদা ।  
 যাদঃপতিং কুবেরঞ্চ যমং সূর্য্যং বিভাবহম্ ॥ ১২ ॥  
 বিলোকাং বিস্মিতাশ্চাস্ম বয়ং তত্র স্বরান্ স্থিতান্ ।  
 তদা বিনির্গতো রাজা পুরাতন্যাং স্মৃতিতাত্ ॥ ১৩ ॥  
 দেবরাজ ইবাকোভ্যো নরবাহ্যাবনৌ স্থিতঃ ।\*  
 বিমানস্থা বয়ং তচ্চ চচালণ তরসাগতম্ ॥ ১৪ ॥  
 ব্রহ্মলোকং তদা দিব্যং সৰ্বদেবনমস্কৃতম্ ।  
 তত্র ব্রহ্মাণমানৌক্য বিস্মিতৌ হরকেশবৌ ॥ ১৫ ॥  
 সভায়াং তত্র বেদাশ্চ সৰ্ব্বৈ সান্ধাঃ স্বরূপিণঃ ।  
 সাগরাঃ সরিতশ্চৈব পৰ্ব্বতাঃ পন্নগোরগাঃ ॥ ১৬ ॥

স্বরভিঃ স্থিতা দৃষ্টেত্যর্থঃ ॥ ৮—১০ ॥

রমন্তি চেতি । তে চ দৃষ্টা ইত্যর্থঃ । ইজ্রাসনে ইজ্রোহপি দৃষ্ট ইত্যাহ । শতক্রতুরিতি ।  
 যুগ্মাং কৃত্যগতঃ স্বাসনে স্থিতো দৃষ্ট ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

যাদঃপতিং বরুণম্ ॥ ১২ ॥

তাহার পর, জলচরপতি বরুণ, কুবের, যম, সূর্য্য ও হতাশন প্রভৃতি দেবগণকে দেখিয়া আমরা একবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলাম ; বৎস নারদ ! অধিক আর কি বলিব, একেত আমরা সেই অন্তিম বক্ষিপালগণকে দেখিয়াই বিস্মিত হইয়াছিলাম, তাহাতে আবার সহসা সেই রত্নবিমণ্ডিত পুরবর হইতে দেবরাজকে নির্গত হইতে দেখিয়া এককালে জ্ঞান-শূন্য হইয়া পড়িলাম ; কেননা, এইমাত্র বাঁহাকে নন্দনকাননে শটীর সহিত জীড়া করিতে দেখিয়া আসিলাম, সেই অক্ষুণ্ণভাবে দেবরাজ তখনই আবার কি করিয়া একখানি মর্ত্য-লোক স্বতের জায় নররাহিত শিবিকায় আরোহণ পূৰ্ব্বক আমাদের সন্মুখীন হইলেন ? কারণ তৎকালে আমরা সেই বিমানযোগে পূৰ্ব্বস্থল হইতে অতীব দূরপ্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম । বাহা ইউক্ বিমানে থাকিয়া সেই সমস্ত অদ্ভুত কাণ্ড দর্শন করিতেছি, এমন সময় আমাদের পোষকগণ সহসা পৰনবেগে সৰ্বদেবনমস্কৃত সৰ্বলোকাভীত ব্রহ্মলোকে আসিয়া উপনীত হইল । সেখানে আসিয়া দেখি যে, একটা চতুর্ভুজ ব্রহ্মা তথায় বসাজ করিতেছেন । তদ্বদর্শনে ভগবান্ শঙ্কু এবং কেশব অতিশয় বিস্মিত হইয়া পড়িলেন ॥ ১২—১৫ ॥ সেই বিস্ময় ব্রহ্মসভামধ্যে সাক্ষ্যের সকল মুষ্টিমান রূপে শোভা পাই-

\* কচিং পুতকে পাঠোহয়ং ন দৃষ্টতে ।

† বিমানত মুহূর্ত্তাধ্যং চলতঃ । ইতি পাঠঃ কচিং দৃষ্টতে ।

মাযুচতুঃশতভূবন্তু ! কোহয়ং ব্রহ্মা সনাতনঃ ।  
 তাববোচমহং নৈব জানে সৃষ্টিপতিং পতিম্ ।  
 কোহং কোহয়ং কিমর্থং বা ভ্রমোহয়ং যম চেশ্বরো ॥ ১৭ ॥  
 ক্ষণাদথ বিমানং তচ্চালাশু মনোজবম্ ।  
 কৈলাসশিখরে প্রাপ্তং রম্যে যক্ষগণান্বিতে ॥ ১৮ ॥  
 মন্দারবাটিকারম্যে কীরকোকিলকূজিতে ।  
 বীণামুরজবান্দৈশ্চ নাদিতে স্তম্ভদে শিবে ॥ ১৯ ॥  
 যদা প্রাপ্তং বিমানস্তত্ভদৈব সন্দনাচ্ছুভাৎ ।  
 নির্গতো ভগবাক্ষুর্ভূষারুচস্ত্রিলোচনঃ ॥ ২০ ॥  
 পঞ্চাননো দশভুজঃ কৃতসোমার্দ্ধশৈথরঃ ।  
 ব্যাঘ্রচর্মপরীধানো গজচর্মোত্তরীয়কঃ ॥ ২১ ॥  
 পাঞ্চিরক্ষো মহাবীরো গজাননষড়াননো ।  
 শিবেন সহ পুত্রো দ্বৌ ব্রজমানৌ বিরোজতুঃ ॥ ২২ ॥

বিস্মিতা ইতি অশ্বৎসৃষ্টিদেবতাপেক্ষয়া এভে' কন্দাদাগতা ইতি বিস্মিতা ইত্যর্থঃ ।  
 তস্মিন্নেব সময়ে যঃ সিংহাসনে স্থিত ইজ্ঞো দৃষ্টঃ স তস্যাং পুরান্নির্গতো দেবরাজঃ । ইব শকো  
 নিশ্চয়ার্থকঃ । দেবরাজ এব নরবাহা যাবনিঃ শিবিকারূপা তস্তাং স্থিতো দৃষ্টঃ ॥ ১৩—২৩ ॥

তেছে ; তদ্বিন্ন, নাগ, পরগ, পর্কত, সাগর ও অসংখ্য শোভনস্বতী সকল দেদাপ্যমান রূপে  
 বিরাজিত রহিয়াছে ॥ ১৬ ॥ এই সমস্ত আশ্চর্য্যময় ব্যাপার দেখিয়া কেশব ও মহাদেব আমার  
 জিজ্ঞাসা করিলেন, অহে চতুর্খুণ ! এই সনাতন পুরুষস্বরূপ ব্রহ্মা কে? তাঁহাদিগের এইরূপ  
 জিজ্ঞাসায় আমি কহিলাম, এই সৃষ্টিপতি প্রভু যে, কে, আমি ইহার কিছুই বুঝিতে পারি-  
 তেছি না । দেখুন, আপনারাও ত, উভয়েই সাক্ষাৎ দৈবরূপ ! স্মৃতরাং আপনাদিগের  
 নিকট আর অধিক কি পরিচয় দিব, ফলত ইনি যে, কে? আর আমিই বা কে, এ বিষয়ে  
 আমার বিবম ভ্রম উপস্থিত হইয়াছে? ॥ ১৭ ॥ আমরা পরস্পর এই সকল কথাবার্তা  
 কহিতেছি, এমন সময় আমাদের সেই মনোবেগগামী বিমান তথা হইতে পুনরায় প্রচণ্ড-  
 বেগে আকাশমণ্ডলে সমুথিত হইল । অনন্তর, মুহূর্ত্তকাল মধ্যে মন্দারতরুবাটিকা পরি-  
 শোভিত শুক ও কোকিল কুলের কলনাদে ঝঙ্কারিত বীণা ও মুরজ প্রভৃতি বিবিধ মনোময়  
 বাদ্যে নিনাদিত সর্বসুখপ্রদ যক্ষগণপরিবৃত্ত পরম কল্যাপময় কৈলাস শিখরে আসিয়া  
 উপস্থিত হইল ॥ ১৮—১৯ ॥ যে সময় সেই স্থানে উপনীত হইলাম, অমনি দেখিলাম যে,  
 দশটা বিশাল বাহসমন্বিত নেত্রত্রয়-পরিশোভিত শাঙ্গুলচর্ম্মাধারধারী পঞ্চবদন চন্দ্রশেখর  
 ভগবান্ শকু গজাহরের চর্ম্মকে উত্তরীয় করিয়া পাঞ্চিরক্ষক স্বরূপ মহাবীর গজানন ও ষড়ানন  
 সমভিব্যাহারে স্বারোহণে সেই রমণীয় ধাম হইতে নির্গত হইতেছেন । তৎকালে, শুই ও

নন্দিপ্রভৃতয়ঃ সর্বৈ গণপাশ্চ বরাশ্চ তে ।  
 জয়শব্দং প্রযুজ্জানা ব্রজন্তি শিবপৃষ্ঠগাঃ ॥ ২৩ ॥  
 তং বীক্ষ্য শঙ্করং চাণ্ড্যং বিস্মিতান্তত্বে নারদ ! ।  
 মাতৃভিঃ সংশয়াবিষ্টস্তত্রাহিৎ শব্দস্মৃনে ॥ ২৪ ॥  
 ক্ষণান্তস্মাদিগিরেঃ শৃঙ্গাঙ্কিমানং বাতরংহসা ।  
 বৈকুণ্ঠসদনং প্রাপ্তং রম্যারমণমন্দিরম্ ॥ ২৫ ॥  
 অসম্ভাব্যা বিভূতিশ্চ তত্র দৃষ্টা ময়া স্মৃত ! ।  
 বিস্মিয়ৈ তদা বিষ্ণুর্দৃষ্টা তৎপুরমুত্তমম্ ॥ ২৬ ॥  
 সদনাগ্রে যযৌ তাবদ্ধরিঃ কমললোচনঃ ।  
 অতসীকুস্থমাভাসঃ পীতবাসাশ্চতুর্ভুজঃ ॥ ২৭ ॥  
 দ্বিজরাজাধিরাজশ্চ দিব্যাভরণভূষিতঃ ।  
 বীজ্যমানস্তদা লক্ষ্ম্যা কামিন্যা চামরৈঃশুভৈঃ ॥ ২৮ ॥  
 তং বীক্ষ্য বিস্মিতাঃ সর্বৈ বয়ং বিষ্ণুং সনাতনম্ ।  
 পরস্পরং নিরীক্ষন্তঃ স্থিতান্তস্মিন্ বরাসনে ॥ ২৯ ॥

শঙ্করমিতি । এতচ্ছঙ্করাধিমানস্বাচ্ছঙ্করাদন্তমিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

মাতৃভিঃ সহিতং শঙ্করমিত্যর্থঃ ॥ ২৫—২৬ ॥

গজানন নামক মহাদেবের সেই পুত্রবয় পিতৃসমভিব্যাহারে আসিতে আসিতে পরম রমণীক  
 শোভায় শোভিত হইয়াছিলেন, এবং নন্দি প্রভৃতি প্রধান প্রধান গণাধ্যক্ষ সকল নিয়ত  
 জয়শব্দ প্রয়োগ করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে গমন করিতেছিল ॥ ২০—২৩ ॥  
 বৎস নারদ ! অধিক কি বলিব, সেস্থলে আমরা মাতৃগণপরিবৃত্ত অপর একটা শব্দ  
 শ্রুতি দর্শন করিয়া তিনজনেই বিস্মিত হইয়া পড়িলাম । বিশেষত আমিত একেবারে  
 নিতান্ত সংশয়াপন্ন হইয়া কিয়ৎক্ষণ সেইখানেই বসিয়া রহিলাম ॥ ২৪ ॥ এদিকে, দেখিতে  
 দেখিতে আমাদের ব্যোমযান কৈলাস শৃঙ্গ হইতে মুহূর্ত্ত মধ্যে বায়ুবেগে যাইয়া লক্ষ্মী-  
 কীড়ামন্দির-পরিশোভিত বৈকুণ্ঠধামে উপনীত হইল ॥ ২৫ ॥ পুত্র ! সেখানে পৌছিয়া  
 একটা অসম্ভাবনীয় বিভূতি দর্শন করিলাম অর্থাৎ সেই পুরাগ্রভাগে দেখি যে অপর এক  
 পদ্মপাশলোচন বিষ্ণুশ্রুতি গমন করিতেছেন । আমাদিগের সমভিব্যাহারী বিষ্ণু সেই উত্তম  
 পুরিটা দেখিয়া একেবারে বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইলেন । বৎস ! বৈকুণ্ঠে যাইয়া আমরা যে  
 বিষ্ণুকে দর্শন করিলাম, তিনিও আমাদের সমভিব্যাহারী বিষ্ণুর ন্যায় অজ্ঞোভ্যতিঃসম্পন্ন  
 পীতাবরণপরিধারী চতুর্ভুজ ; এবং নানাবিধ দিব্যাভরণে বিভূষিত হইয়া বিহগেন্দ্র পরশু-  
 পরি আকৃষ্ট ছিলেন । পরমপ্রণয়িনী কমলাদেবী তাঁহাকে স্তব্ধমাসোভিত চামর দ্বারা ব্যজন

ততশ্চচাল তরসা বিমানং বাতরংহসা ।

স্বধাসমুদ্রঃ সম্প্রাপ্তো মিক্তবারিমহোশ্মিমান্ ॥ ৩০ ॥

যাদোগগসমাকীর্ণশ্চলদ্বীচিবিরাজিতঃ ।

মন্দারপারিজাতাদ্যৈঃ পাদপৈরতিশোভিতঃ ॥ ৩১ ॥

নানাস্তরগণসংযুক্তো নানাচিত্রবিচিত্রিতঃ ।

মুক্তাদামপরিষ্কিক্তো নানাদামবিরাজিতঃ ॥ ৩২ ॥

অশোকবকুলাখ্যৈশ্চ বৃক্ষৈঃ কুরুবকাদিভিঃ ।

সংবৃতঃ সর্বতঃ সৌম্যৈঃ কেতকীচম্পকৈর্বৃতঃ ॥ ৩৩ ॥

কোকিলারাবসংযুক্তো দিব্যগন্ধসমম্বিতঃ ।

দ্বিরেক্যতিরণংকারৈরঞ্জিতঃ পরমার্জুতঃ ॥ ৩৪ ॥

সদনাগ্রে ইতি । যদৈকুণ্ঠস্থিতো বিষ্ণুস্তদৈকুণ্ঠসদনাগ্রে ইত্যর্থঃ । যযৌ প্রাপ্তবান্ ইমে ব্রহ্মাদয়োহজ্রবৃক্ষাণ্ডস্তা এতৈর্দৃষ্টা ইতি বোধ্যম্ ॥ ২৭—৩১ ॥

মন্দারপারিজাতেতি । অতিশোভিতো মণিধীপদেশ ইতি শেষঃ । অতএবাগ্রে তস্মিন্ দ্বীপ ইত্যুক্তং সঙ্গচ্ছতে ॥ ৩২—৩৪ ॥

করিতেছিলেন ॥২৬—২৮॥ নারদ ! সেই সনাতনমূর্ত্তি অভিনব বিষ্ণুকে দর্শন করিয়া আমরা এতদূর আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম যে, তৎকালে আমরা তিনজনেই একেবারে বাক্শক্তি বিহীন হইয়া কেবল সেই বিমানস্বরাসনে বসিয়া পরস্পর মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম ॥২৯॥ এমন সময়, আমাদেরিগের আকাশদ্বান আবার তৎক্ষণাৎ সমীরণ বেগে সমুদ্বিত হইল । অনন্তর উহা কণবদ্যে মধুময় বারিরাশি-পরিপ্লাবিত অসংখ্য জলচরসমাকীর্ণ স্বধাসাগর মধ্যে উপনীত হইল ; দেখিলাম, ঐ স্বধাসিন্ধুর কোন কোন স্থানে উত্তীর্ণ ভরসমালা যেন গগনমণ্ডলকে গ্রাস করিবে বলিয়া প্রচণ্ডবেগে উল্লস্কন করিতেছে ; আবার কোথায়ও বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চপল স্বভাব জলহিল্লোল সকল ঠিক যেন আক্লাদে দ্বীত হইয়া সমুদ্রের বন্ধঃহলে ঠাড়াইয়া নৃত্য করিতেছে । এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে আমরা ক্রমশঃ সেই সমুদ্রের মধ্যে মন্দার ও পারিজাত প্রভৃতি স্বর্গীয় কুসুমতরুজাতি পরিশোভিত বিবিধ আভরণাকৃত নানা-প্রকার চিত্র বিচিত্রিত মুক্তাদাম বিমণ্ডিত একটা মণিময় দ্বীপে যাইয়া উপস্থিত হইলাম । দেখিলাম, দ্বীপটী স্তবিকত কুসুমভারাবনত অশোক, বকুল, কেতকী চম্পক ও কুরুবক প্রভৃতি পাণ্ডপাবলীতে পরিবৃত হইয়া রমণীয় শোভা ধারণ করিতেছে ; সেই সকল বৃক্ষের শাখায় বসিয়া কলনাদী পুংকোকিলকুল মধুপানে প্রমত্ত বিরেক মালার গুণ্ণ গুণ্ণ স্বরের সহিত নিজ নিজ স্তম্ভুর পঞ্চমস্তর সংমিশ্রিত করিয়া কণে কণে কল কলধ্বনি পূর্বক এমন তান ধরিতাছে যে, বোধ হইল যেন সেই অনির্লচনীয় কাকলী কুহরব-কৌলাহলে দ্বিগুণমণ্ডলকে একখানি মধুস্রব একতান বস্ত্র স্বরূপ করিয়া তুলিয়াছে ॥ ৩০—৩৪ ॥ বৎস নারদ ! তাহার

তস্মিন্ বীপে শিবাকারঃ পর্য্যকঃ স্তমনোহরঃ ।  
 রত্নালিখচিতোহত্যর্থং নানারত্নবিরাজিতঃ ॥ ৩৫ ॥  
 দৃষ্টোহস্মাভির্বিমানৈর্দূরতঃ পরিমণ্ডিতঃ ॥ ৩৬ ॥  
 নানান্তরঙ্গসংছন্ন ইন্দ্রচাপসমন্বিতঃ ।  
 পর্য্যকপ্রবরে তস্মিন্নুপবিষ্টা বরাদ্ভনা ॥ ৩৭ ॥  
 রক্তমালাস্বরধরা রক্তগন্ধামূলেপনা ।  
 স্তরস্তনয়না কাস্তা বিদ্ব্যংকোটিসমপ্রভা ॥ ৩৮ ॥  
 সূচাকুবদনা রক্তদন্তচ্ছদবিরাজিতা ।  
 রমাকোট্যধিকা কাস্ত্যা সূর্য্যবিশ্নুনিভাখিলা ॥ ৩৯ ॥  
 বরপাশাকুশাভীতিধরা শ্রীভুবনেশ্বরী ।  
 অদৃষ্টপূর্বা দৃষ্টা সা স্তন্দরী স্মিতভূষণা ॥ ৪০ ॥

শিবাকারঃ পর্য্যকঃ ব্রহ্মবিষ্ণুক্ষেত্রধরাঃ পর্য্যকপুংসাঃ সমাশিবন্ত কলকস্থানীরঃ ততঃশিবা-  
 কারো জাতঃ । ইদং সপ্তমস্কন্ধে স্পষ্টম্ । অত্র মণিধীপস্থানং ব্রহ্মাণ্ডাদবহিরস্তীতি স্বাদশ-  
 স্কন্ধে বক্ষ্যতে । স্তমকুমধ্যপদে ভবতীতি তু ব্রহ্মাণ্ডপুত্রার্থে ললিতোপাখ্যানে স্পষ্টম্ ।  
 তৎপরিমাণং তদ্বর্ণনঞ্চ তত্রৈব স্পষ্টম্ । চুর্কাসংকৃতে স্তবরহে শিবরহস্তে দ্বিতীয়াংশে চ ॥ ৩৫ ॥

রত্নালয়ো রত্নভ্রমরাঃ ॥ ৩৬ ॥

ইন্দ্রচাপসমন্বিতঃ ইন্দ্রচাপবননেকবর্ণবিশিষ্টমণিসমন্বিত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৭—৩৯ ॥

বরপাশাকুশেতি । আয়ুধস্থানানি বামাধঃকরমারভ্য দক্ষিণাধঃকরপর্য্যন্তম্ । তচ্ছব্দ-  
 মহাসম্বোধনে তস্মৈ । “দক্ষিণে চাকুশং দদ্যাবামে পাশং প্রদাপয়েৎ । অতঃ দক্ষিণে দদ্যা-

পর আমরা সেই ঘোমবানে বসিয়া দূর হইতে দেখি যে, সেই বীপের অভ্যন্তরভাগে বিবিধ  
 মহামূল্য মণিরাজি-বিরাজিত রত্নাবলীখচিত পরমসুন্দর অনর্থ আন্তরঙ্গসমাজ্জমিত ইন্দ্রবহু  
 সদৃশ একখানি রমণীয় শিবাকার পর্য্যক ; তাহার পরেই আবার দেখি যে, তাদৃশ স্তমজিত  
 সর্বজন-মনোহর ‘পর্য্যকের উপরিভাগে রক্তাশ্বরধারিণী একটা নিরুপম রূপলাবণ্যময়ী  
 দিব্যাসনা রমণী অকনিচরে রক্তচন্দন বিলেপন পূর্ব্বক উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন ;  
 সেই বিশ্বমোহিনীর বক্ষঃস্থলে দোহলায়মান কুসুমময় মালাও সম্পূর্ণ লোহিতপ্রভা,  
 বিশেষতঃ তাহার নরনের অভ্যন্তরদেশ অতীব রক্তবর্ণ । পরন্তু, সেই সূচাকুবদনার  
 অনির্লচনীর দেহকান্তির নিকট এককালে কোটি কোটি সৌদামিনী আসিরা হিরতাবে  
 পাড়াইকেও উপমার যোগ্য নহে । আহা ! তাহার সেই উমপা স্তম্ভ লোহিতবর্ণ ওষ্ঠা-  
 ধরেরই বা কি অনির্লচনীর শোভা !! বৎস ! অধিক আর কি বলিব, বোধ হয় কোটি  
 কোটি লক্ষী বা একত্রিত কোটি কোটি স্বর্গমণ্ডল প্রভাও তাহার সেই অতুল্য দেহকান্তির  
 নিকট পরাভূত হয় ॥ ৩৫—৩৯ ॥ সেই সর্বৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণা ভগবতী ভুবনেশ্বরী অতুলা ভুল  
 চতুষ্টয়ে বরাভর ও পাশাকুশাদি আয়ুধ সকল ধারণ পূর্ব্বক জীবৎ হাত বদনে বোধ হয়

হ্রীকায়জপনিষ্ঠৈস্ত পক্ষিহ্মৈর্নিষেবিতা ।

অরুণা করুণামূর্তিঃ কুমারী নবযৌবনা ॥ ৪১ ॥

সর্বশৃঙ্গারবেশাঢ্যা মন্দগ্নিতমুখাস্বজা ।

উদ্যৎপীনকুচম্বন্দ্বনির্জিতাঙ্কোজকুটুম্বা ॥ ৪২ ॥

নানামণিগণাকীর্ণভূমগৈরুপশোভিতা ।

কনকাস্দকেয়ুরকিরীটপরিশোভিতা ॥ ৪৩ ॥

কনচ্ছ্রীচক্রতাটকবিটকবদনাস্বজা ।

হল্লৈখাভুবনেশীতি নামজাপপরায়ণৈঃ ॥ ৪৪ ॥

ধরং বামে প্রাপ্যয়েদিতি । দশপটল্যামপি ভুবনেশীধ্যানে দক্ষৈহুশাতয়ে প্রোক্তে বামে পাশমথেষ্টমিতি । ইষ্টদং বরম্ । আয়ুধার্থস্ত প্রপঞ্চসারে ভুবনেশ্বরীপটলে শ্রীমচ্ছ্রীচক্রভগবৎ-পাদৈর্কিস্তরেণোপপাদিত ইতি তত এবাবধারণ্যঃ । ভুবনেশ্বরী সর্বভুবনেশ্বরীতর্থাঃ । ভুবনেশ্বরীপদনিকৃষ্টস্ত ভুবনেশ্বরীপারিজাতে ভুবনেশ্বরীহৃদয়ে দক্ষিণামূর্তিসংহিতায়াঞ্চ । ইদঞ্চ ধ্যানং দেব্যর্থকশিরসি জংগুপ্তরীকমধ্যস্থং প্রাতঃসূর্য্যাসমপ্রভাম্ । পাশাছুশধরাং সৌম্যাং বরদাভরহস্তকাম্ । ত্রিনেত্রাং রক্তবসনাং ভক্তকামহুবাং ভজ্যে ইত্যুক্তম্ ॥ ৪০ ॥

হ্রীকায়জপনিষ্ঠৈবিতা । যদাপক্ষিগণোহপি হ্রীকায়ং জপতি তদাত্তে জপন্তি হ্রীকারবীজ-মিত্যত্র কিং বক্তব্যম্ ॥ ৪১ ॥

উদ্যৎপীনেতি । স্তনদ্বয়েন কমলকুটালে জিতে ইত্যর্থঃ ॥ ৪২—৪৩ ॥

কনচ্ছ্রীচক্রতাটকেতি । কনতী দীপ্যমানে য়ে শ্রীচক্রাকারে ত্রিপুরসুন্দরীচক্রাকারে তাটকে রত্নকুণ্ডলে তাভ্যাং বিটকং মূলরং বদনারবিলম্বং যন্তাঃ সা । হল্লৈখা ভুবনেশীতি । হল্লৈখাপদবাংপন্তিস্ত ভুবনেশ্বরীরহস্তে উক্তা । হৃদি লেখ্যে জাগর্ত্তি প্রাণশক্তিরিয়ং পরা ।

ত্রৈলোক্যের সমষ্টি সৌন্দর্য্য রাশিকে একস্থলে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছেন ; কলতঃ আমি তাঁহাকে দর্শন করিয়াই মনে মনে বিলক্ষণ বৃদ্ধিতে পারিলাম, যে, এক্রপ মূর্ত্তি আর ইতঃ-পূর্বে কখনই আমার নয়ন গোচর হয় নাই ॥ ৪০ ॥ বৎস ! আর এক আশ্চর্য্য কথা শ্রবণ কর, দেখিলাম, তদ্রূপ বস্ত্রবিহঙ্গকুলও হ্রীং বীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক সেই নবযৌবমাঢ্যা অরুণ-বর্ণা করুণাপূর্ণ কুমারীর দেবায় নিরত রহিয়াছে ॥ ৪১ ॥ জগতে বাহা কিছু উত্তম বেশভূষা বা সৌন্দর্য্য আছে, বোধ হয় তৎসমস্তই সেই সরোজবদনার চরণ সরোজকে আসিয়া শরণ লইয়াছে ; বোধ হয় তাঁহার সেই উন্নতোন্মুখ কুচযুগলকে দর্শন করিয়াই কমল-কুটুপ লজ্জাভিমাণে গিয়া জলমধ্যে বাস করিয়া থাকে ॥ ৪২ ॥ বৎস ! একেত তাঁহার নিসর্গ সৌন্দর্য্যেরই সীমা নাই তাহাতে আবার বিবিধ মহামূল্য মণিনিচর-বিজড়িত রত্নময় অঙ্গদ, কেয়ুর ও কিরীট প্রভৃতি নানাজাতি দিব্যালঙ্কার সকল ধারণ করার তিনিই এই বিধ জগতের একমাত্র সমস্ত সৌন্দর্য্য লক্ষীর আধারভূত বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিলেন ; বিশেষত তাঁহার সেই তুলনারহিত মুখপঙ্কজ খানি দেবীপ্যমান শ্রীচক্রাকার মণিময় কুণ্ডল-যুগল দ্বারা উজ্জলিত হইয়া যেরূপ লোকাভীত শোভা ধারণ করিতেছিল, তাহা বর্ণাবলী

সবীৰ্ণৈঃ স্ততা নিত্যং ভুবনেশী মহেশ্বরী ।

হুল্লৈখাদ্যাভিরমরকচ্ছাভিঃ পরিবেষ্টিতা ॥ ৪৫ ॥

অনঙ্গকুহুমাদ্যাভির্দেবীভিঃ পরিবেষ্টিতা ।

দেবীষট্‌কোণমধ্যস্থা যজ্ঞরাজোপরিস্থিতা ॥ ৪৬ ॥

দৃষ্টা তাং বিস্মিতাঃ সৰ্বে বয়ং তত্র স্থিতাবন্ ।

কেয়ং কাস্তা চ কিংনাম ন জানীমোহত্র সংস্থিতাঃ ॥ ৪৭ ॥

সহস্রনয়না রামা সহস্রকরসংযুতা ।

সহস্রবদনা রম্যা ভাতি দূরাদসংশয়ম্ ॥ ৪৮ ॥

হুল্লৈখা কথ্যতে তস্মাদিতি । ত্রিপুরতাপনীয়শ্রুতিরপি । হুদয়াগারবাসিনী হুল্লৈখতি । ভুবনেশীপদবাৎপতিস্ত ভুবনেশীপারিজাতে ভুবনেশী হৃদয়ে দক্ষিণামূর্তিসংহিতায়াঃ । ব্যোম-  
বীজে মহেশানি কৈলাসাদিপ্রতিষ্ঠিতম্ । বহুবীজাং সুবর্ণাদিনিম্পন্নং বহুধা প্রিয়ে । তেনাং  
বর্ততে লোকো ভূমণ্ডলসমস্থিতঃ । তুর্ধ্যাস্বরেণ পাতালে শেবরূপেণ ধার্য্যতে । মহাভূমণ্ডলং  
তস্মাৎ পাতালস্তাপি নায়িকা । অতএব মহেশানী ভুবনেশীতি কথ্যতে । বিন্দুচক্রায়ুতং  
দেবি ! প্লাবয়ন্তী লগজয়ম্ । দ্রবরূপা ভবেত্তস্মাৎ স্নজন্তী চার্কমাত্রয়া । অতএব মহেশানী  
ভুবনেশীতি কথ্যত ইতি । ভুবনেশ্বৰ্য্যাপনিষদি ভুবনাধীশ্বরী তুর্ধ্যাতীতা বিশ্ববিমোহিনীতি ।  
যজ্ঞাৰ্থস্ত হালাস্তমাহাশ্বো উক্তঃ । সর্গোপোদঘাতেএব দর্শিতঃ ॥ ৪৪ ॥

হুল্লৈখাদ্যা অমরকচ্ছাঃ ॥ ৪৫ ॥

অনঙ্গকুহুমাদ্যাশ্চ যজ্ঞাবরণদেবতাঃ । ইদমুপলক্ষণং সেবার্ধমাগতানামন্তদেবতানামপি ।  
তদুক্তং বন্ধাওপুরাণে । সেবার্ধমাগতাস্তত্র বৃক্ষাগ্নী বৃক্ষকোটয়ঃ । লক্ষ্মীনারায়ণানাঞ্চ কোটয়ঃ  
সমুপাগতাঃ । গৌরীকোটিসহস্রাণাং রুদ্রাণামপি কোটয় ইতি । যজ্ঞমাহ । দেবীষট্‌কোণেতি ।  
ষড়্‌গুণিতবস্ত্রমধ্যাহ্নেত্যর্থঃ । তত্র যজ্ঞং প্রপঞ্চসারে স্পষ্টম্ । যথা পদ্মমষ্টদলং বুদ্ধৈঃ বৃত্তং  
ষোড়শভির্দলৈঃ । বিলিখেৎ কর্ণিকামধ্যে ষট্‌কোণমতিসুন্দরমিতি শারদৌক্তং গ্রাহ্যম্ ॥৪৬-৪৭॥

যার। বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাওয়া বাগাড়ম্বর মাত্র ॥ তাহার পর ক্রমশ নিকটস্থ হইয়া  
দেখি, হুল্লৈখা প্রভৃতি কতকগুলি দেবকচ্ছা সহচরী হুল্লৈখা, (যেঁ পরা প্রাণশক্তি লেখায়  
জায় হৃদয় মধ্যে নিরন্তর আগরূপ থাকেন) ভুবনেশী, এই নাম যণ করিতে করিতে  
অহর্নিশ সেই ভুবননিয়ন্ত্রী ভগবতী মহেশ্বরীর চতুর্দিক্ পরিবেষ্টন পূর্বক স্ততিগান করিতে-  
ছেন ॥ ৪৫ ॥ বৎস ! আমরা তাঁহার বিষয় যতই নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলাম ততই  
অদৃষ্টপূর্ব অদ্বুত ব্যাপার সকল লক্ষিত হইতে লাগিল অর্থাৎ তাহার পর দেখি যে, সেই  
জ্যোতির্ময়ী দেবী অনঙ্গকুহুমাদি যজ্ঞাবরণরূপ দেবীগণে পরিবৃত্ত হইয়া ষট্‌কোণাকার  
যজ্ঞরাজের উপরি বিরাজ করিতেছেন ; কলত-তথায় আমরা সেই অশ্রুতপূর্ব অদৃষ্টের  
রমণীমূর্তি দর্শন করিয়া সকলেই বিস্ময়গাগরে নিমগ্ন হইয়া। এইরূপ ভাবিতে লাগিলাম, যে,  
এই অনির্লচনীর রূপলাবণ্যবতী কামিনী কে ? ইহার নামই বা কি ? এখানে থাকিয়াও,  
আমরা ইহার কিছুই জানিতে পারিতেছি না ॥৪৬—৪৭॥ আর এক আশ্চর্য্য এই যে, প্রথমে



নাংসরা নাপি গন্ধৰ্বী নেয়ং দেবান্না কিম ।

ইতি সংশয়মাপন্নাস্তত্র নারদ ! সংস্থিতাঃ ॥ ৪৯ ॥

তদামো ভগবান্বিষ্ণুদৃষ্টৌ তাং চারুহাসিনীম্ ।

উবাচাশ্বাং শ্ববিজ্ঞানাং কৃষ্ণা মনসি নিশ্চয়ম্ ॥ ৫০ ॥

এষা ভগবতী দেবী সৰ্বেষাং কারণং হি নঃ ।

মহাবিদ্যা মহামায়া পূর্ণা প্রকৃতিরব্যয়া ॥ ৫১ ॥

হুজ্জেরাল্লখিয়াং দেবী যোগগম্যা ছরাময়া ।

ইচ্ছা পরাজ্ঞানঃ কামং নিত্যানিত্যস্বরূপিণী ॥ ৫২ ॥

ইতি শব্দতত্ত্বজ্ঞাং পশুস্তি তাবদেব সৈব মূর্তির্বিরাড্রূপেণ দৃশ্যমানাত্বদিত্যাহ ।  
সহস্রনয়নারামেতি । বিরাট্রূপং দেব্যাস্ত সপ্তমঙ্কে স্পষ্টম্ ॥ ৪৮—৪৯ ॥

সবিজ্ঞানাং স্বকীয়স্বরূপাং ॥ ৫০ ॥

এথেতি । ঘনোহস্বাকং কারণং সাম্যাবস্থামায়োপাধিকবুদ্ধরূপং তদিতং তদ্ব্যাকৃতমাসী-  
দ্ভিন্নামরূপজ্ঞাং ব্যাক্রিয়ত ইত্যাদিশ্রুতিপ্রতিপাদ্যং মায়া বা এষা নারসিংহী সৰ্বমিধং স্বজতি  
সৰ্বমিদং রক্ষতি সৰ্বমিদং সংহরতি তন্মাম্যামেতাং শক্তিং বিদ্যাদিতি । অজ্ঞানমেকাং  
লোহিততরুক্রুষ্ণাং ন তত্র কার্যং কারণং চেত্যাদিশ্রুতিপ্রতিপাদ্যম্ । তদেবা ভগবতী  
তন্ত্ৰৈব মুখ্যা মূর্তিরিয়মিতি ভাবঃ । পরং ব্রহ্মৈব সৰ্বকারণমায়ামবলিতং ভক্তাঙ্গগ্রহার্থমিদং  
রূপং দধারেত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

ইচ্ছতি । ইচ্ছাশক্তিরূপাকুসারীতি শিবহৃৎপ্রতিপাদ্য । তং কিং জ্ঞা নেত্যাহ । নিত্যা-  
নিত্যস্বরূপিণীতি । নিত্যং ব্রহ্মানিত্যং মায়া তদ্ব্যয়রূপিণী মায়াশব্দবুদ্ধরূপিণীত্যর্থঃ । তথা  
চ ভগবত্যা উভয়াস্বকৃত্যং কদাচিদ্রূপরূপেণৈব বর্ণনং কদাচিৎকৃতিক্রূপেণৈব বর্ণন-  
মিতীচ্ছাশক্তিরূপেণ বর্ণনেনৈপি দোষাভাবঃ । তথাচ স্মৃতিঃ । হ্রীকার উভয়াস্বক ইতি ।  
শিবশক্ত্যস্বক ইত্যর্থঃ । হ্রীং বুদ্ধেতি শ্রুতেশ্চ ॥ ৫২ ॥

কাহাকে দূর হইতে চতুর্ভুজা রমণী বলিয়া বোধ হইতেছিল; তিনিই আবার একগুণে দেখিতে  
দেখিতে অনন্ত চক্ষুঃ অনন্ত কর চরণ ও অনন্ত বদনমণ্ডল অদ্বুত বিরাট্রূপে প্রতীত হইতে  
লাগিলেন; দেখ, নারদ! তৎকালে, আমরা সংশয়াক্রান্ত চিত্ত হইয়া এইরূপ ভাবিতে  
লাগিলাম, যে, এ যে রূপ অদ্বুত ব্যাপার দেখিতেছি তাহাতে ইহাকে কোম অঙ্গরা কি  
গন্ধর্বকন্যা বা কোন অশ্বজ্ঞানা বলিয়াত বিবেচনা হইতেছে না; এইরূপ ভাবিতোহু এমন  
সময় ভগবান্ বিষ্ণু সেই চারুহাসিনী বিশ্বমাতাকে একাগ্রচিত্তে নিরীক্ষণ পূর্বক স্বীয়  
বিজ্ঞানজ্যোতিঃ প্রভাবে মনে মনে নিশ্চয় করিয়া কহিলেন, বেদাদি শাস্ত্রে যিনি জন্ম-মৃত্যু  
বিবর্ত্তিত পূর্ণা প্রকৃতি বলিয়া পরিকীর্তিত, ইনি সেই মহাবিদ্যারূপা মহামায়া; এই  
দেবী ভগবতীই আমাদের তিন জনের উৎপত্তির হেতুকৃত্তা ॥ ৪৮—৫১ ॥ এই দেবী  
কুজমতি নরের পক্ষে হুজ্জেরা ও হুজ্জত্যা হইলেও তৎকাল স্ববিগণ ইহাকে লম্বাধিবোণে  
বিভ্র জ্ঞান্যাতাই সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন; ইনি আর্য্যরূপে অমিত্য বটেন, কিন্তু, চিদানন্দ  
রূপে নিত্য; ইহাকেই আবার বেদে পরাজ্ঞা পরব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তি বলিয়া নির্দেশ

ভূরারাদ্যান্নভাগৈশ্চ দেবী বিশ্বেশ্বরী শিবা ।  
 বেদগর্ভা বিশালাক্ষী সর্বেষামাদিরীশ্বরী ॥ ৫৩ ॥  
 এষা সংহৃত্য সকলং বিশ্বং ক্রীড়তি সংক্ষয়ে ।  
 লিঙ্গানি সর্বজীবানাং স্বশরীরে নিবেশ্য চ ॥ ৫৪ ॥  
 সর্ববীজময়ী হেযা রাজতে সাম্প্রতং সুরৌ ! ।  
 বিভূতয়ঃ স্থিতাঃ পার্শ্বে পশ্চতাং কোটিশঃ ক্রমাৎ ॥ ৫৫ ॥  
 দিব্যভরণভূষাঢ্যা দিব্যগন্ধানুলেপনাঃ ।  
 পরিচর্যাপরাঃ সর্বাঃ পশ্চতাং ব্রহ্মশঙ্করৌ ! ॥ ৫৬ ॥  
 ধন্য বয়ং মহাভাগাঃ কৃতকৃত্যাঃ স্ম সাম্প্রতম্ ।  
 যদত্র দর্শনং প্রাপ্তা ভগবত্যাঃ স্বয়স্তি দম্ ॥ ৫৭ ॥  
 তপস্তপ্তং পুরা যত্নাভ্যশ্বেদং ফলমুভয়ম্ ।  
 অত্থা দর্শনং কুত্র ভবেদস্মাকমাদরাৎ ॥ ৫৮ ॥  
 পশুন্তি পুণ্যপুঞ্জা যে যে বদাত্তাপস্বিনঃ ।  
 রাগিণো নৈব পশুন্তি দেবীং ভগবতীং শিবাম্ ॥ ৫৯ ॥

বেদগর্ভা বেদজনয়িত্রী । অশ্ব মহতো ভূতশ্চ নিঃস্বসিতমেতদ্বন্ধে ইত্যাদি ক্রতেঃ । মনৈ-  
 বাজ্ঞা পরাশক্তির্বেদসংজ্ঞা পুরাতনী । ঋগ্‌যজুঃসামরূপেণ সর্গাদৌ সংপ্রবর্ততে ইতি কুর্শ্ব-  
 পুরাণে ষাটশাধ্যায়ে ত্রিভগবত্যাংকেষ্ট ॥ ৫৩ ॥

করিয়াছেন ॥ ৫২ ॥ এই দেবী বিশালাক্ষী বিশ্বেশ্বরীই জগতের আদিভূতা, ইনিই সর্বভূতের  
 নিয়ত্রী; মহাত্মা ঋষিরা ইহাঁকেই সর্ব জীবের কল্যাণরূপিণী বেদগর্ভা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া  
 থাকেন; অন্নভাগ্য ব্যক্তিগণই ইহাঁর আরাধনায় সমর্থ হইতে পারে না । ইনি প্রলয়-  
 কালে সমস্ত বিশ্বসংসার সংহার পূর্ব্বক জীবনিবাহের বাসনাসম্বিত ব্যষ্টি-স্থল-শরীর সকল  
 যজ্ঞাত্মরূপ নিজ সমষ্টি-শরীরে (মূল প্রকৃতিতে) সরিবেশিত করিয়া একমাত্র অবৈতাত্ম-  
 স্বরূপে ক্রীড়া করিয়া থাকেন ॥ ৫৩—৫৪ ॥ হে সুরশ্রেষ্ঠ শঙ্কর ! হৈহুর্জন ! সংপ্রতি যিনি  
 এইরূপে বিরাজ করিতেছেন, ইনিই বিশ্বজগতের কারণ-স্বরূপিণী; ঐ দেখুন, উহাঁর কোটি  
 কোটি বিভূতি সকল বধাক্রমে চতুঃপার্শ্বে অবস্থিত রহিয়াছেন; দেখুন দেখি, ঐ সকল দেব-  
 দেবীগণ কেমন দিব্যভরণে বিভূষিত !! আর কেমন স্বর্গীয় গন্ধদ্রব্যে বিলেপিতাজ হইয়া  
 পরিচর্য্যায় নিমিত্ত চতুর্দিকে লগ্নায়মান রহিয়াছেন ॥ ৫৫—৫৬ ॥ আজ বখন আমরা দেবী  
 ভগবতীর স্নেহ অনির্ব্বচনীয় চুম্বিত রূপ সন্দর্শন করিতে পাইলাম, তখন, অবশ্যই আমরা  
 ধন্যবাদের পাত্র !! সংপ্রতি আমাদের ভাগ্য প্রসন্ন হইয়াছে, সন্দেহ নাই; তাহা না হইলে,  
 আমরা কদাচই এতদূর কৃতার্থতা লাভে সমর্থ হইতাম না ॥ ৫৭ ॥ পূর্ব্বক যে আমরা ঘোরতর  
 চেষ্টার তপঃক্লেশ সহ করিয়াছিলাম, ইহা নিশ্চয় তাহারই ফল জানিবে; অত্থা, দেবী জগৎ-

মূলপ্রকৃতিরৈবেষা সদা পুরুষসঙ্গতা ।

ব্রহ্মাণ্ডং দর্শয়তোযা কৃষ্ণা বৈ পরমাত্মনে ॥ ৬০ ॥

দ্রষ্টাসৌ দৃশ্যমখিলং ব্রহ্মাণ্ডং দেবতাঃ সুরৌ! ।

তশ্চৈষা কারণং সৰ্ব্বা মায়া সৰ্ব্বেশ্বরী শিবা ॥ ৬১ ॥

কাহং বা ক সুরাঃ সৰ্ব্বে রমাদ্যাঃ সুরযোষিতঃ ।

লক্ষাংশেন তুলামস্তা ন ভবামঃ কথঞ্চন ॥ ৬২ ॥

সৈষা বরাদ্ধনা নাম যা দৃষ্টা বৈ মহার্ণবে ।

বালভাবে মহাদেবী দোলয়ন্তীব মাং মুদা ॥ ৬৩ ॥

শয়ানং বটপত্রে চ পর্য্যঙ্কে স্থস্থিরে দৃঢ়ে ।

পাদান্বষ্ঠং করে কৃষ্ণা নিবেশ্য মুখপঙ্কজে ॥ ৬৪ ॥

কারণস্বরূপং ভগবত্যা বিশদয়তি । এষা সংজ্ঞ্যোতি । সৰ্ব্বজীবানামিতি । ব্যাপ্তিলিঙ্গ-  
শরীরানি তদ্বাসনাশ সমষ্টৌ সূত্রানি স্থাপয়িত্বা তৎসমষ্টিলিঙ্গশরীরং সবাসনং স্বশরীরে  
প্রলয়কালে সন্নিবেশ্য স্থাপয়িত্বা একাকিনী ক্রীড়তি ॥ ৫৪—৫৯ ॥

মূলপ্রকৃতিরৈবেষতি । এবং বর্ণনং জড়শক্তিরূপত্বেন ক্রিয়তে । ভুবনেশ্বর্যা জড়াজড়-  
রূপত্বেন বিদ্যমানত্বাৎ ॥ ৬০ ॥

দ্রষ্টাসৌ জীবৌ দৃশ্যমিদং সৰ্ব্বং বিশ্বস্তন্তোভয়বিধস্তাপোঐষব.কারণম্ । যথা সূনীপ্তাং  
পাবকাদিস্ফুলিঙ্গা ইতিশ্রুতেজীববিশ্ববিভাগস্ত কারণং ব্রহ্মাবীনত্বাৎ ॥ ৬১—৬২ ॥

সৈষেতি । অনয়েব মমার্থলোকায়কভাগবতস্ত রহস্তভূততোপদেশঃ কৃত ইত্যাত্মা মূর্তি-  
দর্শনেন মম প্রত্যভিজ্ঞা সমুৎপিতা । তস্ত স্নোকাঙ্কিতার্থস্ত । সৰ্ব্বং খবিদং ব্রহ্মাহমেবেতি ।

জননী আমাদিগকে এস্থলে আনিয়া সমাদর পূৰ্ব্বক নিজস্বরূপ দর্শন করাইবেন কেন ? ॥৫৮॥

ইহ সংসারে জন্ম গ্রহণ করিয়া বাঁহারা ভূরি ভূরি সংকার্গ্যের অমুষ্ঠান পূৰ্ব্বক সতত পুণ্যপুঞ্জ  
উপার্জন করেন, বাঁহারা নিয়ত তপশ্চর্য্যায় নিরত থাকিয়া সংপাত্রে অপর্য্যাপ্ত ধনাদি দান  
করিয়া থাকেন, তাদৃশ মহাত্ম্যাই এই দেবী কল্যাণরূপিণী ভগবতী ভুবনেশ্বরীর দর্শনলাভে  
সমর্থ; বৎস! বাঁহারা কেবল ঐহিক ভোগবিলাসেই প্রমত্ত তাহাদিগের ভাগ্যে কদাচ ইহঁর  
সন্দর্শন লাভ ঘটে নাই ॥৫৯॥ ইনিই সেই আদ্যা মূলপ্রকৃতি; ইনি নিরন্তরই সেই চিদানন্দময়  
পুরুষের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া রহিয়াছেন; এই দেবী সনাতনীই নিজ প্রভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড  
রচনা করিয়া পরমাত্মাকে প্রদর্শন করিয়া থাকেন । হে-সুরেশ্বর! ব্রহ্মশব্দ! এই অখিল  
ব্রহ্মাণ্ড এবং এতদন্তর্গত দেবতা প্রভৃতির শরীর সমস্তই দৃশ্যগদার্থ আর কুটস্থ চৈতন্য স্বরূপ  
পরমাত্মাই জীবন্ত উপাধি অঙ্গীকার করিয়া প্রত্যেক শরীরেই সাক্ষিরূপে বিরাজ করিয়া  
থাকেন; কিন্তু, এ উভয়বিধ বিষয়েরই একমাত্র কারণ এই সৰ্ব্ব মঙ্গলময়ী সৰ্ব্বেশ্বরী সমষ্টি  
মায়াকান্তি জানিবেন ॥৬০-৬১॥ এই সমস্ত দেবতা বা লক্ষ্মী প্রকৃতি সুররমণীগণ কি আমিই  
কলকথা জায়াব। কেতট ঠঠাব লক্ষ্যার্থের এতৎস্বরূপ সত্যত এ জ্ঞান নহি ॥৬২॥ ইনি নিশ্চয়ই

লেলিহস্তঞ্চ ক্রীড়ন্তমনৈকৈর্বাচেষ্টিতৈঃ ।

রমমাংগং কোমলাঙ্গং বটপত্রপুটে স্থিতম্ ॥ ৬৫ ॥

গায়ন্ত্রী দোলয়ন্তী চ বালভাবান্ময়ি স্থিতে ।

সেয়ং স্থনিশ্চিতং জ্ঞানং জাতং মে দর্শনাদিব ॥ ৬৬ ॥

কামং নো জননী সৈষা শৃণুতাং প্রবদাম্যহম্ ।

অনুভূতং ময়া পূর্বং প্রত্যভিজ্ঞা সমুখিতা ॥ ৬৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্দেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়-  
স্কন্ধে মহাদেবীদত্তবিমানারোহণেন দেবদেবীদর্শনং নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

তন্মাতাং যাময়া দৃষ্টা সৈবেয়ং সা চ সর্গকারণং স্বত্ৰাহ । তন্মাদিয়ং সর্গকারণমেবেতি ভাবঃ ।  
নমু কতামবস্থায়ামিযং ত্রয়া দৃষ্টা তত্রাহ, বালভাবে ইতি ॥ ৬৩—৬৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্দেবীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

সেই রমণীগণের শিরোমণিস্বরূপা মহাদেবী জগদম্বিকা, যাহাকে আমি প্রলয়প্রাবিত মহার্ণব  
মধ্যে আমাকেই একটা ক্ষুদ্র বালকমূর্তি করিয়া পরমাক্লাদসহকারে দোলাইতে দেখিয়া-  
ছিলাম; পূর্বে যখন আমি নিশ্চল দৃঢ়ীভূত পর্য্যঙ্কসদৃশ বটপত্রে শয়ান থাকিয়া সাধারণ  
বালকের ছায় নিজ দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠ করে ধারণপূর্বক মুখপঙ্কজে নিবেশিত করিয়া উহা সংলেহন  
করিতে করিতে ক্রীড়া করিতেছিলাম; সেই সময়, জননী যেমন স্বীয় শিশুসন্তানকে বিবিধ  
উল্লাপন পূর্বক দোলাইয়া থাকেন ইনি সেইরূপ বটপত্রপুটে ক্রীড়ানিরত আমার কোমলাঙ্গ  
সকলকে নানাবিধ স্বরে গান করিতে করিতে দোলাইয়াছিলেন । এক্ষণে, আমি ইহাঁকে দর্শন  
মাত্রেই জানিতে পারিয়াছি; ইনি নিশ্চয়ই সেই মহাদেবী বিশ্বকর্ত্রী জগদম্বিকা ॥ ৬৩—৬৬ ॥  
শঙ্কর ! ব্রহ্মন্! আপনাদের উভয়কে যাহা বলি শ্রবণ করুন, ইনি নিশ্চই আমাদের সেই  
জননী; পূর্বে যে, আমি ইহাঁর দর্শন লাভ করিয়াছিলাম, তাহা আমার বিলক্ষণ অনুভূত  
হইতেছে, কেননা, সস্ত্রীতি আমার অন্তরে তদ্বিষয়ের প্রত্যভিজ্ঞান সমুদিত হইয়াছে ॥ ৬৭ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবী-

ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে দেবীদর্শন বিষয়ক তৃতীয়

অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## চতুর্থোধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

ইতুক্ত্বা ভগবান্ বিষ্ণুঃ পুনরাহ জনার্দনঃ ।  
বয়ং গচ্ছেম পার্শ্বৈহ্মতাঃ প্রণমন্তঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ১ ॥  
সেয়ং বরা মহামায়া দাস্ত্যতোষা বরান্ হি নঃ ।  
সুত্রামশ্চ সন্নিধিং প্রাপ্য নির্ভয়াশ্চরণান্তিকে ॥ ২ ॥  
যদি নো বারয়িম্যস্তি দ্বারস্থাঃ পরিচারকাঃ ।  
পঠিষ্যামশ্চ তত্রস্থাঃ স্তুতিং দেব্যাঃ সমাহিতাঃ ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

ইতুক্তে হরিণা বাক্যে স্প্রহৃষ্টৌ স্প্রসংস্থিতৌ ।  
জাতৌ প্রমুদিতৌ কামং নিকটে গমনায় চ ॥ ৪ ॥

একোনপকাশংপদৈঃ স্ত্রীভাবগমনোত্তরম্ ।

বিষ্ণুনাথ কৃতং স্তোত্রং শ্রীদেব্যা ইতি কথ্যতে ॥

শ্রীদেবীদর্শনোত্তরং ব্রহ্মাদীনাং বৃত্তমাহ ইতুক্তেতি । ইতি পূর্বোক্তাং বালাবহা কথ্যং  
ব্রহ্মণে বিষ্ণুং ব্রহ্মা পুনর্ব্রহ্মাণং বিষ্ণুরাহ ॥ ১—২ ॥

তত্রস্থা যদ্যেবে বারয়িম্যস্তি তন্নিম্নেব দৈশে স্থিতাঃ স্তুতিং করিষ্যামস্তাবতা দয়াদী  
সর্বজ্ঞা দেবী জ্ঞাতৃত্যাকং রূপাঞ্চ করিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

নারদং প্রতি ব্রহ্মাহ । ইতুক্তে ইতি । হরিবাক্যং শ্রদ্ধা অহং হরশ্চোভৌ প্রমুদিতৌ  
জাতৌ নিকটে শ্রীদেবীসমীপে গমনায় তদা হরিং প্রত্যোমিত্যাদীকারবাক্যমুক্ত্যুস্থিতৌ ॥ ৪ ॥

লোক পিতামহ ব্রহ্মা বলিলেন, নারদ ! তাহার পর জনার্দন-নিহদনকারী ভগবান্ বিষ্ণু  
ঐ সকল কথা বলিয়াই-পুনরায় কহিলেন, চলুন আমরা সকলেই বারংবার প্রণাম করিতে  
করিতে উঁহার নিকটে যাই তাহা হইলে, ঐ দেবী বিশ্ববন্দিনী মহামায়া প্রসন্ন হইয়া  
নিশ্চয়ই আমাদের বর প্রদান করিবেন সন্দেহ নাই ; মাতার নিকট-যাইতে সন্তানের  
কি কখন ভয় হয় ? অতএব, চলুন আমরা নির্ভয়ে যাইয়া জগজ্জননীর পদপ্রান্তে  
দাঁড়াইয়া স্তব করি ॥ ১—২ ॥ যদি দ্বারপাল বা পরিচারকগণ আমাদের নিকটে যাইতে  
বারণ করে, তাহা হইলে, আমরা সেই স্থলে দাঁড়াইয়াই একাএটিতে মহাদেবীর স্তুতিপাঠ  
করিতে থাকিব । ব্রহ্মা কহিলেন, বৎস ! ভগবান্ হরি শঙ্করকে আর আমাকে এই কথা  
বলিলে পর, আমরা উভয়েই লোমাক্ষিত কলেবরে কিয়ৎকাল সেইস্থলেই দণ্ডায়মান রহিলাম ;  
পরে জননীর নিকটে যাইবার অন্ত একেবারে আক্সাদে ক্ষীত হইয়া উঠিলাম ॥ ৩—৪ ॥

ওমিত্যুক্ত্বা হরিং সর্বৈ বিমানাঙ্ঘ্রিতান্ধ্রয়ঃ ।

উত্তীৰ্য্য নির্গতা হারি শঙ্কমানা মনস্তলম্ ॥ ৫ ॥

হারস্থান্ বীক্ষ্য তান্ সর্বান্ দেবী ভগবতী তদা ।

স্মিতং কৃৎস্না চকারাশু তাংস্ত্রীন্ ত্রীরূপধারিণঃ ॥ ৬ ॥

বয়ং যুবতয়ো জাতাঃ স্তরূপাশ্চারুভূষণাঃ ।

বিস্ময়ং পরমং প্রাপ্তা গতাস্তৎসন্নিধিং পুনঃ ॥ ৭ ॥

সা দৃষ্টা নঃ স্থিতাস্তত্র ত্রীরূপাংশচরণাস্তিকে ।

ব্যলোকয়ত চার্কবক্ষী প্রেমসম্পূর্ণয়া দৃশা ॥ ৮ ॥

প্রণম্য তাং মহাদেবীং পুরতঃ সংস্থিতা বয়ম্ ।

পরম্পরং লোকয়ন্তঃ ত্রীরূপাশ্চারুভূষণাঃ ॥ ৯ ॥

পাদপীঠং প্রেক্ষমাণা নানামণিবিভূষিতম্ ।

সূর্য্যকোটীপ্রতীকাশং স্থিতাস্তত্র বয়স্ত্রয়ঃ ॥ ১০ ॥

কাশ্চিদ্রক্তাশ্বরাস্তত্র সহচর্য্যঃ সহস্রশঃ ।

কাশ্চিন্নীলাশ্বরা নার্য্যাস্তথা পীতাশ্বরাঃ শুভাঃ ॥ ১১ ॥

ততঃ সর্বৈ বয়ং বিমানাঙ্ঘ্রীৰ্য্য তত্র গত ইত্যাহ । ওমিত্যুক্ত্বৈতি ॥ ৫ ॥

ত্রীরূপধারিণ ইতি । তে বয়ং ত্রয়ত্রীরূপা জাতা ইত্যর্থঃ ॥ ৬—৯ ॥

অনন্তর, হরিকে তাহাই হউক এইরূপ বলিয়া তিন জনেই অবিলম্বে বিমান হইতে অবতীর্ণ হইয়া অত্যন্ত শক্তিচিহ্নে হারদেশের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলাম ॥ ৫ ॥

নারদ ! তাহার পর এক অদ্ভুত কথা শ্রবণ কর, তৎকালে দেবী ভগবতী আমাদের তিন জনকে হারদেশে দণ্ডায়মান দেখিয়া দ্বৈধ হস্ত করত কণমাঝে আমাদের তিনজনকেই ত্রী মূর্ত্তি করিয়া কেলিলেন ॥ ৬ ॥ এইরূপে তখন, আমরা তিনজনেই মনোরম অলঙ্কারে বিভূষিত স্তরূপা যুবতী হইয়া একেবারে বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইলাম ; পরন্তু, সেই অবস্থাতেই দেবীর সন্নিধানে গমন করিলাম ॥ ৭ ॥ আমরা সকলেই ত্রীভাবাপন্ন হইয়া চরণোপান্তে দণ্ডায়মান আছি দেখিয়া সেই অনির্লচনীয় রূপলাবণ্যবধী দেবী ভগবতী ত্রীতি-প্রকল্পনয়নে আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন । তখন আমরা মনোজ্ঞ অলঙ্কার পরি-শোভিত ত্রীমূর্ত্তিতেই মহাদেবীকে প্রণাম করিয়া পরস্পর মুখ নিরীক্ষণ করত তাঁহার সমুখে অবস্থিত রহিলাম ॥ ৮—৯ ॥ তৎকালে আমরা তিনজনেই সেই স্থলে থাকিয়া কেবল বিবিধ মণি-বিভূষিত কোটি সূর্য্য সমূহ প্রভাসম্পন্ন মহাদেবীর মণিময় পাদপীঠটাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম ॥ ১০ ॥ দেখিলাম, কাহারও পরিধানে রক্তাশ্বর, কাহারও নীলাশ্বর, কাহারও বা পীতাশ্বর এইরূপ বিচিত্র বসন ভূষণে সুসজ্জিতা পরম রমণীয়মূর্ত্তি প্রিয়দর্শনা সহস্র সহস্র

দেব্যঃ সৰ্বাঃ শুভাকারা বিচিত্রাশ্চরভূষণাঃ ।

বিরেজুঃ পার্শ্বতন্তুস্তাঃ পরিচর্য্যাপরাঃ কিল ॥ ১২ ॥

জগুশ্চ ননুতুশ্চান্ধাঃ পর্য্যাপাসন্ত তাঃ স্ত্রিয়ঃ ।

বীণামারুতবাদ্যানি বাদয়ন্ত্যো মুদাশ্রিতাঃ ॥ ১৩ ॥

শৃণু নারদ ! বক্ষ্যামি যদৃকং তত্র চাঙ্কুতম্ ।

নখদৰ্পণমধ্যে বৈ দেব্যাস্চরণপঙ্কজে ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্মাণ্ডমখিলং সৰ্বং তত্র স্থাবরজঙ্গমম্ ।

অহং বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ বায়ুরগ্নিৰ্বহ্নৌ রবিঃ ॥ ১৫ ॥

বরুণঃ শীতশুশ্রুতা কুবেরঃ পাকশাসনঃ ।

পৰ্বতাঃ সাগরা নদ্যো গন্ধৰ্ব্বাপ্সরসন্তা ॥ ১৬ ॥

বিশ্বাবহুশ্চিত্রকেতুঃ শ্বেতশ্চিত্রান্দদন্তথা ।

নারদস্তম্বরুশ্চৈব হাহাহুহুস্তথৈব চ ॥ ১৭ ॥

অশ্বিনৌ বসবঃ সাধ্যাঃ সিন্ধাশ্চ পিতরন্তথা ।

নাগাঃ শেযাদয়ঃ সৰ্ব্বে কিমরোরগরাক্ষসাঃ ॥ ১৮ ॥

পাদপীঠং সিংহাসনম্ । অনেন দাসমৰ্য্যাদা বোধিতা । যদ্যসেন স্বামিমুখনিরীক্ষণং  
ন বিধেয়ং কিন্তু পাদয়োরেব দৃষ্টিঃ স্থাপনীভূয়তি ॥ ১০—১২ ॥

মারুতবাদ্যং বেণাদিকম্ ॥ ১৩ ॥

তদন্তরং শ্রীভুবনেশ্বৰ্য্যাঃ স্বপাদনখমধ্যে এবানেককোটিব্রহ্মাণ্ডানি দর্শিতানীত্যাহ । শৃণু  
নারদেতি ॥ ১৪—১৮ ॥

সুহচরী দেবকন্তারা পরিচর্য্যা-পরায়ণা হইয়া তাঁহার পার্শ্বদেশে বিরাজমান রহি-  
রাছেন ॥ ১১—১২ ॥ সেই সমস্ত দেবরমণীদিগের মধ্যে কেহ বীণাবাদন, কেহ নৃত্য, কেহ বা  
অস্ত্রে সংগীতালাপ করিতেছেন ; কলতঃ তাঁহারা মুকলেই আত্মাদে পুলকিত হইয়া  
সৰ্ব্বতোভাবে মহাদেবীর উপাসনা করিতেছেন ॥ ১৩ ॥

নারদ ! সে স্থলে আর একটা যে অঙ্কুত ব্যাপার দেখিয়াছিলাম তাহাও বলিতেছি শ্রবণ  
কর, সেই সকল দেব কন্তাগণের নৃত্যগানাদি দেখিতে দেখিতে সহসা মহাদেবী ভগবতীর  
চরণপঙ্কজের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি যে, তদন্তর নখদৰ্পণ মধ্যে স্থাবর জঙ্গমময় অখিল  
ব্রহ্মাণ্ড দেদীপ্যমান রূপে বিরাজিত রহিয়াছে ; অর্থং বন, ভূমি, পর্বত, নদ, নদী ও সাগর  
প্রভৃতি স্থাবর বস্তু সকল এবং সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, অগ্নি, যম, কুবের, প্রজাপতি ঋতা ও  
মরুত প্রভৃতি দেবগণ ; অধিক কি আমি, বিষ্ণু ও রুদ্রদেব পর্য্যন্তও লক্ষিত হইতে লাগিল ।  
তাঁহার পর আবার দেখি যে, গন্ধৰ্ব্ব ও অপ্সরোবৃন্দ প্রভৃতি উপদেবদেবগণ এক গুচ্ছ

বৈকুণ্ঠে ব্রহ্মলোকশ্চ কৈলাসঃ পর্বতৌত্তমঃ ।

সর্বং তদধিলং দৃষ্টং নখমধ্যস্থিতঞ্চ ॥ ১৯ ॥

মজ্জমপক্কজং তত্র স্থিতোহহং চতুরাননঃ ।

শেষশায়ী জগন্নাথস্তথাচ মধুকৈটভো ॥ ২০ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

এবং দৃষ্টং ময়া তত্র পাদপদ্মনখে স্থিতম্ ।

বিস্মিতোহহং ততো বীণ্য কিমেতদিতিশঙ্কিতঃ ॥ ২১ ॥

বিযুশ্চ বিস্ময়াবিক্টঃ শঙ্করশ্চ তথাস্থিতঃ ।

তাং তদা মেনিরে দেবীং বয়ং বিশ্বস্ত মাতরম্ ॥ ২২ ॥

ততো বর্ষশতং পূর্ণং ব্যতিক্রান্তং প্রপশ্যতঃ ।

স্বধাময়ে শিবো দ্বীপে বিহারং বিবিধং তদা ॥ ২৩ ॥

সখ্য ইব তদা তত্র মেনিরেহস্মানবস্থিতান্ ।

দেব্যঃ প্রমুদিতাকারা নানাভরণমণ্ডিতাঃ ॥ ২৪ ॥

চনেত্যব্যয়মপ্যর্থকং নখমধ্যস্থিতমপীত্যর্থঃ ॥ ১৯—২১ ॥

প্রধান বিশ্বাবস্থ, চিত্রকোষ, চিত্রাসদ, শ্বেত, নারদ, তুষ্ক ও হাহাহু ও বিরাজ করিতেছেন। অপরদিকে স্বর্কৈদ্য অশ্বিনীকুমারবয়, অষ্টবস্থ, মাধাগণ, সিদ্ধগণ, পিতৃগণ, অনন্তাদি নাগগণ এবং কিল্লর, উরগ ও রাক্ষসগণ পর্য্যন্তও যথানিয়মে অবস্থিত রহিয়াছে ॥ ১৯—২০ ॥ এই সমস্ত ব্যাপার দর্শনের পর, দেখি যে, উর্দ্ধভাগে বৈকুণ্ঠধাম, ব্রহ্মলোক ও পরম পূজনীয় কৈলাসপর্বত নিত্যরূপে বিরাজ করিতেছে; ফলকথা এই যে, একমাত্র সেই চরণপঙ্কজস্থ নখদর্পণ মধ্যেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তুই দৃষ্ট হইল ॥ ১৯ ॥ এমন কি, তথায় অনন্ত শয্যার শয়ান জগৎপতি ভগবান্ বিষ্ণু এবং তাঁহার নাতিদেশে আমার জন্মভূমিরূপ সেই পঙ্কজ; তদ্ব্যতী আমিও এইরূপ চতুস্থুখে পরিশোভিত হইয়া উপবিষ্ট রহিয়াছি। পরে দেখি যে, আমার আমার বিরোধি দানবপ্রধান মধুকৈটভ ও যুদ্ধলালসার সমুৎপে দণ্ডায়মান ॥ ২০ ॥ লোকপিতামহ ভগবান্ কহিলেন, তৎকালে আমি সেই মহাদেবী ভগবতীর চরণপঙ্কজস্থ নখরগুণ্ডাংস্থ মধ্যে যে এই সমস্ত ক্ষত ব্যাপার সন্দর্শন করিয়াছিলাম, তাহাতে আর কোন সংশয় হইতেছে না; পরন্তু সেই সকল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপার দেখিয়া একেবারে বিস্মিত হইয়া সশঙ্কচিত্তে ভাবিলাম যে, এ আমার কি? ॥ ২১ ॥ রে বৎস! কেবল আমি নহে আমার সমভিব্যাহারী ভগবান্ বিষ্ণু এবং শঙ্কর পর্য্যন্তও বিশ্বয় সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন; ফলতঃ তখন, আমরা তিনজনেই তাঁহাকে বিশ্বলংসারের জননী বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম ॥ ২২ ॥ তদন্তর, এইরূপে সেই স্বধাময় শিবদ্বীপে মহাদেবীর নানাবিধ লীলা বিহারাদি দেখিতে



বয়মপ্যতিরম্যাস্বাদ্বভুবিম বিমোহিতাঃ ।

প্রকৃষ্টমনসঃ সর্বে পশুন্ ভাবান্মনোরমান্ ॥ ২৫ ॥

একদা তাং মহাদেবীং দেবীং শ্রীভুবনেশ্বরীম্ ।

তুষ্ঠাব ভগবান্ বিষ্ণুর্ভুবতীভাবসংস্থিতঃ ॥ ২৬ ॥

শ্রীভগবান্মুবাচ ।

নমো দেবৈ প্রকৃত্যৈ চ বিধাত্রে সততং নমঃ ।

কল্যাণ্যে কামদায়ৈ চ বৃদ্ধ্যৈ নিক্ট্যৈ নমো নমঃ ॥ ২৭ ॥

সচ্চিদানন্দরূপিণ্যে সংসারারণয়ে নমঃ ।

পঞ্চকৃত্যবিধাত্রে তে ভুবনেশৈ নটমা নমঃ ॥ ২৮ ॥

সর্বাধিষ্ঠানরূপায়ৈ কূটস্থায়ৈ নমো নমঃ ।

অর্দ্ধমাত্রার্থভূতায়ৈ হ্রল্লেকায়ৈ নমো নমঃ ॥ ২৯ ॥

ইতি দর্শনে নৈরমেব সর্বকারণমিত্যস্মাকং নিশ্চয়ো জাত ইত্যাহ । বিশ্বস্ত মাতর-  
মিতি ॥ ২২—২৭ ॥

সংসারারণয়ে সংসারঘোনয়ে । পঞ্চকৃত্যবিধাত্রে পঞ্চবিধং তৎকৃত্যং সৃষ্টিস্থিতিসংক্রতি-  
তিরোভাবাঃ । তদ্বদুগ্রহকরণং প্রোক্তং সত্যতোদিততাত্ত্বৈতিবচনোক্তানি পঞ্চকৃত্যানি-  
তেবাং বিধাত্রী কর্ত্রী ॥ ২৮ ॥

দেখিতে আমরাদিগের পূর্ণশতবর্ষকাল অতিক্রান্ত হইয়া গেল । পরন্তু, যতদিন আমরা সে স্থলে  
অবস্থান করিয়াছিলাম, তাবৎকাল তত্ত্বতা সেই মহাদেবীর সহচরী বিচিত্র বসনাভরণ পরি-  
শোভিতা মুষ্টিমতী প্রমোদরূপিণী দিব্যাক্ষনারীগণ আমরাদিগকে নিজ সখী বলিয়াই মনে  
করিতেন ॥ ২৩—২৪ ॥ সেইরূপ আমরাও তাঁহাদিগের সকল বিষয়েই অত্যন্ত রমণীয়তা প্রযুক্ত  
একেবারে বিমোহিত হইয়া পড়িয়াছিলাম, সেইজন্য সে স্থলে যতদিন বাস করিয়াছিলাম,  
ততদিন সর্বদাই প্রকুল্লাস্তঃকরণে কেবল তাঁহাদিগের মনোরম হাবভাবাদি সন্দর্শন করি-  
তাম ॥ ২৫ ॥ একদিবস আমাদের সমভিব্যাহারী ভগবান্ বিষ্ণু সেইরূপ ভুবতীভাবে  
থাকিয়াই সদানন্দময়ী মহাদেবী ভগবতী ভুবনেশ্বরীকে স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২৬ ॥

ভগবান্ কহিলেন, যিনি এই অনন্ত বিশ্বসংসারের সর্বতোবিধানকর্ত্ত্রী সেই জ্যোতিঃস্বরূ-  
পিণী পরমাপ্রকৃতিকে নিরন্তর প্রণাম করি । যিনি ভক্তবুলকে সমস্ত অভিলষিত বস্তু প্রদান  
করেন, সেই সর্বসিদ্ধিস্বরূপিণী অদ্যা সনাতনী কল্যাণরূপিণীকে বারংবার প্রণাম করি ॥ ২৭ ॥  
যিনি স্বরূপতঃ ত্রিগুণাতীত হইয়াও সমস্ত সংসারের অধিতীয় কারণস্বরূপা সেই সচ্চিদানন্দ-  
রূপিণীকে প্রণাম করি । মাতঃ ! এই অনন্ত ব্রাহ্মাণ্ডের (সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, তিরোভাব  
এবং নিজ-সৃষ্টি জীবনিবহের প্রীতি অমুগ্রহ প্রকাশরূপ) এই পঞ্চবিধ কৃত্যের তুমিই  
একমাত্র বিধাত্রী, অতএব হে ভুবনেশ্বরী তোমাকে বারংবার প্রণাম করি ॥ ২৮ ॥ যিনি এই

জাতং যথাখিলমিদং ত্বয়ি সন্নিবিষ্টং

ইতোহ্য সন্তবলয়াপি মাতরদ্য ।

শক্তিশ্চ তেহ্য করণে বিততপ্রভাবা

জাতাধুনা সকললোকময়ীতি নূনম্ ॥ ৩০ ॥

বিস্তার্য সর্বমখিলং সদসদ্বিকারং

সন্দর্শয়স্যবিকলং পুরুষায় কালে ।

তদ্বৈশ্চ ষোড়শভিরেব চ সপ্তভিশ্চ

ভাসীজ্জালমিব নঃ কিল রঞ্জনায ॥ ৩১ ॥

সর্বাধিষ্ঠানরূপায়ৈ সর্বং বিবর্তরূপং মিথ্যাজগদধিষ্ঠানবিকৃতবৃক্ষরূপায়ৈ ইত্যর্থঃ । তথাচ বৃক্ষাণুপূরণে মিথ্যাজগদধিষ্ঠানেতি । কূটস্থায়ৈ দেহদ্বয়াধিষ্ঠানং কূটবস্তুবিকারং চৈতন্ত্যং কূটস্থং তদ্রূপায়ৈ । অর্দ্ধমাত্রার্থঃ পরং বৃক্ষা । অর্দ্ধমাত্রায়া দিবী বৃক্ষাননৈক-  
বিগ্রহা । ভুবনাদীশ্বরী তুর্ঘাতীতা বিশ্ববিমোহিনীতি শ্রুতেঃ । অকারো ভগবান্ বৃক্ষা উকারো  
বিকৃতচাতে । মকারো ভগবান্ রুদ্র অর্দ্ধমাত্রা পরম্পদম্ । অর্দ্ধমাত্রাহিতা নিত্যোতি স্বতেশ্চ ।  
তদ্রূপিন্যৈ । হ্রস্বেথায়ৈ প্রত্যগাত্মত্বায়ৈ ॥ ২৯ ॥

ইৎ মিথুপবৃক্ষরূপেণ বর্ণয়িত্বা কারণবৃক্ষেণ শ্রেতি । জাতমিতি । ত্বয়ি সন্নিবিষ্টং  
স্থিতমিত্যর্থঃ । তে বৃক্ষরূপিণ্যা অস্ত্র জগতঃ করণে বা শক্তিস্মায়াথা সকললোকময়ীতি-  
প্রসিদ্ধান্তি সা জাতা ময়া । নথদর্পণমধ্যে নৈকবৃক্ষাণ্ডদর্শনাং । সর্বং বস্তুদেববাহং নাস্ত-  
দন্তি সনাতনমিতি ভগবত্বাক্লেশ্চ । তস্মাৎ সর্বকারণত্বা হমেবাদীতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥

ইৎ কারণবৃক্ষরূপিণ্যৈ বর্ণয়িত্বা মায়ামিত্যর্থং বর্ণয়তি । বিস্তার্যেতি । সৎ আকাশ-  
বায়ুরূপমমূর্ত্তভূতদ্বয়ম্ । অসৎ তেজো জলভূমিরূপং মূর্ত্তং ভূতদ্বয়ম্ । তদ্বৈশ্চিকারং তৎপরি-  
ণামরূপং সর্বং অগং বিস্তার্য পুরুষায় চৈতনায় ভোক্ত্রে দর্শয়সি । কিমর্থং রঞ্জনায তন্ত  
নানাপ্রকারৈর্ভোগ্যং কৰ্ত্তৃমিত্যর্থঃ । এতাদৃশী ষোড়শভিত্তয়েঃ সাংখ্যোক্তৈস্তদ্রূপৈঃ পরি-

মিথ্যাত্বত মায়াময় বিবর্তজগতের অধিষ্ঠান স্বরূপ (বিবর্তকারণ) সেই কূটস্থ চৈতন্ত্যরূপকে  
প্রণাম করি । যিনি চৈতন্ত্যরূপে সমস্ত বিশ্বের অন্তরে এবং বাহিরে নিরন্তর প্রকাশ পাইতে-  
ছেন, সেই অর্দ্ধমাত্রার্থস্বরূপা হ্রস্বেথাকে বারংবার প্রণাম করি ॥২৯॥ মাতঃ ! আমি বিলক্ষণ  
বুঝিতে পারিয়াছি যে, এই অখিল সংসারের উৎপত্তি ও লয় আপনা হইতেই হইয়া থাকে ।  
ইদানীং এই স্থলরূপং আপনাতেই সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে । আর আপনার নিকট আগমন করিয়া  
এক্ষণে ইহাও জানিতে পারিয়াছি যে, এই বিশ্বের উৎপাদনার্থে (স্থলরূপ প্রকটের নিমিত্ত)  
আপনার শক্তি প্রভাববিস্তারে উদ্ভূত হইয়া থাকে । ফলত আপনিই যে এই অখিল-লোকময়ী  
তাহাতে আর সংশয় নাই ॥৩০॥ জননি ! আপনি সৃষ্টিকালে ষোড়শ বিকার ও মহাদাদি সপ্ত-  
বিভূতিপ্রকৃতিরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া আকাশ ও বায়ুরূপ দুই অমূর্ত্তভূত এবং তেজঃ  
প্রভৃতি মূর্ত্তভূতের অর্থাৎ সমষ্টি পঞ্চভূত ময় এই জগৎকে স্থলরূপে বিস্তারিত করিয়া ভোক্ত-  
রূপ জীবাত্মাকে তাহার চিত্তরঞ্জন কারক বিবিধ ভোগের নিমিত্ত দর্শন করাইয়া থাকেন ।

ন হ্যমুতে কিমপি বস্তুগতং বিভাতি  
 ব্যাপ্যৈব সৰ্ব্বমখিলং স্থমবস্থিতাসি ।  
 শক্তিং বিনা ব্যবহৃতৌ পুরুষোহপ্যাশক্তো  
 বস্তুগ্যতে জননি ! বুজ্জিমতা জনেন ॥ ৩২ ॥  
 প্রীণাসি বিশ্বমখিলং সততং প্রভাবৈঃ  
 স্বেস্তেজসা চ সকলং প্রকটীকরোষি ।  
 অৎসোব্য দেবি ! তরসা কিল কল্পকালে  
 কো বেদ দেবি ! চরিতং তব বৈভবস্য ॥ ৩৩ ॥  
 ত্রাতা বয়ং জননি ! তে মধুকৈটভাভ্যাং  
 লোকাশ্চ তে স্তুবিততাঃ খলু দর্শিতা বৈ ।  
 নীতাঃ স্তুথস্য ভবনে পরমাঞ্চ কোটিং  
 যদর্শনং তব ভবানি ! মহাপ্রভাবম্ ॥ ৩৪ ॥

গতা তথা সপ্তভিষ মহাদ্যৈন্তু বৈষ্ণবজ্ঞপৈঃ পরিগতা হুম্নোহ্মাকমিদ্ভজালমিব বিলক্ষণা  
 ভাসি । অনির্কচনীয়েত্যর্থঃ । যদাহঃ সাংখ্যাঃ । মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহাদায়াঃ প্রকৃতি-  
 বিকৃতয়ঃ সপ্ত । ষোড়শকল্প বিকার ইতি ॥ ৩১ ॥

হ্যমুতে কিমপি বস্তু নৈবাস্তীতি ব্যাপ্তিমাহ । নহ্যমিতি । যদ্বস্ত ভাসতে তন্নামরূপ-  
 বিশিষ্টমেব ভাসতে তচ্চ নামরূপং স্বরূপমেব ততস্তব ব্যাপ্তিরবাহতেতি ভাবঃ ॥ ৩২ ॥

প্রীণাসীতি । ইদং বিশ্বং প্রকটীকরোয়ান্ধপাদয়সি তথা প্রীণাসি অন্তর্ভাবিতার্থাত্মো-  
 যসি তেন স্বং করুণাবতাসীতি ভাসি । প্রলয়কালে সৰ্ব্বমংশি ভক্ষয়সি তেন চ জুহোতি-  
 ভাসীতি তে বৈভবত্রেয়শ্চ্যস্ত চরিতং কো বেদন কোহপীত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

অতএব, মাতঃ ! আপনার এই সমস্ত অনির্কচনীয় কার্য্যপরম্পরা আমাদেরিগের বুদ্ধিতে ঠিক  
 যেন ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥ হে জৈশানি ! এই বিশ্বমধ্যে  
 আপনি না থাকিলে কোন বস্তুই প্রকাশ পাইতে পারে না । বস্তুত আপনিই যে,  
 নানাপ্রকার নামরূপাদি দ্বারা অনন্তব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন, ইহাতে আর কোন  
 সন্দেহ নাই ! জননি ! এই জগত্ই তৎস্বজ মহাত্মারা সর্বদাই এইরূপ কীর্তন করিয়া থাকেন  
 যে, অধিক কথা কি, শক্তি ব্যতীত স্বয়ং পরমপুরুষও কোন কার্য্যে সমর্থ নহেন ॥ ৩২ ॥  
 বিশ্বেশ্বর ! কল্পারম্ভে আপনি স্বীয় তেজোদ্বারা অব্যক্তভাবাপন্ন অখিল সংসারকে প্রকাশ  
 করেন । পরে, নিজ প্রভাবে সৃষ্টজীবনিবহের পোষণ করিয়া থাকেন ; আবার প্রলয়  
 সময়ে এতাদৃশ বিস্তীর্ণ ব্রহ্মাণ্ডকে কণমাত্রে গ্রাস করিয়া আত্মোদরসাৎ করেন । অতএব,  
 দেবি ! এ জগতে এমন পুরুষ কে আছে যে, আপনার সেই অনন্ত ঐশ্বর্য্যশক্তির তব  
 অবগত হইতে পারে ? ॥ ৩৩ ॥ জননি ! আপনি কৃপা করিয়া আমাদেরিগকে দেউ

নাহং ভবো ন চ বিরিক্খিবিবেন্ন মাতঃ !

কোহন্তো হি বেত্তি চরিতং তব ছুৰ্দ্ধিভাব্যম্ ।

কানীহ সন্তি ভুবনানি মহাপ্রভাবে !

• হস্মিন্ ভবানি ! চরিতে রচনাকলাপে ॥ ৩৫ ॥

অস্মাভিরত্র ভুবনে হরিরম্ম এষ

দৃষ্টঃ শিবঃ কমলজঃ প্রথিতপ্রভাবঃ ।

অন্তেষু দেবি ! ভুবনেষু ন সন্তি কিস্তে

কিং বিদ্য দেবি ! বিততং তব স্প্রপ্রভাবম্ ॥ ৩৬ ॥

যাচেহস্ম ! তেহজ্জি কমলং প্রণিপত্য কামং

চিতে সদা বসতু রূপমিদং তবৈতৎ ।

নামাপি বস্তুকুহরে সততং তবৈব

সন্দর্শনং তব পদাম্বুজয়োঃ সদৈব ॥ ৩৭ ॥

অশুভ্রত্র কথং চিদম্মাত্ত তু স্বমতিকঙ্কণাবতাসীতি নিদর্শনমাহ । জ্ঞাতা বয়মিতি । রক্ষিতা  
মধুকৈটভাভ্যাং সকাশাং । সুখস্ত ভবনে মণিবীপে নীতা আনীতাঃ পরমাঞ্চ কোটিং নীতা  
প্রাপিতাঃ । যদ্বয়ম্মাত্তব মহাপ্রভাবং দর্শনং জ্ঞাতং তস্মাদিত্যর্থঃ । নহেতৎ কঙ্কণামন্তরা সম্ভ-  
বতি তস্মাদম্মাত্ত কঙ্কণাবতোবেতি ভাবঃ ॥ ৩৪ ॥

নাহং ভব ইতি । বানীহ নখদর্পণে দৃষ্টানি ভুবনানি তাদৃশাজ্ঞানানি কানি কতি-  
সংখ্যানি তস্মিন্ প্রভাবে চরিতে রচনাকলাপরূপে সন্তি তানি কো বেদ ন কোহপী-  
ত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

দানব মধুকৈটভের হস্তে রক্ষা করিলেন ; তাহার পর, পরমসুখময় ধাম মণিবীপে আনয়ন  
পূর্বক যখন আপনার বিরচিত সুবিস্তৃত লোকসঙ্কল এবং নিজ মহাপ্রভাব সন্দর্শন করাই-  
লেন, তখন আমাদিগের পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর পরম সুখ লাভ কি হইতে পারে ? ॥ ৩৪ ॥  
যতঃ ! আমি, অথবা ভব কি বিরিক্খি আমরা তিন জনেও যখন, আপনার এই  
ঈর্ষিভাব চরিত্রের বিষয় জানিতে পারিলাম না ; তখন, অপরে আর কে জানিতে সমর্থ  
হইবে ? ভবানি ! আমরা আপনার ঐ নখদর্পণ মধ্যে যে সমস্ত অসংখ্য লোকপূর্ণ ভুবন-  
পারদর্শন করিলাম তাহা ব্যতীত আরও অমন কত শত ভুবন যে আপনার সারাসর  
চাক্সাল মধ্যে গুহভাবে বর্তমান রহিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে ? ॥ ৩৫ ॥ দেবি !  
আমরা আপনার প্রদর্শিত এই ভুবনমধ্যে মহাপ্রভাবসম্পন্ন ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও  
মহেশ্বর বাহ্য দর্শন করিলাম ঐরূপ অপরূপ ভুবন সঙ্কল মধ্যেও যে, পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মাদি  
দেব নাই তাহা কিরূপে বোধ করিব ? কেননা, আপনার অমন্ত প্রভাবের সীমা  
হি ॥ ৩৬ ॥ হে অম্বিক ! আপনার ঐ চরণকমলে বারংবার প্রণিপাতপূর্বক এই প্রার্থনা করি

ভৃত্যোহয়মস্তু সততং ময়ি ভাবনীয়াং  
 স্বাং স্বামিনীতি মনসা নৃনু চিন্তয়ামি ।  
 এষাবয়োরবিরতা কিম দেবি ! ভূয়া-  
 দ্ব্যাপ্তিঃ সদৈব জননীহৃতয়োরিবার্যে ! ॥ ৩৮ ॥  
 হুং বেৎসি সর্বমখিলং ভুবনপ্রপঞ্চং  
 সর্বজ্ঞতাপরিসমাপ্তিনিভাস্তুভূমিঃ ।  
 কিং পামরেণ জগদম্ব ! নিবেদনীয়াং  
 যদ্যুস্তমাচর ভবানি ! তদেঙ্গিতং স্যাৎ ॥ ৩৯ ॥  
 ব্রহ্মা সৃজত্যবতি বিষ্ণুক্রমাপতিশ্চ  
 সংহারকারক ইয়ন্তু জনে প্রসিদ্ধিঃ ।  
 কিং সত্যমেতদপি দেবি ! তবেচ্ছয়া বৈ  
 কর্তুং কমা বয়মজে । তব শক্তিসুখাঃ ॥ ৪০ ॥

অস্বাভিরিতি । যথামিন্ ভুবনে অস্বাভিবৃদ্ধাদয়ো দৃষ্টাঃ সন্তি তথাহুস্তে ভুবনেষু কিং ন  
 সন্তি সন্তোষ । কথমিদং ভবিষ্যতীতি চেত্তব বৈভবস্ত চরিতং কো বেদ স কোপীত্যর্থঃ ।  
 তব বৈভবেন সন্তবিষ্যতীতি ভাবঃ ॥ ৩৮—৩৭ ॥

জননীহৃতয়োরাধীতাপুত্রয়োরিব ব্যাপ্তিঃ সযুদ্ধঃ স্বস্বামিতাবঃ সদৈব ভূয়াৎ ॥ ৩৮ ॥

যতঃ সর্বজ্ঞতায়াঃ পরিসমাপ্তিনিভাস্তুভূমিচরমভূমিষমসি । ইক্ষিতমভিপ্রেতম্ ॥ ৩৯ ॥

কিং সত্যমেতন্ন সত্যমিত্যর্থঃ । যতস্তবেচ্ছয়া তব শক্তিসুখা বয়ং কর্তুং কমা নাভ্যা  
 তস্মাদিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

যেন আপনার এই রূপই নিরন্তর আমার মনোময় মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয় ; আর আপ-  
 নারই নাম যেন আমার মুখকূহরে সতত উচ্চারিত হয় এবং আমার চক্ষুদ্বারা যেন সর্বদাই  
 আপনার পাদপদ্মদ্বয় দর্শনে সমর্থ হয় ॥ ৩৭ ॥ আর্থো ! আমি যেন আপনাকে নিত্য স্বামিনী  
 বলিয়া মনে রাখিতে পারি এবং আপনিও আমাকে সর্বদাই যেন এ আমার তৃত্য এইরূপ  
 মনে করেন ; আমাতে এ ভাবটী কখনও যেন বিস্তৃত না হন । জননি ! অধিক আর কি  
 জানাইব, আশাসিগের উভয়ত যেন চিরদিন অখণ্ডিতভাবে মাতৃপুত্রভাবে বোদীপ্যমান  
 থাকে ॥ ৩৮ ॥ জগদস্বিকে ! এই অখিল বিশ্বমধ্যে এমন কোন বিষয়ই নাই বাহা আপনাকে  
 অজ্ঞাত থাকিতে পারে, কারণ, আপনি সর্বজ্ঞতার চরমভূমি । অতএব ভবানি ! এ পাত্র  
 আর আপনাকে অধিক কি জানাইবে । তথাপি বাহা কিছু বলা হইয়াছে, সে আপনাকে  
 অভিপ্রেত মত ; অতএব করুণাবিতরণ পূর্বক মহাজ্ঞ প্রার্থনাপুঞ্জি গ্রহণ করুন ॥ ৩৯ ॥  
 জগবতি ! ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু পালন করেন আর উমাপতি মহেশ্বর সংহার করেন  
 থাকেন, লোকমধ্যে এই কথাই প্রসিদ্ধ ; কিন্তু, না ! এইটী কি যথার্থ কথা ? বর্ত্তমান

ধাত্রী ধরাধরহুতে ! ন জগদ্বিভক্তি  
 আধারশক্তিরখিলং তব বৈ বিভক্তি ।  
 সূর্য্যোহপি ভাতি বরদে ! প্রভয়া যুতন্তে  
 স্বং সর্ব্বমেতদখিলং বিরজা বিভাসি ॥ ৪১ ॥  
 ব্রহ্মাহমীশ্বরবরঃ কিল তে প্রভাবাৎ  
 সর্ব্বৈ বয়ং জনিযুতা ন যদা তু নিত্যঃ ।  
 কেহন্তে সূরাঃ শতমথপ্রমুখাশ্চ নিত্যা-  
 নিত্যা স্বমেব জননী প্রকৃতিঃ পুরাণা ॥ ৪২ ॥  
 হৃক্ষেদুবানি ! দয়সে পুরুষং পুরাণং  
 জানেহহমদ্য তব সন্নিধিগং সদৈব ।  
 নোচেদহং বিভূরনাদিরনীহ ঐশো  
 বিখ্যাত্বাধীরিতি তমঃপ্রকৃতিঃ সদৈব ॥ ৪৩ ॥

স্বং প্রথমতো বিরজা নিগুণায়রূপিণী বিভাসি পশ্চাত্তে প্রভয়া যুতঃ সূর্য্যো বিভাতি ।  
 তথাচ ঐতিঃ তমেব ভাস্তমহুভাতি সর্ব্বং তস্ত ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতিতি ॥ ৪১ ॥

তে প্রভাবাত্তব শক্তে সর্ব্বং সর্ব্বৈ জনিমন্তো জন্মবন্তো ন নিত্যাত্তোহন্তোহস্বদপেক্ষয়া  
 জন্মবান্ কো নিত্যঃ স্থাৎ ন কোপীত্যর্থঃ । কিন্তু স্বমেব নিত্যোত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

হৃক্ষেদিতি । যদি পুরুষং পুরাণং স্বং দয়সে দয়াকরোষি ব্রহ্মাকারমনোবৃত্তিরূপব্রহ্মবিদ্যা-  
 প্রদানেন তদা স স্বরূপং জানীয়াদিতি শেষঃ । ইদং তব সন্নিধিগোহং জানে নিশ্চিনোমি ।

যে আপনারই শক্তিবলে বলীয়ান হইয়া আপনারই ইচ্ছাক্রান্ত সৃষ্টাদি ব্যাপারে সমর্থ,  
 এ কথা মহাত্মা তবদর্শী বাতীত অপরে কে বুঝিতে পারে ? ॥ ৪০ ॥ গিরিবর-  
 তনয়ে ! আপনি স্বরূপত গুণাতীতা হইয়াও সৃষ্টিকালে স্বীয় মায়াকৃতিকে সমাশ্রয়  
 করিয়া সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন ; অতএব, সত্য সত্য এই পৃথিবী বিশ্ব  
 জগতের ধারয়িত্রী নহে, এক্রুতপক্ষে আপনার আধারশক্তিই অখিল জগতের ধারণকর্ত্তী ;  
 অস্ত্রের কথা কি, স্বয়ং স্বর্ঘদেবও আপনার জ্যোতিতে জ্যোতিমান হইয়া বিশ্ব সংসার  
 প্রকাশ করিয়া থাকেন । বরদে ! এ জগতে এমন কোন বস্তু নাই বাহা আপনা-ভিন্ন  
 প্রকাশ পাইতে পারে, বস্তুত আপনি স্বীয় স্বরূপ শক্তি দ্বারা অখিল জগৎকে প্রকাশিত  
 করিয়া নিরন্তর অরূপভাক্তে প্রতীতানিত হইতেছেন ॥ ৪১ ॥ মাতঃ ! আমি, ব্রহ্মা বা মহা-  
 দেব আমরা তিন জনও বধন আপনার প্রভাবে বারংবার জন্মপরিগ্রহ করি হুতরাং নিত্য  
 পদার্থ নহি, তখন, নিরন্তর জন্ম মৃত্যুর অধীন ইহ প্রভৃতি অপর আর কোন দেবতা নিত্য  
 হইতে পারে ? বস্তুত আপনিই একমাত্র নিত্যপদার্থ, কেননা আপনিই এই অনন্ত বিশ্বের  
 উৎপাদনকর্ত্তী ঈশাতনী মূলপ্রকৃতি ॥ ৪২ ॥ ভবানি ! সম্ভ্রান্তি আমি আপনার সন্নিধির্বে বাস

বিদ্যা ইমেব ননু বুদ্ধিমতাং নরাণাং  
 শক্তিস্বমেব কিল শক্তিমতাং সদৈব ।  
 ত্বং কীর্তিকান্তিকমলামলতুষ্টিরূপা  
 মুক্তিপ্রদা বিরতিরেব মনুষ্যলোকে ॥ ৪৪ ॥  
 গায়ত্রাসি প্রথমবেদকলা ইমেব  
 স্বাহা স্বধা ভগবতী সপ্তগাৰ্দ্ধমাত্রা ।  
 আত্মায় এব বিহিতো নিগমো ভবত্য  
 সঞ্জীবনায় সততং সুরপূৰ্ব্বজানাম্ ॥ ৪৫ ॥  
 মোক্ষার্থমেব রচয়ম্যখিলং প্রপঞ্চঃ  
 তেষাং গতাঃ খলু যতো ননু জীবভাবম্ ।  
 অংশা অনাদিনিধনস্য কিলানঘস্য  
 পূর্ণার্ণবস্য বিততা হি যথা তরঙ্গাঃ ॥ ৪৬ ॥

অন্তথা বিদ্যাবশেনানেকাহঙ্কারাদিধর্ম্যাস্তমঃপ্রকৃতিমূঢ়প্রকৃতিরেব ত্বাং বিভূরহমনাদিরহ-  
 মনৌহোহিমীশোহমিত্যাদয়োহহঙ্কারধর্ম্যাস্তদ্বান্ ত্বাং স পুরুষস্তথা নজ্ঞাতেবেতি ভাবঃ ॥ ৪৩-৪৪ ॥

সুরপূৰ্ব্বজানাং দেবাদিজীবানামপি সঞ্জীবনায় রক্ষণায় মোক্ষায় চার্য্যরূপঃ শাস্ত্ররূপো-  
 হ্রস্বত্রহানীয়ো নিগম এব বিহিতো ভবত্যেতাৎ তাদৃশী ত্বং দদ্যাবত্যাঙ্গীতার্থঃ ॥ ৪৫ ॥

মোক্ষার্থমেবেতি । সমুদ্রতরঙ্গবদনাদিনিধনস্ত ব্রহ্মণো যেহংশা জীবভাবং গতান্তেবাং মোক্ষ-  
 প্রাপ্ত্যর্থমেব স্বপ্রয়োজনভাবেপি প্রপঞ্চং কঠেন রচয়ন্তেতাদৃশ্রুতিদদ্যাবত্যাঙ্গীতিভাবঃ ॥ ৪৬ ॥

করিয়া ইহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি যে, যদি আপনি পুরাণপুরুষের প্রতি অমুগ্রহ  
 প্রকাশ পূৰ্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যার উদয় করিয়া দেন তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ নিজ স্বরূপ জানিতে  
 সমর্থ হয়, অন্তথা সৰ্ব্বদাই বিমূঢ় প্রকৃতি হইয়া কেবল আমি বিভূ আমি অনাদি পুরুষ  
 আমিই বিধের আত্মা ঈশ্বর, ইত্যাদি বিবিধ অহঙ্কারে সমাচ্ছন্ন হয় মাত্রা ॥ ৪৩ ॥ জননি !  
 অধিক আর কি বলিব, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আপনিই বুদ্ধিমান্ মানবগণের বিদ্যা এবং  
 আপনিই সমস্ত শক্তিমান্, জীবগণের সৰ্ব্বশক্তিস্বরূপা ; আপনিই কমলা ( লক্ষ্মী ) কান্তি,  
 কীর্তি ও বিমল সন্তোষ স্বরূপা । দেবি ! এই মহাবীলোক মধ্যে মুক্তিপ্রদ বৈরাগ্যও  
 আপনি ॥ ৪৪ ॥ মাতঃ ! বেদের জননী গায়ত্রীরূপাও আপনি এবং স্বাহা ও স্বধা সমস্ত  
 শক্তিই আপনি, ফলত সৰ্বৈধর্ম্যস্বরূপিণী ত্রিগুণাত্মিকা বা ঈর্দ্ধমাত্রা-স্বরূপা তুরীয়রূপা  
 এ সমস্তই আপনি ; বিশ্বব্যাপী মহাসাগরের তরঙ্গমালার ভায় সেই অনাদিনিধন (জন্মমরণ-  
 পরিবর্তিত) বিমলানন্দ-স্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম-সনাতনের অংশ স্বরূপ, বাহারা দেবতা প্রভৃতি  
 জীবস্ব লাভ করিয়াছে তাহাদিগের রক্ষা ও মুক্তির নিমিত্ত আপনি এই অখিল প্রপঞ্চময়  
 স্রষ্টি রচনা এবং বেদাদি শাস্ত্র বিধান করিয়া থাকেন ॥ ৪৫—৪৬ ॥ মাতঃ ! আপনিই

জীবো যদা তু পরিবেতি তবৈব কৃত্যং  
 স্বং সংহরস্যখিলমেতদিত্তিপ্রসিদ্ধম্ ।  
 নাট্যং নটেন রচিতং বিতথেষ্টরঙ্গে  
 কার্যে কৃতে বিরমসে প্রথিতপ্রভাবা ॥ ৪৭ ॥  
 জাতা স্বমেব মম মোহময়াস্তবাক্কে-  
 স্বামখিকে ! সততমেমি মহার্হি দে ! চ ।  
 রাগাদিভির্বিরচিতো বিতথে কিলান্তে  
 মামেব পাহি বহুঃখকরে চ কালে ॥ ৪৮ ॥

নমো দেবি ! মহাবিদ্যে ! নমামি চরণৌ তব ।

সদা জ্ঞানপ্রকাশঃ মে দেহি সর্বার্থদে ! শিবে ! ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীমদদেবীভাগবতে মহাপুরাণেষ্টিাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
 বিষ্ণুকৃতশ্রীদেবীস্তোত্রকথনং নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

. জীবো যদেতি । যদা জীবঃ । কৃত্যং কর্তৃবাদিকং তত্রৈব স্বংকর্তৃকমেব পরিবেতি  
 জানাতি ন স্বকর্তৃকম্ । স্বং স্বস্বাদাদীন এবাহমিতি বিবেকতো জানাতি । তথা অখিল-  
 মেতদ্বমেব সংহরসীতাপি প্রসিদ্ধং জানাতি । তদা স্বং জীবস্তাসন্নবাদিজ্ঞানন্ত সর্বাদিরমসে  
 উপশমং প্রাপ্নোষি স্বকৃত্যং । তত্র দৃষ্টান্তো যথা বিতথে মিথ্যারূপেহস্তরঙ্গেহতিরহস্তে চমৎ-  
 কাররূপে কার্যে কৃতে নটেন রচিতং নাট্যং যথা বিরমতে তথৈতার্থঃ ॥ ৪৭ ॥

জাতা স্বমেবেতি । মোহময়াস্তবাক্কে সকাশাম্ম জাতা স্বমেব নাত্মঃ । এমি অস্ত শরণমিতি  
 শেষঃ । মহার্হি দে ! চেত্যান্তরেণ কালে ইতানেনাঘেতি । অস্তকালে নাশকালে ইত্যর্থঃ ॥ ৪৮-৪৯ ॥

ইতি শ্রীমদদেবীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

প্রভাবের সীমা নাই, কিন্তু জীব যখন বিবেক বিজ্ঞানবলে জানিতে পারে যে নট রচিত  
 অতি চমৎকৃত অথচ মিথ্যাত্ব নট্যাভিনয়ের জ্ঞায় এই অনির্লচনীয় রহস্ত রূপ জগতের  
 রচনা ও সংহারাদি প্রসিদ্ধ ব্যাপার সমস্তই আপনার কার্য এবং নিজে অসঙ্গ ও নিষ্ক্রিয়  
 রূপ তখনই আপনি তাহার সমস্ত সমস্ত কার্য কলাপ হইতে বিরত হইয়ন ॥ ৪৭ ॥ হে  
 অখিকে ! মোহময় ভবসাগর হইতে আপনিই আমার জাগকর্জী অতএব আমি নিরন্তর  
 আপনার শরণাগত হইলাম ; জননি ! রাগদেবাদিজানিত মহতীগীড়াগ্রদ সর্বানর্থক  
 বহুঃখজনক অস্তিমকালে আমার রক্ষা করিবেন ॥ ৪৮ ॥ হে সর্বমঙ্গলরূপিনি ! আপনিই  
 হৃদয়ের সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িণী, অতএব হে মহাদেবি ! আমি আপনার চরণযুগলে প্রণাম করি ;  
 আপনি এইরূপ রূপা করুন যেন দণ্ডকালের জন্তও আমি তত্ত্ববোধ বিষ্মত না হই ॥ ৪৯ ॥

মহর্ষি বেদবাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাক্ত মহাপুরাণ শ্রীমদদেবী-

ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে বিষ্ণুকৃত মহাদেবীস্তোত্র কথন নামক

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## পঞ্চমোঃধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যুক্তা বিরতে বিষ্ণৌ দেবদেবে জনার্দনে ।  
উবাচ শঙ্করঃ শৰ্ব্বঃ প্রণতঃ পুরতঃ স্থিতঃ ॥ ১ ॥

শিব উবাচ ।

যদি হরিস্তবদেবি বিভাবজ-  
স্তদনু পদ্মজ এব তবোদ্ভবঃ ।  
কিমহমত্র তবাপি ন সদগুণঃ  
সকললোকবিধৌ চতুরা শিবে ! ॥ ২ ॥  
ত্বমসি ভূসলিলং পবনস্তথা  
খমপি বহিগুণশ্চ তথা পুনঃ ।  
জননি ! তানি পুনঃ করণানি চ  
ত্বমসি বুদ্ধিমনোহপ্যথ হকৃতিঃ ॥ ৩ ॥

চম্বারিংশৎপরাংকৈস্ত বহুপদৈরবিকৈরথ ।

হরস্তত্বান্তরং বুদ্ধস্ততিরত্ৰাপি বর্ণাতে ॥

ব্রহ্মা নারদং প্রত্যাহ । ইত্যুক্তেতি ॥ ১ ॥

যদীতি । হে দেবি ! যদি হরিস্তব বিভাবজঃ পরাক্রমাজ্জাতস্তর্হি তত্র বিষ্ণোরনু পশ্চা-  
জ্জায়মানঃ পদ্মজো ব্রহ্মাপি তবোদ্ভবঃ ত্বজ্জাত এব । যদৈবমস্তি তত্রাহং সদগুণস্তমোগুণবান্  
তব ত্বজ্জাতো ন কিং অপি তু ত্বজ্জাত এব । গুণত্রয়স্য ত্বৎসম্বন্ধিহাদম্মাকং চ তদাস্মকত্বাৎ ।  
যতঃসকললোকবিধানে চতুরাসি ততোহস্মাকং জননং ত্বমা কথং কৃতমিত্যত্র কিমা-  
শ্চর্য্যম্ ॥ ২ ॥

ত্বমসীতি । বহিগুণস্বরূপতা প্রতিপাদনং বহিস্বরূপতা প্রতিপাদনম্যাপ্যাপলক্ষণম্ । কর-  
ণানি জ্ঞানেন্দ্রিয়কর্মেন্দ্রিয়ানি । অথ অহকৃতিরহঙ্কারঃ । শক্কাদিদ্বাং পররূপম্ ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন, নারদ ! দেবাদিদেব জনার্দন বিষ্ণু এই বলিয়া বিরত হইলে সর্বসংহারক  
শঙ্কর প্রণিপাত পূর্বক দেবীর সন্মুখীন হইয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ দেবি ! হরি যদি আপ-  
নার প্রভাব হইতে উৎপন্ন হইলেন এবং তদনন্তর পদ্মযোনিও যদি আপনার হইতে জন্মগ্রহণ  
করিলেন, তবে তমোগুণাঘ্রিত হইয়া আমিও আপনার সৃষ্টপদার্থ কেন না হইব ? শিবে !  
সৃষ্টি বিষ্ণু আপনার চাতুর্য্য সর্বত্রই লক্ষিত হইতেছে, অতএব, আমার উৎপত্তি যে আপনার  
হইতেই হইয়াছে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? ॥ ২ ॥ জননি ! আপনিই ভূমি, জল,

কর্তাঃ প্রকরোমি সর্বমখিলং ব্রহ্মাণ্ডমত্যন্ততঃ  
কোহন্তীহ চরাচরে জিজ্ঞাসনে মতঃ সমর্থঃ পুমান্ ।  
যথোহস্যাত্রে ন সংশয়ঃ কিম যদা ব্রহ্মাস্মি লো-  
ময়োহহং ভবসাগরে প্রবিততে গর্ভালি-  
অদ্যাং তব পাদপঙ্কজপরাগাম্

॥ ১৭ ॥

যদি তদা কথমদ্য চ তৎক্ষুটং

প্রভবতীতি তবান্ন ! কলামুতে ॥ ৫ ॥

ভবসি সর্বমিদং সচরাচরং

ত্বমজবিষ্ণুশিবাকৃতিকল্পিতম্ ।

বিবিধবৈশবীলাসকুতুহলৈ-

র্কিরমসে রমসেহ্ম যথারুচি ॥ ৬ ॥

ন চ বিদতীতি । যে নিখিলং জগদ্বিজুহরবৃক্ষকৃতমিত্যুত্থা বদন্তি তে ন শাস্ত্রসিদ্ধান্তং বিদন্তি জানন্তি । যতন্তে ত্রয়স্তব কৃতাঙ্গা কৃতা এব জগদ্বিরচরন্তি । তদ্বাষ্মেব সকল-  
জগৎকর্তীতি সিদ্ধান্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

নহ পঞ্চমহাবৃত্তৈরেব জগৎপদ্যাতং নেত্বরসোপযোগ ইতি চেত্তত্রাহ অবনীতি । যদি  
পঞ্চভূতৈর্বিষয়সহিতৈশ্চ পদ্যাহিতৈঃ শব্দস্পর্শাদিসহিতৈশ্চ জগত্তবেদিতমতঃ তদা তত্ত্ব-  
পঞ্চং তব কলাং চিদংশরূপামুতে কথং ক্ষুটং ভবেৎ তত্ত্ব ভূতপঞ্চকস্ত দৃষ্টম্বেন কার্য্যত্বাৎ  
কার্য্যত্ব কত্র পঞ্চত্বাৎকশিচেতনঃ কর্তাপেক্ষিত এবতি স্বমেব জগৎকর্তীতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

একোহহং বহুত্বাং প্রজায়য়ং ইজ্ঞো মায়াভিঃ পুরুষরূপ জ্ঞেয়ত্ব ইতি ক্রতেরেকৈব ত্বমেনক-  
রূপা ভবদীত্যাহ । ভবদীতি । বিবিধবৈশেষ্যে বিলাসাঃ ক্রীড়াভাস কুতুহলৈরাশ্চর্ষ্যে রমসে  
ক্রীড়সে বিরমসে ক্রীড়ানন্তরং প্রলয়কালে বিরামং চ প্রাপ্নোষি । তথাচ ব্যাসহুজম্ ।  
লোকবত্ত লীলাটকবল্যমিতি ॥ ৬ ॥

বহি, পদন ও আকাশ এবং আপনিই রসনাদি জানেন্দ্রিয় ও হস্তপদাদি কর্মেন্দ্রিয় আপনিই  
বুদ্ধি, মন ও অহঙ্কারবরূপা ॥ ৩ ॥ অতএব বাহারা অন্তর্থা অর্থাৎ এই অখিল জগৎ হরিহর-  
বিরিকি-বিরচিত্ত, বুলিয়া বর্ণনা করে, তাহারা যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে না পারিয়া ত্রম বশতঃ  
মিথ্যা বলিয়া থাকে, ফলতঃ । তাহারা নিশ্চয়ই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত বুঝিতে পারে না । কেননা, হরি  
প্রভৃতি তিহজনই আপনাকর্তৃক সৃষ্ট হইয়া আপনার এই চরাচর জগতের রচনা করিয়াছেন ॥ ৪ ॥  
ননসি ! যদি পঞ্চরস প্রভৃতি জগৎসম্বন্ধিত জুনি জল বহি বায়ু ও আকাশ প্রভৃতি পঞ্চ-  
মহাবৃত্ত বাহা জগৎ নির্মিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই কার্য্যাত্মক সত্ত্বগ মহাবৃত্ত পঞ্চক  
বা আপনার চিদংশ ব্যক্তিরেকে কিরূপে ব্যাক্ত হইল ? ॥ ৫ ॥ মাতঃ শিবো ! আপনিই ব্রহ্মা,  
বহু ও শিবরূপী হইয়া এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আপনিই আমার অখিল চরাচর

## পঞ্চমোঃধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

যদি দয়া

কথমহং বিহিতশ্চ ৬ ।

কমলজশ্চ রজোগুণসম্ভবঃ

সুবিহিতঃ কিমু সম্বুগুণো হরিঃ ॥ ৮ ॥

যদি ন তে বিষমা মতিরম্বিকে ।

কথমিদং বহুধা বিহিতং জগৎ ।

সচিবভূপতিভৃত্যজনাবৃতং

বহুধনৈরধনৈশ্চ সমাকুলম্ ॥ ৯ ॥

অস্মান্ যং কর্তৃম্ তত্ত্বং স্বংসৃষ্টপদার্থেষেবাকারান্তরোৎপাদকম্ ঘটং প্রতি কুলা-  
লভ্যেবেত্যাহ । সকললোকোক্তি । এতে বয়ং ভবেম জগৎকর্তারো ভবামঃ । কদা । যদা স্বং-  
পদরজো ভূজলাদিকং সমধিগম্য প্রাপ্য তত্ত্বাকারবিশেষং চক্রিম কৃতবস্ত্বদেভ্যর্থঃ । ইতি-  
পূৰ্ণকরীয়কথা স্মারিতা ॥ ৭ ॥

যদি দয়াশ্চেতি । যদি দেবি স্বং দয়াবতী নাসি তদা প্রলয়কালে সৃষ্টিমুচ্ছিন্নপতেভ্যো-  
হস্বভ্যাং তত্ত্ববুগুণোপাধিকং জ্ঞানযোগ্যং দেহং কো দদ্যাদ্ধতো মেহো নন্তস্তস্মাদদয়াবতী-  
ত্বাত্তব ময়াপি দয়াং কুর্নিস্তি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

নমু যম সৰ্কে প্রাণিনঃ সমা এবৈতিকথং তাষিহায় বহুপৰ্য্যেব দয়া কর্তব্যোতি চেন্ত-  
জাহ । যদি ন তে ইতি । যদি তব বিষমা মতির্নাস্তি কিন্তু সন্মৈব তর্হি সৰ্কে প্রাণিনঃ সম-  
দুঃখসুখাঃ কিমিতি ন কৃত্য বিষমাশ্চ কৃত্যন্তত্ত্বংপ্রাপিকৃতকর্ণবশান্তস্মাত্তবাপি জগৎকর্ণ-  
বশাধিষমা মতিরন্ত্যেবেতি ময়াপি ভক্তিপ্রেমযুক্তে দয়াং কুর্নিস্তি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

বিষরূপ ধারণ করিয়া গ্রহিয়াছেন, এইরূপ বিবিধ জীড়া কোতুক দ্বারা আগনি আপন  
ইচ্ছানুসারে কখনও লীলা করিতেছেন, কখনও বা (এলয়ে) তাহা হইতে রিয়ত হইতে  
ছেন ॥ ৬ ॥ জননি । বৃদ্ধা বিষ্ণু ও আমি যখন অখিল জগতের সৃষ্টিকরগাতিলাবা হইয়া  
তত্ত্বংকার্যের কর্তৃম্বে নিযুক্ত হই, তখন সে কেবল আগনার চরণকমলের ভূজলাদিক  
বহুরূপঃ প্রাপ্ত হইয়াই তাহা সম্পাদন করিয়া থাকি ॥ ৭ ॥ মাতঃ । আপনি যদি দয়াবতী  
না হইবেন, তবে বিষমতা অজ্ঞানোনি রজোগুণসম্পন্ন, অখিল-লোকপালিক হরি সর্বগুণ  
সম্পন্ন এবং সংসার-সংহারক আদিই বা কিরূপে তত্ত্বগুণসম্পন্ন হইতে পারিতাম্ ? ॥ ৮ ॥  
জগদম্বিকে ! জীবগণকে কর্তৃকল প্রদান করিবান্ন নিষিদ্ধ যদি আপনার বিষমা মতিই  
থাকিবে তবে, ভূপতি, অমাত্য ও ভৃত্যজন পরিবৃত্ত এক বহুধন ও দিগ্বিদ পরিপূর্ণিত এ

কর্তাঃ প্রকরোমি সর্বমখিলং ব্রহ্মাণ্ডমত্যাছুতঃ  
কোহন্ত্যস্তীহ চরাচরে ত্রিভুবনে মন্তঃ সমর্থঃ পুমান্ ।  
যন্তোহস্মাত্রে ন সংশয়ঃ কিল যদা ব্রহ্মাস্মি লোকাসি  
ময়োহিহং ভবসাগরে প্রবিততে গর্বাভিঃ  
অদ্যাঃ তব পাদপঙ্কজপরাগাদান

কমলজেন্দ্রিয়মি মধাপ্তম্ বৈ ।  
পথি গঠৈতু বনানি কৃতানি বা  
কথয় কেন ভবানি ! নবানি চ ॥ ১১ ॥  
স্বজসি পাসি জগজ্জগদম্বিকে !  
স্বকলয়া কিয়দিচ্ছসি নাশিতুম্ ।  
রময়সে স্বপতিং পুরুষং সদা  
তব গতিং ন হি বিদ্য বয়ং শিবে ! ॥ ১২ ॥

নহু ব্রহ্মভাং পূর্নং জগদ্রম্য কেন সাধনেন নিশ্চিতং তত্রাহ । তব গুণা ইতি । তব  
গুণত্রয়মেব জগৎ কর্তৃং সমর্থমিত্যর্থঃ । তর্হি ভবন্তঃ কথং জগতাং কারণমিতি চেত্তত্রাহ ।  
হরিহরেতি । তৎসৃষ্টপদার্থানাং পঞ্চমহাত্মতানামাকারবিশেষরূপাণাং ত্রিজগতাং কারণং  
বয়ং তস্মা রচিতাঃ । তৎসৃষ্টপদার্থেষু হকারাদিষু জগদাকারবিশেষোৎপাদকত্বমেবাস্মাকং কার-  
ণত্বং ন ততোহতিরিক্তমিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

যদি স্বদগুণানাং কর্তৃত্বং ন শ্রান্তদাহ । পরিচিহ্নানীতি ময়া হরিণা চ বিমানগতেন  
কমলজেন চ এতৈরস্মাভিঃ পথি গতানি নবানি ভুবনানি দৃষ্টানি তানি কেন কৃতানীতি-  
কথয় । নহুস্মাকং তৎকর্তৃত্বং কিস্তু স্বদগুণানামেতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

তস্মাৎস্বমেব জগৎস্রষ্টাত্যাহ । স্বজনীতি । কথং জগদেকাকিনী স্বজনীতি তব লীলাং  
ন বিদ্য ইতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

অখিল জগৎ বহুপ্রকারে বিভক্ত হইবে কেন ? ॥ ৯ ॥ জননি ! সর্বকালেই আপনার গুণ-  
ত্রয়ই জগতের সৃষ্টি, পালন ও সংহরণে সমর্থ, তবে আপনি ইচ্ছানুসারে হরি, হর ও বিরি-  
কিকে ত্রিজগতের কারণরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ১০ ॥ ভবানি ! যদি জগতের সৃষ্টাদিতে  
আপনার গুণত্রয়ের কর্তৃত্বই না থাকিবে তবে আমি হরি ও বিরিকি যখন বিমানবোণে  
গগন দিয়া গমন করিয়াছিলাম, তখন পথিমধ্যে বিরচিত নব নব ভূরন সকল কি প্রকারে  
সেষ্টিতে পাইলাম ? আপনি তাহার কারণ বলুন ॥ ১১ ॥ জগদ্রম্যিকে ! আপনি স্বকীয়কলা দ্বারা  
স্বায়া এই অনন্ত জগতের সৃষ্টি এবং পালন করিতেছেন আবার তাহার দ্বারাই সংহার করি-  
বার ইচ্ছা করিতেছেন । আপনি স্বীয়পতি পুরুষের সহিত সততই রমণ করিয়া জগতের  
লীলায় মগ্ন করিতেছেন, দেখি ! আমরা আপনার কার্য্যবিধি অবগত হইতে ক্লিপ্তপে সমর্থ

## পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

১৪. ব্রহ্মোবাচ ।

ন রুচিরী<sup>১০</sup> সিন্ধু<sup>১১</sup> দেবদেবে জনাৰ্দ্দনে ।

তব বিহায় শিবে ! ভুবনেশ্বরা<sup>১২</sup>

নিবসিভুং নরদেহমবাপ্য চ

ত্রিভুবনস্ত পতিত্বমবাপ্য বৈ ॥ ১৪ ॥

সুদতি ! নাস্তি মনাগপি মে রতি-

যুবতিভাবমবাপ্য তবাস্তিকে ।

পুরুষতা ক স্থখায় ভবত্যলং

তব পদং ন যদীক্ষণগোচরং ॥ ১৫ ॥

ত্রিভুবনেষু ভবত্বিয়মশ্বিকে !

মম সদৈব হি কীর্তির্নাবিলা ।

যুবতিভাবমবাপ্য পদান্বজং

পরিচিৎ তব সংসৃতিনাশনম্ ॥ ১৬ ॥

ভুবি বিহায় তবাস্তিকসেবনং

ক ইহ বাঞ্ছতি রাজ্যমকণ্টকম্ ।

ক্রুটির্মৌ কিল যাতি যুগান্ততাং

ন নিকটং যদি তেহজ্জি সরোরুহম্ ॥ ১৭ ॥

ভগবতীসান্নিধ্যং প্রার্থয়তে । জননীতি ॥ ১৩—১৫ ॥

পরিচিৎ সেবিতম্ ॥ ১৬—১৭ ॥

হইব ? ॥ ১২ ॥ জননি ! আমরা রমণীভাব প্রাপ্ত হইয়াছি আপনি আমাদেরকে চরণাবল  
সেবনে নিয়োজিত করুন ; পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইয়া আপনার পাদপদ্ম-বিরহিত হইলে আমরা  
কোথায় আর সুবিনয় স্থখ লাভ করিতে পারিব ? ॥ ১৩ ॥ শিবে ! আপনার পাদপদ্ম পরি-  
ত্যাগ করিয়া ভুবন মধ্যে নরদেহ প্রাপ্ত হইয়া ত্রিভুবনের অধিপত্য লাভ করিতেও আমরা  
অসম্মত নাই ॥ ১৪ ॥ সুদদনে ! আপনার নিকট যুবতিভাব প্রাপ্ত হইয়া পুরুষতার  
আমার আর কিছুমাত্রই অহুতাগ নাই, যদি আপনার চরণ কনক নয়ন গেটিক নাই হইল,  
তবে পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে আর কি সুখলাভ হইত ? ॥ ১৫ ॥ অগদবিক !

কর্তাহং একরোমি সর্বমখিলং ব্রহ্মাণ্ডমত্যন্ততঃ  
কোহন্ততীহ চরাচরে-ত্রিভুবনে মন্তঃ সমর্থঃ পুমান্ ।  
ধনোহস্ম্যজ্ঞে ন সংশয়ঃ কিল যদা ব্রহ্মাস্মি লোকাণি-  
মমোহহং ভবসাগরে প্রবিততে গর্বাভিবেশ-  
অদ্যাহং তব পাদপঙ্কজপরাগাদানগ-  
নচন্দ্রশ্যিকি যথাধ্বজাভূতির্থথা ।  
তব পদাঙ্কপরাগনিবেষণা-  
দ্ভবতি মুক্তিরজ্ঞে । ভবসাগরাৎ ॥ ১৯ ॥  
কুরু দয়াং দয়সে যদি দেবি ! মাং  
কথয় মন্ত্রমনাবিলম্বতম্ ।  
সমভবম্প্রজপন্ সুখিতো হহং  
সুবিদগ্ধ নবর্ণমমুত্তমম্ ॥ ২০ ॥

এতাদৃশস্বপ্নদাবুজং যে ন ভজন্তি তে হতভাগ্যা ইত্যাহ । তপসীতি । বিভবে ঐশ্বর্যে  
তপোরূপে সত্যপি পরাতরো মোক্ষাৎ সকাশাৎ পরিকল্পিতো জ্ঞাতপ্তেবামিতার্থঃ ॥ ১৮ ॥

তস্মিন্ন উপসেতি । ন কর্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানন্তরিতাদিশ্রুতেঃ ।  
অহমেব স্বরমিদং বদামি জুষ্টেন্বেবেভিরুতমাহুবেভিঃ । কাময়ে যং যং কাময়ে হহং তন্ত-  
মুগ্রহণোমি তুংস্রাজপ্তমুখিতং সুমেধমিতি শ্রুতেশ্চ । তবপদাঙ্কনিবেষণাদৃথ্যা মুক্তিঃ সা চ  
বচিতি ভবতি তথা ন কুত্রাপীতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

প্রজপন্ সুখিতঃ সমভবমিত্যদ্যঃ ॥ ২০ ॥

যে, সুবৃত্তিভাব প্রাপ্ত হইয়া আপনার সংসারবাতন-প্রশমনকারি চরণপদ্মের পরিচর্যা লাভ  
করিলাম, আমার এই নির্মলকীর্্তি ত্রিভুবন মধ্যে সততই পরিকীর্্তিত হউক ॥ ১৬ ॥  
আপনার পাদপদ্মের সান্নিধ্য সেবা পরিত্যাগ করিয়া কোন্ ব্যক্তি অবনিতলে বাইরা অকণ্টক  
রাজ্য লাভে বাসনা করিয়া থাকে ? তোমার চরণসরোজ বাহার সন্নিহিত না হয়, এই  
হৃৎপদ্মভাজ্য তাহাকে পুনঃ পুনঃ জঙ্গগ্রহণ করিয়া যুগপরিমিত কাল তাহার কণতোপ  
করিতে হয় ॥ ১৭ ॥ জননি ! যে নির্মলবুদ্ধি ব্রহ্মিণ আপনাদের চরণাবুজের পূজা পরিহার  
করিয়া তপস্কর্য্য নিরত হন, তাহার নিশ্চিতই বিধাতৃকর্তৃক প্রতারিত হন, তাহাদের  
জগদ্রূপ বিভব বিদ্যমান থাকিলেও তাহার মোক্ষপ্রাপ্ত না হইয়া কেবল আপনার  
গুণত্রয়ের নিকট পরাতব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥ আপনার পাদপদ্মের পূজা কর্ত্তিরেকে  
কেহই ভগবান্, দয়, সম্যকজ্ঞানবা বেকবিহিত ব্রহ্মাহট্টনামি কোমল প্রকারে সংসারসাগর  
হইতে মুক্তিরপ্ত করিতে সমর্থ হয় না । কেননা, জঙ্গমুজ্জ্বলিহীন পদার্থের শরণ গ্রহণ  
ব্যতীত কখনো তাহা হইতে পরিত্রাণের উপায়ান্তর নাই ॥ ১৯ ॥ করুণাময়ি ! যদি আপনি

## পঞ্চমোঃধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

সিদ্ধৌ দেবদেবে জনাৰ্দ্দনে ।  
 ইতু্যক্তা সা তদা দেবী ॥ ২১ ॥  
 উচ্চাৰাখিকা মন্ত্ৰং প্রক্ষুটঞ্চ নবাক্ষরম্ ॥ ২২ ॥  
 তং গৃহীত্বা মহাদেবঃ পরাং যুদম্বাপ হ ।  
 প্রণম্য চরণৌ দেব্যাক্তজৈবাবস্থিতঃ শিবঃ ॥ ২৩ ॥  
 জপন্নবাক্ষরং মন্ত্ৰং কামদং মোক্ষদং তথা ।  
 বীজমুক্তং শুভোচ্চারণ শঙ্করস্তস্থিবাংস্তদা ॥ ২৪ ॥  
 তং তথাবস্থিতং দৃষ্ট্বা শঙ্করং লোকশঙ্করম্ ।  
 অবোচস্তাং মহামায়াং সংস্থিতোহহং পদান্তিকে ॥ ২৫ ॥  
 ন বোদাস্তামেবং কলয়িতুমিহাসন্ন পটবো  
 যতন্তে নোচুস্তাং সকলজনধাত্রীমবিকলাম্ ।  
 স্বাহাকৃত্য দেবী সকলমথহোমেষু বিহিতাঃ  
 তদা স্বং সৰ্ব্বজ্ঞা জননি ! থলু জাতা ত্রিভুবনে ॥ ২৬ ॥

নহু নবর্ণময়োহস্তীত্যেব প্রথমতঃ কথং জ্ঞাতমিতি চেত্তত্রাহ । প্রথমজন্মনীতি । পূৰ্ণ-  
 জন্মনি ময়া শুভোঃ সকাশাদধিগতঃ প্রাপ্তঃ স্থিতঃ । স ইহ জন্মভূমি ন বিতাতি বিশ্বতদ্ব্যক্ত-  
 ধাপি সংস্কারভুক্তিভিত্তি ভয়াং অরণ্যভূতমিতি ভাবঃ । নবাক্ষর ইতি । নবর্ণচতুষ্কাময় ইত্যর্থঃ ।  
 তদ্বিধানঞ্চ নবমক্সান্তিমাধসয়ে বক্ষ্যতি । অনেন চ ব্রহ্মাদীনী গ্রীষ্মং স্পষ্টমেবোক্তম্ ॥ ২১-২৩ ॥  
 বীজমুক্তং বাক্যমমায়াযুক্তম্ ॥ ২৪-২৫ ॥

আমার প্রতি করা করেন তবে আমাকে সেই অনন্তবীৰ্য্যজনক নির্মল চন্ডিকু মন্ডের  
 উপদেশ করুন, দেবি ! আমি সেই সর্বশ্রেয়স্বর অত্যন্ত স্নবাক্ষর মন্ত্র লেখ করিয়া হুণী  
 হইতে পারিব নবোহ নাই ॥ ২০ ॥ জননি । আমি পূৰ্ব্বজন্মে শুভর নিকট হইতে নবাক্ষর  
 মন্ত্র লাভ করিয়াছিলাম, কিন্তু ইহ জন্মে তাহা ক্ষুণ্ণ হইতেছে না, তাহিবি ! এখন  
 আপনি আমাকে সেই মন্ত্রের উপদেশ করিয়া ভগবান হইতে পরিজ্ঞাপন করুন ॥ ২১ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন, নারদ ! আমিও তেজা মহাদেব এইরূপ ভক্তি করিলে পরে দেবী আদিকা  
 পরিস্কুটরূপে নবাক্ষর মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন ॥ ২২ ॥ মহাদেব, তাহা প্রাপ্তিকালে পরম  
 আমনিত হইলেন এবং দেবীর চরণদ্বয়গলে প্রসিদ্ধ পূৰ্বক সেই স্থানেই অবস্থিত করিয়া

কর্তাহঃ প্রকরোমি সর্বস্বত্ববিচারে ব্রহ্মাণ্ডমত্যাভূতঃ  
 কোহন্ততীহ চরাচরে জিহুবনে মন্তঃ সমর্থঃ পুমান্ ।  
 ধন্তোহস্ম্যত্র ন সংশয়ঃ কিম যদা ব্রহ্মাণ্মি লোকাতিগো  
 ময়োহহং ভবমাগরে প্রবিততে গর্ভাভিবেশাদিতি ॥ ২৭ ॥  
 অদ্যাহং তব পাদপঙ্কজপরাগাদানগর্বেণ বৈ  
 ধন্তোহস্মীতি যথার্থবাদনিপুণো জাতঃ প্রসাদাচ্চ তে ।  
 যাচে স্বাং ভবভীতিনাশচতুরাং মুক্তিপ্রদাং চেশ্বরীং  
 হিহা মোহকৃতং মহার্তিনিগড়ং স্বস্তিক্ষয়কৃতং কুরু ॥ ২৮ ॥

নু বেদা ইতি । বেদাধ্যামেবং সর্বস্বত্বাদিবিশিষ্টাঙ্কলয়িতুং জ্ঞাতৃস্পটবো নাসন্ ইতি ন  
 কিস্তুহি পটব এব । যতঃ স্বাং সকলজনধাত্মীমবিকলাং ক্ষুদ্রকর্ণশি যজ্ঞাদিবু নোচুতদৈতব্রহ্মহিম-  
 জ্ঞানাভাবে সম্ভবতি কিং নৈব সম্ভবতি তন্মাজ্ঞানস্ত এব তে । নহু তর্হি সর্বধা ন জ্ঞানস্তি  
 মামতো নোচুরিত্যেব কিং ন জ্ঞাতব্রাহ্ম । স্বাহাভূতেতি । যদি স্বাং সর্বধা ন জ্ঞানস্তি তর্হি  
 বদেকদেশভূতশক্তিঃ স্বাহাভূতা কণঃ সকলমথহোমেষু বিহিতা তৈস্তন্মাজ্ঞানস্ত এব তে ।  
 অতএব তব বেদৈকবেদাধ্যমন্ত্যেব । যতঃ স্বাং ক্ষুদ্রকর্ণশি ন বিহিতা ততএব স্বং সর্বজ্ঞা  
 সর্বোত্তরা জাতা নবিত্রাদিক্ষুদ্রদেবগণপংক্তিহা জাতেতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

তক্ত্যাভিনিবেশাৎ স্বপ্নস্ততাং বর্ণয়তি কর্তাহমিতি শ্লোকব্রহ্মন । কর্তাহং ধন্তোহস্মীত্যাদ্যে-  
 তাদৃশাভিমানেন কেবলগর্ভাভিনিবেশাভ্যোহসাগরে মগ্নঃ হিতঃ । বিলক্ষণগুণাভাবোহভি-  
 মানস্ত মূর্খধর্ম্মাভ্যং ॥ ২৭ ॥

যদ্যপোভাবং কালপর্যন্তমেতাদৃশঃ স্থিতস্তথাপাদ্যাহং ধন্তোহস্মীতি বক্তা । যথার্থবাদ-  
 নিপুণো যথার্থবক্তা জাজ্ঞোহস্মি মহাগুণলভাৎ । কোহসৌ মহাগুণস্তব্রাহ্ম । তব পাদপঙ্কজ-

সর্বস্বত্বকামনা-পূরণকারী মোক্ষপ্রদ অথচ অনায়াসে উচ্চরণীয় সেই নবাকর বীজময় জপ  
 করিতে লাগিলেন ॥ ২০—২৪ ॥ নারদ ! অখিল লোকের কল্যাণকর শব্দরকে সেইরূপে  
 অবস্থিত দেখিয়া আমি পাদপঙ্কজ সন্নিকর্ষে সংস্থিত হইয়া সেই মহামারাকে কহিলাম ॥ ২৫ ॥  
 জননি ! বেদ সকল আপনার তব জানিতে পটু নহে এমন নয়, যেহেতু যজ্ঞাদি ক্ষুদ্রকর্ণে  
 সর্বজনবিধাত্মী ও নিষ্কল অর্থাৎ পূর্ণরূপিণী আপনার উল্লেখ না করিয়া ইত্যাদি অপ্রধান  
 দেবতাপ্রণয়ের উল্লেখ করিয়াছেন এবং স্বদীয় অংশভূত ব্রাহ্মদেবীকে হোমযজ্ঞাদি কার্যের  
 বিধাত্রীরূপে বিধান করিয়াছেন ; অতএব, দেখি ! আপনি এই অখিল ভুবন মধ্যে চৈতন্য-  
 রূপিণী, সর্বজ্ঞা এবং দেবাদি-সমবিত সমস্ত লোকের অতীত বলিয়া প্রতিপাদিত হইতে-  
 ছেন ॥ ২৬ ॥ দেখি ! আমি এই অতিশয় অদ্বুত সর্ব চরাচর সম্বন্ধিত অখিল ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডলের  
 স্রষ্টা করিয়াছি, অতএব আমি এই অখিলের কর্তা, এই চরাচরে জিহুবনে আমার তুল্য  
 কমতাসম্পন্ন পুরুষ অস্ত্রকার কে আছে ? আমি সর্বলোকাভীত ব্রহ্মা, অতএব আমিই  
 যত তাহাতে আত্মস্থান্য নাই ; এইরূপ গর্বের অভিনিবেশ বশেই আমি এই অতি বিস্তৃত  
 সংসারমাগরে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছি ॥ ২৭ ॥ পরন্তু, জননি ! এখন আমি আপনার পাদ-



অতোহহং ভ্রাতো বিমুক্তঃ কথং কথং  
 সরোজাদমেয়াং সারিকৃত্যৈঃ ।  
 তবাজ্জাকরঃ কিংরোহস্মীতি নুনং  
 শিবে ! পাহি মাং মোহময়ং ভবাকৌ ॥ ২৯ ॥  
 ন জানন্তি যে মানবাস্তে বদন্তি  
 প্রভুং মাং তবাদ্যং চরিত্রং পবিত্রম্ ।  
 যজন্তীহ যে যাজকাঃ স্বর্গকামা  
 ন তে তে প্রভাবং বিদন্ত্যেব কামম্ ॥ ৩০ ॥  
 ভ্রাতা নিশ্চিন্তোহহং বিধিহে বিহারং  
 বিকর্তুং চতুর্দ্বা বিধায়াদিসর্গম্ ।  
 অহং বেদ্মি কোহস্তো বিবেদাদিমায়ে !  
 ক্রমস্বাপরাধং ত্বহঙ্কারজং মে ॥ ৩১ ॥

পরাগভ্রাতানং গ্রহণং তন্ত্ৰী বো গর্ভঃ স এবং মহান্ গুণন্তেন। অনেন চ ভক্তিনির্ভরো দর্শিতঃ ।  
 তত্র এতাদৃশী ভক্তির্নিগুণতাপি দুর্বাচারবতো মহত্বপ্রদা । তন্মান্নহাস্তিনিগড়ং হিমা বভুক্তি-  
 ক্তুর্নহং ইতোব প্রার্থনা মমেতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥

অত ইতি । হে শিবে ! তদাবিস্কৃতাং সরোজাদহজাতঃ কথং মুক্তঃ স্মাস্তিচিন্তয়া যুক্ত-  
 ভ্রাতাজ্জাকরঃ কিংরোহস্মীতি নুনং মাং নিশ্চিন্ত্য ভবাকৌ মোহেনাবিবেকেন ময়ং মামতো  
 ভক্তিপ্রদানেন পাহি যক্ষ ॥ ২৯ ॥

যে তবাদ্যস্পবিত্রকরিত্রগুণং সর্জনাদিরূপং ন জানন্তি তে মাস্তুভূং বদন্তি । তথা যে  
 যাজকাঃ স্বর্গকামাস্তেহপি তে প্রভাবং ন জানন্তি । যতো মোক্ষার্থং আমনারাধ্য স্বর্গার্থ-  
 মিত্যাদিদেবানেব যথেষ্টং যজন্তি মোহিতা এব তব মায়মৈতে ইতি ভাবঃ । তত্চক্ৰং ব্রহ্মাণ্ড-  
 পুরাণে । অশ্রুতা সঃ শ্রুতা সশ্চ বজ্রানো যেহপ্যযজনঃ । স্বর্গক্স্তো যে নাপেক্ষন্তে ইন্দ্রমগ্নিক যে  
 বহিঃ । সিক্তা ইব সংযন্তি রশ্মতিঃ সমুদীরিতাঃ । অস্মান্নোক্তাদমুদ্রাক্ষেত্যাহ চারণ্যক-  
 শ্চতিরিতি ॥ ৩০ ॥

পঞ্চজের পরাগগ্রহণপর্বে যথার্থই ধস্ত হইয়াছি এবং আপনার প্রসাদে যথার্থই বন্ধপবত্তা  
 হইয়াছি । মাতঃ ! আপনাদের লীলাময় বিলাস ভবভর নাশনে ও মোক্ষপ্রদানে নিপুণতম ;  
 অতএব, ভগবন্ ! আপনাদের নিকট এই প্রার্থনা যে, আপনি আমার এই ঈশাহবানপ্রহত  
 মহাহঃস্বর নিগড় অপনয়ন করিয়া আমাকে আপনার প্রতি শুদ্ধিযুক্ত করুন ॥ ২৮ ॥  
 মাতঃ শিবে ! আমি আপনার আবিস্কৃত পদ্ব হইতে অঙ্গলাভ করিয়া, এক্ষণে কি প্রকারে  
 মুক্তিলাভ করিব এইরূপ চিন্তাকুলিত চিন্তে ভবার্গবে মোহবাস্তা দিম্বর হইয়া রহিয়াছি,  
 আপনি আমাকে আপনার আজ্ঞাবহ কিঙ্কর নিশ্চয় করিয়া সেই হস্তরসীপর হইতে পরিভ্রাণ  
 করুন ॥ ২৯ ॥ জননি । বাহারা আপনার পবিত্র চরিত্রগাথা অবগত নহে, তাহারা এই আমাকে

প্রমং যেহৈকধর্মযোগমার্গে প্রবৃত্তাঃ  
 প্রকুর্বন্তি মুচাঃ সমাধৌ স্থিতা বৈ ।  
 ন জানন্তি তে নাম মোক্ষপ্রদং বা  
 সমুচ্চারিতং জাতু মাতর্শ্লিষণে ॥ ৩২ ॥  
 বিচারে পরে তত্ত্বসংখ্যাবিধানে  
 পদে মোহিতা নাম তে স্ংবিহায় ।  
 ন কিং তে বিমুচা ভবাকৌ ভবানি!  
 ত্বমেবাসি সংসারমুক্তিপ্রদা বৈ ॥ ৩৩ ॥

অস্মেতি । বিহারং সংসারসংজ্ঞানাদিরূপং বিশেষণে কৰ্ত্তৃমহং বিধিষে বিধিত্বপদব্যাখ্যা  
 নিশ্চিত উৎপাদিতঃ স্রগপাদিসর্গং চতুর্দ্বীপজশ্বেদজজরায়ুজোক্তিজাদিরূপেণ বিধায়াহকারা-  
 দহমেব বেদ্বি সর্গং মতঃ কোহন্তো বিবেদেতিবুত্তিমান্ জাতত্তদহকারজমপরাধং ক্ষমত্ব ।  
 নহি ত্বয়া নিশ্চিততত্ত্ববমপরাধো যুক্ত ইতিভাবঃ ॥ ৩১ ॥

প্রমমিতি । মিয়োগাপি ব্যাজেনাপি যন্মাম শ্রীদেব্যাঃ সমুচ্চারিতং জাতু কদাচিদপি ন  
 নিরন্তরন্তথাপি তন্মামোচ্চারিতং মোক্ষপ্রদন্তবতি । ইৎ সতি মোক্ষার্থং যেহষ্টাঙ্গযোগাদি-  
 সাধনশ্রমকুর্বন্তি তে মুচা এব । তদ্বক্তং মহাকালসংহিতায়াম্ । সহেগং বা সলীলং বা যন্তাঃ  
 স্রগমাক্রান্তঃ । করামলকবমুক্তিত্তাং নসেবেত কো জন ইতি ॥ ৩২ ॥

বিচারে পরে । ইতি যথা যোগিনো মুচা এবত্যাহ । বিচরে ইতি । তত্ত্বসংখ্যাবিধানে  
 তত্ত্বসংখ্যাবিধানবতি বিচারে পদে স্থানে মোহিতা এতে ভবাকৌ কিং ন মুচা এব । যন্তঃ  
 সংসারমুক্তিপ্রদা ত্বমেবাসি ততত্ত্বমাম বিহায় তস্মিন্ পদে মোহিতা মুচাঃ কথং ন স্থা-  
 রিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

এই জগতের প্রভু বলিয়া মনে করে, আর যাহারা আপনার প্রভাব বিদিত নহে তাহারা ই  
 স্বর্গকামনার যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে ॥ ৩০ ॥ মাতঃ শিবে । আপনি সনাতনী মহা-  
 য়া, আপনি সংসার সৃষ্টি প্রভৃতি লীলা করিবার নিমিত্ত আমাকে বিধাতৃপদে অভিষিক্ত  
 করিবার জন্য উৎপাদন করিলে আমি বেদজ, অগ্নজ, জরায়ুজ ও উত্তিজ এই চারিপ্রকার  
 জীব সৃষ্টি করিয়া “আমিই সকল জানি” অন্ত কেহই আমা অপেক্ষা অধিক অবগত নহে”  
 এই অহঙ্কারে অহঙ্কৃত হইয়া যে অপরাধ করিয়াছি তাহা আপনি ক্ষমা করুন ॥ ৩১ ॥ মাতঃ ।  
 কোনও প্রকার হুলস্থলে আপনার নাম উচ্চারণ করিলেই যে মোক্ষপ্রাপ্ত হওয়া যায় ইহা  
 যাহারা অবগত নহে সেই সকল মুঢ় মানবই তপস্তায় নিরত বা যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম  
 প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই অষ্টাঙ্গ যোগমার্গে প্রবৃত্ত হইয়া অতিশয় পরিশ্রম  
 করিয়া থাকে ॥ ৩২ ॥ জননি ! যাহারা আপনার নাম পরিত্যাগ পূর্বক পরম বুদ্ধতত্ত্ব নিরূপণ  
 বিচারে প্রবৃত্ত হয় সেই সাংখ্যাবোগিগণ বথার্থ বস্ত্র বিষয়ে বিমোহিত হইয়া পড়িয়াছে  
 সংশয় নাই, ভবানি । অহঙ্কার কি ভবনমুদ্রে পতিত হইয়া, মহামোহের কলোদ-লীলার  
 পরিপ্লুত হইয়া নাই ? কেননা আপনিই একমাত্র এই অখিল সংসারে মোক্ষদায়িণী রহিয়া-

পরং তত্ত্ববিজ্ঞানমাদৌজ্ঞানৈর্হে-

রজে । চানুভূতং ত্যজন্ত্যেব তে কিম্ ।

নিমেষাঙ্কমাত্রং পবিত্রং চরিত্রং

শিবা চান্বিকাশক্তির্দীপ্যেতি নাম ॥ ৩৪ ॥

ন কি ত্বং সমর্থাসি বিশ্বং বিধাতুং

দৃশৈবাশু সর্বং চতুর্কী বিভক্তম্ ।

বিনোদার্থমেবং বিধিঃ মাং বিধায়া-

দিসর্গে কিলেদং করোষীতি কামম্ ॥ ৩৫

হরিঃ পালকঃ কিং ত্রয়াসৌ মধোৰ্কা

তথা কৈটভাদ্রক্ষিতঃ সিদ্ধুমর্ধ্য্যে ।

হরঃ সংহতঃ কিস্ত্রয়াসৌ ন কালে

কথং মে ভ্রুবোর্মধ্যাদেশাৎ স জাতঃ ॥ ৩৬ ॥

অনু মূঢ়ানামিষং বার্থী পূর্ণা জ্ঞানিনস্ত হরি প্রেমগৌহতিশয়াস্বরাম কদাপি ন ত্যজন্তী-  
ত্যাহ । পরং ভবেতি । আদৌহরিহরাদিভিজ্ঞানৈঃ যৈঃ পরং তত্ত্বজ্ঞানমভূতং তেহপি কিং  
নিমেষাঙ্কমপি শিবা চান্বিকাশক্তির্দীপ্যেতি নাম ত্যজন্তি নৈব ত্যজন্তীত্যার্থঃ । তদুক্তং ভূব-  
নেশীসংহিতায়াম্ । আত্মাহুত্বতিনিষ্ঠাতা বৈতত্ভাববিবর্জিতাঃ । তেহপি প্রেমগৌ ভজন্ত্যে-  
নামিষং মধোৰ্কস্তমা শিবেতি ॥ ৩৪—৩৫ ॥

হরিঃ পালক ইতি । যঃ সিদ্ধুমর্ধ্য্যে ত্রয়া মধোৰ্কা কৈটভাভা রক্ষিতো হরিরসৌ জগতঃ  
পালকঃ কিং ভরতি নৈব ভবতীত্যর্থঃ । যঃ স্বরক্ষণে সমর্থো ন স কণমন্তপালনে সমর্থঃ  
জাদিতি ভাবঃ । তর্কী সর্বসংহারকো যদি হরস্তর্হি ত্রয়াসৌ কিং কালে প্রলয়কালে সংহতো  
নাশিতঃ যদি ন নাশিতস্তর্হি কথং মে ভ্রুবোর্মধ্যাদেশাৎ স জাতস্ত্রয়াৎ সোহপি সর্বসংহারকো  
ন । ন হি সর্বসংহারকমন্তঃ সংহরন্তম্যামুখ্যা সৃষ্টিস্থিতিসংহারকত্রী স্বমেবাসীতি ভাবঃ ॥ ৩৬ ॥

ছেন ॥ ৩৩ ॥ অনাদীনিনধনে ! হরি ও হর প্রভৃতি যে যে সনাতন পুরুষগণ পরতত্ত্বজ্ঞান  
অভূতব করিয়াছেন, তাঁহারা আপনার পবিত্র মহিমা এবং শিবা অম্বিকাশক্তি ও ঈশানী  
প্রভৃতি নাম-কি নিমেষ মাত্রের জ্ঞাতও পরিচ্যাগ করিয়াছেন ? ॥ ৩৪ ॥ মাতঃ ! আপনি  
কটাক্ষমাবেই স্বৈরজাদি চতুর্বিধ জীবনিবহ সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং কি পরিচালনে সমর্থ নহেন ?  
বস্তুতঃ কেবল আপনি বিনোদের নিমিত্তই আমাকে বিধাতৃপদে নিযুক্ত করিয়াছেন ;  
কিন্তু আপনি ইচ্ছামাত্রে মহৎ ও অহং তত্ত্ব প্রভৃতি সৃষ্টির আদ্য উৎকরণ সৃষ্টির সফল  
পূর্বক পুর্বেই এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ৩৫ ॥ জগদবিক্রে ! আপনিই হরিকে এই অধিল  
মোক্ষের পালন কার্যে নিযুক্ত করিয়াছেন । আপনি কি প্রায়ঃ লাগই মধ্যম বস্তু কৈটভ  
নামক যোক্তর এই দৈত্যের হস্তে তাঁহাকে রক্ষা করেন নাই ? মাতঃ ! যদি আত্মরক্ষণে  
অসমর্থ তিনি কি আপনার রক্ষণে সমর্থ হইতে পারেন ? অতএব আপনি হরি দ্বারা এই

ন তে জ্ঞানকৃত্যপি দুষ্টং প্রমত্তং বা  
 কৃতং সত্ত্ববস্তে ন কোপীহ বেদ ।  
 কিলান্যসি শক্তিস্বমেকা ভবানি ।  
 স্বতন্ত্রৈঃ সর্বৈরতো বোধিতাসি ॥ ৩৭ ॥  
 ত্বয়া সংযুতোহহং বিকর্তুং সমর্থো  
 হরিক্রীড়াম্ব ! ত্বয়া সংযুক্তচ ।  
 হরঃ সম্প্রহর্তু স্বয়ৈবেহ যুক্তঃ  
 ক্রমা নাদ্য সর্বৈ ত্বয়া বিপ্রযুক্তাঃ ॥ ৩৮ ॥  
 যথাহং হরিঃ শঙ্করঃ কিং তথাত্মে  
 ন জাতা ন সন্তীহ নো বা ভবিষ্যন্ ।  
 ন মুহুস্তি কেহস্মিন্দন্তবাত্যন্তচিত্রে  
 বিনোদে বিবাদাম্পদেহক্লাশয়ানাম্ ॥ ৩৯ ॥  
 অকর্তাশূণ্যস্পষ্ট এবাদ্য দেবো  
 নিরীহোহনুপাধিঃ সর্দৈবাকলশচ ।  
 তথাপীশ্বরস্তে বিতীর্ণং বিনোদং  
 স্তসম্পশ্যতীত্যাহুরেবং বিধিজ্ঞাঃ ॥ ৪০ ॥

স্বতন্ত্রৈর্কৈদৈরিতার্থঃ ॥ ৩৭ ॥

ত্বয়া বিপ্রযুক্তা বিযুক্তাঃ ক্রমা নৈত্যম্বঃ ॥ ৩৮ ॥

অক্লাশয়ানামনুপাধীনাং বিবাদাম্পদে সদাসম্ব্যেতাদিবিবিক্লাস্পদে ॥ ৩৯ ॥

জগতের পালন করিতেছেন। আর আপনি কি জগৎসংহারক হইবেন? যথাকালে সংহার করেন না অবশ্যই করিয়া থাকেন, তাহা না হইলে সেই ব্রহ্মদেব আমার ক্রমণ্য হইতে কিরূপে জ্ঞানগ্রহণ করিলেন? ॥ ৩৬ ॥ ভবানি! আপনার উৎপত্তি কেহ কখন কোথাও দর্শন বা শ্রবণ করে নাই, কোথা হইতে আপনার উদ্ভব হইল তাহাও এই অধিন বিশেষ কেহই অবগত নহে, আপনি আদ্যা ও অদ্বিতীয়া সনাতনী শক্তি, অতএব অস্ত কেহই আপনার তত্ত্ব অবগত হইতে পারে না, কেবল একমাত্র অগৌরবের শ্রুতি সকলই তাহা বুঝাইয়া দিয়া থাকেন ॥ ৩৭ ॥ জ্বরিকে! আমি আপনার সহায় বলই, সৃষ্টি করিতে সমর্থ হই, হরি এবং হনুও সেইরূপ আপনার প্রভাবেই পালন ও সংহার করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। আপনার আশ্রয় ব্যতীত আমরা ঐ সকল কার্য সম্পাদন করিতে কদাচই সমর্থ নহি ॥ ৩৮ ॥ জ্বরসি! আপনার আশ্চর্যজনক নীত্যা ব্যাপারে অদূরদর্শী পণ্ডিতগণে যে পরস্পর বিবাদ করিবে ইহাতে আর বিচিৎ কি? কেবলনা, আমি, হরি বা শঙ্কর কি অস্ত

দৃষ্টাদৃষ্টবিভেদেহ্মিন্ প্রাক্ষতো বৈ পূমান্ পরঃ ।  
 নাথঃ কোহপি তৃতীয়োহস্তু প্রমেয়ে হুবিচারিতে ॥ ৪১ ॥  
 ন মিথ্যা বেদবাক্যং বৈ কল্পনীয়ং কদাচন ।  
 বিরোধোহয়ং ময়াত্যন্তং হৃদয়ে তু বিশঙ্কিতঃ ॥ ৪২ ॥  
 একমেবাদ্বিতীয়ং যদ্ ব্রহ্ম বেদা বদন্তি বৈ ।  
 সা কি ত্বং বাপ্যসৌ বা কিং সন্দেহং বিনিবর্তয় ॥ ৪৩ ॥  
 নিঃসংশয়ং ন মে চেতঃ প্রভবত্যাশঙ্কিতম্ ।  
 দ্বিত্বৈকহুবিচারেহ্মিমিমং ক্লৃপ্তকং মনঃ ॥ ৪৪ ॥

নিশ্চয়গোহপীষরত্বং বিনোদং সংপত্ত্বীতি বিধিজ্ঞাঃ শাস্ত্রজ্ঞা বদন্তীত্যয়ঃ এতাদৃশী হং  
 মহাচমৎকারকর্ত্রী । যন্তাশ্চমৎকৃতিং নিরীহোহপীষরে বেদিভূমিচ্ছতীতি ॥ ৪০ ॥

ইথং দেবীং ত্বাভা বমনসি হিতাং শঙ্কং দুরীকর্তুং পুচ্ছতি । দৃষ্টাদৃষ্টবিভেদেহ্মিন্মিতি ।  
 দৃষ্টাদৃষ্টয়োর্মূর্ত্যমূর্ত্যোর্বিভেদো যস্মিন্ সংসারে দৃষ্টাদৃষ্টরাশিষয়ায়কে ইত্যর্থঃ । তস্মিন্  
 সংসারে বস্তুঃ প্রাণাধারত্বতত্ত্ববপরঃ পূমান্ ভবতি । আধারাত্ম্যেয়োঃ পূর্ণাপরীভাবত্বলোক-  
 দৃষ্ট্যোক্তত্বাৎ । নতুবা পূর্ণাপরীভাবঃ উভয়োরপ্যনাদিত্বত্ব বেদসিদ্ধত্বাৎ । তথাটেকা হং  
 দটেক ইতি তত্ত্বত্বং সিদ্ধম্ । অনেন তত্ত্বত্বেনৈব সর্বপ্রপঞ্চনির্বাহে তৃতীয়স্তোপযোগা-  
 চাবান্তঃ কোহপি তৃতীয়োহস্তু । ইথং প্রমেয়ে পদার্থে শ্রুত্যা যুক্ত্যা লাঘবেন চ বিচা-  
 রিতে পদার্থত্বমেব সিধ্যতি । অবিচারিতে তু মতান্তরেহ্নেকানি তত্ত্বানি জাতান্যেবেতি  
 তদ্ব্যপযোগীভাবঃ ॥ ৪১ ॥

তত্রৈকমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম নেহ নানান্তি কিঞ্চনেতি শ্রুতিবাক্যং কদাপি মিথ্যা নৈব কল্প-  
 নীয়ম্ । সর্বপ্রমাণমূর্ত্তিত্বাৎ । তত্রৈবং সতি পদার্থত্বমমুভবেন ভাসতে শ্রুতিবৃত্তেতৎ বক্তি  
 তদ্ব্যক্ত্যমুভববোদ্ধান্ বিরোধো ময়া হৃদয়ে বিশঙ্কিতত্বকর্তিত ইত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

তত্র শ্রুতিপ্রামাণ্যাদব্যবতিরিক্ত মিথ্যাত্বং বক্তব্যং তদা কিং সমাস্তরূপান্যাতাসৌ  
 পুরুষ ইতি সন্দেহং বিনিবর্তয় । মিথ্যাপদার্থত্বজনে শ্রদ্ধায়া অজায়মানবাদ্বিতি নির্ণয় আব-  
 শ্যক ইতি ভাবঃ ॥ ৪৩ ॥

কোনও পুরুষ এমন কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই করিবে না অথবা এক্ষণে বিদ্যমান নাই যে  
 এ বিষয়ে বিমোহিত না হয়, অতএব দেবি ! আপনার লীলা অনির্বচনীয় সন্দেহ নাই ॥ ৩৯ ॥  
 শাস্ত্রজ্ঞ মনীষিগণ কহেন যে ঈশ্বর নিশ্চয়, নিষ্ক্রিয়, নিরুপাধিক, নিরংশ ও নিরীহ হইয়াও  
 আপনার হুবিবীর্ণ সংসাররূপ লীলা নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন ॥ ৪০ ॥ যে সকল মূর্ত্ত ও  
 অমূর্ত্তভেদ সংসার মধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে তাহাতে আপনার পূর্ণাধারত্বত্ব অপর এক পুরুষ  
 আছেন, সেই প্রমের পদার্থ বিচার বিষয়ে আপনাদের এই উত্তর বস্তুতীত তৃতীয় আর  
 কোন বস্তুই নাই ॥ ৪১ ॥ বেদবাক্য মিথ্যা বলিয়া কল্পনা করা কদাচই কর্তব্য নহে । অতএব  
 দ্বারা প্রকৃতি পুরুষরূপ পদার্থত্ব প্রতিক্রান্ত হইতেছেন কিন্তু শ্রুতি, অধৈর্যের কথাই  
 কহিতেছেন, অতএব মাতঃ ! আমি হৃদয় মধ্যে এ বিষয়ের বিরোধ আদর্শ করিতেছি ॥ ৪২ ॥  
 “একমেবাদ্বিতীয়ম্” অত্রীতির ব্রহ্মপদার্থ একই, বেদ সকল এই কথাই কহিতেছেন, জননি ।

স্বমুখেনাপি সন্দেহং ছেত্তুমর্হসি নামকম্ ।

পুণ্যযোগাচ্চ মে প্রাপ্তা সঙ্গতিস্তব পাদয়োঃ ॥ ৪৫ ॥

পুমানসি স্বং স্ত্রী বাসি বদ বিস্তরতো মম ।

জ্ঞাহ্বাহং পরমাং শক্তিং মুক্তো জ্ঞান্ভবসাগরাৎ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্দেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং তৃতীয়-  
স্কন্ধে হরবিরিক্ষিকৃতস্তোত্রবর্ণনং নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

দ্বিষ্টকথ্যেতি । দ্বৈতং সত্যং বাচ্যেতং সত্যং বেতি বিচারে ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

স্বমুখেনাপি স্বমুখেনৈবেত্যর্থঃ । বহুপুণ্যযোগেন তব পাদয়োঃ সঙ্গতির্লক্ষ্যন্তি তত  
এতাদৃশং রহস্তমেব প্রট্যবাসিত্তি ভাবঃ ॥ ৪৫ ॥

যেন জ্ঞানেন তাং পরমাং শক্তিং জ্ঞাহ্বা ভবসাগরানুজঃ স্তামিত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্দেবীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

সেই পদার্থ কি আপনি ? অথবা সেই পুরুষ ? আপনি আমার এই সংশয় নিরাকরণ  
করুন ॥ ৪৩ ॥ আমার চিন্তা নিঃসংশয় রূপে শঙ্কাহীন হইতে সমর্থ হইতেছে না এবং আমার  
এই ক্ষুদ্র মন এই ষষ্ঠাত্মৈক্য বিচারসাগরে নিমগ্ন হইয়া তত্ত্বাৱেষণ করিতেও পারিতেছে না ;  
অতএব মাতঃ শিবে ! আপনি নিজমুখেই আমার এই সন্দেহ অপনোদন করুন ; বিপুল  
পুণ্যযোগ প্রভাবেই আমরা আপনার চরণ যুগলের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৪৪—৪৫ ॥  
আপনি পুরুষ বা স্ত্রী বটেন ইহা আমাকে বিস্তার পূর্বক বলুন, তাহা হইলেই আমি পরমা-  
শক্তিকে অবগত হইয়া সংসার সাগর হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিব ॥ ৪৬ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকোক্ত শ্রীমদ্দেবীভাগবত

মহাপুরাণের তৃতীয়স্কন্ধে হরবিরিক্ষিকৃতস্তোত্র বর্ণন

নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## মতৌধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

ইতি পৃষ্ঠা ময়া দেবী বিনয়াবনতেন চ।

উবাচ বচনং ব্রহ্মবাদ্যো ভগবতী হি সা ॥ ১ ॥

দেব্যাচ।

সদৈকত্বং ন ভেদোহস্তি সর্বদৈব মমাস্তু চ।

যোহসৌ সাহমহং বাসৌ ভেদোহস্তি মতিবিভ্রমাৎ ॥ ২ ॥

পঞ্চাশতিমহাসংখ্যারব্রহ্মোক্তিকৈরর্থঃ।

শ্রীদেব্যা উপদেশক ব্রহ্মণে কৃত ঈর্ষ্যতে ॥

ব্রহ্মপ্রমোদরং শ্রীদেবীনিজরূপোপদেশং চকারেত্যাহ। ইতি পৃষ্ঠেতি ॥ ১ ॥

সদৈকত্বমিতি। বস্তুমোক্তমত্বেতং সত্যং চেদ্বৈতত্ব মিথ্যাবাদৈক্যাস্তর্গত এব মায়াদি-  
পদার্থঃ সম্ভবতীতি মিথ্যাপদার্থভঞ্নে শ্রদ্ধা ন ভায়ত ইতি স্বঃ ব্রহ্মরূপিণ্যসি বা ততো  
ভিন্নাসি চেতি। তত্রৈতদুচ্যতে। সত্যমত্বেতমেব তথাপ্যত্বেতরূপাদব্রহ্মণো নাহং ভিন্নাস্মি  
শক্তেন্ত শক্তাব্যতিরেকাৎ। অগ্ন্যাশিত্ত্বীনাং ঘেবাতিরেকোপদর্শনাৎ। বিবিধং হি  
শক্তিরূপং কার্যং কারণক। তত্র কার্যরূপমাবরণবিক্ষেপাদিরূপং তত্ত্ব শক্তিমজ্জপাৎ  
পৃথগ্বেব ভাসতে। অহমজ্জাহং সুখী দুঃখী চেত্যাদ্যুভবাৎ। অগ্নিরূপাভিন্নত্বেন তাসমান-  
দাহকোটাশিত্ত্বিকার্যাবৎ। যচ্চ কারণভূতং মহামায়ারূপং ন তচ্ছক্তিমতো ব্রহ্মণঃ পৃথগব-  
ভাসতে অদেদাঁহাদিকার্যভিন্নদাহাদিকার্যভজনকশক্তেভেদোদর্শনাৎ। স্বাত্মত্বাবরণবিক্ষেপ-  
ভিন্নাবরণবিক্ষেপজনকমহামায়াক্ষেত্রমুভবাচ্চ। তস্তাঃ সম্ভাবে তর্হি কিং প্রমাণমিতি চেদা-  
বরণবিক্ষেপরূপকার্যভিন্নত্বাভূপপত্তিঃ প্রত্যাদিকং চেতি বুঝঃ। তত্বেতৎ সতি যথারৌ হোমেহগ্নি-  
শক্ত্যাং হোমোহর্ষসক্তৌ যথাবগ্নিশক্তৌ হোমেহমৌ হোমোহর্ষসিদ্ধ এবং ব্রহ্মোপাসনারামপি  
মরোপাসনার্থাদেব সিদ্ধা মরোপাসনারামপি ব্রহ্মোপাসনার্থাদেব সিদ্ধা। তথাচোভয়ত্র  
মরোপাসনারাং ব্রহ্মোপাসনারাং মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপমেবোপাস্তি ভবতি। তথাচ মরো-  
ভয়ত্রকর্ত্ত্বাদেকত্ব ভাগত্ব মারূপত্ব মম মিথ্যাৎসেপি দ্বিতীয়ভাগত্ব ব্রহ্মরূপত্ব মম সত্য-  
ত্বাভ্যবৈতপ্রতিবিরোধো ন বোপাসনারামশ্রদ্ধা ত্রাৎ। অস্বত্বভ্রমঃ সর্বোবাং, মরোপাসনা  
মায়য়া এব ব্রহ্মোপাসনা ব্রহ্মণ এবেতি। তস্মাৎ কেবলমায়য়াঃ কারণভূতায় ব্রহ্মানধি-  
ষ্ঠিতায় উপাত্ত্বাসম্ভবে ন মায়াবিশিষ্টং ব্রহ্মেব সর্বোপাসনাশ্রমিতি। তদেব চ মম মুখ্যঃ  
ব্রহ্মণমিতি ন কশ্চিদোবলেশ ইতি। ইদং সর্বমুপোদধ্যাতে এব স্পষ্টীকৃতং ভেদেতৎ সর্বং

ব্রহ্মা বলিলেন নারদ! আমি বিনীতভাবে সেই আশ্চর্য্যশক্তি দেবী ভগবতীকে এইরূপ  
সিদ্ধান্ত করিলে তিনি আমাকে মধুর বাক্যে বলিলেন, ব্রহ্মন্। সেই ব্রহ্মের এবং আমার  
সমস্যাই একত্বতম, আমাদের কোনও ভেদ নাই। যে ব্রহ্ম সেই আমি এবং যে আমি সেই  
ব্রহ্ম; তবে যে, শক্তি ও শক্তিদানে ভেদবুদ্ধি হয়, একমাত্র শক্তির দ্বারা তাহার কারণ





নাহং জী ন পুমাংচ্চাহং ন ক্রীবাং সর্বসংকরে ।

সর্গে সতি বিভেদঃ স্তাং কল্পিতোহয়ং ধিয়া পুনঃ ॥ ৭ ॥

অহং বুদ্ধিরহং ত্রীশ্চ ধৃতিঃ কীর্তির্মতিঃ স্মৃতিঃ ।

শ্রদ্ধা মেধা দয়া লজ্জা ক্রুধা তৃষ্ণা ক্রমাক্রমা ॥ ৮ ॥

কাস্তিঃ শাস্তিঃ পিপাসা চ নিদ্রা তস্মা জরাজরা ।

বিদ্যাবিদ্যা স্পৃহা বাঞ্ছা শক্তিচ্চাশক্তিরেব চ ॥ ৯ ॥

লীনং ভবতি মায়া চ গ্রন্থসমস্তপ্রপঞ্চা বুদ্ধাভেদেন তিষ্ঠতি । তদা নিত্যরসসমুদ্রকরং বুদ্ধ-  
নিরীহং তথৈব তিষ্ঠতি । যদধিকৃত্যোচ্যতে । নাসদাসীয়ে। সদাসীত্তদানীং নাসীজ্জো নো-  
ব্যোমাপরো বদিতাদি তুচ্ছেনাথ পিহিতমিত্যন্তম্ । পরিপক্ষেষু হু কৰ্ম্মহু তত্ত্বৎকালকৰ্ম্ম-  
বশাৎ ক্ষেত্রহং বীজং যথোচ্চনং ভবতি তত্ৰৈবাবৈৰতং নিরীহং বুদ্ধাপি কালকৰ্ম্মবশাচ্ছূনং  
ভবতি । পশ্চাদ্ভূততঃ শাখাস্তাভাঃ পত্রাণি ততঃ পুষ্পং ততঃ কলমেবমেব ক্ষেত্রবীজবদ-  
জপি মায়াবীজাদভূতাদিকং জায়তে । স চোচ্চনতাদিপরিয়ামো মায়ায়া এব ন বুদ্ধগন্তত  
নিরবয়বত্বায়ায়াশ্চ সাবয়বত্বাং পরিণামে সাবয়ববস্তন এবাপেক্ষাৎ । বুদ্ধ তু বিবর্তোপা-  
দানং ভবিনা মায়ায়াঃ সত্তাকুর্ভোরভাবেন পরিণামাযোগাৎ । তথাচ মায়ায়াং তৎকার্যো  
বুদ্ধ-বুদ্ধগোঁহুহুতত্বাদবাবে। মায়াভেদাত্তাবস্ত এব বুদ্ধগো ভেদাঃ সর্গার্থং জাতা ইতি ।  
নবৈবং জাতঃ স্তাং বৈবিধ্যে সতি দৃশ্যাদৃশ্যভেদোহপি সৰ্বথা জাতঃ ॥ ৬ ॥

তথাচাহং মায়াবিশিষ্টবুদ্ধরূপিণ্যেব ন পুরুষরূপা ক্রীরূপা বা ন বা ক্রীরূপেত্যাহ । নাহং  
জীতি । সর্বসংকরে প্রলয়ে ইদং কিমপি নাস্তি অহং পুরুষো বা জীবতি পুনঃ সর্গে সতি  
জীবাত্তপ্রার্থময়ং ভেদো ময়া ধিয়া স্ববৃত্ত্যান্নিকর্য্য ক্রিয়তঃ ॥ ৭ ॥

অনাদি ও অনন্তরূপে প্রবহমান এই বিশ্ববুদ্ধাণ্ডের প্রাকৃতিক প্রলয়কালে জীবের অতুল কৰ্ম্ম  
সমুদ্রজগতের বীজরূপে মায়ায় সহিত অভিন্নভাবে উহাতেই সংলীন হইয়া থাকে এবং মায়া,  
সমস্ত প্রপঞ্চরূপ বিশ্ববুদ্ধাণ্ড নিঃশেষে গ্রাস করিয়া পরবুদ্ধের সহিত অভেদে অবস্থান করে,  
তখন বুদ্ধসত্ত্ব নিত্যরস সমুদ্রের ভায় নিরীহভাবে অবস্থিতি করে । তদনন্তর জীবের সেই কৰ্ম্ম  
কালযোগে পরিপক হইলে ক্ষেত্রস্থিত বীজের ভায় সেই নিরীহ বুদ্ধবস্ত কাল ও কৰ্ম্মবশে উচ্চন  
হইয়া থাকে, সেই জন্ত মায়া সংকোভ প্রাপ্ত হয় । তদনন্তর কৰ্ম্মবীজযুক্ত সেই মায়া  
হইতেই বুদ্ধের অল্প পত্র পুষ্প ফলাদির ভায় এই বিশ্ব প্রপঞ্চের সৃষ্টি হইতে থাকে ।  
ইহাতে মায়া ও মায়ায় কার্য্যে পরবুদ্ধ অহুহুত থাকেন, অতএব সৃষ্টির নিমিত্ত মায়ায় যত  
প্রকার ভেদ হয় বুদ্ধবস্তরও ততপ্রকার ভেদ হইয়া থাকে । যখন এইরূপে সৃষ্টি হয়, তখন  
উচ্চরূপে বৈধভাব প্রাপ্ত হইলে দৃশ্য ও অদৃশ্যরূপে সৰ্বথা প্রভেদ প্রভীত হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥  
পদ্যাসন ! একমাত্র প্রলয়কালে আমি, জী বা পুরুষ নহি এবং ক্রীও নহি, কেবল সৃষ্টি  
কালেই বুদ্ধি দ্বারা আমার ভেদ কল্পিত হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥ পদ্যকল্পম্ ! আমিই বুদ্ধি,  
আমিই ত্রী এবং আমিই ধৃতি, কীর্তি, মতি, স্মৃতি, শ্রদ্ধা, মেধা, দয়া, লজ্জা, ক্রুধা, তৃষ্ণা, ক্রমা,  
ক্রমাক্রমি, কাস্তি ও শাস্তি এবং আমিই পিপাসা, নিদ্রা, তস্মা, জরা ও জরাজরা এবং আমিই

বস। মজ্জা চ হৃৎ চাহং দৃষ্টির্বাগমূতা নৃত।  
 পর। মধ্য। চ পশ্যন্তী নাভ্যোহহং বিবিধাশ্চ ধাঃ ॥ ১০ ॥  
 কিং নাহং পশ্য সংসারে মদ্বিযুক্তং কিমস্তি হি।  
 সর্বমেবাহমিত্যেবং নিশ্চয়ং বিদ্ধি পদ্মজ ॥ ১১ ॥  
 ঐতেন্নে নিশ্চিতৈ রূপৈর্বিহীনং কিং বদস্ব মে।  
 তস্মাদহং বিধে। চাস্মিন্মার্গে বৈ বিততাভবম্ ॥ ১২ ॥  
 নুনং সর্বেষু দেবেষু নানানামধরা হৃহম্।  
 ভবামি শক্তিরূপেণ করোমি চ পরাক্রমম্ ॥ ১৩ ॥  
 গোঁরী ব্রাহ্মী তথা রৌদ্রী বারাহী বৈষ্ণবী শিবা।  
 বারুণী চাথ কৌবেরী নারসিংহী চ বাসবী ॥ ১৪ ॥  
 উৎপন্নেষু সমস্তেষু কার্ষেযু প্রবিশামি তান্।  
 করোমি সর্বকার্য্যাণি নিমিত্তং তং বিধায় বৈ ॥ ১৫ ॥

ভেদানামানন্তোহপ্যবাহরণার্থং কাংক্ষিত্তেদানাহ। অহম্বুদ্ধিরিতি ॥ ৮—১০ ॥

সর্বমেবাহমিতি। একোহং বহুভাং প্রজায়েয় ইচ্ছো মায়ান্তিঃ পুরুষরূপ ঈদৃশ ইতি শ্রু  
 দ্বায়াবিশিষ্টং বৃদ্ধেব সর্বাकारेण ভীষত ইতি মদ্বিযুক্তং বস্ত কিমস্তি নৈবাস্তীত্যর্থঃ।  
 ভাবতর্হি তদ্বদ্ব্যাপ্তোপমমসদেব স্তাদিতি ॥ ১১ ॥

বিততা ব্যাপিকা ॥ ১২—১৪ ॥

প্রবিশামি ভানিতি। তৎসৃষ্টা তদেবানুপ্রাবিশদিতিক্রতেঃ। তান্ পদার্থানিত্যর্থ  
 অনেন চাত্ত্ব্যমিহং ভগবত্যা স্তোত্রাক্রম্। নিমিত্তং তমিতি। স করোতীতি তং পূর্ব  
 নিমিত্তমাত্রং বিধায়াহমেব সর্বং করোমীত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

বিদ্যা, অবিদ্যা, স্মৃহা, বাহা, শক্তি ও অশক্তি এবং আমিহে বস।, মজ্জা, হৃৎ, দৃষ্টি ও সত্য  
 সত্য বাক্য এবং আমিহে পর। মধ্য। ও পশ্যন্তী প্রভৃতি সাক্ষ্যিকোট সংখ্যাবা  
 রুপিণী ॥ ৮—১০ ॥ বিধাতঃ! আমি সংসারে কোন্ বস্ত নহি? আমি। হইতে বিযুক্ত হই  
 কোন্ বস্ত বিদ্যমান থাকিতে পারে? কলতঃ আমিহে এই প্রপঞ্চময় সংসারে অখিল বস্তরূ  
 বিদ্যমান রহিয়াছি ইহাই স্থির নিশ্চয় জানিও ॥ ১১ ॥ ব্রহ্মন্! আমার এই সকল নিত্যকা  
 ধারা বিহীন হইয়া কোন্ বস্ত থাকিতে পারে? তাহা তুমি আমাকে বল; কলতঃ কোনহ  
 ও তাহা দৃষ্ট হই না, অতএব আমি এই অখিল সংসারের সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত হইয়া  
 রাছি ॥ ১২ ॥ আমি নিশ্চয়ই নানা নাম ধারণ পুরুষ শক্তিরূপে সমস্ত দেবগণে অবস্থিত রু  
 পরাক্রম ও প্রভাব প্রকাশ করিয়া থাকি ॥ ১৩ ॥ কমলাসন! আমি শঙ্করে গৌরী, ব্রহ  
 মা, কৃত্তবেবে রৌদ্রী, বরাহে বারাহী, বিষ্ণুতে বৈষ্ণবী, শিবে শিবা, বরুণে বারুণী, কুবে  
 কৌবেরী, নরসিংহে নারসিংহী এবং ইন্দ্রে ইন্দ্রাণী শক্তিরূপে অবস্থিত করিতেছি ॥ ১৪ ॥  
 বস্ত্রভাতমাজেই উৎপন্ন হইলে সেই সমস্ত পদার্থ মন্যেই আমি অহংপ্রবর্ত্ত হই কলতঃ

জলে শীতা তথা বহ্ন্যবোধ্যং জ্যোতির্দিবাকরে ।  
 নিশামাথে হিমা কামং প্রভবামি যথা তথা ॥ ১৬ ॥  
 ময়া ত্যক্তং বিধে । নুনং স্পন্দিতুং ন ক্রমং ভবেৎ ।  
 জীবজাতকং সংসারে নিশ্চয়োহয়ং বুবে হয়ি ॥ ১৭ ॥  
 অশক্তঃ শঙ্করো হস্তং দৈত্যান্ কিল ময়োজ্জ্বিতঃ ।  
 শক্তিহীনং নরং বুতে লোকশ্চৈবাতীতুর্ভলম্ ॥ ১৮ ॥  
 রুদ্রহীনং বিষ্ণুহীনং ন বদন্তি জনাঃ কিল ।  
 শক্তিহীনং যথা সর্কে প্রবদন্তি নরাধমম্ ॥ ১৯ ॥  
 পতিতঃ স্থলিতো ভীতঃ শান্তঃ শত্রুবশজতঃ ।  
 অশক্তঃ প্রোচ্যতে লোকে নারুদ্রঃ কোহপি কথ্যতে ॥ ২০ ॥  
 তদ্বিকি কারণং শক্তির্যথা হুং চ দিস্থকসি ।  
 ভবিতা চ যদা যুক্তঃ শক্ত্যা কৰ্ত্তা তদাখিলম্ ॥ ২১ ॥  
 তথা হরিস্তথা শম্বুস্তথেষ্ট্রোহথ বিভাবহঃ ।  
 শশী সূর্য্যো যমস্তৃক্টা বরুণঃ পবনস্তথা ॥ ২২ ॥  
 ধরা স্থিরা তদা ধৰ্ত্তুং শক্তিযুক্তা যদা ভবেৎ ।  
 অন্তথা চৈদশস্তা স্রাৎ পরমাণৌশ্চ ধারণে ॥ ২৩ ॥

হিমা শীতলা চন্দ্রিকेत্যর্থঃ ॥ ১৬—২৪ ॥

পুরুষকে নিমিত্তমাত্র করিয়া আমি সমস্ত কার্যই সম্পন্ন করিয়া থাকি ॥ ১৫ ॥ পরমেষ্ঠিন্ !  
 আমি সৃষ্টিতে শৈত্য, অনলে উত্তাপ, দিবাকরে জ্যোতিঃ ও নিশাকরে শীতলচন্দ্রিকা ; ব্রহ্মন্ !  
 এইরূপে আমি সৰ্ব বস্তুতেই অবস্থিত হইয়া আপনার প্রভাব প্রকাশ করিয়া থাকি ॥ ১৬ ॥  
 আমি তোমাকে নিশ্চয় কহিতেছি যে, এই সংসারে জীবসমূহ শক্তিবিহীন হইলে কদাচ  
 সড়িতেও সমর্থ হয় না ॥ ১৭ ॥ অধিক কি শঙ্করও আমার কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে দৈত্য বিনাশে  
 সমর্থ হয় না । আর দেখ লোক সকল দুৰ্বল ব্যক্তিকে শক্তিহীনই বলিয়া থাকে । কিন্তু  
 রুদ্রহীন বা বিষ্ণুহীন এরূপ কেহই বলে না ॥ ১৮—১৯ ॥ পতিত, স্থলিত, ভীত, শান্ত ও শত্রু  
 বশভাগ্য, মানবগণকে লোকে অশক্ত ( শক্তিহীন ) বলিয়া থাকে কিন্তু এ ব্যক্তি “রুদ্র-  
 হীন” এরূপ ত কেহ কখনই বলে না ॥ ২০ ॥ অতএব, তুমি যদ্বারা সৃষ্টি করিয়া থাক,  
 সেই শক্তিকেই সকলের কারণ বলিয়া জানিবে । তুমি যখন শক্তিযুক্ত হইবে তখনই  
 অশক্তির সৃষ্টি কার্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবে । হরি, শম্বু, রুদ্র, বিভাবহ, সূর্য্য,  
 যম, বরুণ, পবন, দিবাকর, ধরা ও পবন প্রভৃতি দেবভাগ্য শক্তিযুক্ত হইয়াই যথাক্রমে কার্য-

তথা শেবস্তথা কুশৌ যেহন্তে সর্কে চ দিগ্গজাঃ ।

মদ্বুক্তা বৈ সমর্থাশ্চ আমি কার্য্যাণি সাধিতুম্ ॥ ২৪ ॥

জলং পিবামি সকলং সংহরামি বিভাবতুম্ ।

পবনং স্তম্ভরাম্যদ্যা যদিচ্ছামি তথাচরম্ ॥ ২৫ ॥

তত্বানাক্ষৈব সর্কেবাং কদাপি কমলোদ্ভব ।।

অসতাং ভাবসন্দেহঃ কর্তব্যো ন কদাচন ॥ ২৬ ॥

কদাচিৎ প্রাগভাবঃ স্তাৎ প্রধঃসাতাব এব বা ।

মুৎপিণ্ডেযু কপালেযু ঘটাতাবো যথা তথা ॥ ২৭ ॥

যদিচ্ছামীতি । যদিযদিচ্ছামি তত্তৎ সর্কং স্বাতন্ত্র্যেণ করোমি ন মত্তোত্তঃ কোহপ্যন্তী-  
ত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

নহু যদি স্বমেব সর্বস্বরূপা তর্হি ওব নিরন্তরং বিদ্যমানত্বাৎ সর্কপ্রপঞ্চতাপি বিদ্যমানতা-  
ন্ত্যেবেতি অগৎ ময়োৎপাদ্যতে ইতি তব বচনং ন সঙ্গচ্ছেত । অথচ যদি স্বংসকশা-  
দ্বতোহতিরিক্তমেব অগদপূর্বমুৎপাদ্যত ইতি মতম্ তদা স্বং সর্বরূপাসীতি বচনং ন সঙ্গছে-  
তেতিশঙ্কাঃ নিরাকর্তুমাঃ । তত্বানাং চৈবেতি । হে বুদ্ধন্ ! সর্কেবাং তত্বানামসতাং ভাবসন্দেহ  
উৎপত্তিসন্দেহঃ কদাপি নৈব কর্তব্যঃ । অসত উৎপত্তাদ্যাশ্রয়বোধোপাৎ । ন হুসন্ বহ্মা-  
পুত্র উৎপত্তাদ্যাশ্রয়ো ভবতি । কিন্তু সঙ্গপেণ সতাং বিদ্যমানানামেব তত্বানামুৎপত্তি-  
রিতি জানীহি ॥ ২৬ ॥

নহু তর্হি সতাং বিদ্যমানানাং তত্বানামুৎপত্তাদ্যাশ্রয়মপি ন সম্ভবতীতি চেদাবিভাব-  
তিরোভাবাবেব সংকার্য্যবাদে উৎপত্তিপ্রলয়ো নাত্তাবিত্যাহ । কদাচিদিতি । যথাবিদ্য-

সাধনে সমর্থ হইয়া থাকে ॥ ২১—২২ ॥ যখন শক্তিসমবিত হয় তখনই ধরাদেবী স্থির  
থাকিয়া বিবিধ জীব নিবহ সহনিত পদার্থ সমূহ ধারণ করিতে সমর্থ হয় নতুবা একটা  
পরমাণু মাত্র ধারণ করিতে ও সমর্থ হয় না ॥ ২৩ ॥ সেইরূপ শেষ নাগ, কূর্ধ ও দিগ্গজগণ  
এবং অজ্ঞাত সকলেই মদ্বুক্ত (শক্তিবিশিষ্ট) হইয়া স্ব স্ব কার্যসাধনে করিতে সমর্থ হয় ॥ ২৪ ॥  
বুদ্ধন্ ! আমি বাহা বাহা ইচ্ছা করি তৎসমুদায়ই স্বাতন্ত্র্যভাবে সম্পাদন করিয়া থাকি,  
আমি ইচ্ছা করিলে সমস্ত জল ও অনলের সংহার করিতে এবং সমীরণকেও তত্ত্বিত করিতে  
পারি ॥ ২৫ ॥ কমলাসন ! এই অখিল বিশ্বমণ্ডল অনাদি ও অনন্তরূপে নিরন্তর প্রবাহমান  
রহিয়াছে, “আপনি তবে কিরূপে ইহার উৎপাদন করিতেছেন ?” এইরূপে সমস্ত জল  
পদার্থের ভাব সন্দেহ অর্থাৎ উৎপত্তির প্রতি সংশয় কদাচই কর্তব্য নহে, যেহেতু উৎপত্তি  
প্রকৃতির আশ্রয়বোগধ (আশ্রয়ের অসংযোগ) অসৎ পদার্থের অমুৎপত্তির প্রতি কারণ  
বিদ্যমান রহিয়াছে । দেখ বহ্মাপুত্র এবং শশবিধাণ ও আকাশকুহর প্রকৃতির উৎপত্তির  
আশ্রয়বোগ সম্ভব হইতে পারে না কিন্তু সংরূপে বিদ্যমান পদার্থ সমূহেরই উৎপত্তি সম্ভব  
হইয়া থাকে, অতএব এই জগৎ তির, ধপুশাদির ভাব অজ পদার্থের উৎপত্তির প্রতি  
সন্দেহ, তুমি এতদ্বারাই পরিত্যাগ কর ॥ ২৬ ॥ যদি বল, তবে সংপদার্থ সমূহের উৎপত্তি

অদ্যত্র পৃথিবী নাস্তি ক গতেতি বিচারণে ।

সঞ্জাতা ইতি বিজ্ঞেয়া অজ্ঞাস্ত পরমাণবঃ ॥ ২৮ ॥

শাস্তং কণিকং শূন্যং মিত্যানিত্যং সৰ্বকৃতকম্ ।

অহঙ্কারাগ্রিমকৈব সপ্তভেদৈর্বিবক্ষিতম্ ॥ ২৯ ॥

গৃহাণাজ্জ । মহত্তত্ত্বমহাকারন্তুদ্রব্যঃ ।

ততঃ সৰ্বাণি ভূতানি রচয়ন্ত যথা পুরা ॥ ৩০ ॥

মানন্তৈব ঘটন্ত মৃৎপিণ্ডেবতাবঃ প্রাগভাব আবির্ভাবজনকঃ । যথা বা কপালেষু ঘটাদেবিদ্য-  
মানন্তৈবাতাবঃ প্রধ্বংসাতাবন্তিরোভাবজনকঃ । তথৈব কারণাত্মনা বিদ্যমানানান্তস্থানা-  
মাবির্ভাবতিরোভাবাবোৎপত্তিপ্রলয়ো নাত্মাবিতি ন সংকারণবাদে সৰ্বাস্বত্বং মম ব্যাহত-  
মিতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥

অত্র সংকার্যবাদেহুভবমাহ । অদ্যত্রৈতি । অদ্যত্র পৃথিবী ঘটরূপা নাস্তি ধ্বংসে  
সতি সা ক গতেতি বিচারণেসতি লোকা অজ্ঞা ঘটরূপায়ঃ পৃথিব্যাঃ পরমাণবো জাতা  
ইতি বদন্তি । তথাচ পরমাণুরূপেণ ঘটন্ত বিদ্যমানতাত্ত্বোবেতি লোকসিদ্ধে এব সংকার্যবাদ  
ইতি ॥ ২৮ ॥

ইধং ভগবত্ব্যপদিষ্টাচ্ছাপয়তি । শাস্তমিতি । শাস্তমিত্যাদিপরম্পরবিরুদ্ধবিশেষণ-  
শব্দন্তত্বতাপি । মায়াজ্ঞানাদনির্লক্ষণীয়ত্বং সূচিতম্ । অহঙ্কারাত্মাণ্ডে প্রথমতো ভবং সপ্ত-  
ভেদৈর্লক্ষ্যদাতাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্তোত্যেবংরূপৈর্ভেদৈর্বিবক্ষিতম্ । মহত্ত্বাদেবন্তেষাং  
তস্থানাং সত্বাৎ স্বতাপি স্বান্তর্ভাববিবক্ষয়া সপ্তোক্তিক্তিঃ ॥ ২৯—৩০ ॥

প্রকৃতির আশ্রয়যোগ্যত্বেরও সম্ভব হয় না, কিন্তু তাহা ভূমি বলিতে পার না যেহেতু সংপদার্থ  
সমূহের কার্যবিচারে আবির্ভাব ও তিরোভাবই উৎপত্তি ও প্রলয় নামে কথিত হয়, উহা  
অজ্ঞ আর কিছুই নহে । ভূমি বিচার করিয়া দেখ, মৃৎপিণ্ডে সংপদার্থরূপ ঘটের প্রাগভাব  
বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু তাহাই আবার ঘটের আবির্ভাবের কারণ, আর কপাল সকলেও  
ঘটের প্রধ্বংসাতাব বিদ্যমান, কিন্তু সেই প্রধ্বংসাতাবই আবার ঘটের তিরোভাবের  
জনক হইয়া থাকে । সেইরূপে কারণাত্মক সংপদার্থ সমূহের আবির্ভাব ও তিরোভাবই  
উৎপত্তি ও প্রলয় শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে । অতএব ব্রহ্মন্ ! কারণ বিচারেও আমার  
সৰ্বাস্বত্বক অধ্যাহতরূপেই প্রতিপন্ন হইতেছে । তাহাতে, তোমার সকলোই অবসর  
কিছুই নাই ॥ ২৭ ॥ পদ্মাসন । সংকার্য বিচারে এইরূপ অসম্ভব হয় যে এখন এখানে  
ঘটরূপা পৃথিবী নাই যদি তাহার ধ্বংস হইল তবে সেই ভূতিকা কোথায় গেল এইরূপ  
বিচারে পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, ঐ ঘটরূপা পৃথিবী পরমাণুরূপে পরিণত হইয়া  
রহিয়াছে ॥ ২৮ ॥ পরমেশ্বর ! নিত্য ইতিশীল ও কণিকারী, অমূল্য প্রভৃতি মিত্যানিত্য  
পদার্থ সমূহই সৰ্বকৃত অর্থাৎ কারণ অজ্ঞ জানিবে ; কিন্তু অহঙ্কার সেই সমস্ত পদার্থের  
সর্বোচ্চ অগ্রিম অর্থাৎ প্রথমে উৎপন্ন হয় । এইরূপে মহাকারি সপ্ত পরমাণু প্রকৃতি বিকৃতির সপ্ত  
প্রকার ভেদ মাত্র তাহাতে বিশেষ এই যে, অগ্রে প্রকৃতি হইতে সমস্ত, মহত্ত্ব হইতে

ব্রহ্মস্থ স্বানি দিক্যানি বিরজ্য নিব্রহ্মস্থ বঃ ।

স্বানি স্বানি চ কার্ধ্যানি কুর্ষ্বন্তু দৈবতাক্রিভাঃ ॥ ৩১ ॥

গৃহাণেমাং বিধে । শক্তিং হুৰুপাং চারুহাসিনীম্ ।

মহাসরস্বতীং নাম্না রজোগুণযুতাং বরাম্ ॥ ৩২ ॥

শ্বেতান্বরধরাং দিব্যাং দিব্যভূষণভূষিতাম্ ।

বরাসনসমারুঢ়াং ক্রীড়ার্থং সহচারিণীম্ ॥ ৩৩ ॥

এষা সহচরী নিত্যং ভবিষ্যতি বরাদ্ধনা ।

মাবয়ংস্বা বিভূতিং নমে মত্না পূজ্যতমাং প্রিয়াম্ ॥ ৩৪ ॥

গচ্ছ হৃদয়না সর্ধং সত্যলোকং ব্রজাশু বৈ ।

বীজাক্ততুর্কিধং সর্বং সমুৎপাদয় সাম্প্রতম্ ॥ ৩৫ ॥

লিঙ্গকোশাশ্চ জীবৈস্তৈঃ সহিতাঃ কৰ্ম্মভিস্তথা ।

বর্তন্তে সংস্থিতাঃ কালে তান্ কুরু স্বং যথা পুরা ॥ ৩৬ ॥

কালকৰ্ম্মস্বভাবার্থৈঃ কারণৈঃ সকলং জগৎ ।

স্বভাবস্বগুণৈর্যুক্তং পূৰ্ব্ববৎ সচরাচরম্ ॥ ৩৭ ॥

ইতঃ পরমস্বাং স্থানান্তবস্তো ব্রহ্মস্থ নির্গত্য চেদং কুর্ষ্বন্তিত্যাহ । ব্রহ্মস্থিতি । দেব-  
ভাবিতাঃ প্রারব্ধেনোৎপাদিতাঃ ॥ ৩১—৩৪ ॥

বীজাক্তহস্তভাং ॥ ৩৫ ॥

তস্মিন্ বীজে কিস্মিন্তি তত্রাহ লিঙেতি । লিঙ্গশরীরাদি কৰ্ম্মজীবসহিতানি সন্তি তানি  
যথা পুরা পূৰ্ব্ববৎ পৃথক্কৃৎ ॥ ৩৬ ॥

অহংকার, তদনন্তর অন্তান্ত সমস্ত ভূতবর্গ, এইরূপে ভূমিও পূৰ্ণের স্তায় যথাকালে  
এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের রচনা করিতে থাক ॥ ২৯—৩০ ॥ পিতামহ ! এক্ষণে তোমরা এখানে  
হইতে নিজ নিজ আলয়ে গমন কর এবং এইরূপে বিশ্বসংসারের রচনা করিয়া বাস  
করিজে থাক এবং দৈবভাবিত অর্থাৎ প্রারব্ধকর্তৃক উৎপাদিত স্ব স্ব কার্য্য সকল নিৰ্ব্বাহ  
করিতে থাক ॥ ৩১ ॥ ব্রহ্মন ! তুমি এই দিব্যরূপা, চারুহাসিনী রজোগুণযুতা, শ্বেত-  
ধর ধারিণী, দিব্যভূষণে বিভূষিতা, শ্বেতসরোজবাসিনী, মহাসরস্বতী নামী শক্তিকে, ক্রীড়া-  
সহচারিণী করিবার নিমিত্ত গ্রহণ কর ॥ ৩২—৩৩ ॥ এই অভ্যুত্তমা ললনা ভৌমার প্রিয়-  
সহচরী হইবেন ; ইহাকে আমার বিভূতি আনিয়া সর্বদাই পূজ্যতমা বিবেচনা করিবে,  
কথাটাই অবমাননা করিবে না ॥ ৩৪ ॥ তুমি ইহার সহিত সত্যলোকে গমন কর এবং  
এক্ষণে তথায় থাকিয়া মহত্বরূপ বীজ হইতে চতুর্কিধ জীবনিবহের সৃষ্টি কর ॥ ৩৫ ॥  
লিঙ্গ শরীর সকল জীব ও কৰ্ম্ম সমূহের সহিত মিলিত হইয়া একত্র সংস্থিত রহিয়াছে,

স্বভাবের ভেদে সর্বং ইতি বা পাঠঃ ।

মাননীয়স্বরা বিকৃঃ পুত্রসীমন্ত-সৰ্বদা ।  
 সন্তুগ্ণপ্রধানবাদধিকঃ সৰ্বভতঃ সদা ॥ ৩৬ ॥  
 যদা যদা হি কার্য্যং যো ভবিষ্যতি দুঃসত্যম্ ।  
 করিষ্যতি পৃথিবিয়াং বৈ অবতারং তদা হরিঃ ॥ ৩৭ ॥  
 তিৰ্যগ্‌যোনাবধান্ত্র মায়ায়ী তমুমাশ্রিতঃ ।  
 দানবানাং বিনাশং বৈ করিষ্যতি জনার্দনঃ ॥ ৪০ ॥  
 ভবোহয়ং তে সহায়শ্চ ভবিষ্যতি মহাবলঃ ।  
 সমুৎপাদ্য স্বরান্ সৰ্বান্ বিহরষ যথাস্থখম্ ॥ ৪১ ॥  
 ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা নান্যৈঃ সদক্ষিণৈঃ ।  
 যজ্জিঘ্রস্তি বিধানেন সৰ্বান্ বঃ হুসমাहिताঃ ॥ ৪২ ॥  
 মন্মামোচ্চারণাৎ সৰ্বৈ মথেষু সকলেষু চ ।  
 সদা তৃপ্তাশ্চ সন্তুতা ভবিষ্যধ্বং স্বরাঃ কিল ॥ ৪৩ ॥

সামগ্র্যন্তরমাহ । কালকৰ্ম্মস্বভাবাধৈঃ কারণৈরিত্তি । এতিঃ কারণৈঃ স্বভাবভূতাঃ  
 স্বগুণাঃ সবাদয়ঃ শবাদয়শ্চ তৈশ্চ যুক্তং পূৰ্ব্বং কুর্কিত্যর্থঃ । যো যন্ত গুণো দদুস্ত প্রারব্ধ  
 যো যন্ত কলভোগন্ত কালো যো যন্ত স্বভাবভূতো গুণন্তয়িন্ কালে তাদৃশকৰ্ম্মগুণাহরোধেন  
 তদনুশং কলং দেয়মিত্যর্থঃ ॥ ৩৭—৪২ ॥

ময়ামিবাহতি ॥ ৪৩—৪৫ ॥

তুমি যথাকালে পূৰ্ণের জ্ঞায় তাহাদিগকে পূৰ্ণক্ পূৰ্ণক্ করিও ॥ ৩৬ ॥ কাল, কৰ্ম্ম ও  
 স্বভাব এই সকল কারণে স্বভাবভূত স্বগুণ সমূহ অর্থাৎ সবাদি ও শবাদিগুণ সমস্ত দ্বারা  
 এই অখিল জগৎকে পূৰ্ণের জ্ঞায় সংযুক্ত কর, অর্থাৎ যাহার বৈরূপ গুণ, যাহার যে  
 প্রারব্ধ কৰ্ম্ম, যাহার যে কলভোগের কাল, যাহার বৈরূপ স্বভাব ভূতগুণ, সেইকালে তুমি  
 সেইকাল গুণ ও কৰ্ম্মাহরোধে তাহাদিগকে কল প্রদান করিও ॥ ৩৭ ॥ এই বিকৃ-স্বগুণ-  
 প্রদান, অতএব তোমা অপেক্ষা সততই সৰ্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ, সেই কারণে তুমি ইহার সৰ্ব্ব-  
 দাই সমান ও পূজা করিও ॥ ৩৮ ॥ যখন যখন তোমাদের দুঃস কৰ্ম্ম উপস্থিত হইবে  
 তখন এই হরি সেই কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত অবনীতে অবতীর্ণ হইবে ॥ ৩৯ ॥ এই জনা-  
 র্ধন তিৰ্যগ্‌যোনি অথবা মানবোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া দুর্দান্ত দানবদিগের বিনাশ  
 সাধন করিবে ॥ ৪০ ॥ এই মহাবল মহাদেব তোমার সহায় হইবে; তুমি যথাকালে দুঃ-  
 স্বপ্নকে উৎপাদিত করিমাই যথাস্থখে বিহার করিতে থাকিবে ॥ ৪১ ॥ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং  
 বৈশ্যসম, সমাহিতচিত্তে নানাবিধ সহক্লিপ বজ্রহস্তান দ্বারা তোমাদের কৃতি সাধন  
 করিবে ॥ ৪২ ॥ সমস্ত বজ্রেই আবার যাহা নাম উচ্চারণ হেতু তোমাদের সমস্ত দেবতাই

শিবশ্চ মাননীয়ো বৈ সৰ্বকাম্যকৃতমোহনঃ ।  
 যজ্ঞকীর্য্যেণ সৰ্বকাম্যপূৰ্ণনীয়ঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৪৪ ॥  
 যদা পুনঃ স্মরাণাং বৈ ভয়ং দৈত্যাস্তবিস্মৃতি ।  
 শক্তয়ো মে তদোৎপন্ন হরিষ্যন্তি হুবিগ্রহাঃ ॥ ৪৫ ॥  
 বারাহী বৈষ্ণবী পৌরী নারসিংহী শচী শিবা ।  
 এতাস্তাস্মাশ্চ কার্য্যাণি কুরু স্বং কমলোদ্ভব ! ॥ ৪৬ ॥  
 নবাকরমিমং মন্ত্রং বীজধ্যানযুতং সদা ।  
 জপনু সৰ্বাণি কার্য্যাণি কুরু স্বং কমলোদ্ভব ! ॥ ৪৭ ॥  
 মন্ত্রাণামুত্তমোহয়ং বৈ স্বং জানীহি মহামতে ! ।  
 হৃদয়ে তে সদা ধ্যায়ঃ সৰ্বকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৪৮ ॥  
 ইতুস্তি মাং জগন্মাতা হরিং গ্রাহ শুচিস্মিতা ।  
 বিষ্ণো ! ব্রজ গৃহাণেমাং মহালক্ষ্মীং মনোহরাম্ ॥ ৪৯ ॥  
 সদা বক্ষঃস্থলে স্থানে ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ ।  
 ক্রীড়ার্থং তে যয়া দত্তা শক্তিঃ সৰ্বার্থদা শিবা ॥ ৫০ ॥

এতাস্তাস্মাশ্চৈত্য হরিষ্যন্তি পূৰ্বেণাশ্রয়ঃ ॥ ৪৬ ॥

নবাকরমিমং মন্ত্রমিতি । স চ ভূগয়া নবর্ণঃ প্রসিদ্ধঃ । এতদ্বিধানং নবমন্ত্রকান্তিমা-  
 ধায়ে বক্ষ্যতি ॥ ৪৭—৫৫ ॥

সতত তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট হইতে পারিবে ॥ ৪৩ ॥ তমঃপ্রধান মহাদেবও সকলের মাননীয়,  
 অতএব সমস্ত ব্রজ কার্য্যেই যত্নপূৰ্ণক ইহার পূজা করা কর্তব্য ॥ ৪৪ ॥ প্রজাপতে !  
 যখন দৈত্য হইতে দেবগণের ভয় উৎপন্ন হইবে তখন বারাহী, বৈষ্ণবী, পৌরী, নারসিংহী,  
 সদাশিবা এই সকল এবং অস্ত্রাস্ত্র আমার বিতৃতিরূপা শক্তি সকল মিলিত হইয়া অক্লান্ত  
 বিগ্রহধারণ পূৰ্ণক উৎপন্ন হইয়া সেই ভয় হরণ করিবে ; অতএব ব্রহ্মনু ! তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া  
 ব্রহ্মার্থে আপনার কর্তব্য সমুদায় সম্পাদন করিতে থাকিবে ॥ ৪৫—৪৬ ॥ পয়স্বয়নু ! তুমি  
 বীজ ও ধ্যান সম্বিত এই নবাকর মন্ত্র জপ করিতে করিতে সকল কার্য্যই সম্পন্ন করিবে ।  
 মহামতে । এই মন্ত্র সমস্ত মন্ত্রগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সমস্ত কামনা ও প্রয়োজন সিদ্ধির নিশ্চিত  
 সৰ্বদাই ইহা হৃদয়ে ধারণ করা কর্তব্য ॥ ৪৭—৪৮ ॥

নারদ । জগন্মাতা ভগবতী, আমাকে এইরূপ বলিয়া জীবৎ হাত মুহুর্তে ভগবান্  
 হরিকে কহিলেন, বিষ্ণো ! এই মনোহর মহালক্ষ্মীকে গ্রহণ কর, এই ক্ষম্যাপরূপিনী সততই  
 তোমার বক্ষঃস্থলবাসিনী হইয়া থাকিবে সন্দেহ নাই, তোমার বিহারের নিমিত্তই এই



ত্বয়ৈং নারায়ণস্য মানসীয়া চ সৰ্বদা ।  
 লক্ষ্মীনারায়ণাখ্যোহয়ং যোগো বৈ বিহিতো ময়া ॥ ৫১ ॥  
 জীবনার্থং কৃত্য যজ্ঞা দেবানাং সৰ্বথা ময়া ।  
 অবিরোধেন সততং বৰ্ত্তিতব্যং ত্রিভিঃ সদা ॥ ৫২ ॥  
 ত্বং চ বেধাঃ শিবস্ত্বেতে দেবা মদগুণসম্বাঃ ।  
 মাত্মাঃ পূজ্যাস্ত সৰ্বেষাং ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৫৩ ॥  
 যে বিভেদং করিষ্যন্তি মানবা মূঢ়চেতসঃ ।  
 নিরয়ং তে গমিষ্যন্তি বিভেদাত্মাঃ সংশয়ঃ ॥ ৫৪ ॥  
 যো হরিঃ স শিবঃ সাক্ষাদ্ যঃ শিবঃ স স্বয়ং হরিঃ ।  
 এতয়োৰ্ভেদমাতীতমরকায় ভবেন্নরঃ ॥ ৫৫ ॥  
 তথৈব ক্রহিণো জ্ঞেয়ো নাত্ম কার্থ্যা বিচারণা ।  
 অপরো গুণভেদোহস্তি শৃণু বিষ্ণো ! ব্রূমি তে ॥ ৫৬ ॥  
 মুখ্যঃ সমগুণস্তেহস্ত পরমাত্মবিচিন্তনে ।  
 গৌণস্ত্বেপি পরো ধ্যাতো রক্তোগুণতমোগুণো ॥ ৫৭ ॥

অপরো গুণভেদোহস্তীতি । স্বয়ং তত্ত্বংকার্য্যো দু তত্ত্বপুণ্যুক্তা ভবিতারঃ । অস্ত্কার্য্যো দু  
 তত্ত্বপুণ্যুক্তা ইতি গুণত্রয়াশ্রয়মেব সৰ্বেষামিতি ভাবঃ ॥ ৫৬ ॥

বদা যো গুণো মুখ্যতমাত্মো গুণো গৌণেষু এব স্থিতৌ ত্রাতাম্ ॥ ৫৭—৫৮ ॥

সৰ্বার্থসিদ্ধি প্রদায়িনী মহালক্ষ্মীকে তোমারে অর্পণ করিলাম ॥ ৫১—৫০ ॥ তুমি সৰ্বদাই  
 ইহার সন্ধান করিবে কদাচ অবমাননা করিও না । জনার্দনু আমি অগতের হিত  
 সাধনের নিমিত্তই এই লক্ষ্মীনারায়ণ নামক কল্যাণকর যোগ সংবিধান করিমাছি ॥ ৫১ ॥  
 দেবতাদিগের জীবন ধারণের নিমিত্ত আমি যজ্ঞ ক্রিয়ার সৃষ্টি করিমাছি ; পরন্তু, তোমরা  
 তিনজন সৰ্বদাই মিলিত থাকিয়া পরস্পর অবিরোধে কার্য্য সম্পাদন করিবে । তুমি,  
 বিষ্ণু ও শঙ্কর এই তিনজন আমার, তিনটা গুণসম্বৃত দেবতা, অতএব তোমরা এই  
 সংসারের মানসী ও পূজনীয় হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৫২—৫৩ ॥ যে মূঢ়বুদ্ধি মানব  
 তোমাদিগের ভেদ করনা করিবে তাহার যে নিষ্ঠুর নিরয়গামী হইবে তাহাতে আর  
 সংশয় নাই ॥ ৫৪ ॥ যে হরি সেই সাক্ষাৎ শিব, যে শিব সেই স্বয়ং হরি, যে নর এই  
 উভয়ের ভেদ করনা করিবে, সে নিষ্ঠুরই নরকে পতিত হইবে ॥ ৫৫ ॥ যেক্ষণ হরি ও  
 হর ভেদ নাই, সেইরূপ ব্রহ্মার সহিতও হরি হরের কিছুমাত্র ভেদ নাই জানিও ।  
 রসায়ণভেদ । তবে অত্যন্ত বিবেক গুণভেদ আছে, তাহা আমি তোমাকে কহিতেছি প্রবণ  
 কর ॥ ৫৬ ॥ পরমাত্মার ধ্যান বিবরে তোমাকে দুঃস্বপ্নরূপে লক্ষণ করিহিত করক,

লক্ষ্য। সহ বিকারেই মানাতেভদ্রেই সর্বদা ।  
 রজোত্তমভূতো ভূত্বা বিহরখাননা সহ ॥ ৫৮ ॥  
 বাগ্বীজং কামরাজকং মায়াবীজং তৃতীয়কম্\* ।  
 মন্ত্রোহয়ং স্বং রমাকান্ত ! মদন্তঃ পরমার্থদঃ ॥ ৫৯ ॥  
 গৃহীত্বা জপ তং নিত্যং বিহরস্ব যথাস্থখম্ ।  
 ন তে মৃত্যুভয়ং বিক্ষো ! ন কালপ্রভবং ভয়ম্ ॥ ৬০ ॥  
 যাবদেষ বিহারো মে ভবিষ্যতি স্থনিশ্চয়ঃ ।  
 সংহরিত্বাম্যহং সর্বং যদা বিশ্বং চরাচরম্ ।  
 ভবন্তোহপি তদা নুনং ময়ি লীনা ভবিষ্যথ ॥ ৬১ ॥  
 স্মর্তব্যোহয়ং সদা মন্ত্রঃ কামদো মোক্ষদস্তথা ।  
 উদগীতেন চ সংযুক্তঃ কর্তব্যঃ শুভমিচ্ছতা ॥ ৬২ ॥  
 কারয়িত্বাথ বৈকুণ্ঠং বস্তব্যং পুরুষোত্তম ! ।  
 বিহরস্ব যথাকামং চিন্তয়ন্মাং সনাতনীম্ ॥ ৬৩ ॥

বাগ্বীজং কামরাজকেতি । অয়ঞ্চ ত্র্যাকরো ভুবনেশীমন্ত্রো ভুবনেশীসংহিতায়াং প্রসিদ্ধঃ ।  
 ধ্যানপূজাদিযন্ত্রাদিকঞ্চ তত্রৈব স্পষ্টম্ ॥ ৫৯—৬০ ॥  
 বিহারঃ ক্রীড়া জগৎসজ্জনাদিরূপা ॥ ৬১ ॥

আর রজোগুণ ও তমোগুণ গৌণরূপে অবস্থিত হউক । নানাবিধ ভিন্ন ভিন্ন বিকারে এবং  
 লক্ষীর সহিত বিহার বিষয়ে রজোগুণযুক্ত হইয়া উহার সহিত সততই বিহার করিতে  
 থাক ॥ ৫৭—৫৮ ॥ রমাকান্ত ! আমি তোমাকে বাগ্বীজ, কামবীজ ও মায়াবীজ এই  
 অক্ষরত্রয় সম্বিত পরমার্থপ্রদ ভুবনেশ্বরীমন্ত্র প্রদান করিতেছি, গ্রহণ পূর্বক নিরন্তর জপ  
 কর এবং যথাস্থখে বিহার করিতে থাক, এই মন্ত্র প্রভাবে তোমার মৃত্যুভয় অথবা কাল-  
 ভয় কিছুই থাকিবে না ॥ ৫৯—৬০ ॥ যখন আমার এই জগৎ সৃষ্টাদিরূপ লীলা স্থানান্তর  
 রূপে সম্পাদিত হইবে, যখন আমি এই চরাচর বিশ্বের সংহার করিব, তখন তোমার  
 আমাতে লীন হইবে সংগের মাই ॥ ৬১ ॥ পরন্তু, যদি কল্যাণ কামনা থাকে তাহা হইলে  
 নিরন্তর আমার এই কামনোকপ্রদ মন্ত্রে প্রণব সংযুক্ত করিয়া নিরন্তর জপ করিবে ॥ ৬২ ॥  
 পুরুষোত্তম ! তুমি অতঃপর বৈকুণ্ঠপুরী রচনা করাইয়া আমার সনাতনী মূর্তি স্বর্গে  
 ধারণ পূর্বক বধোচ্ছরূপে বিহার করিতে থাক ॥ ৬৩ ॥

\* দেবানামঃ ধারয়িত্বাভ্যে তমোগুণভূতঃ সখা ।  
 গৃহাণেৎ নমস্তানি । বাগ্বীজং পরমং নম ।  
 কামরাজং তৃতীয়কং মায়াবীজং তৃতীয়কম্ ।  
 ইত্যধিকঃ পাঠো কৃত্যশি নৃততে ।

ব্রহ্মোবাচ ।

ইতু্যজ্ঞা বাসুদেবং সা ত্রিগুণা প্রকৃতিঃ পরা ।

নিগুণা শঙ্করং দেবমবোচদম্বতং বচঃ ॥ ৬৪ ॥

দেবুবাচ ।

গৃহাণ হর ! গৌরীং স্বং মহাকালীং মনোহরাম্ ।

কৈলাসং কারয়িত্বা চ বিহরস্ব যথাস্বথম্ ॥ ৬৫ ॥

মুখ্যস্তমোগুণস্তেহস্ত গৌণৌ সত্ত্বরজোগুণৌ ।

বিহরাস্তরনাশার্থং রজোগুণতমোগুণৌ ॥ ৬৬ ॥

তপস্তপুং তথা কর্তুং স্মরণং পরমাত্মনঃ ।

সৰ্ব্ব ! সত্ত্বগুণঃ শাস্তো গৃহীতব্যঃ সদানঘ ! ॥ ৬৭ ॥

সৰ্ব্বথা ত্রিগুণা যুয়ং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারকাঃ ।

এতিৰ্বিহীনং সংসারে বস্ত নৈবাত্ৰ কুত্রচিৎ ॥ ৬৮ ॥

বস্তমাত্ৰং তু যদৃশ্যং সংসারে ত্রিগুণং হি তৎ ।

দৃশ্যঞ্চ নিগুণং লোকে ন ভূতং নো ভবিষ্যতি ॥ ৬৯ ॥

নিগুণঃ পরমাত্মাসৌ নতু দৃশ্যঃ কদাচন ।

সগুণা নিগুণা চাহং সময়ে শঙ্করোত্তমা ॥ ৭০ ॥

উল্লীধেনেতি । প্রণবেন সংযুক্তোহয়ং মন্তো জপ্য ইত্যর্থঃ । তথাচ প্রণবাদিচতুরক্ষরো-  
মন্ত্রঃ সম্পন্নঃ ॥ ৬২—৬৯ ॥

সমর ইতি । সৃষ্টাদিসময়ে সগুণা সমাধিসময়ে নিগুণা ॥ ৭০ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন, নারদ ! যিনি ব্রহ্মরূপত গুণাতীতা হইয়াও সৃষ্টাদি কার্যের নিমিত্ত  
গুণত্রয়কে সমাপ্ত করেন, সেই পরমা প্রকৃতি দেবী ভগবতী বাসুদেবকে এইরূপ বলিয়া,  
তদনন্তর শঙ্করকে এইরূপ অমৃতময় বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে হর ! এই মহাকাল-  
রূপিণী মনোরমা গৌরীকে গ্রহণ কর, তুমি কৈলাসপুত্রী রচনা করাইয়া তাহাতে ইহার  
সহিত যথাস্থে বিহার করিতে থাক ॥ ৬৪—৬৫ ॥ তোমাতে তমোগুণ প্রধানরূপে এবং সত্ত্ব  
ও রজোগুণ গৌণরূপে অবস্থিতি করিবে, তুমি অস্তরগণের বিনাশের নিমিত্ত রজোগুণ ও  
তমোগুণ ধারণ পূৰ্ব্বক সংসারে বিচরণ করিতে থাক ॥ ৬৬ ॥ বিষলাভান্ । তপশ্চরণ ও  
পরমাত্মার স্মরণ করিবার নিমিত্ত তুমি সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিবা সৰ্ব্বদাই শাস্তিপথ অবলম্বন  
করিবে ॥ ৬৭ ॥ তোমার সকলই সৰ্ব্বতোভাবে ত্রিগুণ-সমবিত্ত হইয়া সৃষ্টিস্থিতি ও প্রলয়  
করিতে থাক । হে ঈশান ! এই সংসারে ত্রিগুণ-বিহীন হইয়া কোসও বস  
কোনও স্থানে বিদ্যমান থাকিতে পারে না । সংসারে যে যে বস্তু দৃশ্য হইয়া থাকে,

সদাহং কারণং শব্দো । ন চ কার্যং কদাচন ।

সত্ত্বা কারণস্যৈব নিষ্ঠা পুরুষান্তিকে ॥ ৭১ ॥

মহত্ত্বমহকারো গুণাঃ শব্দাদয়স্তথা ।

কার্যাকারণরূপেণ সংসরন্তে হুহর্মিশম্ ॥ ৭২ ॥

সদুদ্ভূতত্বহকারন্তেনাহং কারণং শিবা ।

অহকারশ্চ মে কার্যং ত্রিগুণোহসৌ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৭৩ ॥

সদাহমিতি । অহং হে শব্দো । কার্যং কদাপি নাস্মি মমানাদিসিদ্ধত্বেনোৎপত্ত্যভাবাৎ । কিন্তু সর্বকারণরূপৈবাস্মীত্যর্থঃ । নহু নিষ্ঠায়াস্তব কারণত্বমপি কথমিতি চেত্তত্রাহ । সত্ত্বগতি । ন মম সদা নিষ্ঠা গুণঃ কিন্তু পরমায়াভিমান্তহিতগুণত্রয়সাম্যাবস্থায়মুদ্ভূতগুণাভাবেন নিষ্ঠা হাম্ । স্ত্রীাদি দশায়ান্ত সত্ত্বগৈবাস্মি । ততশ্চ কারণত্বং ন বিরুদ্ধত ইতি-  
ভাবঃ ॥ ৭১ ॥

কারণত্বং বিশদয়তি মহত্ত্বমিতি । শব্দাদয়ঃ শব্দস্পর্শাদয়ো গুণা ইত্যর্থঃ । কার্যাকারণ-  
রূপেণেতি । পূর্বপূর্বত্ব কারণত্বমুত্তরোত্তরত্ব কার্যত্বং তত্রপেণ সংসরন্তে পরিণমন্ত্যহর্মিশং  
ন কদাচিদির্যামোহস্মি ॥ ৭২ ॥

তত্র মহত্ত্বমব্যক্তাৎ কেন ক্রমেণোৎপদ্যতে তত্রাহ । সত্ত্বত্বহকার ইতি । অহকারো  
দ্বিবিধঃ । একঃ পরাহস্তারূপো দ্বিতীয়ো মহত্ত্বাচ্ছংপন্নঃ । পরাহস্তারূপশ্চ বৃহদাকরণ্যকে  
সো বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি বৃত্তিরূপউক্তঃ । তথাচ সৃষ্টিসময়ে যঃ প্রথমে ভাবো ব্যক্তস্ত পরা-  
বাণীরূপো যমহমস্মীত্যুৎপন্নঃ পরাহস্তারূপঃ সোহহকারঃ সত্ত্বত্বতঃ । সদেব সোম্যোদমগ্র  
আসীদিত্যেকোক্তত্বাৎ সত উৎপন্ন ইত্যর্থঃ । তেন হেতুনাহমব্যক্তরূপাকারণঃ পরাহস্তা-  
রূপাহকারন্তেত্যর্থঃ । স চ পরাহস্তারূপোহহকারোহপি মৎকার্যভূতো গুণত্রয়স্বকঃ প্রতি-  
ষ্ঠিতোহস্মি । সর্বত্রৈব পদার্থজাতস্ত গুণত্রয়স্বকত্বাৎ ॥ ৭৩ ॥

তৎসমুদায়ই ত্রিগুণবিশিষ্ট । মহেশ্বর ! দৃশ্য অথচ নিষ্ঠা এমত বস্তু জগতে কখন হয় নাই  
এবং হইবেও না ॥ ৬৮—৬৯ ॥ পরমায়া নিষ্ঠা, তিনি কদাচই দৃশ্য হয়েন না, হে শব্দ !  
পরমপ্রকৃতিরূপিণী আমি স্রজনাদির সময় সত্ত্বা আর সমাধি সময়ে নিষ্ঠা হইয়া  
থাকি ॥ ৭০ ॥ শব্দো ! আমি অনাদি, অতএব সততই এই সংসারের কারণরূপে বিদ্যমান  
থাকি কার্যরূপ কখনই হই না । শব্দ ! আমি যখন কারণরূপিণী হই তখনই সত্ত্বা,  
আর যখন পুরুষ সন্নিধানে পরমাত্মার সহিত অভিন্নভাবে অবস্থান করি, গুণত্রয়ের  
সাম্যাবস্থা যেহেতু গুণোত্তরের অভাবে তখনই আমি নিষ্ঠা হইয়া থাকি ॥ ৭১ ॥ মহত্ত্ব,  
অহকার ও শব্দ স্পর্শাদি গুণসমুদয় ইহার দ্বিবারাধই পূর্ব পূর্ব ক্রমে কারণরূপে এবং  
উত্তরোত্তর ক্রমে কার্যরূপে পরিণত হইয়া সংসার কার্য সম্পাদন করিতেছে, কদাচই  
তাহার বিরাম হয় না ॥ ৭২ ॥ অহকার দুই প্রকার, তন্মধ্যে একটা পরমাহকাররূপ সংসার  
হইতে উৎপন্ন, অপরটা মহত্ত্ব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । মহেশ ! আমিই সেই পরাহকার-  
সংসারধর্মসিদ্ধি ; বিচারতত্ত্ব-নিপুণ পণ্ডিতগণ, সেই পরাহকাররূপ আমাকেই অব্যক্ত শব্দ  
অতিহিত করিয়া থাকেন, অতএব অধিলের কল্যাণকারিণী আমিই এই জগতের কারণ,

অহঙ্কারমহত্ত্ববুদ্ধিঃ সা পরিকীৰ্ত্তিতা ।

মহত্ত্বং হি কার্যং অহঙ্কারো হি কারণম্ ॥ ৭৪ ॥

তন্মাত্রাণি অহঙ্কারাদুৎপদ্যন্তে সর্বদেব হি ।

কারণং পঞ্চভূতানাং তানি সর্বসমুদ্ভবে ॥ ৭৫ ॥

কর্মেন্দ্রিয়াণি পঠৈব পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি চ ।

মহাভূতানি পঠৈব মনঃ ষোড়শমেব চ ॥ ৭৬ ॥

কার্যঞ্চ কারণঞ্চৈব গণেহয়ং ষোড়শাত্মকঃ ।

পরমাত্মা পুমানাদ্যো ন কার্যং অ চ কারণম্ ॥ ৭৭ ॥

তথাচার্য্যকৃতং প্রথমং পরাহস্তারূপোহহঙ্কার উৎপন্নস্ততোহহঙ্কারমহত্ত্বমুৎপন্নমিত্যাহ ।  
অহঙ্কারমহত্ত্বমিতি বুদ্ধিঃ সমষ্টিবুদ্ধিরিত্যর্থঃ । এতেন সাংখ্যোক্তং মহত্ত্বমনাপ্রিতং ভবতি ।  
তন্মাত্রত্বং হি কার্যম্ অহঙ্কারো হি পরাহস্তারূপস্তত্ মহত্ত্বস্ত কারণমিত্যর্থঃ ॥ ৭৪ ॥

তন্মাত্রাহঙ্কারো দ্বিতীয় উৎপন্নস্তন্মাত্রাহঙ্কারাত্তন্মাত্রাপরপঞ্চাঙ্গাণি হৃদভূতান্যুৎপন্নানি ।  
দ্বিতীয়াহঙ্কারতোঃপত্তিরনেন বাক্যেনার্থদ্ব্যবহিতা । কারণং পঞ্চভূতানাং তানীতি । তানি  
হৃদভূতানি পঞ্চীকৃতানাং পঞ্চভূতানাং কারণম্ভবন্তি । অপঞ্চীকৃতভূতেভ্যঃ পঞ্চীকৃতপঞ্চ-  
মহাভূতোঃপত্তির্ভবতীত্যর্থঃ । সর্বপ্রপঞ্চস্ত সমুদ্ভবে উৎপত্তিসময়ে ॥ ৭৫ ॥

তত্র পঞ্চভূতানাং সাধিক্যাংশেভ্যঃ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি ভবন্তি । মনস্ত পঞ্চভূতানাং  
মিলিতসাধিক্যাংশেভ্যো ভবতি তথা প্রাণেহপি । পঞ্চভূতানাং মিলিতরাজ্যসাংশেভ্যো  
ভবতি ॥ ৭৬ ॥

তত্র কর্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ ভূতানি মনশ্চোড়শমিত্যেবং কার্যমিন্দ্রিয়-  
রূপকারণং মহাভূতরূপং মিলিতায়ং গুণসমুদায়ঃ ষোড়শাত্মকো ভবতি । যদধিকৃত্যোচ্যতে-  
ষোড়শকন্ত বিকার ইতি । এবমষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ ষোড়শবিকারাস্চোক্তাঃ । সোহয়ং সর্বৌহপি  
পরিণামো মায়াদা এব ন পরমাত্মন ইত্যাহ । পরমাত্মেতি । পরমাত্মা ন কন্তুচিৎ কার্যম্ ন  
কন্তাপি কারণমুপাদানং ভবতি । কিন্তু বিবর্তকারণমেব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৭৭ ॥

অহঙ্কার আমার কার্য, আমি তাহাকে ত্রিগুণ সমন্বিত করিয়া জগতের কার্যাদ্বাদ্বাদ্বার্ষ  
প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছি ॥ ৭৩ ॥ সেই পরাহঙ্কার ( সমষ্টি বুদ্ধিত্ব ) হইতে মহত্ত্বের  
উৎপত্তি, পণ্ডিতগণ তাহাকেই বুদ্ধি বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়াছেন । অতএব মহত্ত্ব কার্য  
এবং পরাহঙ্কার তাহার কারণ ॥ ৭৪ ॥ পরন্ত মহত্ত্বজাত-কার্যরূপ অহঙ্কার হইতে পঞ্চ-  
তন্মাত্র অর্থাৎ অপঞ্চীকৃত হৃদ ভূতপঞ্চকের উৎপত্তি হইয়াছে, এই পঞ্চতন্মাত্রই পঞ্চীকৃত  
পঞ্চভূতের কারণ হয় । সমস্ত প্রপঞ্চের উৎপত্তি কালে এই পঞ্চতন্মাত্রের সাধিক্যাংশে  
হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং রজ অংশ হইতে পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং এই তন্মাত্রপঞ্চকের  
পঞ্চীকরণ দ্বারা পঞ্চভূত এবং পঞ্চভূতের মিলিত সাধিক অংশ হইতে মন এই ষোড়শ  
পরিণাম উৎপন্ন হইয়াছে । এইরূপে পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চভূত ও মন  
এই কার্য সমুদায় মহাভূতরূপ কারণে মিলিয়া ষোড়শাত্মক এককী পদ বলিয়া উক্ত হইয়া

এবং সমুদ্রবৎ শস্তাঃ । সর্কেষাঃ কাসিসমুদ্রে ।

সংক্ষেপেণ যদা প্রোক্তস্তদ তত্র সমুদ্রবৎ ॥ ৭৮ ॥

ব্রজসুদ্য বিমানেন কার্যার্থং বহু সতমাঃ ।

অরণাদর্শনস্ত্যং দান্তেহহং বিষমে স্থিতে ॥ ৭৯ ॥

অর্ন্তব্যাহং সদা দেবাঃ পরমাত্মা সনাতনঃ ।

উভয়োঃ অরণাদেব কার্য্যসিদ্ধিরসংশয়ম্ ॥ ৮০ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

ইতুক্ত্বা বিসর্জ্যাম্মান্ দত্ত্বা শক্তীঃ হুসংস্কৃতাঃ ।

বিষ্ণবেহং মহালক্ষ্মীং মহাকালীং শিবায় চ ॥ ৮১ ॥

মহাসরস্বতীং মহং স্থানাত্মাদ্বিসর্জিতাঃ ।

শ্রীলাস্তরং সমাসাদ্য তে জাতাঃ পুরুষা বয়ম্ ॥ ৮২ ॥

চিন্তয়ন্তঃ স্বরূপস্তং প্রভাবং পরমাদৃতম্ ।

বিমানস্তং সমাসাদ্য সংরূঢ়াস্তত্র বৈত্রয়ঃ ॥ ৮৩ ॥

এবং সমুদ্রব ইতি । আদিসমুদ্রে আদিসর্গো ঈশ্বরকৃতস্থষ্টৌ সর্কেষামুদ্রবো মন্তঃ সকাশা-  
দেবং ভবতীতি সংক্ষেপেণাক্রোক্তমিত্যর্থঃ ॥ ৭৮ ॥

পুঙ্খোক্তং শ্রীদেব্যা দত্তং মহত্ত্বং গৃহীত্বা চতুর্মুখাদিতিঃ ক্রিয়মাণাব্যষ্টিদেহাদিস্থষ্টি-  
জীবস্থষ্টিঃ । ইহং মহাস্থষ্টিং ব্যষ্টিস্থষ্টিকোক্তানন্তরমাহ । ব্রজশ্রুতি বিষমে সঙ্কটে ॥ ৭৯ ॥

ইদানীমুপাসনাশরুপমাহ । অর্ন্তব্যাহমিতি । পরমাশ্রোপাসনামপি ন কেবলং পরমাত্মা  
অর্ন্তব্যো মায়ারাস্তদভিন্নায়া বহুশক্তিবত্তাকুমশক্যাত্তথা শক্ত্যুপাসনামপি ন কেবলা  
শক্তিঃ অর্ন্তব্যো । পরমাত্মনস্তদভিন্নস্ত বহুশক্ত্যাকুমশক্যাত্তদ্ব্যায়ী বিশিষ্টঃ বুদ্ধৈবোত্তরজ  
দেবতেতি ব্রহ্মোপাসকৈঃ শক্ত্যুপাসকৈশ্চ তদেবোপাস্তদ্ব্যয়ং জ্ঞেয়কৃতি । তদভিপ্রায়েণাহ ।  
উভয়োরিতি সর্কেষেদমুপোদ্বাতে স্পষ্টম্ ॥ ৮০—৮১ ॥

থাকে ॥ ৭৫—৭৭ ॥ শস্তাঃ । আদিপুরুষ সনাতন পরমাত্মা কার্য্যও নহেন কারণও  
নহেন এই প্রপঞ্চ সমুদ্র মায়ারই কার্য্য । আদি স্থষ্টিকালে উক্তরূপে সকলেরই উৎপত্তি  
হইয়া থাকে । মহেশ্বর ! এই আদি স্থষ্টির বিষয় আমি তোমার নিকট সংক্ষেপেই কহি-  
লাম ॥ ৭৮ ॥ হে সুরসমুদ্রমণ ! এক্ষণে তোমরা আমার কার্য্য সাধনের নিমিত্ত বিশেষ  
আরোহণপূর্ব্বক গমন কর । সঙ্কটস্থল উপস্থিত হইলে আমাকে অরণ ক্রিয়বান্নাজই  
দর্শন দিব । দেবগণ ! তোমরা সততই আমার এবং সনাতন পরমাত্মার অরণ করিও,  
উভয়ের অরণ করিলে কার্য্যসিদ্ধি বিষয়ে কিছুমাত্রই সন্দেহ থাকিবে না ॥ ৭৯—৮০ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, দেবী দুর্ভবেনধরী এই বলিয়া আমাদিগকে সেই বিব্যাকৃতিময়ী শক্তি  
সকল প্রদানপূর্ব্বক বিদায় দিলেন । তদনুসারে বিষ্ণুকে মহালক্ষ্মী, মহাদেবকে মহাকালী  
এবং আমাকে মহাসরস্বতী প্রদান করিয়া সেইস্থান হইতে বিসর্জন করিলেন ॥ ৮১—৮২ ॥

ন স্বীপোহসৌ ন সা দেবী সুধাসিন্ধুস্তথৈব চ ।

পুনর্দৃষ্টং বিমানং বৈ তজ্জান্নাভিন্ন চাক্ষুধা ॥ ৮৪ ॥

আসাদ্য তস্মিন্মিততে বিমানে

প্রাপ্তা বয়ং পঙ্কজসন্নিধৌ চ ।

মহার্গবে যত্র হতোঁ দুৰত্যয়ৌ

মুরারিণা তৌ মধুকৈটভাখ্যৌ ॥ ৮৫ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈষ্ণবসিক্যং

তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীদেব্য উপদেশনাম্ নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

মহং দদ্বৈতিশেষঃ ॥ ৮২—৮৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্দেবীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

আমরা সেখান হইতে স্থানান্তরে আসিয়া দেবীর স্বরূপ ও অত্যন্ত প্রভাব চিন্তা করিতে  
করিতে পুনর্বার পুরুষ হইয়া পড়িলাম ॥ ৮৩ ॥ সেই বিমান প্রাপ্ত হইয়া আমরা তিনজনে  
তাহাতে আরোহণ করিয়া দেখি, সেই মণিধীপ নাই, সেই দেবী নাই, কেবল সেই সুধা-  
সিন্ধুই রহিয়াছে, অনন্তর আমরা সেই বিমান তিন আর কিছুই দেখিতে পাইলাম  
না ॥ ৮৪ ॥ আমরা সেই সুবিস্তীর্ণ বিমান প্রাপ্ত হইয়া যেখানে দেবদেব জনাৰ্দ্দন, মধুকৈটভ  
নামক ছদ্মাক্ত অশুরদ্বয়কে সংহার করিয়াছেন, তৎক্ষণাৎ সেই মহার্গবে আমার জন্মপঙ্ক-  
জের সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম ॥ ৮৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকম্ভাক্ত মহাপুরাণ

শ্রীমদ্দেবীভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে দেবীর বিষ্ণুতি বর্ণন

নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

এবম্প্রভাবা সা দেবী ময়া দৃষ্টাথ বিষ্ণুনা ।

শিবেনাপি মহাভাগ ! তাস্তা দেব্যঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যাকৰ্ণ্য পিতৃস্বাক্যং নারদো মুনিসত্তমঃ ।

প্রপচ্ছ পরমপ্রীতঃ প্রজাপতিমিদং বচঃ ॥ ২ ॥

নারদ উবাচ ।

পুমানাদ্যোহবিনাশী যো নিগুণোহচ্যুতিরব্যয়ঃ ।

দৃষ্টৈশ্চৈবানুভূতশ্চ তদ্বদস্ব পিতামহ ! ॥ ৩ ॥

ত্রিগুণা বীক্ষিতা শক্তির্নিগুণা কীদৃশী পিতঃ ! !

তস্তাঃ স্বরূপং মে ব্রহ্মি পুরুষশ্চ চ পদ্মজ ! ॥ ৪ ॥

যদর্থক্ ময়া তপ্তং শ্বেতদ্বীপে মহত্তপঃ ।

দৃষ্টা সিদ্ধা মহাত্মানস্তাপসা গতমশ্রবঃ ॥ ৫ ॥

ধিপকাশংপদ্যকৈল্ল প্রোক্তং তব্বচনগকম্ ।

গুণান্যং ভেদসংহাটৈঃ সাধিদৈবমথোচ্যতে ॥

তাস্তা দেব্য আবরণদেবতাঃ ॥ ১—২ ॥

অচ্যুতিরশিরহিতঃ । দৃষ্টৈশ্চবেতি । দৃষ্টোহনুভূতশ্চ তাস্তং যথাদৃষ্টং যথানুভূতক্ বদ ॥ ৩ ॥

যথা ত্রিগুণা স্থলরূপা শক্তির্নিগুণীপে করচরণাদিবিশিষ্টা দৃষ্টা তথা নিগুণাপি দৃষ্টা-  
তাস্তথাচ সা নিগুণা কীদৃশীতি তস্তা অপি স্বরূপং ব্রহ্মি ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন, নারদ ! এইরূপে আমি, বিষ্ণু ও মহাদেব আমার তিনজনই সেই মহা-  
প্রভাবশালিনী দেবীকে এবং তাঁহার সেই মহাবৈভবসম্পন্ন আবরণরূপিনী দেবীদিগকে  
পৃথক্ পৃথক্ রূপে দর্শন করিয়াছিলাম ॥ ১ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! মুনিসত্তম নারদ পিতার এই সমস্ত বচন শ্রবণ করিয়া পরম-  
প্রীতিসহকারে প্রজাপতিকৈ কহিলেন, লোকপিতামহ ! আপনি যে, আমি ও অবিনশ্বর নিগুণ,  
অচ্যুত ও অব্যয় পুরুষকে মনে মনে অহুভব করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার বিবর কীৰ্ত্তন  
করুন ॥ ২—৩ ॥ পিতঃ ! আপনি কর-চরণ-সংযুক্ত ত্রিগুণাবিতা শক্তি দর্শন করিয়াছেন,  
কিন্তু অদৃষ্টরূপা নিগুণা শক্তি কিপ্রকার ? পদ্মজন্ ! সেই প্রকৃতি ও পুরুষের বরণ



পরমাত্মা ন সংপ্রাপ্তো মহাত্মো দৃষ্টিগোচরঃ ৷

পুনঃপুনঃপুনঃ কৃতস্তত্র প্রজ্ঞাপতে ৷ ৬ ৷

ভবতা সন্তুগা শক্তির্দৃষ্টা তাত ৷ মনোরমা ৷

নিগুণা নিগুণৈশ্চব কীদৃশৌ তৌ বদস্ব মে ৷ ৭ ৷

ব্যাস উবাচ ৷

ইতি পৃষ্ঠঃ পিতা তেন নারদেন প্রজ্ঞাপতিঃ ৷

উবাচ বচনস্তথ্যং শ্রিতপূৰ্ব্বং পিতামহঃ ৷ ৮ ৷

ব্রহ্মোবাচ ৷

নিগুণস্ত যুনে ৷ রূপং ন ভবেদৃষ্টিগোচরম্ ৷

দৃশ্যঞ্চ নশ্বরং যস্মাদরূপং দৃশ্যতে কথম্ ৷ ৯ ৷

নিগুণা দুর্গমা শক্তির্নিগুণশ্চ তথা পূমান্ ৷

জ্ঞানগম্যো যুনীনাশ্চ ভাবনীয়ো তথা পুনঃ ৷ ১০ ৷

এতৎ পরমাত্মদেবোদ্বোধনার্থং বহুতপস্তথ্যং তথাপি তৌ ন লভাবিত্যাহ ৷ বদার্থ-  
মিতি ৷ ৫-৮ ৷

দৃশ্যঞ্চ নশ্বরমিতি ৷ ব্রহ্মোদ্বোধনার্থং তত্ত্বব্রহ্মমিতি ব্যাপ্তিস্তত্বে পরমাত্মনো নশ-  
্বরত্বাভাবাদৃশ্যং দৃশ্যম্ নশ্বরম্ ভাবেদেবত্বার্থঃ ৷ এতেন প্রমাণাদ্যোক্তস্ত সা কা কথ-  
নুংপ্নয়েতি জনমেজয়প্রস্তোভস্তং ব্যাসেন নারদব্রহ্মসম্বাদমুখেনোক্তমিতি বোধ্যম্ ৷ ১০-১০ ৷

কীৰ্ত্তন করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন ৷ ৬ ৷ প্রজ্ঞাপতে ৷ সেই নিগুণ পরমাত্মার এবং  
নিগুণা দেবীর কীৰ্ত্তনলাগসার, আমি যেতবীপে মহাতপতার অহষ্ঠান করিয়াছিলাম এবং  
জিতেন্দ্রিয়, জিতক্রোধ অনেক মহাত্মা সিদ্ধ পুরুষকেও তদ্বিনিমিত্ত তপস্তা করিতে দেখিয়া-  
ছিলাম, কিন্তু আমি সেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইলাম না, পিতা ৷ তাহাতেও আমি এক-  
বারে কাত হই নাই, বরং পুনঃ পুনঃ অত্যন্ত কঠোর তপস্তা করিয়াছিলাম, তথাপি  
তাহার দর্শনলাভে সফল হই না ৷ ৭ ৷ তাত ৷ আপনি সেই মনোরমা সন্তুগাশক্তিকে  
প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কিন্তু অদৃষ্টরূপা নিগুণা শক্তি ও নিগুণ পুরুষ কি প্রকার?  
তাহাদের কথা কীৰ্ত্তন করিয়া আমার চিরপ্রার্থিত মনোরম সকল করুন ৷ ৮ ৷

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ৷ নারদ পিতার নিকট এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন, লোক-  
পিতামহ প্রজ্ঞাপতি ইবং হাত সহস্রবারে তথা ব্যাচ বলিতে আরম্ভ করিলেন, ৮৪ বিনিময় ৷  
নিগুণ পুরুষের রূপ দৃষ্টিগোচর হয় না, কারণ, দৃষ্ট কল্পনাভাবই দৃষ্ট হইয়া থাকে, অতএব  
তাহার রূপ কোথায় এবং তিনি কিরূপে দর্শন পোচন হইবেন? ৯৪ বিনিময় ৷ নিগুণা শক্তি  
তথা নিগুণ পুরুষ সহজে জ্ঞানগম্য করেন না, তবে জ্ঞানবানদেরই জ্ঞানব্রহ্মের ধ্যানপন্য

অনাদিনিধনৌ বিদ্ধি সদা প্রকৃতিপুরুষৌ।

বিশ্বাসেনাভিগম্যৌ তৌ নাবিশ্বাসেন কহিচিৎ ॥ ১১ ॥

চৈতন্যং সর্বভূতেষু যতঃশক্তিঃ পরাত্মকম্।

তেজঃ সর্বত্রগং নিত্যং নানাভাবেষু নারদ ! ॥ ১২ ॥

তঞ্চ তাক্ষ মহাভাগ ! ব্যাপকৌ বিদ্ধি সর্বগৌ।

তাভ্যাং বিহীনং সংসারে ন ক্লিষ্টবস্ত্ত বিদ্যতে ॥ ১৩ ॥

তৌ বিচিস্ত্যৌ সদা দেহে মিশ্রীভূতৌ সদাব্যয়ৌ।

একরূপৌ চিদাত্মার্নৌ নিগুণৌ নির্মলারূভৌ ॥ ১৪ ॥

যা শক্তিঃ পরমাত্মাসৌ যোহদৌ সা পরমা মতা।

অন্তরং নৈতর্যোঃ কোহপি সূক্ষ্মং বেদ চ নারদ ! ॥ ১৫ ॥

অধীত্য সর্বশাস্ত্রাণি বেদান্ সোদ্রাংশ্চ নারদ !।

ন জানাতি তর্যোঃ সূক্ষ্মমন্তরং বিরতিং বিনা ॥ ১৬ ॥

বিশ্বাসেনেতি। অন্তীত্যেবোপলব্ধবাস্তবভাবেন চোভয়োরিতি ত্রতাহুতববিশ্বাসেনৈব জ্ঞেয়াবিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

তত্র তর্যোর্ক্যাপকমাহ। চৈতন্যমিতি। নানাভাবেষু নানাধীবেষু ॥ ১২ ॥

যথা চৈতন্যং ব্যাপকং তথা তাং তদভিন্নাং শক্তিমপি ব্যাপিকাং বিদ্ধি তদ্বাহুতাবপি ব্যাপকৌ। তাভ্যাং বিহীনমিতি। তথা চ ক্রতিঃ। মাদ্র্যন্ত প্রকৃতিং বিদ্যাশ্রায়িনন্ত মহেশ্বরম্। তর্যোর্ক্যভূতিলেশো বৈ জগদেতচ্চরচরমিতি ॥ ১৩ ॥

তাবিতি। তৌ চ পৃথগ্ভূতৌপাত্তৌ কিন্তু মিশ্রীভূতাবেবোপাত্তৌ। তর্যোরিরন্তরং মিশ্রাভূতরোরবসন্ধাং পৃথগ্ভূতৈকত্বাপাবস্থানাভাবাদিতি ভাবঃ। অতএব শাস্ত্রে দেব্যা উপাসনা বা উক্তা সা অদ্যাপি মিথ্যাত্বায়া উক্তেতি ন-ভ্রমিতব্যম্। তথা চ মাদ্র্যাবিশিষ্টং ব্রহ্মৈব দেবীপদবাচ্যং মাদ্র্যাপদশক্তাদিপদবাচ্যমিতি সিদ্ধান্তঃ। স্পষ্টং চেদমুপোদ্যাত্তে ॥ ১৪ ॥

তদেব স্পষ্টয়তি। যা শক্তিরিতি। অন্তরং ভেদঃ। সূক্ষ্মমপি ন বেদ ॥ ১৫ ॥

ও জ্ঞানগম্য হইয়া থাকেন ॥ ১০ ॥ প্রকৃতি ও পুরুষের আদি এবং অন্ত কখনই নাই, বিশ্বাস দ্বারা তাঁহাদিগকে লাভ করিতে পারা যায়, কিন্তু অবিশ্বাসী ব্যক্তিগণ, কদাচই তাহাদিগকে প্রাপ্ত হইতে পারে না ॥ ১১ ॥ নারদ! সমস্ত ভূতগণে যে চৈতন্য অহুতব হয় এবং বিবিধ জীবে যে সর্বত্রগামী নিত্য তেজঃপদার্থ দৃষ্ট হয়, তাঁহাকে পুরুষাত্মা বলিয়া জানিবে ॥ ১২ ॥ মহাভাগ! সেই পুরুষ ও প্রকৃতি সর্বত্রগামী ও সর্ব বস্তুতেই অবস্থিতি করিতেছেন, ইহ সংসারে ভ্রমভর বিহীন হইয়া কোন-দ্রব্যই বিশ্বাসমান থাকিতে পারে না ॥ ১৩ ॥ সেই উভয়েই চিদাত্মা, নিগুণ, নির্মল ও অন্বয়, এই উভয়ের মিশ্রীভূত একরূপ সত্ততই। কল্পে চিন্তা করা কর্তব্য ॥ ১৪ ॥ যিনি শক্তি, তিনিই পরমাত্মা, যিনি পরমাত্মা, তিনিই পরমশক্তি, নারদ! ইহাদের স্বরূপ প্রভেদ কেহই অবগত হইতে পারে।

অহঙ্কারকৃতং সৰ্বং বিশ্বং স্বাধৰজ্ঞানময় ।

কথং তদ্রহিতং পুত্র ! ভবেৎ কল্পশতৈরপি ॥ ১৭ ॥

নিষ্ঠুগং সন্তপঃ পুত্র ! কথং পশুতি চক্ষুধা ।

সন্তপঃ মহামুদে । চেতনা সংমিটারয় ॥ ১৮ ॥

পিভেন্নাচ্ছাদিতা জিহ্বা চক্ষুশ্চ মুনিসত্তম ! ।

কটুপীতং বিজান্নাতি রসং রূপং ম তত্তথা ॥ ১৯ ॥

শুদৈঃ সমায়তং চেতঃ কথং জান্নাতি নিষ্ঠুগম্ ।

অহঙ্কারোত্তবং তচ্চ তদ্বিহীনং কথং ভবেৎ ॥ ২০ ॥

স্বাধৰ্ম্ম গুণবিচ্ছেদস্তাবত্তদর্শনং কৃতং ।

তং পশুতি তদা চিতে যদাহঙ্কারবর্জিতং ॥ ২১ ॥

স্বাধৰ্ম্মপৰ্য্যন্তং স্বাদ্বাদিগুণ্য বৈরাগ্যং নাস্তি ভাবংপৰ্য্যন্তং সৰ্ব্বশাস্ত্রাণ্যপ্যধীত্য তয়োঃ  
পরমাত্মদেব্যোর্মাম্যাত্মকৃতং স্বল্পমন্তরং ভেদং ন জানাতি কিন্তু স্বরূপতঃ এব মুক্তো ভেদং  
জান্নাতি । কিংকঃ সন্তপঃ তয়োঃ স্বরূপতো ভেদং নৈব জানাতিতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥

নহু তবৈরাগ্যং কতো দুর্লভমিতি চেত্তত্রাহ । অহঙ্কারেতি । সৰ্বং বিশ্বং দেহাদি-  
হঙ্কারেণ ব্যাপ্তং তদ্বিশ্বং কল্পশতৈরপি কথং তদ্রহিতং ত্রানচ তৎসবে বৈরাগ্যং ভবতি  
ততো বৈরাগ্যং দুর্লভমিতি ॥ ১৭ ॥

তস্মান্নিষ্ঠুগং পরমাত্মনং স্বয়ং সন্তপোহহঙ্কারাদিবিশিষ্টঃ পুরুষঃ কথং চক্ষুবা পশুতি  
ন কথমপীতার্থঃ । তস্মাদ্যোগ্যতাভাবাৎ সন্তপমেবাধিকারপ্রাপ্তিপৰ্য্যন্তং চেতনা সং-  
চারয়োগীস্ব ॥ ১৮ ॥

দৃষ্টান্তমাহ পিত্তেনেতি । রসং রূপং নেতি । যথার্থরসং যথার্থরূপং জানাতিতার্থঃ ॥ ১৯ ॥

দাষ্টান্তিকমাহ শুদৈরिति । তদ্বিহীনং গুণবিহীনম্ । অহঙ্কারতঃ গুণজরাস্বকষেণ  
তচ্ছত্ব তচ্ছ চেতনতত্ত্বস্বকষেণ কথং তত্ত চেতসো গুণরহিতং তাদিতার্থঃ ॥ ২০ ॥

না ॥ ১৫ ॥ নারদ ! জীবলোক, সমস্ত শাস্ত্র ও সাস্ত্রবেদ চতুষ্টিয় অধ্যয়ন করিয়া কেবল তাঁহাদের  
নামমাত্র ভেদ জ্ঞাত হয়, বস্তুতঃবিগুণ বৈরাগ্য ব্যতিরেকে কেহই স্বল্পপ্রভেদ অবগত হইতে  
সমর্থ হয় না ॥ ১৬ ॥ বৎস ! অহঙ্কারের নিরাকরণ না হইলে তাঁহাদিগকে জানিবার উপায়  
নাই ; এই স্বাধৰ জ্ঞানমাত্মক অধিল বিশ্ব অহঙ্কার রূপ উপাদানে নির্মিত, অতএব কল্প-  
শতকাল বিশেষরূপ আয়াস ও যত্ন করিলেও কিরূপে অহঙ্কাররহিত হইকে? অতএব  
নারদ ! বৈরাগ্য অতিশয় দুর্লভ পদার্থ ॥ ১৭ ॥ জীবগণ, সন্তপ হইয়া নিষ্ঠুগ পরমার্থকে  
কিভাবে চক্রে প্রত্যক্ষ করিকে? অতএব হে শ্রবকে! যদি যোগ্যতায়ই অভাব হইতেছে,  
তবে তুমি অধিকার প্রাপ্তি পুরুষোক্তিত দ্বারা সন্তপ-ব্রহ্মেরই উপাসনা কর ॥ ১৮ ॥ মুনি-  
সত্তম ! রসনা ও দৃষ্টি বর্জিত হইয়া দূরিত হয়, তবে-বৈষম্য-কটুরস ও পীতরূপ  
পূরকর ভাস প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ সমস্ত জীবগণের গুণসমাজের চিত্ত ও  
নিষ্ঠুগ বস্তু অবগতি করিতে অক্ষম হইয়া থাকে । নারদ ! সেই চিত্ত অহঙ্কার হইতে

নারদ উবাচ ।

স্বরূপং দেবদেবশঃ । ত্রয়াণামেব বিস্তরীং ।

গুণানাং যৎ স্বরূপোহিতি অহংকারস্তিরূপকঃ ॥ ২২ ॥

সাত্ত্বিকো রাজসশ্চৈব তামসশ্চ তথাপরঃ ।

বিভেদেন স্বরূপাণি বদন্ত পুরুষোত্তম । ॥ ২৩ ॥

যজ্ঞাত্মা কিম্মুচ্যেহং জ্ঞানং তদ্বদ মে প্রভো ।।

গুণানাং লক্ষণাত্মকং বিততানি বিভাগশঃ ॥ ২৪ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

ত্রয়াণাং শক্তয়স্তিস্তদব্রবীমি তবানঘ ।।

জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তিরর্থশক্তিস্তথাপর । ॥ ২৫ ॥

সাত্ত্বিকস্ত জ্ঞানশক্তী রাজসস্ত ক্রিয়াজ্ঞিকা ।

দ্রব্যশক্তিস্তামসস্ত তিস্তশ্চ কথিতাস্তব ॥ ২৬ ॥

তেবাং কার্য্যাণি বক্ষ্যামি শৃণু নারদ । তদ্বত্ততঃ ।

তামস্তা দ্রব্যশক্তেষ্ট শব্দস্পর্শসমুদ্ভবঃ ॥ ২৭ ॥

ন যাবৎ গুণবিচ্ছেদস্তাবন্তয়োঃ পরমাশ্রমে বোদীর্শনাশপি নাস্তীতাহ । যাবন্নৈতি ॥ ২১-২৪ ॥

ত্রয়াণামহংকারাণাম্ । তিস্তঃ শক্তয়ঃ । জ্ঞানজনিকা শক্তিঃ সাত্ত্বিকস্ত ক্রিয়াজনিকা শক্তিঃ রাজসস্ত পৃথিব্যাদ্যর্থরূপকার্য্যজনিকা শক্তিস্তামসস্ত্যেতাহ ত্রয়াণামিতি ॥ ২৫-২৬ ॥

তামস্তা ইতি । তামসাহংকারসম্বন্ধিদ্রব্যজনকশক্তেঃ সকাশাচ্ছাদিগুণানামুৎপত্তিঃ ॥ ২৭ ॥

উৎপন্ন, তবে তাহা কিরূপে অহংকার বিহীন হইতে পারিবে ॥ ২১-২০ ॥ জীবগণও যাবৎ নিগুণ হইতে না পারে, তাবৎ সেই নিগুণ পুরুষ-প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ করিবার সম্ভাবনা নাই, নারদ ! জীব যখন অহংকারবর্জিত হয়, তখনই চিত্তমধ্যে সেই নিগুণ পুরুষাদিকে দর্শন করিয়া থাকে সন্দেহ নাই ॥ ২১ ॥

নারদ কহিলেন, হে পুরুষোত্তম ! গুণত্রয়ের স্বরূপ অহংকার ত সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস-ত্বে তিন প্রকার, সেই সমুদায়ের স্বরূপগত প্রকার ভেদে আপনি বিভূর্তিত ক্রমে স্বর্ণম-করমঃ আর বাহা জানিতে পারিলে আমি মুক্তিলাভে সমর্থ হইব সেই জ্ঞানের বিষয় এবং গুণত্রয়ের লক্ষণ সকল বিভাগ পূর্বক বিভাগ ক্রমে কীর্তন করিয়া আমার অন্তঃকরণে বিরজিত করিয়া ॥ ২২-২৭ ॥

ব্রহ্মা-বলিলেন, হে অনঘ ! জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও অর্থশক্তি ত্বেদে অহংকারের শক্তি তিন প্রকার । তদ্ব্যবধৌ সাত্ত্বিক অহংকারের জ্ঞানজনিকা শক্তি, রাজসের ক্রিয়াজনিকা শক্তি এবং তামসের অর্থজনিকা শক্তি । নারদ ! সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস-ত্রিবিধ অহংকারের পৃথক পৃথক শক্তি বিভাগক্রমে বর্ণন করিয়া ॥ ২৫-২৬ ॥ একান্তে জ্ঞানদেব জ্ঞান সমুদায়

রূপরসগন্ধরূচভ্রাজ্ঞানি প্রচকতে ।

শব্দৈকগুণস্বাকারং বায়ুঃ স্পর্শস্তিত্ত্বমুখা ॥ ২৮ ॥

স্বরূপৈকগুণোহগ্নিশ্চ জলং রসগুণাস্বকম্ ।

পৃথ্বী গন্ধগুণা ভ্রোয়া সূক্ষ্মাণ্যেতানি নারদ ! ॥ ২৯ ॥

দশৈতানি মিলিত্বা তু দ্রব্যশক্তিযুতানি বৈ ।

তামসাহকারজোহয়ং স্বর্গস্তদমূর্ত্তিকঃ ॥ ৩০ ॥

রাজস্বাশ্চ ক্রিয়াশক্তেরূপম্যানি শৃণু মে ।

শ্রোত্রং স্বগ্রসনাচক্ষুর্জ্ঞানং চৈব চ পঞ্চমম্ ॥ ৩১ ॥

জ্ঞানেন্দ্রিয়ানি চৈতানি তথা কর্ম্মেন্দ্রিয়ানি চ ।

বাক্পাণিপাদপায়ুশ্চ গুহ্যস্তানি চ পঞ্চ রে ॥ ৩২ ॥

প্রাণোহপানশ্চ ব্যানশ্চ সমানোদানবায়বঃ ।

পঞ্চদশ মিলিত্বৈব রাজসঃ সর্গ উচ্যতে ॥ ৩৩ ॥

সাধনানি কিলৈতানি ক্রিয়াশক্তিময়ানি চ ।

উপাদানং কিলৈতেষাং চিদমূর্ত্তিরুচ্যতে ॥ ৩৪ ॥

এতেভ্যো গুণেভ্যঃ শব্দৈকগুণস্বাকারমিত্যদিক্রমেণ হুমানি ভ্রাজ্ঞাপরপর্য়ায়ানি পঞ্চ ভূতান্যুপদ্যস্ত ইত্যাহ । শব্দৈকগুণমিতি ॥ ২৮—২৯ ॥

পুনরুপদ্যমাণরীত্যাপেক্ষাকরণে কৃতে সতি দ্রব্যশক্তিযুততামসাহকারাহুর্ভূত্বিকৌ বুদ্ধ্যগুণসর্গো জারত ইত্যাহ । দশৈতানীতি ॥ ৩০ ॥

রাজসাহকারসবিক্রিয়াজনকশক্তেঃ কার্যাপ্যাহ । রাজস্য ইতি । পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ানি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ানি পঞ্চ গুহ্যগোচরান্যদ্যস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩৩ ॥

তথ্যাহুসারে কহিতেছি অবগ কর । তামসাহকারসবিক্রিয়ী দ্রব্যজনকশক্তি হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এবং ঐ সমস্ত গুণ হইতে পঞ্চভ্রাজ্ঞ অর্থাৎ হুমান পঞ্চমহাভূত উৎপন্ন হইয়াছে । আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর স্পর্শ, অগ্নির রূপ, জলের রস ও পৃথিবীর গন্ধ । নারদ ! এই হুমান দশটী পদার্থ মিলিত হইয়া পৃথিব্যাदि রূপ কার্য্যভূতিকাশক্তিবিশিষ্ট হয় । পরে পক্ষীকরণ নিষ্পাদিত হইলে দ্রব্যশক্তি বিশিষ্ট তামসাহকারের অমূর্ত্তিযুক্ত হইয়া বুদ্ধ্যগুণের সৃষ্টি কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ২৭—৩০ ॥ এক্ষণে রাজসীশক্তি হইতে

বাহ্য, ন্যায় উৎপন্ন ভৎসমুদায় প্রবণ কর । শ্রোত্র, চক্ষু, রসনা, চক্ষু, শ্রোত্র এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ;

বাক, পাণি, পাদ, পায়ু ও গুহ্য এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং প্রাণ, জ্ঞান, ব্যান, সমান ও উদান এই পঞ্চবিধ বায়ু সমুদায় এই পঞ্চদশ পদার্থ মিলিত হইয়া যে পৃথিবী, তাহাকে

রাজস বহিঃ বসিয়া থাকে । নারদ ! এই দ্রব্যশক্তির সাধন পদার্থঃ কর্ম্মসংযুক্ত ইন্দ্রিয়

সংযুক্ত আর ইহাঙ্কের উপাদান কার্য্য ইহাদিগকে চিদমূর্ত্তি বলা যায় ।

জ্ঞানশক্তিসমীকৃত্য সাধিকাত সমুত্তমঃ ।

দিশো বায়ুশ্চ সূর্যশ্চ চন্দ্রশ্চ চাখিলাবপি ॥ ৩৫ ॥

জ্ঞানেজিয়াশাং পক্ষানাং পক্ষাধিষ্ঠাতৃদেবতাঃ ।

চন্দ্রো ব্রহ্মা তথা রুদ্রঃ কৈত্রজশ্চ চতুর্থকঃ ॥ ৩৬ ॥

ইত্যন্তঃকারণাখ্যস্ত বুদ্ধ্যাদেশচাধিদেবতম্ ।

চছাৰ্য্যেব তথা প্রোক্তাঃ কিলাধিষ্ঠাতৃদেবতাঃ ॥ ৩৭ ॥

মনসা সহ চৈতানি নুনং পঞ্চদশৈব তু ।

সাধিকাত তু সর্গার্হরং সাধিকাখ্যঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৩৮ ॥

স্থূলসূক্ষ্মাদিভেদেন ত্রৈরূপে পরমাত্মনঃ ।

জ্ঞানরূপং নিরাকারং নিদানন্তুং প্রচক্ষতে ॥ ৩৯ ॥

সাধনানি কিলেতি । সাধনানি করণসংজ্ঞকানীজিয়াণ্যেতানীত্যর্থঃ । কিঞ্চ ক্রিয়াশক্তি-  
যুক্তত্বাৎ ক্রিয়াশক্তিসমীকৃত্য । এতৎবাৎ সর্গেবাধুপাদানং বিবর্তোপাদানন্ত চিদহুত্তিচ্চিদেব  
বর্তত ইত্যর্থঃ । যথা উপাদানং সম্ভাবিকারপদ চিদহুত্তিচ্চিদোহুত্তিরহুত্ত্যতত্তা যস্যাত  
মায়াত্মা সা মায়োচ্যত ইত্যর্থঃ । মায়ৈব সর্গেবাৎ পরিণামোপাদানমিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

সমুত্তম অর্থ আদ্যজন্তম্ । সাধিকাদহকারাধিষ্ঠাতৃদেবতা দিশো বায়ুশ্চৈতি বক্ষ্যমাণা  
উৎপন্ন ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

অত্র জ্ঞানেজিয়াধিষ্ঠাতৃদেবতা কথনং কৰ্ম্মেজিয়াধিষ্ঠাতৃদেবতানামুপলক্ষণম্ । বৈকা-  
রিকাদহকারাদ্ভয়োরপ্যুৎপন্নত্বাৎ । চন্দ্রো বুদ্ধেতি চতুর্থন্ত বুদ্ধিভেদেন চতুর্কতিমতাত্ত-  
করণত্যাধিষ্ঠাত্রিতি বোধ্যম্ ॥ ৩৬—৩৭ ॥

বুদ্ধিভেদেনৈব মনসশ্চতুষ্টিয়ায়কত্বং ন স্বরূপতঃ । স্বরূপতঃকত্বমেবেতি । পঞ্চ জ্ঞানে-  
জিয়াদি পঞ্চ কৰ্ম্মেজিয়াদি পঞ্চ প্রাণা ইতি পঞ্চদশ বন্তুনি একেন মনসা যুক্তানি বোড়শ  
বিকারে গণিতানি বোড়শৈব ভবন্তি নত্বদিকানীতি ভাবঃ । তদ্বৎ মূলতত্ত্বতত্ত্বাত্ত্যাক-  
বিকৃত্যৎ পরবর্তনঃ । আসীৎ কিল মহত্ত্বং গুণান্তঃকরণায়কম্ । অতুত্মাদহকারজিবিধঃ  
হৃষ্টভেদতঃ । বৈকারিকশ্চৈতন্যশ্চ তামসশ্চৈতন্যজিবিধা । বৈকারিকাদহকারাদেবা বৈকারিকা  
দশ । দিখাতার্কপ্রচেতোষিবলীজ্ঞোপেক্ষমিজকঃ । তৈজসাদিজিয়াণ্যাসংস্থানাজ্ঞামবোপতঃ ।  
তুতাদিকাদহকারাৎ পঞ্চভূতানি জজির ইতি শারদায়াম্ । অজ্ঞেজিরহৃষ্টবিবরে পঞ্চভূত-  
হৃষ্টবিবরে চ শৈবসাম্যাবেদান্তিনাং পরস্পরঃ বহবিরোধো দৃষ্টতে তথাপি হৃষ্টেঋষিকৰ্ম্মে  
নিধাতার্কজাদহকারতাজিবিধা । কথঞ্চিদিত্তজালবদুত্মানন্ত নিরুক্তির্নুত্বজনবুদ্ধিশকানিবার-  
ণার্থঃ । কাকিদিপি প্রজিয়ামাপ্রিত্য কত্বম্যোত্যাতিপ্রায়েণ গ্রহকৃত্তা হৃষ্টপ্তাত্তরবিকৰ্ম্মেতি  
ন মত্ব্যমিতি ॥ ৩৮ ॥

থাকে ॥ ৩৯—৪০ ॥ "নারদ ! সাধিক অহকার হইতে পঞ্চ জ্ঞানেজিয়ার জ্ঞানশক্তি  
সমবিত পঞ্চ জ্ঞানীকৃত্ত্ব কেন্দ্র অর্থাৎ দিক, বায়ু, সূর্য, চন্দ্র, ও অধিবীক্ষুদার স্বয়ং এবং  
বুদ্ধি প্রভৃতি চারিপ্রকারে বিভক্ত । অন্তঃকরণের চন্দ্র, সূর্য, স্বয়ং ও কৈত্রজ এই চারি  
অধিষ্ঠাতৃ দেবতা উৎপন্ন হইয়াছেন । এই চন্দ্র, সূর্য, স্বয়ং ও কৈত্রজ পঞ্চ কৰ্ম্মেজির ও  
পঞ্চ বায়ু, সূর্য, চন্দ্র, স্বয়ং এই চৌদশ প্রাণের সাধিক হইতে বলিয়া উক্ত হইয়া

সাধকস্ত তু ধ্যানাদৌ সুলক্ষণং প্রত্যকভেদঃ ।

শরীরং সূক্ষ্মমেরেণং পুরুষস্তু প্রকীর্তিতম্ ॥ ৪০ ॥

মম চৈব শরীরং বৈ সূত্রমিত্যভিধীয়তে ।

সুলং শরীরং বক্ষ্যামি ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ ॥ ৪১ ॥

শৃণু নারদ ! যত্নেন যচ্ছৃণু বিপ্রমুচ্যতে ।

তন্মাত্রাণি পুরোক্তানি সূতসূক্ষ্মাণি যানি বৈ ॥ ৪২ ॥

পক্ষীকৃত্য তু তাংস্তেব পঞ্চভূতসমুদ্ভবঃ ।

পক্ষীকরণভেদোহয়ং শৃণু সংবদন্তঃ কিল ॥ ৪৩ ॥

ইখং তত্ত্বস্বষ্টিমূপপাদ্যোপাসনার্থং মায়াক্রিয়বিশিষ্টবুদ্ধিণো ভগবৎপ্রদবাচ্যস্ত দ্বিবিধং  
রূপমাহ সুলক্ষ্মমভেদেনেতি । নিদানমিতি । জ্ঞানরূপং সর্বাধিষ্ঠানং নিদানং বিবর্তাদ-  
কারণমিত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

তত্ত্বত্বমধিকারিজ্ঞানগম্যমেব নতু মধ্যমাধিকারিধানগম্যম্ । ততো মধ্যমাধিকারিণ  
উপাসনার্থং বিত্তীরং সুলক্ষ্মরূপস্তীত্যাহ সাধকভেতি । স্বক্ষ্মমেবেতি মায়াক্রমে রূপধর-  
মস্তদ্ব্যধিকারিত্বরূপভেদেন । তত্রাস্তদ্ব্যধিকারিত্বং রূপস্ত পরাহস্তারূপমুত্তমাধিকারিজ্ঞানবিষয়ো  
বহির্দ্ব্যধিকারিত্বং রূপস্ত তদপেক্ষয়া সুলং ভবতি ততো বহির্দ্ব্যধিকারিত্বাভাববিশিষ্টং ব্রহ্মরূপং  
মধ্যমাধিকারিত্বিকপাত্তমিত্যর্থঃ । অক্ষরার্থস্ত পুরুষস্ত পরমাত্মনো লিঙ্গদেহাপেক্ষয়া স্বক্ষ্মমে-  
বেদং বহির্দ্ব্যধিকারিত্বাপেক্ষয়া তু সুলং শরীরং প্রকীর্তিতং ততস্তদুপাত্তমিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

মম চেতি । মম চ বচ্ছরীরং স্বত্রং স্বত্রসংজ্ঞকস্তদপি পরমাত্মনঃ সুলং শরীরমিত্যভি-  
ধীয়তে । ততস্তদ্বিশিষ্টঃ পরমাত্মাপ্যুপাত্ত ইত্যর্থঃ । অথ সুলভতমং বিরাটশরীরমাহ সুলং  
শরীরমিতি ॥ ৪১ ॥

প্রথমমন্তোঃপ্তিমাহ শৃণুতি ॥ ৪২ ॥

ভক্ত্যেবেতি । ভক্ত্যেব স্বক্ষ্মভূতানীষরেণ পক্ষীকৃত্য পঞ্চভূতসমুদ্ভবঃ কৃত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

থাকে ॥ ৩৯—৪০ ॥ বক্ষ্যামি । সুল ও স্বক্ষ্মভেদে পরমাত্মার রূপ দুই প্রকার, তন্মধ্যে নিরাকার  
জ্ঞানরূপ এক প্রকার, তদ্বদর্শী ধর্মিগণ তাহাকেই নিদান অর্থাৎ অবিলের মূলকারণ বলিয়া  
থাকেন । উহা কেবল উত্তমাধিকারী জ্ঞানীগণেরই, অস্তের নহে । আর মায়োপহিত ব্রহ্ম-  
রূপাভগবতীর অন্তর্মুখ ও বহির্মুখ ভেদে স্বক্ষ্ম ও সুল ভাবে দুইই রূপ আছে, তাহাও  
উপাসকদিগের মধ্যমাধমভেদে ধ্যানাদিতে প্রতিভাত হয় ॥ ৪০—৪১ ॥ নারদ । আমার এই  
শরীর স্বত্রাভা হিরণ্যগর্ভ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে, ইহাকে ও পরমাত্মার সুলশরীর কহে,  
অতএব এই ত্রয়সম্বিত পরমাত্মারও উপাসনা করা কর্তব্য । নারদ । আমি এক্ষণে তোমার  
বিকট পরমাত্মা ব্রহ্মের বিরাটরূপ সুল শরীরের বিবরণ কীর্তন করিতেছি । সুবিধার্থে ইহা অবহিত  
চিত্তে শ্রবণ কর, শ্রদ্ধা ও তত্ত্ব সহকারে উহা শ্রবণ করিলে মহাব্যাপ্ত বুদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ  
হইবে ॥ ৪১ ॥ শৃণু । আমি শুনিতে চাই যে স্বক্ষ্মভূত রূপ পঞ্চভূতাত্মক হিরণ্যগর্ভ শরীরের

স্বক্ষ্মভূতরূপ পাদানং প্রকীর্তিতম্ । সাধকসাধনবিধিাদিধিকারং পরমাত্মনঃ ।

প্রথমঃ রসতন্মাত্রানুশাসনঃ

কল্পয়েৎ তথা তৎকল্পিতম্ভবতি চোদকম্ ॥ ৪৪ ॥

শিক্তানাং চৈব কৃত্তানামংশাদ্ কৃদ্বা পৃথক্-পৃথক্।

উদকে নিশ্চয়েচ্চাংশান্ কৃতে রসময়ে ততঃ ॥ ৪৫ ॥

প্রথমঃ রসতন্মাত্রানুশাসনঃ। রসতন্মাত্রাঃ মনস্ব্যাপাদয় নিশ্চিত্য বেদা কল্পয়েদিতি শৈবঃ।  
অনন্তরং যথা তৎ কৃত্তমুদকং ভবতি তথা কল্পয়েৎ ॥ ৪৪ ॥

সেই সকলের পক্ষীকরণক্রিয়া দ্বারা হুল পঞ্চভূতের উৎপাদন করিয়াছেন। সেই পক্ষীকরণ  
আমি বিশেষরূপে বলিতেছি অবশ্য কর ॥৪২—৪৩॥ মনে কর উদক নামক ভূতসৃষ্টি করিবার  
নিমিত্ত প্রথমে রসতন্মাত্রাকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইল, এইরূপে অবশিষ্ট স্বল্পভূতরূপ  
তন্মাত্র চতুষ্টয়ও পৃথক্ পৃথক্ দুইভাগে বিভাজিত হইল। এক্ষণে পঞ্চভূতের প্রত্যেকের  
অর্দ্ধভাগ রাখিয়া দিয়া, অবশিষ্ট প্রত্যেক অর্দ্ধভাগকে পুনর্বার চারিভাগে বিভক্তকর,  
সেই চারি ভাগের এক এক ভাগ, নিজের অর্দ্ধাংশে যোগ না করিয়া স্বতন্ত্র অর্দ্ধ চতুষ্টয়ের  
প্রত্যেকেই যোগ কর। এইরূপ করিলে জল ও ক্রিতি আদি হুল পঞ্চভূতের উৎপত্তি  
হইবে ॥ ৪৪—৪৫ ॥ এইরূপে জম্বাদির সৃষ্টি হইলে পর তীহাতে অধিষ্ঠাত্ররূপে চৈতন্ত

\* স্পষ্টরূপে বুঝাইবার নিমিত্ত আমরা পক্ষীকরণ প্রক্রিয়ার একটা চিত্র প্রদান করিতেছি।

|             | আকাশ | বায়ু | তেজ | জল  | ক্রিতি |
|-------------|------|-------|-----|-----|--------|
| আকাশ        | ॥    | ১/০   | ১/০ | ১/০ | ১/০    |
| বায়ু       | ১/০  | ॥     | ১/০ | ১/০ | ১/০    |
| তেজ         | ১/০  | ১/০   | ॥   | ১/০ | ১/০    |
| জল          | ১/০  | ১/০   | ১/০ | ॥   | ১/০    |
| ক্রিতি      | ১/০  | ১/০   | ১/০ | ১/০ | ॥      |
| হুল পঞ্চভূত | ১/০  | ১/০   | ১/০ | ১/০ | ১/০    |



তদা ভূতবিভাগে চ চৈতন্তে চ এবেশিতঃ ।

চৈতন্তস্ত এবেশান্ত তদাহমিতি সংশয়ঃ ॥ ৪৬ ॥

প্রতীয়মানেন তেনৈব বিশেষণাভিমানতঃ ।

আদিমারম্ভণো দেবো ভগবান্নিতি ক্ষেত্র্যতে ॥ ৪৭ ॥

ঘনীভূতেহথ ভূতানাং বিভাগে স্পষ্টতাং গতে ।

বুদ্ধিং প্রাপ্য গুণৈশ্চৈতন্ত্যৈকৈকগুণবুদ্ধিতঃ ॥ ৪৮ ॥

আকাশস্ত গুণশ্চৈকঃ শব্দ এব ন চাপরঃ ।

শব্দশ্চৈতন্ত্যো চ বায়োশ্চ ঘো গুণৌ পরিকল্পিতৌ ॥ ৪৯ ॥

অগ্নেঃ শব্দশ্চ স্পর্শশ্চ রূপমেতে ত্রয়ো গুণাঃ ।

শব্দস্পর্শরূপরসাস্চ হারো বৈ জলস্ত চ ॥ ৫০ ॥

করা কমনরা শুধা ভবতি 'তৎ স্বয়মেবাহ শিষ্টানামিতি । যথা রসতন্মাত্রা বিধা কৃত্য তথাবিশিষ্টা ভূততন্মাত্রা অপি বিধা কর্তব্যাঃ । তত্র সর্ব্বৈবভূতগত্বেব স্থাপনীয়োহবিশিষ্টাভূতগত্যাংশান পৃথক পৃথক চতুর্ধা কৃত্বা স্ববর্দ্ধিভাগরহিতেহর্দ্ধভাগে তানংশান যোগয়েৎ । তথা চ রসতন্মাত্রাভূতগত্বে উক্তকৈ রসতন্মাত্রাতিরিক্তভূততন্মাত্রাভূতগতভূতগতান্ মিশ্রয়ে-  
শ্বেলয়েদেবং কৃতে রসময়ে স্থলজলং জাতমিত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

ততোহনন্তরমেব তদা ভূতবিভাগে ইতরেবাং চতুর্গাং ভূতানাং পক্ষীকরণেন বিভাগে জাতে তন্মিন্ পক্ষীকৃতপক্ষভূতাস্থক্বেষিষ্টানতরা চৈতন্তস্ত এবেশে জ্ঞাতেহপি প্রতিনিব-  
তরা এবেশে উক্তন্তে চৈতন্তস্ত চ এবেশিত ইতি । তন্ত প্রতিনিবরূপকৈতন্তস্ত এবেশাং পক্ষভূতাস্থক্বেষে অহমিতি সংশয়তদ্ব্যাকরণঃ সংশয়ো ননোবুদ্ধিরূপে উপপাদ্যতে 'তন্ত মেহেহমিতি তাদান্যমুপপাদ্য ইতি কথিতম্ ॥ ৪৬ ॥

তৎ স্থলদেহাভিমানঃ বিশিষ্টং চৈতন্তং চৈতন্তস্য ইত্যাদিভিঃ নারায়ণ ইত্যাদিভিঃ সংজ্ঞাতিকৃত্যতে ॥ ৪৭ ॥

পক্ষীকৃতপক্ষভূতানাং গুণবুদ্ধ্যা বরূপমাহ ঘনীভূত ইতি । ঘনীভূতে পক্ষীকরণেন  
ঘনীভূতে সতি বিভাগে আকাশাদিরূপেণ বিভাগে স্পষ্টতাং গতে সতি পক্ষীকৃতভূততন্মাত্র-  
গুণৈঃ কারণভূতৈব বুদ্ধিং প্রাপ্য কারণগুণাঃ কাব্যগুণান্নবুভু ইতি ইত্যাদি বুদ্ধি-  
প্রাপ্তিকৈকগুণবুদ্ধিতা যুক্ত্যৈকৈকভূতানি ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

করা করা কপবুদ্ধা কিং কিভূতং যুক্তমতি তদ্বাদী মিশ্রমিতি সাক্ষ্যমুক্তিঃ ৪৯-৫০ ॥

এনিতি কৃত্য তৎস্বয়মেবাহ শিষ্টানামিতি এই পক্ষভূতাস্থক্বেষে এইরূপে তদান্য  
কৃত্যনং সংশয়কৃত্য ননোবুদ্ধির উদয় হয় ৪৬ ॥ এইরূপে প্রতীকরণে এইরূপেই কমনরমিতি  
নারায়ণ চৈতন্ত ভূতানাং আদিদেব নারায়ণ ভূতানাং বৈশ্যনর ভূতানাং অহমিতি ইতি  
নারায়ণ ভূতানাং আকাশাদি ভূতগুণ পক্ষীকরণে কৃত্য যুক্তিভূতং পক্ষীকৃত ভূতানাং  
পক্ষীকরণে কৃত্য এইরূপে কৃত্য ভূতগুণ পক্ষীকরণে কৃত্য ভূতগুণ পক্ষীকরণে কৃত্য ৪৮ ॥  
নারায়ণ ভূতানাং এইরূপে কৃত্য ভূতগুণ পক্ষীকরণে কৃত্য ভূতগুণ পক্ষীকরণে কৃত্য ৪৯ ॥

শব্দস্পর্শরূপরসাদিগন্ধস্পৃশ্বিবিধাঃ ।

এবং মিলিতযোঃগন্ধব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তিরূপাৎ ॥ ৫১ ॥

সর্বজীবা মিলিতৈষ ব্রহ্মাণ্ডাংশসমুদ্ভবাঃ ।

চতুরশীতিলক্লান্ত প্রোক্তা বৈ জীবজাতয়ঃ ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

অষ্টাদেবতাসংহিতাং সপ্তমোহ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

এবমিতি । এবং পকীকৃতভূতাত্মকমেব ব্রহ্মাণ্ডসুৎপন্নাত ইত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

সর্বের জীবা । এতে সর্বের জীবা মিলিতৈষ সর্বজীবাবিদ্যাভির্ভেদে ব্রহ্মাণ্ডতোৎপত্তি-  
রিতার্থঃ । জীবাবিদ্যাভির্ভেদে ব্রহ্মাণ্ডঃ কল্পিতঃ স্বকর্মফলভোগার্থমিতি ভাবঃ । নদীশরত  
তৎকলনে কিকিছু স্রবসমিতি । কিম্বহনেষরোহপি জীবাবিদ্যাভির্ভেদে কল্পিত ইতি রহস্যম্ ।  
কতি জীবাঃ সন্তি তত্রাহ চতুরশীতীতি । ভদ্রেতৎ স্থলভমং রূপমণুপাতম্ । তথা চ এতা-  
বতা সর্বগ্রহেন সর্গা মহাসৃষ্টিরীশ্বরকর্তৃকা জীবসৃষ্টিশ্চোপপাদিতা তন্নাং সৃষ্টৌ বিগ্ৰহমান-  
জীবানামুদ্ভবিকারিণাং জ্ঞানঘনস্বরীণাং প্রণবমার্যবীজবাচ্যা ব্রহ্মজ্ঞেয়মুক্তম্ । মধ্যমাদি-  
কারিণাং স্থলস্বাক্ষরগণেহাবজ্জিমং ব্রহ্মবৈখানরহত্রহিরণ্যগর্ভাধ্যাকৃতসংজ্ঞকং বাষ্টৌ বিশ্ব-  
তৈজসপ্রাজ্ঞসংজ্ঞকং প্রণবমার্যবীজাবয়ববর্ণত্রয়বাচ্যমুপাত্তমুক্তং ভবতি । চতুশ্চাদেব চ  
ব্রহ্মাণ্ড ক্যাবিশু প্রতিপাদিতং তত্রাটুকা বর্ণাশ্চ প্রতিপাদিতা ইতি বোধ্যম্ ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তমোহ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, জলের শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং পৃথিবীর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ  
পাঁচটি-গুলই নিম্নলিখিত আছে । এইরূপে পকীকৃত ভূত সমূহের মিলন প্রক্রিয়া দ্বারা এই  
অখিল ব্রহ্মাণ্ডরূপ ব্রহ্মের বিরাটসৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে ॥৪১—৫১॥ অতএব এইরূপে জীবসমষ্টি  
এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অংশহইতে উৎপন্ন হইয়াছে ; পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে, এই  
জীবজাতি চতুরশীতিলক প্রকার ॥ ৫২ ॥

মহর্ষি দেবপ্রাসাদপ্রণীত অষ্টাদশসাহস্রশ্লোকাকল্পক মহাপুরাণে শ্রীমদ্-

ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে সৃষ্টিতত্ত্ব-স্বরূপ এ অধিষ্ঠাতৃ দেবতার

বিস্তৃত বর্ণনাবর্ণন নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে সর্বমেব হি । বিরাড়িচ্ছাতে ব্রহ্মদ্বন্দ্বী কলি পার্শ্বমিতি  
ইত্যধিকঃ পাঠোহসিদ্ধম্ ॥

## অষ্টমোহ্মধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

সর্গোহ্ময়ঃ কথিতস্তাত । যৎ পুঙ্খোহহং স্ময়াধুনা ।  
 গুণানাং রূপসংস্থং বৈ শৃণু চৈকাগ্রমানসঃ ॥ ১ ॥  
 সৰ্বং প্রীত্যাত্মকং জ্ঞেয়ং স্থখং প্রীতিসমুদ্ভবঃ ।  
 আৰ্জ্জবক তথা সত্যং শৌচং ব্রহ্ম ক্রমা ধৃতিঃ ॥ ২ ॥  
 অমুকম্পা তথা লজ্জা শাস্তিঃ সন্তোষ এব চ ।  
 এতৈঃ সত্ত্বপ্রতীতিশ্চ জায়তে নিশ্চলা সদা ॥ ৩ ॥  
 শ্বেতবর্ণং তথা সত্ত্বং ধর্ম্মে প্রীতিকরং সদা ।  
 সচ্ছন্দোৎপাদকং নিত্যমসচ্ছন্দানিধারকম্ ॥ ৪ ॥  
 সান্বিকী রাজসী চৈব তামসী চ তথা পরা ।  
 ব্রহ্ম তু ত্রিবিধা প্রোক্তা মুনিভিত্তবদর্শিভিঃ ॥ ৫ ॥

একাধিকৈশ্চ পঞ্চাশৎপদৈরথ চতুর্নুং ।

গুণানাং রূপসংস্থং বৈ কথয়ামাস বিত্তরাম ।

সর্গোহ্মমিতি । দৃশ্যমাত্রত সর্গ ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

গুণানাং মুমুক্তিহেয়োপাদেয়ব্রহ্মানাথং ব্রহ্মণং কার্য্যাকাহ প্রীত্যাশ্রয়মিতি । সৰ্ব্বাঙ্গি  
 সর্জজ স্থখং ভবতি । সুখে ভাতে সর্বপদার্থতঃ সর্বদ্বয়ত্ব প্রীতিকরং পর্যাতে । জ্ঞানক্ষেতোঃ  
 সত্ত্বং প্রীত্যাশ্রয়মিতি ॥ ২ ॥

এতৈশ্চক্ষুণৈঃ সৰ্বকার্য্যভূতৈঃ কারণত্ব প্রতীতিশ্চিন্নয়া জায়তে ময়ি সত্ত্বঃ নিশ্চল-  
 মূৎপন্নমিতি ॥ ৩ ॥

সত্ত্বতঃ সর্বকার্য্যভূতানাং শ্বেতবর্ণমিতি ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকঃ, বৎস নারদ ! তুমি আমাকে যে দৃশ্য-স্বপ্নের বিষয় বিজ্ঞানী করিয়াছিলে,  
 তাহা বর্ণন করিয়াছি; এক্ষণে সৰ্ব, রসঃ, ত্বং তমোভূতের কিঞ্চিদংশ এবং তাহাঙ্গিণের  
 সংস্থান কিঞ্চন তাহা কীৰ্ত্তন করিতেছি একাগ্রমনে শ্রবণ কর ॥ ১ ॥ বৎস ! সৰ্বশব্দকেই  
 প্রীতিজনক জানিবে; কারণ, সৰ্বশব্দ হইতে সুখের উৎপত্তি হয়, সুখ উৎপন্ন করিলে  
 সৰ্বজন পদার্থই স্বকীয় এবং ভজ্যত্ব সর্বজনই প্রীতির উৎসাহিত হয়; সুখের প্রীতি,  
 সত্য, শৌচ, ব্রহ্ম, ক্রমা, ধৃতি, অমুকম্পা, লজ্জা, শাস্তি ও সন্তোষ এই সকল সত্ত্ব-  
 ব্রহ্মের একলক্ষণ দ্বারা সৰ্বজন উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ নিশ্চিন্তা একান্তির কারণ  
 সত্ত্বকেই সত্ত্বং সত্ত্বশব্দে বর্ণন, ইহা দ্বারা রসঃ প্রীতি জনক, সৰ্ব প্রীতিজনক হইয়াছে  
 সত্ত্বং সত্ত্বশব্দে বর্ণন হইয়া থাকে ॥ ২ ॥ তামসী ধর্ম্মগুণ, অসান্বিকী, রাজসী

রজঃ বর্ণঃ রজঃ প্রোক্তঃ প্রীতিকরমুত্তমঃ ।

অপ্রীতিকরমধোনিদ্বাভ্যন্তর্যং হুমিশিতা ॥ ৩ ॥

এবেবোহি তথা জ্যোহো মৎসরঃ শুভ এব চ ।

উৎকর্থা চ তৎসমিহা প্রোক্তা তত্র চ রাজসী ॥ ৭ ॥

মানো মদন্তথা সীর্ষা রজসা কিল জায়তে ।

প্রত্যেতব্যং রজস্তেতৈল্ল কণৈশ্চ বিচকণৈঃ ॥ ৮ ॥

কৃষ্ণবর্ণং তমঃ প্রোক্তং মোহদঞ্চ বিষাদঞ্চ ৷

আলীকঞ্চ তথা জ্ঞানং মিত্রা দৈহ্যং তয়ন্তথা ॥ ৯ ॥

বিবাদশ্চৈব কাপণ্যং কোটিল্যং রোধি এব চ ।

বৈষম্যকাতিনীতিক্যং পরদোষানুদর্শনম্ ॥ ১০ ॥

প্রত্যেতব্যং তমস্তেতৈল্ল কণৈঃ সর্বথা বুধৈঃ ।

তামস্থা প্রজ্ঞয়া যুক্তং পরতাপোপপাদকম্ ॥ ১১ ॥

সত্বং প্রকাশয়িতব্যং নিয়ন্তব্যং রজঃ সদা ।

সংহর্তব্যং তমঃ কামং জনেন শুভমিচ্ছতা ॥ ১২ ॥

নহ শব্দা কিমনেকবিধান্তি যস্মাদ্ভোচ্যতেহসচ্ছ কানিবারকমিতি চৈদন্ত্যেবেত্যাহ  
সাম্বিকীতি । সাধিক্যতিরিক্তা সতী শব্দেত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

অপ্রীতিকরমিতি । রজো হি হুংপ্রাং সর্বত্র হুংথে জাতে সর্বপদার্থেবপ্রীতিজায়ত-  
ইতাপ্রীতিকরমুচ্যতে । তদেবাহ অপ্রীতিরীতি ॥ ৬—৭ ॥

রজসেতি । রজঃকার্য্যাণ্যতানীত্যর্থঃ প্রত্যেতব্যমিতি । এতৈল্ল কণৈঃ রজঃকার্য্য-  
ভূতৈর্গণি কার্য্যভূতো রজোগুণোহতীতি জ্ঞেয়মিত্যর্থঃ ॥ ৮—১০ ॥

পরতাপোপপাদকমিতি পূর্বাধিগত তমোগুণলক্ষণম্ ॥ ১১ ॥

তামনীতি প্রোক্তা প্রকার কহিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥ রজোগুণ রজঃবর্ণ, অমৃত ও অপ্রীতিকর ;

কারণ, ইহা হইতেই হুংথের উৎপত্তি হয়, হুংথ হইতেই সকল বস্তুতে অপ্রীতির উৎপত্তি

হয় ইহা নিশ্চিতই কহিয়াছে ॥ ৬ ॥ যখন বেব, জ্যোহ, মৎসর, শুভ, উৎকর্থা, আলীক, অজ্ঞান,

অস্মান, সীর্ষ ও সর্ব এই সকলের উৎপত্তি হয়, তখন বিচকণ ব্যক্তি এই সকল লক্ষণ

দ্বারা জ্ঞাতকরকণপথে উৎপত্তি হইয়াছে এইরূপ প্রত্যয় করিবেন ॥ ৭—৮ ॥ তমোগুণ

লক্ষণ, পরতাপ ও প্রীতিকর । তমোগুণ হইতে জালত, অজ্ঞান, মিহা, দৈহ্য

ভয়, বিষয়, কপল, কলিক, মোহ, দুঃখ, বৈষম্য, অতিশয় নাতিকতা, পরদোষন এই

সকলের প্রীতির বিনা সর্বত্র এই সকল লক্ষণ দ্বারা প্রত্যয় করিবেন ৯ ॥ সর্বত্র

তমোগুণের উৎপত্তি হইয়াছে এই তমোগুণ যখন অমৃতীয় হইয়াছে তখন সর্বত্র

হুংথোপপাদক হইয়া থাকে ১০ ॥ উৎকর্থা আলী ব্যক্তিগণ সর্বত্রই প্রোক্ত করিবেন,

অন্তোক্তাভিভবাক্ষেপে বিকল্যতি পরম্পরম্ ।

তথান্মোক্তাশ্রয়াঃ সৰ্কে ন তিষ্ঠন্তি নিরাশ্রয়াঃ ॥ ১৩ ॥

সত্ত্বং ন কেবলং কাপি ন রজো ন তদন্তথা ।

মিলিতাশ্চ সনা সৰ্কে তেনাত্তোক্তাশ্রয়াঃ শূভাঃ ॥ ১৪ ॥

অন্তোক্তমিধুনাস্টেব বিস্তারং কথন্যাস্যহম্ ।

শূণু নারদ ! যজ্ঞজ্ঞানী মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ ॥ ১৫ ॥

সন্দেহোহত্র ন কৰ্তব্যো জ্ঞাত্বেতুক্তং ময়া বচঃ ।

জ্ঞাতং তদনুভূতং যৎ পরিজ্ঞাতং ফলে যতি ॥ ১৬ ॥

শ্রবণাদর্শনাক্ষেপে সপাদ্যেব মহামতে ।

সংস্কারানুভবাক্ষেপে পরিজ্ঞাতং ন জায়তে ॥ ১৭ ॥

কিমর্থমেতানি লক্ষণান্যুক্তানি তত্রাহ সত্ত্বং প্রকাশয়িতব্যমিতি । সত্ত্বমুদ্বিধা ভবতি তথা কৰ্তব্যমিত্যর্থঃ । ন হি তৎ সত্ত্বলক্ষণজানমন্তরা সত্ত্ববতি । হেনোপাদেয়য়োঃ স্বরূপ-জানতাপেক্ষিত্বমিতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

অন্তোক্তেতি । এতেহন্তোক্তাভিভবাৎ পরম্পরাভিভবাবিকল্যভীতি স্বভাব ইয়াম্ । ততশ্চ সত্ত্বৈবোপগেতরয়োঃ ভিত্তবঃ কৰ্তব্য ইতি ভাবঃ ॥ ১৩—১৫ ॥

মুনেতুক্তং বচো জ্ঞাত্বেত্যবয়বঃ । জ্ঞাতং তদনুভূতমিতি । হে মহামতে ! শ্রবণাদর্শন-  
ক্লেব সপদি তৎকালমেব ফলে সতি যৎ পরিজ্ঞানং ফলজনকং ন পরিজ্ঞাতং তদেব জ্ঞাতং  
কৃতসমুভূতক ভবতি । যজ্ঞ সংস্কারানুভবাৎ সংস্কারজ্ঞানমরাজ্ঞাতং তত্র তৎকালে-  
তৎপর্য্যন্তানুভবভাবে ফলভাবাব্য তজ্ঞাতং জায়তে । ন হি গঙ্গাতীরে অগ্নৌ দৃষ্টা  
ইতি স্বপ্নেন কিঞ্চিৎ ফলমসি তদ্বত্তরং তদনুভবত্বেব সকলম্ । তথা চ যজ্ঞ কৰ্মণি  
ফলং ন দৃষ্টতে তৎ কৃতমুভূতমেব । তাদৃশঞ্চ রাজসত্ত্বামসংবা কৰ্ম ভবতীতি ভাবঃ ॥ ১৬—১৭ ॥

রজোগুণকে নিরমিত করিয়া রাখিবেন এবং তমোগুণকে নিঃশেষরূপে সংহার করি-  
বেন ॥ ১৩ ॥ এই তিন গুণ পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত করে, নিরাশ্রয় হইয়া অবস্থান  
করিতে পারে না ॥ ইহাদের স্বভাব এই যে, ইহারা পরস্পরকে জয় করিবার জন্য বিরোধ  
করিয়া থাকে ॥ অতএব বুৎপন্ন সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি করিয়া অপর গুণদ্বয়কে পরাজয় করি-  
বেন ॥ ১৪ ॥ কেবলমাত্র সত্ত্ব, রজ অথবা তমোগুণ কোথাও থাকিতে পারে না, অতএব  
তাহারা সকলে মিলিত হইয়া সর্বত্রই পরস্পরের আশ্রয়ে অবস্থিত করিয়া থাকে ॥ ১৫ ॥  
নারদ ! এক্ষণে কোন গুণ কোন গুণের সহিত মিলিত হইয়া বিধুম ভাব প্রাপ্ত হন তিনিই  
বিরোধ শূন্যক কীৰ্তন করিতেছি শ্রবণ কর, ভক্তিমূলক হইয়া ইহা জ্ঞাপন করিলে  
শ্রীমদ্রূপ সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হয় ॥ ১৬ ॥ আমি এই সকল বিবরণ বিশেষরূপে অবগত  
হইয়াই বলিতেছি, ইহাতে কৰ্মাচ-সন্দেহ করিও না, এই বিবরণ অসম্ভব হইলে এবং ইহার  
কল প্রকাশ হইলেই ইহুর বাধাধা বিশেষরূপে আশ্রিত পুরা যি ॥ ১৭ ॥ এই ব্রহ্মসংকে ।

শ্রদ্ধা: স্মারক: স্মৃতি: স্মরণ: স্মরণ: স্মরণ: ৫ নং নম্বর: ১

[illegible]

ନାତବତ୍ତ୍ୱ ବାଦଃ କର୍ତ୍ତାଃ କ୍ଷତଃ ଦୟନୀୟଃ ହାଜିରମ୍ । ୧୨୫

विद्यया विमुक्तः कालः सत्योऽप्यनन्तरः ॥ १० ॥

রাগদেবার শিখর : কাঞ্চনমাধুত।

পুৰণেৰ গৃহঃ প্ৰাচীনা যথাপূৰ্বঃ তথাহিতঃ ॥ ২০ ॥

শ্রুতং বাসুদেবং তৈঃ ভেদন তীর্থং যুগীযস্ব ॥ ১০ ॥

• ନିଆଁଶୁକ ଯଜ୍ଞଃ ସନ୍ଧ୍ୟାନିଶ୍ରାନ୍ତ ବିଦିଧିଃ କରନ୍ତି ! ॥ ୨୧ ॥

निष्पापकृतं कदाचिद्विद्धि तीर्थं शुभं नृनिगुणम् ।

কৃষেঃ ফলং যথা লোকে নিম্পন্নান্তু ভক্ষণম্ ॥ ২২ ॥

‘পাপদেহে বিকারা’ য়ে কামক্রোধাদয়ঃ পৰে।

ନୋଭୋ ମୋହନ୍ତ୍ୟା ହସ୍ୟା ସ୍ତେଷୋ ରାଗନ୍ତ୍ୟା ସ୍ତଦଃ ॥ ୨୭ ॥

তদেবাহ ঐতমিতি । রাজসীতি । কলং ভবতু বা মা বা লোকা গচ্ছন্তি ঋশি গন্তব্যং  
মিত্যেবংরূপেত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

রাজসং ফলং ভবতু বা মা বেত্যান্তরূপম্ ॥ ১৯—২০ ॥

তত্র কথ্যতাবাস্তবার্থঃ তেন ন শতং নাপ্যমুভূতমিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

किं तत्र तीर्थं कनः तत्राह निम्नागधमिति ॥ २२ ॥

১৭, দর্শন ও সংস্কারভূতক অমৃতত্ব দ্বারা তৎক্ষণাৎ অবগতি করিতে কেহই সমর্থ  
 ন না ॥ ১৭ ॥ কোন ব্যক্তি পবিত্র তীর্থের কথা শ্রবণ করিল, পরে কল প্রাপ্তির মিশ্রতা  
 । জানিয়াই সেই তীর্থে গমন করিবার নির্মিত্ত আহাৰ রান্নানী প্রভৃতির উদয় হইল ।  
 দহুসরে সে ব্যক্তি তীর্থে গমন করিয়া পূর্বে বেদ্রূপ শ্রবণ করিয়াছিল সেইরূপই দর্শন  
 রিল । অনন্তর তত্ত্বাধীন করিয়া সমুদয় তীর্থকার্য সমাধান পূর্বক রাজসিক দান  
 রিল । অর্থাৎ কল হউক বা না হউক সে বিষয়ে কোন লক্ষ্য না করিয়াই দান ক্রিয়াটির  
 হটাৎ করিল এবং রজোভাষ্যে পরিপূর্ণ হইয়া কিয়ৎকাল সেই তীর্থে অবস্থিতি করিল ।  
 ১৮ ন্যায়, এই ব্যক্তি বহুকাল তীর্থবাস করিলেও রাসবেদ্যানি হইতে নিবৃত্ত হইয়া না;  
 র্বে বেদান্তিকাম্যোপদিগ বসীকৃত ছিল সেইরূপ থাকিয়াই পুনর্বার নিম্নগৃহে আসিয়া  
 র্ক পবিত্রিত করিতে লাগিল । সুমিষা । সে ব্যক্তি তীর্থের নাম জপ করিয়াছিল কত,  
 ত তীর্থের বি শার্ক্যকান্দ অমৃতত্ব করিতে পারে নাই । অথবা, কখন সে তীর্থ তীর্থবাস  
 ১৯ পাত হইল না, তখন তাহাকে স্নান কর্তব্য বলিয়াও জানিতো পারি । ১৮-১৯-২০-২১-২২-২৩-২৪-২৫-২৬-২৭-২৮-২৯-৩০-৩১-৩২-৩৩-৩৪-৩৫-৩৬-৩৭-৩৮-৩৯-৪০-৪১-৪২-৪৩-৪৪-৪৫-৪৬-৪৭-৪৮-৪৯-৫০-৫১-৫২-৫৩-৫৪-৫৫-৫৬-৫৭-৫৮-৫৯-৬০-৬১-৬২-৬৩-৬৪-৬৫-৬৬-৬৭-৬৮-৬৯-৭০-৭১-৭২-৭৩-৭৪-৭৫-৭৬-৭৭-৭৮-৭৯-৮০-৮১-৮২-৮৩-৮৪-৮৫-৮৬-৮৭-৮৮-৮৯-৯০-৯১-৯২-৯৩-৯৪-৯৫-৯৬-৯৭-৯৮-৯৯-১০০-১০১-১০২-১০৩-১০৪-১০৫-১০৬-১০৭-১০৮-১০৯-১১০-১১১-১১২-১১৩-১১৪-১১৫-১১৬-১১৭-১১৮-১১৯-১২০-১২১-১২২-১২৩-১২৪-১২৫-১২৬-১২৭-১২৮-১২৯-১৩০-১৩১-১৩২-১৩৩-১৩৪-১৩৫-১৩৬-১৩৭-১৩৮-১৩৯-১৪০-১৪১-১৪২-১৪৩-১৪৪-১৪৫-১৪৬-১৪৭-১৪৮-১৪৯-১৫০-১৫১-১৫২-১৫৩-১৫৪-১৫৫-১৫৬-১৫৭-১৫৮-১৫৯-১৬০-১৬১-১৬২-১৬৩-১৬৪-১৬৫-১৬৬-১৬৭-১৬৮-১৬৯-১৭০-১৭১-১৭২-১৭৩-১৭৪-১৭৫-১৭৬-১৭৭-১৭৮-১৭৯-১৮০-১৮১-১৮২-১৮৩-১৮৪-১৮৫-১৮৬-১৮৭-১৮৮-১৮৯-১৯০-১৯১-১৯২-১৯৩-১৯৪-১৯৫-১৯৬-১৯৭-১৯৮-১৯৯-২০০-২০১-২০২-২০৩-২০৪-২০৫-২০৬-২০৭-২০৮-২০৯-২১০-২১১-২১২-২১৩-২১৪-২১৫-২১৬-২১৭-২১৮-২১৯-২২০-২২১-২২২-২২৩-২২৪-২২৫-২২৬-২২৭-২২৮-২২৯-২৩০-২৩১-২৩২-২৩৩-২৩৪-২৩৫-২৩৬-২৩৭-২৩৮-২৩৯-২৪০-২৪১-২৪২-২৪৩-২৪৪-২৪৫-২৪৬-২৪৭-২৪৮-২৪৯-২৫০-২৫১-২৫২-২৫৩-২৫৪-২৫৫-২৫৬-২৫৭-২৫৮-২৫৯-২৬০-২৬১-২৬২-২৬৩-২৬৪-২৬৫-২৬৬-২৬৭-২৬৮-২৬৯-২৭০-২৭১-২৭২-২৭৩-২৭৪-২৭৫-২৭৬-২৭৭-২৭৮-২৭৯-২৮০-২৮১-২৮২-২৮৩-২৮৪-২৮৫-২৮৬-২৮৭-২৮৮-২৮৯-২৯০-২৯১-২৯২-২৯৩-২৯৪-২৯৫-২৯৬-২৯৭-২৯৮-২৯৯-৩০০-৩০১-৩০২-৩০৩-৩০৪-৩০৫-৩০৬-৩০৭-৩০৮-৩০৯-৩১০-৩১১-৩১২-৩১৩-৩১৪-৩১৫-৩১৬-৩১৭-৩১৮-৩১৯-৩২০-৩২১-৩২২-৩২৩-৩২৪-৩২৫-৩২৬-৩২৭-৩২৮-৩২৯-৩৩০-৩৩১-৩৩২-৩৩৩-৩৩৪-৩৩৫-৩৩৬-৩৩৭-৩৩৮-৩৩৯-৩৪০-৩৪১-৩৪২-৩৪৩-৩৪৪-৩৪৫-৩৪৬-৩৪৭-৩৪৮-৩৪৯-৩৫০-৩৫১-৩৫২-৩৫৩-৩৫৪-৩৫৫-৩৫৬-৩৫৭-৩৫৮-৩৫৯-৩৬০-৩৬১-৩৬২-৩৬৩-৩৬৪-৩৬৫-৩৬৬-৩৬৭-৩৬৮-৩৬৯-৩৭০-৩৭১-৩৭২-৩৭৩-৩৭৪-৩৭৫-৩৭৬-৩৭৭-৩৭৮-৩৭৯-৩৮০-৩৮১-৩৮২-৩৮৩-৩৮৪-৩৮৫-৩৮৬-৩৮৭-৩৮৮-৩৮৯-৩৯০-৩৯১-৩৯২-৩৯৩-৩৯৪-৩৯৫-৩৯৬-৩৯৭-৩৯৮-৩৯৯-৪০০-৪০১-৪০২-৪০৩-৪০৪-৪০৫-৪০৬-৪০৭-৪০৮-৪০৯-৪১০-৪১১-৪১২-৪১৩-৪১৪-৪১৫-৪১৬-৪১৭-৪১৮-৪১৯-৪২০-৪২১-৪২২-৪২৩-৪২৪-৪২৫-৪২৬-৪২৭-৪২৮-৪২৯-৪৩০-৪৩১-৪৩২-৪৩৩-৪৩৪-৪৩৫-৪৩৬-৪৩৭-৪৩৮-৪৩৯-৪৪০-৪৪১-৪৪২-৪৪৩-৪৪৪-৪৪৫-৪৪৬-৪৪৭-৪৪৮-৪৪৯-৪৫০-৪৫১-৪৫২-৪৫৩-৪৫৪-৪৫৫-৪৫৬-৪৫৭-৪৫৮-৪৫৯-৪৬০-৪৬১-৪৬২-৪৬৩-৪৬৪-৪৬৫-৪৬৬-৪৬৭-৪৬৮-৪৬৯-৪৭০-৪৭১-৪৭২-৪৭৩-৪৭৪-৪৭৫-৪৭৬-৪৭৭-৪৭৮-৪৭৯-৪৮০-৪৮১-৪৮২-৪৮৩-৪৮৪-৪৮৫-৪৮৬-৪৮৭-৪৮৮-৪৮৯-৪৯০-৪৯১-৪৯২-৪৯৩-৪৯৪-৪৯৫-৪৯৬-৪৯৭-৪৯৮-৪৯৯-৫০০-৫০১-৫০২-৫০৩-৫০৪-৫০৫-৫০৬-৫০৭-৫০৮-৫০৯-৫১০-৫১১-৫১২-৫১৩-৫১৪-৫১৫-৫১৬-৫১৭-৫১৮-৫১৯-৫২০-৫২১-৫২২-৫২৩-৫২৪-৫২৫-৫২৬-৫২৭-৫২৮-৫২৯-৫৩০-৫৩১-৫৩২-৫৩৩-৫৩৪-৫৩৫-৫৩৬-৫৩৭-৫৩৮-৫৩৯-৫৪০-৫৪১-৫৪২-৫৪৩-৫৪৪-৫৪৫-৫৪৬-৫৪৭-৫৪৮-৫৪৯-৫৫০-৫৫১-৫৫২-৫৫৩-

অসূয়েষা কামাশক্তিঃ পাপপুণ্যকামিনী নারদঃ ৷ ১৭ ৷

ন নির্গতানি হেহাকৃত্য জ্ঞানং পাপকৃত্যে নরদঃ ৷ ১৮ ৷

কৃত্যে তীর্থে মলভাসি দেহায় নির্গতানি চেৎ ৷ ১৯ ৷

নিবৃত্তাঃ শ্রমঃ শ্রমকঃ কৰ্ত্তব্যঃ স্বকীয়ঃ ৷ ২০ ৷

শ্রমেণাপীড়িতঃ কেজ্ঞঃ কৃতাভূমিঃ হৃদযুক্তিঃ ৷ ২১ ৷

ঈশঃ বীজঃ মহাক্ষয়ঃ হিতাভূত্তিরিহ ৷ ২২ ৷

অহোরাত্রঃ পরিত্রিক্টো রক্ষণার্থং কলোহুতঃ ৷ ২৩ ৷

কালে হৃদযুক্ত হেমন্তে বনে ব্যাজ্যবৃতে কৃশঃ ৷ ২৪ ৷

ভক্তিতঃ শরভৈঃ সর্বং নিরাশচ কৃত্যঃ পুংসঃ ৷ ২৫ ৷

তদ্বতীর্থশ্রমঃ পুংসঃ ককটো ন কলপ্রদঃ ৷ ২৬ ৷

সবং লম্বকটঃ জাতঃ প্রবৃত্তঃ শাস্ত্রদর্শনাৎ ৷ ২৭ ৷

বৈরাগ্যমুত্তমকলং জাতং তামসার্থে নারদঃ ৷ ২৮ ৷

নর পাপপুণ্যকামিনী পাপঃ ন গতমিতি কথং জ্ঞায়ত ইতি চেৎ পাপকাৰ্য্যাণাং কামা-  
দীনাং দৃষ্টমানসে ভেন কাৰ্য্যেণ কারণত পাপভাহমানাদিত্যাহ পাপমহে বিকারা  
• ইতি ॥ ২০—২৫ ॥

আপীড়িতঃ আ সমভাবকম্ । মহাৰ্ষমূল্যঃ বীজমিত্যর্থঃ । হিতা ভূত্তিরিহ • ভূত্তিহিতা-  
কল্যাণকরী উদাকতা যদ্যপি তথাপি কলান্তাবে নিরাশঃ কৃত ইত্যর্থঃ ॥ ২৬—২৭ ॥

শাস্ত্রবিত্তিকৈ বোধ্যয়তি তদ্বদিতি ॥ ২৮ ॥

তৃকা, ঘেব, অহুরাগ, মদ, অহুরা, জীব্যা, অক্ষমা, অশান্তি এই সকলের দ্বারাই পাপের  
অহুমান হয় ; অতএব যে পর্য্যন্ত এই সমস্ত দেহ হইতে নির্গত না হয়, সেই পর্য্যন্ত মানব-  
গণ পাপপঙ্কে দগ্ধ থাকিবে, তীর্থদর্শন করিলে ঐ সকল যদি দেহ হইতে বহির্গত না হয়,  
তবে কৃষকের কৰ্ম্মাদির ভায় তাহার তীর্থ পর্য্যটনাদির-পরিশ্রম আজিই-নার হইয়া  
থাকে ॥ ২৩—২৫ ॥ দেহ-লোকে কল্যাণকরী ভূত্তি বণে বলিয়া, কৃষক বহু পরিশ্রমে কেবল  
পরিষ্কার ও কট্টনী ভূমি কর্ষণ করিয়া তাহাতে ভূমূল্য বীজ বপন করিল ; কিন্তু, কল  
প্রাণের-পরিপাক তাহার রক্ষার নিমিত্ত দিব্যরাজ কেশ-বীকার করিতে লাগিল এবং  
হেমন্তকালে ব্যাজ্যবৃৎপরিবৃত্ত বনমধ্যে গুহীয়া রহিল, কিন্তু পতঙ্গলল-আসিৎপ্রহারে পত  
সকল ভক্ষণ করিয়া তাহাকে কল হইতে বক্ষিত ও নিরাশ করিল, হৃদয়-ভাষার সেই  
সকল পরিশ্রম বিফল হইয়া গেল । নারদ । তীর্থভ্রম ও সেইরূপকর্ম্মের না হইয়া কট্টরদই  
হইয়া থাকে ॥ ২৬—২৭ ॥ বৈরাগ্যবিত্তিকৈ-পরিবক্ষিত হইয়া সকল পাপ-অহুরাগে  
উদাকতা, তদ্বদিত্যাহ কলে, তদ্বদ-ও রাজস বক্তব্য এতি ইত্যাদ্য-অহুরাগ থাকে,  
এই পাপপঙ্কে কল পুংসক রজঃ ও তদোক্তঃ এই উভয়কেই পতাক্ত করিয়া থাকে ।

প্রসঙ্গাভিত্তিকত্বংকৃত্যসংসারীভূতঃ ।  
 রজঃ সঙ্কটং ক্রোধঃ প্রহরঃ মোহযোগতঃ ॥ ৩০ ॥  
 ততথাভিত্তিকত্বংকৃত্যসংসারীভূতঃ ।  
 তমস্তথোৎকটং ক্রোধঃ প্রহরঃ মোহযোগতঃ ॥ ৩১ ॥  
 তৎ সত্ত্বরজসী চোভে সঙ্গর্যাভিত্তিকত্বংপি ।  
 বিস্তরং কথরাম্যদ্য যথাভিত্তিকত্বতীতি বৈ ॥ ৩২ ॥  
 যদা সত্ত্বঃ প্রহরঃ বৈ মতির্ধর্মে স্থিতা তদা ।  
 ন চিন্তয়তি বাহার্থং রজস্তরং সমুদ্ভবম্ ॥ ৩৩ ॥  
 অর্থং সত্ত্বসমুদ্ভূতং গৃহ্নাতি চ ন চাশ্রয় ।  
 অনার্যসকৃতকার্ষং ধর্মং যজ্ঞঞ্চ বাহুতি ॥ ৩৪ ॥  
 সাত্ত্বিকেধেব ভোগেষু কামং বৈ কুরুতে কুর্দা ।  
 রাজসেযু ন মোক্ষার্থী তামসেযু পুনঃ কুরুতঃ ॥ ৩৫ ॥  
 এবং জিত্বা রজঃ পূর্বং ততশ্চ তমসো জয়ঃ ।  
 সত্ত্বঞ্চ কেবলং পুত্র । তদা ভবতি নির্খলম্ ॥ ৩৬ ॥

একৈক্য কারণবশাৎকটকে জাতেহস্তরোরতিভবো ভবতীত্যাহ সঙ্কমিতি । শাস্ত্রং  
 বিবেকশাস্ত্রং বেদান্ততর্কনং সঙ্কোত্রেক কারণমুক্তম্ । তেন দর্শনেন তামসার্থেযু  
 রাজসেযু চ বৈরাগ্যং ফলম্ ॥ ২৯ ॥

তৎ সত্ত্বং প্রসঙ্গং বলাৎকান্নেণ ॥ ৩০—৩২ ॥

বিবুদ্ধসত্ত্ব লক্ষণমাহ যদা সঙ্কমিতি ॥ ৩৩ ॥

ন চাশ্রয়ং রজস্তরং সমুদ্ভূতং বাহার্থং ন গৃহ্নাতিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

মোক্ষার্থী সন রাজসেযু তামসেযু ন কামং কুরুত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

(রজস্তমোজয়ানস্তরং সত্ত্বমেব নির্খলং ভবতীত্যুক্ত আহ এবং জিবেতি ॥ ৩৬—৩৮ ॥

আবার ষোড়শশত বখন্ক রজোত্তম বর্জিত হইয়া উৎকট হইয়া উঠে তখন সত্ত্ব-ও রজো-  
 ত্তমকে অতিক্রম করে, এইরূপে মোহযোগে রজোত্তম বর্জিত হইয়া উৎকট হইলে সত্ত্ব-ও  
 রজোত্তমকে সম্যকরূপেই অতিক্রম করিয়া থাকে । নারদ ! তখনিকেরই এইরূপিত্বের  
 বিষয় আমি-মিত্যরূপে বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ২৯—৩২ ॥ - যখন সত্ত্ব-ও রজো-  
 ত্তম মতি ধর্ম-বিকারেই স্থির থাকে, তখন ও রজোত্তম হইতে উৎপন্ন কাম-ও লোভ-বিরহিত  
 চিন্তা করে না, কেবল কাম-ও লোভ-পূর্ণ পদার্থ গ্রহণ করে, অত কিছুই গ্রহণ করিয়া, যখন  
 আদ্যাত্ম-কৃত-কার্য, ধর্ম-ও-অজানিত-এবং-অসামান্য-কারণে-কামনা-করে, তখন সেই  
 ব্যক্তি মোক্ষার্থী হইয়া রাজস-ও-তামস-বিবর্তের কামনা-পরিহার-করিত্যাগ-করে ॥ ৩৩—৩৫ ॥



যদা রজঃ প্রযুক্তং বৈ ত্যক্ত্বা ধর্ম্মান্ সমাক্রমাদ্ভ্য-

অন্তথা কুরুতে ধর্ম্মান্ প্রজ্ঞাঃ প্রাপ্য তু রাজসীম্ ॥ ৩৭ ॥

রাজসাদর্শসংবৃদ্ধিস্তথা জ্ঞেয়ৈস্ত রাজসঃ ।

সত্ত্বং যিনির্গতং তেন তমসশ্চাপি নিগ্রহঃ ॥ ৩৮ ॥

যদা তমোক্ষিত্বং ত্যক্ত্বা কটং সমভূব হ ।

তদা বেদে ন বিশ্বাসৌ ধর্ম্মশাস্ত্রে তথৈব চ ॥ ৩৯ ॥

প্রজ্ঞাঞ্চ তামসীং প্রাপ্য কুরুতি চ ধনাত্মকম্ ।

দ্রোহং সর্বত্র কুরুতে ন শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৪০ ॥

জিত্বা সত্ত্বং রজশ্চৈব জ্ঞেয়ানো দুর্ম্মতিঃ শঠঃ ।

বর্ততে কামচারেণ ভাবেষু বিততেষু চ ॥ ৪১ ॥

এবং সত্ত্বং ন ভবতি রজশ্চৈকং তমস্তথা ।

সদৈবাক্রিত্য বর্তন্তে গুণা মিথুনধর্ম্মিণঃ ॥ ৪২ ॥

রজো বিনা ন সত্ত্বং স্তাদ্রজঃ সত্ত্বং বিনা কচিৎ ।

তমো বিনা ন চৈবৈতে বর্তন্তে পুরুষবর্ষ ! ॥ ৪৩ ॥

তমস্তাভ্যাং বিহীনস্ত কেবলং ন কদাচন ।

সর্ব্বৈ মিথুনধর্ম্মাণো গুণাঃ কার্য্যাস্তরেষু বৈ ॥ ৪৪ ॥

যদা তমোগুণস্ত বৃদ্ধিঃ ত্যাং তদা নরস্ত ধর্ম্মাদিশাস্ত্রে বিশ্বাসৌ ন ত্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৭-৪১ ॥  
গুণানাম্ মিথুনধর্ম্মবৎ স্থচয়তি এবমিতি ॥ ৪২-৪৪ ॥

সবৃত্তম্ নির্মলং হয় ॥ ৩৬ ॥ যখন রজোগুণ বাড়িয়া উঠে তখন মানবগণ রাজসী শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হইয়া সম্মতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের অন্তথা করিয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥ রাজস প্রযুক্তি হারা ধনবৃদ্ধির এবং তখন রাজস ভোগেই কামনা হইয়া থাকে । রজোগুণ সত্ত্বগুণকে বহির্গত করিয়া দেয় এবং তমোগুণের নিগ্রহ করিয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥ নারদ ! এইরূপে যখন তমোগুণ বাড়িয়া উঠে তখন বেদে ও ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশ্বাস হয় না । তামসী শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হইয়া শ্রী বর বিনাশ করে এবং সর্বত্রই কলহ, বিবাদ ও দ্রোহে নিরত হইয়া কদাচই শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় না । তখন তমোগুণপ্রধান সেই ব্যক্তি সত্ত্ব ও রজোগুণকে জয় করিয়া কোপমগ্নতাব দুর্ম্মতি ও শঠ হইয়া সকল বিষয়েই ববেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয় ॥ ৩৯-৪১ ॥ নারদ ! এইরূপে সত্ত্ব, রজু কিংবা তমোগুণ কেহই একাকী থাকিতে পারেনা, মিথুনধর্ম্মী গুণত্রয় সর্ব্ববাই অত্যন্তের আশ্রয়ে অবস্থিতি করিয়া থাকে ॥ ৪২ ॥ রজোগুণ কতিয়েকের নহ, সত্ত্বগুণ ব্যক্তিরেকে নহ এবং তমোগুণ ব্যক্তিরেকে ঐ উভয় গুণ এবং রজু ও সত্ত্বগুণ কতিয়েকের কেবল তমোগুণ থাকিতে পারে না । গুণ সকল তির তির

অশ্রোতৃসংখ্রিতাঃ সর্বে তিষ্ঠন্তি ন বিরোজিতাঃ ।

অশ্রোতৃজনকাস্ট্রের যতঃ প্রসবধর্মিণঃ ॥ ৪৫ ॥

সত্ত্বং কদাচিত্ত রজস্তমসী জনয়ত্যাতি ।

কদাচিত্ত রজঃ সত্ত্বতমসী জনয়ত্যাপি ॥ ৪৬ ॥

কদাচিত্ত তমঃ সত্ত্বরজসী জনয়ত্যাতে ।

জনয়ন্ত্যেবমশ্রোতৃ মৃৎপিণ্ডচ্চ ঘটং যথা ॥ ৪৭ ॥

বুদ্ধিস্থাস্তে গুণাঃ কামান্ বোধয়ন্তি পরস্পরম্ ।

দেবদত্তবিষ্ণুমিজয়জ্ঞদত্তাদয়ো যথা ॥ ৪৮ ॥

যথা জীপুরুষশ্চৈব মিথুনৌ চ পরস্পরম্ ।

তথা গুণাঃ সমায়াস্তি যুগ্মভাবং পরস্পরম্ ॥ ৪৯ ॥

রজসৌ মিথুনে সত্ত্বং সত্ত্বশ্চ মিথুনে রজঃ ।

উভে তে সত্ত্বরজসীতমসৌ মিথুনে বিদ্বঃ ॥ ৫০ ॥

পরস্পরজনকমুপাদয়তি সত্ত্বং কদাচিত্তেতি ॥ ৪৬—৪৭ ॥

কমিন্ স্থলে হিতা গুণা ইখং কার্যং কুরুন্তি তজাহ বুদ্ধিহা ইতি । যথা একৈকোং কটহেপোটেকং স্বকার্যং চোক্তং কুরুন্তি তথা মিথুনীভূয়াপ্যভয়গুণকং কার্যমুপাদ-  
য়ন্তীতি দৃষ্টান্তমুখেনাহ দেবদত্তেতি । যথা দেবদত্তাদয়রয়ো মিলিত্য কার্যং কুরুন্তি  
যথা বা জীপুরুষৌ মিথুনীভূয় কার্যমুপাদয়তস্তথোক্তার্থঃ ॥ ৪৮ ॥

যুগ্মভাবং মিথুনীভাবং পরস্পরং যান্তীত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

তদেব দর্শয়তি রজসৌ মিথুনে সত্ত্বমিতি । রজঃসত্ত্বরূপমেকং মিথুনমিত্যর্থঃ । এবমজ্ঞ-  
দপুংহম্ । যথা রজসৌ মিথুনে সত্ত্বং গোণং জীহ্বানাপন্নং যথা বা সত্ত্বশ্চ শিথুনে রজো গোণং

কার্যো মিথুনধর্মী হইয়া কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে ॥ ৪৩—৪৪ ॥ ইহারা বিরোজিত  
হইয়া অবস্থিতি করে না অত্যাশ্রের আশ্রয়ে থাকিয়া অত্যাশ্রের জনক হয়; কারণ, এই গুণ  
সকল প্রসবধর্মী, অর্থাৎ সত্ত্বগুণ কখনও রজ ও তমোগুণ উৎপাদন করে এবং রজোগুণ  
কদাচিত্ সত্ত্ব এবং তমোগুণের আবার কখনও তমোগুণ সত্ত্ব ও রজোগুণের উৎপত্তি করে  
এইরূপে, পরস্পরে মৃৎপিণ্ডের ঘটোৎপাদনের ভাষ্য পরস্পরের উৎপাদন করিয়া থাকে ॥ ৪৫—৪৭ ॥  
দেবদত্ত, বিষ্ণুমিজ ও যজ্ঞদত্ত এই তিনজনকে মিলিয়া যেমন কার্য সম্পাদন করে সেইরূপ  
তিনটি গুণ মিলিত হইয়া জীব বুদ্ধিতে অবস্থান পূর্বক বিষয়াদির জ্ঞান অর্জাইয়া দিয়া  
থাকে ॥ ৪৮ ॥ জী ও পুরুষ যেমন মিথুনভাব প্রাপ্ত হয় গুণ সকলও সেইরূপ পরস্পর বুদ্ধিভাব  
ধারণ করে ॥ ৪৯ ॥ আর রজোগুণের মিথুনে সত্ত্ব অর্থাৎ রজঃ সত্ত্বরূপ এক মিথুন ও সত্ত্বের  
মিথুনে রজ অর্থাৎ সত্ত্ব রজোরূপ এক মিথুন, এইরূপে সত্ত্ব ও রজঃ তমোগুণের সহিত  
পৃথক পৃথক মিলিয়া এক এক মিথুন হইয়া থাকে ৫০ ॥

নারদ উবাচ ।

ইত্যতঃ কথিতং পিত্তা গুণরূপমনুত্তমম্ ।

ঋত্বাপ্যেতৎ স এবাহং ততোহপৃচ্ছং পিতামহম্ ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং  
গুণানাং রূপসংস্থানকীর্তনং নাম অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

জীসংস্থানাপন্নং তথৈব সৰ্বভমো মিথুনং রজস্তমো মিথুনমিত্যাহ উক্তে তে সৰ্বরজসী ইতি ।  
সৰ্বস্ত্র মিথুনে তমস্তমসো মিথুনে সৰ্ব্বং তথা রজসো মিথুনে তমস্তমসো মিথুনে রজ ইত্যর্থঃ ।  
একং প্রধানং পুরুষভাবাপন্নমিতরঙ্গগোং জীভাবাপন্নমিত্যর্থঃ । এতেষাং মিথুনানাং বুদ্ধৌ  
বৰ্ত্তমানভোগ্যদ্যমানোভয়ান্নককারণ্যেণ প্রত্যেতব্যা ॥ ৫০—৫১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নারদ কহিলেন, ঈশ্যায়ন ! আমি পিতার নিকট এইরূপে গুণ সমুদয়ের বিষয় শ্রবণ  
করিয়াও পুনর্বার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম ॥ ৫১ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকান্নক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে গুণগণের রূপ সংস্থান কীর্তন  
নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## নবমোহিধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

গুণানাং লক্ষণং তাত ! ভবতা কথিতং কিল ।

ন তৃপ্তোহস্মি পিবন্মিহ কংকণাং প্রচ্যুতং রসম্ ॥ ১ ॥

গুণানাস্তু পরিজ্ঞানং যথাবদনুবর্ণয় ।

যেনাহং পরমাং শাস্তিমধিগচ্ছামি চেতসি ॥ ২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতিপূৰ্ব্বপুঞ্জেন নারদেন মহাস্থনা ।

উবাচ চ জগৎকর্তা রজোগুণসমুদ্ভবঃ ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

শৃণু নারদ ! বক্ষ্যামি গুণানাং পরিবৰ্ণনম্ ।

সম্যগ্নাহং বিজানামি যথামতি বদামি তে ॥ ৪ ॥

সত্ত্বস্তু কেবলং নৈব কুত্রাপি পরিলক্ষ্যতে ।

মিত্রীভাবাতু তেযাং বৈ মিশ্রত্বং প্রতিভাতি বৈ ॥ ৫ ॥

---

অষ্টাধিকৈস্ত চত্বারিংশপদৈর্নারদেন চ ।

গুণানাং লক্ষণং পৃষ্টং পুনরবোপবর্ণ্যতে ॥

মুগ্ধভিত্তিগুণানাং হেয়োপাদেয়তজ্ঞানার্থং স্বরূপং কার্যঞ্চ পুনরাহ গুণানামিতি ॥ ১—৪ ॥  
সত্ত্বস্তু কেবলমিতি । একৈকগুণোহস্তগুণাসহায়ঃ কুত্রাপি ন তিষ্ঠতি । তেযাং গুণানাং  
পরস্পরং মিত্রীভাবাতু মিশ্রত্বমেব সর্বদাতি ॥ ৫ ॥

---

• নারদ কহিলেন, পিতঃ ! আপমি গুণত্রয়ের লক্ষণ বর্ণন করিলেন, কিন্তু আমি আপনার  
স্থাবল-নির্গলিত অতি স্নমধুর রস পান করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছি না ।  
আপনি যথাযথরূপে গুণসমূহের, পরিজ্ঞান বর্ণন করুন যাহা শ্রবণ করিলে আমি মনোমধ্যে  
পরম শান্তি লাভ করিতে পারিব ॥ ১—২ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! রজোগুণোৎপন্ন জগৎকর্তা কমলবাসিনি, মহাশয়! নারদের  
সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩ ॥ নারদ ! গুণসমূহের পরিজ্ঞান,  
আমি লম্বাক্ষপে অবগত নহি, তবে আমার এ বিষয়ে বেরূপ জ্ঞান আছে সেইরূপ বর্ণন  
করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৪ ॥ বিহীন একরাত্র সত্ত্বগুণ কোথাও পরিলক্ষিত হয় না সেই সত্ত্ব

যথা কাচিচ্ছরী নারী সৰ্বভূষণভূষিতা ।

হাবভাবযুগল কামং ভৰ্তৃপ্ৰীতিকরী ভবেৎ ॥ ৬ ॥

মাতাপিত্রোস্তথা সৈব বন্ধুবর্গস্য প্ৰীতিদা ।

দুঃখং মোহং সপত্নীষু জনয়ত্যপি সৈব হি ॥ ৭ ॥

এবং সন্ধেন তেনৈব স্ত্রীহৃদ্যাপাদিতেন চ ।

রজসস্তমসশ্চৈব জনিতা বৃত্তিরনুত্থা ॥ ৮ ॥

রজসা স্ত্রীকৃতেনৈবং তমসা চ তুখা পুনঃ ।

অন্তোন্তস্য সমাযোগাদনুত্থা প্রতিভ্যতি বৈ ॥ ৯ ॥

অবস্থানাং স্বভাবেষু ন বৈ জাত্যন্তরাণি চ ।

লক্ষ্যন্তে বিপরীতানি যোগান্নারদ ! কুত্রচিৎ ॥ ১০ ॥

মিশ্রীভাবাদেব গুণানাং স্বধঃখমোহাদ্বিকল্পং ভবতি নাভ্যুত্থিত দৃষ্টান্তমুৎপাদ্য যথা-  
কাচিদিতি ॥ ৬-৭ ॥

যথৈকৈব স্ত্রী স্বধঃখমোহাদ্বিকল্পা ব্যক্তিভেদেন ভিন্নং প্রতি কালভেদেন বা একাং  
ব্যক্তিং প্রতি ভবতি তথৈব সখ্যং ভবতীত্যাহ এবং সন্ধেনেতি । স্ত্রীহৃদ্যাপাদিতেনৈতি-  
স্ত্রীহৃদ্যাপন্নমিত্যর্থঃ । সন্ধেন-সন্ধেন কত্চিৎ পুরুষস্ত স্বজনিকা বৃত্তির্জনিতা ভবতি তন্তৈব  
পুরুষস্ত কালান্তরেতুত্থা দুঃখমোহাদ্বিকল্পজসঃ সখ্যিকিনী তমসো বা সখ্যিকিনী বৃত্তির্জনিতা  
ভবতি ॥ ৮ ॥

এবং রজো যদা স্ত্রীকৃতং স্ত্রীভাবাপন্নং তথা তমো যদা স্ত্রীভাবাপন্নং স্ত্রীহৃদ্যেণ  
কল্পিতং তদা তেন রজসা তমসা বা দুঃখাদ্বিকল্পা মোহাদ্বিকল্পা বা কত্চিৎ পুরুষস্ত বৃত্তির্জনিতা  
ভবতি তন্তৈব পুরুষস্ত কালান্তরে স্বধবৃত্তিকল্পাদ্যভেদে । ন চৈতদগুণানামন্তঃগণসহায়তা-  
ভাবে সম্ভবতি তন্মামিশ্রীভূতা এব গুণা ইতি জ্ঞেয়মিত্যাহ অন্তোন্ততেতি ॥ ৯ ॥

অবস্থানাদ্ভাবেষু ইতি । যদি গুণা একৈক্যা এব স্থায়ী মিশ্রীভূতান্তদা তেষাং স্বভাবে-  
ষবস্থানাদেকরূপৈব বৃত্তিঃ স্ত্রী জাত্যন্তরাণি স্যুঃ । লক্ষ্যন্তে তু বিপরীতানি জাত্যন্তরাণি ।

সকলের পরস্পর মিশ্রণঘারা মিশ্রভাবই দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥ যেমন হাবভাবসম্পন্ন সর্ক-  
ভূষণে বিভূষিতা কোনও কামিনী, এক পক্ষে পতি, মাতা, পিতা ও বন্ধুবর্গের পর্যাণ্ড  
পরিমাণে প্ৰীতি, এবং অপর পক্ষে সপত্নীগণের দুঃখ উৎপাদন করিয়া থাকে ; সম্বন্ধপক্ষে  
যদি সেই রমণীর রমণীরূপে কল্পনা করা যায়, সেইরূপে তবে তাহা কোনও পুরুষের  
সখ্যসখিক স্বপ্ন জনক মনোবৃত্তি, কালভেদে কোনও পুরুষের দুঃখাদ্বিকল্প রজঃ-সখিক মনো-  
বৃত্তি কাহারও মোহাদ্বিকল্প তমঃ-সখিক মনোবৃত্তি উৎপাদিত করিয়া থাকে । এইরূপ, রজ বা  
তমোভূতপক্ষে যদি সেই কামিনী বানীর করা যায় তাহা হইলে সেই রজো বা তমো গুণ  
কোনও পুরুষের দুঃখাদ্বিকল্প ও মোহাদ্বিকল্প মনোবৃত্তি, কালভেদে তাহারই কাহারও স্বধাদ্বিকল্প  
মনোবৃত্তি উৎপাদন করে । গুণান্তরের সাহায্য ব্যতিরেকে এইরূপ সম্ভব হয় না অতএব  
সকল সময়ের মিশ্রভাবই সর্বত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬-৭ ॥ আরও । গুণবিভিন্ন স্বধাব

যথা রূপবতী নারী যৌবনে বিভূষিতা ।  
 লজ্জামাধুর্য্যসুখা চ তথা বিনয়সংযুতা ॥ ১১ ॥  
 কামশাস্ত্রবিধিভ্য চ ধর্মশাস্ত্রেহপি সম্যতা ।  
 ভর্তুঃ প্রীতিকরী ভূত্বা সপত্নীনাঞ্চ দুঃখদা ॥ ১২ ॥  
 মোহদুঃখস্তবাস্থা সত্বশ্চেতুচ্যতে জনৈঃ ।  
 তথা সত্বং বিকুর্বাণমন্ত্যভাবং বিভাতি বৈ ॥ ১৩ ॥  
 চৌরৈরুপক্রতানাং হি সাধুনাং সুখদা ভবেৎ ।  
 দুঃখা মুঢ়া চ দস্যুনাং সৈব সেনা তথাগুণাঃ ।  
 বিপরীতপ্রতীতিং বৈ জনয়ন্তি স্তবাবতঃ ॥ ১৪ ॥  
 যথাচ দুর্দ্দিনং জাতং মহামেঘঘনায়তম্ ।  
 বিভ্রাহস্তনিতসংযুক্তং তিমিরেণাবগুণ্ঠিতম্ ॥ ১৫ ॥  
 সিকন্তুমিৎ প্রবর্ষধৌ তমোরূপমুদাস্ততম্ ॥ ১৬ ॥

কদাচিৎ সুখাশ্রয়ং কদাচিদ্ধুঃখাশ্রয়ং কদাচিমোহাশ্রয়কমিতি তস্মিন্মিশ্রীভূতা এব গুণা ইতি-  
 ভাবঃ ॥ ১০ ॥

যথা রূপবতীত্যরভ্য চৌরৈরুপক্রতেতি পর্য্যন্তং পাঠঃ পুনরুক্তার্থকোহপি দৃষ্টান্তদাষ্টা-  
 স্তিকমোরূপসংহারার্থমিতি বোধ্যম্ ॥ ১১—১৩ ॥

দৃষ্টান্তান্তরমাহ চৌরৈরिति । সেনা রাজসেনা ॥ ১৪ ॥

জনয়ন্তি এতে দৃষ্টান্তার্থা যথা তথা গুণাঃ বিপরীতপ্রতীতিং জনয়ন্তীত্যর্থঃ । যথেন্তি ।  
 দুর্দ্দিনং মেঘাচ্ছদো দিবসঃ ॥ ১৫ ॥

স্বভাবে অবস্থান করে তখন ভাহাদের প্রত্যেকেরই কোনও অন্তর্থা ভাব লক্ষিত হয় না,  
 কিন্তু যখন মিশ্রভাব প্রাপ্ত হয় তখনই জাত্যন্তর অর্থাৎ স্বীয় স্বভাবের বিপরীত ভাব ধারণ  
 করিয়া থাকে ॥ ১০ ॥ যেমন যৌবন ভূষিতা লজ্জা ও মাধুর্য্য-সমধিতা ধর্মমর্মজ্ঞা বিনীতা  
 কামকলাবতী রসবতী ও রূপবতী যুগ্মভের প্রেমসী ও প্রীতিকরী এবং সপত্নীগণের  
 দুঃখদায়িনী হয় সেইরূপ গুণগণ ও পাত্র ও কালভেদে বিপরীত ভাব ধারণ করে লক্ষ্যে  
 নাই । দেখ নারদ ! যেমন লোকে এই এক রমণীই সপত্নীগণের পক্ষে মোহ ও দুঃখপ্রদা  
 এবং পতিপ্রভৃতি বহুগণের পক্ষে সুখদায়িনী, সেইরূপ সত্বগুণ বিকৃত হইয়াই দুঃখজনক ও  
 মোহজনক স্বভাব প্রকাশ করিয়া থাকে ॥ ১১—১৩ ॥ নারদ ! এ বিষয়ে আরও প্রমাণ  
 কহিতেছি, শ্রবণ কর । যেমন সেনাগণ, চৌরকর্তৃক উপক্রম সাধুগণের দুঃখপ্রদ এবং  
 দস্যুগণের দুঃখ ও মোহপ্রদ হয়, যেমন মহামেঘ সমূহ ঘারা বনরূপে আচ্ছন্ন, বিহাৎ  
 ও গভীর গর্জনামিত, নিবিড় অন্ধকারে আবৃত, বোরস্তর ধারাসারে ধরাভগ্ন প্রাণী দুর্দ্দিন,  
 বীজ ও উপকরণ সম্বিষ্ট কৃষকগণের দুঃখপ্রদ এবং যে দুর্ভাগ্য গৃহস্থগণের গৃহ সকল ভগ্নাদি

যদেতৎ কর্মকাণাং বৈ তদেবাতীতং দুর্দিনম্ ।

বীজোপক্ষরযুক্তানাং জ্ঞানং প্রভবত্ব্যত ॥ ১৭ ॥

অপ্রচ্ছন্নগৃহাণাঞ্চ দুর্ভগানাং বিশেষতঃ ।

তৃণকাষ্ঠগৃহীতৃণাং চুঃখদং গৃহমেধিনাম্ ॥ ১৮ ॥

প্রোষিতভর্তৃকাণাং বৈ মোহদং প্রবদন্ত্যপি ।

স্বভাবস্থা গুণাঃ মর্কে বিপরীতা বিভাস্তি বৈ ॥ ১৯ ॥

লক্ষণানি পুনস্তেষাং শৃণু পুত্র । ব্রবীম্যহম্ ।

লঘুপ্রকাশকং সত্ত্বং নির্মলং বিশদং সদা ॥ ২০ ॥

যদাঙ্গানি লঘুশ্চেব নেত্রাদীনীন্দ্রিয়াণি চ ।

নির্মলঞ্চ তথা চেতো গৃহ্মাতি বিষয়ান তান্ ।

তদা সত্ত্বং শরীরে বৈ সমুৎকটম্ ॥ ২১ ॥

জ্ঞাতং স্তম্ভঞ্চ তদ্রাঞ্চ চলং চৈব রজঃ পুনঃ ।

যদা তদুৎকটং জাতং দেহে যন্ত চ কশ্চিৎ ॥ ২২ ॥

তমোরূপং নিবিড়াকারপ্রায়ম্ ॥ ১৬—১৮ ॥

প্রোষিতভর্তৃকাণাং বিরহীনাম্ কামিনীনাম্ । স্বভাবস্থা ইতি । এতে যথা দৃষ্টান্তা  
এবমেতে গুণাঃ স্বভাবস্থা অস্তগুণসাহায্যেণ বিপরীতা ভাস্তি তন্মান্বিতীভূতা এবতি  
ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

সম্বাদিশ্লোকোক্তে সতি জায়মানানি লক্ষণান্তাহ লক্ষণানীতি ॥ ২০ ॥

লঘুস্বরূপমাহ যদাঙ্গানীতি । লঘুশ্চেব ন ভাবন্তি । তান্ রাজসাত্ত্বিকান বা বিষয়ান  
গৃহ্মাতিত্যাগঃ ॥ ২১ ॥

জ্ঞানমিতি । জ্ঞাতং স্তম্ভং শরীরগুরুতাং তদ্রাঞ্চ যদা পশ্যতি তদা চলং রজঃ সমুৎকটং  
জাতমিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

যদি আচ্ছাদিত ও তৃণ কাষ্ঠাদি সংগৃহীত হয় নাই, তাহাদিগের চুঃখপ্রদ এবং প্রোষিত-  
ভর্তৃকা কামিনীগণের মোহপ্রদ হয়, সেইরূপ স্বভাবস্থিত গুণ সকল ও অস্ত গুণের  
সাহায্যে বিপরীত ভাবপর হইয়া থাকে ॥ ১৪—১৯ ॥ স্বংস ! আমি তোমাকে পূর্নসীর্ষ

গুণ সমূহের লক্ষণ কহিতেছি শ্রবণ কর । সত্ত্বগুণ নির্মল, প্রকাশক, লঘু ও বিশদ ॥ ২০ ॥

যখন নয়নাঙ্গি ইন্দ্রিয় ও অঙ্গ সকল লঘু (ভারবস্তা রহিত) এবং চিত্ত নির্মল হইয়া রাজস

ও জ্ঞানসাদি তোপ্যবিষয় গ্রহণ করে না তখন শরীরে সম্বিক সত্ত্বগুণের উদয় হইয়াছে

জানিবে । যখন জ্ঞাত, স্তম্ভ ও তদ্রাঞ্চ দৃষ্ট হয় তখন রজোগুণের আধিক্য হইয়াছে বিবেচনা

করিবে । বাহ্যর দেরে উৎকট তমোগুণের উৎপত্তি হইয়াছে, সে কলম অধেষণ করে প্রোমা-

ত্তর ধ্বন করে এবং সর্বদাই চকলচিত্ত ও বিবাসে উদ্ব্যত হয় ; তাহারে যেরূপে ওর

আবরণে আবৃত হইয়া থাকে । তখন অঙ্গ ও ইন্দ্রিয় সকল গুরু ও আকৃত এবং মল পূর্ণ

কলিং যুগান্তে কৰ্ত্তৃং গন্ত্যঃ প্রোক্ষ্যন্তঃ তথা ।  
 চলচ্চিত্তং মোহিত্যর্থং বিবাদে চৌদ্যতন্তথা ॥ ২৩ ॥  
 গুরুমাবরণং কামং তমো ভবতি তদযদা ।  
 তদাঙ্গানি গুরুণ্যাস্তু প্রভবন্ত্যাবুতানি চ ॥ ২৪ ॥  
 ইন্দ্রিয়ানি মনঃ শৃংখলং নিদ্রাং নৈবাভিবাঙ্কতি ।  
 গুণানাং লক্ষণাশ্চৈবং বিজ্ঞেয়ানীহ নারদ ॥ ২৫ ॥  
 নারদ উবাচ ।

বিভিন্নলক্ষণাঃ প্রোক্ষাঃ পিতামহ ! গুণত্বয়ঃ ।  
 কথমেকত্র সংস্থানে কার্য্যং কুর্বন্তি শাস্ত্রতম্ ॥ ২৬ ॥  
 পরম্পরং মিলিত্বা হি বিভিন্নাঃ শত্রবঃ কিল ।  
 একত্রস্থাঃ কথং কার্য্যং কুর্বন্তীতি বদস্ব মে ॥ ২৭ ॥  
 ব্রহ্মোবাচ ।

শৃণু পুত্র ! প্রবক্ষ্যামি গুণান্তে দীপবৃত্তয়ঃ ।  
 প্রদীপশ্চ যথা কার্য্যং প্রকরোত্যর্থদর্শনম্ ॥ ২৮ ॥

তমোলক্ষণমাহ কলিমিতি । কলিঃ কলহঃ । এতানি লক্ষণানি যদা ভবন্তি তদা তত্তম উৎকটং জ্ঞাতমিতি জ্ঞেয়মিত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৪ ॥

গুরুমাবরণমিত্যর্থমাহ তদাঙ্গানীতি । আবুতানি তমসেত্যাঃ । শৃংখলং জ্ঞানশৃংখলম্ ॥ ২৫ ॥  
 মিশ্রীভূতা গুণাঃ কার্য্যং কুর্বন্তীতি শ্রুত্বা নারদঃ শঙ্কতে বিভিন্নেতি । যথা শত্রবো মিলিতাঃ কার্য্যং ন কুর্বন্তি তথা গুণাঃ পরম্পরং শত্রবঃ সন্তঃ কথং মিলিত্বা কার্য্যং কুর্বন্তী-  
 ত্যর্থঃ ॥ ২৬—২৭ ॥

হয়, সে, নিদ্রা কামনা করে না । নারদ ! গুণ সকলের লক্ষণ এইরূপ জানিও ॥ ২৩—২৫ ॥

নারদ কহিলেন, পিতা ! আপনি গুণত্বয়ের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ সকল কহিলেন, কিন্তু যখন তাহারা একত্র অবস্থিত হয় তখন তাহারা কিরূপে কার্য্য সকল সম্পাদন করিয়া থাকে ? ॥ ২৬ ॥ শত্রু সকল যেরূপ একত্র মিলিয়া কার্য্য করে না তাহারা সর্ব্বদাই বিভিন্ন থাকে সেইরূপ বিরুদ্ধার্থী গুণ সকল কি প্রকারে একত্র মিলিয়া কার্য্য সাধন করিবে ? তাহা আমাকে বলুন ॥ ২৭ ॥

ব্রহ্ম কহিলেন, নারদ ! গুণ সকল দীপবৃত্তি-অর্থাৎ প্রদীপের ভাব ধর্ম্ম বিশিষ্ট, প্রদীপ যেমন ত্রয় প্রদর্শন রূপ কার্য্য করে ইহারও সেইরূপে কার্য্য নির্বাহ করিয়া থাকে । দেখ, বহুত্বা তৈল ও বহুশিখা পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থ, তৈল অগ্নির বিরুদ্ধ হইলেও তাহার সহিত সঙ্গত হয় । তৈল, বহুত্বা এবং অগ্নি পরস্পর বিরোধী হইয়াও ইহার সকলে



বর্তিতুল্যং যথার্চিতং বিরুদ্ধানি পরম্পরম্ ।

বিরুদ্ধং হি তথা তৈলমগ্নিমাং সহ সজতম্ ॥ ২৯ ॥

তৈলং বর্তিবিরোধেব পাবকোহপি পরম্পরম্ ।

একত্রয়াঃ পদার্থানাং প্রকূর্বন্তি প্রদর্শনম্ ॥ ৩০ ॥\*

নারদ উবাচ ।

এবং প্রকৃতিজাঃ প্রোক্তা গুণাঃ সত্যবতীহৃত । ।

বিশ্বস্ত কারণং তে বৈ ময়া পূৰ্ব্বং যথাক্রমতম্ ॥ ৩১ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্তং নারদেনাথ মম সৰ্বং সবিস্তরম্ ।

গুণানাং লক্ষণং সৰ্বং কার্য্যকৈব বিভাগশঃ ॥ ৩২ ॥

আরাধ্যা পরমা শক্তিৰ্যয়া সৰ্ব্বমিদং ততম্ ।

সগুণা নিগুণা চৈব কার্য্যভেদে সদৈব হি ॥ ৩৩ ॥

দীপবত্ত্বয় ইতি । ত্রযাচ যথা দীপবর্তিকা তৈলানি পরম্পরবিরুদ্ধান্তপি মিলিত্ব ঘটার্থ-  
প্রকাশনমেকং কূর্বন্তি তদ্বৎ গুণা অপীতি ভাবঃ ॥ ২৮—৩০ ॥

ইখমেতানং পর্য্যন্তঃ বুদ্ধগা নারদং প্রত্যুক্তং নারদো ব্যাসং প্রত্যুক্তবানিত্যাহ এবং  
প্রকৃতিজা ইতি । অত্র নারদ উবাচেত্যনেনৈব বুদ্ধনারদসংবাদসমাশ্বেঃ সিদ্ধত্বাৎ সা পুরাণে-  
নোক্তেতি বোধ্যম্ ॥ ৩১ ॥

তে বৈ বিশ্বস্ত কারণন্তে বৈ প্রকৃতিসম্বন্ধিনো গুণা এব নাত্তো বিশ্বস্ত কারণমিত্যর্থঃ ।  
ইত্যুক্তমিতি । হে রাজন্ জনমেজয় ! যস্যয়া পৃষ্টং তদেবোদ্বিষ্ট ময়া পৃষ্টো নারদো মাং  
প্রত্যোববৃক্তবানিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

একত্র অবস্থিত থাকিয়া দ্রব্য প্রদর্শন রূপ কার্য্য করিয়া থাকে । নারদ ! গুণ সকল  
পরম্পর বিরুদ্ধ হইয়াও সেইরূপে কার্য্য নির্বাহ করে ॥ ২৮—৩০ ॥

নারদ কহিলেন, সত্যবতীনন্দন ! কমলযোনি গুণসমূহকে এইরূপ প্রকৃতিজাত বলিয়া  
আমার নিকট কীৰ্ত্তন করিয়াছিলেন এবং এই গুণ সকলই বিশ্বের কারণ । পূৰ্বে আমি  
পিতামহের নিকট প্রকৃতির গুণ যেরূপ শুনিয়াছিলাম, এক্ষণে আমি তোমার নিকটও  
সেইরূপ বর্ণনা করিলাম ॥ ৩১ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজেন্দ্র ! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, আমি মহর্ষি নারদের  
নিকট পূৰ্বে তদ্বৎশে প্রশ্ন করিলে তিনি গুণত্রয়ের লক্ষণ ও কার্য্য সকল বিভাগক্রমে  
বিভিন্ন পূৰ্ব্বক এইরূপ কহিয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥ রাজন্ ! শাস্ত্রমধ্যে যেখানে বাহাই উক্ত হইত

\* উদ্যোতকঃ কার্য্যং পূৰ্ব্বাৰ্থ সহহিতাঃ । বিরুদ্ধা অপি কূর্বন্তি যন্তে মিলিতাঃ সিন্ধ ।

ইত্যধিকঃ পাঠঃ প্রযুক্তিঃ দৃষ্টতে ।

অকর্তব্য। পুণ্য পুণ্য বিদ্যা পুণ্য পুণ্য।  
 কন্যোত্তম। মহাসীমা বিধা নরনরস্বতী ॥ ৩৪ ॥  
 ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবঃ সূর্য্যাক্ষয়ঃ শতীশক্তিঃ।  
 অখিনৌ নরনরস্বতী কুবেরো যাদবান্ধিত্যঃ ॥ ৩৫ ॥  
 বলিকবিন্দুতথা পূবা সেনানীশচ বিনায়কঃ।  
 সর্বে শক্তিযুতাঃ শক্তাঃ কর্তৃঃ কার্য্যাপি জানি চ ॥ ৩৬ ॥  
 অতথা তেপ্যশক্তা বৈ প্রম্পাদিতুমীনীশ্বরাঃ।  
 সা চৈব কারণং রাজন্ ! জগতঃ পরমেশ্বরী ॥ ৩৭ ॥  
 সমাধায়তাং হুপ ! কুরু যজ্ঞঃ জনাধিপ !।  
 পূজনং পরম ভক্ত্যা তস্তা এব বিধানতঃ ॥ ৩৮ ॥  
 মহালক্ষ্মীম্বাহাকালী তথা মহাসরস্বতী।  
 ঈশ্বরী সর্বভূতানাং সর্বকারণকারণম্ ॥ ৩৯ ॥

ইংঃ স্খাদপ্রবণেন জনমেজয়ন্ত সর্বপ্রসমাধানে জাভেহপি স্খাদনির্গলিতার্থং নিগ  
 মনহানীয়ং ব্যাস আহ আরাধ্যোতি। হে রাজন্ ! যতো যয়া দেব্যা সর্বনিধং ব্যাপ্তং বা  
 জগৎসৃষ্টিশক্তিকরতিরোধানাহুগ্রপক্কৃত্যকত্রী উৎপত্তিস্থিতিকরহিতা গুণত্রয়সমুত  
 পক্কৃতসমুত্তদেহবতামেকৈকগুণাভিমানিবুদ্ধাদিজীবানাং সৃষ্টিশক্তিকরকারিণী সাম্যা  
 বহুমারোপাধিকবুদ্ধরূপিণী শ্রীদেবী হেয়গুণাংস্বংকার্য্যাপি চ জ্ঞাতা কথোপাসনাদিভির্কোলাস্ত  
 শাস্ত্রপ্রবণাদিত্য হেয়গুণাংস্বংকার্য্যাপি চ নিরুধ্য গ্রাহং সবগুণং তৎকার্য্যাপি চ জ্ঞাত  
 তং সম্পাদ্য সবগুণোজ্জেক্ষেণ যুক্তেন পুরুষেণ সৈব সর্বোৎকৃষ্টা দেবী সর্ববেদান্তাতাপর্য্য  
 ভূমিরারাধ্যা জ্যেষ্ঠা চ মোক্ষকামেনেত্যাং ॥ ৩৩ ॥

কার্য্যভেদে মোক্ষরূপে কার্য্যে বুদ্ধাভিন্না নিগুণা আরাধ্যা তদন্তকামে হু সগুণা গুণ  
 বিশিষ্টেষমেব ময়া বিশিষ্টবুদ্ধরূপিণী শ্রীদেবী জগৎকত্রী ন কেবলং বুদ্ধ ন বা বুদ্ধাবদো  
 দেবা ইত্যাহ। অকর্তেতি ॥ ৩৪—৩৬ ॥

তাহার সার মর্ম্ম এই যে, যিনি এই অখিল বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, তিনি কার্য্যভেদে  
 সর্বদাই সগুণা ও নিগুণা, সেই পরমাশক্তিকেই পরমারাধ্যা বলিয়া জানিবে ॥ ৩৩ ॥ পুরুষ  
 অব্যয়, পরম-ও পূর্ণ হইলেও নিরীহ; তিনি কোনও কার্য্য সম্পাদন করিতে সক্ষম হন না;  
 এই মহাবাহাই সৎ ও অসদাত্মক বিধকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন ॥ ৩৪ ॥ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব,  
 হর্ষা, চন্দ্র, ইন্দ্র, অখিনবর, বহুগুণ, বিশ্বকর্মা, কুবের, বরুণ, বহি, বায়ু, পূবা, বক্তৃ, ও সর্প  
 পতি, ইহারা সকলে শক্তিরূপ হইয়াই স্বব কার্য্যসাধনে লম্ব হন, নতুবা পক্ষ্মাদিভেও  
 অশক্ত হইয়া থাকেন; অতএব নরপতে! সেই পরমেশ্বরী মহাবাহাকেই এই জনতের  
 কারণ জালিও ॥ ৩৫—৩৭ ॥ নরনাথ! তুমি তাঁহার আরাধনা কর, তাঁহার উদ্দেশে বজ্র কর  
 এবং পরম ভক্তি-রূপকারে সেই পরমাশক্তিরই পূজা কর ॥ ৩৮ ॥ রাজন্ ! সেই মহাবাহাই  
 মহাগুণী, তিনিই মহাকালী এবং তিনিই মহা সরস্বতী; তিনি সমস্ত ভূতগণের ঈশ্বরী এবং

সর্বকামার্থিনা শাস্তা হুতসেব্যা পুরা বিজ্ঞা ॥ ৪৭ ॥  
 নামোচ্চারণমাত্রেণ বাহিতার্থকরপ্রদা ॥ ৪৮ ॥  
 দেবৈরারাদিতা পূৰ্ব্বং ব্রহ্মবিষ্ণু মহেশ্বরৈঃ ॥ ৪৯ ॥  
 মোক্ষকামৈশ্চ বিবিধৈস্তাপৈস্কিঞ্চিতাশ্রিতৈঃ ॥ ৪১ ॥  
 অস্পষ্টমপি তন্মাত্র প্রসঙ্গেনাপি ভাবিতম্ ॥ ৪২ ॥  
 দদাতি বাহিতানর্থান্ হুতভানপি সর্বথা ॥ ৪৩ ॥  
 ঐ ঐ ইতি ভয়ান্তেন দৃষ্টা ব্যাভ্রাদিকং বনে ॥ ৪৪ ॥  
 বিন্দুহীনমপীত্ব্যক্তং বাহিতং প্রদদাতি বৈ ॥ ৪৫ ॥  
 তত্র সত্যত্রতশ্চৈব দৃষ্টান্তো নৃপসত্তম ॥ ৪৬ ॥  
 প্রত্যক্ষ এক চান্মাকং যুনীনাং ভাবিতান্ময় ॥ ৪৭ ॥  
 ব্রাহ্মণানাং সমাজেষু তস্তোদাহরণং বুধৈঃ ॥ ৪৮ ॥  
 কুধ্যমানং ময়া রাজন্! শ্রুতং সর্বং সবিস্তরম্ ॥ ৪৯ ॥

সা চৈব কারণমিতি । যানি ময়া নারদঃ শ্রুতি জগৎকারণানি শক্তিতানি তানি তানি  
 সৰ্ব্বাণি ন ব্রহ্মশক্তিঃ বিহায় জগৎ কর্তৃং সমর্থানি । তন্মাত্র সা শক্তিরেব জগৎকারণং সৈব  
 সৰ্ব্বোৎকৃষ্টা ধ্যেয়া জ্ঞেয়া চেতি মম নারদস্ত সন্যাসে নারদস্ত ব্রহ্মশক্ত সন্যাসে নির্গীত-  
 মিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

বজ্রমবামখমিত্যর্থঃ ॥ ৩৮—৪১ ॥

অস্পষ্টং বথাবর্ণনরহিতমিত্যর্থঃ । প্রসঙ্গেনাপি দেবতানামুজ্জ্বলিতেনাপি পূৰ্ব্বে-  
 গাত্তপ্রসঙ্গেনাপি ত্যর্থঃ । ইতরদেবতাভ্যর্থনেনৈব যৎকিঞ্চিৎ ফলং দদতি । ইয়ত্ত্ব অন্তঃকনামো-  
 চ্চারণে প্রসঙ্গেনাপি কৃতে পূৰ্ব্বার্থতত্ত্বং দদাতীতি কথং ন সৰ্বৈঃ সেব্যেতি ভাবঃ ॥ ৪২ ॥  
 তদুদাহরণমাহ । ঐ ঐ ইতি ॥ ৪৩ ॥

সমস্ত কারণের কারণরূপিণী ॥ ৩৯ ॥ সেই শক্তিরূপা হুতসেব্যা করুণাময়ীর আরাধনা করিলে,  
 তিনি ভক্তজনের সকল কামনাই পরিপূর্ণ করেন ; অধিক কি, তাঁহার নামোচ্চারণ করিলেই  
 তিনি বাহিতার্থ প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৪০ ॥ পুরাকালে যুক্তিকামনার ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর,  
 সমস্ত দেবগণ এবং বহুতর জিতেন্দ্রিয় তাপসগণও তাঁহার আরাধনা করিয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥  
 মহারাজ ! অধিক কি বলিব যদি অস্পষ্টরূপেও তাঁহার নাম উচ্চারণ করা যায়, তাহা হইলে  
 তিনি অস্পষ্টভূত বাহিতার্থ সকলও প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৪২ ॥ বনমধ্যে ব্রাহ্মদিগদর্শনে  
 ভয়ানক হইয়া ঐ ঐ ব্রহ্ম ঘরের বিন্দু পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক ঐ ঐ এইরূপ উচ্চারণ করিলেও  
 তিনি বাহিতার্থ প্রদান করেন ॥ ৪৩ ॥ নৃপসত্তম ! একবিষয়ে সত্যত্রতের একটা দৃষ্টান্ত  
 আছে । বুধবর লোমশ্রু যিনি ব্রাহ্মণসমাজে আহার এবং বহু তপসদর্শী যুনিগণের একত্রে  
 আহার গ্রহণ করিয়া করিয়াছিলেন, সেই সময় সান্নিধ্যবিরর সন্নিবিষ্ট হইয়া  
 ছিলেন ॥ ৪৪—৪৫ ॥

অনকরো মহামুখো নানা সত্যব্রতো বিজঃ ॥ ৪৬ ॥

প্রবাকরং কোলমুখং সর্লক্ষ্যং স্বয়ং ততঃ ।

বিন্দুহীনং প্রসঙ্গেন জাতোহসৌ বিবুধোত্তমঃ ॥ ৪৭ ॥

একারণোচ্চারণাক্ষেপী কুষ্ঠা ভগবতী তদা ।

চকার কবিরাজঃ তং দয়াদ্রীঃ পরমেশ্বরী ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সর্গতীর্থাঃ ষৈবাসিক্যাঃ

তৃতীয়স্কন্ধে গুণবর্ণনং নাম নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

প্রত্যক এবতি । অশ্বাকং মুনীনং ভগবতীনামহিমস্বরূপং নানা প্রকারকজাত-  
সিদ্ধিভির্কারংবারং প্রত্যক্ষমেবাতি ন সংশয়োহস্মাকন্তত্রৈতি ভাবঃ ॥ ৪৬—৪৭ ॥

অক্ষরমিতি । একারণকল্পমিত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

হে রাজনোত্তমশী দয়াদ্রী ভগবতী সর্বোৎকৃষ্টা ভক্তকামকল্পরূপমাতীতি সৈবারণ্যোতি  
ভাবঃ ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

মহারাজ ! সত্যব্রত নামে এক নিরক্ষর মহামুখ ব্রাহ্মণ, শূকরের মুখ হইতে একার  
অক্ষর শ্রবণ এবং প্রসঙ্গক্রমে ঐ অক্ষর স্বয়ং উচ্চারণ করিয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ  
হইয়াছিল ॥ ৪৬—৪৭ ॥ তাঁহার একার উচ্চারণ শ্রবণ করিয়া ককণাময়ী পরমেশ্বরী দেবী  
ভগবতী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কবিশ্রেষ্ঠ করিয়াছিলেন ॥ ৪৮ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকায়ুক্ত মহাপুরাণ

শ্রীমদভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে গুণলক্ষণবর্ণন-নামক নবম

অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

\* ঐলোক্যে বিস্কৃতশাসীং স ই সত্যব্রতো বিজঃ । অনায়াধ্য মহাকালীঃ প্রজ্ঞয়ঃ মহেশ্বরীম্ ॥

অতর্ক্যঃ মুণিশর্দূল । প্রবরীম পুনঃ পুনঃ । স্বজঃ কুরু মহারাজ ! বিধিঃ তে কথ্যাম্যহম্ ॥

ইত্যধিকশাঃ কুত্রাপি দৃষ্টতে ।

## দশমোক্তধ্যায়ঃ ।

### জনমেজয় উবাচ ।

কোহসৌ সত্যব্রতো নাম ব্রাহ্মণো বিজসন্তমঃ ।

কস্মিন্দ্রেশে সমুৎপন্নঃ কীদৃশশ্চ বদস্ব মে ॥ ১ ॥

কথং তেন শ্রুতঃ শব্দঃ কথমুচ্চারিতঃ পুনঃ ।

সিদ্ধিশ্চ কীদৃশী জাতা তস্য বিপ্রস্য \* তৎক্ষণাৎ ॥ ২ ॥

কথং তুষ্ঠী ভবানী সা সর্বজ্ঞা সর্বসংস্থিতা ।

বিস্তরেণ বদন্যাদ্য কথামেতাং মনোরমাম্ ॥ ৩ ॥

### সূত উবাচ ।

ইতি পৃষ্ঠস্তদা রাজ্ঞাশ্ব্যাসঃ সত্যবতীশ্রুতঃ ।

উবাচ পরমোদারঃ বচনং রসবচ্ছুচি ॥ ৪ ॥

### ব্যাস উবাচ ।

শৃণু রাজন্ ! প্রবক্ষ্যামি কথং পৌরাণিকীং শুভাম্ ।

শ্রুতাং মুনিসমাজেষু ময়া পূৰ্ব্বং কুরুস্বহ ॥ ৫ ॥

পঞ্চাষ্ট্রলোকবৈষ্ণবগ্ৰন্থসংগ্রহমহান্ ।

সত্যব্রতকথায়োঃ প্রোচ্যতে ভক্তিকারকঃ ।

পূৰ্ব্বাধ্যায়ান্তে প্রব্রজয়ুগলভ্য কোহসৌ সত্যব্রতঃ কথং তেন প্রশংসনোপষ্টনামো  
জ্ঞানং কৃতং কা চ তেন সিদ্ধিজ্ঞাতেতি পরমভাবুকো রাজা পৃচ্ছতি কোশাবিতি ॥১-৫॥

জনমেজয় কহিলেন, হে মহর্ষে ! আপনি যে সত্যব্রতের নামোল্লেখ করিলেন, এই  
ব্রাহ্মণসুতম সত্যব্রত কে ? ইনি কোন্ দেশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন ? ইহার স্বভাবাদি  
কি রূপ ? তৎসুদয় বর্ণন করিয়া আমার কোতৃহণ চরিতার্থ করুন ॥ ১ ॥ মহর্ষে ! সেই  
সত্যব্রত, কি প্রকারে সেই শব্দ শ্রবণ করিয়াছিলেন, কি প্রকারেই বা সেই অল্পষ্ট নাম  
উচ্চারণ করিয়াছিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ সেই বিপ্রের কি রূপই বা সিদ্ধি লাভ হইয়া  
ছিল ? ॥ ২ ॥ সেই সর্বব্যাপিনী সর্বজ্ঞা ভগবতী ভবানী কি জন্মই বা তাহার প্রতি সন্ত  
হন, এই মনোরম পবিত্র আখ্যান আপনি বিস্তারিত রূপে বর্ণন করুন ॥ ৩ ॥

সূত কহিলেন, বিগণ ! রাজা জনমেজয় এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে সত্যবতীশ্রুত ব্যাস-  
দেব অতিউদারভাব-সম্পন্ন রসময়ী পবিত্র বচনাবলী দ্বারা বসিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪ ॥

\* সূৰ্ব্বত ইতি বা পাঠঃ ।

কথনঃ

কথনঃ

একদাহ কুরুক্ষেত্রের নৈমিষারণ্যে গুচি ।

সংগ্রাহ্যে পুরাণ্য পাবন মুনিসেবিতম্ ॥ ৬ ॥

প্রাণ্য মুনীন সর্বান দ্বিতত্ত্ব বরাহমে ।

বপুস্ত্রাণ্ড যত্রাসন্ জীবমুক্তা মহাত্মতাঃ ॥ ৭ ॥

কথাপ্রসঙ্গ এবাসীতত্র বিশ্রমমার্গমে ।

জমদগ্নিস্ত পত্রাচ্ছ মুনীনেষং সমাহিতঃ ॥ ৮ ॥

জমদগ্নিরুবাচ ।

সন্দেহোহস্তি মহাভাগা মুমু চেষতি তাপসাঃ ! ।

সমাজেষু মুনীনাম্ বৈ নিঃসন্দেহো ভবাম্যহম্ ॥ ৯ ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা রুদ্রো মঘবা বরুণোহনলঃ ।

কুবেরঃ পবনস্তৃক্টা সেনানীশচ গণাধিপঃ ॥ ১০ ॥

সূর্য্যোহশ্বিনৌ ভগঃ পৃষা নিশানাথো গ্রহাস্তথা ।

আরাধনীয়তমঃ কোহত্র বাঙ্খিতার্থফলপ্রদঃ ॥ ১১ ॥

সুখসেব্যশ্চ সততং চাশুতোমশ্চ মানদাঃ ! ।

ব্রহ্ম মুনয়ঃ শীঘ্রং সর্বজ্ঞাঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ১২ ॥

( সত্যতত্ত্ববিবরণং বক্তৃনাহ একদুদতি ॥ ৬ ॥

জীবমুক্তা জীবদশায়াং মায়াবন্ধরহিতাঃ ॥ ৭—১০ ॥ )

রাজন্ ! তুমি কুরুকুলশ্রেষ্ঠ, অতএব আমি পূর্বে মুনিজন সমাজে যাহা শুনিয়াছিলাম সেই  
 কল্যাণদায়িনী পৌরাণিকী কথা তোমার নিকট কীৰ্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৬ ॥  
 কুরুবর ! আমি এক সময়ে পবিত্র তীর্থপর্য্যটন করিতে করিতে মুনিজন-সেবিত পরম-  
 পাবন নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হইলাম ॥ ৭ ॥ এই সময় সেই অমূল্যম মহাত্ম মহাত্ম  
 জীবমুক্ত সনক-সনাতনপ্রভৃতি বিধাতৃপুত্রগণ অবস্থিতি করিতেছিলেন ; আমিও সেই স্থানে  
 গমনপূর্ব্বক সমস্ত মুনিগণকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলাম । অনন্তর, সেই বিশ্রামমাজে  
 কথাপ্রসঙ্গ উদ্ভূত হইল ; পরে, তদ্ব্যবহিত মহর্ষি জমদগ্নি, মুনিগণকে জিজ্ঞাসা করি-  
 লেন ॥ ৭—৮ ॥

হে মহাভাগ মহাতাপস মুনিগণ ! আমার মনোমধ্যে এক সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে,  
 মহর্ষিগণের সমাজে আমি সেই সন্দেহ তজ্জন করিব এইরূপ অভিলাষ করিয়াছি ॥ ৯ ॥  
 হে সংশিতব্রত মানপ্রদ মহর্ষিগণ ! আপনারা সর্বজ্ঞ তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই ; এক্ষণে  
 জিজ্ঞাত এই যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ইন্দ্র, বরুণ, অনল, কুবের, পবন, বিশ্বকর্মা, যত্রাসন,  
 গণপতি, হর্য্য, অশ্বিনদ্বয়, ভগ, পৃষা, চন্দ্র ও গ্রহগণ ইহাদের মধ্যে কে সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ

এবং প্রিয়ে কৃতে তত্র লো-  
 জমদমে ! শৃগুর্ভৈতদমং শৃষ্ঠং বৈ-  
 দেবনীরতমা শক্তিঃ সর্বেষাং শুভমিচ্ছতাম্  
 পরা প্রকৃতিরাদ্যা চ সর্বগা সর্বদা শিবা ॥ ১৪ ॥  
 দেবানাং জননী সৈব ব্রহ্মাদীনাং মহাশয়নাম্ ।  
 আদিপ্রকৃতিশ্চ লং সা সংসারপাদপশু বৈ ॥ ১৫ ॥  
 স্মৃতা চোচ্চারিতা দেবী দদাতি কিল বাঞ্ছিতম্ ।  
 সর্বদৈবার্জ্জচিত্তা সা ব্রহ্মদানায় দেবিতা ॥ ১৬ ॥  
 ইতিহাসং প্রবক্ষ্যামি শ্রুন্তু মুনয়ঃ শুভম্ ।  
 অক্ষরোচ্চারণাদেব যথা প্রাপ্তং দ্বিজেন বৈ ॥ ১৭ ॥

আরাধনীয়তমঃ সর্গোৎকৃষ্টঃ পূজ্যতমশ্চেত্যর্থঃ ॥ ১১—১৩ ॥

পরা প্রকৃতিঃ সাম্যাবস্থায়োপাধিকবুদ্ধরূপিণী । তদ্ব্যক্তং গীতাম্ । ভূমিরগোহনচে  
 বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ । অহঙ্কার ইতীযং যে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা । অপরেয়মিত্যুত্থা  
 বিদ্ধি মে প্রকৃতিং পরাম্ । জীবরূপাং মহাবাহো যদেদং ধার্যতে জগদিত্তি । জীবরূপা  
 চৈতন্তরূপাম্ । তথা হৃতসংহিতায়াম্ । চিন্মাত্রাশ্রয়মায়ায়াঃ শক্ত্যাকারে বিজ্ঞোক্তমাঃ  
 অমুপ্রবিষ্টা যা সখিরির্বিবকরা স্বয়ম্ভবা ॥ সদাকারা সদানন্দা সংসারোচ্ছেদকারিণী । স  
 শিবা পরমা দেবী শিবা ভিন্না শিবকরীতি । শিবাভিন্না ব্রহ্মভিন্নেত্যর্থঃ । অগদধুরূপিণ্য  
 শক্ত্যা যদবচ্ছিন্নং চৈতন্তং সা মূলপ্রকৃতিঃ পরা শক্তিরিতি চোচ্যতে ইতি তত্ত্বীকায়  
 মাধবঃ ॥ ১৪ ॥

সংসারবৃক্ষস্ত মূলং মূলভূতেত্যর্থঃ । দেবিতা সতী ব্রহ্মদানার্থঃ সর্গদৈবার্জ্জচিত্তা যা ভবতী  
 ত্যর্থঃ ॥ ১৫—১৬ ॥

আরাধ্য ও স্তবসেবা; কাহার আরাধনা করিলে তিনি শীঘ্র সন্তুষ্ট হইয়া অভিলষিত ফল  
 প্রদান করিয়া থাকেন, ইহা আপনারা সত্বর আমাকে বলুন ॥ ১০—১২ ॥

জমদগ্নি মুনিসমাজে এইরূপ প্রশ্ন করিলে তাঁহাদের মধ্যে মহর্ষি লোমশ কহিতে লাগি  
 লেন; জমদগ্নে ! আপনি এখন যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তদ্বিষয়ের বিশেষ বিবরণ প্রব  
 ক্তন ॥ ১৩ ॥ শক্তিদেবীই সর্গোৎকৃষ্টা উৎকৃষ্ট পরমারাধ্য দেবতা; যাহারা কল্যাণ কামনা  
 করেন, তাঁহাদিগের শক্তির আরাধনা করাই কর্তব্য । তিনি পরাপ্রকৃতি অর্থাৎ মাতোপাধি-  
 বিশিষ্ট ব্রহ্মরূপিণী; তিনিই সর্বকামপ্রদা, শিবকরী, সর্বজ্ঞব্যাপিণী ও ব্রহ্মাদি মহাশয়  
 দেবগণের জননী । তিনিই আদ্যা প্রকৃতি এবং সংসার-মহীকহের মূলরূপিণী ॥ ১৫—১৬ ॥  
 সেই দেবীকে স্মরণ করিলে কিংবা তাঁহার নাম উচ্চারণ করিলে তিনি জীবের সমস্ত  
 রোগাধর দূর করিয়া থাকেন । তাঁহার আরাধনা করিলে ব্রহ্মদানের নিমিত্ত তিনি  
 সন্তুষ্ট দর্পাঙ্গিচিহ্ন হন ॥ ১৭ ॥ মুনিগণ! এক ব্রাহ্মণ এই দেবীর বীজমন্ত্রের একটি অক্ষর

কোশলেইতিহাসঃ কচ্ছিদেবদত্তেতি বিজ্ঞপ্তঃ ।  
 অনপত্যশ্চকচ্ছতিঃ পুত্রায় বিধিপূৰ্ণকমঃ ॥ ১৮ ॥  
 তমসাতীরমাস্তায় কৃতা মণ্ডপমুত্তমম্ ।  
 দ্বিজাভ্যাহুয়ঃ বেদজ্ঞান্ সত্রকর্ম্মবিশারদান্ ॥ ১৯ ॥  
 কৃতা বেদীঃ মিথানেন স্থাপয়িত্বা বিভাবিসূন ।  
 পুত্রোষ্টিঃ বিধিবজ্র চকার দ্বিজসত্তমঃ ॥ ২০ ॥  
 ব্রহ্মাণং কল্পয়ামাস হুহোত্রং মুনিসত্তমম্ ।  
 অধ্বর্যুং যাজ্ঞবল্ক্যঞ্চ হোতারঞ্চ বৃহস্পতিম্ ॥ ২১ ॥  
 প্রস্তোতারং তথা পৈলং \* উদগাতারঞ্চ গোভিলম্ ।  
 সভ্যানন্যান্ মুনীন্ কৃতা বিধিবৎ প্রদদৌ বজ্র ॥ ২২ ॥  
 উদগাতা সামগঃ শ্রেষ্ঠঃ সপ্তস্বরসমম্বিতম্ ।  
 রথস্তরমগায়তু স্বরিতেন সমম্বিতম্ ॥ ২৩ ॥  
 তদাস্ত স্বরভঙ্গৌহুতুং কৃতে শব্দে মুহুর্মুহুঃ ।  
 দেবদত্তশ্চকৌপাশু গোভিলং প্রত্যাবাচ হ ॥ ২৪ ॥

যথাপ্রাপ্তং ফলমিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

পুত্রায় পুত্রার্থম্ ॥ ১৮ ॥

তমসানারী নদী ততীরম্ ॥ ১৯—২৪ ॥

উচ্চারণমাত্রেই যেরূপে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই মঙ্গলময় ইতিহাস আপনাদের নিকট বলিতেছি শ্রবণ করুন ॥ ১৭ ॥

কোশলদেশে দেবদত্ত নামে বিখ্যাত কোন এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি অনপত্য থাকায় পুত্রপ্রাপ্তির নিমিত্ত যথাবিধি পুত্রোষ্টি বাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১৮ ॥ সেই বিজ্ঞসত্তম তমসানদীর তীরদেশে মণ্ডপ ও বেদী নির্মাণ করিয়া বজ্রকর্ম্মে বিশারদ বেদজ্ঞ দ্বিজেন্দ্রগণকে আহ্বান করত হতাশন স্থাপন পূৰ্ণক যথাবিধানে পুত্রোষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন ॥ ১৯—২০ ॥ সেই যজ্ঞে মুনিসত্তম হুহোত্র ব্রহ্মা, যাজ্ঞবল্ক্য অধ্বর্যু, বৃহস্পতি হোতা, পৈল প্রস্তোতা, গোভিল উদগাতা এবং অজ্ঞান মুনিগণকে সমস্তরূপে পরিকল্পিত করিয়া তাঁহাদেরিগকে যথাযোগ্য অর্থ প্রদান করিলেন ॥ ২১—২২ ॥ সেই যজ্ঞে উৎকৃষ্ট সামগায়ক উপদ্রাভা গোভিল, সপ্তস্বরসম্বিত রথস্তর সাম স্বরিতস্বরে গান করিতে লাগিলেন । তখন মুহুর্মুহুঃ শব্দ হইয়া গোভিলের স্বরভঙ্গ হইল, তদর্শনে দেবদত্ত ক্রুপিত হইয়া গোভিলকে বলিতে



মুখোহসি মুনিমুখায়া শরৎকলম্বা কৃতঃ ।

কাম্যকর্মণি সজ্জাতে পুত্রার্থং যজ্ঞতপে মে ॥ ২৩ ॥

গোভিলন্ত তদোবাচ দেবদত্তং হৃদ্যোপিতঃ ।

মুখন্তে ভবিতা পুত্রঃ শঠঃ শব্দবর্জিতঃ ॥ ২৬ ॥

সর্বপ্রাণিশরীরে তু খাসোচ্ছ্বাসঃ সূচগ্রহঃ ।

ন মেহত্র দূষণং কিঞ্চিৎ স্বরভঙ্গে মহানতে ॥ ২৭ ॥

তচ্ছ্রদ্ধা বচনং তস্মৈ গোভিলন্ত মহাজ্ঞানঃ ।

শাপাঙ্কীতো দেবদত্তমুবাচাজিহ্বিতঃ ॥ ২৮ ॥

কথং ক্রুদ্ধোহসি বিপ্রেন্দ্র ! বৃথা ময়ি নিরাগসি ।

অক্রোধনা হি মুনয়ো ভবন্তি স্তখদাঃ সদা ॥ ২৯ ॥

স্নেহপরাধে বিপ্রেন্দ্র ! কথং শপ্তস্তয়া হৃদম্ ।

অপুঞ্জোহং হতপ্তঃ প্রাক্ তাপযুক্তঃ পুনঃ কৃতঃ ॥ ৩০ ॥

মুখপুত্রাদপুত্রত্বং বরং বেদবিদো বিদুঃ ।

তথাপি ব্রাহ্মণো মুখঃ সর্বেষাং নিন্দ্য এব হি ॥ ৩১ ॥

কাম্যোতি । কাম্যকর্মত্রংশে কাম্যাসিক্তিঃ স্মৃতিতঃ ভাবঃ । সজ্জাতে প্রাপ্তে ॥ ২৩ ॥

শব্দবর্জিতো মূকঃ ॥ ২৬ ॥

সর্বপ্রাণিশরীরে খাসোচ্ছ্বাসঃ সূচগ্রহঃ স্বাধীনো নাস্তি তথাচ মদপরাধাভাবে হৃদ্যাক্যঃ  
বদন্তত্বং পুত্রস্তথৈব স্মৃতিতঃ ॥ ২৭—৩০ ॥

আরম্ভ করিলেন ॥২৩—২৪॥ গোভিল ! আপনি মুনিগণের শ্রেষ্ঠ হইয়াও অন্য নিন্দাত্ত অজ্ঞের

স্তায় ব্যর্থকর করিতেছেন ; যেহেতু আমার পুত্রনিমিত্তক কাম্যকর্ম্মদময়ে আপনি স্বরত্ন

করিলেন, ইহাতে আমার কাম্য সিদ্ধির বিষয় ঘটিবার সম্ভাবনা ॥২৫॥ তখন গোভিল অত্যন্ত

কুপিত হইয়া দেবদত্তকে কহিলেন, তোমার পুত্র, মুখ শঠ ও শব্দবর্জিত মূক হইবে ॥ ২৬ ॥

দেখ, প্রাণিগণের দেহে শ্বাস ও উচ্ছ্বাস অত্যন্ত দুর্দ্বা, এই স্বরত্ন বিষয়ে আমার

কিছুই দোষ নাই, তুমি মহাবুদ্ধি হইয়াও কি তাহা বুঝিতে পারিতেছ না ॥ ২৭ ॥ দেবদত্ত

মহাত্মা গোভিলের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া শাপ্তরে ভীত ও অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কহি-

লেন, বিপ্রবর ! আমি নিরপরাধ, আমার প্রতি আপনি বিনা কারণে ক্রুদ্ধ হইলেন কেন ?

দেখুন, মুনিগণ কোথায় এবং সর্বদাই স্তখপ্রদ হইয়া থাকেন ॥ ২৮—২৯ ॥ হে বিপ্রেন্দ্র !

আমার অপরাধ অত্যন্ত অল্প, তাহাতেও আপনি আমাকে এরূপ কঠোর অভিযাচ প্রদান

করিলেন কেন ? আমি পুত্রহীন বলিয়া পূর্বার্থিই স্তখপ্রদ হইয়াছিলাম, এক্ষণে আপনি

আবার আমাকে অধিকতর উতাপিত করিলেন ॥ ৩০ ॥ কারণ, বেদবিদ-পণ্ডিতগণ বলিয়া

পশুবচ্ছবচ্চৈব ন যোগ্যঃ সৰ্বকৰ্ম্মহু ।

কিংকরোমীহ মূৰ্ধেণ পুঞ্জেন দ্বিজসত্তম ! ॥ ৩২ ॥

যথা শূদ্রস্তথা মূৰ্ধেণ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ ।

ন পূজাহৌ ন দানাহৌ নিন্দ্যশ্চ সৰ্বকৰ্ম্মহু ॥ ৩৩ ॥

দেশে বৈ বসমানশ্চ ব্রাহ্মণো বেদবর্জিতঃ ।

করদঃ শূদ্রবচ্চৈব মন্তব্যঃ স চ জুভুজা ॥ ৩৪ ॥

নাসনে পিতৃকার্য্যেয়ু দেবকার্য্যেয়ু স দ্বিজঃ ।

মূৰ্ধঃ সমুপবেশ্যশ্চ কার্য্যাস্ত ফলমিচ্ছতা ॥ ৩৫ ॥

রাজ্ঞাং শূদ্রসমো জ্ঞেয়ো ন যোজ্যঃ সৰ্বকৰ্ম্মহু ।

কৰ্ব্বকস্ত দ্বিজঃ কার্য্যো ব্রাহ্মণো বেদবর্জিতঃ ॥ ৩৬ ॥

বিনা বিপ্রেন কৰ্ত্তব্যং শ্রাদ্ধং কুশবটেন বৈ ।

ন তু বিপ্রেন মূৰ্ধেণ শ্রাদ্ধং কার্য্যং কদাচন ॥ ৩৭ ॥

আহারাদধিকং চান্নং ন দাতব্যমপণ্ডিতে ।

দাতা নরকমাপ্নোতি গৃহীতা তু বিশেষতঃ\* ॥ ৩৮ ॥

তদ্ব্যক্তং বরং পুত্রাদপুত্রত্বং মূৰ্ধশ্চৈত্ববিভা স্মৃত ইতি ॥ ৩১—৩৩ ॥

\* দেশে বসমানো বাসং কুর্য্যাদঃ ॥ ৩৪—৩৮ ॥

ধাকেন যে মূৰ্ধপুত্র অপেক্ষা পুত্র না হওয়াই উত্তম, তন্মধ্যে আবার ব্রাহ্মণের পুত্র মূৰ্ধ হইলে সে সকলেরই নিন্দনীয় হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥ মূৰ্ধপুত্র পুত্র ও শূদ্রের জায় সকল কর্ম্মেরই অযোগ্য ; হে দ্বিজোত্তম ! আমি ইহ লোকে মূৰ্ধপুত্র লইয়া কি করিব ? ॥ ৩২ ॥ মূৰ্ধ ব্রাহ্মণ শূদ্রের জায়, স্ততরাং পুত্রার ও দানের পাত্র হইতে পারে না ; সে সকল কর্ম্মই অযোগ্য হইয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥ বেদবর্জিত ব্রাহ্মণ দেশবর্ধেণ বাস করিলে রাজা তাহাকে শূদ্রের জায় বিবেচনা করিয়া তাহার নিকট হইতে কর গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ৩৪ ॥ যিনি কর্ম্মকল লাভের অভিলাষ করেন, তিনি পিতৃকার্য্যের ও দেবকার্য্যের আসনে কদাচই মূৰ্ধ ব্রাহ্মণকে উপবেশন করাইবেন না ॥ ৩৫ ॥ রাজা মূৰ্ধ ব্রাহ্মণকে শূদ্র সমান জ্ঞান করিয়া তাহাকে কোনও ধর্ম্মকর্মে নিয়োজিত না করিয়া কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত করিবেন ॥ ৩৬ ॥ বিপ্র-গ্রহণ না করিয়া কুশবট নির্মাণ দ্বারা বরং শ্রাদ্ধ ক্রিয়া নির্বাহ করিবে তথাপি শ্রাদ্ধে কদাচই মূৰ্ধ ব্রাহ্মণ গ্রহণ করিবে না ॥ ৩৭ ॥ অপণ্ডিত ব্যক্তিকে পরিমিত আহারের উপযুক্ত অন্ন প্রদান করিবে কদাচই অধিক অন্ন প্রদান করিবে না, তাহা করিলে দাতা বিশেষতঃ গৃহীতা

\* মূৰ্ধস্ত চ বিপ্রস্ত বস্তারমুদরে গতম্ । পত্যন্তে নরকে যোরে সর্কে বৈ তস্ত পূর্বজাঃ ।

ইত্যধিকঃ পাঠঃ কুত্রাপি দৃশ্যতে ।

ধিগ্রাজ্যং তস্য রাজ্যো বৈ যত্র দেশেহবুধা জনাঃ ।

পূজ্যস্তে ব্রাহ্মণা মূৰ্খা দানমানাদিকৈরপি ॥ ৩৯ ॥

আসনে পূজনে দানে যত্র ভেদো ন চাস্মপি ।

মূৰ্খপণ্ডিতয়োৰ্ভেদো জ্ঞাতব্যো বিবুধেন বৈ ॥ ৪০ ॥

মূৰ্খা যত্র স্তগৰ্ব্বিষ্ঠা দানমানপরিগ্রহৈঃ ।

তস্মিন্ দেশে ন বস্তব্যং পণ্ডিতেন কথঞ্চন ॥ ৪১ ॥

অসতামুপকারায় হুর্জ্ঞানানাং বিভূতয়ঃ ।

পিচুমর্দঃ ফলাঢ্যোহপি কাকৈরেবোপভূজ্যতে ॥ ৪২ ॥

ভুক্তাঙ্গং বেদবিদ্বিশ্রো বেদাভ্যাসং কৰোতি বৈ ।

ক্ৰীড়ন্তি পূৰ্ব্বজাতস্য স্বর্গে প্রমুদিতাঃ কিল ॥ ৪৩ ॥

গোভিলাতঃ কিমুক্তং বৈ ত্রয়া বেদবিদ্বত্তম্ ।

সংসারে মূৰ্খপুত্রস্তং মরণাদতিগর্হিতম্ ॥ ৪৪ ॥

কৃপাং কুরু মহাত্মাগ ! শাপস্থানুগ্রহং প্রতি ।

দীনোদ্ধারণশক্তোহসি পতামি ভব পাদয়োঃ ॥ ৪৫ ॥

দেশে অবধা-ইতি ছেদঃ ॥ ৩৯—৪১ ॥

অসতামিতি । যথা পিচুমর্দে নিম্নঃ ফলাঢ্যোহপি কাকৈরেবোপভূজ্যতে । স যথাসং  
কৃতানামুপকারায় তথেষ্টার্থঃ ॥ ৪২—৪৬ ॥

নরকাগামী হয় ॥ ৩৮ ॥ বে রাজার রাজ্যে অপণ্ডিত মূৰ্খ ব্রাহ্মণগণ বাস করে এবং তাহা

দানমানাদি দ্বারা সম্মানিত হয় তাঁহার সেই রাজ্যে দিক্ !! ॥ ৩৯ ॥ যেখানে আসন, পুষ

ও দানাদিতে বিন্দুমাত্রও ভেদ লক্ষিত হইবে না, সেখানে বুধগণ বুদ্ধি দ্বারা মূৰ্খ

পণ্ডিতের প্রভেদ বুঝিয়া লইবেন ॥ ৪০ ॥ যেখানে দান ও মান পরিগ্রহ করিয়া মূৰ্খ

অত্যন্ত গর্হিত হয়, সেই স্থানে পণ্ডিত ব্যক্তি কদাচই বাস করিবেন না ॥ ৪১ ॥ হুর্জ্ঞানদি-

সম্পত্তি অসজ্ঞনের উপকারের নিমিত্তই হইয়া থাকে ; কারণ, নিম্নবুদ্ধিসকল কলাচ্য হইতে

কেবল কাকেরই উপভোগের নিমিত্তই হয় ॥ ৪২ ॥ আর, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অন্ন ভোগ

করিয়াও বেদাভ্যাস করিলে তাঁহার পূৰ্ব্বপুরুষগণ প্রমুদিত হইয়া স্বর্গধামে ক্ৰীড়া করি

থাকেন ॥ ৪৩ ॥ অতএব, হে গোভিল ! আপনি বেদজ্ঞগণের অগ্রগণ্য হইরাও এ কি করি

লেন ? দেখুন, সংসারে মূৰ্খপুত্রপ্রাপ্তি অপেক্ষা মরণও বরং ভাল ; অতএব, কি জন্ত আপ

মহামুনি এবং মহাজ্ঞানী হইরাও আমাকে মূৰ্খপুত্রপ্রাপ্তির অভিসম্পাত প্রদান করি

লেন ? ॥ ৪৪ ॥ হে মহাত্মাগ ! আপনি দীনজনের উদ্ধরণে সমর্থ, আমি আপনার চরণত-

নিপতিত হইতেছি, কৃপা করিয়া আমার অভিশাপ বিবয়ে অন্নগ্রহ করুন ॥ ৪৫ ॥

## লোমশ উবাচ ।

ইত্যাশ্রী দেবদত্তস্ত পতিতস্তস্ত পাদয়োঃ ।

স্তবন্ দীনহাদত্যর্থং কৃপণঃ সাক্ষ্যলোচনঃ ॥ ৪৬ ॥

গোভিলস্ত দয়োৎপন্ন্য দৃষ্টা তং দীনচেতসম্ ।

কৃণকোপা মহাস্তো বৈ পাপিষ্ঠাঃ কল্পকোপনাঃ ॥ ৪৭ ॥

জলং স্বভাবতঃ শীতং পাবকাতৃপযোগতঃ ।

উষ্ণং ভবতি তচ্ছীত্ৰং তদ্বিনা শিশিরং ভবেৎ ॥ ৪৮ ॥

দয়াবান্ গোভিলস্তাহ দেবদত্তং স্ত্রুঃখিতম্ ।

মূৰ্খো ভূত্বা স্ততস্তে বৈ বিদ্বানপি ভবিষ্যতি ॥ ৪৯ ॥

ইতিদত্তবরঃ সোহথ মুদিতোহভুদ্ভিজ্জৰ্ভতঃ ।

ইষ্টিং সমাপ্য বিপ্রান্ বৈ বিসসজ্জ যথাবিধি ॥ ৫০ ॥

কালেন কিয়তা তস্ত ভার্য্যা রূপবতী সতী ।

গৰ্ভং দধার কালে সা রোহিণী রোহিণীসমা ॥ ৫১ ॥

গৰ্ভাধানাদিকং কৰ্ম্ম চকার বিধিবদ্বিজঃ ।

পুংসবনবিধানঞ্চ শৃঙ্গারকরণং তথা ॥ ৫২ ॥

• সীমস্তোম্ময়নং চৈব কৃতং বেদবিধানতঃ ।

দদৌ দাদানি মুদিতো মত্রেষ্টিং সফলাং তথা ॥ ৫৩ ॥

কল্পকোপনাঃ বহুকালপর্য্যন্তং কোপবন্তঃ ॥ ৪৭—৫৩ ॥

লোমশ কহিলেন, মুনিগণ! দেবদত্ত এই বলিয়া তাঁহার চরণতলে নিপতিত হইলেন এবং দীন ও সাক্ষ্যলোচন হইয়া অত্যন্ত ছঃখিত হৃদয়ে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬ ॥ তখন, তাঁহাকে দীনচিত্ত দর্শন করিয়া গোভিলের দয়ার উদয় হইল, কারণ ষাটার মহান, কৃণকাল পরেই তাঁহাদের কোপ শাস্তি হইয়া যায়, আর পাপিষ্ঠগণের ক্রোধ বহুকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥ জল স্বভাবতই শীতল কিন্তু পাবক বা আতপযোগে উষ্ণ হইয়া উঠে, কিন্তু তাহার অভাবে শীতল হইয়া থাকে ॥ ৪৮ ॥ তখন দয়াবান্ গোভিল স্ত্রুঃখিত দেবদত্তকে কহিলেন, তোমার পুত্র মূৰ্খ হইয়াও তৎপরে বিদ্বান্ হইবে ॥ ৪৯ ॥ সেই দ্বিজ-বর দেবদত্ত এইরূপে বর প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত হর্ষলাভ করিলেন; অনন্তর, সেই বজ্র সমাপন করিয়া বিপ্রগণকে যথাবিধি দক্ষিণা দিয়া বিদায় করিলেন ॥ ৫০ ॥ কালবশে তাঁহার রূপবতী পতিব্রতা রোহিণীভূত্যা রোহিণীনারী ভার্য্যা গৰ্ভধারণ করিল ॥ ৫১ ॥ দেবদত্ত গৰ্ভাধান পুংসবন প্রভৃতি শুদ্ধসাধন কৰ্ম্মসমুদয় বিধিপূৰ্কক সম্পাদন করিলেন ॥ ৫২ ॥ তিনি বেদবিধি

শুভেহি-স্বযুবে পুত্রং রোহিণী রোহিণীযুতে ।  
 দিনে লগ্নে শুভেহিত্যর্থং জাতকর্ম চকার সঃ ॥ ৫৪ ॥  
 পুত্রদর্শনকং কৃৎস্না নামকর্ম চকার চ ।  
 উতথ্য ইতি পুত্রস্ত কৃতং নাম পুরাবিদা ॥ ৫৫ ॥  
 স চাষ্টমে তথা বর্ষে শুভে বৈ শুভবাসরে ।  
 তন্ত্রোপনয়নং কর্ম চকার বিধিবৎ পিতা ॥ ৫৬ ॥  
 বেদমধ্যাপয়ামাস গুরুস্তং বৈ ত্রতে স্থিতম্ ।  
 নোচ্চচার তথোতথ্যঃ সংস্থিতো মুদ্ধবস্তদা ॥ ৫৭ ॥  
 বজ্রা পাঠিতঃ পিত্রা ন দধার মতিং শঠঃ ।  
 মুঢ়বত্তিষ্ঠতেহিত্যর্থং তং শুশোচ পিতা তদা ॥ ৫৮ ॥  
 এবং কুর্ক্বন্ সদাত্যাসং জাতো দ্বাদশবার্ষিকঃ ।  
 ন বেদ বিধিবৎ কর্তুং সক্ষ্যাবন্দনকং বিধিম্ ॥ ৫৯ ॥  
 মুখোহভূদिति লোকেষু গতা বার্তাতিবিস্তরম্ ।  
 ব্রাহ্মণেষু চ সর্কেষু তাপসেদিতরেষু চ ॥ ৬০ ॥

(রোহিণীযুতে রোহিণীনক্ষত্রসংযুক্তে শুভদিনে ॥ ৫৪—৫৫ ॥

স চাষ্টমে ইতি। গভাষ্টমেহং কুরীত ব্রাহ্মণতোপনয়নমিতি বচনাৎ গভাদষ্টমে বর্ষে ইত্যর্থঃ ॥ ৫৬—৬০ ॥)

অনুসারে সীমন্তোন্নয়ন সমাপন পূর্বক তাঁহার পুত্রের ষাণ্ড সফল হইল বিবেচনা করিয়া ছট্-  
 চিত্তে ব্রাহ্মণদিগকে বিবিধ বস্তু দান করিলেন ॥ ৫০ ॥ অনন্তর রোহিণী, রোহিণীযুক্ত জলগ্নে  
 ও শুভদিনে পুত্র প্রদব করিলে দেবদত্ত নবজাত পুত্রের জাতক্রিয়াদি সম্পাদন পূর্বক পুত্র  
 দর্শন করিলেন। পরে, সেই পুরাবিদ দেবদত্ত পুত্রের উতথ্য এই নাম ব্রহ্মা করি-  
 লেন ॥ ৫৪—৫৫ ॥ অনন্তর, পুত্র অষ্টমবর্ষে উপনীত হইলে দেবদত্ত তাহার উপনয়ন ক্রিয়া  
 যথাবিধি সম্পাদন করিলেন ॥ ৫৬ ॥ তৎপরে শুদ্ধ উতথ্যকে ব্রহ্মচর্য্যত্রয়বলম্বী করিয়া  
 তাহাকে বেদ পড়াইতে আরম্ভ করিলে সে কোনও বাক্য উচ্চারণ না করিয়া কেবল  
 মুঢ়ের দ্বায় বলিয়া থাকিত। তাহার পিতা তাহাকে বহুপ্রকারে পড়াইলেও সেই শঠ  
 মুনিবালক কিছুতেই মনোযোগ করিল না কেবল মুঢ়ের দ্বায় বলিয়াই রহিল, তদুপরে  
 তাঁহার পিতা অত্যন্ত হুঃখিত ও অশুভল হইলেন ॥ ৫৭—৫৮ ॥ এইরূপ অভ্যাস করিতে  
 করিতে দ্বাদশ বর্ষ অগীত হইল তথাপি সে বিধি পূর্বক সক্ষ্যাবন্দনাদি শিক্ষা করিতে  
 সমর্থ হইল না ॥ ৫৯ ॥ দেবদত্তের পুত্র উতথ্য অতিশয় মূর্খ হইল এই জনরব, সবত ব্রাহ্মণ  
 তাপস এবং অন্তান্ত ইতর জনগণের মধ্যে বিস্তারিত হইয়া পড়িল ॥ ৬০ ॥ উতথ্য

জহাস লোকন্তং বিপ্রং যত্র তত্র গন্তং বনে ।

পিতা মাতা নিমিত্তার্থং মূৰ্খং তমতিভৎসয়ন্ ॥ ৬১ ॥

নিমিত্তোহর্থ জর্নৈঃ কামং পিতৃভ্যামর্থ বান্ধবৈঃ ।

বৈরাগ্যমগমম্বিপ্ৰো জগাম বনমপ্যাসৌ ॥ ৬২ ॥

অন্ধো বরস্তথা পত্নীম্ মূৰ্খস্ত বরঃ স্ততঃ ।

ইত্যুক্তোহসৌ পিতৃভ্যাং বৈ বিবেশ কাননং প্রতি ॥ ৬৩ ॥

গঙ্গাতীরে শুভে স্থানে কুছোটিজমমুভমম্ ।

বন্যাং বৃত্তিঞ্চ সঙ্কল্প্য স্থিতস্তত্র সমাহিতঃ ॥ ৬৪ ॥

নিয়মঞ্চ পরং কৃত্বা নাসত্যং প্রব্রবীম্যাহম্ ।

স্থিতস্তত্রোশ্রমে রম্যে ব্রহ্মচর্য্যত্রতো হি সঃ ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিকাং তৃতীয়স্কন্ধে  
সত্যত্রতকথায়োগেন বাগবীজমাহাদ্ব্যবর্ণনং নাম দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

উটজং কুটম্ । বন্যাং বৃত্তিঃ ফলমুলাশনরূপাম্ ॥ ৬৪—৬৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

বনস্থলীর যে কোন স্থলে গমন করিলে লোক সকল তাহাকে দেখিয়া উপহাস করিত এবং তাহার পিতা ও মাতা, সেই মূৰ্খ পুত্রকে ভৎসনা করিয়া সততই নিন্দা করিত ॥ ৬১ ॥ এইরূপে সকল লোক জনক জননী এবং বান্ধবগণ কর্তৃক নিন্দিত হইলে উতথ্যের চিন্তে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল ॥ ৬২ ॥ একদিন তাহার পিতা মাতা, বরং অন্ধ এবং পত্নী পুত্র ভাল ভাষি পুত্র পুত্র কোন কার্য্যেরই নহে, তাহা হইতে ছঃখলাভ ব্যতীত কোনও প্রকার সুখ-লাভের সম্ভাবনা থাকে না, এইরূপ ভৎসনা করিলে উতথ্য বৈরাগ্য আশ্রয় পূর্বক নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ৬৩ ॥ অনন্তর, গঙ্গাতীরে বিষবিহীন সুশোভন স্থানে এক উত্তম কুটির নির্মাণ করিয়া, বনজাতি ফলমূল দ্বারা আহারক্রিয়া সম্পাদন পূর্বক সমাহিত চিন্তে অবস্থিতি করিতে লাগিল । উতথ্য উত্তমরূপ নিয়ম অবলম্বন পূর্বক “আমি কখনই মিথ্যা কহিব না” এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া ব্রহ্মচর্য্যত্রত ধারণ করত সেই ব্রহ্মণীয় আশ্রমে অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ৬৪—৬৫ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকোক্ত মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগ-  
বতের তৃতীয়স্কন্ধে সত্যত্রতকথা উপলক্ষে বাগবীজের মাহাদ্ব্য-  
কথন নামক দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

## একাদশোহ্যায়ঃ ।

লোমশ উবাচ ।

ন বেদাধ্যয়নং কিঞ্চিজ্ঞানাতি ন জপং তথা ।  
ধ্যানং ন দেবতানাঞ্চ ন চৈবারাধনং তথা ॥ ১ ॥  
নাসনং বেদ বিপ্রোহসৌ প্রাণায়ামং তথা পুনঃ ।  
প্রত্যাহারস্ত নো বেদ ভূতশুদ্ধিঞ্চ কারণম্ ॥ ২ ॥  
ন মন্ত্রং কীলকং জপ্যং গায়ত্রীঞ্চ ন বেদ সং ।  
শৌচং স্নানবিধিঞ্চ চৈব তথাচমনকং পুনঃ ॥ ৩ ॥  
প্রাণায়িহোত্রং নো বেদ বলিদানং ন চাতিথিম্ ।  
ন সঙ্ঘ্যাং সমিধো হোমং বিবেদ চ তথা মুনিঃ ॥ ৪ ॥  
সোহকরোং প্রাতরুখ্যায় যৎকিঞ্চিদন্তধাবনম্ ।  
স্নানঞ্চ শূদ্রবস্ত্রং গঙ্গায়াম্ মন্ত্রবর্জিতম্ ॥ ৫ ॥  
ফলান্ভাদায় বস্ত্রানি মধ্যাহ্নেহপি যদৃচ্ছয়া ।  
ভক্ষ্যাতক্ষ্যপরিজ্ঞানং ন জানাতি শঠস্তথা ॥ ৬ ॥  
সত্যং ব্রুতে স্থিতস্তত্র নানৃতং বদতে পুনঃ ।  
জনৈঃ সত্যতপা নাম কৃতমশ্রু দ্বিজস্য বৈ ॥ ৭ ॥

অষ্টপকাশক্তিরেব পদ্যৈঃ সত্যব্রতস্ত হ ।

বাগ্বীলোচ্চারণাৎ সিদ্ধিজ্ঞাতেতি পরিগীরতে ॥

যনং গন্তস্তোতথ্যস্ত ব্রতমাহ লোমশঃ ন বেদেতি ॥ ১ ॥

কারণং সর্কেষ্বরঞ্চ ন বেদ ॥ ২—৪ ॥

তর্হি তত্র কিমকরোন্তত্রাহ সোহকরোদিতি ॥ ৫—৬ ॥

সত্যমেব তপো যন্ত স সত্যতপা অয়ঞ্চ ঋষিঃ সত্য ইতি সত্যতপারাধীতর ইতি তৈত্তি-  
রীয়শ্চত্বিপ্রসিদ্ধঃ ॥ ৭ ॥

লোমশ কহিলেন, মুনিগণ! দেবদত্তপুত্র উত্থা বেদাধ্যয়ন, জপ, ধ্যান, দেবতাদিগের  
আরাধনা, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ভূতশুদ্ধি, মন্ত্র, কীলক, গায়ত্রী, শৌচ, স্নানবিধি,  
আচমন, প্রাণায়িহোত্র, বলিদান, আতিথ্য, সঙ্ঘ্যা, সমিধাহরণ ও হোম এই সকল বিষয়ের  
কিছুই জানিত না, প্রত্যহ প্রাতঃকালে উঠিয়া বথাকথঞ্চিৎরূপে দন্তধাবন এবং পঙ্গাবলে  
শূদ্রের ভ্রায় মন্ত্রবর্জিত স্নান করিত ॥ ১—৫ ॥ সেই শঠের ভক্ষ্যাতক্ষ্য জ্ঞান ছিল না, মধ্যাহ্ন-  
কাল উপস্থিত হইলে যদৃচ্ছাক্রমে বস্ত্রফল আহরণ করিয়া ভক্ষণ করিত ॥ ৬ ॥ কিন্তু সেই

নাহিতং কস্তচিৎ কুর্যাম তথাপি হিতং কচিৎ ।  
 স্বখং স্বপ্নিতি তত্রৈব নির্ভয়শ্চিস্তয়ম্মিতি ॥ ৮ ॥  
 কদা মে মরণং ভাবি দুঃখং জীবামি কাননে ।  
 জীবিতং দিক্ চ মূৰ্খস্য তরসা মরণং ভ্রবম্ ॥ ৯ ॥  
 দৈবেনাহং কৃতো মূৰ্খো নাশ্চোহত্র কারণং মম ।  
 প্রাপ্য চৈবোত্তমং জন্ম যথা জাতং মমাধুনা ॥ ১০ ॥  
 যথা বন্ধ্যা স্তরূপা চ যথা বা নিষ্ফলো ভ্রমঃ ।  
 অদ্বন্দ্বদোহা ধেমুশ্চ তথাহং নিষ্ফলঃ কৃতঃ ॥ ১১ ॥  
 কিং নু নিন্দাম্যহং দৈবং নুনং কৰ্ম্ম মমেদৃশম্ ।  
 ন দত্তং পুস্তকং কৃত্বা ব্রাহ্মণায় মহাত্মনে ॥ ১২ ॥  
 ন বৈ বিদ্যা ময়া দত্তা পূৰ্ব্বজন্মনি নিৰ্ম্মলা ।  
 তেনাহং কৰ্ম্মযোগেন শঠোহস্মি চ দ্বিজাধমঃ ॥ ১৩ ॥  
 ন চ তীৰ্থে তপস্তপ্তং সেবিতা ন চ সাধবঃ ।  
 ন দ্বিজাঃ পূজিতা দ্রব্যৈস্তেন জাতোহস্মি দুষ্কৰীঃ\* ॥ ১৪ ॥

নাহিতং কস্তচিৎ কুর্যাদিতি । জানাতীতি শেষঃ । চিস্তয়ন্নীতীতি ইতি বক্ষ্যমাণপ্রকা-  
 রেণ ॥ ৮—১০ ॥

অদ্বন্দ্বদোহেতি । ন বিদ্যাতে দ্বন্দ্বং পয়ো দোহে দোহনে যন্তাঃ সা ॥ ১১ ॥

স্থানে অবস্থিতি করিয়া সদা সত্য কথা বলিত কদাচই মিথ্যা কহিত না, সেই হেতু তদ্রুপিত জনপুত্র তাহার “সত্যতপা” এই নাম রাখিয়াছিল ॥ ৭ ॥ সেই উত্থা কাহারও অহিত বা হিত করিত না, সেই স্থানেই সুখে নিজা বাইত; কিন্তু মনে মনে চিন্তা করিত যে, কখন আমার মরণ হইবে, বন মধ্যে এইরূপ দুঃখে থাকিয়া আর কতদিন বাঁচিতে হইবে, মূৰ্খের জীবনে দিক্, মূৰ্খের সম্বন্ধ মরণই উত্তম কর ॥ ৮—৯ ॥ দৈবই আমাকে মূৰ্খ করিয়াছেন, এ বিষয়ে অজ্ঞ কোনও কারণ দেখিতে পাই না; হায়! আমি অত্যাশ্রম মানব জন্ম লাভ করিয়াছিলাম, কিন্তু দৈববশে তাহা বিফল হইল ॥ ১০ ॥ হায়! রূপবতী বন্ধ্যা, দুঃখহীনা ধেমু এবং ফলহীন পাদপ যেমন নিষ্ফল হয়, সেইরূপ দৈব আমার জীবনকেও বিফল করিল ॥ ১১ ॥ অহো! আমি দৈবনিন্দাই বা কেন করিতেছি ইহা আমারই কৰ্ম্ম-ফল, আমি পূৰ্বে পুস্তক প্রদত্ত করিয়া মহাত্মা ব্রাহ্মণকে দান করি নাই বলিয়াই আমার এইরূপ মূৰ্খতা-বাটীরাছে ॥ ১২ ॥ আমি পূৰ্ব্বজন্মে প্রিয়শিষ্যগণকে বিমল বিদ্যা দান করি

\* দ্বিজাতাস্ত তেনাহং জাতোহস্মি ন জন্মনি কিল ।

ইতি বা পাঠঃ ।



বর্তন্তে মুনিপুত্রাশ্চ বেদশাস্ত্রার্থপারগাঃ ।

অহং হুমূঢ়ঃ সঞ্জাতো দৈবযোগেন কেনচিৎ ॥ ১৫ ॥

ন জানামি উপস্তুপুং কিং করোমি স্মসাধনম্ ।

মিথ্যায়ং মেহত্র সঙ্কল্পো ন মে ভাগ্যং শুভং কিং ॥ ১৬ ॥

দৈবমেব পরং যন্তে ধিক্ পৌরুষমনর্থকম্ ।

বৃথা শ্রমকৃতং কার্য্যং দৈবান্তবতি সর্ব্বথা ॥ ১৭ ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ শক্রাদ্যাঃ কিং দেবতাঃ ।

কালস্ত বশগাঃ সর্ব্বে কালো হি ছরতিক্রমঃ ॥ ১৮ ॥

এবংবিধানং বিতর্কাস্ত কুর্বাণোহহর্নিশং দ্বিজঃ ।

স্থিতস্তত্রাশ্রমে তীরে জাহ্নব্যাঃ পাবনে স্থলে ॥ ১৯ ॥

বিরক্তঃ স তু সঞ্জাতঃ স্থিতস্তত্রাশ্রমে দ্বিজঃ ।

কালান্তিবাহনং শাস্ত্রশ্চকার বিজনে বনে ॥ ২০ ॥

কিংবিত্তি । দৈবঃ বিধিঃ কিম্ কিমর্থং নিন্দামি যতো মম কশ্মৈবেদৃশং ভবতি বিদেঃ  
কর্ম্মানুরূপমেব ফলদাতৃত্বাৎ ॥ ১২—১৫ ॥

ইদং ন ময়া কৃতমিতি সঙ্কল্পঃ পশ্চাত্তাপোহপি মিথ্যৈব যতো ভাগ্যং মে শুভং নাতি  
ততঃ পশ্চাত্তাপেহপি ন সংকর্ম্ম ভবিষ্যদহীতীতি ॥ ১৬ ॥  
বুধেতি । অশ্রমে পৌরুষেণ কৃতং কার্য্যং দৈবাৎ সর্ব্বথা বৃথা ভবতি ॥ ১৭—২১ ॥

নাই সেই কারণেই শঠ ও দ্বিজাধম মূর্খ হইয়াছি ॥ ১৩ ॥ আমি, তীর্থস্থানে তপস্তা করি  
নাই, সাধুজনের সেবা করি নাই, অস্বাজাত দ্বারা দ্বিজগণের পূজা করি নাই সেই সমস্ত  
কারণেই আমি দুইবুদ্ধি হইয়া অন্যগ্রহণ করিয়াছি ॥ ১৪ ॥ বহুতর মুনিপুত্র বেদ ও শাস্ত্রার্থের  
পারগামী হইয়াছেন, কিন্তু আমি কোন দৈবযোগবশত এইরূপ মূঢ় হইয়া কালব্যাপন  
করিতেছি ॥ ১৫ ॥ আমি ত তপস্তা করিতে জানি না, তবে আর কি প্রকারে তপস্তা সাধন  
করিব, আমার তপশ্চরণবিষয়ের সঙ্কল্প করাই বৃথা; আমার ভাগ্য অতিশয় মন্দ,  
অতএব আমার সংসঙ্কল্প কোনমতেই সম্পন্ন হইয়া উঠিবে না ॥ ১৬ ॥ আমি দৈবকেই  
সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ মনে করি, নিরর্থক পৌরুষকে ধিক্; যেহেতু উদ্যোগ ও পরিশ্রমাদি  
দ্বারা কৃত কার্য্য সকল দৈবদ্বারা সর্ব্বতোভাবেই নিফল হইয়া যায় ॥ ১৭ ॥ কাল অত্যন্ত  
হ্রস্বতীক্রমণীয়; কারণ, ব্রহ্মা বিষ্ণু, রুদ্র ও শক্রাদি দেবতাগণ সকলেই কালের অধীন ॥ ১৮ ॥

ঐবিগণ! সেই দ্বিগুপ্ত উত্থা এবংবিধ বিবিধ বিতর্ক করিয়া জাহ্নবীর স্পর্শবিজ্ঞ তীরস্থিত  
সেই আশ্রমে অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ১৯ ॥ পরে, সেই আশ্রমস্থলে বাস করিতে করিতে  
ক্রমে ক্রমে সকল বিষয়েই বিরক্ত হইয়া উঠিল এবং শাস্ত্রতীব অবলম্বন পূর্ব্বক অতিকষ্টে

এবং স্থিতস্ত তু বনে বিমলোদকে বৈ  
 বর্ষাণি তত্র নব পঞ্চ গতানি কামম্ ।  
 নারাদনং ন চ জপং ন বিবেদ মন্ত্রং  
 কালাতিবাহনমসৌ কৃতবান্ বনে বৈ ॥ ২১ ॥  
 জানাতি তস্ত বিততং ব্রতমেব লোকঃ  
 সত্যং বদত্যপি মুনিঃ কিল নাম জাতম্ ।  
 জাতং যশশ্চ 'সকলেষু জনেষু কামং  
 সত্যব্রতোহয়মনিশং ন মুষাভিভাষী ॥ ২২ ॥  
 তত্রৈকদা তু যুগয়াং রমমাণ এব  
 প্রাপ্তৌ নিষাদিনিশঠৌ ধৃতচাপবাণঃ ॥  
 ক্রীড়ন্ বনেহতিবিপুলে যমতুল্যদেহঃ  
 ক্রুরাকৃতির্হননকর্ম্মণি চাতিদক্ষঃ ॥ ২৩ ॥  
 তেনাতিকৃষ্টেন শরেণ বিদ্ধঃ  
 কোলঃ কিরাতেন ধমুর্ধ্বরেণ ।  
 পলায়মানো ভয়বিহ্বলশ্চ  
 মুনেঃ সমীপং বিক্রতো জগাম ॥ ২৪ ॥

সত্যং বদতীতি ব্রতমিত্যর্থঃ । অতএব সত্যতপা ইতি নাম জাতমিত্যর্থঃ ॥ ২২—২৩ ॥  
 কোলো বরাহঃ ॥ ২৪—২৫ ॥

সেই বিজনবনে কাল বাপন করিতে লাগিল ॥ ২০ ॥ এইরূপে বিমলজল-সম্বিত অরণ্য মধ্যে  
 বাস করিতে করিতে তাহার চতুর্দশ বৎসর অতীত হইয়া গেল । তথাপি তাহার আরাধনা,  
 জপ ও মন্ত্রাদি কিছুই জ্ঞান হইল না, কেবলমাত্র সেই বনে বাস করিয়া কালবাপন করিতে  
 লাগিল ॥ ২১ ॥ জনগণ, তাহার একমাত্র ব্রত অবগত ছিল যে, এই মুনি সত্যতাই সত্য  
 কথা কহিয়া থাকেন, এই জন্যই ইহার সত্যব্রত নাম হইয়াছে এবং তাহার এই এক  
 যশঃ সকল লোক মধ্যে প্রেথিত হইল যে, ইনি “সত্যব্রত” ইনি কখনই মিথ্যা কথা  
 কহেন না ॥ ২২ ॥

একদিন দ্বিতীয় বনের স্থায় ক্রুরাকৃতি এবং যুগয়ায় অতিশয় নিপুণ নিশঠ নামে নিষাদ  
 ধনুঃশর ধারণ পূর্বক যুগয়ায় উৎসুক হইয়া যুগয়া ক্রীড়া করিতে করিতে সেই সুবিন্দীর্ণ  
 অরণ্যমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ২৩ ॥ অনন্তর, সেই ধমুর্ধারী কিরাত আকর্ণ আকর্ণণ  
 পূর্বক হুতীক শরবারা এক বরাহকে বিদ্ধ করিলে সে ভয়বিহ্বলচিত্তে পলায়ন পূর্বক

বিকম্পমানো রুধিরার্দ্দদেহো  
 যদা জগামাশ্রমমণ্ডলং বৈ ।  
 কোলস্তদাভীষ দয়াদ্র্ভাবঃ  
 প্রাপ্তো মুনিস্তত্র সমীক্ষ্য দীনম্ ॥ ২৫ ॥  
 অগ্রে ব্রজস্তং রুধিরার্দ্দদেহং  
 দৃষ্ট্বা মুনিঃ শূকরমাশু বিক্রম ।  
 দয়াভিবেশাদতিকম্পমামঃ  
 সারস্বতং বীজমথোচ্চচার ॥ ২৬ ॥  
 অজ্ঞাতপূর্ব্বঞ্চ তথাশ্রুতঞ্চ  
 দৈবান্মুখে বৈ সমুপাগতঞ্চ ।  
 ন জ্ঞাতবান্ বীজমসৌ বিমূঢ়ো  
 মমজ্জ শোকো স মুনির্মহাজ্ঞা ॥ ২৭ ॥  
 কোলঃ প্রবিষ্টাশ্রমমণ্ডলং তদ  
 স্থিতো নিকৃঞ্জে প্রবিলীয় গৃঢ়ম্ ।  
 অপ্রাপ্তমার্গো দৃঢ়নিৰ্ব্বিঘ্নচেতাঃ  
 প্রবেপমানঃ শরপীড়িতত্বাৎ ॥ ২৮ ॥

সারস্বতং বীজমিতি । ঐঐ ইতি শব্দং চকারেত্যর্থঃ । স্বভাব এবাযং মলুষাণাং দুঃখা-  
 তুরং দৃষ্ট্বা ঐঐ ইতি শব্দ উচ্চারয়ীত্ব ইতি ॥ ২৬ ॥

ন জ্ঞাতবানিতি । ময়া যদুচ্চারিতং তদ্বীজমন্তীতি ন জ্ঞাতবান্ অথ চ তং শূকরং দৃষ্ট্বা  
 শোকো মমজ্জ চ ॥ ২৭ ॥

নিকৃঞ্জে নিবিড়বৃক্ষদেশে প্রবিলীয়াদৃষ্টো ভূত্বা ॥ ২৮ ॥

অতিশয় বেগে ধাবমান হইয়া সেই সত্যব্রত মুনির সম্মিথানে উপস্থিত হইল ॥ ২৪ ॥ শূকর  
 আশ্রমে আসিয়া ভয়ে ধরধর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, তাহার দেহ রুধিরধারায় আর্দ্র  
 হইয়া গেল ; মুনি সেই দীন ভাবাপন্ন বরাহকে দর্শন করিয়া দয়াদ্র্ভিচ্ছ হইলেন ॥ ২৫ ॥  
 শরবিক শূকর রুধির ধারায় আর্দ্র হইয়া সম্মুখে গমন করিতেছে ইহা দর্শন করিয়াই সত্য-  
 ব্রতের মানসে দয়ার আবেশ হইল, তাহাতে তিনি কম্পমান হইতে লাগিলেন এবং দুঃখা-  
 তুর জীবদর্শনে মায়াবতা স্নাত স্বভাবের বশবর্তী হইয়া ঐ ঐ এইরূপ বিস্ময়ীন সরস্বতীর  
 বীজময় উচ্চারণ করিলেন ॥ ২৬ ॥ সেই মূৰ্খ ব্রাহ্মণপুত্র ঐকার্য্যানন্দকে যে সারস্বত বীজ তাহা  
 পূর্বে কথনও শ্রবণ করেন নাই এবং অস্ত্র কোবুৎ রূপে জামিতে পারেন নাই । দৈবাৎ  
 তাহা মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল সেই অস্ত্র তিনিও বলিয়া কেমিলেন ; কিন্তু সেই মহাত্মা

ততঃ কণাদাকরণান্তঃকৃতঃ

চাপং দধানোহিতিকরালদেহঃ ।

প্রাপ্তস্তদন্তে স চ মৃগ্যমাণো

নিষাদরাজঃ কিল কাল এব ॥ ২৯ ॥

দৃষ্টা মুনিং তত্র কুশাসনে স্থিতং

নাম্না তু সত্যত্রতমদ্বিতীয়ম্ ।

ব্যাধঃ প্রণম্য প্রমুখে স্থিতোহসৌ

পপ্রচ্ছ কৌলঃ ক গতো দ্বিজেশ ! ॥ ৩০ ॥

জানামি তেহং স্তত্রতং প্রসিদ্ধং

তেনাদ্য পৃচ্ছে মম বাণবিক্রম্ ।

ক্ষুধাদ্বিতং মে সকলং কুটুম্বং

বিভর্তুকামঃ কিল আগতোহস্মি ॥ ৩১ ॥

বৃত্তিস্মৈষা বিহিতা বিধাত্রা

নংন্যাস্তি বিপ্রেন্দ্র ! ঋতং ব্রবীমি ।

ভর্তব্যমেবেহ কুটুম্বমঞ্জসা

কেনাপ্যুপায়েন শুভাশুভেন ॥ ৩২ ॥

তত ইতি । শূকরে আশ্রমং প্রবিষ্টানন্তরং নিবিড়বনে গতে সতি ততোহনন্তরমেবা-  
করণান্তঃ কৃতঃ করণং শ্রোত্রেস্ত্রিয়ং তৎপর্যন্তঃ কৃতং চাপং দধান ইত্যর্থঃ ॥ ২৯—৩০ ॥

কিল আগতোহস্মীত্যত্র সদ্ধ্যভাব আর্থঃ ॥ ৩১—৩২ ॥

মুনী শূকরকে অত্যন্ত আতুর দেখিয়া শোকে নিমগ্ন হইলেন ॥ ২৭ ॥ অনন্তর শরপীড়িত,  
অত্যন্ত খিন্নচিত্ত শূকর কাঁপিতে কাঁপিতে আশ্রমমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইল এবং আর গধ না  
পাইয়া নিবিড় নিরুজ্জ মধ্যে লীন হইয়া গৃঢ়ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ২৮ ॥  
কণকাল পরেই, ভীষণমূর্ত্তি দ্বিতীয় যমের ভায় সেই নিষাদরাজ, আকর্ণাকৃষ্ট শরাসন ধারণ  
পূর্ব্বক সেই শূকরের অন্বেষণ করিতে করিতে সত্যত্রতের সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত  
হইল ॥ ২৯ ॥ সেইখানে সত্যত্রত মুনিকে মোনাবলম্বী এবং কুশাসনে একাকী উপবিষ্ট  
দেখিয়া ব্যাধ প্রণামান্তে তাঁহার সম্মুখে অবস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, দ্বিজবর! বাণবিক্র  
শূকর কোন্ দিকে গমন করিল? ব্রহ্মন্! আমি আপনার স্তত্রস্থিতি সত্যত্রতের বিষয়  
অবগত আছি, এই জন্তই আপনাকে বাণবিক্র শূকরের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি । আমার  
পরিবারবর্গ সকলেই ক্ষুধার কাতুর, ভাহাদিগের পোষণ কামনার মৃগয়ার আগমন করি-  
য়াছি, পণ্ডয়ারণ করই আমার বিধিনির্দিষ্ট বৃত্তি, আমার ইহাতির অন্ত কোনও জীবনো-

সত্যং ব্রবীষ্যাম্য সত্যব্রতোহসি

ক্ষুধাতুরো বর্ততে পৌষ্যবর্গঃ ।

কাসৌ গতঃ শূকরো বাণবিদ্ধঃ

পৃচ্ছাম্যহং বাভব ! বৃহি ভূর্ণম্ ॥ ৩৩ ।

তেনেতি পৃষ্ঠঃ স মুনির্মহাত্মা

বিতর্কমগ্নঃ প্রবভূব কামম্ ।

সত্যব্রতং মেহদ্য ভবেম ভগ্নং

ন দৃষ্ট ইত্যাচ্চারিতেন কিং বৈ ॥ ৩৪ ॥

গতোহত্র কোলঃ শরবিদ্ধদেহঃ

কথং ব্রবীষ্যাম্য মুমাম্বা বা ।

ক্ষুধাদিতোহয়ং পরিপৃচ্ছতীব

দৃষ্টা হনিষ্যত্যপি শূকরং বৈ ॥ ৩৫ ॥

সত্যং ন সত্যং খলু যত্র হিংসা

দয়ান্বিতং চানুতমেব সত্যম্ ।

হিতং নরাণাং ভবতীহ যেন

তদেব সত্যং ন তথাত্মৈব ॥ ৩৬ ॥

সত্যমিতি । ভবান্ সত্যং ব্রবীতু ॥ ৩৩ ॥

বিতর্কমগ্নঃ সন্দেহমগ্নঃ । সন্দেহসেবাহ সত্যমিতি । ন দৃষ্ট ইত্যাচ্চারিতে মম সত্যব্রতং ভগ্নং ন ভবেৎ কিং অপিতু ভবেদেব ॥ ৩৪ ॥

অতো গতঃ কোলঃ শরবিদ্ধদেহ ইত্যম্বা সত্যং বক্তব্যমিতি চেত্তত্রাহ কথং ব্রবীমীতি । হিংসাদোষভরাদপি সত্যং কথং ব্রবীমীতি । তত উভয়তো দোষান্ম্বা বাম্বা কথং ব্রবীমীতি । কথং ব্রবীমীতি বাক্যস্ত দেহলীলীপকত্বায়েনাশয়ঃ । সত্যে উক্তেহয়ং হনিষ্যত্যো-বেত্যাহ । ক্ষুধাদিত ইতি ॥ ৩৫ ॥

পায় নাই, ইহা আপনাকে সত্যই বলিতেছি, অনিলিত হউক বা নিলিতই হউক যে কোনও উপায় দ্বারা কুটুম্ববর্গের পোষণ করা কর্তব্য, তন্নিমিত্তই আমি এই কার্যে প্রযত্ন হইয়াছি ॥ ৩০—৩২ ॥ হে ব্রহ্মন্ ! আপনি সত্যব্রত নামে বিখ্যাত, আমার পোষ্যবর্গ উপবাসী, আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, সেই বাণবিদ্ধ শূকর কোথায় গেল আপনি সখরক্তা কুরিয়া এবিষয়ের উত্তর প্রদান করুন ॥ ৩৩ ॥ সেই নিষাদ এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলে মহাত্মা সত্যব্রত মুনী সংশয় সমুজ্জ্বল নিমগ্ন হইলেন ; তিনি তাবিত্তে লাপিলেন, আমি যদি “দেখিনাই” এই বাক্য উচ্চারণ করি তবে আমার সত্যব্রত কি ভঙ্গ হইবে না ? অবশ্যই ভঙ্গ হইবে ॥ ৩৪ ॥ শরবিদ্ধ শূকর এই স্থান দিয়া গিয়াছে সত্য, তবে কিরূপে নিষা বলিব ?

হিতং কথং শ্রাদ্ধভয়োর্বিরুদ্ধয়ো-

স্তুত্বত্তরং কিং ন যথা যুধা বচঃ ।

বিচারয়ন্ বোড়বক্ষ্মসঙ্কটে

ন প্রাপ বক্তুং বচনং যথোচিতম্ ॥ ৩৭ ॥

বাণাহতং বীক্ষ্য দয়াস্বিতেন

কোলং তদন্তে সমুদাহৃতং বচঃ ।

তেন প্রসম্মা নিজবীজতঃ শিবা

বিদ্যাং ছরাপাং প্রদদৌ চ তন্মৈ ॥ ৩৮ ॥

বীজোচ্চারণতো দেব্যা বিদ্যা প্রস্মুরিতাখিলা ।

বাল্মীকেশচ যথাপূর্বং তথা স হভবৎ কবিঃ ॥ ৩৯ ॥

সত্যং ন সত্যমিতি । যেন সত্যভাষণে হিংসা ভবতি তং সত্যং সত্যং ন ভবতি  
দয়াস্বিতং দয়য়াত্তকল্যাণার্থং প্রযুক্তামানমপানুতং সত্যমেব ভবতি ॥ ৩৬ ॥

যদ্যপ্যন্তকল্যাণার্থমনুতমপি সত্যং তথাচ সমানুতকথনেহত্র দোষো নাস্তি তথাগুণঃ ৩৭  
সংরক্ষিতং শ্রাদ্ধে সৰ্ব্বতো বরমিতি মনসি বিচারয়মাহ হিতং কথং শ্রাদ্ধিতি । উভয়ো-  
র্বিরুদ্ধয়োঃ প্রসঙ্গে মম হিতং কথং শ্রাদ্ধস্তোত্তরং চ ময়া কিং বক্তব্যং যেন মম বচো যুধা ন  
শ্রাদ্ধিতি বিচারয়ন্ সন্ হে বোড়ব ! হে জমদগ্নে ! ধর্মসঙ্কটে যথোচিতং বচনং বক্তুং ন প্রাপ ন  
সমর্থো বভূব ॥ ৩৭ ॥

বাণাহতমিতি । হে জমদগ্নে ! অগ্নিন্ সময়ে নিজবীজতো নিজবীজবাগ্ভববীজোচ্চারতো  
দেবী প্রসম্মা সতী ছরাপাং বিদ্যাং বুদ্ধবিদ্যাং তন্মৈ সত্যব্রতায় দদৌ । যয়া বিদ্যায়া বাণাহতং  
কোলং বীক্ষ্য তদন্তে বিচারান্তে দয়াস্বিতেন সত্যব্রতেন বচঃ সমুদাহৃতম্ । যথা বচঃ ঐঐ-  
ইতি সমুদাহৃতং তেন বচসেত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

তদেবাহ বীজোচ্চারণত ইতি ॥ ৩৯—৪০ ॥

আবার এই ব্যক্তি ক্ষুধাক্ৰান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে, এ শূকরকে দেখিতে পাইয়াই  
বিনাশ করিবে তবে সত্যই বা কিরূপে বলিব ? ॥ ৩৫ ॥ যে সত্যভাষণে হিংসা হয় সে সত্য  
সত্যই নহে, কিন্তু দয়াদ্বারা অস্ত্রের কল্যাণের নিমিত্ত প্রযুক্ত মিথ্যা সত্যই হইয়া থাকে।  
কলত যদ্বারা ইহলোকে প্রাণিগণের হিতসাধন হয় তাহাই সত্য অস্ত্র কিছুই সত্য  
নহে ॥ ৩৬ ॥ জমদগ্নে ! সত্যব্রত এইরূপে ধর্মের সঙ্কটস্থলে পতিত হইয়া এই উভয়-বিরুদ্ধ  
বিষয়ের মধ্যে কিরূপে হিতসাধন হয় এবং আমারও মিথ্যা না হয় এমন উত্তর কি ? এইরূপ  
বহু ক্রিয়ার করিয়াও এরিষয়ের যথোচিত বাক্য প্রাপ্ত হইলেন না ॥ ৩৭ ॥ সত্যব্রত, সেই  
শরাহত শূকরকে দেখিয়া দয়া প্রকাশ পুরঃসর যে বীজাকর উচ্চারণ করিয়াছিলেন, সেই  
বীজের উচ্চারণহেতু ভগবতী মলদারিণী দেবী প্রসম্মা হইয়া তাঁহাকে চরিত্র বিদ্যা  
প্রদান করিলেন ॥ ৩৮ ॥ দেবীর বীজ উচ্চারণহেতু তাঁহার অধিলু বিদ্যা প্রস্মুরিত হইল,

তদ্ব্যবচাং দ্বিজো ব্যাধং সমুৎপাদ্য ধমুর্জরম্ ।

সত্যকামস্ত ধর্মীন্না শ্লোকমেকং দয়াপরঃ ॥ ৪০ ॥

যা পশ্চতি ন সা ব্রুতে যা ব্রুত সা ন পশ্চতি ।

অহো ব্যাধ ! স্বকার্যার্থিন্ ! কিং পৃচ্ছসি পুনঃ পুনঃ ॥ ৪১ ॥

ইত্যুক্তস্ত তদা তেন গতৌহসৌ পশুহা পুনঃ ।

নিরাশঃ শূকরে তস্মিন্ পরাব্রতো নিজালয়ে ॥ ৪২ ॥

ব্রাহ্মণস্ত কবির্জাতঃ প্রচেতস ইবাপরঃ ।

প্রসিদ্ধঃ সর্বলোকেষু নাম্না সত্যব্রতো দ্বিজঃ ॥ ৪৩ ॥

যুক্তং ত্বয়া বরাহঃ কেন মার্গেণ গত ইতি তত্র দর্শনবদনয়োঃ ককর্ষুঃ এবদং সম্ভবতি ন চ দর্শনবদনকর্ষুঃ ককর্ষুস্তি কিন্তু ভিন্নশ্রেণেভ্যোহ বা পশ্চতীতি । যা অনশ্রমশ্রো-  
হিচাকর্ষীতিশ্রুতিপ্রতিপাদ্যা সর্বসাক্ষিনী সা পশ্চতি । তমেব ভাস্তমভূততি সর্বং তত্ত  
ভাসা সর্বমিদং ভাতীতিশ্রুত্যা সর্বপ্রকাশকস্ত চিতিশক্তেবেব প্রতিপাদনাং । তথাচ  
না পশ্চতি সা যা পশ্চতি ন সা ব্রুতে বদনকর্ষুঃ বুদ্ধেবেব ন চিতিশক্তেঃ । যা ব্রুতে বুদ্ধির্ন না  
পশ্চতি ন বিষয়ঃ প্রকাশয়তি তস্তাঃ জড়ত্বাং । নহ সত্যানুতে মিথুনীকৃত্য যথা গৌকে  
চিতিশক্তিভেদজ্ঞোরেকত্বমাধ্যাসিকঃ স্বীকৃত্য য এব পশ্চতি স এব ব্রুতে ইতি ব্যবহারো  
শ্রুতে তথা ভবতা ব্যবহারঃ কুতো ন ক্রিয়ত ইতি চেদধ্যাসকারণত্বাবিদ্যাক্রপস্ত ময্যভাবা-  
দত্যভিপ্রায়ঃ । ইৎ সত্যাহো ব্যাধ ! স্বকার্যার্থিন্নাং প্রতি পুনঃ পুনঃ কিং পৃচ্ছসি নৈতং  
প্রষ্টুং যোগ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

পরব্রত ইতি । অয়ং জ্ঞানী বর্ততে পূজ্যো নাতিশয়প্রমোহোহয়মিতি মত্বা পরাব্রত  
ইত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

প্রচেতা বরুণঃ স চ শ্রুতিসিদ্ধো জ্ঞানী ॥ ৪৩—৪৪ ॥

তখন তিনি পুরাতন মুনি বাম্বীকির ছায় তৎক্ষণেই সংকবি হইয়া উঠিলেন ॥ ৩৯ ॥ অনন্তর  
সেই ধর্মীন্না দয়াপর দ্বিজবর সত্যকামনা করিয়া সমুৎপাদিত ধমুর্জারী নিবাদকে এই শ্লোক  
কহিলেন ॥ ৪০ ॥

“বেশক্তি, দর্শন করে, সেই নাহি বন্ধে ।

যে বলে সে নাহি দেখে, দেখ সব স্থলে ॥

নিজ কার্য কামনা, রে নিবাদজন ! !

পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিছ কিসের কাবণঃ ॥” ৪১ ॥

পশ্চাত্তক ব্যাধ, দ্বিজবরের সেই বাক্য শ্রবণান্তর শূকরের প্রাপ্তি বিষয়ে নিরাশ হইয়া  
নিজালয়ে ফিরিয়া গেল ॥ ৪২ ॥ সেই দ্বিজবর, বরুণের ছায় কর্কি এবং সকল লোকে

কুকি পুনঃ পুনঃ এরূপ অসঙ্গত কথা জিজ্ঞাসা করিতে কেন ? এই বাদিয়া সত্যব্রত ব্যাধের প্রশ্ন বরুণ-  
প্রবৃত্তির সঞ্চোদ করিয়া দিলেন । ইহা বাদ্য ওহরি সত্যব্রত জ্ঞান হইল না ।

সারস্বতং ততো বীজং জজ্ঞাপ বিধিপূর্বকম্ ।  
 পণ্ডিতশ্চাতিবিখ্যাতৌ দ্বিজোহসৌ ধরণীতলে ॥ ৪৪ ॥  
 প্রতিপর্বতঃ গায়ন্তি ব্রাহ্মণা যদ্যশঃ সদা ।  
 আখ্যানং চাতিবিস্তীর্ণং স্তবন্তি মুনয়ঃ কিল ॥ ৪৫ ॥  
 তচ্ছ্রুত্বা সদনং তস্মৈ সমাগম্য তদাশ্রমে ।  
 যেন ত্যক্তঃ পুরা তেন গৃহং নীতৌহতিমানতঃ ॥ ৪৬ ॥  
 তস্মাদ্রাজ্ঞম্ ! সূদা সেব্যা পূজনীয়া চ ভক্তিতঃ ।  
 আদিশক্তিঃ পরা দেবী জগতাং কারণং হি সা ॥ ৪৭ ॥  
 তস্মা যজ্ঞং মহারাজ ! কুরু বেদবিধানতঃ ।  
 সর্বকামপ্রদং নিত্যং নিশ্চয়ং কথিতং পুরা ॥ ৪৮ ॥  
 স্মৃতা সম্পূজিতা ভক্ত্যা ধাতা চোচ্চারিতা স্তুতা ।  
 দদাতি বাঞ্ছিতানর্থান্ কামদা তেন কীর্ত্যতে ॥ ৪৯ ॥

অত্রত্যমেব সত্যব্রতমুনেরাখ্যানং লঘুস্তবে শ্রীমদাচার্যৈরপি সংগৃহীতম্ । দৃষ্টা সঙ্কম-  
 কারি বস্তু সহস্রা ঐষ্টীতি ব্যাহতং যেনাকৃতবশাদপীহ বরদে । বিন্দুং বিনাপ্যাকরম্ । তস্মাপি  
 ধ্রুবমেব দেবি ! তরসা জাতে তবাহুগ্ৰহে বাচঃ হস্তিহৃদারসদ্রবমুচো নির্বাণ্ডি বক্তাবুজাং ॥  
 যস্মিত্যে ! তব কামরাজমপরং মস্ত্রাকরং নিফলং তৎসারস্বতমিত্যবৈতি বিরলঃ কশ্চিজন-  
 শ্চেদুবি । আখ্যানং প্রতিপর্ক সত্যতপসো যৎ কীর্তয়ন্তো দ্বিজাঃ প্রারম্ভে প্রণবাস্পদপ্রণয়তাং  
 নীহোচ্চরন্তি ক্ষুটমিতি ॥ তথা পৃথ্বীধরাচার্যৈরপি । ঋক্‌সামযোর্বজুবি সন্ধিবশাহুর্দীর্ণং বীজং  
 সরস্বতি ! সক্রতব য়ে জগন্তি । তে সত্যবাক্যমুনিবহ্নিদিত্যবীকা আধর্ষণাদিকমবাপ্য স্মৃখী-  
 ভবন্তীতি ॥ ৪৫ ॥

যেন ত্যক্তস্তেন পিত্রেত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

এতাদৃশমহৎফলদাত্রী যৎকিঞ্চিন্মিষেণ স্মৃতা ভগবতী তস্মাদব্রতদেবতা বিহায়েনমোবারাধ্যো-  
 ত্যাহ তস্মাদিতি ॥ ৪৭—৪৮ ॥

সত্যব্রত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন ॥ ৪৩ ॥ অনন্তর তিনি বিধিপূর্বক সারস্বত মন্ত্র জপ করিতে  
 লাগিলেন, এই বিজ্ঞ তৎপ্রভাবে অবনীতলে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন ॥ ৪৪ ॥  
 ব্রাহ্মণগণ প্রতি পর্ব সময়ে সত্যব্রতই তাঁহার যশোগান, এবং মুনীগণ সর্বদাই তাঁহার  
 সুবিস্তীর্ণ আখ্যান কীর্তন করিয়া থাকেন ॥ ৪৫ ॥ তাঁহার যশোবোধণা শ্রবণ করিয়া বিনি-  
 পূর্বে সেই পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই পিতা দেবদত্ত তদীর আশ্রমে আগমন  
 পূর্বক সন্মান ও আদর করিয়া তাঁহাকে গৃহে লইয়া গেলেন ॥ ৪৬ ॥

অতএব হে রাজর্ষি ! জগতের কারণরূপিনী আদিশক্তি সেই পরমাদেবীর সর্বদা ভক্তি-  
 পূর্বক পূজা ও সেবা করাই কর্তব্য ॥ ৪৭ ॥ মহারাজ ! তুমি বৈদিক বিধানে সর্ব কামপ্রদ ও  
 নিত্য এবং নিশ্চিত ফলপ্রদ দেবীযজ্ঞের অনুষ্ঠান কর, আমি বিধির কথা পূর্বেই



অহুমানমিদং রাজন্ ! কর্তব্যং সর্বথা বুধৈঃ ।  
 দৃষ্টা রোগযুতান্ দীনান্ ক্ষুধিতান্নির্জনান্ শঠান্ ॥ ৫০ ॥  
 জনানার্ভাংস্তথা মূৰ্খান্ পীড়িতান্ বৈরিভিঃ সদা ।  
 দাসানাজ্জাকরান্ ক্ষুদ্রান্ বিকলান্ বিহ্বলানথ ॥ ৫১ ॥  
 অতৃপ্তান্ ভোজনে ভোগে সদাৰ্থানজিতেন্দ্রিয়ান্ ।  
 তৃষাধিকানশক্তাংশ্চ সদাধিপরিপীড়িতান্ ॥ ৫২ ॥  
 তথা বিভবসম্পন্নান্ পুত্রপৌত্রবিবৰ্দ্ধনান্ ।  
 পুষ্কদেহাংশ্চ সম্ভোগৈঃ সংযুতান্ বেদবাদিনঃ ॥ ৫৩ ॥  
 রাজলক্ষ্য্য যুতান্ শূরান্ বশীকৃতজনানথ ।  
 স্বজনৈরবিযুক্তাংশ্চ সর্বলক্ষণলক্ষিতান্ ॥ ৫৪ ॥  
 ব্যতিরেকাশ্চয়াভ্যাঞ্চ বিচেতব্যং বিচক্ষণৈঃ ।  
 এভিন্ন পূজিতা দেবী সর্বার্থফলদা শিবা ॥ ৫৫ ॥  
 সমারাধিতা চ তথা নৃভিরেভিঃ সদাশ্রিকা ।  
 যতোহমী স্থখিনঃ সর্বেষাং সংসারেহশ্মিন্ন সংশয়ঃ ॥ ৫৬ ॥

তেন কারণেন কামদেতি লোকে কীর্ত্যতে ॥ ৪৯ ॥

(অহুমানমিতি । কার্যাদর্শনাৎ কারণস্তাহুমানং পরন্তো বহুমান্ ধূমাদিত্যাদিবৎ অত্র  
 হুংধরূপকার্যাদর্শনাৎ ভগবত্যা অপূজনরূপকারণং সুধরূপকার্যাদর্শনাৎ ভগবত্যাঃ পূজন-  
 রূপকারণমহুমেয়মিতি ভাবঃ ॥ ৫০—৫৬ ॥)

তোমাকে কহিয়াছি ॥৪৮॥ মানবগণ, ভক্তিপূৰ্ব্বক তাঁহার শ্রবণ, পূজন, নাগোচ্চাচরণ, ধ্যান  
 ও স্তব করিলে, তিনি বাঞ্ছিত ফলপ্রদান করেন বলিয়া কামদা শব্দে কীর্তিত হইয়া  
 থাকেন ॥ ৪৯ ॥ রাজন্ ! বিচক্ষণ বুধগণ, রোগযুক্ত ও দীন এবং ক্ষুধিত, নির্জন, শঠ, আর্তি,  
 মূৰ্খ বৈরিপীড়িত, কিষ্কর, ক্ষুদ্র, বিকল, বিহ্বল, ভোগে ও ভোজনে অতৃপ্ত, সৰ্দদাই পীড়িত,  
 অজিতেন্দ্রিয়, অধিকতর লোভী, অশক্ত, সৰ্দদাই মনোব্যাধার-পরিপীড়িত লোকগণকে এবং  
 বিভবসম্পন্ন, পুত্রপৌত্র-সমবিত, সমৃদ্ধিমান, পুষ্কদেহ, ভোগ্যসমবিত, বেদবাদী বিহান  
 রাজলক্ষী-সমবিত, শূর, বহুজন বাহার বশীকৃত, সৰ্দদাই স্বজন সংযুক্ত ও সর্বলক্ষণ-সমবিত  
 ব্যক্তিগণকে দর্শন করিয়া অপরব্যতিরেকে বিচার দ্বারা অহুমান করিবেন যে, এই এই  
 ব্যক্তি অধিকা দেবীর আরাধনা করে নাই, এই জন্য ইহারা অশুখী আর এই এই  
 ব্যক্তি অধিকা দেবীর আরাধনা করিয়াছেন, এই হেতু ইহারা সংসার মধ্যে সুখী হইয়া  
 রহিয়াছেন ॥ ৫০—৫৬ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি রাজন্ ! শ্রুতং তত্র ময়া মুনিসমাগমে । .

লোমশস্ত মুখাং কামং দেবীমাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥ ৫৭ ॥

ইতি সঙ্কিন্ত্য রাজেন্দ্র ! কর্তব্যঞ্চ সদাৰ্চনম্ ।

ভক্ত্যা পরময়া দেব্যঃ প্রীত্যা চ পুরুষৰ্ষভ ! ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
সত্যব্রতবাগবীজসিদ্ধিবর্ণনং নাম একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

সুখিনো জনান্ দৃষ্ট্বৈতৈর্ভগবত্যাধিতাস্তীত্যহুমানং কর্তব্যম্ । হুঃখিনো দৃষ্ট্বা যত  
এতে হুঃখিনস্তস্মাদেতৈর্ভগবতী নারাধিতেত্যহুমানং কর্তব্যমিতি সমুদ্যায়ার্থঃ ॥ ৫৭—৫৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! এইরূপে আমি মুনিগণের সমাজমধ্যে মহর্ষি লোমশের মুখ  
হইতে দেবীর উত্তম মাহাত্ম্য কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম ॥ ৫৭ ॥ হে রাজেন্দ্র ! এই সকল  
বিবেচনা করিয়া ভক্তি ও প্রীতিসহকারে পরমাদেবী ভগবতীর সর্বদা পূজা করাই  
একান্ত কর্তব্য ॥ ৫৮ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক শ্রীমদ্ভাগবত মহা-

পুরাণের তৃতীয়স্কন্ধে দেবীমাহাত্ম্যবর্ণনে সত্যব্রতের

উপাখ্যান বর্ণনানামক একাদশ

অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## দ্বাদশোহিধ্যায়ঃ ।

রাজোবাচ ।

বদ যজ্ঞবিধিং সম্যগ্দ্দেব্যাস্ত্যাহাঃ সমস্ততঃ ।

ঋত্বা করোম্যহং স্বামিন্ ! যথাশক্তি হতদ্রিতঃ ॥ ১ ॥

পূজাবিধিঞ্চ মন্ত্রাংশ্চ হোমদ্রব্যমসংশয়ম্ ।

ব্রাহ্মণাঃ কতিসংখ্যাশ্চ দক্ষিণাশ্চ তথা পুনঃ ॥ ২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

শৃণু রাজন্ ! প্রবক্ষ্যামি দেব্যা যজ্ঞং বিধানতঃ ।

ত্রিবিধস্ত সদা জ্ঞেয়ং বিধিদৃষ্টেন কর্মণা ॥ ৩ ॥

সাত্ত্বিকং রাজসৈকৈব তামসঞ্চ তথাপরম্ ।

মুনীনাং সাত্ত্বিকং প্রোক্তং নৃপাণাং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ৪ ॥

তামসং ব্রাহ্মসানাং বৈ জ্ঞানিনাস্তু গুণোজ্জ্বিতম্ ।

বিমুক্তানাং জ্ঞানময়ং বিস্তরাৎ প্রব্রবীমি তে ॥ ৫ ॥

সপ্তাধীর্ভিন্নমহাপদৈরধাযজ্ঞবিধির্দ্বাহান্ ।

যথাবৎ প্রোচ্যতে যেন মুক্তো ভবতি মানবঃ ॥

পূর্বাধ্যায়ান্তে অষ্টাযজ্ঞস্ত মহাফলত্বং ঋত্বা তদযজ্ঞবিধিং রাজা পৃচ্ছতি বদ যজ্ঞেতি ॥১-২॥

ত্রিবিধমিতি । সর্বং কর্ম বিধিদৃষ্টেন কর্মণাহুষ্ঠানেন ত্রিবিধং জ্ঞেয়মিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

ত্রৈবিধ্যমাহ সাত্ত্বিকমিতি ॥ ৪ ॥

জ্ঞানিনাং বিমুক্তানাং গুণোজ্জ্বিতং জ্ঞানময়মিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

রাজা জনমেজয় কহিলেন, প্রভো ! আপনি সেই দেবীর যজ্ঞবিধি যথাযথরূপে কীর্তন করুন, আমি তাহা শ্রবণ করিয়া অবিলম্বে বিশেষরূপে উদ্যোগী হইয়া যথাশক্তি তাহা সম্পাদন করিব ॥১॥ মুনিবর ! সেই যজ্ঞের দ্রব্যসম্ভার, পূজাবিধি ও মন্ত্র সকল এবং তাহাতে কতগুলি ব্রাহ্মণ আবশ্যক করে, তাহার দক্ষিণাই বাক্যরূপ দিতে হয় তৎসমুদয় বিস্তার পূর্বক বলুন ॥ ২ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! দেবী যজ্ঞের বিধান বলিতেছি শ্রবণ কর । সমস্ত কর্ম সর্বদাই বিধিদৃষ্ট অহুষ্ঠান দ্বারা সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভেদে তিন প্রকার ; ওষধো মুনিগণের সাত্ত্বিক, নৃপগণের রাজসিক ও ব্রাহ্মসগণের কর্ম তামস বলিয়া উক্ত হয় ; আর এক প্রকার কর্ম আছে তাহা গুণ বর্জিত, বিমুক্ত জ্ঞানিগণেই তাহার অহুষ্ঠান করিয়া

দেশঃ কালস্তথা দ্রব্যং মজ্জাশ্চ ব্রাহ্মণাস্তথা ।

শ্রদ্ধা চ সাত্ত্বিকী যত্র তং যজ্ঞং সাত্ত্বিকং বিদুঃ ॥ ৬ ॥

দ্রব্যশুদ্ধিঃ ক্রিয়াশুদ্ধির্মজ্জশুদ্ধিশ্চ ভূমিপ ! ।

ভবেদ্যদি তদা পূর্ণং ফলং ভবতি নান্যথা ॥ ৭ ॥

অন্যায়োপার্জিতে নৈব দ্রব্যেণ স্নকৃতং কৃতম্ ।

ন কীর্তিরিহ লোকে চ পরলোকে ন তৎফলম্ ॥ ৮ ॥

তস্মান্ময়াপার্জিতে নৈব কর্তব্যং স্নকৃতং সদা ।

যশসে পরলোকে ভবত্যেব স্নথায় চ ॥ ৯ ॥

প্রত্যক্ষং তব রাজেন্দ্র ! পাণ্ডবৈস্তু মথঃ কৃতঃ ।

রাজসূয়ঃ ক্রতুবরঃ সমাপ্তবরদক্ষিণঃ ॥ ১০ ॥

যত্র সাক্ষাদ্ধরিঃ কৃষ্ণো যাদবেন্দ্রো মহামনাঃ ।

ব্রাহ্মণাঃ পূর্ণবিদ্যাশ্চ ভারদ্বাজাদয়স্তথা ॥ ১১ ॥

কৃষ্ণা যজ্ঞং স্নসংপূর্ণং মাসমাত্রেণ পাণ্ডবৈঃ ।

প্রাপ্তং মহত্তরং কক্ষং বনবাসশ্চ দারুণং ॥ ১২ ॥

তত্র সাত্ত্বিকরূপমাহ দেশ ইতি । সাত্ত্বিকো দেশো বারাণশ্চাদিঃ । কাল উত্তরায়ণাদিঃ ।  
দ্রব্যং ত্রায়ার্জিতম্ । মজ্জা বৈদিকঃ । ব্রাহ্মণাঃ শ্রোত্রিয়াঃ । শ্রদ্ধাশুদ্ধিক্যবুদ্ধিঃ সাত্ত্বিকী বিষয়-  
দৌল্ভ্যজ্ঞানিতরাগাদ্যকলুষিতা ॥ ৬—৯ ॥

ধাকেন, তোমাকে তৎসমস্তই বিস্তার পূর্বক বলিব ॥ ৩—৫ ॥ রাজেন্দ্র ! বারাণসী প্রভৃতি  
সাত্ত্বিকদেশ, উত্তরায়ণাদি সাত্ত্বিককাল, ত্রায়ার্জিত দ্রব্য, বৈদিক মন্ত্র শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ,  
বিষয়রাগাদিরহিতা সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা, যেখানে এই সমস্তই সংঘটিত হয় তাহাকেই সাত্ত্বিক  
যজ্ঞ জ্ঞানিবে । নরনাথ ! উক্ত সমস্ত দ্রব্য সাত্ত্বিক এবং যদি দ্রব্যশুদ্ধি, ক্রিয়াশুদ্ধি ও মজ্জ-  
শুদ্ধি হয় তবে সেই যজ্ঞ পূর্ণ হয় এবং তাহার ফল অবশ্যই হইয়া থাকে সন্দেহ নাই ॥ ৬-৭ ॥  
যদি ত্রায়বর্জিত বিগর্হিত কার্যাদ্বারা উপার্জিত দ্রব্যে সংক্রিয়ার অহুষ্ঠান করা যায়, তবে  
তাহাতে ইহলোকে কীষ্টি লাভ হয় না এবং পরলোকেও তাহার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না ।  
অতএব ত্রায়বর্জিত দ্রব্য দ্বারা ই সংকার্যের অহুষ্ঠান কর্তব্য, তাহাতে ইহলোকে যশঃ,  
পরলোকে সন্মতি ও স্নখলাভ হয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ৮—৯ ॥ রাজেন্দ্র ! পাণ্ডব-  
গণ যে অতীতম যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহার ফল ত ভূমি শ্রবণ করিয়াছ, সেই স্নকৃত  
মহাযজ্ঞ সমাপ্ত এবং সমাপনকালে তদ্রূপ প্রভূত দক্ষিণাও প্রদত্ত হইয়াছিল ॥ ১০ ॥ সেই  
যজ্ঞে মহাবুদ্ধি বাদবেন্দ্র কৃষ্ণরূপী সাক্ষাৎ হরি, এবং ভারদ্বাজাদি পূর্ণবিদ্যা ব্রাহ্মণও বিদ্যা-  
মান ছিলেন ॥ ১১ ॥ শিষ্ট যজ্ঞ সমাপনের পর তিনমাস মধ্যেই পাণ্ডবগণ সহস্রর কষ্ট এবং

পীড়নৈকৈব পাঞ্চাল্যাস্তথা দ্যুতে পরাজয়ঃ ।

বনবাসো মহৎ কষ্টং কু গতং মথজং ফলম্ ॥ ১৩ ॥

দাসত্বঞ্চ বিরাটশ্চ কৃতং সর্বৈশ্মহাত্মভিঃ ।

কীচকেন পরিক্রিষ্টা দ্রৌপদী চ প্রমদ্বরা ॥ ১৪ ॥

আশীর্বাদা দ্বিজাতীনাং কু গতাঃ শুদ্ধচেতসাম্ ।

ভক্তির্বা বাসুদেবশ্চ কু গতা তত্র সঙ্কটে ॥ ১৫ ॥

ন রক্ষিতা তদা বালা কেনাপি দ্রুপদাত্মজা ।

প্রাপ্তকেশগ্রহা কালে সাধ্বী চ বরবর্ণিনী ॥ ১৬ ॥

কিমত্র চিন্তনীয়ং বৈ ধর্মবৈগুণ্যকারণম্ ।

কেশবে অতি দেবেশে ধর্মপুঞ্জৈ যুধিষ্ঠিরে ॥ ১৭ ॥

ভবিতব্যমিতি প্রোক্তে নিষ্ফলঃ স্মাতদাগমঃ ।

বেদমন্ত্রাস্তথাহ্মে বৈ বিতথাঃ স্ম্যরসংশয়ম্ ॥ ১৮ ॥

যদ্যোতাদৃশী সামগ্রী নাস্তি তর্হি তত্র তৎকর্মণঃ ফলং নৈব ভবতি । তত্র দৃষ্টান্তমাহ প্রত্যক্ষং তবৈতি ॥ ১০—১৬ ॥

কিমত্রৈতি । পরমেশ্বরে কেশবে সত্যপি ধর্মমূর্ত্তৌ যুধিষ্ঠিরে সত্যপি তাদৃশযজ্ঞোত্তম-মেতাদৃশো মহাননর্থো জাতস্তস্মাত্তত্র ধর্মবৈগুণ্যং জাতমিতি কিমত্র চিন্তনীয়ং বিচারণীয়ম্ । জাতমেব ধর্মবৈগুণ্যমিত্যেব নিশ্চেতব্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

নহু ধর্মবৈগুণ্যং তত্র ন-জাতং কিন্তু তেষাং পাণ্ডবানাং ভবিতব্যং প্রারব্ধং তথৈব স্থিত-মতস্তথা ফলং জাতমিতি চেত্বগ্রাহ ভবিতব্যমিতি প্রোক্তে ইতি । যদি প্রারব্ধমেব মুখ্যং ন পুরুষার্থ ইতিমতং স্বীক্ৰিয়তে তদাগমোহনুষ্ঠানপ্রতিপাদকো ব্যর্থ এব স্ম্যত্ । যথা প্রারব্ধং স্মাত্তথা ভবিষ্যত্যাগমস্তত্র কিং করিষ্যতীতি ॥ ১৮ ॥

নিদারুণ বনবাস ক্লেশ লাভ করিয়াছিলেন ॥১২॥ মহারাজ ! তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ যজ্ঞ পরিপূর্ণ হইবার পরই যদি মানিনি দ্রুপদনন্দিনীর পীড়ন ও অবমাননা এবং পাণ্ডবগণ দ্যুত-ক্রীড়ায় পরাজয় এবং বনবাসরূপ মহৎ কষ্টপ্রাপ্ত হইল, তবে তাহাদের সেই মহাযজ্ঞের ফল কি হইল ? ॥১৩॥ আর যদি সেই মহাত্মা পাণ্ডুপুত্রগণ বিরাটরুদ্রদাসত্ব লাভ করিল এবং যদি অপাংশুলা ভূপাল বালা দ্রৌপদী কীচককর্তৃক ক্রিষ্ট ও অবমানিত হইল, তবে বিগুণচেতা দ্বিজাতিগণের আশীর্বাদের ফল কি হইল ? এবং সেই সঙ্কটস্থলে বাসুদেবের প্রতি ভক্তির ফলই বা কোথায় গেল ? ॥ ১৪—১৫ ॥ দ্যুতসভায়, আনয়নপূর্ব্বক ছঃশাসন যখন দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করিয়াছিল তখন সেই বরবর্ণিনী দ্রুপদবালাকে কেহই রক্ষা করেন নাই ॥ ১৬ ॥ রাজন ! পরমেশ্বর কেশব এবং ধর্মমূর্ত্তি ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির বিল্যমান থাকিলেও তাদৃশ মহা-যজ্ঞ সমাপনের পর এরূপ মহান্ অনর্থপাত কেন হইল ; এই বিষয়ের বিচার করিলে “কোন প্রকার বৈগুণ্য সংঘটিত হইয়াছিল” এইরূপ স্থিরনিশ্চয় হয় ॥১৭॥ যদি বল যে কোন বৈগুণ্য

সাধনং নিষ্ফলং সৰ্ব্বমুপায়শ্চ নিরর্থকঃ ।

ভবিতব্যং ভবত্যেব বচনে প্রতিপাদকে ॥ ১৯ ॥

আগমোহপার্থবাদঃ শ্রাৎ ক্রিয়াঃ সৰ্বা নিরর্থকাঃ ।

স্বর্ণার্থঞ্চ তপো ব্যর্থং বর্ণধৰ্মশ্চ বৈ তথা ॥ ২০ ॥

সৰ্বং প্রমাণং ব্যর্থং শ্রাদ্ভবিতব্যে কৃতে হৃদি ।

উভয়ঞ্চাপি মন্তব্যং দৈবঞ্চোপায় এব চ ॥ ২১ ॥

কৃতে কৰ্ম্মণি চেৎ সিদ্ধিৰ্বিপৰীতা যদা ভবেৎ ।

বৈগুণ্যং কল্পনীয়ং শ্রাৎ প্রািজ্ঞঃ পণ্ডিতমৌলিভিঃ ॥ ২২ ॥

তৎ কৰ্ম্ম বহুধা প্রোক্তং বিদ্বদ্ভিঃ কৰ্ম্মকারিভিঃ ।

কৰ্ত্তৃত্বেনাম্মত্রেদাদ্দ্রব্যভেদান্তথা পুনঃ ॥ ২৩ ॥

যথা মঘবতা পূৰ্ব্বং বিশ্বরূপো ব্রতো গুরুঃ ।

বিপৰীতং কৃতং তেন কৰ্ম্ম মাতৃহিতায় বৈ ॥ ২৪ ॥

বচনে বেদবচনে ফলপ্রতিপাদকে সত্যপি তত্র বিধানঃ কশ্যপি ন শ্রাৎ । যদ্যস্মাকং প্রারব্ধং শ্রাদ্ভানুষ্ঠানমন্তরাপি তৎ কার্যং ভবিষ্যতি নোচেদনুষ্ঠানে কৃতেহপি ন ভবিষ্যতি । ভবিতব্যং ভবত্যেব বচনে প্রতিপাদকে সত্যপি কিং ফলমিত্যক্ষরার্থঃ ॥ ১৯ ॥

নহু তর্হি ফলপ্রতিপাদকবেদঃ কিমর্থমিতি চেৎ সোহপি তস্মাতেহর্থবাদঃ শ্রাদ্ভিত্যাহ আগমোহপীতি । এতানি সৰ্বাণি দূষণানি তস্মাতে স্মৃতিত্যাঃ । ভবিতব্যমেব মুখ্যমিতি-মতে হৃদি কৃতে সতি ॥ ২০ ॥

উভয়মিতি । তস্মাদ্ভেদং পুরুষকারশ্চেতুভয়ং ফলসিদ্ধিশ্চপ্রতিকারণমিতি বক্তব্যম্ । ততশ্চ পুরুষব্যাপারে ব্যঙ্গমেব ফলং ভবতীতি সিদ্ধম্ ॥ ২১ ॥

স্বদেবাহ কৃতে কৰ্ম্মণীতি ॥ ২২—২৩ ॥

হয় নাই কিন্তু ভবিতব্যতা এইরূপই ছিল তাহারই ফলে সেই সমস্ত সংঘটিত হইয়াছে, তাহা হইলে আগম ও বেদমন্ত্র এবং অশ্রান্ত বৈদিক কৰ্ম্ম সমস্ত নিশ্চয়ই নিষ্ফল হইয়া যায় ॥ ১৮ ॥ যদি বল বেদবাক্য ফলপ্রতিপাদক হইলেও যাহা ভবিতব্য তাহা হইবেই হইবে, তবেত সমস্ত সাধন নিষ্ফল ও সমস্ত উপায়ই নিরর্থক হইয়া যায় ॥ ১৯ ॥ আর আগম সকল অর্থবাদ মাত্র অর্থাৎ তাহার বিধান সমস্তই বিফল, ক্রিয়া সমুদায় নিরর্থক, স্বর্ণ প্রাপ্তির নিমিত্ত তপস্বী ও বর্ণধর্ম সমস্তই বিফল হইয়া যায় ; রাজন্ ! এই মত নিতান্তই দূষণীয়, ইহা মহাশ্রাগণের গ্রাহ্য হইতে পারে না ॥ ২০ ॥ রাজন্ ! যদি ভবিতব্যতাকেই মুখ্য প্রমাণ মনে কর তবে সমস্ত প্রমাণই ব্যর্থ হইয়া যায় অতএব দৈব ও পুরুষকার এই উভয়কেই ফল সিদ্ধির কারণ বলিয়া বিবেচনা করা একান্তই কর্তব্য ॥ ২১ ॥ কৰ্ম্ম করিলে যখন বিপৰীত ফলের উৎপত্তি হয় তখন প্রাজ্ঞ পণ্ডিতগণ সেই কৰ্ম্মের বৈগুণ্য কল্পনা করিয়া থাকেন ॥ ২২ ॥ কৃতবিদ্যা যজ্ঞানুষ্ঠাতা পণ্ডিতগণ, কর্ত্তা মন্ত্র ও দ্রব্যভেদে বহুপ্রকার কৰ্ম্মের উল্লেখ করিয়াছেন ॥ ২৩ ॥ মহারাজ !

দেবেভ্যো দানবেভ্যস্ত্ব অস্তীত্ব্যক্তা পুনঃপুনঃ ।

অম্বরা মাতৃপক্ষীয়াঃ কৃতং তেষাঞ্চ রক্ষণম্ ॥ ২৫ ॥

দৈত্যান্ দৃষ্ট্বাতিসম্পূষ্ঠাংশ্চ ক্রোপ মঘবা তদা ।

শিরাংসি তস্মৈ বজ্রেণ চিচ্ছেদ তরসা হরিঃ ॥ ২৬ ॥

ক্রিয়াবৈগুণ্যমত্রৈব কর্তৃভেদাদসংশয়ম্ ।

নোচেৎ পঞ্চালরাজেন রোষণাপি কৃতা ক্রিয়া ॥ ২৭ ॥

ভারদ্বাজবিনাশায় পুত্রস্তোৎপাদনায় চ ।

ধৃষ্টদ্যুম্নঃ সমুৎপন্নো বেদীমধ্যাচ্চ দ্রোপদী ॥ ২৮ ॥

পুরা দশরথেনাপি পুত্রেষ্টিস্ত কৃতা যদা ।

অপুত্রস্ত স্তাতাস্তস্ত চত্বারঃ সম্প্রজজ্ঞিরে ॥ ২৯ ॥

অতঃ ক্রিয়া কৃতা যুক্ত্যা সিদ্ধিদা সর্বথা ভবেৎ ।

অযুক্ত্যা বিপরীতা স্যাৎ সর্বথা নৃপসত্তম ! ॥ ৩০ ॥

\* অত্রানেকোদাহরণাত্মাহ যথেন্তি । মাতৃহিতায় মাতৃপক্ষীরদৈত্যহিতায়েত্যর্থঃ ॥ ২৪—২৫ ॥

তস্ত বিশ্বরূপস্ত ॥ ২৬ ॥

বৈগুণ্যে সতি বিপরীতং ফলং ভবতীত্ব্যক্তা নোচেদ্বৈগুণ্যং তদাধিকং ফলং ভবতীত্যাহ  
নোচেদিত্তি । কর্মবৈগুণ্যং নচেদিত্ত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

ভারদ্বাজো দ্রোণঃ । পুত্রোহপি লক্ষো দ্রোপদ্যপাধিকা লক্ষা ॥ ২৮ ॥

পুরেন্তি । একপুত্রার্থং কৃতে যত্নে চত্বারঃ পুত্রা উৎপন্না ইত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

এ বিষয়ের অনেক উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় । এক সময় দেবরাজ ইন্দ্র বিশ্বরূপকে গুরু  
বলিয়া বরণ করেন, কিন্তু সেই বিশ্বরূপ মাতৃপক্ষীয় দৈত্যগণের হিতের নিমিত্ত বিপরীত কর্ম  
করিলেন ॥ ২৪ ॥ বিশ্বরূপ, প্রত্যকে দেবগণের এবং পরোক্ষে অম্বরগণের মঙ্গলময় বাক্য পুনঃ  
পুনঃ বলিয়া পরিশেষে মাতৃপক্ষীয় অম্বরগণকেই রক্ষা করিলেন ॥ ২৫ ॥ দেবরাজ ইন্দ্র তখন  
অম্বর গণকেই অতিশয় পুষ্ট দেখিয়া অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং তৎকণাৎ বজ্রধারা  
বিশ্বরূপের শিরচ্ছেদন করিলেন ॥ ২৬ ॥ মহারাজ ! এই স্থলেই কর্তৃভেদে ক্রিয়াবৈগুণ্য  
ঘটিয়াছিল তত্ত্ব তাহার সম্ভাবনা নাই । আর দেখ, পাঞ্চালরাজ, দ্রোণ-বিনাশের নিমিত্ত  
পুত্রোৎপাদনার্থে রোষ সহকারে ক্রিয়ামুঠান করিলেও অন্তিমধ্য হইতে ধৃষ্টদ্যুম্নের এবং  
বেদীমধ্য হইতে দ্রোপদীর উৎপত্তি হইয়াছিল ॥ ২৮ ॥ আর পুরাকালে অপুত্রক কোশলেজ  
রাজা দশরথ যখন একটি পুত্রের নিমিত্ত পুত্রেষ্টি বাগের অনুষ্ঠান করেন তখন তাঁহার  
চারিটি পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ২৯ ॥ অতএব হে নৃপসত্তম ! ভারমার্গ দ্বারা ক্রিয়া অমুষ্ঠিত  
হইলে তাহা সর্বতোভাবেই সিদ্ধি প্রদান করে, আর অন্তর্য বার্ম দ্বারা কৃত হইলে তাহা

পাণ্ডবানাং যথা যজ্ঞে কিকি বৈগুণ্যযোগতঃ ।

বিপরীতং ফলং প্রাপ্তং নির্জিতান্তে দুরোধরে ॥ ৩১ ॥

সত্যবাদী তথা রাজন্! ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।

দ্রোপদী চ তথা সাক্ষী তথাত্মৈহ প্যনুজাঃ শুভাঃ ॥ ৩২ ॥

কুদ্রব্যযোগাবৈগুণ্যং সমুৎপন্নং মথৈহ খবা ।

সাভিমানৈঃ কৃতাদ্বাপি দূষণং সমুপস্থিতম্ ॥ ৩৩ ॥

সাত্ত্বিকস্ত মহারাজ ! ছল্লভো বৈ মথঃ স্মৃতঃ ।

বৈখানসমুদীনানং হি বিহিতোহসৌ মহামথঃ ॥ ৩৪ ॥

সাত্ত্বিকং ভোজনং যে বৈ নিত্যং কুর্বন্তি তাপসাঃ ।

শ্রায়ার্জিতঞ্চ ক্লমঞ্চ তথা ধর্ম্যং স্ত্রসংস্কৃতম্ ॥ ৩৫ ॥

পুরোডাশপরা নিত্যং বিষুপা মন্ত্রপূর্বকাঃ ।

শ্রদ্ধাধিকা মথা রাজন্! সাত্ত্বিকাঃ পরমাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৬ ॥

রাজসা দ্রব্যবহলাঃ সমুপাশ্চ স্ত্রসংস্কৃতাঃ ।

ক্ষত্রিয়াণাং বিশাষ্টৈব সাভিমানাশ্চ বৈ মথাঃ ॥ ৩৭ ॥

উপসংহরতি অত ইতি ॥ ৩০—৩২ ॥

কিং তত্র বৈগুণ্যং পাণ্ডবানাং মথৈ জ্ঞাতমিতি চেত্তত্রাহ কুদ্রব্যোতি । অনেকরাজবধ-  
পূর্বকং সম্পাদিতত্বাৎ কুদ্রব্যত্বং ধনন্ত্যেত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

তস্মাদল্লভঃ সাত্ত্বিকো মজ্ঞোহস্তি স চ বৈখানসাদিসাত্ত্বিকমুদীনামেব সম্ভবতি নাত্তস্তে-  
ত্যাহ সাত্ত্বিকস্থিতি ॥ ৩৪ ॥

ধর্ম্যং ধর্মবিভ্যো হিতম্ ॥ ৩৫ ॥

সর্বথাই বিপরীত ফল প্রদান করিয়া থাকে সন্দেহ নাই ॥৩০॥ অতএব পাণ্ডবদিগের যজ্ঞেও  
কোন প্রকার বৈগুণ্য হইয়াছিল বলিয়া বিপরীত ফল ফলিয়াছিল ; তদনুসারে সত্যবাদী  
ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির, তাঁহার বীৰ্যবান্ অমুজগণ এবং সাধুশীলা দ্রোপদী এই সকলেই  
দুরোধের নির্জিত হইয়াছিল ॥ ৩১—৩২ ॥ অথবা কুদ্রব্য অর্থাৎ অনেক রাজগণের বিনাশ  
পূর্বক অশ্রায়ার্জিত দ্রব্য যোগেই বৈগুণ্য জন্মিয়াছিল, কিংবা তাহার অতিমানী হইয়া যজ্ঞ  
করিয়াছিলেন সেই হেতুই দোষ সংঘটিত হয়, ফলতঃ যে কোনরূপেই হউক তাহাদের যজ্ঞে  
বৈগুণ্য জন্মিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৩৩ ॥ মহারাজ ! সাত্ত্বিক যজ্ঞ ছল্লভ, এই  
মহাযজ্ঞ বৈখানসাদি সাত্ত্বিক মুনিগণের পক্ষেই সম্ভব, অন্তের পক্ষে তাহা সম্ভবপর হয়  
না ॥ ৩৪ ॥ যে তাপসগণ নিত্য নিত্য শ্রায়ার্জিত ধর্ম্যজনের পক্ষে হিতকর পরিষ্কৃত বস্ত্র ও  
সাত্ত্বিক দ্রব্য ভোজন করেন, তাহারাই সমধিক শ্রদ্ধা বিশিষ্ট হইয়া বৃণ বিহীন অর্থাৎ  
প্রতিসংস্কৃত, পুরোডাশবিশিষ্ট বে যজ্ঞ, মন্ত্র পূর্বক সমাধান করেন তাহাকেই অত্যন্তম



তামসা দানবানাং বৈ সক্রোধা মদবর্জকাঃ ।  
 সামর্ষাঃ সম্পৃহাঃ ক্রুরা মংথাঃ প্রোক্তা মহাত্মনিঃ ॥ ৩৮ ॥  
 মুনীনাং মোক্ষকামানাং বিরক্তানাং মহাত্মনাম্ ।  
 মানসস্ত স্মৃতো যাগঃ সর্বসাধনসংযুতঃ ॥ ৩৯ ॥  
 অগ্নেযু সর্বযজ্ঞেষু কিঞ্চিদ্ভূতং ভবেদপি ।  
 দ্রব্যেণ শ্রদ্ধয়া বাপি ক্রিয়ায়া ব্রাহ্মণৈস্তথা ॥ ৪০ ॥  
 দেশকালপৃথগ্দ্ৰব্যসাধনৈঃ সকলৈস্তথা ।  
 নাহো ভবতি পূর্ণো বৈ যথা ভবতি মানসঃ ॥ ৪১ ॥  
 প্রথমস্ত মনঃ শোধ্যং কর্তব্যং গুণবর্জিতম্ ।  
 শুদ্ধে মনসি দেহো বৈ শুদ্ধ এব ন সংশয়ঃ ॥ ৪২ ॥  
 ইন্দ্রিয়ার্থপরিত্যক্তং যদা জাতং মনঃ শুচি ।  
 তদা তদ্ব্যবস্থাসৌ প্রভবেদধিকারবান্ ॥ ৪৩ ॥

বিষুপাঃ পশুবন্ধনস্তত্তরহিতা ইত্যর্থঃ । অপশুকা যজ্ঞা ইতি তাৎপর্যম্ ॥ ৩৬—৩৮ ॥

তত্র সাম্বিকদেবীমথোহপি বাহ্যভ্যন্তরভেদেন দ্বিবিধঃ । বাহ্যস্ত বৈদিকমন্ত্রাদিপূর্বেভ্য-  
 সাম্বিকসাধননির্ভূতো গৃহস্থানাং স্বকল্যাণার্থিনামাভ্যন্তরস্ত মোক্ষকামানামিত্যাহ মুনীনা-  
 মिति ॥ ৩৯ ॥

মানসস্যযজ্ঞঃ স্তোতি অগ্নেষ্টিতি ॥ ৪০—৪১ ॥

মানসস্যযজ্ঞস্তাধিকারিণ্যাহ প্রথমং ইতি ॥ ৪২—৪৩ ॥

সাম্বিক যজ্ঞ বলা যায় ॥ ৩৫—৩৬ ॥ ক্ষত্র ও বৈশ্যগণ অভিমানী হইয়া বহুল দ্রব্য প্রদান  
 পূর্বক যুগসংযুক্ত অসংস্কৃত যে যজ্ঞের অহুষ্ঠান করেন তাহাই রাজস শব্দে উক্ত হইয়া  
 থাকে ॥ ৩৭ ॥ দানবেরা মদগর্জ, ক্রোধ, ক্রুরতা ও অমর্ষে পরিপূর্ণ হইয়া শত্রু বিনাশাদি  
 অভিলাষ করত যে যজ্ঞ করিয়া থাকে, মহাত্মা মুনিগণ তাহাকেই তামস যজ্ঞ কহিয়া  
 থাকেন ॥ ৩৮ ॥ বিষয় বাসনা বিবর্জিত মোক্ষকামী মহাত্মা মুনিগণ মনে মনে উপযুক্ত সমস্ত  
 দ্রব্য সংগ্রহ করত যে যাগ করেন তাহাই মানসযাগ বলিয়া উক্ত হয় ॥ ৩৯ ॥ অত্যাধি-  
 গম্য যজ্ঞেই দ্রব্য, শ্রদ্ধা, ক্রিয়া অথবা ব্রাহ্মণাদি দ্বারা কিঞ্চিৎ ন্যূনতা হইয়া থাকে ॥ ৪০ ॥  
 মানস যজ্ঞ যেমন পূর্ণ হয়, অত্যা কোন যজ্ঞ সেরূপ পূর্ণ হয় না, কারণ সেই সকল যজ্ঞ  
 দেশ, কাল এবং পৃথক্ পৃথক্ দ্রব্যরূপ কারণ দ্বারা ক্রিষ্টিং হীন হইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥  
 গান্ধ ! মানসিক অব্যবস্থার অধিকারী ঐভূতির বিষয় প্রবণ কর । প্রথমে চিত্তকে শুদ্ধ  
 ও গুণবর্জিত করা একান্ত কর্তব্য ; কারণ, মন শুদ্ধ হইলে শরীর ও শুদ্ধ হয় তাহাতে সংশয়  
 নাই ॥ ৪২ ॥ মন যখন ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয় সকল পরিত্যাগ পূর্বক সম্পূর্ণরূপ শুদ্ধ হয়,  
 তখনই সেই ব্যক্তি অব্যবস্থার অধিকারী হইতে সমর্থ হইয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥ অধিকারী

তদাসৌ মণ্ডপং কৃৎস্বা বহুযোজনবিস্তৃতম্ ।

তুষ্ঠৈশ্চ বিপুলৈঃ স্নৈকৈষ্মজ্জীয়দ্রুমসম্ভবৈঃ ॥ ৪৪ ॥

বেদীঞ্চ বিশদাং তত্র মনসা পরিকল্পয়েৎ ।

অগ্নয়োহপি তথা স্থাপ্য বিধিবদ্ব্যনসাংকিল ॥ ৪৫ ॥

ব্রাহ্মণানাঞ্চ বরণং তথৈব প্রতীপাদ্য চ ।

ব্রহ্মাধ্বর্যুস্তথা হোতা প্রোক্তোতা বিধিপূৰ্ব্বকম্ ॥ ৪৬ ॥

উদ্পাতা প্রতিহর্তা চ সভ্যাশ্চান্যে যথাবিধি ।

পূজনীয়াঃ প্রযত্নেন মনসৈব দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৪৭ ॥

প্রাগোহপানস্তথা ব্যানঃ সমানোদান এব চ ।

পাবকাঃ পঞ্চ এবৈবৈতৈ স্থাপ্য বেদ্যাং বিধানতঃ ॥ ৪৮ ॥

গার্হপত্যস্তদা প্রাগোহপানশ্চাহরনীয়কঃ ।

দক্ষিণামিস্তথা ব্যানঃ সমানশ্চাবসথ্যকঃ ॥ ৪৯ ॥

সভ্যোদানঃ স্মৃতা হেতে পাবকাঃ পরমোৎকটাস্তে ।

দ্রব্যঞ্চ মনসা ভাব্যং নিগুণং পরমং শুচি ॥ ৫০ ॥

মন এব তদা হোতা যজমানস্তথৈব তৎ ।

যজ্ঞাধিদেবতা ব্রহ্ম নিগুণঞ্চ সনাতনম্ ॥ ৫১ ॥

মণ্ডপং মানসম্ ॥ ৪৪—৪৫ ॥

তথৈব মানসমেব ॥ ৪৬—৪৭ ॥

বায়ুধেবারিভাবনা কার্যোতাহ পাবকা ইতি ॥ ৪৮—৪৯ ॥

উদানঃ সভ্যঃ । অর্ধ উকারলোপঃ । নিগুণং দোষরহিতমিত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

ব্যক্তি, তখন ধৈর্য্যাদিরূপ যজ্ঞীয়দ্রুম সম্ভূত সূদীর্ঘ ও মন্থণ শুল্ক সমন্বিত বহুযোজন বিস্তৃত মানস মণ্ডপ নির্মাণ করিয়া তাহাতে সুপ্রশস্ত বেদী মনে মনে করুনা এবং সেইরূপ মনে মনেই তাহাতে বিধিপূর্বক বহিঃস্থাপন করিবে ॥ ৪৪—৪৫ ॥ সেইরূপেই ব্রাহ্মণগণের বরণ করিয়া ব্রহ্মা, অধ্বর্যু, হোতা, প্রোক্তোতা, উদ্পাতা প্রতিহর্তা ও সভ্য সকলকে বিধিপূর্বক কল্পনাসম্মত মনে মনে যত্নপূর্বক দ্বিজবর গণের যথাবিধি পূজা করিবে ॥ ৪৬—৪৭ ॥ অনন্তর প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান ও উদান এই পঞ্চ বায়ুকে পঞ্চাঙ্গি করুনা করিয়া বিধানক্রমে বেদীতে স্থাপন করিবে ॥ ৪৮ ॥ তদন্থো প্রাণ বায়ুকে গার্হপত্য, অপানকে আহবনীয়ক, ব্যানকে দক্ষিণামি, সমানকে অবসথ্যক এবং উদানকে সভ্যরূপে করুনা করা কর্তব্য, এই পাবক সকল অত্যন্ত উৎকট অতএব সমাহিত হইয়া ইহাদের স্থাপনাদি সম্পাদন করিতে হয় । আর মনে মনে দ্রব্য সঙ্কল সংগ্রহ করত পরম পবিত্র শুদ্ধ এইরূপ ভাবনা

ফলদা নিগুণা শক্তিঃ সদা নির্বেদদা শিবী ।

ব্রহ্মবিদ্যাখিলাধারা ব্যাপী সর্বত্র সংস্থিতা ॥ ৫২ ॥

তদ্ব্যবস্থেন তদ্রূপং ইদং প্রাণায়াম্বু বিজঃ ।

পশ্চাচ্ছিত্তং নিরালম্বং কৃত্বা প্রাণানপি প্রভো ! ॥ ৫৩ ॥

কুণ্ডলীমুখমার্গেণ হ্রেন্দুব্রহ্মণি শাশ্বতে ।

স্বানুভূত্যা স্বয়ং সাক্ষাৎ স্বানুভূতাং মহেশ্বরীম্ ॥ ৫৪ ॥

সমাধিনৈব যোগেন ধ্যায়ৈচ্চেতস্তনাকুলঃ ।

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি ॥ ৫৫ ॥

মন এবতি সঙ্কলবিকল্পাভ্যকমিত্যর্থঃ । তথৈব তদ্বিত্তি । তদহঙ্কারবৃত্তিবিধিঃ মন এব যজ্ঞান ইত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

নিগুণা শক্তিরিতি । সাম্যাবস্থমায়াক্রাধিণী ফলদাত্রী বা শক্তিঃ সা চ দেবভেদার্থঃ । তথাচ সাম্যাবস্থমায়োপাধিকব্রহ্মরূপিণী ভগবতী দেবভেদেতি ফলিতম্ ॥ ৫২ ॥

তদ্ব্যবস্থেন মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপভগবত্যব্যবস্থেন ত্রৈবং মনসা কল্পিতং যৎ শ্রান্তবিদং দ্রব্যমেতাবদাহতিকমেতৈর্মন্ত্রৈরেতেষ্যমিষু ময়া হয়তে ইতি ভাবনাময় এব হোত্রো ভগবতী-  
শ্রীত্যাং কর্তব্য ইতি মানসিকহোমোত্তরঃ পশ্চাৎসিদ্ধং চিত্তং নিরালম্বং নিরাশ্রয়ং নির্বিবলং  
কৃত্বা কুণ্ডলীমুখমার্গেণ স্রব্ধসারক্লেণ তান্ প্রাণায়ামী ব্রহ্মণি ভগবতীপদবাচ্যে হ্রেন্দুবিলা-  
পয়েৎ ॥ ৫৩ ॥

ইখং প্রাণলয়ে জাতে সঙ্কলবিকল্পাবপি মনসোহনান্যাসেন লীনৌ ভবত এব প্রাণমনসৌ-  
দ্ব্যাব্যবস্থানিলিতভাং । তদ্রূপম্ । দ্ব্যাব্যবস্থং সংমিলিতাবৃত্তৌ তৌ তুল্যাক্রিয়ৌ মানসমাকরতৌ  
তৌ । তত্রৈকনাশাদপরন্ত নাশস্তত্রৈকবৃত্তেসুৈপ্যপরাপ্রবৃত্তিরিতি । ইখং প্রাণলয়ে সঙ্কলবিকল্প-  
লয়ে চ সমাধির্ভবতি । তস্মিন সমাধৌ স্বানুভূতাং মহেশ্বরীং স্বাভিমানং ভক্ত্যভ্যাসীং নির্বিকল্প-  
চেতসি ধ্যায়েৎ ॥ ৫৪ ॥

ইখং ধ্যায়তো যদৈবং জ্ঞানং ভবতি তদান্যস্বরূপভগবত্যাঃ সাক্ষাৎকারো জাত ইতি-  
জ্ঞেয়মিত্যাহ সর্বভূতস্থমাত্মানমিতি । সর্বভূতেষ্বধিষ্ঠানতয়া স্থিতমাত্মানং যদানুভবতি  
সর্বভূতানি চ রজ্জুদূর্পবদ্বয় কল্পিতানীতি বদ্য । পশ্যতি তদা ভগবতীসাক্ষাৎকারো জাত  
ইতি বোধ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

করিবে ॥ ৫২-৫০ ॥ মানসিক যজ্ঞে মনই হোতা ও মনই যজমান এবং সনাত  
নিগুণ ব্রহ্মই যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । যিনি সততই নির্বেদ প্রদান করিয়া থাকেন  
সেই নিগুণা শক্তিই এই যজ্ঞের ফলদায়িনী । অধিলেব আধাররূপিণী ব্রহ্মরূপিণী  
বিদ্যা সর্বত্রই ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, বিজগৎ, তাঁহার ঐক্যেই ঐশ্বর্য্যগিতে হোম করি-  
বেন, অনন্তর চিত্ত ও শ্রোণ পবনকে নিরালম্ব করিয়া কুণ্ডলীর মুখমার্গ দিয়া শাশ্বৎ  
ব্রহ্মের হোম করিবে । অনন্তর স্বকীয় অনুভূতি দ্বারা, নির্বিকল্পক মানসে সমাধি  
যোগে স্বকীয় আত্মস্বরূপা সাক্ষাৎ স্বয়ং মহেশ্বরীকে মনোমধ্যে ধ্যান করিবে । এই  
রূপে যখন আত্মাকে সর্বভূতে অবস্থিত এবং সমস্ত ভূতগণকেই আত্মাতে অবস্থিত

যদা পশুতি ভূতানাং তদা পশুতি তাং শিবাম্ ।  
 দৃষ্টা তাং ব্রহ্মবিভূত্যাং সচ্চিদানন্দরূপিণীম্ ॥ ৫৬ ॥  
 তদা মায়াদিকং সর্বং দৃষ্ট্বা ভবতি ভূমিপ ! ।  
 প্রারব্ধকৰ্ম্মমাত্রস্ত যাবদেহে তিষ্ঠতি ॥ ৫৭ ॥  
 জীবন্তুস্তদা জাতো মৃতো মোক্ষমবাণুয়াৎ ।  
 কৃতকৃত্যো ভবেত্তাত ! যো ভজেজ্জগদসিকাম্ ॥ ৫৮ ॥  
 তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন ধ্যেয়া শ্রীভুবনেশ্বরী ।  
 শ্রোতব্য চৈব মন্তব্য গুরুবাক্যানুসারতঃ ॥ ৫৯ ॥  
 রাজ্ঞৈবং কৃত্য যজ্ঞো মোক্ষদো নাত্র সংশয়ঃ ।  
 অস্ত্রে যজ্ঞাঃ সকামাস্ত প্রভবন্তি ক্ষয়োমুখাঃ ॥ ৬০ ॥  
 অগ্নিকৌমেন বিধিবৎ স্বর্গকামো যজেদতি ।  
 বেদানুশাসনকৈতৎ প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ৬১ ॥

ইখমায়রূপিণ্যা ভগবতাঃ সাক্ষাৎকারে জাতে স নরো ব্রহ্মবিভূত্যাং । আত্মনে ব্রহ্ম-  
 শৈকত্যাং ॥ ৫৬ ॥

ইখং যদা ভগবতাঃ সাক্ষাৎকারো ভবতি তদা মায়াবিদ্যাাদ্যাকাররূপসকলসংসার-  
 কারণং দৃষ্ট্বা ভবতীত্যাহ তদা মায়াদিকমিতি । তহি দেহঃ কথং তিষ্ঠতীতি চেৎ প্রারব্ধকৰ্ম্ম-  
 শেধাদিত্যাহ প্রারব্ধকৰ্ম্মমাত্রসীতি । তস্ত মুক্তেদুর্বেৎ স্ববেগসমাপ্তিং বিনা পতনাতাবাৎ ॥ ৫৭ ॥

তাবতাজ্ঞানেন জীবন্তুঃ সম্মৃতো মোক্ষমবাণুয়াৎ তত্র ন সন্দেহ ইত্যাহ জীবন্তু-  
 ইতি ॥ ৫৮ ॥

শ্রোতব্য চ সৈবেত্যর্থঃ ॥ ৫৯—৬০ ॥

দর্শন করিবে, তখন জীব সেই কৈবল্য-কল্যাণময়ী মহাবিদ্যা দেবীর দর্শন প্রাপ্ত  
 হইবে। রাজন্! মহাত্মা মুনিগণ সেই সচ্চিদানন্দরূপিণী দেবীকে দর্শন করিলে পর  
 তখন ব্রহ্মবিৎ হইয়া থাকেন। তখন মায়াদি সংসারকারণ সমস্তই দৃষ্ট হইয়া যায়,  
 কেবল য়েহাবসান পর্যন্ত প্রারব্ধ কৰ্ম্মমাত্র অবশিষ্ট থাকে ॥ ৫৭—৫৭ ॥ তখন জীবগণ  
 জীবন্তু, পরে দেহত্যাগান্তে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। অতএব বৎস! যে ব্যক্তি জগদসিকার  
 ভজনা করে সেই স্থবীর ব্যক্তি কৃতকৃত্য হয় সন্দেহ নাই ॥ ৫৮ ॥ অতএব গুরু বাক্যের  
 অনুসারী হইয়া সর্বপ্রযত্নে সেই ভুবনেশ্বরীর শ্রবণ, মনন এবং সিদ্ধিধ্যাসন অর্থাৎ ধ্যান-  
 বাহির ধ্যান করা একান্তই কর্তব্য ॥ ৫৯ ॥

মহারাজ! এইরূপে মানস যজ্ঞ করিলে পর তাহা যে মোক্ষপ্রদ হয়, তাহাতে আর  
 সন্দেহ নাই, মানস-যজ্ঞ ব্যতিরেকে অস্ত্র সমস্ত যজ্ঞই সকায, অতএব সর্বদাই ক্ষয়োমুখ ॥ ৬০ ॥  
 বিনি স্বর্গকামনা করেন, তিনি বিধিপূর্বক অগ্নিকৌম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন, বেদের

ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং যিশিষ্টি চ যথামতি ।

তস্মাত্তু মানসঃ শ্রেষ্ঠো যজ্ঞোহপ্যক্ষয় এব সং ॥ ৬২ ॥

ন রাজ্ঞা সাদিতুং যোগ্যো মধোহসৌ জয়মিচ্ছতা ।

তামসস্ত কৃতঃ পূৰ্ব্বং সৰ্পযজ্ঞস্তয়াধুনা ॥ ৬৩ ॥

বৈরং নির্বাহিতং রাজংস্তক্ষকস্ত ছুরাস্তনঃ ।

যৎকৃতে নিহতাঃ সৰ্পাস্তয়ামৌ কোটিশঃ পরে ॥ ৬৪ ॥

দেবীযজ্ঞং কুরুষাদ্য বিততং বিধিপূৰ্ব্বকম্ ।

বিষ্ণুনাং যঃ কৃতঃ পূৰ্ব্বং স্কট্যাদৌ নৃপসত্তম ! ॥ ৬৫ ॥

তথা হুং কুরু রাজেন্দ্র ! বিধিং তে প্রব্রবীম্যহম্ ।

ব্রাহ্মণাঃ সন্তি রাজেন্দ্র ! বিধিজ্ঞা বেদবিত্তমাঃ ॥ ৬৬ ॥

দেবীবীজবিধানজ্ঞা মন্ত্রমার্গবিচক্ষণাঃ ।

যাজকাস্তে ভবিষ্যন্তি যজমানস্তমেব হি ॥ ৬৭ ॥

কৃতা যজ্ঞং বিধানেন দত্তা পুণ্যং মথার্জিতম্ ।

সমুদ্রমহারাজ ! পিতরং দুর্গতিং গতম্ ॥ ৬৮ ॥

বিপ্রাবমানজং পাপং দুর্ঘটং নরকপ্রদম্ ।

তথৈব শাপজো দোষঃ প্রাপ্তঃ পিত্র তবানঘ ! ॥ ৬৯ ॥

ক্ষয়োন্মুখতমেবাহ অধিষ্টোমেনেতি ॥ ৬১—৬৬ ॥

ইরূপ অমুশাসন বাক্য, কিন্তু সেই পুণ্যক্ষয় হইলে পুনর্বার মরণশীল মনুষ্যলোকে প্রবেশ  
করিতে হয় ইহা পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন, অতএব হে রাজেন্দ্র ! মানস যজ্ঞই ক্ষয় এবং

কর্ষাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥ ৬১—৬২ ॥ এই যজ্ঞ, জয়কাজী রাজগণের অমুষ্ঠান যোগ্য নহে।

হারাজ ! পূর্বে আপনি যে সৰ্পযজ্ঞের অমুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা তামস, কারণ,

আপনি সেই যজ্ঞের অমুষ্ঠান করিয়া তক্ষকের বৈরনির্ধাতন সমাধান করিয়াছেন এবং

সেই বৈরনির্ধাতন উপলক্ষে যজ্ঞাধিতে কোটি কোটি সৰ্পগণকে দগ্ধ করিয়াছেন, নৃপবর !

বিষ্ণু সৃষ্টির আদিতে যে দেবীযজ্ঞের অমুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তুমি এক্ষণে বিধিপূৰ্ব্বক

সেই দেবীযজ্ঞের অমুষ্ঠান কর ॥ ৬৩—৬৪ ॥ রাজেন্দ্র ! আমি তোমাকে সমস্ত বিধিই

বর্ণিতেছি শ্রবণ কর । বেদজ্ঞ ও বিধিজ্ঞগণের অগ্রগণ্য এবং দেবীবীজের বিধানবিৎ উত্তম

ধর্ম জ্ঞানী বহু ব্রাহ্মণগণ তোমার যাজক হইবেন এবং তুমি স্বয়ংই যজ্ঞসান্ন হইবে ॥ ৬৬—৬৭ ॥

মহারাজ ! তুমি বিধিপূৰ্ব্বক যজ্ঞ করিয়া তদর্জিত পুণ্যবলে তোমার দুর্গতিগ্রস্ত পিতাকে

উদ্ধার ॥ ৬৮ ॥ হে জ্ঞানবান ! পিতার অবমাননা জনিত পাপ ঘোরতর ও নরকপ্রদ

তথা দুর্শ্বরগং প্রাপ্তং সর্পদংশনে ভুঙ্কত ।

অন্তরালে তথা মৃত্যুং ভূমৌ কুশসংস্করে ॥ ৭০ ॥

ন সংগ্রামেন গঙ্গায়্যায়ানদানাদিবর্জিতম্ ।

মরণং তে পিতৃস্তত্র সৌধে জাতং কুরুদ্বহ ॥ ৭১ ॥

কপূর্ণানি\* চ সর্ববাণি নরকস্ত নৃপোত্তম ! ।

তত্রৈকং কারণং তস্ত ন জাতং চাতিদুর্লভম্ ॥ ৭২ ॥

যত্র যত্র স্থিতঃ প্রাণী জাত্বা কালং সমাগতম্ ।

সাধনানামভাবেহপি হবশচ্চাতিসঙ্কটে ॥ ৭৩ ॥

যদা নির্বেদমায়াতি মনসা নির্ম্মলেন বৈ ।

পঞ্চভূতাত্মকো দেহো মম কিঞ্চাত্রে দুঃখদম্ ॥ ৭৪ ॥

পতন্ত্য যথাকামং মুক্তোহহং নিগুণোহব্যয়ঃ ।

নাশাত্মকানি তদ্বানি তত্র কা পরিদেবনা ॥ ৭৫ ॥

দেবীবিজং মায়াবীজং তদ্বিধানজাঃ ॥ ৬৭—৭১ ॥

কপূর্ণানি কুংসিতানি । ইমানি সর্বাণি দুষ্টসাধনানি সন্তি চেৎ সন্ত যদ্যেকং সাধনং  
জাত্বাহি মনুষ্যো মুক্ত এব তদপি সাধনং তস্ত ন জাতমিতিপ্রাহ তত্রৈকং কারণমিতি ॥ ৭২ ॥  
কিং তন্মোক্ষকারণং তদাহ যত্র যত্র স্থিত ইতি । যত্র কুত্রাপি স্থিত ইত্যর্থঃ ॥ ৭৩ ॥

অতএব তোমার পিতাও সেই বৃক্ষশাপ এবং তজ্জন্তু বোর নরক প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৬৯ ॥  
আর সেই ভূপতির সর্প দংশনে প্রাণ বিয়োগ হয় অতএব তাহার প্রশস্তরূপে মৃত্যু না  
হইয়া দুর্শ্বরগই ঘটয়াছে । আরও দেখ ভূমিতলে কুশস্তরের উপর তাহার মৃত্যু না হইয়া  
আকাশ স্থিত প্রাসাদের তলোপরিই ঘটয়াছে ॥ ৭০ ॥ রাজন্ ! সংগ্রামে অথবা গঙ্গাতীরে  
তাহার মৃত্যু হয় নাই । তিনি নান দান বর্জিত হইয়া সৌধোপরি প্রাণ পরিত্যাগ করি-  
য়াছেন ॥ ৭১ ॥ নৃপবর ! নরকলাভের ততি কুংসিত সমস্ত কারণই তোমার পিতার  
সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছে ; আর দেখ, মুক্তির জন্ত অতিশয় দুর্লভ একটা কারণ বিদ্যমান  
আছে, কিন্তু তোমার পিতা তাহাও প্রাপ্ত হন নাই ॥ ৭২ ॥ সে কারণটা এই যে, প্রাণিগণ  
যে কোনও স্থানে থাকুক, কাল সমাগত হইয়াছে জানিতে পারিয়া, অস্ত কোন প্রকার  
সাধন না থাকিলেও এবং মৃত্যুসঙ্কটে অবশ হইলেও যখন বিষয় চিন্তা বিরহিত নির্ম্মল  
মানসে বৈরাগ্য আসিয়া উদ্ভিত হয় তখন এইরূপ চিন্তা করা কর্তব্য যে, আমার এই  
পঞ্চভূতাত্মক দেহ এক্ষণে বিনষ্ট হইবেক ইহাতে আমার কিছুমাত্র দুঃখের কারণ নাই,  
আমি মুক্ত, নিগুণ ও অকাল পুরুষ, মৃত্যু আমার কিছুই করিতে সমর্থ নহে, ভূতত্ত্ব সমতই  
নাশাত্মক তাহার বিনাশে আমার কি অহুতাপ হইতে পারে ? আমি সংসারী নহি, আমি

\* অরুণাণি ইতি বা পাঠঃ ।

ব্রহ্মৈবাহং ন সংসারী সদা মুক্তঃ সনাতনঃ ।  
 দেহে ন মম সম্বন্ধঃ কৰ্মণা প্রতিপাদিতঃ ॥ ৭৬ ॥  
 তানি সৰ্ব্বাণি ভুতানি শুভানি চেতরাণি চ ।  
 মনুষ্যদেহযোগেন স্তম্ভঃ খামুসাধনাৎ ॥ ৭৭ ॥  
 বিমুক্তোহতিভয়াদেবারাদম্মাৎ সংসারসঙ্কটাত্ ॥  
 ইত্যেবং চিন্ত্যমানস্ত স্নানদানবিবৰ্জিতঃ ॥ ৭৮ ॥  
 মরণং চেদবাপ্নোতি সমুদ্রোজ্জমদুঃখতঃ ।  
 এষা কাষ্ঠা পরা প্রোক্তা যোগিনামপি ছল্লভা ॥ ৭৯ ॥  
 পিতা তে নৃপশার্দূল ! শ্রদ্ধা শাপং দ্বিজোদিতম্ ।  
 দেহে মমত্বং কৃতবান্ন নির্বেদমবাণুবান্ ॥ ৮০ ॥  
 নীরোগো মম দেহোহয়ং রাজ্যং নিহতকণ্টকম্ ।  
 কথং জীবাম্যহং কামং মন্ত্রজ্ঞানানয়ন্ত বৈ ॥ ৮১ ॥  
 ঔষধং মণিমস্ত্রে চ যন্ত্রং পরমকং তথা ।  
 আরোহণং তথা সৌধে কৃতবান্নপতিস্তদা ॥ ৮২ ॥  
 ন স্নানং ন কৃতং দানং ন দেব্যাঃ স্মরণং কৃতম্ ।  
 ন ভূমৌ শয়নশ্চৈব দৈবং মহা স্বরং তথা ॥ ৮৩ ॥

মম কিঞ্চিদ্রুৎসাহমিতি । দেহান্তিরিক্তোহহমস্মি । মম দুঃখদং কিমত্রাস্তি ন কিম-  
 পিতার্থঃ ॥ ৭৪—৭৯ ॥

নির্বেদং বৈরাগ্যম্ ॥ ৮০—৮২ ॥

নিত্যমুক্ত সনাতন ব্রহ্ম, এই কৰ্ম ভক্ত দেহের সহিত আমার কিছুই সম্বন্ধ নাই ॥ ৭৬—৭৮ ॥  
 আমি পূর্বে দুঃখপ্রদ ও স্থখদায়ক পাপ পুণ্যের অমুষ্ঠান করিয়াছিলাম, উজ্জ্বল এই  
 মনুষ্য দেহ ধারণ পূৰ্ণক সেই সমস্ত শুভাশুভ কৰ্মের ফলভোগ করিয়াছি ॥ ৭৭ ॥ মহারাজ !  
 যে পুরুষ এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে স্নান দান বর্জিত হইয়াও মৃত্যুযুগে পতিত হয় সে  
 নিশ্চয়ই এই অতি ভয়ঙ্কর ঘোরতর সংসার সঙ্কট হইতে বিমুক্ত হইয়া পুনর্জন্মের ঘোরতর  
 দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে ॥ ৭৮ ॥ রাজন্ ! এই আমি যোগজনেরও অতি ছল্লভ,  
 সাধনের পরাকাষ্ঠা তোমার নিকট কীৰ্ত্তন করিলাম ॥ ৭৯ ॥ কিন্তু, হে রাজেন্দ্র ! তোমার  
 পিতা, দ্বিজকণ্ঠিত শ্রাপ্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া দেহে মমতা করিয়াছিলেন, সেই কারণেই  
 নির্বেদ প্রাপ্ত হইয় নাই ॥ ৮০ ॥ তিনি এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন যে, আমার দেহ  
 রোগহীন, রাজ্যও নিরুপক ; অতএব আমি কিরূপে অকাল মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিণাম  
 পাইব, তিনি এই-ভাবিয়াই, “মন্ত্রজ্ঞানবিগণকে আনয়ন কর” এইরূপ আজ্ঞা প্রদান

মমো মৌহার্ণবে ঘোরে যুতঃ সৌধেহহিনা হতঃ ।

কৃচ্ছা পাপং কলৌৰ্ঘোগাতাপসম্ভাবমানজন্ম ॥ ৮৪ ॥

অবশ্যমেব নরকং এতৈরাচরথৈর্ভবেৎ ।

তস্মাক্তং পিতরং পাপাং সমুদ্রর নৃপৌত্তম ! ॥ ৮৫ ॥

সূত উবাচ ।

ইতি অশ্রুত্বা বচন্ত্যশ্রুত্বা ব্যাসস্থামিততেজসঃ ।

সাক্ষকঠোহতিষ্ঠুঃখার্তো বভূব জনমেজয়ঃ ॥ ৮৬ ॥

ধিগিদং জীবিতং মেহদ্য পিতা মে নরকে স্থিতঃ ।

তৎ করোমি যথৈবাদ্য স্বর্গং যাতু্যন্তরাস্ততঃ ॥ ৮৭ ॥

ইতি ত্রিভাষতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগ্যসংক্রান্তে তৃতীয়স্কন্ধে

অষ্টমোহধ্যায়ঃ নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

দৈবং প্রারব্ধং মুখ্যং যদ্বা বৈরাগ্যমাস্থায় ন স্থিত ইত্যর্থঃ ॥ ৮৩ ॥

অহিনা সর্পেণ হতঃ ॥ ৮৪—৮৭ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

করেন ॥ ৮১ ॥ তখন সেই নরগতি ঔষধ, মণিগজ ও যন্ত্রযোগ প্রয়োগ পূর্বক সৌধোপরি আরোহণ করিয়াছিলেন ॥ ৮২ ॥ তিনি তখন স্বীয় প্রারব্ধকে প্রধান মানিয়া তীর্থস্থান, দান, ভূমিতে শয়ন বা দেবীর স্মরণাদি কোন কৰ্ম্মই করেন নাই; কলির প্রবেশবশত তাপসের অপমানরূপ পাপ করিয়া কেবল ঘোরতর মোহার্ণবে নিমগ্ন হইয়া সৌধের উপরি-ভাগে তক্ষক কর্তৃক দষ্ট হইয়া নিহত হইয়াছিলেন ॥ ৮৩—৮৪ ॥ এই সকল পাপাচরণ দ্বারা সেই নৃপতি অবশ্যই নরকে পড়িয়াছেন, অতএব হে নৃপৌত্তম! তুমি আপনার পিতার পাপ হইতে পরিত্রাণ কর ॥ ৮৫ ॥

যত কহিলেন, ঋষিগণ! রাজা জনমেজয় অমিততেজা ব্যাসদেবের নিকট এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, তখন অশ্রুজল বিগলিত হইয়া তাঁহার কপোল ও কণ্ঠস্থ দিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল ॥ ৮৬ ॥ তখন তিনি গদগদ স্বরে কহিলেন, আমার জীবনে ধিক্! আমার পিতা এখন নরকে নিপতিত রহিয়াছেন যে কোনও উপায়ে আমার পিতা স্বর্গলাভ করিতে পারেন এক্ষণে আমি তাহাই করিব ॥ ৮৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসাহস্রশ্লোকায় মহাপুরাণে শ্রীমদ-

ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টমোহধ্যায়ঃ নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥



## ত্রয়োদশোঃধ্যায়ঃ ।

রাজোবাচ ।

হরিণা তু কথং যজ্ঞঃ কৃতঃ পূৰ্বং পিতামহ ! ।  
জগৎকারণরূপেণ বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥ ১ ॥  
কে সহায়ান্ত তত্রাসন্ ব্রাহ্মণাঃ কে মহামতে ! ।  
ঋষিভ্যো বেদতত্ত্বজ্ঞান্তম্বে ব্রহ্মি পরন্তপ ! ॥ ২ ॥  
পশ্চাৎ কারোম্যহং যজ্ঞং বিধিদৃষ্টেন কৰ্ম্মণা ।  
ঐতহা বিষ্ণুকৃতং যাগমশ্বিকায়াঃ সমাহিতঃ ॥ ৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

রাজহুং মহাভাগ ! বিস্তরং পরমাদ্বুতম্ ।  
যথা ভগবতা যজ্ঞঃ কৃতশ্চ বিধিপূৰ্বকঃ ॥ ৪ ॥  
বিসর্জিতা যদা দেব্যা দত্তা শত্ৰীশ্চ তাদ্রয়ঃ ।  
কাজেশাঃ পুরুষা জাতা বিমানবরমাস্থিতাঃ ॥ ৫ ॥

অর্ধাধিকৈরষ্টপকাশংপট্টলরথিকামথঃ ।

বিষ্ণুনা চ কৃতঃ ঋষিমিত্তিসমাগিহোচ্যতে ॥

পূৰ্বাধ্যায়ান্তে বিষ্ণুনা দেবীমথঃ কৃত ইতি ঐতহা পরমভাবুকো জনমেজয়ঃ পৃচ্ছতি  
হরিণা চেতি । পিতামহ ! হে পূৰ্বজ ব্যাস ! ॥ ১—৪ ॥

রাজা কহিলেন, পিতামহ ! জগতের কারণরূপী নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ ভগবান্ বিষ্ণু, পুরা-  
কালে কিরূপে অশ্বায়জ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ? মহামতে ! সেই যজ্ঞে কে কে সহায়  
ছিলেন এবং কোন্ কোন্ বেদতত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণই বা ঋষিক হইয়াছিলেন তৎসমুদয় আমাকে  
বিশেষরূপে বলুন । আমি সমাহিত চিত্তে বিষ্ণুকৃত অশ্বায়জ্ঞের বিষয় শ্রবণ করিয়া পরে  
যথাবিধি সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব ॥ ১—৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহাভাগ ! ভগবান্ হরি, কিরূপে বিধিপূৰ্বক অশ্বায়জ্ঞের অনুষ্ঠান  
করিয়াছিলেন, সেই আশ্চর্য্যকর যজ্ঞের কথা বিস্তারপূৰ্বক বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৪ ॥  
দেবী ভুবনেশ্বরী যখন বৃদ্ধা বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে নিজাংশ সম্বৃত্ত তিনটী শক্তি প্রদান করিয়া  
বিদায় দিলেন, তখন তাঁহারা বিমানে থাকিয়াই ত্রীভাব-হইতে পুন্নিমুক্ত হইয়া পুরুষত্ব  
প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৫ ॥ সেই সুয়োত্তমজয় যোরতর মহার্ণবে উপনীত হইয়া ধরিত্রীকে উৎপাদন

প্রাপ্তা মহার্ণবং বোরং ত্রয়স্তে বিবুধোক্তমাঃ ।

চক্রুঃ স্থানানি বাসার্থং সমুৎপাদ্য ধরাং স্থিতাঃ ॥ ৬ ॥

আধারশক্তিরচলা মুক্তা দেব্যা স্বয়ং ততঃ ।

তদাধারা স্থিতা জাতা ধরা মেদঃসমম্বিতা ॥ ৭ ॥

মধুকৈটভয়োর্মদঃসংযোগান্মেদিনী স্মৃতা ।

ধারণাক্ত ধরা প্রোক্তা পৃথ্বী বিস্তারযোগতঃ ॥ ৮ ॥

মহী চাপি মহীয়স্বাক্তা সা শেষমন্তকে ।

গিরয়শ্চ কৃতাঃ সর্বৈ ধারণার্থং প্রবিস্তারাঃ ॥ ৯ ॥

লোহকীলং যথা কাষ্ঠে তথা তে গিরয়ঃ কৃতাঃ ।

মহীধরা মহারাজ ! প্রোচ্যস্তে বিবুধৈর্জ্ঞানৈঃ ॥ ১০ ॥

জাতরূপময়ো মেরুর্নব্বহয়োজনবিস্তরঃ ।

কৃতো মণিময়ৈঃ শৃঙ্গৈঃ শোভিতঃ পরমাদ্বুতঃ ॥ ১১ ॥

মরীচির্নারদোহত্রিশ্চ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ ।

দক্ষো বশিষ্ঠ ইত্যেতে ব্রহ্মণঃ প্রথিতাঃ স্তুতাঃ ॥ ১২ ॥

কদা যজ্ঞঃ কৃত ইত্যশঙ্ক্যং নিবর্তয়ন্ প্রথমং তৎসময়মাহ বিসর্জিতা ইতি । যদা মণি-  
দ্বীপাধিবাসিতা ভুবনৈর্ধর্যা শক্তীর্দ্বিত্বা তে ত্রয়ো ব্রহ্মাদয়ো বিসর্জিতাস্তদনন্তরং তে ত্রয়ো  
যুবতীতাবং বিহার পুরুষা জাতাঃ । তদনন্তরমিতি সর্বত্র যোজ্যম্ ॥ ৫—১২ ॥

পূর্বক বাস করিবার নিমিত্ত স্থান নির্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥  
তদনন্তর দেবী স্বয়ং তাহাতে অচলা আধারশক্তি প্রদান করিলেন, মেদঃসমম্বিত ধরণী  
সেই শক্তিরূপ আধার দ্বারা স্থির হইয়া রহিলেন ॥ ৭ ॥ রাজন্ ! মধুকৈটভ নামক অন্তর-  
বহের মেদযোগে উৎপন্ন হইল বলিয়া এই আধাররূপা ধরিত্রীর নাম মেদিনী, অখিল  
জীবাদিভূত-নিবহের ধারণ করেন বলিয়া ইহার নাম ধরা, অত্যন্ত বিস্তৃত বলিয়া ইহার  
নাম পৃথ্বী এবং জীবগণের জীবনরক্ষণ ও মহত্ব হেতুক মহয়সী অর্থাৎ অতিমহতী বলিয়া মহী  
শব্দেও উক্ত হইয়াছে । রাজন্ ! শেষ নাগ এই ধরাকে শিরোদেশে ধারণ করিয়া রহিলেন ।  
এইরূপে ব্রহ্মা পৃথিবী ধারণ জন্ত স্থানে স্থানে অবিস্তৃত পর্বত সকলের সৃষ্টি করিলেন,  
লোহকীলক বেমন কাষ্ঠমধ্যে নিহিত থাকে গিরিগণও সেইরূপ ধরণীর অভ্যন্তরে থাকিয়া  
উহার দৃঢ়তা সম্পাদনপূর্বক ধারণ করিয়া রহিল; রাজন্ ! এই নিমিত্ত পণ্ডিতগণ পর্বত  
সকলকে মহীধর শব্দে অভিহিত করিয়া থাকেন ॥ ৮—১০ ॥ রাজন্ ! এইরূপে বহুবোজন-  
বৈজীর্ণ, মণিময় শৃঙ্গে অশোভিত কনকময় মেদ নামক মহাগিরির সৃষ্টি হইল ॥ ১১ ॥  
মরীচি, নারদ, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ এবং বশিষ্ঠ ইহারা ব্রহ্মা চর্চিতে উৎপন্ন

মরীচেঃ কশ্যপো জাতো দক্ষকন্যাস্ত্রয়োদশ ।

তাভ্যো দেবাশ্চ দৈত্যাশ্চ সমুৎপন্না হনেরুশঃ ॥ ১৩ ॥

ততস্ত কাশ্যপী সৃষ্টিঃ প্রবৃত্তা চাতিবিস্তরা ।

মনুষ্যপশুসর্পাদিজাতিভেদৈরনেকধা ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্মণশ্চান্দ্রদেহাত্ম মনুঃ স্বায়ত্ত্ববোহভবৎ ।

শতরূপা তথা নারী সঞ্জাতা বামভাগতঃ ॥ ১৫ ॥

প্রিয়ব্রতোতানপাদৌ স্ততৌ তস্তা বভূবতুঃ ।

তিস্রঃ কন্যা বরারোহা হভবম্ভতিসুন্দরাঃ ॥ ১৬ ॥

এবং সৃষ্টিং সমুৎপাদ্য ভগবান্ কমলোদ্ভবঃ ।

চকার ব্রহ্মলোকঞ্চ মেরুশৃঙ্গে মনোহরম্ ॥ ১৭ ॥

বৈকুণ্ঠং ভগবান্ বিষ্ণু রমারমণমুত্তমম্ ।

ক্ৰীড়াস্থানং সুরম্যঞ্চ সর্বলোকোপরি স্থিতম্ ॥ ১৮ ॥

শিবোহপি পরমং স্থানং কৈলাসাখ্যঞ্চকার হ ।

সমাসাদ্য ভূতগণং বিজহার যথারুচি ॥ ১৯ ॥

স্বর্গজ্জিবিষ্টপো মেরুশিখরোপরি কল্পিতঃ ।

তচ্চ স্থানং সুরেন্দ্রস্ত নানারত্নবিরাজিতম্ ॥ ২০ ॥

দক্ষকন্যাস্ত্রয়োদশ কশ্যপস্ত স্ত্রিয়স্তাভ্যো দেবা দৈত্যাশ্চোৎপন্নাঃ ॥ ১৩—১৫ ॥

অতিসুন্দরাঃ কন্যাঃ ॥ ১৬—১৭ ॥

হইলেন ; ইহারা ব্রহ্মার মানস পুত্র ॥ ১২ ॥ মরীচির কশ্যপ নামে একটি পুত্র এবং দক্ষের ত্রয়োদশটা কন্যা উৎপন্ন হইল । কশ্যপের ঔরসে তাঁহাদিগের গর্ভ হইতে অনেকানেক দেব ও দৈত্যগণ জন্মগ্রহণ করিলেন ॥ ১৩ ॥ তদনন্তর, মহাব্য পশু ও সর্পাদি জাতিভেদে মনেক প্রকার স্ববিস্তীর্ণ কাশ্যপী সৃষ্টির আরম্ভ হইল ॥ ১৪ ॥ এদিকে ব্রহ্মার দেহের অর্ধভাগ হইতে স্বায়ত্ত্বব মনু এবং বামভাগ হইতে শতরূপানারী কন্যা উৎপন্ন হইলেন ॥ ১৫ ॥ শতরূপার গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উতানপাদ নামে মনুর দুই পুত্র এবং রূপ লাভব্যবতী অত্যন্ত সুন্দরী তিনটা কন্যা জন্মগ্রহণ করিল ॥ ১৬ ॥

ভগবান্ কমলবোনি, এইরূপে সৃষ্টি করিয়া মেরুগিরির শৃঙ্গের উপর মনোহর ব্রহ্মলোক নির্মাণ করিলেন ॥ ১৭ ॥ ভগবান্ বিষ্ণু সকল লোকের উপরিভাগে লক্ষ্মীর সহিত একত্রে ক্রীড়ার নিমিত্ত বৈকুণ্ঠপুরী নির্মাণ করিলেন ॥ ১৮ ॥ মহাদেবও পরম মনোহর কৈলাসপুরী রচনা করিয়া ভূতগণের সহিত যথেষ্ট বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥ তৃতীয় ভুবন স্বর্গ মেরুগিরির উপরিভাগে বিরচিত হইল ; বিবিধ-রত্নমাজি-বিরাজিত সেই স্থান দেবরাজ ইন্দের দিব্যদেব

সমুদ্রমথনাং প্রাপ্তঃ পারিজাতস্তরুষ্ঠমঃ ।\*

চতুর্দন্তস্তথা নাগঃ কামধেনুশ্চ কামদা ॥ ২১ ॥

উচ্চৈঃশ্রবাস্তথাশ্বো বৈ রজ্জাদ্যপ্সরসস্তথা ।

ইন্দ্রেনোপান্তমখিলং জাতং বৈ স্বর্গভূষণম্ ॥ ২২ ॥

ধন্বন্তরিশ্চন্দ্রমাশ্চ সাগরাক্ষ সমুদ্রবভৌ ।

স্বর্গে স্থিতৌ বিরাজেতে দেবৌ বহুর্গণৈর্বর্তৌ ॥ ২৩ ॥

এবং সৃষ্টিঃ সমুৎপত্তা ত্রিবিধা নৃপসত্তম ! ।

দেবতীর্য্যাস্থায়াদিভেদৈর্বিবিধকল্পিতা ॥ ২৪ ॥

অণ্ডজাঃ শ্বেদজাশ্চৈব চোদ্ভিজ্জাশ্চ জরায়ুজাঃ ।

চতুর্ভেদৈঃ সমুৎপত্তা জীবাঃ কৰ্ম্মযুতাঃ কিল ॥ ২৫ ॥

এবং সৃষ্টিং সমাসাদ্য ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরঃ ।

বিহারং শ্বেষু স্থানেষু চত্বাঃ সর্বৈ যথেষ্পিতম্ ॥ ২৬ ॥

এবং প্রবর্তিতে সর্গে ভগবান্ প্রভুরচ্যুতঃ ।

মহালক্ষ্ম্যা সমং তত্র চিক্রীড় ভুবনে স্বকে ॥ ২৭ ॥

একস্মিন্ সময়ে বিষ্ণুর্কৈকুঠে সংস্থিতঃ পুরা ।

স্থাসিস্কুস্থিতং দ্বীপং সম্মার মণিমণ্ডিতম্ ॥ ২৮ ॥

রমারমণং রমাক্রীড়াস্থানং বৈকুণ্ঠম্ ॥ ১৮—২৫ ॥

(এবমিতি । এবমিথং প্রকারেণ দেব্যাঃ প্রসাদলাভেনেতার্থঃ ॥ ২৬—২৭ ॥)

নিমিত্ত নির্দ্ধারিত হইল ॥ ২০ ॥ অরাজ, সমুদ্রমথন সময়ে, তরুণর পারিজাত, ঐরাবত নামক চতুর্দন্ত নাগ, কামপ্রদা কামধেনু, উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্বর এবং রজ্জাদি অপ্সর-গণ প্রাপ্ত হইলেন । রজেন্ ! এ সমস্তই স্বর্গের ভূষণ স্বরূপ হইল ॥ ২১—২২ ॥ ধন্বন্তরি ও চন্দ্রমা সাগর হইতে সমুথিত এবং বহুতর পারিষদগণে পরিবেষ্টিত হইয়া স্বর্গোপরি অবস্থান পূর্ব্বক বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥

মহারাজ ! এইরূপে বহুপ্রকার তির্য্যক্, মনুষ্য ও দেবতা ভেদে ত্রিবিধ সৃষ্টি সম্পাদিত হইল ॥ ২৪ ॥ অণ্ডজ, শ্বেদজ, উদ্ভিজ্জ ও জরায়ুজ এই চারিপ্রকার জীব শুভাশুভ কৰ্ম্মফল বিশিষ্ট হইয়া উৎপন্ন হইল ॥ ২৫ ॥ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এইরূপে সৃষ্টি কার্য্য সম্পাদন করিয়া স্ব স্ব স্থানে যথেষ্ট বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥ এইরূপে সৃষ্টিকার্য্য প্রবর্তিত হইলে পরমপ্রভু ভগবান্ অচ্যুতদেব, স্বীয় ধাম বৈকুণ্ঠভুবনে মহালক্ষ্মীর সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥ অনন্তর এক দিবস ভগবান্ বিষ্ণু, বৈকুণ্ঠধামে উপবিষ্ট আছেন, সেই সময়ে মণিমণ্ডিত মনোহর দ্বীপ তাঁহার স্তুতিপথে উদ্ভিত হইল ॥ ২৮ ॥

যত্র দৃষ্টা মহামায়া মন্ত্রশাসাদিতঃ শুভঃ ।  
 স্মৃতা তাং পরমাং শক্তিং স্ত্রীভাবং গমিতো যয়া ॥ ২৯ ॥  
 যজ্ঞং কর্তুং মনশ্চক্রে অম্বিকার্য রম্যপতিঃ ।  
 উত্তীৰ্য্য ভুবনান্তস্মাৎ সমাহুয় মহেশ্বরম্ ॥ ৩০ ॥  
 ব্রহ্মাণং বরুণং শক্রং কুবেরং পাবকং যমম্ ।  
 বশিষ্ঠং কশ্যপং দক্ষং বামদেবং বৃহস্পতিম্ ॥ ৩১ ॥  
 সম্ভারং কল্পয়ামাস যজ্ঞার্থং চাতিবিস্তরম্ ।  
 মহাবিভবসংযুক্তং সাত্ত্বিকঞ্চ মনোহরম্ ॥ ৩২ ॥  
 মণ্ডপং বিততং তত্র কারয়ামাস শিল্পিভিঃ ।  
 ঋত্বিজো বরয়ামাস সপ্তবংশতিস্বত্রতান্ ॥ ৩৩ ॥  
 চিতিঞ্চ কারয়ামাস বেদীশ্চৈব স্তবিস্তরাঃ ।  
 প্রজ্ঞেপুৰ্ব্বাঙ্কণা মন্ত্রান্ দেব্যা বীজসমম্বিতান্ ॥ ৩৪ ॥  
 জুহুবুস্তে হবিঃ কামং বিধিবৎপরিকল্পিতে ।  
 কৃতে তু বিততে হোমে বাণ্ডবাচাশরীরিণী ॥ ৩৫ ॥

ইথমেতাৎপর্যাস্তং ব্রহ্মবিষ্ণুরূপা ন স্বতন্ত্রাঃ কিন্তু পরশক্ত্যধীনাঃ পরাশক্তেরূপম্ভয়া-  
 ন্মৃত্যুধৰ্ম্মাণস্তাপত্রয়যুক্তাঃ পাক্ভৌতিকদেহবস্তো যাবৎকল্পপর্যন্তমায়ুষ্যবস্তো বৈকুণ্ঠব্রহ্ম-  
 লোককৈলাসবাসিন ইতিপ্রথমাদ্যায়োক্তপ্রশস্তোত্তরমুক্তং ভবতি ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তিকথনেন চ  
 তৎপ্রশস্তাপ্যুত্তরং নিরূপিতং অস্বাবজ্জবিষয়প্রশস্তোত্তরং কিঞ্চিদপূৰ্ণং দত্তমগ্রে চ দাস্ততীতি  
 বোধ্যম্ । এতাৎপর্যাস্তং পূৰ্ণং জাতে কথিতে সত্যনস্তরং জাতং বৃন্তমাহ একস্মিন্ সময়  
 ইতি ॥ ২৮—৩৩ ॥

দেব্যা বীজং মায়াবীজং কল্পেপাশক্তিদেব্যাখ্যা ইতি মন্ত্রকোশাৎ । মায়াবীজস্ত নামানি  
 মালিনী শিববল্লরী । বাতাবর্তিঃ কলা বাণী বীজং শক্তিচ কুণ্ডলীতি মন্ত্রকোশাচ্চ তেন সম-  
 ম্বিতান্ ॥ ৩৪ ॥

রাজন্ ! ভগবান্ বিষ্ণু এই স্থানেই মহামায়ার দর্শন এবং কল্যাণদায়ক মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া-  
 ছিলেন । পূৰ্ণে বাহ্যর দ্বারা তিনি স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হন, সেই পরাশক্তিকে অন্নর করিয়া  
 অম্বিকায়জ্ঞের অন্নষ্ঠান করিবার নিমিত্ত আমস করিলেন । অনন্তর স্বীয় ভবন হইতে নির্গত  
 হইয়া ব্রহ্মা, মহেশ্বর, ইন্দ্র, কুবের, বরুণ, হস্তাশন শুভ্রম, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, দক্ষ, বামদেব ও  
 বৃহস্পতি প্রভৃতিকে আহ্বান করিলেন এবং যজ্ঞের নিমিত্ত অতি বিস্তর সামগ্ৰীসম্ভার সকল  
 আহরণ করিতে লাগিলেন । রম্যপতি মহাবৈভবযুক্ত মনোহর সাত্ত্বিক স্থান নিরূপিত করিয়া  
 তথায় শিল্পিগণের দ্বারা স্তবিস্কৃত মণ্ডপ নির্মাণ করাইলেন এবং যজ্ঞকাৰ্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত  
 সপ্তবংশতি সংখ্যক স্বত্রত ঋষিক্কে বরণ করিলেন ॥ ২৯—৩৩ ॥ ইতি স্তবী ৩৫ চিতি

রিমুং তদা সমাভ্যাস্য হুশ্বরা মধুরাক্ষরা ।

বিষ্ণো ! ত্বং ভব দেবানাং হরে ! শ্রেষ্ঠতমঃ সদা ॥ ৩৬ ॥

মান্যশ্চ পূজনীয়শ্চ সমর্থশ্চ হুরেষপি ।

সর্বৈ হামর্চয়িম্যস্তি ব্রহ্মাদ্যাশ্চ সবাসবাঃ ॥ ৩৭ ॥

প্রভবিম্যস্তি ভো ভক্ত্যা মানবা ভুবি সর্বতঃ ।

বরদস্তুং সর্বেষাং ভবিতা মানবেষু বৈ ॥ ৩৮ ॥

কামদঃ সর্বদেবানাং পরমঃ পরমেশ্বরঃ ।

সর্বযজ্ঞেষু মুখ্যস্ত্বং পূজ্যঃ সর্বৈশ্চ যাজ্ঞিকৈঃ ॥ ৩৯ ॥

ত্বাং জনাঃ পূজয়িম্যস্তি বরদস্ত্বং ভবিম্যসি ।

শ্রয়িম্যস্তি চ দেবাস্ত্বাং দানবৈরতিপীড়িতাঃ ॥ ৪০ ॥

শরণং ত্বং সর্বেষাং ভবিতা পুরুষোত্তম ! ।

পুরাণেষু চ সর্বেষু বেদেষু বিততেষু চ ।

ত্বং বৈ পূজ্যতমঃ কামং কীর্তিস্তব ভবিম্যতি ॥ ৪১ ॥

জুত্বুরিতি । তে ব্রাহ্মণা বিধিবৎ পরিকল্পিতে বহৌ যথেষ্টং হবিরষ্টদ্রব্যাক্রপং জুহবুঃ কোটিহোমাদিকং চকুরিতার্থঃ । তদ্রূপং ভুবনেশ্বরীসংহিতায়াম্ । ‘অশ্বখোদ্রশরপ্লক্ষতাপ্রোধ-  
সমিধস্তিলাঃ । সিদ্ধার্থপাক্সাজ্যানি দ্রব্যাগ্যেষ্টৌ বিহুর্ভূধাঃ ।’ যথেষ্টং খ্যাপ্তিরেকৈক-  
দ্রব্যোণ যথাবিভাগং কৃৎবা কৰ্ত্তব্যো দ্রব্যান্যনুতায়ামস্তিমদ্রব্যাবৃত্তিরাধিক্যেহস্তিমদ্রব্যাহতিদ্বয়ং  
ত্বয়ং বা একীকৃত্যৈকৈকমদ্বয়েণ হোমঃ ॥ ৩৫—৩৭ ॥

নিশ্চিত হইলে, ব্রাহ্মণগণ বীজসম্বিত দেবীময় রূপ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥ অনন্তর  
হতাশনে পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘৃতাহুতি প্রদত্ত হইতে লাগিল । এইরূপে যখন বিধিপূৰ্ব্বক  
পরিকল্পিত হইয়া হোম কার্য্য বাহ্যরূপে সম্পাদিত হইতে লাগিল, তখন মোহন ও মধুর  
স্বরে তগবান্ বিষ্ণুকে সম্ভাষণ করিয়া এই আকাশবাণী উচ্চারিত হইল যে, বিষ্ণো ! তুমি  
সর্বদাই সকল দেবতার শ্রেষ্ঠতম হও । তুমি সমস্ত দেবগণের মধ্যে মাননীয়, পূজনীয় ও  
প্রভাবশালী হইবে । দেবরাজ ইন্দের সহিত ব্রহ্মাদি সমস্ত হুরগণই তোমার অর্চনা করি-  
বেন ॥ ৩৫-৩৭ ॥ হে অচ্যুত ! পৃথিবীতলের সকল স্থলেই যে মানবগণ তোমার প্রতি ভক্তি  
সম্বিত হইবে তাহার নিশ্চয়ই প্রভাবসম্পন্ন হইবে সন্দেহ নাই, আর তুমি সকল মানব-  
গণের বরপ্রদ ও কামপ্রদ হইবে । বিষ্ণো ! তুমিই সর্ব দেবগণের শ্রেষ্ঠ, তুমিই সমস্ত ঈশ্বর-  
গণেরও ঈশ্বর এবং সকল যজ্ঞেই মুখ্য ও যাজ্ঞিকগণের পূজনীয় হইবে ॥ ৩৮—৩৯ ॥ জনগণ  
তোমার পূজা করিবে এবং তুমি তাহাদিগকে বরদান করিবে । হে পুরুষোত্তম ! দেবতার  
যে যে সময় অস্ত্ররূপে কর্ত্ত্বক প্রসীড়িত হইবে তখনই তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিবে । তুমিই  
শকলের রক্ষাকর্ত্তা হইবে । সন্দেহ নাই । আর সমস্ত পুরাণ ও হবিত্বৃত্ত অখিল বেদমধ্যে

যদা যদা হি ধৰ্ম্মস্ত গ্ৰানিৰ্ভবতি ভূতলে ।  
 তদাংশেনাবতীৰ্ঘ্যাশু কৰ্ত্তব্যং ধৰ্ম্মরক্ষণম্ ॥ ৪২ ॥  
 অবতারাঃ স্তবিখ্যাতাঃ পৃথিব্যাং তব ভাগশঃ ।  
 ভবিষ্যন্তি ধরায়াং বৈ শ্রাননীয়া মহাত্মনাম্ ॥ ৪৩ ॥  
 অবতারেষু সৰ্ব্বেষু নানাযোনিষু মাধব ! ।  
 বিখ্যাতে সৰ্ব্বলোকেসু ভবিতা মধুসূদন ! ॥ ৪৪ ॥  
 অবতারেষু সৰ্ব্বেষু শক্তিস্তে সহচারিণী ।  
 ভবিষ্যতি মমাংশেন সৰ্ব্বকার্য্যপ্রসাধিনী ॥ ৪৫ ॥  
 বারাহী নারসিংহী চ নানাভেদৈরনেকধা ।  
 নানায়ুধাঃ শুভাকারাঃ সৰ্বাভরণমণ্ডিতাঃ ॥ ৪৬ ॥  
 তাভিযুক্তঃ সদা বিষ্ণো ! স্তরকার্য্যাণি মাধব ! ।  
 সাধয়িষ্যসি তৎ সৰ্ব্বং মদন্তবরদানতঃ ॥ ৪৭ ॥  
 তাস্থয়া নাবমন্তব্যাঃ সৰ্বদা গৰ্ব্বলেশতঃ ।  
 পূজনীয়াঃ প্রযত্নেন মাননীয়াশ্চ সৰ্ব্বথা ॥ ৪৮ ॥  
 নুনস্তা ভারতে খণ্ডে শক্তয়ঃ সৰ্ব্বকামদাঃ ।  
 ভবিষ্যন্তি মনুষ্যাণাং পূজিতাঃ প্রতিমাস্ত চ ॥ ৪৯ ॥

প্রভবিষ্যন্তীতি । অস্মীতি শেষঃ । ভক্ত্যা তৎসুহিতা মানবা ইত্যমরঃ ॥ ৩৮—৪১ ॥

(যদা যদেতি । হে বিষ্ণো ! যস্মিন্ যস্মিন্ সময়ে ধৰ্ম্মস্ত গ্ৰানির্গোব্রাহ্মণদেবাদ্যভিব্যজ-  
 বিঘাতাদিক্রপেত্যর্থঃ । তদা সম্ভবমবনীতলে অবতীৰ্ঘ্য ধৰ্ম্মাভিব্যস্ত কারণমপনীয় ধৰ্ম্ম-  
 রক্ষণং করিষ্যসীতি মহৎ তে কার্য্যং ভবেদिति ভাবঃ ॥ ৪২ ॥)

তুমিই পূজ্যতম-রূপে পরিকীৰ্ত্তিত হইবে ॥ ৪০—৪১ ॥ হে কেশব ! ভূমিতলে যখন যখন  
 ধৰ্ম্মের গ্ৰানি উপস্থিত হইবে তখনই তুমি অংশে অবতীর্ণ হইয়া ধৰ্ম্মরক্ষা করিবে ॥৪২॥  
 মধুসূদন ! ধরাতলে বিভাগক্রমে, নানাযোনিতে তদ্রূপে মহাত্মা ব্যক্তিগণের মাননীয়,  
 সৰ্ব্বলোকে বিখ্যাত, সৰ্ব্ব অবতারগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তোমার অনেক অবতার হইবে ॥৪৩-৪৪॥  
 সমস্ত অবতারেই আমার অংশে উৎপন্ন সমস্ত কার্য্যসাধনী শক্তিসকল তোমার সহচারিণী  
 হইবে ॥ ৪৫ ॥ বারাহী, নারসিংহী প্রভৃতি বিবিধ শক্তি সকল বিবিধ আয়ুধযুক্ত ও সমস্ত  
 আভরণে বিভূষিত হইয়া তোমার সহকারিণী হইবে সন্দেহ নাই । হে বিষ্ণো ! তুমি  
 তাহাদের সহিত সততই মিলিত হইয়া মদন্ত বরপ্রভাবে স্তরকার্য্য সাধন করিতে সমর্থ  
 হইবে, সন্দেহ নাই ॥ ৪৬—৪৭ ॥ তুমি কিঙ্কিয়ারাজ ও গৰ্ব্বপ্রকাশ করিয়া তাহাদের অবমাননা  
 করিবে না, সৰ্ব্বপ্রথমে তাহাদিগের পূজা ও সম্মান করিবে ॥ ৪৮ ॥ ভারতবর্ষে এই সৰ্ব্ব-

তাসাং তব চ দেবেশ ! কীর্তিঃ শ্রাদধিলেষপি ।  
 দ্বীপেষু সপ্তশপি চ বিখ্যাতা ভূবি মণ্ডলে ॥ ৫০ ॥  
 তাশ্চ ত্বাং বৈ মহাভাগ ! মানবা ভূবি মণ্ডলে ।  
 অর্চয়িষ্যন্তি বাঞ্ছার্থং সকামাঃ সততং হরে ! ॥ ৫১ ॥  
 অর্চাস্থ চোপহারৈশ্চ নানাভাবসমম্বিতাঃ ।  
 পূজয়িষ্যন্তি বেদোক্তৈর্মজৈর্মামুজপৈস্তথা ॥ ৫২ ॥  
 মহিমা তব ভুল্লোকৈক স্বর্গে চ মধুসূদন ! ।  
 পূজনাদেবদেবেশ ! বুদ্ধিমেষ্যতি মানবৈঃ ॥ ৫৩ ॥  
 ব্রহ্মস উবাচ ।

ইতি দত্তা বরান্ বাণী বিররাম খসন্তবা ।  
 ভগবানপি প্রীতাত্মা হৃদবচ্ছবণাদিব ॥ ৫৪ ॥  
 সমাপ্য বিধিবদ্যজ্ঞং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ॥ ৫৫ ॥  
 বিসর্জয়িত্বা তান্ দেবান্ ব্রহ্মপুত্রান্মুনীনথ ।  
 জগামানুচরৈঃ সার্কিং বৈকুণ্ঠং গরুড়ধ্বজঃ ॥ ৫৬ ॥  
 স্থানি স্থানি চ দিক্ষ্যানি পুনঃ সর্বৈঃ সুরাস্ততঃ ।  
 মুনয়ো বিন্মিতা বার্তাং কুর্বন্তস্তে পরম্পরম্ ॥ ৫৭ ॥

অতএব দেবীপ্রসাদাঙ্কিয়ারধিকা লোকে প্রসিদ্ধিঃ ॥ ৪৩—৫২ ॥

মহিমতি । এবং তব মহিমা ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

কামপ্রদ শক্তিসকল মানবগণ কর্তৃক ঐতিমাতে পূজিত হইবে ॥ ৪৯ ॥ হে দেবাধিপ !  
 সেই শক্তিসকলের এবং তোমার কীর্তি এই সপ্তদ্বীপে অধিক কি অধিক ভুবনে বিখ্যাত  
 হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৫০ ॥ হরে ! অবনিমণ্ডলস্থিত মানবগণ ফল-কামনা করিয়া বাসনা সিদ্ধির  
 নিমিত্ত এই শক্তিগণের এবং তোমার নিয়তই অর্চনা করিবে ॥ ৫১ ॥ নানাবিধ কামনা-  
 সম্বিত মহুবাগণ ঐ অর্চনার, বিবিধ উপহারে বেদমন্ত্র ও নামজপ দ্বারা তোমাদিগের  
 পূজা করিবে ॥ ৫২ ॥ বিষ্ণো ! তুমি সমস্ত জ্ঞানরসগণের ঈশ্বর হইবে এবং তোমার মহিমা  
 ভুল্লোকে অধিক কি স্বর্গলোকেও মানবগণের অর্চনা দ্বারা বুদ্ধি প্রাপ্ত হইবে ॥ ৫৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! আকাশসম্বা বাণী, এইরূপ বর দান করিয়া বিরত হইলে  
 ভগবান্ বিষ্ণু তাহা শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতিলভ করিলেন ॥ ৫৪ ॥ অনন্তর, সর্বেশ্বর হরি,  
 এইরূপে বধাবিধানে যজ্ঞ সমাপন করিয়া দেবগণ ও ব্রহ্মজ্ঞানময় মুনীগণকে বিদায় দিয়া  
 গরুড়ের আরোহণপূর্বক অমরগণের সহিত টবকুণ্ঠধামে গমন করিলেন । সুরগণ সকলেই



যযুঃ প্রমুদিতাঃ কামং স্বাপ্তমান্ পাবনানথ ॥ ৫৮ ॥

শ্রুত্বা বাণীং পরমবিশদাং বোমজাং শ্রোত্রময়াং

সর্বেষাং বৈ প্রকৃতিবিষয়ে ভক্তিভাবশ্চ জাতঃ ।

চক্রুঃ সর্বৈ দ্বিজমুনিগণাঃ পূজনং ভক্তিয়ুক্তা-

স্তুত্যাঃ কামং নিখিলফলদং চাগমোক্তং মুনীন্দ্রাঃ ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

তৃতীয়স্কন্ধে বিষ্ণুকৃতানুষ্ঠানবর্ণনং নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

খসন্তবা আকাশজ্ঞাতা ॥ ৫৪—৫৮ ॥

প্রকৃতিবিষয়ে মূলপ্রকৃতি । তন্তাঃ প্রকৃতেভূবন্মহর্ষ্যাঃ ॥ ৫৯ ॥

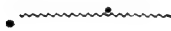
ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

নিজ নিজ নিকেতনে গমন করিতে লাগিলেন । মুনিগণ বিস্মিত হইয়া পরস্পর যজ্ঞাদি বিষয়ক  
কথোপকথন করিতে করিতে হুটচিহ্নে নিজ নিজ পবিত্র আশ্রমে গমন করিলেন ॥ ৫৫—৫৮ ॥  
রাজন্ ! সেই বিশদাক্ষরসম্বিত শ্রবণ-মনোহর আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া সকলেরই প্রকৃতি-  
বিষয়ে ভক্তিভাবের উদয় হইল ; তখন সমস্ত দ্বিজ, মুনি ও মুনীন্দ্রগণ ভক্তিয়ুক্ত হইয়া  
বাহুল্যরূপে সেই পরমাপ্রকৃতি দেবীর অখিলফলপ্রদা বেদবিহিত পূজা করিতে লাগি-  
লেন ॥ ৫৯ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-

ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে বিষ্ণুর অনুষ্ঠানবর্ণন নামক

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## চতুর্দশোধ্যায়ঃ ।

জনমেজয় উবাচ ।

শ্রুতো বৈ হরিণা ক্লৃপ্তো যজ্ঞো বিস্তরতো দ্বিজ ! ।  
মহিমানং তথান্ময়া বদ বিস্তরতো মম ॥ ১ ॥  
শ্রুত্বা দেব্যাস্চরিত্রং বৈ কুর্বে মথমনুত্তমম্ ।  
প্রসাদান্তব বিপ্রেন্দ্র ! ভবিষ্যামি চ পাবনঃ ॥ ২ ॥  
ব্যাস উবাচ ।

শৃণু রাজন্ ! প্রবক্ষ্যামি দেব্যাস্চরিতমুত্তমম্ ।  
ইতিহাসং পুরাণঞ্চ কথয়ামি স্তবিস্তরম্ ॥ ৩ ॥  
কোশলেষু নৃপশ্রেষ্ঠঃ সূর্য্যবংশসমুদ্ভবঃ ।  
পুষ্পপুল্লো মহাতেজা ধ্রুবসন্ধিরিতি স্মৃতঃ ॥ ৪ ॥  
ধর্ম্মাত্মা সত্যসন্ধশ্চ বর্ণাশ্রমহিতে রতঃ ।  
অযোধ্যায়াং সমুদ্রায়াং রাজ্যং চক্রে শুচিত্রতঃ ॥ ৫ ॥  
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চাত্মে তথা দ্বিজাঃ ।  
স্বাং স্বাং বৃত্তিং সমাস্থায় তদ্রাজ্যে ধর্ম্মতোহভবন্ ॥ ৬ ॥

ত্রিপাশংপদ্যকৈন্ত রাজপ্রদোত্তরং ততঃ ।

বৈভবং প্রোচ্যতে সমাগম্যথাবদ্বনেনিতুঃ ॥

বিষ্ণুকৃতমহাযজ্ঞং শ্রুত্বা পুনর্ভগবতীমহিমো বুভুঃস্বর্জনমেজয়ঃ পৃচ্ছতি । শ্রুত ইতি ॥১-৫॥

জনমেজয় কহিলেন, তপোধন ! আমি বিষ্ণুকৃত অশ্বামজ্ঞের বিষয় বিশেষ রূপে শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে অস্বিকাদেবীর মহিমা গাথা বিস্তার পূর্ব্বক বলুন। আমি দেবীর চরিত্র-কথা শ্রবণান্তর সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট অশ্বামজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব। হে বিপ্রেন্দ্র ! তাহাতে আমি আপনার প্রসাদেই পবিত্র হইব সন্দেহ নাই ॥ ১—২ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! দেবীর চরিত্রবিষয়ক পরমোত্তম পৌরাণিক ইতিহাস বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥ পূর্ব্বকালে কোশলদেশে পুশ্পনামক নৃপতির পুত্র, ধ্রুবসন্ধি নামে বিখ্যাত এক মহাতেজা সূর্য্যবংশীয় রাজা ছিলেন। সেই সত্যসন্ধ শুভাভিলাষী ধর্ম্মাত্মা নৃপতিবর ব্রাহ্মণাদিচতুর্কর্ণ প্রজাপুঞ্জের হিত সাধনে মনোনিবেশ করিয়া সমুদ্র অযোধ্যানগরীতে বাস করত রাজকার্য্য পর্যালোচন করিতে লাগিলেন ॥ ৪—৫ ॥ তাঁহার রাজ্যাপাশনগুণে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এবং অজ্ঞাত বিজগণ ধর্ম্মাহারী নিজ

ন চৌরাঃ পিশুনা ধূর্তাস্ত্ৰাজ্যে চ কুত্রচিৎ ।  
 দম্ভাঃ কৃত্য্না মুখাশ্চ বসন্তি কিল মানবাঃ ॥ ৭ ॥  
 এবং বৈ বর্তমানস্ত নৃপস্ত কুরুসত্তম ! ।  
 দ্বে পত্ন্যৌ রূপসম্পন্নে হাসতুঃ কামভোগদে ॥ ৮ ॥  
 মনোরমা ধর্ম্যপত্নী সুরূপাতিবিচক্ষণা ।  
 লীলাবতী দ্বিতীয়া চ সাপি রূপগুণাম্বিতা ॥ ৯ ॥  
 বিজহার স পত্নীভ্যাং গৃহেষুপবনেষু চ ।  
 ক্রীড়াগিরৌ দীর্ঘিকাস্থ সৌধেষু বিবিধেষু চ ॥ ১০ ॥  
 মনোরমা শুভে কালে সুষুবে পুত্রমুত্তমম্ ।  
 সূদর্শনাভিধং পুত্রং রাজলক্ষণসংযুতম্ ॥ ১১ ॥  
 লীলাবত্যাপি তৎপত্নী মাসেনৈকেন ভামিনী ।  
 সুষুবে স্নন্দরং পুত্রং শুভে পক্ষে দিনে তথা ॥ ১২ ॥  
 চকার নৃপতিস্তত্র জাতকর্মাদিকং দ্বয়োঃ ।  
 দদৌ দানানি বিপ্রৈভ্যঃ পুত্রজন্মপ্রমোদিতঃ ॥ ১৩ ॥  
 প্রীতিং তয়োঃ সমাং রাজা চকার স্ততয়োর্নৃপ ! ।  
 নৃপশচকার সৌহার্দেষস্তুরং ন কদাচন ॥ ১৪ ॥

ধর্ম্যতো ধর্ম্যেণ যুক্তা অভবন্নিত্যর্থঃ ॥ ৬-৮ ॥

(ধর্ম্যায় ধর্ম্যকাঁখায় যা পত্নী সহধর্ম্মিণীত্যর্থঃ ॥ ৯-১১ ॥

নিজ বৃত্তি অবলম্বন পূর্বক তাঁহার রাজ্যে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥ তাঁহার রাজত্ব  
 কালে চোর, থল, ধূর্ত, দাস্তিক, কৃত্য্ন এবং মুখ মানবগণ, কোনও স্থানে বাস করিতে  
 পারিত না ॥ ৭ ॥ সেই প্রজারঞ্জন রাজার রূপধোবনসম্পন্ন ও প্রীতিপ্রদ ছই যুবতী বনিতা  
 ছিল ॥ ৮ ॥ তাহার মধ্যে মনোরমা প্রধানা ধর্ম্যপত্নী এবং লীলাবতী দ্বিতীয়া পত্নী ; তাহারা  
 উভয়েই পরমরূপবতী, বুদ্ধিমতী ও গুণবতী ছিলেন ॥ ৯ ॥ রাজা ক্রবসন্ধি পত্নীদ্বয়ের সহিত গৃহ,  
 উপবন, ক্রীড়াপর্বত, দীর্ঘিকা এবং বিবিধ প্রকার মনোহর সৌধমধ্যে বিহার করিতে লাগি-  
 লেন ॥ ১০ ॥ কিছু দিন গত হইলে মনোরমা শুভদিনে রাজলক্ষণসমযুক্ত একটা পুত্রর  
 প্রসব করিলেন । পরে রাজা এই পুত্রটির সূদর্শন এই নাম রাখা করিলেন ॥ ১১ ॥ অনন্তর,  
 তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী লীলাবতীও একমাস মধ্যেই শুভপক্ষে ও শুভদিনে এক স্নন্দর পুত্র  
 প্রসব করিলেন ॥ ১২ ॥ রাজা তখন পুত্রদ্বয়ের জাতকর্মাদি সমাপন করিলেন এবং পুত্রজন্ম-  
 জনিত প্রমোদে প্রস্ফলিত হইয়া বিপ্রগণকে বহুতর ধন দান করিলেন ॥ ১৩ ॥ নরপতি, এই  
 পুত্রদ্বয়ের প্রতি সমান প্রীতি করিতে লাগিলেন, কদাচই বেহের প্রজ্ঞেয় করিতেন না ॥ ১৪ ॥

চূড়াকর্ম তয়োশ্চক্রে বিধিনা নৃপসত্তমঃ ।  
 যথাবিভবমেবাসৌ প্রীতিযুক্তঃ পরস্তপঃ ॥ ১৫ ॥  
 কৃতচূড়ো হৃতো কামং জহুতুর্নৃপতেশ্বনঃ ।  
 ক্রীড়মানবুভো কাস্তো লোকানামমুরঞ্জকো ॥ ১৬ ॥  
 তয়োঃ স্মদর্শনো জ্যেষ্ঠো লীলাবত্যাঃ স্ততঃ শুভঃ ।  
 শক্রজিৎসংজ্ঞকঃ কামং চাটুবােক্যো বভূব হ ॥ ১৭ ॥  
 নৃপতেঃ প্রীতিজনকো মঞ্জুবাক্ চারুদর্শনঃ ।  
 প্রজানাং বল্লভঃ সৌহৃদ্বত্থা মস্ত্রিজনস্ত বৈ ॥ ১৮ ॥  
 যথা তস্মিন্মূপঃ প্রীতিং চকার গুণযোগতঃ ।  
 মন্দভাগ্যামন্দভাবো ন তথা বৈ স্মদর্শনে ॥ ১৯ ॥  
 এবং গচ্ছতি কালে তু ধুবসন্ধিনৃপোত্তমঃ ।  
 জগাম বনমধ্যেহসৌ যুগয়াভিরতঃ সদা ॥ ২০ ॥  
 নিম্নন্ যুগানুরুন্ কশূন্ শূকরান্ গবয়ান্ শশান্ ।  
 মহিষান্ শরভান্ খড়্গাংশ্চক্রীড় নৃপতির্বনে ॥ ২১ ॥

তথা শুভে ইত্যর্থঃ ॥ ১২-১৭ ॥

চাটুনি মনোহরাণি বাক্যানি যন্ত ॥ ১৮ ॥ )

মন্দভাগ্যাদিতি । স্মদর্শনস্ত মন্দভাগ্যাত্মিন্ স্মদর্শনে মন্দভাবে নৃপতির্বা শক্রজিতি  
 প্রীতিং চকার তথা স্মদর্শনে প্রীতিং ন চকারেত্যর্থঃ ॥ ১৯—২০ ॥

অনন্তর, সেই পরস্তপ নরপতি প্রীতিযুক্ত হইয়া নিজবৈভবের অমুরূপ যথাবিধি তাহা-  
 দের চূড়াকরণ সম্পাদন করিলেন ॥ ১৫ ॥ এই শোভন-দর্শন পুঞ্জষয়কে দর্শন করিলে  
 লোকের আনন্দ হইত । এক্ষণে ইহাদিগকে কৃতচূড় ও ক্রীড়া করিতে দেখিয়া রাজার মন  
 আনন্দ রসে আপ্ত হইল ॥ ১৬ ॥ এই পুঞ্জযুগলের মধ্যে স্মদর্শন জ্যেষ্ঠ ; কিন্তু, লীলাবতীর  
 শুভদর্শন পুত্র শক্রজিৎ অত্যন্ত প্রিয়ভাষী হইল । তাহার মনোরম রূপদর্শন এবং মনোহর  
 বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা অত্যন্ত প্রীতি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন । এই সকল গুণ বর্তমান  
 থাকায় শক্রজিৎ প্রজাজনের ও মস্ত্রিগণেরও বল্লভ হইয়া উঠিল ॥ ১৭—১৮ ॥ নানাবিধ  
 গুণযুক্ত বলিয়া রাজা শক্রজিতের প্রতি বেক্ষপ প্রীতিপ্রকাশ করিতে লাগিলেন, স্মদর্শনের  
 মন্দভাগ্যবশত তাহার প্রতি সেক্ষপ প্রীতিমান হইলেন না ॥ ১৯ ॥

এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে একদিন রাজা<sup>১</sup> ধুবসন্ধি বনে গমন করিয়া  
 নিরস্তর যুগয়ার নিরত হইলেন । তিনি যুগ, কক্ক, করী, শূকর, গবয়, শশক, মহিষ, শরভ ও  
 গণ্ডারগণকে নিহত করিয়া বনমধ্যে যুগয়াক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ২০—২১ ॥ রাজা

ক্রীড়মানৈ নৃপে তত্র বনে ঘোরৈহতিদারুণে ।  
 উদতিষ্ঠন্মিকুঞ্জাতু সিংহঃ পরমকোপনঃ ॥ ২২ ॥  
 রাজা শিলীমুখেনাদৌ বিক্ৰঃ ক্রোধবশং গতঃ ।  
 দৃষ্টদ্বাগ্রে নৃপতিং সিংহো ননাদ মেঘনিঃস্বনঃ ॥ ২৩ ॥  
 কুত্বাচোৰ্দ্ধং স লাস্কুলং প্রসারিতবৃহৎসটঃ ।  
 হস্তং নৃপতিমাকাশাছুৎপপাতাতিকোপনঃ ॥ ২৪ ॥  
 নৃপতিস্তং সমালোক্য দধারাসিং করে তদা ।  
 বামে চৰ্ম্ম সমাদায় স্থিতঃ সিংহং ইবাপরঃ ॥ ২৫ ॥  
 সেবকাস্তস্ত্রযে সৰ্ব্বৈ তেহপি বাণান্ পৃথক্ পৃথক্ ।  
 অমুঞ্চন্ কুপিতাঃ কামং সিংহোপরি রুঘাশ্বিতাঃ ॥ ২৬ ॥  
 হাহাকারো মহানাসীৎ সম্প্রহারশ্চ দারুণঃ ।  
 উৎপপাত ততঃ সিংহো নৃপশ্চোপরি দারুণঃ ॥ ২৭ ॥  
 তং পতন্তং সমালোক্য খড়্গেনাভিহনম্পৃগে ।  
 সোহপি ক্রুরৈর্নখাঐশ্চ তত্রাগত্য বিদারিতঃ ॥ ২৮ ॥  
 স নখৈরাহতো রাজা পপাত চ মমার বৈ ।  
 চুক্রশুঃ সৈনিকাস্তস্ত নিৰ্জ্জ্বলুর্বিশিথৈস্তদা ॥ ২৯ ॥

কীদৃশনিতি । 'কবুঃ' শব্দে দ্বিযাং পুংসি শব্দকে বলয়ে গজে ইতি মেদিনীকোষানুসারে  
 নিত্যর্থঃ ॥ ২১—২৭ ॥

সোহপি রাজাপি । তত্রাগত্য সিংহেনেতি শেষঃ ॥ ২৮—২৯ ॥

সেই ঘোরতর নিদারুণ বনে যুগয়া-ক্রীড়া করিতেছেন এমন সময়ে এক সিংহ অতি কুপিত  
 হইয়া নিকুঞ্জ স্থান হইতে উল্লফন প্রদান পূর্বক রাজার অগ্রে আসিয়া উপস্থিত হইল । যুগ-  
 যাক প্রথমেই রাজার শরদ্বারা বিদ্ধ হইয়াছিল ; এক্ষণে রাজাকে সম্মুখে দর্শন করিয়া মেঘ-  
 গজীর রবে ধ্বনি করিয়া উঠিল ॥ ২২—২৩ ॥ সে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া স্বীয় সুদীর্ঘ লাস্কুল  
 উৎক্ষিপ্ত এবং বৃহৎ কেশর জাল প্রসারিত করিয়া নৃপতিকে হনন করিবার নিমিত্ত লক্ষ  
 প্রদান পূর্বক আকাশমার্গে উখিত হইল ; তদ্বশনে রাজা তৎক্ষণাৎ বাম করে চৰ্ম্ম ও দক্ষিণ  
 করে অশ্বি ধারণ পূর্বক অপর সিংহের স্তায় অবস্থিত রহিলেন ॥ ২৪—২৫ ॥ রাজার অশুচর-  
 গণ, সকলেই কুপিত হইয়া রোষভরে সিংহের উপর পৃথক্ পৃথক্ শরনিষ্ক্ষেপ করিতে  
 লাগিল ॥ ২৬ ॥ তখন স্তম্ভাঘাত হাহাকার শব্দ উখিত হইল এবং সিংহের উপর নিদারুণ  
 প্রহার হইতে লাগিল । কিন্তু, সেই দারুণ সিংহ সেই সময়ে রাজার উপর আসিয়া নিপতিত  
 হইল ॥ ২৭ ॥ নরপতি, তাহাকে নিজের উপর নিপতিত হইতে নিরীক্ষণ করিয়া অসিধারা

মৃতঃ সিংহোহপি তত্রৈব ভূপতিশ্চ তথা মৃতঃ ।  
 সৈনিকৈর্মন্ত্রিমুখ্যাশ্চ তত্রাগত্য নিবেদিতাঃ ॥ ৩০ ॥  
 পরলোকগতং ভূপং শ্রুত্বা তে মন্ত্রিসত্তমাঃ ।  
 সংস্কারং কারয়ামাস্তুগত্বা তত্র বনান্তিকে ॥ ৩১ ॥  
 পরলোকক্রিয়াং সর্বাং বশিষ্ঠো বিধিপূৰ্ব্বকম্ ।  
 কারয়ামাস তত্রৈবং পরলোকস্থাবহাম্ ॥ ৩২ ॥  
 প্রজাঃ প্রকৃতয়শ্চৈব বশিষ্ঠশ্চ মহামুনিঃ ।  
 স্তদর্শনং নৃপং কর্তুং মন্ত্রং চক্রুঃ পরস্পরম্ ॥ ৩৩ ॥  
 ধর্মপত্নীস্বতঃ শান্তঃ সুরূপশ্চ সুরূপকঃ ।  
 অয়ং নৃপাসনাইশ্চ হ্রবব্রহ্মমন্ত্রিসত্তমাঃ ॥ ৩৪ ॥  
 বশিষ্ঠোহপি তথৈবাহ যোগ্যোহয়ং নৃপতেঃ স্বতঃ ।  
 বালোহপি ধর্মবান্ রাজা নৃপাসনমিহাইতি ॥ ৩৫ ॥  
 কৃতে মন্ত্রে মন্ত্রির্কৈর্যুধাজিহ্মাম পাথিবঃ ।  
 তত্রাজগাম তরসা শ্রুত্বা তুজ্জয়িনীপতিঃ ॥ ৩৬ ॥

( তত্র অযোধ্যায়ামিত্যর্থঃ ॥ ৩০—৩২ ॥

প্রজা ইতি । সর্বের স্তদর্শনং নৃপং কর্তুং মন্ত্রণাং চক্রুঃ । এতেন জ্যেষ্ঠপুত্রস্তেব রাজা-  
 সনাইদ্বং সূচিতম্ ॥ ৩৩—৩৬ ॥

আঘাত করিলেন, কিন্তু সেই সিংহ খরতর নখরাগ্র দ্বারা রাজাকে বিদারিত করিয়া ফেলিল ॥ ২৮ ॥  
 রাজা সিংহের নখাঘাতে আহত হইয়া ধরণীতলে পতিত হইয়াই প্রাণত্যাগ করিলেন । তখন  
 সৈন্তগণ আর্তরব করিতে করিতে শরপ্রহার দ্বারা সিংহের প্রাণ বিনাশ করিল ॥ ২৯ ॥  
 এইরূপে সেই স্থানে নরপতি ও পশুপতি পতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলে সৈন্তগণ  
 রাজপুরে আগমনপূর্ব্বক মন্ত্রিগণকে সেই বৃত্তান্ত নিবেদন করিল ॥ ৩০ ॥ মন্ত্রিগণ, রাজার  
 পরলোক-গমন বার্তা শ্রবণ করিয়া সেই বনস্থলীতে গমমপূর্ব্বক তাঁহার সংকার করাই-  
 লেন ॥ ৩১ ॥ মহর্ষি বশিষ্ঠ, পরলোকে মঙ্গলপ্রদ তাঁহার সমস্ত পারলৌকিক কার্য্য সেই স্থানেই  
 বিধিপূর্ব্বক সম্পাদন করাইলেন ॥ ৩২ ॥ প্রজা ও পৌরগণ এবং মহামুনি বশিষ্ঠ ইহঁারা  
 সকলেই স্তদর্শনকে রাজা করিবার নিমিত্ত পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥ মন্ত্রি-  
 প্রবরগণ কহিলেন যে, স্তদর্শন রাজার ধর্মপত্নী-গর্ভজাত পুত্র শান্ত, সুরূপ ও রাজলক্শ্মে  
 বিভূষিত ; অতএব, এই রাজপুত্রই নৃপাসনের বথার্থ যোগ্যপাত্র । মহর্ষি বশিষ্ঠও বলিলেন,  
 এই রাজপুত্র বালক হইলেও ধার্মিক, অতএব এই বালকই রাজা হইবার ও রাজ্যাসনে  
 উপবেশন করিবার বথার্থ উপযুক্ত ॥ ৩৪—৩৫ ॥

মৃতং জামাতরং শ্রদ্ধা লীলাবত্যাঃ পিতা তদা ।  
 তত্রাজগাম স্বরিতো দৌহিত্রপ্রিয়কাম্যয়া ॥ ৩৭ ॥  
 বীরসেনস্তথায়াতঃ স্বদর্শনহিতেচ্ছয়া ।  
 কলিঙ্গাধিপতিশ্চৈব মনোরমাপিতা নৃপঃ ॥ ৩৮ ॥  
 উভৌ তৌ সৈন্যসংযুক্তৌ নৃপৌ সাধ্বসংস্থিতৌ ।  
 চক্রতুর্মুদ্রিমুখ্যৈস্তৈর্মুদ্রং রাজ্যস্য কারণাৎ ॥ ৩৯ ॥  
 যুধাজিত্ব তদাপৃচ্ছজ্যেষ্ঠঃ কঃ স্নতয়োর্ধ্বয়োঃ ।  
 রাজ্যং প্রাপ্নোতি জ্যেষ্ঠো বৈ ন কনীয়ান্ কদাচন ॥ ৪০ ॥  
 বীরসেনোহপি তত্রাহ ধর্মপত্নীস্নতঃ কিল ।  
 রাজ্যার্থঃ স যথা রাজন্ ! শাস্ত্রজ্যেষ্ঠো ময়া শ্রুতম্ ॥ ৪১ ॥  
 যুধাজিৎ পুনরাহেদং জ্যেষ্ঠোহয়ঞ্চ যথা গুণৈঃ ।  
 রাজলক্ষণসংযুক্তো ন তথায়ং স্বদর্শনঃ\* ॥ ৪২ ॥  
 বিবাদোহত্র স্বসম্পন্নো নৃপয়োস্তুত্র লুক্রয়োঃ ।  
 কঃ সন্দেহমপাকর্তুং ক্ষমঃ স্তাদতিসঙ্কটে ॥ ৪৩ ॥

শ্রুতম্ । স্বদৌহিত্রশ্চ শক্রজিতো রাজ্যাপ্রাপ্তিমাকর্ণ্যেত্যর্থঃ ॥ ৩৭—৩৮ ॥  
 সাধ্বসংস্থিতৌ ভয়সংস্থিতৌ ভয়ঙ্করাবিত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

বৃদ্ধ মন্ত্রিগণ এইরূপ মন্ত্রণা করিলে উজ্জয়িনী রাজ্যের অধিপতি যুধাজিৎ নামক রাজা  
 সেই মন্ত্রণা শ্রবণ করিয়া সত্ত্বর তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৬ ॥ তিনি লীলাবতীর  
 পিতা, স্নতরাং জামাতার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া যাহাতে দৌহিত্রের রাজ্যলাভ হয় এই  
 কামনার তথায় আগমন করিলেন ॥ ৩৭ ॥ অনন্তর, মনোরমার পিতা কলিঙ্গ দেশের  
 অধিপতি রাজা বীরসেন নিজদৌহিত্র স্বদর্শনের হিতসাধনার্থ সেই স্থানে উপস্থিত হই-  
 লেন ॥ ৩৮ ॥ সৈন্যসংযুক্ত প্রবল পরাক্রান্ত সেই ভূপতিদ্বয় নিজ নিজ দৌহিত্রের রাজ্য-  
 লাভ জন্য প্রধান মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥ তখন যুধাজিৎ  
 জিজ্ঞাসা করিলেন রাজপুত্রদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কে? যে জ্যেষ্ঠ সেই কি কেবল রাজ্যপ্রাপ্ত  
 হইয়া থাকে, কনিষ্ঠ পুত্র কি কদাচই রাজ্য প্রাপ্ত হয় না? ॥ ৪০ ॥ তখন বীরসেন কহিলেন,  
 রাজন্! যে ধর্মপত্নীর গর্ভজাত পুত্র, সেই রাজ্য পাইবে, আমি শাস্ত্রবিদ জ্ঞানিগণের মুখে  
 ইহা শ্রবণ করিয়াছি ॥ ৪১ ॥ বীরসেনের বাক্য শ্রবণ করিয়া যুধাজিৎ পুনর্বার কহিলেন,  
 এই রাজপুত্র শক্রজিৎ যেক্রপ রাজলক্ষণসম্পন্ন এবং গুণজ্যেষ্ঠ স্বদর্শন তদ্রূপ নহে,

\* অভিলেখঃ স্বদর্শনং কর্তুং মন্ত্রিবরা নৃপশ্চ । বশিষ্ঠক মহাতেজা বাসদেবতথৈবচ ।  
 ইত্যধিকপাঠঃ কেয়ুচিং পুত্রকেবু দৃশ্যতে ।

যুধাজিগ্মশ্রিণঃ প্রাহ যুয়ং স্বার্থপরঃ কিল ।

সুদর্শনং নৃপং কৃত্বা ধনং ভোক্তুং কিলেচ্ছথ ॥ ৪৪ ॥

যুগ্মাকান্ত বিচারোহয়ং ময়া জ্ঞাতস্তথেষ্মিতৈঃ ।

শত্রুজিৎ সৰলস্তস্মাৎ সম্মতো বৈ নৃপাসনে ॥ ৪৫ ॥

ময়ি জীবতি কঃ কুর্যাৎ কনীয়াংসং নৃপং কিল ।

তাত্ত্বা জ্যেষ্ঠং গুণার্হকং সেনয়া চ সমন্বিতম্ ॥ ৪৬ ॥

নুনং যুদ্ধং করিষ্যামি তেন খড়্গস্ত্র মেদিনী ।

ধারয়া চ দ্বিধা ভূয়াদ্ যুগ্মকং তত্র কা কথা ॥ ৪৭ ॥

বীরসেনস্ত তচ্ছ্রুত্বা যুধাজিতমভাষত ।

বার্লো দ্বৌ সদৃশপ্রজৌ কো ভেদোহত্র বিচক্ষণ ! ॥ ৪৮ ॥

এবং বিবদমানৌ তৌ সংস্থিতৌ নৃপতী সদা ।

প্রজাশচ ধ্বংয়শ্চৈব বভূবুর্ব্যগ্রমানসঃ ॥ ৪৯ ॥

জ্যেষ্ঠঃ ক ইতি । যদ্যপি বয়সা জ্যেষ্ঠঃ সুদর্শনস্তথাপি গুণেন জ্যেষ্ঠঃ শত্রুজিৎসেব ভবতীতি যুধাজিতোহভিপ্রায়ঃ ॥ ৪০—৪৪ ॥

তস্যাং সুদর্শনাৎ সৰলো ধর্মপত্নীজাত্বাচ্ছত্রজিৎসেব নৃপাসনে সম্মতো নাথ ইত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

(জ্যেষ্ঠং রাজলক্ষণাদি বিশেষগুণৈরতি শেষঃ ॥ ৪৬—৪৭ ॥

মদৃশী তুল্যা প্রজা বুদ্ধির্যোগ্যোক্তৌ । ন হি কশ্চিদেতয়োজ্ঞানজ্যেষ্ঠোহস্তীতি ভাবঃ ॥ ৪৮—৪৯ ॥

অতএব কিরূপে সে রাজ্যার্থ হইতে পারে ॥ ৪২ ॥ মহারাজ ! অনন্তর, সেই রাজ্যলুন্ধ নৃপ-  
দ্বয়ের মধ্যে বিলক্ষণ বিবাদ ঘটয়া উঠিল । এইরূপ অতিশয় সঙ্কটস্থলে সন্দেহ নিরসন  
করিতে কে সমর্থ হইয়া থাকে ? ॥ ৪৩ ॥ তখন যুধাজিৎ মন্ত্রিগণকে কহিলেন, তোমরা  
স্বার্থপর, সুদর্শনকে রাজা করিয়া প্রচুর ধনপাভের অভিলাষ করিতেছ ॥ ৪৪ ॥ তোমা-  
দিগের বিচার এইরূপ তাহা আমি ইঙ্গিত দ্বারা জানিতে পারিয়াছি ; যাহা হউক বহুগুণের  
আধার হেতু সুদর্শন অপেক্ষা শত্রুজিৎই প্রবল অধিকারী ; অতএব, এই পুত্রই তোমাদিগের  
রাজ্যসম প্রাপ্ত হইবার একান্ত উপযুক্ত, অথ কহই নহে । আর, আমি বাঁচিয়া থাকিতে  
কোন ব্যক্তি সেনাসমন্বিত ও গুণজ্যেষ্ঠ পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া গুণহীনকে রাজা  
করিতে পারে ॥ ৪৫—৪৬ ॥ আমি নিশ্চয়ই যুদ্ধ করিব এবং এই যুদ্ধহেতু আমার খড়্গ  
ধারায় নিশ্চয়ই পৃথিবী দ্বিধা বিভক্ত হইবে, ইহাতে তোমাদিগের আর কি কথা আছে ॥ ৪৭ ॥  
বীরসেন ইহা শুনিয়া যুধাজিৎকে কহিলেন, আমিও এই বালকদ্বয়ের বুদ্ধি সমানই দেখি-  
তেছি । আপনিও বিচক্ষণ ব্যক্তি ইহাদের উভয়ে কি প্রভেদ আছে তাহা আপনিই বিবে-  
চনা করিয়া বলুন ॥ ৪৮ ॥



সমাজগুণৈশ্চ সামন্তাঃ সসৈন্তাঃ ক্লেশতৎপরাস্তে ।

বিগ্রহং চাভিজ্জকন্তুঃ পরস্পরমতদ্ভিতাঃ ॥ ৫০ ॥

নিষাদা হ্যায়যুস্তত্র শৃঙ্গবেরপূরাশ্রয়াঃ ।

রাজদ্রব্যমুপাহর্তুং যুতং শ্রদ্ধা মহীপতিম্ ॥ ৫১ ॥

পুঞ্জো চ বালকৌ শ্রদ্ধা বিগ্রহঞ্চ পরস্পরম্ ।

চৌরাস্তত্র সমাজগুর্দেহদেহান্তরাদপি ॥ ৫২ ॥

সংমর্দস্তত্র সঞ্জাতঃ কলহে সমুপস্থিতে ।

যুধাজিহ্বীরসেনো চ যুদ্ধকামো বভূবতুঃ ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াক্যিকা তৃতীয়স্কন্ধে  
ঋবসন্ধিমৃত্যুবর্ণনং নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

অরাজকে জনপদে বহবো দোষা ভবন্তীতি স্বচয়গ্রাহ সমাজগুরিতি চতুর্ভিঃ  
শ্লোকৈঃ ॥ ৫০—৫৩ ॥ )

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

মহারাজ ! সেই নৃপতিদ্বয় এইরূপে বিবাদ করিয়া সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতে  
লাগিলেন, প্রজাগণ ও ঋষিগণ তদর্শনে চঞ্চলচিত্ত হইলেন ॥ ৪৯ ॥ শত শত সামন্ত রাজগণ  
পরস্পরের বিবাদ কামনা করিয়া সৈন্তসমভিব্যাহারে বহুক্লেশ স্বীকার করিয়াও তথায়  
আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৫০ ॥ শৃঙ্গবেরপূরবাসী নিষাদ সকল, মহীপতির মৃত্যুবর্তী শ্রবণ  
করিয়া রাজার দ্রব্যসমস্ত লুণ্ঠ করিবার নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইল ॥ ৫১ ॥ রাজপুত্র দুইটিকে  
বালক এবং তাহাদের উভয় পক্ষের পরস্পর বিবাদ শ্রবণ করিয়া দেশদেশান্তর হইতে  
চৌরগণ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল ॥ ৫২ ॥ এইরূপে সেই রাজদ্বয়ের বিবাদ উপস্থিত  
হইলে সেই রাজ্যমধ্যে ঘোরতর রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইল ; এদিকে যুধাজিৎ ও বীরসেন  
যুদ্ধ কামনায় সজ্জিত হইলেন ॥ ৫৩ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকোক্ত মহাপুরাণ

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে ভুবনেশ্বরীর বৈভবকথনে

কোশলরাজ ঋবসন্ধির মৃত্যুবর্ণন নামক

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## পঞ্চদশোধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

সংযুগে চ সতি তত্র ভূপায়ো-  
 রাহবায় সমুপাতশস্ত্রয়োঃ ।  
 ক্রোধলোভবশয়োঃ সমং ততঃ  
 সম্ভূব তুমুলস্ত বিমর্দঃ ॥ ১ ॥  
 সংস্থিতঃ স সমরে ধৃতচাপঃ  
 পার্থিবঃ পৃথুলবাহুযুধাজিৎ ।  
 সংযুতঃ স্ববলবাহনাদিকৈ-  
 রাহবায় কৃতনিশ্চয়ো নৃপঃ ॥ ২ ॥  
 বীরসেন ইহ সৈন্যসংযুতঃ  
 ক্ষান্তধর্মমনুষ্যস্য সঙ্গরে ।  
 পুঞ্জিকাত্মজহিতায় পার্থিবঃ  
 সংস্থিতঃ সুরপতেঃ সমতেজাঃ ॥ ৩ ॥  
 স বাণবৃষ্টিং বিসমর্জ্য পার্থিবো  
 যুধাজিতং বীক্ষ্য রণে স্থিতঞ্চ ।  
 গিরিং তড়িত্বানিব তোয়বৃষ্টিভিঃ  
 ক্রোধান্বিতঃ মত্যাপরাক্রমোহসৌ ॥ ৪ ॥

একষষ্টিশ্লোকবর্ধাযুধাজিহীরসেনয়োঃ ।

দৌহিত্যঃ মহাযুদ্ধমভূদিতি তু বর্ণ্যতে ॥

তৌ যুধাজিহীরসেনৌ যুদ্ধকামৌ জাতৌ তদুত্তরং সংগ্রামঃ প্রবৃত্ত ইত্যাহ সংযুগে চ  
 সত্তীতি । আহবায় যুদ্ধার্থং সংগৃহীতশস্ত্রয়োঃ সংগ্রামে সতি বিমর্দঃ সজ্বর্ধো বভূব ॥ ১ ॥  
 পৃথুলবাহঃ পৃষ্টবাহশাসৌ যুধাজিজেতি কর্মধায়ুসঃ । স্তু সমরে সংস্থিতঃ ॥ ২—৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! সেই ভূপতিব্রতের সময় উপস্থিত হইলৈ উভয়েই লোভ ও  
 ক্রোধের বশবর্তী হইয়া অস্ত্র ধারণ করিলেন, তখন সংগ্রামস্থলে ঘোরতর সংঘর্ষ হইয়া  
 উঠিল ॥ ১ ॥ একদিকে দীর্ঘবাহ রাজা যুধাজিৎ ধনুর্ধারণ পূর্বক স্রীয় সৈন্যাদি সমভি-  
 ব্যাহারে যুদ্ধের নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় হইলেন ॥ ২ ॥ অপর দিকে সুরপতিতুল্য তেজঃসম্পন্ন

- তং বীরসেনো বিশিখৈঃ শিলাশিখৈঃ  
সমার্বণোদাশুগমৈরজিক্কাগৈঃ ।  
চিচ্ছেদ বাণৈশ্চ শিলীমুখানসৌ  
তেনৈব যুক্তানতিবেগপাতিনঃ ॥ ৫ ॥
- গজরথতুরগাণাং সম্ভূতামুদ্রাং  
স্বরনরমুনিসংঘৈর্বীক্ষিতং চাতিঘোরম্ ।  
বিততবিহগরুদ্ভৈরারুতং ব্যোম সদ্যঃ  
পিশিতমশিতুকামৈঃ কাকগুপ্তাদিভিষ্চ ॥ ৬ ॥
- তত্রাঙ্কুতকৃতজসিদ্ধুরুবাহ যোরা  
বৃন্দেভ্যঃ\* এব গজবীরতুরঙ্গমানাম্ ।  
ত্রাসাবহা নয়নমার্গগতা নরাণাং  
পাপাত্মনাং রবিজমার্গভবেব কামম্ ॥ ৭ ॥

তং যুধাজিতং তেনৈব যুধাজিতৈব । অসৌ বীরসেনঃ ॥ ৫ ॥

পিশিতং মাংসম্ । বিহগরুদ্ভৈঃ পক্ষিবৃন্দৈঃ ॥ ৬ ॥

কৃতজং রক্তং তস্ত সিদ্ধুনদী উবাহ নির্গতা গজবীরতুরঙ্গমানাং বৃন্দেভ্যঃ সমুদায়েভ্যঃ ।  
কীদৃশী । রবিজঃ সূর্য্যজ্ঞো যমস্তস্ত লোকস্ত মার্গে ভবা যা বৈতরণী নদী সা পাপাত্মনাং  
পাপিনাং যথা নয়নমার্গগতা ত্রাসাবহা তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

রাজা বীরসেনও নিজ দৌহিত্রের হিতের নিমিত্ত ক্ষত্রিয় ধর্মের অহুসরণ পূর্বক সেই যুদ্ধ-  
স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩ ॥ তখন, সেই সত্যপরাক্রম রাজা বীরসেন যুধাজিতকে  
যুদ্ধস্থলে দর্শন করিয়া ক্রোধান্বিত হইলেন এবং বারিধর যেমন গিরির উপর বারিবর্ষণ করে  
সেইরূপে তাঁহার উপর বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥ বীরসেন শিলাশাণিত স্তূতীক  
বেগগামী শরনিকর দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিলে যুধাজিৎও সত্ত্বর অতিবেগে শিলামুখ  
সমূহ দ্বারা তাঁহার সেই শর সকল ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫ ॥ মহারাজ ! সেই সময়  
অঝোরোহী গজারোহী ও রথাক্রতু যোধগণের ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল, তখন স্বরগণ,  
নরগণ ও মুনীগণ বিস্মিত হইয়া সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন । অবিলম্বেই কাক  
গুপ্তাদি বিহঙ্গগণ ছিন্ন সৈন্তগণের মাংস ভক্ষণে অভিলাষী হইয়া আকাশমার্গে সমুড়তীন  
হইল ॥ ৬ ॥ সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধস্থলে গজ, বাজী ও বীরগণের দেহভূধর হইতে অদ্ভুতাকার  
শোণিতনদী সমুৎপন্ন হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল । যেমন শমনমার্গে প্রবাহিতা বৈতরণী  
পাপাত্মাগণের ভয়াবহ হয়, সেইরূপ এই নদীও সমস্ত নরগণের দৃষ্টিপথে উদ্ভিত হইয়া

কীর্ণানি ভিন্নপুলিনে নরমস্তকানি  
 কেশাবৃত্তানি চ বিভাস্তি যথৈব সিক্কৌ ।  
 তুখীফলানি বিহিতানি বিহর্তু কাটৈ-  
 র্ভালৈর্যথা রবিস্ততাপ্রভবৈশচ নুনম্ ॥ ৮ ॥  
 বীরং যুতং ভুবি গতং পতিতং রথাত্তৈ  
 গৃধ্রঃ পলার্থমুপরি ভ্রমতীতি মন্ত্বে ।  
 জীবোহ্যপ্যসৌ নিজশরীরমবেক্ষ্য কাস্তং  
 কাঙ্ক্ষত্যহোহতিবিবশোহপি পুনঃ প্রবেক্ষুং ॥ ৯ ॥  
 আজৌ হতোহপি নুবরঃ স্তবিমানরুঢ়ঃ  
 স্বাক্ষে স্থিতাঃ স্তরবধুঃ প্রবদত্যভীক্ষুং ।  
 পশ্চাধুনা মম শরীরমিদং পৃথিব্যাং  
 বাণাহতং নিপতিতং করতোরু ! কাস্তম্ ॥ ১০ ॥  
 একো হতস্ত রিপুণৈব গতোহস্তরীক্ষং  
 দেবাস্তানাং সমধিগম্য যুতো বিমানৈ ।  
 তাবৎপ্রিয়া হতবহে স্তসমর্প্য দেহং  
 জগ্ৰাহ কাস্তমবলা সবলা স্বকীয়া ॥ ১১ ॥

কীর্ণানীতি । ভিন্নং আশিতং প্রবাহবেগেন পুলিনং তটং যেন তস্মিন্ প্রবাহে রক্তময়ে কেশাবৃত্তানি নরমস্তকানি যোধমস্তকানি কীর্ণানি বিক্ষিপ্তানি কথং বিভাস্তি যথা রবিস্ততা যমুনা তত্তীরপ্রভবৈর্বিহর্তু কাটৈর্ভালৈস্তুখীফলানি সিক্কৌ যমুনায়াং বিহিতানি স্থাপিতানি তথৈব তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

বীরমিতি যুতং বীরং দৃষ্টা তস্তোপরি গৃধ্রো ভ্রমতি যতদহমসৌ জীবো নিজশরীরং কাস্তং রণে পতিতং পুনঃ প্রবেষ্টুং কাঙ্ক্ষতীচ্ছতীতি মন্ত্বে ॥ ৯ ॥

আসাবহ হইয়া উঠিল ॥ ৭ ॥ ঐ নদীবেগে প্রবাহিত হইলে তাহার পুলিনদেশে কেশাবৃত্ত  
 নরমুণ্ড সকল নিক্ষিপ্ত হইল, তাহাতে বোধ হইল যেন যমুনার তীরজাত বালক সকল  
 ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত তুখীফল সকল রাখিয়া দিয়াছে ॥ ৮ ॥ কোন বীর প্রাণ পরিত্যাগ  
 করিয়া ভূমিতলে পতিত হইলে, কোনও গৃধ্র তাহার মাংস ভক্ষণের নিমিত্ত আকাশমণ্ডলে  
 পরিভ্রমণ করিতে লাগিল, তাহাতে বোধ হইল যেন সেই জীব, আপনার মনোহর কলেবর  
 দর্শন করিয়া অত্যন্ত অনারত হইলেও তাহাতে পুনর্বার প্রবেশ করিবার নিমিত্ত কামনা  
 করিতেছে ॥ ৯ ॥ কোনও বীরবর যুদ্ধে নিহত হইবামাত্র দিব্যবিমানে আরোহণ করিয়া  
 উৎসঙ্গস্থিতা দেবান্নাকে আপনার অভীষ্ট প্রকাশ করিয়া কহিতেছেন যে, হে করতোরু !  
 আমার কেমন মনোহর শরীর শরাহত হইয়া এখন অবনিতলে নিপতিত রহিয়াছে তাহা

যুদ্ধে মৃতৌ চ স্তভটৌ দিবি সঙ্গতো তা-  
 বন্যোত্তমশস্ত্রনিহতৌ সহ সম্প্রয়াতৌ ।  
 তত্রৈব জলতুরলং পরমাহিতাস্ত্রা-  
 বেকাপ্সরোহর্থাবিহতৌ কলহাকুলৌ চ ॥ ১২ ॥  
 কশ্চিদযুবা সমধিগম্য স্ত্রাস্ত্রনাং বৈ  
 রূপাধিকাং গুণবতীং কিল ভক্তিয়ুক্তঃ ।  
 স্বীয়ান্ গুণান্ প্রবিততান্ প্রবদংস্তদাসৌ  
 তাং প্রেমদামনুচকার চ যোগযুক্তঃ ॥ ১৩ ॥  
 ভৌমং রজোহতিবিততং দিবি সংস্থিতঞ্চ  
 রাত্রিং চকার তরলিঞ্চ সমারুণোদয়ং ।  
 মগ্নং তদেব রুধিরামুনিধাবকস্মাৎ  
 প্রাহুর্ষভুব রবিরপ্যতিকান্তিযুক্তঃ ॥ ১৪ ॥

তদ্বিকারাতীর্থে মৃতানাং স্বর্গতানাং বৃত্তমাহ আজাবিতি । আজৌ যুদ্ধে । স্বঃ স্বর্গেস্তম্ ॥ ১০ ॥

তদেবোত্তমশস্ত্রবৃত্তমাহ একো হত ইতি । দেবাস্ত্রনাং স্বর্গেস্ত্রাং সমধিগম্য প্রাপ্য যুতো বিমানে যাবন্তিষ্ঠতি তাবদেব তস্ত মৃতদেহস্ত প্রিয়া স্ত্রী হতবহেহ্যৌ সন্তী ভূত্বা । সমর্প্য পত্যা সহ স্বদেহং দগ্ধা দিব্যদেহা ভূত্বা সৰলা স্বকীয়া তন্ত্ৰৈব স্ত্রী কান্তং অপ জগ্রাহেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

তস্মিন্ যুদ্ধে মৃতানামস্তমপি চমৎকারমাহ যুদ্ধে মৃতাবিতি ॥ অত্র যৌ ভটৌ পরস্পরং যুদ্ধং কৃত্বা দিবং গতো তৌ তত্রাপ্যেকা যাপ্সরাঃ সমানপুণ্যসাধ্যা তদর্থং তত্রাপি কলহাকুলৌ ভূত্বা সঙ্গতুরিতি চমৎকারঃ ॥ ১২ ॥

কশ্চিদিতি । কশ্চিদযুবা যুদ্ধে মৃতঃ আপেক্ষমাধিকগুণবতীং প্রাপ্য সা ময়ি গুণা-  
 ভাবাদিরজ্যেতেতি ভিয়া যথা সা স্মিন্ প্রেমদামনুকূলগুণদর্শনেন ভবিষ্যতি তথা স্বীয়ান্  
 গুণান্ প্রবদন্ সন্ তাং প্রেমদামনুচকার তদগুণানুরূপমেবানুকরণং কৃতবানিত্যর্থঃ ।  
 যোগযুক্তঃ প্রেমযুক্তঃ ॥ ১৩ ॥

অবলোকন কর ॥ ১০ ॥ এক বীর রণস্থলে অরিকর্তৃক নিহত হইয়া বিমানে আরোহণ পূর্বক দেবাস্ত্রনা প্রাপ্ত হইয়া তাহার সহিত যখন বিমানে বসিয়া রহিয়াছে, সেই সময়ে তাহার পূর্বপ্রেরণী প্রজ্বলিত অনলমধ্যে শরীর সমর্পণ পূর্বক পতিদেহের সহিত স্বীয় শরীর দগ্ধ করিয়া দিব্যদেহ ধারণ পূর্বক সেই স্বকীয়া নারিকা পুণ্ডরলাবিতা যুবতী নিজ কান্তকে তাহার নিকট হইতে আকর্ষণ করিয়া লইল ॥ ১১ ॥ এই বীর পরস্পরের অন্ত্রাঘাতে নিহত হইয়া এক সময়েই স্বর্গে গমন করিল, পরে একমাত্র অপ্সরার নিমিত্ত পরস্পর কলহে প্রযুক্ত হইয়া অন্তরীক্ষেই অন্ত্রগ্রহণ পূর্বক পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে আরম্ভ করিল ॥ ১২ ॥ কোন যুবাক্ষর আপন অপেক্ষা রূপগুণবতী স্ত্রাস্ত্রনা লাভ করিয়া, তাহার

কশিচদগতস্ত গগনং কিল দেবকন্যাঃ  
 সম্প্রাপ্য চারুবদনাং কিল ভক্তিয়ুগ্তাম্ ।  
 নাদীচকার চতুরো ব্রতনাশভীতো  
 যাস্ত্যত্যাং মম রথা হনুকূলশব্দঃ ॥ ১৫ ॥  
 সংগ্রামে সংব্রতে তত্র যুধাজিৎ পৃথিবীপতিঃ ।  
 জঘান বীরসেনং তং বাণেশ্তীত্রেঃ স্তদারুণৈঃ ॥ ১৬ ॥  
 নিহতঃ স পপাতোৰ্ক্য্যঃ ছিন্নমূৰ্দ্ধা মহীপতিঃ ।  
 প্রভগ্নং তদ্বলং সৰ্ব্বং নির্গতঞ্চ চতুর্দিশম্ ॥ ১৭ ॥  
 মনোরমা হতং শ্রদ্ধা পিতরং রণমূৰ্দ্ধনি ।  
 ভয়ত্রস্তাথ সঞ্জাতা পিতুর্কৈবরমনুস্মরন্ ॥ ১৮ ॥  
 হনিষ্যতি যুধাজিদৃবৈ পুত্রং মম ছুরাশয়ঃ ।  
 রাজ্যলোভেন পাপাত্মা সেতিচিন্তাপরাভবৎ ॥ ১৯ ॥

ভোমং রজ ইতি । যদযুদ্ধসময়ে সেনয়োঃ সংন্দাদুখিতং ভোমং রজো দিবি গতং তরণিং  
 স্ত্র্যাং সমাবৃণোদ্যচ্চ দিবসেহপি রাত্রিং চকার তদ্রজো যুদ্ধমধ্যেইন্দ্রাদিনারাসেন রুধিরানু-  
 নিধৌ রক্তসমুদ্রে মগ্নং যদাভবত্তদাতিকান্তিযুক্তৌ রবিরশি সহসা প্রোছক্লভূবেত্যাশ্চর্য্যামেবং  
 মহাভয়ঙ্করং যুদ্ধমভূদিতি তাৎপর্যম্ ॥ ১৪ ॥

প্রতি প্রেমভক্তিসমম্বিত হইল এবং যাহাতে সেই সুন্দরী আপনার প্রতি আসক্ত হই  
 সেইরূপে আপনার গুণ বর্ণন পূৰ্ণক, প্রণয়সহকারে সেই প্রণয়িনীর গুণের অমুকরণ করিতে  
 লাগিল ॥ ১৩ ॥ সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধস্থলে ভূমিতলস্থ রজোরশি সৈন্তগণের বিমর্দকেহু বিস্তৃত  
 হইয়া অন্তরীক্ষে উথান ও অবহান পূৰ্ণক দিবাকরকে আচ্ছাদিত করিয়া দিবাভাগকে  
 রাত্রি করিয়া তুলিল, কিয়ৎক্ষণ পরে সেই রজোরশি শোণিতসমুদ্রে নিমগ্ন হইলে অকস্মাৎ  
 সূর্য্যদেব অতিশয় কান্তিযুক্ত হইয়া প্রোছভূত হইলেন ॥ ১৪ ॥ কোনও ব্রহ্মচারী রণস্থলে নিহত  
 হইয়া গগনে গমন করিলেন, তৎক্ষণাৎ একটা চাকনয়না দেবকন্যা ভক্তিয়ুক্ত চিত্তে তাঁহাকে  
 বরণ করিতে বাঞ্ছা করিলে, সেই চতুর ব্যক্তি ‘আপনার ব্রহ্মচারীরূপ প্রিয়শব্দ বিকল  
 হইবে’ এই ভবিষ্য ব্রতভঙ্গ-ভয়ে তাহাকে অঙ্গীকার করিলেন না ॥ ১৫ ॥

মহারাজ ! সেই সংগ্রাম অতিশয় ঘোরতররূপে আরম্ভ হইলে পৃথিবীপতি যুধাজিৎ  
 স্তদারুণ স্ত্রীক্ল পরদ্বারা বীরসেনকে আঘাত করিলেন, মহীপতি বীরসেন তদ্বারী ছিন্নমস্তক  
 হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন, তখন তাঁহার সমস্ত সৈন্তগণ রণে ভঙ্গ দিয়া চারিদিকে  
 পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ১৬—১৭ ॥ মনোরমা রণস্থলে পিতার মরণবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ভয়ে  
 অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন যে, ছষ্টাশয় পাপাত্মা যুধাজিৎ রাজ্যলোভ  
 বশতঃ এবং আমার পিতার শত্রুতা স্বরণ করিয়া নিশ্চয়ই পুত্রকে নিহত করিবে ॥ ১৮-১৯ ॥

কিংকরোমি ক গচ্ছামি পিতা মে নিহতো রণে ।

ভর্তা চাপি মৃতোহৈদ্যেব পুত্রোহয়ং মম বালকঃ ॥ ২০ ॥

লোভোহতীব চ পাপিষ্ঠস্তেন কো ন বশীকৃতঃ ।

কিং ন কুর্য্যান্তদাবিষ্টঃ পাপং পার্থিবসন্তমঃ ॥ ২১ ॥

পিতরং মাতরং ভ্রাতৃনু গুরুন স্বজনবান্ধবান্

হস্তি লোভসমাবিষ্টো জনো নাত্র বিচারণা ॥ ২২ ॥

অভক্ষ্যভক্ষণং লোভাদগম্যাগমনং তথা ।

করোতি কিল তৃষ্ণার্ভো ধর্মত্যাগং তথা পুনঃ ॥ ২৩ ॥

ন সহায়োহস্তি মে কশ্চিন্নগরেহত্র মহাবলঃ ।

যদাধারে স্থিতা চাহং পালয়ামি স্নতং শুভম্ ॥ ২৪ ॥

হতে পুত্রে নৃপেণাদ্য কিং করিষ্যাম্যহং পুনঃ ।

ন মে ত্রাতাস্তি ভুবনে যেনাহং স্থস্থিতা হুহম্ ॥ ২৫ ॥

সাপি বৈরযুতা কামং সপত্নী সর্বদা ভবেৎ ।

লীলাবতী ন মে পুত্রে ভবিষ্যতি দয়াবতী ॥ ২৬ ॥

যুধাজিতি সমায়ান্তে ন মে নিঃসরণং ভবেৎ ।

জ্ঞাত্বা বালং স্নতং সৌহৃদ্য কারাগারং নয়িষ্যতি ॥ ২৭ ॥

কশ্চিদতি । অহুকূলঃ শব্দঃ অয়ং বৃক্ষচারীতামুকূলশব্দো যোগ্যঃ শব্দো বৃথা ভাদিতি  
ভিত্ত্যেতার্থঃ ॥ ১৫—২৩ ॥

পালয়ামি পালয়িষ্যামি ॥ ২৪—২৭ ॥

এক্ষণে পিতা ত রণস্থলে নিহত হইলেন, বিপিনবাসী হৃদান্তসিংহ স্বামীকে বিনাশ করিল,  
আমার এই পুত্রও নিতান্ত বালক, এখন আমি কি করি, কোথাই বা গমন করি ॥ ২০ ॥  
লোভ, অতিশয় পাপকর, তদ্বারা কোন্ ব্যক্তি বশীভূত না হয়; যে রাজা, ভূপতিগণের  
মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও ধর্মিষ্ঠ, লোভের বশীভূত হইলে সেও সমস্ত পাপ কার্যেরই অহুষ্ঠান করিয়া  
থাকে ॥ ২১ ॥ লোভাক্রষ্ট ব্যক্তি পিতা, মাতা, গুরু ও বন্ধু বান্ধবদিগকে হনন করিয়া থাকে  
তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ২২ ॥ বিষয়-তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি লোভহেতুই অগম্যাগমন, লোভ  
হেতুই অত্ক্রম্য ভক্ষণ এবং লোভহেতুই ধর্ম পরিবর্জন করিয়া থাকে ॥ ২৩ ॥ এই নগরমধ্যে  
এমত প্রবল সহায় কোহাকেও দেখিতে পাইতেছি না, যাহাকে অবলম্বন করিয়া এই  
নগরীমধ্যে অবস্থান পূর্বক এই শ্রীরসস্তানকে পালন করিতে পারি ॥ ২৪ ॥ রাজা  
যুধাজিৎ যদি এই পুত্রকে বিনাশ করে তবে আমি কি করিতে পারিব, এই ভুবনমধ্যে  
আমার এমত আশ্রয়কর্তা কেহই নাই, যাহার উপর নির্ভর করিয়া আমি স্থস্থির হইতে

ক্রয়তে হি পুরেন্দ্রেণ মাতৃগর্ভগতঃ শিশুঃ ।  
 কুন্তিতঃ সপ্তধা পশ্চাৎ কৃতান্তে সপ্তসপ্তধা ॥ ২৮ ॥  
 প্রবিশ্য চোদরং মাতুঃ করে কুত্মাল্লকং পবিম্ ।  
 একোনপঞ্চাশদপি তেহভবশরুতো দিবি ॥ ২৯ ॥  
 সপর্দ্যে গরলং দত্তং সপত্ন্যা নৃপভার্যয়া ।  
 গর্ভনাশার্থমুদ্दिश्य পুরৈতদ্বৈ ময়া শ্রুতম্ ॥ ৩০ ॥  
 জাতস্ত বালকঃ পশ্চাদ্বেহে বিষ্ময়তঃ কিল ।  
 তেনাসৌ সগরৌ নাম বিখ্যাতো ভুবি মণ্ডলে ॥ ৩১ ॥  
 জীবমানোহথ ভর্তা বৈ কৈকেয়া নৃপভার্যয়া ।  
 রামঃ প্রভ্রাজিতো জ্যেষ্ঠো মৃতো দশরথো নৃপঃ ॥ ৩২ ॥  
 মন্ত্রিগণস্ববশাঃ কামং য়ে মে পুত্রং স্নদর্শনম্ ।  
 রাজানং কর্তু কামা বৈ যুধাজিঘ্রশগাশ্চ তে ॥ ৩৩ ॥  
 ন মে ভ্রাতা তথা শূরো যো মে বন্ধাৎ প্রমোচয়েৎ ।  
 মহৎ কষ্টঞ্চ সম্প্রাপ্তং ময়া বৈ দৈবযোগতঃ ॥ ৩৪ ॥

এবমনর্থাঃ পূর্কং বহবো জাতা ইত্যাহ ক্রয়তে হীতি ॥ ২৮ ॥

অল্লকমল্লং পবিং বজ্রম্ ॥ ২৯ ॥

কথান্তরমাহ সপত্ন্যা ইতি । গর্ভনাশার্থং গর্ভনাশরূপমর্থমুদ্दिश्यেত্যর্থঃ ॥ ৩০—৩২ ॥

পারি ॥ ২৫ ॥ আর সেই সপত্নী লীলাবতীও সততই শক্রতা সাধন করিবে, সে কখনই  
 আমার পুত্রের প্রতি দয়া প্রকাশ করিবে না ॥ ২৬ ॥ যুধাজিৎ এইখানে আগমন করিলে  
 আমি আমার নগর হইতে বাহির হইতে পারিব না, সে অদ্যই আমার পুত্রকে বালক বুদ্ধিয়া  
 কারাগারে নিক্ষেপ করিবে ॥ ২৭ ॥ আমি শুনিয়াছি যে, পুরাকালে দেবরাজ ইন্দ্র একটা  
 কুজ বজ্র করে গ্রহণ করিয়া উপরে প্রবেশ পূর্বক বিমাতার গর্ভস্থিত শিশু পুত্রকে প্রথমে  
 সপ্তভাগে ছিন্ন করিয়া পরে, সেই সপ্ত ভাগের প্রত্যেক ভাগকে পুনর্বার সপ্ত সপ্ত  
 ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন তাহাতেই ত্রিদিব মধ্যে উনপঞ্চাশৎ মরুদগণ উৎপন্ন হইয়া-  
 ছিল ॥ ২৮—২৯ ॥ আরও শুনিয়াছি যে, পুরাকালে এক রাজপত্নী, সপত্নীর গর্ভবিনাশের  
 নিমিত্ত গরল প্রদান করিয়াছিল । সেই গর্ভস্থ শিশুসন্তান বিষযুক্ত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল,  
 সেই হেতু সেই বালক পৃথিবীমধ্যে সগর নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন ॥ ৩০—৩১ ॥ ভর্তা  
 বাঁচিয়াছিলেন তথাপি রাজভার্য্যা কৈকেয়ী, রাজার দ্ব্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্রকে জ্ঞাননে নির্দা-  
 সিৎ করিলেন, রাজা দশরথও সেই কারণেই প্রাণ বিসর্জন দিলেন ॥ ৩২ ॥ মন্ত্রিগণ এখন  
 স্বাধীন নহেন, পূর্ক্বে তাঁহারা আমার স্নদর্শনকে রাজ্য করিতে চাহিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু



উদ্যমঃ সৰ্বথা কার্য্যঃ সিক্কির্দৈবাক্কি জায়তে ।  
 উপায়ং পুত্ররক্ষার্থং করোম্যদ্য হ্রাস্বিতা ॥ ৩৫ ॥  
 ইতি সক্ষিস্ত্য সা বালা বিদম্লং চাতিমানিনম্ ।  
 নিপুণং সৰ্ব্বকার্য্যেষু চিস্ত্যং মস্ত্রিবরোত্তমম্ ॥ ৩৬ ॥  
 সমাহুয় তমেকান্তে প্রোবাচ বহুদ্রুঃখিতা । /  
 গৃহীত্বা বালকং হস্তে রুদতী দীনমানসা ॥ ৩৭ ॥  
 পিতা মে নিহতঃ সশ্চৈব পুত্রোহয়ং বালকস্তথা ।  
 যুধাজিদ্বলবান্ রাজা কিং বিধেয়ং বদস্ব মে ॥ ৩৮ ॥  
 তামুবাচ বিদম্লোহসৌ নাত্র স্বাতব্যমেব চ ।  
 গমিষ্যামো বনে কামং বারাগস্থাঃ পুনঃ কিল ॥ ৩৯ ॥  
 তত্র মে মাতুলঃ শ্রীমান্ বর্ততে বলবত্তরঃ ।  
 সুবাহুরিতি বিখ্যাতো রক্ষিতা স ভবিষ্যতি ॥ ৪০ ॥  
 যুধাজিদর্শনোৎকণ্ঠমনসা নগরাদবহিঃ ।  
 নির্গত্য রথমারুহ্য গন্তব্যং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪১ ॥

অবশাঃ ন স্বাধীনাঃ ॥ ৩৩—৩৮ ॥

বারাগস্তা বনে ইত্যশ্বয়ঃ ॥ ৩৯—৪০ ॥

এখন তাঁহারা যুধাজিতের বশবর্তী হইয়াছেন ॥ ৩৩ ॥ আমার এমত শৌর্য্যশালী ভ্রাতা  
 কেহই নাই যে আমাকে বন্ধন হইতে মোচন করিতে সমর্থ হইবে, অতএব দেখিতেছি  
 যে, এখন আমি দৈবযোগে মহৎ সঙ্কটেই পতিত হইলাম ॥ ৩৪ ॥ কার্য্যসিক্কি, দৈবের  
 অধীন হইলেও উদ্যোগ করা মহাশয়গণের একান্ত কর্তব্য, যেহেতু কার্য্যের উল্ল্যোগ না  
 করিলে দৈবও প্রস্তুত থাকেন। অতএব আমি সত্ত্বরই পুত্ররক্ষার নিমিত্ত উপায় স্থির  
 করিতেছি ॥ ৩৫ ॥

মহারাজ! সেই বালা মনোরমা এইরূপে চিন্তা করিয়া সমস্ত কার্য্যকুশল ও মতিমান  
 বিদম্ল নামক মস্ত্রিবরকে নির্জনে আহ্বান করিয়া অত্যন্ত দুঃখিতচিত্তে দীন মানসে বালকের  
 হস্তধারণ পূর্ব্বক কাদিতে কাদিতে কহিতে লাগিলেন, মস্ত্রিবর! আমার পিতা রণস্থলে  
 নিহত হইয়াছেন, এই পুত্র অত্যন্ত বালক, আর যুধাজিৎ একজন বলবান্ রাজা, এই  
 সঙ্কল্প বিবেচনা করিয়া এক্ষণে আমার কি কর্তব্য তাহা আশ্বনি বলুন ॥ ৩৬—৩৮ ॥ তখন  
 মস্ত্রিবর বিদম্ল সেই রাজপত্নী মনোরমাকে কহিলেন, এখানে অবস্থিতি করা রুদ্ধাচাই কর্তব্য  
 নহে; আমরা শীঘ্রই বারাগসীর বনমধ্যে গমন করিব। তথায় সুবাহু নামে বিখ্যাত আমার  
 একজন মাতুল আছেন তিনি সমুদ্বিসম্পন্ন এবং সৈন্তবলে বলীয়ান্ তিনিই আমাদের

ইত্যুক্তা তেন সা রাজ্ঞী গন্ধা লীলাবতীং প্রতি ।  
 উবাচ পিতরং দ্রষ্টুং গচ্ছাম্যদ্য স্থলোচনে ! ॥ ৪২ ॥  
 ইত্যুক্তা রথমারুহ সৈরক্ষীসংযুতা তদা ।  
 বিদ্বলেন চ সংযুক্তা নিঃস্বতা নগরাদবহিঃ ॥ ৪৩ ॥  
 ত্রস্তা হ্যভীতিরূপণা পিতুঃ শোকসমাকুলা ।  
 দৃষ্টা যুধাজিতং ভূপং পিতরং গতজীবিতম্ ॥ ৪৪ ॥  
 সংস্কার্য চ স্বরায়ুক্তা বেপমানা ভয়াকুলা ।  
 দিনদ্বয়েন সম্প্রাপ্তা রাজ্ঞী ভাগীরথীতটম্ ॥ ৪৫ ॥  
 নিষাদৈলুণ্ঠিতা তত্র গৃহীতং সকলং বহু ।  
 রথঞ্চাপি গৃহীত্বা তে নির্গতা দম্ববঃ শঠাঃ ॥ ৪৬ ॥  
 রুদতী স্থতমাদায় চারুবজ্রা মনোরমা ।  
 নির্যয়ো জাহ্নবীতীরে সৈরক্ষীকরলম্বিতা ॥ ৪৭ ॥  
 আরুহ চ ভয়াচ্ছীত্রমুড়ুপং সা ভয়াকুলা ।  
 তীর্হা ভাগীরথীং পুণ্যং যযৌ ত্রিকূটপর্বতম্ ॥ ৪৮ ॥

নগরান্নির্গমনোপায়মাহ যুধাজিদ্দর্শনোৎকণ্ঠেতি । যুধাজিদ্ভ্রাতৃ দর্শনোৎকণ্ঠচেতসা  
 ময়া দর্শনার্থং রাজ্ঞা গম্যত ইত্যভিপ্রায়ঃ বহির্দর্শয়িত্বৈত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

পিতরং যুধাজিতম্ ॥ ৪২—৪৩ ॥

পিতরং গতজীবিতমিতি । বীরসেনঞ্চ পিতরং সংস্কার্যোত্যর্থঃ ॥ ৪৪—৪৭ ॥

রক্ষক হইবেন ॥ ৩৯—৪০ ॥ আমি যেন যুধাজিৎ রাজার দর্শনের নিমিত্তই উৎকণ্ঠিত চিত্তে  
 গমন করিতেছি এইরূপ ছল করিয়া নগরের বহির্দেশে নির্গত হইয়া রথে আরোহণ পূর্বক  
 গমন করিব সন্দেহ নাই ॥ ৪১ ॥ বিদ্বলের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজমহিষী মনোরমা  
 লীলাবতীর নিকট গমন করিয়া কহিলেন, স্থলোচনে! অদ্য আমি পিতা যুধাজিতকে  
 দেখিবার নিমিত্ত গমন করিব। এই বলিয়া পুত্র ও পরিচারিকা সমভিব্যাহারে রথে আরো-  
 হণ পূর্বক বিদ্বলের সহিত মিলিত হইয়া নগরের বহির্দেশে নির্গত হইলেন ॥ ৪২—৪৩ ॥  
 পিতৃশোকে সমাকুলা, ভয়সন্ত্রস্তা, কাতরা ও দীন মনোরমা যুধাজিতের দর্শন পূর্বক পিতা  
 বীরসেনের অশ্বিসংস্কারাদি সমাধা করিয়া, ভয়বাকুলচিত্তে কাঁপিতে কাঁপিতে যুদ্ধর গমন  
 পূর্বক দুই দিনের পর ভাগীরথীর তীর প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৪৪—৪৫ ॥ সেইস্থানে নিষাদগণ  
 তাঁহার সমস্ত ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া লইল এবং সেই শঠ দম্বাগণ রথখানি গ্রহণ  
 পূর্বক তথা হইতে প্রস্থান করিল। তখন কেবল মনোরমার পরিদেহ সূচক বস্ত্রমাত্র  
 অবশিষ্ট রহিল, মনোরমা কাঁদিতে কাঁদিতে পরিচারিণীর কর ধারণ পূর্বক জাহ্নবীর তীর-

ভারত্বাজাশ্রমং প্রাপ্তা হরয়া চ ভয়াকুলা ।  
 সংবীক্ষ্য তাপসাস্তত্র সঞ্জাতা নির্ভয়া তদা ॥ ৪৯ ॥  
 মুনিনা সা ততঃ পৃষ্ঠা কাসি কস্ত পরিগ্রহঃ ।  
 কষ্টেনাত্র কথং প্রাপ্তা সত্যং ব্রুহি শুচিস্মিতে ॥ ৫০ ॥  
 দেবী বা মানুষী বাসি বালপুত্রা বনে কথম্/  
 রাজ্যভ্রষ্টেব বামোরু ! ভাসি ত্বং কমলেক্ষণে ! ॥ ৫১ ॥  
 এবং সা মুনিনা পৃষ্ঠা নোবাচ বরবর্ণিনী ।  
 রুদতী ছুঃখসন্তপ্তা বিদল্লগ্ন সমাদিশং ॥ ৫২ ॥  
 বিদল্লন্তমুবাচেদং ধ্রুবসন্ধিনুপোত্তমঃ ।  
 তস্ত ভার্য্যা ধর্মপত্নী নাম্না চেয়ং মনোরমা ॥ ৫৩ ॥  
 সিংহেন নিহতো রাজা সূর্য্যবংশী মহাবলঃ ।  
 পুত্রোহয়ং নৃপতেস্তস্ত নাম্না চৈব স্মদর্শনঃ ॥ ৫৪ ॥  
 অস্তাঃ পিতাতিধর্মাত্মা দৌহিত্যার্থে মৃতো রণে ।  
 যুধাজিত্যসংত্রস্তা সম্প্রাপ্তা বিজনে বনে ॥ ৫৫ ॥

ত্রিকূটপর্ব্বতং চিত্রকূটম্ ॥ ৪৮—৪৯ ॥

কস্ত পরিগ্রহঃ কস্ত স্ত্রীত্যাখ্যঃ ॥ ৫০—৫১ ॥

দেশে গমন করিয়া উড়ুপে আরোহণ পূর্ব্বক ভয়াকুলিত চিত্তে পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর  
 পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া ত্রিকূট পর্ব্বতে গমন করিলেন ॥ ৪৬—৪৮ ॥ সেই ভয়াকুলা দেবী  
 সঙ্কর গমন করিয়া মহর্ষি ভারত্বাজের আশ্রম প্রাপ্ত হইলেন, তথায় তাপসগণকে দর্শন  
 করিয়া তাহার ভয় দূর হইল ॥ ৪৯ ॥ ভারত্বাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, কমলেক্ষণে ! তুমি কে,  
 কাহার পত্নী, এত কষ্ট সহ করিয়া এখানে আগমন করিলে কেন ? এই সমস্ত বিষয় তুমি  
 সত্য করিয়া বল ॥ ৫০ ॥ শুচিস্মিতে ! তুমি দেবী না মানবী, তোমার পুত্রও আত শিশু,  
 তুমি এই বিজন বনমধ্যে আগমন করিলে কেন ? হে বামোরু ! তুমি যেন রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছ,  
 আমার এইরূপ বোধ হইতেছে ॥ ৫১ ॥ মুনিবর এইরূপ জিজ্ঞাসা করিল বরবর্ণিনী মনোরমা  
 ছুঃখসন্তপ্ত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন স্বয়ং কিছুই বলিতে না পারিয়া বিদল্লকে তদ্বিষয়  
 নিবেদন করিবার আদেশ প্রদান করিলেন ॥ ৫২ ॥ তখন বিদল্ল কহিলেন, ধ্রুবসন্ধি নামে এক  
 নরপতি কোশল রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন, ইনি তাহারই ধর্মপত্নী, ইহার নাম মনোরমা ।  
 সেই সূর্য্যবংশীয় মহাবল রাজা বনস্থলে সিংহকর্তৃক নিহত হন । এই বালক স্মদর্শন তাহারই  
 পুত্র ॥ ৫৩—৫৪ ॥ এই মনোরমার পিতা অতিশয় ধর্ম্মশীল, তিনি দৌহিত্যের নিমিত্ত রণস্থলে  
 প্রাণত্যাগ করিয়াছেন । ইনি যুধাজিতের ভয়ে ভীত হইয়া বিজনবনে উপস্থিত হইয়া-

ছামেব শরণং প্রাপ্তা বালপুত্রা নৃপাভ্রাজা ।

ক্রান্তা ভব মহাভাগ ! ভ্রমস্তা মুনিসত্তম ! ॥ ৫৬ ॥

অর্তিস্ত রক্ষণে পুণ্যং যজ্ঞাধিকমুদাহৃতম্ ।

ভয়ত্রস্তস্ত দীনস্ত বিশেষফলদং স্মৃতম্ ॥ ৫৭ ॥

স্বাধিরুবাচ ।

নির্ভয়! বস কল্যাণি ! পুত্রং পালয় স্তত্রতে ! ।

ন তে ভয়ং বিশালাক্ষি ! কর্তব্যং শত্রুসম্ভবম্ ॥ ৫৮ ॥

পালয়স্ব স্ততং কান্তং রাজা তেহয়ং ভবিষ্যতি ।

নাত্র ছুঃখং তথা শোকঃ কদাচিৎ সম্ভবিষ্যতি ॥ ৫৯ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতু্যুক্তা মুনিনা রাজ্ঞী স্বস্থা সা সম্ভব হ ।

উটজে মুনিনা দত্তে বীতশৌকা তদাবসৎ ॥ ৬০ ॥

বিদগ্ধং স্বমস্ত্রিণং বক্তৃং সমাদিশদাজ্ঞাপিতবতী ॥ ৫২—৫৫ ॥

( ছামেবেতি । বালপুত্রোতি বিশেষণেন যুধাজিহ্ন মহান্ শত্রুরস্তাঃ পিতরং নিহত্য বালকমিহং হস্তমিচ্ছুঃ বালোহয়ং তৎপ্রতিকর্তৃমক্ষমন্তত ইদানীং ভগবতঃ শরণমাগতা মুনি- সত্তমস্তমুভয়ো রক্ষণে সমর্থোহসীতি ভাবো ব্যজ্যতে ॥ ৫৬—৫৮ ॥

মুনিরাশ্বাসয়মাহ পালয়স্বেতি । অয়ং তে পুত্রো রাজা ভবিষ্যতি । অশ্রাকৃতিকমনীয়ত্বাদি নৃপতিলক্ষণস্তং দৃষ্ট্বাহং কথয়ামীতি মহর্ষেরতিপ্রায়ঃ ॥ ৫৯—৬০ ॥ )

ছেন ॥ ৫৫ ॥ এই নৃপতনয়ার পুত্র বালক, ইনি এক্ষণে আপনার শরণ লইতেছেন, হে মুনি- সত্তম! আপনি ইহাঁকে পরিভ্রাণ করুন ॥ ৫৬ ॥ অর্তি ব্যক্তিমাত্রকে রক্ষা করিলে যজ্ঞ অপেক্ষাও অধিকতর পুণ্যলাভ হইয়া থাকে, কিন্তু ভয়ত্রস্ত ও দীন ব্যক্তিকে রক্ষা করিলে যে তাহা হইতেও বিশেষ ফল লাভ হয় তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৫৭ ॥

ভারুদ্বাজ কহিলেন, চারুলোচনে ! তুমি এই আশ্রমে নির্ভয়ে বাস কর, এই স্থানেই থাকিয়া তোমার পুত্রকে প্রতিপালন কর, কল্যাণি ! শত্রু হইতে তোমার কোনও ভয়ের আশঙ্কা নাই ॥ ৫৮ ॥ তুমি এই স্তম্ভের পুত্রটিকে প্রতিপালন কর ; তোমার এই পুত্র নিশ্চয়ই রাজা হইবে, আর এই আশ্রমে থাকিলে কখনই তোমার শোক বা ছুঃখ হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না ॥ ৫৯ ॥

ব্যাস কহিলেন, মহামুনি ভারদ্বাজ এইরূপ বলিলে পর রাজপত্নী মনোরমা সন্তুষ্ট হইলেন । মুনিবর, তাঁহাদিগকে পর্ণকূটর প্রদান করিলে শোক পরিত্যাগ পূর্বক সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৬০ ॥ এইরূপে সেই মনোরমা মুনিবর ভারদ্বাজের আশ্রমে প্রিয়

সৈরক্ষীসহিতা তত্র বিদল্লেন চ সংযুতা ।

সুদর্শনং পালয়ান্না স্তবসং সা মনোরমা ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
যুধাজিৎবীরসেনায়োদ্ধবর্ণনং নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

সৈরক্ষীসহিতা তত্র বিদল্লেন চ সংযুতা ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

দাসীর এবং বিদল্লের সহিত অবস্থিতি করিয়া সুদর্শনকে প্রতিপালন করিয়া বাস করিতে  
লাগিলেন ॥ ৬১ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ-  
ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে দেবীমাহাত্ম্যকথনে যুধাজিৎ ও বীর-  
সেনের যুদ্ধ এবং মনোরমার বনগমন বর্ণনানামক  
পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

## ষোড়শোঃধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

যুধাজিহ্মে সংগ্রামাদগ্ধাযোধ্যাং মহাবলঃ ।

মনোরমাঞ্চ পপ্রচ্ছ হৃদর্শনজিঘাংসয়া ॥ ১ ॥

সেবকান্ প্রেষয়ামাস ক গতেতি মুহূর্বদন্ ।

শুভে দিনেহথ দৌহিত্রং স্থাপয়ামাস চাসনে ॥ ২ ॥

মস্ত্রিভিশ্চ বশিষ্ঠেন মন্ত্রৈরাথর্করৈঃ শুভৈঃ ।

অভিযিক্তশ্চ সম্পূর্ণৈঃ কলশৈর্জলপূরিতৈঃ ॥ ৩ ॥

ভেরীশঙ্খনিদ্যদৈশ্চ তূর্য্যাণাং চাথ নিঃস্বনৈঃ ।

উৎসবস্ত নগর্যাং বৈ সম্ভূব কুরুদ্বহ ! ॥ ৪ ॥

বিপ্রাণাং বেদপাঠৈশ্চ বন্দিনাং স্তুতিভিঃ ।

অযোধ্যা মুদিতোবাসীজ্জয়শব্দৈঃ স্মঙ্গলৈঃ ॥ ৫ ॥

হৃষ্টপুষ্কজনাকীর্ণা স্তুতিবাদিত্রিনিঃস্বনা ।

নবে তস্মিন্মহীপালে পূর্বভৌ নূতনেব সা ॥ ৬ ॥

বহ্নিগ্নৌকৈর্ধূধাজিহ্মে হৃদর্শনজিঘাংসয়া ।

ভারত্বাজাশ্রমং প্রাপ্ত ইতি সমাগিহোচ্যতে ॥

ভারত্বাজাশ্রমে মনোরমায়াং গতায়ামনস্তরং জাতং বৃত্তমাহ যুধাজিহ্মেতি । মনোরমাং চকারাত্তৎপুঞ্জঞ্চ ॥ ১—৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, যুদ্ধ জয়ের পর মহারাজ যুধাজিহ্ম মহতী সেনা সমভিব্যাহারে সংগ্রাম স্থল হইতে অযোধ্যা নগরীতে গমন করিয়া হৃদর্শনকে বিনাশ করিবার অভিলাষে মনোরমা ও হৃদর্শন কোথায় রহিয়াছে ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১ ॥ তাহার কোথায় গেল, মুহূর্ত্ত এইরূপ বলিয়া তাহাদিগের অদ্বৈতগণের নিমিত্ত সেবকগণকে প্রেরণ করিলেন । অনন্তর, শুভদিনে নিজ দৌহিত্রকে রাজ্যাসনে স্থাপন করিলেন ॥ ২ ॥ মন্ত্রিগণ ও মহর্ষি বশিষ্ঠ অভিষেক কার্যে নিয়োজিত হইয়া অথর্কবৈদ্যোক্ত মঙ্গলপ্রদ মন্ত্রে সংস্থত বারিপূরিত পূর্ণকলস দ্বারা শত্রুজিহ্মকে অভিযুক্ত করিলেন ॥ ৩ ॥ কুরুবর ! সেই সময় শঙ্খনাদ হইতে লাগিল, চতুর্দিকে ভেরী ও তূর্য্য বাদ্যের ধ্বনি হইতে লাগিল এবং নগরী মধ্যে মহান্ উৎসব হইতে লাগিল ॥ ৪ ॥ ব্রাহ্মণদিগের বেদপাঠ, বন্দিগণের স্তুতিপাঠ এবং মঙ্গল সূচক জয়-শব্দ দ্বারা অযোধ্যাপুরী যেন আক্লাদে পুলকিত হইয়া উঠিল ॥ ৫ ॥ নব ভূপতি শত্রুজিহ্ম রাজসিংহাসনে

কেচিৎ সাধুজনা যে বৈ চক্ৰুঃ শোকং গৃহে স্থিতাঃ ।  
 স্তদর্শনং বিচিন্ত্যাদ্য ক গতোহসৌ নৃপাত্মজঃ ॥ ৭ ॥  
 মনোরমাসাধ্বী সা ক গতা স্ততসংযুতা ।  
 পিতাস্তা নিহতঃ সঞ্চে রাজ্যলোভেন বৈরিণা ॥ ৮ ॥  
 ইত্যেবং চিন্তমানাস্তে সাধবঃ সমবুদ্ধয়ঃ ।  
 অতিষ্ঠন্দুঃখিতাস্তত্র শত্রুজিহ্মবর্তিনঃ ॥ ৯ ॥  
 যুধাজিদপি দৌহিত্রং স্বাপয়িত্বা বিধানতঃ ।  
 রাজ্যঞ্চ মন্ত্রিসাং কৃত্বা চলিতঃ স্বাং পুরীং প্রতি ॥ ১০ ॥  
 শ্রুত্বা স্তদর্শনং তত্র মুনীনামাশ্রমে স্থিতম্ ।  
 হস্তকামো জগামাশু চিত্রকূটং স পর্বতম্ ॥ ১১ ॥  
 নিষাদাধিপতিং শূরং পুরস্কৃত্য বলাভিধম্ \*  
 দুর্দর্শাখ্যমগাদাশু শৃঙ্গবেরপুরাধিপম্ ॥ ১২ ॥  
 শ্রুত্বা মনোরমা তত্র বভূবাস্তিস্রুত্বাখিতা ।  
 আগচ্ছন্তং বালপুত্রা ভয়ার্তা সৈন্যসংযুতম্ ॥ ১৩ ॥

পূর্ণগরী নৃতনেব বভৌ ॥ ৬—৮ ॥

( সমবুদ্ধয়ঃ সর্বভূতেষু সমদর্শিন ইত্যর্থঃ ॥ ৯—১২ ॥

আরোহণ করিলে প্রজাগণ আনন্দে পরিপূর্ণ হইল, চতুর্দিকে স্ততিধ্বনি ও বাদিত্র নিবন  
 হইতে লাগিল, ইহাতে অযোধ্যানগরী নবানার ভাষ শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৬ ॥  
 মহারাজ ! অযোধ্যানগরীতে একরূপ উৎসব হইলেও কোন কোন সাধু ব্যক্তি ঘরে বসিয়া  
 স্তদর্শনের অরণ পূর্বক শোক করিতে লাগিলেন, হায় ! সেই রাজপুত্র কোথায় গেল, সেই  
 সাধ্বী রাজপত্নী মনোরমাই বা পুত্রের সহিত কোথায় গমন করিল ; আচ্ছা ! বৈরিগণ  
 রাজ্যলোভে তাহার পিতাকেও রণস্থলে বিনাশ করিয়াছে ॥ ৭—৮ ॥ সর্বজীব সমদর্শী  
 সাধুগণ এইরূপ চিন্তাযুক্ত, দুঃখিত ও শত্রুজিতের বশবর্তী হইয়া সেই স্থানে বাস করিতে  
 লাগিলেন ॥ ৯ ॥ যুধাজিও দৌহিত্রকে বিধিপূর্বক রাজ্যে সংস্থাপিত করিয়া মন্ত্রিগণের  
 প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ পূর্বক স্বীয় পুরীর অভিমুখে গমন করিলেন ॥ ১০ ॥

অনন্তর, যুধাজিও শ্রবণ করিলেন যে স্তদর্শন মনিগণের আশ্রমে অবস্থিতি করিতেছে ।  
 তখন তিনি সত্বর চিত্রকূট পর্বতে যাত্রা করিয়া বলনামক নিষাদপতিকে সঙ্গে লইয়া দুর্দর্শ  
 নামক শৃঙ্গবের পতির নিকট সত্বর গমন করিলেন ॥ ১১—১২ ॥ যুধাজিও সৈন্ত সমভিবাহারে  
 আগমন করিতেছেন মনোরমা ইহা শ্রবণ করিয়া এবং আপনার পুত্রটি বাশক এই ভাবিয়া

\* বলাভিকঃ । ইতি বা পাঠঃ ॥

তমুবাচাতিশোকাক্তা মুনিং সাক্ষবিলোচনা ।  
 কিং কৰোমি কং গচ্ছামি যুধাজিৎ সমুপস্থিতঃ ॥ ১৪ ॥  
 পিতা মে নিহতোহনেন দৌহিত্রো ভূপতিঃ কৃতঃ ।  
 কৃতং মে হস্তকামোহত্র সমায়াতি বলাস্থিতঃ ॥ ১৫ ॥  
 পুত্রাশ্রুতং ময়া স্বামিন্ ! পাণ্ডবা বৈ বনে স্থিতাঃ ।  
 মুনীনামাশ্রমে পুণ্যে পাঞ্চাল্যা সহিতাস্তদা ॥ ১৬ ॥  
 গতান্তে মৃগয়াং পার্থা ভ্রাতরঃ পঞ্চ এব তে ।  
 দ্রৌপদী সংস্থিতা তত্র মুনীনামাশ্রমে শুভে ॥ ১৭ ॥  
 ধৌম্যোহত্রিগালবঃ পৈলো জাবালির্গৌতমো ভৃগুঃ ।  
 চ্যবনশ্চাত্রিগোত্রশ্চ কণুশ্চৈব জতুঃ ক্রতুঃ ॥ ১৮ ॥  
 বীতিহোত্রঃ স্তমস্তশ্চ যজ্ঞদত্তোহথ বৎসলঃ ।  
 রাশাসনঃ কহোড়শ্চ যবক্রীৰ্যজ্ঞকুৎ ক্রতুঃ ॥ ১৯ ॥  
 এতে চান্মে চ মুনয়ো ভারদ্বাজাদয়ঃ শুভাঃ ।  
 বেদপাঠযুতাঃ সৰ্ব্বে সংস্থিতাশ্চাশ্রমে স্থিতাঃ ॥ ২০ ॥  
 দাসীভিঃ সহিতা তত্র যাজ্ঞসেনী স্থিতা মুনৈ ! ।  
 আশ্রমে চারুসৰ্ব্বাঙ্গী নির্ভয়া মুনিসংযুতে ॥ ২১ ॥  
 পার্থা মৃগানুগাস্তাবৎ প্রযাতাশ্চ বনাঘনম্ ।  
 ধনুর্বাণধরা বীরাঃ পশ্কেব শত্রুতাপনাঃ ॥ ২২ ॥

বালো বালকঃ পুত্রো যন্তা এতেন বক্ষকভাবস্ত্বং সৃচিতম্ ॥ ১৩—২০ ॥)

অত্যন্ত দুঃখিত ও ত্রাসযুক্ত হইলেন এবং অতিশয় শোকাক্ত হইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে  
 কহিতে লাগিলেন, ঋষিবর ! যুধাজিৎ এখানে সসৈন্তে আগমন করিতেছেন, আমি এখন কি  
 করি এবং কোথায় বা যাই ॥ ১৩—১৪ ॥ তিনি আগার পিতাকে নিহত করিয়া আপন  
 দৌহিত্রকে রাজা করিয়াছেন, তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া আমার এই শৈশব পুত্রকে বিনাশ  
 করিবার নিমিত্ত সৈন্ত সমভিযাহারে এখানে আগমন করিতেছেন ॥ ১৫ ॥ প্রভো! আমি  
 শুনিয়াছি পূৰ্ব্বকালে পাণ্ডবগণ রন গমন করিয়া মুনীগণের পবিত্র আশ্রমে দ্রৌপদীর সহিত  
 বাস করিয়াছিলেন, একদিন তাঁহারা পঞ্চ ভ্রাতায় একেবারেই মৃগয়া করিতে গমন  
 করিলে, পাঞ্চালরাজতনয়া দ্রৌপদী, বেদপাঠে নিরত ধৌম্য, অত্রি, গালব, পৈল,  
 জাবালি, গৌতম, ভৃগু, চ্যবন, অত্রিগোত্র কণু, জতু, ক্রতু, বীতিহোত্র, স্তমস্ত, যজ্ঞদত্ত,  
 বৎসল, রাশাসন, কহোড়, যবক্রী, যজ্ঞকুৎ ও ক্রতু এবং অস্ত্রাশ্রয় পুণ্ড্রাঙ্গা ও মহাঙ্গা



তাবৎ সিদ্ধপতিঃ শ্রীমাদ্ভাগবতো বলসংযুতঃ ।  
 আগতশ্চাশ্রমাভ্যাসে ঞ্জিত্বা তু নিগমধ্বনিম্ ॥ ২৩ ॥  
 ঞ্জিত্বা বেদধ্বনিং রাজা মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্ ।  
 উত্ততার রথাত্তূর্ণং দর্শনাকাঙ্ক্ষয়া নৃপঃ ॥ ২৪ ॥  
 যদা নিরগমত্তত্র ভূত্যাশ্রয়সমস্থিতঃ ।  
 বেদপাঠযুতান্ বীক্ষ্য মুনীনুদ্যমসংস্থিতঃ ॥ ২৫ ॥  
 কৃতাজ্জলিপুটঃ স্বামিন্ ! সংস্থিতোহথ জয়দ্রথঃ ।  
 আশ্রমে মুনিভির্জুষ্কৈ ভূপতিঃ সংবিশেষ হ ॥ ২৬ ॥  
 তত্রোপবিষ্টং রাজানং দ্রক্ষুকায়াঃ স্ত্রিয়স্তদা ।  
 আয়ুর্শ্মুনিভার্য্যাশ্চ কোহয়মিত্যববৃষ্পম্ ॥ ২৭ ॥  
 তাঙ্গাং মধ্যে বরারোহা যাজ্ঞসেনী সমাগতা ।  
 জয়দ্রথেন দৃষ্টা সা রূপেণ শ্রীরিবাপরী ॥ ২৮ ॥  
 তাং বিলোক্যাসিতাপাঙ্গীং দেবকশ্চামিবাপরাম্ ।  
 পপ্রচ্ছ নৃপতির্ধোম্যং কেয়ং শ্চামা বরাননা ॥ ২৯ ॥

বলাভিধং নিষাদাধিপতিং শৃঙ্গবেরপুত্রাধিপং হৃদ্বর্শাখ্যং পুরস্কৃত্য রাজাগাদিত্যর্থঃ ॥ ২১-২৫ ॥

- ভারবাজাদি ঋষিগণে পরিপূর্ণ সেই আশ্রমে দাসীগণের সহিত অবস্থিত করিতে লাগিলেন ॥ ১৬—২১ ॥ এদিকে শক্ৰবিনাশন মহাবীর পার্থগণ যখন ধ্বংসপ্রাপ্ত ধারণ পূর্বক যুগগণের অহুসরণ করিয়া বন হইতে বনান্তরে ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে শ্রীমান্ সিদ্ধপতি জয়দ্রথ সৈন্তসহিত আশ্রমমার্গে গমন করিতে করিতে, বেদধ্বনি শ্রবণ করিয়া আশ্রম সন্নিধানে আগমন করিলেন ॥ ২২—২৩ ॥ সেই নরপতি পবিত্রাশ্রম মহর্ষিগণের বেদধ্বনি শ্রবণ করিয়া দর্শন করিবার নিমিত্ত সত্ত্বর রথ হইতে অবতরণ করিলেন ॥ ২৪ ॥ তখন তিনি ছুইটিমাত্র ভূত্যা সঙ্গে করিয়া মুনিগণের সন্নিধানে গমন পূর্বক তাঁহাদিগকে বেদপাঠে নিরত অবলোকন করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে অবসর প্রতীক্ষায় অবস্থিত রহিলেন । প্রভো ! রাজা জয়দ্রথ এইরূপে মুনিগণের আশ্রমে প্রবেশ পূর্বক সেই স্থানে উপবিষ্ট হইলে পর মুনিপত্নীগণ, এ ব্যক্তি কে, ইহা জিজ্ঞাসা করত সেই রাজাকে দেখিবার নিমিত্ত তথায় আগমন করিলেন ॥ ২৫—২৭ ॥ তাঁহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে দিব্যাক্ষী যাজ্ঞসেনীও আগমন করিলে জয়দ্রথ বিতীর্ণ কমলার জায় তাঁহাকে দর্শন করিলেন ॥ ২৮ ॥ জয়দ্রথ দেবকজার জায় কান্তিমতী সেই অসিতাপাঙ্গী রাজতনয়াকে দর্শন করিয়া মহর্ষি ধোম্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সৌম্য ! মনোরমা স্ত্রীমা ও কমলাননা এই অঙ্গনা কে ? ইনি কাহার ভার্য্যা বা কাহার তনয়, ইহাঁর নামই বা কি ? আহা ! ইহার রূপলাবণ্য দর্শনে বোধ হয় যেন

ভাৰ্য্যা কস্ত হতা কস্ত নান্না কা বরবর্নিনী ।

রূপলাবণ্যসংযুক্তা শচীব বসুধাং গতা ॥ ৩০ ॥

বর্ষ রবনমধ্যস্থা লবঙ্গলতিকা যথা ।

রাক্ষসীবৃন্দগা নুনং রন্তেবাভাতি ভামিনী ॥ ৩১ ॥

সত্যং বদ মহাভাগ ! কস্তেয়ং বল্লভাবলা ।

রাজপত্নী বচাভাতি নৈষা মুনিবধূর্বিজ ! ॥ ৩২ ॥

ধোম্য উবাচ ।

পাণ্ডবানাং প্রিয়া ভাৰ্য্যা দ্রৌপদী শুভলক্ষণা ।

পাঞ্চালী সিদ্ধুরাজেন্দ্র ! বসত্যত্র বরাশ্রমে ॥ ৩৩ ॥

জয়দ্রথ উবাচ ।

ক গতাঃ পাণ্ডবাঃ পঞ্চ শূরাঃ সম্প্রতি বিক্ৰতাঃ ।

বসন্ত্যত্র বনে বীরা বীতশোকা মহাবলাঃ ॥ ৩৪ ॥

ধোম্য উবাচ ।

মৃগয়ার্থং গতাঃ পঞ্চ পাণ্ডবা রথসংস্থিতাঃ ।

আগমিম্যস্তি মধ্যাহ্নে মৃগানাদায় পাণ্ডিবাঃ ॥ ৩৫ ॥

তচ্ছব্দা বচনং তস্য উদতিষ্ঠদসৌ নৃপঃ ।

দ্রৌপদীসমিধৌ গত্ত্বা প্রণম্যেদমুবাচ হ ॥ ৩৬ ॥

ভামিন্ ! হে ভারদ্বাজ ! ॥ ২৬—২৭ ॥

( ভাসাং মুনিপত্নীনাম্ । যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদী ॥ ২৮—৩০ ॥ )

বর্ষুরাঃ কণ্টকবৃক্ষাঃ ॥ ৩১—৩৬ ॥

শচীদেবী অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ২৯—৩০ ॥ এই ভামিনী কণ্টক বৃক্ষের মধ্যস্থিত লবঙ্গলতিকার ছায় এবং রাক্ষসী বৃন্দের মধ্যগতা রন্তার ছায় শোভা পাইতেছেন ॥ ৩১ ॥ মহাভাগ ! আপনি সত্য কথিয়া বলুন এই অবলা কাহার প্রেয়সী ? হে বিজ ! আমার বোধ হইতেছে ইনি মুনিবধূ নহেন কোনও রাজার বনিতা হইবেন ॥ ৩২ ॥

ধোম্য কহিলেন, সিদ্ধুরাজ ! এই শুভলক্ষণা অঙ্গনা, পাঞ্চালরাজার তনয়া দ্রৌপদী, ইনি পাণ্ডবগণের ভাৰ্য্যা, এক্ষণে এই পবিত্র আশ্রমে অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৩৩ ॥

জয়দ্রথ কহিলেন, সেই সর্বত্র বিখ্যাত শৌর্য্যবীৰ্য্য-সম্পন্ন মহাবল পাণ্ডবগণ এক্ষণে কোথায় গিয়াছেন, তাহারা বিগত শোক হইয়া এই বনেই কি বাস করিতেছেন ? ॥ ৩৪ ॥

ধোম্য কহিলেন, সিদ্ধুরাজ ! পঞ্চ পাণ্ডুপুত্র রথে আরোহণ পূৰ্ণক মৃগয়ার নিমিত্ত গমন করিয়াছেন, তাহারা মধ্যাহ্ন সময়ে মৃগ লইয়া আগমন করিবেন ॥ ৩৫ ॥ মুনিবরের সেই

কুশলস্তে বরারোহে ! রু গতাঃ পতয়ন্ত তে ।  
 একাদশ গতাশ্চত্বাশ্চ বর্ষাণি চ বনে কিল ॥ ৩৭ ॥  
 দ্রৌপদী তু তদোবাচ স্বস্তি তেহস্ত নৃপাক্ষজ ! ।  
 বিশ্রমস্বাশ্রমাভ্যাসে ক্ৰণাদায়ান্তি পাণ্ডবাঃ ॥ ৩৮ ॥  
 এবং বুভুক্ষ্যাং তস্তাস্ত লোভানিষ্ঠঃ স ভূপতি ।  
 জহার দ্রৌপদীং বীরোহ্নাদৃত্য মুনিসত্তমান্ ॥ ৩৯ ॥  
 কস্তচিন্মৈব বিশ্বাসঃ কৰ্ত্তব্যঃ সৰ্ব্বথা বুধৈঃ ।  
 কুৰ্ব্বন্ দুঃখমবাপ্নোতি দৃষ্টান্তস্তত্র বৈ বলিঃ ॥ ৪০ ॥  
 বিরোচনস্ততঃ শ্রীমান্ ধৰ্ম্মিষ্ঠঃ সত্যসঙ্গরঃ ।  
 যজ্ঞকৰ্ত্তা চ দাতা চ শরণ্যঃ সাধুসম্মতঃ ॥ ৪১ ॥  
 নাধৰ্ম্মে নিরতঃ কাপি প্রহ্লাদস্ত চ পৌজকঃ ।  
 একোনশতযজ্ঞান্ বৈ স চকার সদক্ষিণান্ ॥ ৪২ ॥  
 সত্বমুত্তিঃ সদা বিষ্ণুঃ সেব্যঃ স যোগিনামপি ।  
 নিৰ্জিকারোহপি ভগবান্ দেবকার্যার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৪৩ ॥

( বনে বসতাং পাণ্ডবানাং একাদশ বর্ষাণি গতানি । অতঃ পাণ্ডবা হি অতিহৃত্যগ্যা  
 ইতি স্মৃতিতম্ ॥ ৩৭—৩৯ ॥

লোভাক্ষুঃ কোহপি ন বিশ্বসনীয় ইত্যত আহ কস্তচিন্নৈবতি ॥ ৪০—৪৮ ॥ )

বাক্য শ্রবণে সিদ্ধরাজ উঠিয়া দ্রৌপদীর সম্মিথানে গমন পূৰ্ব্বক প্রণাম করিয়া বলিলেন, বর-  
 বর্গিনি ! আপনার মঙ্গল ত ? আপনার বল্লভগণ কোথায় গমন করিয়াছেন ? অদ্য একাদশ  
 বৎসর গত হইল আপনারা বনমধ্যে বাস করিতেছেন ॥ ৩৬—৩৭ ॥ তখন দ্রৌপদী কহিলেন,  
 রাজপুত্র ! তোমার মঙ্গল হউক তুমি আশ্রম সম্মিথানে ক্রণকাল অপেক্ষা কর পাণ্ডবগণ  
 এখনি আগমন করিবেন ॥ ৩৮ ॥ পাঞ্চালী এই কথা বলিলে সেই বীর্যবান্ রাজা লোভাবিষ্ট  
 হইয়া মুনিসত্তমগণকে অনাদর করত দ্রৌপদীকে হরণ করিলেন ॥ ৩৯ ॥ প্রভো ! হাহার  
 প্রতি কোনও প্রকারে বিশ্বাস করা বুধগণের কৰ্ত্তব্য নহে, যদি কেহ কখন করেন তবে  
 তিনি অবশ্যই দুঃখে পতিত হইবেন, বলিরাজাই এই বিষয়ের প্রবল দৃষ্টান্তস্থল । বিরোচনের  
 পুত্র শ্রীমান্ ধৰ্ম্মনিরত, যজ্ঞকৰ্ত্তা, দাতা, শরণ্য সাধুজনের সম্মত এবং মহাযোদ্ধা ছিলেন,  
 তাহার মন কখন অধৰ্ম্ম পথে গমন করিত না, তিনি নবনবতি সাংখ্যক সদক্ষিণ যজ্ঞ  
 সম্পাদন করিয়াছিলেন ॥ ৪০—৪২ ॥ কিন্তু, যোগিগণ সততই বাহার সেবা করিয়া থাকেন  
 সেই সত্বমুত্তি নিৰ্জিকার ভগবান্ বিষ্ণু, দেবতাদিগের কার্য সাধনার্থ, কপট রামনরূপে  
 কল্প পৃথি হইতে উৎপন্ন হইয়া, ছলপূৰ্ব্বক তাঁহার রাজ্য এবং সঙ্গগণা পৃথিবী হরণ

কশ্যপাচ্চ সমুদ্ভূতো বিষ্ণুঃ কপটবানমঃ ।  
 রাজহ্মলেন হতবান্ মহীকৈব সমাগরাম্ ॥ ৪৪ ॥  
 সৌভবৎ সত্যবাগ্ৰাজা বলিবৈরোচনিস্তদা ।  
 কপটং কৃতবান্ বিষ্ণুরিন্দ্রার্থে তু ময়া শ্রুতম্ ॥ ৪৫ ॥  
 অতঃ কিং ন করোত্যেবং কৃতং বৈ সত্ত্বমূর্তিনা ।  
 বামনং রূপমাস্মায় যজ্ঞপাতং\* চিকীর্ষতা ॥ ৪৬ ॥  
 ন চ বিশ্বসিতব্যং বৈ কদাচিৎ কেনচিত্তথা ।  
 লোভশ্চেতসি চেৎ স্বামিন্ ! কীদৃক্ পাপকৃতং ভয়ম্ ॥ ৪৭ ॥  
 লোভাহতাঃ প্রকূর্বন্তি পাপানি প্রাণিনঃ কিল ।  
 পরলোকাদ্ভয়ং নাস্তি কশ্চচিৎ কহিচ্চিন্মুনে ! ॥ ৪৮ ॥  
 মনসা কৰ্ম্মণা বাচা পরস্বাদানহেতুতঃ ।  
 প্রপতন্তি নরাঃ সম্যগ্ লোভোপহতচেতসঃ ॥ ৪৯ ॥  
 দেবানারাদ্য সততং বাঙ্কস্তি চ ধনং নরাঃ ।  
 ন দেবাস্তৎ করে কৃত্বা সমর্থ্য দাতুমঞ্জসা ॥ ৫০ ॥  
 অশ্রুতানীয় তে বিত্তং প্রযচ্ছন্তি মনীষিতম্ ।  
 বাণিজ্যেনাথ দানেন চৌর্য্যেণাপি বলেন বা ॥ ৫১ ॥

প্রপতন্তি নরকে ইতি শেষঃ ॥ ৪৯—৫০ ॥

করিয়াছিলেন ॥ ৪৩—৪৪ ॥ প্রভো ! আমি শ্রবণ করিয়াছি সেই বিরোচনতনয় সদাশয়  
 রাজা, অঙ্গীকৃত প্রদানপুত্রঃসর সত্যবাদী হইয়াছিলেন, কিন্তু বিষ্ণু কপটাচার করিয়া ইন্দ্ৰের  
 অতীষ্ট সাধন করিয়াছিলেন ॥ ৪৫ ॥ যজ্ঞ ব্যাঘাত করিবার বাসনায় বামনরূপ ধারণ  
 পূর্বক সত্ত্বমূর্ত্তি বিষ্ণুই যদি এরূপ কার্য্য করিলেন, তবে অশ্রু প্রাকৃত ব্যক্তি যে সেইরূপ  
 কার্য্য করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? ॥ ৪৬ ॥ অতএব কোনও প্রকারে কদাচিৎ  
 কাহাকেও বিশ্বাস করা কর্তব্য নহে, প্রভো ! যাহার চিত্তে লোভ বিদ্যমান রহিল, তাহার  
 দাবার পাপের ভয় কি ? ॥ ৪৭ ॥ মুনিবর ! প্রাণিগণ লোভে আবিষ্ট হইয়াই পাপকার্য্যের  
 লুপ্তান করিয়া থাকে কখন কাহারও পরলোকে ইষ্টানিষ্টের ভয় হয় না । মানবগণ লোভ  
 হেতু সম্যকরূপে অভিতূতচিত্ত হইয়া বাক্য, কৰ্ম্ম ও মানস দ্বারা পুরুষ গ্রহণ পূর্বক  
 পাতিত্য প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৮—৪৯ ॥ দেখুন, নরগণ নিয়তই দেবতার আরাধনা করিয়া ধন  
 কামনা করে, কিন্তু দেবতাগণ তাহা হস্ত দ্বারা তৎক্ষণাৎ প্রদান করিতে সক্ষম হন না,

\* পক্ষপাতঃ ইতি বা পাঠঃ ।

বিক্রয়ার্থং গৃহীত্বা চ ধাত্তবস্ত্রাদিকং বহু ।  
 দেবানর্চয়তে বৈশ্ণো মহর্ষির্মে ভবেদिति ॥ ৫২ ॥  
 অত্র কিং পরবিত্তেচ্ছা বাণিজ্যে ন পরস্তপ ! ।  
 গ্রহণকালে সম্প্রাপ্তে মহার্ষ্যপ্যপি কাজ্জতি ॥ ৫৩ ॥  
 এবং হি প্রাণিনঃ সর্বৈঃ পরস্বাদানতং পরাঃ ।  
 বর্তন্তে সততং ব্রহ্মন্ ! বিশ্বাসঃ কীদৃশঃ পুনঃ ॥ ৫৪ ॥  
 বৃথা তীর্থং বৃথা দানং বৃথাধ্যয়নমেব চ ।  
 লোভমোহরতানাং বৈ কৃতং তদকৃতং ভবেৎ ॥ ৫৫ ॥  
 তস্মাদেনং মহাভাগ ! বিসর্জয় গৃহং প্রতি ।  
 সপুত্রাহং বসিষ্যামি জানকীব দ্বিজোত্তম ! ॥ ৫৬ ॥  
 ইত্যুক্তোহসৌ মুনিস্তাবদগত্বা যুধাজিতং নৃপম্ ।  
 উবাচ বচনং রাজ্ঞে ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্ ॥ ৫৭ ॥

সর্বো ব্যবহারো লোভমূলক এবেতি দর্শয়তি অন্তঃস্থানীয় তে ইতি । তে দেবা অন্তঃ  
 পুরুষস্ত বিত্তমানীয় তেভ্যঃ প্রযচ্ছন্তি মনীষিতং ধনং বাণিজ্যাদিব্যবহারেণ বা তস্মাদ্বেবা  
 অপি পরস্বাদানতং পরা এবৈত্যর্থঃ ॥ ৫১—৫২ ॥

তাহারা ইহা বাণিজ্য, দান, চৌর্য বা বলাদি দ্বারা অস্ত্রের নিকট হইতে আনয়ন পূর্বক  
 প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৫০—৫১ ॥ বৈশ্তগণ বহুতর ধাত্ত বস্ত্রাদি বিক্রয়ের নিমিত্ত গ্রহণ  
 পূর্বক আমার মহৎ ঋদ্ধিলাভ হইবে ভাবিয়া দেবতাদিগের অর্চনা করিয়া থাকে ॥ ৫২ ॥  
 হে সংবতাস্তন ! এই বাণিজ্য বিষয়ে কি পর ধন গ্রহণেচ্ছা নাই ? অবশ্যই আছে । আরও  
 আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহাদিগের নিকট হইতে লোকগণের যে সময় দ্রব্য ক্রয়  
 করিবার প্রয়োজন হয় তখন তাহারা এই দ্রব্য মহার্ঘ হউক এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করিয়া  
 থাকে ॥ ৫৩ ॥ হে তপোধন ! এইরূপে সকল প্রাণিগণ পর ধন গ্রহণের নিমিত্ত তৎপর  
 হয়, তবে তাহাদিগের প্রতি কিরূপে বিশ্বাস করা যাইতে পারে ? ॥ ৫৪ ॥ বাহারা  
 লোভ ও মোহে আচ্ছন্ন, তাহাদের তীর্থ পর্য্যটন, ধনাদি দান ও বেদাদি অধ্যয়ন সমস্তই  
 বিফল হয়, যদিও তাহারা তীর্থাদি করিয়া থাকেন, তথাপি তৎসমস্তই অকৃতের জ্ঞান  
 হইয়া যায় ॥ ৫৫ ॥ অতএব হে মহাভাগ ! আপনি যুধাজিতকে গৃহের প্রতি প্রীতি-  
 নিবৃত্ত করুন, তাহা হইলে আমি পুত্রের সহিত এই স্থানে জানকীর জ্ঞান অবস্থিতি  
 করিব ॥ ৫৬ ॥

মনোরমা এইরূপ নিবেদন করিলে তেজঃশালী মহর্ষি ভারদ্বাজ যুধাজিতের নিকট গমন  
 পূর্বক কহিলেন, রাজন ! তুমি নিজপুরে অথবা যথা ইচ্ছা গমন কর, মনোরমার গৃহ

গচ্ছ রাজন্ ! যথাকামং স্বপুরুষং নৃপসন্তম ! ।

নেয়ং মনোরমাভ্যেতি বালপুত্রা অদুঃখিতা ॥ ৫৮ ॥

যুধাজিহ্ববাচ ।

যুনে ! মুঞ্চ হঠং সৌম্য ! বিসর্জয় মনোরমাম্ ।

ন চায়াস্তাম্যহং যুক্ত্বা নেম্যাম্যদ্য বলাৎ পুনঃ ॥ ৫৯ ॥

ঋষিরুবাচ ।

নয়স্ব যদি শক্তিস্তে বলেনাদ্য মমাপ্রমাৎ ।

বিশ্বামিত্রো যথা ধেমুং বশিষ্ঠস্ত যুনেঃ পুরা ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
অদর্শনহননেচ্ছয়া যুধাজিতো ভারদ্বাজাপ্রমগমনং নাম ষোড়শোইধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

গ্রহণকাল ইতি । যস্মাদ্ভাবংপরমিতং বাধুর্ষিকং গ্রাহং তস্মাস্তদপেক্ষাধিকং  
কাজ্জতি ॥ ৫৩—৫৯ ॥

বিশ্বামিত্র ইতি । স যথা নীতবাংস্তথা স্বং নয় । তস্ত গতিবন্তবাপি গতির্ভবিষ্যতীতি  
তাৎপর্যম্ ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে ষোড়শোইধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

বালক, সেই রাজহুহিতা অত্যন্ত দুঃখিত রহিয়াছে, অতএব সে এখন তোমার নিকট  
আসিতে পারিবে না ॥ ৫৭—৫৮ ॥

যুধাজিৎ কহিলেন, হে সৌম্য ! আপনি হঠকারিতা পরিত্যাগ করিয়া মনোরমাকে  
প্রদান করুন ; আমি তাহাকে কখনই ছাড়িয়া যাইব না, যদি সহজে প্রদান না করেন,  
তাহা হইলে আমি বলপূর্বক লইয়া যাইব ॥ ৫৯ ॥ ঋষি কহিলেন, মহারাজ ! যদি তোমার  
শক্তি থাকে তবে, পুণ্ড্র যেমন বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ ঋষির আশ্রম হইতে ধেমু হরণ করিয়াছিল,  
সেইরূপ তুমিও আমার আশ্রম হইতে বলপূর্বক মনোরমাকে লইয়া যাও ॥ ৬০ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগ-

বতের তৃতীয়স্কন্ধে দেবীমাহাত্ম্যকথনে অদর্শনের হননেচ্ছায়

যুধাজিতের ভারদ্বাজাপ্রমে গমন নামক ষোড়শ

“অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## সপ্তদশোঃধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যাকৰ্ণ্য বচন্ত্য মুনেন্দ্রাবনীপতিঃ ।

মস্ত্রিবন্ধং সমাহুয় পপ্রচ্ছ তমতদ্ভিতঃ ॥ ১ ॥

কিং কৰ্তব্যং শ্রবুন্ধেহত্র ময়াদ্য বদ শ্রবত ! ।

বলান্ময়ামি তাং কামং সপুত্রাঞ্চ শ্রুভাষিণীম্\* ॥ ২ ॥

রিপুরল্লোহপি নোপেক্ষ্যঃ সৰ্ব্বথা শুভমিচ্ছতা ।

রাজযক্ষ্মেব সম্ভ্রুকৌ মৃত্যবে পরিকল্পয়েৎ ॥ ৩ ॥

নাত্র সৈশ্চং ন যোদ্ধাস্তি যো মামত্র নিবারয়েৎ ।

গৃহীত্বা হন্মি তং তত্র দৌহিত্রশ্চ রিপুং কিল ॥ ৪ ॥

নিষ্কণ্টকং ভবেদ্রাজ্যং যতাম্যদ্য বলাদহম্ ।

হতে শ্রদর্শনে নুনং নির্ভয়োহসৌ ভবেদতি ॥ ৫ ॥

দ্বিষষ্টিলোকবর্ধৈস্ত বিশ্ৰামিত্রকথোত্তরম্ ।

কামবীজস্ত সস্ত্রাণী রাজপুত্রস্ত কথ্যতে ॥

মুনিবাক্যশ্রবণোত্তরং রাজা যৎকৃতবাংস্তদাহ ইত্যাকর্ণ্যেতি । অবনীপতিযুধাঞ্জিৎ ॥১॥

শ্রমতমাহ নম্যামি নেম্যামি ॥ ২—৩ ॥

হন্মি হনিষ্যামি ॥ ৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! রাজা যুধাঞ্জিৎ মহর্ষির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার দৃঢ়তার কথা বুঝিতে পারিয়া শীঘ্রই প্রধান বৃদ্ধমস্ত্রিকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহাবুন্ধে ! এখন আমার কৰ্তব্য কি ? আমি সেই শ্রুভাষিণী মনোরমাকে পুত্রের সহিত বলপূৰ্ব্বক লইয়া যাইতে চাই, কারণ আয়ুহিতাভিলাষী মানবগণ ক্ষুদ্র রিপুকেও উপেক্ষা করিবে না, যদি করে তাহা হইলে সেই ক্ষুদ্র বৈরিও রাজ্যসম্ভার ভায় সম্যাক্রূপে বৃদ্ধি পাইয়া মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে ॥ ১—৩ ॥ আর দেখুন, এস্থলে সৈন্তও নাই যোদ্ধাও নাই, অতএব আমাকে কেহই বাধা দিতে সমর্থ হইবে না, আমি যথেষ্টরূপে দৌহিত্রশত্রুকে গ্রহণ করিয়া বিনাশ করিতে পারিব ॥ ৪ ॥ অদ্য আমি তাহাকে বলপূৰ্ব্বক গ্রহণ করিতে যত্ন করিব কারণ, শ্রদর্শন হত হইলে রাজ্য নিষ্কণ্টক হইবে এবং আমার দৌহিত্রও নির্ভয় হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৫ ॥

\* সপুত্রাণাং ভাবিনীম্ । ইতি বা পাঠঃ ।

## প্রধান উবাচ ।

সাহসং ন হি কর্তব্যং অস্তং রাজমুনের্বচঃ ।

বিশ্বামিত্রস্ত দৃষ্টান্তঃ কথিতস্তেন মারিষ ! ॥ ৬ ॥

পুরা গাধিস্থতঃ শ্রীমান্ বিশ্বামিত্রোহতিবিশ্রুতঃ ।

বিচ্যন্ স নৃপশ্রেষ্ঠো বশিষ্ঠাশ্রমমভ্যাগাৎ ॥ ৭ ॥

নমস্কৃত্য চ তং রাজা বিশ্বামিত্রঃ প্রতাপবান্ ।

উপবিষ্টো নৃপশ্রেষ্ঠো মুনিনাং দত্তবিষ্ণুরঃ ॥ ৮ ॥

নিমজ্জিতো বশিষ্ঠেন ভোজনায় মহাত্মনা ।

সসৈশ্বশ্চ স্থিতো রাজা গাধিপুত্রো মহাযশাঃ ॥ ৯ ॥

নন্দিত্বাসাদিতং সর্বং ভক্ষ্যভোজ্যাদিকঞ্চ যৎ ।

ভুক্ত্বা রাজা সসৈশ্বশ্চ বাঙ্ছিতং তত্র ভোজনম্ ॥ ১০ ॥

প্রতাপং তঞ্চ নন্দিত্বাঃ পরিজায় স পার্শ্বিবঃ ।

যযাচে নন্দিনীং রাজা বশিষ্ঠং মুনিসত্তমম্ ॥ ১১ ॥

যতামি বহুং করিষ্যামি ॥ ৫ ॥

রাজা মতস্ত শ্রবণান্তরং মন্ত্রী মুনিনা বিশ্বামিত্রস্ত দৃষ্টান্ত উক্তস্তদতিপ্রায়মুপবর্ণ্য রাজানং সাহসান্নিবারয়তীত্যাহ সাহসমিতি ॥ ৬ ॥

দৃষ্টান্তমুপাদয়ন্ দৃষ্টান্তোক্তেরতিপ্রায়মাহ পুরিত । গাধিরাজস্ত স্মৃতঃ ॥ ৭ ॥

মুনিনা বশিষ্ঠেন ॥ ৮—৯ ॥

নন্দিত্বাসাদিতং নন্দিত্বা কামধুকৃত্য স্বস্তনেভ্যো নিকান্ত দত্তং বাঙ্ছিতং যস্ত যদপেক্ষিতং তৎ ॥ ১০—১১ ॥

মন্ত্রী কহিলেন, মহারাজ ! এক্ষণে আপনার সাহস করা কর্তব্য নহে, আপনি ত মুনি-বরের বাক্য শ্রবণ করিলেন ; ইনি আপনাকে বিশ্বামিত্রের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্বক কহিয়া-ছেন ॥ ৬ ॥ মহারাজ ! পূর্বে গাধিরাজের পুত্র বিশ্বামিত্র অতি বিখ্যাত রাজা ছিলেন, একদিন সেই নৃপবর ভ্রমণ করিতে করিতে মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন ॥ ৭ ॥ প্রতাপাধিত রাজা বিশ্বামিত্র তাঁহাকে প্রণাম করিলে ঋষিবর তাঁহাকে উপবেশনার্থ আসন প্রদান করিলেন, রাজাও তাহাতে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ৮ ॥ অনন্তর মহাত্মা বশিষ্ঠ, তাঁহাকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলে সেই মহাযশা গাধিপুত্র সৈশ্বগণের সহিত সেই স্থানে অবস্থিতি করিলেন ॥ ৯ ॥ বশিষ্ঠের নন্দিনী নামে একটি ধেনু ছিল, ঋষিবর তাঁহার দুগ্ধ হইতে সমস্ত খাদ্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রদান করিলেন, রাজা সমস্ত সৈশ্বের সহিত সেই স্মিষ্ট ভোজনীয় ত্রব্য সকল ভোজন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলেন এবং নন্দিনীর প্রভাব জানিতে পারিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের নিকট নন্দিনীকে প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, মুনিবর ! যে সকল



বিশ্বামিত্র উবাচ ।

মুনে ! ধেনুসহস্রং তে ঘটোগ্রীনাং দদাম্যহম্ ।

নন্দিনীং দেহি মে ধেনুং প্রার্থয়ামি পরম্পদং ॥ ১২ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ ।

হোমধেনুরিয়ং রাজন্ম দদামি কথঞ্চন ।

সহস্রঞ্চাপি ধেনুনাং তবেদং তব তিষ্ঠতু ॥ ১৩ ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ ।

অমৃতং বাথ লক্ষং বা দদামি মনসেপ্সিতম্ ।

দেহি মে নন্দিনীং নাথো ! গ্রহীষ্যামি বলাদথ ॥ ১৪ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ ।

কামং গৃহাণ নৃপতে ! বলাদদ্য যথাকৃচি ।

নাহং দদামি তে রাজন্ ! স্বেচ্ছয়া নন্দিনীং গৃহাণ ॥ ১৫ ॥

তচ্ছ্রুত্বা নৃপতিভৃত্যানাদিদেশ মহাবলান্ ।

নয়ঞ্চ নন্দিনীং ধেনুং বলদর্পস্বংস্থিতাং ॥ ১৬ ॥

তে ভৃত্য জগৃহর্ধেনুং হঠাদাক্রম্য যন্ত্রিতাম্ ।

বেপমানা মুনিং প্রাহ সুরভিঃ সাক্ষগ্লোচনা ॥ ১৭ ॥

ঘটোগ্রীনাং ঘটবদৃধো বাসাং গবাং তাপাং বহুধ্ববতীনামিতি তাৎপর্যম্ ॥ ১২ ॥

ন দদামি ন দাস্তামি । তবেদং তবৈব তিষ্ঠতু ॥ ১৩—১৪ ॥

গৃহারিকাশ্চেত্যর্থঃ ॥ ১৫—১৬ ॥

ধেনুর আলান কলসের ত্রায় বৃহৎ আমি আপনাকে সেইরূপ সহস্র ধেনু প্রদান করিব, কিন্তু আমি প্রার্থনা করিতেছি এই নন্দিনী ধেনু আমাকে প্রদান করুন ॥ ১০-১২ ॥

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাজন্ ! এইটা আমার হোমধেনু, আমি ইহাকে কোনক্রমেই প্রদান করিতে পারি না, আপনার সহস্র ধেনু আপনারই থাকুক ॥ ১৩ ॥

বিশ্বামিত্র কহিলেন, হে সাধুवर ! আমি আপনাকে অমৃত বা লক্ষ অথবা আপনার ইচ্ছামত ধেনু প্রদান করিব, আপনি আমাকে এই নন্দিনী ধেনুটী প্রদান করুন, আর যদি সহজে না দেন, তাহা হইলে আমি বলপূর্বক গ্রহণ করিব ॥ ১৪ ॥

বশিষ্ঠ কহিলেন, মহারাজ ! আপনার যেরূপ অভিপ্রায়, যেরূপ অভিলাষ, আপনি বলপূর্বক সেই রূপেই গ্রহণ করুন, রাজন্ ! আমি আপন ইচ্ছানুসারে গৃহ হইতে নন্দিনীকে প্রদান করিতে পারিব না ॥ ১৫ ॥ মহারাজ ! বশিষ্ঠের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা বিশ্বামিত্র, বলশালী ভৃত্যদিগকে আদেশ করিলেন তোমরা আপন বলদর্পে এই

মুনে ! ত্যজসি মাং কস্মাৎ কর্ষয়ন্তি স্তুষস্তিতাম্\* ।

মুনিভ্যাং প্রত্ন্যবাচেনং ত্যজে নাহং স্তুষ্বন্ধদে ! ॥ ১৮ ॥

বলান্নয়তি রাজামৌ পূজিতোহদ্য ময়া শুভে ! ।

কিং করোমি ন চেচ্ছামি ত্যক্তুং ত্বাং মনসা কিল ॥ ১৯ ॥

ইত্যাশ্রিতা মুনিনা ধেনুঃ ক্রোধযুক্তা বভূব হ ।

হস্তারবং চকারাশু ক্রুরশব্দং স্তদারুণম্ ॥ ২০ ॥

উদগতাস্তত্র দেহাত্তু দৈত্যো ঘোরতরাস্তদা ।

সায়ুধান্তিষ্ঠতিষ্ঠেতিব্রুবন্তঃ কবচারতাঃ ॥ ২১ ॥

সৈন্ত্যঃ সর্বং হতং তৈস্ত নন্দিনী প্রতিমোচিতা ।

একাকী নির্গতো রাজা বিশ্বামিত্রোহতিদুঃখিতঃ ॥ ২২ ॥

হস্ত পাপোহতিদীনাত্মা নিন্দন্ ফাজ্রবলং মহৎ ।

ব্রাহ্মং বলং তুরারাদ্যং মত্বা তপসি সংস্থিতঃ ॥ ২৩ ॥

তপ্তা বহুনি বর্ষাণি তপো ঘোরং মহাবনে ।

ঋষিভ্যং প্রাপ গাধেন্যস্ত্যক্তা ফাজ্রং বিধিং পুনঃ ॥ ২৪ ॥

বস্ত্রিতাঃ হস্তপাদাদিষু বন্ধাম্ ॥ ১৭—১৯ ॥

ধেনুকে বন্ধন করিয়া লইয়া চল ॥ ১৬ ॥ ভৃত্যগণ এই আদেশ পাইয়া ধেনুকে বলপূর্বক গ্রহণ করিলে সুরভিনন্দিনী কাঁপিতে কাঁপিতে অশ্রুপূর্ণলোচনে মুনিবরকে কহিলেন ; তপোধন ! আমাকে কি পরিত্যাগ করিতেছেন, নতুবা ইহারা আমাকে বন্ধন করিয়া আকর্ষণ করিতেছে কেন ? মুনি কহিলেন, নন্দিনি ! তোমার হৃদয়ে আমার সমস্ত হোমকার্য্য সম্পন্ন হয় ; আমি তোমাকে ত্যাগ করি নাই। কল্যাণি ! আমি এই রাজাকে সম্মান পূর্বক আতিথ্যাদি দ্বারা তোমার হৃদয়ে ভোজন করাইয়াছি, সেই জন্ত ইনি বলপূর্বক আমার নিকট হইতে তোমাকে লইয়া বাইতেছেন, আমি কি করিব, নন্দিনি ! তোমাকে পরিত্যাগ করিতে আমার কিছুতেই ইচ্ছা নাই ॥ ১৭—১৯ ॥ মুনির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ধেনু ক্রোধাব্বিতা হইয়া ঘোরতর হস্তারব করিয়া উঠিলেন ॥ ২০ ॥ তখন তাঁহার দেহ হইতে সেই স্থানেই সায়ুধধারী কবচযুক্ত ঘোরতর দৈত্য সকল বহির্গত হইয়া কহিতে লাগিল, ধাক্ ধাক্ এখনই প্রতিফল প্রদান করিতেছি ॥ ২১ ॥ অনন্তর, সেই দৈত্যগণ বিশ্বামিত্রের সমস্ত সৈন্তগণকেই বিনাশ করিল। রাজাও অত্যন্ত দুঃখিতচিত্তে একাকী সেই স্থান হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ২২ ॥ হায় ! সেই পাপমতি রাজা কাতর হইয়া অতিশয় দীনভাবে মহৎ ক্ষত্রিয় বলের নিন্দা করিলেন এবং ব্রহ্মবল অত্যন্ত দুর্গভ ভাবিয়া তপত্যাচরণে প্রবৃত্ত

\* কবচাদ্য হস্তহিতান্ । ইতি বা পাঠঃ ।

তস্মাদ্বমপি রাজেন্দ্র ! মা কৃথা বৈরমমুতয় ।  
 কুলনাশকরং নুনং তাপসৈঃ সহ সংযুগম্ ॥ ২৫ ॥  
 মুনিবর্ধ্যং ব্রজাদ্যং ত্বং সমাশ্বাস্ত তপোনিধিম্ ।  
 হৃদদর্শনোহপি রাজেন্দ্র ! তিষ্ঠত্বত্র যথাস্থম্ ॥ ২৬ ॥  
 বালোহয়ং নির্ধনঃ কিং তে করিষ্যতি নৃপাহিতম্ ।  
 বৃথা তে বৈরভাবোহয়মনাথে দুর্বলে শিশৌ ॥ ২৭ ॥  
 দয়া সর্বত্র কর্তব্য্য দৈবধীনমিদং জগৎ ।  
 ঈর্ষ্যা কিং নৃপশ্রেষ্ঠ ! যন্তাব্যং তদ্বিষ্যতি ॥ ২৮ ॥  
 বজ্রং তৃণায়তে রাজন্ ! দৈবযোগান্ন সংশয়ঃ ।  
 তৃণং বজ্রায়তে কাপি সময়ে দৈবযোগতঃ ॥ ২৯ ॥  
 শশকো হস্তি শার্দূলং মশকো বৈ যথা গজম্ ।  
 সাহসং মুঞ্চ মেধাবিন্ ! কুরু মে বচনং হিতম্ ॥ ৩০ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য যুধাজিৎপসন্তমঃ ।  
 প্রণম্য তং মুনিং মূৰ্দ্ধ্না জগাম স্বপুরং নৃপঃ ॥ ৩১ ॥

হবেতি গবাং শক্ৰস্তানুকরণম্ ॥ ২০—২৪ ॥

তথা হে রাজমুনিনা দৃষ্টাশ্চো দত্তোহয়ং তন্ত্রেদং তাৎপর্যং ত্রয়াপি সাহসং ক্রিয়ম্  
 চেত্তবাপি তথৈবাবস্থা ভবিষ্যতীতি যস্মাদেবং তস্মাদিত্যাহ তস্মাদিতি ॥ ২৫—৩২ ॥

হইলেন ॥ ২৩ ॥ গাধিপুত্র বিশ্বামিত্র মহাবনে অবস্থিতি করিয়া বহুকাল ঘোরতর তপস্তা  
 করিয়া ক্রান্তধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক ঋষিধর্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ২৪ ॥

অতএব রাজেন্দ্র ! আপনিও কদাচ তাপসদিগের সহিত কুলবিনাশকর এবং ঘোরতর  
 শক্ৰতাজনক সমর করিবেন না ॥ ২৫ ॥ আপনি মুনিবরকে আশ্বাস প্রদান করিয়া এক্ষণে  
 গৃহে গমন করুন । হৃদদর্শনও এইস্থানে যথাস্থখে অবস্থিতি করুক ॥ ২৬ ॥ রাজন্ ! এই  
 বালক নির্ধন, এ আপনার কি অপকার করিবে ? এই অনাথ, দুর্বল, শিশুর প্রতি আপনার  
 শক্ৰতাভাব প্রকাশ করা বিফল ॥ ২৭ ॥ এই জগৎ দৈবের অধীন, অতএব সর্বত্রই দয়া করা  
 কর্তব্য ; নৃপবর ! ঈর্ষ্যা করিয়া কি হইবে ? বাহ্য ভবিতব্য তাহা অবশ্যই ঘটবে ॥ ২৮ ॥  
 রাজন্ ! দৈবযোগে কুখম বজ্রও তৃণতুল্য এবং তৃণও বজ্রতুল্য হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥ মহারাজ !  
 আপনি অভিশয় বুদ্ধিমান, বিবেচনা করিয়া দেখুন, দৈবযোগে শশকও শার্দূলরাজকে এবং  
 মশকও গজরাজকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয় ; অতএব, আপনি সাহস পরিত্যাগ করিয়া  
 মনুষ্য হিতকর বাক্য শ্রবণ করুন ॥ ৩০ ॥

মনোরম্যাপি স্বস্বাভূদাশ্রমে তত্র সংস্থিতা ।

পালয়ামাস পুঞ্জস্তং হৃদর্শনমুতত্ৰতম ॥ ৩২ ॥

দিনে দিনে কুমারোহসৌ জগামোপচয়ং ততঃ ।

মুনিবালগতঃ ক্রীড়মির্ভয়ঃ সর্বতঃ শুভঃ ॥ ৩৩ ॥

একস্মিন্ সময়ে তত্র বিদল্লং সমুপাগতম্ ।

ক্লীবেতি মুনিপুঞ্জস্তমামন্ত্রয়তদস্তিকে ॥ ৩৪ ॥

হৃদর্শনস্ত তচ্ছ্রদ্ধা দধারৈকাক্ষরং স্ফুটম্ ।

অনুস্বারায়ুতং তচ্চ প্রোবাচাতি পুনঃপুনঃ ॥ ৩৫ ॥

বীজং বৈ কামরাজাখ্যং গৃহীতং মনসা তদা ।

জজ্ঞাপ বালকোহত্যর্থং ধৃষ্টা চেতসি সাদরম্ ॥ ৩৬ ॥

ভাবিযোগান্মহারাজ ! কামরাজাখ্যমমুতম্ ।

স্বভাবেনৈব তেনেখং গৃহীতং বালকেন বৈ ॥ ৩৭ ॥

তদাদৌ পঞ্চমে বর্ষে প্রাপ্য মন্ত্রমমুতমম্ ।

ঋষিচ্ছন্দোবিহীনঞ্চ ধ্যানং শ্রাসবিবর্জিতম্ ॥ ৩৮ ॥

উপচয়ং বৃদ্ধিম্ ॥ ৩৩ ॥

একস্মিন্মতি । কংস্মিচ্চিৎ সময়ে বিদল্লং মন্ত্রিণং মুনিপুত্রো হান্তবশাং ক্লীবেতি নাম্না-  
মন্ত্রয়ং ॥ ৩৪ ॥

হৃদর্শনম্ভিতি । তদ্ব্যাক্যং হৃদর্শনঃ শ্রদ্ধা তস্ত নাম আদ্যমেকাক্ষরং প্রারম্ভবশাদহু-  
স্বারায়ুতমহুস্বারেণ বিহীনমপি চিত্তে দধার স্থাপয়ামাস পুনঃপুনঃ প্রোবাচ জজ্ঞাপ চেত্যর্থঃ ।

বাস বলিলেন, রাজন্ ! নৃপসন্তম যুধাজিৎ মন্ত্রিবরের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া অবনত-  
মস্তকে মুনিবরের চরণে প্রণিপাত পূর্বক নিজ নগরীতে গমন করিলেন ॥ ৩১ ॥ মনোরমাও  
স্বচ্ছিত্তে সেই আশ্রমে অবস্থিতি করিয়া ত্রতনিরত হৃদর্শনকে প্রতিপালন করিতে লাগি-  
লেন ॥ ৩২ ॥ সেই প্রিয়দর্শন রাজকুমার দিন দিন শশিকলার স্তায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল  
এবং তথায় মুনিবালকগণের সহিত মিলিত হইয়া নির্ভয়ে সর্বত্র ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতে  
লাগিল ॥ ৩৩ ॥ একদিন বিদল্লমন্ত্রী সেই স্থানে উপস্থিত হইলে মুনিবালকগণ আমোদ  
করিয়া হৃদর্শনের সন্নিধানে তাঁহাকে “ক্লীব ক্লীব” বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥  
হৃদর্শন সেই ক্লীব শব্দ শ্রবণ করিয়া তাহার মধ্য হইতে একাক্ষর “ক্লী” এই শব্দ  
ধরিয়া লইল এবং অহুস্বার বর্জিত সেই কামরাজাখ্য বীজ পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে  
লাগিল ॥ ৩৫ ॥ তখন রাজপুত্র সেই কামরাজাখ্য বীজ গ্রহণ করিয়া সাদরে মনে মনে  
নিয়ন্তর জপ করিতে লাগিল ॥ ৩৬ ॥ মহারাজ ! ভবিষ্যতের বলবত্তা হেতু বালক হৃদর্শন  
এই প্রকারে কামরাজ নামক অমৃত বীজমন্ত্র স্বীয় স্বভাব দ্বারাই গ্রহণ করিয়াছিল ॥ ৩৭ ॥

প্রজপন্ননসা নিত্যং ক্রীড়ত্যপি অপিত্যপি ।

বিসম্মার ন তং মন্ত্রং জ্ঞাত্বা সারমিতি স্বয়ম্ ॥ ৩৯ ॥

বর্ষে চৈকাদশে প্রাপ্তে কুমারোহসৌ নৃপাক্ষজঃ ।

মুনিনা চোপনীতোহথ বেদমধ্যাপিতস্তথা ॥ ৪০ ॥

ধনুর্বেদং তথা সাক্ষং নীতিশাস্ত্রং বিধানতঃ ।

অভ্যস্তা সকলা বিদ্যা তেন মন্ত্রবলাদিব ॥ ৪১ ॥

কদাচিৎ সোহপি প্রত্যক্ষং দেবীরূপং দদর্শ হ ।

রক্তাশ্বরং রক্তবর্ণং রক্তসর্বাঙ্গভূষণম্ ॥ ৪২ ॥

গরুড়ে বাহনে সংস্থ্যং বৈষ্ণবীং শক্তিমদ্রুতাম্ ।

দৃষ্ট্বা প্রসন্নবদনঃ স বভূব নৃপাক্ষজঃ ॥ ৪৩ ॥

বনে তস্মিন্ স্থিতঃ সোহথ সর্ববিদ্যার্থতত্ত্ববিৎ ।

মাতরং সেবমানস্ত বিজহার নদীতটে ॥ ৪৪ ॥

শরাসনঞ্চ সম্প্রাপ্তং বিশিখাশ্চ শিলাশিতাঃ ।

তুণীরং কবচং তস্মৈ দত্তং চাম্বিকয়া বনে ॥ ৪৫ ॥

এতস্মিন্ সময়ে পুত্রী কাশীরাজস্ত স্ত্রপ্রিয়া ।

নাম্না শশিকলা দিব্যা সর্বলক্ষণসংযুতা ॥ ৪৬ ॥

তেন বকারে উক্তেহুপাংশুচ্চারণাব্ধিকারমশ্রুত্বা ক্রীত্যেব নাম চমৎকৃতমস্তীত্যভিপ্রায়েণ  
অজ্ঞাপেত্যর্থঃ ॥ ৩৫—৪৬ ॥

রাজপুত্র পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে, ঋষি ও ছন্দোবিহীন ধ্যান ও ভ্রাসবর্জিত এই  
অত্যান্ন মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া প্রতিদিন কি ক্রীড়াকালে কি শয়ন সময়ে সর্বদাই ইহা মনে  
মনে জপ করিতে লাগিল ; নিজে স্বভাবতই ইহাকে সার পদার্থ জানিয়া আর বিষত  
হইল না ॥ ৩৮—৩৯ ॥ নৃপনন্দন ক্রমে ক্রমে একাদশ বর্ষে উপনীত হইলে, মুনিবর তাহার  
উপনয়ন দিয়া বেদ অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন । রাজপুত্রও সেই মন্ত্রবলে সাক্ষ ধনুর্বেদ  
ও সমস্ত নীতিশাস্ত্র বিধি পূর্বক অল্প দিনের মধ্যেই অধ্যয়ন করিয়া ফেলিল ॥ ৪০—৪১ ॥  
একদিন স্মদর্শন রক্তবর্ণ, রক্তবস্ত্রধারী ও রক্তবর্ণ ভূষণে বিভূষিত দেবীরূপ দর্শন করিল  
এবং গরুড়বাহনে অবস্থিত অদ্ভুত বৈষ্ণবীশক্তি সন্দর্শন করিয়া রাজকুমারের বদনপথ  
বিকসিত হইয়া উঠিল ॥ ৪২—৪৩ ॥ অনন্তর বহুবিদ্যা-বিশারদ স্মদর্শন সেই বনমধ্যে  
অবস্থিতি করিয়া জননীর সেবা করত নদীতটে বিহার করিয়া বেড়াইত ॥ ৪৪ ॥ একদিন,  
অগজজননী সেই ক্ষত্রিয় বাসককে কানন মধ্যে শরাসন, শিলাশাশিত শর, তুণীর ও কবচ  
প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৪৫ ॥

শুভ্রাব নৃপপুত্রং তং বনস্থক্ সন্দর্শনম্ ।  
 সর্বলক্ষণসম্পন্নং শূরং কামমিবাপরম্ ॥ ৪৭ ॥  
 বন্দীজনযুখাচ্ছ হা রাজপুত্রং সসম্মতম্ ।  
 চক্রে মনসা তং বৈ বরং বরয়িতুং ধিয়া ॥ ৪৮ ॥  
 স্বপ্নে তস্তাঃ সমাগম্য জগদম্বা নিশান্তরে ।  
 উবাচ বচনঞ্চৈদং সমাশ্বাস্ত স্তসংস্থিতাম্ ॥ ৪৯ ॥  
 বরং বরয় স্ত্রোণি ! মম ভক্তঃ স্তদর্শনঃ ।  
 সর্বকামপ্রদস্তেহস্ত বচনাম্মম ভামিনি ॥ ৫০ ॥  
 এবং শশিকলা দৃষ্ট্বা স্বপ্নে রূপং মনোহরম্ ।  
 অম্বায়া বচনং শ্রুত্বা জহর্ষ ভূশমানিনী ॥ ৫১ ॥  
 উথিতা সা মুদা যুক্তা পৃষ্ঠা যাত্রা পুনঃপুনঃ ।  
 প্রমোদকারণং বালা নোবাচাতিত্রপাস্বিতা ॥ ৫২ ॥  
 জহাস মুদমাপন্না স্ত্রী স্বপ্নং মুহুর্মুহুঃ ।  
 সখীং প্রাহ তদাচ্যুতং বৈ স্বপ্নবৃত্তং সবিস্তরম্ ॥ ৫৩ ॥

বরং বরয় বস্তবেঃ তদ্বরয় প্রার্থয় । অথচ মম ভক্তঃ স্তদর্শনস্তব কামপ্রদঃ পতিরস্ত  
 মে বচনাং ॥ ৫০—৫৫ ॥

মহারাজ ! এই সময়ে সর্বলক্ষণা অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী শশিকলা নাম্নী কানী-  
 বাজের প্রিয়তমা কন্যা, শ্রবণ করিলেন যে, সর্বলক্ষণসম্পন্ন শৌর্য্যসমন্বিত, দ্বিতীয়  
 কন্দর্পের জায় পরম স্তম্ভের রাজপুত্র স্তদর্শন বনমধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৪৬—৪৭ ॥  
 নৃপনন্দিনী জ্ঞতিপাঠকের মুখে সেই অভিমত রাজপুত্রের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে  
 মনে মনে কামনা করিলেন এবং তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন ॥ ৪৮ ॥  
 অনন্তর, একদিন ষামিনীশেষে জগদম্বিকা রাজনন্দিনীকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক স্বপ্নযোগে  
 হিলেন, নিতম্বিনি ! তুমি আমার নিকট বর প্রার্থনা কর, স্তদর্শন আমার ভক্ত, সে আমার  
 কো'তোমার সকল কামনাই পরিপূর্ণ করিবে ॥ ৪৯—৫০ ॥ মানিনী শশিকলা এইরূপে  
 প্নযোগে জগদম্বিকার মনোহর রূপ দর্শন করিয়া তাঁহার মধুর বচন শ্রবণ করিতে করিতে  
 ফ্লাদ সাগরে মগ্ন হইলেন ॥ ৫১ ॥ অনন্তর, রাজবালা প্রকৃতবদনে শয্যা হইতে গাজোখান  
 রিলেন, তাঁহার জননী তাঁহার হর্ষ সন্দর্শনে আন্তরিক সন্তোষের অমুমান করিয়া পুনঃ  
 নঃ জিজ্ঞাসা করিলেও শশিকলা লজ্জাপ্রযুক্ত আনন্দের কারণ প্রকাশ করিলেন না ॥ ৫২ ॥  
 তনি স্বপ্ন শ্রবণে আচ্ছাদে প্লবিত হইয়া পুনঃ পুনঃ হান্ত করিতে লাগিলেন এবং  
 বংশে এক সখীর নিকট এই বৃত্তান্ত সবিস্তার বর্ণন করিয়াছিলেন ॥ ৫৩ ॥

কদাচিত্ স্য বিহারার্থমবাপোপবনং শুভম্ ।  
 সখীযুক্তা বিশালাক্ষী চম্পকৈরুপশোভিতম্ ॥ ৫৪ ॥  
 পুষ্পাণি চিহ্নতী বালা চম্পকাদঃস্থিতাবলা ।  
 অপশুদব্রাক্ষণং মার্গে আগচ্ছন্তং ত্বরাস্থিতম্ ॥ ৫৫ ॥  
 তং প্রণম্য দ্বিজং শ্রামা বভাষে মধুরং বচঃ ।  
 কুতো দেশান্মহাভাগ ! কৃতমাগমনং ত্বয়া ॥ ৫৬ ॥  
 দ্বিজ উবাচ ।

ভারদ্বাজাশ্রমাদবালে ! নুনমাগমনং মম ।  
 জাতং বৈ কার্য্যযোগেন কিং পৃচ্ছসি বদস্ব মে ॥ ৫৭ ॥  
 শশিকলোবাচ ।

তত্রাশ্রমে মহাভাগ ! বর্ণনীয়ং কিমস্তি বৈ ।  
 লোকাতিগং বিশেষেণ প্রেক্ষণীয়তমং কিল ॥ ৫৮ ॥  
 ব্রাক্ষণ উবাচ ।

ঋবসন্ধিস্থতঃ শ্রীমানাস্তে স্তদর্শনো নৃপঃ ।  
 যথার্থনামা ত্রিশ্রোণি ! বর্ততে পুরুষোত্তমঃ ॥ ৫৯ ॥  
 তস্ম লোচনমত্যন্তং নিঃফলং প্রতিভাতি মে ।  
 যেন দৃষ্টো ন বামোরু ! কুমারস্ত স্তদর্শনঃ ॥ ৬০ ॥

( তমিতি শ্রামা পারিভাষিকোক্তলক্ষণা উত্তমা স্ত্রী । তত্স্থলং, নীতকালে ভবেচ্ছয়া উক্ত-  
 কালে চ নীতলা । সর্বাদ্বেশনবদ্যাকী সা শ্রামা পরিকীৰ্ত্তিতা ইতি ॥ ৫৬—৬০ ॥ )

কোন সময়ে সেই বিশালাক্ষী শশিকলা বিহারার্থ সখীর সহিত চম্পক শোভিত এক  
 মনোহর উপবনে গমন করেন ॥ ৫৪ ॥ রাজবালা চম্পকতলে অবস্থিত হইয়া পুষ্পচয়ন  
 করিতেছেন, এমন সময়ে এক ব্রাক্ষণ দ্রুতপদে আগমন করিতেছেন দেখিতে পাই-  
 লেন ॥ ৫৫ ॥ সর্বস্বলক্ষণা সর্বাদ্বেশনবদ্যাকী রাজকুমারী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া প্রিয় সম্ভাষণে  
 কহিলেন, মহাভাগ ! আপনি কোনদেশ হইতে আগমন করিতেছেন ? ॥ ৫৬ ॥ ব্রাক্ষণ  
 বলিলেন, বালিকে ! আমি কার্য্যবশতঃ ভারদ্বাজ মুনির আশ্রম হইতে আসিতেছি, তুমি  
 কি জিজ্ঞাসা করিতেছ বল ॥ ৫৭ ॥

শশিকলা কহিলেন, মহাভাগ ! সেই আশ্রমে অলৌকিক ও বর্ণনীয়, বিশেষতঃ দেখিতে  
 অতি সুন্দর এমন কোন বস্তু আছে কি ? ॥ ৫৮ ॥

ব্রাক্ষণ বলিলেন, নিতম্বিনি ! সেখানে ঋবসন্ধিনামক নরপতির পুত্র পুরুষমণ্ডো পরম-  
 সুন্দর শ্রীমান্ স্তদর্শন তথায় অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৫৯ ॥ হে বামোরু ! যে ব্যক্তি রাজকুমা-

একত্র নিহিতা ধাত্রা গুণাঃ সৰ্বে সিস্কুণা ।

গুণানামাকরং দ্রষ্টুং মন্ত্রে তেনৈব কৌতুকাৎ ॥ ৬১ ॥

তব যোগ্যঃ কুমারোহসৌ ভর্তা ভবিতুমহতি ।

যোগোহয়ং বিহিতোহপ্যাসীম্মণিকাঞ্চনয়োরিব ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে

ঋষিমিত্রকথাকথনপূৰ্ব্বককামবীজপ্রাপ্তিবর্ণনং নাম

সপ্তদশোহিধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

কৌতুকাৎ সৰ্গগুণানামেকমাকরং দ্রষ্টুং তেনৈব বিধাত্রৈকস্মিন্ স্মদর্শনে সৰ্বে গুণা  
নিহিতা ইত্যহং মন্ত্রে ॥ ৬১—৬২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তদশোহিধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

স্মদর্শনকে কথন দর্শন করে নাই, আমার বোধ হয় তাহার লোচনযুগল নিতান্তই  
নিফল ॥ ৬০ ॥ হে কল্যাণি ! আমার মনে হয় সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা যেন গুণ সমূহের আকর  
দেখিবার নিমিত্ত কৌতুকাবৃত্ত হইয়া সমস্ত গুণকেই একাধারে রক্ষা করিয়াছেন ॥ ৬১ ॥  
শোভনে ! অধিক আর কি বলিব সেই রাজকুমার তোমার পতি হইবারই একান্ত উপযুক্ত ;  
আমি বিবেচনা করি বিধাতা নিশ্চয়ই মণিকাঞ্চনের স্তায় তোমাদের মিলন স্থির করিয়া  
রাখিয়াছেন ॥ ৬২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগ-  
বতের তৃতীয়স্কন্ধে ঋষিমিত্র কথ্য ও রাজপুত্রের কামবীজ  
প্রাপ্তি বর্ণন নামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

~~~~~


অষ্টাদশোধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

শ্রেষ্ঠা তদ্বচনং শ্যামা প্রেমযুক্তা বভূব হ ।
প্রত্যহে ব্রাহ্মণস্তস্মাৎস্থানাদুক্তা সমাহিতঃ ॥ ১ ॥
স তু পূর্বানুরাগাদ্ভিন্নময়া প্রেম্নাতিচঞ্চলা ।
কামবাণহতেবাস গতে তস্মিন্ দ্বিজোত্তমে ॥ ২ ॥
অথ কামাদ্বিতা প্রাহ সখীং ছন্দোহনুবর্তিনীম্ ।
বিকারশ্চ সমুৎপন্নো দেহে যচ্ছুবণাদনু ॥ ৩ ॥
অজ্ঞাতরসবিজ্ঞানং কুমারং কুলসম্ভবম্ ।
ভুনোতি মদনঃ পাপং কিং করোমি ক যামি চ ॥ ৪ ॥
স্বপ্নেষু বা ময়া দৃষ্টঃ পঞ্চবাণ ইবাপরঃ ।
তপতে মে মনোহত্যর্থং বিরহাকুলিতং যুছ ॥ ৫ ॥

পঞ্চাধিকৈশ্চ পঞ্চাশৎ পদৈর্যথ নিজাং সূতাম্ ।

বিবাহরিতুমুদ্যক্তঃ কাশীরাজ ইতীর্থতে ।

ইথং শশিকলাং স্নদর্শনসমাচারং ব্রাহ্মণ উক্তা গতবানিত্যাহ শ্রেষ্ঠেতি ॥ ১—২ ॥
যচ্ছুবণাদনু দেহে বিকার উৎপন্ন ইতি সখীং প্রাহেত্যন্বয়ঃ ॥ ৩ ॥
অজ্ঞাতং রসবিজ্ঞানং যন্ত । এতন্ম শৃঙ্গাররসবিজ্ঞানং লোকৈক্য জ্ঞাতমিত্যর্থঃ । অধু-
নৈব সম্ভ্রান্তযৌবন ইত্যর্থঃ ॥ ৪—৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, সেই শ্যামা* নৃপনন্দিনী ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয়
প্রোঙ্গাবিতা হইলেন এবং বিপ্রবরও সেই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তথা হইতে প্রস্থান
করিলেন ॥ ১ ॥ রাজনন্দিনী পূর্বাবধি সেই নৃপনন্দনের প্রতি অমুরাগ হেতু তদীয় প্রেম-
নিমগ্না এবং চঞ্চলাচিতা ছিলেন, এখন ঐ দ্বিজবর গমন করিলে তিনি কামবাণে আচ্ছত
হইয়া পড়িলেন ॥ ২ ॥ অনন্তর অরপীড়িতা শশিকলা ছন্দোহনুবর্তিনী প্রিয়সখীকে কহিলেন,
সখি! আমার এখনও সেই সংকুলজ রাজকুমারের রসজ্ঞান হয় নাই, তথাপি ব্রাহ্মণ মুখে
ঐহার কথা শ্রবণ করিয়া দেহে ও মনসে কামবিকারের উদয় হইল। পাপ মদন আমাকে
অত্যন্ত যাতনা প্রদান করিতেছে, বল সখি! এখন কি করি, কোথায় যাই ? ॥ ৩—৪ ॥
প্রিয়সখি! আমি ঐহাকে স্বপ্নবোধে দ্বিতীয় কামদেবের জ্ঞান দর্শন করিয়াছি, তদবধি
আমার কোমল মানস, ঐহার বিরহে একান্ত আকুলিত হইয়া অতিশয় সন্তপ্ত হইতেছে ॥ ৫ ॥

* যে নারী শীতকালে উষ্ণ ও উষ্ণকালে শীতলা এবং বাহার সর্বদা অনিচ্ছিত তাহাকে স্ত্রীমা কহে ।

চন্দনং দেহলয়ং মে বিষবস্ত্রাতি ভামিনি ! ।

অগ্নিং সর্পবল্লব চন্দ্রপাদাশ্চ বহুবৎ ॥ ৬ ॥

ন চ হর্ষ্যে বনে শং মে দীর্ঘিকায়াং ন পর্বতে ।

ন দিবা ন নিশায়াং বা ন স্তথং স্তথসাধনৈঃ ॥ ৭ ॥

ন শয়া ন চ তাম্বলং ন গীতং ন চ বাদনম্ ।

প্রীগয়ন্তি মনো মেহদ্য ন তৃপ্তে মম লোচনে ॥ ৮ ॥

প্রিয়াম্যদ্য বনে তত্র যত্রাসৌ বর্ততে শঠঃ ।

ভীতান্মি কুললজ্জায়াঃ পরতন্ত্রা পিতৃস্তথা ॥ ৯ ॥

স্বয়ংবরং পিতা মেহদ্য ন করেতি কেরামি কিম্ ।

দাস্তামি রাজপুত্রায় কামং স্তদর্শনায় বৈ ॥ ১০ ॥

সস্ত্যন্তে পৃথিবীপালাঃ শতশঃ সংভূতর্কয়ঃ ।

রমণীয়া ন মে তেহদ্য রাজ্যহীনোহ্যস্যো মতঃ ॥ ১১ ॥

শং কল্যাণং হর্ষ্যে গৃহে ন বনেহুপি ন দীর্ঘিকায়াং বাপ্যামপি ন ॥ ৭ ॥

ন প্রীগয়ন্তি এতে উপঢারা ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

শঠ ইত্যেননাতিপ্রেমবিরহাকুলচিত্তং সূচিতম্ । প্রিয়ামি যান্তামি পরন্তু কুললজ্জায়াঃ
সকাশাভীতান্মি তথাপি পিতৃঃ পরতন্ত্রান্মি ততো ন ময়া গন্তং শকাতে ইতিভাবঃ ॥ ৯ ॥

যদ্যদ্য মে স্তদর্শনেনৈব বিবাহং করিষ্যতি তহি স্তদর্শনায় রাজপুত্রায় কামং মৈথুনং
দাস্তামি ॥ ১০ ॥

সস্ত্যন্তে ইতি । ন মে তে মতা ইতিশেষঃ ॥ ১১—১২ ॥

হে ভামিনি ! আমার এই দেহলয় চন্দন বিষের স্থায়, এই মালা ভূজঙ্গের স্থায় এবং চন্দ্র-
কিরণ অনলের স্থায় বোধ হইতেছে ॥ ৬ ॥ সখি ! কি প্রাসাদ, কি বন, কি দীর্ঘিকা-
কি পর্বত, কি দিবা, কি নিশা কিছুতেই আমার শান্তিলাভ হইতেছে না, স্তথসাধন বস্ত্র
সকল বিপরীত ভাব ধারণ পূর্বক আমাকে নিয়ত দুঃখ প্রদান করিতেছে ॥ ৭ ॥ শয়া, তাম্বল,
গীত, বাদ্য কিছুতেই আমার মন ও নয়ন তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছে না ॥ ৮ ॥ সখি ! সেই
বলক যে বনে অবস্থান করিতেছে আমি অদ্যই তথায় গমন করিতাম, কিন্তু পিতার ও কুল-
লজ্জার অধীন বলিয়াই ভয় করিতেছি ॥ ৯ ॥ আমার পিতা এখনও স্বয়ংবর করিতেছেন না
আমি কি করিব, যদি তিনি স্বর্শনের সহিত বিবাহ দিতেন তবে অদ্যই আমি সেই রাজ-
কুমারকে আলিঙ্গন ও রতিদান করিতাম ॥ ১০ ॥ সখি ! দেখ দেখি'বিধাতার কি আশ্চর্য্য
লীলা ! অত্যন্ত শত শত সমৃদ্ধিসম্পন্ন পৃথিবীপতি রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে রমণীয়
বলিয়া আমার বোধ হইতেছে না, কিন্তু সেই রাজপুত্র রাজ্যভ্রষ্ট হইলেও তিনি আমার
মন হরণ করিয়াছেন ॥ ১১ ॥

ব্যাস উবাচ ।

একাকী নির্ধনশ্চৈব বলহীনঃ স্তদর্শনঃ ।

বনবাসী ফলাহারস্তৃণ্ডাংশ্চিত্তে স্থসংস্থিতঃ ॥ ১২ ॥

বাগ্বীজস্ত জপাৎ সিদ্ধিস্তৃণ্ডা এষাপ্যুপস্থিতা ।

সোহপি ধ্যানপরোহত্যস্তং জজাপ মন্ত্রমুত্তমম্ ॥ ১৩ ॥

স্বপ্নে পশ্যত্যসৌ দেবীং বিষ্ণুমায়ামখণ্ডিতাম্ ।

বিশ্বমাতরমব্যক্তাং সর্বসম্পৎকরাস্বিকাম্ ॥ ১৪ ॥

শৃঙ্গবেরপুরাধ্যক্ষো নিষাদঃ সমুপেত্য তম্ ।

দদৌ রথবরং তস্মৈ সর্বোপস্করসংযুতম্ ॥ ১৫ ॥

চতুর্ভিস্তরগৈর্যুক্তং পতাকাবরমণ্ডিতম্ ।

জৈত্রং রাজসুতং জ্ঞাত্বা দদৌ চোপায়নং তদা ॥ ১৬ ॥

সোহপি জগ্রাহ তং প্রীত্যা মিত্রত্বেন স্থসংস্থিতম্ ।

বৈশ্বমূলফলৈঃ সম্যগর্জয়ামাস শশ্বরম্ ॥ ১৭ ॥

কৃতাতিথেয় গতে তস্মিন্মিষাদাধিপত্যে তদা ।

মুনয়ঃ প্রীতিযুক্তাস্তে তমুচুস্তাপসা মিথঃ ॥ ১৮ ॥

তস্তাশ্চিত্তে স্থসংস্থিত ইতি ইয়ং বা চিত্তশ্চৈবস্থিতিঃ সা বাগ্বীজস্ত জপং কৰোতি যা শশিকলা তজ্জাপাদ্যা সিদ্ধিস্তৃণ্ডাঃ সকাশাদেবোপস্থিতা ॥ ১৩—১৫ ॥

জৈত্রং জয়কারিণম্ ॥ ১৬ ॥

তং রথমুপায়নভূতং জগ্রাহ মিত্রত্বেন স্থিতং শশ্বরং নিষাদমর্জয়ামাস ॥ ১৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, এইরূপে সেই অসহায়, বনবাসী, ফলমূলাহারী, ধনহীন ও বলবীৰ্য্য-বিহীন স্তদর্শন সততই রাজতনয়ার মনোমনীরে বিবাজ করিতে লাগিল ॥ ১২ ॥ শশিকলারও সরস্বতী-বীজমন্ত্র জপহেতু, এই রাজপুত্রে অহুরাগরূপ ফলসিদ্ধির সঞ্চার হইয়াছিল। স্তদর্শন ধ্যানরত হইয়া অত্যুত্তম কামরাজ-মন্ত্র নিরন্তর জপ করিতে করিতে একদিন স্বপ্নযোগে সেই পূর্ণরূপা, বৈষ্ণবীশক্তি, অব্যক্তা সর্বসম্পৎস্বরূপিণী বিশ্বমাতা অস্বিকার দর্শন পাইয়াছিল ॥ ১৩—১৪ ॥ এই সময়ে শৃঙ্গবেরপুরের অধিপতি নিষাদরাজ স্তদর্শনকে সমস্ত উপকরণ-সম্বিত এক উৎকৃষ্ট রথ প্রদান করিবার মানসে ভারবাহকের পুণ্যাশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিল। এই রথখানি অখ-চতুর্ভয়যুক্ত, উত্তম পতাকার সুষোভিত ও সর্বত্র বিজয়শীল, অতএব ইহা এই রাজপুত্রের উপযুক্ত আনিয়া উপহার স্বরূপ তাহাকে প্রদান করিয়াছিল ॥ ১৫—১৬ ॥ স্তদর্শনও মিত্রদত্ত সেই উত্তম রথ গ্রহণ করিয়া বনজাত ফলমূল দ্বারা নিষাদরাজের সম্যক্রূপে পূজা করিল ॥ ১৭ ॥ নিষাদগতি আতিথ্য গ্রহণান্তর গমন করিলে মুনিগণ ও তাপসগণ ঈতিসহকারে কহিতে

রাজপুত্র ! ধ্রুং রাজ্যং প্রাপ্যসি ত্বঞ্চ সর্বথা ।

অষ্টৈরহোভিরব্যগ্রঃ প্রতাপমাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৯ ॥

প্রসমা তেহস্মিকা দেবী বরদা বিশ্বমোহিনী ॥

সহায়স্ত্ব স্তসম্পন্নো ন চিন্তাং কুরু স্তত্রত ! ॥ ২০ ॥

মনোরমাং তথোচুস্তে মুনয়ঃ সংশিতত্রতাঃ ।

পুত্রস্ত্বহদ্য ধরাধীশো ভবিষ্যতি শুচিস্মিতে ! ॥ ২১ ॥

সাতানুবাচ তস্মিনী বচনং যোহস্ত্ব সৎফলম্ ।

দাসোহয়ং ভবতাং বিপ্রাঃ কিং চিত্রং সছপাসনাং ॥ ২২ ॥

ন সৈন্ত্যং সচিবাঃ কোশো ন সহায়শ্চ কচ্চন ।

কেন যোগেন পুত্রো মে রাজ্যং প্রাপ্তুমিহাহতি ॥ ২৩ ॥

আশীর্বাদৈশ্চ বো নুনং পুত্রোহয়ং মে মহীপতিঃ ।

ভবিষ্যতি ন সন্দেহো ভবন্তো মন্ত্রবিত্তমাঃ ॥ ২৪ ॥

ব্যাস উবাচ ।

রথারূঢ়ঃ স মেধাবী যত্র যাতি স্তদর্শনঃ ।

অক্ষৌহিণীসমাবৃত ইবাভাতি স তেজসা ॥ ২৫ ॥

তং রাজপুত্রম্ ॥ ১৮—২৩ ॥

অন্তং সাধনং মৎপুত্রস্ত্ব রাজ্যপ্রাপ্তৌ ন দৃষ্টতে ভবতামাশীর্বাদৈরেব কেবলং
ভবেৎ ॥ ২৪ ॥

রথারূঢ় ইতি । এক এব সন্নক্ষৌহিণীসমাবৃত ইব ভাতি ॥ ২৫ ॥

লাগিলেন, রাজপুত্র ! ব্যগ্র হইও না, তুমি আপন প্রতাপে অল্প দিনের মধ্যে নিশ্চয়
রাজ্য প্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই ॥ ১৮—১৯ ॥ হে স্তত্রত ! বিশ্বমোহিনী বরপ্রদা অস্মিকা-
দেবী তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন ; তোমার সহায়ও স্তসম্পন্ন হইয়াছে স্নাতএব তুমি
আর চিন্তা করিও না ॥ ২০ ॥ ধৃতব্রত মুনীগণ মনোরমাকেও কহিলেন, শুচিস্মিতে ! তুমি
আর ভাবনা করিও না, তোমার পুত্র শীঘ্রই পৃথিবীপতি হইবে সন্দেহ নাই ॥ ২১ ॥
অনন্তর কৃশাঙ্গী মনোরমা মুনীগণের মধুর বচন শ্রবণ করিয়া বলিল, বিপ্রগণ ! আপন-
দিগের বাক্য সফল হউক, দুজ্ঞানগণের উপাসনা দ্বারা যে রাজ্যলাভ হইবে তাহাতে
আর আশ্চর্য্য কি ? ॥ ২২ ॥ সৈন্ত্য নাই, সচিব নাই, সহায় নাই, সম্পত্তিও নাই, তবে
কিরূপে কি উপায়ে আমার পুত্র রাজ্যপ্রাপ্ত হইতে পারে ? ॥ ২৩ ॥ আপনারা মন্ত্রবিদ-
গণের শ্রেষ্ঠ, আপনারদের আশীর্বাদ-বলেই আমার পুত্র নিশ্চয় মহীপতি হইবে নচেৎ অপর
কোন উপায় নাই ॥ ২৪ ॥

প্রতাপো মন্ত্রবীজস্ত নাথঃ কশ্চন ভূয়তে ।
 এবং বৈ জপতন্তস্ত প্রীতিযুক্তস্ত সৰ্ব্বথা ॥ ২৬ ॥
 সম্প্রাপ্য সদগুরোৰ্বীজং কামরাজাখ্যমহুতম্ ।
 জপেদ্যস্ত শুচিঃ শান্তঃ সৰ্বান্ কামানবাগ্নুয়াৎ ॥ ২৭ ॥
 ন তদন্তি পৃথিব্যাং বা দিবি বাপি স্তূৰ্ণলভম্ ।
 প্রসম্মায়াঃ শিবায়াশ্চ যদপ্রাপ্য নৃপোত্তম ! ॥ ২৮ ॥
 তে মন্দাস্তেহতিদুর্ভাগা রোগৈগন্তে সমভিধ্রুতাঃ ।
 যেষাং চিত্তে ন বিশ্বাসো ভবেদম্বার্কনাদিষু ॥ ২৯ ॥
 যা মাতা সৰ্বদেবানাং যুগাদৌ পরিকীর্তিতা ।
 আদিমাতেতি বিখ্যাতা নান্না তেন কুরুদ্বহ ! ॥ ৩০ ॥
 বুদ্ধিঃ কীর্তির্দ্ব্যুতিলক্ষ্মীঃ শক্তিঃ শ্রদ্ধা মতিঃ স্মৃতিঃ ।
 সৰ্ব্বেষাং প্রাণিনাং সা বৈ প্রত্যক্ষং বৈ বিভাসতে ॥ ৩১ ॥
 ন জানন্তি নরা যে বৈ মোহিতা মায়য়া কিল ।
 ন ভজন্তি কূতর্কিত্তা দেবীং বিশ্বেশ্বরীং শিবাম্ ॥ ৩২ ॥

কূত এবমিতিচেন্দ্রমহিমাংয়মিত্যাহ প্রতাপ ইতি । এবং বৈ এবং ফলং জাত-
 মিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

গুরোর্মন্ত্রমপ্রাপ্য জপত এবং সিদ্ধিরহুততা যন্ত সদগুরোৰ্বীজং কামরাজাখ্যমহুতং
 সম্প্রাপ্য জপেৎ স সৰ্বান কামানবাগ্নুয়াদিত্যাহ সম্প্রাপ্যোতি ॥ ২৭ ॥

প্রসম্মাজ্ঞানমেজয়ায় শ্রীদেবীমহিমানমহুবদতি ব্যাসঃ ন তদন্তীতি । শিবায়াঃ সকাশা-
 দিত্যর্থঃ ॥ ২৮—৩০ ॥

ব্যাস বলিলেন, সেই মেধাবী স্তূদর্শন রথারূঢ় হইয়া যেখানে গমন করিতে লাগিল,
 সেই স্থানেই নিজতেজে অক্ষৌহিণী-পরিবৃত্তের ভাষ প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥ ২৫ ॥ হে ভূপ !
 ইহা বীজমন্ত্রের প্রতাপ, অত্ৰ কোন সামান্য পদার্থ নহে, স্তূদর্শন প্রীতিসহকারে একাগ্রমনে
 জপ করিয়াই উক্তরূপ প্রভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল সন্দেহ নাই ॥ ২৬ ॥ যে ব্যক্তি শুচি ও
 শান্ত হইয়া কামরাজ নামক আশ্চর্য্যজনক বীজমন্ত্র সদগুরুর নিকট হইতে গ্রহণ পূর্বক
 নিরন্তর জপ করে, নিশ্চয়ই তাহার সর্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয় ॥ ২৭ ॥ হে নৃপোত্তম ! স্বর্গে বা মর্ত্যে
 এমন কোনও বস্তু নাই যাহা শিবাদেবী প্রসন্ন হইলে প্রাপ্ত হইতে পারা যায় না ॥ ২৮ ॥
 যাহারা অশ্বাদেবীর অর্কনাদিতে বিশ্বাস না করে তাহারা অত্যন্ত মন্দমতি ও দুর্ভাগ্য
 এবং নিরন্তর রোগাক্রান্ত হইয়া সর্বদা যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে ॥ ২৯ ॥ হে কুরুবর !
 কৃষ্টিকালে অশ্বাদেবীই সমস্ত দেবতাগণের জননী, সেই হেতু তিনি আদিমাতা বলিয়া
 বিখ্যাতা হইয়াছেন ॥ ৩০ ॥ তিনি বুদ্ধি, কীর্তি, ধৃতি, লক্ষ্মী, শক্তি, শ্রদ্ধা, মতি, স্মৃতি

ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা শঙ্করাসবো বরুণো যমঃ ।
 বায়ুরগ্নিঃ কুবেরশ্চ দ্ব্যুতা পৃথিবীনৌ ভগঃ ॥ ৩৩ ॥
 আদিত্যা বসবো রুদ্রা বিশ্বদেবো মরুদগণাঃ ।
 সর্বে ধ্যায়ন্তি তাং দেবীং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণীম্ ॥ ৩৪ ॥
 কো ন সেবেত বিদ্বান্বে তাং শক্তিং পরমাত্মিকাম্ ।
 সূদর্শনেন সা জ্ঞাতা দেবী সর্বার্থদা শিবা ॥ ৩৫ ॥
 ব্রহ্মৈব সাতিত্বপ্রাপা বিদ্যাবিদ্যাস্বরূপিণী ।
 যোগগম্যা পরাশক্তির্মুমুকুণাঞ্চ বল্লভা ॥ ৩৬ ॥
 পরমাত্মস্বরূপং কো বেত্তুমর্হতি তাং বিনা ।
 যা সৃষ্টিং ত্রিবিধাং কৃৎস্না দর্শয়তাংখিলাত্মনে ॥ ৩৭ ॥
 সূদর্শনস্ত তাং দেবীং মনসা পরিচিস্তয়ন্ ।
 রাজ্যলাভাং পরং প্রাপ্য স্তুত্বং বৈ কাননে স্থিতঃ ॥ ৩৮ ॥

বুদ্ধিঃ কীর্ষ্টিরতি । ইত্যাদিরূপৈঃ সর্বেষাং কল্যাণকর্ত্রী প্রত্যক্ষং স্পষ্টমেব বিভা-
 সতে ॥ ৩১—৩৪ ॥

সূদর্শনেতি । তস্মাদ্ভূত কথমেবং ফলং ন শ্রাদিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

ব্রহ্মৈতি । ব্রহ্মরূপিণ্যাঃ সন্নিদ এব দেবীপদবাচ্যত্বমিতি ভাবঃ । তথ্যচ ঋতিঃ । সর্কে
 বৈ দেবা দেবীমুপতস্থঃ কাসি স্বং মহাদেবী সাধবীদহং ব্রহ্মরূপিণী মন্তঃ প্রকৃতিপুরুষাঙ্কং
 জগদতি মুমুকুণাঞ্চ বল্লভেতি । মুমুকুবো হি সর্কং বিহায় মহাপ্রেম্ণা স্বাত্মরূপাং সন্নিদমেব
 পরিশীলয়ন্তি তস্মাদ্ভেদাঃ প্রিয়েতার্থঃ ॥ ৩৬ ॥

মায়াবিশিষ্টং ব্রহ্মৈব দেবী তত্র ব্রহ্মভাগরূপেণ বর্ণনং কৃৎস্না মায়াভাগরূপেণাপি বর্ণয়তি
 পরমাত্মস্বরূপমিতি । সর্কপূরণতত্ত্বাদিষু বেদেষু চেত্বমেব ব্রীতিঃ । দেব্যা মায়াবিশিষ্ট-

প্রভৃতি রূপে এই জগতীতলে প্রত্যক্ষ প্রতিভাত হইতেছেন ॥ ৩১ ॥ যে যে নরগণ মায়া
 মোহিত, তাহারা দেবীর স্বরূপ জানিতে পারে না এবং যাহারা কৃতক-পিশাচের কুহকজালে
 নিহতচিত্ত, তাহারাই কল্যাণময়ী বিশ্বেশ্বরী দেবীকে ভজন করে না ॥ ৩২ ॥ রাজন্ ! ব্রহ্মা,
 বিষ্ণু, শঙ্কর, ইন্দ্র, বরুণ, যম, বায়ু, অগ্নি, কুবের, বিশ্বকর্মা, পুশা, ভগ, আশ্বিনদয়, আদিত্য,
 বহুগণ, রুদ্রগণ, বিশ্বদেবগণ, মরুদগণ, এই সকলেই সেই সৃষ্টিস্থিতপ্রলয়কারিণী দেবীর
 ধ্যান করিয়া থাকেন ॥ ৩৩—৩৪ ॥ কোন্ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি, সেই পরাশক্তির সেবা না
 করে ? সূদর্শন সেই সর্বার্থদায়িনী কল্যাণরূপিণীর স্বরূপ জানিতে পারিয়াছিল ॥ ৩৫ ॥
 তিনিই চূর্ণত ব্রহ্মবস্ত, তিনিই বিদ্যা ও অবিদ্যারূপিণী এবং তিনিই মুক্তিকার যোগিজগণের
 যোগগম্যা পরাশক্তি ॥ ৩৬ ॥ রাজন্ ! যিনি সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই ত্রিবিধ
 সৃষ্টি করিয়া অখিলাঙ্ককে প্রদর্শন করিতেছেন, তাঁহার আশ্রয় ব্যতিরেকে কোন্ ব্যক্তি
 পরমাত্মার স্বরূপ বিদিত হইতে সমর্থ হয় ? ॥ ৩৭ ॥ সূদর্শন অরণ্যমধ্যে অবস্থিত হইয়াও

সাপি চন্দ্রকলাত্যাৰ্থং কামবাণপ্রপীড়িতা ।
 নানোপচারৈরনিশং দধার ছুঃখিতং বপুঃ ॥ ৩৯ ॥
 তাবত্তন্যাঃ পিতা জ্ঞাহা কন্যাং পুত্রবরার্থিনীম্ ।
 স্রবাহুঃ কারয়ামাস স্বয়ংবরমতস্মিতঃ ॥ ৪০ ॥
 স্বয়ংবরস্ত্রিবিধো বিদ্বন্তিঃ পরিকীর্তিতঃ ।
 রাজ্ঞাং বিবাহযোগ্যো বৈ নাত্মেমাং কথিতঃ কিল ॥ ৪১ ॥
 ইচ্ছাস্বয়ংবরশ্চৈকো দ্বিতীয়শ্চ পণাভিধঃ ।
 যথা রামেণ ভগ্নং বৈ ত্র্যম্বকস্ত শরাসনম্ ॥ ৪২ ॥
 তৃতীয়ঃ শৌর্য্যশুদ্ধশ্চ শূরাণাং পরিকীর্তিতঃ ।
 ইচ্ছাস্বয়ংবরং তত্র চকার নৃপসত্তমঃ ॥ ৪৩ ॥
 শিল্পিভিঃ কারিতা মঞ্চাঃ শুভৈরাস্তরগৈরযুতাঃ ।
 ততশ্চ বিবিধাকারাঃ সূক্ষ্ণাঃ সভ্যমণ্ডপাঃ ॥ ৪৪ ॥
 এবং কৃতেহতিসম্ভারে বিবাহার্থং স্রবিস্তরে ।
 সখীং শশিকলা প্রাহ ছুঃখিতা চারুলোচনা ॥ ৪৫ ॥
 ইদং মে মাতরং ব্রুহি ত্বমেকান্তে বচো মম ।
 ময়া বৃতঃ পতিশ্চিহ্নে ধ্রুবসন্ধিস্থতঃ শুভঃ ॥ ৪৬ ॥

বৃক্ষরূপস্থাং কচিন্মায়োপসর্জনবৃক্ষরূপস্থেন বর্ণনং কচিদ্রবুকোপসর্জনমায়ারূপস্থেন বর্ণনমিতীদং
 চান্মাভিরসকুতুস্তং ন বিস্মর্ত্যাম্ ॥ ৩৭—৪২ ॥

সেই দেবীকে মনে মনে চিন্তা করিয়া রাজ্যলাভ-জনিত স্রুথ অপেক্ষাও অধিকতর স্রুথ
 প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৩৮ ॥ এবং শশিকলাও স্মরসায়কে সাতিশয় পীড়িত ও ছুঃখিত হইয়া
 নানাবিধ পরিচর্যা দ্বারা দেহ ধারণমাত্র করিতেছিল ॥ ৩৯ ॥ তখন রাজা স্রবাহ নিজ
 কন্যাকে বরাকাজ্জিগী জানিয়া বিশেষ মনোযোগ পূৰ্ব্বক স্বয়ংবর করিয়াছিলেন ॥ ৪০ ॥
 পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে রাজাদিগের বিবাহযোগ্য স্বয়ম্বর তিন প্রকার, কিন্তু অতের পক্ষে
 তাহা নহে। সেই ত্রিবিধ স্বয়ংবর যথা—ইচ্ছা-স্বয়ংবর প্রথম; পণ্য-স্বয়ংবর দ্বিতীয়, যেমন
 রামচন্দ্র শিবশরাসন ভগ্ন করিয়া জ্ঞানকীর পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন; এবং শুরগণের শৌর্য্য-
 শুদ্ধ-স্বয়ংবর তৃতীয়; এই তিন প্রকার স্বয়ংবরের মধ্যে নৃপসত্তম স্রবাহ ইচ্ছা-স্বয়ংবর করিয়া-
 ছিলেন ॥ ৪১-৪৩ ॥ রাজা শিল্পিগণের দ্বারা স্রশোভন আস্তরগ সমন্বিত মঞ্চ এবং বিবিধ প্রকার
 সুসজ্জিত সভ্যমণ্ডপ সকল নির্মাণ করাইলেন ॥ ৪৪ ॥ এইরূপে স্বয়ংবর সভা নির্মিত ও
 সুসজ্জিত এবং সামগ্ৰী-সম্ভার সমাহৃত হইলে চারুলোচনা শশিকলা স্রুঃখিত হইয়া
 সখীকে কহিল, তুমি মাতার নিকট গমন করিয়া আমার বচনানুসারে তাঁহাকে নির্জনে

নাশ্চং বরং বরিষ্যামি তদ্বতে বৈ স্বদর্শনম্।

স মে ভর্তা নৃপস্বতো ভগবত্যা প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৪৭ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতুক্তো সা সখী গতা মাতরং প্রাহ সত্বরা।

বৈদভীং বিজনে বাক্যং মধুরং মঞ্জুভাষিণী ॥ ৪৮ ॥

পুত্রী তৈ ছঃখিতা প্রাহ সাক্ষি ! ত্বাং মনুখেন যৎ।

শৃণু ত্বং কুরু কল্যাণি ! তদ্বিতং ত্বরিতাধুনা ॥ ৪৯ ॥

ভারদ্বাজাশ্রমে পুণ্যে ধ্রুবসন্ধিস্থতোহস্তি যঃ।

স মে ভর্তা বৃতশ্চিত্তে নাশ্চং ভূপং বৃণোম্যহম্ ॥ ৫০ ॥

ব্যাস উবাচ।

রাজ্ঞী তদ্বচনং শ্রুত্বা স্বপতৌ গৃহমাগতে।

নিবেদয়ামাস তদা পুত্রীবাক্যং যথাতথম্ ॥ ৫১ ॥

তচ্ছ্রুত্বা বচনং রাজা বিস্মিতঃ প্রহসনমুতঃ।

ভার্যামুবাচ বৈদভীং স্রবাহস্ত শ্রুতং বচঃ ॥ ৫২ ॥

শৌর্য্যশুদ্ধশ্চ শৌর্য্যং শুদ্ধং যস্মিন্ স ইত্যর্থঃ। যন্ত শৌর্য্যং বর্ততে তেন সর্গান্ রাজো জিহ্বা কণ্ঠাহরণীয়েতি ॥ ৪৩—৫১ ॥

কহিবে, আমি ধ্রুবসন্ধির স্রশোভন পুত্র স্বদর্শনকে মনে মনে বরণ করিয়াছি, আমি, সেই রাজকুমার ভিন্ন আর কাহাকেও বিবাহ করিব না, দেবী ভগবতী তাঁহাকেই আমার ভর্তা বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন ॥ ৪৫—৪৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, সখী রাজকুমারীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্বর গমন পূর্ব্বক তাঁহার মাতা বৈদভীকে মধুর বচনে নিৰ্জ্জনে কহিল, সাক্ষি ! আপনার তনয়া ছঃখিত হইয়া আমার দ্বারা যাহা বলিয়া পাঠাইলেন তাহা শ্রবণ করুন এবং যাহা হিতকর হয় তাহাই অবিলম্বে সম্পাদন করুন ॥ ৪৮—৪৯ ॥ তিনি বলিলেন “ভারদ্বাজ ঋষির পবিত্র আশ্রমে ধ্রুবসন্ধি রাজার পুত্র আছেন, তাঁহাকেই আমি মনে মনে বরণ কবিয়াছি, আর অল্প কোনও হুপ্তিকে বরণ করিব না” ॥ ৫০ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজমহিষী তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনার পতি গৃহে আগমন করিলে তাঁহাকে তনয়ার বাক্য যথাযথরূপে সমস্তই নিবেদন করিলেন ॥ ৫১ ॥ তাহা শুনিয়া রাজা স্রবাহ বিস্মিত হইলেন, পরে মুহূৰ্ছ হস্ত করিয়া নিজ মহিষী বিদৰ্ভরাজতনয়াকে তথ্য বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন, স্রজ্জ ! সেই রাজপুত্র স্বদর্শন বালক, রাজ্য হইতে বনে নির্গাসিত হইয়াছে, এক্ষণে অসহায় হইয়া মাতার সহিত নিৰ্জ্জন বনে বাস করি-

হুভ্র ! জানাসি বালোহসৌ রাজ্যান্নিকাষিতো বনে ।
 একাকী সহ মাত্ৰা বৈ বসতে নিৰ্দ্ধনে বনে ॥ ৫৩ ॥
 তৎকৃতে নিহতো রাজা বীরসেনো যুধাজিতা ।
 স কথং নিৰ্ধনো ভৰ্ত্তা যোগ্যঃ স্মাচ্চারুলোচনে ! ॥ ৫৪ ॥
 বৃহি পুত্ৰীং ততো বাক্যং কদাচিদপি বিপ্রিয়ম্ ।
 আগমিষ্যন্তি রাজানঃ স্থিতিমন্তঃ স্বয়ংবরে ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে
 কাশীরাজকন্যায়া বিবাহোদ্যোগ বর্ণনং নাম অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

সুনৃতমিত্যপি পাঠঃ ॥ ৫২—৫৪ ॥

বৃহীতি । অস্মিন্ স্বয়ংবরে স্থিতিমন্তঃ প্রতিষ্ঠিতা রাজান আগমিষ্যন্তি তস্মাদেতাদৃশঃ
 সর্কেষাং বিপ্রিয়ং বাক্যং কদাপি স্ম্য ন বক্তব্যমিতি শেষঃ । ইতি পুত্ৰীঃ বৃহীতি ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

তেছে ॥ ৫২—৫৩ ॥ তাহারই নিমিত্ত রাজা বীরসেন যুধাজিৎ কর্তৃক সমরে নিহত হইয়াছেন,
 হে চাকুলোচনে ! সেই নিৰ্ধন বনগত অসহায় বালক কিরূপে তাহার ভৰ্ত্তা হইবে ? ॥ ৫৪ ॥
 অতএব শশিকলাকে বলিও তোমার স্বয়ংবর-সভায় বহুতর মৰ্যাদাশালী মহৎ মহৎ রাজগণ
 আগমন করিবেন তুমি তাহাদের যাহাকে হয় মনোনীত করিবে, অতএব একরূপ অপ্রিয়
 বাক্য আর উচ্চারণ করিও না ॥ ৫৫ ॥

মহর্ষিবেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-
 ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে কাশিরাজের কন্যা শশিকলারস্বয়ংবরের
 উদ্যোগ বর্ণন নামক অষ্টাদশঅধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

উনবিংশোহধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

ভজ্জী মাভিহিতা বালাং পুত্রীং কৃত্বাক্ষসংস্থিতাম্ ।

উবাচ বচনং শ্লক্ষ্য সমাশ্বাস্ত শুচিস্থিতাম্ ॥ ১ ॥

কিং বৃথা হৃদতি ! ত্বং হি বিপ্রিয়ং মম ভাবসে ।

পিতা তে দুঃখমাপ্নোতি বাক্যোনানেন হ্রত্রেতে ! ॥ ২ ॥

হৃদর্শনোহতিদুর্ভাগ্যো রাজ্যভ্রষ্টো নিরাশ্রয়ঃ ।

বলকোশবিহীনশ্চ পরিত্যক্তস্ত বান্ধবৈঃ ॥ ৩ ॥

মাত্রা সহ বনং প্রাপ্তঃ কলম্বলাশনঃ ক্রশঃ ।

ন তে যোগ্যো বনোহয়ং বৈ বনবাসী চ দুর্ভগঃ ॥ ৪ ॥

রাজপুত্রাঃ কৃতপ্রজ্ঞা রূপবন্তঃ স্তম্ভমতাঃ ।

তবাহীঃ পুঞ্জি ! সন্ত্যজে রাজচিহ্নৈরলঙ্কতাঃ ॥ ৫ ॥

ভ্রাতাশ্চ বর্ততে কান্তঃ স রাজ্যং কোশলেষু বৈ ।

করোতি রূপসম্পন্নঃ সর্বলক্ষণসংযুতঃ ॥ ৬ ॥

বিবল্লোকবর্ধেস্ত হৃদর্শনযুতা নৃপাঃ ।

স্বয়ংবরে সমাজগুরিতি সম্যকখোচ্যতে ॥

ভর্তা সেতি । সা রাজপত্নী ভজ্জী রাজ্যেত্যর্থঃ ॥ ১—৪ ॥

রাজচিহ্নৈশ্চত্ৰচামরাদিভিঃ ॥ ৫—৭ ॥

বাস বলিলেন, সুবাহ এইরূপ বলিলল পর রাজমহিষী নিজতনয়া শুচিস্থিতা শশিকলাকে
ক্রোড়ে মসাইয়া আশ্বাস প্রদান পূর্বক মধুর বচনে বলিতে আরম্ভ করিলেন, চাকুলোচনে !
তুমি সর্বদা ব্রতাদি অহুষ্ঠান করিয়া থাক অতএব কেন আমার অপ্রিয় কথা বলিতেছ ? রাজা
তোমার এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন ॥ ১-২ ॥ সেই হৃদর্শন অতি
দুর্ভাগ্য, রাজভ্রষ্ট, নিরাশ্রয়, বলকোষ-বিহীন, বান্ধবগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত, মাত্রার সহিত
বনে নির্বাসিত, কলম্বলাহারী এবং ক্রশ অতএব এরূপ বনবাসী ভাগ্যবিহীন ব্যক্তি তোমার
যোগ্য বর নহে । বহুতর কৃতবিদ্যা রূপবান্, সকলের স্তম্ভমত, রাজচিহ্নে অলঙ্কৃত, তোমার
যোগ্য রাজপুত্র আছেন, তাঁহারা এই স্বয়ংবরে আগমন করিবেন ॥ ৩-৫ ॥ ঐ হৃদর্শনের
সর্বলক্ষণ-সময়িত ও মনোহর রূপগুণ-সম্পন্ন এক ভ্রাতা আছেন. তিনি কোশল দেশে

অশ্রুচ্চ কারণং হুভ্র ! শৃণু যচ্চ ময়া শ্রুতম্ ।
 যুধাজিৎ সততং তস্মৈ বধকামোহস্তু ভূমিপঃ ॥ ৭ ॥
 দৌহিত্রঃ স্থাপিতস্তেন রাজ্যে কৃত্বাতিসঙ্গরম্ ।
 বীরসেনং নৃপং হস্তা সংমন্ত্য সচিবৈঃ সহ ॥ ৮ ॥
 ভারদ্বাজাশ্রমং প্রাপ্তো হস্তকামঃ সূদর্শনম্ ।
 মুনিনা বারিতঃ পশ্চাচ্ছগাম নিজমন্দিরম্ ॥ ৯ ॥
 শশিকলোবাচ ।

মাতর্শ্রমেপ্সিতঃ কামে বনস্থোহপি নৃপাত্মজঃ ।
 শর্য্যাতিবচনেনৈব হুকৃত্য চ পতিব্রতা ॥ ১০ ॥
 চ্যবনঞ্চ যথা প্রাপ্য পতিশুশ্রবণে রতা ।
 ভর্তৃশুশ্রবণং জ্ঞীণাং স্বর্গদং মোক্ষদং তথা ।
 অকৈতবকৃতং নুনং স্তুতদং ভবতি স্ত্রিয়াঃ ॥ ১১ ॥
 ভগবত্যা সমাদিক্ষং স্বপ্নে বরমবুভবম্ ।
 তমুতেহং কথং চাত্তং সংশ্রয়ামি নৃপাত্মজম্ ॥ ১২ ॥

অতিসঙ্গরমতিসংগ্রামম্ ॥ ৮—৯ ॥

এবং মাতর্শ্রমচর্য্যং বাক্যং সূদর্শনপ্রত্যাখ্যানাতিপ্রায়কং শ্রদ্ধা শশিকলোবাচ মাতর্শ্রমে-
 প্সিত ইতি । কামে মন্থনোরথবিষয়ে । তত্র দৃষ্টান্তমাহ শর্য্যাতিতি ॥ ১০ ॥

যথেনি । যথা শর্য্যাতে রাজ্যে বচনেন হুকৃত্যনাম্নী শর্য্যাতিব্রতা চ্যবনং বুদ্ধং পতিং
 প্রাপ্য পতিশুশ্রবণে রতা তথৈব মম রাজ্যাদিলোভো নাস্তি কিন্তু ভর্তৃশুশ্রবণমেবাভিলষিতং
 তত্ত্ব মম সূদর্শনে পত্যাভ্যবসেতি ভাবঃ । ভর্তৃশুশ্রবণমেব জ্ঞীণাং পরো ধর্ম্ম ইত্যাহ ।
 ভক্তিতি ॥ ১১ ॥

রাজত্ব করিতেছেন ॥ ৬ ॥ আমি অশ্রু আর এক বিশেষ কারণ শুনিয়াছি, তুমি তাহা
 শ্রবণ কর, যুধাজিৎ নামক ভূপাল সূদর্শনকে বধ করিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্নবান
 আছেন ॥ ৭ ॥ তিনি সচিবগণের সহিত মন্ত্রণা পূর্ব্বক যোড়তর যুদ্ধে বীরসেনকে নিহত
 করিয়া আপন দৌহিত্রকে সেই রাজ্যে স্থাপিত করিয়াছেন ॥ ৮ ॥ সূদর্শনকে বিনাশ করিবার
 মানসে যুধাজিৎ ভারদ্বাজের আশ্রম পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন ; পরে মুনি কর্তৃক নিবারিত
 হইয়া নিজ গৃহে প্রতিগমন করেন ॥ ৯ ॥

শশিকলা কহিলেন, জননি ! বনস্থ হইলেও সেই রাজপুত্র আমার মনোরথ বিষয়ে
 হুসম্মত ; শর্য্যাতির বাক্যে পতিব্রতা হুকৃত্য যেমন চ্যবনকে প্রাপ্ত হইয়া পতিশুশ্রবণ
 নিমিত্ত ছিলেন, আমিও এখন সেই রাজপুত্রকে লাভ করিয়া নিরস্তর তাঁহার সেবায় নিযুক্ত
 থাকিব । পতির শুশ্রূষা করিলে নারীগণ স্বর্গ ও মোক্ষ লাভ করিতে সমর্থ হয় ; অতএব,

মচ্চিভক্তৌ লিখিতো ভগবত্যা স্তদর্শনঃ ।

তং বিহায় শ্রিয়ং কাস্তুং করিষ্যেহং ন চাপরম্ ॥ ১৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

প্রত্যাদিষ্টাধ বৈদর্ভী তয়া বহুনিদর্শনৈঃ ।

ভর্তারং সর্বমাচষ্ট পুজ্যোক্তং বচনং হৃশম্ ॥ ১৪ ॥

বিবাহীশ্চ দিনাদর্কাগাপ্তং শ্রুতসমম্বিতম্ ।

দ্বিজং শশিকলা তত্র প্রেষয়ামাস সত্বরম্ ॥ ১৫ ॥

যথা ন বেদ মে তাতো তথা গচ্ছ স্তদর্শনম্ ।

ভারত্বাজাশ্রমে ব্রুহি মদ্বাক্যাত্তরসা বিভো ! ॥ ১৬ ॥

পিত্রা মে সম্ভূতঃ কামং মদর্থেন স্বয়ংবরঃ ।

আগমিষ্যন্তি রাজানো বলযুক্তা হনেকশঃ ॥ ১৭ ॥

ময়া হং বৈ বৃতশ্চিত্তে সর্বথা প্রীতিপূর্ব্বকম্ ।

ভগবত্যা সমাদিষ্টঃ স্বপ্নে মম সুরোপম ! ॥ ১৮ ॥

কিঞ্চ স্তদর্শনবিষয়ে মম ভগবত্যা আজ্ঞাপাত্তীত্যাহ । ভগবতোক্তি । সমাদিষ্টং স্তদর্শনং বরং পতিমুতে ইত্যন্বয়ঃ । সংশ্রয়ামি সংশ্রয়িষ্যামি ॥ ১২-১৩ ॥

প্রত্যাদিষ্টা প্রত্যাখ্যাতা ॥ ১৪ ॥

অগ্নিনু সময়ে শশিকলা যং কৃতবতী তদাহ । বিবাহেতি ॥ ১৫—১৬ ॥

মদর্থেন মংপ্রয়োজনেন স্বয়ংবরঃ সম্ভূতঃ সম্পাদিতঃ ॥ ১৭ ॥

সরলভাবে পতিসেবায় নিরত থাকিলে তাহাদের সুখলাভ হয়, সম্ভেদ নাই ॥ ১০—১১ ॥

আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি দেবী ভগবতী তাঁহাকেই আমার বর নির্দেশ করিয়াছেন, সেই রাজপুত্র ব্যতীত আমি কিরূপে অন্ন কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারি ॥ ১২ ॥ দেবী ভুবনেশ্বরী আমার চিত্তভিত্তিতে স্তদর্শনকে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন, সেই শ্রিয়তম কমনীয় কাস্তকে পরিত্যাগ করিয়া অন্ন কাহাকেও বরণ করিতে পারিব না ॥ ১৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! এইরূপে বিদর্ভরাজ তনয়া বহুতর নিদর্শন দ্বারা নিরন্তর হইয়া শশিকলার বাক্য সমুদায় রাজার নিকট নিবেদন করিলেন ॥ ১৪ ॥ অনন্তর শশিকলা ব্যস্ত হইয়া বিবাহের পূর্ব্ব দিনে একজন বেদজ্ঞ ও বিশ্বস্ত বিপ্রবরকে ভারত্বাজের আশ্রমে এই বলিয়া পাঠাইলেন, বিজবর ! বাহাতে আমার পিতা জানিতে না পারেন আপনি সেইরূপে স্তদর্শনের নিকট গমন পূর্ব্বক আমার বাক্য সকল তাঁহাকে বর্ণন ॥ ১৫—১৬ ॥ পিতা আমার মিস্ত্র এক স্বয়ংবর সত্তা করিয়াছেন, বহুতর সৈন্তসমম্বিত পরাক্রমশালী রাজগণ তাহাতে উপস্থিত হইবেন, হে অমরোপম ! দেবী ভগবতী স্বপ্নযোগে আমাকে তোমার বিষয়ে আদেশ করিলে আমি পূর্ব্ব হইতেই তোমাকে প্রীতি পূর্ব্বক মনে মনে বরণ করি-

বিষমগ্নি হৃতাশে বা প্রপতামি প্রদীপিতে ।

বরয়ে ত্বদ্বতে নান্দ্রং পিতৃভ্যাং প্রেরিতাপি বা ॥ ১৯ ॥

মনসা কৰ্ম্মণা বাচা সংব্রতস্ত্বং ময়া বরঃ ।

ভগবত্যাঃ প্রসাদেন শৰ্ম্মাবাভ্যাং ভবিষ্যতি ॥ ২০ ॥

আগন্তব্যং ত্বয়াজৈব দৈবং কৃত্বা পরং বলম্ ।

যদধীনং জগৎ সৰ্ব্বং বর্ততে সচরাচরম্ ॥ ২১ ॥

ভগবত্যা যদাদিষ্ঠং ন তন্মিথ্যা ভবিষ্যতি ।

যদ্বশে দেবতাঃ সৰ্ব্বা বর্তন্তে শঙ্করাদয়ঃ ॥ ২২ ॥

বক্তব্যোহসৌ ত্বয়া ব্রহ্মলোকান্তে বৈ নৃপাত্মজঃ ।

যথা ভবতি মে কার্য্যং তৎ কর্তব্যং ত্বয়ানঘ ! ॥ ২৩ ॥

ইত্যুক্তা দক্ষিণাং দত্ত্বা মুনির্ব্যাপারিতস্তয়া ।

গত্বা সৰ্ব্বং নিবেদ্যাশু তত্র প্রত্যাগতো দ্বিজঃ ॥ ২৪ ॥

সুদর্শনস্ত তজ্জ্ঞাত্বা নিশ্চয়ং গমনে তদা ।

চকার মুনিনা তেন প্রেরিতঃ পরমাদরাৎ ॥ ২৫ ॥

হে স্বরোপম স্বং ভগবত্যা স্বপ্নে সমাদিষ্টো দর্শিত আজ্ঞাপ্তো ময়া চিত্তে বৃত্ত ইত্যম্বয়ঃ ॥ ১৮—২২ ॥

বক্তব্যোহসাবিতি । হে ব্রহ্মলোকান্তে নৃপাত্মজঃ সুদর্শনম্বয়ৈবং বক্তব্যঃ ॥ ২৩ ॥

তত্র শশিকলা যদ্বশে তত্র প্রত্যাগতঃ ॥ ২৪ ॥

স্বাছি ॥ ১৭—১৮ ॥ আমি বিষ ভক্ষণ করির, অথবা প্রদীপ্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিব ইহাও শ্রেয়, তথাপি তোমা ব্যতিরেকে পিতা মাতার আদেশমত অন্যকে বরণ করিব না ॥ ১৯ ॥ আমি মন, কৰ্ম্ম ও বাক্য দ্বারা তোমাকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছি, ভগবতীর প্রসাদে আমাদের অবশ্রই হুৎ সংঘটিত হইবে সন্দেহ নাই ॥ ২০ ॥ এই চরাচর অধিল জগৎ যাহার অধীন সেই দৈব-বলের উপর নির্ভর করিয়া তুমি এই স্থানে অবশ্রই আগমন করিবে ॥ ২১ ॥ শঙ্করাদি দেবগণ দ্বাংহা বশবর্তী সেই দেবী ভগবতী যাহা আদেশ করিয়াছেন তাহা কদাচ মিথ্যা হইবে না ॥ ২২ ॥ হে ব্রহ্মন্ ! আপনি ধার্মিকগণের মধ্যে অগ্রগণ্য অতএব আপনি সেই নুপতিপুত্রকে নির্জনে আহ্বান করিয়া এই সকল বাক্য বলিবেন ; অধিক আর কি বলিয়া দিব, বাহাতে আমার কার্য সাধন হয় তাহা আপনি অবশ্র অবশ্রই করিবেন ॥ ২৩ ॥ এই বলিয়া দক্ষিণা প্রদান পূর্বক বিপ্রবরকে সুদর্শন সন্নিধানে পাঠাইয়া দিলেন, তিনি তথায় গমন পূর্বক সমস্ত নিবেদন করিয়া সত্বর প্রত্যাগত হইলেন ॥ ২৪ ॥ সুদর্শন ইহা অবগত হইয়া তথায় গমন করিতে হির নিশ্চয় হইলে মর্হি তারদ্বাৰা তাহাকে পরম সমাদরে প্রেরণ করিলেন ॥ ২৫ ॥

ব্যাস উবাচ ।

গমনায়োদ্যতং পুত্রং তমুবাচ মনোরমা ।
 বেপমানাতিদুঃখার্ভা জাতত্রাসাশ্রলোচনা ॥ ২৬ ॥
 কুত্র গচ্ছসি তত্রাদ্য সমাজে ভূভূতাং কিল ।
 একাকী কৃতবৈরশ্চ কিং বিচিন্ত্য স্বয়ংবরে ॥ ২৭ ॥
 যুধাজিৎকামস্তাং সমেম্যতি মহীপতিঃ ।
 ন তেহন্যোহস্তি সহায়শ্চ তস্মান্মা ব্রজ পুত্রক ! ॥ ২৮ ॥
 একপুত্রাতিদীনাস্মি তবান্মা নিরাশ্রয়া ।
 নাইসি ত্বং মহাভাগ ! নিরাশাং কর্তুমদ্য মাম্ ॥ ২৯ ॥
 পিতা মে নিহতো যেন সোহপি তত্রাগতো নৃপঃ ।
 একাকিনং গতং তত্র যুধাজিৎবাং হনিষ্যতি ॥ ৩০ ॥

শ্রুদর্শন উবাচ ।

ভবিতব্যং ভবত্যেব নাত্র কার্য্যা বিচারণা ।
 আদেশাচ্চ জগন্মাতুর্গচ্ছাম্যদ্য স্বয়ংবরে ॥ ৩১ ॥
 মা শৌকং কুরু কল্যাণি ! ক্ষত্রিয়াসি বরাননে ! ।
 ন বিভেমি প্রসাদেন ভগবত্যা নিরস্তরম্ ॥ ৩২ ॥

মুনি ভাৱদ্বাজেন প্রেরিতো গমনে নিশ্চয়ং চকার ॥ ২৫—২৬ ॥

কিং বিচিন্ত্যতি । কিমাশ্রয়ং বিচিন্ত্য স্বয়ংবরে গচ্ছসীত্যম্বয়ঃ ॥ ২৭—৩০ ॥

ব্যাস বলিলেন, পুত্রকে গমনোদ্যত দেখিয়া মনোরমা দুঃখিতা ও কম্পমানা হইয়া অশ্রুবারি বিসর্জন করিতে করিতে কহিলেন ॥ ২৬ ॥ শ্রুদর্শন! তুমি এখন কোথায় যাইতেছ? যেখানে তোমার বিষম বৈরি সকল বিদ্যমান তুমি একাকী কি ভাবিয়া সেই রাজাদিগের স্বয়ংবর সভায় গমন করিতেছ। পুত্র! তুমি এখন বালক, রাজা যুধাজিৎ তোমার বিনাশের বাসনা করিয়া তথায় আগমন করিবে, সেখানে তোমার কেহই সহায় নাই অতএব তুমি কদাচই গমন করিও না ॥ ২৭—২৮ ॥ তুমি আমার একমাত্র পুত্র, আমি অতি দীন ও নিরাশ্রয়, আমার স্ত্রী কোন অবলম্বন নাই, অতএব এসময় আমাকে নিরাশ করা তোমার উচিত হয় না ॥ ২৯ ॥ দেখ শ্রুদর্শন! যে যুধাজিৎ আমার পিতাকে নিহত করিয়াছে, সেই হৃদ্যস্ত রাজা তথায় আগমন করিবে, তুমি একাকী সেস্থলে গমন করিলে সে তোমাকে নিশ্চয়ই বিমার্ষ করিবে ॥ ৩০ ॥ শ্রুদর্শন কহিলেন মাতঃ! বাহা! ভবিতব্য তাহা অবশ্যই হইবে, 'এ বিষয়ে বিচারের প্রয়োজন নাই, জগন্মাতার আদেশের অমুখণ্ডী হইয়া

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্তো রথমারুহ গন্তকামং হৃদর্শনম্ ।

দৃষ্ট্বা মনোরমা পুত্রমাশীর্ভিচ্চাত্যমোদয়ৎ ॥ ৩৩ ॥

অগ্রতন্ত্বেহম্বিকা পাতু পৃষ্ঠে পদ্মদলেক্ষণা ।

পার্ব্বতীপার্শ্বয়োঃ পাতু শিবা সর্বত্র সাম্প্রতম্ ॥ ৩৪ ॥

বারাহী বিষমে মার্গে দুর্গা দুর্গেষু কর্হিচিং ।

কালিকা কলহে ঘোরে পাতু হ্রাং পরমেশ্বরী ॥ ৩৫ ॥

মণ্ডপে তত্র মাতঙ্গী তথা সৌম্যা স্বয়ংবরে ।

ভবানী ভূপমধ্যে তু পাতু হ্রাং ভবমোচনী ॥ ৩৬ ॥

গিরিজা গিরিহুর্গেষু চামুণ্ডা চত্বরেষু চ ।

কামগা কাননেষেবং রক্ষতু হ্রাং সনাতনী ॥ ৩৭ ॥

বিবাদে বৈষ্ণবী শক্তিরবতাস্থাং রঘুদ্বহ ! ।

ভৈরবী চ রণে সৌম্য ! শত্রুণাং বৈ সমাগমে ॥ ৩৮ ॥

সর্বদা সর্বদেশেষু পাতু হ্রাং ভুবনেশ্বরী ।

মহামায়া জগদ্ধাত্রী সচ্চিদানন্দরূপিণী ॥ ৩৯ ॥

আদেশাদাক্ষরা ॥ ৩১—৩৩ ॥

অগ্রতন্ত্বেহম্বিকা পাতু । তে তবাগ্রতোহগ্রদেশে স্থিতাম্বিকা হ্রাং পাদ্বিত্যর্থঃ । উত্তরভ্রাতৃ-
প্যবমেবার্থঃ ॥ ৩৪—৩৬ ॥

আমি অন্য স্বয়ংবর সভায় গমন করিব ॥ ৩১ ॥ কল্যাণি ! আপনি শোক করিবেন না আমি
ভগবতীর প্রসাদে কাহাকেও কখন ভয় করি না ॥ ৩২ ॥

ব্যাস বলিলেন, হৃদর্শন এই বলিয়া রথে আরোহণ পূর্ব্বক গমনেচ্ছুক হইল দেখিয়া
মনোরমা তাহাকে আশীর্ষচন দ্বারা আনন্দিত করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥ পুত্র ! অম্বিকাদেবী
তোমাকে অগ্রভাগে রক্ষা করুন, পদ্মলোচনা পশ্চাৎভাগে, পার্শ্বতী উভয় পার্শ্বে, শিবাদেবী
সর্বত্র, বারাহী বিষম মার্গে, দুর্গা রাজহুর্গে, কালিকা ঘোর কলহে, পরমেশ্বরী মণ্ডপস্থানে,
মাতঙ্গী স্বয়ংবর স্থানে, ভবমোচনী ভবানী ভূপগণের মধ্যে, গিরিজা গিরিহুর্গে, চামুণ্ডা চত্বর-
স্থানে, সনাতনী কামগা কানন মধ্যে রক্ষা করুন ॥ ৩৪-৩৭ ॥ হে রঘুকুলোদ্ভব ! বৈষ্ণবী শক্তি
তোমাকে বিবাদে রক্ষা করুন, ভৈরবী রণে ও শত্রুসমাগমে রক্ষা করুন ॥ ৩৮ ॥ যে পুত্রক !
সচ্চিদানন্দেশ্বরী জগদ্ধাত্রী মহামায়া ভুবনেশ্বরী তোমাকে সর্বদাই সকল স্থলে রক্ষা
করুন ॥ ৩৯ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতু্যক্তা তং তদা মাতা বেপমানা ভয়াকুলা ।

উবাচাহং ত্বয়া সার্কমাগমিষ্যামি সর্ব্বথা ॥ ৪০ ॥

নিমিষাৰ্দ্ধং বিনা ত্বাং বৈ নাহং স্নাতুমিহোৎসহে ।

সহৈব নয় মাং বৎস ! যত্র তে গমনে মতিঃ ॥ ৪১ ॥

ইতু্যক্তা নিঃসৃত্য মাতা ধাত্রেয়ীসংযুতা তদা ।

বিপ্রৈর্দত্তাশিষ্যঃ সৰ্ব্বৈৰ্ নিৰ্ঘযুর্হর্ষসংযুতাঃ ॥ ৪২ ॥

বারাণশ্চাং ততঃ প্রাপ্তো রথেনৈকেন রাঘবঃ ।

জাতঃ স্নবাহুনা তত্র পূজিতশ্চাৰ্হণাদিভিঃ ॥ ৪৩ ॥

নিবেশার্থং গৃহং দত্তমন্নপানাদিকং তথা ।

সেবকং সমনুজ্ঞাপ্য পরিচর্য্যার্থমেব চ ॥ ৪৪ ॥

মিলিতাস্থত্ব রাজানো নানাদেশাধিপাঃ কিল ।

যুধাজিৎপি সম্প্রাপ্তো দৌহিত্রেণ সমম্বিতঃ ॥ ৪৫ ॥

করুণাধিপতিশ্চৈব তথা মদ্রেস্বরো নৃপঃ ।

সিন্ধুরাজস্তথা বীরো যোদ্ধা মাহিষ্মতীপতিঃ ॥ ৪৬ ॥

গিরিসম্বিনো যে দুর্গান্তেষু । পূৰ্ণোজ্ঞা দুর্গান্ত স্থলদুর্গাঃ ॥ ৩৭—৪২ ॥

রাঘবঃ রথুকুলোৎপন্নঃ স্নদর্শনঃ ॥ ৪৩—৪৪ ॥

দৌহিত্রেণ শক্রজিতা ॥ ৪৫—৪৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, অনন্তর মনোরমা তাহাকে এই বলিয়া ভয়ে ব্যাকুল অন্তঃকরণে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন, স্নদর্শন ! আমি তোমার সঙ্গে গমন করিব, কিছুতেই তাহার অন্তথা হইবে না ॥ ৪০ ॥ তোমা ব্যতিরেকে আমি নিমেষ মাত্রও এখানে অবস্থিতি করিতে পারিব না, বৎস ! যেখানে গমন করিতে তোমার বাসনা হইয়াছে, আমাকেও তথায় লইয়া চল ॥ ৪১ ॥ এই বলিয়া তখন তাহার মাতা ধাতীর সহিত নির্গত হইলেন, বিপ্রগণ আশীৰ্ষচন প্রদান করিলে সকলেই সেস্থান হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ৪২ ॥ রথুকুলনন্দন স্নদর্শন একই রথে আরোহণ পূৰ্ণক বারাণসীতে উপনীত হইলে, তদ্রূপ রাজা স্নবাহ তাহার আগমন অবগত হইয়া সৎকারাদি দ্বারা যথাযোগ্য পূজা করিলেন ॥ ৪৩ ॥ বাসের নিমিত্ত গৃহ ও অন্ন পানাদি সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তু প্রদান করিয়া পরিচর্য্যার নিমিত্ত ভৃত্যদিগকে নিযুক্ত করিয়া দিলেন ॥ ৪৪ ॥ অনন্তর নানাদেশ হইতে বহুতর নৃপতিগণ আসিয়া মিলিত হইলেন এবং যুধাজিৎও নিজ দৌহিত্র শক্রজিৎকে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৫ ॥ করুণাধিপতি, মদ্ররাজ, সিন্ধুরাজ, প্রসিদ্ধ বীর ও যোদ্ধা বীর মাহিষ্মতীর অধীশ্বর, পাঞ্চাল-

পাঞ্চালঃ পৰ্বতীয়শ্চ কামরূপোহতিবীৰ্য্যবান্ ।
 কাৰ্ণাটশ্চালদেশীয়ো বৈদৰ্ভশ্চ মহাবলঃ ॥ ৪৭ ॥
 অক্ষৌহিণীত্রিষষ্টিশ্চ মিলিতা সংখ্যা তদা ।
 বেষ্টিতা নগরী সা তু সৈন্যৈঃ সৰ্বত্র সংস্থিতৈঃ ॥ ৪৮ ॥
 এতে চান্যে চ বহবঃ স্বয়ংবরদিদৃক্ষয়া ।
 মিলিতাস্তত্র রাজানো বরবারণসংযুতাঃ ॥ ৪৯ ॥
 অন্যান্যনৃপপুত্রাস্ত ইত্যাচুশ্লিলিতাস্তদা ।
 স্তদৰ্শনো নৃপস্ততো হ্যাগতোহস্তি নিরাকুলঃ ॥ ৫০ ॥
 একাকী রথমারুহ্য মাত্ৰা সহ মহামতিঃ ।
 বিবাহার্থমিহায়াতঃ কাকুৎস্থঃ কিং নু সাম্প্রতম্ ॥ ৫১ ॥
 এতান্ রাজহুতাংস্ত্যক্ত্বা সসৈন্যান্ সায়ুধানথ ।
 কিমেনং রাজপুত্রী সা বরিষ্যতি মহাভুজম্ ॥ ৫২ ॥
 যুধাজিদথ রাজেশস্তানুবাচ মহীপতীন্ ।
 অহমেনং হনিষ্যামি কন্যার্থে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৩ ॥
 কেরলাধিপতিঃ প্রাহ তং তদা নীতিবিত্তমঃ ।
 নাত্র যুদ্ধং প্রকৰ্তব্যং রাজমিচ্ছাস্বয়ংবরে ॥ ৫৪ ॥

কামরূপ দেশস্পাতীতি কামরূপঃ ॥ ৪৭—৫০ ॥

কিং নু সাম্প্রতমিতি । যুধাজিৎপ্রমুখাশ্বিষষ্ঠ্যক্ষৌহিণীসহিতাঃ প্রাণহারকাঃ শত্রবঃ সৰ্বে সমাগতাঃ । অস্মিন সমাজে একাকিন আগমনং কিং নু সাম্প্রতং যোগ্যং ন যোগ্যমিতি তাৎপর্য্যম্ ॥ ৫১—৫৩ ॥

রাজ, পৰ্বতীয়রাজ, কাৰ্ণাটরাজ, বীৰ্য্যবান্ কামরূপাধিপতি, চোলরাজ এবং মহাবল বিদৰ্ভ-
 রাজ ত্রিষষ্টি অক্ষৌহিণী সেনার সহিত মিলিত হইয়া উপস্থিত হইলেন । তখন রারাগসীর
 চারিদিক সৰ্বত্রই সেনা দ্বারা পরিপূরিত হইল ॥ ৪৬-৪৮ ॥ অত্যাশ্চ নৃপতিগণ, স্বয়ংবর
 দৰ্শন মানসে উত্তম উত্তম হস্তি আরোহণ পূৰ্ব্বক উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৯ ॥ তখন রাজ-
 পুত্রগণ, বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, রাজকুমার স্তদৰ্শনও এখানে আসিয়া নিরাকুল
 চিত্তে অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৫০ ॥ কাকুৎস্থ কুলোৎপন্ন মহামতি সহায়বিহীন স্তদৰ্শন
 বিবাহের নিমিত্তই কি রথারোহণ পূৰ্ব্বক মাতার সহিত এখানে আগমন করিয়া-
 ছেন ? ॥ ৫১ ॥ এই সৈন্তসংযুক্ত, সায়ুধ রাজপুত্রগণকে পরিত্যাগ করিয়া সেই রাজপুত্রী কি
 এই মহাভুজ স্তদৰ্শনকে বরণ করিবেন ? ॥ ৫২ ॥ অনন্তর রাজবর যুধাজিৎ সমস্ত মহীপতি-
 গণকে কহিলেন, আমি কস্তার নিমিত্ত ইহাকে নিশ্চয়ই বিনাশ করিব ॥ ৫৩ ॥ তাঁহার সেই

বলেন হরণং নাস্তি নাত্র শুক্লস্বয়ংবরঃ।
 কন্তেচ্ছয়াত্র বরণং বিবাদঃ কীদৃশস্তিহ ॥ ৫৫ ॥
 অত্যায়েন হুয়া পূর্ব্বমসৌ রাজ্যাং প্রবাসিতঃ।
 দৌহিত্র্যার্পিতং রাজ্যং বলবন্মপসত্তম ! ॥ ৫৬ ॥
 কাকুৎস্থোহয়ং মহাভাগ ! কোমলাধিপতেঃ স্তুতঃ।
 কথমেমং রাজপুত্রং হনিষ্যসি নিরাগসম্ ॥ ৫৭ ॥
 লম্প্যাসে তৎফলং নুনমনয়স্ত নৃপোত্তম !।
 শাস্তাস্তি কশ্চিদায়ুয়ন্ ! জগতেহস্ত জগৎপতিঃ ॥ ৫৮ ॥
 ধর্মো জয়তি নাদর্শং সত্যং জয়তি নানৃতম্।
 মানয়ং কুরু রাজেন্দ্র ! ত্যজ পাণ্ডমতিং কিল ॥ ৫৯ ॥
 দৌহিত্রস্তব সম্প্রাপ্তঃ মোহপি রূপসমম্বিতঃ।
 রাজ্যযুক্তস্তথা শ্রীমান্ কথং তং ন বরিষ্যতি ॥ ৬০ ॥

নীতিসত্তমো নীতিজ্ঞঃ। ইচ্ছাস্বয়ংবরে কতারা যশ্মিন্দিচ্ছা ভবতি স তয়া বরণীয় ইতি
 নৃপাদিভ্যাং সম্বাদিত্ব যুদ্ধং কর্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

বলেনেতি। অশ্মিন্দিচ্ছাস্বয়ংবরে বলেন হরণং নাস্তি তত্ত্ব শৌর্য্যশুদ্ধে এব বর্ত্ততে নাত্র
 শুক্লোহস্তি কিন্তু ইতি তত্রাহ। কন্তেচ্ছয়েতি ॥ ৫৫ ॥

কিঞ্চাত্তাপরাধাভাবেন কথমেমং হনিষ্যসীত্যাহ। অত্যায়েনেতি ॥ ৫৬—৫৭ ॥

জগৎপতিঃ পরমেশ্বরোহস্তোব শাস্তা কশ্চিদ্বিলক্ষণঃ ॥ ৫৮—৫৯ ॥

কথং তং ন বরিষ্যতীতি। যদি কতারা ইচ্ছাস্তি তর্হি তং কথং ন বরিষ্যতি যদি নাস্তি
 তর্হি তব বিবাদেনাপি কিং ফলম্। কন্তেচ্ছায়াঃ স্বতন্ত্রত্বাৎ ॥ ৬০ ॥

বাক্য শ্রবণ করিয়া নীতিজগণের অগ্রগণ্য কেরলরাজ কহিতে লাগিলেন, রাজন্! ইচ্ছা-
 স্বয়ংবরে যুদ্ধ করা কর্তব্য নহে ॥৫৪॥ এখানে শুক্ল-স্বয়ংবর হইবে না স্ততরাং বলপূর্ব্বক কতারা
 হরণের ব্যবস্থাও নাই, এখানে কতারা আপন ইচ্ছায় বরণ করিবে, অতএব ইহাতে আবার বিবাদ
 ঘটবার সম্ভাবনা কি? ॥৫৫॥ তুমি পূর্বে অত্যাগ করিয়া উহাকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করি-
 য়াছ এবং শ্রেষ্ঠ নৃপতি হইয়াও বলপূর্ব্বক রাজ্য গ্রহণ করিয়া নিজ দৌহিত্রকে প্রদান করি-
 য়াছ ॥৫৬॥ হে মহাভাগ! স্মদর্শন কাকুৎস্থ কুলোৎপন্ন ও কোমলাধিপতির তনয়, তুমি এই
 নিরপরাধ রাজপুত্রকে কেন বিনাশ করিবে? ॥ ৫৭ ॥ আয়ুয়ন্! তুমি নিশ্চয় জানিও যে এই
 জগতে কেহ না কেহ ঈশ্বর আছেন, তিনিই এই অধিলের শাসন করিয়া থাকেন, তুমি যদি
 কোন দূর্নয়ের অমুষ্ঠান কর, তবে অবশ্যই তাঁহার নিকট হইতে যথোচিত ফল প্রাপ্ত হইবে
 সন্দেহ নাই ॥৫৮॥ রাজেন্দ্র! ধর্ম ও সত্যেরই সর্ব্বত্র জয় এবং অধর্ম ও মিথ্যার পরাজয় হইয়া
 থাকে, অতএব তুমি নীচ অভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়া আপনার কলুবিত মতি প্রশমিত
 কর ॥ ৫৯ ॥ তোমার দৌহিত্রও এখানে উপস্থিত হইয়াছে, সে রূপবান্ ও শ্রীমান্ এবং

অন্যে রাজহতাঃ কামং বর্তন্তে বলবত্তরাঃ ।

কন্যাস্বয়ংবরে কন্যা স্বীকরিয়্যতি সাম্প্রতম্ ॥ ৬১ ॥

কৃতে তথা বিবাহঃ কঃ প্রবদন্ত মহীভুজঃ ।

পরস্পরং বিরোধেহত্র ন কর্তব্যো বিজানতা ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে
সুদর্শনাদিনৃপগণানাং স্বয়ংবরসভাগমনং নাম উনবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

কং বা সাম্প্রতং স্বীকরিয়্যতি তং স্বীকরোহু ॥ ৬১—৬২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে উনবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

রাজ্যসম্বিত, রাজকন্যা তাহাকে বরণ না করিবে কেন ? ॥ ৬০ ॥ আরও বিবেচনা করিয়া
দেখ অত্যাশ্রিত বহুর বলবান রাজপুত্রও কন্যা-স্বয়ংবরে উপস্থিত হইয়াছেন, রাজতনয়া
তাহাদিগকেও বরণ করিতে পারে। অতএব এই মহীপালগণ সকলেই বলুন, যদি সেই-
রূপে বরণ কার্য্য সমাধা হয় তবে তাহাতে আর বিবাদ কি আছে ? এরূপ জানিয়া গুনিয়া
ইহাতে বিবাদ বিসম্বাদ করা তোমার কর্তব্য নহে ॥ ৬১—৬২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকান্বক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-
ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে সুদর্শন ও রাজগণের স্বয়ংবরসভা-
গমন নামক উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

বিংশোহ্মায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

ইতি বাদিনি ভূপালে কেরলাধিপতো তদা ।
প্রভুবাচ মহাভাগ ! যুধাজিৎপি পার্শ্বিঃ ॥ ১ ॥
নীতিরিয়ং মহীপাল ! যদব্রবীতি ভবানিহ ।
সমাজে পার্শ্ববানাং বৈ সত্যবাঞ্ছিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২ ॥
যোগ্যেযু বর্তমানেষু কন্ডারত্নং কুলোদ্ধহ ! ।
অযোগ্যোহহীতি ভূপালো অ্যায়োহয়ং তব রোচতে ॥ ৩ ॥
ভাগং সিংহস্ত গোমায়ুর্ভোক্তুমহীতি বা কথম্ ।
তথা স্তদর্শনোহয়ং বৈ কন্ডারত্নং কিমহীতি ॥ ৪ ॥
বলং বেদো হি বিপ্রাণাং ভূভুজাং চাপজং বলম্ ।
কিমত্যাযং মহারাজ ! ব্রবীম্যহমিহাধুনা ॥ ৫ ॥

একসপ্ততিপদৈস্ত রাজাঃ তত্র পরস্পরম্ ।

সংবাদত্বং বিনির্মূল্যং কস্তাবোধ উদীয়তে ॥

কেরলাধিপতিবাক্যানন্তরং যুধাজিৎকামাহেত্যাহ । ইতি বাদিনীতি । মহাভাগ ! হে জনমেজয় ! ॥ ১ ॥

নীতিরিয়মিতি । ইয়ং নীতিঃ কিমিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

অয়ং স্তারন্তবৈব রোচতে । নাস্ত্যন্তেত্যাহ ॥ ৩ ॥

অসাম্প্রতং তব মতমিত্যাহ ভাগমিতি । সিংহস্ত ভাগং গোমায়ুঃ শৃগালঃ কথং ভোক্তুমহীতি ন কথমপীত্যর্থঃ ॥ ৪—৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহাভাগ ! কেরল দেশের অধিপতি এইরূপ বলিলে রাজা যুধাজিৎও প্রভাস্তরে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১ ॥ রাজন্ ! আপনি সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয়, আপনি এই রাজসমাজে যাহা যাহা বলিলেন সে সকলই সত্য ও নীতিসম্মত । নৃপবর ! আপনি সংকুলজাত, অতএব আপনিই বলুন দেখি যে, এই সকল যোগ্যপাত্র বিদ্যমান থাকিতেও অযোগ্য ব্যক্তি কন্ডারত্ন লাভ করিবে ? এই নীতিই কি আপনার অভিমত ? ॥ ২—৩ ॥ যেমন শৃগাল কখন সিংহের ভাগ ভোগ করিতে যোগ্য হয় না, সেইরূপ স্তদর্শনও এই কন্ডারত্ন লাভ করিবার উপযুক্ত নহে ॥ ৪ ॥ বিপ্রগণের বেদই বল, কজ্রিয় রাজার ধর্মবর্ণাই বল, ইহা সর্বত্রই নির্দিষ্ট রহিয়াছে ; অতএব, মহারাজ ! আমি এ বিষয়ে কি অত্যা

বলং শুক্লং যথা রাজ্ঞাং বিবাহে পরিকীর্তিতম্ ।
 বলবানেব গৃহ্নাতু নাবলস্ত কদাচন ॥ ৬ ॥
 তস্মাৎ কন্যাং পণং কৃত্বা নীতিরত্ৰ বিধীয়তাম্ ।
 অগ্ৰথা কলহঃ কামং ভবিষ্যতি মহীভুজাম্ ॥ ৭ ॥
 এবং বিবাদে সংবৃত্তে রাজ্ঞাং তত্র পরস্পরম্ ।
 আহুতস্ত সভামধ্যে স্তবাহ্নৃপসত্তমঃ ॥ ৮ ॥
 সমাহুয় নৃপাঃ সর্বৈ তমুচুস্তদ্বদর্শিনঃ ।
 রাজম্নীতিস্তয়া কার্য্য্য বিবাহেহত্র সমাহিতঃ ॥ ৯ ॥
 কিং তে চিকীর্ষিতং রাজংস্তদ্বদস্ব সমাহিতঃ ।
 পুত্র্যাঃ প্রদানং কৈশ্চে তে রোচতে নৃপ ! চেতসি ॥ ১০ ॥

স্তবাহ্নৃপবাচ ।

পুত্র্যা মে মনসা কামং বৃতঃ কিল স্তদর্শনঃ ।
 ময়া নিবারিতাত্যর্থং ন সা প্রত্যোতি মে বচঃ ॥ ১১ ॥

যদুক্তমিচ্ছাস্বয়ংবর ইতি তত্রাহ । বলং শুক্লমিতি । নিরুলরাজানাং স স্বয়ংবরো বীৰ্য্য-
 বতাং রাজাস্ত বলমেব শুক্লং পরিকীর্তিতম্ । শুক্লং বরাদিদেয়ে স্তাবরাদর্থগ্রহে জিয়ামিতি
 মেদিনীকোশাচ্ছক্লং বরাদর্থগ্রহরূপং পরিকীর্তিতং নান্ত্যং । তস্ত শুক্লবিবাহরূপস্ত স্পষ্টং রূপ-
 মাহ বলবানেবেতি । যতো রাজ্ঞাং বলমেব শুক্লং তস্মাৎ কন্যাং বলবানেব গৃহ্নাতবলস্ত কদাচ
 ন কদাপি ন গৃহ্নাত্বিতি পণং কৃত্বাত্র বিবাহে নীতির্ন্যাভিলষিতোহয়ং স্তায়ো বিধীয়তাং
 ক্রিয়তাম্ । অস্বীকারে দোষমাহ । অগ্ৰথেতি ॥ ৬—৮ ॥

রাজম্নীতি । পণরূপা পুত্র্যোক্তা রাজভিন্নিষ্ঠিতা নীতিন্যায়স্তয়া কার্য্য্যত্র স্বয়ংবরে ইত্যস্ব-
 দভিলষিতমন্তীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

তব যচ্চিকীর্ষিতং তত্ত্ব ত্বমপি বদেত্যাহ কিং তে ইতি । ত্বয়া পণস্ত ন কৃতোহপ বিবাহ-
 হার্থং প্রবৃত্তোহসি তস্মাৎ পুত্র্যাঃ প্রদানং কৈশ্চে তে রোচতে তদ্বদেত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

কামং যথেষ্টং স্তদর্শনো বৃতঃ । প্রত্যোতি স্বীকরোতি ॥ ১১ ॥

বলিতেছি তাহা। আপনিই বলুন ॥ ৫ ॥ রাজাদিগের বলই শুক্ল, তদনুসারে বলবান ব্যক্তিই
 কন্যার গ্রহণ করুক, দুর্বল ক্ষত্রিয় কখনই তাহা গ্রহণ করিতে পারিবে না, এইরূপ পণ
 করিয়া এই বিবাহে নীতি বিধান করুন, তাহা না হইলে মহীপালগণের মধ্যে নিশ্চয়ই
 কলহ উপস্থিত হইবে ॥ ৬—৭ ॥

সেই স্বয়ংবর সভায় এইরূপ বাগ্‌বিত্তা উপস্থিত হইলে, নৃপসত্তম স্তবাহকে তথায়
 আহ্বান করা হইল ॥ ৮ ॥ তদ্বদর্শী নৃপতিগণ সকলেই স্তবাহকে কহিলেন, রাজনু! আপনি
 মনোযোগী হইয়া এই বিবাহ কার্য্যে একটা সূনীতি স্থাপন করুন ॥ ৯ ॥ আপনার অভিলষ
 কি ? আপনি বিশেষ বিবেচনা করিয়া সমাহিত চিন্তে তাহা প্রকাশ করুন । হে নৃপ !

কিং করোমি স্ত্রীয়া মে ন বশে বর্ততে মনঃ ।

সুদর্শনস্তথৈকাকী সম্প্রাপ্তোহস্তি নিরাকুলঃ ॥ ১২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

সম্পন্নভূভুজঃ* সর্বৈ সমাহুয় সুদর্শনম্ ।

উচুঃ সমাগতং শাস্ত্রমেকাকিনমতস্ত্রিতম্ ॥ ১৩ ॥

রাজপুত্র ! মহাভাগ ! কেনাহুতোহসি স্ত্রত ! ।

একাকী যঃ সমায়াতঃ সমার্জে ভূভুতামিহ ॥ ১৪ ॥

ন বৈ সৈন্যং ন সচিবা ন কোশো ন বৃহদ্বলম্ ।

কিমর্থঞ্চ সমায়াতস্তত্ত্বং ব্রুহি মহামতে ! ॥ ১৫ ॥

যুদ্ধকামা নৃপতয়ো বর্তন্তেহত্র সমাগমে ।

কথ্যার্থং সৈন্যসম্প্রাঃ কিং ত্বং কৰ্ত্তুমিহেচ্ছসি ॥ ১৬ ॥

ভ্রাতা তে স্তবলঃ শূরঃ সম্প্রাপ্তোহস্তি জিঘৃক্ষয়া ।

যুধাজিচ্ছ মহাবাহুঃ সাহায্যং কৰ্ত্তুমাগতঃ ॥ ১৭ ॥

মে স্ত্রীয়া মনো বশে নাস্তীত্যর্থঃ । তথা যথা তত্ৰাঃ কথ্যয়া অভিপ্রায়ন্তথৈব সুদর্শনো-
পানাহুতো ময়াত্র প্রাপ্তঃ । তেন জানামি নুনং কথ্যৈবায়মাহুত ইতি ॥ ১২ ॥

সুবাহবচনং শ্রুত্বা কেনাহুতস্ত্বং কিমর্থমত্রাগতোহসীত্যভিপ্রায়েণ সুদর্শনং পপ্রচ্ছুরি-
তাহ সম্পন্নভূভুজ ইতি । শিষ্টা ভূভুজ ইত্যর্থঃ ॥ ১৩—১৭ ॥

কাধাকে কহা প্রদান করিতে আপনার অভিলাষ হয়, তাহা আপনি প্রকাশ করিয়া
বলুন ॥ ১০ ॥

সুবাহু কহিলেন, আমার তনয়া মনে মনে সুদর্শনকে বরণ করিয়াছে, আমি বহুবান
বারণ করিয়াছিলাম, কিন্তু সে আমার বাক্য গ্রহণ করে নাই । আমি কি করিব, এক্ষণে
আমার কন্ডার মানস, তাহার বশীভূত নহে । এদিকে সুদর্শন অনিগমিত হইলেও একাকী
এখানে আগমন করিয়া নিরাকুল-চিত্তে অবস্থিতি করিতেছে ॥ ১১—১২ ॥

ব্যাস বলিলেন, অনন্তর, প্রধান প্রধান মহীপালগণ সকলেই সুদর্শনকে আহ্বান
করিলেন ; সুদর্শনও একাকী শাস্ত্রভাবে আগমন করিলে তাঁহার স্ত্রিত্ব ভাবে তাঁহাকে
জিজ্ঞাসা করিলেন, হে স্ত্রত ! তোমাকে কোন্ ব্যক্তি আহ্বান করিয়াছে ? তুমি অসহায়
হইয়া এই মহারাজগণের সমাজে আগমন করিয়াছ কেন ? ॥ ১৩—১৪ ॥ তোমার সৈন্য
নাই, সচিব নাই, সহায় নাই, সম্পত্তি নাই, আর তোমার কৈশব বিশেষরূপ বল দৃষ্ট
হইতেছে না, মতিমন্ ! তবে তুমি কেন একাকী এখানে আগমন করিয়াছ তাহা বিশেষ
করিয়া বল ॥ ১৫ ॥ এই রাজসমাজে সৈন্য সম্পন্ন মহাবল নরপতিগণ কন্ডার নিমিত্ত যুদ্ধার্থী

গচ্ছ বা তিষ্ঠ রাজেন্দ্র ! যাথা তথ্যমুদাহৃতম্ ।

ত্বয়ি সৈন্তবিহীনে চ যথেক্তং কুরু স্তত্রত ! ॥ ১৮ ॥

সুদর্শন উবাচ ।

ন বলং ন সহায়ো মে ন কোশো দুর্গসংশ্রয়ঃ ।

ন মিত্রাণি ন সৌহার্দী ন নৃপা রক্ষকা মম ॥ ১৯ ॥

অত্র স্বয়ংবরং শ্রুত্বা দ্রষ্টুকাম ইহাগতঃ ।

স্বপ্নে দেব্যা প্রেরিতোহস্মি ভগবত্যা ন সংশয়ঃ ॥ ২০ ॥

নানুচ্চিকীর্ষিতং মেহদ্য মামাহ জগদীশ্বরী ।

তয়া যদ্বিহিতং তচ্চ ভবিতাদ্য ন সংশয়ঃ ॥ ২১ ॥

ন শত্রুরস্তি সংসারে কোহপ্যত্র জগতীশ্বরঃ ! ।

সর্বত্র পশ্যতো মেহদ্য ভবানীং জগদম্বিকাম্ ॥ ২২ ॥

যঃ করিষ্যতি শত্রুত্বং ময়া সহ নৃপাশ্রজাঃ ! ।

শাস্তা তস্ম মহাবিদ্যা নাহং জানামি শত্রুতাম্ ॥ ২৩ ॥

ত্বয়ি সৈন্তবিহীনে দৃষ্টে সত্যস্মাভির্দ্রাবশাদ্ যাথা তথ্যমুদাহৃতম্ । যাথা তথ্যমুদাহৃতম্ । যাথা তথ্যমুদাহৃতম্ । যাথা তথ্যমুদাহৃতম্ ।

কেনাহুতঃ কিমর্থমাগতোহসীত্যন্তোত্তরমাহ অত্রৈতি । ন কেনাপ্যাহুতঃ কিন্তু ভগবতী-
প্রেরণায়ৈব স্বয়ংবরং দ্রষ্টুমাগতোহসীতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥

হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন, এখানে তুমি কি করিতে ইচ্ছা করিতেছ ? ॥ ১৮ ॥ তোমার
ভ্রাতাও বলশালী এবং শৌর্যবীৰ্য্য সম্পন্ন, সে কহা গ্রহণ লালসার এখানে উপস্থিত
হইয়াছে, মহাবাহু যুধাঞ্জিও তাহার সাহায্য করিবার নিমিত্ত এখানে আগমন করি-
য়াছেন ॥ ১৭ ॥ হে স্তত্রত ! তোমাকে সৈন্তবিহীন দেখিয়া, ঘেরুপ ঘটনা, তাহা আমরা
তোমার নিকট বলিলাম, এক্ষণে তুমি অস্ত্র যাও বা এইস্থানে থাক, তোমার বাহা অভি-
লাষ হয়, বিবেচনা পূর্বক সেইরূপ অনুষ্ঠান কর ॥ ১৮ ॥ সুদর্শন কহিলেন, আমার সৈন্ত,
সহায়, কোষ, দুর্গ, বহুবান্ধব অথবা রক্ষাকারক রাজা কেহই নাই ; এইস্থানে স্বয়ংবর
হইবে শ্রবণ করিয়া দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি, কিন্তু বিশেষ এক কথা
এই যে দেবী ভগবতী স্বপ্নযোগে আমাকে এখানে আসিবার নিমিত্ত আদেশ করিয়া-
ছেন, তৎকর্তৃক প্রেরিত হইয়াই আমি এখানে আগমন করিয়াছি তাহাতে কিছুমাত্র সংশয়
নাই ॥ ১৯—২০ ॥ এক্ষণে আমার অস্ত্র কোনও কার্যের অভিলাষ নাই, ভগবতী ভুবনেশ্বরী
আমাকে বাহা আদেশ করিয়াছেন, আমি তাহাই করিয়াছি । তিনি বাহা বিধান করিয়াছেন,
তাহাই অদ্য সংঘটিত হইবে সন্দেহ নাই ॥ ২১ ॥ হে মহীশ্বরগণ ! আমি জগদীশ্বরী লগ-
দম্বিকা ভগবতী ভবানীকে সর্বত্রই দর্শন করিতেছি, অতএব এই জগতীতলে আমার

যদ্ভাবি তদ্বৈ ভবিতা নানুথা নৃপসত্তমাঃ ! ।

কা চিন্তা হ্রজ্জ কৰ্ত্তব্য্য দৈবাবীনোহস্মি সৰ্ব্বদা ॥ ২৪ ॥

দেবভূতমনুষ্যেযু সৰ্ব্বভূতেষু সৰ্ব্বদা ।

সৰ্বেষাং তৎকৃত্য শক্তির্মানুথা নৃপসত্তমাঃ ! ॥ ২৫ ॥

সা যং চিকীৰ্ষতে ভূপং তং কৰোতি নৃপাধিপাঃ ! ।

নির্জনং বা নরং কামং কা চিন্তা বৈ তদা মম ॥ ২৬ ॥

তাম্বতে পরমাং শক্তিং ব্রহ্মবিষ্ণুহরাদয়ঃ ।

ন শক্তাঃ স্পন্দিতুং দেবাঃ কা চিন্তা মে তদা নৃপাঃ ! ॥ ২৭ ॥

অশক্তো বা সশক্তো বা যাদৃশস্তাদৃশস্ত্বহম্ ।

তদাজ্জয়া নৃপাদৈব সম্প্রাপ্তোহস্মি স্বয়ংবরে ॥ ২৮ ॥

সা যদিচ্ছতি তৎ কুর্য্যাম্ম কিং চিন্তনেন বৈ ।

নাভ্র শক্কা প্রকৰ্ত্তব্য্য সত্যমেতদব্রবীম্যহম্ ॥ ২৯ ॥

কিং স্বং কৰ্ত্তুমিচ্ছেদীত্যন্তোত্তরমাহ নাভ্রদ্বিতি । মাং অগদীশ্বরী যদাহ স্বয়া তত্র গন্তব্য-
মিতি তস্মান্ভবাক্যপরিপালনাদন্তমম চিকীৰ্ষিতং নাস্ত্যেব । যুদ্ধং ভবিষ্যতি তদা তব কাব-
স্থেতি চেত্তদ্রাহ তয়েতি ॥ ২১—২৬ ॥

তাম্বতে ইতি । তদ্বক্তং স্তবসংহিতায়াং যজ্ঞবৈভবখণ্ডে ত্রয়োদশাধ্যায়ে । যন্ত ব্রহ্মত্বমা-
গ্নঃ শিবো যো মুনিসত্তমাঃ । সা তস্তাপি ভবেচ্ছক্তিস্তয়া হীনো নিরর্থকঃ । যন্ত বিষ্ণুত্বমা-

কেহই শক্ত নাই তবে যে ব্যক্তি আমার সহিত শক্ততায় প্রবৃত্ত হইবে, মহাবিদ্যা মহামায়া
তাহাকে উপযুক্ত শক্তি প্রদান করিবেন; শক্ততা কাহাকে বলে আমিও অবগত
নহি ॥২২-২৩॥ হে নৃপসত্তমগণ! বাহা ভবিতব্য তাহা অবশ্যই ঘটবে, কদাচই অস্তথা হইবে
না আমি সৰ্ব্বদাই দৈবের অধীন রহিয়াছি, অতএব এ বিষয়ে চিন্তা করিয়া কি ফলোদয়
হইবে? ॥ ২৪ ॥ নৃপবরগণ! কি দেবতা, কি ভূতযোনি, কি মনুষ্য সকল প্রাণীতেই দেবী-
মত্ত শক্তি বিদ্যমান আছে, কদাচই তাহার অস্তথা হয় না ॥২৫॥ রাজেন্দ্রগণ! তিনি বাহাকে
ইচ্ছা করেন, তাহাকেই ভূপতি, ধনপতি বা নির্ধন করিয়া থাকেন, তবে তাহাতে আমার
চিন্তার বিষয় কি? ॥২৬॥ যখন সেই পরাশক্তি ব্যতিরেকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শঙ্কু প্রভৃতি দেবতা-
গণও নড়িতে চড়িতে সমর্থ নহেন, তবে তাহাতে আমার চিন্তার বিষয় কি আছে? ॥ ২৭ ॥
নৃপগণ! আমি অশক্তই হই, অথবা শক্তই হই, কিংবা একজন সামান্য ব্যক্তিই হই আমি
সেই দেবী ভগবতীর আদেশে এই স্বয়ংবর সভায় আগমন করিয়াছি ॥ ২৮ ॥ তিনি বাহা
ইচ্ছা করিতেছেন তাহাই করিবেন আমার সে চিন্তায় প্রয়োজন নাই। হে মহাভাগগণ!
আপনারা এ বিষয়ে কোনও আশঙ্কা করিবেন না, আমি আপনাদিগকে সত্য কথাই

জয়ে পরাজয়ে লজ্জা ন মেহত্ৰাণুপি পার্থিবাঃ ।।

ভগবত্যাস্ত লজ্জান্তি তদধীনোহস্মি সৰ্বদা ॥ ৩০ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি তস্ম তদাকৰ্ণ্য বচনং রাজসন্তমাঃ ।

উচুঃ পরস্পরং প্রেক্ষ্য নিশ্চয়জ্ঞা নরাধিপাঃ ॥ ৩১ ॥

সত্যযুক্তং ত্বয়া সাধো ! ন মিথ্যা কৰ্হিচিদ্ভুযেৎ ।

তথাপ্যুজ্জয়নীনাথস্তাং হস্তং পরিকাঙ্কতি ॥ ৩২ ॥

ত্বৎকৃতেন দয়াদিক্টাস্তাং ব্রবীমো মহামতে ! ।

যদ্যুক্তং তদ্বয়া কার্য্যং বিচার্য্য মনসানঘ ! ॥ ৩৩ ॥

সুদর্শন উবাচ ।

সত্যযুক্তং ভবন্তিষ্ঠ রূপাবন্তিঃ সুহৃজ্জনৈঃ ।

কিং ব্রবীমি পুনর্বাচ্যমুক্তা নৃপতিসত্তমাঃ ॥ ৩৪ ॥

ন যুতুঃ কেনচিদ্ভাব্যঃ কশ্চচিদ্বা কদাচন ।

দৈবাধীনমিদং সৰ্ব্বং জগৎ স্বাবরজঙ্গমম্ ॥ ৩৫ ॥

পয়ঃ শিবো যো মুনিসত্তমাঃ । সা তস্তাপি ভবেচ্ছক্তিস্তয়া হীনো নিরর্থকঃ । যন্ত রক্তত্বমাপয়ঃ
শিবো যো মুনিসত্তমাঃ । সা তস্তাপি ভবেচ্ছক্তিস্তয়া হীনো নিরর্থক ইতি ॥ ২৭—৩২ ॥

ত্বৎকৃতেন স্বদাচরণেন দয়াদিষ্টাঃ প্রেরিতাঃ তদ্বাৰাং বয়ং ব্রবীমো ব্রূমো নাত্মপে-
তার্থঃ ॥ ৩৩—৩৬ ॥

কহিলাম । জয় বা পরাজয় বিষয়ে আমার অনুমাত্রও লজ্জা নাই ; কারণ, আমি সৰ্বদাই
সেই ভগবতীর অধীন, অতএব তদ্বিষয়ের যে লজ্জা, তাহা তাঁহারই আছে ॥ ২৯-৩০ ॥

ব্যাস বলিলেন, নরপতিগণ তাঁহার সেইরূপ বচন শ্রবণ করিয়া এবং ভগবতীর প্রতি
তাঁহার স্থির নিশ্চয়তা জানিয়া পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া সুদর্শনকে কহিতে লাগি-
লেন, সাধো ! তুমি যাহা কহিয়াছ, তাহা সত্য, কদাচই মিথ্যা নহে, তথাপি উজ্জয়িনীপতি
বৃধাজিৎ, তোমাকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন ॥ ৩১—৩২ ॥ হে বুদ্ধিমন্ ! তোমার
শরীরে যে পাপের লেশ মাত্র নাই তাহা আমরা জানিয়াছি ; তোমার নিমিত্ত আমাদের
মানসে দয়ার উদ্রেক হইয়াছিল, সেই হেতু তোমাকে এই বিষয় জানাইলাম, এক্ষণে
মনে মনে তদ্বিষয়ের বিচার করিয়া যাহা যুক্তিযুক্ত হয় তাহাই কর ॥ ৩৩ ॥

সুদর্শন কহিলেন, আপনারা রূপানু ও সদাশয়, আপনারা বাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য,
আমি বাণক হইয়া আপনাদিগকে আর কি বলিব ? ॥ ৩৪ ॥ নৃপবরগণ ! কোনও ব্যক্তি
কখন কাহারও মৃত্যু ঘটাইতে সমর্থ হয় না, এই স্বাবর-জঙ্গমাক্ক সমস্ত জগৎই দৈবের

স্ববশোহয়ং ন জীবোহস্তি স্বকর্ষবশগঃ সদা ।
 তৎ কৰ্ম ত্রিবিধং প্রোক্তং বিদ্বন্তিস্তদ্বদর্শিভিঃ ॥ ৩৬ ॥
 সঞ্চিতং বর্তমানঞ্চ প্রারব্ধঞ্চ তৃতীয়কম্ ।
 কালকৰ্ম্মস্বভাবৈশ্চ ততঃ সৰ্বমিদং জগৎ ॥ ৩৭ ॥
 ন দেবো মানুষং হস্তং শক্তঃ কালাগমং বিনা ।
 হতং মিমিত্তমাত্রেণ হস্তি কালঃ সনাতনঃ ॥ ৩৮ ॥
 যথা পিতা মে নিহতঃ সিংহেনামিত্রকর্ষণঃ ।
 তথা মাতামহোহপ্যেবং যুদ্ধে যুধাজিতা হতঃ ॥ ৩৯ ॥
 যত্নকোটিং প্রকুর্বাণো হনুতে দৈবযোগতঃ ।
 জীবৈর্দ্বর্ষসহস্রাণি রক্ষণেন বিনা নরঃ ॥ ৪০ ॥
 নাহং বিভেমি ধর্ম্মিষ্ঠাঃ কদাচিচ্চ যুধাজিতঃ ।
 দৈবমেব পরং মদ্বা হুস্থিতোহস্মি সদা নৃপাঃ ! ॥ ৪১ ॥
 স্মরণং সততং নিত্যং ভগবত্যাঃ করোম্যহম্ ।
 বিশ্বস্ত জননী দেবী কল্যাণং সা করিষ্যতি ॥ ৪২ ॥
 পূর্ব্বার্জিতং হি ভোক্তব্যং শুভং বাপ্যশুভং তথা ।
 স্বকৃতস্ত চ ভোগেন কীদৃক্ শোকো বিজানতাম্ ॥ ৪৩ ॥

ন কেবলং কৰ্ম্মবশগঃ কিন্তু কালকৰ্ম্মস্বভাববশগশ্চেত্যাহ কালেতি । স্বভাবো মূলভূতা
 প্রকৃতিঃ । ততঃ ব্যাপ্তং তদ্বশগমিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

তদেবোপপাদয়তি ন দেব ইতি ॥ ৩৮—৪৩ ॥

অধীন ॥ ৩৫ ॥ জীবগণের মধ্যে কেহই নিজবশে অবস্থিত নহে, সকলে সর্বদাই নিজ নিজ
 কৰ্ম্মের বশবর্তী । তদ্বদর্শী পণ্ডিতগণ কহেন, সঞ্চিত, বর্তমান ও প্রারব্ধভেদে কৰ্ম্ম তিন
 প্রকার ; এই অখিল জগৎ, কাল কৰ্ম্ম ও স্বভাব কর্তৃক বিস্তারিত রহিয়াছে, সময় উপস্থিত
 না হইলে দেবতারও যথুধ্যাদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ হন না ; জীবগণ কোনও নিমিত্ত-
 কারণ দ্বারা নিহত হয়, কিন্তু সনাতন কালই তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া থাকেন ॥ ৩৬-৩৮ ॥
 সেইরূপে আমার পিতা শত্রুগণের সংহারক হইলেও সিংহ দ্বারা এবং মাতামহ যুধাজিতের
 দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইয়াছেন ॥ ৩৯ ॥ জীবগণ জীবনের জন্ত কোটি কোটি যত্ন করিলেও
 মহা দৈবযোগে নিহত হয় এবং কেহ রক্ষা না করিলেও দৈবযোগে সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত
 জীবিত থাকিতে পারে সন্দেহ নাই ॥ ৪০ ॥ হে পরম ধার্ম্মিক নরপতিগণ ! আমি যুধাজিৎ হইতে
 কদাচিৎ ভয় করি না, দৈবকেই প্রধান মানিয়া সর্বদা হুস্থির চিত্তে অবস্থিতি করিতেছি ॥ ৪১ ॥
 আমি নিত্য নিত্য সততই ভগবতীর স্মরণ করিয়া থাকি, যিনি বিশ্বসংসারের জননী সেই

স্বকৰ্মফলযোগেন প্রাপ্য দুঃখমচেতনঃ ।
 নিমিত্তকারণে বৈরং করোত্যল্লমতিঃ কিল ॥ ৪৪ ॥
 ন তথাহং বিজানামি বৈরং শোকং ভয়ং তথা ।
 নিঃশব্দমিহ সম্প্রাপ্তঃ সমাজে ভূভূতামিহ ॥ ৪৫ ॥
 একাকী দ্রষ্টুকামোহং স্বয়ংবরমমৃতমম্ ।
 ভবিষ্যতি চ যন্তাব্যং প্রাপ্তোহগ্নি চণ্ডিকাজ্জয়া ॥ ৪৬ ॥
 ভগবত্যাঃ প্রমাণং মে নান্যং জানামি সংযতঃ ।
 তৎকৃতঞ্চ স্ত্বং দুঃখং ভবিষ্যতি চ নান্যথা ॥ ৪৭ ॥
 যুধাজিৎ স্ত্বমাপ্নোতু ন মে বৈরং নৃপোত্তমাঃ ।।
 যঃ করিষ্যতি মে বৈরং স প্রাপ্স্যতি ফলং তথা ॥ ৪৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্তান্তে তথা তেন সন্তুষ্টা ভূভুজঃ স্থিতাঃ ।
 মোহপি স্বমাজ্জমং প্রাপ্য স্ত্বস্থিতঃ সম্ভব হ ॥ ৪৯ ॥
 অপরেহহি শুভে কালে নৃপাঃ সংমন্ত্রিতাঃ কিল ।
 স্রবাহুনা নৃপেণাথ রুচিরে বৈ স্বমণ্ডপে ॥ ৫০ ॥

অচেতনো বুদ্ধিরহিতো মূঢ়ঃ । নিমিত্তকারণে দুঃখস্তেত্যর্থঃ ॥ ৪৪—৪৫ ॥
 একাকীত্যাदि পূৰ্ণাশ্রয়ি ॥ ৪৬ ॥
 ভগবত্যা বাক্যমিতি শেষঃ ॥ ৪৭—৫২ ॥

দেবাই আমার কল্যাণ বিধান করিবেন ॥ ৪২ ॥ দেখ, শুভই হউক আর অন্তই হউক,
 পূৰ্ণার্জিত নিজকৰ্ম্ম অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে, নিজ নিজ কৃতকৰ্ম্ম অবশ্যই ভোক্তব্য, যে
 ব্যক্তি ইহা জানিতে পারেন সে ব্যক্তি আর শোক করিবেন কেন ? ॥ ৪৩ ॥ মোহাজ্ঞান
 অল্পমতি মানবগণ নিজকৃত কৰ্ম্মযোগে দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া সামান্ত কারণেই শত্রুতা করিয়া
 থাকে ॥ ৪৪ ॥ আমি সেরূপ শত্রুতাজ্ঞানিত শোক বা ভয় কিছুই জানি না; আমি নিঃশব্দটিতে
 এই ভূপতিগণের সভামধ্যে উপস্থিত হইয়াছি ॥ ৪৫ ॥ আমি চণ্ডিকার আজ্ঞায় এই অত্যাধম
 স্বয়ংবর দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি; যাঁহা ভবিষ্যৎ, তাঁহা অবশ্যই সংঘটিত
 হইবে ॥ ৪৬ ॥ ভগবতীর বাক্যই আমার প্রমাণ, আমি অস্ত কিছুই জানি না, একান্ত মনে
 তাঁহাকেই জানি; তিনি যেৰূপ স্ত্ব দুঃখের বিধান করিয়াছেন কৰ্ম্মাচই। তাঁহার অস্তথা
 হইবে না ॥ ৪৭ ॥ রাজগণ! যুধাজিৎ স্ত্বলাভ করুন, তাঁহার প্রতি আমার বৈরভাব নাই,
 যিনি আমার প্রতি শত্রুতাচরণ করিবেন তিনি অবশ্যই তাঁহার ফল প্রাপ্ত হইবেন সন্দেহ
 নাই ॥ ৪৮ ॥

দিব্যাস্তরগণযুগ্মেষু মণ্ডেষু রচিতেষু চ ।

উপবিশাশ্চ রাজানঃ শুভাস্করগৈর্যুতাঃ ॥ ৫১ ॥

দিব্যবেশধরাঃ কামিং বিমানেষু মরা ইব ।

দীপ্যমানাঃ স্থিতাস্তত্র স্বয়ংবরদিদৃক্ষয়া ॥ ৫২ ॥

ইতি চিন্তাপরাঃ সর্বের্ কদা সাপ্যাগমিষ্যতি ।

ভাগ্যবন্তং নৃপশ্রেষ্ঠং শ্রুতপুণ্যং বরিষ্যতি ॥ ৫৩ ॥

যদি সূদর্শনং দৈবাং অজা সঙ্ঘুষয়েদিহ ।

বিবাদো বৈ নৃপাণাঞ্চ ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৪ ॥

ইত্যেবং চিন্ত্যমানাস্তে ভূপা মণ্ডেষু সংস্থিতাঃ ।

বাদিত্রযোষঃ স্মহানুস্থিতো নৃপমণ্ডপে ॥ ৫৫ ॥

অথ কাশিপতিঃ গ্রাহ স্ততাং স্নাতাং স্নলঙ্কতাম্ ।

মধুকমালাসংযুক্তাং ক্ষৌমবাসোবিভূষিতাম্ ॥ ৫৬ ॥

বিবাহোপস্করৈর্যুতাং দিব্যাং সিন্ধুস্নতোপমাম্ ।

চিন্তাপরাং স্ববসনং স্নিতপূর্ব্বমিদং বচঃ ॥ ৫৭ ॥

শ্রুতপুণ্যং কং বরিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৫৩—৫৬ ॥

সিন্ধুস্নতা লক্ষ্মীঃ । চিন্তাপরাং ভগবতীধানপরাম্ ॥ ৫৭—৬১ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! সূদর্শন এইরূপ कहিলে পর নরপতিগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া সেই স্থানেই অবস্থিত রহিলেন, সূদর্শনও আপন আশ্রমে গমন করিয়া স্থিরচিন্তে অবস্থিত করিতে লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥ পরদিন নরপতি সুবাহ সমস্ত সমাগত নৃপতিগণকেই স্বয়ংবর সভায় নিজ নিজ মনোহর মণ্ডপে আহ্বান করিলেন ॥ ৫০ ॥ অনন্তর রাজগণ মনোহর অলঙ্কারসমূহে সুশোভিত হইয়া সুরচিত দিব্য আস্তরণ পরিশোভিত মণ্ডপের উপবেশন করিলেন ॥ ৫১ ॥ তখন তথায় তাঁহারা দিব্য বেশধারী বিমান স্থিত অমর বৃন্দের স্তায় রত্ন-সমূহের সমুজ্জ্বল প্রভাজালে দীপ্যমান হইয়া স্বয়ংবর দর্শনাভিলাষে অবস্থিত করিতে লাগিলেন ॥ ৫২ ॥ সকলেই চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কখন সেই রাজবালা আগমন করিয়া কোন্ ভাগ্যবান্ ও পুণ্যবান্ ব্যক্তিকে বরণ করিবে ॥ ৫৩ ॥ এই স্বয়ংবর সভায় বহি দেববশে সূদর্শনকে মায়া প্রদান করে তাহা হইলে অবশ্যই নৃপতিগণের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইবে, সন্দেহ নাই ॥ ৫৪ ॥ এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ভূপগণ মণ্ডপের উপবিষ্ট রহিয়াছেন, এমন সময়ে সেই নৃপতিগণের সভামণ্ডপে স্মহৎ বাদিত্র নির্ঘোষ সমুদিত হইল ॥ ৫৫ ॥ অনন্তর কাশিপতি সুবাহ, কস্তুর সন্নিধানে গমন করিয়া দেখিলেন যে শশিকলা স্থান করিয়া পটবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক বিবিধ অলঙ্কারে ও মধুকমালা

উত্তিষ্ঠ পুত্রি ! স্ননসে ! করে ধৃষ্টা শুভাং ব্রজম্ ।
 ব্রজ মণ্ডপমধ্যেহ্য সমাজং পশ্য ভূভুজাম্ ॥ ৫৮ ॥
 গুণবান্ রূপসম্পন্নঃ কুলীনশ্চ নৃপোত্তমঃ ।
 তব চিত্তে বসেদ্যন্ত তং বৃণুষ স্নমধ্যমে ! ॥ ৫৯ ॥
 দেশদেশাধিপাঃ সর্বের মঞ্চেষু রচিতেষু চ ।
 সংবিষ্টাঃ পশ্য তদ্বজ্রি ! বরয়স্ব যথারুচি ॥ ৬০ ॥
 ব্যাস উবাচ ।

তং তথা ভাষমাণং বৈ পিতরং মিতভাষিণী ।
 উবাচ বচনং বালা ললিতং ধর্মসংযুতম্ ॥ ৬১ ॥
 শশিকলোবাচ ।

নাহং দৃষ্টিপথে রাজ্ঞাং গমিষ্যামি পিতঃ ! কিল ।
 কামুকানাং নরেশানাং গচ্ছন্ত্যন্যাস্চ যোষিতঃ ॥ ৬২ ॥
 ধর্মশাস্ত্রে শ্রুতং তাত ! ময়েদং বচনং কিল ।
 এক এব বরো নার্যা নিরীক্ষ্যঃ স্মান চাপরং ॥ ৬৩ ॥
 সতীত্বং নির্গতং তস্থা যা প্রযাতি বহুনথ ।
 সঙ্কল্পয়ন্তি তে সর্বের দৃষ্টা মে ভবতাদিতি ॥ ৬৪ ॥

অস্তা ব্যভিচারিণ্যঃ ॥ ৬২—৬৩ ॥

সুশোভিত এবং সমস্ত বিবাহ সম্ভ্রায় সম্ভ্রিত হইয়া সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর স্থায় শোভা পাইতে-
 ছেন। নৃপতি, ক্ষৌমবসনে বিভূষিত তনয়ারে চিন্তাতুরা নিরীক্ষণ করিয়া ঈষৎ হাস্তের
 সহিত কহিলেন, বৎসে ! উঠ উঠ, করকমলে সুশোভন মালা ধারণ করিয়া মণ্ডপ মধ্যে
 গমন পূর্ব্বক রাজগণের সমাজ অবলোকন কর ॥ ৫৮—৫৯ ॥ তদ্বজ্রি ! গুণবান্, রূপবান্ ও
 আভিজাত্যসম্পন্ন যে নৃপসন্তম, তোমার মনোমন্দিরে বাস করিতেছেন, তুমি তাহাকেই
 বরণ কর ॥ ৫৯ ॥ হে শোভনাদ্রি ! দেশদেশান্তরের অধিরাজগণ সুরচিত মঞ্চোপরি উপবিষ্ট
 রহিয়াছেন, তুমি যাইয়া তাঁহাদিগকে দর্শন কর এবং বাহাকে তোমার অভিক্রটি হয়
 তাঁহাকেই বরমালা প্রদান কর ॥ ৬০ ॥

ব্যাস বলিলেন, সুবাহ এইরূপ বলিলে পর মিতভাষিণী শশিকলা তাহাকে ধর্মসংযুক্ত
 সুললিত মনোহর মধুর বচন বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৬১ ॥ পিতঃ ! আমি কামুক নরপতি-
 গণের দৃষ্টিপথে গমন করিব না, তথায় আমার স্থায় রমণীগণ গমন করে না, ব্যভিচারিণী
 কামিনীরাই গমন করিয়া থাকে ॥ ৬২ ॥ পিতঃ ! আমি ধর্মশাস্ত্রে শ্রবণ করিয়াছি যে, নারীগণ

স্বয়ংবরে অজং ধ্বজা যদা গচ্ছতি মণ্ডপে ।
 সামান্য্য সা তদা জাতা কুলটেবাপরা বধুঃ ॥ ৬৫ ॥
 বারজী বিপণে গজা যথা বীক্ষ্য নরান্ স্থিতান্ ।
 গুণাগুণপরিজ্ঞানং কৰোতি নিজমানসে ॥ ৬৬ ॥
 নৈকভাবা যথা বেষ্টা যথা পশ্চতি কামুকম্ ।
 তথাহং মণ্ডপে গজা কুর্বে বারজিয়া কৃতম্ ॥ ৬৭ ॥
 বৃদ্ধৈরেতৈঃ কৃতং ধৰ্ম্মং ন করিষ্যামি সাম্প্রতম্ ।
 পত্নীভ্রতং তথা কামং চরিষ্যেহহং ধৃতব্রতা ॥ ৬৮ ॥
 সামান্য্য প্রথমং গজা কৃত্বা সঙ্কলিতং বহু ।
 ব্রূণোতি চৈকং তদ্বদৈ ব্রূণোমি কথমদ্য বৈ ॥ ৬৯ ॥
 স্নদর্শনো ময়া পূৰ্ব্বং বৃতঃ সৰ্ব্বাত্মনা পিতঃ ! ।
 তস্মতে নান্যথা কৰ্ত্তুমিচ্ছামি নৃপসত্তম ! ॥ ৭০ ॥

সঙ্কলয়ন্তীতি । সাং দৃষ্টেয়ং মে ভবতাদিতি তে সঙ্কলয়ন্তি । ভবতাদিত্যাশীর্গোটি
 তাতঙ ॥ ৬৪—৬৬ ॥

কুর্বে ইতি । বারজিয়া কৃতং কথং কুর্বে ইত্যর্থঃ ॥ ৬৭ ॥

নহ বৃদ্ধসম্প্রদায় এবমেবাস্তি স চ ত্রয়াপ্যাশ্রয়ীয় ইতি চেত্তত্রাহ বৃদ্ধৈরিতি ॥ ৬৮ ॥

একমাত্র বরকেই নিরীক্ষণ করিবেন অপরকে নিরীক্ষণ করিবেন না ॥ ৬৩ ॥ যে নারী
 বহুজনের নিকট গমন করে তাহাকে সকলেই “আমার হউক” বলিয়া সঙ্কল্প করিয়া
 থাকে, তাহাতে তাহার সতীত্ব বিদূরিত হইয়া যায় ॥ ৬৪ ॥ বরাধিনী রমণী যখন বরমালা ধারণ
 করিয়া স্বয়ংবর সভায় রাজমণ্ডপে গমন করে, তখন সে কুলটার ভ্রায় সামান্য বধু হইয়া
 থাকে । যেমন বারবধু বিপণি স্থানে গমন পূৰ্ব্বক বহুতর নরগণকে নিরীক্ষণ করিয়া নিজ
 মানসে গুণাগুণ পরিজ্ঞান করে, স্বয়ংবরগামিনী রমণীকেও সেইরূপ করিতে হয় ॥ ৬৫—৬৬ ॥
 বেষ্টা যেমন একজনেরও প্রতি বদ্ধভাব না হইয়া কামুক জনগণকে নিরন্তর অবলোকন
 করে, আমি রাজগণের সভামণ্ডপে গমন করিয়া বারবনিতার ভ্রায় সেইরূপ কার্য্য কিরূপে
 সম্পাদন করিব ? ॥ ৬৭ ॥ বৃদ্ধগণ ধর্ম্মের এইরূপ অহুমোদন করিলেও আমি এক্ষণে তাহার
 অহমরণ করিব না, আমি পাত্তিব্রত্য ধারণ পূৰ্ব্বক উত্তমরূপে পত্নীভ্রতের আচরণ করিব ॥ ৬৮ ॥
 সামান্য রমণী যেমন প্রথমে গমন পূৰ্ব্বক বহুতর ব্যক্তিকে সংকল্প করিয়া পরে এক
 ব্যক্তিকে বরণ করে আমি কদাচই সেইরূপ করিতে পারিব না ॥ ৬৯ ॥ পিতঃ ! আমি
 প্রথমেই কায়মনো বাক্যে স্নদর্শনকে বরণ করিয়াছি ; তাহাকে ছাড়িয়া অন্য ব্যক্তিকে বরণ
 করিয়া তাহার অন্তথা করিতে কোনমতেই আমার ইচ্ছা নাই ॥ ৭০ ॥ হে নৃপসত্তম ! যদি

বিবাহবিধিনা দেহি কন্যাদানং শুভে দিনে ।

সুদর্শনায় নৃপতে । যদীচ্ছসি শুভং মম ॥ ৭১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং রাজাং
পরম্পরসংবাদকথনপুৰ্ব্বকং কল্পায়া বোধবৰ্ণনং নাম বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

তত্র দৌষমাহ সামান্ত্রেতি । যথা কাচিং সামান্ত্রা জী প্রথমং সভায়াং গতা মনসি বহু-
পুরুষসংস্রঃ সঙ্কলিতঃ কৃত্বা পশ্চাৎ স্বভাগো লিখিতমেকমেব বৃণোতি তথা সামান্ত্রাবৎ কথ-
মদ্য পুরুষঃ বৃণোম্যহং পতিব্রতা সতীত্যর্থঃ ॥ ৬৯—৭১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

আপনি আমার কল্যাণ চিন্তা করেন, তবে শুভদিনে শুভলগ্নে বিবাহের বিধান অমুসারে
সুদর্শনকে কল্পা প্রদান করুন ॥ ৭১ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-
ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে স্বয়ংবর সভায় রাজগণের পরম্পর
কথোপকথন নামক বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥



একবিংশোধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

সুবাহুরপি তচ্ছ্রদ্ধা যুক্তযুক্তং তয়া তদা ।
চিন্তাবিষ্টো বভূবাসু কিং কৰ্ত্তব্যমিতঃ পরম্ ॥ ১ ॥
সঙ্গতাঃ পৃথিবীপালাঃ সৈন্যশঃ সপরিগ্রহাঃ ।
উপবিষ্টাশ্চ মঞ্চেষু যোদ্ধু কামাঃ মহাবলাঃ ॥ ২ ॥
যদি ব্রবীমি তান্ সৰ্ব্বান্ হুতা নায়াতি সাম্প্রতম্ ।
তথাপি কোপসংযুক্তা হনু্যর্মাং দুষ্কবুদ্ধয়ঃ ॥ ৩ ॥
ন মে সৈন্যবলং তাদৃগ্গ্ণ হুর্গবলমদুতম্ ।
যেনাহং নৃপতীন্ সৰ্ব্বান্ প্রত্যাদেফুমিহোৎসহে ॥ ৪ ॥
সুদর্শনস্তথৈকাকী হসহায়োহধনঃ শিশুঃ ।
কিং কৰ্ত্তব্যং নিমগ্নোহহং সৰ্ব্বথা দুঃখসাগরে ॥ ৫ ॥
ইতিচিন্তাপরো রাজা জগাম নৃপসম্মিধৌ ।
প্রণম্য তানুবাচাথ প্রশ্রয়াবনতো নৃপঃ ॥ ৬ ॥

অর্দ্ধাধিকৈঃ বষ্টপদৈরাজাং কোলাহলে সতি ।

কন্তায়াঃ সন্দভৌ রাজা স্থিত ইত্যেতদুচ্যতে ॥

কন্তাবাক্যান্তরং চিন্তাগ্রস্তো রাজা যচ্চকার তদুচ্যতে সুবাহুরপীতি । কন্তয়া তু সম্য-
শুভ্রং পরন্তু ময়া কিং কৰ্ত্তব্যমিতি চিন্তাবিষ্টো বভূবেত্যর্থঃ ॥ ১—২ ॥

নায়াতীতি । ইতীতি শেষঃ ॥ ৩ ॥

প্রত্যাদেফুং প্রত্যাখ্যাতুং ॥ ৪—৬ ॥

বাস বলিলেন, কাশীরাজ সুবাহু স্বীয় কন্তা শশিকলার যুক্তযুক্ত বচন পরম্পরা শ্রবণ
করিয়া এখন শীঘ্র কি কৰ্ত্তব্য এই বিষয়ে অত্যন্ত চিন্তাধিত হইলেন ॥ ১ ॥ পরাক্রান্ত ভূপাল
সকল যুদ্ধ কামনায সৈন্য সমূহ সঙ্গে করিয়া নিজ নিজ অমুচরগণের সহিত এখানে আগমন
পূৰ্ণক স্বয়ংবর মঞ্চ উপবিষ্ট রহিয়াছেন, এখন যদি আমি তাহাদিগকে বলি যে মদীয়
তনয়া শশিকলা স্বয়ংবর সভায় আসিতেছে না, তাহা হইলে সেই দুৰ্ব্বুদ্ধি ভূপালগণ ক্রোধাক্ত
হইয়া আমাকে বিনাশ করিবে ॥ ২—৩ ॥ আমার তাদৃগ্গ্ণ সৈন্যবল স্তম্ভবা হুর্গবল নাই যে
তাহার উপর নির্ভর করিয়া এই নৃপতিগণের বাক্য অস্বীকার করত তাহাদিগকে দূরীভূত
করিতে সমর্থ হইব ॥ ৪ ॥ সুদর্শনও একাকী, অসহায়, নির্ধন ও বালক, এখন আমার কৰ্ত্তব্য

* অষ্টকামাঃ ইতি বা পাঠঃ ।

কিং কৰ্তব্যং নৃপাঃ কামং নৈতি মে মণ্ডপে সূতা ।
 বহুশঃ প্রের্যমাণাপি সা মাত্ৰাপি ময়াপি চ ॥ ৭ ॥
 মুক্খা পতামি পাদেষু রাজ্ঞাং দাসোহস্মি সাস্প্রতম্ ।
 পূজাদিকং গৃহীত্বাদ্য ব্রজস্তু সদনানি বঃ ॥ ৮ ॥
 দদামি বহুরত্নানি বস্ত্রাণি চ গজান্ রথান্ ।
 গৃহীত্বাদ্য কৃপাং কৃত্বা ব্রজস্তু ভবনানু্যত ॥ ৯ ॥
 ন বশে মে সূতা বাল্য যদি ত্রিয়েত খেদিতা ।
 তদা মে শ্রান্মহদুঃখং তেন চিন্তাতুরোহস্যাহম্ ॥ ১০ ॥
 ভবন্তুঃ করুণাবন্তো মহাভাগ্য মহৌজসঃ ।
 কিমেতয়া চ্ছিত্রা মে মন্দয়া চ্ছুৰ্বিনীতয়া ॥ ১১ ॥
 অনুগ্রাহোহস্মি বঃ কামং দাসোহহমিতি সৰ্ব্বথা ।
 সূতা সূতেব মন্তব্যা ভবন্তিঃ সৰ্ব্বথা মম ॥ ১২ ॥
 ব্যাস উবাচ ।

শ্রুত্বা স্ৰবাহবচনং নোচুঃ কেচন ভূমিপাঃ ।
 সুধাজিৎ ক্রোধতাত্ৰাক্ষন্তগুবাচ রুমাবিতঃ ॥ ১৩ ॥

মাত্ৰা জনস্তা ॥ ৭ ॥

বঃ সদনানি যুগং ব্রজিত্যর্থঃ ॥ ৮—৯ ॥

খেদিতা তাদ্ভিতা সতী যদি ত্রিয়েতেত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

কি ? হায় ! আমি এক্ষণে দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইলাম ॥ ৫ ॥ এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে
 নরপতি স্ৰবাহ বিনয়বনত হইয়া রাজগণের নিকট গমন পূৰ্ব্বক প্রণাম করিয়া বলিতে
 আরম্ভ করিলেন ॥ ৬ ॥ ভূপতিগণ ! আমি এখন কি করি ? আমি এবং তাহার জননী বহবার
 স্মরণে সত্য আসিতে বলিলেও আমার কত্যা আসিতে সম্মত হইতেছে না ॥ ৭ ॥ আমি
 আপনাদিগের দাস আপনাদের চরণতলে উত্তমাক্ষ নিপাতিত করিয়া প্রার্থনা করিতেছি,
 এক্ষণে পূজাদি গ্রহণ পূৰ্ব্বক আপনারা নিজ নিজ ভবনে গমন করুন । আমি বহুতর
 রত্ন, বস্ত্র, গজ ও রথ প্রদান করিতেছি গ্রহণ পূৰ্ব্বক কৃপাপরতন্ত্র হইয়া গৃহে গমন
 করুন ॥ ৮—৯ ॥ আমার তনয়া এখন বালিকা, তাহাকে তাড়না করিলে যদি প্রাণ পরি-
 ত্যাগ করে তাহা হইলে আমার আতান্তিক দুঃখ হইবে এই নিমিত্তই আমি অত্যন্ত
 চিন্তাতুর হইতেছি ॥ ১০ ॥ আপনারা সৌভাগ্যশালী, তেজস্বী ও করুণাবান, আমার এই
 দুৰ্ব্বিনীত মনভাগ্য কত্যা গ্রহণে আপনাদের প্রয়োজন কি ? ॥ ১১ ॥ আমি আপনাদিগের
 দাঁস, অতএব আমার প্রতি করুণা প্রকাশ এবং আমার কত্যা কে আপনাদিগের তনয়ার
 জায়গানে করা একান্তই কৰ্তব্য ॥ ১২ ॥

রাজমুখোহসি কিং ব্রুবে কৃত্বা কার্য্যং হুনিদিতম্ ।
 স্বয়ংররঃ কথং মোহাদ্রুচিতঃ সংশয়ে সতি ॥ ১৪ ॥
 মিলিতা ভুভুজঃ সর্বৈ স্বয়্যাহুতাঃ স্বয়ংবরে ।
 কথমদ্য নৃপা গন্তুং যোগ্যাশ্চে স্বগৃহান্ প্রতি ॥ ১৫ ॥
 অবমান্য নৃপান্ সর্বাংস্ত্বং কিং হুদর্শনায় বৈ ।
 দাতুমিচ্ছসি পুত্রীং কিমনার্য্যমতঃপরম্ ॥ ১৬ ॥
 বিচার্য্য পুরুষেণাদৌ কার্য্যং বৈ শুভমিচ্ছতা ।
 আরকব্যং ত্বয়া তত্ কৃতং রাজমজানতা ॥ ১৭ ॥
 এতান্ বিহায় নৃপতীন্ বলবাহনসংযুতান্ ।
 বরং হুদর্শনং কর্ত্ত্বং কথমিচ্ছসি সাম্প্রতম্ ॥ ১৮ ॥
 অহং ত্বাং হস্মি পাপিষ্ঠ ! তথা পশ্চাৎ হুদর্শনম্ ।
 দৌহিত্রাদ্য মে কত্যাং দাস্তামীতি বিনিশ্চয়ঃ ॥ ১৯ ॥

কিসেতয়েতি । এতয়া ছষ্টয়া মন্দভাগ্যয়া ভবতাং কিং ফলং ভবিষ্যতি যদধমেতাবানাগ্রাহো ভবন্তিঃ ক্রিয়তে ॥ ১১—১৫ ॥

অবমান্তি । পুত্রীং দাতুং কিমিচ্ছসি । যদীচ্ছসি তর্হি অতোহস্মাৎ পরমধিকমনার্য্যমগ্রাহ্যং কিমস্তি । মহানপরাধস্তব তদেতর্থঃ ॥ ১৬ ॥

বিচার্য্যেতি । শুভমিচ্ছতা পুরুষেণাদৌ কার্য্যং সাধ্যমসাধ্যং বেতি বিচার্য্য পশ্চাদারক্যম্ । ত্বয়া তু রাজমজানতা তং কার্য্যং কৃতমতঃ ফলং ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ১৭—১৮ ॥

বাস বলিলেন, অতঃপর বাক্য শ্রবণ করিয়া ভূপালগণ কেহ কিছুই বলিলেন না, কিন্তু যুধাম্বিন্ ক্রোধে লোহিতলোচন হইয়া রোষভরে কানীরাজকে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৩ ॥ রাজন ! তুমি নিতান্ত মূর্খ, অত্যন্ত নিদিত কর্ম করিয়া এখন কি বলিতেছ ; যদি তোমার সন্দেহ ছিল, তবে না বুঝিয়া মোহবশে স্বয়ংবর সভা রচনা করিলে কেন ? ॥ ১৪ ॥ তুমি আহ্বান করিয়াছ বলিয়া ভূপালগণ সকলেই স্বয়ংবর সভায় আসিয়া মিলিত হইয়াছেন, এখন তাঁহার কিরূপে নিজ নিজ ভবনে গমন করিতে পারেন ॥ ১৫ ॥ সমস্ত নরপতিগণের অবমাননা করিয়া তুমি কি হুদর্শনকে কৃত্যদান করিতে ইচ্ছা করিতেছ ? তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা অনার্য্য কার্য্য আর কি হইতে পারে ? ॥ ১৬ ॥ কল্যাণীকাজী পুরুষগণের প্রাথমে বিচার করিয়াই কার্য্য আরম্ভ করা কর্তব্য, কিন্তু তুমি বিবেচনা না করিয়াই কার্য্যারম্ভ করিয়াছ, ইহার ফল অবশ্যই পাইতে হইবে, সন্দেহ নাই ॥ ১৭ ॥ তুমি এখন এই বলবাহনসম্পন্ন পৃথিবীজগৎকে পরিত্যাগ করিয়া, নিঃসহায় ও নির্ধন হুদর্শনকে বরণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ কেন ? ॥ ১৮ ॥ পাপাধম ! আমি অন্য তোমাকে বধ করিব, পশ্চাৎ হুদর্শনকে বিনাশ করিয়া দৌহিত্রকে কৃত্য প্রদান করিব,

ময়ি তিষ্ঠতি কোহন্তোহস্তি যঃ কণ্ঠাং হর্তু মিচ্ছতি ।
 হৃদর্শনঃ ক্রিয়ানন্দ্য নিরুদনো নিরুদনঃ শিশুঃ ॥ ২০ ॥
 ভারদ্বাজ্ঞানমে পূর্বং মুক্তো মুনিকৃতে ময়া ।
 নাদ্যাং মোচয়িষ্যামি সর্বথা জীবিতং শিশোঃ ॥ ২১ ॥
 তস্মাদ্বিচার্য্য সমক্ ত্বং পুত্র্যা চ ভার্য্যয়া সহ ।
 দৌহিত্রায় প্রিয়াং কণ্ঠাং দেহি মে হৃদ্রবং কিল ॥ ২২ ॥
 সম্বন্ধী ভব দত্তা ত্বং পুত্রীমেতাং মনোরমাম্* ।
 উচ্চাশ্রয়ঃ প্রকর্তব্যঃ সর্বদা শুভমিচ্ছতা ॥ ২৩ ॥
 হৃদর্শনায় দত্তা ত্বং পুত্রীং প্রাণপ্রিয়াং শুভাম্ ।
 একাকিনেহপ্যরাজ্যায় কিং স্বখং প্রাপ্তু মিচ্ছসি ॥ ২৪ ॥
 “কুলং বিত্তং বলং রূপং রাজ্যং দুর্গং হৃদ্রজ্জনম্ ।
 দৃষ্ট্বা কন্তা প্রদাতব্যা নান্যথা স্বখমিচ্ছতি ॥ ১ ॥”
 পরিচিস্তয় ধর্ম্মং ত্বং রাজনীতিক শাস্ত্রতীম্ ।
 কুরু কার্য্যং যথাযোগ্যং মা কুথা মতিমন্তথা ॥ ২৫ ॥

দৌহিত্র্যৈবেমাং কণ্ঠাং দাত্তানীতি মে বিনিশ্চয়োহস্তি ॥ ১৯—২০ ॥

মুনিকৃতে মুনিসঙ্কোচার্থম্ ॥ ২১—২২ ॥

সম্বন্ধী ভবেতি । মমেতি শেষঃ ॥ ২৩—২৬ ॥

ইহাই আমার স্থির নিশ্চয় জানিও ॥ ১৯ ॥ আমি বিদ্যমান থাকিতে এমন কোন
 ব্যক্তি আছে যে কন্তা হরণের ইচ্ছা করিতে পারে ? বলহীন, নির্ধন ও শিশু হৃদর্শনের
 ক্ষমতাত গনণ্যর আনিবারই যোগ্য নহে ॥ ২০ ॥ পূর্বে ভারদ্বাজের আশ্রমে মুনিজনের
 অমুরোধ মানিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু অন্য আমি সেই শিশুর জীবন কোন-
 মতেই রাখিব না ॥ ২১ ॥ অতএব, তুমি ভার্য্যা ও কন্তার সহিত এই বিষয়ের পরামর্শ
 করিয়া, আপনার প্রিয়তমা মনোরমা কন্তা আমার দৌহিত্রকে প্রদান কর ॥ ২২ ॥ তুমি
 আমার দৌহিত্রকে এই পরমাত্মন্দরী কন্তাদান করিয়া আমার সহিত বৈবাহিক হুত্রে
 আবদ্ধ হও, দেখ, কল্যাণাকাঙ্ক্ষী মানবগণের সর্বদা মহদাশ্রয়ই কর্তব্য ॥ ২৩ ॥ প্রাণতুল্য
 প্রিয়তমা এই কল্যাণী কন্তাকে রাজ্যভ্রষ্ট অসহায় হৃদর্শনকে প্রদান করিয়া কি স্বখ লাভের
 প্রত্যাশা করিতেছে ? ॥ ২৪ ॥ “কুল, বিত্ত, বল, রূপ, রাজ্য, দুর্গ ও হৃদ্রাজ্য সহায়াদি ধর্শন
 করিয়া কন্তাদান করা কর্তব্য, তাহা না হইলে স্বখ লাভের সম্ভাবনা নাই ।” তুমি রাজনীতি
 ও সমাজতন ধর্ম্মতত্ত্ব চিন্তা করিয়া যথাযোগ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান কর, নীতি ও ধর্ম্মপথ পরিহার

* সম্বন্ধী ভব মে রাজন্ । সহায়োহস্মি সঙ্গা ভব । ইতি পাঠোহপি কৃত্তিঃ দৃষ্টতে ।

সুহৃদসি মমাত্যর্থং হিতক্ষেত্রে প্রব্রীম্যাহম্ ।

সমানয় স্নাতাং রাজন্ ! মণ্ডপে তাং সখীযুতাম্ ॥ ২৬ ॥

সুদর্শনমুত্তে চেয়ং বরিষ্যতি যদাপ্যদৌ ।

বিগ্রহো মে তদা ন স্তাদ্বিবাহোহস্ত তবেপ্সিতঃ ॥ ২৭ ॥

অন্তে নৃপতয়ঃ সর্বের কুলীনাঃ সৰলাঃ সমাঃ ।

বিরোধঃ কীদৃশশ্বেনং বৃণোদ্যদি নৃপোত্তম ! ॥ ২৮ ॥

অন্তথাহং হরিষ্যেহদ্য বলাং কন্তামিমাং শুভাম্ ।

মা বিরোধঃ সুদুঃসাধ্যং গচ্ছ পার্থিবসত্তম ! ॥ ২৯ ॥

ব্যাস উবাচ ।

যুধাজিতা সমাদিষ্টঃ স্নবাহুঃ শোকসংযুতঃ ।

নিঃশ্বসন্ ভবনং গম্মা ভার্য্যাং প্রাহ শুচারুতঃ ॥ ৩০ ॥

পুত্রীং ব্রুহি স্তদ্ব্যম্মজ্ঞে ! কলহে সমুপস্থিতে ।

কিং কৰ্তব্যং ময়া শক্যং স্তদ্ব্যশোহস্মি স্নলোচনে ! ॥ ৩১ ॥

বহ যদি স্ময়া প্রার্থ্যতে তর্হীদং স্বীকরোমীত্যাহ সুদর্শনমুত্ত ইতি । সুদর্শনং বিহায় যং বা কং বা নৃপতিমিয়ং কন্তা বরিষ্যতি তদাদৌ বিগ্রহো ন স্তাদুদ্যদে তবেপ্সিতো বিবাহোহস্ত নোচ্চেন্নেতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥

বিরোধঃ কীদৃশ ইতি । বিরোধঃ কিংবিষয় ইত্যর্থঃ । স্বয়মেব বদতি এনং বৃণোদ্যদীতি । এনং সুদর্শনমিয়ং কন্তা যদি বৃণোদ্যদীতি তদ্বিষয়ে বিরোধো নাস্তরাজবিষয় ইত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

অন্তথেতি । যদি সুদর্শনায় দাস্তস্যাত্যর্থঃ । অতো নিরর্থকং ময়া সহ বিরোধঃ দুঃসাধ্যং মা গচ্ছ মা ব্রজেত্যর্থঃ ॥ ২৯—৩০ ॥

করিয়া অন্তমতে কদাচই কার্য্য করিও না ॥ ২৫ ॥ তুমি আমার অত্যন্ত স্নহৎ এই নিমিত্তই তোমাকে হিতকথা কহিতেছি, রাজন্ ! তুমি নিজ তনয়াকে সখীপরিবৃত্ত করিয়া স্বয়ংবর সভামণ্ডপে আনয়ন কর ॥ ২৬ ॥ এই বাল্য, সুদর্শন ব্যতিরেকে অস্ত্র যাহাকে বরণ করে কল্কক তাহাতে আমার বিগ্রহ করিবার বাসনা নাই, তাহা হইলে তোমার অভিলাষ অনুসারেই বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যাইবে ॥ ২৭ ॥ হে নৃপোত্তম ! অন্তান্ত নৃপতিগণ সকলেই কুলীন ও সৈন্তবলসম্বিত এবং সর্বতোভাবেই তোমার সমূহ, তাহাদিগের মধ্যে কাহাকেও বরণ করিলে কোনও বিরোধ সংঘটিত হইতে পারে না ; কিন্তু যদি এই কন্তা সুদর্শনকে বরণ করে, তবে নিশ্চয়ই বলপূর্ব্বক তাহাকে হরণ করিব, অতএব হে নৃপসত্তম !, ভয়ঙ্কর বিবাদ বিসম্বাদ না করিতে হয় তাহার উপায় কর ॥ ২৮—২৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, এইরূপে যুধাজিৎ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া কাশীরাজ স্নবাহ অত্যন্ত শোকান্বিত হইলেন এবং দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্তঃপুরে গমন করিয়া শোক-

ব্যাস উবাচ ।

সাত্ত্বিক পতিবাক্যন্ত গতা প্রাহ স্তুতান্তিকম্ ।

বৎসে ! রাজাতিতুঃখার্তঃ পিতা তেহৃদ্যাগি বর্ততে ॥ ৩২ ॥

স্বদর্শে বিগ্রহঃ কামং সমুৎপন্নোহদ্য ভূত্বতাম্ ।

অন্তঃ বরয় স্ত্রোশাগি ! স্তদর্শনমুতে নৃপম্ ॥ ৩৩ ॥

যদি স্তদর্শনং বৎসে ! হৃষ্টাত্বং বৈ বরিস্যসি ॥

যুধাজিৎ ত্বাঞ্চ মার্কণ্ডেয়ং হনিষ্যতি বলাদ্বিতঃ ॥ ৩৪ ॥

স্তদর্শনঞ্চ* রাজানো বলমন্তঃ প্রতাপবান্ ।

দ্বিতীয়ন্তে পতিঃ পশ্চাত্ত্বিতা কলহে সতি ॥ ৩৫ ॥

তস্মাৎ স্তদর্শনং ত্যক্ত্বা বরয়ান্তং নৃপোত্তমম্ ।

স্বখমিচ্ছসি চেম্মহং তুভ্যং বা মৃগলোচনে ! ॥ ৩৬ ॥

ইতি মাত্ৰা বোধিতাং তাং পশ্চাদ্রাজাপ্যবোধয়ৎ ।

উভয়োর্বচনং শ্রুত্বা নির্ভয়োবাচ কথকা ॥ ৩৭ ॥

পুত্রীং বুহীতি । এতাদৃশে কলহে জাতে প্রাপ্তে ময়া শক্যং যৎ কিং কর্তব্যং তস্মাৎসদৃশে
হস্মি তব যদ্বজ্রং ভাসতে তথা কুর্শ্শিতি পুত্রীং বুহীত্যর্থঃ ॥ ৩১—৪২ ॥

সন্তপ্তচিত্তে রহিবীকে কহিলেন, স্ত্রলোচনে ! আমি এক্ষণে তোমারই বশবর্তী হই
রাছি তুমি শশিকলাকে বুঝাইয়া বল, যে বিষম কলহ উপস্থিত, এক্ষণে আমার কর্তব্য
কি ? ॥ ৩০—৩১ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজমহিষী পতিবাক্য শ্রবণ পূর্বক তনয়ার নিকট গমন করিয়া কহিবে
লাগিলেন, বৎসে ! তোমার পিতা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া রহিয়াছেন, তোমার নিমিত্ত নিশ্চয়ই
মুপতিগণের মধ্যে বিগ্রহ উপস্থিত হইল, অতএব হে স্ত্রোশাগি ! তুমি স্তদর্শন ব্যতিরেকে
অন্তকে বরণ কর ॥ ৩২—৩৩ ॥ বৎসে ! যদি বিবেচনা না করিয়া হঠকারিতা দ্বারা
স্তদর্শনকেই বরণ কর তবে সৈন্তসমন্বিত বলবীৰ্য্যমন্ত প্রতাপ্যবিত রাজা যুধাজিৎ তোমাকে
আমাকে এবং স্তদর্শনকে বিনাশ করিবে সন্দেহ নাই । এইরূপে কলহ উপস্থিত হইলে পর
তোমার দ্বিতীয় পতি হইবারও সম্ভাবনা, অতএব এই সময়েই বিবেচনা করিয়া কার্য্য করাই
একান্ত কর্তব্য ॥ ৩৪—৩৫ ॥ মৃগনয়নে ! তন্নিমিত্তই বলিতেছি যে যদি তোমার এবং আমার
স্বখ ও মঙ্গল কামনা থাকে তবে অস্ত্র এক নৃপতিকে বরণ করা তোমার একান্তই
কর্তব্য ॥ ৩৬ ॥ মাতা এইরূপে বুঝাইলে পর রাজাও তাঁহাকে বিস্তর বুঝাইলেন । উভয়ের
বাক্য শ্রবণ করিয়া শশিকলা নির্ভয়চিত্তে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩৭ ॥

কঙ্খোবাচ ।

সত্যমুক্তং নৃপশ্রেষ্ঠ ! জানাসি চ ত্রতং মম ।
 নান্যং স্বপ্নোমি ভূপালং স্নদর্শনমূতে কচিৎ ॥ ৩৮ ॥
 বিভেষি যদি রাজেশ্ব ! নৃপেভ্যঃ কিম কাতরঃ ।
 স্নদর্শনায় দত্ত্বা মাং বিসর্জয় পুরাদবহিঃ ॥ ৩৯ ॥
 স মাং রথে সমারোপ্য নির্গমিষ্যতি তে পুরাৎ ।
 ভবিতব্যস্ত পশ্চাদ্ভৈ ভবিষ্যতি ন চান্যথা ॥ ৪০ ॥
 নাত্র চিন্তা ত্বয়া কার্য্য ভবিতব্যে নৃপোত্তম ! ।
 যন্তাবি তন্তবত্যেব সর্বথা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪১ ॥

রাজোবাচ ।

ন পুত্রি ! সাহসং কার্য্যং মতিমদ্রিঃ কদাচন ।
 বহুভিন্ন বিরোদ্ধব্যমিতি বেদবিদো বিদুঃ ॥ ৪২ ॥
 বিস্রম্যামি কথং কন্যাং দত্ত্বা রাজসুতায় চ ।
 রাজানো বৈরসংযুক্তাঃ কিং ন কুর্য্যুয়সাম্প্রতম্ ॥ ৪৩ ॥
 যদি তে রোচতে বৎসে ! পণং সংবিদধাম্যহম্ ।
 জনকেন যথাপূর্ব্বং কৃতঃ সীতাস্বয়ংবরে ॥ ৪৪ ॥

পণে কৃত্তে কলহো ন ভবিষ্যতীত্যাহ যদি ত্বদ্বিতি ॥ ৪৩—৪৫ ॥

নৃপবর ! আপনি যাহা কহিলেন তাহা সত্য বটে, কিন্তু আমার দৃঢ়ত্রতের কথাত আপনি অবগত আছেন, আমি স্নদর্শন ব্যতিরেকে অস্ত্র কোনও ভূপতিকে বরণ করিব না ॥ ৩৮ ॥ রাজেশ্ব ! আপনি যদি রাজগণের ভয়ে ভীত ও কাতর হন, তবে আমাকে স্নদর্শনের করে সম্প্রদান করিয়া নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিউন, তিনি আমাকে রথে আরোপিত করিয়া নগর হইতে নির্গত হইবেন, তাহার পর যাহা ভবিতব্য, তাহা অবশ্যই সংঘটিত হইবে, কদাচই তাহার অন্তথা হইবে না ॥ ৩৯—৪০ ॥ হে নৃপোত্তম ! ভবিতব্য বিষয়ে আপনি কিছুই ভাবনা করিবেন না, যাহা হইবার, তাহা অবশ্যই হইবে তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই ॥ ৪১ ॥

রাজা কহিলেন, বৎসে ! বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ কদাচই অতিশয় সাহস করেন না, বেদজ্ঞগণ কহিয়া থাকেন যে বহু ব্যক্তির সহিত বিরোধ করা কর্তব্য নহে ॥ ৪২ ॥ আমি রাজপুত্রকে কতাদান করিয়া তাহার সহিত নিজ কস্তাকে কিরূপে বিসর্জন দিব ? রাজগণ বৈর-ভাবাপন্ন হইয়া রহিয়াছেন । এমন অকার্য্য কিছুই নাই যাহা তাঁহারা এখন সম্পাদন করিতে না পারেন ? ॥ ৪৩ ॥ বৎসে ! যদি তোমার অভিমত হয়, তবে পূর্ব্ব জনকরাজ যেমন সীতাব

শৈবং ধনুর্ঘথা তেন ধৃতং কৃদ্ধা পণং তথা ।
 তথাহমপি তদ্বসি ! করোম্যদ্য ছুরাশ্চিদম্ ॥ ৪৫ ॥
 বিবাদো যেন রাজ্ঞাং বৈ কৃতে সতি শমং ভ্রজেৎ ।
 পালয়িষ্যতি যঃ কামং স তে ভর্তা ভবিষ্যতি ॥ ৪৬ ॥
 হৃদর্শনস্তথান্যো বা যঃ কশ্চিদবলবন্তরঃ ।
 পালয়িত্বা পণং ত্বাং বৈ বরয়িষ্যতি সর্বথা ॥ ৪৭ ॥
 এবং কৃতে নৃপাণাস্তু বিবাদঃ শমিতো ভবেৎ ।
 হুখেনাং বিবাহং তে করিষ্যামি ততঃপরম্ ॥ ৪৮ ॥

কন্যোবাচ ।

সন্দেহেনৈব মজ্জামি মুখকৃত্যমিদং যতঃ ।
 ময়া হৃদর্শনঃ পূর্বং ধৃতশ্চেতসি নান্যথা ॥ ৪৯ ॥
 কারণং পুণ্যপাপানাং মন এব মহীপতে ! ।
 মনসা বিশ্বতং ত্যক্ত্বা কথমন্যং বৃণে পিতঃ ! ॥ ৫০ ॥
 কৃতে পণে মহারাজ ! সর্বেষাং বশগা হুহম্ ।
 একঃ পালয়িতা দ্বৌ বা বহবো বা ভবন্তি চেৎ ॥ ৫১ ॥

কামং পণম্ ॥ ৪৬—৫০ ॥

সর্বেষামিতি । যে যে পণং সাধয়িষ্যন্তি তেষাং সর্বেষাং বশগা ভবিষ্যাদিত্যর্থঃ । ন
 হেতুেনৈব পণঃ সাধনীয় ইতি পণসময়ে নিয়মঃ ক্রিয়তে কিন্তু সমুদারোদেপেনেতি ।

স্বয়ংবরে পণ করিয়াছিলেন, আমিও তোমার নিমিত্ত সেইরূপ পণ সংস্থাপন করি ॥ ৪৪ ॥
 তিনি যেমন শৈবধনু পণ নির্ধারণ করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ ছুরাশ্চিদম্ পণ সংস্থাপন
 করিতে পারি । তাহা হইলে রাজগণের বিবাদও প্রশমিত হইতে পারে । কারণ, যে ব্যক্তি
 পণ প্রতিপালনে সন্মত হইবেন সেই ব্যক্তিই তোমার পাণি গ্রহণ করিবেন ; তাহাতে
 হৃদর্শনই হউন অথবা অস্ত্র যে কোন ব্যক্তিই হউন, যে বলবান্ হইবে সেই ব্যক্তিই পণ
 প্রতিপালন পূর্বক তোমাকে বরণ করিবেন ॥ ৪৫—৪৭ ॥ এইরূপ করিলে নৃপতিগণের
 বিবাদ প্রশমিত হইয়া নাইবে, আমিও তাহার পর স্নেহে তোমার বিবাহ কার্য সম্পাদন
 করিতে পারিব ॥ ৪৮ ॥

কস্তা কহিলেন, পিতঃ ! আপনার বাক্য শুনিয়া আমি সংশয় সাগরে নিমগ্ন হইলাম ;
 কারণ, আপনি যাহা কহিতেছেন, তাহা মূর্খের কার্য্য বলিয়াই বোধ হইতেছে ; আমি পূর্বেই
 মনে মনে হৃদর্শনকে বরণ করিয়াছি তাহার আর অস্ত্রথা হইবে না ॥ ৪৯ ॥ মহীপতে ! মনই
 পাপ পুণ্যের কারণ হইয়া থাকে, যাহাকে আমি মনে মনে ধারণ করিয়াছি, তাহাকে পরি-

কিং কৰ্তব্যং তদা তাত ! বিবাদে সমুপস্থিতে ।
 সংশয়াধিষ্ঠিতে কার্যে মতিং নাহং কৰোম্যতঃ ॥ ৫২ ॥
 মা চিস্তাং কুরু রাজেন্দ্র ! দেহি স্নদর্শনায় মাম্ ।
 বিবাহং বিধিনা কৃদ্ধা শং বিধাস্থতি চণ্ডিকা ॥ ৫৩ ॥
 যন্মামকীৰ্ত্তনাদেব দুঃখৌঘো বিলয়ং ব্রজেৎ ।
 তাং স্মৃদ্ধা পরমাং শক্তিং কুরু কার্য্যমতশ্রিতঃ ॥ ৫৪ ॥
 গদ্ধা বদ নৃপেভ্যস্তং কৃতাজ্জলিপুটোহদ্য বৈ ।
 আগন্তব্যঞ্চ শ্বঃ সৰ্বৈরিহ ভূপৈঃ স্বয়ংবরে ॥ ৫৫ ॥
 ইতু্যুক্তা স্বং বিশ্বজ্যাশু সৰ্ব্বং নৃপতিমণ্ডলম্ ।
 বিবাহং কুরু রাত্রৌ মে বেদোক্তবিধিনা নৃপ ! ॥ ৫৬ ॥
 পারিৰ্বহং যথা যোগ্যং দত্ত্বা তস্মৈ বিসর্জ্য ।
 গমিষ্যতি গৃহীত্বা মাং ধ্রুবসন্ধিস্থতঃ কিল ॥ ৫৭ ॥

এতদেবাহ একঃ পালয়িত্তেতি । ত্রিভির্ধদি বা দ্বাভ্যাং বা পণঃ সাধ্যাতে তদৈকা কস্তা
 কস্ত ভবিষ্যতীতি বিবাদে সমুপস্থিতে কিং কৰ্তব্যম্ । ন কশ্চিদত্রোপায়ো বিদ্যতে তস্মা-
 দ্বাভ্যাং ত্রিভ্যো বা সা কস্তা দেয়েতি প্রসঙ্গঃ স্মাত্ততশ্চ মহাননর্থঃ পণে কৃতে সতি ভাব্যতী-
 ত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

সংশয়াধিষ্ঠিতে সংশয়বিষয় ইত্যর্থঃ । অয়ং বা পতিরয়ং বা পতিরিতি পতিবিষয়ে সংশয়ে
 কুলটাবদহং মতিং ন কৰোমি পতিব্রতা সতীতি ভাবঃ ॥ ৫২ ॥

ত্যাগ করিয়া অস্ত্র ব্যক্তিকে কিরূপে বরণ করিতে পারি ॥৫০॥ মহারাজ ! পণ করিলে আমি
 সকলেরই বশবর্ত্তিনী হইব, যদি একজন, দুইজন অথবা বহু ব্যক্তি সেই পণ প্রতিপালন করিতে
 সমর্থ হয়, তবেত আমি সকলেরই বশীভূতা হইব সন্দেহ নাই, পিতঃ ! তাহাতেও বিবাদ
 উপস্থিত হইতে পারে, তখন আমি কি করিব, অতএব সংশয়সংযুক্ত কার্য্যে আমি কিছুতেই
 সম্মতি প্রদান করিতে পারিব না ॥ ৫১-৫২ ॥ রাজেন্দ্র ! আপনি কোনও চিন্তা করিবেন না,
 আপনি আমাকে বিবাহ বিধি-ধারা স্নদর্শনে সমর্পণ করুন, তাহাতে চণ্ডিকা দেবী অবশ্ট্রই
 আমাদের মঙ্গল বিধান করিবেন ॥ ৫৩ ॥ রাজন্ ! যাহার নাম কীৰ্ত্তন করিলে দুঃখরাশি
 বিলয় প্রাপ্ত হয়, সেই পরমাশক্তিকে স্মরণ করিয়া সাবধানে কার্য্য সাধন করুন ॥ ৫৪ ॥
 আপনি অদ্য নৃপতিগণের সম্মিলনে গমন পূর্ব্বক কৃতাজ্জলি হইয়া তাঁহাদিগকে বলুন,
 আপনারা সকলেই কল্যা স্বয়ংবর সভায় আগমন করিবেন ॥ ৫৫ ॥ এই বলিয়া সমস্ত ভূপতি-
 মণ্ডলকে বিদায় দিয়া রাজিযোগে বেদোক্ত বিধানে আমার পাণিগীড়ন কার্য্য সমাধান
 করুন । তদনন্তর বথাযোগ্য বিবাহের দান দ্রব্য প্রদানানন্তর রাজপুত্র স্নদর্শনকে বিদায়
 দিউন, তাহা হইলে ধ্রুবসন্ধি তনয় স্নদর্শন আমাকে লইয়া গমন করিবেন ॥ ৫৬-৫৭ ॥

কদাচিত্তে নৃপাঃ ক্রুদ্বাঃ সংগ্রামং কর্তুমুদ্যতাঃ ।
 ভবিষ্যন্তি তদা দেবী সাহায্যং নঃ করিষ্যতি ॥ ৫৮ ॥
 সোহপি রাজস্বতৈস্তৈস্ত্ব সংগ্রামং সংবিধাশ্রতি ।
 দৈবান্মৃধে যুতে তস্মিন্মরিষ্যাম্যহমপ্যুত ॥ ৫৯ ॥
 স্বস্তি তেহস্ত্ব গৃহে তিষ্ঠ দত্তা মাং সহসৈন্যকঃ ।
 ঐকৈবাহং গমিষ্যামি তেন সার্কিং রিরংসয়া ॥ ৬০ ॥
 ব্যাস উবাচ ।

ইতি তস্তা বচঃ শ্রুত্বা রাজাসৌ কৃতনিশ্চয়ঃ ।
 মতিং চক্রে তথাকর্তুং বিশ্বাসং প্রতিপদ্য চ ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে
 কাশীপতেঃ কথ্যামতাম্বুসরণং নাম একবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

বিবাহং বিধিনা কৃত্বা স্মদর্শনায় মাং দেহীতিপূর্বেণায়ঃ ॥ ৫৩—৬১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে একবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

তাহাতেও যদি নৃপগণ ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার সহিত সংগ্রাম করিতে উদ্যত হন, তবে দেবী
 ভগবতী আমাদের সহায় হইবেন সন্দেহ নাই ॥ ৫৮ ॥ স্মদর্শনও তখন সেই রাজপুত্রগণের
 সহিত সংগ্রাম করিবেন, তাহাতে যদি দৈবাৎ রণস্থলে তাঁহার মৃত্যু হয়, তবে আমিও
 প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার অমুগামিনী হইব ॥ ৫৯ ॥ রাজন্! আপনার মঙ্গল হউক
 আপনি আমাকে স্মদর্শনে সমর্পণ করিয়া সনৈন্ত্রে গৃহে অবস্থান করুন; তাঁহার সহিত
 প্রেমা-বাসনায় আমি একাকিনীই তাঁহার সঙ্গে গমন করিব ॥ ৬০ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজা সুবাহ নিজ তনয়াব এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাতে
 বিশ্বাস করিলেন এবং কৃতনিশ্চয় হইয়া সেইরূপে শশিকলার বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিতে
 মানস করিলেন ॥ ৬১ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্র শ্লোকোক্তকমহাপুরাণ শ্রীমদ্-
 ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে কাশীপতির কথ্যামতাম্বুসরণ নামক
 একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

দ্বাবিংশোধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

শ্রুত্বা স্ত্রতাবাক্যমনিন্দিতাত্মা
নৃপাংশ্চ গত্বা নৃপতির্জগাদ ।
ব্রজস্তু কামং শিবিরানি ভূপাঃ
শ্বো বা বিবাহং কিল সংবিধাশ্চে ॥ ১ ॥
ভক্ষ্যাণি পেয়ানি ময়্যর্পিতানি
গৃহস্তু সর্বৈ ময়ি স্প্রসন্ন্যঃ ।
শ্বো ভাবি কার্য্যং কিল মণ্ডপেহত্র
সমেত্য সর্বৈরহি সংবিধেয়ম্ ॥ ২ ॥
নায়াতি পুঞ্জী কিল মণ্ডপেহদ্য
করোমি কিং ভূপতয়োহত্র কামম্ ।
প্রাতঃ সমাশ্বাস্ত স্ত্রতাং নয়িষ্যে
গচ্ছন্তু তস্মাচ্ছিবিরানি ভূপাঃ ॥ ৩ ॥

অষ্টাধিকৈশ্চ চত্বারিংশৎপট্টম্বরধ বর্ণাতে ।

স্ববর্ণনিবিবাহক্ স্ববাহোদৈব কস্তয়া ॥

কস্তাবাক্যং শ্রুত্বা যচ্চকার রাজা তদাহ শ্রুত্বৈতি । কামং যথেষ্টম্ । শ্বো বা ন্ব এব ॥ ১ ॥
কার্য্যং বিবাহরূপম্ ॥ ২ ॥
নয়িষ্যে আনয়িষ্যে ॥ ৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! অনন্তর সেই উদারাত্মা কানীপতি স্ত্রবাহ, কন্যার বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক নৃপতিগণের সমীপে আসিয়া কহিলেন, রাজেন্দ্রগণ ! আপনারা এখন আপন আপন শিবিরে গমন করুন, আমি কল্য কন্যাতর বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিব ॥ ১ ॥ রাজগণ সকলেই আমার প্রীতি প্রসন্ন হইয়া মদন্ত পান ভোজনাদি গ্রহণ করুন, আপনারা কল্য এই সভামণ্ডপে আগমন করিয়া বিবাহ কার্য্যের বিধান করিয়া দিবেন ॥ ২ ॥ ভূপগণ ! অদ্য আমার তনয়া এই সভামণ্ডপে আগমন করিল না, তাহাতে আমি আর কি করিব, কল্য প্রাতঃকালে আশ্বাসিত করিয়া তাহাকে এই স্থানে আনয়ন করিব, অতএব আপনারা এক্ষণে ন্ব ন্ব শিবিরে গমন করুন ॥ ৩ ॥ বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের

ন বিগ্রহো বুদ্ধিমতাং নিজাশ্রিতে
 রূপা বিধেয়া সততং হৃপত্যে ।
 বিধায় তাং প্রাতরহানয়িস্যে
 স্নাতাং তু গচ্ছন্ত নৃপা যথেষ্টম্ ॥ ৪ ॥
 ইচ্ছাপণং বা পরিচিন্ত্য চিন্তে
 প্রাতঃ করিষ্যাম্যথ সংবিবাহম্ ।*
 সর্ষেঃ সমেত্যাত্র মৃপৈঃ সমেতৈঃ
 স্বয়ংবরঃ সর্বমতেন কার্য্যঃ ॥ ৫ ॥
 শ্রদ্ধা নৃপান্তেষু বিতথঃ বিদিত্বা
 বচো যযুঃ স্থানি নিকेतনানি ।
 বিধায় পার্শ্বে নগরস্ত রক্ষাং
 চক্ৰুঃ ক্রিয়ামধ্যদিনোদিতাশ্চ ॥ ৬ ॥
 স্নবাহরপ্যার্য্যজ্ঞৈঃ সমেত-
 শ্চকার কার্য্যাণি বিবাহকালে-
 পুত্রীং সমাহুয় গৃহে স্তম্ভে
 পুরোহিতৈর্বেদবিদাং বরিতৈঃ ॥ ৭ ॥

ন বিগ্রহ ইতি । বিগ্রহো ন যুক্ত ইতি শেষঃ । প্রাতরহ স্নাতমানয়িস্যে । অধুনা তাং
 রূপাং বিধায় যথেষ্টং নৃপা গচ্ছন্ত ॥ ৪ ॥

কথং শো বিবাহং করিষ্যামীতি চেত্তত্রাহ ইচ্ছাপণং বেতি । ইচ্ছাপণং বা শৌর্য্যপণং বা
 যথা ভবতাং মনীষিতং বর্ততে তথা চিন্তে পণং পরিচিন্ত্যত্যাগঃ ॥ ৫ ॥

অবিতথং সত্যং নগরস্ত পার্শ্বে আগমস্তাদ্রক্ষাং বিধায় কদাচিত্ত্রাজা ছলং বিধাত্তীতি
 শঙ্কয়া ॥ ৬ ॥

বিবাহ অথবা বিগ্রহ করা। কর্তব্য নহে, তাঁহারা নিজাশ্রিত সন্তানের প্রতি সতত রূপা
 প্রকাশ করিয়া থাকেন। যাহা হউক তনয়াকে বুঝিয়া প্রাতঃকালে এই স্থানে-আনয়ন
 করিব, আপনারা এক্ষণে যথাভিলষিত স্থানে গমন করুন ॥ ৪ ॥ কল্য প্রাতঃকালে ইচ্ছাপণ
 অথবা শৌর্য্যপণ বাহা ভাল হয় তাহা বিবেচনা করিয়া বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করা হইবে,
 অথবা আপনারা সকলে একত্র মিলিত হইয়া, সকলের অভিমত স্বয়ংবর কার্য্য নির্বাহ
 করিবেন ॥ ৫ ॥ নৃপতিগণ স্নবাহর বাক্য শ্রবণানন্তর তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেন এবং
 নগরের চারি দিকে রক্ষা বিধান পূর্কক নিজ নিজ নিকेतনে গমন করিয়া মধ্যাহ্ন কার্য্য

স্নানাদিকং কৰ্ম বরন্ত কৃত্বা
 বিবাহভূষাকরণং তথৈব ।
 আনায্য বেদীরচিতে গৃহে বৈ
 তস্মাহিণাং ভূমিপতিশ্চকার ॥ ৮ ॥
 সবিক্তরং চাচমনীয়মর্ঘ্যং
 বস্ত্রদ্বয়ং গামথ্য কুণ্ডলে দ্বে ।
 সমপ্য তস্মৈ বিধিবন্নরেন্দ্র
 ঐচ্ছৎ স্নতাদানমহীনসম্বৎ ॥ ৯ ॥
 সোহপ্যগ্রহীৎ সর্বমদীনচেতাঃ
 শশাম চিস্তাথ মনোরমায়াঃ ।
 কন্যাং স্বকেশীং নিধিকল্পকাসমাং*
 মেনে তদাঙ্গানম্নুভমঞ্চ ॥ ১০ ॥
 স্পৃজিতং ভূষণবস্ত্রদানৈ-
 বরোত্তমং তং সচিবাস্তদানীম্ ।
 নিম্ন্যশ্চ তে কোভুকমণ্ডপান্ত-
 মুদাস্বিতা বীতভয়াশ্চ সর্বৈ ॥ ১১ ॥

আর্য্যজনৈঃ পুরোহিতাদিভিঃ ॥ ৭ ॥

তস্ত জামাতুঃ । অর্হণাং পূজাম্ ॥ ৮—৯ ॥

মনোরমাশ্চিস্তা মম পুত্রায় কন্যাং দাস্ততি বা ন দাস্ততীতি সা শশাম । নিধিকল্পকা-
 সমাং কুবেরকল্পকাসমাং মেনে । আঙ্গানং ব্রহ্মসমম্নং কন্যাপেক্ষয়া মেনে মহতাং বিবাহে
 এতৈব রীতিঃ ॥ ১০—১১ ॥

সকল নির্বাহ করিলেন ॥ ৬ ॥ এদিকে রাজা সুবাহও প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গের সহিত
 মিলিত হইয়া বৈবাহিক কার্য্য সমুদায় সম্পাদন করিতে লাগিলেন । তিনি বিবাহকালে
 স্রুগুপ্ত গৃহমধ্যে কন্যাকে আনয়ন করিয়া বেদবিদ্যাগ্রগণ্য পুরোহিতগণের দ্বারা বরের
 স্নানাদি কার্য্য সম্পাদন পুরঃসর তাহার বেশ ভূষাদি কার্য্য সমুদায় সমাধান করাইলেন ;
 অনন্তর, বরকে গৃহমধ্যে বিরচিত বেদীতে আনয়ন করিয়া তাহার বরোচিত পূজাবিধান
 সম্পাদন করিলেন ॥ ৭—৮ ॥ তদনন্তর উদারচেতা মহীপতি আসন, আচমনীয়, অর্ঘ্য, ক্রোম্য
 বস্ত্রযুগল, গো.ও কুণ্ডলদ্বয় অর্পণ পূর্ব্বক স্নদর্শনকে কন্যা প্রদান করিতে ইচ্ছা করি-
 লেন ॥ ৯ ॥ উন্নতমনা স্নদর্শনও নৃপতিদত্ত তৎসমুদায় গ্রহণ করিলেন । ইহা দেখিয়া

* কন্যাক-বারাংনিধিপুত্রীভূল্যাম্ । ইতি বা পাঠঃ ।

সমাপ্তভূতাং বিধিবধিবিজ্ঞাঃ
 দ্বিযশ্চ তাং রাজস্বতাং স্থানে ।
 আরোপ্য নিত্যব্রতসম্মিধানং
 চতুৰ্যুক্তে কিল মণ্ডপে বৈ ॥ ১২ ॥
 অগ্নিং সমাধায় পুরোহিতোহসৌ
 হুত্বা যথাবচ্চ তদন্তরালে ।
 আস্থায়য়তো কৃতকৌতুকৌ তু
 বধুবরৌ প্রেমযুতৌ নিকামম্ ॥ ১৩ ॥
 লাজাবিসর্গং বিধিবদ্ধিধায়
 কৃত্বা হুতাশস্ত্র প্রদক্ষিণাক্ষ ।
 তৌ চক্রতুস্তত্র যথোচিতং তৎ
 সৰ্ব্বং বিধানং কুলগোত্রজাতম্ ॥ ১৪ ॥
 শতদ্বয়ং চান্বয়ুজাং রথানাং
 স্থভূষিতঞ্চাপি শরৌঘসংযুতম্ ।
 দদৌ নৃপেন্দ্রস্ত হৃদর্শনায়
 স্থপূজিতং পারিবর্হং বিবাহে ॥ ১৫ ॥

চতুৰ্যুক্তে বেদীযুক্তে ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

আস্থায়য়ৎ পিত্রাদিনেত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

লাজাবিসর্গং লাজাহোমম্ ॥ ১৪—১৫ ॥

মনোরমার উৎকণ্ঠা প্রশমিত হইল। মনোরমা সেই স্থশোভনা কন্যাকে কুবেরতনয়ার জ্ঞান
 ভাবিতে ভাবিতে আপনাকে কৃতার্থ ও ধন্য বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥ অনন্তর
 রাজসচিবগণ নির্ভয়ে ও আস্থাদ সহকারে বসন ভূষণাদি দ্বারা স্থপূজিত বরোত্তম হৃদর্শনকে
 উত্তম বানে আরোপিত করিয়া কৌতুকমণ্ডপের মধ্যভাগে লইয়া গেলেন ॥ ১১ ॥ এদিকে
 বিধিবেদিনী গৃহিণীগণ রাজকন্যার বিবাহোচিত বেষত্বা সমাপিত করিয়া উত্তম বানে
 আরোপণ পূর্বক বেদীবিশিষ্ট মণ্ডপে বরসম্মিধানে লইয়া গিয়া উপবেশন করাইলেন ॥ ১২ ॥
 অনন্তর, রাজপুরোহিত মণ্ডপমধ্যে অগ্নিহোম করিয়া যথাবিধি হোম করিলেন, তদন্তর
 প্রেমসংযুক্ত বধুবরের কৌতুক মঙ্গলকার্য্য বিধি পূর্বক সমাধা করিয়া পিত্রাদি দ্বারা
 ভাহাদিগকে আস্থান করাইলেন। তৎপরেই বর ও বধু যথাবিধি লাজাহোম সমাপন
 পূর্বক হস্তাগ্নির প্রদক্ষিণ সম্পাদন করিলেন। এইরূপে গোত্রনিষ্ঠ ও কুলপ্রচলিত সমস্ত
 কার্য্যই যথাবিধানে যথোচিতরূপে সম্পাদন করিলেন ॥ ১৩—১৪ ॥ অনন্তর, মহারাজ স্ববাহ

মদোৎকটান্ হেমবিভূষিতাংশ্চ
 গজান্ গিরেঃ শৃঙ্গসমানদেহান্ ।
 শতং সপাদং নৃপসূনবেহসৌ
 দদাবথ প্রেমযুতো নৃপেন্দ্রঃ ॥ ১৬ ॥
 দাসীশতং কাঞ্চনভূষিতঞ্চ
 করেণুকানাঞ্চ শতং স্ফচাৰু ।
 সমর্পয়ামাস বরায় রাজা ।
 বিবাহকালে মুদিতোহনুব্ধবেলম্ ॥ ১৭ ॥
 অদাৎ পুনর্দাসসহস্রমেকং
 সর্বাযুধৈঃ সংভূতভূষিতঞ্চ ।
 রত্নানি বাসাংসি যথোচিতানি
 দিব্যানি চিত্রাণি তথাবিকানি ॥ ১৮ ॥
 দদৌ পুনর্বাসগৃহাণি তস্মৈ
 রম্যাণি দীর্ঘাণি-বিচিত্রিতানি ।
 সিদ্ধদ্রুবাণাং তুরগোত্তমানা-
 মদাৎ সহস্রদ্বিতয়ং স্রম্যম্ ॥ ১৯ ॥
 ক্রমেলকানাঞ্চ শতত্রয়ং বৈ
 প্রত্যাদিশস্তারভূতাং স্ফচাৰু ।
 শতদ্বয়ং বৈ শকটোত্তমানাং
 তস্মৈ দদৌ ধাতুরসৈঃ প্রপূরিতম্ ॥ ২০ ॥

সপাদং পঞ্চবিংশত্যধিকং শতমিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

করেণুকানাং শতম্ ॥ ১৭ ॥

সম্ভূতং ভূষিতমিতি কন্মধারয়ঃ । আবিকানি উর্গাবস্ত্রাণি ॥ ১৮—১৯ ॥

প্রেমসংযুক্ত হইয়া বিবাহকালে রাজপুত্র সন্দর্শনকে, শররাশি পরিপূরিত সুশোভিত ও
 অখয়ুজ হইয়াত রথ, এবং হেমবিভূষিত গিরিশৃঙ্গ তুল্য দেহধারী পঞ্চবিংশতিক একশত
 মদমত্ত মাতঙ্গ, স্বর্গভরণ ভূষিত শত দাসী ও শত সংখ্যক স্ফচাকর্ণনা হস্তিনী প্রদান
 করিলেন ॥ ১৬—১৭ ॥ আর তিনি তাঁহাকে সর্বাযুধ সম্পন্ন ও বিভূষিত এক সহস্র দাস
 ও বহুতর রত্ন বস্ত্র এবং দিব্য বিচিত্র উর্গাবসন এবং মনোরম স্রপ্ৰশস্ত বাস গৃহ এবং
 অত্যুত্তম দুই সহস্র সিদ্ধদ্রুজাত অশ্ব, ভারবাহী তিনশত অতুত্তম উষ্ট্র এবং ধাতুরস পরিপূরিত

মনোরমাং রাজস্বতাং প্রণম্য
 জগাদ বাক্যং বিহিতাঞ্জলিঃ পুরঃ ।
 দাসোহস্মি তে রাজস্বতে ! বরিত্তে
 তদব্ৰুহি যৎ স্মাতু মনোগতস্তে ॥ ২১ ॥
 তং চারুবাক্যং নিজগাদ সাপি
 স্বস্ত্যস্ত তে ভূপ ! কুলস্ত বৃদ্ধিঃ ।
 সম্মানিতাহং মম সুনবে ত্বয়া
 দত্তা যতো রত্নবরা স্বকন্ঠা ॥ ২২ ॥
 ন বন্দিপুত্রী নৃপ ! মাগধী বা
 স্তৌমীহ কিং ত্বাং স্বজনং মহত্তরম্ ।
 স্মেরুতুল্যস্ত কৃতঃ স্মতোহদ্য মে
 সমক্ষিনা ভূপতিনোভমেন ॥ ২৩ ॥
 অহোহতিচিত্রং নৃপতেশচরিত্রং
 পরং পবিত্রং তব কিং বদামি ।
 যদব্রুজরাজ্যায় স্মতায় মেহদ্য
 দত্তা ত্বয়া পূজ্যস্বতা বরিত্তা ॥ ২৪ ॥

ক্রমেলকানাং উষ্ট্রাণাঞ্চ ॥ ২০ ॥

ইংং পারিৱৰ্হং বরায় দত্তা বরমাতরং তোষয়তি মনোরমামিতি ॥ ২১ ॥

হে ভূপতে ! কুলস্ত বৃদ্ধিরপ্যধিত্যর্থঃ । মম হৃর্তগায়াঃ সুনবে ত্বয়া কন্ঠা দত্তা ততস্তব
 কল্যাণং ভবত্বস্মাচ্চাধিকং ন কিঞ্চিন্মমভিলষণীয়মস্তি ॥ ২২ ॥

অধাশ্বিন্ সময়ে তব মহত্তরা স্তুতিঃ কর্তব্য্য পরস্ত সা স্তুতিঃ স্তুতিবিষয়স্ত পরকীয়েষে
 স্তুতিঃ কর্তুং বন্দিজনবৎ কবিতাশক্তিমশ্বে এবং সম্ভবতি ন চাত্রেতচ্ছভয়মস্তি তব স্বজনস্বা-
 মন চ কুলীনায়্য বন্দিজনস্বাতাবাদিত্যাহ ন বন্দিপুত্রীতি ॥ ২৩ ॥

ছইশত শকট প্রদান করিলেন ॥ ১৮—২০ ॥ অনন্তর, রাজা রাজতনয়া মনোরমাকে প্রণাম
 করিয়া অঞ্জলি বন্ধন পূর্বক কহিলেন, নৃপস্বতে ! আমি আপনার দাস হইলাম; এক্ষণে
 আপনার মনোগত কি ? তাহা আমাকে বলুন ॥ ২১ ॥ রাজার সেই শ্রবণ-মনোহর বাক্য
 শ্রবণ করিয়া মনোরমা কহিলেন, মহারাজ ! আপনার কুলল এবং কুলবৃদ্ধি হউক ; আমার
 পুত্রকে আপনি কস্তারত্ন প্রদান করিয়া আমার সম্মান বৃদ্ধি করিলেন আপনার কুলল
 ও কুলবৃদ্ধি ব্যতিরেকে আমার অন্য কোনও অভিলাষ নাই ॥ ২২ ॥ রাজন্ ! আপনি
 নৃপতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আপনি কস্তা প্রদান পূর্বক পুত্রকে সম্বন্ধবদ্ধ করিয়া তাহাকে
 স্মদেক ভূলা মহান করিয়া তুলিলেন, আপনি মহত্তর ও আমার স্বজন, আমি বন্দিজনের

বনাধিবাসায় কিলাধনায়
 পিত্রা বিহীনায় বিসৈচ্ছকায় ।
 সৰ্বানিমান্ ভূমিপতীন্ বিহায়
 ফলাশনায়ার্থবিবৰ্জিতায় ॥ ২৫ ॥
 সমানবিত্তেহথ কুলে বলে চ
 দদাতি পুত্রীং নৃপতিশ্চ ভূপ ! ।
 ন কোহপি মে ভূপস্বতেহর্থহীনে
 গুণান্বিতাং রূপকতীঞ্চ দদ্যাৎ ॥ ২৬ ॥
 বৈরস্ত সৰ্বৈঃ সহ সংবিধায়
 নৃপৈর্বরিষ্ঠৈৰ্বলসংযুতৈশ্চ ।
 স্বদর্শনায়াথ স্তুতাপিতা মে
 কিং বর্ণয়ে ধৈর্য্যমিদং স্বদীয়ম্ ॥ ২৭ ॥
 নিশম্য বাক্যানি নৃপঃ প্রহৃষ্টঃ
 কৃতাজ্জলিৰ্বাক্যমুবাচ ভূয়ঃ ।
 গৃহাণ রাজ্যং মম স্প্রপ্রসিক্তং
 ভবামি সেনাপতিরদ্য চাহম্ ॥ ২৮ ॥

পুত্র্যস্ত স্তুতা ॥ ২৪ ॥

কথন্তুতায় মম স্তুতায় তত্রাহ বনাধিবাসায়ৈতি ॥ ২৫ ॥

বলে বলবতীত্যর্থঃ । হে ভূপ ! মেহর্থহীনে স্তুতে ন কোহপি দদ্যাদিত্যশ্বয়ঃ ॥ ২৬—২৭ ॥

নিশম্যেতি । রাজ্যং স্বং গৃহাণাহং তু তব সেনাধিপতিভবামি ভবিষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

ভনয়া বা স্তুতিপাঠিকা নহি, অতএব আপনার এই সমস্ত মহৎ কার্যের নিমিত্ত আমি
 কি স্তুতি করিতে সমর্থ হইব ॥ ২৩ ॥ মহারাজ ! আপনার চরিত্র অতি বিচিত্র ও পবিত্র,
 তাহা আপনাকে আর কি বলিব, যেহেতু আপনি সমস্ত ভূপতিগণকে পরিত্যাগ করিয়া
 রাজ্যভ্রষ্ট, বনবাসী, পিতৃহীন, ধনহীন, সৈন্তবিহীন, ফলমূলভোজী মদীয় পুত্রকে কস্তারস্থ
 প্রদান করিলেন ॥ ২৪—২৫ ॥ নৃপতিগণ প্রায়ই সমানকুল, সমানবল ও সমানবিত্তশালী
 ব্যক্তিকেই কস্তা প্রদান করিয়া থাকেন, কোনও রাজা মদীয় পুত্রের স্তায় অর্থহীন রাজ্য-
 পুত্রকে রূপবতী কস্তা প্রদান করেন না ॥ ২৬ ॥ মহারাজ ! সৈন্তবল সম্বিভ সমস্ত শ্রেষ্ঠ
 ভূপতিগণের সহিত শক্ততা করিয়া মদীয় পুত্র স্বদর্শনকে স্তুতা সমর্পণ করিলেন, এ বিষয়ে
 আপনার যে কতদূর ধৈর্য্য, আমি জীজ্ঞাতি হইয়া তাহার আর কি বর্ণনা করিতে
 পারি ? ॥ ২৭ ॥ ক্রাশীরাজ সুবাহু, মনোরমার স্বমধুর বচন শ্রবণ করিয়া অধিকতর হৃষ্ট

নোচেত্তদৰ্দ্ধং প্রতিগৃহ্য চাত্র
 স্ততাশ্বিতা রাজ্যফলানি ভুঞ্জদ্ ।
 বিহায় বারাণসিকানিবাসং
 বনে পুরে বা স মতো ন মেহস্তি ॥ ২৯ ॥
 নৃপাস্ত সন্ত্যেব রুদাশ্বিতা বৈ
 গহ্না করিষ্যে প্রথমস্ত সাস্ত্রনম্ ।
 ততঃ পরং দ্বাপর্যাবৃপায়ৌ
 নো চেত্ততো যুদ্ধমহং করিষ্যে ॥ ৩০ ॥
 জয়াজয়ৌ দৈববশৌ তথাপি
 ধৰ্ম্মে জয়ৌ নৈব কৃতেহপ্যধৰ্ম্মে ।
 তেষাং কিলাধৰ্ম্মবতাং নৃপাণাং
 কথং ভবিষ্যত্যনুচিস্তিতং বৈ ॥ ৩১ ॥
 আকৰ্ণ্য তদ্ব্যমিতমর্থবচ
 জগাদ বাক্যং হিতকারকং তম্ ।
 মনোরমা মানমবাপ্য তস্মাৎ
 সৰ্ব্বাঙ্গনা মোদযুতা প্রসন্না ॥ ৩২ ॥

বনেহুথবা পুরে স বাসো মে মতো ন মাছোহস্তি'। এতাদৃশক্ষেত্রবাসং বিহার্য নান্নত্র গন্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

কুপিতনৃপভয়ং স্বয়া নৈব কর্তব্যমিত্যাহ নৃপাশ্বিতা। দ্বাপর্যাবৃপায়ৌ দানভেদৌ তৈ-
 ত্রিভিঃস্বৈবাং সাধনং জাতং চেৎসরম্। নোচেৎযুদ্ধমহং করিষ্যে স্বয়া ন ভীতিঃ কর্তব্যো-
 ত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

নহু যুদ্ধে তব পরাজয়ে মম ভয়ং তদবস্থমেবেতি চেত্তত্রাহ জয়াজয়বিতি। যদ্যপি তৌ
 দৈববশৌ তথাপি যতো ধৰ্ম্মস্ততো জয় ইতিনিয়মাক্ষৰ্ম্মে ময়েতাদৃশে কৃতে জয় এব মম

হইয়া কৃতান্ত্রিলি পূৰ্ব্বক পুনরায় কহিলেন, দেবি! আপনি আমার এই সুপ্রসিদ্ধ রাজ্য
 গ্রহণ করুন, আমি এক্ষণে সেনাপতি হইয়া এই রাজ্য রক্ষার নিমিত্ত বহু করিতে
 থাকিব ॥ ২৮ ॥ অথবা এই রাজ্যের অৰ্দ্ধভাগ গ্রহণ করিয়া এই স্থানেই পুত্রের সহিত রাজ্য
 ভোগ করুন; বারাণসীবাস পরিত্যাগ করিয়া বনে বা অস্ত্র নগরে বসবাস আমার অভিমত
 নহে ॥ ২৯ ॥ রাজগণ রোষান্বিত হইরাছেন, আমি প্রথমে তাঁহাদিগের নিকট গমন করিয়া
 শাস্তনা করিব, তাহাতে ক্ষান্ত না হইলে দান ও ভেষ্য নামক উপায় দ্বয় অবলম্বন করিব,
 তাহাতেও শান্ত না হইলে পরিশেষে অবশ্যই যুদ্ধ করিব। দেবি! জয় পরাজয় দৈবায়ত্ত;
 তথাপি ধৰ্ম্মের জয় ও অধৰ্ম্মের পরাজয় হইয়া থাকে, তবে অধাৰ্ম্মিক নৃপতিবর্গের অসঙ্গত

রাজন্ ! শিবং তেহস্ত কুরুষ রাজ্যং
 ত্যক্ত্বা ভয়ং স্বং স্বহৃদেঃ সমেতঃ ।
 হতোহপি মে নুনমবাপ্য রাজ্যং
 সাকেতপূর্যাং প্রচরিস্যতীহ ॥ ৩৩ ॥
 বিসর্জয়াম্মি জমদগন্তং
 শিরং ভবানী তব সংবিধাশ্রুতি ।
 ন কাপি চিন্তা মম ভূপ ! বর্ততে
 সন্ধিস্তয়ন্ত্যাঃ পরমাশ্রিকাং বৈ ॥ ৩৪ ॥
 দোষা গতা বিবিধবাক্যপদৈ রসানৈ-
 রন্যোন্মভাষণপদৈরমৃতোপমৈশ্চ ।
 প্রাতর্নৃপাঃ সমধিগম্য কৃতং বিবাহং
 রোষাশ্রিতা নগরবাহুগতাস্তথোচুঃ ॥ ৩৫ ॥
 অদৈব তং নৃপকলঙ্কধরঞ্চ হস্তা
 বানং তথৈব ক্লিষ্টং নবিবাহযোগ্যম্ ।
 গৃহীম্য তাং শশিকলাং নৃপতেশ্চ লক্ষ্মীং
 লজ্জামবাপ্য নিজসদ্য কথং ব্রজেম ॥ ৩৬ ॥

ভবিষ্যতি । অধর্মেহপি অধর্মে তু কৃতেনৈব জয়ন্তম্মাভ্যন্তরামহুচিস্তিতমভিলষিতং কথং ভবেন্ন
 কথমপীত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩২ ॥

রাজ্যমবাপ্যতি । অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডনায়িকাশ্রীভুবনেশ্বরীভগবতীপ্রসাদাদিতি রহস্যম্ ।
 সাকেতপূর্য্যামবাধ্যায়াম্ ॥ ৩৩ ॥

তদেবাহ বিসর্জয়েতি । পরমাশ্রিকাং সন্ধিদানন্দরূপিনীম্ ॥ ৩৪ ॥

দোষা গতেতি । এবং বদতোঃ সন্ধিনোভাষণৈরেব দোষা রাত্রিগতানন্তরং প্রাতঃ
 কৃতং বিবাহং নৃপাঃ সমধিগম্য জ্ঞাত্বা নগরবাহুগতাস্তথা বক্ষ্যমাণপ্রকারেণোচুঃ ॥ ৩৫ ॥

রূপ অভিলষিতমিচ্ছি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? ॥ ৩০—৩১ ॥ রাজার সেই সারগর্ভ
 বচনপরম্পরা শ্রবণ করিয়া মনোরমা অত্যন্ত সম্মান লাভানন্তর প্রকট হইয়া প্রসন্ন মানসে
 হিতকর বাক্যাবলি বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩২ ॥ রাজন্ ! আপনার মঙ্গল হউক, আপনি
 ভয় পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় স্ত্রুতগণের সহিত রাজস্ব করন, আমার পুত্র সুদর্শনও অনন্ত-
 কোটি ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী ভগবতী ভুবনেশ্বরীর প্রসাদে অবাধ্যার অধীশ্বর হইয়া এই সংসারমধ্যে
 বিচরণ করিবে সন্দেহ নাই ॥ ৩৩ ॥ ভগবতী ভবানী আপনার মঙ্গলবিধান করুন, আপনি
 আমাধিগকে গৃহ শ্রমনের নিমিত্ত বিদায় করুন; নৃপবর ! আমি নিরতই পরমাদেবী অধিকার
 চিন্তা করিয়া থাকি, অতএব আমার অন্ত কোনও চিন্তার অবসর নাই ॥ ৩৪ ॥

শৃগুস্ত তূর্য্যানিনদান্ কিল বাদ্যমানান্
 শশ্বদ্বনানভিভবন্তি মৃদঙ্গশব্দাঃ ।
 গীতধ্বনিঞ্চ বিবিধং নিগমশ্বনঞ্চ
 মন্ত্যামহে নৃপতিনাত্ম কৃতো বিবাহঃ ॥ ৩৭ ॥
 অস্মান্ প্রত্যাৰ্য্য বচনৈর্কিঞ্চিৎকর
 বৈবাহিকেন বিধিনা করণীড়নং বৈ ।
 কর্তব্যমদ্য কিমহো প্রবিচিন্তয়ন্ত
 ভূপাঃ পরম্পরমতিঞ্চ সমর্থয়ন্ত ॥ ৩৮ ॥
 এবং বদৎস্ব নৃপতিস্ব কন্ডকায়াঃ
 কুত্বা বিবাহবিধিমপ্রতিমপ্রভাবঃ ।
 ভূপান্মিমস্ত্রয়িতুমাশু জগাম রাজা
 কালীপতিঃ স্বস্বহৃদৈঃ প্রথিতপ্রভাবৈঃ ॥ ৩৯ ॥
 আগচ্ছন্তঞ্চ তং দৃষ্ট্বা নৃপাঃ কালীপতিং তদা ।
 নোচুঃ কিঞ্চিদপি ক্রোধান্মোনমাধায় সংস্থিতাঃ ॥ ৪০ ॥

অদ্যেবেতি । অস্মৎপ্রতারণকর্তারঃ সুরাহং তং বালং সূদর্শনঞ্চ হত্বা তাং কন্ত্যাম লক্ষ্মীং
 রাজ্ঞো লক্ষ্মীঞ্চ গৃহীমো বদ্যেতন্ন ক্রিয়তে তহি লজ্জামবাপ্য নিজসম্ম নিজগৃহং কথং ব্রজেম ॥ ৩৬ ॥
 বিবাহনিষ্ঠয়ঃ কথং ভবতা জ্ঞাত ইতি চেত্তজ্জোচুঃ শৃগুশ্চিতি । মৃদঙ্গশব্দা মধুরা অপি নিজ-
 বাহুল্যাৎ ক্রূরান্ শশ্বদ্বনানভিভবন্তি এতৈর্লক্ষণৈর্কিঞ্চিৎকৃত ইতি মন্ত্যামহে ॥ ৩৭ ॥

মনোরমা ও রাজা সুরাহ, এইরূপে প্রীতিপ্রদ অমৃতোপম বিবিধ সলালাপ করিতে
 লাগিলেন, ইত্যবসরে রজনী প্রভাত হইল ; প্রাতঃকালে রাজগণ, কন্ডার পাণিগ্রহণ কার্য্য
 সমাধা হইয়াছে জানিতে পারিয়া অত্যন্ত রোষাধিত হইলেন এবং নগরের বহির্দেশে গমন
 পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥ অদ্যই সেই নৃপতি কুলের কলঙ্ক স্বরূপ সুরাহকে এবং
 বিবাহের অযোগ্য সেই বালককে নিহত করিয়া রাজলক্ষ্মী ও শশিকলাকে গ্রহণ করিব,
 অত্থা আমরা এইরূপে লজ্জা পাইয়া কিরূপে গৃহে প্রতিগমন করিব ? ॥ ৩৬ ॥ ভূপালগণ !
 তোমরা শ্রবণ কর, বাদ্যমান তূর্য্যানিনাদ এবং মৃদঙ্গধ্বনিকে শশ্বদ্বনিনঃস্বন অভিভূত করিয়া
 সমুখিত হইতেছে। ঐ শোন ! বিবিধ সঙ্গীতধ্বনি এবং বেদধ্বনি সমুখিত হইতেছে । ইহাতে
 নিশ্চিতই বোধ হইতেছে যে নরপতি সুরাহ সূদর্শনের সহিত নিজ কন্তা শশিকলার বিবাহ
 কার্য্য সম্পাদন করিল ॥ ৩৭ ॥ অহো ! এই রাজা আমাদিগকে বাক্যদ্বারা প্রতারিত করিয়া
 বৈবাহিক বিধি অমুসারে নিজ নন্দিনীর পাণিপীড়ন কার্য্য সম্পাদন করিল ; ভূপগণ !
 তোমরা এক্ষণে এই বিষয়ের কর্তব্যতা অবধারণ করিয়া সকলেই সেই বিষয়ে ঐক্যমত

স গচ্ছা প্রণিপত্যা হ কৃতান্তলিরভাবত ।
 আগন্তব্যং নৃপৈঃ সর্কৈর্ভোজনার্থং গৃহে মম ॥ ৪১ ॥
 কন্ধ্যাসৌ বৃত্তো ভূপঃ কিং করোমি হিতাহিতম্ ।
 ভবন্তিস্তু শমঃ কার্যো মহান্তো হি দয়ালবঃ ॥ ৪২ ॥
 তন্নিশম্য বচন্তস্ত নৃপাঃ ক্রোধপরিপ্লুতাঃ ।
 প্রত्यूহুর্ভূক্তমস্মাভিঃ স্বগৃহং নৃপতে ব্রজ ॥ ৪৩ ॥
 কুরু কার্য্যাণ্যশেষাণি যথেষ্টং স্বকৃতং কৃতম্ ।
 নৃপাঃ সর্কৈ প্রয়াস্ত্যদ্য স্মানি স্মানি গৃহাণি বৈ ॥ ৪৪ ॥
 স্রবাহুরপি তচ্ছ্রদ্ধা জগাম শঙ্কিতো গৃহম্ ।
 কিং করিষ্যন্তি সংবিগ্নাঃ ক্রোধযুক্তা নৃপোত্তমাঃ ॥ ৪৫ ॥
 গতে তস্মিন্মহীপালাশ্চক্রুশ্চ সময়ং পুনঃ ।
 রুদ্ধা মার্গং প্রহীষ্যামঃ কন্ধ্যাং হস্তা স্তদর্শনম্ ॥ ৪৬ ॥

করপীড়নং কন্ধ্যাকরগ্রহণং চকারান্তর্ভাবিতণিজর্থহাং কারয়ামাসেত্যর্থঃ ॥ ৩৮—৪২ ॥

হে নৃপতে ! স্বগৃহং ব্রজেত্যেবাম্যাকং প্রার্থনা ভবতোহন্তং সর্কমেবাস্মাভিন্নকং পূর্ণ-
 কামা বয়ং জাতা ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

স্বকৃতং কৃতং হে রাজঃস্বয়া স্বকৃতং পুণ্যং কৃতং সম্যক্ সম্পাদিতম্ । অস্বদবজ্ঞয়েত্যর্থঃ ।
 ইং রাজানমুক্তা পরস্পরং বদন্তি নৃপা ইতি ॥ ৪৪ ॥

তচ্ছ্রদ্ধাস্ততিনিষ্ঠাকলং বাক্যং শ্রুত্বা নেমে সান্ত্বনাযোগ্যা ইতি মর্ষিতে সংবিগ্না হুঃখেন
 ক্রোধযুক্তাঃ কিং করিষ্যন্তীতি ন জানে ইতি শঙ্কিতো গৃহং জগাম ॥ ৪৫ ॥

ষবলখন কর ॥ ৩৮ ॥ নৃপতিগণ এইরূপ বলিতেছেন এমত সময়ে অতুল্যপ্রভাব কাশীপতি
 রাজা স্রবাহু, কন্ধ্যার বিবাহ কার্য্য সমাধান পূর্ব্বক রাজগণকে নিমন্ত্রণ করিবার নিমিত্ত
 প্রথিতপ্রভাব স্নহদগণের সহিত গমন করিলেন ॥ ৩৯ ॥ নরপতিগণ কাশীপতিকে সমাগত
 দেখিয়া কিছুই বলিলেন না, পরন্তু রোষভরে পরিপূরিত হইয়া মোনাবলখন পূর্ব্বক অবস্থিত
 হইয়া রহিলেন ॥ ৪০ ॥ স্রবাহু, রাজগণের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া কৃতান্তলি-
 খুটে কহিলেন, আপনারা সকলেই ভোজন করিবার নিমিত্ত আমার গৃহে আগমন
 করুন ॥ ৪১ ॥ ভূপালগণ ! মদীয়কন্ধ্যা শশিকলা, একান্তই সেই স্তদর্শনকেই বরণ করিল,
 আমি তদ্বিষয়ে হিতাহিত কিছুই, করিতে পারিলাম না ; আপনারা দয়াদান্ ও মহান্, অতএব
 এ বিষয়ে সকলেই ক্ষান্ত হউন ॥ ৪২ ॥ নৃপগণ, তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে
 পরিপূর্ণ হইয়া কহিলেন, আমরা সকলেই ভোজন করিয়াছি, আমাদের কামনা পরিপূর্ণ
 হইয়াছে তুমি এখন গৃহে গমন কর ॥ ৪৩ ॥ তোমার যথেষ্ট সবাচরণ করা হইয়াছে এক্ষণে
 তোমার অজ্ঞাত সমস্ত কার্য্যই সম্পাদন কর, রাজগণ এক্ষণে নিজ নিজ গৃহে প্রস্থান

কেচনোচুঃ কিমশ্রাকং হস্ত তেন নৃপেণ বৈ ।
 দৃষ্ট্বা তু কোতুকং সৰ্ব্বং ধম্মিষ্যামো যথাগতম্ ॥ ৪৭ ॥
 ইতু্যক্ত্বা তে নৃপাঃ সৰ্ব্বে মার্গমাক্রম্য সংস্থিতাঃ ।
 চকারোত্তরকার্য্যাণি সুবাহুঃ স্বগৃহং গতঃ ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে
 সুদর্শনবিবাহো নাম দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

সময়ং সংজ্ঞতম্ ॥ ৪৬ ॥

কেচনোচুরিতি । উদাসীনা ইত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

উত্তরকার্য্যাণি বরবধূপ্রস্থাপনবিষয়াণি ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

করুন ॥ ৪৪ ॥ রাজগণের বাক্য শ্রবণে কাশীগতি, অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া গৃহে গমন করি-
 লেন এবং প্রধান প্রধান নৃপগণ অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছেন এক্ষণে আমার কি অনিষ্ট
 করেন এই ভাবিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন মানসে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫ ॥ রাজা সুবাহু
 গমন করিলে ভূপালগণ মিলিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে আমরা গমনমার্গ অবরোধ
 পূর্বক সুদর্শনকে নিহত করিয়া কল্যাণ গ্রহণ করিব ॥ ৪৬ ॥ তন্মধ্যে কেহ কেহ কহিলেন
 সেই নৃপতিপুত্রকে নিহত করিবার প্রয়োজন কি আছে ? আমরা সকলেই কোতুক দর্শন
 পূর্বক যথেষ্ট প্রতিশ্রমণ করিব ॥ ৪৭ ॥ এই বলিয়া সেই ভূপতিগণ গমনমার্গ রোধ করিয়া
 অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, রাজা সুবাহুও গৃহে গমন করিয়া বরবধূর প্রস্থান বিষয়ক
 কার্য্য সকল সম্পাদন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮ ॥

মহর্ষিবেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকায়ুক্ত মহাপুরাণ শ্রীমদ্-

ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে সুদর্শনের বিবাহ নামক দ্বাবিংশ

অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

যৌবনশোধনঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

তস্মৈ গৌরবভোজ্যানি বিধায় বিধিবদ্ভদা ।

বাসরাণি চ যদ্রাজা ভোজয়ামাস ভক্তিতঃ ॥ ১ ॥

এবং বিবাহকার্য্যাণি কৃত্বা সৰ্ব্বাণি পার্শ্বিকঃ ।

পারিষৎ প্রদত্ত্বাথ মজ্জয়ন্ সচিবৈঃ সহ ॥ ২ ॥

দূতৈস্ত কথিতং শ্রুত্বা মার্গসংরোধনং কৃতম্ ।

বভূব বিমনা রাজা স্ৰবাহ্রমিতদ্যুতিঃ ॥ ৩ ॥

সুদর্শনস্তদোবাচ স্বশুরং সংশিতব্রতঃ ।

অস্মান্ বিসৰ্জয়াশু ত্বং গমিষ্যামো হৃশঙ্কিতাঃ ॥ ৪ ॥

ভারদ্বাজাশ্রমং পুণ্যং গত্বা তত্র সমাহিতাঃ ।

নিবাসায় বিচারো'বৈ কর্তব্যঃ সৰ্ব্বথা নৃপ ! ॥ ৫ ॥

গুপ্তাধিকৈশ্চ পক্ষাশংগস্যৈরথ মহারণে ।

শত্রবো নিহতা দেব্যোভোবসর্গোহত্র বর্ণ্যতে ॥

তস্মৈ ইতি । গৌরবভোজ্যানি গৌরবেণ মানেন ভোজ্যানি মানপূরঃসরং ভোজ্যানী-
ত্যাঃ ॥ ১—২ ॥

মার্গসংরোধনং কৃতং রাজভিরিতি শেষঃ ॥ ৩—৪ ॥

ভারদ্বাজাশ্রমমিতি । ভারদ্বাজমূনেরাজ্যয়া বয়মত্রাগতাঃ পুনস্তমুখিং ত্রষ্টুং ভারদ্বাজাশ্রমং
গত্বা স্থাত্যামঃ পশ্চাদস্মাভিস্তম্মিমাশ্রমে স্বেয়মূত তব গৃহে স্বেয়মিতি বিচারঃ কর্তব্যো ন
মধ্যে ইতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজা স্ৰবাহ্র জামাতার সম্মান পূরঃসর বধাবিধি অহুসারে বিবিধ ভোজ্য
দ্রব্য প্রদান করিয়া প্রীতমানসে তাঁহাকে ছয়দিন ভোজন করাইলেন ॥ ১ ॥ এইরূপে সমস্ত
বিবাহ কার্য্য সমাধা করিয়া সচিবগণের সহিত মন্ত্রণা করত বরষথকে বিবাহ-দেয় বিবিধ
প্রকার রত্ন-ভূষণাদি প্রদান করিলেন ॥ ২ ॥ অনন্তর, অমিতহাতি কানীপতি দূত মুখ
হইতে নরপতিগণ সুদর্শনের গমনমার্গ রুদ্ধ করিয়াছেন ইহা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিমনা
হইয়া রহিলেন ॥ ৩ ॥ তখন দৃঢ়ব্রত সুদর্শন স্বশুরকে কহিলেন, মহারাজ ! আমাদিগকে সত্বর
বিদায় করুন, আমরা নিঃশঙ্কচিত্তে গমন করিব ॥ ৪ ॥ নৃপবর ! অগ্রে আমরা সুপবিত্র ভার-
দ্বাজের আশ্রমে গমন করিয়া তদনন্তর কোন স্থানে বাস করিব তাহার সম্যকরূপ বিচার

নৃপেভ্যশ্চ ন কর্তব্যং ভয়ং কিঞ্চিৎকিয়ানঘ ! ।
জগন্মাতা ভবানী মে সাহায্যং বৈ করিষ্যতি ॥ ৬ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তশ্চেতি মতমাজ্জায় জামাতুর্নৃপসত্তমঃ ।
বিসমর্জ্জ ধনং দত্ত্বা প্রতশ্চে সোহপি সত্ত্বরঃ ॥ ৭ ॥
বলেন মহতাবিষ্টো যযাবনু নৃপোত্তমঃ ।
সুদর্শনো বৃতন্তত্রে চ্চালি পথি নির্ভয়ঃ ॥ ৮ ॥
রথৈঃ পরিবৃতঃ শূরঃ সদারো রথসংস্থিতঃ ।
গচ্ছন্দদর্শ সৈন্যানি নৃপাণাং রঘুনন্দনঃ ॥ ৯ ॥
সুবাহুরপি তান্ বীক্ষ্য চিন্তাবিষ্টো বভূব হ ।
বিধিবৎ স শিবাং চিন্তে জগাম শরণং মুদা ॥ ১০ ॥
জজ্ঞাপৈকাক্ষরং মন্ত্রং কামরাজমনুত্তমম্ ।
নির্ভয়ো বীতশোকশ্চ পত্ন্যা সহ নবোঢ়য়া ॥ ১১ ॥
ততঃ সর্বে মহীপালাঃ কৃত্বা কোলাহলং তদা ।
উস্থিতাঃ সৈন্যসংযুক্তা হর্তু কামান্ত কন্যকাম্ ॥ ১২ ॥

ইদমুত্তরং পূর্কং রাজা মদগৃহে হ্যেয়মিত্যুক্তং তশ্চেতি বোধ্যম্ ॥ ৬ ॥

সোহপি সুদর্শনোহপি ॥ ৭ ॥

অনু পশ্চান্নপোত্তমঃ সুবাহুঃ । বৃতো বিবাহিতঃ ॥ ৮—৯ ॥

সুদর্শনঃ শিবাং শরণং জগাম পত্ন্যা সহ নির্ভয়ো জাতো মন্ত্রজপপ্রভাবাদিত্যর্থঃ ॥ ১০—১২ ॥

করিব ॥ ৫ ॥ বিমলায়ন ! আপনি নৃপগণ হইতে কিছুমাত্র ভয় করিবেন না, জগন্মাতা ভগবতী ভবানী অবশ্যই আমার সাহায্য করিবেন ॥ ৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ জনমেজয় ! নৃপতিসত্তম সুবাহু জামাতার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিপুল ধন প্রদান পূর্বক তাঁহাকে বিদায় দিলেন, সুদর্শনও সত্ত্বর হইয়া গ্রহান করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥ তদনন্তর নৃপসত্তম সুবাহু, সহতী সেনা সমভিব্যাহারে তাঁহার অনুগমন করিলেন । এইরূপে সুদর্শন বিবাহ করিয়া পশ্চিমদিকে নির্ভয়চিত্তে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥ রঘুনন্দন বীরবর সুদর্শন নববধূর সহিত রথে আরোহণ পূর্বক রথসমূহে পরিবৃত হইয়া গমন করিতে করিতে রাজগণের সৈন্য সকল দেখিতে পাইলেন ॥ ৯ ॥ রাজা সুবাহু তাহাদিগকে দর্শন করিয়া চিন্তাবিষ্ট হইলেন । কিন্তু, সুদর্শন আনন্দিত মনে সম্পূর্ণরূপে শিবরূপিণী শঙ্করীর শরণ গ্রহণ করিলেন ॥ ১০ ॥ তিনি অত্যন্তম একাক্ষর কামরাজ মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন এবং তৎপ্রভাবে নবোঢ়া পত্নীর সহিত বীতশোক ও নির্ভয় হইয়া অবস্থিত

কাশীরাজস্ত তান্ দৃষ্ট্বা হস্তকামো বভূব হ ।
 নিবারিতস্তদাত্যর্থং রাঘবেণ জিগীষতা ॥ ১৩ ॥
 তত্রাপি নেদুঃ শঙ্খাশ্চ ভৈর্যাশ্চানকদ্বন্দ্বুভিঃ ।
 স্রবাহোশ্চ নৃপাণাঞ্চ পরস্পরজিঘাংসতাম্ ॥ ১৪ ॥
 শক্রজিতু স্রংবৃত্তঃ স্থিতস্তত্র জিঘাংসয়া ।
 যুধাজিৎ তৎসহায়ার্থং সম্রদ্ধঃ প্রবভূব হ ॥ ১৫ ॥
 কেচিচ্চ প্রেক্ষকাস্তস্য সহানীকৈঃ স্থিতাস্তদা ।
 যুধাজিদত্রতো গম্বাঃ স্তদর্শনমুপস্থিতঃ ॥ ১৬ ॥
 শক্রজিতেন সহিতো হস্তঃ ভ্রাতরমাজুজঃ ।
 পরস্পরং তে বাণৌঘেষ্ততক্ষুঃ ক্রোধমুচ্ছিতাঃ ॥ ১৭ ॥
 সংমর্দঃ স্রমহাংস্তত্র সম্প্রবৃত্তঃ স্রমার্গগৈঃ ।
 কাশীপতিস্তদা তূর্ণং সৈন্যেন বহ্নান্বৃতঃ ।
 সাহায্যার্থং জগামাশু জামাতরমনিন্দিতম্ ॥ ১৮ ॥

রাঘবেণ স্তদর্শনে ॥ ১৩ ॥

পরস্পরজিঘাংসতাং রাজাং শঙ্খা ভৈর্যাশ্চ নেদুরিত্যর্থঃ ॥ ১৪—১৫ ॥

অত্রতঃ সর্বসৈন্তস্ত তু স্তদর্শনমুপস্থিতঃ প্রাপ্তস্তেন যুধাজিৎ। সহিতঃ শক্রজিচ্চোপস্থিত ইতি পূর্ণার্থঃ ॥ ১৬ ॥

করিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥ অনন্তর মহীপালগণ সকলেই কথাহরণ-কামনায় সৈন্তগণের সহিত
 কোলাহল শব্দে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত উত্তীর্ণ হইল ॥ ১২ ॥ কাশীরাজ, তাহাদিগকে দর্শন
 করিয়া নিধন করিতে ইচ্ছা করিলে, জয়াভিলাষী রঘুনন্দন স্তদর্শন তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ
 নিবারণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥ তখন পরস্পর হননেচ্ছুক নরপতিগণের ও স্রবাহুর শঙ্খ,
 ভেরী ও রণচক্র ঘোরশব্দে নিনাদিত হইতে লাগিল ॥ ১৪ ॥ শক্রজিৎ, শক্রসংহার বাস-
 নায় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন, যুধাজিৎ তাঁহার সাহায্যার্থ স্রমজিত হইয়া অবস্থিতি করিতে
 লাগিলেন ॥ ১৫ ॥ কোন কোন বীরগণ, নিজ নিজ সৈন্তগণের সহিত উদ্যতভাবে কেবল
 মাত্র দর্শন করত অবস্থিত রহিলেন। অনন্তর যুধাজিৎ স্তদর্শনের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হই-
 লেন, যুধাজিৎের সহিত অমুজ শক্রজিৎও ভ্রাতাকে বিনাশ করিবার অভিলাষে যুদ্ধস্থলে
 উপস্থিত হইলেন। তখন যোধগণ ক্রোধমুচ্ছিত হইয়া শরসমূহ দ্বারা পরস্পরকে আঘাত
 করিতে লাগিল ॥ ১৬—১৭ ॥ সেই সংগ্রামস্থলে স্রমীক সাবকসমূহ দ্বারা ঘোরতর
 সংমর্দ হইয়া উঠিলে, কাশীপতি বহুতর সৈন্তসমভিব্যাহারে জামাতার সাহায্যার্থ সত্বর
 গমন করিলেন ॥ ১৮ ॥

এবং প্রবৃন্তে সংগ্রামে দারুণে লোমহর্ষণে ।
 প্রাচুর্ভব সহস্রা দেবী সিংহোপরিস্থিতা ॥ ১৯ ॥
 নানায়ুধধরা রম্যা বরভূষণভূষিতা ।
 দিব্যাস্ত্রপরীধানা মন্দারশ্রবসংযুতা ॥ ২০ ॥
 তাং দৃষ্ট্বা তেহথ ভূপালা বিশ্বয়ং পরমং গতাঃ ।
 কেয়ং সিংহসমাক্রুতা কুতো বেতি সমুখিতা ॥ ২১ ॥
 স্তদর্শনস্ত তাং বীক্ষ্য স্তবাহুমিতি চাব্রবীৎ ।
 পশ্য রাজন্ ! মহাদেবীমাংগতাং দিব্যদর্শনাম্ ॥ ২২ ॥
 অনুগ্রহায় মে নুনং প্রাচুর্ভূতা দয়াম্বিতা ।
 নির্ভয়োহং মহারাজ ! জাতোহস্মি নির্ভয়াদপি ॥ ২৩ ॥
 স্তদর্শনঃ স্তবাহুশ্চ তামালোক্য বরাননাম্ ।
 প্রণামং চক্রতুস্তস্তা মুদিতৌ দর্শনেন চ ॥ ২৪ ॥
 ননাদ চ তথা সিংহো গজাস্ত্রস্তাশ্চকম্পিরে ।
 ববুর্বীতা মহাঘোরা দিশ্শচাসন্ স্তদারুণাঃ ॥ ২৫ ॥
 স্তদর্শনস্তদা প্রাহ নিজং সেনাপতিং প্রীতি ।
 মার্গে ব্রজ স্বং তরসা ভূপালা যত্র সংস্থিতাঃ ॥ ২৬ ॥

কিমর্থং ভ্রাতরং স্তদর্শনং হস্তম্ । অমুজ এবাহুজঃ । প্রজাদিবাদণ্ । ততক্ষুশিক্ষিতুস্তে
 ব্রয়ঃ ॥ ১৭—২০ ॥

বিশ্বয়মেবাহ । কেয়মিতি ॥ ২১—২৩ ॥

এইরূপে সেই নিদারুণ লোমহর্ষণ সময় উপস্থিত হইলে, সিংহাধিক্রুতা দেবী ভগবতী
 সহস্রা তথায় আবির্ভূত হইলেন ॥ ১৯ ॥ তাঁহার দেহকান্তি অতিশয় মনোহর, তিনি বিবিধ
 উৎকৃষ্ট ভূষণে বিভূষিত হইয়া বিবিধ আয়ুধ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার পরিধানে
 দিব্য অস্ত্র ও গলদেশে আভ্রাহুল্যিত মনোহর মন্দারমালা শোভা পাইতেছে। ভূপাল-
 সকল তাঁহাকে অবলোকন করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা মনে করিতে
 লাগিলেন এই সিংহসমাক্রুতা রমণী কে, কোথা হইতেই বা সহস্রা উপস্থিত হইলেন ॥ ২০—২১ ॥
 স্তদর্শন তাঁহাকে দর্শন করিয়া কানীপতি স্তবাহুকে কহিলেন, রাজন্ ! দিব্যদর্শনা দয়াম্বিতা
 মহাদেবী আমাকে অমুগ্রহ করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন অবলোকন করুন, মহা-
 রাজ ! এক্ষণে আমি নির্ভয় হইতেও নির্ভয় হইলাম ॥ ২২—২৩ ॥ স্তদর্শন ও স্তবাহু সেই
 বরাননা মহাদেবীকে দর্শন করিয়া হর্ষভরে পুলকিত হইলেন এবং ভক্তিতাবে তাঁহার চরণে
 প্রণিপাত করিলেন ॥ ২৪ ॥ তখন মহাদেবীর বাহন সিংহ ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া উঠিল, সেই

কিং করিষ্যস্মি রাজানঃ কুপিতা চুৰ্ভচেতসঃ ।

শরণার্থঞ্চ সম্প্রাপ্তা দেবী ভগবতী হি নঃ ॥ ২৭ ॥

নিরাতকৈশ্চ গন্তব্যং মার্গেহস্মিন্ ভূপসঙ্কলে ।

স্বতা ময়া মহাদেবী রক্ষণার্থকুপাগতা ॥ ২৮ ॥

তচ্ছব্দা বচনং সেনাপতিস্তেন পথাত্রজৎ ॥ ২৯ ॥

যুধাজিতু হুসংক্রুদ্ধস্তানুবাচ মহীপতীন ।

কিং স্থিতা ভয়সম্ভ্রান্তা নিরন্তু কন্যকাষ্মিতম্ ॥ ৩০ ॥

অবমন্ত্য চ নঃ সর্বান বলহীনো বলাধিকান্ ।

কন্যাং গৃহীত্বা সংযাতি নির্ভয়স্তরসা শিশুঃ ॥ ৩১ ॥

কিং ভীতাঃ কামিনীং বীক্ষ্য সিংহোপরি হুসংস্থিতাম্ ।

নোপেক্ষ্যো হি মহাভাগা হস্তবোহত্র সমাহৃতিতঃ ॥ ৩২ ॥

হৃদৈনং সংগ্রহীষ্যামঃ কন্যাং চারুবিভূষণাম্ ।

নায়াং কেশরিণাদভাং ছেদুমর্হতি জম্বুকঃ ॥ ৩৩ ॥

তত্ত্বা দর্শনেন মুদিতাবিত্যভয়ঃ ॥ ২৪—২৭ ॥

(আতঙ্কানুভূতারাঃ কারণমাহ স্বতেতি । যেথাং দেবী স্বয়ং রক্ষাকর্ত্রী তেষাং ন কুতো-
হপ্যাতঙ্কেতি ভাবঃ ॥ ২৮—২৯ ॥

যুধাজিহিত । হুসংক্রুদ্ধঃ নির্ভয়েন সেনাপতিগমনদর্শনাদিত্যি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥

ঘোরতর সিংহনাদ শ্রবণে মাতঙ্গগর্গ কল্পিত হইতে লাগিল; সেই সময়ে ঘোরতর বায়ু বহিতে লাগিল এবং দিক্ সকল নিদারুণ ভাবধারণ করিল ॥২৫॥ হৃদদর্শন তখন আপন সেনাপতিকে কহিলেন, ভূপাল সকল মার্গ রোধ করিয়া যেখানে অবস্থিত করিতেছেন, তুমি সমস্ত সেই স্থানে গমন কর। চুইচেতা নৃপতিগণ প্রকুপিত হইলেও আমাদের কি করিতে পারিবে? দেবী ভগবতী আমাদেরিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত এখানে উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ২৬—২৭ ॥ তোমরা নিরাকুল হইয়া সেই ভূপসঙ্কুল মার্গমধ্যে গমন কর, আমি স্মরণ করিবামাত্র মহা-
দেবী রূপাধিত হইয়া আমাদেরিগের রক্ষণার্থ আগমন করিয়াছেন ॥ ২৮ ॥

সেনাপতি সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই পথেই গমন করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন যুধাজিৎ অভিযয় ক্রোধাধিক হইয়া মহীপতিগণকে কহিতে লাগিলেন, আপনারা ভয়ে সমস্ত হইয়া রহিলেন কেন? এই কচ্ছাহারী স্বদর্শনকে নিহত করুন ॥ ২৯-৩০ ॥ এই বলহীন শিশু, বলাধিক সকল ভূপালকে অবমাননা করিয়া কচ্ছা গ্রহণ পূর্বক নির্ভয়চিত্তে বলপূর্বক গমন করিতেছে, আর আপনারা কিছুই করিতে পারিতেছেন না, ইহা অত্যন্তই আশ্চর্যের বিষয় ॥ ৩১ ॥ আপনারা কি সিংহোপস্থিত একটি কামিনীকে দর্শন করিয়া ভীত হইতেছেন? হে মহাভাগ ভূপতিগণ! এই বালককে ক্রমাচৈ উপেক্ষা করিবেন না,

ইত্যাঙ্কঃ সৈন্তসংযুক্তঃ শত্রুজিৎসহিতস্তদা ।

যোদ্ধু কামঃ স্ত্রসংগ্রাপ্তো যুধাজিৎ ক্রোধসংযুক্তঃ ॥ ৩৪ ॥

মুমোচ বিশিখাংস্তূর্ণং সমপুঙ্খাঙ্কিলাশিতান্ ।

ধনুরাক্ষ্য কর্ণাস্তং কৰ্ম্মারপরিমার্জিতান্ ॥ ৩৫ ॥

হস্তকামঃ স্ত্রহুমৈধাঃ স্ত্রদর্শনমথোপরি ।

স্ত্রদর্শনস্ত তান্ বাণৈশ্চিচ্ছেদাপততঃ কণাৎ ॥ ৩৬ ॥

এবং যুদ্ধে প্রবৃত্তেহথ চুকোপ চণ্ডিকা ভূশম্ ।

দুর্গা দেবী মুমোচাথ বাণান্ যুধাজিৎ প্রতি ॥ ৩৭ ॥

নানারূপা তদা জাতা নানাশস্ত্রধরা শিবা ।

সম্প্রাপ্তা ভুমলং তত্র চকার জগদম্বিকা ॥ ৩৮ ॥

শত্রুজিম্বিতস্তত্র যুধাজিদপি পার্থিবঃ ।

পতিতো তো রথাভ্যাস্ত জয়শব্দস্তদাভবৎ ॥ ৩৯ ॥

নৃপাহুস্তেজরিতুনাহ অবনত্বেতি ॥ ৩১—৩২ ॥

কেশরিণা আদস্তাং গৃহীতান্ । আদস্তামিতি ছেষঃ ॥ ৩৩—৩৪ ॥

কৰ্ম্মারেণ লোহকারেণ পরিমার্জিতাংস্তীকীকৃতান্ ॥ ৩৫ ॥

স্ত্রদর্শনং হস্তকামঃ স্ত্রদর্শনত্রেবোপরীত্যর্থঃ ॥ ৩৬—৩৭ ॥

তত্র সম্প্রাপ্তা জগদম্বিকা ভুমলং যুদ্ধককারেত্যর্থঃ । যদাপি সম্বোধু ভগবত্যাঃ
শস্ত্রধারণমুচিতং তথাপি ভক্তবাৎসল্যাদমুচিতমপি কৰ্ম্ম ভগবতী করোতীত্যনেন বোধি-
তম্ ॥ ৩৮—৩৯ ॥

মনোযোগ পূৰ্ণক ইহাকে নিহত করুন ॥ ৩২ ॥ ইহাকে হনন করিয়া এই চারুভূষণ
কামিনীকে গ্রহণ করিব । এই শৃগাল সিংহ-গৃহীত কামিনীকে ছিনাইয়া লইতে কখনই সমর্থ
হইবে না ॥ ৩৩ ॥

রাজা যুধাজিৎ এই বলিয়া ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া সৈন্তসমভিব্যাহারে যুদ্ধ বাসনার
শত্রুজিতের সহিত সংগ্রাম স্থলে উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৪ ॥ সেই স্ত্রহুমৈধি রাজা স্ত্রদর্শনের
নিধনবাসনার আকর্ষণধরাকর্ষণ পূৰ্ণক শিলাশণিত ও কৰ্ম্মার-পরিমার্জিত সমপুঙ্খ সায়ক
তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ; স্ত্রদর্শন সেই সংযোগপাতী শায়ক সকলকে শর-
সমূহ দ্বারা তৎক্ষণাৎ ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৫—৩৬ ॥ এইরূপে ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত
হইলে চণ্ডিকাদেবী অত্যন্ত ক্রোধাবিত হইলেন এবং যুধাজিতের প্রতি বাণ বর্ষণ করিতে
লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥ বিবিধ অস্ত্রধারিণী কল্যাণময়ী জগদম্বিকা দুর্গাদেবী নানারূপ ধারণ
পূৰ্ণক তথায় উপস্থিত হইয়া ভুমল সংগ্রাম করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥ সেই ভীষণ
সংগ্রামে শত্রুজিৎ ও রাজা যুধাজিৎ নিহত হইল । দুই জনেই বধ হইতে নিপতিত হইলে

বিশ্বয়ং পরমং প্রাপ্তা ভূপাঃ সর্বৈ বিলোক্য তান্ ।

নিধনং মাতুলস্তাপি ভাগিনেয়স্ত সংযুগে ॥ ৪০ ॥

স্ববাহুরপি তদৃষ্টা নিধনং সংযুগে তয়োঃ ।

তুষ্ঠাব পরমপ্রীতো দুর্গাং দুর্গতিনাশিনীম্ ॥ ৪১ ॥

স্ববাহুরূবাচ ।

নমো দেবৈ জগদ্ধাত্রৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ ।

দুর্গায়ৈ ভগবতৈ তে কামদায়ৈ নমো নমঃ ॥ ৪২ ॥

নমঃ শিবায়ৈ শান্ত্যৈ তে বিদ্যায়ৈ মোক্ষদে ! নমঃ ।

বিশ্বব্যাপ্ত্যৈ জগন্মাতর্জগদ্ধাত্রৈ নমঃ শিবে ! ॥ ৪৩ ॥

নাহং গতিং তব দিয়া পরিচিস্তয়ন্ বৈ

জানামি দেবি ! সগুণঃ কিল নিগুণায়াঃ ।

কিং স্তোমি বিশ্বজননি ! প্রকটপ্রভাবাং

ভক্তার্তিনাশনপরাং পরমাক্ষ শক্তিম্ ॥ ৪৪ ॥

মাতুলস্তাপীতি । মাতুলভাগিনেয়ৌ স্ববাহো রাজ্ঞঃ । তৌ চ যুধাজিৎপক্ষপাতিনৌ
ত্বিতৌ ॥ ৪০—৪৩ ॥

নামিতি । অহং সগুণো গুণত্রয়বদ্ধাত্মমতিধিরা তব নিগুণায়াঃ সাম্যাবস্থামায়া-
পাধিকবুদ্ধরূপিণ্যা গতিং পরাক্রমং ব্যাপ্তিং বা পরিচিস্তয়ন্ বাণ্ড্যনসম্বারবিষয়হীন জানামি ।
তদা কিং স্তোমি স্ততিবিষয়স্তব জ্ঞানাত্মবাং ॥ ৪৪ ॥

সুদর্শনের পক্ষ হইতে মহান্ জয়শব্দ সমুখিত হইল ॥ ৩৯ ॥ স্ববাহুর মাতুল ও ভাগিনেয়
যুধাজিতের পক্ষপাতী ছিলেন তাঁহারাও এই যুদ্ধে নিহত হইলেন । ভূপাল সকল তাঁহাদের
মরণ দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন ॥ ৪০ ॥ রাজা স্ববাহু ও যুদ্ধস্থলে তাঁহাদের
নিধন দর্শন পূর্বক পরম প্রীতিপ্রাপ্ত হইয়া দুর্গতিনাশিনী দুর্গাদেবীর স্তুতি করিতে
লাগিলেন ॥ ৪১ ॥

আমি শিবরূপিণী জগদ্ধাত্রী দেবীকে নমস্কার করি, কামপ্রদা ভগবতী দুর্গাদেবীকে
পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি । যিনি মঙ্গলময়ী শান্তি ও বিদ্যারূপিণী তাঁহাকে নিয়তই নমস্কার
করি । মাতর্মোক্ষদে ! শিবে ! আপনি বিশ্বব্যাপিনী, জগন্মাতা ও জগদ্ধাত্রী আমি আপনাকে
প্রণাম করি ॥ ৪২—৪৩ ॥ হে বিশ্বজননি ! দেবি ! আপনি নিগুণা, আমি সগুণ, অতএব
বাক্য মনের অগোচর আপনার প্রভাব পরাক্রমাদি বুদ্ধি দ্বারা চিন্তা করিয়াও জানিতে
সমর্থ নহি । জননি ! আপনি পরমশক্তি, সততই ভক্তজনের হৃৎখ বিনাশের নিমিত্ত
তৎপর থাকেন, আপনার প্রভাব সর্বত্রই প্রকটিত রহিয়াছে আমি আপনার কি স্তুতি

বাগ্দেবতা ভ্রমসি সৰ্বগতৈব বুদ্ধি-
 বিদ্যা মতিশ্চ গতিরপ্যসি সৰ্বজন্তোঃ ।
 ত্বাং শ্তোমি কিং ভ্রমসি সৰ্বমনোনিয়ন্ত্রী
 কিং স্তুষ্যতে হি সততং খলু চাত্মরূপম্ ॥ ৪৫ ॥
 ব্রহ্মা হরশ্চ হরিরপ্যনিশং স্তবন্তো
 নাস্তং গতাঃ হ্রবরাঃ কিল তে গুণানাম্ ।
 কাহং বিভেদমতিরম্ম ! গুণৈর্বতো বৈ
 বক্তুং ক্ষমস্তব চরিত্রমহোহপ্রসিদ্ধঃ ॥ ৪৬ ॥
 সংসঙ্গতিঃ কথমহো ন করোতি কামং
 প্রাসঙ্গিকাপি বিহিতা খলু চিত্তশুদ্ধিঃ ।
 জানাতুরস্মি বিহিতেন সমাগমেন
 প্রাপ্তং ময়াভূতমিদং তব দর্শনং বৈ ॥ ৪৭ ॥

ত্বাং শ্তোমীতি । যতস্তং সৰ্বমনোনিয়ন্ত্রী ততস্ত্বাং কিং শ্তোমি মনসো বিষয়ত্বাভাব-
 দিতি ভাবঃ । কিং স্তুষ্যতে ইতি । সৰ্বব্যাপকমাত্মরূপং কিং স্তুষ্যতে ন স্তুষ্যতে । মনোবিষয়ত্বা-
 ভাবাৎ তথৈব তদায়াভিমানং ত্বাং মনোবিষয়ত্বাভাবাৎ কিং শ্তোমি ন কিমপীত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

ব্রহ্মা হরশ্চেতি । এতাদৃশা ব্রহ্মাদয়ো মহাশ্তোহনিশং স্তবন্তোহপি তব গুণানামন্তং ন
 গতাঃ । তথাচ শ্রুতিঃ । যন্তাঃ স্বরূপং ব্রহ্মাদয়ো ন বিজ্ঞানস্তি তস্মাদ্ভ্যুচ্যতেহজ্ঞেয়া যন্তাঃ অস্তো
 ন বিদ্যাতে তস্মাদ্ভ্যুচ্যতেহনন্তেতি । যদেতদমস্তি তদাহমপ্রসিদ্ধো গুণৈঃ সম্বাদিভিক্কো
 বিভেদমতিজীবব্রহ্মভেদমতিরজ্ঞস্তব চরিত্রং বক্তুং ক কস্মিন্ কালে ক্ষমো ন কস্মিন্নপী-
 ত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

মম চিত্তশুদ্ধ্যভাবাদ্যদ্যপি ভবত্যা দর্শনযোগাতা নাস্তি তথাপি ভবচ্চরণকমলনিম-
 গ্নাস্তঃকরণানাং সতাত্ সংস্রবত্যা কঃ কামো ন সিধ্যোদ্যপি তু সিধ্যাত্যেবেত্যাহ সংস্রবতিরिति ।
 সংস্রবতিঃ কামং মনোরপং কথং ন করোতি সম্পাদয়তি অপিতু করোত্যেব । ভগবত্যাঃ
 স্বস্মিন্ ভক্তিং কুর্য্যাপেক্ষয়া স্বভক্রে ভক্তিং কুর্য্যেহমিকপ্রেমযুক্তত্বাৎ । তদুক্তং দেবী-
 পুরাণে মন্তব্যপেক্ষয়া ভক্রে মম ভক্তিস্ত সিদ্ধিমেতি । নহ চিত্তশুদ্ধিঃ বিনা কথং মদর্শন-
 ি

করিব ? ॥ ৪৪ ॥ দেবি ! আপনি প্রাণিগণের বাগ্দেবী সৰ্বত্রগতা বুদ্ধি, মতি ও গতি এবং
 আপনিই সকলের মনোনিয়ন্ত্রী ; অতএব আমি আপনার কি স্তব করিব ? দেবি !
 আপনি আত্মরূপিনী, আমি ষাণ্মনের অগোচর পরমাত্মমণীর স্তব করিতে কিরূপে সমর্থ
 হইব ? ॥ ৪৫ ॥ ব্রহ্মা হরী, হর এবং প্রধান প্রধান দেবগণ নিরন্তর স্তুতি করিয়াও আপনার
 গুণগণের অন্ত প্রাপ্ত হন নাই, অথিকে ! আমি কীটাপুণীট তুল্য অপ্রসিদ্ধ এবং গুণ দ্বারা
 সম্পূর্ণরূপে সযক, অজ্ঞ আমি, জীববুদ্ধির প্রভেদ জ্ঞান কিরূপে বুঝিব, যাতঃ ! আমি
 তোমার হ্রবরাহ চরিত্র বর্ণনে কস্মিন্ কালেও সমর্থ হইব না ॥ ৪৬ ॥ ভ্রমসি ! সংস্র

ব্রহ্মাপি বাঙ্কতি সৰ্দৈব হরো হরিশ্চ
 সেদ্রাঃ সুরাশ্চ মুনয়ো বিদিতার্থতত্ত্বাঃ ।
 যদর্শনং জননি ! তেহদ্য ময়া ছুরাপং
 প্রাপ্তং বিনা দমশমাদিসমাধিভিশ্চ ॥ ৪৮ ॥
 কাহং স্তম্ভমতিরাস্ত তবাবলোকং
 কেদং ভবানি ! ভবভেষজমদ্বিতীয়ম্ ।
 জ্ঞাতাসি দেবি ! সততং কিল ভাবযুক্ত-
 ভক্তানুকম্পনপরামরবর্গপূজ্য ॥ ৪৯ ॥
 কিং বর্ণয়ামি তব দেবি ! চরিত্রমেতদ্
 যদক্ষিতোহস্তি বিষমেতত্র স্তদর্শনোহয়ম্ ।
 শত্রু হতো স্তবলিনো তরসা ত্বয়া যদ-
 ভক্তানুকম্পি চরিতং পরমং পবিত্রম্ ॥ ৫০ ॥

তেতি চেৎ না চিত্তগুক্তিৰ্ভবত্ত্বদর্শনপ্রসঙ্গেনান্যাসেনাপি বিহিতা ভবতি কৃতা ভবতি ।
 এতাদৃশো ভবত্ত্বদর্শনমহিমেতি ভাবঃ । কোহসৌ মম ভক্তগুণৈবতাদৃশো মিলিত ইতি
 চেদন্ত জামাতুঃ স্তদর্শনন্ত তব ভক্তগুণৈবদেবেন বিহিতেন সমাগমেন চ প্রাপ্তং ময়াত্বতমিদং
 তব দর্শনং বৈ ॥ ৪৭ ॥

ইদানীং স্তত্র ধন্ততাং বর্ণয়তি ব্রহ্মপীতি । শমদমাদিসমাধিভির্বিদ্যাং প্রাপ্তং ততো
 মৎসমোহন্তঃ কো বা ধন্তোহস্তীতি ভাবঃ ॥ ৪৮ ॥

কেন না মনোরথ সিদ্ধি সম্পাদন করিবে ? আমার এই চিত্তগুক্তি প্রাসঙ্গিকক্রমেই সম্পা-
 দিত হইয়াছে ; জননি ! আমার এই জামাতা আপনার একান্ত ভক্ত, দৈববশে তাঁহার
 সহিত আমার সঙ্গতি সংঘটিত হইয়াছে তাহাতেই আমি আপনার দর্শন প্রাপ্ত হই-
 য়াছি ॥ ৪৭ ॥ জননি ! ব্রহ্মা, হরি, হর, ইন্দ্রাদি সুরগণ ও বিদিততত্ত্ব মুনিগণও যাহার কামনা
 করিয়া থাকেন, অদ্য শম দমাদি ও সমাধি ব্যতিরেকেও আমি আপনার সেই জ্ঞাত দর্শন
 প্রাপ্ত হইলাম ; অতএব দেবি ! ত্রিভুবনে আমার তুল্য ধন্ত ব্যক্তি আর কে আছে ? ॥ ৪৮ ॥
 ভবানি ! স্তম্ভমতি আমিই বা কোথায় ? এবং একমাত্র ভবরোগের ঔষধ স্বরূপ ভবদীপ
 দর্শনই বা কোথায় ? তথাপি হে সুরপুঞ্জ্য ! আমি আপনার দর্শন লাভ করিলাম, জননি !
 আমি আপনাকে জানিতে পারিয়াছি যে, আপনি ভাবযুক্ত ভক্তগণের প্রতি নিরন্তর অহু-
 কম্পা প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥ ৪৯ ॥ দেবি ! আপনি যে এই বিষয় সময় সঙ্কটে স্তদর্শনকে
 রক্ষা করিলেন এবং দুইজন অতিশয় বলবান ব্যক্তি নিহত করিলেন তদ্বিষয়ে আপনার
 চরিত্র কথা আর কি বর্ণন করিব ? বুঝিলাম আপনার পবিত্র চরিত্র ভক্তগণের প্রতি

নাশ্চর্য্যমেতদিতি দেবি ! বিচারিতেহর্থে
 ত্বং পাসি সর্বমখিলং স্থিরজঙ্গমং যৈ ।
 ত্রাতস্তুয়া চ বিনিহত্য রিপুর্দয়াতঃ
 সংরক্ষিতোহয়মধুনা ধ্রুবসন্ধিসূনুঃ ॥ ৫১ ॥
 ভক্তস্য সেবনপরস্য যশোহতিদীপ্তং
 কর্তুং ভবানি ! রচিতং চরিতং ত্বয়েতৎ ।
 নোচেৎ কথং স্থপরিগৃহ্য স্ততাং মদীয়ং
 যুদ্ধে ভবেৎ কুশলবাননবদ্যশীলঃ ॥ ৫২ ॥
 শক্তাসি জন্মমরণাদিভয়ান্ বিহস্তং
 কিঞ্চিদ্রমত্র কিল ভক্তজনস্য কামম্ ।
 ত্বং গীয়সে জননি ! ভক্তজনৈরপারা
 ত্বং পাপপুণ্যরহিতা সগুণা গুণা চ ॥ ৫৩ ॥
 ত্বদর্শনাদহমহো স্কৃতি কৃতার্থো
 জাতোহস্মি দেবি ! ভুবনেশ্বরি ! ধন্যজন্মা ।
 বীজং ন তেন ভজনং কিল বেদ্যি মাত-
 র্জাতন্তু বাদ্য মহিমা প্রকটপ্রভাবঃ ॥ ৫৪ ॥

জাতাসীতি । অথাপি ময়া জাতাসি দৃষ্টাসি ততো মদন্তঃ কোহস্তি ধন্তঃ । কথন্তু
 ত্বং ভাবগুক্তত্বেন্নমস্কম্পনপরা ॥ ৪৯—৫২ ॥

নিয়তই অমুকম্পা প্রকাশ করিয়া থাকে ॥ ৫০ ॥ দেবি ! এইরূপ বিচারিত বিষয়েই
 বা বিচিত্রতা ও আশ্চর্য্য কিছুই দৃষ্ট হয় না, যেহেতু আপনিই ত এই স্বাবর জঙ্গমাঙ্ক
 অখিল বিশ্বের রক্ষা করিতেছেন, তদনুসারে আপনি এক্ষণে করুণাবশে ভক্তের শত্রুকে
 নিহত করিয়া এই ধ্রুবসন্ধির পুত্র সুদর্শনকে রক্ষা করিলেন-॥ ৫১ ॥ ভবানি ! আপনি স্বীয়
 সেবানিরত ভক্তজনের রক্ষার নিমিত্তই যে কেবল এইরূপ চরিত প্রকাশ করেন তাহা নহে,
 ভক্তগণের বশোরাশি প্রদীপ্ত করিবার নিমিত্তও করিয়া থাকেন ; নতুবা এই ভবদীয়
 ভক্ত সাধুচরিত সুদর্শন মদীর কন্টার পাণিপীড়ন পুংসর যুদ্ধস্থলে বিজয় লাভ করিয়া
 কুশলী হইলেন কেন ? ॥ ৫২ ॥ জননি ! আপনি জন্ম ও মরণ ভয় বিনাশে একান্তই সমর্থ ;
 আপনি যে ভক্তজনের মনোরথ সাধন করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে ?
 ভক্তগণ আপনাকে পাপপুণ্য-বিরহিতা অপারা এবং সগুণা ও নিগুণা বলিয়া কীর্তন
 করিয়া থাকেন ॥ ৫৩ ॥ দেবি ! ভুবনেশ্বরি ! আমি আপনার দর্শন লাভ করিয়া স্কৃতি

ব্যাস উবাচ ।

এবং স্তুতা তদা দেবী প্রসন্নবদনা শিবা ।

উবাচ তং নৃপং দেবী বরং বরয় স্তুত ! ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে
মহারণে স্তদর্শনশক্রসংহারো নাম ত্রয়োবিংশোধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

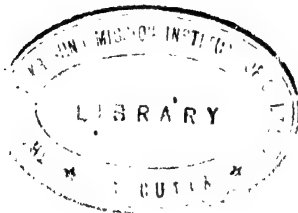
কামং মনোরথং *কর্তুং শক্তাসীতি কিং চিত্রমিত্যম্বয়ঃ । অতএব ত্বং ভট্টৈ-
র্গায়সে ॥ ৫৩—৫৫ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়োবিংশোধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

ও কৃতার্থ হইলাম, মাতঃ ! আমি ভজন সাধন ও কীজমন্ত্রাদি কিছুই জানিনা, অদ্য কেবল
আপনার মহিমার প্রকৃতি প্রভাব মাত্র অবগত হইলাম ॥ ৫৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজা সুবাহ এইরূপে কৈবল্যকল্যাণময়ী ভগবতীর স্তুতি করিলে
দেবী প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, হে স্তুত ! তুমি আমার নিকট বর প্রার্থনা কর ॥ ৫৫ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকায়ুক্ত মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগ-
বতের তৃতীয়স্কন্ধে মহারণে স্তদর্শনের শক্রসংহার বর্ণন
নামক ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥



চতুর্বিংশোঃধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

তস্মাস্তবচনং শ্রদ্ধা ভবান্ধাঃ স নৃপোত্তমঃ ।

প্রোবাচ বচনং তত্র স্ৰবাহুর্ভক্তিসংযুতঃ ॥ ১ ॥

স্ৰবাহুরুবাচ ।

একতো দেবলোকস্য রাজ্যং ভূমণ্ডলস্য চ ।

একতো দর্শনশ্চে বৈ ন চ তুল্যং কদাচন ॥ ২ ॥

দর্শনাং সদৃশং কিঞ্চিদ্ভিন্ন লোকেষু নাস্তি মে ।

কং বরং দেবি ! যাচেহং কৃতার্থোহস্মি ধরাতলে ॥ ৩ ॥

এতদিচ্ছাম্যহং মাতর্বাচিত্বং বাঞ্ছিতং বরম্ ।

তব ভক্তিঃ সদা মেহস্ত নিশ্চিন্তা হনপায়িনী ॥ ৪ ॥

নগরেহত্র ত্বয়া মাতঃ ! স্মাতব্যং মম সর্বদা ।

দুর্গা দেবীতি নাম্না বৈ ত্বং শক্তিরিহ সংস্থিতা ॥ ৫ ॥

রক্ষা ত্বয়া চ কর্তব্য সর্বদা নগরস্য হ ।

যথা সুদর্শনস্ত্রাতো রিপুসংগ্রাদনাময়ঃ ॥ ৬ ॥

পঞ্চাশত্তিত্ত্বাং শ্লোকৈঃ ত্রীদেবীমহিমোচ্যতে ।

দুর্গাদেব্যা নিবাসন্ত কাশ্মাং কৃত ইতীর্থাতে ॥

তস্তা ইতি ॥ ১—৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, দেবীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া নৃপসন্তম স্ৰবাহু ভক্তিসমম্বিত হইয়া তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১ ॥ দেবি ! একদিকে দেবলোকের ও ভূমণ্ডলের সমস্ত রাজ্য এবং অপরদিকে আপনার দর্শন, যদি এই উভয়ের তুলনা করা যায় তাহা হইলে ঐ রাজ্যাদি কদাচই আপনার দর্শনের তুল্য হইতে পারে না। দেবি ! আপনার দর্শন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু ত্রিভুবন মধ্যে কিছুই দৃষ্ট হয় না, তবে জননি ! আমি আর কোন্ বর প্রার্থনা করিব, আমি আপনার দর্শনলাভ করিয়া এই ধরণীমণ্ডলে ধন ও কৃতার্থ হইয়াছি ॥ ২—৩ ॥ মাতঃ শিবে ! আমার বাঞ্ছিত এই বর আপনার নিকট প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা করিতেছি যে, সততই যেন আপনার প্রতি আমার ভক্তি-অবিনাশিনী ও অচলা হয়। জননি ! আপনি নিয়তই যেন আমার এই নগরী মধ্যে অবস্থিতি করেন, আপনি দুর্গাদেবী এই নামে বিখ্যাত হইয়া শক্তিরূপে এই স্থানে অবস্থান করেন ইহাই

তথাত্র রক্ষা কর্তব্য। বারাগস্তাস্ত্রাস্থিকৈঃ ।।
 যাবৎ পুরী ভবেদ্ভূমৌ স্প্রতিষ্ঠা স্তসংস্থিতা ॥ ৭ ॥
 তাবৎস্বয়ং স্নাতব্যং দুর্গে ! দেবি ! কৃপানিধে !
 বরোহয়ং মম তে দেয়ঃ কিমন্তুং প্রার্থয়াম্যহম্ ॥ ৮ ॥
 বিবিধান্ সকলান্ কামান্ দেহি মে বিদ্বিষো জহি ।
 অভদ্রাণাং বিনাশঞ্চ কুরু লোকস্ত সর্বদা ॥ ৯ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি সম্প্রার্থিতা দেবী দুর্গা দুর্গার্তিনাশিনী ।
 তমুবাচ নৃপং তত্র স্তুত্বা বৈ সংস্থিতং পুরঃ ॥ ১০ ॥
 দুর্গোবাচ ।

রাজন্ ! সদা নিবাসো মে যুক্তিপূর্যাং ভবিষ্যতি ।
 রক্ষার্থং সর্বলোকানাং যাবন্তিষ্ঠতি মেদিনী ॥ ১১ ॥
 অথো স্তদর্শনস্তত্র সমাগম্য স্তুদাম্বিতঃ ।
 প্রণম্য পরয়া ভক্ত্যা তুষ্ঠাব জগদম্বিকাম্ ॥ ১২ ॥
 অহো কৃপা তে কথয়াম্যহং কিং
 ত্রাতস্তুয়া যৎ কিল ভক্তিহীনঃ ।
 ভক্তানুকম্পী সকলো জনোহস্তুি
 বিমুক্তভক্তেরবনং ব্রতং তে ॥ ১৩ ॥

ত্বং পরাশক্তির্দুর্গাদেবীতি নাম্না সংস্থিতা তবেতি শেষঃ ॥ ৫—১১ ॥

অথো ইত্যেকারান্তো নিপাতঃ ॥ ১২ ॥

আমি আপনার নিকট কামনা করিতেছি ॥ ৪—৫ ॥ দেবি ! অধিকে আপনি যেমন
 স্তূর্ণনকে বিষবিহীন করিয়া পরিভ্রাণ করিলেন, সেইরূপে এই স্থানে অবস্থিত হইয়া,
 যে পর্যন্ত এই বারাগসীপুরী পৃথিবীতলে স্তসংস্থিত ও স্প্রতিষ্ঠিত থাকে তাবৎকাল
 আপনি ইহার রক্ষা করুন ; দুর্গে ! আমি প্রার্থনা করিতেছি আমাকে এই বর প্রদান
 করুন । দেবি ! আপনি আমাকে অন্তান্ত বিবিধ প্রকার মনোরথ প্রদান এবং আমার
 শত্রু সংহার করুন ; আর এই লোক মধ্যে সমস্ত অভদ্র জনগণের বিনাশ সাধন করুন ।
 কৃপাময়ি ! ইহা হইতে আর অপর কি প্রার্থনা করিব ॥ ৬—৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজা সুবাহ দুর্গভিবাশিনী দুর্গাকে এইরূপে স্তুতি ও প্রার্থনা করিয়া
 পুরোভাগে কৃতান্ধলিপুটে দণ্ডারমান হইলে দেবী তাঁহাকে কহিলেন, রাজন্ ! যাবৎ পর্যন্ত

• ত্বং দেবি ! সর্বং সৃজসি প্রপঞ্চং
 শ্রুতং ময়া পালয়সি স্বসৃষ্টম্ ।
 ত্বমৎসি সংহারপরে চ কালে
 ন তেহত্র চিত্রং মম রক্ষণং বৈ ॥ ১৪ ॥
 করোমি কিং তে বদ দেবি ! কার্য্যং
 ক বা ব্রজামীত্যনুমোদয়াশু ।
 কার্য্যে বিমূঢ়োহস্মি তবাজ্জয়াহং
 গচ্ছামি তিষ্ঠে বিহরামি মাতঃ ! ॥ ১৫ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তং তথা ভাষমাণস্ত্ব দেবী প্রাহ দয়াস্বিতা ।
 গচ্ছামোধ্যাং মহাভাগ ! কুরু রাজ্যং কুলোচিতম্ ॥ ১৬ ॥

ভক্তাঙ্কস্পীতি । সকলোহপি জনো দেবাদিলোকো ভক্তাঙ্ককম্প্যন্তি বিমুক্তভক্তৈর্ভক্তি
 রহিতস্ত পুরুষস্ত ত্ববনং ন কোহপি কৰোতি তে তব ব্রতং তু তাদৃশভক্তিরহিতস্ত পুরুষস্তা
 প্যবনং কৰ্ত্তব্যমিতি ॥ ১৩—১৪ ॥

যেদিনী বর্তমান থাকিবে তাবৎকাল পর্য্যন্ত সমস্ত লোকগণের রক্ষার নিমিত্ত আমি এই
 মুক্তিনগরী বারাণসীতে অবস্থিতি করিব সন্দেহ নাই ॥ ১০—১১ ॥ অনন্তর সূদর্শন হৃষ্টচিত্তে
 সেই স্থানে আগমন পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া পরমাত্মীতি ও ভক্তি সহকারে জগদধিকা
 স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১২ ॥ জগদধিকে ! এই অখিল জীবন মধ্যে সকল
 তত্ত্বজ্ঞানের প্রতি অঙ্কুশ প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু জননি ! আমি দেখিতেছি যে
 আপনার ভক্তিবিশীন ব্যক্তিকে পরিভ্রাণ করাই দৃঢ়তর ব্রত হইয়াছে ; কারণ, আমি
 ভক্তিবিশীন হইলেও আপনি আমাকে পরিভ্রাণ করিলেন ; অতএব জননি ! আপনার অণা
 ককণাসিদ্ধির বর্ণনে আমি কিরূপে সমর্থ হইব ? ॥ ১৩ ॥ দেবি ! আমি শ্রবণ করিয়া
 আপনি এই অখিল বিশ্বপ্রপঞ্চের সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই নিজসৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডের পালন করি
 ছেন এবং যথাকালে তাহার সংহার করিবেন ; অতএব মাতঃ ! আপনি যে আমাকে রক্ষা
 করিয়াছেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি আছে ? ॥ ১৪ ॥ দেবি ! এক্ষণে আমি আপন
 কি কার্য্য সম্পাদন করিব এবং কোণার গমন করিব, আপনি শীঘ্র তাহার অনুমোদ
 কনন । মাতঃ ! এক্ষণে কৰ্ত্তব্যকার্য্যে বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি, অতএব আমাকে আ
 কনন আমি এই স্থানে অবস্থিতি করিব, অথবা অন্ত কোথাও গমন করিব কিংবা যথ
 বিহার করিব ॥ ১৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, সূদর্শন এইরূপ নিবেদন করিলে দেবী দয়াপ্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহা
 কহিলেন, মহাভাগ ! তুমি অবোধায় গমন কর এবং কুলোচিত রাজ্য প্রতিপালন করি

স্মরণীয়া সদাহং তে পূজনীয়া প্রযত্নতঃ ।

শং বিধানাস্থ্যাহং নিত্যং রাজ্যে তে নৃপসত্তম ! ॥ ১৭ ॥

অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দশ্যাং নবম্যাঞ্চ বিশেষতঃ ।

মম পূজা প্রকর্তব্য্য বলিদানবিধানতঃ ॥ ১৮ ॥

অর্চা মদীয়া নগরে স্থাপনীয়া ত্রয়ানঘ ! ।

পূজনীয়া প্রযত্নেন ত্রিকালং ভক্তিপূর্ব্বকম্ ॥ ১৯ ॥

শরৎকালে মহাপূজা কর্তব্য্য মম সর্ব্বদা ।

নবরাত্রিবিধানেন ভক্তিভাবযুতেন চ ॥ ২০ ॥

চৈত্রেহশ্বিনে তথাষাঢ়ে মাঘে কার্য্যো মহোৎসবঃ ।

নবরাত্রৌ মহারাজ ! পূজা কার্য্য্য বিশেষতঃ ॥ ২১ ॥

কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশ্যাং মম ভক্তিসমম্বিতৈঃ ।

কর্তব্য্য নৃপশাদূল ! তথাষ্টম্যাং সদা বুধৈঃ ॥ ২২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্তান্তহিতা দেবী দুর্গা দুর্গতিনাশিনী ।

নতা স্তদর্শনেনাথ স্তুতা চ বহুবিস্তরম্ ॥ ২৩ ॥

অন্তহিতাং তু তাং দৃষ্ট্বা রাজানঃ সর্ব্ব এব তে ।

প্রণেমুস্তং সমাগম্য যথা শত্রুং সুরাস্তথা ॥ ২৪ ॥

করোনীতি । কিং তে কার্য্য্য ময়া কর্তব্যমিতি বদেত্যর্থঃ ॥ ১৫—১৮ ॥

অর্চা প্রতিমা ॥ ১৯—২০ ॥

চৈত্রে মাঘেহশ্বিনে আষাঢ়ে নবরাত্রৌ ইত্যম্বয়ঃ । ইতি নবরাত্রচতুষ্টয়েঐতীয়ার্থঃ ॥ ২১ ॥

থাক ॥ ১৬ ॥ নৃপসত্তম ! তুমি সততই আমার স্মরণ এবং যত্নপূর্ব্বক পূজা করিবে, আমি তোমার রাজ্যমধ্যে নিয়তই কল্যাণ বিধান করিব ॥ ১৭ ॥ বিশেষতঃ অষ্টমী চতুর্দশী ও নবমীতে বিধিপূর্ব্বক আমার পূজা ও বলি প্রদান করিও ॥ ১৮ ॥ হে অনঘ ! তুমি নগরী মধ্যে আমার প্রতিমা স্থাপন করিয়া যত্নপূর্ব্বক ভক্তি সহকারে ত্রিসন্ধ্যা পূজা করিবে ॥ ১৯ ॥ শরৎকালে ভক্তিভাব-সম্বিত চিত্তে নবরাত্রি বিধান দ্বারা আমার মহাপূজা করা একান্ত কর্তব্য ॥ ২০ ॥ মহারাজ ! চৈত্র, মাঘ, অশ্বিন ও আষাঢ় মাসে অর্থাৎ এই নবরাত্রি চতুষ্টয়ে আমার মহোৎসব এবং বিশেষতঃ কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী ও অষ্টমীতে ভক্তি-যুক্ত মানসে আমার পূজা করা মানবগণের একান্ত কর্তব্য ॥ ২১—২২ ॥

ব্যাস বলিলেন, বিপদ-বিনাশিনী দুর্গা এইরূপ বলিলে পর, স্তদর্শন তাঁহাকে বহুবিস্তর স্তব ও প্রণাম করিলেন । দেবী ও উক্ত প্রকারে উপদেশ প্রদান করিয়া অন্তহিত

স্রবাহুরপি তং নম্রা স্থিতশচাগ্রে মুদাম্রিতঃ ।
 উচুঃ সৰ্বে মহীপালা অযোধ্যাধিপতিং তদা ॥ ২৫ ॥
 হুমস্মাকং প্রভুঃ শাস্তা সেবকাস্তে বয়ং সদা ।
 কুরু রাজ্যমযোধ্যায়াং পালয়াম্মাপোত্তম ! ॥ ২৬ ॥
 হুংপ্রসাদাম্‌হারাজ ! দৃষ্টা বিশ্বেশ্বরী শিবা ।
 আদিশক্তিৰ্ভবানী সা চতুৰ্ভগফলপ্রদা ॥ ২৭ ॥
 ধন্যস্ত্বং কৃতকৃত্যোহসি বহুপুণ্যো ধরাতলে ।
 যস্মাচ্চ হুংকৃতে দেবী প্রাহুর্ভূতা সনাতনী ॥ ২৮ ॥
 ন জানীমো বয়ং সৰ্বে প্রভাবং নৃপসত্তম ! ।
 চণ্ডিকায়ান্তমোযুক্তা মায়য়া মোহিতাঃ সদা ॥ ২৯ ॥
 ধনদারস্তানাক্ষ চিস্তনেহভিরতাঃ সদা ।
 মগ্না মহার্গবে ঘোরে কামক্ৰোধঝমকূলে ॥ ৩০ ॥
 পৃচ্ছামস্ত্বাং মহাভাগ ! সৰ্ব্বজ্ঞোহসি মহামতে ! ।
 কেয়ং শক্তিঃ কুতো জাতা কিংপ্রভাবা বদস্ব তৎ ॥ ৩১ ॥

বুধৈর্মতোঃসবঃ তথা পূজা চ কার্যোত্যর্থঃ ॥ ২২—২৪ ॥

অযোধ্যাধিপতিং সূদর্শনম্ ॥ ২৫—২৭ ॥

হুংকৃতে বদ্যর্থম্ ॥ ২৮—৩১ ॥

হইলেন ॥ ২৩ ॥ সমস্ত রাজগণ, তাঁহার অন্তর্ধান দর্শন করিয়া সুরগণ যেরূপ দেবরাজের
 নিকট গমন করেন সেইরূপ স্বর্শনের সন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করি-
 লেন ॥ ২৪ ॥ কাশীপতি স্রবাহুও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া হঠাৎ অগ্রে অবস্থিত রহিলেন,
 তখন সমস্ত ভূপালগণ, অযোধ্যাধিপতি সূদর্শনকে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৫ ॥ নৃপবর !
 আপনি আমাদের প্রভু ও শাসনকর্তা, আমরা সর্বদাই আপনার সেবক, আপনি
 অযোধ্যায় রাজত্ব করিয়া আমাদের প্রতাপপালন করুন ॥ ২৬ ॥ মহারাজ ! আপনার
 প্রসাদেই আমরা চতুৰ্ভগ ফলপ্রদা আদ্যাশক্তি কল্যাণময়ী বিশ্বেশ্বরী সনাতনী ভবানী
 দেবীকে দর্শন করিলাম ॥ ২৭ ॥ রাজন ! আপনার নিমিত্তই সেই নিত্যরূপ পরমা-
 শ্রুতি দেবী প্রাহুর্ভূত হইরাছিলেন, অতএব আপনিই এই ধরাতলে বহুপুণ্য, কৃতকৃত্য
 ও ধন্যপুরুষ ॥ ২৮ ॥ নৃপোত্তম ! আমরা সেই মহামায়ার চণ্ডিকাসেবকীক মায়ার সর্ব-
 দাই বিমোহিত, অতএব আমরা কেহই তাঁহার প্রভাব অবগত হইতে সমর্থ নহি ॥ ২৯ ॥
 আমরা ধন পুত্র ও কলত্রাদির চিস্তনেই নিরস্তর নিরত, অতএব আমরা কামক্ৰোধাদিরূপ
 প্রাক-সমুদ্র ঘোরতর ঝোলাধবে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছি ॥ ৩০ ॥ মহাভাগ ! আপনি মহামতি ও

ভব স্বং নোশ্চ সংসারে সাধবোহতিদয়াপরাঃ ।

তস্মাচ্ছো বদ কাকুৎস্থ ! দেবীমাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥ ৩২ ॥

যৎপ্রভাবা চ সা দেবী যৎস্বরূপা যদুদ্ভবা ।

তৎ সর্বং শ্রোতুমিচ্ছামস্ত্বং ব্রুহি নুবরোত্তম ! ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি পৃষ্ঠস্তদা তৈস্ত্ব ধ্রুবসন্ধিস্থতো নৃপঃ ।

বিচিন্ত্য মনসা দেবীং তানুবাচ মুদাস্থিতঃ ॥ ৩৪ ॥

ঈদর্শন উবাচ ।

কিং ব্রুবীমি মহীপালান্ত্রাস্চরিতমুত্তমম্ ।

ব্রহ্মাদয়ো ন জানন্তি সেশাঃ সুরগণাস্তথা ॥ ৩৫ ॥

সর্বস্বাদ্যা মহালক্ষ্মীর্বরেণ্যা শক্তিরুত্তমা ।

সাত্বিকীয়ং মহীপালা জগৎপালনতৎপরা ॥ ৩৬ ॥

স্বজতে যা রজোরূপা সত্ত্বরূপা চ পালনে ।

সংহারে চ তমোরূপা ত্রিগুণা সা সদা মতা ॥ ৩৭ ॥

ভব স্বং নোশ্চেতি । স্বং সংসারে সংসাররূপে সমুদ্রে নৌর্ব নৌকা ভবান্ধাংঘারয়িতুম্ । যতঃ সাধবোহতিদয়াপরা ভবন্তি ॥ ৩২—৩৫ ॥

চতুর্বিংশত্যং হি ভগবত্যাঃ স্বরূপং ক্রমেণ দর্শয়তি । সর্বস্বাদ্যোতি । একা পালয়িত্রী সাব্বিকী মহালক্ষ্মীর্সিদ্ধিশক্তিঃ সর্বপ্রপঞ্চস্তাদ্যোয়ম্ । দ্বিতীয়া তু স্বজতি বা রজোরূপা সত্ত্বরূপা চ পালনে ইতিপুনরুক্তিরনুবাদরূপা । সংহারে তমোরূপা বা সেয়ং তৃতীয়া শক্তিঃ । এতাসাং নামানি প্রথমস্ত্বক এবোক্তানি । তত্শাস্ত্র সাব্বিকী শক্তিী রাজসী তামসী তথা । মহালক্ষ্মীঃ সরস্বতী মহাকালীতি তাঃ দ্বয় ইতি । নমু রহস্তে তু সবাখ্যানোতিগুচেন গুণে-

সর্বস্ত্বক ; এজন্ত আপনাকে জিজ্ঞাসা কনিতেছি, এই শক্তি কে, কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, ইহার প্রভাব কিরূপ ? তৎসমুদায় আমাদের নিকট কীর্তন করুন ॥ ৩১ ॥ হে কাকুৎস্থ ! সাধুগণ সততই রূপাপরবশ, অতএব আপনি কল্পণা করিয়া আমাদেরগের সংসারসাংগের তরলিষরূপ হইয়া অতু্যন্তম দেবীর মাছাত্ম্য কথা আমাদের নিকট বর্ণন করুন ॥ ৩২ ॥ নরপতে ! সেই দেবীর প্রভাব ও স্বরূপ যেরূপ এবং বাহা হইতে তাঁহার উদ্ভব, তৎসমুদায় শ্রবণ করিতে আমাদেরগের বলবতী বাসনা জন্মিয়াছে ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, নৃপগুণ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে ধ্রুবসন্ধিতনয় রাজা ঈদর্শন, আনন্দিত হইয়া মনে মনে দেবীকে স্মরণ করিয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥ রাজগণ ! ইহার অমু-ত্তম চরিত ইন্দ্রাদি স্মরণ অধিক কি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর পর্য্যন্তও অবগত নহেন, আমি সেই মহামায়ার মহৎ চরিত কিরূপে বর্ণন করিব ॥ ৩৫ ॥ হে মহীপালগণ ! ভগবতী

নিগুণা পরমা শক্তিঃ সৰ্বকামফলপ্রদা ।

সৰ্বেষাং কারণং সা হি ব্রহ্মাদীনাং নৃপোত্তমাঃ ॥ ৩৮ ॥

নিগুণা সৰ্বথা জ্ঞাতুমশক্যাযোগিভিনৃপাঃ ।।

সগুণা স্ত্বসেব্যা সা চিন্তনীয়া সদা বুধৈঃ ॥ ৩৯ ॥

রাজান উচুঃ ।

বাল এব বনং প্রাপ্তস্তস্ত নুনং ভয়াতুরঃ । .

কথং জ্ঞাতা ত্বয়া দেবী পরমা শক্তিরুত্তমা ॥ ৪০ ॥

উপাসিতা কথং চৈব পূজিতা চ কথং নৃপ ! ।

যা প্রসন্না তু সাহায্যং চকার ত্রয়্যাস্থিতা ॥ ৪১ ॥

নেমুপ্রভাঃ দধাবিতি বচনেন মহালক্ষ্মী রজোগুণা সরস্বতী সত্ত্বগুণেতি লভ্যত ইতি চেন্ন ।
কল্পভেদেন গুণভেদব্যবস্থায়াঃ সূক্তদ্বাং । এতাসাং শক্তীনাং শক্ত্বরূপাভ্যতিরেকাদব্রূ-
শ্রয়ং বিহায়াবস্থানাসম্ভবে ন তদগুণবিশিষ্টং ব্রহ্মৈব মহালক্ষ্ম্যাদিনামকমিতি বোধ্যম্ ॥৩৬-৩৭॥

নিগুণেতি । অথ যা গুণত্রয়কারণত্বা সাম্যাবস্থাস্থিকা সা নিগুণা । তত্ত্বা অপি
পরশক্তিষ্চেন ব্রূশ্রয়ং বিনাবস্থানাসম্ভবেন সাম্যাবস্থারোপাধিকং ব্রহ্মৈব পরা শক্তিমায়া
ভূবনেশ্বরী শব্দবাচ্য ভবতি । সৰ্বং চেদমুপোদঘাতে স্পষ্টম্ । তত্র নিগুণা সৰ্বেষাং কারণ-
মিত্যাহ । সৰ্বেষাং কারণং সা হীতি । সৰ্বকারণত্বানবস্থাভিমা কস্মাদপ্যুৎপত্ত্যভাবেন
নিত্যস্থমুক্তং তেন চ কেয়ং শক্তিঃ কূতো জ্ঞাতেত্যন্তোত্তরং দত্তং ভবতি ॥ ৩৮ ॥

রূপচতুষ্টয়মধ্যোপ্যাহ নিগুণেতি । অব্যোগিভিরিতি ছেদঃ । অব্যোগিভিরির্কিকল্পসমাধি-
রহিতৈর্নিগুণা জ্ঞাতুমশক্যা যোগিবুদ্ধিগম্যৈব সেতুর্ধঃ । তথাচ যেতান্বতরে তে ধ্যান-
যোগানুগতা অপশ্রম্ভেবায়শক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়ামিতি । মধ্যমাধিকারিগামযোগিনাং তু

ভবানী চারি রূপে বিভক্ত হইয়া অবস্থিত রহিয়াছেন, যিনি সকলের আদি সেই সৰ্ব্বপূজ্য
উত্তমা সাস্বিকীশক্তি, মহালক্ষ্মীরূপে এই অখিল জগতের পালনকার্য্যে নিরন্তর নিরত রহি-
য়াছেন । যিনি সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত, তিনিই রজোগুণরূপা এবং যিনি সংহারকার্য্যে নিরত,
তিনিই তমোরূপা শক্তি ; আর যিনি ব্রহ্মাদি অখিলের কারণ সেই সৰ্ব্বকামার্থদায়িনী পরমা-
শক্তি নিগুণাই চতুর্থশক্তি বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়া থাকেন ॥ ৩৬—৩৮ ॥ হে রাজস্তবর্গ !
বাহারা যোগী নহেন, তাঁহারা নিগুণাশক্তিকে কোনরূপে অবগত হইতে সমর্থ হইন না,
সগুণা শক্তিই স্ত্বসেব্যা, মধ্যমাধিকারী বুধগণ নিরন্তর তাঁহারই ধ্যান ও পূজা করিয়া
থাকেন ॥ ৩৯ ॥

রাজগণ कहিলেন, ধরপতে ! আপনি বাল্যকালেই ভয়াতুর হইয়া বনগমন করিয়া-
ছিলেন, তবে কি প্রকারে আপনি স্নগ্নমোত্তমা দেবী মহামায়াকে জানিতে পারিলেন ?
কিরূপেই বা তাঁহার পূজা ও উপাসনা করিলেন ? বাহাতে তিনি সত্ত্ব প্রসন্ন হইয়া আপ-
নার সাহায্য করিলেন ॥ ৪০—৪১ ॥

সুদর্শন উবাচ ।

বালভাবাময়া প্রাপ্তং বীজং তস্তাঃ স্তনস্মতম্ ।
 স্মরামি প্রজপস্মিত্যং কামবীজাভিধং নৃপাঃ ॥ ৪২ ॥
 ঋষিভিঃ কথ্যমানা সা ময়া জ্ঞাতাশ্চিকা শিবা ।
 স্মরামি তাং দিবারাত্রং ভক্ত্যা পরময়া পরাম্ ॥ ৪৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তস্মিন্শম্য বচস্তস্য রাজানো ভক্তিতৎপরাস্তে ।
 তাং মহা পরমাং শক্তিং নির্যযুঃ স্বগৃহান্ প্রতি ॥ ৪৪ ॥
 সুবাহুরগমং কাশ্যাং তমাপৃচ্ছ্য সুদর্শনম্ ।
 সুদর্শনোহপি ধর্ম্মাজ্ঞা নির্জ্ঞগাম স্ককোশলান্ ॥ ৪৫ ॥
 মস্ত্রিগন্ত নৃপং শ্রুত্বা হতং শত্রুজিতং যুধে ।
 জিতং সুদর্শনৈকৈব বভূবুঃ প্রেমসংযুতাঃ ॥ ৪৬ ॥
 আগচ্ছন্তং নৃপং শ্রুত্বা তং সাকৈতনিবাসিনঃ ।
 উপায়নানুপাদায় প্রযযুঃ সংযুখে জনাঃ ॥ ৪৭ ॥
 তথা প্রকৃতয়ঃ সর্ব্বৈ নানোপায়নপাণয়ঃ ।
 ধ্রুবসন্ধিস্থতং মহা মুদিতাঃ প্রযযুঃ প্রজাঃ ॥ ৪৮ ॥

সপ্তমা মহালক্ষ্ম্যাদিরূপা চিস্তনীর্যেত্যর্থঃ । তদ্বারা মূলপ্রকৃतेৱেব সর্ব্বত্রোপাত্তমিতি রহ-
 স্তম্ । সর্ব্বং চেদং মৎকৃতশক্তিতত্ত্ববিমর্শিত্বাং স্পষ্টম্ ॥ ৩৯—৪৭ ॥

সুদর্শন কহিলেন, নৃপগণ ! আমি বাল্যকালে তাঁহার কামবীজ নামক অত্যন্তম বীজময়
 প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সেই বীজ প্রতিদিনই স্মরণ ও জপ করিতাম । পরে, ঋষিগণের নিকট
 হইতে আমি সেই নিত্য কল্যাণময়ী অশ্বিকাকে অবগত হইয়াছিলাম, এবং তদবধিই পরম-
 ভক্তি সহকারে দিবারাত্রই সেই পরাংপরা দেবীকে স্মরণ করিয়া থাকি ॥ ৪২—৪৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজগণ সুদর্শনের সেই সমস্ত বাক্য শ্রবণানন্তর সেই দেবীকেই পরম-
 শক্তি মনে করিয়া তাঁহার প্রতি ঐকান্তিক ভক্তিসমর্পিত হইয়া নিজ নিজ গৃহে গমন করি-
 লেন ॥ ৪৪ ॥ কাশীপুরাধিপতি সুবাহুও সুদর্শনকে সজ্ঞাষণ করিয়া নিজ নগরীতে প্রেমান-
 করিলেন । ধর্ম্মাজ্ঞা সুদর্শনও কোশলরাজ্যের অভিযুখে গমন করিলেন ॥ ৪৫ ॥ মস্ত্রিগণ শত্রুজিৎ
 নরপতির সময়ে মরণ এবং সুদর্শনের বিজয়বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সাতিশর প্রেমান্বিত হই-
 লেন ॥ ৪৬ ॥ সাকৈত নগরবাসী সেনাগণ ও প্রজাবর্গ সুদর্শনের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া
 তাহাকে ধ্রুবসন্ধির গুহ জ্ঞানিয়া দৃষ্টচিন্তে বিবিধ উপহার দ্রব্য সমভিব্যাহারে তাঁহার

দ্বিয়োপসংযুতঃ সৌহৃদ্য প্রাপ্যায়োধ্যাং হৃদর্শনঃ ।

সম্মান্য সর্বলোকাংশ্চ যযৌ রাজা নিবেশনম্ ॥ ৪৯ ॥

বন্দিত্ত্বয়মানস্ত বন্দ্যমানশ্চ মন্ত্রিভিঃ ।

কন্ডাভিঃ কীর্যমাণশ্চ লাজৈঃ স্মনসৈস্তথা ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং রৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে
দেব্যাঃ কাশীনিবাসবর্ণনং নাম চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

প্রকৃতয়োহযোধ্যাবাসিনো মহাজনাঃ ॥ ৪৮—৪৯ ॥

স্মনসৈঃ পুংসৈঃ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

সম্মুখে গমন করিল ॥ ৪৭—৪৮ ॥ হৃদর্শন, নববধূর সহিত প্রফুল্লচিত্তে অযোধ্যায় উপস্থিত
হইলেন এবং সমস্ত প্রজাবর্গের যথোচিত সম্মাননা করিলেন। অনন্তর মন্ত্রিগণ আসিয়া
তাঁহার বন্দনা করিল, কন্ডাগণ তাঁহার উপর লাজাজলি ও পুষ্পাজলি নিক্ষেপ করিতে
লাগিল; বন্দিগণ উচ্চৈঃস্বরে তাহার স্তুতিগান করিতে আরম্ভ করিল; এইরূপে রাজা
হৃদর্শন নানাবিধ মাদলিক কার্য দ্বারা সম্মানিত হইয়া রাজত্ববনে প্রবেশ করি-
লেন ॥ ৪৯—৫০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-
ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে দুর্গাদেবীর কাশীবাস এবং হৃদর্শনের
অযোধ্যাগমন নামক চতুর্বিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

পঞ্চবিংশোধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

গহ্বাযোধ্যাং নৃপশ্রেষ্ঠো গৃহং রাজ্ঞঃ স্নহদ্রুতঃ ।
 শত্রুজিহ্মাতরং গ্রাহ প্রণম্য শোকসঙ্কলাম্ ॥ ১ ॥
 মাতর্ন তে ময়া পুত্রঃ সংগ্রামে নিহতঃ কিল ।
 ন পিতা তে যুধাজিচ্চ শপে তে চরণৌ তথা ॥ ২ ॥
 দুর্গয়া তৌ হতৌ সংখ্যে নাপরাধো মমাত্র বৈ ।
 অবশ্চাস্তাবিভাবেষু প্রতীকারো ন বিদ্যতে ॥ ৩ ॥
 ন শোকোহত্র হয়া কার্য্যো য়তপুত্রস্ত মানিনি ! ।
 স্বকর্ম্মবশগো জীবো ভুঙ্ক্তে ভোগান্ স্নখাস্নখান্ ॥ ৪ ॥
 দাসোহস্মি তব ভো মাতর্ষথা মম মনোরমা ।
 তথা ত্বমপি ধর্ম্মজ্ঞে ! ন ভেদোহস্তি মনাগপি ॥ ৫ ॥
 অবশ্চামেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্ ।
 তস্মান্ন শোচিতব্যং তে স্নখে দুঃখে কদাচন ॥ ৬ ॥

ষট্শ্লোকৈরধিকৈশ্চকারিংসংপদৈর্মিলাধিকাম্ ।

তোষরিষা পুরে দেবী স্থাপিতেভ্যুচ্যতে পরা ।

সুদর্শনস্ত্রাযোধ্যাগমনোত্তরং কৃত্যমাহ গণ্ডেতি ॥ ১—২ ॥

সংখ্যে যুদ্ধে ॥ ৩ ॥

বাস বলিলেন, নৃপবর সুদর্শন স্নহদ্রুগণে পরিবৃত হইয়া অঘোধ্যার রাজগৃহে গমনপূর্ব্বক
 শোকাকুলা শত্রুজিতের জননী লীলাবতীকে প্রণাম করিয়া কহিতে লাগিলেন, মাতঃ ! আপ-
 নার চরণ স্পর্শ করত শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি আপনার পুত্র শত্রুজিৎকে এবং আপ-
 নার পিতা যুধাজিৎকে সংগ্রামে বিনাশ করি নাই, দেবী দুর্গা তাঁহাদিগকে বিনাশ করিয়া-
 ছেন, তাহাতে আমার কিছুমাত্র অপরাধ নাই। জননি ! আপনি অভিমান করিবেন না ;
 যাহা অবশ্য ঘটিবে সে বিষয়ের কোন প্রতীকার নাই ; অতএব, আপনি য়তপুত্রের নিমিত্ত
 শোক করিবেন না, আপনি জানিবেন যে, জীবগণ আপন আপন কর্ম্মবশেই স্নখদ্বংধ ভোগ
 করিয়া থাকে ॥ ১—৪ ॥ জননি ! আমি আপনার দাস, যেমন মনোরমা আমার পুত্রনীর।
 আপনিও সেইরূপ তাহাতে কিছুমাত্র ভেদ নাই জানিবেন ॥ ৫ ॥ মাতঃ ! স্বকৃত শুভাশুভ
 কর্ম্মের ফলভোগ অবশ্যই করিতে হইবে ; অতএব, স্নখ বা দুঃখ উপস্থিত হইলে আপনি

হুঃখে হুঃখাধিকান্ পশ্যেৎ সুখে পশ্যেৎ সুখাধিকান্ ।
 আত্মানং শোকহর্ষাভ্যাং শত্রুভ্যাশ্চ নার্পয়েৎ ॥ ৭ ॥
 দৈবান্ধীনমিদং সর্বং নান্ধাধীনং কদাচন ।
 ন শোকেন তদাত্মানং শোষয়েন্মতিমাম্বরঃ ॥ ৮ ॥
 যথা দারুণয়ী যোষা নটাদীনাং প্রচেষ্টতে ।
 তথা স্বকর্ষবশগো দেহী সর্বত্র বর্ততে ॥ ৯ ॥
 অহং বনগতো মাতর্নাভবং হুঃখমানসঃ ।
 চিন্তয়ন্ স্বকৃতং কর্ম ভোক্তব্যমিতি বেদ্বি চ ॥ ১০ ॥
 মৃতো মাতামহোহত্রৈব বিধুরা জননী মম ।
 ভয়াতুরা গৃহীত্বা মাং নির্যযৌ গহনং বনম্ ॥ ১১ ॥
 লুণ্ঠিতা তস্করৈর্মার্গে বস্ত্রমাত্রা তথা কৃত্য ।
 পাথেয়ঞ্চ হৃতং সর্বং বালপুত্রা নিরাশ্রয়া ॥ ১২ ॥
 মাতা গৃহীত্বা মাং প্রাপ্তা ভারদ্বাজাশ্রমং প্রতি ।
 বিদল্লোহয়ং সমায়াতস্তথা ধাত্রেয়িকাহবলা ॥ ১৩ ॥
 মুনিভির্মুনিপত্নীভির্দয়াযুক্তৈঃ সমস্ততঃ ।
 পোষিতাঃ ফলনীবারৈর্বয়ং তত্র স্থিতাস্ত্রয়ঃ ॥ ১৪ ॥

সুখানুপ্রাণিত্যর্প আদ্যজন্তম্ ॥ ৪—৭ ॥

আত্মাধীনমন্তঃকরণাধীনং ন নাত্মানং নাস্তঃকরণং শোষয়েৎ ॥ ৮ ॥

কদাচই হর্ষ বা শোক করিবেন না ॥ ৬ ॥ হুঃখ উপস্থিত হইলে অধিকতর হুঃখ দর্শন এবং
 সুখ উপস্থিত হইলে অধিকতর সুখ দর্শন হয় বটে, কিন্তু পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে
 অতিশয় শোক ও হর্ষ শত্রুতুল্য বলিয়া তাহাদের হস্তে কদাচ আত্মাকে সমর্পণ করা কর্তব্য
 নহে ॥ ৭ ॥ জননি ! এই অখিল জগৎ দৈবের অধীন, আপনার কিছুই নহে; অতএব বুদ্ধি-
 মান ব্যক্তিগণ কদাচই শোক দ্বারা আত্মাকে পরিশোধিত করিবেন না ॥ ৮ ॥ দারুণয়ী
 গুস্তলিকা যেমন রক্তভূমে নটাদির বশবর্ত্তিনী হইয়া কার্য্য করে, সেইরূপ জীবগণও সর্বদাই
 নিজ নিজ কর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়াই কার্য্য করিয়া থাকে সন্দেহ নাই ॥ ৯ ॥ মাতঃ ! আমি
 জানি যে নিজকৃত কর্ম্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়, অতএব আমি বন মধ্যে গমন করি-
 য়াও হুঃখিতচিত্ত হই নাই ॥ ১০ ॥ আপনি জানেন যে আমার মাতামহ এই স্থানেই নিহত
 হইয়াছেন, আমার জননী তাহাতে শোকাতুর ও ভয়াতুর হইয়া আমাকে লইয়া গহন বনে
 প্রস্থান করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥ তথায় তত্ত্বরণ পথিমধ্যে সমস্ত পাথেয়াদি লুণ্ঠন করিয়া বস্ত্রমাত্র
 অবশিষ্ট রাখিয়াছিল ; আমি তখন তাঁহার একমাত্র বালক পুত্র ; নিরাশ্রয়া জননী আমাকে

দুঃখং ন মে তদা হ্যাসীৎ সুখং নান্য ধনাগমে ।
 ন বৈরং ন চ মাৎসর্যং মম চিত্তে তু কহিচিৎ ॥ ১৫ ॥
 নীবারভক্ষণং শ্রেষ্ঠং রাজভোগাৎ পরন্তপে ! ।
 তদাশী নরকং যাতি ন নীবারাশনঃ কচিৎ ॥ ১৬ ॥
 ধর্ম্মাচারণং কার্য্যং পুরুষেণ বিজ্ঞানতা ।
 সঞ্জিতেন্দ্রিয়বর্গং বৈ যথা ন নরকং ব্রজেৎ ॥ ১৭ ॥
 মানুষ্যং দুর্লভং মাতঃ ! খণ্ডেহস্মিন্ ভারতে শুভে ।
 আহাৰাদিসুখং নূনং ভবেৎ সর্বাস্থ যোনিষু ॥ ১৮ ॥
 প্রাপ্য তং মানুষং দেহং কৰ্ত্তব্যং ধর্ম্মসাধনম্ ।
 স্বর্গমোক্শপ্রদং নৃণাং দুর্লভং চান্থযোনিষু ॥ ১৯ ॥
 ব্যাস উবাচ ।

ইতুক্তা সা তদা তেন লীলাবত্যতিলজ্জিতা ।
 পুত্রশোকং পরিত্যজ্য তমাহাশ্রবিলোচনা ॥ ২০ ॥

দাক্ষময়ী পুত্রনী । নটাদীনামিত্যস্ত বশগতি শেষঃ ॥ ৯—১৫ ॥

তদাশী রাজভোগাশী ॥ ১৬ ॥

যথা ন নরকং ব্রজেতথা ধর্ম্মাচারণং কৰ্ত্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৭—২০ ॥

সঙ্গে লইয়া এই বিদলময়ী ও অবলা ধাত্রীর সহিত ভারতবর্ষের আশ্রমে উপনীত হইয়া-
 ছিলেন ॥ ১২—১৩ ॥ তথায় দয়ালু মুনি ও মুনিপত্নীগণের সহিত বাস করিয়া বহুফল ও
 নীবার দ্বারা আমাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন, এইরূপে আমরা সকলে সেই স্থানে বাস
 করিয়াছিলাম ॥ ১৪ ॥ মাতঃ ! আমার তখন দুঃখ ছিল না এবং এই ধনাগম সময়েও সুখ
 নাই অধিক কি আমার মানসে বৈর মাৎসর্যাদি কিছুই নাই ॥ ১৫ ॥ জননি ! আমার
 বিবেচনায় রাজ্য ভোগ অপেক্ষা বরং নীবার ভোজন ভাল ; যেহেতু রাজ্যভোগী ব্যক্তিগণ
 নরকগামী হয়, কিন্তু নীবারভোজী ব্যক্তিগণ কদাচই সেক্ষেপ হয়েন না ॥ ১৬ ॥ ইন্দ্রিয়গণকে
 জয় করিয়া নরকে বাইতে না হয় এইরূপ বিবেচনা করিয়া ধর্ম্মের আচরণ করা জ্ঞানিগণের
 পক্ষে একান্তই কৰ্ত্তব্য ॥ ১৭ ॥ মাতঃ ! এই কল্যাণময় ভারতবর্ষে মহুযা জন্ম একান্তই
 দুর্লভ । আহাৰ-বিহারাদি জন্ত সুখ সকল বোনিতেই সম্ভব হইয়া থাকে ; কিন্তু, মহুযাদেহ
 লাভ করিয়া অজ্ঞ বোনিতে দুর্লভ, স্বর্গমোক্শপ্রদ ধর্ম্ম উপার্জন করা মানবগণের পক্ষে
 একান্তই কৰ্ত্তব্য ॥ ১৮—১৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, স্নানপূর্ব্বক এইরূপ বলিলে পর লীলাবতী অত্যন্ত লজ্জাবিত্তা হইলেন এবং
 পুত্রশোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণ লোচনে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, পুত্র স্মরণ !

সাপরাধাস্মি পুত্রাহং কৃত্য পিত্রা যুধাজিতা ।
 হুত্বা মাতামহং তেহুত্ব হুতং রাজ্যাস্ত যেন বৈ ॥ ২১ ॥
 ন তং বারয়িতুং শক্তা তদাহং ন সূতং মম ।
 যৎ কৃতং কর্ম তেনৈব নাপিরাধোহস্তি মে সূত !* ॥ ২২ ॥
 তৌ যুতো স্বকৃতেনৈব কারণং স্বং তয়োর্ন চ ।
 নাহং শোচামি তং পুত্রং সদা শোচামি তৎকৃতম্ ॥ ২৩ ॥
 পুত্রস্তমসি কল্যাণ ! ভঁগিনী মে মনোরমা ।
 ন ক্রোধো ন চ শোকো মে স্ময়ি পুত্র ! মনাগপি ॥ ২৪ ॥
 কুরু রাজ্যং মহাভাগ ! প্রজাঃ পালয় সূত্রত ! ।
 ভগবত্যাঃ প্রসাদেন প্রাপ্তমেতদকটকম্ ॥ ২৫ ॥
 ব্যাস উবাচ ।

তদাকর্ণ্য বচো মাতুর্নহা তাং নৃপনন্দনঃ ।
 জগাম ভবনং রম্যং যত্র পূৰ্ব্বং মনোরমা ॥ ২৬ ॥

লীলাবতী তু তব নাপরাধঃ কিস্ত পিত্রা তু তবানিষ্টং কৃতং তজ্জ্যত্নোদ্যোগপরাধঃ স
 মনৈবেত্যাহ সাপরাধাস্মীতি ॥ ২১ ॥

ন সূতং শত্রুজিতং বারয়িতুং শক্তাহং তদা তস্ত মৎপিত্রদীন্বাদিতি ভাবঃ । যৎকৃত-
 মিতি । যদ্বদ্যদুঃ কর্ম কৃতং তন্তং সৰ্ব্বং তেনৈব যুধাজিতা কৃতম্ ॥ ২২ ॥

আমার জনক যুধাজিৎ তোমার মাতামহকে নিহত করিয়া রাজ্যাগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া
 আমিই অত্যন্ত অপরাধিনী হইয়াছি ॥ ২০—২১ ॥ আমি তখন আমার পিতা ও পুত্রকে
 নিবারণ করিতে সমর্থ হই নাই, তখন যে যে ছষ্ট কর্মের অগুষ্ঠান হইয়াছিল, তৎ সমস্তই
 পিতা যুধাজিৎ করিয়াছিলেন, অতএব বৎস ! সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্রই অপরাধ
 নাই ॥ ২২ ॥ আমার পিতা ও পুত্র, উভয়েই নিজ নিজ কার্য্য দোষেই নিহত হইয়াছেন,
 তোমাকে তাঁহাদের বিনাশের কারণ কিরূপে বলা যাইতে পারে ? পুত্র ! আমি আমার
 পুত্রের নিমিত্ত শোক করিতেছি না, তাহার কার্য্যের নিমিত্তই শোক করিতেছি ॥ ২৩ ॥
 হে সূতগ ! তুমিই আমার পুত্র, মনোরমা আমার ভগিনী ; বৎস ! তোমার প্রীতি আমার
 ক্রোধ অথবা তোমার রাজ্যলাভ অস্ত হুঃখ কিছুমাত্রই নাই ; বৎস ! তুমি অতিশয় ভাগ্য-
 শালী এজন্ত ভগবতীর প্রসাদে এই অকটক রাজ্যলাভ করিয়াছ, এক্ষণে ধর্ম্মাহুতার
 প্রজাপালন পূর্বক রাজ্য করিতে থাক ॥ ২৪—২৫ ॥

* কিম্বা চ স্বং বিলোক্যৈব পিত্রা পুৰ্ব্ববিবাসিতম্ । মনোরমাঃ তথা বৃদ্ধা ত্রপা দে বহতী হত ! ।
 ইত্যধিকঃ পাঠঃ স্কন্ধটিং দৃষ্টতে ।

শ্রবসত্ত্ব গচ্ছা তু সৰ্বানাহুয় মন্ত্ৰিণঃ ।
 দৈবজ্ঞানথ পথচ্ছ মুহূৰ্ত্তং দিবসং শুভম্ ॥ ২৭ ॥
 সিংহাসনং তথা হৈমং কারয়িত্বা মনোহরম্ ।
 সিংহাসনে স্থিতাং দেবীং পূজয়িষ্যে সদাপ্যহম্ ॥ ২৮ ॥
 স্থাপয়িত্বাসনে দেবীং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষদাম্ ।
 রাজ্যং পশ্চাৎ করিষ্যামি যথা রামাদিভিঃ কৃতম্ ॥ ২৯ ॥
 পূজনীয়া সদা দেবী সৰ্বৈর্নাগরিকৈর্জনৈঃ ।
 মাননীয়া শিবা শক্তিঃ সৰ্বকামার্থসিদ্ধিদা ॥ ৩০ ॥
 ইতু্যুক্তা মন্ত্ৰিগণ্তে তু চক্রুর্বে রাজশাসনম্ ।
 প্রাসাদং কারয়ামাস্ত্রঃ শিল্পিভিঃ স্তম্ভনোরমম্ ॥ ৩১ ॥
 প্রতিমাং কারয়িত্বাথ মুহূৰ্ত্তেহথ শুভে দিনে ।
 দ্বিজানাহুয় বেদজ্ঞান্ স্থাপয়ামাস ভূপতিঃ ॥ ৩২ ॥
 হবনং বিধিবৎ কৃত্বা পূজয়িত্বা দৈবতান্ ।
 প্রাসাদে মতিমান্ দেব্যাঃ স্থাপয়ামাস ভূমিপঃ ॥ ৩৩ ॥

ঋং তয়োর্মরণে কারণং নৈবাসি ॥ ২৩—২৭ ॥

কঠৈশ্চ প্রয়োজনায় মুহূৰ্ত্তপ্রাণ ইতি চেত্তদ্রাহ । সিংহাসনং তথা হৈমমিতি । দেবীস্থাপ-
নার্থমিত্যর্থঃ ২৮—২৯ ॥

অথ মন্ত্ৰিণ আজ্ঞাপয়তি । পূজনীয়েতি ॥ ৩০—৩২ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! নৃপনন্দন স্বদর্শন লীলাবতীর সেই সকল বাক্য শ্রবণ
 করিয়া তাঁহার চরণে প্রণিপাত পূরঃসর মনোরমা যেখানে পূর্বেই গমন করিয়াছেন
 সেই মনোরম ভবনে গমন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন । অনন্তর, মন্ত্ৰিগণকে আহ্বান
 করিয়া দৈবজ্ঞাদিগকে শুভদিন ও শুভ মুহূৰ্ত্তের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, আমি
 মনোহর হৈম সিংহাসন নির্মাণ করাইব এবং তাহাতে চূর্ণদেবীর প্রতিকৃতি করিয়া
 ততই তাঁহার পূজা করিব ॥ ২৬—২৮ ॥ মন্ত্ৰিগণ ! আমি অগ্রে ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ
 এই চতুর্বর্ণদায়িনী দেবীকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া পরে রামচন্দ্র প্রভৃতি নৃপগণ যেক্রপ
 রাজ্য পালন করিয়াছিলেন সেইরূপে রাজ্য পালনে প্রবৃত্ত হইব ॥ ২৯ ॥ আর নিখিল নগর-
 বাসী নরগণেরও সেই সৰ্বকামার্থসিদ্ধিপ্রদা সৰ্বজন-মাননীয়া কল্যাণময়ী শক্তিদেবীর পূজা
 করা একান্ত কর্তব্য ॥ ৩০ ॥ অনন্তর, মন্ত্ৰিগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া নগরमध्ये রাজ-
 শাসন প্রচার করিলেন এবং শিল্পিদিগের দ্বারা মনোহর প্রাসাদ নির্মাণ করাইলেন ॥ ৩১ ॥
 তদনন্তর নরপতি স্বদর্শন দেবীর প্রতিমা নির্মাণ করাইয়া বেদজ্ঞ মন্ত্ৰিগণকে আনয়ন

উৎসবন্তত্র সংস্রতো বাদিত্রাণাঞ্চ নিঃস্বনৈঃ ।

ব্রাহ্মণানাং বেদঘোষৈর্গানৈস্তু বিবিধৈর্নৃপ ! ॥ ৩৪ ॥

ব্যাস উবাচ ।

প্রতিষ্ঠাপ্য শিবাং দেবীং বিধিবদ্বেদবাদিভিঃ ।

পূজাং নানাবিধাং রাজা চকারাতিবিধানতঃ ॥ ৩৫ ॥

কৃষ্ণা পূজাবিধিং রাজা রাজ্যং প্রাপ্য স্বপৈতৃকম্ ।

বিখ্যাতশ্চাশ্বিকা দেবী কোশলেষু বভূব হ ॥ ৩৬ ॥

রাজ্যং প্রাপ্য নৃপঃ সর্বসামন্তকনৃপানথ ।

বশে চক্রেহতিধর্মাত্মা সঙ্কর্মবিজয়ী নৃপঃ ॥ ৩৭ ॥

যথা রামশ্চ রাজ্যেহুদ্দিনীপশ্চ রঘোর্যথা ।

প্রজানাং বৈ স্মৃৎ তদ্বশ্মর্যাদাপি তথাভবৎ ॥ ৩৮ ॥

ধর্মো বর্ণাশ্রমাণাঞ্চ চতুষ্পাদভবতথা ।

নাধর্মো রমতে চিত্তং কেয়ামপি মহীতলে ॥ ৩৯ ॥

প্রাসাদে মতিমান্ দেব্যা ইতি । মূর্ত্তিমিতি শেষঃ । পূর্কঃ সামান্ততঃ স্থাপনমুকমত্র তু
ক্রমেণেতি ন পুনরুক্তিঃ ॥ ৩৩—৩৫ ॥

কৃষ্ণেতি । কৃষ্ণা বিখ্যাতো বভূবেত্যম্বয়ঃ । অশ্বিকা চ দেবী বিখ্যাতা বভূবে-
ত্যর্থঃ ॥ ৩৬—৩৮ ॥

(রাশাদিরাজ্যবৎ প্রজানাং স্মৃতিাদিকং জাতমিতি বিশদীকর্ত্তুমাং ধর্ম ইতি ॥ ৩৯ ॥

পূর্কক শুভদিনে ও শুভমূহর্ত্তে দেবীর মূর্ত্তি স্থাপন করিলেন ॥ ৩২ ॥ মতিমান্ নৃপতি
বধাবিধি পূজা ও হোমকার্য্য সম্পাদন পূর্কক প্রাসাদে দেবীর প্রতিষ্ঠা করিলেন ॥ ৩৩ ॥
জনমেজয় ! তথায় বিবিধ বাদিত্র নিঃস্বন, ব্রাহ্মণগণের বেদ শব্দ এবং বহুবিধ সংগীত
স্বনির সহিত নানাবিধ উৎসব হইতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজা সুদর্শন বেদবাদি বিপ্রগণের দ্বারা শিবাদেবীর প্রতিষ্ঠা কার্য্য
এইরূপে সম্পাদন পূরঃসর বিধানানুসারে বিবিধ প্রকারে তাঁহার পূজা করিলেন ॥ ৩৫ ॥
সুদর্শন, আপন পৈতৃক রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া এইরূপ বিধানানুসারে দেবীর পূজাবিধি সংস্থাপন
করিলেন । তাহাতে তিনি এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত অশ্বিকাদেবী কোশল-রাজ্যमध्ये বিখ্যাত হইয়া
উঠিলেন ॥ ৩৬ ॥ ধর্মবিজয়ী সদাশয় সুদর্শন রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া সামন্ত রাজগণকে ধর্মবলেই
আপন বশে আনয়ন করিলেন ॥ ৩৭ ॥ প্রজাগণ, মহারাজ দিলীপ রঘু এবং রামচন্দ্রের রাজ্যের
স্তায় সুদর্শনের রাজ্যে স্থব ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে লাগিল ॥ ৩৮ ॥ তখন বর্ণাশ্রমি জনগণের
ধর্ম চতুষ্পাদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল এবং অবনীতলে কাহারও অধর্মে মতি রহিল না ॥ ৩৯ ॥

গ্রামে গ্রামে চ প্রাসাদাংশচক্ৰঃ সৰ্বে জনাধিপাঃ ।
 দেব্যাঃ পূজা তদা প্রীত্যা কোশলেষু প্রবর্তিতা ॥ ৪০ ॥
 সুবাহুরপি কাশ্যাস্ত দুর্গায়াঃ প্রতিমাং শুভাম্ ।
 কারয়িত্বা চ প্রাসাদং স্থাপয়ামাস ভক্তিতঃ ॥ ৪১ ॥
 তত্র তস্তা জনাঃ সৰ্বে প্রেমভক্তিপরায়ণাঃ ।
 পূজাং চক্ৰুর্বিধানেন যথা বিশ্বেশ্বরস্ত হ ॥ ৪২ ॥
 বিখ্যাতা সা বভূবাত দুর্গা দেবী ধরাতলে ।
 দেশে দেশে মহারাজ ! তস্তা ভক্তিৰ্যাবদ্ধত ॥ ৪৩ ॥
 সৰ্বত্র ভারতে লোকে সৰ্ববর্ণেষু সৰ্বথা ।
 ভজনীয়া ভবানী তু সৰ্বেষামভবত্তদা ॥ ৪৪ ॥
 শক্তিভক্তিরতাঃ সৰ্বে মানিনশ্চাভবম্প ! ।
 আগমোক্তৈরথ স্তোত্রৈর্জপধ্যানপরায়ণাঃ ॥ ৪৫ ॥

দেবীপূজামাহাত্ম্যবিস্তৃতিং বর্ণয়িতুমাং গ্রামে গ্রামে ইতি ॥ ৪০ ॥
 এবং অযোধ্যায়াং দেবীমাহাত্ম্যবিস্তারমুক্তা কাশ্যামপি তদক্ৰমাহ সুবাহুরিতি । কারয়িত্বা
 নিজামুচরবর্গৈরিতি শেষঃ ॥ ৪১ ॥
 তত্র কাশ্যং সৰ্বে জনাঃ প্রগাঢ়প্রীতিভক্তিপূর্ণেন মনসা বিশ্বেশ্বরবত্তাং পূজয়ামাসেত্যর্থঃ ।
 এতেনস্তা মাহাত্ম্যং ভক্তমনোরথপ্রসঙ্গকং স্মৃতিতম্ ॥ ৪২ ॥
 বিখ্যাতেনিতি । তস্তা মাহাত্ম্যাধিক্যং ভক্তিবর্ধন ইতিভাবঃ ॥ ৪৩ ॥
 সৰ্বত্রৈতি । বিশেষণ ভজনীয়মাহ ভারতে ইতি ॥ ৪৪ ॥
 নৃপ ইতি জনমেজয়সম্বোধনম্ ॥ ৪৫ ॥

প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ, গ্রামে গ্রামে দেবীর প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়া প্রীতি পূৰ্ণক তাঁহার
 পূজা করিতে লাগিলেন, এইরূপে কোশল রাজ্যের সৰ্বত্র দেবীর পূজা প্রবর্তিত হইল ॥৪০॥
 এদিকে রাজা সুবাহুও কাশীতে দুর্গা দেবীর প্রাসাদ ও প্রতিমা নির্মাণ করাইয়া ভক্তিপূৰ্ণক
 তাঁহার প্রতিষ্ঠা করিলেন ॥ ৪১ ॥ কাশীবাসি জনগণ সকলেই প্রেমভক্তি-পরায়ণ হইয়া বিশ্ব-
 শরের জ্ঞায় বিধি পূৰ্ণক দেবীর পূজা করিতে লাগিল ॥ ৪২ ॥ অনন্তর, সেই দুর্গাদেবী
 ধরগীতলে বিখ্যাত হইলেন । মহারাজ ! এইরূপে দেশ-বিদেশে তাঁহার প্রতি ভক্তি বর্ধিত
 হইতে লাগিল ॥ ৪৩ ॥ তখন ভগবতী ভবানী দেবী, ভারতবর্ষের সৰ্বত্রই সৰ্ববর্ণের মধ্যে
 সৰ্বতোভাবে সৰ্বজননেরই ভজনীয়া ও পূজনীয়া হইলেন ॥ ৪৪ ॥ এইরূপে সকলেই ভগবতীর
 জপ ও ধ্যান এবং আগমোক্ত স্তোত্র দ্বারা নিরন্তর স্তুতি পরায়ণ ও শক্তিভক্তিতে অগ্রসর
 হইয়া সৰ্বত্রই মাননীয় হইয়া উঠিল ॥ ৪৫ ॥ মহারাজ ! তদবধি সমস্ত লোকগণ প্রত্যেক

নবরাত্রেষু সৰ্বেষু চক্ৰঃ সৰ্বে বিধানতঃ ।

অৰ্চনং হবনং যাগং দেব্যা ভক্তিপরাজনাঃ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে
অযোধ্যায়াং কাণ্ডাঙ্ক দেবীসংস্থাপনং নাম পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

নবরাত্রেষু । সৰ্বেষু নবরাত্রেষু শব্দকালীনপ্রভৃতিষু ইত্যর্থঃ । হবনং হোমঃ ।
বিধানতঃ আগমোক্তবিধিনা ॥ ৪৬ ॥)

ইতি শ্রীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

নবরাত্রিতেই ভক্তিপরায়ণ হইয়া বিধি পুৰ্ণক দেবীর অৰ্চনা, হোম ও যাগ করিতে
লাগিল ॥ ৪৬ ॥

মহর্ষিবেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-
ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে অযোধ্যা এবং কাশীপুরীতে দেবীর
প্রতিষ্ঠা বর্ণন নামক পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥*॥

~~~~~

## ষড়্বিংশোঃধ্যায়ঃ ।

জনমেজয় উবাচ ।

নবরাত্রে তু সম্প্রাপ্তে কিং কর্তব্যং দ্বিজোত্তম ! ।

বিধানং বিধিবদ্ বৃহি শরৎকালে বিশেষতঃ ॥ ১ ॥

কিং ফলং খলু কস্তত্র বিধিঃ কার্যো মহামতে ! ।

এতদ্বিস্তরতো বৃহি কৃপয়া দ্বিজসত্তম ! ॥ ২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

শৃণু রাজন্ ! প্রবক্ষ্যামি নবরাত্রত্বতং শুভম্ ।

শরৎকালে বিশেষণে কর্তব্যং বিধিপূর্বকম্ ॥ ৩ ॥

বসন্তে চ প্রকর্তব্যং তথৈব প্রেমপূর্বকম্ ।

দ্বারতু যমদংষ্ট্রাখ্যো নূনং সর্বজনেষু বৈ ॥ ৪ ॥

শরৎসম্প্রাপ্তনামানো দুর্গমৌ প্রাণিনামিহ ।

তস্মাদ্যত্নাদিদং কার্যং সর্বত্র শুভমিচ্ছতা ॥ ৫ ॥

দ্বাবেব স্তমহাঘোরারতু রোগকরৌ নৃণাম্ ।

বসন্তশরদাবেব জননাশকরাবুভৌ ॥ ৬ ॥

---

দ্বিষট্শ্লোকবর্ধিত্ত্ব নবরাত্রবিধিঃ নৃপঃ ।

পঞ্চচ্ তন্মৈ প্রোবাচ ব্যাস ইত্যেতদ্বচ্যতে ॥

নবরাত্রোৎসবঃ কর্তব্য ইতি পূর্বাধ্যায়ান্তে উক্তং তত্ত্ব বিধিঃ জনমেজয়ঃ পৃচ্ছতি নব-  
রাত্রৌ তু সম্প্রাপ্ত ইতি ॥ ১—৩ ॥

---

জনমেজয় কহিলেন, দ্বিজসত্তম ! নবরাত্রের সময় উপস্থিত হইলে মহাযোগের কি করা  
কর্তব্য ? বিশেষতঃ শরৎকালে নবরাত্র ত্র্যোপলক্ষে কিরূপ বিধানে কৰ্ম্মাহুষ্ঠান করিতে হয়,  
আপনি তৎসমুদায় বিধিপূর্বক আমাকে বলুন ॥ ১ ॥ হে মহাবুদ্ধে ! সেই নবরাত্র ত্র্যেতের ফল  
কি এবং তাহাতে কিরূপ বিধি কর্তব্য তাহা আপনি কৃপা করিয়া আমার নিকট বিস্তারিত  
রূপে কীর্ত্তন করুন ॥ ২ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! মঙ্গলময় নবরাত্র ত্র্যেতের বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর, এই ত্র্যে  
প্রীতিপূর্বক বসন্তকালে বিশেষতঃ শরৎকালেই বিশেষরূপে কর্তব্য । শরৎ ও বসন্ত নামক  
ঋতুদ্বয় সমস্ত লোকমধ্যে যমদংষ্ট্রা নামে বিখ্যাত এবং উহা প্রাণিগণের পক্ষে অত্যন্ত দুর্গম ;  
অতএব, কল্যাণাকাঙ্ক্ষী জনগণ সর্বত্রই বস্তু পূর্বক এই ত্র্যেতের অহুষ্ঠান করিবেন ॥ ৩—৫ ॥

তস্মান্তত্র প্রকর্তব্যং চণ্ডিকাপূজনং বুধৈঃ ।  
 চৈত্রেহস্থিনে শুভে মাসে ভক্তিপূৰ্ব্বং নরাধিপ ! ॥ ৭ ॥  
 অমাবান্ত্যঞ্চ সম্প্রাপ্য সন্তারং কল্পয়েচ্ছুভম্ ।  
 হবিষ্যক্ষাশনং কার্য্যমেকভুক্তস্ত তদ্দিনে ॥ ৮ ॥  
 মণ্ডপস্ত প্রকর্তব্যঃ সমে দেশে শুভে স্থলে-  
 হস্তষোড়শমানেন স্তম্ভধ্বজসমস্থিতঃ ॥ ৯ ॥  
 গৌরমৃদংগোময়াভ্যাঞ্চ লেপনং কারয়েত্ততঃ ।  
 তন্মধ্যে বেদিকা শুভ্রা কৰ্ত্তব্যা চ সমা স্থিরা ॥ ১০ ॥  
 চতুর্হস্তা চ হস্তোচ্ছ্রা পীঠার্থং স্থানমুত্তমম্ ।  
 তোরণানি বিচিত্রাণি বিতানঞ্চ প্রকল্পয়েৎ ॥ ১১ ॥  
 রাত্রৌ দ্বিজানথামন্ত্য দেবীতন্ত্রবিশারদান্ ।  
 আচারনিরতান্ দাস্তান্ বেদবেদাঙ্গপারগান্ ॥ ১২ ॥

ঋতুদ্বয়ে কিমিত্যবশ্যং কৰ্ত্তব্যং তত্রাহ ঋতু ইতি ॥ ৮—৭ ॥

অমাবান্ত্যং চৈতি । পূৰ্বেদ্বারমাবান্ত্যায়ং পূজাসামগ্রী সম্পাদনীয়েত্যর্থঃ । একভুক্তং স্থিতি । অমাবান্ত্যামেকবারং ভোজনং হবিষ্যাক্ষানরূপং কার্য্যম্ ॥ ৮ ॥

অমাবান্ত্যামেব মণ্ডপাদিকং কার্য্যং কৰ্ত্তব্যমিত্যাহ মণ্ডপস্থিতি । শুভে স্থলে ইত্যনেন ভূশোধনাদিকমুক্তং ভবতি । সমে স্থলে নিম্নোন্নতরহিতে প্রাচীসাদনযুতে ইত্যর্থঃ । হস্ত-ষোড়শেতি । তদ্বক্তব্যং শারদায়াম্ । পঞ্চভিঃ সপ্তভির্হস্তৈর্নবভির্বা মিতাস্তরম্ । ষোড়শস্তম্ভ-সংযুক্তং চত্বারস্তেষু মধ্যগা ইতি । তত্র সপ্তভির্নবভির্হস্তৈর্মিলিত্বা ষোড়শহস্তাঃ সম্প্রায়াঃ । ইদং চোত্তমমানম্ ॥ ৯—১১ ॥

মহারাজ ! শরৎ ও বসন্ত এই দুই ঋতুতে নরগণ ঘোরতর রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে সেই হেতু অনেকের প্রাণ নষ্ট হয় ; অতএব, নরপতে ! সেই শুভজনক চৈত্র ও আশ্বিন মাসে ভক্তি পূৰ্ব্বক চণ্ডিকাদেবীর পূজা করা জ্ঞানীগণের একান্তই কৰ্ত্তব্য ॥ ৬—৭ ॥ ত্রতের পূৰ্ব্বদিনে অমাবস্তা তিথি প্রাপ্ত হইলে পূজার সামগ্রী সন্তার আহরণ করিবে ঐ তিথিতে একবার মাত্র হবিষ্যাক্ষ ভোজন করিয়া ঐ দিনেই সমদেখে বিপুলস্থানে ষোড়শ-হস্ত পরিমাণ স্তম্ভ ও ধ্বজ-সমস্থিত মণ্ডল প্রস্তুত করিবে ; অনন্তর গৌরমৃত্তিকা ও গোমর দ্বারা ঐ মণ্ডপ লেপন করাইয়া তন্মধ্যে প্রশস্ত চারিহস্ত ও উচ্চে একহস্ত পরিমিত সমান ও স্তম্ভ বৈদী নির্মাণ করিবে এবং তন্মধ্যে দেবীর পীঠের নিমিত্ত উত্তম স্থান রচনা করিবে ; এই মণ্ডপমধ্যে বিচিত্র তোরণ সকল রচনা করিয়া উপরিভাগে যুগ্ম বিতান বোজনা করিবে ॥ ৮—১১ ॥ রাত্রিকালে, আচারনিষ্ঠ দাস্ত ও বেদবেদাঙ্গ-পারগ বিশেষতঃ দেবীর পূজাবিধান-বিশারদ দ্বিজগণকে আমন্ত্রণ করিবে । অনন্তর, প্রভিগদ-দ্রিবেস নদী, নদ, দীর্ঘিকা, কুপ অথবা নিজগৃহে বিধিপূৰ্ব্বক প্রাতঃদান করিয়া অগ্রে নিত্য-

প্রতিপদ্বিসে কার্য্যং প্রাতঃস্নানং বিধানতঃ ।

নদ্যাং নদে তড়াগে বা বাপ্যাং কূপে গৃহেহথ বা ॥ ১৩ ॥

প্রাতর্মিত্যং পুরঃ কৃত্বা দ্বিজানাং বরণং ততঃ ।

অৰ্য্যপাদ্যাদিকং সৰ্ব্বং কৰ্ত্তব্যং মধুপূৰ্ব্বকম্ ॥ ১৪ ॥

বস্ত্রালঙ্করণাদীনি দেয়ানি চ স্বশক্তিতঃ ।

বিত্তশাঠ্যং ন কৰ্ত্তব্যং বিভবে সতি কৰ্হিচিৎ ॥ ১৫ ॥

বৈপ্রৈঃ সন্তোষিতৈঃ কার্য্যং সম্পূর্ণং সৰ্ব্বথা ভবেৎ ।

নব পঞ্চ ত্রয়শ্চৈকৌ দেব্যাঃ পাঠে দ্বিজাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৬ ॥

বরয়েদব্রাহ্মণং শাস্তং পারায়ণকৃতে তদা ।

স্বস্তিবাচনকং কার্য্যং বেদমন্ত্রবিধানতঃ ॥ ১৭ ॥

বেদ্যাং সিংহাসনং স্থাপ্য ক্ষৌমবস্ত্রসমম্বিতম্ ।

তত্র স্থাপ্যাম্বিকা দেবী চতুর্হস্তায়ুধাষিতা ॥ ১৮ ॥

রত্নভূষণসংযুক্তা মুক্তাহারবিরাজিতা ।

দিব্যাস্বরধরা সৌম্যা সৰ্ব্বলক্ষণসংযুতা ॥ ১৯ ॥

অমাবস্তাধামেব রাবাবুদ্বিহ্নিমন্ত্রণং কার্য্যমিত্যাহ রাত্রাবিতি ॥ ১২—১৩ ॥

মধুপূৰ্ব্বকং মধুপূৰ্ব্বকমিত্যর্থঃ ॥ ১৪—১৫ ॥

বৈপ্রৈঃ সন্তোষিতৈঃ কার্য্যং নিজঃ সম্পূর্ণং ভবেন্নান্যথা তস্মান্তেষাং সন্তোষঃ কার্য্য ইত্যর্থঃ । দেব্যাঃ পাঠে সপ্তশতাব্দ্যন্তাপাঠে কৰ্ত্তব্যে দেবীভাগবতপাঠে কৰ্ত্তব্যে চেত্যর্থঃ । তদ্বক্তৃং দুর্গাতরঙ্গিণ্যাং যামলে । নবরাত্রে ভূ দেবেশি ! দৌৰ্গঃ ভাগবতং পঠেৎ । অপেৎ সপ্তশতীং চণ্ডীং নিয়মেন সমাহিত ইতি । মহেশ্বরকুরকৃতদুর্গাপ্রদীপে দেবীযামলে চ । দেবীভাগবতং ভক্ত্যা পঠেন্নিত্যমতজ্ঞিতঃ । নবরাত্রে বিশেষণে ত্রীদেবীপ্ৰীত্যে সুদেতি । দ্বিজাঃ স্মৃতাঃ শক্ত্যানুসারেণ লঘুগুরুমুষ্ঠানানুসারেণ চ ॥ ১৬ ॥

একব্রাহ্মণপক্ষে আহ বরয়েদিতি । তত্রাদৌ স্বস্তিবাচনং কার্য্যমিত্যাহ ॥ ১৭ ॥

কৰ্ত্তব্য সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিবে, তৎপরে পাদ্য অৰ্ঘ্য ও মধুপূৰ্ব্বকাদি দ্বারা বিপ্রগণকে বরণ করিয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় শক্তি অনুসারে বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি প্রদান করিবে; বৈভব থাকিলে কদাচই তাহাতে বিত্তশাঠ্য বা রূপণতা করিবে না, কারণ বিপ্রগণ সম্ভষ্ট হইলেই সৰ্ব্বতোভাবে কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়া থাকেন । রাজন্ ! এই ব্রতে দেবীর প্ৰীতির নিমিত্ত চণ্ডীপাঠে ও দেবীভাগবত পাঠে, নয়জন অথবা পাঁচজন, কিংবা তিনজন বা একজন ব্রাহ্মণ নিম্নোক্ত করা কৰ্ত্তব্য, এতস্তির পারায়ণের নিমিত্ত এক শাস্তচিত্ত দ্বিজবরকে বরণ করিবে; এই সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়া পরে কৃত্তিব্যক্তি বেদোক্ত মন্ত্রবিধানে স্বস্তিবাচন করিবে ॥ ১২-১৭ ॥

মহারাজ ! এইরূপে কৰ্ম্মারম্ভ হইলে বৌদীর উপর ক্ষৌমবসনযুগ্ম-সমম্বিত সিংহাসনং স্থাপন পুরঃসর, আয়ুধবিশিষ্ট ভূজচতুর্ভুজসম্পন্ন বা অষ্টাদশভুজা মুক্তাহারে বিরাজিতা,

শঙ্খচক্রগদাপন্নধারা সিংহে স্থিতা শিবা ।  
 অষ্টাদশভুজা বাপি প্রতিষ্ঠাপ্যা সনাতনী ॥ ২০ ॥  
 অর্চাভাবে তথা যজ্ঞং নবর্গমন্ত্রসংযুতম্ ।  
 স্থাপয়েৎ পীঠপূজার্থং কলসং তত্র পার্শ্বতঃ ॥ ২১ ॥  
 পঞ্চপল্লবসংযুক্তং বেদমন্ত্রৈঃ হ্রসংস্কৃতম্ ।  
 হৃতীর্থজলসম্পূর্ণং হেমরত্নৈঃ সমন্বিতম্ ॥ ২২ ॥  
 পার্শ্বে পূজার্থসম্ভারান্ পরিকল্প্য সমন্ততঃ ।  
 গীতবাদিত্রিনির্বোধান্ কারয়েন্নৃমঙ্গলায় বৈ ॥ ২৩ ॥  
 তিথৌ হস্তাশ্বিতায়াঞ্চ নন্দায়াং পূজনং বরম্ ।  
 প্রথমে দিবসে রাজন্ ! বিধিবৎ কামদং নৃণাম্ ॥ ২৪ ॥

তদনন্তরং দেবীস্থাপনমাহ বেদ্যামিতি ॥ ১৮—১৯ ॥

অষ্টাদশভুজা বা প্রতিমা কার্য্যা। তদ্যানং ত্বক্ষত্ৰকপরশূঙ্গদেযুকুলিশমিত্যাদিকং প্রাধা-  
 নিকরহস্তাজ্জ্যেয়ম্ ॥ ২০ ॥

অর্চাভাবে প্রতিমায়া অপাভাবে তস্মিন্ সিংহাসনে নবর্গমন্ত্রসংযুতং মধ্যে লিখিতং  
 নবর্গমন্ত্রেণ সংযুতং প্রত্যাসত্যা নবর্গমন্ত্রশ্চৈব যজ্ঞং 'স্থাপয়েদিত্যর্থঃ। তদ্যজ্ঞং তদাবরণ-  
 দেবতাস্চ মন্ত্রমহোদধাদিগ্রন্থেষু স্পষ্টাঃ। স্থাপয়েদিতি। তত্র বেদ্যাং পার্শ্বতঃ সিংহাসনস্ত  
 দক্ষিণভাগে কলসং কলসস্থাপনবিধানেন স্থাপয়েৎ। স চ বিধিগ্রহাস্তরে স্পষ্ট এব। কচিং-  
 সিংহাসনস্ত্রাণ্ডেপি কলসস্থাপনযুক্তম্। নহু হ্রদ্বয়ে দেবীস্থাপনস্ত কিং প্রয়োজনমিতি চেদ্র।  
 সিংহাসনে নিত্যপূজা মূর্ত্তেঃ স্থাপনস্ত কলসে তু নৈমিত্তিকনবরাত্রপূজার্থং দেব্যাঃ স্থাপন-  
 স্তাভিহিতস্তাভ্যচ কলসে এব প্রাণাদিস্থাপনং সিংহাসনসম্মূর্ত্তৌ তু পুঙ্খং জাতমেবেতি ন  
 তত্র তর্হিযেয়ম্। তদ্বক্তং দেবীপুরাণে। নিত্যপূজাকৃতেরণে কলসং স্থাপয়েত্ত্ব ইতি নিত্য-  
 পূজাকৃতেনিত্যপূজামূর্ত্তেরিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

কলসস্থাপনপ্রকারমাহ পঞ্চপল্লবতি ॥ ২২ ॥

পার্শ্বে স্বস্তেতি শেষঃ ॥ ২৩ ॥

নন্দায়াং হস্তনক্ষত্রযুতানন্দাপ্রতিপত্তিখিস্ততাং পূজনং সর্বোত্তমমিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

বিবিধ-রত্নভূষণে বিভূষিতা, দিব্যাস্তর-সমন্বিতা সর্ব-মূলকর্ণসম্পন্ন্যা, সিংহোপরি সংস্থিতা,  
 শঙ্খচক্রগদাপন্নধারিণী সনাতনী বিশ্বজননী দেবীর প্রতিষ্ঠা করিবে ॥ ১৮-২০ ॥ যদি প্রতিমার  
 অভাব হয়, তাহা হইলে সেই সিংহাসনে পীঠপূজার্থ নবাক্ষর মন্ত্র সংযুক্ত যজ্ঞ এবং তাহার  
 পার্শ্বে পঞ্চপল্লব সমন্বিত, উত্তম তীর্থজলে পরিপূরিত, স্বর্ণ রত্নসমন্বিত ও বেদমন্ত্রে হ্রসংস্কৃত  
 কলস স্থাপন করিবে ॥ ২১—২২ ॥ আপন পার্শ্বদেশে পূজার সারপ্রাসক্তার সর্বতঃ সংস্থাপিত  
 রাখিয়া মঙ্গলের নিমিত্ত গীত ও বাদিত্রি নির্বোধ করাইবে ॥ ২৩ ॥

রাজন্ ! প্রথম দিন যদি নন্দা অর্থাৎ প্রতিপত্তিখি হস্তানক্ষত্রযুক্ত হয়, তবে তাহাতে  
 বিধিপূর্বক পূজা করাই সর্বোত্তম, ইহাতে নরগণের বিশেষ কল লাভ হয় সন্দেহ নাই ॥ ২৪ ॥

নিয়মং প্রথমং কৃৎ পশ্চাৎ পূজাং সমাচরেৎ ।  
 উপবাসেন নক্তেন চৈকভক্তেন বা পুনঃ ॥ ২৫ ॥  
 করিষ্যামি ত্রতং মাতনবরাজমমুত্তমম্ ।  
 সাহায্যং কুরু মে দেবি ! জগদম্ব ! মমাখিলম্ ॥ ২৬ ॥  
 যথাশক্তি প্রকর্তব্যো নিয়মো ত্রতহেতবে ।  
 পশ্চাৎ পূজা প্রকর্তব্যো বিধিবশ্মত্পূৰ্ব্বকম্ ॥ ২৭ ॥  
 চন্দনাগুরুকপূরৈঃ কুসুমৈশ্চ স্নগন্ধিভিঃ ।  
 মন্দারকরজাশোকচম্পকৈঃ করবীরকৈঃ ॥ ২৮ ॥  
 মালতীব্রহ্মকাপুষ্পৈস্তথাবিষ্মদলৈঃ শুভৈঃ ।  
 পূজয়েজ্জগতাং ধাত্রীং ধূপৈর্দীপৈর্বিধানতঃ ॥ ২৯ ॥  
 ফলৈর্নানাবিধৈরঘ্যাং প্রদাতব্যঞ্চ তত্র বৈ ।  
 নারিকেলৈর্মাতুলৈর্দ্রাক্ষাদিমীকদলীফলৈঃ ॥ ৩০ ॥  
 নারঙ্গৈঃ পনসৈশ্চৈব তথা পূর্ণফলৈঃ শুভৈঃ ।  
 অম্বদানং প্রকর্তব্যং ভক্তিপূৰ্ব্বং নরাধিপশ্চ ! ॥ ৩১ ॥  
 মাংসাশনং যে কুৰ্ব্বন্তি তৈঃ কার্যং পশুহিংসনম্ ।  
 মহিযাজবরাহাণাং বলিদানং বিশিষ্যতে ॥ ৩২ ॥

নিয়মং সঙ্কল্পম্ । তৎ স্বরূপমাহ উপবাসেনেতি ॥ ২৫—২৬ ॥

উপবাসাদ্যশক্তাবাহ যথাশক্তি ॥ ২৭ ॥

করজং পুষ্পজাতিবিশেষঃ ॥ ২৮ ॥

ব্রহ্মকাপুষ্পব্রাহ্মীপুষ্পৈরিত্যর্থঃ ॥ ২৯—৩০ ॥

পূর্ণফলৈর্বিষ্মফলৈঃ ॥ ৩১ ॥

পূৰ্ণরাজিতে উপবাস অথবা পূৰ্ণ দিবসে একবার মাত্র হবিষ্য ভক্ষণ পূৰ্ণক পয়সিন প্রথমেই  
 ক্রম করিয়া পশ্চাৎ পূজার অঙ্কন করিবে ॥ ২৫ ॥ দেবীর নিকট প্রার্থনা করিবে যে,  
 তত্ত্বজগৎদেবিক ! আমি অতুত্তম নবরাজ ত্রতের অঙ্কন করিব আপনি আমাকে সকল  
 বিষয়েই সাহায্য করুন ॥ ২৬ ॥ ত্রতের নিমিত্ত যথাশক্তি নিয়ম অবলম্বন করিয়া পশ্চাৎ  
 বিধি অনুসারে মন্ত্রোচ্চারণ পূৰ্ণক পূজা করিবে ॥ ২৭ ॥ চন্দন, অগুরু কপূর, মন্দার, করজ,  
 অশোক, চম্পক, করবীর মালতী ও ব্রাহ্মী প্রভৃতি উত্তম উত্তম স্নগন্ধি পুষ্প সকল ও উত্তম  
 উত্তম বিষদল, ধূপ ও দীপাদি দ্বারা জগদ্ধাত্রীর বিধিপূৰ্ণক পূজা করিয়া নারিকেল, মাতুল-

\* নৈবেদ্যানি বিচিত্রানি সর্কারসংযুক্তানি চ । ওষধিঃ পান্যস্বাদুঃ পুষ্পাশ্চ বটকাঃ শুভাঃ ।

ইত্যধিকঃ পাঠঃ কুজাপি বৃজতে ।

দেব্যাগ্রে নিহতা যান্তি পশবঃ স্বৰ্গমব্যয়ম্ ।

ন হিংসা পশুজা তত্র নিম্নতাং তৎকৃতেহনঘ ! ॥ ৩৩ ॥

অহিংসা যান্তিকী প্রোক্তা সৰ্বশাস্ত্রবিনির্গয়ে ।

দেবতার্থে বিন্ধুনাং পশুনাং স্বৰ্গতিষ্ঠুবা ॥ ৩৪ ॥

হোমার্থৈষ কৰ্তব্যং কুণ্ডৈষ ত্রিকোণকম্ ।

স্বণ্ডিলং বা প্রকৰ্তব্যং ত্রিকোণং মানতঃ শুভম্ ॥ ৩৫ ॥

ত্রিকালং পূজনং নিত্যং নানাদ্রব্যৈর্মনোহরৈঃ ।

গীতবাদিত্রনৃত্যৈশ্চ কৰ্তব্যৈশ্চ মহোৎসবঃ ॥ ৩৬ ॥

মাংসাশনং যে কুর্কস্বীতি । যদাপি মাংসাশনং ব্রাহ্মণৈরপি ক্রিয়তে তথাপি ব্রাহ্মণস্ত কালিকাপুরাণাদিষু সাক্ষ্যবলিদানন্ত নিবেদকথনাং ক্ষত্রিয়বিষয়ক এবাং বিধিরিতি বোধ্যম্ । তথাচ শারদায়াং ব্রাহ্মণো নিয়তঃ শুদ্ধঃ সাত্বিকঃ বলিমাহরেদिति । তথা হিংসায়ুক্তো বলি-  
জ্ঞাদ্যবর্ণং হিত্বা প্রশস্ততে ইতি । আদ্যবর্ণং ব্রাহ্মণবর্ণং হিত্বা তাত্ত্বিকার্থঃ । তথা কালিকা-  
পুরাণে । সিংহব্যাঘ্রাদিকং দত্ত্বা চাত্ত্ববধ্যায়বাপুয়াং । মদ্যাং দত্ত্বা ব্রাহ্মণস্ত ব্রাহ্মণ্যাদেব  
হীয়তে । অবশ্যং বিহিতো যত্র বলিস্তত্র দ্বিজঃ পুনঃ । পিষ্টেনাপি ঘৃতেনাপি নিশ্চিতস্ত  
সমর্পয়েদिति । ছান্দোগ্যশ্রুতিরপি । অহিংসন্ সৰ্বভূতাত্ত্বত্ব তীৰ্থেভ্য ইতি ন হিংস্তাং সৰ্ব-  
ভূতানীত্যপি ॥ ৩২ ॥

নমু দেবতিরিক্তদেবতাস্থ শাস্ত্রেবলিদানমুক্তা দেব্যাংসানামেব কিমিতি বলিদান-  
শাস্ত্রেবুক্তমিতি চেদত্র সমাহিতং দুৰ্গাপ্রদীপে যামলে । ব্রুক্সবিদ্যাঙ্গীবদশানিহস্বীতি শ্রুতৌ  
শ্রুতং তন্ত্রাং কারণদেব্যা বলিদানং প্রিয়ং মতমিতি । যতঃ কারণাদেবী ব্রুক্সবিদ্যাধিষ্ঠাত্রী  
ভবতি ব্রুক্সবিদ্যায়াশ্চ স্বভাবো জীবদশা নাশয়িতব্যেতি তন্মাদেব্যাঃ প্রিয়ৌ বলিভবতীতি  
তদর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

ন হিংসা পশুজা তত্রৈতি অহিংসা যান্তিকী প্রোক্তেতি চ ক্ষত্রিয়োদদেশেনৈব তস্ত চিত্তে  
জায়মানহিংসাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থং ন ব্রাহ্মণোদদেশেনৈতি বোধ্যম্ ॥ ৩৪ ॥

মানত ইতি । হোমামুসারেণৈকহস্তাদিদশহস্তান্তমানত ইত্যর্থঃ । তত্ক্ষণং শার-  
দায়াম্ । দশহস্তান্তমন্তেষামিতি । মুষ্টিমাত্রমিতং কুণ্ডং শতার্কে সম্প্রচক্ষতে । শতহোমেরত্নি-

লিঙ্গ, দাড়িম, কদলী, নারঙ্গ, পনস ও বিবিধ বিবিধ ফল দ্বারা অৰ্ঘ্যপ্রদান পুরঃসর ভক্তি-  
সম্বিত চিত্তে অন্ন প্রদান করিবে ॥ ২৮—৩১ ॥ যাহারা মাংসভোজী তাহারা দেবীর পূজায়  
পশু হিংসা করিতে পারিবে এবং তজ্জন্ত ছাগ অথবা বস্ত্রবরাহের বলি প্রদানই উত্তম কৰ্ম ॥ ৩২ ॥  
হে অনঘ ! দেবীর অগ্রে নিহত পশুগণ অক্ষয় স্বৰ্গ লাভ করিয়া থাকে ; অতএব পশুঘাতী  
ব্যক্তিগণের পশু হনন নিমিত্ত পাতক জন্মে না । রাজন্ ! দেবতাদিগের বলিকার্যে  
কৃতোৎসর্গ পশুগণের নিশ্চয়ই স্বৰ্গলাভ হয়, একান্ত সকল শাস্ত্রসিদ্ধান্তে ব্যক্তিকী হিংসা  
অহিংসা বলিয়াই পরিগণিত হইয়াছে ॥ ৩৩—৩৪ ॥ হোমের নিমিত্ত তাহার পরিমাণ অমুসারে  
একহস্ত হইতে দশহস্ত পর্যন্ত ত্রিকোণ কুণ্ড এবং ত্রিকোণ স্বণ্ডিল নির্মাণ কর্তব্য ॥ ৩৫ ॥  
প্রতিদিন ত্রিসঙ্খ্যায় বিবিধ মনোহর দ্রব্যে দেবীর পূজা করিয়া পরিশেষে স্নাত ও নৃত্যাদি

নিত্যং ভূমৌ চ শয়নং কুমারীগণঞ্চ পূজনম্ ।  
 বস্ত্রালঙ্করণৈর্দ্ব্যৈর্ভোজনেচ্চ স্নানময়ৈঃ ॥ ৩৭ ॥  
 একৈকাং পূজয়েমিত্যেকবক্ষ্যা তথা পুনঃ ।  
 দ্বিগুণং ত্রিগুণং বাপি প্রত্যেকং নবকঞ্চ বা ॥ ৩৮ ॥  
 বিভবস্থানুসারেণ কর্তব্যং পূজনং কিল ।  
 বিভ্রাশাঠ্যং ন কর্তব্যং রাজহুস্তিমথৈ সদা ॥ ৩৯ ॥  
 একবর্ষা ন কর্তব্য্যা কন্যাপূজাবিধৌ নৃপ ! ।  
 পরমজ্ঞা তু ভোগানাম্ গন্ধাদীনাম্চ বালিকা ॥ ৪০ ॥  
 কুমারিকা তু সা প্রোক্তা দ্বিবর্ষা যা ভবেদিহ ।  
 ত্রিমূর্তিঞ্চ ত্রিবর্ষা চ কল্যাণী চতুরব্দিকা ॥ ৪১ ॥  
 রোহিণী পঞ্চবর্ষা চ ষড়্ বর্ষা কালিকা স্মৃতা ।  
 চণ্ডিকা সপ্তবর্ষা স্যাদষ্টবর্ষা চ শান্তবী ॥ ৪২ ॥

মাত্রমিত্যাदि । अत्र होमस्तु तत्तत्कल्लोक्त एव ग्राह्यो यो यत्रोक्तो नित्यनैमित्तिककाम्या-  
 त्तेदेन ॥ ३५—३७ ॥

স্নানময়ৈরমৃতমট্টৈর্মিষ্টৈরিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

কুমারীপূজনে পক্ষানাহ একৈক্যমিতি । প্রত্যাহমেকৈক্যমিত্যেকঃ পক্ষঃ । একৈক্য-  
 বুদ্ধ্যতি তু দ্বিতীয়ঃ । দ্বিগুণত্রিগুণবুদ্ধ্যতি তু তৃতীয়চতুর্থপক্ষৌ । প্রত্যেকং প্রত্যহং  
 নবকঞ্চ বা নব নব কুমারীগণং পূজনমিত্যন্তমঃ পক্ষঃ ॥ ৩৮ ॥

শক্তিমথৈহাযজ্ঞে ॥ ৩৯ ॥

একবর্ষা ন কর্তব্যেতি । তত্র হেতুর্ভূতঃ সা গন্ধাদিভোগানামজ্ঞা ততঃ ॥ ৪০ ॥

দ্বিবর্ষাদিশবর্ষান্তানাম্ পূজ্যানাম্ কুমারীগণং নামানি তৎপূজাকলং তাসাম্ পূজামজ্ঞা-  
 চোচ্যন্তে । কুমারিকা তু সেতি ॥ ৪১—৪২ ॥

দ্বারা উৎসব করিবে ॥ ৩৬ ॥ প্রতিদিন ভূমিতলে শয়ন করিবে এবং স্নান সঙ্গীত স্মৃতি ভোজ্য-  
 ত্রব্য ও দিব্য বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা কুমারীগণের পূজা করিবে ॥ ৩৭ ॥ প্রতিদিন এক একটা অথবা  
 প্রত্যহ এক একটা বুদ্ধি করিয়া কিংবা প্রতি দিবস দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ অথবা প্রতিদিন নয়  
 নয়টা করিয়া কুমারী পূজা কর্তব্য ॥ ৩৮ ॥ রাজন ! বৈভবানুসারে দেবীর প্রীতির নিমিত্ত  
 কুমারী পূজা করিবে, তাহাতে কদাচই বিভ্রাশাঠ্য বা রূপগতা প্রকাশ করিবে না ॥ ৩৯ ॥

মহারাজ ! কুমারী পূজার নিয়ম বলিতেছি শ্রবণ করুন ; একবর্ষীয় কুমারী পূজা করা  
 কর্তব্য নহে, যেহেতু তাহারা গন্ধাদি ভোগ্য বস্তুর রসাস্বাদ গ্রহণে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ॥ ৪০ ॥  
 এ বিষয়ে দ্বিবর্ষীয়া কন্যাই কুমারী, ত্রিবর্ষীয়া ত্রিমূর্তি, চতুর্বর্ষীয়া কল্যাণী, পঞ্চবর্ষীয়া রোহিণী,  
 ষড়্ বর্ষীয়া কালিকা, সপ্তবর্ষীয়া চণ্ডিকা, অষ্টবর্ষীয়া শান্তবী, নববর্ষীয়া দুর্গা, দশবর্ষীয়া হুভদ্রা  
 নামে কথিত হইয়া থাকে ; ইহার অধিক বয়স্ক কন্যা সর্ব কাৰ্য্যেই গহিত, অতএব তাহা-



নববর্ষা ভবেদুর্গা স্তভদ্রা দশবার্ধিকী ।  
 অত উচ্চং ন কৰ্তব্যা সৰ্ব্বকাৰ্য্যবিগৰ্হিতা ॥ ৪৩ ॥  
 এভিষ্চ নামভিঃ পূজা কৰ্তব্যা বিধিসংযুতা ।  
 তাশাং ফলানি বক্ষ্যামি নবানাং পূজনে সদা ॥ ৪৪ ॥  
 কুমারী পূজিতা কুর্যাদুঃখদারিদ্র্যনাশনম্ ।  
 শত্রুক্লয়ং ধনায়ুষ্যবলবৃদ্ধিং কৰোতি বৈ ॥ ৪৫ ॥  
 ত্রিমূর্তিপূজনায়াস্ত্রিবর্গস্য ফলং ভবেৎ ।  
 ধনধাত্মাগমশৈচব পূজাপৌজাদিবৃদ্ধয়ঃ ॥ ৪৬ ॥  
 বিদ্যার্থী বিজয়ার্থী চ রাজ্যার্থী যশ্চ পার্শ্ববঃ ।  
 স্তুথার্থী পূজয়েন্নুনং কল্যাণীং সৰ্ব্বকামদায় ॥ ৪৭ ॥  
 রোহিণীং রোগনাশায় পূজয়েদ্বিধিবন্নরঃ ।  
 কালিকাং শত্রুনাশার্থং পূজয়েত্তুক্তিপূৰ্ব্বকম্ ॥ ৪৮ ॥  
 ঐশ্বর্য্যধনকামশ্চ চণ্ডিকাং পরিপূজয়েৎ ।  
 পূজয়েচ্ছান্ত্রবীং নিত্যং নৃপ ! সংমোহনায় চ ॥ ৪৯ ॥  
 দুঃখদারিদ্র্যনাশায় সংগ্রামে বিজয়ায় চ ।  
 ক্রুরশত্রুবিনাশার্থং তথোগ্রকর্মসাধনে ॥ ৫০ ॥  
 দুর্গাঞ্চ পূজয়েত্তুত্যা পরলোকস্তুথায় চ ।  
 বাঙ্কিতার্থস্য সিদ্ধার্থং স্তভদ্রাং পূজয়েৎ সদা ॥ ৫১ ॥

---

ন কৰ্তব্যা পূজার্থং ন কৰ্তব্যোত্যর্থঃ ॥ ৪৩—৫১ ॥

---

দিগকে পূজার নিমিত্ত কুমারী করনা কৰ্তব্য নহে ॥ ৪১—৪৩ ॥ এই সকল নাম দ্বারা বিধি  
 পূৰ্ব্বক দেবীর পূজা করিবে । নববিধ কুমারী পূজনের ফল বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৪৪ ॥ কুমা-  
 রীর পূজা করিলে দুঃখ নাশ দারিদ্র্যভঞ্জন, শত্রুক্লয়, ধন, আয়ু এবং বলবৃদ্ধি হয় ॥ ৪৫ ॥  
 ত্রিমূর্তি পূজা করিলে আয়ু বৃদ্ধি, ত্রিবর্গের কললাভ, ধনাগম ও পূজা পৌজাদির বৃদ্ধি হইয়া  
 থাকে ॥ ৪৬ ॥ যে ব্যক্তি বিদ্যার্থী বিজয়ার্থী রাজ্যার্থী ও স্তুথান্ত্রিলাষী হইবেন তিনি সৰ্ব্ব-  
 কামদায়িনী কল্যাণী কুমারীর পূজা করিবেন ॥ ৪৭ ॥ মানবগণ, রোগবিনাশের নিমিত্ত  
 বিধি পূৰ্ব্বক রোহিণীর পূজা করিবে । শত্রু বিনাশের নিমিত্ত তুক্তিপূৰ্ব্বক কালিকা পূজা,  
 এবং ঐশ্বর্য ও ধন কামনার তুক্তিসহকারে চণ্ডিকা পূজা করিবে । রাজন ! শত্রু সম্বো-  
 দনের নিমিত্ত, দুঃখ ও দারিদ্র্য বিনাশের এবং সংগ্রামে বিজয় লাভের নিমিত্ত শান্ত্রবীর  
 পূজা করা কৰ্তব্য ॥ ৪৮—৪৯ ॥ অতিশয় নিষ্ঠুর শত্রু নিপাতের নিমিত্ত এবং পায়দৌৰিক

শ্রীরস্বিত্তি চ মস্ত্রেণ পূজয়েদুত্তিতংপরঃ ।

শ্রীযুক্তমস্ত্রেণথবা বীজমস্ত্রেণথাপি বা ॥ ৫২ ॥

কুমারস্ত চ তত্ত্বানি যা সৃজত্যপি লীলয়া ।

কাদীনপি চ দেবাংস্তাং কুমারীং পূজয়াম্যহম্ ॥ ৫৩ ॥

সদ্বাদিভিস্ত্রিমূর্তিযা তৈহি নানাস্বরূপিণী ।

ত্রিকালব্যাপিনী শক্তিস্ত্রিমূর্তিং পূজয়াম্যহম্ ॥ ৫৪ ॥

কল্যাণকারিণী নিত্যং ভক্তানাং পূজিতানিশম্ ।

পূজয়ামি চ তাং ভক্ত্যা কল্যাণীং সর্বকামদাম্ ॥ ৫৫ ॥

রোহয়ন্তী চ বীজানি প্রাগ্জন্মসঞ্চিতানি বৈ ।

যা দেবী সর্বভূতানাং রোহিণীং পূজয়াম্যহম্ ॥ ৫৬ ॥

কালী কালয়তে সর্বং ব্রহ্মাণ্ডং সচরাচরম্ ।

কল্লান্তসময়ে যা তাং কালিকাং পূজয়াম্যহম্ ॥ ৫৭ ॥

চণ্ডিকাং চণ্ডরূপাঞ্চ চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনীম্ ।

তাং চণ্ডপাপহরিণীং চণ্ডিকাং পূজয়াম্যহম্ ॥ ৫৮ ॥

শ্রীমন্ত্রমুদৈরশ্রমদৈবর্বা ॥ ৫০ ॥

তান্ ময়ানেনবাহ কুমারস্ত চেতি । কুমারস্ত বাগকস্ত বন্দস্ত বা তত্ত্বানি রহস্তভূতানি বস্ত্বানি  
যা সৃজতীত্যর্থঃ । কাদীন ব্রহ্মাদীনপি দেবান্ ॥ ৫৩ ॥

সদ্বাদিভিঃ সদ্বাদিভুগৈশ্চিমূর্তির্মহালক্ষ্মাদিরূপিণী । তৈঃ সদ্বাদিভুগৈরেব নানারূপিণী  
প্রস্তাররীত্যা ত্রিকালব্যাপিনী কালত্রয়াধ্যা চিত্ত্রপিণী ॥ ৫৪—৫৫ ॥

রোহয়ন্তী অঙ্কুরীভূতানি কুর্কন্তী ॥ ৫৬—৫৮ ॥

স্বথের নিমিত্ত দুর্গার অর্চনা করিবে । নরগণ, বাহিতার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত স্রজজ্ঞার পূজা  
করিবেন ॥ ৫০—৫১ ॥ মানবগণ, ভক্তি তৎপর হইয়া শ্রীরস্ব ইত্যাদি মস্ত্রে অথবা শ্রীযুক্ত  
মস্ত্রে কিংবা বীজমন্ত্র দ্বারা কুমারীগণের পূজা করা কর্তব্য ॥ ৫২ ॥ যিনি অবলীলাক্রমে  
কুমার কান্তিকের রহস্তভূত পবিত্র তত্ত্ব সকলের এবং ব্রহ্মাদি দেবতাগণের সৃষ্টি  
করিয়াছেন, আমি সেই কুমারী দেবীর পূজা করিতেছি ॥ ৫৩ ॥ যিনি সন্ধ্যা, রজঃ ও তমঃ  
এই গুণত্রয় ভেদে ত্রিমূর্তি হইয়াছেন, এবং সেই গুণত্রিতয়ের বহল প্রভেদে বহুরূপিণী  
হইয়াছেন, ত্রিকালব্যাপিনী সেই ত্রিমূর্তিকে আমি পূজা করিতেছি ॥ ৫৪ ॥ যিনি পূজিতা  
হইয়া নিত্যই কল্যাণ প্রদান করিয়া থাকেন, সেই সর্বকামদায়িনী কুমারী কল্যাণীকে  
আমি ভক্তিসহকারে পূজা করিতেছি ॥ ৫৫ ॥ যিনি সমস্ত জীবগণের পূর্জন্ম সঞ্চিত  
কর্মবীজ অঙ্কুরিত করিয়া থাকেন সেই রোহিণীদেবীকে আমি ভক্তি সমন্বিত চিত্তে পূজা  
করিতেছি ॥ ৫৬ ॥ যিনি কল্লান্ত সময়ে কালীরূপে চরাচর সহিত এই ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলের সকল

অকারণাং সমুৎপত্তির্ঘন্যায়ৈঃ\* পরিকীৰ্ত্তিতা ।

যন্তাস্তাং স্তম্বদাং দেবীং শাস্ত্রবীং পূজয়াম্যহম্ ॥ ৫৯ ॥

দুর্গা ত্রায়তি ভক্তং যা সদা দুর্গার্তিনাশিনী ।

দুর্জের্যা সর্বদেবানাং তাং দুর্গাং পূজয়াম্যহম্ ॥ ৬০ ॥

স্তভদ্রাণি চ ভক্তানাং কুরুতে পূজিতা সদা ।

অভদ্রনাশিনীং দেবীং স্তভদ্রাং পূজয়াম্যহম্ ॥ ৬১ ॥

এভিমৈত্রেঃ পূজনীয়াঃ কন্যকাঃ সর্বদা বুধৈঃ ।

বস্ত্রালঙ্কারগৈর্মাল্যৈর্গন্ধৈরুচ্চাবচৈরপি ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈষ্ণাসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
নবরাত্রিবিধিকীৰ্ত্তনং নাম ষড়্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

অকারণাদিতি । যন্তাঃ সমুৎপত্তির্ঘন্যায়ৈর্ঘন্যৈঃ স্বরূপৈর্বেদৈরকারণাদেব পরিকীৰ্ত্তিতা ।  
যন্তাঃ আবির্ভাবো কারণাদেব ভবতি । স্বপ্নাদেব স্বয়মাবির্ভবতি নাস্তত ইত্যর্থঃ ॥ ৫৯—৬১ ॥  
নবরাত্রিপূজাক্রমস্বষ্টিগ্ৰন্থাদবসেয়ঃ । গৌরবাদত্র ন লিখ্যতে ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে ষড়্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

কবিরাজেন সেই কালিকা দেবীকে আমি ভক্তি পূর্বক পূজা করিতেছি ॥ ৫৭ ॥ যিনি চণ্ড-  
রূপিণী বলিয়া চণ্ডিকা নামে কীৰ্ত্তিত হইয়া থাকেন, যিনি চণ্ড মুণ্ড নামক অস্ত্রদ্বয়কে  
বিনাশ করিয়াছেন, সেই প্রচণ্ড পাপহারিণী চণ্ডিকা দেবীকে আমি ভক্তি নম্র মানসে পূজা  
করিতেছি ॥ ৫৮ ॥ বেদ ব্রহ্ম যাঁহার স্বরূপ, সেই বেদে অকারণেই যাঁহার উৎপত্তি পবি-  
কীৰ্ত্তিত হইয়াছে, সেই সর্বসুখপ্রদা শাস্ত্রবী দেবীকে আমি পূজা করিতেছি ॥ ৫৯ ॥ যিনি  
ভক্তগণকে পরিভ্রাণ করেন এবং যিনি নিয়তই বিপদ বিনাশ করিয়া থাকেন, অখিল দেব-  
গণও যাহাকে জানিতে সমর্থ নহেন, আমি সেই দুর্গার্তিনাশিনী দুর্গাদেবীকে ভক্তি পূর্বক  
পূজা করিতেছি ॥ ৬০ ॥ যিনি পূজিতা হইয়া ভক্তগণের অমঙ্গল বিনাশ করিয়া নিরন্তর  
কল্যাণবিধান করেন সেই স্তভদ্রা দেবীকে আমি ভক্তি সমন্বিত মানসে অর্চনা করি-  
তেছি ॥ ৬১ ॥ বুধগণ এই সকল মন্ত্রে বস্ত্র, অলঙ্কার, মাল্য গন্ধাদি ও অস্ত্রাশ্রয় নানা প্রকার  
দ্রব্য দ্বারা সর্বদাই কুমারী প্রভৃতি কন্যাগণের পূজা করিবেন ॥ ৬২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে নবরাত্রিবিধানকীৰ্ত্তন নামক  
ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## সপ্তবিংশোধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

হীনাস্ত্রীং বর্জয়েৎ কন্যাং কুষ্ঠযুক্তাং ত্রণাক্ষিতাম্ ।  
 গন্ধস্কুরিতহীনাস্ত্রীং\* বিশালকুলসম্ভবাম্ ॥ ১ ॥  
 জাত্যক্ষাং কেকরাং কাগিং কুরুপাং বহুরোমশাম্ ।  
 সম্ভ্রাজেদ্রোগিগিং কন্যাং রক্তপুষ্পাদিনাক্ষিতাম্ ॥ ২ ॥  
 ক্রামাং গর্ভসমুদ্ভূতাং গোলকাং কন্যকোদ্ভবাম্ ।  
 বর্জনীয়াঃ সদা চৈতাঃ সর্বপূজাদিকর্ষস্ব ॥ ৩ ॥  
 অরোগিগিং সুরূপাস্ত্রীং সুলন্দরীং ত্রণবর্জিতাম্ ।  
 একবংশসমুদ্ভূতাং কন্যাং সম্যক্ প্রপূজয়েৎ ॥ ৪ ॥  
 ব্রাহ্মণী সর্বকার্যেষু জয়ার্থে নৃপবংশজা ।  
 লাভার্থে বৈশ্ববংশোপা ক্ষেমে চ শূদ্রবংশজা ॥ ৫ ॥

সপ্তাদিকৈস্ত পক।শংপদৌবথ কুমারিকাঃ ।

কথয়িত্ব বর্জনীয়া মাহাস্ত্র্যাপি চোচাতে ।

বর্জনীয়াঃ কুমারিকা আহ হীনাস্ত্রীমিতি । নানাস্ত্রীগিতার্থঃ । গন্ধেন দুর্গন্ধেন স্কুরিতং যুক্তমতএব হীনমঙ্গং যন্তান্তাম্ । বিশালং বেঃ শালঙ্কটচৌ । বিশালকুলসম্ভবাং হৃষ্টকুল-সম্ভবামিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

রক্তপুষ্পাদিনাক্ষিতাং রক্তপুষ্পং জীরজাদিযৌবনচিহ্নস্তেনাদিতাম্ ॥ ২ ॥

ক্রামাং ক্রশাম্ । গর্ভসমুদ্ভূতামতিবাল্যমেকদিনাদিজাতাম্ । গোলকাং মৃতভর্জুমাভূজাতাং বিধবাজ্ঞামিত্যর্থঃ । কন্যকোদ্ভবামবিবাহিতকন্যাজ্ঞাম্ ॥ ৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! হীনাস্ত্রী, কুষ্ঠরোগিণী, ত্রণাবিতা, দুর্গন্ধবিশিষ্টা ও হৃষ্টকুল-সম্ভবা কুমারীগণকে নবরাত্রিপূজায় গ্রহণ করিবেন না ॥১॥ আর যাহারা জন্মান্ধ, কেকরাক্ষী (যাহার চক্ষু টেরা), কাগি (একচক্ষু হীনা) কুরুপা, বহুরোমাবিতা, রোগিণী ও রক্ত-বলা অথবা অন্য কোন যৌবনচিহ্নযুক্তা, অতিক্রশা, সদ্যোজাতা, বিধবার গর্ভেৎ-পন্ন অথবা অবিবাহিতার গর্ভজাতা, সেই সকল কুমারীগণ, সর্বদা পূজাদি সমস্ত কার্যেই বর্জনীয় ॥২-৩॥ রাজন ! অরোগিণী, সুরূপাক্ষী, সুলন্দরী, ত্রণবর্জিতা ও যাহারা জীরজ নহে সেই সকল কুমারীগণের পূজা করাই কর্তব্য ॥৪॥ সমস্ত কার্যেই ব্রাহ্মণবংশজা, ভয়ের নিমিত্ত

\* অধিকৃষ্ট শীর্ণাক্ষী । ইতি বা পাঠঃ । † নিলাসকুলসম্ভবাম্ । ইতি বা পাঠঃ ।

‡ যোগীশর্ভসমুদ্ভূতাম্ । ইতি বা পাঠঃ ।

ব্রাহ্মণৈর্ব্রাহ্মজাঃ পূজ্যাঃ রাজৈর্ব্রাহ্মকুলজাঃ ।  
 বৈশ্বক্শিত্রিবর্গজাঃ পূজ্যাশ্চতস্রঃ পাদসম্ভবৈঃ ॥ ৬ ॥  
 কারুভির্শিচব বংশোখা যথাযোগ্যং প্রপূজয়েৎ ।  
 নবরাত্রবিধানেন ভক্তিপূর্ব্বং সদৈব হি ॥ ৭ ॥  
 অশক্তো নিয়তং পূজাং কর্তুং চেম্ববরাত্রকে ।  
 অষ্টম্যাঞ্চ বিশেষেণ কর্তব্যং পূজনং সদা ॥ ৮ ॥  
 পুরাষ্টম্যাং ভদ্রকালী দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী ।  
 প্রাহুর্ভূতা মহাঘোরা যোগিনীকোটিভিঃ সহ ॥ ৯ ॥  
 অতোহষ্টম্যাং বিশেষেণ কর্তব্যং পূজনং সদা ।  
 নানাবিধোপহারৈশ্চ গন্ধমাল্যানুলেপনৈঃ ॥ ১০ ॥  
 পায়সৈরামিষৈহোমৈর্ব্রাহ্মণানাঞ্চ ভোজনৈঃ ।  
 ফলপুষ্পোপহারৈশ্চ তোষয়েজ্জগদম্বিকাম্ ॥ ১১ ॥  
 উপবাসে হ্রস্কানানাং নবরাত্রত্রে পুনঃ ।  
 উপোষধত্রয়ং প্রোক্তং যথোক্তং ফলদং নৃপ ! ॥ ১২ ॥

একবংশসমুদ্ভূতামজারজামিতার্থঃ ॥ ৪—৫ ॥

পাদসম্ভবৈঃ শূদ্রৈশ্চতস্রো বর্ণচতুষ্টয়জ্ঞাঃ কত্যা পূজ্যা ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

কারুভিরিতি । কারুর্বিষকর্ণণি না ত্রিষু কারকশিল্পিনোরিতি মেদিনীকোশঃ কারুভিঃ শিল্পিভিঃ স্ববংশোখাঃ পূজ্যাঃ । শূদ্রাপেক্ষয়েতেষ্বয়ং বিশেষঃ ॥ ৭—৯ ॥

অত ইতি । তদুক্তমীশানসংহিতায়াম্ । একাদশীকোটিসহস্রভূগা জন্মাষ্টমী পর্ত্তরাজ-পূজ্যাঃ । ততোহপি শুক্লা গণিতা শতেন পরাশরব্যাসবশিষ্ঠমুখ্যৈরিতি ॥ ১০ ॥

কল্পকুলজা, লাভের নিমিত্ত এবং বৈশ্ববংশজা মঙ্গলের জন্য শূদ্র কুলোৎপন্ন। কুমারীর পূজা করিবে ॥ ৫ ॥ রাজেন্দ্র ! নবরাত্রবিধানে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ বংশজা ; ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের কুলোৎপন্ন ; বৈশ্ব, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ববংশজা এবং শূদ্রগণ, ব্রাহ্মণাদি চতুর্বংশজা কুমারীর ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিবেক, কিন্তু শিল্পজীবগণ নিজ নিজ বংশোৎপন্ন কুমারীকে যথাযোগ্য পূজা করিবেক ॥ ৬—৭ ॥ নবরাত্র ত্রেতে যদি নরগণ নিয়ত পূজা করিতে অক্ষম হয়, তবে অষ্টমীতেই বিশেষ রূপ পূজা করিবে ॥ ৮ ॥ পুরাকালে দক্ষযজ্ঞনাশিনী ভদ্রকালী কোটি কোটি যোগিনীগণের সহিত ঘোরতর রূপে প্রাহুর্ভূত হইয়াছিলেন ; অতএব, গন্ধ মাল্য ও অম্বুলেপনাদি নানাবিধ উপহার দ্বারা বিশেষ রূপে অষ্টমীতেই পূজা করিবে ॥ ৯—১০ ॥ এই তিথিতে পায়স ও আমিষ দ্রব্য প্রদান, হোম ও ব্রাহ্মণ ভোজন ও ফলপুষ্পাদি বহুবিধ উপহার দ্বারা জগদম্বিকার পূজা করিবে ॥ ১১ ॥ নৃপবর । নবরাত্র ত্রেতে দ্বাভায়া উপবাসে

সপ্তম্যাঞ্চ তথাক্ষম্যাং নবম্যাং ভক্তিভাবতঃ ।  
 ত্রিরাত্রকরণাং সৰ্বং ফলং ভবতি পূজনাং ॥ ১৩ ॥  
 পূজাভিশ্চৈব হোমৈশ্চ কুমারীপূজনৈস্তথা ।  
 সম্পূর্ণং তদ্ব্রতং প্রোক্তং বিপ্রাণাক্ষৈব ভোজনৈঃ ॥ ১৪ ॥  
 ব্রতানি যানি চান্ধানি দানানি বিবিধানি চ ।  
 নবরাত্রব্রতস্তাস্মৈ নৈব তুল্যানি ভূতলে ॥ ১৫ ॥  
 ধনধান্যপ্রদং নিত্যং স্নানসন্তানবৃদ্ধিদম্ ।  
 আয়ুরারোগ্যদৈবৈব স্বর্গদং মোক্ষদং তথা ॥ ১৬ ॥  
 বিদ্যার্থী বা ধনার্থী বা পুত্রার্থী বা ভবেন্নরঃ ।  
 তেনেদং বিধিৎ কার্য্যং ব্রতং সৌভাগ্যদং শিবম্ ॥ ১৭ ॥  
 বিদ্যার্থী সৰ্ববিদ্যাং বৈ প্রাপ্নোতি ব্রতসাধনাং ।  
 রাজ্যভ্রষ্টো নৃপো রাজ্যং সমবাপ্নোতি সৰ্বথা ॥ ১৮ ॥  
 পূৰ্ব্বজন্মানি যৈনূনং ন কৃতং ব্রতমুত্তমম্ ।  
 তে ব্যাধিনো দরিদ্রাশ্চ ভবন্তি পুত্রবর্জিতাঃ ॥ ১৯ ॥  
 বক্ষ্যা চ যা ভবেন্নারী বিধবা ধনবর্জিতা ।  
 অনুমাত্র কৰ্ত্তব্যং নেয়ং কৃতবতী ব্রতম্ ॥ ২০ ॥

আনিষেধাংসৈঃ । ইদং ক্ষত্রিয়াদিপারম্ ॥ ১১—১৩ ॥

বিপ্রাণাং চৈব ভোজনৈরেতৈঃ সৰ্বৈব্রতং সম্পূর্ণং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৪—১৯ ॥

অশক্ত, তাঁহারা তিন দিন উপবাস করিলেই যথোক্ত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১২ ॥ সপ্তমী  
 অষ্টমী ও নবমী এই তিন তিথিতে ভক্তিভাবে ত্রিরাত্র করিয়া পূজা করিলে সমস্ত ফল লাভ  
 হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥ দেবীর পূজা, হোম, কুমারী পূজা ও ব্রাহ্মণ ভোজন এই সমস্ত কার্য্য  
 দ্বারা নবরাত্র ব্রত সম্পূর্ণ হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥ জনমেজয় ! ভূতলে অস্তান্ত যে কিছু ব্রত ও  
 দান কর্ত্ত্ব অমুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তৎসমস্তই এই নবরাত্র ব্রতের তুল্য ফলপ্রদ নহে ॥ ১৫ ॥  
 এই ব্রতের অমুষ্ঠানে ধন, ধাত্ত, সন্তান বৃদ্ধি, স্নানসমৃদ্ধি, আয়ু, আরোগ্য এবং স্বর্গ অধিক  
 কি মোক্ষ পৰ্য্যন্তও লাভ হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥ বিদ্যার্থী, ধনার্থী অথবা পুত্রার্থী হইয়া বিধি  
 পূৰ্ব্বক এই কল্যাণকর সৌভাগ্যপ্রদ নবরাত্র ব্রতের অমুষ্ঠান করিলে সকলদুঃখ  
 হইবে সন্দেহ নাই ॥ ১৭ ॥ এই ব্রতের অমুষ্ঠান করিলে বিদ্যার্থী ব্যক্তি সমস্ত বিদ্যা এবং  
 রাজ্যভ্রষ্ট ব্যক্তি সমস্ত রাজ্য প্রাপ্ত হইতে পারেন ॥ ১৮ ॥ বাহারা পূৰ্ব্বজন্মে এই অত্যাশ্রয়  
 পুণ্যপ্রদ ব্রতের অমুষ্ঠান করে নাই, তাহারা এই জন্মে ব্যাধিগ্রস্ত, দরিদ্র ও পুত্রবর্জিত  
 হইয়া রহিয়াছে ॥ ১৯ ॥ যে নারী বক্ষ্যা, বিধবা ও পুত্রবর্জিতা ; তাহাদিগকে দর্শন

নবরাত্রত্ৰতং প্রোক্তং ন কৃতং যেন ভূতলে ।

স কথং বিভবং প্রাপ্য মোদতেহত্ৰ তথা দিবি ॥ ২১ ॥

রক্তচন্দনসংমিশ্রৈঃ কোমলৈর্বিষ্পত্ৰকৈঃ ।

ভবানী পূজিতা যেন স ভবেম্পতিঃ ক্ষিতৌ ॥ ২২ ॥

নারাধিতা যেন শিবা সনাতনী

দুঃখার্তিহা সিদ্ধিকরী জগদ্বরা ।

দুঃখারতঃ শত্রুযুতশ্চ ভূতলে

নুনং দরিত্রো ভবতীহ মানবঃ ॥ ২৩ ॥

যাং বিষ্ণুরিন্দ্রো হরপদ্মজৌ তথা

বহ্নিঃ কুবেরো বরুণো দিবাকরঃ ।

ধ্যায়ন্তি সর্বার্থসমাপ্তিনন্দিতা

স্তাং কিং মনুষ্যা ন ভজন্তি চণ্ডিকাম্ ॥ ২৪ ॥

স্বাহাস্থধানামমনুপ্রভাবৈ-

স্তৃপ্যন্তি দেবাঃ পিতরস্তথৈব ।

যজ্ঞেষু সর্বেষু মুদা হরন্তি

যন্নামযুগ্মং ঐতিভিমূর্নীন্দ্রাঃ । ২৫ ॥

ইয়ং বিধব্যা ত্রতং ন কৃতবতীত্যমুমাশ্রমিতিঃ কণ্ঠব্যোতর্থাৎ । যত ইয়ং বিধবা জাতা তত ইতি ভাবঃ ॥ ২০—২৩ ॥

সর্বার্থানাং সমাপ্তিঃ সমবাপ্তিঃ প্রাপ্তিস্তয়া নন্দিতা ইত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

করিয়া এই অমুমান করিবে যে, তাহার পূর্ণ জন্মে কখন এই ত্রতের অমুষ্ঠান কবে নাই ॥ ২০ ॥ এই অবনিতলে যে ব্যক্তি উপরোক্ত নবরাত্র ত্রতের অমুষ্ঠান করে নাই, সে কিরূপে বিভব প্রাপ্ত হইয়া ইহলোকে ও পরলোকে আনন্দে ও স্বখ সম্ভোগে বাস করিতে পারিবে ? ॥ ২১ ॥ যিনি রক্তচন্দনলিপ্ত কোমল বিষদল দ্বারা ভগবতী ভবানী, দেবীর পূজা করিয়াছেন, তিনিই এই পৃথিবীতলে রাজা হইবেন সন্দেহ নাই ॥ ২২ ॥ যে মানব এই অখিল জগতের ঈশ্বরী, সর্বার্থ সিদ্ধিকারিণী দুঃখার্তিবিনাশিনী কল্যাণরূপিণী ভগবতী ভবানীর আরাধনা করে নাই, সে ব্যক্তি এই অবনীতে দুঃখিত দরিদ্র ও শত্রুসংযুত হইয়া বাস করিয়া থাকে ॥ ২৩ ॥ হ্রি, হর, ব্রহ্মা, বাসব, বহ্নি, বরুণ, কুবের ও দিবাকর, ইহঁরা সর্ববিধ বৈভবে ও পরমানন্দে পরিপূর্ণ থাকিয়াই যখন সেই সচ্চিদানন্দময়ী জগদধিকার ধ্যান করিয়া থাকেন, তখন মনুষ্যাগণ, সেই সর্বার্থসাধিকা চণ্ডিকাদেবীর ভজনা করে না কেন ? ॥ ২৪ ॥ স্বাহা ও স্বধা নামক মন্ত্র প্রভাবে দেবগণ ও পিতৃগণ পরিভূপ্ত হইয়া

যশ্চেচ্ছয়া সৃজতি বিশ্বমিদং প্রজেশো  
 নানাবতারকলনং কুরুতে হরিশ্চ ।  
 নুনং করোতি জগতঃ কিল ভস্ম শত্ব-  
 স্তাং শর্মদাং ন ভজতে নু কথং মনুষ্যঃ ॥ ২৬ ॥  
 নৈকোহস্তুি সর্বভুবনেষু তয়া বিহীনো  
 দেবো নরোহথ বিহগঃ কিল পন্নগো বা ।  
 গন্ধর্বরাক্ষসপিশাচনগেষু শুনং  
 যঃ স্পন্দিতুং ভবতি শক্তিয়ুতো যথেষ্টম্ ॥ ২৭ ॥  
 তাং ন সেবেত কশ্চণ্ডীং সর্বকামার্থদাং শিবাম্ ।  
 ত্রতং তস্মা ন কঃ কুর্যাদ্বাঞ্ছমর্থচতুষ্টয়ম্ ॥ ২৮ ॥  
 মহাপাতকসংযুক্তো নবরাত্রত্রতধরেৎ ।  
 মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যো নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২৯ ॥

স্বাহেতি । স্বাহাস্বপানাসকপো যো মনুষ্যঃ প্রভাবৈমূর্দা হর্ষণে হরস্তি বদন্তি । যন্মাম-  
 যগ্নং স্বাহাস্বধেত্যেবং রূপং শ্রুতিভেদমস্তান্ত্রে ইত্যর্থঃ । যতন্তুপ্যস্তি ততো বজ্রেনু শ্রাদ্ধেযু  
 চ বেদমস্তান্ত্রে স্বাহা স্বধোতি প্রযুক্তত ইত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

ব্যাসো জনান্ শোচতি যশ্চেচ্ছয়েতি । ( যস্তা ইচ্ছয়া ইত্যত্র সন্ধিরার্থঃ ) ॥ ২৬ ॥

নৈকোহস্তীতি । তস্মা শক্ত্যা বিহীনঃ সন্ যথেষ্টং স্পন্দিতুং শক্তিয়ুতঃ সামর্থ্যযুতো ভবতি  
 এতাদৃশো নৈকোহপ্যস্তীত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

অর্থচতুষ্টয়ং ধর্মার্থকামমোক্ষরূপং বাহ্নিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

মুচ্যতে ইতি । তদ্বক্তৃমুদাসংহিতায়াম্ । প্রায়শ্চিত্তং ন পাপানাং যেষান্তেষাম্ নাশনে ।  
 প্রায়শ্চিত্তমিদং প্রোক্তং জগদ্ব্যাপদস্মৃতিঃ । স্মরণেনৈব হুগ্যায় নিমিষাক্ষেন যৎ ফলম্ । ন  
 তদ্বক্তৃং সমর্থোহস্তুি শিবো বর্ষশতৈরপি । বিষ্ণুনাগসহশ্ৰেভ্যঃ শিবনাম বিশিষ্যতে । শিবনাম-

থাকেন সেই স্বাহা ও স্বধা যাহার নানাস্তর মাত্র ; মুনিবরগণ যাহার উক্ত নামধ্বন সমস্ত  
 যজ্ঞেই শ্রুতির সহিত কীর্তন করেন ; যাহার ইচ্ছার অধীন হইয়া প্রজাপতি এই বিশ্বের সৃষ্টি  
 করিয়া থাকেন, দেবদেব জন্মদান নানাবিধ রূপে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া সেই বিশ্বের  
 পালন করেন এবং শঙ্কর এই অখিল জগৎ সংহার করেন, মানবগণ সেই সর্বশর্মপ্রদায়িনী  
 ভবানীকে কেননা ভজনা করিবে ॥ ২৫—২৬ ॥ এই অখিল সংসার মধ্যে সেই শক্তিরূপিনী  
 প্রকৃতি দেবী ব্যতিরেকে কেহই থাকিতে পারে না ; কি দেব কি মানব কি বিহগ, পন্নগ,  
 গন্ধর্ব, রাক্ষস, পিশাচ ও নগাদি সকলে শক্তিয়ুক্ত হইয়াই যথেষ্ট নড়িতে চড়িতে  
 সমর্থ হয় সম্ভেই নাই ॥ ২৭ ॥ অতএব কোন ব্যক্তি সেই সর্বকামার্থদায়িনী চূড়িকাদেবীর  
 পূজা না করিবে ? আর ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের বাসনা করিয়া  
 কোন ব্যক্তিই বা তাঁহার ত্রতাহুষ্ঠান না করিবে ? ॥ ২৮ ॥ মহাপাতকী মানব নবরাত্র



পুরা কশ্চিদ্বগিগ্ দীনো ধনহীনঃ হৃদ্বঃখিতঃ ।  
 কুটুম্বী চাভবৎ কশ্চিৎ কোশলে নৃপসন্তম ! ॥ ৩০ ॥  
 অপত্যানি বহুশ্চাভবন্ ক্ষুৎপীড়িতানি চ ।  
 ভক্ষ্যঃ কিঞ্চিৎ সায়াক্ষে প্রাপুস্তস্য চ বালকাঃ ॥ ৩১ ॥  
 ভুঙক্তে স্ম কার্য্যকর্তাসৌ পরশ্চাথ বুভুক্ষিতঃ ।  
 কুটুম্বভরণং তত্র চকারাতিনিরাকুলঃ ॥ ৩২ ॥  
 সদা ধর্ম্মরতঃ শাস্তঃ সদাচারশ্চ সত্যবাক্ ।  
 অক্রোধনশ্চ ধৃতিমান্মির্মদশ্চানদ্যয়কঃ ॥ ৩৩ ॥  
 সম্পূজ্য দেবতা নিত্যং পিতৃনপ্যতিথীংস্তথা ।  
 ভুঞ্জানে পোষ্যবর্গেহথ কৃতবান্ ভোজনং বগিচ্ ॥ ৩৪ ॥  
 এবং গচ্ছতি কালে বৈ হৃশীলো নামতো গুণৈঃ ।  
 দারিদ্র্যাত্তো দ্বিজং শাস্তং পপ্রচ্ছাতিবুভুক্ষিতঃ ॥ ৩৫ ॥

হৃশীল উবাচ ।

ভো ভূদেব ! কৃপাং কৃত্বা বদস্বাদ্য মহামতে ! ।  
 কথং দারিদ্র্যনাশঃ শ্রাদ্ধিতি মে নিশ্চয়েন বৈ ॥ ৩৬ ॥

সহস্রৈভ্যো দেবীনাং বিশিধ্যতে । স সাধকো মহাজ্ঞানী যশ্চ দুর্গাপদাম্বুগঃ । ন চ ভুক্তির্ন  
 বা মুক্তির্ন গতির্নগননিনি । বিনা দুর্গাং জগদ্ধাত্রীং নিফলং জীবনং ভবেদिति । চরমে  
 জন্মনি পরং শ্রীদেবীভক্তিমান্ ভবেদिति ॥ ২৯ ॥

দীনো হৃঃখী ॥ ৩০ ॥

সায়াক্ষে কিঞ্চিৎ প্রাপুর্নৌদরপরিমিতমিত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

ব্রতাহুষ্ঠান করিলে সমস্ত পাপ হইতেই যে মুক্তিলাভ করিতে পারে তদ্বিশয়ের আর বিচারে  
 প্রয়োজন নাই ॥ ২৯ ॥

মহারাজ ! পূর্বকালে কোন এক ধনহীন হৃঃখী বগিচ্ কোশল রাজ্যে বহু কুটুম্ববর্গে  
 পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিত ॥ ৩০ ॥ তাহার অনেকগুলি পুত্র কন্যা হইয়াছিল, তাহার  
 ক্ষুধায় পীড়িত ও কাতর হইয়া দিনান্তে সায়াক্ষকালে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভক্ষ্য দ্রব্য প্রাপ্ত  
 হইত ॥ ৩১ ॥ ঐ বগিচ্ ও ক্ষুধাতুর হইয়া পরের কার্য্য করিয়া সায়াক্ষকালে ভোজন করিত;  
 এইরূপে সে অত্যন্ত আকুল হইয়া আপনার পোষ্যবর্গের প্রতিপালন করিত ॥ ৩২ ॥ এই  
 বগিচ্ শাস্তিভিত্ত, সদাচার, সত্যবাদী, সত্যতই ধর্ম্ম তৎপর, ক্রোধহীন, ধৃতিমান, মদবর্জিত  
 ও অহংরাগপরিশ্রুত ছিল; সে প্রতিদিন, দেবতা, পিতৃ ও অতিথিগণের পূজা করিয়া পোষ্যবর্গ  
 ভোজন করিলে পর, আপনি আহার করিত ॥ ৩৩—৩৪ ॥ এইরূপে কিছুকাল গত হইলে

ধনেষণা মে নৈবাস্তি ধনী স্তামিতি মানদ ! ।

কুটুম্বভরণার্থং বৈ পৃচ্ছামি ত্বাং দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৩৭ ॥

পুত্রী স্ততস্ত্ব মে বালো ভক্ষার্থী রোদতে ভৃশম্ ।

তাবস্মাত্ৰং গৃহে নাম্নং মুষ্টিমেকাং দদাম্যহম্ ॥ ৩৮ ॥

বিসর্জিতো যতো গেহাদগতো বালো রুদম্ময়া ।

অতো মে দহতেহত্যর্থং কিং করোমি ধনং বিনা ॥ ৩৯ ॥

বিবাহোহস্তি স্ততয়া মে নাস্তি বিত্তং করোমি কিম্ ।

দশবর্ষাধিকায়াস্ত্ব দানকালোহপি যাত্যলম্ ॥ ৪০ ॥

তেন শোচামি বিপ্রেন্দ্র ! সর্বজ্ঞোহসি দয়ানিধে !

তপো দানং ব্রতং কিঞ্চিদ্বহ্নি মস্ত্রজপং তথা ॥ ৪১ ॥

যেনাহং পোষ্যবর্গস্ত করোমি দ্বিজ ! পোষণম্ ।

তাবস্মৈ স্তান্নপ্রাপ্তিনাধিকং প্রার্থয়ে কিল ॥ ৪২ ॥

ভুক্তো স্মেতি । বুদ্ধিতঃ পরস্ত কার্যকর্তাসাবপি সায়াহ্নে এব ভুক্তো স্মেতা-  
বয়ঃ ॥ ৩২—৩৮ ॥

সুশীল নামক সেই সুশীল বণিক্ একদিন দারিদ্র্যপীড়িত ও ক্ষুধিত হইয়া শাস্তচিত্ত এক  
দ্বিজবরকে জিজ্ঞাসা করিল ; ভো ! ভূদেব ! কিরূপে দারিদ্র্য বিনাশ হয় আপনি কৃপা  
করিয়া নিশ্চিত রূপে অন্য আমাকে তাহা বলুন ॥ ৩৫—৩৬ ॥ মহামতে ! বাহাতে আমার মান  
রক্ষা হয় তাহা করুন ; আমার ধন বাসনা নাই, ধনী হইব এরূপ কামনাও করি না, দ্বিজো-  
ত্তম ! আমি কেবল কুটুম্বভরণের নিমিত্তই আপনাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছি ॥ ৩৭ ॥  
আমার তনয় তনয়া সকল বালক, তাহার ক্ষুধাতুর হইয়া অত্যন্ত রোদন করিয়া থাকে,  
আমার এতদ্ব্যতীত অন্যও গৃহে নাই যে তাহাদিগকে মুষ্টি মাত্র প্রদান করিতে পারি ॥ ৩৮ ॥  
হায় ! অন্য আমার বালকপুত্র ভোজনোর নিমিত্ত রোদন করিতেছিল, আমি তর্জুনাদি দ্বারা  
তাহাকে গৃহ হইতে দূরীকৃত করিয়াছি, দ্বিজবর ! যখন আমার পুত্র ক্ষুধাতুর হইয়া কাঁদিতে  
কাঁদিতে গৃহ হইতে বহির্গত হইল, সেই অবধি আমার হৃদয় সস্তাপনলে দগ্ধ হইতেছে, আমার  
ধন নাই আমি কি করিব ? ॥ ৩৯ ॥ আমার তনয়ার বিবাহকাল উপস্থিত, ধন নাই আমি কি  
করি, হায় ! তাহার বয়ঃক্রম দশ বৎসরেরও অধিক হইল, তাহার সম্প্রদান কাল গত হইয়া  
গাইতেছে ॥ ৪০ ॥ হে দ্বিজেন্দ্র ! আমি সেই নিমিত্তই শোক করিতেছি, আপনি দয়ানিধি ও  
সর্বজ্ঞ, আমাকে তপস্তা, দান, ব্রত ও মন্ত্র জপ প্রভৃতির মধ্যে বাহা কিছু একটা উপায়  
বলিয়া দিউন, আমি সেই উপায়ে পোষ্যবর্গের পরিপোষণ করিব, দ্বিজবর ! বাহাতে পরি-  
ষ্যবর্গের পোষণ হয় আমি সেই পরিমিত ধনই প্রার্থনা করিতেছি ; অধিক প্রার্থনা করি

ত্বংপ্রসাদাৎ কুটুম্বং মে স্তুখিতং প্রভবেদিহ ।

তৎ কুরুষ মহাভাগ ! জ্ঞানেন পরিচিস্ত্য চ ॥ ৪৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতিপৃষ্ঠস্তথা তেন ব্রাহ্মণঃ সংশিতব্রতঃ ।

উবাচ পরমপ্রীতস্তং বৈশ্যং নৃপসত্তম ! ॥ ৪৪ ॥

বৈশ্যবর্ষ্যং কুরুষাদ্য নবরাত্রব্রতং শুভম্ ।

পূজনং ভগবত্য্যশ্চ হর্বনং ভোজনং তথা ॥ ৪৫ ॥

বেদপারায়ণং শক্তিৰূপহোমাদিকং তথা ।

কুরুষাদ্য যথাশক্তি তব কার্য্যং ভবিষ্যতি ॥ ৪৬ ॥

এতস্মাদপরং কিঞ্চিদব্রতং নাস্তি ধরাতলে ।

নবরাত্রাভিধং বৈশ্য ! পাবনং স্তুখদং তথা ॥ ৪৭ ॥

জ্ঞানদং মোক্ষদৈবৈব স্তুখসন্তানবর্জনম্ ।

শত্রুনাশকরং কামং নবরাত্রব্রতং সদা ॥ ৪৮ ॥

রাজ্যভ্রষ্টেন রামেণ সীতাবিরহিতেন চ ।

কিঞ্চিদ্ধায়াং ব্রতং চৈতৎ কৃতং দুঃখাতুরেণ বৈ ॥ ৪৯ ॥

প্রতপ্তেনাপি রামেণ সীতাবিরহবহিনা ।

বিধিবৎ পূজিতা দেবী নবরাত্রব্রতেন বৈ ॥ ৫০ ॥

ময়া বিসর্জিতো যতো রুদন্ বালো গেহাঙ্গতোহিত ইত্যম্বয়ঃ ॥ ৩৯—৫০ ॥

নাই ॥ ৪১—৪২ ॥ হে মহাভাগ ! আপনার প্রসাদে আমার পরিজনবর্গ যাহাতে এই সংসারে জুখী হইতে পারে, আপনি আপনার জ্ঞান দ্বারা চিন্তা করিয়া সেইরূপ উপায় করিয়া দিউন ॥ ৪৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! ব্রতধারী ব্রাহ্মণ বৈশ্যকর্ষক এইরূপে তিষ্ঠাসিত হইয়া পরম শ্রীতিসহকারে তাহাকে কহিতে লাগিলেন, বৈশ্যবর ! তুমি এক্ষণে কল্যাণদায়ক নবরাত্র ব্রতের অমুষ্ঠান করিয়া ভগবতীর পূজা ও হোম এবং ব্রাহ্মণ ভোজন, বেদ-পারায়ণ, শক্তিয়ার জপ ও হোমদির যথাশক্তি অমুষ্ঠান কর, তাহাতে অবশ্যই তোমার কার্য্যসিদ্ধি হইবে ॥ ৪৪—৪৬ ॥ ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্রত অবনীতলে আর নাই, এই ব্রত অতি পবিত্র ও স্তুখদায়ক ॥ ৪৭ ॥ এই নবরাত্র ব্রত জ্ঞান ও মোক্ষপ্রদ শত্রুনাশক এবং স্তুখ ও সন্তান বৃদ্ধি করিয়া থাকে ॥ ৪৮ ॥ পূর্বে রামচন্দ্র রাজ্যভ্রষ্ট ও সীতার বিরহে আকুল এবং অতিশয় দুঃখিত হইয়, কিঞ্চিদ্ধায়া এই ব্রতের অমুষ্ঠান করিয়াছিলেন ॥ ৪৯ ॥ রাম সীতার বিরহানলে অত্যন্ত

তেন প্রাপ্তাথ বৈদেহী কৃতা সেতুং মহার্গবে ।  
 হস্তা মন্দোদরীনাথং কুন্তকর্ণং মহাবলম্ ॥ ৫১ ॥  
 মেঘনাদঃ স্তুতং হস্তা কৃতা ভূপং বিভীষণম্ ।  
 পশ্চাদযোধ্যামাগত্য প্রাপ্তং রাজ্যমকণ্টকম্ ॥ ৫২ ॥  
 নবরাত্রব্রতস্তাস্মৈ প্রভাবেন বিশাংবর ! ।  
 স্তুতং ভূমিতলে প্রাপ্তং রামেণামিততেজসা ॥ ৫৩ ॥  
 ব্যাস উবাচ ।

ইতি বিপ্রবচঃ শ্রুত্বা স বৈশ্যস্তং দ্বিজং গুরুম্ ।  
 কৃতা জগ্ৰাহ সন্নতং মায়াবীজাভিধং নৃপ ! ॥ ৫৪ ॥  
 জজ্ঞাপ পরয়া ভক্ত্যা নবরাত্রমতপ্রিতঃ ।  
 নানাবিধোপহারৈশ্চ পূজয়ামাস সাদরম্ ॥ ৫৫ ॥  
 নবসংবৎসরং চৈব মায়াবীজপরায়ণঃ ।  
 নবমে বৎসরান্তে তু মহাক্ৰম্যাং মহেশ্বরী ॥ ৫৬ ॥

( তেনেতি । তেন নবরাত্রব্রতানুষ্ঠানেন হেতুনেত্যর্থঃ । মহার্গবে সেতুকর্ণং মহাবল-  
 কুন্তকর্ণাদিবীরাণাং বিনাশশ্চ কিকিচ্ছায়াং দেবীপূজনস্ত ফলং, মন্দোদরীনাথহননমকণ্টক  
 রাজ্যপ্রাপ্তাদিকঞ্চ লঙ্কায়াং দেবীপূজনস্ত ফলমিতি নির্গলিত্যর্থঃ ॥ ৫১—৫২ ॥

নবরাত্রোতি । অমিতপ্রভাবেণ রামেণাপি তৎকৃতমিত্যাহে ! দেবীমাহাত্ম্যমিতি ॥ ৫৩ ॥

মায়াবীজাভিধং ভুবনেশ্বরীমন্ত্রমিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

( জজ্ঞাপেতি । অতজ্ঞিতো জাগরঃ । পরয়া ভক্ত্যা জজ্ঞাপ ভুবনেশ্বরীমন্ত্রমিতি শেষঃ ।  
 বিবিধোপহারৈরবলিভিঃ সাদরং শ্রদ্ধাপূৰ্ণকমিত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

নবসংবৎসরমিতি । মায়াবীজপরায়ণঃ মায়াবীজজপনিরতঃ । দেব্যাপ্রসাদকালমাহ ।  
 নবমে বৎসরান্ত ইতি নবমে বৎসরান্তে দশমে প্রাপ্তে সত্যিত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

সজ্ঞাপিত হইয়াও নবরাত্র ব্রতের অনুষ্ঠান দ্বারা বিধি পূৰ্ণক দেবীর পূজা করিয়াছিলেন ॥ ৫০ ॥  
 সেই ফলেই তিনি মহাসাগরে সেতুবন্ধন পূৰ্ণক কুন্তকর্ণ, মেঘনাদ এবং লঙ্কেশ্বর রাবণকে  
 বিনাশ করিয়া মৈথিলীকে প্রাপ্ত হন এবং বিভীষণকে লঙ্কার রাজা করিয়া পরিশেষে  
 অযোধ্যায় আসিয়া অকণ্টক রাজ্যলাভ করেন ॥ ৫১—৫২ ॥ বৈশ্যবর ! অমিততেজা রামচন্দ্র  
 নবরাত্র ব্রতের প্রভাবেই ভূমিতলে স্তুত লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন ॥ ৫৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, নৃপবর ! সেই বণিক্ বিপ্রবরের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূৰ্ণক তাঁহাকে  
 গুরু করিয়া তাঁহার নিকট হইতে মায়াবীজ নামক মন্ত্র গ্রহণ করিল এবং আলস্ত পরিশূন্ত  
 হইয়া পরম ভক্তিসহকারে নবরাত্র জপ করিয়া পরম বস্ত্রে নানাবিধ উপহার দ্বারা দেবীর  
 পূজা করিতে লাগিল । এইরূপে মায়াবীজের জপানুষ্ঠানে রত হইয়া নয় বৎসর বাপন করি-  
 লেন, পরে নবম বৎসর পরিপূর্ণ হইলে মহেশ্বরী দেবী মহাঠমীর নিশীথ সময়ে প্রত্যাক্রমণে

অৰ্দ্ধরাত্রে তু সঞ্জাতে প্রত্যক্ষং দর্শনং দদৌ ।

নানাবরপ্রদানৈশ্চ কৃতকৃত্যং চকার তম্ ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রায়াং সংহিতায়াং ত্রৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
বর্জনীয়কুমারীবর্ণনপুরঃসরং দেবীমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

দেব্যা অধিষ্ঠান সময়মাহ অৰ্দ্ধরাত্র ইতি । প্রত্যক্ষং দর্শনমিত্যনেন দেব্যা তুরিভুক্ত-  
বৎসলত্বং হৃচিতম্ । কৃতকৃত্যং দারিদ্র্যখণ্ডমেন সঙ্গতিপ্রদানেন চেত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥ )

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

দর্শনং দিয়া নানাবিধ বর প্রদান পূৰ্ব্বক তাহাকে সম্বুদ্ধিসম্পন্ন ও কৃতার্থ করিয়া দারিদ্র্যসমুদ্র  
হইতে উদ্ধার করিলেন ॥ ৫৪—৫৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-

ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে বর্জনীয়াকুমারীর বিষয় বর্ণন পূৰ্ব্বক •

দেবীর মাহাত্ম্যকীর্তন নামক সপ্তবিংশ

অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## অষ্টাবিংশোঃধ্যায়ঃ ।

জনমেজয় উবাচ ।

কথং রামেণ তচ্চীর্ণং ব্রতং দেব্যাঃ সুখপ্রদম্ ।  
রাজ্যভ্রষ্টঃ কথং সৌহৃদ্যং কথং সীতা হত্যা পুনঃ ॥ ১ ॥  
ব্যাস উবাচ ।

রাজা দশরথঃ শ্রীমানযোধ্যাধিপতিঃ পুরা ।  
সূর্য্যবংশবরশ্চাসীদেবব্রাহ্মণপূজকঃ ॥ ২ ॥  
চত্বারো জজ্ঞিরে তস্মৈ পুত্রা লোকেষু বিক্রতাঃ ।  
রামলক্ষ্মণশত্রুঘ্না ভরতশ্চেতি নামতঃ ॥ ৩ ॥  
রাজঃ প্রিয়করাঃ সর্ব্বৈ সদৃশা গুণরূপতঃ ।  
কৌশল্যায়াঃ স্ত্রীতো রামঃ কৈকেয়া ভরতঃ স্মৃতঃ ॥ ৪ ॥  
স্মিত্রাতনয়ৌ জাতৌ যমলৌ দ্বৌ মনোহরৌ ।  
তে জাতা বৈ কিশোরীশচ ধনুর্বাণধরাঃ কিল ॥ ৫ ॥

একোনসপ্ততিমৌতৈকবরাভ্রপ্রসঙ্গতঃ ।

রামায়ণকথা রাজা পৃষ্টা ব্যাসেন চোচ্যতে ॥

পূর্বাধ্যায়ের রাজ্যভ্রষ্টেন রামেণ নবরাভ্রব্রতং কৃতং তেন তৎকল্যাণং জ্ঞাতমিতি বর্ণিতং  
তৎপ্রমুখীজমুপলভ্য রাজা পৃচ্ছতি কথং রামেণ তচ্চীর্ণমিতি ॥ ১ ॥  
সূর্য্যবংশে বর উৎকৃষ্টঃ ॥ ২—৫ ॥

জনমেজয় কহিলেন, মুনিবর ! রামচন্দ্র কিরূপে সেই সুখপ্রদ দেবীব্রতের অনুষ্ঠান  
করিয়াছিলেন ? তাঁহার রাজ্যভ্রষ্ট হইবার কারণ কি ? কিরূপে কোন্ ব্যক্তি সীতাকে হরণ  
করিয়াছিল ? এই সকল বিষয় কীৰ্ত্তন করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন ॥ ১ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! পূর্ব্বকালে অযোধ্যানগরে দশরথ নামে সূর্য্যবংশীয় এক  
সমৃদ্ধিশালী রাজা ছিলেন ; তিনি সর্ব্বদাই দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের পূজা করিতেন ॥ ২ ॥  
তাঁহার রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন নামক চারিটা লোকবিখ্যাত পুত্র উৎপন্ন হয় । ইহারা  
চারি জনেই রূপে ও গুণে তুল্য ছিলেন এবং চারি জনেই রাজার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন  
করিতেন । তদ্বিধৌ রামচন্দ্র কৌশল্যার পুত্র, ভরত কৈকেয়ীর পুত্র এবং স্ত্রুতদর্শন লক্ষ্মণ  
ও শত্রুঘ্ন হইজনই স্মিত্রাতার যমজ পুত্র ছিলেন । রাজপুত্র চতুষ্টয় কিশোর অবস্থায়

সূনবঃ কৃতসংস্কারা ভূপতেঃ স্তবধৰ্মকাঃ ।

কৌশিকেন তদাগত্য প্রার্থিতো রঘুনন্দনঃ ॥ ৬ ॥

রাঘবং মথরক্ষার্থং স্নুং ষোড়শবার্ষিকম্ ।

তস্মৈ সৌহৃদ্যং দদৌ রামং কৌশিকায় সলক্ষণম্ ॥ ৭ ॥

• তৌ সমেত্য মুনিং মার্গে জগ্মতুচ্চারদর্শনৌ ।

তাটকা নিহতা মার্গে রাক্ষসী ঘোরদর্শনা ॥ ৮ ॥

• রামেণৈকেন বাণেন মুনীনাং দুঃখদা সদা ।

যজ্ঞরক্ষা কৃতা তত্র স্ৰবাহ্নিনিহতঃ শঠঃ ॥ ৯ ॥

মারীচোহথ মৃতপ্রায়ো নিক্ষিপ্তো বাণবেগতঃ ।

এবং কৃত্বা মহৎ কৰ্ম যজ্ঞস্য পরিরক্ষণম্ ॥ ১০ ॥

গতান্তে মিথিলাং সর্বৈ রামলক্ষণকৌশিকাঃ ।

অহল্যা মোচिता শাপান্নিস্পাপা সা কৃতাবলা ॥ ১১ ॥

বিদেহনগরে তৌ তু জগ্মতুমুনিনা সহ ।

বভঞ্জ শিবচাপঞ্চ জনকেন পণীকৃতম্ ॥ ১২ ॥

কৌশিকেন বিশ্বামিত্রেণ । রঘুনন্দনো দশরথঃ ॥ ৬—৯ ॥

মারীচস্রবাহু দৈত্যৌ ॥ ১০—১২ ॥

ধর্মবিদ্যা শিক্ষা করিয়া শরশরাসন ধারণ পূর্বক ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ৩—৫ ॥ এইরূপে পুত্র সকল কৃতসংস্কার হইয়া রাজা দশরথের স্তব বর্দ্ধন করিতে লাগিল; অনন্তর, এক দিবস মহর্ষি বিশ্বামিত্র, অবোধ্যায় আগমন করিয়া রাজা দশরথের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, আমার যজ্ঞ রক্ষার নিমিত্ত রামচন্দ্রকে প্রদান করুন। রাজা মহর্ষির বাক্য উল্লেখন করিতে না পারিয়া সেই ষোড়শবার্ষিক পুত্র রাম ও লক্ষণকে মুনির সহিত প্রেরণ করিলেন ॥ ৬—৭ ॥ চারুদর্শন রাম ও লক্ষণ মুনিস সহিত মিলিত হইয়া পথিমধ্যে গমন করিতে লাগিলেন, সেই মার্গে তাড়কা নামী এক ঘোরদর্শনা রাক্ষসী বনমধ্যে বাস করিয়া সর্বদাই মুনীগণকে দুঃখ দিত, রামচন্দ্র এই রাক্ষসীকে এক শরাঘাতেই নিহত করিলেন। অনন্তর, স্রবাহুকে বধ করিয়া এবং মারীচ নামক নিশাচরকে বাণবেগে মৃতপ্রায় করত বহু দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ রক্ষা করিলেন। এইরূপে যজ্ঞরক্ষণ রূপ মহৎকর্ম সম্পাদন করিয়া রাম, লক্ষণ ও মুনিবর কৌশিক তিনজনে মিলিত হইয়া মিথিলা যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে অহল্যাকে শাপ হইতে উদ্ধার করিয়া তাহার পাপমোচন করিলেন ॥ ৮—১১ ॥ অনন্তর মুনির সহিত তাঁহার। দুইজনে বিদেহনগরে উপনীত হইলেন; এই সময় জঙ্গক রাজা, হবধন ভঙ্গ করিলে সীতাকে প্রদান করিব এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া

উপযেমে ততঃ সীতাং জানকীঞ্চ রমাংশকীম্ ।  
 লক্ষ্মণায় দদৌ রাজা পুঞ্জীমেকাং তথোশ্মিলাম্ ॥ ১৩ ॥  
 কুশধ্বজস্থতে কশ্চে প্রাপতুর্ভ্রাতীরাবুভৌ ।  
 তথা ভরতশক্রনৌ স্মশীলৌ শুভলক্ষণৌ ॥ ১৪ ॥  
 এবং দারক্রিয়াস্তেষাং ভ্রাতৃণাং চাভরম্প ! ।  
 চতুর্গাং মিথিলায়াস্ত যথাবিধি বিধানতঃ ॥ ১৫ ॥  
 রাজ্যযোগ্যং স্তুতং দৃষ্ট্বা রাজা দশরথস্তদা ।  
 রাঘবায় ধুরং দাতুং মনশ্চক্রেহগ্রজায় বৈ ॥ ১৬ ॥  
 সম্ভারং বিহিতং দৃষ্ট্বা কৈকেয়ী পূর্বকল্পিতৌ ।  
 বরৌ সম্প্রার্থয়ামাস ভর্তারং বশবর্তিনম্ ॥ ১৭ ॥  
 রাজ্যং স্তুতায় চৈকেন ভরতায় মহাত্মনে ।  
 রামায় বনবাসঞ্চ চতুর্দশ সমাস্তথা ॥ ১৮ ॥  
 রামস্ত বচনান্ত্রিয়াঃ সীতালক্ষ্মণসংযুতঃ ।  
 জগাম দণ্ডকারণ্যং রাক্ষসৈরুপসেবিতম্ ॥ ১৯ ॥  
 রাজা দশরথঃ পুঞ্জবিরহেণ প্রপীড়িতঃ ।  
 জহৌ প্রাণানমেয়াত্মা পূর্বশাপমনুস্মরন্ ॥ ২০ ॥

উপযেমে বিবাহং কৃতবান্ স্বীকৃতবানিতি বা ॥ ১৩ ॥

কুশধ্বজো জনকবন্ধুঃ ॥ ১৪—১৫ ॥

ধুরং রাজ্যভাবম্ ॥ ১৬—১৭ ॥

ছিলেন ; রামচন্দ্র সেই শিবশরাসন ভগ্ন করিয়া লক্ষ্মীর অংশজাতা সীতাকে বিবাহ করি-  
 লেন । রাজা জনক, আপনার অগ্র কন্যা উশ্মিলার সহিত লক্ষ্মণের বিবাহ দিলেন ॥ ১২-১৩ ॥  
 স্মশীল ও শুভলক্ষণ সম্পন্ন ভরত ও শক্র কুশধ্বজের মাওবী ও শ্রুতকীর্তি নামক কন্যাভ্রাতৃকে  
 বিবাহ করিলেন ॥ ১৪ ॥ রাজন ! এইরূপে মিথিলানগরীতে সেই চারি ভ্রাতার যথাবিধি  
 বিবাহ কার্য সম্পন্ন হইল ॥ ১৫ ॥ রাজা দশরথ, তখন জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্রকে রাব্যাক্তার  
 গ্রহণের উপযুক্ত দর্শন করিয়া, তাঁহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিবার মানস করিলেন ॥ ১৬ ॥  
 কৈকেয়ী রামের রাজ্যাভিষেকের নিমিত্ত সামগ্রীসম্ভার সংগৃহীত হইতেছে দেখিয়া আপনায়  
 বশবর্তী স্বামীর নিকট পূর্বকল্পিত বরষয় প্রার্থনা করিলেন ॥ ১৭ ॥ একবরে নিজপুত্র মহাত্মা  
 ভরতের রাজ্য এবং অগ্রবরে রামের চতুর্দশ বৎসর বনবাস প্রার্থিত হইল ॥ ১৮ ॥ রামচন্দ্র,  
 সেই কৈকেয়ীর বাক্যে সীতা এবং লক্ষ্মণের সহিত রাক্ষসপরিষেবিত দণ্ডকারণ্যে গমন  
 করিলেন ॥ ১৯ ॥ মহাত্মা রাজা দশরথ পুত্র বিরহে পরিপীড়িত হইয়া অন্ধক জ্বলির শাপ



ভরতঃ পিতরং দৃষ্টা যুতং মাতৃকৃতেন বৈ ।  
 রাজ্যমুচ্ছং ন জগাহ ভ্রাতুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥ ২১ ॥  
 পঞ্চবট্যাং বসনামো রাবণাবরজাং বনে ।  
 শূর্ণগথাং বিরূপাং বৈ চকারাতিশ্মরাতুরাম্ ॥ ২২ ॥  
 খরাদয়স্তু তাং দৃষ্টা ছিন্ননাসাং নিশাচরাঃ ।  
 চক্রুঃ সংগ্রামমতুলং রামেণামিততেজসা ॥ ২৩ ॥  
 স জঘান খরাদীংশ্চ দৈত্যানতিবলান্বিতান্ ।  
 মুনীনাং হিতমস্বিচ্ছনামঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥ ২৪ ॥  
 গহ্বা শূর্ণগথা লঙ্কাং খরদুষণঘাতনম্ ।  
 দূষিতা কথয়ামাস রাবণায় চ রাঘবাং ॥ ২৫ ॥  
 সৌহৃপি শ্রদ্ধা বিনাশং তং জাতঃ ক্রোধবশঃ খলঃ ।  
 জগাম রথমারুহ্য মারীচশ্চাশ্রমং তদা ॥ ২৬ ॥  
 কৃহা হেমমৃগং নেতুং প্রেষয়ামাস রাবণঃ ।  
 সীতাপ্রলোভনার্থায় মায়াবিনমসম্ভবম্ ॥ ২৭ ॥  
 সৌহৃথ হেমমৃগো ভূত্বা সীতাদৃষ্টিপথং গতঃ ।  
 মায়াবী চাতিচিত্রান্ধশ্চরন্ প্রবলমস্তিকে ॥ ২৮ ॥

একেন বরেণ ভরতায় রাজ্যং দ্বিতীয়েন বরেণার্থাদ্রামায় বনবাসং বস্ত্রে ইত্যর্থঃ ॥ ১৮-২৬ ॥

স্বরণ পূৰ্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন ॥ ২০ ॥ ভরত, নিজ মাতার নিমিত্ত পিতার মরণ  
 দর্শন করিয়া, ভ্রাতা রামচন্দ্রের প্রিয় কামনায় সেই সুসমৃদ্ধ রাজ্য গ্রহণ করিলেন না ॥ ২১ ॥  
 রামচন্দ্রে বন গমন করিয়া পঞ্চবটী নামক বিজন অরণ্যে বসতি করিলেন; অনন্তর, এক  
 দিবস রাবণের কনিষ্ঠা ভগিনী শূর্ণগথা কামাতুর হইয়া সেই স্থানে আগমন করিলে কর্ণ ও  
 নাসা ছেদন পূৰ্ব্বক তাহাকে বিক্রম করিয়া দিলেন ॥ ২২ ॥ তাহার নাসাচ্ছেদ দর্শন করিয়া  
 খরদুষণাদি রাক্ষস সকল বিপুল বিক্রমশালী রামচন্দ্রের সহিত যোব্রতর সংগ্রাম করিল ॥ ২৩ ॥  
 সত্যপরাক্রম রামচন্দ্রে মুনিগণের হিত কামনা করিয়া বহুতর দৈন্ত্যসম্বিত খরাদি নিশাচর-  
 গণকে সঙ্গেন্ত্রে নিধন করিলেন ॥ ২৪ ॥ অনন্তর শূর্ণগথা লঙ্কা গমন পূৰ্ব্বক রাম হইতে  
 আগনার নাসাচ্ছেদন এবং খরদুষণের নিধন বার্তা রাবণকে নিবেদন করিল ॥ ২৫ ॥ জুব-  
 প্রেকৃতি রাবণ, তাহাদের বিনাশ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ক্রোধে পরিপূর্ণ হইল এবং সশর রাণে  
 আয়োজন করিয়া মারীচের আশ্রমে গমন করিল ॥ ২৬ ॥ রাবণ, সীতাকে গ্রহণ করিতে  
 ইচ্ছা করিলে তাঁহার প্রলোভন জন্ত সেই অদ্বুত মায়াবী রাক্ষসকে হেমমৃগ রূপে পাঠাইল

তং দৃষ্ট্বা জানকী প্রাহ রাঘবং দৈবনোদিতা ।  
 চন্দ্রাননস্য কাস্তেতি স্বাধীনপতিকা যথা ॥ ২৯ ॥  
 অবিচার্য্যাপি রামোহপি তত্র সংস্থাপ্য লক্ষ্মণম্ ।  
 শশরং ধম্মুরাদায় যযৌ যুগপদাকুগঃ ॥ ৩০ ॥  
 সারঙ্গোহপি হরিং দৃষ্ট্বা মায়াকোটিবিশারদঃ ।  
 দৃষ্টাদৃষ্টো বভূবাপ জগাম চ বনান্তরম্ ॥ ৩১ ॥  
 গম্বা দূরতরং রামঃ ক্রোধাকৃষ্টধম্মুঃ পুনঃ ।  
 জঘান চাতিতীক্লেণ শরেণ কৃত্রিমং যুগম্ ॥ ৩২ ॥  
 মহতোহতিবলান্তেন চুক্ৰোশ ভূশত্ৰুখিতঃ ।  
 হা লক্ষ্মণ ! হতোহস্মীতি মায়াবী নশ্বরঃ খলঃ ॥ ৩৩ ॥  
 স শব্দস্তমূলস্তাবজ্ঞানক্যা সংশ্রুতস্তদা ।  
 রাঘবশ্চেতি সা মম্বা দীনা দেবরমব্রবীৎ ॥ ৩৪ ॥  
 গচ্ছ লক্ষ্মণ ! তূর্ণং ত্বং হতোহসৌ রঘুনন্দনঃ ।  
 ত্বামাহবয়তি সৌমিত্রে ! সাহায্যং কুরু সত্বরম্ ॥ ৩৫ ॥

কুশ্চেতি । সীতাপ্রলোভনপ্রয়োজনায় তং হেমমৃগং কুড়া সীতাং নেতুমিত্যম্বয়ঃ । রামং  
 দূরদেশং নেতুমিতি বা ॥ ২৭—৩০ ॥

সারঙ্গো যুগরূপঃ পশুঃ ॥ ৩১—৩২ ॥

স মারীচো যুগরূপস্তেন রামেণ নিহতোহতিবলাচ্চুক্ৰোশ ॥ ৩৩—৩৫ ॥

দিল ॥ ২৭ ॥ মায়াবী মারীচ হেমমৃগের আকার ধারণ পূর্বক জানকীর দৃষ্টিগথে উপস্থিত  
 হইল । অনন্তর, সেই চিত্রিতাঙ্গ কুরঙ্গ, সীতার সন্নিহিত স্থানে বিচরণ করিয়া বেড়াইতে  
 লাগিল ॥ ২৮ ॥ হেমমৃগের মনোহর তত্ত্বকান্তি অবলোকন করিয়া, সীতাদেবী দৈবকর্তৃক  
 প্রেরিত হইয়া স্বাধীনপতিকা কামিনীর ভ্রাতৃ রামচন্দ্রকে কহিলেন, প্রভো ! এই হেমমৃগের  
 চর্চা আলয়ন কর ॥ ২৯ ॥ দৈবনির্ধারিত বশত রামচন্দ্রও বিচার না করিয়াই লক্ষ্মণকে তথায়  
 রাখিয়া ধম্মুশর গ্রহণ পূর্বক মৃগের অন্বেষণ করিলেন ॥ ৩০ ॥ কোটি মায়া-বিশারদ কুরঙ্গও  
 রামরূপী হরিকে দর্শন করিয়া কখন দৃষ্ট এবং কখন অদৃষ্ট হইয়া একবন হইতে বনান্তরে  
 গমন করিতে লাগিল ॥ ৩১ ॥ রামচন্দ্র যখন দেখিলেন যে, বহুদূর আসিয়া উপস্থিত হইয়া-  
 ছেন, তখন তিনি কোণে শরাসন আকর্ষণ পূর্বক স্মৃতীক শরাসন দ্বারা সেই মারীচপী  
 মৃগকে প্রহার করিলেন ॥ ৩২ ॥ খলস্বভাব মায়াবী ব্রাহ্মস জতি বেধে আহত ও অত্যন্ত  
 ব্যথিত হইয়া মৃত্যুকালে “হা লক্ষ্মণ হত হইলাম” এই বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল ॥ ৩৩ ॥  
 সেই উচ্চতর ভূমূল চীৎকার শব্দ জানকীর কর্ণগোচর হইলে, তিনি সেই স্বর রামচন্দ্রের

তত্রাহ লক্ষণঃ সীতামম্ব ! রামবধাদপি ।

নাহং গচ্ছেহদ্য মুক্ত্বা স্বামসহায়ামিহাশ্রমে ॥ ৩৬ ॥

আজ্ঞা মে রামবস্ত্রাচ্ছ তিষ্ঠেতি জনকাত্মজে ! ।

তদতিক্রমভীতোহহং ন ত্যজামি তবাস্তিকম্ ॥ ৩৭ ॥

হতং বৈ রামবং দৃষ্ট্বা বনে মায়াবিনা কিল ।

ত্যক্ত্বা ত্বাং নাধিগচ্ছামি পদমেকং শুচিস্মিতে ! ॥ ৩৮ ॥

কুরু ধৈর্য্যং ন মন্ত্বেহদ্য রামং হস্তং ক্ষমং ক্ষিতৌ ।

নাহং ত্যক্ত্বা গমিষ্যামি বিলজ্য রামভাষিতম্ ॥ ৩৯ ॥

ব্যাস উবাচ ।

রুদতী স্তদতী প্রাহ তং তদা বিধিনোদিতা ।

অক্রুরা বচনং ক্রুরং লক্ষণং শুভলক্ষণম্ ॥ ৪০ ॥

রামবধাদপীতি । রামবধে জ্ঞাতেহপি স্বামসহায়ামাশ্রমে মুক্ত্বাহং ন গচ্ছে । আশ্রমে-  
পদমার্বম্ । কিং পুনঃ রামে জীবতি সতীত্যর্থঃ ॥ ৩৬—৩৭ ॥

হতং বৈ ইতি । যদা বধে জ্ঞাতেহপি ন গমিষ্যামি তদা হতমেব দূরদেশং প্রীতি মায়া-  
বিনেতি জ্ঞাত্বা কথং গমিষ্যামীতি ভাবঃ । যদা রামবসদৃশং পরাক্রমিণং মায়াবিনা কেন  
চিদ্ধৈতেয়ন দৃষ্টোপদ্রবযুক্তে তাদৃশে দেশে ত্বাং ত্যক্ত্বা পদমেকমপি নাধিগচ্ছামি ন গমি-  
ষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

রামং হস্তং ক্ষিতৌ ক্ষমঃ সমর্থস্তং ন মন্ত্বে নৈব তাদৃশোহস্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৯—৪০ ॥

মনে করিয়া দীনমনে দেবরকে কহিলেন, লক্ষণ ! তুমি শীঘ্র যাও, রঘুনন্দন বৃষ্টি হত  
হইলেন ঐ শ্রবণ কর, “সৌমিত্রে ! শীঘ্র আসিয়া আমার সাহায্য কর ” এই বলিয়া তিনি  
তোমাকে আহ্বান করিতেছেন ॥ ৩৪—৩৫ ॥ তখন লক্ষণ উত্তর করিলেন, মাতঃ ! আপনি  
এই আশ্রমে একাকিনী রহিয়াছেন, অতএব রামচন্দ্রের নিধন হইলেও আমি আপনাকে  
ছাড়িয়া এস্থান হইতে গমন করিতে পারিব না ॥ ৩৬ ॥ জনকনন্দিনি ! রামচন্দ্র আমাকে  
আজ্ঞা করিয়াছেন যে তুমি এই স্থানে থাক, আমি যদি আপনার সন্নিধান পরিত্যাগ করিয়া  
অস্ত্রধা গমন করি, তবে তাঁহার সেই আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয়, অতএব আমি সেই উয়েই এই  
স্থান পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইতেছি না ॥ ৩৭ ॥ বিশেষতঃ আমার বোধ হইতেছে কোনও  
মায়াবী এই স্থান হইতে রামচন্দ্রকে লইয়া গিয়াছে, অতএব আমি আপনাকে পরিত্যাগ  
করিয়া একপাদগু গমন করিতে পারিব না ॥ ৩৮ ॥ আপনি ধৈর্য্য ধারণ করুন, আমি বিবেচনা  
করি, এই অবনীতলে কোন ব্যক্তিই রামচন্দ্রকে বিনাশ করিতে সমর্থ নহে ; আমি  
রামের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া আপনাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক এস্থান হইতে কোনমতেই গমন  
করিব না ॥ ৩৯ ॥

অহং জানামি সৌমিত্রে ! সান্নুরাগঞ্চ মাং প্রতি ।

প্রেরিতং ভরতেনৈব মদর্থমিহ সঙ্গতম্ ॥ ৪১ ॥

নাহং তথাবিধা নারী স্বেরিণী কুহকাধম ! ।

মুতে রামে পতিং স্থাং ন কর্তু মিচ্ছামি কামতঃ ॥ ৪২ ॥

নাগমিস্যতি চেদ্রামো জীবিতং সংত্যজাম্যহম্ ।

বিনা স্তেন ন জীবামি বিধুরা দুঃখিতা ভৃশম্ ॥ ৪৩ ॥

গচ্ছ বা তিষ্ঠ সৌমিত্রে ! ন জানেহং তবেপ্সিতম্ ।

ক গতং তেহত্র সৌহার্দং জ্যেষ্ঠে ধর্মরতে কিল ॥ ৪৪ ॥

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্তা লক্ষ্মণো দীনমানসঃ ।

প্রোবাচ রুদ্ধকণ্ঠস্ত তাং তদা জনকাত্মজাম্ ॥ ৪৫ ॥

কিমাশ্ব ক্ষিতিজ্যে ! বাক্যং ময়ি ক্রুরতরং কিল ।

কিং বদস্ত্যানিষ্ঠং তে ভাবি জানে দিয়া হৃহম্\* ॥ ৪৬ ॥

মদর্থং মৎপ্রাপ্ত্যর্থম্ ॥ ৪১ ॥

হে কুহক ! হে অধম ! স্বেরিণী কুলটা ॥ ৪২—৪৫ ॥

কিং বদসীতি । এতাদৃশবদনে তেহত্যানিষ্ঠং ভবতীত্যাহং দিয়া জানে জানামি ॥ ৪৬ ॥

বাস বলিলেন, মহারাজ ! তখন সূদতী রাম-যুবতী ক্রুরস্বভাবা না হইলেও দৈবনির্ধক  
বশত রোদন করিতে করিতে নিষ্ঠুর বচনে নির্মল-চিত্ত লক্ষ্মণকে বলিতে আরম্ভ করি-  
লেন ॥ ৪০ ॥ স্মিত্রা-নন্দন ! তুমি যে আমার প্রতি অহুরাগী তাহা আমি জানি, তুমি ভরত-  
কর্তৃক প্রেরিত হইয়া আমাকে লাভ করিবার নিমিত্ত আমাদের সহিত এখানে মিলিত  
হইয়াছ, তাহাও আমি বিলক্ষণ অবগত আছি ॥ ৪১ ॥ রে মায়াবিন্ কল্লিয়াধম ! আমি সেরূপ  
স্বেচ্ছাচারিণী রমণী নহি, রামচন্দ্র নিহত হইলে আমি কদাচই স্বেচ্ছাক্রমে তোমাকে পতি  
করি না ॥ ৪২ ॥ যদি রামচন্দ্র, কিরিয়ানা আইসেন, তবে আমি নিশ্চয়ই জীবন বিসর্জন  
করিব ; আমি রামচন্দ্র ব্যতিরেকে অত্যন্ত শোকার্তা ও দুঃখিতা হইয়া প্রাণ ধারণ করিতে  
কদাচই সমর্থ হইব না ॥ ৪৩ ॥ সৌমিত্রে ! তুমি এখন যাও বা থাক, তাহাতে আর আমি  
কিছুই বলিতে ইচ্ছা করি না, যেহেতু তোমার মনে কি আছে তাহা আমি জানি না ;  
কিন্তু এইমাত্র বলিতে চাই যে, ধর্মনিরত জ্যেষ্ঠের প্রতি তোমার যে সৌহার্দ্য ছিল তাহা  
নে কোথায় গেল ? ॥ ৪৪ ॥

\* বিধিনা প্রেরিতা ক্রুরে ময়ি ভং লাক্ষণং বচঃ । অকল্যাণমহং মন্তে জাত্বর্মম চ তেহবৎ ! ।

বাগবাণশোদিতো বামি তক্তাঃ স্থাং রঘুনন্দনম্ । ন দোষোমেহত্র বৈদেহি ! ভবিতব্যো গুণাগুণে ।

ইত্যধিকঃ পাঠঃ কৃত্বাপি দৃষ্টতে ।

ইত্থাংক্কা নির্যযো বীরন্তাং ত্যক্তাং প্ররুদন্ ভূশম্ ।  
 অগ্রজন্ত পদং পশ্যন্ শোকাক্তঃ পৃথিবীপতে ॥ ৪৭ ॥  
 গতেহথ লক্ষ্মণে তত্র রাবণঃ কপটাকৃতিঃ ।  
 ভিক্ষুবেষং ততঃ কৃদ্ধা প্রবিবেশ তদাশ্রমে ॥ ৪৮ ॥  
 জানকী তং যতিং মত্ত্বা দত্ত্বাৰ্য্যং বন্যমাদরাৎ ।  
 ভৈক্ষ্যং সমর্পয়ামাস রাবণায় দুরাশ্রনে ॥ ৪৯ ॥  
 তাং পপ্রচ্ছ স দুষ্টাত্মা নত্ৰপূৰ্ব্বং মুহূৰ্ষরঃ ।  
 কাসি পদ্মপলাসাক্ষি ! বনে চৈকাকিনী প্রিয়ে ॥ ৫০ ॥  
 পিতা কন্তেহথ বামোরু ! ভ্রাতা কঃ কঃ পতিস্তব ।  
 মুঢ়েবৈকাকিনী চাত্র স্থিতাসি বরবর্ণিনী ॥ ৫১ ॥  
 নির্জনে বিপিনে কিং স্বং সৌধার্য্য ভ্রমসি প্রিয়ে ।  
 উটজে মুনিপত্নীং দেবকন্যাসমপ্রভা ॥ ৫২ ॥

অগ্রজন্ত রামন্ত পদং পদচিহ্নং ভূমাং পশ্যন্তেন মার্গেণ যাবাবিতার্থঃ ॥ ৪৭—৫১ ॥  
 সৌধার্য্য সৌধযুক্তমহাগৃহে বস্তমর্হী ॥ ৫২ ॥

সীতাদেবীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ অত্যন্ত হঃখিতচিত্ত হইলেন এবং অন্তরীক্ষে  
 রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া সীতাকে কহিলেন, অযোনিজ্ঞে ! আপনি আমাকে ক্রুরতর নির্ধুর বাক্য  
 কেন বলিতেছেন ? এরূপ অযোগ্য বাক্য বলিতেছেন বলিয়া আমি স্পষ্টই জানিতে  
 পারিতেছি যে আপনার শীঘ্রই অতিশয় অনিষ্ট সংঘটন হইবে ॥ ৪৫—৪৬ ॥ রাজন্ !  
 এই বলিয়া তেজস্বী লক্ষ্মণ সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া অতিশয় রোদন করিতে করিতে  
 বহির্গত হইলেন এবং শোকাক্ত হইয়া অগ্রজের পাদচিহ্ন দর্শন করিয়া সেই মার্গে গমন  
 করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥ এদিকে লক্ষ্মণ গমন করিলে রাবণ, কপট ভিক্ষুর বেশ ধারণ করিয়া  
 আশ্রমে প্রবেশ করিল ॥ ৪৮ ॥ জানকী দুরাশ্রা রাবণকে যোগী মনে করিয়া আদর পূর্বক  
 অর্থ্য ও বস্ত্রকল প্রদান করিলেন ॥ ৪৯ ॥ দুষ্টাত্মা রাবণ সীতাকে নত্নভাবে মুহূৰ্ষরে জিজ্ঞাসা  
 করিল, স্নহরি ! তোমার লোচন পদ্মপলাশের জায় মনোহর, অতএব তোমাকে সামান্ত  
 রমণী বলিয়া বোধ হইতেছে না, তুমি একাকিনী এই বিজন বনমধ্যে বাস করিতেছ,  
 কেন ? হে বামোরু ! তোমার পিতা কে ? এবং তোমার ভ্রাতা ও পতিই বা কে ? তুমি  
 বরবর্ণিনী হইয়া মুগ্ধবুদ্ধি রমণীর জায় একাকিনী এই স্থানে অবস্থিত করিতেছ কেন ?  
 স্নহরি ! তুমি স্বধাধবলিত গৃহে বাস করিবার উপযুক্ত ; তুমি কি জন্ত দেবকজার জায়  
 প্রভাশালে পরিশোভিত হইয়াও মুনিপত্নীর জায় এই বিজন বিপিন মধ্যে পর্ণকূটরে  
 বাস করিতেছ ? ॥ ৫০—৫২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রত্যাচাচ বিদেহজা ।  
 দিব্যং দিষ্টা যতিং জ্ঞাত্বা মন্দোদরীয়াঃ পতিং তদা ॥ ৫৩ ॥  
 রাজা দশরথঃ শ্রীমাংসচহারন্তস্ত বৈ স্নতাঃ ।  
 তেষাং জ্যেষ্ঠঃ পতির্মেহস্তি রামনামেতি বিশ্রুতঃ ॥ ৫৪ ॥  
 বিবামিতোহথ কৈকেয়া কূতে ভূপতিনা বনে ।  
 চতুর্দশ সমা রামো বসতেহত্র সলক্ষণঃ ॥ ৫৫ ॥  
 জনকস্ত স্নতা চাহং সীতানাম্নীতি বিশ্রুতা ।  
 ভংক্তা শৈবং ধনুঃ কামং রামেণাহং বিবাহিতা ॥ ৫৬ ॥  
 রামবাহুবলেনাত্র বসামো নির্ভয়া বনে ।  
 কাঞ্চনং মৃগমালোক্য হস্তং মে নির্গতঃ পতিঃ ॥ ৫৭ ॥  
 লক্ষ্মণোহপি পুনঃ শ্রুত্বা রবং ভ্রাতুর্গতোহধুনা ।  
 তয়োর্বাহুবলদ্বয়ে নির্ভয়াহং বসামি বৈ ॥ ৫৮ ॥  
 ময়েদং কথিতং সর্বং বৃত্তান্তং বনবাসজম্ ।  
 তেহত্রাগত্যাঁহং তে বৈ করিষ্যন্তি যথাবিধি ॥ ৫৯ ॥  
 যতির্বিষ্ণুস্বরূপোহসি তস্মাত্ত্বং পূজিতো ময়া ।  
 আশ্রমো বিপিনে ঘোরে কূতোহস্তি রাক্ষসংকূলে ॥ ৬০ ॥

দিব্যং দিষ্টোতি । মন্দোদরীয়াঃ পতিং রাবণং দিষ্টা প্রারব্ধবশেন যতিং দিব্যং জ্ঞাত্বা ॥ ৫৩—৫৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, জনকতনয়া মন্দোদরীপতি রাবণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া দুর্ভাগ্য-  
 বশে তাকে দিব্য যোগী মনে করিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান পূর্বক বলিতে আরম্ভ করি-  
 লেন ॥৫৩॥ আপনি শুনিয়া থাকিবেন অযোধ্যানগরীতে দশরথ নামে সমৃদ্ধি সম্পন্ন এক রাজা  
 আছেন । তাঁহার চারপুত্র, তাঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ যিনি রামনামে বিখ্যাত, তিনিই আমার  
 পতি । রাজ্য কৈকেয়ীকে বর দিয়া ছিলেন, তাহা দ্বারাই রামচন্দ্র চতুর্দশবর্ষ বনে নির্বাসিত  
 হইয়া লক্ষণের সহিত এই বনে বাস করিতেছেন ॥ ৫৪—৫৫ ॥ আমি জনক রাজার হুহিতা  
 আমার নাম সীতা, রামচন্দ্র শিশুরাশন ভঞ্জন করিয়া আমাকে বিবাহ করিয়াছিলেন ॥ ৫৬ ॥  
 আমি রামচন্দ্রের বাহুবলেই এই বিজন বনে নির্ভয়ে বাস করিতেছি, কাঞ্চন মৃগ অবলোকন  
 করিয়া আমার নিমিত্ত সেই মৃগকে মারিবার জন্য তিনি এখান হইতে নির্গত হইয়াছেন ॥৫৭॥  
 লক্ষণও তাঁহার স্তর শুনিয়া এখনি গমন করিলেন, যোগিবর ! আমি সেই ব্রহ্মজনের বাহ-  
 বলেই এই স্থানে বাস করিতেছি ॥ ৫৮ ॥ আমি আপনার নিকট বনবাসের বৃত্তান্ত সমস্তই

তস্মাত্বাং পরিপৃচ্ছামি সত্যং বৃহি মমাগ্রতঃ ।

কোহসি ত্রিদশিরূপেণ বিপিনে ত্বং সমাগতঃ ॥ ৬১ ॥

রাবণ উবাচ ।

লঙ্কেশোহং মরালক্ষি ! শ্রীমাম্মদেবদরীপতিঃ ।

ত্বংকৃতে তু কৃতং রূপং ময়েত্বং শোভনাকৃতে ! ॥ ৬২ ॥

আগতোহং বরারোহে ভগিন্যা প্রেরিতোহত্র বৈ ।

জনস্থানে হতো ঞ্জিত্বা ভ্রাতরৌ খরদুষণৌ ॥ ৬৩ ॥

অঙ্গীকুরু নৃপং মাং ত্বং ত্যক্ত্বা তং মানুষং পতিম্ ।

হতরাজ্যং গতশ্রীকং নির্ধনং বনবাসিনম্ ॥ ৬৪ ॥

পট্টরাজ্ঞী ভব ত্বং মে মন্দোদর্যুপরি ক্ষুটম্ ।

দাসোহস্মি তব তস্বঙ্গি ! স্বামিনী তব ভামিনি ! ॥ ৬৫ ॥

জেতাং লোকপালানাং পতামি তব পাদয়োঃ ।

করং গৃহাণ মেহদ্য ত্বং সনাথং কুরু জানকি ! ॥ ৬৬ ॥

( যতেঃ পরিচয়মিচ্ছন্তী প্রাহ যতিরিতি ॥ ৬০ ॥

তস্মাদিতি । তস্মাৎ রাক্ষসসঙ্কুলবিজনারণ্যে আশ্রমকরণাক্ষেতোরিত্যর্থঃ । রাক্ষসানা-  
মীদৃশবেশোনাগমনসম্ভবাৎ পরিপৃচ্ছামীতিভাবঃ ॥ ৬১ ॥

নীতাং বশীকর্তৃং রাবণঃ স্বীয়ৈশ্বর্য্যং প্রকটয়ন্নাহ লঙ্কেশোহহমিতি ) ॥ ৬২ ॥

বলিলাম ; এক্ষণে তাঁহারা আগমন করিয়া আপনার বধাবিধি পূজা করিবেন ॥ ৬১ ॥ যতি  
বাক্তি বিহীন স্বরূপ, সেই হেতু আমি আপনার পূজা করিলাম । যোগিবর ! এই রাক্ষসপরি-  
সেবিত বোরতর অরণ্যমধ্যে আমাদিগের আশ্রম, এই নিমিত্ত আপনাকে জিজ্ঞাসা করি-  
তেছি, আপনি আমার নিকট সত্য করিয়া বলুন, ত্রিদশিরূপে এই বনমধ্যে আগমন  
করিলেন, অতএব আপনি কে ? ॥ ৬০—৬১ ॥

রাবণ কহিল, কুটিলনয়নে ! আমি মন্দোদরীর স্বামী শ্রীমান্ লঙ্কেশ্বর, শোভনে ! তোমার  
নিমিত্তই আমি এই যতিবেশ ধারণ করিয়াছি ॥ ৬২ ॥ জ্ঞান ! জনস্থানে খরদুষণ নামক  
ভ্রাতৃদ্বয় নিহত হইয়াছে বলিয়া ভগিনী কর্তৃক প্রেরিত হইয়া আমি এখানে আগমন করি-  
য়াছি ॥ ৬৩ ॥ এক্ষণে তুমি হতরাজ্য শ্রীহীন, ধনহীন ও বনবাসী দ্বাভ্যম্ পতিকে পরিত্যাগ  
করিয়া আমাকে ভজনা কর । হে ভবঙ্গি ! আমি রাজাধিরাজ রাবণ, তুমি মন্দোদরীর  
উপরি পরিক্ষুটরূপে পট্টমহিষী হও, আমি তোমার দাস, তুমি এক্ষণে আমার স্বামিনী  
হও ॥ ৬৪—৬৫ ॥ জনকনন্দিনি ! আমি লোকপালগণের জেতা হইয়াও তোমার চরণ  
কমলভলে নিপতিত হইতেছি তুমি আমার অঙ্গীকার করিয়া আমাকে কৃতার্থ ও চরিতার্থ

পিতা তে যাচিতঃ পূৰ্বং ময়া বৈ স্বংকৃতেহবলে ! ।

জনকো মায়ুবাচেষ্টং পণবন্ধো ময়া কৃতঃ ॥ ৬৭ ॥

রুদ্রচাপভয়ান্নাহং সম্প্রাপ্তস্ত্ব স্বয়ংবরে ।

মনো মে সংস্থিতং তাবন্নিমগ্নং বিরহাতুরম্ ॥ ৬৮ ॥

বনেহত্র সংস্থিতাং ঞ্চত্বা পূৰ্ব্বানুরাগমোহিতঃ ।

আগতোহস্ম্যসিতাপাঙ্গি ! সফলং কুরু মে শ্রমম্ ॥ ৬৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাণ্যং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
রামায়ণবর্ণনং নাম অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

রুদ্রচাপভয়াদিতি । মমারাধ্যো যো রুদ্রস্তস্ত চাপভঙ্গে ময়া কৃতে তস্তাবমানো ভবিষ্য-  
তীতি হেতোর্ময়া স্বয়ংবরে নাগতং ন পুনর্মম বলং নাস্তীতি ভাবঃ ॥ ৬৮—৬৯ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

কর ॥ ৬৬ ॥ পূৰ্ব্বং আমি তোমার জনক জনকরাজের নিকট তোমার নিমিত্ত প্রার্থনা  
করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি কহিয়াছিলেন যে, আমি ধনুর্ভঙ্গরূপ পণবন্ধন করিয়াছি ।  
ভগবান্ রুদ্রদেব আমার গুরু, তাঁহার শরণন ভগ্ন করিতে হইবে এই ভয়ে আমি তোমার  
স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হইতে পারি নাই, কিন্তু তদবধিই আমার মন তোমার বিরহসাগরে  
নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে । হে অসিতাপাঙ্গি ! তুমি এই বনে অবস্থিতি করিতেছ ইহা শ্রবণ  
করিয়া সেই পূৰ্ব্বানুরাগে বিমোহিত হইয়া এখানে আগমন করিয়াছি, এক্ষণে তুমি আমার  
এই পরিশ্রম সফল কর ॥ ৬৭—৬৯ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগ-  
বতের তৃতীয়স্কন্ধে নবরাত্রব্রত প্রসঙ্গে রামায়ণবর্ণন নামক

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

~~~~~


উনত্রিংশোঃধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

তদাকর্ণ্য বচো দুষ্টং জানকী ভয়বিহ্বলা ।
 বেপমানা শ্বিরং কৃতা মনো বাচমুবাচ হ ॥ ১ ॥
 পৌলস্ত্য ! কিমসম্বাক্যং ত্বমাথ শ্রমমোহিতঃ ।
 নাহং বৈ শ্বৈরিণী কিন্তু জনকস্য কুলোদ্ভবা ॥ ২ ॥
 গচ্ছ লঙ্কাং দশাস্য হস্তং রামস্তাং বৈ হনিষ্যতি ।
 মৎকৃতে মরণং তত্র ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৩ ॥
 ইতুস্ত্বা পর্ণশালায়াং গতা সা বহ্নিসম্মিধৌ ।
 গচ্ছ গচ্ছেতি বদতী রাবণং লোকরাবণমু ॥ ৪ ॥
 সোধথ কৃতা নিজং রূপং জগামোটজমস্তিকম্ ।
 বলাজ্জগ্রাহ তাং বালাং রুদতীং ভয়বিহ্বলামু ॥ ৫ ॥
 রামরামেতি ক্রন্দন্তী লক্ষ্মণেতি মুহুমুহুঃ ।
 গৃহীত্বা নির্গতঃ পাপো রথমারোপ্য সত্বরঃ ॥ ৬ ॥

পঞ্চাষট্শত পঞ্চাশৎপদৈঃ সীতাহতে: পদম্ ।

রাম: পোকং চকারেতি ভগ্নাতে বিস্তরাদিহ ।

রাবণবাক্যশ্রবণোত্তরং যজ্ঞাতং তদাহ তদাকর্ণ্যেতি ॥ ১—৩ ॥
 বহ্নিসম্মিধাবিহোজসম্বন্ধিগার্হপত্যসম্মিধৌ । লোকান্ হুংখাদিনা রাবয়তি স লোক-
 রাবণঃ ॥ ৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, জানকী সেই দুষ্টবাক্য শ্রবণানন্তর ভয়ে বিহ্বল ও কল্পমান হইয়া
 চিত্তের স্বৈর্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন । পৌলস্ত্যকুল-তিলক ! তুমি শ্রমমোহিত
 হইয়া এরূপ অসম্বাক্য কেন বলিতেছ ? আমি জনকের কুলে উৎপন্ন হইয়াছি অতএব
 যেচ্ছাচারিণী নহি ॥ ১—২ ॥ দশানন ! তুমি সত্বর লঙ্কায় গমন কর, নতুবা রামচন্দ্র
 তোমার গ্রাণ বিনাশ করিবেন, আমার নিমিত্ত তোমার মৃত্যু হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৩ ॥
 এই বলিয়া সীতাদেবী, “বাও বাও” বলিতে বলিতে অগ্নিহোত্র গৃহস্থিত গার্হপত্য অগ্নি
 সম্মিধানে গমন করিলেন । বাহার দৌর্জন্তজনিত ক্লেশ পরম্পরার লোক সত্বর জ্বাহি জাহি
 রথে চীৎকার করিতে থাকে, সেই দুষ্টবাক্তি রাবণ, স্বকীয় বেশ ধারণ পূর্ব্বক কুটীর নিকটে
 গমন করিয়া, ক্রন্দনশীলা বালা ও তর-বিহ্বলা জানকীকে ধারণ করিল ॥ ৪—৫ ॥ সীতা

গচ্ছন্নরূপপুঙ্খেন মার্গে রুদ্ধো জটায়ুবা ।
 সংগ্রামোহভূম্মহারৌদ্রস্তয়োস্তত্র বনান্তরে ॥ ৭ ॥
 হস্তা তং তাং গৃহীত্বা চ গতৌহসৌ রাক্ষসাধিপঃ ।
 লঙ্কারাং ক্রন্দতী তাত ! কুররীব ছুরাশ্বনা ॥ ৮ ॥
 অশোকবনিকারাং সা স্থাপিতা রাক্ষসীযুতা ।
 স্ববৃত্তম্বেব চলিতা সামদানাদিভিঃ কিল ॥ ৯ ॥
 রামোহপি তং যুগং হস্তা জগামাদায় নিবৃত্তঃ ।
 আয়াস্তং লক্ষ্মণং বীক্ষ্য কিং কৃতং তেহনুজাসমম্ ॥ ১০ ॥
 একাকিনীং প্রিয়াং হিত্বা কিমর্থং ভ্রমিহাগতঃ ।
 শ্রেষ্ঠা স্বনন্তু পাপস্ত রাঘবস্তুব্রবীদিদম্ ॥ ১১ ॥
 সৌমিত্রিস্তুব্রবীদ্বাক্যং সীতাবাগ্ৰাণতাড়িতঃ ।
 প্রভোহত্রাহং সমায়াতঃ কালযোগাম সংশয়ঃ ॥ ১২ ॥
 তদা তৌ পর্ণশালায়াং গম্বা বীক্ষ্যাতিছুঃখিতৌ ।
 জানক্যশ্বেষণে যত্নমুভৌ কর্তুং সমুদ্যতৌ ॥ ১৩ ॥

নিজং রাক্ষসরূপম্ ॥ ৫—৭ ॥

তং জটায়ুসং হস্তা তাং জানকীঞ্চ গৃহীত্বা গত ইত্যমরঃ । লঙ্কারামিত্যন্তোত্তরেণামরঃ ।
 ছুরাশ্বনা লঙ্কারামশোকবনিকারাং কুররীব ক্রন্দতী স্থাপিতৈত্যর্থঃ ॥ ৮—৯ ॥

হে অমূল্য লক্ষ্মণ ! অসমং বিষমম্ ॥ ১০ ॥

রাম রাম ও লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, পাপমতি রাবণ তাঁহাকে
 ধরিয়া সত্তর রথে আরোপিত করিয়া তথা হইতে নির্গত হইল ॥ ৬ ॥ পথিমধ্যে অরুণপুত্র
 জটায়ুর সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে সেই বনমধ্যে উভয়ের ঘোরতর সংগ্রাম হইল, ছষ্টবুদ্ধি
 রাক্ষাসেশ্বর রাবণ তাহাকে বিনাশ করিল। সেই ছুরাশ্বা সীতারে গ্রহণ করিয়া লঙ্কায়
 গমন করিল। অনন্তর, সীতা কুররীর ছায় ক্রন্দন করিতে লাগিলে রাবণ তাঁহাকে রাক্ষসী-
 গণে পরিবেষ্টিত করিয়া অশোক-বনমধ্যে রাখিয়া দিল। লঙ্কাপতি সীতাকে অনেক সান্তনা
 প্রয়োগ পুঙ্ক ঐশ্বর্য্য দানাদির প্রলোভন দেখাইল; কিন্তু তিনি কিছুতেই নিজ নির্মল ও
 পবিত্র চরিত্র হইতে বিচলিত হইলেন না ॥ ৭—৯ ॥

এদিকে রামচন্দ্র, সেই যুগকে বধ করিয়া গ্রহণপূর্ব্বক হস্তির চিহ্নে আগমন করিতে-
 ছেন, এসময় লক্ষ্মণকে আসিতে দেখিয়া কহিলেন, লক্ষ্মণ ! তুমি কি বিষম কণ্ঠই
 করিয়াছ, তুমি পাণ্ডিত্য মায়াবীর স্বর শ্রবণ করিয়া একাকিনী প্রেয়সীরে পরিত্যাগ পূর্ব্বক
 এখানে আগমন করিলে কেন ? লক্ষ্মণ কহিলেন, প্রভো ! আমি সীতাদেবীর বাক্যবাণে
 বিভাড়িত হইয়া দৈব বশতই এখানে আগমন করিয়াছি, সন্দেহ নাই ॥ ১০—১২ ॥ তখন

মার্গমাণৌ তু সম্প্রাপ্তৌ যত্রাসৌ পতিতঃ খগঃ ।
 জটায়ুঃ প্রাণশেষস্ত পতিতঃ পৃথিবীতলে ॥ ১৪ ॥
 তেনোক্তং রাবণেনাদ্য হতাসৌ জনকাজ্ঞা ।
 ময়া নিরুদ্ধঃ পাপাত্মা পাতিতোহহং যুধে পুনঃ ॥ ১৫ ॥
 ইতু্যক্তাসৌ গতপ্রাণঃ সংস্কৃতো রাঘবেণ বৈ ।
 কৃষ্ণোৰ্দ্ধৈদহিকং রামলক্ষ্মণৌ নির্গতো ততঃ ॥ ১৬ ॥
 কবন্ধং ঘাতয়িত্বাসৌ শাপাচ্চামোচয়ৎপ্রভুঃ ।
 বচনান্তস্ত হরিণা সখ্যং চক্রেহথ রাঘবঃ ॥ ১৭ ॥
 হস্তা চ বালিনং বীরং কিকিঙ্কারাজ্যমুত্তমম্ ।
 স্ত্রীয়ায় দ্দৌ রামঃ কৃতসখ্যায় কার্য্যতঃ ॥ ১৮ ॥
 তত্রৈব বামিকাম্মাসান্তস্থৌ লক্ষ্মণসংযুতঃ ।
 চিস্তয়ন্ জানকীং চিত্তে দশাননহতাং প্রিয়াম্ ॥ ১৯ ॥
 লক্ষ্মণং প্রাহ রামস্ত সীতাবিরহপীড়িতঃ ।
 সৌমিত্রে ! কৈকয়স্ততা জাতা পূৰ্ণমনোরথা ॥ ২০ ॥

অর্থোক্তি । পাপস্ত হুষ্টস্ত মারীচেঃ শ্বনং শ্রুত্বা প্রিয়ামেকাকিনীং হিষ্টা কিমর্থং তস্মিহাগত
 ইতীদং রাঘবোবুবাণ ॥ ১১—১৪ ॥

পাতিতস্তেনেতি শেষঃ ॥ ১৫—১৬ ॥

তস্ত কবন্ধস্ত । হরিণা বানরেণ স্ত্রীবেণ ॥ ১৭—২০ ॥

তাঁহার দুইজনে পর্ণশালায় গমন করিয়া সীতাকে দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত দুঃখিত
 হইলেন, এবং জানকীর অবেশে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১৩ ॥ রাম ও লক্ষ্মণ, সীতার অবেশণ
 করিতে করিতে, প্রাণমাত্রাবশিষ্ট খগরাজ জটায়ু যেখানে পৃথিবী পৃষ্ঠে পতিত রহিয়াছেন,
 সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন ॥ ১৪ ॥ জটায়ু কহিলেন, অদ্য লঙ্কেশ্বর রাবণ, সীতাদেবীকে
 হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, আমি সেই পাপাত্মাকে রোধ করিয়াছিলাম তাহাতে যে
 আমার সহিত সংগ্রাম করিয়া অজ্ঞাঘাতে আমাকে অবনীতলে পাতিত করিয়াছে। এই
 বলিয়া পক্ষিরাজ প্রাণ পরিত্যাগ করিলে রামচন্দ্র তাঁহার দেহসংস্কার ও ঐর্দ্ধৈদহিক
 কর্ম সমাধা করিলেন, তদনন্তর উভয়েই সেই স্থান হইতে নির্গত হইলেন ॥ ১৫—১৬ ॥
 অনন্তর, প্রভু রামচন্দ্র কবন্ধকে নিপাতিত করিয়া তাহাকে শাপ হইতে বিমোচিত করিলেন
 এবং তাহারই বাক্যে বানররাজ স্ত্রীবেণ সহিত মিত্রতাবন্ধনে সম্বন্ধ হইলেন ॥ ১৭ ॥
 তৎপরে রামচন্দ্র কার্য্যবশত বালীকে বিনাশ করিয়া কিকিঙ্কারাজ্য নববদ্ধ স্ত্রীবেকে
 প্রদান করিলেন ॥ ১৮ ॥ অনন্তর, রাবণ কর্তৃক অগচ্ছত সীতার বিবর নিরন্তর চিন্তা করিতে
 করিতে বর্ষা চারি মাস লক্ষ্মণের সহিত সেই স্থানেই অতিবাহিত করিলেন ॥ ১৯ ॥ রামচন্দ্র

ন প্রাপ্তা জানকী মুনং নাহং জীবামি তাং বিনা ।
 নাগমিষ্যাম্যযোধ্যায়ামুতে জনকনন্দিনীম্ ॥ ২১ ॥
 গতং রাজ্যং বনে বাসো মৃতন্তাতো হতা প্রিয়া ।
 পীড়য়ন্মাং স দুষ্কৃত্বা দৈবোহগ্রে কিং করিষ্যতি ॥ ২২ ॥
 দুর্জয়ং ভবিতব্যং হি প্রাণিনাং ভরতামুজ ! ।
 আবল্লোঃ কা গতিস্তাত ! ভবিষ্যতি স্তুহুঃখদা ॥ ২৩ ॥
 প্রাপ্য জন্ম মনোর্বংশে রাজপুত্রাবুভৌ কিল ।
 বনেহতিদুঃখভোক্তারৌ জাতৌ পূর্বকুতেন চ ॥ ২৪ ॥
 ত্যক্ত্বা হমপি ভোগাংস্তু ময়া সহ বিনির্গতঃ ।
 দৈবযোগাচ্চ সৌমিত্রে ! ভুঙ্কুঃ দুঃখং ছুরতায়ম্ ॥ ২৫ ॥
 ন কোহপ্যস্মৎকূলে পূর্বং মৎসমো দুঃখভাঙ্ নরঃ ।
 অকিঞ্চনোহক্ষমঃ ক্লিষ্টো ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ॥ ২৬ ॥
 কিং করোম্যদ্য সৌমিত্রে ! মমোহস্মি দুঃখসাগরে ।
 ন চাস্তি তরণোপায়ো হসহায়স্তু মে কিল ॥ ২৭ ॥

(ন প্রাপ্তেতি । সীতায়ত্তজীবিত্বাং তাং বিনা ন জীবামিতি ভাবঃ ॥ ২১ ॥

গতমিতি । রাজ্যভ্রংশাদিনা কষ্টতাবশেষো ন রক্ষিতঃ । ন জানে অতঃপরং দৈবং কিং
 কষ্টাং কষ্টতরমস্মৎকং পাতয়িষ্যতি যতঃ স দুষ্টায়ৈতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

পূর্বমন্তু প্রতীকারো নাস্তীত্যাহ । দুর্জয়মিতি ॥ ২৩ ॥

সুখাত্যস্ত দুঃখভোগঃ অতিশয়ক্লেশকর ইত্যাহ প্রাপ্য জন্মেতি ॥ ২৪—২৬ ॥

সীতার বিরহে একান্ত পরিপীড়িত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, সৌমিত্রে ! কেবলরাজ-তনয়ার
 মনোরথ এখন পরিপূর্ণ হইল ॥ ২০ ॥ জানকীকে আর পাওয়া যাউবে না, জানকী ব্যতিরেকে
 আমিও অযোধ্যায় গমন করিব না দেখ, জানকী ব্যতিরেকে আমি প্রাণ ধারণ করিতেও
 সমর্থ হইব না ॥ ২১ ॥ রাজ্য গেল, বনে বসতি হইল, পিতা প্রাণত্যাগ করিলেন, প্রিয়াকেও
 হারাইলাম ; দুষ্টান্না দৈব, এখন আমাকেত এইরূপ পীড়া দিতেছে, পরে যে কি করিবে,
 তাহা আমি এখন কিরূপে বলিব ? ॥ ২২ ॥ বৎস লক্ষ্মণ ! ভবিতব্য প্রাণিগণের অত্যন্ত
 দুর্জয় ইহার পর আমাদেরিগের যে কি হইবে তাহা আমি এখন বলিতে পারি না ॥ ২৩ ॥
 দেখ, আমরা উভয়ে মম্বর বংশে রাজপুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিমাও পূর্বকৃত কর্মবশে বন-
 বাসের দুঃখভাগী হইলাম ॥ ২৪ ॥ লক্ষ্মণ ! তুমিও দৈবযোগে রাজভোগ পরিত্যাগ পূর্বক
 আমার সহিত নির্গত হইয়াছ, এক্ষণে আমার সহিত দ্বন্দ্বের দুঃখরাশি ভোগ করিতে
 থাক ॥ ২৫ ॥ আমাদের কূলে পূর্বে আমার মত দুঃখভাগী কখনও কেহই জন্মগ্রহণ করেন
 নাই, কেবল আমাদের কূলের কথা কেন আমার স্থান ক্লেশবৃত্ত, অক্ষম ও অকিঞ্চন

ন বিত্তং ন বলং বীর ! ত্বমেকঃ সহচারিকঃ ।
 কোপং কস্মিন্ করোম্যদ্য ভোগেহস্মিন্ স্বকৃতেহনুজ ! ॥ ২৮ ॥
 গতং হস্তগতং রাজ্যং ক্ষণাদিস্তসতোপমম্ ।
 বনে বাসন্তু সম্প্রাপ্তঃ কো বেদ বিধিনিষ্প্রিতম্ ॥ ২৯ ॥
 বালভাবাচ্চ বৈদেহী চলিতা চাবয়োঃ সহ ।
 নীতা দৈবেন দুষ্টেন শ্যামা দুঃখতরাং দশাম্ ॥ ৩০ ॥
 লঙ্কেশস্য গৃহে শ্যামা কথং দুঃখং ভবিষ্যতে ।
 পতিব্রতা স্নশীলা চ ময়ি প্রীতিযুতা হৃশম্ ॥ ৩১ ॥
 ন চ লক্ষ্মণ ! বৈদেহী সা তস্য বশগা ভবেৎ ।
 স্নৈরিণীব বরারোহা কথং শ্যাজ্জনকাজ্জা ॥ ৩২ ॥
 ত্যজ্যেৎ প্রাণাম্মিয়ন্তু স্তে মৈথিলী ভরতানুজ ! ।
 ন রাবণস্য বশগা ভবেদিতি স্থনিশ্চিতম্ ॥ ৩৩ ॥
 যুতা চেজ্জানকী বীর ! প্রাণাংস্ত্যক্ত্যাম্যাসংশয়ম্ ।
 যুতা চেদসিতাপান্ধী কিং মে দেহেন লক্ষ্মণ ! ॥ ৩৪ ॥

অকিঞ্চনস্ত মে নাস্তি কোহপ্যুপায় ইত্যত আহ কিং করোমীতি ॥ ২৭—৩০ ॥)
 কথং দুঃখং ভবিষ্যতীত্যনুভবিষ্যতীত্যর্থঃ । তন্ন বোদ্ধাহমিতি শেষঃ ॥ ৩১—৩২ ॥

ব্যক্তি কখন হয় নাই এবং হইবেও না ॥ ২৬ ॥ সৌমিত্রে ! আমি দুঃখমাগরে নিমগ্ন হই-
 লাম, আমার সহায় নাই, অস্ত্র কেমন উপায়ও নাই, আমি এখন কি করিব ? ॥ ২৭ ॥ আমার
 বল নাই, বিত্ত নাই, হে বীর ! তুমিই কেবল আমার একমাত্র সহচর, ভাই ! এই নিজকৃত
 কর্মভোগে আমি কাহার উপর কোপ করিব ॥ ২৮ ॥ হায় ! ইজ্জমভাসদৃশ সমৃদ্ধিসম্পন্ন
 হস্তগত রাজ্য ক্ষণকাল মধ্যে হারাইয়া বনবাস প্রাপ্ত হইলাম, লক্ষ্মণ ! বিধি নির্দিষ্ট
 কর্ম কোন ব্যক্তি অবগত হইতে পারে ? ॥ ২৯ ॥ আহা ! কোমলাঙ্গী বৈদেহী বালস্বভাববশে
 আমাদের সহিত বনে আসিল, দুর্দান্ত দৈব সেই সর্কান্নহৃন্দরী মনোরমা কামিনীকে দুস্তর
 দুঃখমাগরে নিক্ষেপ করিল ॥ ৩০ ॥ সেই শ্যাগা জনকনন্দিনী আমার প্রতি অত্যন্তই প্রীতি-
 মতী, তিনি সততই সাধুচরিত্রা ও পতিব্রতা, অতএব লঙ্কেশ্বরের গৃহে কিরূপে দুঃখভোগে
 সমর্থ হইবেন ? ॥ ৩১ ॥ লক্ষ্মণ ! সীতাদেবী কখনই রাবণের বশবর্ত্তিনী হইবেন না, সেই
 বরবর্ণিনী পতিব্রতা 'জনকনন্দিনী' কিরূপে বৈরিণীর জ্ঞান আচরণ করিতে সমর্থ হই-
 বেন ? ॥ ৩২ ॥ লক্ষ্মণ ! তুমি নিশ্চয় জানিও যে রাবণ আপনার প্রভু বল যদি জনকজার
 প্রতি বল প্রয়োগ করে, তবে সীতা বরং প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন তথাপি তাহার বশ-
 বর্ত্তিনী হইবেন না ॥ ৩৩ ॥ লক্ষ্মণ ! জানকী যদি জীবন বিসর্জন করেন তবে আমি নিশ্চয়ই

এবং বিলপমানং তং রামং কমললোচনম্ ।

লক্ষ্মণঃ প্রাহ ধৰ্ম্মাত্মা সান্ত্বয়মৃতয়া গিরা ॥ ৩৫ ॥

ধৈর্য্যং কুরু মহাবাহো ! ত্যক্তা কাতরতামিহ ।

আনয়িষ্যামি বৈদেহীং হস্তা তং রাক্ষসাধমম্ ॥ ৩৬ ॥

আপদি সম্পদি তুল্যা ধৈর্যাদ্ভবন্তি তে ধীরাঃ ।

অল্পধিয়স্ত নিমগ্নাঃ কষ্টে ভবন্তি বিভবেহপি ॥ ৩৭ ॥

সংযোগো বিপ্রযোগশ্চ দৈবীধীনাবুভাবপি ।

শোকস্ত কীদৃশস্তত্ৰং দেহেহনান্মনি চ কচিৎ ॥ ৩৮ ॥

রাজ্যাদ্যথা বনে বাসো বৈদেহ্য হরণং যথা ।

তথা কালে সমীচীনে সংযোগোহপি ভবিষ্যতি ॥ ৩৯ ॥

প্রাপ্তব্যং স্ত্বখছুঃখানাং ভোগান্নিবর্তনং কচিৎ ।

নানুথা জানকীজানে ! তস্মাচ্ছেদ্যং ত্যজাধুনা ॥ ৪০ ॥

নিয়ন্ত্বে রাবণেন নিয়ন্ত্বে স্বীকৃতো সতীত্বার্থঃ । নিয়ন্ত্বে স্বীকৃত্য যদি বলাৎকারং
কুৰ্যাদিতি তাৎপর্য্যম্ ॥ ৩৩—৩৬ ॥

আপদি সম্পদি সত্যামিত্যর্থঃ । তুল্যাঃ সমচিত্তা ইত্যর্থঃ । নিমগ্নাঃ কষ্টে ইতি । অল্পধিয়স্ত
বিভবেহপি সতি কষ্টে নিমগ্না ভবন্তি ॥ ৩৭ ॥

(সংযোগাদেদৈবীধীনত্বাৎ বৃথা শোকাদিকং মা কুরু ইত্যত আহ সংযোগ ইতি ।
অনান্মনি দেহে শোকঃ কীদৃশঃ অকৰ্তব্যঃ এব ইতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

রাজ্যাদিতি । সমীচীনে দৈবেন পুরুষকারেণ চানীতে সমুপস্থিতে বা কালে ইত্যর্থঃ ।
দৈবং পুরুষকারশ্চ কালশ্চ ফলহেতবঃ । ত্রয়মেতন্নরাণাম্ পিণ্ডিতং ত্র্যং ফলাবহমিতি
বচনাৎ ॥ ৩৯ ॥

প্রাণ পরিত্যাগ করিব ; কারণ, সেই অসিতাপাদ্রী সীতাই যদি প্রাণ-পরিত্যাগ করিলেন,
তবে আমার এই দেহে প্রয়োজন কি ? ॥ ৩৪ ॥

কমললোচন রামচন্দ্র এইরূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিলে ধৰ্ম্মাত্মা লক্ষ্মণ তাহাকে
সান্ত্বনা করিয়া মধুর বচনে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥ বীরবর ! আপনি কাতরতা পরিত্যাগ
করিয়া ধৈর্য্যধারণ করুন, আমি মদ্বরই সেই রাক্ষসাধম রাবণকে বিনাশ করিয়া সীতা-
দেবীকে আনয়ন করিব ॥ ৩৬ ॥ বীরগণ, ধৈর্য্যধারণ হেতু আপদে এবং সম্পদে অবিচলিত-
চিত্তই থাকেন, স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ, সম্পদে সঙ্কেত কষ্টে নিমগ্ন হয় ॥ ৩৭ ॥ সংযোগ ও বিরোগ
উভয়ই দৈবের অধীন ; তবে এই অনাত্মা দেহের নিমিত্ত শোক করিবার প্রয়োজন
কি ? ॥ ৩৮ ॥ যেভাবে রাজ্য হইতে বনবাস হইয়াছে এবং যেভাবে সীতা বিরোগ ঘটয়াছে,
সেইরূপ উপযুক্ত কাল উপস্থিত হইলেই আবার সীতার সহিত সংযোগ হইবে ॥ ৩৯ ॥ হে

বানরাঃ সন্তি ভূয়াংসো গমিষ্যন্তি চতুর্দিশম্ ।

শুদ্ধিং জনকনন্দিন্যা আনয়িষ্যন্তি তে কিল ॥ ৪১ ॥

জ্ঞাত্বা মার্গস্থিতিং তত্র গত্বা কৃষ্টা পরাক্রমম্ ।

হত্বা তং পাপকর্মাণমানয়িষ্যামি মৈথিলীম্ ॥ ৪২ ॥

সসৈন্ত্যং ভরতং বাপি সমাহুয় সহানুজম্ ।

হনিষ্যামো বয়ং শক্রং কিং শোচসি বৃথাগ্রজঃ ॥ ৪৩ ॥

রঘুগৈকরথেনৈব জিতা সর্বা দিশঃ পুরা ।

তদ্বংশজঃ কথং শোকং কর্তুমর্হসি রাঘব ! ॥ ৪৪ ॥

একোহহং সকলাং জ্ঞেতুং সমর্থোহস্মি সুরাসুরান্ ।

কিংপুনঃ সমহায়ো বৈ রাবণং কুলপাংসনম্ ॥ ৪৫ ॥

জনকং বা সমানীয় সাহায্যে রঘুনন্দন ! ।

হনিষ্যামি দুরাচারং রাবণং সুরকণ্টকম্ ॥ ৪৬ ॥

সুখস্থানন্তরং দুঃখং দুঃখস্থানন্তরং সুখম্ ।

চক্রনেমিরিবৈকান্তং ন ভবেদ্রঘুনন্দন ! ॥ ৪৭ ॥

প্রাপ্তব্যমিতি । কচিং সুগুহ্যং খানাং বা নিবর্তনমন্তি সুখদুঃখয়োঃ চক্রবৎ পরিবর্তনশীলত্বা
নিত্যার্থঃ । অতঃ শোকস্ত্যাক্ত্য ইতি ভাবঃ ॥ ৪০—৪৩ ॥)

অধুনা রামমুত্তেজয়িতুমাহ রঘুগেতি ॥ ৪৪ ॥

একোহহমিতি । ত্রিভুবনজয়সমর্থস্ত মে রাবণস্ত তৃণবৎ প্রতিভাতি । অতঃশোকো ন
কর্তব্য ইতি ভাবঃ ॥ ৪৫—৪৬ ॥

জানকীবল্লভ ! কোনও সময়ে সুখভোগ ও দুঃখভোগ অবশ্যই বিবর্তিত হইয়া থাকে সন্দেহ
নাই ; অতএব আপনি এক্ষণে শোক পরিত্যাগ পূর্বক ধৈর্য্য ধারণ করুন ॥ ৪০ ॥ বহুতর
বানর আমাদের সহায় হইয়াছে, ইহারা চারিদিকে, গমন করিয়া জনকনন্দিনীর সমাচার
আনয়ন করিবে ॥ ৪১ ॥ প্রভো ! লঙ্কার গমনমার্গ অবগত হইয়া সেখানে গমন ও পরাক্রম
প্রকাশ পূর্বক পাপকর্ম্ম রাবণকে নিহত করিয়া মৈথিলীকে আনয়ন করিব ॥ ৪২ ॥ অথবা
সৈন্ত ও শক্র সহিত ভরতকে আহ্বান করিয়া সকলে মিলিয়াই শত্রু সংহার করিব,
তবে আপনি বৃথা শোক করিতেছেন কেন ? ॥ ৪৩ ॥ প্রভো ! আমাদের পূর্ব পুরুষ
মহারাজ বীরবর রঘু, পূর্ব্বে একাকী দশ দিক জয় করিয়াছিলেন, আপনি সেই বংশে জন্ম-
গ্রহণ করিয়া কিরূপে শোক করিতেছেন ? ॥ ৪৪ ॥ আমি একাকীই সুরাসুর সকলকেই
পরাজয় করিতে সমর্থ, তবে যদি সহায় পাই তাহা হইলে রাক্ষসকুলকলঙ্ক রাবণকে যে
সংহার করিব তাহাতে আর সন্দেহ কি ? ॥ ৪৫ ॥ হে মহাবাহো ! আমরা সাহায্যের নিমিত্ত

মনোহতিকাতরং যন্ত স্তুত্বদুঃখসমুদ্ভবে ।
 স শোকসাগরে মমো ন স্তুখী স্তাৎ কদাচন ॥ ৪৮ ॥
 ইন্দ্রেণ ব্যসনং প্রাপ্তং পুরা বৈ রঘুনন্দন ! ।
 নহ্ষঃ স্থাপিতো দেবৈঃ সৰ্বৈর্মঘবতঃ পদে ॥ ৪৯ ॥
 স্থিতঃ পঙ্কজমধ্যে চ বহুবর্ষগণানপি ।
 অজ্ঞাতবাসং মঘবা ভীতস্ত্যক্তা নিজং পদম্ ॥ ৫০ ॥
 পুনঃ প্রাপ্তং নিজস্থানং কালৈ বিপরিবর্তিতে ।
 নহ্ষঃ পতিতো ভূমৌ শাপাদজগরাকৃতিঃ ॥ ৫১ ॥
 ইন্দ্রানীং কাময়ানস্ত ব্রাহ্মণান্বমম্য চ ।
 অগস্তিকোপাৎ সঞ্জাতঃ সৰ্পদেহো মহীপতিঃ ॥ ৫২ ॥
 তস্মাচ্ছোকো ন কর্তব্যো ব্যসনে সতি রাঘব ! ।
 উদ্যমে চিত্তমাস্থায় স্নাতব্যং বৈ বিপশ্চিতা ॥ ৫৩ ॥
 সৰ্বজ্ঞোহসি মহাভাগ ! সমর্থোহসি জগৎপতে ! ।
 কিং প্রাকৃত ইবাত্যর্থং কুরুষে শোকমাত্মনি ॥ ৫৪ ॥

স্বথদুঃখানাস্থিরত্বং বিজ্ঞায় দুঃখং ন কর্তব্যমিত্যাহ স্বথস্থানান্তরমিতি ॥ ৪৭—৪৯ ॥
 অজ্ঞাতবাসং কৃতবানিতি শেষঃ ॥ ৫০—৫৪ ॥

জনকরাজকে আনয়ন করিয়া সেই ছরাচার সুরকণ্টক রাবণকে নিহত করিব ॥ ৪৬ ॥
 রঘুনন্দন ! চক্রনেমির আয় স্বথের পর দুঃখ ও দুঃখের পর স্বথ উপস্থিত হইয়া থাকে, স্বথ
 এবং দুঃখ একবারে কখনই হয় না । স্বথ ও দুঃখে ঘাহার মন অত্যন্ত অভিভূত হয়, সেই
 ব্যক্তি শোকসাগরে নিমগ্ন হয় এবং সে কদাচই স্তুখী হইতে পারে না ॥ ৪৭—৪৮ ॥ দেখুন,
 পূর্বে দেবরাজ ইন্দ্র অত্যন্ত ব্যসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখন দেবগণ একত্রিত হইয়া
 নহ্ষরাজকে ইন্দ্র পদে সংস্থাপিত করিলেন ॥ ৪৯ ॥ সেই সময় দেবরাজ ভীত হইয়া
 আপনার পদ পরিত্যাগ পূর্বক বহুতর বৎসর অজ্ঞাত বাস করিয়াছিলেন ॥ ৫০ ॥ কাল
 পরিবর্তিত হইলে তিনি আপন পদ পুনর্বার প্রাপ্ত হইলেন, এবং নহ্ষরাজ অধিশাপে
 ভূমিতে পতিত হইয়া অজগর মূর্তি ধারণ করিয়া রহিলেন ॥ ৫১ ॥ মহীপতি নহ্ষ ইন্দ্রাণী
 দেবীকে কামনা এবং ব্রাহ্মণের অবমাননা করিয়া মহর্ষি অগস্তির কোণবশে ভূজ্ঞ যোনিতে
 জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৫২ ॥ অতএব হে রাঘব ! বিপদ উপস্থিত হইলে শোক করা
 কর্তব্য নহে ; বিপদকালে উদ্যমে চিত্ত সমর্পণ পূর্বক অবস্থিত করা পণ্ডিতগণের একান্তই
 কর্তব্য ॥ ৫৩ ॥ হে জগতীপতে ! আপনি মহাভাগ, সৰ্বজ্ঞ ও সকল কার্য্যেই সমর্থ ; এক্ষণে
 প্রাকৃত অনেক সময় অতিশয় শোকে অভিভূত হইতেছেন কেন ? ॥ ৫৪ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি লক্ষণবাক্যেন বোধিতো রঘুনন্দনঃ ।

ত্যক্ত্বা শোকং তথাত্যর্থং বভূব বিগতজ্বরঃ ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে
সীতাহরণরামশোকবর্ণনং নাম একোনত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

অত্যাধর্মশয়িতম্ । (প্রতীকারশ্রবণাৎ ভবিষ্যে কালেহপি সীতাসংযোগ স্মরণেন
আত্যন্তিকসম্ভাপনস্ত বিগমাৎ বিগতজ্বরত্বম্ ॥ ৫৫ ॥)

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে ঊনত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! তখন রামচন্দ্র লক্ষণের এইরূপ সান্না বাক্যে সেই কঠোর
তর শোক পরিত্যাগ পূর্বক স্থিরচিত্ত হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগ
বতের তৃতীয়স্কন্ধে সীতাহরণানন্তর রামের দুঃখ বর্ণন নামক
ঊনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

~~~~~

## ত্রিশোই অধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

এবং তৌ সন্নিদং কৃৎস্না যাবত্তৃষ্ণীং বভূবভুঃ ।  
আজগাম তদাকাশান্নারদৌ ভগবানৃষিঃ ॥ ১ ॥  
রথয়শ্মহতীং বীণাং স্বরগ্রামবিভূষিতাম্ ।  
গায়ন্ বৃহদ্রথং সাম তদা তমুপতস্থিবান্ ॥ ২ ॥  
দৃষ্ট্বা তং রাম উথ্যায় দদাবথ বৃষং শুভম্ ।  
আসনং চার্য্যপাদ্যঞ্চ কৃতবানমিতদ্রুতিঃ ॥ ৩ ॥  
পূজাং পরমিকাং কৃৎস্না কৃতাজ্জলিরূপস্থিতঃ ।  
উপবিষ্টঃ সমীপে তু কৃতাজ্জো মুনিনা হরিঃ ॥ ৪ ॥  
উপবিষ্টং তদা রামং সানুজং হুঃখমানসম্ ।  
পপ্রচ্ছ নারদঃ প্রীত্যা কুশলং মুনিসত্তমঃ ॥ ৫ ॥  
কথং রাঘব ! শৌকার্ত্তৌ যথা বৈ প্রাকৃতৌ নরঃ ।  
হতাং সীতাঞ্চ জানামি রাবণেন ছুরাঙ্মনা ॥ ৬ ॥

ত্রিশষ্টলোকবর্ধীশ্চ নারদো ব্রতমাহ হি ।

রামশ্চকার তচ্চাপি সমাগেতদ্বিহোচ্যতে ॥

লক্ষণভাষণানন্তরং জায়মানং কৃত্যমাহ । এবং তাবিতি । সন্নিদং বিচারম্ ॥ ১ ॥

তং রামমুপতস্থিবান্ ॥ ২ ॥

রামস্তং দৃষ্টোথায় বৃষং শ্রেষ্ঠমাসনং দদৌ ॥ ৩—৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! রাম ও লক্ষণ এইরূপ বিচার করিয়া মৌনাবলম্বন করিলে ভগবান্ নারদঋষি, স্বরগ্রামসম্বিত আপনার মহতীবীণা যোগে রথস্বর-সামবেদ গান করিতে করিতে আকাশমার্গ হইতে আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন ॥ ১—২ ॥ অমিত্তজ্ঞা রামচন্দ্র, তাঁহাকে দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ গাত্রোথান করিয়া স্বর উত্তম আসন ও পাদ্য অর্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক পূজা, করিয়া কৃতাজ্জলিপটে দণ্ডায়মান, রহিলেন এবং মুনিবর আজ্ঞা করিলে ভগবান্ তাঁহার সন্নিধানে উপবেশন করিলেন ॥ ৩—৪ ॥ রামচন্দ্র অহুজের সহিত হুঃখিতচিত্তে উপবেশন করিলে মুনিসত্তম নারদ প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রঘুনন্দন ! আপনি প্রাকৃত ব্যক্তির স্থায় শৌকার্ত্ত হইয়া রহিয়াছেন কেন ? ছুরাঙ্মা রাঘব যে সীতাদেবীকে হরণ করিয়াছে তাহা আমি জানি । ত্রিশদশবনে অবস্থিত করিতে

হরসদ্রাগতশ্চাহং শ্রুতবাক্তনকাত্মজাম্ ।

পৌলস্ত্যেন হুতাং মোহাম্মরণং স্বমজ্ঞানতা ॥ ৭ ॥

তব জন্ম চ কাকুৎস্থ ! পৌলস্ত্যানিধনায় বৈ ।

মৈথিলীহরণং জাতমেতদর্থং নরাধিপ ! ॥ ৮ ॥

পূৰ্ব্বজন্মনি বৈদেহী মুনিপুত্রী তপস্বিনী ।

রাবণেন বনে দৃষ্টা তপশ্চস্তী শুচিস্মিতা ॥ ৯ ॥

প্রার্থিতা রাবণেনাসৌ ভব ভার্য্যেতি রাঘব ! ।

তিরস্কৃতস্ত্যাসৌ বৈ জগ্রাহ কবরং বলাৎ ॥ ১০ ॥

শশাপ তৎক্ষণং রাম ! রাবণং তাপসী ভূশম্ ।

কুপিতা ত্যক্তুমিচ্ছন্তী দেহং সংস্পর্শদূষিতম্ ॥ ১১ ॥

দুরাত্ম্যস্তব নাশার্থং ভবিষ্যামি ধরাতলে ।

অযোনিজা বরা নারী ত্যক্তা দেহং জহাবপি ॥ ১২ ॥

সেয়ং রমাংশসম্ভূতা গৃহীতা তেন রক্ষসা ।

বিনাশার্থং কুলশ্চেব ব্যালী অগিব সম্ভ্রমাৎ ॥ ১৩ ॥

কবরং কেশপাশম্ ॥ ১০ ॥

সংস্পর্শদূষিতং পরস্পর্শদূষিতং দেহং ত্যক্তুমিচ্ছন্তীভাষয়ঃ ॥ ১১—১২ ॥

ব্যালী অগিবেতি । সম্ভ্রমাত্মানী অগিব অগ্নুচ্ছা মালাবুচ্ছা গৃহীতা ব্যালী সপিণ্ডী-  
বেত্যর্থঃ । রমায়াঃ শাপেন পূৰ্ব্বজন্মনি মুনিপুত্রীং জাতং তৎকথা তু স্বান্দে প্রসিদ্ধা সৈব  
দ্বিতীয়জন্মনি সীতাভবৎ ॥ ১৩ ॥

করিতে শুনিলাম যে পুলস্ত্যকুলজ রাবণ আপনার মরণ না বুঝিয়া মোহবশে জানকীরে  
হরণ করিয়াছে। হে কাকুৎস্থকুলতিলক ! পৌলস্ত্যকুলের নিধনের নিমিত্তই আপনার  
জন্মগ্রহণ হইয়াছে, অতএব তজ্জন্মই এক্ষণে এই জানকী হরণ সংঘটিত হইল ॥ ৫—৮ ॥  
রাঘব ! জানকীদেবী পূৰ্ব্বজন্মে মুনিতনয়া ও তপস্বিনী ছিলেন । তিনি তপোবনে তপস্তার  
অমুষ্ঠানে নিরত আছেন, এমন সময়ে রাবণ আসিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া প্রার্থনা  
করিল, শুচিস্মিতে ! তুমি আমার ভার্য্যা হও । ইহা শুনিয়া তিনি রাবণকে তিরস্কার  
করিলে দুঃখমতি দশ্যনন বলপূৰ্ব্বক তাহার কবরীবন্ধন ধারণ করিল । তখন তাপসী  
অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং দুঃখের স্পর্শে দূষিত দেহ পরিত্যাগে স্থিরনিশ্চয় হইয়া রাবণকে  
অভিশাপ দিলেন, দুরাত্মন ! আমি তোমার বিনাশের নিমিত্ত অযোনিজা রমণী হইয়া  
অবনীতলে জন্মগ্রহণ করিব । এই বলিয়া তিনি আপনার শ্রোণ ত্যাগ করিলেন ॥ ৯—১২ ॥  
হে পরম্পর ! রাক্ষসাদিপতি রাবণ নিজ কুল বিনাশের নিমিত্ত মালাব্রমে তাঁহাবিবা সপিণ্ডীর

তব জন্ম চ কাকুৎস্থ ! তন্তু নাশায় চামরৈঃ ।  
 প্রার্থিতন্তু হরেরংশাদজবংশেহপ্যজন্মনঃ ॥ ১৪ ॥  
 কুরু ধৈর্য্যং মহাবাহো ! তত্র সা বর্ততে বশা ।  
 সতী ধর্ম্মরতা সীতা স্বাং ধ্যায়ন্তী দিবানিশম্ ॥ ১৫ ॥  
 কামধেনুপয়ঃ পাত্রে কৃদ্ধা মঘবতা স্বয়ম্ ।  
 পানার্থং প্রেষিতং তস্তাঃ পীতং চৈবামৃতং তথা ॥ ১৬ ॥  
 সুরভীদুগ্ধপানাং সা ক্ষুৎর্ভৃৎস্থবিবর্জিতা ।  
 জাতা কমলপত্রাক্ষী বর্ততে বীক্ষিতা ময়া ॥ ১৭ ॥  
 উপায়ং কথয়াম্যদ্য তন্তু নাশায় রাঘব ! ।  
 ত্রতং কুরুষ শ্রদ্ধাবানশ্বিনে মাসি সাম্প্রতম্ ॥ ১৮ ॥  
 নবরাত্রৌপবাসঞ্চ ভগবত্যাঃ প্রপূজনম্ ।  
 সর্ব্বসিদ্ধিকরং রাম ! জপহোমবিধানতঃ ॥ ১৯ ॥  
 মেদৈশ্চ পশুভির্দেব্যা বলিং দত্ত্বা বিশংসিতৈঃ ।  
 দশাংশং হবনং কৃদ্ধা স্নশ্চক্লুস্তং ভবিষ্যসি ॥ ২০ ॥

অজো নাম রঘুপুত্রস্তন্তু বংশে ॥ ১৪ ॥

যত এতাদৃশঃ পরমেশ্বরস্বং সীতা চ পরমেশ্বর্য্যঃশত্ৰুতা ততঃ কুরু ধৈর্য্যমিত্যাহ কুরু ধৈর্য্যমিতি । স্বাং ধ্যায়ন্তীত্যনেন প্রাতিব্রতভঙ্গো ন জাত ইতি বোধিতম্ ॥ ১৫ ॥

উদরক্ষুধা পীড়িতা সতী রাবণস্ত বশা ভবিষ্যতীতি চেত্তত্রাহ । কামধেনুপয় ইতি ॥ ১৬—১৭ ॥

অশ্বতত্ত্বাঃ পাতিব্রত্যাঃ যদি সা প্রাপ্ততি তর্হি তদ্রূপযোগায় নোচেয়ম কিং ফলং তত্ত্বতি চেত্তত্রাহ উপায়মিতি ॥ ১৮—১৯ ॥

তায় সেই রমার অংশভূতা সীতাদেবীকে হরণ করিয়াছে ॥ ১৩ ॥ হে কাকুৎস্থ ! সেই  
 দুর্দান্ত রাবণের বিনাশের নিমিত্ত অমরুণ প্রার্থনা করিলে জন্ম, জরা ও মরণ বর্জিত হরির  
 অংশ হইতে অবনীধামে অজবংশে আপনার জন্ম হইয়াছে ॥ ১৪ ॥ হে মহাবাহো ! আপনি  
 ধৈর্য্যাবলম্বন করুন, সীতাদেবী দিবারাত্র আপনাকেই ধ্যান করিতেছেন ॥ ১৫ ॥ স্বয়ং দেব-  
 রাজ ইন্দ্র তাঁহার পানের নিমিত্ত অমৃত ও কামধেনুর দুগ্ধ পাত্রে করিয়া নিত্য নিত্য প্রেরণ  
 করেন, তিনি তাহাই পান করিয়া থাকেন । প্রভো ! সুরধেনুর পুয়ঃপানে পদ্মপাশাক্ষী  
 সীতাদেবী ক্ষুধাতৃষ্ণা দীর্ঘকাল বর্জিত হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন, আমি নিত্যনিত্য তাঁহাকে  
 দেখিয়া আসিতেছি ॥ ১৬—১৭ ॥ রঘুনন্দন ! এখন তোমাকে আমি রাবণের নিধনোপায়  
 বলিতেছি শ্রবণ কর । আপনি শ্রদ্ধাবান হইয়া এই আশ্বিনমাসেই ব্রতাহুতানে নিরত  
 হউন ॥ ১৮ ॥ নবরাত্র উপবাস করিয়া ভগবতীর পূজা ও বিধিপূরক জপ হোমাদির অহ-

বিষ্ণুনাচরিতং পূৰ্ব্বং মহাদেবেন ব্রহ্মণা ।

তথা মঘবতা চীর্ণং স্বৰ্গমধ্যস্থিতেন বৈ ॥ ২১ ॥

অখিনা রাম ! কর্তব্যং নবরাত্রত্ৰতং শুভম্ ।

বিশেষেণ চ কর্তব্যং পুংসা কষ্টগতেন বৈ ॥ ২২ ॥

বিশ্বামিত্রেণ কাকুৎস্থ ! কৃতমেতন্ন সংশয়ঃ ।

ভৃগুগাথ বশিষ্ঠেন কশ্যপেন তথৈব চ ॥ ২৩ ॥

গুরুণা হৃতদারেণ কৃতমেতন্নহাত্রতম্ ।

তস্মাত্ত্বং কুরু রাজেন্দ্র ! রাবণস্য বধায় চ ॥ ২৪ ॥

ইন্দ্রেণ বৃত্রনাশায় কৃতং ত্রতমনুভবম্ ।

ত্রিপুরস্য বিনাশায় শিবেনাপি পুরা কৃতম্ ॥ ২৫ ॥

হরিণা মধুনাশায় কৃতং মেরৌ মহামতে ! ।

বিধিবৎ কুরু কাকুৎস্থ ! ত্রতমেতদতদ্রিতং ॥ ২৬ ॥

শ্রীরাম উবাচ ।

কা দেবী কিম্‌প্রভাবা সা কুতো জাতা কিমাহ্বয়া ।

ত্রতং কিং বিধিবৎ ব্রুহি সৰ্ব্বজ্ঞোহসি দয়ানিধে ! ॥ ২৭ ॥

বিশংসিতৈঃ শনৈঃ । দশাংশং হবনং জপদশাংশমিত্যর্থঃ ॥ ২০—২৫ ॥

মধুনাশায়িত । যদ্যপি তস্মিন্‌ সময়ে ত্রতং কর্তৃমুবকাশো ন জাতো নিম্নোক্তরম্‌ভাব-  
হিতকালে এব যুদ্ধস্ত জায়মানস্তাং তথাপি মম জঘো ভববহং ত্রতং করিষ্যামীতি তস্মিন্‌  
সময়ে সঙ্করানন্তরং কৃতমিত্যত্র তাৎপর্য্যং ॥ ২৬—২৭ ॥

ষ্ঠান করিলে সৰ্ব্ব কামনাই পরিপূর্ণ হয় সন্দেহ নাই ॥ ১৯ ॥ রঘুকুলতিলক ! পবিত্র ও  
প্রশস্ত পণ্ডারা দেবীর বলি প্রদান ও জপ এবং জপের দশাংশ হোম করিলে নিশ্চয়ই  
সীতার সমুদ্ধারে সমর্থ হইবেন ॥ ২০ ॥ পূৰ্বে বিষ্ণু, ত্রিলোচন ও পদ্মাসন, এবং স্বৰ্গস্থিত  
দেবরাজও এই ত্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ॥ ২১ ॥ অতএব হে রাজব ! অস্বী ব্যক্তির  
বিশেষতঃ কষ্টসঙ্কটে নিপতিত পুরুষগণের এই কল্যাণকর ত্রতের অনুষ্ঠান করা একান্তই  
কর্তব্য ॥ ২২ ॥ হে কাকুৎস্থ ! বিশ্বামিত্র, ভৃগু, বশিষ্ঠ ও কশ্যপ ইহঁরা সকলেই এই ত্রতের  
আচরণ করিয়াছিলেন । সোম সুরগুরু ভাৰ্য্যা তারারে হরণ করিলে, তিনিও এই  
মহাত্রতের অনুষ্ঠান করিয়া স্বীয় পত্নী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অতএব রাজেন্দ্র ! আপনিও রাবণ  
বধের নিমিত্ত এই ত্রতের আচরণ করুন ॥ ২৩—২৪ ॥ হে মহামতে ! ইন্দ্র-বৃত্রবিনাশের  
নিমিত্ত ত্রিলোচন ত্রিপুরবিনাশার্থ এবং নারায়ণ মধুকৈটভবিনাশের নিমিত্ত পূৰ্বে এই  
ত্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, অতএব আপনিও সমাহিতচিত্তে বিধিপূৰ্ব্বক এই ত্রাত্ত্বাধানে  
দৃঢ়সঙ্কল্প হউন ॥ ২৫—২৬ ॥

নারদ উবাচ ।

শৃণু রাম ! সদা নিত্য শক্তিরাদ্যা সনাতনী ।

সর্বকামপ্রদা দেবী পূজিতা হুঃখনাশিনী ॥ ২৮ ॥

কারণং সর্বজন্তুনাং ব্রহ্মাদীনাং রঘুবহ ! ।

তস্তাঃ শক্তিং বিনা কোহপি স্পন্দিতুং ন ক্রমো ভবেৎ ॥ ২৯ ॥

প্রসূচত্বষ্টয়স্ত ক্রমেণোত্তরমাহ শৃণু রামেতি । হে রাম ! যা নিত্য কালত্রয়াবধা আদ্যা  
কাদিকারণত্বতা ব্রহ্মরূপা যা চ সনাতনাদিসিদ্ধা শক্তির্জড়রূপা মায়াখ্যা বহৌ বহুশক্তি-  
দবন্ধবি স্থিতা । এতদ্ব্যক্তকামায়াবিশিষ্টং ব্রহ্মরূপং তৎসং সা দেবী দেবীপদবাচ্যং ভবতি ।  
তথা গজশরীরে প্রবিষ্টং চৈতন্ত্যং গজনামকং ভবতি তথা জগৎকরণমায়াশরীরে প্রবিষ্টং প্রথম-  
শ্চৈতন্ত্যং মুখ্যতয়া মায়াশক্তিপ্রকৃতিসংজ্ঞকং ভবতি অতএব সর্বোৎকৃষ্টং প্রথমং দেবীতৎসং  
স্মৃতি তদনন্তরং দেবীতৎসমেব তত্তৎগুণোপাধিষু প্রবিষ্টং ব্রহ্মবিষ্ণুাদিসংজ্ঞাং ভজতে তদেব  
কৃতমাত্মন প্রবিষ্টং তথা মহাভূতেষু প্রবিষ্টং তত্তৎসংজ্ঞাং ভজতে ইতি দেবীরূপমেব  
স্মৃতি সর্ববেদসিদ্ধান্তে জাগর্তি ন পুনরৈক্যবশৈবমতাপত্তং । কীদৃশী সা যা পূজিতা  
তী হুঃখনাশিনী জননমরণাদিসর্বসংসারহুঃখনাশিনী সর্বকামপ্রদা ধর্মকামার্থমোক্ষপ্রদা  
ভবতি । এতেন কা দেবীতি রামপ্রস্নস্তোত্রং দত্তং ভবতি । ইদং ভগবত্যাঃ স্বরূপং  
হৃদারণ্যকে গার্গিবাক্ষণে স্পষ্টম্ । তত্র হি পৃথিব্যাদিকং কস্মিন্নোত্স্প্রাতং চেতি গার্গ্য  
প্রথমে প্রশ্নে কৃতে যাজ্ঞবল্ক্যেন পরীকাশশক্তিতায়াং চিদম্বরশক্তৌ মায়ায়ামোত্স্প্রাতং  
চতুত্তরিতে গুনঃ সা চিদম্বরশক্তিঃ পরীকাশশক্তিতায়াং কস্মিন্নোতা চ প্রোতা চেত্যাভি-  
প্রায়েণ সা হোবাচ । যদুর্দ্ধং যাজ্ঞবল্ক্যাদিবো যদবাকৃপৃথিব্যাং যদন্তরা দ্যাব্যাপৃথিবী ইমে  
দুতং চ ভবতু ভবিষ্যচেত্যাচক্ষতে কস্মিন্নেব তদোতং চ প্রোতং চেতি গার্গ্য প্রশ্নে কৃতে  
জ্ঞানোব সা শক্তিরোতা চ প্রোতা চেত্যাভিপ্রায়েণ যাজ্ঞবল্ক্যঃ সহোবাচ যদুর্দ্ধং গার্গি  
দবো যদবাকৃ পৃথিব্যা যদন্তরাদ্যাবাপৃথিবী ইমে যদুতং চ ভবচেত্যাচক্ষতে । আকাশ এব  
দোতং চ প্রোতং চেতি কস্মিণাকাশ ওতপ্রোতশ্চেতি সহোবাচ এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি !  
গার্গ্য অভিবদন্ত্যামলমনুহস্মিত্যাদিনোত্তরং দত্তবান্ । তেন চ গ্রহেনেদমেব ভগবতী-  
বরুণং প্রতিপাদিতং ভবতি স্পষ্টীকৃতং চৈতন্যভিহৃদারণ্যকটীকায়ামীনলকৃত্যামিতী-  
হাপরম্যতে । অথ কিস্ত্রাভাবা সেতি পৃষ্টস্তোত্রমাহ কারণমিতি । সর্বজন্তুনাংমিতীদং সর্ব-  
জড়াপ্রপঞ্চস্তোগলক্ষণম্ । তথাচ সর্বকর্তৃত্বমেবাত্মাঃ প্রোভাব ইত্যর্থঃ তথাচ স্রুতিঃ । তথাক্ষ-  
রং সম্ভবতীহ বিশ্বমিতি । মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যামায়িনস্ত মহেশ্বরম্ । তয়োর্কিভূতিলেশো  
বৈ জগদেতচ্চরচরমিতি ॥ ২৮ ॥

অধুনা কুতো জ্ঞাতেতি পৃষ্টস্তোত্রমাহ তস্তাঃ শক্তিং বিনেতি । তস্তা ব্রহ্মরূপণ্যা ভগ-  
বত্যাঃ সখিঃ শক্তিশ্রায়াখ্যা তাং বিনা কোহপি প্রাণী স্পন্দিতুং চলিতুং ক্ষমঃ সমর্থো নৈব  
ভবেৎ ॥ ২৯ ॥

রাম কহিলেন, জ্ঞাননিষ্ঠে! , সেই দেবী কে ? তাঁহার প্রভাব কিরূপ, কোথা  
হইতে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার নাম কি, সেই ব্রতই বা কি প্রকার ? আপনি  
করণবিতরণ পূর্বক তৎসমস্তই বিস্তারিত রূপে আমার নিকট কীৰ্ত্তন করুন ॥ ২৭ ॥

নারদ কহিলেন, রাঘব ! শ্রবণ করুন, সেই দেবী নিত্য ও সনাতনী আদ্যাশক্তি,  
তাঁহার পূজা করিলে তিনি সকল হুঃখ দূর করিয়া সমস্ত কামনা সিদ্ধ করিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

বিষ্ণোঃ পালনশক্তিঃ সা কর্তৃশক্তিঃ পিতৃশ্রম ।

রুদ্রস্য নাশশক্তিঃ সা ভূত্যা শক্তিঃ পরা শিবা ॥ ৩০ ॥

যচ্চ কিঞ্চিৎ কচিৎস্ত সদসদ্বুবনত্রেয়ে ।

তস্য সর্বস্য যা শক্তিস্তুজুংপত্তিঃ কুতো ভবেৎ ॥ ৩১ ॥

ন ব্রহ্মা ন যদা বিষ্ণুর্ন রুদ্রো ন দিবাকরঃ ।

ন চেন্দ্রাদ্যাঃ সুরাঃ সর্বে ন ধরা ন ধরাধরাঃ ॥ ৩২ ॥

তদা সা প্রকৃতিং পূর্ণা পুরুষেণ পরেণ বৈ ।

সংযুতা বিহরত্যেব যুগাদৌ নিগুণা শিবা ॥ ৩৩ ॥

সা ভূত্বা সগুণা পশ্চাৎ করোতি ভুবনত্রয়ম্ ।

পূর্বে সংসৃজ্য ব্রহ্মাদীন দত্ত্বা শক্তীশ্চ সর্বশঃ ॥ ৩৪ ॥

তাং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুর্জন্মসংসারবন্ধনাৎ ।

সা বিদ্যা পরমা জ্ঞেয়া বেদাদ্যা বেদকারিণী ॥ ৩৫ ॥

কিঞ্চ বিষ্ণোরিতি । বিষ্ণুাদীনাম্ শক্তিঃ সর্বমপি সৈবেত্যর্থঃ । কা সা তত্রাহ অত্রা শক্তি-  
রিতি । পরা শিবা বাহুত্যা শক্তিঃ পরব্রহ্মশক্তিঃ সৈব বিষ্ণুাদিশক্তিঃ সগুণাশক্তিঃ ॥ ৩০ ॥

কিং বহুনা যচ্চ কিঞ্চিদিতি । যদৈতাদৃশো যদীয়্যাঃ শক্তের্হিমা তদা তাদৃশশক্তিমত্যা  
ব্রহ্মরূপিণ্যা ভগবত্যা উৎপত্তিঃ কুতো ভবেৎ কুতোহপীত্যর্থঃ । নহি সর্বকারণজ্যোৎপত্তিঃ  
কস্মাদপি সম্ভবত্যানবস্থাপাতাদিতি ভাবঃ ॥ ৩১ ॥

সর্বাদিভূমেব বর্ণয়ন্তুংপত্তিরাহিত্যং ভ্রূয়তি ন বুদ্বেতি ॥ ৩২ ॥

যদা সর্কাতাবস্তদা সা প্রকৃতিঃ পূর্ণা পুরুষেণ পরচিহ্নেণ সংযুতা নিগুণা সাম্যাবস্থা  
রূপা যুগাদৌ বিহরতি ॥ ৩৩ ॥

সা ভূত্বেতি । সৈব পশ্চাৎ সগুণা গুণত্রয়সম্ভিত্বা ভূত্বা তত্তদগুণোপাধিভিঃ পূর্বে ব্রহ্ম-  
দীন সংসৃজ্যোৎপাদয়িত্বা তেভ্যঃ শক্তীশ্চ দত্ত্বা ভুবনত্রয়ং করোতি ॥ ৩৪ ॥

তিনি ব্রহ্মাদি অখিল জীবগণের কারণ, তাঁহার শক্তি ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি নড়িতে  
চড়িতেও সমর্থ হয় না ॥ ২৯ ॥ সেই পরাংপরা শিবাদেবীই বিষ্ণুর পালনশক্তি, বিধাতার  
সৃষ্টিশক্তি, এবং মহেশ্বরের সংহারশক্তি ॥ ৩০ ॥ এই অনন্ত ব্রহ্মাও মণ্ডলে যে কোনও  
স্থানে যে কিছু নশ্বর ও নিত্য বস্তু বিদ্যমান আছে, তিনিই তৎসমুদায়ের শক্তি ; অতএব  
তাঁহার উৎপত্তি আর কোথা হইতে হইবে ? ॥ ৩১ ॥ তাঁহার উৎপত্তির কারণ ব্রহ্মা নহেন,  
বিষ্ণু নহেন, রুদ্র নহেন, সূর্য্য নহেন, ইন্দ্রাদি ঋগুগণ নহেন, ধরা নহেন, ধরাধরও নহেন,  
অতএব তিনিই নিগুণা কৈবল্যরূপিণী পূর্ণা প্রকৃতি, তিনি ঐলয়কালে পরমপুরুষের সহিত  
মিলিত হইয়া বিহার করিয়া থাকেন ॥ ৩২—৩৩ ॥ তিনিই অব্যয় বসুণ্ডা হইয়া প্রথমে ব্রহ্ম  
বিষ্ণু মহেশ্বরাদির সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে সমস্ত শক্তি প্রদান পূর্ব্বক এই ভুবনত্রয়ের  
সৃষ্টি করিয়া থাকেন ॥ ৩৪ ॥ তিনিই পরমাবিদ্যা বেদাদ্যা ও বেদকারিণী, জীবগণ তাঁহার

অসংখ্যাতানি নামানি তস্মা ব্রহ্মাদিভিঃ কিল ।  
 গুণকৰ্ম্মবিধানৈস্তু কল্পিতানি চ কিং বুবে ॥ ৩৬ ॥  
 অকারাদিক্কারান্তৈঃ স্বরৈর্বর্ণৈস্তু যোজিতৈঃ ।  
 অসংখ্যেয়ানি নামানি ভবন্তি রঘুনন্দন ! ॥ ৩৭ ॥  
 রাম উবাচ ।

বিধিং মে ব্রুহি বিপ্রর্ষে ! ত্রতস্তাস্মা সমাসতঃ ।  
 করোম্যদ্যেব শ্রদ্ধাবান্ শ্রীদেব্যঃ পূজনং তথা ॥ ৩৮ ॥  
 নারদ উবাচ ।

পীঠং কৃত্বা সমে স্থানে সংস্থাপ্য জগদম্বিকাম্ ।  
 উপবাসাম্ভবেব ত্বং কুরু রাম ! বিধানতঃ ॥ ৩৯ ॥  
 আচার্য্যোহহং ভবিষ্যামি কৰ্ম্মণ্যশ্মিন্মহীপতে ! ।  
 দেবকার্য্যবিধানার্থমুৎসাহং প্রকরোম্যহম্ ॥ ৪০ ॥

তাং জ্ঞাত্বৈতি । তাং ব্রহ্মরূপিণীং জ্ঞাত্বা নির্দিকল্পচেতসা স্বাভেদেন সাক্ষাৎকৃত্য জন্ত-  
 জীবো জন্মাদিরূপসংসাররূপবন্ধনামুচ্যতে । তথাচ ঋতিঃ ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতীতি ।  
 সা বিদ্যেতি । পরমা যা বিদ্যা নির্দিকল্পবৃত্তিরূপা সা ভগবতী ব্রহ্মরূপিণী জ্ঞেয়া । ব্রহ্মণো  
 বিদ্যাশরীরত্বাৎ । তত্ক্ষণং শক্তিঃ শরীরমধিদেবতমন্তরায়্যা জ্ঞানং ক্রিয়াঃ করণমাসমজাল-  
 মিচ্ছা । ঐশ্বর্য্যমারতনমাবরণানি চ ত্বাং কিস্তন্ন যত্নবসি দেবি ! শশাঙ্কমোলেঃ । এতাদৃশ্তা  
 ভগবত্যাশ্রিতপুণ্যা উৎপত্তির্ম্মনসাপি ন সম্ভাব্যোত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

অথ কিমাহ্বয়েতি পৃষ্টস্তোত্তরমাহ । অসংখ্যাতানীতি । হে রাম ! শ্রীভগবত্যা নামৈক-  
 মতীতি চেম্ময়া বক্তব্যঃ কিন্তু যাবন্তঃ পদার্থান্তে সর্ব্বৈঃ ভগবতীরূপাঃ । এতৈব সর্ব্বত্র বর্ত্ততে  
 তস্মাদুচ্যতে একেতিঋতেঃ একোহং বহুত্বাৎ প্রজ্ঞায়ৈয়েতিঋতেঃ । তথাচ যাবন্তঃ পদার্থা-  
 ন্তেষ্বাং গুণকৰ্ম্মভেদেন বিধানেন ব্রহ্মাদিভিরসংখ্যেয়ানি নামানি কল্পিতানি যদেখং রাম  
 বর্ত্ততে তদেদং নাম ভবতীদং নেতি কথং বুবে তস্মাৎ সর্বাণি নামান্তস্তা এব ভবতীত্যর্থঃ ।  
 তথাচ ঋতিঃ । তন্মামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়ত ইতি ॥ ৩৬ ॥

স্বরূপ আনিতে পারিলে সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় ॥ ৩৫ ॥ ব্রহ্মাদি-  
 সবর্ণণ, গুণ ও কৰ্ম্ম অল্পসারে' তাঁহার অসংখ্য নাম কল্পনা করিয়া থাকেন । তাহা আমি  
 বর্ণন করিতে সমর্থ নহি ॥ ৩৬ ॥ হে রঘুনন্দন ! বিবিধ স্বরবর্ণ সংযোজিত অকারাদি  
 ক্কারান্ত বর্ণ সমূহ দ্বারা তাঁহার অসংখ্য নাম বিরচিত হইয়াছে ॥ ৩৭ ॥

রাম কহিলেন, বিপ্রবর ! আপনি:স্বংক্ষেপে সেই ত্রতের বিধি সুমন্ত আমাকে উপদেশ  
 করুন, আমি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া অদ্যই দেবীর পূজা করিব ॥ ৩৮ ॥

নারদ বলিলেন, রাঘব ! সমস্তল স্থানে পীঠ রচনা করিয়া তথায় জগদম্বিকার সংস্থাপন  
 পুরঃসর বিধিপূৰ্ণক নর-দিন উপবাস করুন ॥ ৩৯ ॥ রাজন্ ! আমি এই কর্ণে আচার্য্য  
 হইয়া দেবকার্য্য সাধনের নিমিত্ত উৎসাহ সহকারে ইহা সম্পাদন করিব ॥ ৪০ ॥



ব্র্যাস উবাচ ।

ভক্ষুহা বচনং সত্যং মহা রামঃ প্রতাপবান্ ।  
 কারয়িত্বা শুভং পীঠং স্থাপয়িত্বাশ্বিকং শিবাম্ ॥ ৪১ ॥  
 বিধিবৎ পূজনং তস্তাশ্চকার ত্রতবান্ হরিঃ ।  
 সম্প্রাপ্তে চাশ্বিনে মাসি তস্মিন্ গিরিবরে তদা ॥ ৪২ ॥  
 উপবাসপরো রামঃ কৃতবান্ ত্রতমুত্তমম্ ।  
 হোমঞ্চ বিধিবত্তত্র বলিদানঞ্চ পূজনম্ ॥ ৪৩ ॥  
 ভাতরৌ চক্রভূঃ প্রেমুণা ত্রতং নারদসম্মতম্ ।  
 অষ্টম্যাং মধ্যরাত্রে তু দেবী ভগবতী হি সা ॥ ৪৪ ॥  
 সিংহারুঢ়া দদৌ তত্র দর্শনম্প্রতিপূজিতা ।  
 গিরিশৃঙ্গে স্থিতোবাচ রাঘবং সানুজং গিরা ।  
 মেঘগম্ভীরয়া চেদং ভক্তিভাবেন তোষিতা ॥ ৪৫ ॥

দেবুবাচ ।

রাম রাম মহাবাহো ! তুচ্ছাস্মাদ্য ত্রতেন তে ।  
 প্রার্থয়স্ব বরং কামং যন্তে মনসি বর্ততে ॥ ৪৬ ॥  
 নারায়ণাংশসমুত্তমং বংশে মানবেহনঘে ।  
 রাবণশ্চ বধায়েব প্রার্থিতস্তুমরৈরসি ॥ ৪৭ ॥

তদেব স্পষ্টয়তি অকারাদিককারাষ্টয়তি ॥ ৩৭—৪৭ ॥

ব্র্যাস বলিলেন, অনন্তর সেই প্রতাপবান্ ভগবান্ হরি মুনিবরের সেই সমস্ত বাক্য শ্রবণ পূৰ্ণক সত্য মনে করিয়া আশ্বিনমাস উপস্থিত হইলে সেই গিরিশৃঙ্গের উপর অশোভন পীঠ নির্মাণ করাইয়া তথায় জগদম্বিকা শিবা দেবীকে সংস্থাপিত করিলেন এবং বিধিপূৰ্ণক সেই ত্রতের অনুষ্ঠান ও দেবীর পূজা করিলেন ॥ ৪১—৪২ ॥ রঘুর উপবাস করিয়া সেই মহা ত্রতের অনুষ্ঠান করিয়া, বিধিপূৰ্ণক হোম, বলিদান ও পূজা করিলেন ॥ ৪৩ ॥ ভ্রাতৃঘ্ন ভক্তিতাবে অষ্টমীর মহারাত্রে সেই নারদ সম্মত ত্রত সম্পূর্ণ করিলে তখন মহাদেবী ভগবতী পূজার পরিতুষ্ট হইয়া সিংহোপরি আরোহণ পূৰ্ণক তাঁহাদিগকে দর্শন দিলেন এবং গিরিশৃঙ্গে অবস্থিত করিয়া মেঘের স্তায় গম্ভীরস্বরে ও মধুর বচনে রাম লক্ষ্মণকে বলিতে লাগিলেন, রাম ! আমি তোমার ত্রতানুষ্ঠানে পরিতুষ্ট হইলাম, বাহা তোমার মনের অভিলাষ তাহা এখন আমার নিকট প্রার্থনা কর ॥ ৪৬—৪৭ ॥ রাম ! তুমি রাবণ বধের নিমিত্ত দেবগণ কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া মহুর নির্মল ও পবিত্র বংশে নারায়ণের অংশ

পুরা মৎস্ততনুং কৃৎস্না হৃদা ঘোরক রাক্ষসম্ ।  
 ত্বয়া বৈ রক্ষিতা বেদাঃ সুরাণাং হিতমিচ্ছতা ॥ ৪৮ ॥  
 ভূত্বা কচ্ছপরূপস্ত ধৃতবান্ মন্দরং গিরিম্ ।  
 অকূপারং প্রমহানং কৃৎস্না দেবানপোষয়ৎ ॥ ৪৯ ॥  
 কোলরূপং পুরা কৃৎস্না দশনাগ্রেণ মেদিনীম্ ।  
 ধৃতবানসি যজ্ঞাম্ ! হিরণ্যাকং জঘান চ ॥ ৫০ ॥  
 নারসিংহীং তনুং কৃৎস্না হিরণ্যকশিপুং পুরা ।  
 প্রহ্লাদং রাম ! রক্ষিত্বা হতবানসি রাঘব ! ॥ ৫১ ॥  
 বামনং বপূরাস্থায় পুরা চ্ছলিতবান্ বলিম্ ।  
 ভূত্রেম্ভস্থানুজঃ কামং দেবকার্য্যপ্রসাদকঃ ॥ ৫২ ॥  
 জমদগ্নিস্ততস্ত্বং বৈ বিষ্ণোরংশেন সংগতঃ ।  
 কৃৎস্নান্তং ক্ষত্রিয়াণাস্ত দানং ভূমেরদাদদ্বিজৈঃ ॥ ৫৩ ॥  
 তদেদানীং তু কাংকুৎস্ব ! জাতো দশরথাস্বজঃ ।  
 প্রার্থিতস্ত্বং হরৈঃ সৰ্বৈৰ্ রাবণেনাতিপীড়িতৈঃ ॥ ৫৪ ॥  
 কপয়ন্তে সহায়্য বৈ দেবাংশা বলবত্তরাঃ ।  
 ভবিষ্যন্তি নরব্যাত্র ! মচ্ছক্তিসংযুতা হমী ॥ ৫৫ ॥

অকূপারঃ সমুদ্রঃ ॥ ৫০—৫৩ ॥

জম গ্রহণ করিয়াছ ॥ ৪৭ ॥ তুমিই পুরাকালে দেবতাগণের হিত কামনার মৎস্ততনু পরিগ্রহ  
 করিয়া ঘোরতর রাক্ষসকে বিনাশ করিয়া বেদ সকলের রক্ষা করিয়াছ ॥ ৪৮ ॥ তুমিই কচ্ছপ-  
 রূপে অবতীর্ণ হইয়া মন্দরগিরি ধারণপূৰ্ব্বক পয়োনিধি মছন করিয়া দেবতাদিগের পুষ্টিসাধন  
 করিয়াছ ॥ ৪৯ ॥ রাম ! তুমিই পুরাকালে বরাহাবতার হইয়া দশনাগ্রতাগে মেদিনীমণ্ডল  
 ধারণ করিয়াছি এবং নারসিংহ তনু পরিগ্রহ পূৰ্ব্বক হিরণ্যকশিপুর দেহ পর্তত-থরতর-  
 নখরাগ্র-কুলিশে বিদারণ করিয়া প্রহ্লাদকে রক্ষা করিয়াছ ॥ ৫০—৫১ ॥ রঘুনন্দন ! তুমিই  
 পুরাকালে বামনরূপ ধারণ পূৰ্ব্বক ইন্দ্রের অমুজরূপে বলিকে ছলনা করিয়া দেবতাগণের  
 কার্য সাধন করিয়াছ ॥ ৫২ ॥ কৌশল্যানন্দন ! তুমিই জমদগ্নির পুত্ররূপে বিপ্রবংশে অংশাবতার  
 হইয়া ক্ষত্রিয়কুল নির্মূলরূপে সংহার পূৰ্ব্বক তগবান্ কস্তপ ঋষিকে অধিল ভূমণ্ডল প্রদান  
 করিয়াছ ॥ ৫৩ ॥ সেইরূপ এক্ষণে তুমি রাবণ কর্তৃক প্রপীড়িত সুরগণের প্রার্থনার নির্মূল  
 কাংকুৎস্বকুলে দশরথের পুত্র হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিয়াছ ॥ ৫৪ ॥ অতএব দেবতাদিগের  
 অংশোৎপন্ন মনীয় শক্তি সমন্বিত অত্যন্ত বলশালী কপীজগণ তোমার সহায় হইবে। তোমার

শোবাংশোহপ্যমুজন্তেহয়ং রাবণাশ্রজনাশকঃ ।

ভবিষ্যতি ন সন্দেহঃ কর্তব্যোহত্র স্বয়ামব ! ॥ ৫৬ ॥

বসন্তে সেবনং কার্যং ত্বয়া তত্রোতিশ্রদ্ধয়া ।

হত্বাথ রাবণং পাপং কুরু রাজ্যং যথাস্বধম্ ॥ ৫৭ ॥

একাদশহস্ত্রাণি বর্ষাণি পৃথিবীতলে ।

কৃৎস্না রাজ্যং রঘুশ্রেষ্ঠ ! গন্তাসি ত্রিদিবং পুনঃ ॥ ৫৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্তান্তর্দধে দেবী রামস্ত প্রীতমানসঃ ।

সমাপ্য তদব্রতং চক্রে প্রয়াণং দশমীদিনে ॥ ৫৯ ॥

বিজয়াপূজনং কৃৎস্না দত্ত্বা দানাত্মনেকশঃ ।

নারদায় প্রতস্থেহসৌ সমুদ্রাভিমুখে হরিঃ ॥ ৬০ ॥

কপিপতিবলযুক্তঃ সানুজঃ শ্রীপতিশ্চ,

প্রকটপরমশক্ত্যা প্রেরিতঃ পূর্বকামঃ ।

উদধিতটগতোহসৌ সেতুবন্ধং বিধায়া-

ত্যহনদমরশত্রুং রাবণং গীতকীর্তিঃ ॥ ৬১ ॥

যঃ শৃণোতি নরো ভক্ত্যা দেব্যাশ্চরিতমুত্তমম্ ।

স ভুক্ত্বা বিপুলান্ ভোগান্ প্রাপ্নোতি পরমং পদম্ ॥ ৬২ ॥

দ্বিজে দ্বিজাধিকরণে ॥ ৫৫—৫৮ ॥

ইত্যুক্তেতি । ইতি বরং দত্ত্বার্থঃ ॥ ৫৯—৬২ ॥

অমুজ লক্ষণ শেষনাগের অবতার, এই অমুজ ভুলবলশালী পুরুষ, রাবণাশ্রজ ইন্দ্রজিতকে সংহার করিবে তাহাতে তুমি কিছুমাত্র সন্দেহ করিও না ॥ ৫৫—৫৬ ॥ তুমি রাবণকে সংহার করিয়া বসন্তকালে শ্রদ্ধার সহিত আমার পূজা করিয়া যথাস্বধে রাজ্য করিতে থাকিবে ॥ ৫৭ ॥ রঘুবর ! তুমি একাদশ সহস্র বৎসর এই পৃথিবীতলে রাজ্য করিয়া পুনর্বার ত্রিদিব ভবনে গমন করিবে ॥ ৫৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! এই বলিয়া দেবী অন্তহিত হইলে রামচন্দ্র অত্যন্ত প্রীতচিত্ত হইলেন এবং সেই কল্যাণকর ব্রত সমাপন পূর্বক দশমীদিনে বিজয়া-পূজা সমাধা এবং মহর্ষি নারদকে বহুবিধ বস্তু দান করিয়া সমুদ্রাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥ ৫৯-৬০ ॥ রাজন ! এইরূপে প্রত্যাকীভূত মহাশক্তি মহাদেবী কর্তৃক প্রেরিত ও পূর্বকাম হইয়া কমলাপতি রামচন্দ্র অমুজের সহিত কপিগোত্র সমভিব্যাহারে সিদ্ধতটে গমন করিয়া সমুদ্রে সেতুবন্ধন পূর্বক অরশত্রু রাবণকে সংহার করিলেন । তাহার এই অতুল কীর্তি ত্রৈলোক্য-মণ্ডলের সর্বত্রই

সন্ত্যস্তানি পুরাণানি বিস্তরাণি বহুনি চ ।

শ্রীমদ্ভাগবতস্তাত্ত্ব্য ন তুল্যানীতি মে মতিঃ ॥ ৬৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণেষ্টিদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

তৃতীয়স্কন্ধে রামায়ণবর্ণনং নাম ত্রিংশোঃধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

দেব্যা ভাগবতস্তাত্ত্ব্য তৃতীয়স্কন্ধবিভরণম্ । (১৮৭৬) সাঠেঃ বড়কিশৈলেন্দ্রপুণ্ডরীকাসো ব্যারীরচয় ॥

ন তুল্যানীতি । 'তানি পুরাণাশ্চৈকৈকগুণ্যোপাধিবুদ্ধবিস্মৃদিতপ্রতিপাদকানীদন্ত দেবী-  
ভাগবতং তদগুণবৃদ্ধভূতসাম্যাবস্থায়োপাধিকবুদ্ধরূপপরাশক্তিপ্রতিপাদকমতো ন তন্তু-  
ল্যানি তানি পুরাণানীতি ভাবঃ ॥ ৬৩ ॥

শ্রীমদ্বৈকুলোৎপন্নরজনাত্মজঃ স্রবীঃ ।

শ্রীলক্ষ্মীগর্ভসমুত্তো নীলকণ্ঠোহভিধানতঃ ॥ ১ ॥

দেবীভাগবতস্তাত্ত্ব্য ব্যাখ্যানরহিতস্ত চ ।

তিলকাখ্যাং মহাব্যাখ্যাং সমাগ্ যঃ কৃতবান্ শুভাম্ ॥ ২ ॥

তৃতীয়স্কন্ধ এতাত্ত্ব্যঃ সমাপ্তো ভূচ্ছুভার্থদঃ ।

তেন তুষাত্ত্ব সা দেবী সচ্চিদানন্দরূপিণী ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে তিলকাখ্যে ত্রিংশদধ্যায়ঃ

সমাপ্তঃ ।

পরিকীর্ণিত হইতে লাগিল ॥৬১॥ যে মানব ভক্তি সমন্বিত চিত্তে দেবীর এই অত্যাশ্রম চরিত  
কথা শ্রবণ করে, সেই ব্যক্তি বিপুল সুখসম্ভোগ প্রাপ্ত হইয়া অন্তকালে পরমগদ প্রাপ্ত হয়  
সন্দেহ নাই ॥৬২॥ মহারাজ ! অন্তান্ত বহুতর পুরাণ বিদ্যমান আছে, কিন্তু কোনটাই এই  
শ্রীমদ্ভাগবতের তুল্য নহে, ইহা আমার স্থির নিশ্চয় জানিবেন ॥ ৬৩ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত নারদের নবরাত্র ব্রত বর্ণন ও রাম-

চন্দ্রের তদনুষ্ঠান বর্ণন নামক ত্রিংশ অধ্যায়

সমাপ্ত ॥ \* ॥

সমাপ্তায়াং তৃতীয়স্কন্ধঃ ।



## চতুর্থঃ স্কন্ধঃ ।

### প্রথমোঃধ্যায়ঃ ।

জনমেজয় উবাচ ।

বাসবেয় ! মুনিশ্রেষ্ঠ ! সৰ্বজ্ঞাননিধেহনঘ ! ।  
প্রক্ষুমিচ্ছাম্যহং স্বামিন্স্মাকং কুলবৰ্দ্ধন ! ॥ ১ ॥  
শূরসেনস্বতঃ শ্রীমান্ বসুদেবঃ প্রতাপবান্ ।  
শ্রুতং ময়া হরির্যশ্চ পুত্রভাবমবাণুবান্ ॥ ২ ॥  
দেবানামপি পূজ্যোহভূন্নাম্না চানকহুন্দুভিঃ ।  
কারাগারে কথং বন্ধঃ কংসশ্চ ধৰ্ম্মতৎপরঃ ॥ ৩ ॥

গণেশায় নমঃ ।

যদ্বৈশ্বনরিনেযাভ্যাং জগতঃ প্রলয়োক্তবো ।  
বলে তাত্ত্বেনেশানীং সচ্চিদানন্দরূপিনীম্ ॥  
অষ্টাধিকৈশ্চ চত্বারিংশতিঃ পদৈবনস্তরম্ ।  
কৃষ্ণাবতাবসম্প্রাপ্তো রাজা কৃত্যুদীর্ঘাতে ॥

পূৰ্ব্বাধ্যায়ান্তে রাবাবতারপর্য্যন্তমবতারাঃ শ্রীভগবত্যাধীনাস্তয়া যথা যথা প্রের্য্যন্তে তথা-  
তথা তে কুর্কস্তীত্বাকুং ন তু কৃষ্ণাবতারসুধীন উক্ৰঃ । তথা চ তন্ত্বেশ্বরশক্তিযুক্তোহে ন তন্ত  
হৃদশা তদাশ্রিতানাং যাদবানাং পাণ্ডবানাং হৃদশা কিমিতি জাতেত্যভিপ্রায়েণ । কিঞ্চ  
জগতঃ কারণং শ্রীভুবনেশ্বরী ভগবতী মায়াবিশিষ্টবুদ্ধরূপিণীতি সৰ্ব্বেবেদসিদ্ধং তন্ত্ৰাশ্চ বৈষম্য-  
নৈর্ঘ্য্যরাহিত্যেনোচ্চাবচস্থষ্টিকল্পনং কিংনিমিত্তমভবদिति তন্নিমিত্তপরিচয়ার্থঞ্চ জনমে-  
জয়ঃ পুঞ্জতি বাসবেয় মুনিশ্রেষ্ঠেতি । বাসব্যাঃ স্নগন্ধায়াঃ অপত্যং বাসবেয়ঃ । শ্রীভ্যো  
চগিতি চক্ । হে বাস ! ॥ ১—৩ ॥

জনমেজয় কহিলেন, হে সৰ্বজ্ঞাননিধে ! প্রভো ! হে বিমলাশ্বন ! মুনিবর ! বাস-  
বেয় ! আপনি নিয়তই অশ্বৎকুলের কল্যাণ কামনা করিয়া থাকেন, আমি আপনাকে  
কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে বাসনা করিতেছি ॥ ১ ॥ মুনিবর ! আমি পূৰ্বে শুনিয়াছি  
যে, স্বয়ং ভগবান্ হরি স্বাহার পুত্রভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই প্রতাপবান্ আনকহুন্দুভি  
দেবগণেরও পুজ্যমী, সেই শ্রীমান্ শূরসেন-তনয় বসুদেব, সত্যত ধৰ্ম্মনিরত থাকিয়াও কি

দেবক্যা ভাৰ্য্যয়া সাক্ষং কিমাগঃ কৃতবানসৌ ।

দেবক্যা বালঘটকশ্চ বিনাশশ্চ কৃতঃ পুনঃ ॥ ৪ ॥

তেন কংসেন কস্মাৎ যয়াতিকুলজেন চ ।

কারাগারে কথং জন্ম বাসুদেবশ্চ বৈ হরেঃ ॥ ৫ ॥

গোকুলে চ কথং নীতো ভগবান্ সাঙ্ঘতাস্পতিঃ ।

গতো জন্মান্তরং কস্মাৎ পিতরৌ নিগড়ে স্থিতৌ ॥ ৬ ॥

দেবকীবাসুদেবৌ চ কৃষ্ণশ্চামিততেজসঃ ।

কথং ন মোচিতৌ বন্ধৌ পিতরৌ হরিণামুনা ॥ ৭ ॥

জগৎ কর্তুং সমর্থেন স্থিতেন জনকোদরে ।

প্রাক্তনং কিং তয়োঃ কস্মৈ দুর্বিজ্ঞেয়ং মহাস্বভিঃ ॥ ৮ ॥

জন্ম বৈ বাসুদেবশ্চ যত্রাসীৎ পরমাস্তনঃ ।

কে তে পুত্রাশ্চ কা বালা যা কংসেন বিপোধিতা ॥ ৯ ॥

আগোহপরাধঃ । যেনাপরাধেন কারাগারে বদ্ধস্তাদৃশমাগঃ কিং কৃতবানিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

যযাতে: কুলমুত্তমমেব তদুত্তবেনাপি কংসেন কুলীনেনেত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

গতো জন্মান্তরমিতি । ক্ষত্রিয়বংশজঃ সন্ গোপালবংশজত্ববিশিষ্টং লোকদৃষ্ট্য জন্মাতঃ কস্মাদগত ইত্যর্থঃ । পিতরাবিত্যন্তোত্তরত্ৰয়াশ্বয়ঃ ॥ ৬—৭ ॥

নমু প্রাক্তনকৰ্ম্মবশাত্তৌ বন্ধৌ তত্র হরিঃ কিং করিষ্যতীতি চেত্তত্রাহ প্রাক্তনং কিমিতি বত্র পরমাস্তনৌ জন্মভবতত্র প্রাক্তনং কিমবশিষ্টম্ । যস্মদ্ব্যভিরপি দুজ্ঞেয়ম্ । ন হি তস্মি ন্তি পরমেশ্বরস্ত জন্ম স্তাদ্ভিত্তি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

নিমিত্ত কংসের কারাগারে বদ্ধ হইয়াছিলেন ॥ ২—৩ ॥ দেবকী-ভাৰ্য্যার সহিত তিনি নি অপরাধ করিয়াছিলেন ? কি নিমিত্ত যযাতিকুলনন্দন কংসরাজ, দেবকীর ছয়টা শিশু পুত্রকে বিনাশ করিয়াছিলেন । কি নিমিত্তই বা হরি বাসুদেবের পুত্র হইয়া কারাগারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ? ॥ ৪—৫ ॥ কেনই বা সাঙ্ঘত কুলপতি ভগবান্ বাসুদেব গোকুলে নী হইয়াছিলেন, ক্ষত্রবংশে উৎপন্ন হইয়া কেনই বা তিনি লোকমধ্যে গোপালকুলজ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন ; অপ্রমিত তেজঃসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণের জনকজননী বাসুদেব ও দেবকী কি নিমিত্ত নিগড়-নিবদ্ধ হইয়াছিলেন, যিনি জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় করিতে সমর্থ, যৌ অপ্রমিত-প্রভাব হরি জননীর জঠরদেশে অবস্থিত হইয়াও কি নিমিত্ত নিগড়বদ্ধ পিতা-মাতাকে কারাগার হইতে অবিলম্বে মুক্ত করিয়া দিলেন না । তাঁহারা যে বহাদুরগণের দুজ্ঞেয় আপন আপন প্রাক্তন কর্ম্মবলে কারাবদ্ধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা বলা যাইতে পারে না, কারণ, পরমশুক্ল শ্রীকৃষ্ণ যেখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেখানে কি আর প্রাক্তন কর্ম্মের ফলভোগ হইতে পারে ? আর, বাসুদেবের ওরসে ও দেবকী গর্ভে সমুৎপন্ন হইয়া পরিশেষে বাহারা কংস কর্তৃক নিহত হইয়াছিল তাহারা পূর্বজন্মে কে ছিল ? ৬—৮ ॥

শিলায়াং নির্গতা ব্যোম্মি জাতা স্বকৃভুজা পুনঃ ।  
 গার্হস্থ্যঞ্চ হরেবুঁহি বহুভাৰ্য্যাস্থ চানঘ ! ॥ ১০ ॥  
 কার্য্যাণি তত্র তাস্তেব দেহত্যাগঞ্চ তস্য বৈ ।  
 কিংবদন্ত্যা শ্রুতং যন্তম্মনো মোহয়তীব মে ॥ ১১ ॥  
 চরিতং বাহুদেবস্য ত্র্যমাত্ম্যাহি যথা তথম্ ।  
 নরনারায়ণৌ দেবৌ পুরাণায়ম্বিসত্তমৌ ॥ ১২ ॥  
 ধৰ্ম্মপুঞ্জৌ মহাত্মানৌ তপশ্চৈরতুরন্তমম্ ।  
 যৌ মুনী বহুবর্ষাণি পুণ্যে বদরিকাশ্রমে ॥ ১৩ ॥  
 নিরাহারৌ জিতাত্মানৌ নিঃস্পৃহৌ জিতবড়্গুণৌ ।  
 বিষ্ণোরংশৌ জগৎস্থেন্নৈ তপশ্চৈরতুরন্তমম্ ॥ ১৪ ॥  
 তয়োরংশাবতারৌ হি জিহ্মুকৃষ্ণৌ মহাবলৌ ।  
 প্রসিক্তৌ মূনিভিঃ প্রোক্তৌ সৰ্ব্বজ্ঞৈর্নারদাদিভিঃ ॥ ১৫ ॥

কিঞ্চ কে তে পুত্রা ইতি । শিলায়াং যে বিপোধিতা ইতি শেষঃ । তে কে পূৰ্ব্বজন্মনি  
 স্থিতা ইত্যর্থঃ ॥ ১—১০ ॥

কিংবদন্ত্যা জনশ্রুত্যা মনো মোহয়তীবেতি । কচিদীশ্বরবচ্চরিতেন কচিজীববচ্চরিতেন  
 সময়ম্বিরো বা জীবো বেতি মনসো মোহো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

কিঞ্চ নরনারায়ণাবিতি ॥ ১২—১৩ ॥

জিতবড়্গুণৌ জিতকামক্ৰোধাদিষট্কে । জগৎস্থেন্নৈ জগৎকল্যাণায় ॥ ১৪—১৫ ॥

ষ বালিকা কংস কর্তৃক শিলায় আহত ও তৎক্ষণাৎ অষ্টভুজা হইয়া আকাশপথে উখিত হইয়া-  
 ছিলেন তিনিই বা কে ? হে বিমলান্মন ! যিনি বহুতর রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই  
 ঐহিকি কল্পে গৃহস্থ ধর্ম্মের আচরণ করিলেন ; এবং তিনি সেই জন্মে যে যে কর্ম্ম করিয়া  
 যন্ত্রণে দেহত্যাগ করেন তৎসমুদায় আমার নিকট বর্ণন করুন । আমি কিংবদন্তীতে বাহা  
 হা শ্রবণ করিয়াছি, তৎসমুদয় যেন আমার মনকে মোহিত করিয়া আনিতেছে । ভগবন্ !  
 গহাতে শুনিতেছি যে বাহুদেবের চরিত্র কখন ঈশ্বরের ত্রায় কখন ও বা সামান্ত জীবের  
 ায়, অতএব তিনি ঈশ্বর অথবা সামান্ত মানব এইরূপ সংশয়বিজ্ঞপ্তিত মোহে আমার মন  
 াকুল হইয়া উঠিয়াছে আপনি বাহুদেবের চরিত্র যথার্থরূপে বর্ণন করিয়া আমার এই  
 মাহ বিমূর্ত্তিত করুন ॥ ১—১১ ॥

হে ভগবন্ ! পূর্বে, পূৰ্ণপুঞ্জ মহাত্মা পুরাতন মুনী, ঋষিশ্রেষ্ঠ, নরনারায়ণ নামক দেবতা  
 ায় পবিত্র বদরিকাশ্রমে বহুবর্ষ ব্যাপিয়া অত্যন্তম তপস্তা করিয়াছিলেন ॥ ১২—১৩ ॥ এই  
 নিষয় বিস্তার অংশ, ইহারা জগতের কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত, নিঃস্পৃহ, জিতেজিয় ও নিরা-  
 ায় হইয়া কামক্ৰোধাদি রিপুবর্গের পরাজয় পূৰ্ব্বক অমৃত্তম তপস্তা করিয়াছিলেন ॥ ১৪—১৫ ॥ সৰ্ব্ব-



বিদ্যমানশরীরো তৌ কথং দেহান্তরং গর্তৌ ।  
 নরনারায়ণৌ দেবৌ পুনঃ কৃষ্ণার্জুনৌ কথম্ ॥ ১৬ ॥  
 যৌ চক্রভূতপশ্চোগ্রং মৃত্যুর্থং যুনিসতমৌ ।  
 তৌ কথং প্রাপভূর্দেহৌ প্রাপ্তযোগৌ মহাতপৌ ॥ ১৭ ॥  
 শূদ্রঃ স্বধর্মনিষ্ঠস্ত য়তো বৈশ্যঃ কামাধুর্যং ।  
 বৈশ্যঃ স্বধর্মনিষ্ঠস্ত দেহান্তে ক্ষত্রিয়ো ভবেৎ ॥ ১৮ ॥  
 ক্ষত্রিয়স্ত শুভাচারো য়তো বৈ ব্রাহ্মণো ভবেৎ ।  
 ব্রাহ্মণো নিঃস্পৃহঃ শাস্তো ভবরোগাভিমুচ্যতে ॥ ১৯ ॥  
 বিপরীতমিদং ভাতি নরনারায়ণৌ চ তৌ ।  
 তপসা শোষিতাত্মানৌ ক্ষত্রিয়ৌ তৌ বভূবুহুঃ ॥ ২০ ॥  
 কেন তৌ কর্মণা শাস্তৌ জাতৌ শাপেন বা পুনঃ ।  
 ব্রাহ্মণৌ ক্ষত্রিয়ৌ জাতৌ কারণং তন্মুনে ! বদ ॥ ২১ ॥

বিদ্যমানশরীরো তাবিতি । পূর্বদেহং পরিত্যজ্য দেহতিরোগমনং সম্ভবতি ন চ তদ্বি-  
 হান্তি । তথা চ কথং তয়োর্দেহান্তরগমনমিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

কিঞ্চ যৌ চক্রভূতরিতি । মৃত্যুর্থং তপস্ততোর্দেহান্তরগমনফলং বিকল্পং কথমভূদিত্য-  
 প্রস্নার্থঃ ॥ ১৭ ॥

যদ্বস্তপসা যদ্যদ্ব্যকলং ভবতি তদাহ শূদ্র ইতি ॥ ১৮—১৯ ॥  
 এবং নিয়মে সতি নরনারায়ণয়োর্ব্রাহ্মণয়োজ্ঞানি নোন্নির্গরীতং ক্ষত্রিয়জন্মফলং কথমভূদিত্য-  
 ত্যাহ বিপরীতমিতি ॥ ২০ ॥

বিপরীতকলকারণং তর্কয়তি কেন তাবিতি ॥ ২১ ॥

জ্ঞানসম্পন্ন নারদাদি মুনিগণ কহিয়া থাকেন যে, স্প্রসিদ্ধ মহাবল অর্জুন ও কৃষ্ণ পূর্বোক্ত  
 পুরাতন মুনিষয়ের অংশাবতার ॥১৫॥ সেই নরনারায়ণ দেবভাষ্য পূর্বদেহ বিদ্যমান সবে  
 কিরূপে দেহান্তর গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণার্জুন হইয়া উৎপন্ন হইয়াছিলেন ? ॥ ১৬ ॥ আর যে  
 মুনীশ্রব্ধগল মুক্তির নিমিত্ত উগ্রতর তপসা করিয়া যোগসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার  
 কিরূপে দেহ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন ? ॥ ১৭ ॥ হে ব্রহ্মন্ ! আমরা শুনিয়াছি, স্বধর্ম নিরত  
 শূদ্র, দেহান্তে বৈশ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে । এইরূপ বৈশ্য সদাচারনিষ্ঠ হইলে  
 ক্ষত্রিয়কুলে জন্মিয়া থাকে এবং সদাচার সম্পন্ন ক্ষত্র, দেহ পরিহার পূর্বক ব্রাহ্মণকুলে  
 জন্মিয়া থাকে । আর ব্রাহ্মণ যদি নিঃস্পৃহ ও শাস্তিপথাবলম্বী হরেন তাহা হইলে ভবময়ণা  
 হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৮—১৯ ॥ ভগবন্ ! সেই নরনারায়ণ, তপসা বারা পরীর  
 শোষণ করিয়াও যে ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন, এ বিষয় নিয়মের বিপরীত বলিয়াই আমার নিকট  
 প্রতিভাত হইতেছে ॥ ২০ ॥ তাঁহার বোঙ্গী হইলেও কি কর্ম বারা পুনর্বার জন্মগ্রহণ  
 করিয়াছিলেন ? অথবা তাঁহার ব্রাহ্মণ হইয়া শাপপ্রযুক্তই ক্ষত্রিয় হইয়া জন্মিয়াছিলেন ?

যাদবানাং বিনাশশ্চ ব্রহ্মশাপাদিতি জ্ঞতিঃ ।  
 কৃষ্ণস্তাপি হি পাক্ষর্যাঃ শাপেনৈব কুলকরঃ ॥ ২২ ॥  
 প্রত্যাশ্রয়হরণং চৈব শস্যরেণ কথং কৃতম্ ।  
 বর্তমানে বাসুদেবে দেবদেবে জনার্দনে ।  
 পুত্রস্ত সূতিকাগেহাক্রুরণক্কাতিদুর্ঘটম্ ॥ ২৩ ॥  
 দ্বারকাদুর্গমধ্যাদ্ বৈ হরিবেশাদুরতয়াং ।  
 ন জ্ঞাতং বাসুদেবেন তৎ কথং দিব্যচক্ষুষা ॥ ২৪ ॥  
 সন্দেহোহয়ং মহান্ ব্রহ্মমিঃসন্দেহং কুরু প্রভো ! ।  
 যৎ পত্ন্যো বাসুদেবস্ত দম্ব্যভিনুর্গীতা হতাঃ ॥ ২৫ ॥  
 স্বর্গতে দেবদেবে তু তৎ কথং মুনিসত্তম ! ।  
 সংশয়োহন্যোহস্তি মে ব্রহ্মশ্চিত্তান্দোলনকারকঃ ॥ ২৬ ॥  
 বিষ্ণোরংশঃ সমুদ্ভূতঃ শৌরিভূভারহারকৃৎ ।  
 ন কথং মথুরারাজ্যং ভয়াভ্যক্তা জনার্দনঃ ॥ ২৭ ॥

কিঞ্চ যাদবানামিতি । স কথং জ্ঞাত ইতি বদেতি শেষঃ । কৃষ্ণস্তাপীতি । পাক্ষর্যাঃ শাপেনেখরস্তাপি কৃষ্ণস্ত কুলকরঃ কথং জ্ঞাত ইত্যপি বদেত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

বাসুদেবে বর্তমানে পুত্রস্ত হরণং কথং কৃতমিত্যবয়ঃ ॥ ২৩ ॥

কিঞ্চ তেন কৃতং হরণং বাসুদেবেন দিব্যচক্ষুষা কথং ন জ্ঞাতম্ । যদর্থং মহানোহে নিমগ্ন ইত্যাহ ন জ্ঞাতমিতি ॥ ২৪ ॥

কিঞ্চ যৎ পত্ন্য ইতি ॥ ২৫ ॥

স্বর্গতে বৈকুণ্ঠং গতে ॥ ২৬ ॥

বাহাই হউক, হে মনে ! আপনি আমার নিকট ইহার কারণ বর্ণন পূর্বক সংশয় অপনোদন  
 করুন ॥ ২১ ॥ আমি শুনিয়াছি যে ব্রহ্মশাপে যতকুল ধ্বংস হয় এবং ত্রীকক্ষ ঈশ্বরবতার  
 হইলেও পাক্ষরীর অভিশাপে তাঁহার কুলকর হইয়াছিল ॥ ২২ ॥ অশ্বরাজ শস্য কি নিমিত্ত  
 প্রত্যাশ্রয়ে হরণ করিয়াছিল, দেবদেব বাসুদেব জনার্দন বিদ্যমান থাকিলেও সূতিকাগার  
 হইতে পুত্রের হরণ অত্যন্ত দুর্ঘট বলিয়া মনে হয় ॥ ২৩ ॥ শস্যরাজ্য হরণক্রমে দ্বারকা  
 মধ্যস্থিত হরির গৃহ হইতে প্রেছকে হরণ করিয়া লইয়া গেলেও বাসুদেব দিব্যচক্ষু দ্বারা  
 দেখিতে পাইলেন না কেন ? ॥ ২৪ ॥ হে ব্রহ্মন্ ! বাসুদেব দেহত্যাগ করিলে দম্ব্যগণ তাহার  
 পত্নীগণকে যে লুপ্ত করিয়া লইয়াছিল, এ বিষয়ে আমার মহান্ সংশয় উপস্থিত হই-  
 রাছে ॥ ২৫ ॥ হে মুনিসত্তম ! দেবদেব বাসুদেব স্বর্গগত হইলেই উক্ত ব্যাপার কেন সংঘটিত  
 হইল, ব্রহ্মন্ ! ইহা ব্যতীত আমার আর একটি গুরুতর সংশয় আছে বাহা মানসপথে  
 উদ্ভূত হইয়া চিত্তকে আলোড়িত করিতেছে ॥ ২৬ ॥ সাধো ! ত্রীকক্ষ বিধুর অংশ হইতে

দ্বারবত্যাং গতঃ সাধো ! সসৈশ্বঃ সমুদ্রকরণঃ ।  
 অবতারো হরেঃ প্রোক্তো ভূভারহরণায় বৈ ॥ ২৮ ॥  
 পাপান্নানাং বিনাশায় ধর্মসংস্থাপনায় চ ।  
 তৎ কথং বাসুদেবেন চৌরাস্ত্রে ন নিপাতিতাঃ ॥ ২৯ ॥  
 যৈর্হতা বাসুদেবশ্চ পত্ন্যাঃ সংলুপ্তিতাশ্চ তাঃ ।  
 স্তেনাস্ত্রে কিং ন বিজ্ঞাতাঃ সর্বজ্ঞেন সতা গুনঃ ॥ ৩০ ॥  
 ভীষ্মদ্রোণবধঃ কামং ভূভারহরণে মতঃ ।  
 অবিতাশ্চ মহাত্মানঃ পাণ্ডবা ধর্মতৎপরাস্তে ॥ ৩১ ॥  
 কৃষ্ণভক্তাঃ সদাচার্য যুধিষ্ঠিরপুরোগমাঃ ।  
 তে কৃষ্ণা রাজসূয়ঞ্চ যজ্ঞরাজং বিধানতঃ ॥ ৩২ ॥  
 দক্ষিণা বিবিধা দত্তা ব্রহ্মণোভ্যোহতিভাবতঃ ।  
 পাণ্ডুপুত্রাস্ত্র দেবাংশা বাসুদেবাশ্চিত্তা যুনে ! ॥ ৩৩ ॥

কিঞ্চ বিক্ষোভিতি ॥ ২৭—৩০ ॥

ভীষ্মদ্রোণাদয়ো ধর্মাত্মানোহপি ভূভারকারকা ইতি জ্ঞাত্বা তেবাং বধস্তত্ত্ব মত ইষ্টো  
 জাতস্তথা সতি তেবাং স্তেনানাং কথং তেন বধো ন কৃত ইতি বদেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩১ ॥

কিঞ্চ কৃষ্ণভক্তা ইতি ॥ ৩২—৩৩ ॥

উৎপন্নঃ ; যুনিগণও কহিয়া থাকেন যে ভূভার হরণের নিমিত্ত ভগবান্ হরি অবনীতে  
 অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই ত্রীকূক্ষ, অরাসন্ধের ভয়ে মথুরারাজ্য পরিত্যাগ করিয়া সৈন্ত  
 ও সূর্যদণ্ডের সহিত দ্বারবতী নগরীতে গমন করিয়াছিলেন। এ বিষয় আমার আশ্চর্য্য  
 বলিয়াই বোধ হইতেছে। আর দেখুন যদি অমেরায়া বাসুদেব, পৃথিবীর ভার হরণ,  
 পাপান্নাঙ্গণের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তবে যে সকল  
 দুষ্ট তত্ত্বর তাঁহার পত্নীগণের নৃশন করিয়া লইয়াছিল; তাহাদিগকে পূর্বে তিনি বিনাশ  
 করেন নাই কেন? তিনি সর্বজ্ঞ হইয়াও কি সেই চৌরগণকে জানিতেন না? ২৭—৩০ ॥  
 তিনি ধর্মনিরত মহাত্মা পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অতি মহাত্মা ধর্ম-  
 পরায়ণ ভীষ্ম দ্রোণাদিকে ভূভার বিবেচনা করিয়া কিরূপে তাহাদের বধ সাধন করিয়া-  
 ছিলেন, এ বিষয়ে আমার মহান্ সংশয় জন্মিয়া রহিয়াছে ॥ ৩১ ॥ যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডু-  
 পুত্রগণ সদাচার দেবাংশ সমুদ্র কৃষ্ণভক্ত, তাঁহারা ভক্তিভাবে বিধিপূরক রাজহর মহাভক্ত  
 সম্পাদন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ প্রকার দক্ষিণা প্রদান পূর্বক বাসুদেবের আশ্রিত  
 হইয়াছিলেন, তথাপি হে যুনে! তাঁহারা কিম্বত্ত্ব ঘোরতর মূষণ পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের  
 স্মৃতিরাশি কোথায় অপভ্রুত হইয়াছিল, যুনিবর! তাহারা এমন কি ঘোরতর পাপ

ঘোরং দুঃখং কথং প্রাপ্তাঃ ক গতং স্মৃততঞ্চ-তৎ ।  
 কিং তৎ পাপং মহারোদ্ভং যেন তে পীড়িতাঃ সদা ॥ ৩৪ ॥  
 দ্রৌপদী চ মহাভাগা বেদীমধ্যাং সমুখিতা ।  
 রমাংশজা চ সাধ্বী চ কৃষ্ণভক্তিসুতা তথা ॥ ৩৫ ॥  
 সা কথং দুঃখমতুলং প্রাপ ঘোরং পুনঃ পুনঃ ।  
 দুঃশাসনেন সা কেশে গৃহীতা পীড়িতা ভৃশম্ ॥ ৩৬ ॥  
 রজস্বলা সভায়াস্ত নীতা ভীতৈকবাসসা ।  
 বিরাটনগরে দাসী জাতা মৎস্যস্থ সা পুনঃ ॥ ৩৭ ॥  
 ধর্মিতা কীচকেনাথ রুদতী কুররী যথা ।  
 ছতা জয়দ্রথেনাথ ক্রন্দমানাতিদুঃখিতা ॥ ৩৮ ॥  
 মোচিতা পাণ্ডবৈঃ পশ্চাদ্ভলবদ্বিগ্নহাজাভিঃ ।  
 পূর্বজন্মকৃতং কিং তদ্ পাতকং যেন পীড়িতাঃ ॥ ৩৯ ॥  
 দুঃখান্বনেকাণ্ডান্তে কথয়াদ্য মহামতে ! ।  
 রাজসূয়ং ক্রতুবরং কৃত্বা তে মম পূর্বজাঃ ॥ ৪০ ॥

ক গতং স্মৃততঞ্চ তদ্বিতি । নমু পূর্বমেবোক্তং রাজসূয়ঃ সাক্ষো যজ্ঞো ন জাত ইতি তৎকথমত্র শব্দাতে ক গতং স্মৃততঞ্চ তদ্বিতি চেৎ । এতাদৃশবাহুদেবাদিসর্বজ্ঞপুরুষসান্নিধ্যে কথং সাক্ষো যজ্ঞো ন জাত ইত্যত্রৈব প্রশ্নতাৎপর্যাৎ । তদেবাহ কিং তৎ পাপমিতি । যেন পাপেন সাক্ষো যজ্ঞো ন জাত ইতি কৃত্বা দুঃখেন পীড়িতান্তং পাপং কিমিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

কিঞ্চ দ্রৌপদীতি ॥ ৩৫—৩৯ ॥

কিঞ্চ রাজসূয়মিতি ॥ ৪০ ॥

করিয়াছিলেন, যদ্বারা তাঁহাদিগকে নিরন্তরই ক্রেশরাশি ভোগ করিতে হইয়াছিল ॥৩২-৩৪॥ মহাভাগা দ্রৌপদী বেদিমধ্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তিনি লক্ষ্মীর অংশজাতা, সাধ্বী ও কৃষ্ণভক্তিসমম্বিতা ; তিনিই বা কি নিমিত্ত অতুলনীয় ঘোরতর দুঃখ পুনঃ পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ? হায় ! দ্রৌপদী দুঃশাসন কর্তৃক কেশাকর্ষণে অতিশয় প্রপীড়িতা এবং রজস্বলা একবস্ত্রা ও ভীতা হইলেও সেই দৃষ্ট কর্তৃক রাজসভায় আনীতা হইয়াছিলেন, তিনি বিরাটনগরে মৎস্যরাজের দাসী, ও কুররীর শ্রায় রোদন করিলেও কীচক কর্তৃক ধর্মিতা ও অপমানিতা হইয়াছিলেন ; হায় ! সেই দ্রৌপদী অতিশয় দুঃখিত হইয়া ক্রন্দন করিলেও জয়দ্রথ কর্তৃক অপকৃত হইয়া পরিশেষে বলবান্ মহাত্মা পাণ্ডবগণ কর্তৃক মোচিত হইয়া-  
 ছিলেন ; যুনে । পূর্বজন্মে সেই পাণ্ডবগণ এমন কি পাপ করিয়াছিলেন যদ্বারা তাঁহাদিগকে  
 এরূপ ঘোরতর মহারোদ্রে পড়িতে হইয়াছিল ? ॥ ৩৫—৩৯ ॥ হে মহামতে ! আমাদের  
 পূর্বপুরুষগণ রাজসূয় যজ্ঞের অমুষ্ঠান করিয়াও কি কারণে এবংবিধ অনেক প্রকার দুঃখ

দুঃখং মহত্তরং প্রাপ্তাঃ পূৰ্বজন্মকৃতেন বৈ ।  
 দেবাংশানাং কথং তেবাং সংশয়োহয়ং মহান্ হি মে ॥ ৪১ ॥  
 সদাচারৈস্তু কোন্ত্যৈর্ভীষ্মদ্রোণাদয়ো হতাঃ ।  
 ছলেন ধনলোভার্থং জানানৈর্নশ্বরং জগৎ ॥ ৪২ ॥  
 প্রেরিতা বাহুদেবেন পাপে ঘোরে মহাঅনা ।  
 কুলং ক্ষয়িতবস্তস্তে হরিণা পরমাজ্ঞনা ॥ ৪৩ ॥  
 বরং ভিক্ষাটনং সাধোনীবারৈর্জীবনং বরম্ ।  
 যোধাম হত্বা লোভেন শিল্পেন জীবনং বরম্ ॥ ৪৪ ॥  
 বিচ্ছিন্নস্তু ত্বয়া বংশো রক্ষিতো মুনিসত্তম ! ।  
 সমুৎপাদ্য হতানাম্ গোলকাক্ষত্রনাশনান্\* ॥ ৪৫ ॥

মম পূৰ্বজাঃ পূৰ্বজন্মকৃতপাপেন দুঃখং প্রাপ্তা ইতি বক্তব্যং তদপি ন সম্ভবতি । দেবাং-  
 শানাং তেবাং পূৰ্বজন্মভাবাদ্ দেবানাঞ্চ পরমেশ্বরাধিকারিপূৰ্বকত্বাৎ পাপসম্ভাবনাভাব-  
 স্তথা চ দেবাংশানাং তেবাং কথং দুঃখসম্ভব ইত্যয়ং সংশয়ো মে বর্ত্তত ইত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

কিক্ সদাচারৈস্থিতি । নশ্বরং মিথ্যাজগজ্জানানৈর্জীবনবহিঃ সদাচারৈঃ কথং হতা  
 ইত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

কিক্ প্রেরিতা ইতি । বাহুদেবেনশ্বরেণ কথং পাপে প্রেরিতা ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

লোভেন যোধাম হত্বা ন বিনাশ্য ভিক্ষাটনাদিনা জীবনং বরম্ । ন তু লোভেন যোধান্  
 হত্বা রাজ্যভোগো বর ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

কিক্ বিচ্ছিন্নস্থিতি ॥ ৪৫ ॥

ভোগ করিয়াছিলেন তাহা আপনি আমার নিকট বর্ণন করুন ॥ ৪০ ॥ যদি বলেন তাঁহারা  
 পূৰ্বজন্মকৃতকৰ্মবশে অতি মহত্তর দুঃখপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা সম্ভব হইতে পারে না;  
 কারণ, তাঁহারা দেবাংশ, অতএব তাঁহাদের এক্রপ দুঃখভোগ কিজন্তু ঘটয়াছিল, এতদ্বিষয়ে  
 আমার মহৎ সংশয় রহিয়াছে ॥ ৪১ ॥ কুন্তীপুত্রগণ সদাচার সম্পন্ন হইয়া এবং এই জগতের  
 নবরতা জানিয়াও ধনলোভে কি নিমিত্ত ছলপূৰ্বক ভীষ্মদ্রোণাদির বধ সাধন করিয়া-  
 ছিলেন ॥ ৪২ ॥ তাঁহারা, পরমাত্মস্বরূপ মহাত্মা বাহুদেব হরি কর্তৃক ঘোরতর পাপকাণ্ডে  
 প্রেরিত হইয়া আপনাদের কুলক্ষয় করিয়াছিলেন ইহাত আমার নিকট অতিশয় আশ্চর্য্য  
 বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছে ॥ ৪৩ ॥ হে সাধো ! বরং ভিক্ষাটনও ভাল, বরং নীবার কবির  
 ঔষধধারণও ভাল, বরং শিল্পকর্ম দ্বারা জীবন যাত্রা নির্বাহ করাও ভাল তথাপি লোভ-  
 বশে অস্ত্রাঘাত দ্বারা যোধগণের বধ সাধন করা কদাপি কর্তব্য নহে ॥ ৪৪ ॥ হে মুনিসত্তম !  
 আপনিই, অতুল পরাক্রমী গোলক পুত্র সকল + উৎপন্ন করিয়া এই বিচ্ছিন্ন বংশের রক্ষা

\* মাতৃশাসনাৎ । ইতি বা পাঠঃ ।

! পুত্রি, হত হইলে সেই নারীর গর্ভে অল্প পুত্রবৎ কণ্ডক উৎপাদিত পুত্রের নাম শ্লেণক ।

সোহিল্লেনৈব তু কালেন বিরাটতনয়াসুতঃ ।

তাপসস্য গলে সর্পং শূন্তবান্ কথমদুতম্ ॥ ৪৬ ॥

ন কোহপি ব্রাহ্মণং দ্বেষ্টি ক্ষত্রিয়স্য কুলোদ্ভবঃ ।

তাপসং মৌনসংযুক্তং পিত্রা কিং তৎ কৃতং যুনে ! ॥ ৪৭ ॥

এতৈরশ্বেশ্চ সন্দেহৈর্বিকলং মে মনোহধুনা ।

স্থিরং কুরু পিতঃ ! সাধো ! সর্বজ্ঞোহসি দয়ানিধে ! ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে

জনমেজয়স্ত সন্দেহকথনপুরঃসরং কৃষ্ণাবতারপ্রশ্নকথনং নাম

প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

ষাট্শমহামুভাবাছংপন্নং বংশে জায়মানঃ সঃ বিরাটতনয়া উত্তরা তত্যাঃ সুতঃ পরিকি-  
তাপসস্ত গলে সর্পং কথমদুতমিত্যর্থঃ ॥ ৪৬—৪৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

করিয়াছিলেন ॥৪৫॥ আর সেই সংকুণ্ণসম্বৃত উত্তরায়জ মহামুভব পিতৃদেব, অকস্মাৎ কিজন্ত  
তাপস ব্রাহ্মণের গলদেশে, মৃতসর্প বিন্যস্ত করিয়াছিলেন ? এই বিষয় আমার মহৎ আশ্চর্যা  
বলিয়াই বোধ হইতেছে ॥ ৪৬ ॥ ক্ষত্রকুলোদ্ভব কোনও ব্যক্তি ব্রাহ্মণের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ  
করেন না ; পিতৃদেব কি মৌনব্রতধারী তাপসের প্রতি সেইরূপ আচরণ করিয়াছিলেন ?  
আপনি কি তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন ? ॥ ৪৭ ॥ মুনিবর ! এই সকল এবং অন্যান্য  
বহুতর সন্দেহজালে জড়িত হইয়া আমার মন এক্ষণে অত্যন্ত বিকল ও ব্যাকুল হইয়া  
উঠিয়াছে, হে দয়ানিধে ! সাধো আপনি সর্বজ্ঞ ; আপনি কৃপা করিয়া আমার এই চঞ্চল  
মানসের স্থিরতা সম্পাদন করুন ॥ ৪৮ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-

ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে জনমেজয়ের প্রশ্ন নামক প্রথম

অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

এবং পৃষ্ঠঃ পুরাণজ্ঞো ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ ।  
পরিক্রিতসুতং শাস্তং ততো বৈ জনমেজয়ম্ ।  
উবাচ সংশয়চ্ছেত্বং বাক্যং বাক্যবিশারদঃ ॥ ১ ॥  
ব্যাস উবাচ ।

রাজন্ ! কিমেতদ্বক্তব্যং কৰ্ম্মণাং গহনা গতিঃ ।  
দুজ্জেরা কিল দেবানাং মানবানাঞ্চ কা কথা ॥ ২ ॥  
যদা সমুপ্তিতং চৈতদব্রহ্মাণ্ডং ত্রিগুণাস্কম্ ।  
কৰ্ম্মণৈব সমুৎপত্তিঃ সৰ্বেষাং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩ ॥  
অনাদিনিধনা জীবাঃ কৰ্ম্মবীজসমুত্তবাঃ ।  
নানাযোনিষু জায়ন্তে ত্রিযন্তে চ'পুনঃপুনঃ ॥ ৪ ॥

---

যষ্টমোক্তৈর্কিচিরন্ত প্রপক্কত চ কারণম্ ।

দেবাদীনাং সৰ্বেষাং কৰ্ম্মণোভ্যুত্থ্যতে ॥

ইং জনমেজয়েনানেকবিধান কৃতান্ প্রস্নান্ শ্রদ্ধাভ্যেতাং সৰ্বেষাং প্রস্নানাং সমাধানং  
প্রপক্কত দেবাদীনাং কৰ্ম্মাধীনম্ভমিতি ব্যাস উবাচেতি শৌনকাধীন প্রতি হৃত আহ এবং  
পৃষ্ঠঃ পুরাণজ্ঞ ইতি ॥ ১ ॥

কিমুবাচ তদাহ রাজন্ ! কিমিতি । এতদ্ব্যাপ্তং পৃষ্ঠং কিং বক্তব্যং যতো দেবানামপি  
কৰ্ম্মণাং গহনা কঠা গতিদুজ্জেরা ভবতি । যদা দেবাদীনাং কৰ্ম্মণৈব গতিস্তদা মানবানাং  
কা কথা । তস্মাৎ কিং বক্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

কৰ্ম্মাধীনম্ভমেব সৰ্বেষামাহ যদেতি । অত্র তদেতি শেষঃ ॥ ৩ ॥

কৰ্ম্মবীজসমুত্তবাঃ কৰ্ম্মরূপকারণজন্তাঃ ॥ ৪ ॥

---

হৃত কহিলেন, অনন্তর সত্যবতীতনয় পুরাণবিদ বাক্যবিশারদ ব্যাসদেব, এইরূপে  
জিজ্ঞাসিত হইয়া পরীক্ষিতপুত্র প্রশান্তচেতা জনমেজয়কে সংশয়চ্ছেদি বাক্য সকল  
বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১ ॥ রাজন্ ! এ বিষয়ে অধিক বক্তব্য আর কি আছে?  
আপনি জানিবেন এই সংসারে কৰ্ম্মের গতি সহজেই বোধগম্য হয় না ; ইহার বিচিত্র  
গতি দেবতারাও হৃদয়লব্ধ করিতে সমর্থ নহেন, বহুব্যাদিগের পক্ষে আর কি  
বলিব ॥ ২ ॥ যখন এই ত্রিগুণাস্কম জগৎ উৎপন্ন হয়, তখন কৰ্ম্মের দ্বারাই সকলের  
উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৩ ॥ কৰ্ম্মরূপ বীজ হইতে উৎপন্ন জীব

কৰ্মণাং রহিতো দেহসংযোগো ন কদাচন ॥ ৫ ॥  
 শুভাশুভৈস্তথা মিশ্রৈঃ কৰ্মভির্বেষ্টিতং ত্বিদম্ ।  
 ত্রিবিধানি হি তান্মাহুৰ্ভূতাস্তদ্বিদশ্চ যে ॥ ৬ ॥  
 সঞ্চিতানি ভবিষ্যাণি প্রারন্ধানি তথা পুনঃ ।  
 বর্তমানানি দেহেহস্মিংশ্চৈববিধাং কৰ্মণাং কিল ॥ ৭ ॥  
 ব্রহ্মাদীনাঞ্চ সৰ্বেষাং তদ্বশত্বং নরাধিপ ! ।  
 সূত্বদুঃখজ্জরামৃত্যুহর্ষশোকাদয়স্তথা ॥ ৮ ॥  
 কামক্রোধো চ লোভশ্চ সৰ্বৈ দেহগতা গুণাঃ ।  
 দৈবাধীনাশ্চ সৰ্বেষাং প্রভবন্তি নরাধিপ ! ॥ ৯ ॥

দেহসংযোগোহয়ং ত্রিবিধকৰ্মরহিতঃ কদাপি ন তিষ্ঠতি ॥ ৫ ॥

তত্র কৰ্মাণি ত্রিবিধানি সত্তীত্যাহ শুভাশুভৈরিতি । শুভানি সাধিকানি । অশুভানি  
 তামসানি । মিশ্রাণি রাজসানি । তেষাং স্বরূপঞ্চ তৃতীয়ত্বক্কে সৰ্বাদিশুণ্ণনিরূপণপ্রকরণে  
 স্পষ্টীকৃতম্ ॥ ৬ ॥

তানি চ প্রত্যেকং ত্রিবিধানীত্যাহ সঞ্চিতানীতি এবং কৰ্মণাং ত্রৈবিধ্যং ভবতী-  
 ত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

যদ্যপি ব্রহ্মাদয় ঈশ্বরাঃ সন্তি তথাপি তে কৰ্ম্মণৈবেশ্বরা জ্ঞাতা ইতি কৰ্ম্মবশ্যত্বং তেষা-  
 মন্তোবেত্যাহ ব্রহ্মাদীনামিতি । পূৰ্ণজন্মনি কচ্ছিদ্ৰিদ্যমানো জীবঃ কৰ্ম্মোপাসনাতিশয়েন  
 হিরণ্যগৰ্ভো ভবতি । সে। বিভেৎ স নৈব রেমে ইতি বৃহদাণ্যকশ্রুতঃ । কৰ্ম্মভির্কচ্ছ এবং স  
 পূৰ্ণজন্মকৃতপ্রবণাদিসাধনসংস্কারবশাদেব হিরণ্যগৰ্ভজন্মনি জ্ঞানবাংশ্চ ভবতীত্যোক্তদপি  
 বৃহদাণ্যক এবোক্তম্ । কৰ্ম্মাধীনস্ত তস্ত হিরণ্যগৰ্ভস্তৈবাবতারা এতে ব্রহ্মবিজ্ঞানহীনঃ  
 ইতি । হিরণ্যগৰ্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ইত্যাদিশ্রুত্যোক্তম্ । তথাচ কৰ্ম্মাধীনহিরণ্যগৰ্ভাংশ্চাব্রহ্মা-  
 দীনামপি কৰ্ম্মাধীনত্বং ভবত্যোবেতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

দৈবাধীনাঃ কৰ্ম্মাধীনা ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

সকলের আদি ও অন্ত নাই, ইহারা ঐ কৰ্ম্ম-বীজ দ্বারাই নানাবিধ বোনিতে পুনঃ পুনঃ  
 জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে ও পুনঃ পুনঃ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, কারণ, কৰ্ম্মক্ষয় হইলে জীবকে  
 কদাচই আর দেহের সহিত সংযুক্ত হইতে হয় না ॥ ৫—৫ ॥ জীবগণের কৰ্ম্ম শুভ, অশুভ  
 ও মিশ্র, তন্মধ্যে সাধিক কৰ্ম্ম শুভ, তামস কৰ্ম্ম অশুভ এবং রাজসিক কৰ্ম্ম মিশ্রিত,  
 তদ্বর্ণি পণ্ডিতগণ জীবের কৰ্ম্ম এই তিন প্রকার বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন ॥ ৬ ॥  
 উক্ত তিন প্রকার কৰ্ম্মের প্রত্যেকই আবার সঞ্চিত, ভবিষ্য ও প্রারন্ধভেদে তিন  
 প্রকারে বিভক্ত; এই তিন প্রকার কৰ্ম্ম জীবদেহে নিয়তই বিদ্যমান থাকে ॥ ৭ ॥  
 যে নৃপতে ! ব্রহ্মাদি সকলেই সেই কৰ্ম্মের বশীভূত । আর সূত্ব, দুঃখ, জরা, মৃত্যু, হর্ষ,  
 শোকাদি এবং কাম, ক্রোধ ও লোভাদি দেহগত গুণ সকল কৰ্ম্মজনিত অদৃষ্টের বশবর্ত্তী  
 হইয়া প্রোহত্ব হইয়া ॥ ৮—৯ ॥ অতএব রাগ ঘেবাদি শারীরিক ধৰ্ম্ম সকল সমভাবেই



রাগদ্বৈতাদয়ো ভাবাঃ সর্বৈহপি প্রভবন্তি হি ।

দেবানাং মানবানাঞ্চ তিরস্চাঞ্চ তথা পুনঃ ॥ ১০ ॥

বিকারাঃ সর্ব এবেতে দেহেন সহ সঙ্গতাঃ ।

পূৰ্ববৈরাগ্ন্যযোগেন স্নেহযোগেন বা পুনঃ ॥ ১১ ॥

উৎপত্তিঃ সর্বজন্তুনাং বিনা কৰ্ম ন বিদ্যতে ।

কৰ্মণা ভ্রমতে সূর্য্যঃ শশাঙ্কঃ ক্ষয়রোগবান্ ॥ ১২ ॥

কপালী চ তথা রুদ্রঃ-কৰ্মণৈব ন সংশয়ঃ ।

অনাদিনিধনকৈতৎ কারণং কৰ্মসম্ভবে ॥ ১৩ ॥

তেনেহ শাস্ত্রতং সৰ্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ।

নিত্যানিত্যবিচারেহত্র নিমগ্না মুনয়ঃ সদা ॥ ১৪ ॥

ন জ্ঞানন্তি কিমেতদ্বৈ নিত্যং বানিত্যমেব চ ।

মায়ায়াং বিদ্যমানায়াং জগন্মিত্যং প্রতীয়তে ॥ ১৫ ॥

দেবানাং মানবানাঞ্চ তিরস্চাঃ সর্বৈবামপি কৰ্মাধীনবস্ত তুল্যত্বাদিত্যাচ দেবানা-  
মিতি ॥ ১০ ॥

পূৰ্ববৈরাগ্ন্যযোগেনত্যৰ্থঃ পূৰ্ব্ভাষ্যি ॥ ১১ ॥

কৰ্মাধীনঃ নিগময়তি উৎপত্তিরিতি ॥ ১২ ॥

নহু কৰ্মাদেতাদৃশং চৰ্ঘটং কৰ্মোৎপন্নমিতি চেত্তত্রাহ অনাদিতি । বীজাত্মরবদেতত্তান-  
দিবাদনাদিহ । অনিধনবস্ত মোক্ষপৰ্য্যস্তাবস্তানাং । তদেতাদৃশকৰ্মসম্ভবে সৰ্ব্বস্তোৎপত্তৌ  
কারণং ভবতীত্যর্থঃ । তেন কারণেন সৰ্বং জগচ্ছাখতঃ প্রবাহরূপেণ নিত্যং ভবতীত্যর্থঃ ।  
তথাচ কৈবল্যক্ৰতিঃ । পুনশ্চ জ্ঞানান্তরকৰ্মযোগাৎ স এব জীবঃ অপিতি প্রবক্ত ইতি । কৰ্মণ  
এব কারণত্বং দর্শয়তি । তথাচ নৈতাদৃশং কৰ্ম কৰ্মাদপ্যুৎপন্নং ভবিতুমিতিত্বার্থঃ । অতএবাহঃ  
বড়মাকমনাদয় ইতি ॥ ১৩ ॥

ইৎ কৰ্মসম্ভবে আগমং প্রদৰ্শ্যার্থাপত্তিসমপ্যাহ নিত্যানিত্যোতি । ইদং জগন্মিত্যং  
প্রলয়রহিতমাহোষিধনিত্যং প্রলয়সহিতং ভবতি ইতিবিচারে সদা মুনয়ো নিমগ্নাঃ ॥ ১৪ ॥

প্রভুত্ব করিয়া থাকে । দেব মানব ও তির্য্যগ্জাতির পূৰ্ব বৈরাগ্ন্যযোগ জন্ত ক্রোধ দ্বৈ  
দ্বৈবাদি এবং স্নেহযোগ জন্ত দয়া দাক্ষিণ্যাদি সকলপ্রকার বিকারই দেহের সহিত কৰ্ম্মহুত্রে  
লব্ধ হইয়া ব্রহ্মিছে ॥ ১০—১১ ॥ রাক্ষস! কৰ্ম্ম ব্যতিরেকে কোন জীবেরই উৎপত্তি  
হইতে পারে না । কৰ্ম্ম দ্বারা ই হৃদ্যহেদ, গণনমণ্ডলে ভ্রমণ করিয়া থাকেন, কৰ্ম্ম  
দ্বারা ই শিশাকর, রাজকন্যা যোগে আক্রান্ত হইরাছেন এবং রুদ্রদেব কৰ্ম্ম দ্বারা ই কপাল  
মালা ধারণ করিয়াছেন । অতএব, এই কৰ্ম্মের জ্ঞানিও নাই এবং মোক্ষের পূৰ্ব্বকণ  
পৰ্য্যন্ত বিরাশও নাই, এই কৰ্ম্মক্ষেই জগন্মের উৎপত্তি বিষয়ে একমাত্র কারণ বলিয়া  
জানিবে ॥ ১২-১৩ ॥ এই বলিই স্থাবর জঙ্গমাদ্য এই অগ্নি জগৎ নিত্য, কিন্তু মুনিগণ, ইহার

কার্য্যভাবঃ কথং বাচ্যঃ কারণে সতি সর্বথা ।

মায়া নিত্য কারণঞ্চ সর্বেষাং সর্বদা কিল ॥ ১৬ ॥

কৰ্ম্মবীজং ততো নিত্যং চিন্তনীয়ং সদা বুধৈঃ ।

ভ্রমত্যেব জগৎ সর্বং রাজন্ ! কৰ্ম্মনিয়ন্ত্রিতম্ ॥ ১৭ ॥

নানাযোনিষু রাজেন্দ্র ! নানাধৰ্ম্মগয়েষু চ ।

ইচ্ছয়া চ ভবেজ্জন্ম বিষ্ণোরমিততেজসঃ ॥ ১৮ ॥

যুগেযুগেষ্বনেকাসু নীচযোনিষু তৎকথম্ ।

ত্যক্তা বৈকুণ্ঠসংবাসং স্বথভোগাননেকশঃ ।

বিন্মুত্রমন্দিরে বাসং স্বতন্ত্রঃ কোহভিবাঙ্কতি ॥ ১৯ ॥

কূতো নিমগ্নস্তত্রাহ ন জানন্তীতি । যতো নিত্যং বানিত্যং বেতি ন জানন্তি ততো নম্রা ইত্যর্থঃ । নহু জগন্নশ্বরং ভাতি ততো নিত্যকোটিঃ কথমুখিতেতি চেদহুমিত্যেত্যাহ যোগ্যমিতি । কারণস্ত নিত্যত্বে কার্য্যমপি সदैব শ্রাদিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

তদেবাহ কার্য্যভাব ইতি অতো হেতোর্নিত্যত্বকোটিঃ সমুখিতেত্যর্থঃ । নহু মারৈবানিত্য শ্রাদিতি চেদেত্যাহ মায়া নিত্যোতি । মোক্ষপর্য্যন্তং নিত্যোত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

তর্হি প্রত্যক্ষোপলভ্যমানস্ত জগৎ নশ্বরত্বস্ত কা গতিরিতি চেত্তদত্থাৎনুপপত্ত্যা কৰ্ম্ম-রূপবীজস্ত সহকারিকারণশ্রানিত্যত্বং কল্পনীয়মিত্যাহ কৰ্ম্মবীজস্ততোহনিত্যমিতি । অনিত্যং কৰ্ম্মবীজং সহকারিকারণং বুদ্ধৌ চিন্তনীয়মিত্যর্থঃ । তস্মাজ্জগত উৎপত্তিপ্রলয়াদুৎপাদপ-প্রাপ্তি কৰ্ম্মপদ্ধাবঃ সিদ্ধ ইতি ভাবঃ । তস্মিন্শ্চানিত্যে কস্মিণী স্বীকৃতে যদা প্রারঙ্কং কৰ্ম্মো-ত্তরতি তদা মায়া বিসৃজতি যদা প্রারঙ্কং সৰ্ব্বপ্রাণিনাং নশ্যতি তদা কারণভূতয়া মায়ায়া নিত্যত্বেপি সহকারিকারণস্ত কৰ্ম্মণোহিভাবাজ্জগতঃ প্রলয়ো ভবতীতি সৰ্বং সমঞ্জসম্ ॥ ১৭ ॥

যদি কৰ্ম্মনিয়ন্ত্রিতং জগন্ম শ্রাবদেধরাণাং কণমোতাঙ্গী গতিভবেদিত্যাহ নানাযোনি-ধিতি । ইচ্ছয়া যদি নানাযোনিষু অধৰ্ম্মময়েষু দেশেষু জন্ম ন শ্রান্তদা দেবাদীনাম্ কৰ্ম্মনিয়-ন্ত্রিতত্বং ন শ্রাম চেচ্ছয়া কশ্চন হুঃপেষু পততি তস্মাদেবাদীনামপি কৰ্ম্মনিয়ন্ত্রিতত্বমেবেতি ভাবঃ ॥ ১৮ ॥

নিত্যানিত্য বিচারে সৰ্ব্বদা নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন ॥ ১৪ ॥ এই জগৎ নিত্য কি অনিত্য তাহা তাঁহারা বিশেষরূপে জানিতে পারেন না, যেখানে মায়া বিদ্যমান সেখানে জগৎ নিত্য বলিয়াই প্রতীত হয় ; কারণ, যেখানে কারণ সর্বতোভাবে বর্তমান, সেখানে কার্য্যভাব কিরূপে বলা যাইতে পারে । মায়া নিত্য ও সর্বদাই সকলের কারণরূপে দ্যমান রহিয়াছে ॥ ১৫-১৬ ॥ অতএব রাজন্ ! বুধগণ, কৰ্ম্মবীজ নিত্য বলিয়া বিবেচনা রিয়া থাকেন । হে নৃপ ! এই অখিল জগৎ কৰ্ম্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াই নিরন্তরই পরি-ণত হইতেছে ॥ ১৭ ॥ রাজেন্দ্র ! এই জগৎ অনিত্যতজা বিষ্ণুর ইচ্ছা দ্বারা নানাবিধ ধৰ্ম্মময় না যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতেছে ॥ ১৮ ॥ নৃপতে ! যদি অনিত্যপরাক্রমশালী বিষ্ণুর জন্ম আকস্মিক হইয়া থাকে তবে কি জন্ত তিনি অধৰ্ম্মময় নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ? জন্তই বা ভগবান্ বিষ্ণু যুগে যুগে অনেক নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ?

পুষ্পাবচয়লীলা চ'জলকেলিঃ সুখাসনম্ ।

ত্যাঙ্ক্য গৰ্ভগৃহে বাসং কোহভিবাঙ্কতি বুদ্ধিমান্ ॥ ২০ ॥

তুলিকাং মৃদুসংযুক্তাং দিব্যাং শয্যাং বিনিশ্চিতাম্ ।

ত্যাঙ্ক্যহধোমুখবাসঞ্চ কোহভিবাঙ্কতি পণ্ডিতঃ ॥ ২১ ॥

গীতং নৃত্যঞ্চ বাদ্যঞ্চ নানাভাবসম্বিতম্ ।

মুক্তা কো নরকে বাসং মনশাপি বিচিস্তুয়েৎ ॥ ২২ ॥

সিন্ধুজাহ্নুতভাবানাং রসং ত্যাঙ্ক্য স্নহুস্ত্যজম্ ।

বিম্মত্ৰরসপানঞ্চ ক ইচ্ছেন্নতিমাম্বরঃ ॥ ২৩ ॥

গৰ্ভবাসাং পরো নাস্তি নরকো ভুবনত্রয়ে ।

তদ্বীতীশচ প্রকূৰ্ব্বন্তি মুনয়ো দুস্তরং তপঃ ॥ ২৪ ॥

হিঙ্গা ভোগঞ্চ রাজ্যঞ্চ বনে যাস্তি মনস্বিনঃ ।

যদ্বীতীশ্ত বিমূঢ়াত্মা কস্তং সেবিতুমিচ্ছতি ॥ ২৫ ॥

গৰ্ভে তুদন্তি কুময়ো জঠরাগ্নিস্তপত্যধঃ ।

বপাসংবেষ্টনং ক্রুরং কিং সুখং তত্র ভূপতে ! ॥ ২৬ ॥

ইচ্ছয়া দেবাদীনাং নানাভয়ভোকৃত্যমিতি বক্তারমুপহসতি । যুগেযুগেণিতি ॥ ১৯—২১ ॥

অধোমুখবাসং বাল্যাবস্থায়াং গৰ্ভে বা ॥ ২৫ ॥

যদ্বীতীশ্বিতি পুৰুষোত্তমঃ ॥ ২৬ ॥

কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তি বৈকুণ্ঠবাস এবং বিবিধ সুখসম্ভোগ পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ঠা মূত্র পরিপূরিত মন্দির মধ্যে বাস করিতে বাসনা করিয়া থাকে ? ॥ ১৯ ॥ কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি পুষ্পচয়ন লীলাবিলাস, জলকেলি ও সুখাসন বিসর্জন দিয়া গৰ্ভ গৃহে বাস করিতে অভিলাষ করিয়া থাকে ॥ ২০ ॥ তুলিকাপূর্ণ, সুকোমল মনোরম দিব্য শয্যা পরিত্যাগ করিয়া কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি অধোমুখে গৰ্ভবাস করিতে অভিলাষী হয় ? ॥ ২১ ॥ হে নরেন্দ্র ! নানাবিধ ছাবজাব পরিপূর্ণ নৃত্য গীত ও বাদ্য পরিত্যাগ পুৰুষক কোন ব্যক্তি নরকে বাস করিতে মনে মনেও চিন্তা করিতে পারে ? ॥ ২২ ॥ রাজেন্দ্র ! ঐশ্বর্যলস্কীর অমুপম মনোরম অমৃত ভাবের হস্তজ্য মোহনরস পরিবর্জন পুরসর বিষ্ঠামূত্রের রসপান করিতে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে ॥ ২৩ ॥ হে জনমেজয় ! এই ভুবনত্রেয় গৰ্ভবাসের তুল্য নরক আর কিছুই নাই, ইহারই ভয়ে ভীত হইয়া মৃগিণ, দুষ্কর তপস্যা করিয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥ মনীষিগণ, বাহার ভয়ে ভীত হইয়া রাজ্য ও বিধর সম্ভোগ পরিহার পুৰুষক বনগমন করেন, এমন মূঢ় ব্যক্তি কে আছে যে, সেই নরকের সেবা করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা পুৰুষক কামনা করিয়া থাকে ॥ ২৫ ॥ দেখ, গৰ্ভবাসকালে ক্রিমিগণ দংশন করিতে এবং জঠরাগ্নি অধোভাগে তাপ দান করিতে থাকে, তাহাতে আবার গৰ্ভবেষ্টন মাংস দ্বারা নিয়তই নির্দয়রূপে বধ

বরং কারাগৃহে বাসো বন্ধনং নিগড়ের্বরম্ ।  
 অল্পমাত্রাং ক্ষণং নৈব গর্ভবাসঃ কচিচ্ছুভঃ ॥ ২৭ ॥  
 গর্ভবাসে মহদুখং দশমাসনিবাসনম্ ।  
 তথা নিঃসরণে দুঃখং যোনিযন্ত্রেহতিদারুণে ॥ ২৮ ॥  
 বালভাবে তথা দুঃখং মুকাজ্জভাবসংযুতম্ ।  
 ক্ষুত্ৰৃষ্যবেদনাশক্তঃ পরতন্ত্রোহতিকাতরঃ ॥ ২৯ ॥  
 ক্ষুধিতে রুদিতে বাসে মাতা' চিস্তাতুরা তদা ।  
 ভেষজং পাতুমিচ্ছন্তী জ্ঞাত্বা ব্যাধিব্যাথাং দৃঢ়াম্ ॥ ৩০ ॥  
 নানাবিধানি দুঃখানি বালভাবে ভবন্তি বৈ ।  
 কিং স্বেদং বিবুধা দৃষ্টা জন্ম বাঞ্ছন্তি চেচ্ছয়া ॥ ৩১ ॥  
 সংগ্রামমমরৈঃ সার্কিং স্বেদং ত্যক্তা নিরন্তরম্ ।  
 কর্তুমিচ্ছেচ্চ কো মূঢ়ঃ শ্রমদং স্বেদনাশনম্ ॥ ৩২ ॥  
 সর্ববৈথৈব নৃপশ্রেষ্ঠ ! সর্বৈব ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ ।  
 কৃতকর্মবিপাকেণ প্রাপ্নুবন্তি স্বেদাস্থে ॥ ৩৩ ॥  
 অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম শূভাশুভম্ ।  
 দেহবস্তিনৃতির্ভিদেবৈস্তির্থাগ্ভিশ্চ নৃপোত্তম ! ॥ ৩৪ ॥

গর্ভবেষ্টনমাংসং বপা ॥ ২৭—৩৭ ॥

ইয়া থাকিতে হয় । রাজেন্দ্র ! তাহাতে কিছুই ত স্বেদ দৃষ্ট হয় না ॥ ২৬ ॥ কারাগৃহে  
 নিবাস, ও নিগড় দ্বারা বন্ধনও বরং ভাল, তথাপি অল্পক্ষণমাত্র ও গর্ভবাস শুভকর নহে ॥ ২৭ ॥  
 প্রথমতঃ দশমাস গর্ভবাসে এবং তৎপরে নিদারুণ যোনিগত দিয়া নির্গমনকালেও জীবকে  
 হুঃখ অসহ্য করিতে হয় ॥ ২৮ ॥ বাল্যাবস্থায় বাক্যানিষ্করণের অভাব ও অজ্ঞানতা  
 নিবন্ধন ক্ষুধা তৃষ্ণা জানাইতে অশক্ত, স্তব্ধতা, পরাধীন ও অতিশয় কাতর হইয়া জীবগণ  
 হুঃখ প্রাপ্ত হয় ॥ ২৯ ॥ আবার, বালক ক্ষুধিত হইয়া রোদন করিলে তৎশ্রবণে মাতা ও চিস্তা-  
 তুর হইয়া থাকেন । তখন তিনি বালকের ব্যাধির যাতনা অধিকতর জানিয়া ঔষধ পান  
 করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন ॥ ৩০ ॥ এইরূপে বাল্যাবস্থাতেও নানাবিধ হুঃখ সংঘটিত  
 হইয়া থাকে । অতএব দেবগণ কি স্বেদ দেখিয়া এই ঘোরতর হুঃখসঙ্কল সংসারে স্বেচ্ছাক্রমে  
 জয়গ্রহণ করিতে বাহ্য করিবেন ॥ ৩১ ॥ হে নৃপ ! নিরন্তর সন্তোষ স্বেদ পরিত্যাগ পূর্বক  
 কোন মূঢ় ব্যক্তি, অমরগণের সহিত শ্রমদায়ক ও স্বেদনাশক সংগ্রাম করিতে ইচ্ছা  
 করেন ॥ ৩২ ॥ নৃপেন্দ্র ! ব্রহ্মাদি দেবতাগণ সকলেই কৃতকর্মের বিপাক হেতু সর্বতোভাবে  
 স্বেদ হুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ৩৩ ॥ নৃপোত্তম ! কি অমর কি নর কি তির্থাগ্ভাতি যে

তপসা দানযজ্ঞৈশ্চ মানবশ্রেষ্ঠতাং ব্রজেৎ ।

ক্ষীণে পুণ্যেহথ শত্রোহপি পতত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

রামাবতারযোগেন দেবা বানরতাং গতাঃ ।

তথা কৃষ্ণসহায়ার্থং গোপযাদবতাং গতাঃ ॥ ৩৬ ॥

এবং যুগে যুগে বিষ্ণুরবতারাননেকশঃ ।

করোতি ধর্মরক্ষার্থং ব্রহ্মণা প্রেরিতো ভূশম্ ॥ ৩৭ ॥

পুনঃপুনর্হরেরেবং নানায়োনিষু পার্শ্বিব ! ।

অবতারা ভবন্ত্যন্তে রথচক্রবদধুতাঃ ॥ ৩৮ ॥

দৈত্যানাং হননং কর্ম কর্তব্যং হরিণা স্বয়ম্ ।

অংশাংশেন পৃথিব্যাং বৈ কৃত্বা জন্ম মহাত্মনা ॥ ৩৯ ॥

তদহং সম্প্রবক্ষ্যামি কৃষ্ণজন্মকথাং শুভাম্ ।

স এব ভগবান্বিষ্ণুরবতীর্ণো যদোঃ কূলে ॥ ৪০ ॥

কশ্যপস্ত মুনেরংশো বহুদেবঃ প্রতাপবান্ ।

গৌরুত্তিরভবদ্রাজন্ ! পূর্বশাপানুভাবতঃ ॥ ৪১ ॥

রথচক্রবৎ পরিবর্তনমিত্যর্থঃ ॥ ৩৮—৪০ ॥

ইৎং সর্বপ্রপঞ্চ সামাজ্যতঃ কর্মজহতমুপপাদিতম্ । অয়ং ভাবঃ সচ্চিদানন্দরূপিণ্যা ভগবত্যা নিতাতৃপ্তায়া জগৎকলানন কিঞ্চিৎ কলমস্তি । কিন্তু নানাকর্মভির্জন্মদ্বাঃ প্রাণিনো জগৎসংস্কৃনাভাবে বিষয়াভাবাদ্ব্যোগাদন্তরে ন তথৈব বন্ধাঃ স্মারিত তেষাং ভোগেন কর্ম-ক্ষয়ার্থং স্বপ্রেরাজনাভাবেনপি কেবলং প্রাণিদয়ামবলম্ব্যৈব ভগবত্যা জগৎসংস্কর্মে প্রবৃতিঃ ।

কোনও দেহধারী মাত্রকেই আপন আপন কৃতকর্মের শুভাশুভ ফলভোগ অবশ্যই করিতে হইবে তাহাতে কিছুমাত্রই সন্দেহ নাই ॥ ৩৫ ॥ হে পার্শ্বিব ! মহুয়া তপস্যা দান ও যজ্ঞ দ্বারা ইন্দ্র প্রাপ্ত হইতে পারে ; কিন্তু পুণ্য ক্ষীণ হইলে, ইন্দ্রও স্বহান হইতে নিপতিত হইয়া থাকেন ॥ ৩৫ ॥ দেব, রামাবতার সময়ে দেবগণ, তাঁহার সাহায্য করিবার নিমিত্ত বানর হইয়া এবং কৃষ্ণাবতারে গোপ ও যাদব হইয়া অশ্বগ্রহণ করিয়া ছিলেন ॥ ৩৬ ॥ এইরূপে যুগে যুগে ব্রহ্মা কর্তৃক প্রেরিত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণু, ধর্মরক্ষার নিমিত্ত অনেকবার অবনিমগ্নে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ৩৭ ॥ হে পৃথিবীজ ! এইরূপে ভগবান্ হরি রথচক্রের স্তায় পরিবর্তিত হইয়া নানায়োনিতে বহবার অদ্ভুতরূপে পুনঃ পুনঃ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ৩৮ ॥ অমেরায়া হরি স্বয়ং অংশাংশে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া দৈত্যসংহাররূপ কর্তব্য কর্মসম্পাদন করিয়া থাকেন ॥ ৩৯ ॥ অতএব আমি আপনাকে সেই কল্যাণদায়িনী কৃষ্ণকথাই বলিব । সেই ভগবান্ বিষ্ণুই বহুকূলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ৪০ ॥ রাজন্ ! কশ্যপমুনির অংশাংশের প্রতাবসম্পন্ন বহুদেব পূর্বশাপ হেতু জন্মগ্রহণ পূর্বক

কশ্যপস্ত চ হে পত্ন্যৌ শাপাদত্ব মহীতলে ।

অদিতিঃ সুরসা চৈবমাসভুঃ পৃথিবীপতে ! ॥ ৪২ ॥

দেবকী রোহিণী চোভে ভগিন্যৌ ভরতর্ষভ ! ।

বরুণেন মহাশ্রাপো দত্তঃ কোপাদিতি ঐতম্ ॥ ৪৩ ॥

রাজোবাচ ।

কিং কৃতং কশ্যপেনাগো যেন শপ্তো মহানৃষিঃ ।

সভার্যঃ স কথং জাতস্তদ্বদন মহামতে ! ॥ ৪৪ ॥

কথঞ্চ ভগবাম্বিস্মৃত্তত্র জাতোহস্তি গোকুলে ।

বাসী বৈকুণ্ঠনিলয়ে রম্যাপতিরথশিতঃ ॥ ৪৫ ॥

নিদেশাৎ কস্ত ভগবান্ বর্ততে প্রভুরব্যয়ঃ ।

নারায়ণঃ সুরশ্রেষ্ঠো যুগাদিঃ সর্বধারকঃ ॥ ৪৬ ॥

তত্র যথা যথা যস্ত কৰ্ম্ম বর্ততে তথা তথা তস্ত ফলং দেয়মিতি ন ভগবত্যা বৈষম্যনৈনুগাধোষ-  
প্রসক্তিঃ । ন চ প্রপঞ্চে সতি কৰ্ম্মোদ্ভবস্তস্মিন্ সতি তন্নিমিত্তঃ প্রপঞ্চ ইত্যন্তোক্তাশ্রয়ো  
বৈষম্যনৈনুগাধোষপ্রসক্তিশ্চ তদবস্থেবেতি চেদ, বীজাকুরবৎ কৰ্ম্মণাং প্রপঞ্চস্ত চানাদিহাৎ ।  
যদাহঃ ষড়ম্বাকমনাদয় ইতি । অতএব বৃহদাবণ্যকে পূৰ্ব্বজন্মনি কৃতকৰ্ম্মোপাসনস্ত যজমানস্ত  
হিরণ্যগভপদপ্রাপ্তৌ সত্যং কৰ্ম্মবদ্ধত্বাদেবেশ্বরস্তাপি হিরণ্যগভস্ত ভয়াবত্যাং সো বিভেৎ  
স নৈব রেমে ইত্যাদিনোক্তম্ । অনন্তরং চ সো বেদাহঃ ব্রহ্মাস্মি ইত্যনেন তত্ত্বজ্ঞানমপ্যুক্তম্ ।  
যদা হিরণ্যগভস্তাপি কৰ্ম্মবদ্ধত্বং তদা তদবতারেষু হরিব্রহ্মাদিষু তদবতারাবতারেষু রাম-  
কৃষ্ণাদিষু কৰ্ম্মবদ্ধত্বং কা কপেতি । অধুনা শাপাদিবেশ্বকৰ্ম্মবদ্ধত্বং চ বদন পূৰ্ব্বপ্রদান-  
মুত্তরমপ্যাহ কশ্যপস্ত মুনেরংশ ইতি । গোবৃন্তিঃ পশুপালবৃন্তিঃ ॥ ৪১ ॥

কশ্যপস্ত ঋষেঃ পত্ন্যাবদিতিঃ সুরসা চেহেবং নাম্না বহুবভূস্তে বরুণশাপাদেবকীরোহিণীচ  
জাতে ইত্যর্থঃ ॥ ৪২—৪৩ ॥

যেন শপ্ত ইতি । যেনাগসাপরাধেন সভার্যঃ স ঋষিঃ কথং শপ্তো জাত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

গোকুলে বৈকুণ্ঠাপেক্ষয়াহতিনিকৃষ্টে ॥ ৪৫ ॥

পশু পালন বৃন্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন ॥ ৪১ ॥ নৃপবর ! কশ্যপ ঋষির দুই পত্নী  
অদিতি ও সুরসা অভিশাপে বশে দেবকী ও রোহিণী দুই ভগিনীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া-  
ছিলেন । হে ভরতর্ষভ ! আমরা এরূপ শুনিয়াছি যে জলাধিপতি বরুণ কোন সময়ে কোপ-  
ভরে তাঁহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৪২—৪৩ ॥

জনমেজয় কহিলেন, মহামতে ! মহর্ষি কশ্যপ কি অপরাধ করিয়াছিলেন যদ্বারা  
তিনি ভাব্যায় সহিত পশুভীর্বা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । বৈকুণ্ঠবাসী অথথিতায়া  
বিজুই বা কি জন্ত গোকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা আমাকে বলুন ॥ ৪৪—৪৫ ॥  
যিনি, ভগবান্ ও নারায়ণ, যিনি সুরশ্রেষ্ঠ ও নিগ্রহাঘ্রগ্রহে সমর্থ, যিনি সর্বাধার ও অব্যয়  
সেই সর্বযুগাদি, বৈকুণ্ঠবাসী দ্বীকেশ কি নিমিত্ত আপন ভবন পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক নর-

স কথং সদনং ত্যক্ত্বা কৰ্ম্মবানিব মানুষে ।  
 করোতি জননং কস্মাদত্র মে সংশয়ো মহান্ ॥ ৪৭ ॥  
 প্রাপ্য মানুষদেহস্ত করোতি চ বিড়ম্বনম্ ।  
 ভাবান্নানাবিধাংস্তত্র মানুষে দুষ্কৃতজন্মনি ॥ ৪৮ ॥  
 কামঃ ক্রোধোহমৰ্ষশোকৌ বৈরঃ প্রীতিশ্চ কৰ্হিচিং ।  
 স্খং দুঃখং ভয়ং নৃণাং দৈন্ত্যমার্জবমেব চ ॥ ৪৯ ॥  
 দুষ্কৃতং স্খকৃতং চৈব বচনং হননং তথা ।  
 পোষণং চলনং তাপো বিমর্শশ্চ বিকণ্ঠনম্ ॥ ৫০ ॥  
 লোভো দম্ভস্তথা মোহঃ কপটং শোচনং তথা ।  
 এতে চান্তে তথা ভাবা মানুষ্যে সম্ভবন্তি হি ॥ ৫১ ॥  
 স কথং ভগবান্ বিষ্ণুস্ত্যক্ত্বা স্খমনশ্চরম্ ।  
 করোতি মানুষ্যং জন্ম ভাবৈরৈতৈরভিভূতম্ ॥ ৫২ ॥  
 কিং স্খং মানুষ্যং প্রাপ্য ভুবি জন্ম মুনীশ্বর ! ।  
 কিংনিমিত্তং হরিঃ সাক্ষাদগৰ্ভবাসং করোতি বৈ ॥ ৫৩ ॥  
 গৰ্ভদুঃখং জন্মদুঃখং বালভাবে তথা পুনঃ ।  
 যৌবনে কামজং দুঃখং গার্হস্থ্যেহতিমহত্তরম্ ॥ ৫৪ ॥  
 দুঃখান্বেতান্ধবাপ্নোতি মানুষে দ্বিজসন্তম ! ।  
 কথং স ভগবান্ বিষ্ণুরবতারান্ পুনঃপুনঃ ॥ ৫৫ ॥

কন্ত নিদেশাদাক্ষরৈতাদৃশো বর্ততে ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪৬—৪৮ ॥

দুষ্টদ্বমেবোপপাদয়তি কামঃ ক্রোধ ইতি ॥ ৪৯ ॥

লোকো জন্মগ্রহণ করিয়া মানুষ্যের কৰ্ম্ম করিয়াছিলেন এ বিষয়ে আমার মহান্ সন্দেহ রহি-  
 রাছে ॥ ৪৬-৪৭ ॥ তিনি মানবদেহ ধারণ করিয়া নানারিধি বিড়ম্বনা ভোগ এবং নানাবিধ দুষ্ক-  
 র্ত্তাব অনুভব করিয়াছিলেন ॥ ৪৮ ॥ কারণ, মহুষ্য জন্মে কখন কাম, ক্রোধ, অমৰ্ষ, শোক ও  
 বৈর ; কখন প্রীতি, কখন স্খং, কখন দুঃখ, কখনও মানুষ্যতানুলভ দৈন্ত্য, স্খকৃত দুষ্কৃত, বচন  
 ও হনন, পোষণ ও চলন, তাপ, বিমর্শ ও ভ্রাতা লোভ, দম্ভ ও মোহ, কাশট্য ও অনুশোচনা  
 এই সকল ও অন্তান্ত নানাপ্রকার ভাব উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৪৯-৫১ ॥ অতএব সেই ভগবান্  
 বিষ্ণু, নিত্য স্খ পরিহার করিয়া কি নিমিত্ত এই সকল দুষ্টভাব পরিপ্লুত মানুষ্য জন্ম গ্রহণ  
 করিয়াছিলেন ॥ ৫২ ॥ হে মুনীশ্বর ! তৃত্তলে মানুষ্যজন্ম গ্রহণে এমন কি স্খ আছে যে, সেই  
 সাক্ষাৎ হরিও বাহার নিমিত্ত গৰ্ভবাস স্বীকার করিয়াছিলেন ? ॥ ৫৩ ॥ হে মুনীশ্বর ! যে মহুষ্য-  
 জন্মে গৰ্ভবাসে, উৎপত্তিকালে, বালভাবে ও যৌবনেও দুঃখ এবং গার্হস্থ্য আচরণেও দুঃখের

প্রাপ্য রামাবতারং হি হরিণা ব্রহ্মযোনিম্ ।  
 দুঃখং মহত্তরং প্রাপ্তং বনবাসেহতিদারুণে ॥ ৫৬ ॥  
 সীতাবিরহজং দুঃখং সংগ্রামশ্চ পুনঃপুনঃ ।  
 কাস্তাত্যাগোহপ্যনেনৈবমমুভূতো মহাত্মনা ॥ ৫৭ ॥  
 তথা কৃষ্ণাবতারেহপি জন্ম রক্ষাগৃহে পুনঃ ।  
 গোকূলে গমনং চৈব গবাং চারণমিভূত ॥ ৫৮ ॥  
 কংসস্তৃণনং কষ্টাদ্ধারকাগমনং পুনঃ ।  
 নানাসংসারদুঃখানি ভুক্তবান্ ভগবান্ কথম্ ॥ ৫৯ ॥  
 স্বেচ্ছয়া কঃ প্রতীক্ষেত মূকো দুঃখানি জ্ঞানবান্ ।  
 সংশয়ং ছিন্তি সর্বভক্ত ! মম চিত্তপ্রশান্তয়ে ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে  
 কর্ম ফল প্রাধান্য কথনং নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

বচনং বিশ্বাসভাষণম্ । নিমর্শো বিচারঃ । বিকথনং বলগনম্ ॥ ৫০—৫৬ ॥  
 এবমিদং সর্বমমুভূতমিতিার্থঃ ॥ ৫৭ ॥  
 রক্ষাগৃহে কারাগৃহে ॥ ৫৮—৫৯ ॥  
 নহেতৎ স্বেচ্ছয়া কশিৎ করোতি কিস্ত্যাধীনতয়ৈবেত্যাহ স্বেচ্ছয়েতি ॥ ৬০ ॥

ইতিশ্রীদেবীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

সীমা নাই, হে দ্বিজসত্তম ! তবে সেই ভগবান্ বিষ্ণু কি জন্ম পুনঃ পুনঃ মানুষ জন্মে অবতীর্ণ  
 হইয়াছিলেন ? ॥ ৫৬-৫৭ ॥ দেখুন, সেই ব্রহ্মগন্তব হরি, রামাবতার প্রাপ্ত হইয়া নিদারুণ  
 বনবাসে অতি মহৎ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । সেই মহাত্মা, জনকাত্মজার বিরহজনিত দুঃখ ;  
 পুনঃ পুনঃ সংগ্রাম, প্রিয়তমা কাস্তার বিয়োগ প্রভৃতি মহত্তর দুঃখকর বিষয় সকল অমুভব  
 করিয়াছিলেন ॥ ৫৬—৫৭ ॥ এইরূপে কৃষ্ণাবতারে, কারাগৃহে জন্ম, গোকূলে গমন ও  
 গোচারণ, কংসনাশ, অতি কষ্টে ধারকায় গমন প্রভৃতি নানাবিধ সংসার দুঃখ কেন ভোগ  
 করিয়াছিলেন ॥ ৫৮—৫৯ ॥ হে ভগবন্ ! আপনি সমস্তই অবগত আছেন ; অতএব বলুন,  
 কোম জ্ঞানবান্ মুক্ত ব্যক্তি দুঃখ লাভের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে, আপনি আমার চিত্ত  
 শান্তির নিমিত্ত এই মহান্ সংশয় ছিন্ন করিয়া আমার প্রতি করুণা প্রকাশ করুন ॥ ৬০ ॥

মহাবিবেকবাসবিরচিত্তি অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদভাগ-  
 বতের চতুর্থস্কন্ধে কর্মফল-প্রাধান্যবর্ণন নামক দ্বিতীয়

অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## তৃতীয়োধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

কারণানি বহুশ্রুতাপ্যবতারে হরেঃ কিল ।  
সর্বেষাশ্চৈব দেবানামংশাবতরণেষপি ॥ ১ ॥  
বহুদেবাবতারস্ত কারণং শৃণু তত্ত্বতঃ ।  
দেবক্যাশ্চৈব রোহিণ্যা অবতারস্ত কারণম্\* ॥ ২ ॥  
একদা কশ্চপঃ শ্রীমান্ যজ্ঞার্থং ধেমুমাহরৎ ।  
যাচিতোহয়ং বহুবিধং ন দদৌ ধেমুমুত্তমাম্ণং ॥ ৩ ॥  
বরুণস্ত ততো গহ্বা ব্রহ্মাণং জগতঃ প্রভূম্ ।  
প্রণম্যোবাচ দীনাত্মা স্বদুঃখং বিনয়শ্চিত্ততঃ ॥ ৪ ॥  
কিং করোমি মহাভাগ ! মত্তোহসৌ ন দদাতি গাম্ ।  
শাপো ময়া বিস্কটোহস্মৈ গোপালো ভব মানুসে ॥ ৫ ॥

সাদ্বৈপকাধিকৈঃ পত্ন্যশক্তিঃ পদৈরনুগ্রহম্ ।

অদ্বিতৈঃ শাপকথনং বিস্তরাধিহ বর্ণ্যতে ॥

দেবকী কেন শাপেন জাতোতি রাজা পৃষ্টে ব্যাস উবাচ কারণানীতি । মুখ্যং কারণং তু  
কর্মেতাক্রনবাত্তরকারণানি তু বহুনি সস্তীতার্থঃ । ন হরের্দেবক্যা এব কিন্তু সর্বেষাং দেবা-  
নামবতারেষুত্যাৰ্থঃ ॥ ১—২ ॥

ধেমুমিতি জাঠৈত্যকবচনং উত্তরত্ৰ ধেনব ইতি বচনাং । বরুণস্ত সখক্ষিনীমাহরদাঙ্কতবান্ ।  
বরুণেন স্বধেমুধে যাচমানোহপি কশ্চপো ন দদাতিত্যাৰ্থঃ ॥ ৩—৪ ॥

মত্ত উন্নতঃ অতো ময়া শাপো বিস্কটঃ ॥ ৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! এই হরির অবতারে, এবং অখিল দেবগণের অংশাব-  
তারে বহুতর কারণ দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১ ॥ এক্ষণে আপনি বহুদেব, দেবকী ও রোহিণীর  
অবতারের কারণ বিশেষরূপে শ্রবণ করুন ॥ ২ ॥ এক দিবস শ্রীমান্ কশ্চপ ঋষি যজ্ঞের  
নিমিত্ত বরুণদেবের কামধম্ব অপহরণ করিয়া আনেন ; অনন্তর বরুণদেব ঐ ধেমুর নিমিত্ত  
বারংবার প্রার্থনা করিলেও তিনি তাঁহাকে ঐ উত্তমা ধেমু প্রদান করিলেন না ॥ ৩ ॥  
তদনন্তর বরুণদেব, অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং অগতঃপ্রভু ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া  
বিনয় সহকারে আপন দুঃখ নিবেদন করিয়া কহিলেন ॥ ৪ ॥ মহাভাগ ! মহর্ষি কশ্চপ

\* শাপান্ত বরুণস্ত বৈ । ইতি বা পাঠঃ ।

† একদা কশ্চপঃ শ্রীমান্ যজ্ঞার্থং বরুণস্ত হ । অহাং রাজীয়া গাবঃ পরোদ্যঃ হরতি সমাঃ ॥

অদ্বিতৈঃ হরতিৈব ত্যাগে যে তস্য ঋগ্নিরে । তস্যোঃ শ্রিয়ার্ধঃ তেনাথ্য রক্ষিতা গাঃ পশোযুতাঃ ॥

ইত্যধিকপাঠঃ কুত্রাপি দৃষ্টতে ।

ভার্ঘ্যে হে অপি তত্রৈব ভবেতাং চাতিদুঃখিতে ।  
 যতো বৎসা রুদন্ত্যত্র মাতৃহীনাঃ স্তুদুঃখিতাঃ ॥ ৬ ॥  
 মৃতবৎসাদিতিস্তস্মাদ্ভবিষ্যতি ধরাতলে ।  
 কারাগারনিবাসা চ তেনাপি বহুদুঃখিতা ॥ ৭ ॥  
 ব্যাস উবাচ ।

তচ্ছ্রুয়া বচনং তস্মা যাদোনাত্মস্ত পদ্মভূঃ ।  
 সমাহুয় মুনিং তত্র তমুবাচ প্রজাপতিঃ ॥ ৮ ॥  
 কস্মাক্ষয়া মহাভাগ! লোকপালস্ত ধেনবঃ ।  
 হতাঃ পুনর্ন দত্তাশ্চ কিমন্যায়ং করোমি বৈ ॥ ৯ ॥  
 জানন্ ত্বায়াং মহাভাগ! পরবিতাপহারণম্ ।  
 কৃতবান্ কথমন্যায়ং সর্বজ্ঞোহসি মহামতে ! ॥ ১০ ॥  
 অহো লোভস্ত মহিমা মহতোহপি ন মুঞ্চতি ।  
 লোভং নরকদং নুনং পাপাকরমসম্মতম্ ॥ ১১ ॥  
 কশ্যপোহপি ন তং ত্যক্তুং সমর্থঃ কিং করোম্যহম্ ।  
 সর্বদৈবাধিকস্তস্মাল্লোভো বৈ কলিতো ময়া ॥ ১২ ॥

তত্রৈব মাংসে এব। বৎসা রুদন্তি ভ্রাদদত্তানাং গবামিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

তস্মাং তেন কারণেনেত্যর্থঃ । তেনাপি তেনৈব কারণেন ইতি শাপে দন্তেহপি ন  
 দদাতীত্যশ্চর্য্যং ব্রহ্মাণং প্রত্যুক্তবানিতি ভাবঃ ॥ ৭—১০ ॥

এক্ষণে উল্লস্ত প্রায় তিনি কোন প্রকারেই আগাকে ধেনু প্রদান করিলেন না। আমি,  
 মাতৃবিরহে অতিশয় দুঃখিত বৎসগণের রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে, এই বলিয়া শাপ  
 প্রদান করিয়াছি যে, আপনি নরলোকে গোপাল হইয়া জগৎগ্রহণ করুন এবং আপনার  
 ভার্ঘ্যায়র, অতিশয় দুঃখপ্রাপ্ত হইয়া সেই স্থানে জন্মলাভ করুক” ॥ ৫—৬ ॥ হে ব্রহ্মন্!  
 বৎসগণের সেই কষ্ট দর্শন করিয়া অতিশয় রোষভরে পুনর্বার অদিতিকে কহিয়াছি যে তুমি,  
 ধরাতলে মৃতবৎসা, কারাগারবাসিনী এবং বহুদুঃখভাগিনী হইবে ॥ ৭ ॥

জনমেজয়! পদ্মযোনি ব্রহ্মা, বরুণের সেই বচন শ্রবণ পূর্ব্বক মুনিবর কস্তপকে আহ্বান  
 করিয়া কহিলেন ॥ ৮ ॥ মহাভাগ! আপনি কি নিমিত্ত লোকপাল বরুণদেবের ধেনু সকল  
 হরণ করিয়াছেন? কি নিমিত্তই বা ধেনু সকল পুনঃ প্রদান না করিয়া অস্তায় করিয়া-  
 ছেন? ॥ ৯ ॥ তপস্বন্! আপনি সর্বজ্ঞ ও মতিমান্ হইয়া এবং জ্ঞানের তথ্য অবগত হইয়াও  
 পরধন অপহরণ করিয়া কি জন্য অজ্ঞায়কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? ॥ ১০ ॥ অহো! লোভের কি  
 অপূর্ব্ব মহিমা! মহৎ ব্যক্তিগণও লোভের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে সমর্থ হয়েন না। লোভ,

ধন্যন্তে মুনয়ঃ শাস্তা জিতো যৈলোভ এব চ ।  
 বৈখানসৈঃ শমপটৈঃ প্রতিগ্রহপরাদ্বৈধৈঃ ॥ ১৩ ॥  
 সংসারে বলবান্ধুক্রলোভোহমেধাবরঃ সদা ।  
 কশ্যপোহপি দুরাচারঃ কৃতম্বেহোঃ\* দুরাঅনা ॥ ১৪ ॥  
 ব্রহ্মাপি তং শশাপাথ কশ্যপং মুনিসত্তমম্ ।  
 মর্যাদা রক্ষণার্থং হি পৌত্রং পরমবল্লভম্ ॥ ১৫ ॥  
 অংশেন হং পৃথিব্যাং বৈ প্রাপ্য জন্ম যদোঃ কুলে ।  
 ভাৰ্য্যাভ্যাং সংযুতস্তত্র গোপালস্তং করিষ্যসি ॥ ১৬ ॥

ব্যাস উবাচ ।

এবং শপ্তঃ কশ্যপোহসৌ বরুণেন চ ব্রহ্মণা ।  
 অংশাবতরণার্থায় ভূভারহরণায় চ ॥ ১৭ ॥  
 তথা দিত্যাদিতিঃ শপ্তা শোকসন্তপ্তয়া ভূশম্ ।  
 জাতাজাতা বিনশ্চেরংস্তব পুত্রাস্ত সপ্ত বৈ ॥ ১৮ ॥

অহো লোভস্তেতি । যো লোভো মহতোহপীতি দ্বিতীয়াবলম্বনম্ । তানপি ন মুঞ্চতী-  
 ত্যর্থঃ । লোভং নরকদমিত্যন্তোত্তরত্র তমিত্যেনোদ্বয়ঃ ॥ ১১—১৩ ॥

অমেধাবর ইতি ক্ষেদঃ যতো দুরাঅনা কৃতম্বেহন্তো দুরাচার ইত্যর্থঃ ॥ ১৪—১৭ ॥

পাপের আকর, সঙ্কলনগণের অসম্মত এবং নিশ্চয়ই নরকপ্রদ হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥ মহর্ষি  
 কশ্যপও এই লোভকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইলেন না, তবে আমি আর কি করিব ?  
 এক্ষণে সর্বপ্রকার দৈব হইতেও লোভকে অধিকতর প্রভাববিশিষ্ট বলিয়া অবধারণ করি-  
 লাম ॥ ১২ ॥ যে সকল মহর্ষিগণ, শাস্তিপরাগণ প্রশান্তচেতা ও প্রতিগ্রহে পরাদ্বৈধ এবং  
 বৈখানস বৃত্তি অবলম্বন করিয়া লোভকে পরাজিত করিয়াছেন, তাঁহারা ই ধস্ত ॥ ১৩ ॥ সংসারে  
 লোভই বলবান্ধু শত্রু, লোভের তুল্য অপবিত্র ও ঘৃণিত বস্তু সংসারে আর নাই ; হায় ! সেই  
 লোভ, মহর্ষি কশ্যপকেও সামান্য স্নেহে বদ্ধ ও দুরাচার করিয়া তুলিল ! ইহা অতিশয়  
 আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই ॥ ১৪ ॥ অনন্তর, প্রজাপতি ব্রহ্মাও জ্ঞান ও ধর্মের মর্যাদা  
 রক্ষা করিবার নিমিত্ত পরমপ্রিয়তম আপন পৌত্র কশ্যপকে অভিষাপ প্রদান করিয়া  
 कहিলেন, তুমি পৃথিবীতলে যদুকুলে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক ভাৰ্য্যার সহিত মিলিত হইয়া  
 গোপালন কার্য্য সম্পাদন করিবে ॥ ১৫-১৬ ॥

মহারাজ ! অংশাবতার ও ভূভার হরণের নিমিত্ত ব্রহ্মা ও বরুণ, মহর্ষি কশ্যপকে এইরূপে  
 অভিষাপ প্রদান করিলেন ॥ ১৭ ॥ আর দিতি, অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত হইয়া অদিতিকে এই  
 বলিয়া শাপ দিয়াছিলেন যে, তোমার সাতটা পুত্র জন্মিয়া জন্মিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইবে ॥ ১৮ ॥

\* কৃতম্বেন । ইতি বা পাঠঃ ।

জনমেজয় উবাচ ।

কস্মাদিত্যা চ ভগিনী শপ্তেন্দ্রজননী যুনে ! ।

কারণং বদ শাপে চ শোকস্ত মুনিসত্তম ! ॥ ১৯ ॥

সূত উবাচ ।

পারিক্ষিতেন পৃষ্ঠস্ত ব্যাসঃ সত্যবতীস্বতঃ ।

রাজানং প্রত্যাচাচদং কারণং স্বসমাহিতঃ ॥ ২০ ॥

ব্যাস উবাচ ।

রাজন্ ! দক্ষস্বতে বৈ তু দিতিশ্চাদিতিরুভয়ে ।

কশ্যপস্ত প্রিয়ে ভার্য্যে ভবুবতুরুরুক্রমে ॥ ২১ ॥

অদিত্যা মঘবা পুত্রো যদাভূদতিবীৰ্য্যবান্ ।

তদা তু তাদৃশং পুত্রং চকমে দিতিরোজসা ॥ ২২ ॥

পতিমাহাসিতাপাক্ষী পুত্রং মে দেহি মানদ ! ।

ইন্দ্রতুল্যবলং বীরং ধর্ম্মিষ্ঠং বীৰ্য্যবত্তমম্ ॥ ২৩ ॥

তামুবাচ মুনিঃ কাস্তে ! স্বস্থা ভব ময়োদিতে ।

ব্রতাস্তে ভবিতা তুভ্যং শতক্রতুসমঃ স্বতঃ ॥ ২৪ ॥

অদিতে: শাপান্তরমপ্যাহ তথ্যেতি ॥ ১৮ ॥

শোকস্থিতি । অশ্লিষ্মিষয়ে মম শোকো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৯—২৩ ॥

জনমেজয় কহিলেন, মুনিসত্তম ! দিতি, ইন্দ্রজননী ভগিনী অদিতিকে কি কারণে অভি-  
শাপ প্রদান করিয়াছিলেন তাঁহার শাপের কারণ কি ? তাহা আমাকে বলুন, এই বিষয়  
শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণে শোকের উদয় হইতেছে ॥ ১৯ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! পরীক্ষিপুত্র জনমেজয়, সত্যবতীতনয় ব্যাসদেবকে এইরূপ  
জিজ্ঞাসা করিলে, মহর্ষি সমাহিত হইয়া রাজাকে এইরূপে সেই সেই বিষয়ের কারণ কহিতে  
আরম্ভ করিলেন ॥ ২০ ॥ রাজন্ ! দিতি ও অদিতি নামে প্রজাপতি দক্ষের দুইটি তনয়া ছিল ;  
এই সূত্রতা কামিনী দুইটি মহর্ষি কশ্যপের প্রিয়তমা ভার্য্যা হন ॥ ২১ ॥ অদিতির গর্ভে অতিশয়  
বীৰ্য্যবান্ দেবরাজ ইন্দ্র উৎপন্ন হইলে, দিতি আপনার সেইরূপ বীৰ্য্যবান্ ও তেজঃসম্পন্ন পুত্র  
কামনা করিলেন ॥ ২২ ॥ সেই অসিতাপাক্ষী দিতি পতিকে সঘোষন করিয়া কহিলেন, স্বামিন্ !  
আপনি সকলের বানদান করিয়া থাকেন, অতএব প্রার্থনা করি আমাকে ইন্দ্রতুল্য বলশালী  
বীর, বীর, ধর্ম্মিষ্ঠ ও বীৰ্য্যবান্ পুত্র প্রদান করুন ॥ ২৩ ॥ মহর্ষি কহিলেন, কাস্তে ! স্বস্থা হও  
আমি তোমাকে যে ব্রতচরণের কথা কহিতেছি, সেই ব্রত সমাপন হইলেই তুমি ইন্দ্র তুল্য

সা তথেন্দি প্রতিষ্ঠাত্য চকার ব্রতমুত্তমম্ ।  
 নিষিক্তং মূনির্না গৰ্ভং বিভ্রাণা স্তমনোহরম্ ॥ ২৫ ॥  
 ভূমৌ চকার শয়নং পয়োব্রতপরায়াণা ।  
 পবিত্রা ধারণামুক্তা বভূব বরবর্ণিনী ॥ ২৬ ॥  
 এবঞ্জাতঃ স্তম্প্পূর্ণো যদা গৰ্ভোহতিবীৰ্য্যবান্ ।  
 শুভ্রাংশুমতিদীপ্তাঙ্গীং দিতিং দৃষ্টা তু হুংখিতা\* ॥ ২৭ ॥  
 মঘবৎসদৃশঃ পুত্রো ভবিষ্যতি মহাবলঃ ।  
 দিত্যাস্তদা মম স্রতস্তেজোহীনৌ ভবেৎ কিল ॥ ২৮ ॥  
 ইতিচিন্তাপরা পুত্রমিস্রকোবাচ মানিনী ।  
 শক্রস্তেহদ্য সমুৎপন্নো দিতিগৰ্ভেহতিবীৰ্য্যবান্ ॥ ২৯ ॥  
 উপায়ং কুরু নাশায় শক্রোরদ্য বিচিন্ত্য চ ।  
 উৎপত্তিরেব হস্তব্য দিত্য গৰ্ভস্থ শোভন ! ॥ ৩০ ॥  
 বীক্ষ্য তামসিতাপাঙ্গীং সপত্নীভাবমাস্থিতাম্ ।  
 ছুনোতি হৃদয়ে চিন্তা স্তম্মশ্ববিনাশিনী ॥ ৩১ ॥

ময়োদিতিং যদব্রতং তত্ৰাস্তে ইত্যর্থঃ । তত্ৰাঃ কিঞ্চিপুত্রজনকং ব্রতমুক্তমিতি তাৎ-  
 পর্যম্ ॥ ২৪—২৬ ॥

শুভ্রাংশুং শ্বেতবর্ণাং গৰ্ভগীষ্মভাবদ্বাদ্ধুবর্ণস্তেত্যর্থঃ ॥ ২৭—৩১ ॥

পুত্র লাভ করিবে ॥ ২৪ ॥ আপনি যাহা আঞ্জা করিতেছেন, আমি তাহাই করিব এই  
 বলিয়া দিতি সেই উত্তম ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে, মহর্ষি কশ্যপ তাঁহার উদরে গর্ভ  
 নিবেদন করিলেন । দিতি সেই গর্ভ যথানিয়মে ধারণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥ বরবর্ণিনী  
 দিতি, নিয়মাবৃত্তি ও পবিত্র থাকিয়া একান্তচিত্তে পয়োব্রতের অনুষ্ঠান পূৰ্ণক ভূমিতে  
 শয়ন করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥ এইরূপে সেই তেজঃসম্পন্ন গর্ভ যখন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল,  
 তখন অদিতি, দিতিকে শ্বেতবর্ণা ও দীপ্তাঙ্গী দর্শন করিয়া হুংখিত চিত্তে চিন্তা করিতে  
 লাগিলেন যে, যখন দিতির ইন্দ্রতুল্য মহাবল পুত্র উৎপন্ন হইবে তখন আমার পুত্র তেজো-  
 হীন হইবে সন্দেহ নাই ॥ ২৭—২৮ ॥ অতিমানিনী অদিতি, এইরূপ চিন্তাবিত্তা হইয়া আপন  
 পুত্র অমররাজকে কহিলেন, বৎস ! অতিশয় বীৰ্য্যবান্ তোমার এক শক্র, এক্ষণে দিতির  
 গর্ভে বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ২৯ ॥ তুমি এখন হইতেই শক্রবিনাশের নিষিক্ত উপায় চিন্তা  
 কর । হে শোভন ! দিতির গর্ভ বাহাতে ভূমিষ্ট হইবার পক্ষেই বিনাশ পায়, তদ্বিষয়ে  
 তুমি যত্নবান্ হও ॥ ৩০—৩১ ॥ সপত্নীভাবে গর্ভিতা সেই অসিতাপাঙ্গী দিতিকে দর্শন করিয়া,

\* বীক্ষ্য তামসিতাপাঙ্গীং সপত্নীভাবমাস্থিতাম্ । অদিতিকল্পরাস্যাস কিং কলোহীতি হুংখিতা ।

ইতি বা পাঠঃ ।

রাজযজ্ঞেব সংরক্ষো নষ্টো নৈব ভবেদ্রিপুঃ ।

তস্মাদহুরিতং হস্তাদবুদ্ধিমানহিতং কিল ॥ ৩২ ॥

লোহশঙ্কুরিব ক্ষিপ্তো গর্ভো বৈ হৃদয়ে মম ।

যেন কেনাপ্যুপায়েন পাতয়াদ্য শতক্রতো ! ॥ ৩৩ ॥

সামদানবলেনাপি হিংসনীয়স্তয়া স্তত ! ।

দিত্যা গর্ভো মহাভাগ ! মম চেদিচ্ছসি প্রিয়ম্ ॥ ৩৪ ॥

ব্যাস উবাচ ।

শ্রদ্ধা মাতৃবচঃ শক্ৰো বিচিন্ত্য মনসা ততঃ ।

জগামাপরমাতুঃ স সমীপমমরাধিপঃ ॥ ৩৫ ॥

ববন্দে বিনয়াৎ পাদৌ দিত্যাঃ পাপমতিনৃপ ! ।

প্রোবাচ বিনয়েনাসৌ মধুরং বিষগর্ভিতম্ ॥ ৩৬ ॥

ইন্দ্র উবাচ ।

মাতস্ত্বং ব্রতযুক্তাসি ক্ষীণদেহাতিদুর্বলা ।

সেবার্থমিহ সম্প্রাপ্তঃ কিং কর্তব্যং বদস্ব মে ॥ ৩৭ ॥

পাদসংবাহনং তেহং করিষ্যামি পতিব্রতে ! ।

গুরুশুশ্রূষণাং পুণ্যং লভতে গতিমক্ষয়াম্ ॥ ৩৮ ॥

অহিতং শক্ৰম্ ॥ ৩২—৩৩ ॥

(সামদানেতি। চেৎ যদি মম প্রিয়ং অভিলষসি তদা ত্বয়া দিত্যা গর্ভো হিংসনীয়ো বিনাশ ইত্যর্থঃ। দিতিগর্ভনাশনাং মে অস্তং কিমপি প্রিয়ং নাস্তীতি ভাবঃ ॥ ৩৪—৩৫ ॥

সুখনাশিনী ও মর্দনঘাতিনী চিন্তা আমার হৃদয়কে একান্ত পরিতাপিত করিতেছে ॥ ৩১ ॥ দেখ শক্ৰ, রাজবস্ত্রার জায় বজ্রমূল হইলে আর তাহাকে বিনাশ করা যায় না, অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি, শক্ৰকে অহুরিত অবস্থাতেই বিনাশ করিবেন ॥ ৩২ ॥ হে শতক্রতো ! দিতির গর্ভ, লোহ শঙ্কুর জ্বর আমার হৃদয়ে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তুমি যে কোন উপায়ে ইহার নিপাত সাধন কর ॥ ৩৩ ॥ মহাভাগ ! যদি তুমি আমার প্রিয়কামনা করিয়া থাক, তবে সাম দানাদি অথবা বল দ্বারা দিতির গর্ভ বিনাশ করিয়া আমার সস্তাপিত চিন্তাকে স্থশীতল কর ॥ ৩৪ ॥

মহারাজ ! অমররাজ ইন্দ্র, মাতার বচন শ্রবণানন্তর মনে মনে বহুবিধ চিন্তা করিয়া বিমাতার নিকটে গমন করিলেন ॥ ৩৫ ॥ সেই পাপমতি বিনয়ান্বিত হইয়া দিতির পাদ বন্দন পূর্বক বিষগর্ভিত মধুর বাক্যে তাহাকে কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥ মাতঃ ! আপনি ব্রতচরণে ক্ষীণদেহ ও অত্যন্ত দুর্বল হইয়াছেন, আমি আপনার সেবার নিমিত্ত আগমন

ন মে কিমপি ভেদোহস্তি ভবাদিত্যা শপে কিল ।  
 ইত্যুক্ত্বা চরণৌ স্পৃষ্ট্বা সংবাহনপরোহভবৎ ॥ ৩৯ ॥  
 সংবাহনস্থং প্রাপ্য নিদ্রামাপ স্থলোচনা ।  
 শ্রাস্তা ব্রতকৃশা স্তপ্তা বিশ্বস্তা পরমা সতী ॥ ৪০ ॥  
 তাং নিদ্রাবশমাপমাং বিলোক্য প্রাবিশন্তমুম্ ।  
 রূপং কৃষ্ণাতিসূক্ষ্মঞ্চ শব্দ্রপাণিঃ সমাহিতঃ ॥ ৪১ ॥  
 উদরং প্রবিশেশাশু তস্তা যোগবলেন বৈ ।  
 গৰ্ভং চকর্ত বজ্রেণ সপ্তধা পবিনায়কঃ ॥ ৪২ ॥  
 রুরোদ চ তদা বালো বজ্রেণাভিহতস্তথা ।  
 মা রুদেতি শনৈর্বা ক্যমুবাচ মঘবানমুম্ ॥ ৪৩ ॥  
 শকলানি পুনঃ সপ্ত সপ্তধা কর্তিতানি চ ।  
 তদা চৈকোনপঞ্চাশন্নরুতশ্চাভবম্প ! ॥ ৪৪ ॥  
 তদা প্রবুদ্ধা স্তদতী জাহ্না গৰ্ভং তথাকৃতম্ ।  
 ইন্দ্রেণ চ্ছলরূপেণ চূকোপ ভৃশছুঃখিতা ॥ ৪৫ ॥

পাপে বিমাতৃগৰ্ভবিনাশরূপে মতির্যজ্ঞ । বিষগভিতং চুটীভিপ্রায়ত্বাৎ ॥ ৩৬—৩৮ ॥

অদিত্যা মম মাত্রা সহ তব ভেদঃ কিমপি মে নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৯—৪১ ॥

পবিনায়কঃ পবিধারকঃ ॥ ৪২ ॥

মঘবানমুমিতি । মঘবা বহনমিতি সিদ্ধম্ । অমুং বালম্ ॥ ৪৩ ॥

করিলাম, এক্ষণে কি করিব আজ্ঞা করুন ॥ ৩৭ ॥ হে পতিব্রতে ! আমি আপনার পদসেবা  
 করিতে ইচ্ছা করি ; কারণ গুরুসেবা করিলে পুণ্য ও অক্ষয়গতি লাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥  
 মাতঃ ! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার অন্তঃকরণে অদ্বিতি ও আপনাতে কিছুমাত্র  
 ভেদ বুদ্ধি নাই । এই বলিয়া চরণস্পর্শন পূর্বক পাদসংবাহন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩৯ ॥  
 ব্রতপরিশ্রান্তা কৃশা স্থলোচনা দ্বিতীয়া সংবাহনের স্থখ প্রাপ্ত হইয়া এবং ইন্দ্র বচনে বিশ্বাস  
 করিয়া, গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন ॥ ৪০ ॥ বজ্রপাণি ইন্দ্র, তাঁহাকে সুস্থপ্তা দেখিয়া অত্যন্ত  
 হৃদয়রূপ ধারণ পূর্বক সাবধানে যোগবলে তাঁহার উদর মধ্যে আশ্রয় প্রবেশ করিলেন এবং  
 বজ্র দ্বারা ছেদন পূর্বক তাঁহার গৰ্ভ সপ্তভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪১—৪২ ॥  
 উদরস্থ বালক বজ্রদ্বারা আহত হইয়া রোদন করিতে লাগিল, ইন্দ্র, কাঁদিও না কাঁদিও না  
 বলিয়া বালককে বারংবার সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু বালক নিম্বৃত হইল না দেখিয়া  
 সেই সপ্ত বণ্ডের প্রত্যেককেই পুনর্বার সপ্ত সপ্ত ভাগে বিভক্ত করিলেন । নৃপবর ! তাহা  
 হইতেই ঊনপঞ্চাশৎ মঙ্গলপদের উৎপত্তি হইল ॥ ৪৩—৪৪ ॥ স্তদতী দ্বিতীয়া ভবন আগরিয়া

ভগিনীকৃতং সা বৃদ্ধা শশাপঃকুপিতা তদা ।  
 অদিতিং মঘবস্তু সত্যব্রতপরায়ণা ॥ ৪৬ ॥  
 যথা মে কর্ত্বিতো গর্ভস্তব পুত্রেষু ছদ্মনা ।  
 তথা তন্মাশমায়াতু রাজ্যং ত্রিভুবনশ্চ তু ॥ ৪৭ ॥  
 যথা গুপ্তেন পাপেন মম গর্ভো নিপাতিতঃ ।  
 অদিত্য! পাপচারিণ্যা যথা মে ঘাতিতঃ স্ততঃ ॥ ৪৮ ॥  
 তস্তাঃ পুত্রাস্তু নশাস্তু জাতা জাতাঃ পুনঃপুনঃ ।  
 কারাগারে বসত্বেষা পুত্রশোকাতুরা ভূশম্ ।  
 অশ্রুজন্মনি চাপ্যেবং মৃতাপত্যা ভবিষ্যতি ॥ ৪৯ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুৎসৃষ্টং তদা শ্রুত্বা শাপং মরীচিনন্দনঃ ।  
 উবাচ প্রণয়োপেতো বচনং শয়নমিব ॥ ৫০ ॥  
 মা কোপং কুরু কল্যাণি ! পুত্রস্তে বলবত্তরাঃ ।  
 ভবিষ্যন্তি স্তরাঃ সর্বৈ মরুতো মঘবৎসথাঃ ॥ ৫১ ॥  
 শাপোহয়ং তব বামোরু ! স্বর্ঘ্যাবিশেষহি দ্বাপরে ।  
 অংশেন মানুষ্যং জন্ম প্রাপ্য ভোক্ত্যতি ভামিনী ॥ ৫২ ॥

সপ্তধেতি । সপ্তশকলেষু মধ্যে এককং শকলং সপ্তধা সপ্তধা কৃত্তেত্যর্থঃ ॥ ৪৪—৪৯ ॥

মরীচিনন্দনঃ কল্পপঃ ॥ ৫০ ॥

মঘবৎসথাঃ । রাজাহঃসথিতাষ্টজিতি ট্‌সমাশাস্তঃ ॥ ৫১—৫২ ॥

হইয়া জানিতে পারিলেন যে, কপটচারী ইন্দ্র তাঁহার গর্ভচ্ছেদ করিয়াছে, তাহাতে তিনি অতিশয় দুঃখিত ও জ্বল্ হইলেন ॥ ৪৫ ॥ 'এই সকল কার্য্য তাঁহার ভগিনীকৃত জানিয়া সত্যবাদিনী ব্রতপরায়ণা দিতি, অদিতি ও ইন্দ্রকে অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, তোমার পুত্র ছল পূর্ব্বক যেমন আমার গর্ভ কর্ত্তন করিয়াছে, তেমনি তাহার ত্রিভুবন রাজ্য বিনষ্ট হউক ॥ ৪৬—৪৭ ॥ আর পাপচারিণী অদিতি যেমন গোপনে আমার গর্ভ নিপাত করাইয়া আমার পুত্র নাশ করিয়াছে তেমনি তাহার পুত্র সকল পুনঃ পুনঃ জন্মিয়া জন্মিয়াই বিনাশ পাইবে, পুত্রশোকে একান্ত কাতরা হইয়া কারাগারে বসতি করিবে এবং জন্মান্তরেও মৃত-বৎসা হইবে ॥ ৪৮—৪৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! মরীচিনন্দন মহর্ষি কল্পপ, অভিশাপ বচন শ্রবণ পূর্ব্বক প্রণয়বচনে তাঁহার কোপ শান্তি করিয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥ কল্যাণি ! তুমি কোপ করিও না, তোমার পুত্র সকল অতিশয় বলবান্ এবং মরুৎ নামক দেবগণ হইয়া ইন্দ্রের



বরুণেনাপি দত্তোহস্তি শাপঃ সস্তাপিতেন চ ।

উভয়োঃ শাপযোগেন মানুষীয়ং ভবিষ্যতি ॥ ৫৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

পতিনাশ্বাসিতা দেবী সজ্জতা সা ভবতদা ।

নোবাচ বিপ্রিয়ং কিঞ্চিত্ততঃ সা বরবর্ণিনী ॥ ৫৪ ॥

ইতি তে কথিতং রাজন্ ! পূৰ্ব্বশাপস্ত কারণম্ ।

অদিতির্দেবকী জাতা শ্বাংশেন নৃপসত্তম ! ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে  
অদিতিশাপকথনং নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

ইয়মদ্বিতিঃ ॥ ৫৩—৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

সধা হইবে ॥ ৫১ ॥ হে বামোক্ষ ! তোমার এই অভিশাপ বিফল হইবে না, অষ্টাবিংশমুহুর্তে  
দ্বাপরযুগান্তে ইহার ফল কলিবে ; তখন ঈর্ষাকলুষিতা কোপনা অদिति অংশ দ্বারা  
মানুষ জন্ম প্রাপ্ত হইয়া ইহার ফলভোগ করিবে ॥ ৫২ ॥ বরুণও সস্তাপিত হইয়া ইহাকে  
অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন, তোমাদের উভয়ের শাপযোগে এই অদिति মানুষী হইয়া  
জন্মগ্রহণ করিবে ॥ ৫৩ ॥

মহারাজ ! তখন বরবর্ণিনী দেবী দ্বিতি, পতি কর্তৃক আশ্বাসিত হইয়া সন্তোষ লাভ  
করিলেন, তদনন্তর আর কিছু অপ্রিয় বাক্য বলিলেন না ॥ ৫৪ ॥ রাজন্ ! এই আমি  
তোমার নিকট পূৰ্ব্ব শাপের কারণ বর্ণন করিলাম । হে নৃপসত্তম ! এইরূপে অদिति  
আপন অংশ দ্বারা দেবকী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৫৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাক্ত মহাপুরাণ শ্রীমদ-  
ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে দেবকী বহুদেবের পূৰ্ব্বশাপ বর্ণন  
নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## চতুর্থোধ্যায়ঃ ।

রাজোবাচ ।

বিস্মিতোহস্মি মহাভাগ ! শ্রুত্বাখ্যানং মহামতে ! ।

সংসারোহয়ং পাপরূপং কথং মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥ ১ ॥

কশ্যপস্তাপি দায়াদস্ত্রিলোকীবিভবে সতি ।

কৃতবানীদৃশং কৰ্ম কো ন কুর্যাজ্জুগুপ্সিতম্ ॥ ২ ॥

গৰ্ভে প্রবিশ্য বালম্ হননং দারুণং কিল ।

সেবামিষেণ মাতৃশ্চ কৃত্বা শপথমদ্রুতম্ ॥ ৩ ॥

শাস্তা ধৰ্ম্মস্য গোপ্তা চ ত্রিলোক্যাঃ পতিরপ্যুত ।

কৃতবানীদৃশং কৰ্ম কো ন কুর্যাদসাম্প্রতম্ ॥ ৪ ॥

অৰ্দ্ধাধিকৈর্দ্বিগুণাশংপদৈরথ নিরন্তবন্ ।

অধৰ্ম্মে চ স্থিতঃ সৰ্বং জগদিতোতদৌৰ্ব্বিতে ॥

পূৰ্ব্বাধ্যায়ে ইন্দ্রাদীনামপি মহতাং গৰ্ভহননাদ্যধৰ্ম্মচরণং দৃষ্টা বিস্মিতো রাজা পৃচ্ছতি  
বিস্মিতোহস্মিতি । অয়ং পাপরূপঃ সংসারঃ । অস্মাদ্বন্ধনাৎ সংসাররূপান্নহস্যঃ কথং মুচ্যেত ।  
নাম্মান্মোচনাশা ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

কৃত ইতি চেত্তব্রাহ কশ্যপস্তাপীতি । দায়াদঃ পুত্রঃ উত্তমকুলোৎপন্নোহপীত্যর্থঃ ।  
ত্রৈলোক্যাধিপত্যোহপি জুগুপ্সিতং কৰ্ম কৃতবাস্তদান্তঃ কো ন কুর্যাজ্জুগুপ্সিতং নিন্দ্য  
কৰ্ম । সৰ্বৌহপি কুর্যাদেব । ততশ্চ সংসারান্মোক্ষো দুৰ্লভ ইতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

কিং তজ্জুগুপ্সিতং কৰ্ম কৃতবাস্তব্রাহ গৰ্ভে প্রবিশেতি । শপথং কৃত্বা হননং কৃতবানি-  
ত্যর্থঃ ॥ ৩—৪ ॥

রাজা কহিলেন, মহাভাগ ! এই উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া আমি বিস্মিত হইলাম । হে  
মহামতে ! আমি দেখিতেছি এই সংসারই পাপের স্বরূপ, তবে জীবগণ সংসারে আসিয়া  
কিৰূপে মুক্তি লাভ করিবে তদ্বিষয়ের আশাত কিছুই করা যাইতে পারে না ॥ ১ ॥ কারণ,  
যিনি পরম পবিত্র কশ্যপ ঋষির ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ত্রৈলোক্য বাহ্যে বিভব,  
সেই দেবরাজ ইন্দ্রও যখন এরূপ গর্হিত কার্য্য করিলেন, তখন আর কোন্ ব্যক্তি জুগুপ্সিত  
কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইবে ॥ ২ ॥ সেবা করিবার ছলে গুরুতর শপথ করিয়া মাতার গৰ্ভে  
প্রবেশ পূৰ্ব্বক বালকের প্রাণ বিনাশ করা অতিশয় নিদারুণ কার্য্য সন্দেহ নাই ॥ ৩ ॥  
যিনি, অধিলেয় শাসক ও ধৰ্ম্মের রক্ষক, যিনি ত্রিলোকের অধিপতি, যখন তিনিও  
এরূপ স্থগিত কৰ্ম্ম করিলেন, তবে আর কোন্ ব্যক্তি গর্হিত ও দূষিত কার্য্যে প্রবৃত্ত না

পিতামহা মে সংগ্রামে কুরুক্ষেত্রেহতিদারুণম্ ।

কৃতবস্তন্তথাশ্চর্য্যং দ্রুতং কৰ্ম্ম জগদু রো ! ॥ ৫ ॥

ভীষ্মো দ্রোণঃ কৃপঃ কর্ণো ধৰ্ম্মাংশোহপি যুধিষ্ঠিরঃ ।

সৰ্বে বিরুদ্ধধৰ্ম্মেণ বাহুদেবেন নোদিতাঃ ॥ ৬ ॥

অসারতাং বিজানন্তঃ সংসারস্ত স্মমেধসঃ ।

দেবাংশাশ্চ কথং চক্রুর্নিন্দিতং ধৰ্ম্মতৎপরঃ ॥ ৭ ॥

কাস্ত্বা ধৰ্ম্মস্ত বিপ্রেন্দ্র ! প্রমাণং কিং বিনিশ্চিতম্ ।

চলচিত্তোহস্মি সংজাতঃ শ্রুত্বা চৈতৎ কথানকম্ ॥ ৮ ॥

আপ্তবাক্যং প্রমাণং চেদাপ্তঃ কঃ পরদেহবান্ ।

পুরুষো বিষয়াসক্তো রাগী ভবতি সৰ্ব্বথা ॥ ৯ ॥

ন কেবলং স এব কৃতবান্ কিস্ত্রোহপি ধৰ্ম্মাশ্বানো মংপিতামহাদয়োহপি দ্রুতং কৰ্ম্ম  
গুরুজ্যেষ্ঠবধাদিকং কৃতবস্তন্তদেতদাশ্চর্য্যমিত্যাহ পিতামহা স ইতি ॥ ৫ ॥

তথাস্ত্রোহপীত্যাহ ভীষ্মো দ্রোণ ইতি । বাহুদেবেন বিরুদ্ধধৰ্ম্মেণ গুরুজ্যেষ্ঠবধাদিকপেণ  
নোদিতাঃ প্রেরিতাঃ । ন হীশ্বরভ্রাতৃধৰ্ম্মে প্রেরকস্তং যুক্তম্ ॥ ৬ ॥

তদেবাহ অসারতামিতি । ন হি সংসারেহসারতাং জানতাং তদাগ্রহেণাধৰ্ম্মাচরণং  
সাম্প্রতম্ ॥ ৭ ॥

এতাদৃশানাং বদেখমাচরণং তদা ধৰ্ম্মভ্রাতৃবস্থানে কা আস্থা কা শ্রদ্ধা ন কাপীত্যর্থঃ ।  
কিঞ্চ প্রমাণভূতং বস্ত্ৰ কিমস্তি বিনিশ্চিতম্ । ন কিমপীত্যর্থঃ । ধৰ্ম্মভ্রাতৃচরণে এতে ধৰ্ম্মাশ্বানঃ  
প্রমাণমিতি স্থিতম্ । যদা স্তেত এবাধৰ্ম্মাচরণবস্তন্তদা প্রমাণং কিমবশিষ্টং ন কিমপীত্যর্থঃ ।  
ধৰ্ম্মভ্রাতৃচরণে এতাদৃশং কথানকং শ্রুত্বা চলচিত্তোহস্মীত্যাহ চলচিত্তোহস্মীতি ॥ ৮ ॥

কিঞ্চাপমোপাচ্ছিন্নঃ । এতাদৃশাচরণবতামাপ্তভাভাবাদাপ্তবাক্যমাগম ইত্যস্ত বিষয়া-  
ভাবাদিত্যাহ আপ্তবাক্যমিতি । আপ্তঃ কঃ ন কোহপ্যস্বীত্যর্থঃ । যো যো হি পরদেহবান্-  
কৃতদেহবান্ বেহতাদাশ্বাবানিত্যর্থঃ । স সৰ্ব্বোহপি পুরুষো বিষয়াসক্তো রাগী সৰ্ব্বথা  
ভবতি । ততো নাপ্তোহস্মীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

হইবে ॥ ৪ ॥ হে জগদু রো ! আমার পিতামহগণ কুরুক্ষেত্রের সংগ্রামস্থলে অতিশয়  
নিদারুণ নিন্দিত কৰ্ম্ম সকল সম্পাদন করিয়াছিলেন ইহাও অতি আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ  
হইতেছে ॥ ৫ ॥ দেখুন ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, কর্ণ অধিক কি ধৰ্ম্মের অংশবতার  
যুধিষ্ঠিরও সেই নিন্দিত কৰ্ম্মে লিপ্ত ছিলেন ; তাহারা সকলেই দেবাংশ, ধৰ্ম্মনিরত ও  
বুদ্ধিমান হইয়া এবং সংসারের অসারতা জানিয়াও বাহুদেব কর্তৃক গুরুবধাদিরূপ বিরুদ্ধ  
ধৰ্ম্মে প্রেরিত হইয়া কিরূপে স্থপিত কৰ্ম্মের আচরণ করিলেন ? ॥ ৬-৭ ॥ হে বিপ্রকুলেন্দ্র !  
এতাদৃশ মহান ব্যক্তিগণের যখন ধৰ্ম্ম বিষয়ে এরূপ আচরণ, তখন ধৰ্ম্মের অবস্থিতি বিষয়ে  
আস্থা বা শ্রদ্ধা কি আছে ? আর তদ্বিষয়ে নিশ্চিত প্রমাণই বা কি ? হে সুনীত্র !  
এই সকল আখ্যান শ্রবণ করিয়া আমার চিত্ত একান্তই বিচলিত হইরাছে ॥ ৮ ॥ যদি

রাগো ঘেষো ভবেন্নূনম্বর্থনাশাদসংশয়ম্ ।

ঘেষাদসত্যবচনং বক্তব্যং স্বার্থসিদ্ধয়ে ॥ ১০ ॥

জরাসন্ধবিষাতার্থং হরিণা সত্ত্বমূর্তিনা ।

ছলেন রচিতং রূপং ব্রাহ্মণস্ত বিজানতা ॥ ১১ ॥

তদাপ্তং কঃ প্রমাণং কিং সত্ত্বমূর্তিরপীদৃশঃ ।

অৰ্জুনোহপি তথৈবাত্র কার্যো যজ্ঞবিনিশ্চিতো ॥ ১২ ॥

কীদৃশোহয়ং কৃতো যজ্ঞঃ কিমর্থং শমবজ্জিতঃ ।

পরলোকপদার্থং বা যশসে বাস্তথা কিল ॥ ১৩ ॥

ধর্মস্ত প্রথমঃ পাদঃ সত্যমেতচ্ছূতের্বচঃ ।

দ্বিতীয়স্ত তথাশৌচং দয়াপাদস্তৃতীয়কঃ ॥ ১৪ ॥

তদেবাহ রাগঘেষ ইতি । যতঃ সর্বত্র পুরুষত্যাগনাশাদঘেষো ভবেদেবাসংশয়ম্ । ঘেষাচ্চ স্বার্থসিদ্ধয়ে অসত্যবচনং বক্তব্যমেবেতি নিয়মন্ততো নাপ্তোহস্তীতার্থঃ । আপ্তো হি হিতকারী যথার্থবক্তা । যদা তু সর্বের স্বহিতকারিণঃ স্বহিতার্থমনর্থমপ্যচরন্তি তদাপ্তঃ ক তিষ্ঠতীতার্থঃ ॥ ১০ ॥

আপ্তাসম্ভবমেবাহ জরাসন্ধেতি ॥ ১১ ॥

অত্যন্তসাত্ত্বিকবিষ্ণোরপি স্বহিতার্থছলকর্তৃত্বাদাপ্তত্বাভাবো যথা তথা অৰ্জুনোহপি যজ্ঞ-রূপে বিনিশ্চিতো উৎপাদিতে কার্যে ছলকারী ভবতি তস্মাদাপ্তো নাস্তীতার্থঃ ॥ ১২ ॥

কথমৰ্জুনস্ত ছলকারিত্বস্তদাহ কীদৃশোহয়মিতি । যত্র শিশুপালবধাদিরূপেহিনর্থো জাতঃ স যজ্ঞঃ কীদৃশঃ । সাধিকো বা রাজসো বা কৃতঃ । স চ শমবজ্জিতঃ কিমর্থং কৃতঃ ন হি কিমত্র ছলং নাস্তীতি স চ পরলোকার্থে বা যশসে বাস্তফলার্থং বা কৃতঃ শ্রাদিতার্থঃ ॥ ১৩ ॥

তদপি ফলং ন সম্ভবতীত্যাহ ধর্মস্ত প্রথমঃ পাদ ইতি ॥ ১৪ ॥

মাপ্তবাক্যেই ধর্মবিষয়ের প্রমাণ কহেন তবে উৎকৃষ্ট-দেহধারী আপ্ত ব্যক্তিই বা কে মাছেন ? সমস্ত বিষয়াসক্ত পুরুষগণ সর্বতোভাবে বিষয়ে অমুরাগী হইয়া থাকে অতএব হাহারা আপ্ত হইতে পারে না ॥ ১০ ॥ আমি নিশ্চিত বুঝিয়াছি যে স্বার্থনাশ হইলেই রাগ ও ঘেষ উৎপন্ন হয়, এবং স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত সেই ঘেষ হইতে অসত্য বাক্য সকল উক্ত হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥ সত্ত্বমূর্তি ত্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধ বধের নিমিত্ত জ্ঞানিয়া শুনিয়াও ছল-পূর্বক ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥ সাত্ত্বিকমূর্তি বাসুদেবও বৈরাগ্যে স্বার্থ-সাধনার্থ ছল অবলম্বন করিলেন, অৰ্জুনও সেইরূপ যজ্ঞকার্য সাধনের নিমিত্ত ছলাবলম্বী হইলেন, তবে আপ্তই বা কে ? আর প্রমাণই বা কি ? ॥ ১২ ॥ যেখানে শিশুপাল-বধাদি-রূপ অনর্থের উৎপত্তি সেই যজ্ঞই বা কিরূপ ; এই যজ্ঞ কি জন্ত শাস্তিবিবজ্জিত হইল ? ইহা পরলোক প্রাপ্তির নিমিত্ত বা যশের নিমিত্ত অথবা অজ্ঞ কোন অতিশ্রেষ্ঠ সাধনার্থ সম্পাদিত হইয়াছিল ? ॥ ১৩ ॥ পুরাণবিৎ পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে, “সত্য ধর্মের প্রথম পাদ, শৌচ দ্বিতীয় পাদ, দয়া তৃতীয় পাদ এবং দান চতুর্থ পাদ ইহা শ্রুতিবাক্য ;” এই

দানং পাদশচতুর্ধশ পুরাণজ্ঞা বদন্তি বৈ ।  
 তৈর্বিবাহীনঃ কথং ধর্ম্মস্তির্থেদিহ স্তসম্মতঃ ॥ ১৫ ॥  
 ধর্ম্মহীনং কৃতং কর্ম্ম কথং তৎফলদং ভবেৎ ।  
 ধর্ম্মে স্থিরা মতিঃ কাপি ন কশ্যাপি প্রতীয়তে ॥ ১৬ ॥  
 ছলার্থঞ্চ যদা বিষ্ণুর্বামনোহুজ্জগৎপ্রভুঃ ।  
 যেন বামনরূপেণ বক্ষিতোহসৌ বলির্নৃপঃ ॥ ১৭ ॥  
 বিহর্তা শতযজ্ঞস্য বেদাজ্ঞাপরিপালকঃ ।  
 ধর্ম্মিষ্ঠো দানশীলশ্চ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ।  
 স্থানাৎ প্রভ্রংশিতোহকস্মাদ্বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥ ১৮ ॥  
 জিতং কেন তয়োঃ কৃষ্ণ বলিনা বামনেন বা ।  
 ছলকর্ম্মবিদা চায়ং সন্দেহোহত্র মহাত্মম ॥ ১৯ ॥  
 বঞ্চয়িত্বা বক্ষিতেন সত্যং বদ দ্বিজোত্তম ! ।  
 পুরাণকর্তা হুমসি ধর্ম্মজ্ঞশ্চ মহামতিঃ ॥ ২০ ॥

তৈঃ পাদৈঃ ॥ ১৫ ॥

ধর্ম্মহীনমিতি । তথাচ পাণ্ডবৈঃ সত্যদয়াবিবর্জিতৈঃ কৃতং যজ্ঞরূপং কর্ম্ম কথং তৎফলদং ভবেৎ কথমপীত্যর্থঃ । তস্মাৎ সোহপি দাস্তিকো যজ্ঞস্ততস্তৎকর্তারঃ কথমাপ্তা ভবেয়ু-  
 রিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

কিঞ্চ ছলার্থক্ষেতি । যদা বিষ্ণুরপি ছলার্থং বামনেহিহুত্তদাপ্তঃ কোহবশিষ্ট ইতিভাবঃ ।  
 কিং বামনেন কৃতমতিচেত্তত্রাহ যেনেতি ॥ ১৭—১৮ ॥

সম্বন্ধেতে ছলিনস্তত্র মম জাতামাশঙ্কাস্থখমঃ বদ পশ্চানময়া পৃষ্টার্থস্ত্রোত্তরং বদেত্যভি-  
 প্রায়োগাহ জিতং কেনেতি হে কৃষ্ণ ব্যাস ! । তয়োর্মধ্যে বলিনা বা জিতং বামনেন বা জিতং  
 চানয়োর্মধ্যে ক উৎকৃষ্ট ইত্যর্থঃ ॥ ১৯—২০ ॥

পাদবিহীন ধর্ম্ম, সকলের স্তসম্মত হইয়া এই সংসারের উত্তমরূপে অবস্থিতি করিতে পারে  
 না ॥ ১৪—১৫ ॥ পাণ্ডবগণ সত্য ও দয়াদি বর্জিত হইয়া যজ্ঞ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন,  
 অতএব তাহা কি প্রকারে ফলপ্রদ হইতে পারে ? ধর্ম্মবিষয়ে যে কোথাও কাহারও মতি  
 স্থির ছিল এমনত প্রতীতি হই না, অতএব তাঁহারা দম্ভপূর্ণ হইয়াই যজ্ঞ করিয়াছিলেন,  
 তবে তাঁহারা কিরূপে আপ্ত হইতে পারেন ? ॥ ১৬ ॥ জগদ্বিক্ত বিষ্ণু ছল করিবার নিমিত্তই  
 বামনাবতার হইয়াছিলেন, তদনুসারে ঐ বামনরূপে বলিরাজকে বঞ্চনা করিয়াছিলেন ।  
 হে সুনে ! যখন ভগবান্ বিষ্ণুই এবংবিধ ছল অবলম্বন করিয়াছিলেন, তবে আর কোন্  
 ব্যক্তি আপ্ত হইবার নিমিত্ত অবশিষ্ট রহিলেন ? ॥ ১৭ ॥ বলিরাজ শত যজ্ঞের অমুষ্ঠানকর্তা,  
 বেদাজ্ঞার প্রতিপালক, ধর্ম্মিষ্ঠ, দানশীল, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন, জগৎপ্রভু বিষ্ণু

ব্যাস উবাচ ।

জিতং বৈ বলিনা রাজন্ ! দত্তা যেন চ মেদিনী ।  
 ত্রিবিক্রমোহপি নান্মা যঃ প্রথিতো বামনোহভবৎ ॥ ২১ ॥  
 ছলনার্থমিদং রাজন্ ! বামনস্তং নরাধিপ ! ।  
 সম্প্রাপ্তং হরিণী ভূয়ো দ্বারপালস্তমেবচ ॥ ২২ ॥  
 সত্যাদন্ততরং নাস্তি মূলং ধর্মস্য পার্থিব ! ।  
 হুঃসাধ্যং দেহিনা রাজন্ ! সত্যং সর্বাত্মনা কিল ॥ ২৩ ॥  
 মায়া বলবতী ভূপ ! ত্রিগুণা বহুরূপিণী ।  
 যয়েদং নিশ্চিতং বিশ্বং গুণৈঃ শবলিতং ত্রিভিঃ ॥ ২৪ ॥  
 তস্মাচ্ছলবতা সত্যং কুতোহবিদ্বৎ ভবেম্মপ ! ।  
 মিশ্রশ্রেণ জনিতশ্চৈব স্থিতিরেষা সনাতনী ॥ ২৫ ॥

বলিরেব স্বসত্যায় চলিত ইতি স বিষ্ণোরধিক ইতি প্রতিভাতি । তথাচেষ্বরস্তাপ্তভজ-  
 ছলকর্ভুস্বাক্ষেতি গৃঢ়োহভিসন্ধিনুপস্থতি রাজবাক্যং শ্রদ্ধা রাজাভিপ্রেতমেব ব্যাস আহ  
 জিতং বৈ বলিনেতি । ভুমিং দাস্তামীতি প্রতিজ্ঞাতস্ত সত্যস্ত পরিপালনাং তদেবাহ  
 দত্তেতি ॥ ২১—২২ ॥

সত্যং স্তোতি । সত্যাদন্ততরদতি ॥ ২৩—২৪ ॥

এরূপ বহুতর সদৃশ্য সম্পন্ন ব্যক্তিকে কেন যে স্থানদ্রষ্ট করিলেন তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে  
 পারিতেছি না । হে বৈশ্যায়ন ! এ বিষয়ে বঞ্চিত বলির জয় হইল ? কি ছলকর্মজ বামন-  
 দেবের জয় হইল ? ইহার মধ্যে উৎকৃষ্ট কে ? এই বিষয়ে আমার মহান সন্দেহ রহিয়াছে ।  
 যিজ্ঞোত্তম ! আপনি পুরাণকর্তা, ধর্মজ্ঞ ও উদারচেতা, আপনি এ বিষয়ের যথার্থ তথ্য প্রকাশ  
 করিয়া আমার সন্দেহ-দোলিত চিত্তবৃত্তির স্থৈর্য্য সম্পাদন করুন ॥ ১৮—২০ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! বলিরাজ ভূমিদান করিব বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়া-  
 ছিলেন, তাহার প্রতিপালন পূর্ব্বক সত্য রক্ষা করেন বলিয়া বলিরাজেরই জয়লাভ  
 হইয়াছিল । হে নরেন্দ্র ! ত্রিবিক্রম যিনি বামন বলিয়া বিখ্যাত, তিনি ছলাবলবী হইয়া-  
 ছিলেন বলিয়া বামনমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন ; অর্থাৎ নিজ শরীর দ্বারা ছলাবলবীর  
 স্তম্ভ প্রকাশ করিয়াছিলেন, হে পার্থিব ! সত্যের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মূল ধর্ম আর কিছুই নাই,  
 আপনি দেখুন, সেই সত্যাপহারী হরি ছলের ফলে, বলির দ্বারপাল লাভ করিতে বাধ্য  
 হইয়াছিলেন ; অতএব, রাজন্ ! সর্বতোভাবে সত্য রক্ষা, দেহিগণের পক্ষে হুঃসাধ্য  
 জানিবে ॥ ২১—২৩ ॥ রাজন্ ! ত্রিগুণাত্মিকা বহুরূপিণী অঘটনঘটনাপটায়সী মায়াই বলবতী,  
 সেই মায়া আপনার বিমিশ্রিত গুণজয় দ্বারা এই বিশ্ব নির্মাণ করিয়াছেন জানিবেন ॥ ২৪ ॥  
 অতএব ছলশালী ব্যক্তিগণ কিরূপে সত্যকে অন্ধুররূপে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে, এই

বৈখানসাস্ত্র মুনয়ো নিঃসঙ্গা নিম্প্রতিগ্রহাঃ ।  
 সত্যযুক্তা ভবন্ত্যত্র বীতরাগা গতশ্রমাঃ ॥ ২৬ ॥  
 দৃষ্টান্তদর্শনার্থায় নির্মিতাস্তে চ তাদৃশাঃ ।  
 অত্বে সর্বং শবলিতং গুণৈরেভিজ্জিভির্নৃপ ! ॥ ২৭ ॥  
 নৈকং বাক্যং পুরাণেষু বেদেষু নৃপসত্তম ! ।  
 ধর্মশাস্ত্রেষু চাক্ষেযু সগুণৈরচিতেষু ॥ ২৮ ॥  
 সগুণঃ সগুণং কুর্য্যামিগুণো ন করোতি বৈ ।  
 গুণাস্তে মিশ্রিতাঃ সর্বৈ ন পৃথগ্ভাবসঙ্গতাঃ ॥ ২৯ ॥  
 নির্বলীকে স্থিরে ধর্ম্মে মতিঃ কস্তাপি ন স্থিরা ।  
 ভবোদ্ভবে মহারাজ ! মায়য়া মোহিতস্ত বৈ ॥ ৩০ ॥

তদ্বাদিতি । তথা মায়য়া ছলবতা পুরুষেণ সত্যং কৃতোইবিক্রমনাম্রিতং ভবেন্ন কৃতোই-  
 পীত্যর্থঃ । অবিক্রমিতি ছেদঃ । মিশ্রেণেতি । প্রায়োহয়ং জনো মিশ্রেণ রজোগুণেন জনিতো  
 নির্মিতঃ । তথাচৈতাদৃশস্ত রজোগুণযুক্তস্ত সত্যং হৃৎভবেষ ভবতি ॥ ২৫ ॥

যদ্যপি রাজমায়য়া কলুষিতঃ সর্বজনো ভবতি তথাপি তদৈব মায়য়া ছলরহিতা অপি  
 প্রাণিনঃ সত্যপরিপালকা বৈখানসাদ্যা মুনয়ো দৃষ্টান্তপ্রদর্শনার কল্পিতান্তথাচ তাদৃশমায়া-  
 বিশিষ্টপরমেশ্বরস্ত ভগবতীপদবাচ্যস্তাপ্তং ভবিষ্যতি তস্তা বাচো বেদরূপায়া আস্তবাক্যঃ  
 তস্ত প্রামাণ্যং চ ভবিষ্যতীতি ন কাপি চিন্ত্যতীতি তাৎপর্যোপগাহ বৈখানসাস্ত্র মুনয়  
 ইতি ॥ ২৬ ॥

অত্রাদিতি । তাদৃশম্বিত্যোহন্তজীবজাতমিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

নৈকং বাক্যমিতি । যতঃ সর্বস্ত জীবজাতস্ত গুণমিশ্রিতত্বম্ । তত এব তেষাং যতে-  
 নার্নন্ত ভিন্নভাবদ্বন্দ্ববাস্তববাদিনাং পুণ্যানাং স্মৃতীনাং বেদেষুপি তদমুভবান্ধবদন্তার্থবাদ-  
 ভাগে সম্বাদেবাক্যানাক্ষ নৈকং বাক্যং কিন্তু ভিন্নং ভিন্নমেব প্রতিভাতীত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

বিশ্ব নিশ্চরণে অর্থাৎ রজোগুণ দ্বারা নির্মিত ; অতএব রজোগুণাত্মক এই সংসারে অক্ল-  
 নির্মল সত্য হুল্লভ, রাক্তন ! ইহাকেই সনাতনী মর্যাদা অর্থাৎ বিধিনির্দিষ্ট নিত্যকার্য্য  
 বলিয়া জানিবেন ॥ ২৫ ॥ যদি বলেন, বৈখানস মুনিগণ নির্মল সত্যের মর্যাদা রক্ষা করিয়া  
 থাকেন ; তাহা সত্য বটে, কিন্তু তাঁহারা নিঃসঙ্গ, নিম্প্রতিগ্রহ, বিধস্তরূপ ও প্রমথিত ;  
 এবং দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের নিমিত্ত নির্মিত হইয়াছেন, অতএব তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র । উক্ত  
 মুনিগণ ভিন্ন সমস্তই জিহ্বা-সম্বিত, অতএব মুনিগণের সহিত অপরের তুলনা হইতে  
 পারে না ॥ ২৬—২৭ ॥ হে নৃপসত্তম ! সগুণ ব্যক্তিগণ কর্তৃক বিরচিত ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণাদি  
 ও সাংখ্যবেদে একরূপ উক্তি হয় নাই, প্রণেতাগণের গুণের বিভিন্নতার ভিন্ন ভিন্ন হইয়া  
 গড়িয়াছে ॥ ২৮ ॥ কারণ, সগুণ ব্যক্তি সগুণ কার্য্যই করিয়া থাকেন ; কিন্তু নিগুণ ব্যক্তি  
 সগুণ কার্য্য করেন না ; গুণ সকল মিশ্রিত হইলে কদাচ পৃথক্ ভাব অবলম্বন করে না,  
 তাহারা যে যে গুণের সহিত পরস্পর মিশ্রিত হয় সেই সেই গুণেরই ভাব প্রকাশ করিয়া

ইন্দ্রিয়ানি প্রমাণীনি তদাসক্তং মনস্তথা ।

করোতি বিবিধান্ ভাবান্ গুণৈস্তৈঃ প্রেরিতং ভৃশম্ ॥ ৩১ ॥

ব্রহ্মাদিস্তদ্ব্যপ্যস্তাঃ প্রাণিনঃ স্থিরজঙ্গমাঃ ।

সর্বৈ মায়াবশা রাজন্ ! সান্নুকীড়তি তৈরিহ ॥ ৩২ ॥

সর্বান বৈ মোহয়ত্যেযা বিকুর্ষত্যনিশং জগৎ ।

অসত্যো জায়তে রাজন্ ! কার্যবান্ প্রথমং নরঃ ॥ ৩৩ ॥

ইন্দ্রিয়ার্থাশ্চিস্তন্ত্যানো ন প্রাপ্নোতি যদা নরঃ ।

তদর্থং ছলমাদত্তে ছ্লাৎ পাপে প্রবর্ততে ॥ ৩৪ ॥

কামঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ বৈরিণো বলবন্তরাঃ ।

কৃতাকৃতং ন জানন্তি প্রাণিনস্তদ্বশস্তাঃ ॥ ৩৫ ॥

বিভবে সত্যহঙ্কারঃ প্রবলঃ প্রভবত্যপি ।

অহঙ্কারাদ্ভবেমোহো মোহান্মরণমেব চ ॥ ৩৬ ॥

তদেবাহ সগুণ ইতি ॥ ২৯—৩১ ॥

সান্নুকীড়তি । সা মায়া তৈঃ সহান্নুকীড়তীত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

কার্যাকারণভাবমাহ অসত্য ইতি । কার্যবান্ কার্যোচ্ছাবান্ পুরুষঃ প্রথমমসত্যো ভবত্য-  
সত্যোনাপি কার্যং সম্পাদয়িষ্যামীত্যস্যভিসন্ধিমান্ ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৩—৩৫ ॥

বিভবে সত্যীতি । এতাদৃশস্যাদিস্বীকারেণাপি কাব্যমিচ্ছো সত্যামহঙ্কারো ভবতি ততো  
মোহো মোহান্মরণং নাশো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

পাকে ॥২৯॥ মহারাজ ! এই সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া সকলেই মায়ার দ্বারা মোহিত হয়; অত-  
এব ছলাদিশূক্ত নির্দল ও অটল ধর্মে কাহারও মতি স্থির থাকিতে পারে না ॥ ৩০ ॥ ইন্দ্রিয়-  
গণ, বুদ্ধিকে বিপর্যাস্ত করিয়া ভোগমার্গে বিচরণ করাইয়া থাকে; মন সেই ইন্দ্রিয়গণেরই  
আসক্ত, অতএব গুণত্রয় দ্বারা অতিশয়িত রূপে প্রেরিত হইয়া নানাবিধ ভাবে বিচরণ  
করিয়া থাকে ॥ ৩১ ॥ রাজন্! ব্রহ্মা হইতে স্বাবর জঙ্গম পর্যাস্ত সমস্ত প্রাণিগণই মায়ার  
বশীভূত, সেই মায়া তাহাদিগকে লইয়া বিবিধ প্রকারে জীড়া করিয়া থাকে ॥ ৩২ ॥  
এই মায়াই সকলকে বিনোহিত করিতেছে এবং নিয়তই জগতের বিকৃতি সাধন করি-  
তেছে । হে নরেন্দ্র ! নরগণ প্রথমে কার্যবশে অসত্যের আশ্রয় করিয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥  
তাহারা যখন ইন্দ্রিয়ার্থভোগাদির চিন্তা করিয়া প্রাপ্ত না হয় তখন ছল অবলম্বন করিয়া  
পাকে এবং তদ্ব্যপ্য পাপে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥ কাম, ক্রোধ ও লোভ ইহারা প্রাণিগণের  
অতিশয় বলবান্ শত্রু; জীবগণ ইহাদের বশীভূত হইয়া কার্যাকার্যের বিবেচনা করিতে  
সমর্থ হয় না ॥ ৩৫ ॥ বৈভব বিন্যাস থাকিলে অহঙ্কার প্রবল হইয়া নিজ প্রভাব প্রকাশ  
করে; সেই অহঙ্কার হইতে মোহ এবং মোহ হইতে পরিশেষে মৃত্যু হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥



সকল্য বহুবন্তত্র বিকল্যঃ প্রভবন্তি চ ।

ঈর্ষ্যাসূয়া তথা ঘেবঃ প্রাতুর্ভবতি চেতসি ॥ ৩৭ ॥

আশা তৃষ্ণা তথা দৈন্ত্যং দন্তোহধর্মমতিস্থতা ।

প্রাণিনাং প্রভবন্ত্যেতে ভাবা মোহসমুদ্ভবাঃ ॥ ৩৮ ॥

যজ্ঞদানানি তীর্থানি ব্রতানি নিয়মান্তথা ।

অহঙ্কারাভিভূতস্ত করোতি পুরুষোহম্মহম্ ॥ ৩৯ ॥

অহঙ্কাবকৃতং সর্বং প্রভবেদ বৈ ন শৌচবৎ\* ।

রাগলোভাৎ কৃতং কর্ম সর্বাঙ্গং শুদ্ধিবর্জিতম্ ॥ ৪০ ॥

প্রথমং দ্রব্যশুদ্ধিশ্চ দ্রষ্টব্য্য বিবুধৈঃ কিল ।

অদ্রোহেণার্জিতং দ্রব্যং প্রশস্তং ধর্ম্যকর্মণি ॥ ৪১ ॥

দ্রোহার্জিতেন দ্রব্যেণ যৎ করোতি শুভং নরঃ ।

বিপরীতং ভবেত্তত্ ফলকালে নৃপোত্তম ! ॥ ৪২ ॥

অন্তান্তপি মোহকার্যাপ্যাহ সকল্য ইতি ॥ ৩৭---৩৮ ॥

যেহপি যজ্ঞাদিকর্তারন্তেহপি মায়াব্রতাহঙ্কারেণ যুক্তাঃ কুর্লভ্যীতি তে মায়াবশগা এব-  
ত্যাহ যজ্ঞদানানীতি ॥ ৩৯ ॥

স চাহঙ্কারো মহাত্ত ইতি বৈরাগ্যার্থমাহ অহঙ্কাবকৃতমিতি । শৌচবচ্ছিবন্তেতর্থঃ ।  
রাগলোভামিতি । সর্বাঙ্গমপি কর্ম রাগলোভাৎ কৃতং শুদ্ধিবর্জিতং ভবতি । ততোহহঙ্কার-  
ব্রতাপলোভাবপি ত্যাজ্যাবিতি ভাবঃ ॥ ৪০ ॥

অতোহহঙ্কারং রাগলোভো বিচায় প্রথমং দ্রব্যশুদ্ধিশ্চ দ্রষ্টব্যোত্যাহ প্রথমমিতি ॥ ৪১-৪২ ॥

সংসারে জীবগণের মনে বহুতর সংকল্প, বিকল্প, ঈর্ষা, অসূয়া ও ঘেবাদি প্রাতুর্ভূত হয়, অনন্তর আশা, তৃষ্ণা, দৈন্ত্য, দন্ত ও বিপথগামিনী বুদ্ধি, এই সকল মোহ হইতে সমুদ্ভূত হইয়া প্রাণিগণের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে থাকে ॥ ৩৭-৩৮ ॥ পুরুষগণ, অহঙ্কার দ্বারা অভিভূত হইয়াই দিন দিন যজ্ঞ, দান, তীর্থসেবা, ব্রত ও নিয়মাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥ এই সমস্ত যজ্ঞাদি অহঙ্কারভাব দ্বারা অহুষ্ঠিত হয় বলিয়া শৌচাদির দ্বারা মলিন্ত দূর করিতে সমর্থ হয় না । বিশেষতঃ রাগ বা লোভবশত কোনও কার্য করিলে তাহা সর্বাঙ্গ শুদ্ধ হয় না ॥ ৪০ ॥ অতএব যজ্ঞাদি কার্যের অনুষ্ঠান করিতে হইলে প্রথমে তাহার দ্রব্যশুদ্ধি দর্শন করাই বুধগণের কর্তব্য । হিংসাদি না করিয়া যে দ্রব্য উপার্জন করা যায়, সেই দ্রব্য ধর্ম্যকর্মে প্রশস্ত ॥ ৪১ ॥ হে নৃপোত্তম ! নরগণ দ্রোহার্জিত দ্রব্য দ্বারা শুভ কার্যের অনুষ্ঠান করিলে তাহা ফলদান কালে বিপরীত ফল প্রদান করিয়া থাকে ॥ ৪২ ॥

মনোহৃতিনির্মলং যন্ত স সম্যক্ ফলভাগ্ভবেৎ ।  
 তস্মিন্ বিকারযুক্তে তু ন যথার্থফলং লভেৎ ॥ ৪৩ ॥  
 কৰ্ত্তারঃ কৰ্ম্মণাং সৰ্ব্ব আচার্য্য-ঋত্বিজাদয়ঃ ।  
 স্যন্তে বিশুদ্ধমনসস্তদা পূৰ্ণং ভবেৎ ফলম্ ॥ ৪৪ ॥  
 দেশকালক্রিয়াদ্রব্যকৰ্ত্তৃণাং শুদ্ধতা যদি ।  
 মন্ত্রাণাঞ্চ তদা পূৰ্ণং কৰ্ম্মণাং ফলমশ্নুতে ॥ ৪৫ ॥  
 শত্ৰুণাং নাশমুদ্दिष्ट স্বরুদ্ধিং পরমাং তথা ।  
 কৰোতি স্নকৃতং তদ্বদ্বিপরীতং ভবেৎ কিল ॥ ৪৬ ॥  
 স্বার্থাসক্তঃ পুমানিত্যং ন জানাতি শুভাশুভম্ ।  
 দৈবাধীনঃ সদা কুৰ্য্যাৎ পাপমিহ ন সংকৃতম্ ॥ ৪৭ ॥  
 প্রাজাপত্যাঃ সুরাঃ সৰ্ব্বে হসুরাশ্চ তদুদ্ভবাঃ ।  
 সৰ্ব্বে তে স্বার্থনিরতাঃ পরস্পরবিরোধিনঃ ॥ ৪৮ ॥  
 সন্তোদ্ভবাঃ সুরাঃ সৰ্ব্বেহপ্যুক্তা বেদেরু মানুযাঃ ।  
 রজোদ্ভবাস্তামসাস্ত তিৰ্য্যকঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥ ৪৯ ॥

মনঃশুদ্ধিফলমাহ মনোহৃতিনির্মলমিতি ॥ ৪৩ ॥

কৰ্ম্মশুদ্ধিমাহ কৰ্ত্তার ইতি ॥ ৪৪—৪৫ ॥

তচ্চ কৰ্ম্ম পরনাশায় ন কৰ্ত্তব্যমিত্যাহ শত্ৰুণামিতি ॥ ৪৬ ॥

স্বার্থমপি ন কৰ্ম্ম কুৰ্য্যাৎ কিস্বীপরাধনবুদ্ধ্যেবেত্যাহ স্বার্থাসক্ত ইতি । স্বার্থকরণে  
 দোষমুদ্ভবয়তি ন জানাতীতি । দৈবাধীনঃ প্রাজাপতীনঃ সংকৃতং পুণ্যম্ ॥ ৪৭ ॥

পরস্পরৈতি । যতঃ স্বার্থপরাস্তত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

যাহার মন অতিশয় নির্মল সেই ব্যক্তিই সম্যক্ শুভফল লাভ করিয়া থাকে ; বিকৃতমনা  
 ব্যক্তিগণ যথার্থ ফললাভে সমর্থ হয় না ॥ ৪৩ ॥ যদি কার্য্যকালে আচার্য্য ঋত্বিক্ প্রভৃতি  
 কৰ্ম্মকর্ত্তাগণ বিশুদ্ধমনা হইয়া এবং যদি দেশ কাল ক্রিয়া দ্রব্য যজমান ও মন্ত্র এই সকল  
 পরিপূৰ্ণ হয়, তাহা হইলেই কৰ্ম্মের ফল সম্পূর্ণরূপে হইতে পারে ॥ ৪৪-৪৫ ॥ শত্ৰুবিনাশ এবং  
 আপনার উন্নতির উদ্দেশে ক্রিয়া করিলে তাহা বিপরীত ফল প্রদান করিয়া থাকে ; অতএব  
 পরবিনাশার্থ কৰ্ম্ম করা কৰ্ত্তব্য নহে ॥ ৪৬ ॥ স্বার্থনিরত পুরুষগণ শুভাশুভ কৰ্ম্ম বিবেচনা  
 করিতে সমর্থ হয় না, তাহারী ঐদেবের অধীন হইয়া পাপই করিয়া থাকে, পুণ্যকার্য্য করিতে  
 কমবান হয় না ॥ ৪৭ ॥ সমস্ত সুরগণ ও অসুরগণ প্রাজাপতি হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন,  
 ইহারা সকলেই স্বার্থনিরত বলিয়াই পরস্পর বিরোধ করিয়া থাকেন ॥ ৪৮ ॥ বেদে উক্ত  
 হইয়াছে যে, সুরগণ সমস্ত হইতে, মানুষ্যগণ রজোগুণ হইতে এবং তিৰ্য্যগুণ তমোগুণ

সম্বোদ্ধবানং তৈর্কৈরং পরম্পরমনাবৃতম্ ।  
 তিরশ্চামত্র কিং চিত্রং জাতিবৈরসমুদ্ভবে ॥ ৫০ ॥  
 সদা দ্রোহপরা দেবাস্তপোবিন্মকরাস্তথা ।  
 অসম্বৃত্তাঃ শ্বেষপরাঃ পরম্পরবিরোধিনঃ ॥ ৫১ ॥  
 অহঙ্কারসমুদ্ভূতঃ সংসারোহয়ং যতো নৃপ ! ।  
 রাগদ্বেষবিহীনস্ত স কথং জায়তে নৃপ ! ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে  
 জগতোহধর্মোৎস্থিতিবর্ণনং নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

মাহুবা রজোদ্ভবা ইত্যম্বয়ঃ ॥ ৪১—৫২ ॥

তন্মাদ্বেবাদিতির্মম পূর্ষজাদিভিষ্ক কথং পাপং কৃতমিতিশঙ্ক্যবসর এব নাস্তি । মায়াস্তঃ-  
 পাতিত্বাৎ সর্বস্ত জীবজাতস্ত মায়াপ্রেরণয়ৈবাচরণাদতঃ সংসারনাশায় মায়াবিশিষ্ট ব্রহ্মরূপি-  
 গোব ভগবত্যারাদ্যেতি ভাবঃ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

হইতে অন্তর্গত করিয়াছে ॥৪১॥ রাজন্ ! যদি সত্ত্বসজ্জাতি সুরগণই পরস্পর নিয়তই বৈরিতা  
 করেন, তবে ত্রিগুণগণের যে জাতিবৈরিতা সংঘটিত হইবে তদ্বিশেষে আর বিচিত্রতা  
 কি ? ॥ ৫০ ॥ যখন দেবগণ নিয়তই অসম্বৃত্ত, শ্বেষকলুষিত, পরস্পর বিরোধী এবং পরের  
 তপোবিন্মকর, তখন নিশ্চয়ই জানিবেন যে, এই সংসার অহঙ্কার হইতেই উৎপন্ন,  
 অতএব কিরূপে তাহা রাগদ্বেষাদি পরিলুপ্ত হইতে পারিবে ? ॥ ৫১—৫২ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকান্বক মহাপুরাণ শ্রীমদভাগ-  
 বতের চতুর্থস্কন্ধে জগতের অধর্মো অবস্থিতিবর্ণন  
 নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## পঞ্চমোঃধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

অথ কিং বহুনোক্তেন সংসারেহস্মিম্পোভম ! ।  
ধৰ্ম্মান্না দ্রোহবুদ্ধিস্ত কশ্চিদ্ভবতি কহিচিৎ ॥ ১ ॥  
রাগদ্বেষাবৃতং বিশ্বং সৰ্ব্বং স্বাবরজঙ্গমম্ ।  
আদ্যে যুগেহপি রাজেন্দ্র ! কিমদ্য কলিদূষিতে ॥ ২ ॥  
দেবাঃ সের্ষ্যাশ্চ সত্রোহাশ্চলকৰ্ম্মরতাঃ সদা ।  
মানুযাণাং তিরশ্চাঞ্চ কা বার্তা নৃপ ! গণ্যতে ॥ ৩ ॥  
দ্রোহপরে দ্রোহপরো ভবেদिति সমানতা ।  
অদ্রোহিনি তথা শান্তে বিদেষঃ খলতা স্মৃতা ॥ ৪ ॥  
যঃ কশ্চিত্তাপসঃ শান্তো জপধ্যানপরায়ণঃ ।  
ভবেত্তস্য জপে বিঘ্নকর্তা বৈ মঘবা পরম্ ॥ ৫ ॥

একাধিকশত পঞ্চাশৎপদৈশ্চ নিখিলং জগৎ ।

মায়য়াবৃতমিত্যক্ত । নারায়ণকথোচ্যতে ॥

পূৰ্ব্বাধ্যায়ান্তে রাগদ্বেষবিহীনস্ত স কথং জায়তে নৃপেত্যুক্তং তদেব বিশদয়তি অথ  
কিমিতি । কশ্চিদिति শুদ্ধস্ব ইত্যর্থঃ ॥ ১—৩ ॥

দেবাঃ সের্ষ্যা ইত্যুক্তং তত্রোদাহরণমাহ দ্রোহপরে ইতি । দ্রোহপরে জনে দ্রোহপরো  
ভবেদिति সমানতা সাম্যাতা সৰ্বত্র বর্ততে । অদ্রোহিনি শান্তে তু বিদেষো যঃ সা খলতা  
দৃষ্টতা সা কচিদেবাশ্চ ন সৰ্ব্বত্রৈত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

ইহো দেবরাজোহপি সংস্তাং খলতাং স্বীকৃতবাংস্ততঃ পরং কিমবশিষ্টমিত্যাহ যঃ কশ্চি-  
দिति । তাপসো দ্রোহাভাববাংস্তদ্বিজ্ঞপবিঘ্নকর্তৃত্বা খলতেজস্ত ॥ ৫ ॥

দ্বৈপায়ন কহিলেন, হে নৃপসত্তম ! বহুবাক্য ব্যয়ে প্রয়োজন কি, এই মাত্র বলিলেই  
পর্যাপ্ত হইবে যে, এই সংসারে হিংসা দ্বেষাদিজনিত কলুষিত বুদ্ধি পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক ধৰ্ম্মপরা-  
য়ণ হইয়া থাকেন একরূপ ব্যক্তি অতি বিরল ॥ ১ ॥ রাজেন্দ্র ! সত্যযুগেও এই স্বাবর জঙ্গমান্তক  
বিশ্ব, রাগদ্বেষাদি দ্বারা পরিবৃত ছিল, এখন কলুষিত কলিকাল উপস্থিত, এ সময়ে যে সংসার  
রাগদ্বেষাদি দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে ॥ ২ ॥ নৃপবর ! দেবগণ  
যখন যেস 'ও' জীবাসম্বিত এবং প্রবক্তা-পরায়ণ, তখন আর তির্য্যক্ ও মনুষ্যাগণের কথা কি  
বলিব ॥ ৩ ॥ হে পৃথিবীপতে ! দ্রোহকারী জীবে দ্রোহপর হইবে এ বিষয়ে সামঞ্জস্য দৃষ্ট  
হইতেছে ; কিন্তু হিংসাবর্জিত শান্ত জীবে বিদেষ করিলেই খলতা হইল ॥ ৪ ॥ যে কোনও

সতাং সত্যযুগং সাক্ষাৎ সৰ্বদৈবাসতাং কলিঃ ।

মধ্যমো মধ্যমানাং তু ক্রিয়াযোগৌ যুগে স্মৃতৌ ॥ ৬ ॥

কশ্চিৎ কদাচিত্তবতি সত্যধৰ্ম্মানুবর্তকঃ ।

অন্তথাশ্রয়ুগানাং বৈ সৰ্বৈ ধৰ্ম্মপরাযণাঃ ॥ ৭ ॥

বাসনাকারণং রাজন্ ! সৰ্বত্র ধৰ্ম্মসংস্থিতৌ ।

তস্মাৎ বৈ মলিনায়াস্ত ধৰ্ম্মোহপি মলিনো ভবেৎ ।

মলিনা বাসনা সত্যং যিনাশায়েতি সৰ্বথা ॥ ৮ ॥

নধেবং চেৎ কথং ধৰ্ম্মস্থিতিঃ স্মাদিতি চেত্তত্রাহ সতামিতি । সৰ্ব্বযুগেষু ত্রিবিধা নরাঃ সন্তি সাধবোহসাধবো মধ্যমাশ্রিতাঃ । তত্র সতাং সৰ্বং যুগং সত্যযুগমেব । অসতাং সৰ্বং যুগং কলিরেব । যস্মিন্ যুগে ক্রিয়াযোগৌ বাবস্থিতৌ স মধ্যমঃ কালো দ্বাপরযুগে ত্রয়োমধ্যমানাং ভবতি । তথাচ যে সাধবো মধ্যমাশ্রিতাঃ তদাপ্রসঙ্গে ধৰ্ম্মঃ স্বাস্থ্যতীতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

নমু তর্হি সাধবো নৈব সন্তীতি কথং পূৰ্ব্বমুক্তমিতি চেদ্বচনো ন সন্তীত্যভিপ্রায়েণেত্যচ কশ্চিৎ কদাচিদिति । অন্তথা বহুবশ্রয়ুগানাং যে ধৰ্ম্মান্তঃপরাযণাঃ সৰ্ব্বে ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

নমু কিমিতি বহুবস্তথা ভবন্তি সৰ্ব্বেহপি সত্যভাজঃ সাধবঃ কুতো ন ভবন্তীতি চেত্তত্রাহ বাসনেনিতি । শুদ্ধবাসনানাং পুণ্যসাধ্যাদ্রহ্মত্বম্ । মলিনবাসনানাং স্বভাবদ্রাহ্মত্বম্ । তথাচ বাসনাবহুহাত্তাদৃশানামপি বচনমিত্যর্থঃ । যদাপি বহুত্বং তেষাং তথাপি মলিনাবাসনাবিনাশায়ৈব ভবন্তীতি নিশ্চিত্য তাসমাচরণং কদাপি ন কুর্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

শাস্ত্র তাপস জপপরাযণ ও ধ্যাননিমগ্ন থাকিলে অমররাজ তাঁহার তপস্যায় বিস্ময় ঘটাইয়া থাকেন অতএব ইন্দ্রের থলতা স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে ॥ ৫ ॥ রাজন্ ! সৰ্ব্বযুগেই সাধু, অসাধু ও মধ্যম এই তিন প্রকার মানব দৃষ্ট হইয়া থাকে, তন্মধ্যে বাহারা সাধু তাঁহাদের সৰ্ব্বদাই সত্যযুগ, বাহারা অসাধু তাহাদের সৰ্ব্বদাই কলিযুগ ; আর যে যে যুগে ক্রিয়া ও যোগ বাবস্থিত সেই দ্বাপরায়ুগ ও ত্রেতাযুগ যুগেই সৰ্ব্বদা মধ্যমদিগের নিমিত্ত নির্দিষ্ট রহিয়াছে ॥ ৬ ॥ রাজন্ ! আপনি জানিবেন যে, কদাচিৎ কোনও ব্যক্তি সত্যধর্মের অনুসরণ করিয়া থাকেন, তাহা না হইলে, ভিন্ন ভিন্ন যুগেব সকল ব্যক্তিই তদ্বৎযুগধর্মের অনুবর্তন করিত ॥ ৭ ॥ হে রাজেন্দ্র ! ধর্মস্থিতি বিষয়ে সর্বত্রই বাসনাকে কারণ বলিয়া অবগতি করিবেন, সেই বাসনা মলিনা হইলে ধর্মও মলিন হইয়া থাকে । আপনি জানিবেন যে, শুদ্ধ বাসনা পুণ্যসাধ্য বলিয়া তাহা অমলই হয়, আর মলিনা বাসনা স্বভাবতই অধিকতর হইয়া থাকে । এই মলিনা বাসনাই জীবগণকে সর্বতোভাবে বিনষ্ট করিয়া থাকে । অতএব ইহার আচরণ কদাচই কর্তব্য নহে । 'নৃপোত্তম ! এই সকল বচন পরম্পরা দ্বারা কৃষ্ণ ও ইন্দ্রাদির ছল ও অধর্ম্মাচরণ এবং পাণ্ডবগণের অধর্ম্মশীলতার কারণ বুঝিয়া লইবেন ; এক্ষণে, মুক্তির নিমিত্ত তপস্চরণশীল নরনারায়ণের দেহান্তর প্রাপ্তি কথং শ্রবণ করন ॥ ৮ ॥ )

ব্রহ্মণো হৃদয়াজ্জাতঃ পুত্রো ধর্ম ইতি স্মৃতঃ ।  
 ব্রাহ্মণঃ সত্যসম্পন্নো বেদধর্মরতঃ সদা ॥ ৯ ॥  
 দক্ষশ্চ হুহিতারো হি রতা দশ মহাজনা ।  
 বিবাহবিধিনা সম্যজ্জুনিনা গৃহধর্মিণা ॥ ১০ ॥  
 তাম্বজীজনয়ৎ পুত্রান্ ধর্মঃ সত্যবতাং বরঃ ।  
 হরিং কৃষ্ণং নরশৈব তথা নারায়ণং নৃপ ! ॥ ১১ ॥  
 যোগাভ্যাসরতো নিত্যং হরিং কৃষ্ণো বভূব হ ॥ ১২ ॥  
 নরনারায়ণৌ চৈব চেরতুস্তপ উত্তমম্ ।  
 প্রালেয়াদ্রিং সমাগত্য তীর্থে বদরিকাশ্রমে ॥ ১৩ ॥  
 তপস্বিষু ধুরীণৌ তৌ পুরাণৌ মুনিসত্তমৌ ।  
 গৃণন্তৌ তৎপরং ব্রহ্ম গঙ্গায়া বিপুলে তটে ॥ ১৪ ॥  
 হরেরংশৌ স্থিতৌ তত্র নরনারায়ণার্ষমী ।  
 পূর্ণং বর্ষসহস্রম্ চক্রাতে তপ উত্তমম্ ॥ ১৫ ॥  
 তাপিতঞ্চ জগৎ সর্বং তপসা সচরাচরম্ ।  
 নরনারায়ণাভ্যাঞ্চ শক্রং ক্ষোভং তদা যযৌ ॥ ১৬ ॥

ইখমেতৎপর্যন্তঃ কিমর্থং শাপো জাতো দেবকীবল্লদেবযোঃ কথং কৃষ্ণেন্দ্রপ্রভৃতয়ো  
 দেবান্দ্রলেনাধর্ম্মাচরণবন্তঃ পাণ্ডবাদয়শ্চ কথমধর্ম্মশীলা ইত্যন্তোত্তরং দত্তমধুনা নরনারায়ণ-  
 যোর্ণ্যু ক্তার্থং তপঃ কুর্ষতোঃ কথং দেহান্তরপ্রাপ্ত্যনুয্যদেহেনেতিপ্রশ্নতোত্তরমাহ ব্রহ্মণো  
 হৃদয়াদিতি ॥ ৯—১২ ॥

প্রালেয়াদ্রিং হিমালয়ম্ ॥ ১৩ ॥

তৎপরং ব্রহ্ম গায়ত্রীসংজ্ঞকমিত্যর্থঃ ॥ ১৪—১৬ ॥

ব্রহ্মার হৃদয় হইতে ধর্ম্মনামক এক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠ, সত্য-  
 সম্পন্ন এবং সর্বদাই বেদধর্ম্মে অঙ্গুরক্ত ছিলেন ॥ ৯ ॥ সেই মহাত্মা গৃহস্থ-ধর্ম্মাবলম্বী মুনিবর  
 ধর্ম্ম, দক্ষপ্রজাপতির দশটি কন্যাকে যথাবিধি বিবাহ করিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥ সত্যনিষ্ঠগণের  
 অগ্রগণ্য সেই ধর্ম্ম, তাঁহাদিগের গর্ভে হরি, কৃষ্ণ, নর ও নারায়ণ নামে চারিটি পুত্র উৎপাদন  
 করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥ তন্মধ্যে হরি ও কৃষ্ণ, নিয়তই যোগাভ্যাসে নিরত হইয়া রহি-  
 লেন ॥ ১২ ॥ নর এবং নারায়ণও হিমালয় পর্বতে আগমন করিয়া বদরিকাশ্রম তীর্থে  
 অত্যন্ত তপসা আরম্ভ করিলেন ॥ ১৩ ॥ সেই তপস্বিপ্রধান পুরাণ-মুনিদ্বয় গঙ্গার অগ্রশত  
 তটদেশে গায়ত্রীসংজ্ঞক পরব্রহ্ম মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥ হরির অংশ হইতে সমুৎপন্ন  
 নরনারায়ণ নামক ঐবিদ্য পূর্ণ সহস্রবৎসর সেই স্থানে উত্তম তপসা করিলেন ॥ ১৫ ॥  
 তাঁহাদের তপশ্বেদে চরাচর অখিল জগৎ পবিত্র হইয়া উঠিল। তখন দেবরাজ ইন্দ্রও

চিন্তাবিষ্টঃ সহস্রাক্ষো মনসা সমকল্পয়ৎ ।

কিং কর্তব্যং ধর্মপুত্রো তাপসৌ ধ্যানসংযুতো ॥ ১৭ ॥

সিদ্ধার্থো ব্রহ্মশং শ্রেষ্ঠমাসনং সংগ্রহীষ্যতঃ ।

বিষয়ঃ কথং প্রকর্তব্যস্তপো যেন ভবেন্ন হি ॥ ১৮ ॥

উৎপাদ্য কামং ক্রোধঞ্চ লোভং বাপ্যতিদারুণম্ ।

ইত্যাশ্রিত্য সহস্রাক্ষঃ সমারুহ গজোত্তমম্ ॥ ১৯ ॥

বিষয়কামস্ত তরসা জগাম গন্ধমাদনম্ ।

গত্বা তত্রাশ্রমে পুণ্যে তাবপশুচ্ছতক্রতুঃ ॥ ২০ ॥

তপসা দীপ্তদেহো তু ভাস্করাবিব চোদিতো ।

ব্রহ্মবিষ্ণু কিমেতো বৈ প্রকটৌ বা বিভাবসু ।

ধর্মপুত্রাব্রবীবেতো তপসা কিং করিষ্যতঃ ॥ ২১ ॥

ইতি সঙ্কিত্য তৌ দৃষ্টা তদোবাচ শচীপতিঃ ।

কিং বাং কার্য্যং মহাভাগৌ ব্রুতাং ধর্মহুতো কিল ॥ ২২ ॥

দদামি বাং বরং শ্রেষ্ঠং দাতুং যামতোহস্ত্যহং ধর্মী ।

অদেয়মপি দাস্যামি তুচ্ছোহস্মি তপসা কিল ॥ ২৩ ॥

কৃতচিন্তা কিঞ্চ কল্পিতবাংস্তদুভয়মপ্যাহ কিং কর্তব্যমিতি ॥ ১৭ ॥

আসনং মমেন্তি শেষঃ । বিষয় ইতি । কামং ক্রোধং লোভং বাপ্যত্যাগ্য যেন বিষয়েন তপো ন ভবেৎ  
স তাদৃশো বিষয়ঃ কথং কর্তব্য ইত্যর্থঃ ॥ ১৮—২২ ॥

সংকল্পিত হইয়া উঠিলেন ॥ ১৬ ॥ সহস্রলোচন চিন্তাবিষ্ট হইয়া মনে মনে কল্পনা করিতে  
লাগিলেন যে, এই ধর্মপুত্রের তপোনিরত ও ধ্যানপরায়ণ হইরাছেন, ইহারা তপঃ  
সিদ্ধ হইলে আমার এই অত্যুত্তম রাজ্যসিন অধিকার করিতে পারিবেন, তবে এক্ষণে  
ইহাদের তপস্তা ভঙ্গের নিমিত্ত কি প্রকারে বিষয় উৎপাদন করি ॥ ১৭—১৮ ॥ দেবরাজ, এই  
উদ্দেশ্যে কাম, ক্রোধ, এবং অতি নিদারুণ লোভকে উৎপাদন করিয়া ঐরাবতে আরোহণ  
পূর্বক বিষয়চরণের নিমিত্ত গন্ধমাদন পর্বতে গমন করত সেই পুণ্যাশ্রমে উপস্থিত  
হইয়া সেই পুরাতন ঋষিরূপকে দর্শন করিলেন ॥ ১৯—২০ ॥ তাঁহাদিগকে তপন্তেজে  
ভাবরের স্তায় দীপ্তিমান দর্শন করিয়া দেবরাজ বিবেচনা করিতে লাগিলেন ইহারা ব্রহ্মা,  
বিষ্ণু অথবা বিভাবসুই হইবেন ॥ ২১ ॥ ইহারা ধর্মপুত্র এক ধর্মী, ইহারা তপস্তা দ্বারা কি  
করিবেন ? এতরূপ চিন্তা করিয়া শচীনাম তাঁহাদিগের সম্মুখে গমন পূর্বক কহিতে  
লাগিলেন ॥ ২২ ॥ হে মহাভাগ ধর্মন্তনয় ঋষিরূপ ! আপনাদিগের কার্য্য বা প্রার্থনা কি  
বলুন, আমি আপনাদিগকে উত্তম বর প্রদান করিবার নিমিত্ত এখানে উপস্থিত হইরাছি ;

## ব্যাস উবাচ ।

এবং পুনঃপুনঃ শক্রস্তাবুবাচ পুনঃস্থিতঃ ।  
 নোচতুস্তাবুবাচ ধ্যানসংস্থিতৌ দৃঢ়চেতসৌ ॥ ২৪ ॥  
 ততো বৈ মোহিনীং মায়াঞ্চকার ভয়দাং বৃষঃ ।  
 বৃকান্ সিহাংশ্চ ব্যাত্রাংশ্চ সমুৎপাদ্যাভিভীষয়ৎ ॥ ২৫ ॥  
 বর্ষং বাতং তথা বহিঃ সমুৎপাদ্য পুনঃপুনঃ ।  
 ভীষয়ামাস তৌ শক্রো মায়াং কৃশা বিমোহিনীম্ ॥ ২৬ ॥  
 ভয়তোহপি বশং নীতৌ ন তৌ ধর্ম্মহতৌ মুনী ।  
 নরনারায়ণৌ দৃষ্টৌ শক্রঃ স্বভুবনং গতঃ ॥ ২৭ ॥  
 বরদানে প্রলুকৌ ন ন ভীতৌ বহিবাযুতঃ ।  
 ব্যাত্রসিংহাদিভিঃ ক্রান্তৌ চলিতৌ নাশ্রমাৎ স্বকাৎ ॥ ২৮ ॥  
 ন তয়োর্ধ্যানভঙ্গং বৈ কর্তুং কোহপি ক্ষমোহভবৎ ।  
 ইন্দ্রোহপি সদনং গত্বা চিন্তয়ামাস হুঃখিতঃ ॥ ২৯ ॥

দাতুং যাতো অ্যাহং ঋষী । হে ঋষী তং বরং দাতুং যাতে প্রাপ্তোহস্মীত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৪ ॥

বৃষ ইন্দ্রঃ ॥ ২৫—২৭ ॥

নাশ্রমাৎ স্বকাদাশ্রমনিমিত্ততপসো ন চলিতাবিত্যর্থঃ ॥ ২৮—২৯ ॥

আমি আপনাদের তপস্যায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি, অতএব আপনারা যাহা প্রার্থনা করিবেন, তাহা অদেয় হইলেও আমি প্রদান করিব ॥ ২৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, ইন্দ্র তাঁহাদের সম্মুখে অবস্থিত করিয়া পুনঃ পুনঃ এইরূপ বলিতে লাগিলেন, কিন্তু ঋষিষয় দৃঢ়চিত্ত ও ধ্যানমগ্ন ছিলেন, এজন্ত কোন কথাই বলিলেন না, তদর্শনে অমররাজ, অতিশয় ভয়প্রদা মোহিনী-মায়ার অবতারণা করিলেন ॥ ২৪—২৫ ॥ তিনি সিংহ, ব্যাত্র, বৃক প্রভৃতি হিংস্রজন্ত সকল এবং বৃষ্টি বাত্যা ও বহি প্রভৃতি পুনঃ পুনঃ উৎপাদন পূর্বক ভয় দেখাইতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥ শক্র মোহিনী-মায়ার আবির্ভাব করিয়া ভয় প্রদর্শন করিলেন বটে, কিন্তু তদ্বারাও সেই ধর্ম্মপুত্র মুনিষয়কে বশে আনিতে পারিলেন না ॥ ২৭ ॥ সেই নরনারায়ণ মুনিষয়, বর গ্রহণে লুক্ক, অথবা সিংহাদি বা বহি গবনাদি দ্বারা ভীত হইলেন না দেখিয়া দেবরাজ নিজ ভবনে গমন করিলেন । অনন্তর ইন্দ্র গৃহে গমন পূর্বক হুঃখিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে যখন এই মুনিষয় সিংহ-ব্যাত্রাদির দ্বারা আক্রান্ত হইয়াও নিজ আসন হইতে বিচলিত হইলেন না, তখন কেহই ইহাদের ধ্যান ভঙ্গ করিতে সমর্থ হইবে না । এই মুনিষয়, ভয়লোভাদি দ্বারা বিচলিত হইলেন না, ইহারা আদিশক্তি মহাবিদ্যা সনাতনী, ত্রিলোকেশ্বরী অদ্বুত-



চলিতৌ ভয়লোভাভ্যাং নেমৌ মুনিবরোত্তমৌ ।

চিন্তয়ন্তৌ মহাবিদ্যাগাদিশক্তিং সনাতনীম্ ॥ ৩০ ॥

ঐশ্বরীং সর্বলোকানাং পরাং প্রকৃতিমভুতাম্ ।

ধ্যায়তাং কঃ ক্রমো লোকে বহুমায়াবিদপুত ॥ ৩১ ॥

যশ্মলাঃ সকলা মায়া দেবাস্বরকৃতাঃ কিল ।

তে কথং বাধিতুং শক্তা ধ্যায়ন্তি গতকল্মষাঃ ॥ ৩২ ॥

বাগ্বীজং কামবীজকামায়াবীজং তথৈব চ ।

চিত্তে যশ্চ ভবেত্তস্ত বাধিতুং কোহপি ন ক্রমঃ ॥ ৩৩ ॥

মায়া মোহিতঃ শক্নো ভূয়ন্তশ্চ প্রতিক্রিয়াম্ ।

কর্তুং কামরসন্তো তু সমাহুয়াবীদ্বচঃ ॥ ৩৪ ॥

কুতো ন চলিতৌ তত্র নিমিত্তমাহ চিন্তয়ন্তাবিতি । মহাবিদ্যাং শ্রীভুবনেশ্বরীং পরাং প্রকৃতিং সাম্যাবস্থায়োগোপাধিকবুদ্ধিরূপিণীম্ । বিদ্ধি মে প্রকৃতিং পরাম্ । জীবভূতাং মহাবাহো ! যথেনং ধার্য্যতে জগদ্বিত্তিগীতোক্তাম্ ॥ ৩০ ॥

বহুমায়াবিং সোহপীত্যর্থঃ । ধ্যায়তাং মনো বশস্তিতুমিতিশেষঃ ॥ ৩১ ॥

যশ্মলা ইতি । যৎপবাক্ষিমুলাঃ সকলা দেবা স্বরকৃতমায়া ভবন্তীতি তাং পরাং শক্তি-মিতিপূর্ণোবসরঃ তে কথং বাধিতুমিতি । অতেন বাধিতুমিতি । যে গতকল্মষা ধ্যায়ন্তি তে ইত্যবসরঃ ॥ ৩২ ॥

তৃতীয়স্কন্ধোক্তং ভুবনেশ্বরীমন্ত্রমাহ বাগ্বীজমিতি । বাধিতুং কোহপি ন ক্রম ইতি । তদুক্তং সুগুনান্যায়াম্ । পার্শ্বভীচরণবন্দভজনাং কিম্বরো ভবেৎ । স্বর্গভোগশ্চ মোক্ষশ্চ শাক্তানাং ন ভবেৎ কিম্ । শাক্তানাংকৈব নিন্দাং যে কুর্নস্তি হি নরাধমাঃ । তেষাং লোভিতপানং বৈ কুর্নস্তি তৈরবীগণাঃ । তৈরবাস্তৈব তৈরব্যঃ সদা হিংসন্তি পামরান্ । শাক্তান্ হিংসন্তি নিন্দন্তি গর্জন্তি বহুজরকাঃ । ছিনন্তি তেষাং দেবেশী শিরাঃসি হরবনভতি ॥ ৩৩ ॥

রূপিণী পরমা প্রকৃতি শ্রীভুবনেশ্বরীর ধ্যান করিতেছেন, এক্ষণে বহুমায়া বিশারদ হইলেও এমন কে আছে যে ইহাদের ধ্যানভঙ্গ করিতে সমর্থ হয় ॥ ২৮—৩১ ॥ কারণ যে পরমা শক্তি দেবাস্বরকৃত সকল মায়ার মূল, সেই যোগমায়া মহাশক্তির ধ্যানপরাগণ হইয়া বাহারা পাণের হস্ত হইতে নিমুক্ত রহিয়াছেন, এই ত্রিলোকে এমন কোন ব্যক্তি আছে যে, তাঁহাদের ধ্যান ভঙ্গ করিতে সমর্থ হয় ॥ ৩২ ॥ বাহারা সরস্বতীবীজ, কামবীজ, ও মাগবীজ জপ করিয়া নিশাপ ও বিগুচ্ছায়া হইরাছেন, বাহাদের চিত্তক্ষেত্রে ভুবনেশ্বরীবীজ উৎপন্ন হইয়াছে তাঁহাদিগের বিষয় আচরণ করিতে কে সমর্থ হইবে ? ॥ ৩৩ ॥ মহারাজ ! নাগার কি প্রভাব দেখুন, শাক্তগণের অত্যাচারে কেহই সমর্থ হয় না, ইহা জানিয়াও দেবরাজ মায়া মোহিত হইয়া পুনর্বার তৎপ্রতীকারার্থ সন্মথ ও বসন্তকে আহ্বান করিয়া

\* তাঃ কথং বাধিতুং শক্তাঃ ধ্যায়ন্তবকসবৎ । ইতি বা পাঠঃ ।

মনোভব ! বসন্তেন রত্যা যুক্তো ব্রজাধুনা ।  
 অপ্সরোভিঃ সমায়ুক্তস্তরসা গন্ধমাদনম্ ॥ ৩৫ ॥  
 নরনারায়ণৌ তত্র পুরাণাবধিসত্তমৌ ।  
 কুরুতস্তপ একান্তে স্থিতৌ বদরিকাশ্রমে ॥ ৩৬ ॥  
 গহ্বা তত্র সমীপে তু তয়োর্মম্বথ ! মার্গগৈঃ ।  
 চিত্তং কামাতুরং কার্যং কুরু কার্যং মমাধুনা ॥ ৩৭ ॥  
 মোহয়োচ্চাটয়ৈনৌ ত্বং বিশিষ্টৈস্তাড়য়াশু চ ।  
 বশীকুরু মহাভাগ ! মুনী ধর্ম্মসুতাবপি ॥ ৩৮ ॥  
 কো হস্মিন্ সর্ব্বসংসারে দেবো দৈত্যোহথ মানবঃ ।  
 যন্তে বাণবশং প্রাপ্তো ন যাতি ভূশতাড়িতঃ ॥ ৩৯ ॥  
 ব্রহ্মাহং গিরিজানাথশ্চন্দ্রো বহ্নির্বিমোহিতঃ ।  
 গণনা কানয়োঃ কাম ! ত্বদ্বাণানাং পরাক্রমে ॥ ৪০ ॥  
 বারান্সনাগণোহয়ন্তে সহায়ার্থং ময়েরিতঃ ।  
 আগমিষ্যতি তত্রৈব রম্ভাদীনাং মনোরমঃ ॥ ৪১ ॥

প্রতিক্রিয়াং পরিহারম্ ॥ ৩৪—৩৬ ॥

হে মম্বথ মার্গগৈঃ ॥ ৩৭—৩৮ ॥

ন যাতিতি মোহমিতি শেষঃ ॥ ৩৯—৪০ ॥

বারান্সনাং গণঃ ॥ ৪১—৪২ ॥

কহিতে লাগিলেন, হে মনোভব ! তুমি, এক্ষণে বসন্ত ও রতির সহিত মিলিত হইয়া অপ্সরাগণকে সঙ্গে লইয়া সখর গন্ধমাদন পর্বতে গমন কর ॥ ৩৪—৩৫ ॥ সেই স্থানে নর-নারায়ণ নামে পুরাতন ঋষিদ্বয়, বদরিকাশ্রমে একান্তে অবস্থিত হইয়া তপস্তা করিতেছেন ॥ ৩৬ ॥ হে মম্বথ ! তুমি তাঁহাদের নিকট গমন পূর্ব্বক স্বীয় শায়ক প্রভাবে তাঁহাদের চিত্ত কামাতুর করিয়া আমার এই কার্য্য সম্পাদন কর ॥ ৩৭ ॥ তুমি স্বীয় শরাঘাতে তাঁহাদিগকে মোহিত ও উচ্চাটিত করিবে, কদাচ তাহাতে কুণ্ঠিত হইও না ; হে মহাভাগ ! এইরূপে তুমি সেই ধর্ম্মপুত্র মুনিস্বয়কে বশীভূত কর ॥ ৩৮ ॥ কন্দর্প ! এই অশ্বিল সংসারে দেব দৈত্য বা মানবগণের মধ্যে এমন কে আছে যে বিতাড়িত হইয়া তোমার বাণের বশীভূত না হইয়াছে ? ॥ ৩৯ ॥ ব্রহ্মা, আমি, গিরিজানাথ, চন্দ্র এবং বহ্নিও যখন তোমার বাণে বিমোহিত, তখন তোমার শায়ক যে সেই ঋষিদ্বয়ের প্রতি পরাক্রম প্রকাশে সমর্থ হইবে তদ্বিষয়ে আর কি বিচার করিতে হইবে ? ॥ ৪০ ॥ তোমার সাহায্য করিবার নিমিত্ত এই বারান্সনাগণকে তোমার সহিত প্রেরণ করিলাম, এই রম্ভাদি মনোরম অপ্সরা

একা তিলোত্তমা রজ্জা কার্য্যং সাধয়িতুং কমা ।  
 ত্বমৈবৈকঃ ক্রমঃ কামং মিলিতৈঃ কস্ত সংশয়ঃ ॥ ৪২ ॥  
 কুরু কার্য্যং মহাভাগ ! দদামি তব বাঙ্কিতম্ ॥ ৪৩ ॥  
 প্রলোভিতৌ ময়াত্যর্থঃ বরদানৈস্তপস্বিনৌ ।  
 স্থানাম চলিতৌ শাস্তৌ ব্রুথায়ং মে গতঃ শ্রমঃ ॥ ৪৪ ॥  
 তথা বৈ মায়য়া কৃষ্টা ভীষিতৌ তাপনৌ ভৃশম্ ।  
 তথাপি নোখিতৌ স্থানাদেহরক্ষাপরৌ ন তৌ ॥ ৪৫ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি তস্ম বচঃ শ্রুত্বা শক্রং প্রাহ মনোভবঃ ।  
 বাসবাদ্য করিষ্যামি কার্য্যং তে মনসেপ্সিতম্ ॥ ৪৬ ॥  
 যদি বিষ্ণুং মহেশং বা ব্রহ্মাণং বা দিবাকরম্ ।  
 ধ্যায়ন্তৌ তৌ তদাস্মাকং ভবিতারৌ বশৌ মুনী ॥ ৪৭ ॥  
 দেবীভক্তং বশীকর্তুং নাহং শক্তঃ কথঞ্চন ।  
 কামরাজং মহাবীজং চিন্তয়ন্তুং গমন্তু লম্ ॥ ৪৮ ॥

তব বাঙ্কিতং তুভ্যং দদামীত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

তৌ ন সামান্ত্যবিত্যাহ প্রলোভিতাবিতি ॥ ৪৪ ॥

সকলও সেই স্থানে গমন করিবে ॥ ৪১ ॥ তিলোত্তমা রজ্জা অথবা তুমি একাকীই কার্য্য সাধনে সমর্থ, তবে সকলে মিলিত হইয়া যে কার্য্য সাধন করিবে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি ? ॥ ৪২ ॥ হে মহাভাগ ! তুমি কার্য্য সাধন কর, আমি তোমাকে বাঙ্কিতার্থ প্রদান করিব ॥ ৪৩ ॥ মঙ্গল ! আমি তপস্বিগণকে বরদান করিব বলিয়া প্রলোভিত করিয়াছিলাম ; কিন্তু, সেই প্রশান্তায়া তাপসগুণ, স্বকীয় নিশ্চিতার্থ হইতে বিচলিত হন নাই, তাহাতে আমার যত্ন ও পরিশ্রম সকলই বিফল হইয়া গিয়াছে ॥ ৪৪ ॥ আর আমি ঐ তাপসগণকে মায়া দ্বারা অত্যন্ত ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলাম, তথাপি তাঁহারা স্বস্থান হইতে উখিত হন নাই, অতএব বোধ হইতেছে তাঁহারা দেহ রক্ষার যত্নবান নহেন ॥ ৪৫ ॥

ব্যাসদেব বলিলেন, কামদেব দেবরাজের বচন শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন দেবেন্দ্র ! অদ্য আমি আপনার অভিলষিত কার্য্য সম্পাদন করিব ॥ ৪৬ ॥ কিন্তু এক কথা এই যে, যদি সেই তাপসগণ বিষ্ণু, মহেশ্বর, ব্রহ্মা বা দিবাকরের ধ্যানপরায়ণ হইলেন, তবে আমার তাঁহাদিগকে বশীভূত করিতে সমর্থ হইব ॥ ৪৭ ॥ নতুবা যে ব্যক্তি কামরাজ মহাবীজ-যন্ত্র চিন্তনে নিরত, আমি সেই দেবীভক্ত ব্যক্তিকে বশীভূত করিতে কদাচই সমর্থ হইব

তাং দেবীং চেম্মহাশক্তিং সংশ্রিতৌ ভক্তিভাবতঃ ।

ন তদা মম বাণানাং গোচরৌ তাপসৌ কিম ॥ ৪৯ ॥

ইন্দ্র উবাচ ।

গচ্ছ ত্বঞ্চ মহাভাগ ! সৰ্বৈস্তত্র সমুদ্যতৈঃ ।

কার্য্যং মমাতিভূঃসাধ্যং কৰ্ত্তা হিতমনুত্তমম্ ॥ ৫০ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি তেন সমাদিকৌ যযুঃ সৰ্বৈঃ সমুদ্যতাঃ ।

যত্র তৌ ধৰ্ম্মপুত্রৌ দ্বৌ তেপাতে দুষ্করং তপঃ ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে

নরনারায়ণকথাবর্ণনং নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

মায়য়া কৃষ্টা ভয়মিতি শেষঃ ॥ ৪৫—৪৯ ॥

গচ্ছ ত্বঞ্চেতি । তৌ পরাশক্তিদেবীভক্তৌ বৰ্ত্তেতে তত্র সন্দেহো নাস্তি তথাপি ত্বং যদ্বত্ত কুরু যদগ্রে ভবিষ্যতি তত্ত্ববিত্ত্যর্থঃ । সৰ্বৈঃ সমুদ্যতৈঃ সহৈত্যর্থঃ ॥ ৫০—৫১ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

না ॥ ৪৮ ॥ যদি তাপসদ্বয়, সেই মহাশক্তি মহাদেবীকে ভক্তিভাবে আশ্রয় করিয়া থাকেন, তবে তাঁহারা মদীয় শরের গোচরীভূত হইবেন না ॥ ৪৯ ॥

ইন্দ্র কহিলেন, হে মহাভাগ ! ভূমি কার্য্যসাধনোদ্যত অলুচরগণের সহিত গমন কর, আমার এই দুঃসাধ্য হিতকর কার্য্যের সাধন কৰ্ত্তা তুমি ভিন্ন আর কেহই নাই ॥ ৫০ ॥

ব্যাস বলিলেন, এই রূপে ইন্দ্র কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া তাহারা সকলেই যেখানে সেই ধৰ্ম্মপুত্রদ্বয় নরনারায়ণ দুষ্কর তপস্তা করিতেছিলেন সেই স্থানে গমন করিল ॥ ৫১ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ

শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে নরনারায়ণকথাবর্ণন

নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## ষষ্ঠোঃধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

প্রথমং তত্র সম্প্রাপ্তো বসন্তঃ পৰ্ব্বতোত্তমে ।  
 পুষ্পিতাঃ পাদপাঃ সৰ্ব্বৈঃ দ্বিরেকালিবিরাজিতাঃ ॥ ১ ॥  
 আত্মাশ্চ বকুল্য রম্যাস্তিলকাঃ কিংশুকাঃ শুভাঃ ।  
 সালান্তালান্তমাল্যশ্চ মধুকাঃ পুষ্পিতা বভূঃ ॥ ২ ॥  
 বভূবুঃ কোকিলালাপা বৃক্ষাগ্রেষু মনোহরাঃ ।  
 বল্লোহপি পুষ্পিতাঃ সৰ্ব্বা আলিলিস্মূৰ্নগোত্তমান্ ॥ ৩ ॥  
 প্রাণিনঃ স্বাস্থ্য ভাৰ্য্যাস্থ প্রেমযুক্তাঃ স্মরাতুরাঃ ।  
 বভূবুশ্চাতিমতাশ্চ ক্রীড়াসক্তাঃ পরস্পরম্ ॥ ৪ ॥  
 ববুৰ্মন্দাঃ স্নগন্ধাশ্চ স্পৰ্শা দক্ষিণানিলাঃ ।  
 ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি মুনীনামপি চাতবন্ ॥ ৫ ॥

অৰ্দ্ধাধিকৈরষ্টপকাশক্তিঃ পদৈর্নরঃপ্রভঃ ।

উৰ্ব্বলীং সহজে চেতি কথং সমুদীৰ্যতে ॥

পূৰ্ব্বাধ্যায়ান্তে বসন্তাগমনমূপবৰ্ণিতম্ । তদনন্তরং জাতং বৃহদ্বর্ষ প্রথমং তত্রোতি । তেন  
 বসন্তাগমনেন পুষ্পিতাঃ পাদপা বৃক্ষাঃ বভূঃ শোভিতা ইত্যর্থঃ । দ্বিরেকালিবিরাজিতাঃ  
 ক্ষয়পংক্তিবিরাজিতাঃ ॥ ১—২ ॥

নগোত্তমান্ বৃহদ্বৃক্ষান্ ॥ ৩—৭ ॥

প্রমাথীনি বলবন্তি স্বাধীনানীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! প্রথমেই ঋতুরাজ বসন্ত সেই মনোহর পৰ্ব্বতোপরি আবিস্কৃত  
 হইলেন । তখন পাদপ সকল পুষ্পিত ও দ্বিরেক মালার পরিশোভিত হইয়া উঠিল ॥ ১ ॥  
 মনোহর আস, বকুল, তিলক ও সুশোভন কিংশুক, সাল, তাল, তমাল ও মধুকাদি তরুভী,  
 কুসুমমালার বিরাজিত হইয়া অল্পম শোভা ধারণ করিল ॥ ২ ॥ বৃক্ষের উপরিভাগে কোকিল-  
 কুলের মধুর আলাপ শ্রুত হইতে লাগিল, লতাসকল পুষ্পিত হইয়া বনস্পতিগণকে আলিঙ্গন  
 করিল ॥ ৩ ॥ প্রাণিগণ স্মরাতুর হইয়া আপন আপন ভাৰ্য্যার প্রেমযুক্ত ও পরস্পর ক্রীড়াসক্ত  
 হইয়া অতিশয় উন্নত হইয়া উঠিল ॥ ৪ ॥ মন্দ, স্নগন্ধ ও স্পৰ্শ দক্ষিণ পবন প্রবাহিত হইতে  
 লাগিল, ইন্দ্রিয় সকল বলবান হইয়া আর মুনীগণের মানসের বশীভূত রহিল না ॥ ৫ ॥  
 তখন বীনকেতন, রত্নির সহিত সন্মিলিত হইয়া পঞ্চবাণ ধারণ পূৰ্ব্বক সেই বদরিকা-

রতিযুক্তস্ততঃ কামঃ পূরয়ন্ পঞ্চমার্গগান্ ।  
 চকার স্বরিতস্তত্র বাসং বদরিকাশ্রমে ॥ ৬ ॥  
 রস্তাতিলোত্তমাদ্যাশ্চ গন্তা তত্র বরাশ্রমে ।  
 গানং চক্রুঃ স্নগীতজ্ঞাঃ স্বরতানসমম্বিতম্ ॥ ৭ ॥  
 তচ্ছ্রুত্বা মধুরোদগীতং কোকিলানাঞ্চ কুজিতম্ ।  
 ভ্রমরালিবিরাবঞ্চ প্রবুদ্ধৌ তৌ মুনীশ্বরৌ ॥ ৮ ॥  
 ঋতুরাজমকালে তু দৃষ্টৌ তৌ পুষ্পিতং বনম্ ।  
 জাতৌ চিন্তাপরৌ তত্র নরনারায়ণাবুযী ॥ ৯ ॥  
 কিমদ্য শিশিরাপায়ঃ সংবৃত্তঃ সময়ং বিনা ।  
 প্রাণিনো বিহ্বলাঃ সর্বৈ লক্ষ্যন্তেহতিস্মরাতুরাঃ ॥ ১০ ॥  
 কালধর্মবিপর্যাসঃ কথমদ্য দুঃসদঃ ।  
 নরঃ নারায়ণঃ প্রাহ বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ ॥ ১১ ॥  
 নারায়ণ উবাচ ।

পশ্য ভ্রাতরিমে বৃক্ষাঃ পুষ্পিতাঃ প্রতিভাস্তি বৈ ।  
 কোকিলাপসংযুক্তৌ ভ্রমরালিবিরাজিতাঃ ॥ ১২ ॥

পূরয়ন্ পঞ্চমার্গগান্ পঞ্চবাগান্ পূর্ণান্ ব্যাপকান্ কুর্ম্মিত্যর্থঃ । পঞ্চবাগৈঃ সর্বাংস্তাড়-  
 য়ম্ভিত্তি ভাবঃ ॥ ৬—৭ ॥

ভ্রমরালিবিরামপংক্তিঃ ॥ ৮—১১ ॥

ইতি মনসি ঋতুরাজবিপর্যাসং চিন্তয়িত্বা নারায়ণ উবাচ যতদাহ পশ্যতি ॥ ১২ ॥

শ্রমে সত্বর গমনপূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥ সঙ্গীতনিপুণা রস্তা ও তিলোত্তমাদি  
 প্রধান প্রধান অপ্সরা সকল সেই মনোরম আশ্রমে গমন পূর্ব্বক স্বরতান ও লয় সমন্বয়ে  
 গান করিতে লাগিল ॥ ৭ ॥ সেই স্নমধুর সঙ্গীত, কোকিলগণের মনোহর কুজন ও ভ্রমরগণের  
 স্নমধুর কলধ্বনি শ্রবণ করিয়া সেই মহর্ষিদ্বয় জাগরিত হইলেন ॥ ৮ ॥ নরনারায়ণ ঋষি-  
 যুগল অকালে ঋতুরাজ বসন্তের উদয় ও বনপাদপগণের পুষ্পোদয় পরিদর্শন করিয়া  
 চিন্তাপরায়ণ হইলেন ॥ ৯ ॥ নিয়ম ব্যতিরেকে এখন কিরূপে বসন্ত ঋতুর উদয় হইল ?  
 দেখিতেছি, সকল প্রাণীই অতিশয় স্মরাতুর ও বিহ্বল হইয়া রহিয়াছে ॥ ১০ ॥ কাল-  
 ধর্মের বিপর্যয় অতিশয় দৃষ্ট, কিরূপে তাহা সংঘটিত হইল ? তদনন্তর নারায়ণ, বিস্ময়-  
 বিস্মারিতনেত্রে নরনারায়ক ঋষিবরকে কহিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

ভ্রাতঃ ! দেখ এই বৃক্ষ সকল পুষ্পিত হইয়া পরিশোভিত হইতেছে, কোকি-  
 লের কলধ্বনি সংঘোষিত হইতেছে, ভ্রমরসকল স্নমধুরধ্বনি করিয়া ইতস্ততঃ বিহ্বল

শিশিরং ভীমমাতঙ্গং দারয়ন্ স্বর্থ্যৈরনৈধৈঃ ।  
 বসন্তকেশরী প্রাপ্তঃ পলাশকুহুমৈমুনে ॥ ১৩ ॥  
 রক্তাশোককরা তস্মী দেবর্ষে ! কিংশুকাজ্জিকা ।  
 নীলাশোককচা শ্রামা বিকাসিকমলাননা ॥ ১৪ ॥  
 নীলেন্দীবরনেত্রা সা বিশ্ববৃক্ষফলস্তনী ।  
 প্রোৎফুল্লকুল্লরদনা মঞ্জরীকর্ণশোভিতা ॥ ১৫ ॥  
 বন্ধুজীবাদরা শুভ্রা সিদ্ধুবারনখাদুতা ।  
 পুংকোকিলস্বর্য পুণ্যা কদম্ববসনা শুভা ॥ ১৬ ॥  
 বহিবৃন্দকলাপা চ সারসস্বননুপুরা ।  
 বাসন্তীবন্ধরশনা মত্তহংসগতিস্তথা ॥ ১৭ ॥  
 পুত্রজীবাংশুকন্ডান্তরোমরাজিবিরাজিতা ।  
 বসন্তলক্ষ্মীঃ সম্প্রাপ্তা ব্রহ্মন্ ! বদরিকাশ্রমে ॥ ১৮ ॥

ভীমমাতঙ্গং শীতভয়প্রদানেন ভীমং ভয়ঙ্করং মাতঙ্গং গজং শিশিরমতুরূপং পলাশকুহুমৈমুনে : স্বস্ত্র ধরৈঃ কঠিনৈরনৈধৈরায়ন্ প্রাপ্তো বসন্তকেশরী বসন্তরূপঃ সিংহো বর্জিত ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

ন কেবলং স্বয়মেব প্রাপ্তঃ কিন্তু লক্ষ্মীসিংহবস্ত্রযা শক্তিবসন্তলক্ষ্মীঃ সাপি প্রাপ্ততি বদন্ বসন্তলক্ষ্মীঃ বর্ণয়তি রক্তাশোকেতি । রক্তো নবীনপল্লবযোগাৎ যৌহশোকোহশোক-  
 বৃক্ষঃ স এব করৌ যস্তাঃ সা । কিংসুকঃ পুষ্পিতপলাশবৃক্ষঃ স এবাজ্জী চরণৌ যস্তাঃ ।  
 নীলো বৌহশোকো হরিতপল্লবযোগাৎ স এব কচাঃ কেশা যস্তাঃ ॥ ১৪ ॥

বিশ্ববৃক্ষকলাস্তেব স্তনৌ যস্তাঃ । মঞ্জর্যা এব কর্ণৌ যস্তাঃ ॥ ১৫ ॥

সিদ্ধুবারমেব নখানি যস্তাঃ ॥ ১৬ ॥

বহিবৃন্দো ময়ূরবৃন্দঃ স এব কলাপো ভূষণঃ যস্তাঃ । সারসঃ পুংকোকিলস্ত সারস ইতি-  
 কোষঃ । তস্ত্র স্বন এব নুপুরে যস্তাঃ । বাসন্তী মাধবীলতা তদ্রূপা বন্ধা রসনা কঠিনঃ  
 যযা সা । চলন্তো যে মত্তা হংসাস্ত এব গতির্যস্তাঃ ॥ ১৭ ॥

করিতেছে ॥ ১২ ॥ ঐ দেখ, বসন্তকেশরী পলাশকুহুমরূপ স্বকীয় ধরনধর দ্বারা শিশির-  
 রূপ ভীষণ মাতঙ্গকে বিদারিত করিয়া উপস্থিত হইয়াছে ॥ ১৩ ॥ হে ব্রহ্মন্! দেখ  
 দেখ কেমন মনোহর স্তম্বমাগম্পলা বসন্তলক্ষ্মী বদরিকাশ্রমে উদ্ভিত হইয়াছেন ; দেবর্ষে !  
 রক্তাশোক ইহার করতল ; কিংসুক কুহুম ইহার মনোহর চরণ ; নীলাশোক ইহার শ্রোমল  
 কেশকলাপ ; বিকসিত কয়ল ইহার বদন ; নীল ইন্দীবর ইহার নয়ন ; বিশ্বকল ইহার  
 মনোহর পরাধর, প্রকুল কুল কুহুম ইহার দশন, মঞ্জরী ইহার মোহনকর্ণ, বিশ্বজীব ইহার  
 অধর, সিদ্ধবার অদ্বত নখর ; পুংকোকিল কলক্ষ্মি ইহার কণ্ঠধর ; কদম্বকুহুম ইহার  
 বসন ; শিশিকুল ইহার ভূষণ ; সারসস্বর ইহার নুপুরধ্বনি ; কুহুমদাম ইহার চত্রধার ;

অকালে কিমিয়ং প্রাপ্তা বিস্ময়োহয়ং সমাধুনা ।  
 তপোবিস্মকরা নুনং দেবর্ষে ! পরিচিস্তয় ॥ ১৯ ॥  
 শ্রয়তে স্রবনারীণাং গানং ধ্যানবিনাশনম্ ।  
 আবয়োস্তপিভঙ্গায় কৃতং মঘবতা কিল ॥ ২০ ॥  
 ঋতুরাড্ভুতা কালে প্রীতিং সঞ্জনয়েৎ কথম্ ।  
 বিদ্বোহয়ং বিহিতো ভাতি ভীতেনাস্রবশক্রণা ॥ ২১ ॥  
 বাতাঃ স্রগন্ধাঃ শীতাশ্চ সমারীন্তি মনোহরাঃ ।  
 নান্বাৎ কারণমন্তীহ শতক্রতুকৃতিং বিনা ॥ ২২ ॥  
 ইতি ব্রুবতি বিপ্রাগ্র্যে দেবে নারায়ণে বিভৌ ।  
 সর্বে দৃষ্টিপথং প্রাপ্তা মন্থথপ্রমুখাস্তদা ॥ ২৩ ॥  
 দদর্শ ভগবান্ সর্বান্নরো নারায়ণস্তথা ।  
 বিস্ময়াবিস্টমনসৌ বভূবতুরুভাবপি ॥ ২৪ ॥

কদম্ববৃক্ষাধো যে পুত্রজীবীবা বৃক্ষস্তে এব কদম্ববৃক্ষরূপং যৎ পূর্বোক্তমংগুকং বস্ত্রং তস্মিন্  
 নাস্তা কিপ্তা আচ্ছাদিতা যা রোমরাজী রোমপংক্তিভূয়া বিরাজিতা । কদম্ববৃক্ষাণাং বস্ত্র-  
 কল্পনা তদধঃস্থিতপুত্রজীবীনাং রোমরাজিকল্পনেতি বোধ্যম্ ॥ ১৮—১৯ ॥

তপিভঙ্গায় তপিস্তপিক্রিয়া তপশ্চর্য্যেত্যর্থঃ । তস্তা ভঙ্গায় ॥ ২০ ॥

ঋতুরাড্ভিতি । অন্যথা মহত্তার্থাভাবেহকালে সময়ভাবেহপি ঋতুরাড্ভবসন্তঃ কথং  
 প্রীতিং সঞ্জনয়েৎ কথমপীত্যর্থঃ । অস্রবশক্রণেক্ষেপ ॥ ২১—২২ ॥

বিপ্রাগ্র্যে দ্বিজশ্রেষ্ঠে ॥ ২৩—২৬ ॥

প্রবত্তহংস গতিই ইঁহার গমন ; কদম্বকেশর ইঁহার রোমরাজী ; ঋষিবর ! এই সকল  
 দ্বারা বসন্তলক্ষ্মী কি অপূর্ণ শোভাই ধারণ করিয়াছেন ॥ ১৮—১৯ ॥ ইনি অকালে উপ-  
 নীত হইলেন কেন ? এ বিষয়ে এখন আমার বিস্ময় জন্মিতেছে, তুমি চিন্তা করিয়া দেখ,  
 ইনি নিশ্চিতই তপস্তার বিস্মকারিণী ॥ ২০ ॥ ঐ শ্রবণ কর স্রবকামিনীগণ, কেমন মনোমোহন  
 ধ্যানবিনাশন গান করিতেছে, বোধ হইতেছে, আমাদের তপোভঙ্গ করিবার নিযুক্ত  
 দেবরাজ এই সকল উপায় নিয়োজিত করিয়াছেন ॥ ২০ ॥ ঋতুরাজ অসময়ে প্রীতি জন্মাই-  
 তেছেন কেন ? ইহাতে স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে যে অস্রবরি ইন্দ্র, আমাদের তপস্তার  
 ভীত হইয়া তপোভঙ্গের উপায় স্বরূপ এই সকল বিষয় নিয়োজিত করিয়াছেন ॥ ২১ ॥ দেখ  
 শীতল, স্রগন্ধ ও মনোহর পবন প্রবাহিত হইতেছে, শতক্রতুর কার্য্য ব্যতিরেকে ইহাতে  
 আর কোনও কারণ নৃষ্ট হয় না ॥ ২২ ॥

বিপ্রবর বিষ্ণু ষেব নারায়ণ, এই সকল বাক্য বলিতেছেন এমন সময়ে সম্মুখাদি সকলেই  
 তাঁহাদের দৃষ্টিপথে উপস্থিত হইলেন ॥ ২৩ ॥ ভগবান্ নর ও নারায়ণ উভয়েই তাহাদিগকে



মন্থং মেনকাঠৈব রক্তাঠৈব তিলোত্তমাম্ ।  
 পুষ্পগন্ধাং স্নকেশীঞ্চ মহাশ্বেতাং মনোরমাম্ ॥ ২৫ ॥  
 প্রমদরাং দ্বুতাচীঞ্চ গীতজ্ঞাং চারুহাসিনীম্ ।  
 চন্দ্রপ্রভাঞ্চ সোম্যাঞ্চ কোকিলালাপমণ্ডিতাম্ ॥ ২৬ ॥  
 বিদ্যাম্মালাম্বুজাক্ষীঞ্চ তথা কাঞ্চনমালিনীম্ ।  
 এতাশ্চান্মা বরারোহা দৃষ্টান্তাভ্যাং তদাস্তিক্রে ॥ ২৭ ॥  
 তাসাং হৃষ্টসহস্রাণি পঞ্চাশদধিকানি চ ।  
 বীক্ষতো বিস্মিতো জাতো কামসৈশ্চ স্তবিস্তরম্ ॥ ২৮ ॥  
 প্রণম্যাগ্রে স্থিতাঃ সৰ্ব্বা দেববারাঙ্গনাস্তদা ।  
 দিব্যাভরণভূষাঢ্যা দিব্যমাল্যোপশোভিতাঃ ॥ ২৯ ॥  
 জগুঃস্থলেন তাঃ সৰ্ব্বাঃ পৃথিব্যামতিদূৰ্ণভম্ ।  
 তত্তথাবস্থিতং দিব্যং মন্থখাদিবিবৰ্দ্ধনম্ ॥ ৩০ ॥  
 শুশ্রাব ভগবান্ বিষ্ণুর্নরো নারায়ণস্তদা ।  
 শ্রুত্বা প্রোবাচ তাস্তত্র প্রীত্যা নারায়ণো মুনিঃ ॥ ৩১ ॥  
 আশ্রুতাং সুখমত্রৈব করোম্যতিথ্যমদ্বুতম্ ।  
 ভবন্ত্যেহতিথিধর্ম্মেণ প্রাপ্তাঃ স্বর্গাং স্তমধ্যমাঃ ॥ ৩২ ॥

বিদ্যাম্মালা চ সা চাম্বুজাক্ষী চেতি । কচিৎ বিদ্যাম্মালাম্বুজাক্ষী চেতি পাঠস্তদা জী-  
 হ্বরম্ ॥ ২৭—২৮ ॥

দেববারাঙ্গনা অঙ্গরসঃ ॥ ২৯ ॥

দর্শন করিয়া বিস্মিতচিত্ত হইলেন ॥ ২৪ ॥ ঠাহারা মনোভব, মেনকা, রক্তা, তিলোত্তমা,  
 পুষ্পগন্ধা, স্নকেশী, মহাশ্বেতা, মনোরমা, প্রমদরা, চারুহাসিনী সঙ্গীতজ্ঞা দ্বুতাচী, চন্দ্রপ্রভা,  
 কোকিলভাবিনী সোমা, অম্বুজাক্ষী কাঞ্চনমালিনী বিদ্যাম্মালা, এই সকল ও অন্ত্যাত  
 বরারোহা অঙ্গরাগণকে সরিধানে দর্শন করিলেন ॥ ২৫—২৭ ॥ অষ্টসহস্র পঞ্চাশৎ অঙ্গরা-  
 গণকে এবং কামের স্তবিস্তর সৈন্ত সকলকে দর্শন করিয়া মুনিষয় বিস্মিত হইলেন ॥ ২৮ ॥  
 তখন, দিব্যমালায় পরিশোভিতা, দিব্যাভরণা দেববারাঙ্গনাগণ মুনিষয়কে প্রণাম করিয়া  
 সমুখে অবস্থিত করিতে লাগিল ॥ ২৯ ॥ সেই অঙ্গরা সকল, ক্ষিতিকলে ছন্দ ও মন্থখ-  
 বর্দ্ধন স্বর্গীয় সঙ্গীত আরম্ভ করিল ॥ ৩০ ॥ ভগবান্ বিষ্ণুরূপ নরনারায়ণ মুনিষয় সেই  
 সঙ্গীত শ্রবণান্তর প্রীত হইয়া তাহারিগকে কহিলেন, হে শোভনমধ্যমা অঙ্গরাগণ  
 তোমরা স্বর্গ হইতে অতিথিধর্ম্মেই এইখানে আগমন করিয়াছ । তোমরা এইখানে স্তবে  
 অবস্থিত কর, আমরা উত্তমরূপে তোমাদের আতিথ্য উপাধন করিব ॥ ৩১—৩২ ॥

বাস উবাচ ।

সাভিমানস্তু সঞ্জাতস্তদা নারায়ণো মুনিঃ ।  
 ইন্দ্ৰেণ প্রেষিতা নুনং তপোবিন্ধচিকীৰ্ষয়া ॥ ৩৩ ॥  
 বরাক্যঃ কা ইমাঃ সৰ্ব্বাঃ সৃজাম্যদ্য নবাঃ কিল ।  
 এতাভ্যো দিব্যরূপাশ্চ দর্শয়ামি তপোবলম্ ॥ ৩৪ ॥  
 ইতি শকিস্ত্য মনসা করোণোরুং প্রতাদ্য বৈ ।  
 তরসোংপাদয়ামাস নারীং সৰ্ব্বান্ধসুন্দরীম্ ॥ ৩৫ ॥  
 নারায়ণোরুসমুতা হুর্কশীতি ততঃ শুভা ।  
 দদৃশুস্তাঃ স্থিতাস্তত্র বিস্ময়ং পরমং যযুঃ ॥ ৩৬ ॥  
 তাসাঞ্চ পরিচর্য্যার্থং তাবতীশ্চাতিসুন্দরীঃ ।  
 প্রোচ্ছকার তরসা তদা মুনিরসমুদ্রমঃ ॥ ৩৭ ॥  
 গায়ন্ত্যশ্চ হসন্ত্যশ্চ নানোপায়নপাণয়ঃ ।  
 প্রণেয়ুস্তা মুনী সৰ্ব্বাঃ স্থিতাঃ কৃৎস্নাঙ্গুলিং পুরঃ ॥ ৩৮ ॥

যথা শাস্ত্রেণোক্তং তথাবস্থিতমিত্যর্থঃ ॥ ৩০—৩৩ ॥

অভিমানস্বরূপমাহ বরাক্য ইতি ॥ ৩৪ ॥

ইতি শকিস্ত্যতি । তরসা বেগেনোরুং করণ প্রতাদ্য সৰ্ব্বান্ধসুন্দরীং নারীমুংপাদয়া-  
 মাস ॥ ৩৫ ॥

নারায়ণেতি । হি যতো নারায়ণোরুসমুতা উতস্তস্মাক্ষেতোরুর্কশীতি নান্নাভবদিত্যর্থঃ ।  
 উরুসমুতাপ্রসঙ্গত্বাৎপত্তিহানবশেনেতোরুর্কশীতি ব্যুৎপত্তেঃ । পূর্বোদরাদিত্বাদ্ধসুন্দরীম্ । দদৃশু-  
 রিতি । তা ইন্দ্ৰেণ প্রেষিতাস্তামুর্কশীং দদৃশুঃ দৃষ্টা পরমং বিস্ময়ং যযুঃ প্রাপুঃ ॥ ৩৬ ॥

তাসাং চেতি । ইন্দ্ৰপ্রেষিতানাং স্ত্রীণাং পরিচর্য্যার্থং তাবতীঃ পকাশদধিকষোড়শসহস্র-  
 সংখ্যক্য অতিসুন্দরীস্বাত্তোহুপ্যতিসুন্দরীঃ ॥ ৩৭ ॥

বাস বলিলেন, রাজন্! দেবরাজ ইন্দ্ৰ তপস্তার বিষয় করিবার বাসনায় নিশ্চয়ই সেই  
 অম্বরগণকে প্রেরণ করিয়াছেন ইহা চিন্তা করিয়া, নরনারায়ণ মুনির অতিমানে পূর্ণ  
 হইয়া মনে করিলেন যে, এই অম্বর সকল সামান্য-রূপসম্পন্ন ও জঘন্ত আমি এক্ষণে  
 ইহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর দিব্যরূপসম্পন্ন নূতন অম্বর-সৃষ্টি করিয়া আমার তপোবল  
 প্রদর্শন করাইব ॥ ৩৩—৩৪ ॥ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া কর দ্বারা উরুতাড়ন পূর্বক  
 শীঘ্রই এক সৰ্ব্বান্ধসুন্দরী নারী উৎপাদন করিলেন ॥ ৩৫ ॥ সেই শুভান্না মুনিবরের উরুস্থল  
 হইতে উৎপন্ন হইল বলিয়া উর্কশী নামে বিখ্যাত হইল । অনন্তর, তত্রস্থ অম্বর সকল  
 তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল ॥ ৩৬ ॥

পরে নারায়ণ মুনি, ইন্দ্ৰপ্রেরিত রমণীগণের পরিচর্য্যার নিমিত্ত তাহাদের অপেক্ষা  
 সুন্দরী তাবৎ সংখ্যক নারী সকল নিরুদ্বেগে সৃষ্টি করিলেন ॥ ৩৭ ॥ প্রোচ্ছত অম্বর সকল

তাং বীক্ষ্য বিভ্রমকরীং তপসো বিভূতিং  
 দেবাস্তনা হি মুমুহুঃ প্রবিমোহয়ন্ত্যঃ ।  
 উচুশ্চ তৌ প্রমুদিতাননপদ্মশোভা  
 রোমোদামোল্লসিতচারুনিজাঙ্গবল্লভ্যঃ ॥ ৩৯ ॥  
 কুর্যুঃ কথং স্তুতিমহো তপসো মহন্তঃ  
 ধৈর্য্যং তথৈব ভবতামভিবীক্ষ্য বালাঃ ।  
 অস্মৎকটাক্ষবিমদির্শ্বশরেণ দগ্ধঃ  
 কো বা ন তত্র ভবতাং মনসো ব্যথা ন ॥ ৪০ ॥  
 জ্ঞাতৌ যুবাং নরহরেঃ পরমাংশভূতৌ  
 দেবৌ মুনী শমদমাদিনিধী সদৈব ।  
 সেবানিমিত্তমিহ নো গমনং ন কামং  
 কার্য্যং হরেঃ শতমথস্তা বিধাতুমেব ॥ ৪১ ॥

প্রণেমুরিতি । তা নারায়ণোৎপন্নাস্মিন্নোহঞ্জলিঃ কৃৎবা পুরঃ হিতান্তৌ মুনী নরনারায়ণে  
 প্রণেমুরিতার্থঃ ॥ ৩৮ ॥

তদনন্তরদিক্সপ্রেরিতাঃ স্তুতিং চকুরিত্যাহ তাং বীক্ষ্যতি । অন্যান্ প্রবিমোহয়ন্ত্যাহি  
 দৈবানাং বিভ্রমকরীঃ স্তুতাপি মোহকরীঃ তপসো বিভূতিং দৃষ্টৌ তৌ নরনারায়ণৌ প্রভূতুঃ  
 কথন্তুতা রোমোল্লসেন রোমাকোল্লসেন চারু্যঃ স্তম্ভরা নিজাঙ্গবল্লভৌ নিজাঙ্গলতা বালা  
 তাঃ ॥ ৩৯ ॥

কুর্যুঃ কথমিতি । হে দেবৌ বয়ং বালা মূঢ়া ভবতাং তপসো মহন্তঃ তথৈব ধৈর্য্য  
 মনসোহপ্যবিষয়মভিবীক্ষ্য স্তুতিং কথং কুর্য্যন কথমপীত্যর্থঃ । অস্মৎকটাক্ষকজ্জলরূপ  
 বিবেণ দিষ্টো দৃষ্টঃ শরন্তেন দগ্ধঃ কো বা পৃথিবাং ন ভবতি অপি তু সর্কৌ ভবত্যেব । তত  
 তস্মিন্ সত্যপি ভবতাং মনসো ব্যথা বিকারো নেতি পরমাশ্চর্য্যং ভবতামিতি ভাবঃ ॥ ৪০ ॥

নানাবিধ উপহার দ্রব্য হস্তে করিয়া গান ও তান্ত করিতে করিতে অঞ্জলিবন্ধন পূর্বক স্তু  
 তিরের অগ্রস্থিত হইয়া প্রণাম করিল ॥ ৩৮ ॥ ইন্দ্রপ্রেরিত দেবান্গনাগণ অস্ত্রের মোহনকারিণী  
 হইলেও আপনাদের মানস-বিভ্রমকারিণী তপস্তার কলস্পর্শভিন্নস্বপিণী সর্কাল্লসলী  
 উর্ধ্বশীরে দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হইল এবং তাহাদের অঙ্গবল্লী সকল রোমাকুলে উৎফুল্ল  
 হইয়া উঠিল; তখন তাহারা নিজ নিজ বদনকমলের পরমাশোভা বিস্তারিত করিয়া  
 সুনিম্বরকে বলিতে আরম্ভ করিল ॥ ৩৯ ॥ হে দেববৃন্দ ! আবুবা বালা, আমাদের কিছুমাত্র  
 জ্ঞান নাই আপনাদিগের তপস্তার মহত্ত্ব ও আপনাদের ধৈর্য্য দর্শন করিয়া আমরা কিরূপে  
 আপনাদের স্তুতি করিতে সমর্থ হইব ? অহো ! আমাদের কটাক্ষরূপ বিবদিত শরে নির্দগ্ধ  
 হয় নাই, পৃথিবীতলে এমন ব্যক্তি দৃষ্ট হন না; কিন্তু, তাহাতে আপনাদিগের মনোবিকার  
 কিছুই লক্ষিত হইল না; অতএব, আপনাদের দাঁহায়া অস্ত্রশর আশ্চর্য্যজনক ॥ ৪০ ॥

ভাগ্যেন কেন যুবয়োঃ কিল দর্শনং নঃ  
সম্পাদিতং ন বিদিতং ধনু সঙ্কিতং তৎ ।  
চিত্তং ক্রমং নিজজনে বিহিতং যুবাভ্যা-  
মস্মদ্বিধে কিল কৃতাগসি তাপমুক্তম্ ॥  
কুর্বন্তি নৈব বিবুধান্তপনো ব্যয়ং বৈ  
শাপেন তুচ্ছফলদেন মহানুভাবাঃ ॥ ৪২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইখং নিশাম্য বচনং হ্রস্বকামিনীনাং  
তাবুচতুম্ নিবরৌ বিনয়ানতানাম্ ।  
প্রীতৌ প্রসন্নবদনৌ জিতকামলোভৌ  
ধর্ম্মাত্মজৌ নিজতপোরুচিশোভিতাঙ্গৌ ॥ ৪৩ ॥

অতএব যুবাং ন সাধারণৌ কিন্তু পরমেশ্বরজ্ঞাংশুভূতাবেত্যস্মাভিজ্ঞাভিত্যাছঃ  
জ্ঞাতাবিতি । নরহরৈর্বিষ্কোঃ । হে ভগবন্তৌ কপটেনাগতানামপ্যস্মাকং কো বা ভাগ্যো-  
দয়ো জ্ঞাতো যেন ভবদর্শনমস্মাভির্লক্ষ্যমিত্যাছঃ সেবানিমিত্তমিতি । নোহস্মাকং গমনমাগ-  
মনমিহ ভবৎসেবানিমিত্তং ন কিন্তু কামং যথেষ্টং হরৈরিস্তত্ত শতমথস্ত কার্য্যং ভবন্তপো-  
বিঘাতরূপং বিধাতুং কৰ্ত্তব্যমেব ॥ ৪১ ॥

তাদৃশস্থানামস্মাকং যুবয়োর্দর্শনং কেন ভাগ্যেন সম্পাদিতং তৎ সঙ্কিতং ভাগ্যং ধনু ন  
বিদিতমস্মাভিঃ । কিস্কাস্মদ্বিধেহস্মৎসদৃশে নিজজনে কৃতাগসি কৃতাপরাধে চিত্তং ক্রমং  
শাপাদিকৰ্ত্তব্যং সমর্থমপি যুবাভ্যাং তাপমুক্তং সস্তাপরহিতং কৃতম্ । অহোহিতধন্যা ভবতাং  
কমেতি ভাবঃ । ইয়ঞ্চ রীতিভবদ্বিধানাং মহামুভাবানাং কেনাভিপ্রায়েণেতি তমভিপ্রায়-  
মাহ । কুর্বন্তীতি ॥ ৪২—৪৩ ॥

আমরা জানিলাম আপনারা উত্তরে বিষ্ণুর অংশ স্বরূপ দেব ও মননশীল এবং শমদমাদিই  
আপনাদিগের নিধিস্বরূপ । আপনাদের সেবার নিমিত্ত আমাদের এখানে আগমন হয় নাই,  
আপনাদের তপস্তার বিষয়সম্পাদনরূপ, দেবরাজ ইন্দ্ৰের কার্য্য সাধন উদ্দেশ্যেই আমরা  
এখানে আগমন করিয়াছি ॥ ৪১ ॥ আমরা এতাদৃশ দুর্জনে হইলেও আমাদের কোন সঙ্কিত  
ভাগ্যফল দ্বারা আপনাদিগের দর্শন লাভ হইল, তাহা আমরা অবগত নহি । আর আমাদের  
জ্ঞায় কৃতাপরাধ ব্যক্তির প্রতি শাপাদি প্রদান করিতে সক্ষম হইয়াও নিজজনে ভাবিয়া যে  
শাপাদি প্রদান না করিয়া মনস্তাপ বিদূরিত করিলেন, তাহাতে আপনাদের কমাগুণ  
অত্যন্ত প্রশংসনীয় হইল । আমরা জানিলাম মহামুভব বৃদ্ধগণ তুচ্ছফলপ্রদ শাপাদি দ্বারা  
আপনাদিগের তপস্তার ব্যয় করেন না ॥ ৪২ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! জিতকাম ও জিতলোভ সেই ধর্ম্মভনন মহর্ষি ষয় বিনয়বনত  
হ্রস্বকামিনীগণের এইরূপ বচনপরম্পরা শ্রবণ করিয়া প্রীত ও প্রসন্নবদন হইলেন এবং

নরনারায়ণাবুচকুঃ ।

ব্রহ্ম বাঙ্কিতান্ কামান্দদাবস্তুষ্ঠমানসৌ ।

যাস্তু স্বর্গং গৃহীত্বমামুর্কশীং চারুলোচনাম্ ॥ ৪৪ ॥

উপায়নমিয়ং বাল্য গচ্ছত্বদ্য মনোহরা ।

দন্তাবাভ্যাং মঘবতঃ প্রীণনায়োরুসম্ভবা ॥ ৪৫ ॥

স্বস্ত্যস্ত সর্বদেবেভ্যো যথেক্ষং প্রত্ৰজস্ত চ ।

ন কস্মাপি তপোবিস্মং প্রকর্তব্যমতঃপরম্ ॥ ৪৬ ॥

দেব্য উচুঃ ।

ক গচ্ছামো মহাভাগ ! প্রাপ্তান্তে পাদপঙ্কজম্ ।

নারায়ণ সুরশ্রেষ্ঠ ! ভক্ত্যা পরময়া মুদা ॥ ৪৭ ॥

বাঙ্কিতং চেদ্বরং নাথ ! দদাসি মধুসূদন ! ।

তুচ্ছঃ কমলপত্রাক্ষ ! ব্রবীমো মনসেপ্সিতম্ ॥ ৪৮ ॥

পতিস্ত্বং ভব দেবেশ ! বরমেনং পরম্ভপ ! ।

ভবামঃ প্রীতিযুক্তাঙ্ক্যং সেবিতুং জগদীশ্বর ! ॥ ৪৯ ॥

( কামপ্রদানে হেতুগর্ভবিশেষণমাহ তুষ্টমানসাবীতি ॥ ৪৪ ॥ )

ইয়ং বাল্য রাক্ষানমিস্ত্রং প্রত্যাশায়নং গচ্ছতু । আবাত্যাং নরনারায়ণাভ্যাম্ ॥ ৪৫—৪৬ ॥

আপন তপঃপ্রভার প্রদীপ্তাং হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন ॥ ৪৩ ॥ রমণীগণ ! আমরা তোমাদের প্রতি তুষ্ট হইয়াছি, তোমরা অভিলষিত বর কামনা কর আমরা এখন তাহা প্রদান করিতেছি । আর তোমরা এই চারুলোচনা উর্কশীকে লইয়া স্বর্গ গমন কর । এই মনোরমা বালিকা উর্কশী দেবরাজের উপহার স্বরূপ তোমাদের সহিত গমন করুক । আমরা অমররাজের প্রীতির নিমিত্ত উক্সম্ভবা এই উর্কশীকে প্রদান করিলাম ॥ ৪৪—৪৫ ॥ এক্ষণে সমস্ত দেবগণের কল্যাণ হউক, তোমরা আপন আপন ইষ্ট স্থানে গমন কর, ইহার পর আর কাহারও তপস্তার বিষয় করিতে প্রবৃত্ত হইও না ॥ ৪৬ ॥

অপরাগণ কহিল, হে নারায়ণ ! হে সুরশ্রেষ্ঠ ! আমরা পরম ভক্তিবোধে আপনার পাদপঙ্কজ প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি, আমরা এখন কোথায় বাইব ? ॥ ৪৭ ॥ হে নাথ ! হে মধুসূদন ! হে কমললোচন ! আপনি যদি সর্বদেব হইয়া আমাদের বাঙ্কিত বর প্রদান করেন, তাহা হইলে আমাদের মনোরথ আপনায় নিকট প্রকাশ করিয়া বলিতেছি প্রবণ করুন ॥ ৪৮ ॥ হে দেবেশ ! আপনি জগতের পতি অতএব আপনি আমাদের পতি হউন, হে পরম্ভপ ! আমরা প্রসন্নচিত্তে আপনার সেবার নিয়তই নিযুক্ত থাকিব ॥ ৪৯ ॥

স্বয়া চোৎপাদিতা নার্য্যঃ সন্ত্যস্তাশ্চারলোচনাঃ ।  
 উর্বশ্চাদ্যাস্তথা যাস্তু স্বর্গং বৈ ভবদাস্তয়া ॥ ৫০ ॥  
 স্ত্রীণাং ষোড়শসাহস্রং তিষ্ঠস্বত্র শতাব্দকম্ ।  
 সেবাং তেহত্র করিষ্যামো যুবয়োস্তাপসোস্তমৌ ! ॥ ৫১ ॥  
 বাঞ্ছিতং দেহি দেবেশ ! সত্যবাগ্ ভব মাধব ! ।  
 আশাভঙ্গো হি নারীণাং হিংসনং পরিকীর্তিতম্ ॥  
 কামার্তানাক্ষ মুনিভির্ধর্মজৈস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ৫২ ॥  
 ভাগ্যযোগাদিহ প্রাপ্তাঃ স্বর্গাং প্রেমপরিপ্লুতাঃ ।  
 ত্যক্তুং নার্বিসি দেবেশ ! সমর্থোহসি জগৎপতে ! ॥ ৫৩ ॥

নারায়ণ উবাচ ।

পূর্ণং বর্ষসহস্রস্তু তপস্তপ্তং ময়াত্র বৈ ।  
 জিতেন্দ্রিয়েণ চার্কস্ব্যঃ ! কথং ভঙ্গং করোম্যতঃ ॥ ৫৪ ॥  
 নেচ্ছা কামে স্তুথে কাচিৎ স্ত্রুথধর্মবিনাশকে ।  
 পশুনাংপি সাধর্ম্যে রমেত মতিমান্ কথম্ ॥ ৫৫ ॥

স্বয়া পঞ্চাশদধিকষোড়শসহস্রস্ত্রিয উৎপাদিতাস্তাঃ স্বর্গং গচ্ছন্ত। তাবৎসংখ্যকা এব  
 বয়মত্র স্বাস্ত্যাম ইতি ভাবঃ ॥ ৫০—৫৭ ॥

আপনি যে সকল নারীর উৎপাদন করিয়াছেন, সেই চাক্রনেত্রা রমণীগণও এই স্থানে  
 রহিয়াছে, এক্ষণে উর্বশী প্রভৃতি এই পঞ্চাশদধিক ষোড়শসহস্র নারীগণ সকলেই আপনার  
 আজ্ঞার স্বর্গে গমন করুক ॥ ৫০ ॥ আর, আমরা এই পঞ্চাশদধিক ষোড়শসহস্র রমণী এই  
 স্থানে আপনাদের সেবার নিযুক্ত থাকি ॥ ৫১ ॥ হে মাধব ! আপনি দেবগণের প্রভু অতএব  
 আমাদের বাঞ্ছিত বর প্রদান করিয়া আপনি সত্যভাবী হউন। তত্ত্বদর্শী ধর্মজ মুনিগণ  
 কহিয়াছেন যে, কামাতুরা নারীদিগের আশাভঙ্গ করিলে হিংসাজনিত পাপে লিপ্ত হইতে  
 হয় ॥ ৫২ ॥ আমরা ভাগ্যবশে স্বর্গ হইতে এখানে আগমন করিয়া প্রেমে পরিপ্লুত হইয়াছি।  
 হে দেবেশ ! আপনি জগতের স্বামী, আপনি সকল কার্য্যেই সমর্থ; অতএব, আপনি  
 আমাদের পক্ষে পরিত্যাগ করিবেন না ॥ ৫৩ ॥

নারায়ণ কহিলেন, হে তবঙ্গী অপ্সরাগণ ! আমি এই স্থানে পূর্ণ সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া  
 জিতেন্দ্রিয় হইয়া তপস্তা করিয়াছি, এক্ষণে কিরূপে বিষয়াসঙ্গে লিপ্ত হইয়া সেই তপস্তার  
 ভঙ্গ করিতে পারি ? ॥ ৫৪ ॥ পরমানন্দ ও ধর্মের বিনাশক বিষয়-সন্তোষ স্তুথে আমার বাসনা  
 হয় না। কারণ, কোন্ মতিমান্ ব্যক্তি, পশুর সমান বিষয়সন্তোষধর্ম্যে প্রবৃত্ত হইতে  
 পারে ? ॥ ৫৫ ॥

অঙ্গরস উচুঃ ।

শব্দাদীনাঞ্চ পঞ্চানাং মধ্যে স্পর্শস্থং বরম্ ।  
 আনন্দরসমূলং বৈ নাস্তদন্তি স্থং কিল ॥ ৫৬ ॥  
 অতোহস্মাকং মহারাজ ! বচনং কুরু সর্বথা ।  
 নির্ভরং স্থখমাসাদ্য চরস্ব গন্ধমাদনে ॥ ৫৭ ॥  
 যদি বাঞ্ছসি নাকং স্থং নাধিকো গন্ধমাদনাৎ ।  
 রমস্বাত্ত শুভে স্থানে প্রাপ্য সর্বাঃ সুরাসনাঃ ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে  
 উর্বশীসম্ভবো নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

( স্বর্গং প্রাপ্তুং যদি তপঃক্রিয়তে তদা অত্রৈব স্বর্গস্থখমভূতব ইত্যত আহ যদি বাহ-  
 নীতি ॥ ৫৮ ॥ )

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

অঙ্গরাগণ কহিল, মুনিবর ! শব্দাদি পঞ্চের মধ্যে স্পর্শ স্থখই আনন্দরসমূলক ও  
 উৎকৃষ্ট, ইহার তুল্য উৎকৃষ্ট স্থখ অন্য আর কিছুই নাই ; অতএব আপনি আমাদের বচ-  
 নানুসারে কার্য্য করিয়া আনন্দরস উপভোগ করুন । আপনি এই গন্ধমাদন পর্কতে নিরতি-  
 শয় স্থখলাভ করিয়া বিচরণ করুন ॥ ৫৬—৫৭ ॥ আপনি যদি স্বর্গ কামনা করেন, তবে  
 জানিবেন যে, গন্ধমাদন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্বর্গ আর নাই । আপনি এই পরম মনোহর  
 সুশোভন স্থানে সুরাসনাগণের সহিত পরম স্থখে বিহার করিয়া পরমানন্দ রস অশ্রুতব  
 করুন ॥ ৫৮ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিবরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাস্কন্ধ মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
 ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে উর্বশীসম্ভবর্ণন নামক  
 ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ।

## সপ্তমোঃধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তাসাং ধৰ্ম্মপুঞ্জঃ প্রতাপবান্ ।  
বিমৰ্শমকরোচ্চিন্তে কিং কর্তব্যং ময়াধুনা ॥ ১ ॥  
হাশ্চোহং মুনিবৃন্দেষু ভবিষ্যাম্যদ্য সঙ্গমাং ।  
অহঙ্কারাদিদং প্রাপ্তং দুঃখং নাত্ৰ বিচারণা ।  
মূলং ধৰ্ম্মবিনাশস্ত প্রথমং যদহঙ্কৃতিঃ ॥ ২ ॥  
মূলং সংসারবৃক্ষস্ত যতঃ প্রোক্তো মহাত্মভিঃ ।  
দৃষ্টা মোহনং সমাধায় ন স্থিতোহং সমাগতম্ ॥ ৩ ॥  
বারাঙ্গনাগণং জুষ্ণং তেনাসং দুঃখভাজনম্ ।  
উৎপাদিতাস্তথা নার্যো ময়া ধৰ্ম্মব্যয়েন বৈ ॥ ৪ ॥

পঞ্চাধিকৈক পঞ্চাশতিঃ পঠ্যৈঃ সমনন্তরম্ ।

অহঙ্কারাবৃতং বিষং বৈরাগ্যার্থমিহোচ্যতে ॥

রমস্বাত্র শুভে স্থানে প্রাপ্য সৰ্ব্বাঃ সুরাঙ্গনা ইত্যঙ্গরাসাং প্রার্থনাং শ্রদ্ধা নারায়ণো  
বিচারং কৃতবানিত্যাহ ইত্যাকর্ণোতি । বিমৰ্শং বিচারম্ ॥ ১ ॥

ইতি বিচারং কৃৎ প্রথমত ইদং সঙ্কটং কস্মাৎ লাভুং পদ্বমিতি তন্মূলং শোধিতবানিত্যাহ  
অহঙ্কারাদিদং প্রাপ্তমিতি ॥ ২ ॥

নমু কুতো ধৰ্ম্মবিনাশস্ত মূলমহঙ্কার ইতি চেত্তদ্রাহ মূলমিতি । যতঃ সংসারবৃক্ষস্ত মূলমহ-  
ঙ্কারস্ত তন্তুশ্চিন্তি সংসারে যদযন্তবতি শুভং বা শুভং বা তন্তু সৰ্ব্বস্ত মূলমহঙ্কার এবৈত্যর্থঃ ।  
ক। এতা বরাকোহহমেতদপেক্ষয়াপ্যতিশুদ্ধরীকংপাদয়িষ্যামীতাহঙ্কারস্বরূপং হু পূৰ্ব্বমুক্ত-  
মেবাজাহঙ্কারপদেন স্মারিতং পুনঃ স্বয়মেব বদতি দৃষ্টেতি ॥ ৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন! স্মহংপ্রভাব-সম্পন্ন ধৰ্ম্মনন্দন নারায়ণ সেই অঙ্গরাসগণের  
এবংবিধ বচন শ্রবণ করিয়া নিজের কর্তব্য বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ যদি  
আমি এক্ষণে বিষয়াসঙ্গে ঐবৃত্ত হই, তাহা হইলে মুনিগণের মধ্যে অবশ্যই উপহাসাস্পদ  
হইব । আর অহঙ্কারই ধৰ্ম্মবিনাশের আদিম ও প্রধান মূল, অহঙ্কার হইতেই বে, এই দুঃখ  
উপস্থিত হইয়াছে তদ্বিবয়ের বিচারে আর প্রয়োজন নাই ॥ ২ ॥ মহাত্মা মহর্ষিগণ কহিয়া  
থাকেন যে অহঙ্কারই সংসারবৃক্ষের মূল । আমি বারাঙ্গনাগণকে দর্শন করিয়া মোনাবলম্বন  
পূৰ্ব্বক অবস্থান করি নাই, তাহাদের সহিত সন্তাষণাদি করিয়াছি, তাহাতেই দুঃখভাজন  
হইলাম । অধিকন্তু ধৰ্ম্মব্যয় করিয়া নারীগণের উৎপাদন করিয়াছি । ইন্দ্রপ্রেরিত ঐ উত্তম  
ও মনোরম ঐশ্বর্য্যপণ কামাত্মক হইয়া তপোধৰ্ম্মগণ প্রবৃত্ত হইয়াছে । যদি অহঙ্কারবশে ইহা-  
দিগকে উৎপাদিত না করিতাম তাহা হইলে আমার এই দুঃখপ্রসঙ্গ উপস্থিতই হইত না ।



তাস্ত মাং বাধিতুং বৃষ্ঠাঃ কামার্তাঃ প্রমদোত্তমাঃ ।  
 উর্ণনাভিরিবাদ্যাং জালেম স্বকৃতেন বৈ ।  
 বন্ধোহস্মি স্মৃদৃঢ়েনাত্ত্ব কিং কৰ্ত্তব্যমতঃ পরম্ ॥ ৫ ॥  
 যদি চিস্তাং সমুৎসৃজ্য সন্ত্যজাম্যবলা ইমাঃ ।  
 শপ্ত্বা ভক্টা ব্রজিয়ন্তি সৰ্বা ভগ্নমনোরথাঃ ॥ ৬ ॥  
 মুক্তোহহং সঞ্চরিষ্যামি বিজনে পরমস্তপঃ ।  
 তস্মাৎ ক্রোধং সমুৎপাদ্য ত্যক্ত্যামি স্মন্দরীগণম্ ॥ ৭ ॥  
 ব্যাস উবাচ ।

ইতি সক্ষিস্ত্য মনসা পুনর্নারায়ণস্তদা ।  
 বিমর্শমকরোচ্চিতে স্থথোৎপাদনসাধনে ॥ ৮ ॥  
 দ্বিতীয়োহয়ং মহাশত্রুঃ ক্রোধঃ সন্তাপকারকঃ ।  
 কামাদপ্যধিকো লোকে লোভাদপি চ দারুণঃ ॥ ৯ ॥

বারান্ধনাগণং কুটুম্ব সমাগতং দৃষ্টোহং সৌম্যং সমাধায় ন স্থিতঃ কিন্তু তেন সাকং  
 ভাষণাদিকং কৃতং তেনাহং দুঃখভাজনং জাতঃ । কিঞ্চ ধর্মস্ত তপসো ব্যয়োহপি জাত-  
 স্তপোবলাভাসামুৎপাদনেত্যাহ । উৎপাদিতা ইতি ॥ ৪ ॥

তাসামুৎপত্ত্যৈব স্বর্গস্ত নির্বাহো জাত ইতি মত্বা তাঃ স্বর্গস্থা দেবান্ধনা মাং বাধিতুং  
 প্রবৃষ্ঠাঃ । বধ্যহস্তারমবলম্ব্য তা নোৎপাদিতাঃ স্মৃদৃঢ়নাং প্রমদঃ কিমিত্যুপস্থিতঃ ত্বাং ।  
 তস্মাদুর্ণনাভিরিব লুতাকীট ইব স্বকৃতেনৈব জালেনাহং বন্ধ ইত্যর্থঃ । ইতি মনসি স্বাপরাধং  
 বিনিশ্চিত্যাতঃপরং কিঞ্চকর্ত্তব্যমিতি বিচারয়ামাসেত্যাহ কিং কৰ্ত্তব্য মিতঃ পরমিতি ॥ ৫ ॥

তত একমুপায়ং বিচারিতবানিত্যাহ বদীতি । বদীমাত্ম্যজামি তর্হি শাপং দত্বা গমি-  
 যন্তি ॥ ৬ ॥

তথাপ্যাভিমুক্তোহহং তপঃ সঞ্চরিষ্যামীতি মহৎ কলং ভবিষ্যতীত্যর্থঃ । ইতি বিচার্য  
 তত্শ্চৈব নিশ্চয়ঃ কৃত ইত্যাহ তস্মাৎ ক্রোধমিতি ॥ ৭ ॥

ইতি নিশ্চিত্য মনসা পুনর্নারায়ণো বিমর্শমকরোদিত্যাহ বিমর্শমিতি ॥ ৮ ॥

একপে আমি উর্ণনাভের দ্বার নিজকৃত স্মৃদৃঢ়জালে নিজেই নিবদ্ধ হইলাম ; অতঃপর  
 আমার কৰ্ত্তব্য কি ? ৩—৫। ‘এই তপঃপরিপাঙ্কনী রমণীগণের পরিত্যাগে আমার চিন্তা কি’  
 এই তাবির্য বহি এই অবলাগণকে পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে ইহার ভগ্নমনোরথ হইয়া  
 অভিশাপ দ্বারা প্রদান পূর্বক চলিয়া যাইবে তাহা হইলেই আশু বিষম বিপদ হইতে মুক্ত  
 হইয়া বিজন স্থানে উত্তম তপশ্চরণ করিতে সমর্থ হইব অতএব ক্রোধ উৎপাদন পূর্বক এই  
 স্মন্দরীগণকে পরিত্যাগ করি ॥ ৬—৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন ! নারায়ণ হুনি স্থথোৎপাদন সাধনার্থ ঐক্লপ চিন্তা করিয়া  
 পুনর্বার মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥ দ্বিতীয় মহাশত্রু ক্রোধ জৈলোক্য যথো

ক্রোধাভিভূতঃ কুরুতে হিংসাং প্রাণবিঘাতিনীম্ ।

হুঃখদাং সর্বভূতানাং নরকারামদীর্ঘিকাম্ ॥ ১০ ॥

যথামিষর্বর্ণাজ্জাতঃ পাদপং প্রদহেতথা ।

দেহোৎপন্নস্তথা ক্রোধে দেহং দহতি দারুণঃ ॥ ১১ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি স্কিন্ত্যমানং তং ভ্রাতরং দীনমানসম্ ।

উবাচ বচনং তথ্যং নরো ধর্ম্মসুতোহমুজঃ ॥ ১২ ॥

নর উবাচ ।

নারায়ণ মহাভাগ ! কোপং যচ্ছ মহামতে ! ।

শাস্তং ভাবং সমাপ্রিত্য নাশয়াহঙ্কৃতিং পরাম্ ॥ ১৩ ॥

পুরাহ্কারদোষেণ তপো নষ্টং কিলাবয়োঃ ।

সংগ্রামশচাভবভাভ্যাং ভাষাভ্যামস্বরেণ হ ॥ ১৪ ॥

দিব্যবর্ষদহস্রস্ত প্রহ্লাদেন মহাদুতম্ ।

হুঃখং বহুতরং প্রাপ্তং তজ্জাবাভ্যাং স্মরোত্তম ! ॥ ১৫ ॥

কীদৃশো 'বিমর্শ' ইত্যাহ দ্বিতীয়োহয়মিতি । একোহহ্কারশব্দবলম্বিতস্তত্ত্বং ক্লং জাতম্ পুনর্বিভীষন্ত ক্রোধস্তাহবলম্বে বহুঃখমেব ভবিষ্যতীত্যর্থঃ তত্ত্ব দুষ্টম্বেবাহ কামা-  
দিতি ॥ ১০ ॥

দীর্ঘিকাং নদীম্ ॥ ১০—১৩ ॥

অত্যন্ত সন্তাপদায়ক ; ইহা কাম হইতেও অধিক বলবান্ এবং লোভ হইতেও অতিশয়  
নিদারুণ ॥ ১০ ॥ জনগণ ক্রোধে অভিভূত হইয়া প্রাণ-বিনাশিনী হিংসা করিয়া থাকে ; এই  
হিংসা, নরকের আরাম-ভূমির দীর্ঘিকারূপিনী এবং সর্ব জীবের হুঃখপ্রদা ॥ ১০ ॥ যেমন  
পাদপগণের পরস্পর সংঘর্ষণ হেতু অগ্নি উৎপন্ন হইয়া নিজ-উৎপত্তি কারণ পাদপগণকেই  
দহন করে, সেইরূপ দারুণ ক্রোধও দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়া দেহকেই দহন করিয়া  
থাকে ॥ ১১ ॥

বৈপায়ন কহিলেন, নর নামক কনিষ্ঠ ধর্ম্মতনয় ভ্রাতাকে চিন্তাতুর ও দীনমানস দর্শন  
করিয়া যথার্থ বাক্য বলিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥ হে নারায়ণ ! আপনি মহাভাগ ও মহামতি ;  
অতএব ক্রোধভাব পরিত্যক্ত করিয়া শাস্ত্যাব অবলম্বনপূর্বক হৃদ্বর্ষ অহঙ্কারের বিনাশ  
সাধন করুন ॥ ১৩ ॥ আপনার কি স্বরণ নাই যে পূর্বে অহঙ্কার দোষে আমাদের তপস্তা  
বিনষ্ট হইয়াছিল এবং দিব্য সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া অসুরেজ্ঞ প্রহ্লাদের সহিত অতিশয়  
অমৃত সংগ্রাম সংঘটিত হইয়াছিল । হে স্মরোত্তম ! তাহাতে আমরা বহুতর হুঃখ প্রাপ্ত

তস্মাৎ ক্রোধঃ পরিত্যজ্য শাস্তো ভব মুনীশ্বর ।।

শাস্তং তপসো মূলং মুনিভিঃ পরিকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ১৬ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি তস্মৈ বচঃ শ্রুত্বা শাস্তোহভূক্কৰ্মনন্দনঃ ॥ ১৭ ॥

জনমেজয় উবাচ ।

সংশয়োহয়ং মুনিশ্রেষ্ঠ ! প্রহ্লাদেন মহাত্মনা ।

বিষ্ণুভক্তেন শাস্তেন কথং যুদ্ধং কৃতং পুরা ॥ ১৮ ॥

কৃতবন্তৌ কথং যুদ্ধং নরনারায়ণাযুযী ।

তাপসৌ ধৰ্ম্মপুত্রৌ দ্বৌ স্ত্রীশাস্তমনসাবুভৌ ॥ ১৯ ॥

সমাগমঃ কথং জাতস্তয়োদৈত্যসুতস্ম চ ।

সংগ্রামস্ত কথং তাভ্যাং কৃতস্তেন মহাত্মনা ॥ ২০ ॥

প্রহ্লাদোহ্যপ্যতিধৰ্ম্মাত্মা জ্ঞানবান্ বিষ্ণুতৎপরঃ ।

নরনারায়ণৌ তদ্ব্রতাপসৌ সত্যসংস্থিতৌ ॥ ২১ ॥

তেন তাভ্যাং সমুদ্ভূতং বৈরং যদি পরস্পরম্ ।

তদা তপসি ধৰ্ম্মে চ শ্রম এব হি কেবলম্ ।

ক জপঃ ক তপশ্চর্য্যা পুরা সত্যযুগেহপি চ ॥ ২২ ॥

তাভ্যাং ভাবাভ্যামহঙ্কারকোথাভ্যাম্ ॥ ১৪—১৭ ॥

হইরাছিল। অতএব, হে মুনীশ্বর ! আপনি ক্রোধভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক শাস্তভাব অবলম্বন করুন ; মুনিগণ কহিয়া থাকেন যে, শাস্তিই তপস্তার একমাত্র মূল ॥ ১৪—১৬ ॥ ব্যাস বলিলেন, রাজন ! নর ঋষির এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া ধৰ্ম্মনন্দন নারায়ণ শাস্তভাব অবলম্বন করিলেন ॥ ১৭ ॥

জনমেজয় কহিলেন, মুনীশ্বর ! মহাত্মা প্রহ্লাদ বিষ্ণুভক্ত ও প্রশান্তচেতা, পুরাকালে তাঁহার সহিত কিরূপে যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, নরনারায়ণ ঋষি দ্বয়ই বা কিরূপে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে আমার সত্যিশয় সংশয় জন্মিল ॥ ১৮ ॥ এই ধৰ্ম্মপুত্রদ্বয় উভয়েই তাপস ও প্রশান্ত মানস, ইহাদের সহিত দৈত্যসুতের সমাগম কিরূপে সংঘটিত হইয়াছিল ? সেই মহাত্মার সহিত ঋষির কিরূপে সংগ্রাম করিয়াছিলেন ॥ ১৯—২০ ॥ প্রহ্লাদও অতিশয় ধার্মিক, জ্ঞানবান্ ও একান্ত বিষ্ণুপরায়ণ ছিলেন । নরনারায়ণও সম্বৎসরসম্পন্ন তাপস ; অতএব, প্রহ্লাদের সহিত যদি নরনারায়ণের পরস্পর বৈরভাব সংঘটিত হইয়াছিল তবে পূৰ্বে সত্যযুগেও তপসাবশ্যে কেবল শ্রম মাত্রই হুই হইতেছে এবং জপ ও তপ সকলই

তাদৃশৈর্ন জিতং চিত্তং ক্রোধাহঙ্কারসংবৃতম্ ।  
 ন ক্রোধো ন চ মাৎসর্যমহঙ্কারাকুরং বিনা ॥ ২৩ ॥  
 অহঙ্কারাৎ সমুৎপন্নাঃ কামক্রোধাদয়ঃ কিল ।  
 বর্ষকোটিসহস্রস্ত তপঃ কৃত্বাতিদারুণম্ ।  
 অহঙ্কারাকুরে জাতে ব্যর্থং ভবতি সর্বথা ॥ ২৪ ॥  
 যথা সূর্য্যোদয়ে জাতে তমোরূপং ন তিষ্ঠতি ।  
 অহঙ্কারাকুরশাণ্ডে তথা পুণ্যং ন তিষ্ঠতি ॥ ২৫ ॥  
 প্রহ্লাদোহপি মহাভাগ ! হরিণা সমযুধ্যত ।  
 তদা ব্যর্থং কৃতং সর্বং স্নকৃতং কিল ভূতলে ॥ ২৬ ॥  
 নরনারায়ণৌ শান্তৌ বিহায় পরমং তপঃ ।  
 কৃতবন্তৌ যদা যুদ্ধং ক শমঃ স্নকৃতং পুনঃ ॥ ২৭ ॥  
 ঈদৃগ্ভ্যাং সদ্ধযুক্তাভ্যামজেয়া যদ্যহঙ্কৃতিঃ ।  
 মাদৃশানাঞ্চ কা বার্তা মুনেহহঙ্কারসংক্ষেপে ॥ ২৮ ॥  
 অহঙ্কারপরিত্যক্তৌ কোহপ্যন্তি ভুবনত্রয়ে ।  
 ন ভূতো ভবিতা নৈব যন্ত্যুক্তন্তেন সর্বথা ॥ ২৯ ॥

কথমিতি । সোহপি প্রহ্লাদঃ শান্তস্তাবপি নরনারায়ণৌ শান্তৌ তথা চ ক্রোধাহঙ্কার-  
 যোরভাবাৎ কথং যুদ্ধমিত্যর্থঃ ॥ ১৮—২৮ ॥

কোহপ্যন্তি ভুবনত্রয়ে । এতাদৃশা যদাহঙ্কারযুক্তাস্তদাহঙ্কারবিনিমুক্তঃ কোহপ্যন্তি ন  
 কোহপ্যন্ত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

বৃথা বোধ হইতেছে ॥ ২১--২২ ॥ তাদৃশ তপস্বিগণও ক্রোধাবৃত ও অহঙ্কারাচ্ছন্ন চিত্তকে  
 জয় করিতে পারিলেন না ? কারণ, অহঙ্কারের অঙ্কুর ব্যতিরেকে ক্রোধ ও মাৎসর্য্য কখনই  
 উদ্ভূত হইতে পারে না ॥ ২৩ ॥ অহঙ্কার হইতেই কামক্রোধাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে । কোটি-  
 সহস্র বৎসর নিদারুণ তপস্তা করিয়াও যদি অহঙ্কারের অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, তবে সেই সমস্ত  
 তপই ব্যর্থ হইয়া যায় ॥ ২৪ ॥ যেমন সূর্য্যোদয় হইলে অন্ধকারের বিন্দুমাত্রও থাকিতে  
 পারে না, সেইরূপ অহঙ্কারের অঙ্কুরের অগ্রভাগ উদ্ভূত হইলেই কিছুমাত্র পুণ্য অবস্থিতি  
 করিতে সমর্থ হয় না ॥ ২৫ ॥ প্রহ্লাদও যদি ভগবান্ হরির সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন,  
 তবে ত ! ভূতলে স্নকৃত সমস্তই বিফল হইয়া গিয়াছে ॥ ২৬ ॥ শান্তচিত্ত নরনারায়ণ ঋষিষয়  
 পরম পরার্থ তপস্তা পরিত্যাগ করিয়া বধন যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তখন শান্তি ও স্নকৃতি  
 কোথায় ? ॥ ২৭ ॥ বধন এবম্বৃত সদ্ধগুণসম্পন্ন ঋষিষয়ের অহঙ্কার অজের হইল, তখন  
 মাদৃশ অসার চিত্ত ব্যক্তিগণের অহঙ্কার বিনাশ বিষয়ে আর কি বক্তব্য আছে ॥ ২৮ ॥ এতাদৃশ

মুচ্যতে লোহনিগড়ৈর্বন্ধঃ কাষ্ঠময়ৈস্তথা ।

অহঙ্কারনিবন্ধস্ত ন কদাচিৎশিমুচ্যতে ॥ ৩০ ॥

অহঙ্কারাবৃতং সর্বং জগৎ স্বাবরজঙ্গমম্ ।

ভ্রমত্যেব হি সংসারে বিষ্ঠামুদ্রপ্রদূষিতে \* ॥ ৩১ ॥

বুদ্ধজ্ঞানং কুতস্তাবৎ সংসারে মোহসংবৃত্তে ।

মতং মীমাংসকানাং বৈ সন্মতং ভাতি সূত্রত ! ॥ ৩২ ॥

মহাস্তোহপি সদা যুক্তাঃ কামক্ৰোধাদিভিমু'নে ! ।

মাদৃশানাং কলাবস্মিন্ কা কথা মুনিসত্তম ! ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

• কার্য্যং বৈ কারণান্তিমং কথং ভবতি ভারত ! ।

কটকং কুণ্ডলকৈব স্ববর্ণসদৃশং ভবেৎ ॥ ৩৪ ॥

নিগড়ৈঃ শৃঙ্খলাভিঃ ॥ ৩০—৩১ ॥

মীমাংসকানামিতি । কঠৈব প্রধানং সঠৈঃ কর্তব্যম্ । ন তু বুদ্ধজ্ঞানাদিকমন্তি সম্ভবতি  
বেতি মতম্ ॥ ৩২—৩৩ ॥

ইথং জনমেজয়েনাহঙ্কারময়ত্বং সর্বস্তোক্তং তদেব ব্যাসঃ স্থাপয়তি কার্য্যমিতি । অহ-  
ঙ্কারস্ত সর্বং কার্য্যং তৎকারণাদহঙ্কারাৎ কথং ভিন্নং ভবতি ন হি কটকং কুণ্ডলং বা স্ববর্ণা-  
ভিন্নং ভবতি । কিন্তু স্ববর্ণসদৃশং স্ববর্ণমেব ভবতি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

মহান ব্যক্তিগণ যখন অহঙ্কার নিমুক্ত ছিলেন না, তখন ভুবনজয়ে অহঙ্কার পরিপূর্ণ  
আর কে হইতে পারে ? । আমি নিশ্চিতই বুঝিতেছি এই বিষমধ্যে অহঙ্কার নিমুক্ত ব্যক্তি  
হয় নাই এবং হইবেও না ॥ ২৯ ॥ লোহময় নিগড় অথবা কাষ্ঠময় নিগড় হইতেও মুক্ত হইতে  
পারা যায়, কিন্তু একবার অহঙ্কার দ্বারা নিবদ্ধ হইলে আর কদাচিৎ তাহা হইতে মুক্তিলাভ  
করিতে পারা যায় না ॥ ৩০ ॥ এই স্বাবর জঙ্গমাত্মক অখিল জগৎ অহঙ্কারে আবৃত হইয়া  
বিষ্ঠামুদ্রপ্রদূষিত এই সংসারে ভ্রমণ করিতেছে ॥ ৩১ ॥ অতএব এই মোহসংবৃত্ত সংসারে  
বুদ্ধজ্ঞান কোথায় ? হে সূত্রত ! মীমাংসকগণের কর্ম প্রধান মতই সঙ্গত ও সমীচীন বলিয়া  
প্রতিপত্ত হইতেছে ॥ ৩২ ॥ মূনে ! যখন প্রধান প্রধান জনগণও সতত কামক্ৰোধাদি দ্বারা  
অভিকৃত হইয়া থাকেন, তখন কলিযুগে মাদৃশ লঘুচিত্ত ব্যক্তিগণের আর কি কথা  
আছে ? ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, হে তারতকুলজীবন ! কার্য্য কারণ হইতে ভিন্ন, ইহা কিরূপে বলা  
যাইতে পারে, কটক ও কুণ্ডল উপাধিতেই বিভিন্ন হইলেও উভয়েই নিম্ন কারণ স্বর্ণ

অহংকারোত্তবং সৰ্বং ব্রহ্মাণ্ডং সচরাচরম্ ।  
 পটন্তস্তবশঃ প্রোক্তস্তদ্বিকৃতঃ কথং ভবেৎ ॥ ৩৫ ॥  
 মায়াগুণৈস্ত্রিভিঃ সৰ্বং রচিতং স্থিরজঙ্গমম্ ।  
 সত্বং স্তম্বপৰ্যন্তং কা তত্র পরিদেবনা ॥ ৩৬ ॥  
 ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা রুদ্রস্তে চাহংকারমোহিতাঃ ।  
 ভ্রমন্ত্যশ্মিন্মহাগাধে সংসারে নৃপসত্তম ! ॥ ৩৭ ॥  
 বশিষ্ঠনারদাদ্যাশ্চ মুনয়ো জ্ঞানিনঃ পরে ।  
 তেহভিভূতাঃ সংসরন্তি সংসারেহস্মিন্ পুনঃপুনঃ ॥ ৩৮ ॥  
 ন কোহপ্যস্তি নৃপশ্রেষ্ঠ ! ত্রিষু লোকেষু দেহভূৎ ।  
 এতিমায়্যাগুণৈর্মুক্তঃ শাস্ত্র আশ্রয়স্থে স্থিতঃ ॥ ৩৯ ॥  
 কামক্রোধৌ তথা লোভো মোহোহহংকারসম্ভবঃ ।  
 ন মুঞ্চন্তি নরং সৰ্বং দেহবন্তং নৃপোত্তম ! ॥ ৪০ ॥  
 অধীত্য বেদশাস্ত্রাণি পুরাণানি বিচিন্ত্য চ ।  
 কৃৎস্না তীৰ্থাটিনং দানং ধ্যানক্লেব স্তরার্চনম্ ॥ ৪১ ॥

তদেবাহ অহংকারোত্তবমিতি । পটন্তস্তবশস্তম্বনতিরিক্তো যথা তথা তদ্বিকৃতমহংকার-  
 বিযুক্তং কথং চরাচরং ভবেৎ কথমপীত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

যদ্যপ্যহংকারাবৃত্তমেব সৰ্বং ভবতি তথাপি মায়াগুণৈস্ত্রিভিঃস্বরূপাদিকৈঃ সৰ্বং  
 রচিতম্ । তথাচ মায়াময়ত্বাং সৰ্বং মিথ্যা ভবতীতি জ্ঞানিনাং কা পরিদেবনা খেদো ন  
 কাপীত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

পুনরহংকারাবৃত্তং স্থাপয়তি ব্রহ্মাবিকুরিতি ॥ ৩৭—৩৮ ॥

শাস্ত্রে পরমাস্রয়স্থে স্থিত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৯—৪০ ॥

সদৃশই হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥ বস্ত্রের কারণ তত্ত্ব, অতএব বস্ত্র যেরূপ তত্ত্ব হইতে অভিন্ন,  
 হইতে পারে না, সেইরূপ চরাচর-সহিত এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড অহংকার হইতে উৎপন্ন হইয়া  
 কিরূপে তাহা হইতে বিযুক্ত হইতে পারে ? ॥ ৩৫ ॥ কুজ ভূপ হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত স্থাবর  
 জঙ্গমাশ্রক এই অখিল জগৎ ত্রিবিধ মায়াগুণে বিরচিত, অতএব তাহা মিথ্যা হইলে জ্ঞানি-  
 গণের তাহাতে পরিদেবনা কি আছে ? ॥ ৩৬ ॥ হে নৃপসত্তম ! ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ইহারাও  
 অহংকারে মোহিত হইয়া এই অগাধ সংসার সমুদ্রে পরিত্রমণ করিতেছেন ॥ ৩৭ ॥ বশিষ্ঠ  
 নারদাদি মহাজ্ঞানী মুনিগণও এই সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ও করিতে-  
 ছেন ॥ ৩৮ ॥ হে রাজেন্দ্র ! এই ত্রৈলোক্যমণ্ডলে এমন কোনও দেহধারী ব্যক্তি নাই, যিনি  
 মায়াগুণ হইতে একবারে মুক্ত এবং শাস্ত্র ও পরমাস্রয়স্থে অবস্থিত হইতে পারেন ॥ ৩৯ ॥  
 হে নৃপোত্তম ! কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহ এই সকলই অহংকার হইতে উৎপন্ন, ইহারা

করোতি বিষয়াক্তঃ সৰ্ব্বং কৰ্ম চ চৌরবৎ ॥\*  
 বিচারয়তি নো পূৰ্ব্বং কামমোহমদাশ্রিতঃ ॥ ৪২ ॥  
 কৃতে যুগেহপি ত্বেত্যাং হাপরে কুৰ্ব্বনন্দন ! ।  
 বিকোহত্ৰাস্তি চ ধৰ্ম্মোহপি কা কথাম্য কলৌ পুনঃ ॥ ৪৩ ॥  
 স্পৰ্দ্ধা সনৈব সদ্ভোহা লোভামৰ্ষো চ সৰ্ব্বদা ।  
 এবংবিধোহস্তি সংসারো নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৪৪ ॥  
 সাধবো বিরলা লোকে ভবন্তি গতমৎসরাঃ ।  
 জিতক্রোধা জিতামৰ্ষা দৃষ্টান্তার্থং ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৪৫ ॥

রাজ্যোবাচ ।

তে ধন্যাঃ কৃতপুণ্যাস্তে মদমোহবিবৰ্জিতাঃ ।  
 জিতেন্দ্রিয়াঃ সদাচার্য্য জিতং তৈর্ভূবনদ্রয়ম্ ॥ ৪৬ ॥  
 ছনোমি পাতকং শূদ্রা পিতৃমম মহাত্মনঃ ।  
 কৃতস্তপস্বিনঃ কণ্ঠে মৃতসৰ্পো হৃৎঘং বিনা ॥ ৪৭ ॥

কৃত্বতি । শাস্ত্রাণ্যপ্যবীত্য তীৰ্থটনাদিকঞ্চ কৃত্বা যত্নাহঙ্কারস্ত যোগাধিব্যাসক্তঃ সন্  
 সৰ্ব্বং কৰ্ম করোতি চৌরবদাস্তিকঃ স্বাস্থ্যস্থিতহৃৎপাপহারকঃ ॥ ৪১—৪২ ॥

বিকোহত্ৰাস্তি । অত্র কৃতাদিশু যত্র কলৌ স্পৰ্দ্ধা ত্ৰোহলোভাদয়ঃ সন্তি তত্র কা  
 কথ্যেত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

এংবিধোহস্তীতি । যথা শূদ্রা জাতোহহঙ্কারময়ঃ সংসারস্তথৈবাস্তি ন তত্র সন্দেহ  
 ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

তর্হি সাধবো নৈব সন্তীতি চেত তথা বক্তব্যং শ্রীভগবতানুগ্রহবস্তোহহঙ্কারাদিবাধারহিতা  
 বিরলাঃ সন্ত্যেব বৈধানসাদয়ঃ পূৰ্ব্বযুক্তা দৃষ্টান্তদর্শনার্থমিত্যাহ সাধব ইতি ॥ ৪৫—৪৬ ॥

শরীরগণের মধ্যে কাহাকেও পরিত্যাগ করে না ॥ ৪০ ॥ সমস্ত বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং  
 পুরাণ সকলের আলোচনা, তীর্থপর্যটন, দান, ধ্যান এবং দেবার্চনা করিয়াও মানবগণ  
 বিষয়াসক্ত হইয়া চৌরের ভায় সকল কৰ্মই করিতে থাকে । তাহারা কামাক, মোহাক ও  
 মহাক হইয়া এখানে কিছুই বিচার করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৪১—৪২ ॥ হে কুৰ্ব্বনন্দন ! এই  
 সংসারে সত্য, ত্বেতা ও হাপর, এই তিন যুগেই ধর্ম বিহীন ও কৃত বিকৃত হইতাহেন, এখন  
 কলিকালের কথা আর কি বলিব ॥ ৩৩ ॥ এই কলিযুগে সর্বদাই ত্ৰোহ, লোভ ও অমর্ষাদি  
 বর্জনীয় রহিয়াছে, অতএব এই কাল যে অভিশয় দূষিত হইবে তাহাতে আর কি কথা  
 আছে ? ॥ ৪৪ ॥ এই কালে বিগতমৎসর, জিতক্রোধ জিতামর্ষ সাধু ব্যক্তি অন্ত্যস্ত বিরল,  
 কেবল আদর্শ এদর্শনের নিমিত্ত কোন কোনও শাস্ত্রচিত্ত ব্যক্তি বর্জনীয় রহিয়াছেন ॥ ৪৫ ॥

অতন্তুশ্চ মুনিশ্রেষ্ঠ ! ভবিতা কিং মমাগ্রতঃ ।  
 ন জানে বুদ্ধিসংমোহাৎ কিং বা কার্যং ভবিষ্যতি ॥ ৪৮ ॥  
 মধু পশ্যতি মৃঢ়াত্মা প্রপাতং নৈব পশ্যতি ।  
 করোতি নিন্দিতং কৰ্ম্ম নরকান্ন বিভেতি চ ॥ ৪৯ ॥  
 কথং যুদ্ধং পুরা বৃত্তং বিস্তরাত্তদ্বদস্ব মে ।  
 প্রহ্লাদেন যথাতোত্রং নরনারায়ণশ্চ বৈ ॥ ৫০ ॥  
 প্রহ্লাদস্ত কথং যাতঃ পাতালান্তদ্বদস্ব মে ।  
 সারস্বতে মহাতীর্থে পুণ্যে বদরিকাশ্রমে ॥ ৫১ ॥  
 নরনারায়ণৌ শাস্তৌ তাপসৌ মুনিসত্তমৌ ।  
 কৃতবস্তৌ তথা যুদ্ধং হেতুনা কেন মানদ ! ॥ ৫২ ॥

সৰ্ব্বপ্রপঞ্চশাহঙ্কারবাধাপীড়িতযোক্ত্যাহঙ্কারশ্চ চ মায়াজ্ঞশ্চোক্ত্য মায়াবিশিষ্টবুদ্ধ-  
 রূপভগবত্যা আরাধনসাহঙ্কারাদিবাধারহিতৌ ভবতীতি মুনৈর্গৃহ্যেতিভিসন্ধিঃ । হে মুনৈ  
 এতাদৃশীং সংসারাবস্থাং দৃষ্ট্বা মৎপিত্রাদীনীলচরণং মমাচরণঞ্চ দৃষ্ট্বা কথমস্মাকং গতি-  
 ভবিষ্যতীতিভিন্না চিন্তেৎহং হুনোমি খেদং প্রাপ্নোমীত্যাহ হুনোমীতি ॥ ৪৭ ॥

মমাগ্রতো মৎসমুখম্ ॥ ৪৮—৪৯ ॥

অন্তেষ্টদুঃখকরং কিয়ানশ্চ খেদঃ কৰ্ত্তব্যঃ । প্রকৃত্যং যুদ্ধকথাং বিস্তরাদ্বর্ণয়েত্যাহ কথং  
 যুদ্ধমিতি ॥ ৫০—৫২ ॥

রাজা কহিলেন, মুনৈ ! বাঁহারা মোহবর্জিত, জিতেন্দ্রিয় ও সদাচারসম্পন্ন তাঁহারা ই ধন  
 ও পুণ্যবান্, তাঁহারা ই ত্রিলোক জয় করিয়াছেন ॥ ৪৬ ॥ মুনিবর ! আমার মহাত্মা পিতা  
 বিনা অপরাধে তপস্বীর কণ্ঠদেশে মৃতসর্প সংযোজনা করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই পাপকার্য্য  
 স্মরণ করিয়া আমি অতিশয় দুঃখিত ও ক্রিষ্ট হইতেছি ॥ ৪৭ ॥ অতএব হে মুনৈ ! আপনি বলুন  
 আমি তাহার কি প্রতীকার করিতে পারি ? ভগবন্ ! বুদ্ধিদোষে এ বিষয়ে যে কি সংঘটিত  
 হইবে তাহা আমি বলিতে পারিতেছি না ॥ ৪৮ ॥ মৃঢ়াত্মা ব্যক্তিগণ মধুলোভে মধুই দর্শন  
 করে, সমুখভাগে যে প্রাণসংহারক পৰ্জ্বত-প্রপাত রহিয়াছে তাহা তাহারা বুদ্ধিদোষে  
 কখনই দেখিতে পায় না, এইরূপে লোক সকল নিন্দিত কৰ্ম্ম করিয়া থাকে, সমুখে যে ঘোর-  
 তর ভয়ঙ্কর নরক রহিয়াছে, তাহা তাহারা মোহবশত দেখিতে পায় না স্বতরাং তাহাতে  
 ভীতও হয় না ॥ ৪৯ ॥ সে যাহাহউক হে মুনীন্দ্ৰ ! পুরাকালে কিরূপে প্রহ্লাদের সহিত  
 নরনারায়ণের ষোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল তাহা আপনি বিস্তারিতরূপে আমাকে  
 বলুন ॥ ৫০ ॥ প্রহ্লাদ, পাতালতল হইতে সারস্বত মহাতীর্থে এবং পুণ্যকর ও পবিত্র  
 বদরিকাশ্রমে কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলেন তাহা আপনি আমাকে বলুন ॥ ৫১ ॥  
 হে মুনৈ ! প্রশান্ত-চেতা মুনিবর নরনারায়ণই বা কি হেতু প্রহ্লাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া-



বৈরং ভবতি বিতার্হং দারার্হং বা পরম্পরম্ ।  
 এযণারহিতৌ কস্মাক্রজতুঃ প্রধনং মহৎ ॥ ৫৩ ॥  
 প্রহ্লাদোহপি চ ধৰ্ম্মান্না জ্ঞাত্বা দেবৌ সনাতনৌ ।  
 কৃতবান্ স কথং যুদ্ধং নরনারায়ণৌ যুনী ॥ ৫৪ ॥  
 এতদ্বিস্তরতো ব্রহ্মজ্ঞোভুমিচ্ছামি কারণম্ ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিকাং চতুর্থস্কন্ধে  
 বিংশত অহঙ্কারাবৃত্তবর্ণনং নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

প্রধনং যুদ্ধম্ ॥ ৫৩—৫৫ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

ছিলেন ? ॥ ৫২ ॥ ধনসম্পত্তির নিমিত্ত অথবা বনিতার নিমিত্ত সাধারণতঃ পরস্পর বিবাদ  
 হইয়া থাকে ; উক্ত মহর্ষিযুগল বাসনা-বিরহিত ছিলেন, তবে কি নিমিত্ত ঘোরতর সংগ্রামে  
 প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ? ॥ ৫৩ ॥ আর প্রহ্লাদও ধৰ্ম্মান্না ব্যক্তি, তিনি জানিতেন যে নব-  
 নারায়ণ যুনিষ্যর সনাতন দেবতা, তবে তিনিই বা কেন তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া-  
 ছিলেন ? হে ব্রহ্মন্ ! ইহার কারণ বিস্তারিত রূপে প্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা  
 জন্মিতেছে ॥ ৫২—৫৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
 ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে অহঙ্কারাদি বর্ণন নামক সপ্তম  
 অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## অষ্টমোঃধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

ইতি পৃষ্ঠস্তদা বিপ্রো রাজ্ঞা পারীক্ষিতেন বৈ ।

উবাচ বিস্তরাৎ সৰ্বং ব্যাসঃ সত্যবতীশ্বতঃ ॥ ১ ॥

জনমেজয়োহপি ধৰ্ম্মাত্মা নিৰ্বেদং পরমং গতঃ ।

পিতৃহৃৎচরিতং মন্তা বৈরাটীতনয়শ্চ বৈ ॥ ২ ॥

তস্মৈবোদ্ধরণার্থায় চকার সততং মনঃ ।

বিপ্রাবমানপাপেন যমলোকং গতশ্চ বৈ ॥ ৩ ॥

পুমাননরকাদ্যস্মাৎ ত্রায়তে পিতরং স্বকম্ ।

পুত্রোতি নাম সার্থং স্মাভেন তশ্চ মুনীশ্বরঃ ॥ ৪ ॥

সৰ্পদষ্টং নৃপং শ্রুত্বা হর্ষোপরি মৃতং তথা ।

বিপ্রশাপাদৌত্তরেষং স্নানদানবিবৰ্জিতম্ ॥ ৫ ॥

অঙ্কাদিকৈঃ সপ্তচত্বিংশচ্ছোকৈরতঃ পরম্ ।

ব্রহ্মদনারায়ণয়োঃ সমাগম উদীৰ্য্যতে ॥

রাজাপি কিঞ্চিদ্বং পৃষ্টবানিতি তদভিপ্রায়মাহ জনমেজয়োহপীতি । বৈরাটী বিরাট-  
তনয়োত্তরা তস্তাঃ সূতঃ পরিক্রান্ত চিত্তং হৃৎচরিতং হুতাচারং মন্তেত্যর্থঃ ॥ ১—৩ ॥

তেন তস্মৈতি । তেন পিতৃজ্ঞাপনেন তস্ত পিতৃজ্ঞাপকর্তৃঃ পুত্রোতি নাম সার্থকমবধকং  
তান্নাস্তেত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

ওত্তরেরমুত্তরায় অপত্যম্ । স্ত্রীভ্যো চ গতি চক্ ॥ ৫ ॥

সূত কহিলেন, তাপসবৃন্দ! পরীক্ষিতনয় জনমেজয় কর্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া  
সত্যবতীপুত্র বিপ্রবর ব্যাসদেব, সেই সকল বিষয় বিস্তারিত রূপে বলিয়াছিলেন ॥ ১ ॥  
ধৰ্ম্মাত্মা জনমেজয় সেই সকল শ্রবণ করিয়া নিজ পিতা উত্তরাতনয় পরীক্ষিতের হৃৎচরিত  
মনে করিয়া অত্যন্ত নিৰ্বেদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ২ ॥ তাঁহার পিতা, বিপ্রের অবমাননারূপ  
পাপাচরণ নিবন্ধই যমলোকে গমন করেন, তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত তিনি সততই মনে  
মনে চিন্তা করিতেছেন ॥ ৩ ॥ ঐবিগ্ৰহ! পুমানক মরক হইতে পিতাকে পরিজ্ঞাপ করে বলিয়া  
আত্মভের “পুত্র” এই নাম হইয়াছে, অতএব, যে কোনও উপায়ে পিতার পরিজ্ঞাপ করি-  
লেই আত্মভের পুত্র এই নামের সার্থক হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥ উত্তরাপুত্র মরপতি পরিক্রি-  
ত বিপ্রশাপে, দানদান-বর্জিত হইয়া প্রাসাদের উপরিভাগে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন,

পিতৃগতিং নিশম্যাসৌ নির্বেদং গতবামৃপঃ ।

পারিক্রিতো মহাভাগঃ সন্তপ্তো ভয়বিহ্বলঃ ॥ ৬ ॥

পপ্রচ্ছাধ মুনিং ব্যাসং গৃহাগতমনিন্দিতং ।

নরনারায়ণশ্চেমাং কথাং পরমবিস্তৃতাম্ ॥ ৭ ॥

ব্যাস উবাচ ।

স যদা নিহতো রৌদ্রো হিরণ্যকশিপুনৃপ ! ।

অভিষিক্তস্তদারাজ্যে প্রহ্লাদো নাম তৎস্বতঃ ॥ ৮ ॥

তস্মিন্ শাসতি দৈত্যেন্দ্রে দেবব্রাহ্মণপূজকে ।

মথৈধূম্যাং নৃপতয়োহযজন্ত শ্রদ্ধয়াশ্রিতাঃ ॥ ৯ ॥

ব্রাহ্মণাশ্চ তপোধর্ম্মতীর্থযাত্রাশ্চ কুর্বতে ।

বৈশ্যাশ্চ স্বস্বরুতিশ্বাঃ শূদ্রাঃ শুশ্রূষণে রতাঃ ॥ ১০ ॥

নৃসিংহেন চ পাতালে স্থাপিতঃ সোহধ দৈত্যরাট্ ।

রাজ্যং চকার তত্রৈব প্রজাপালনতংপরঃ ॥ ১১ ॥

কদাচিত্ত্ব গুপ্তজ্যোত্থ চ্যবনাথ্যো মহাতপাঃ ।

জগাম নর্ম্মদাং স্নাতুং তীর্থং বৈ ব্যাহতীশ্বরম্ ॥ ১২ ॥

পিতৃগতিমিতি । ইতিপূর্ব্বশ্লোকোক্তপ্রকারেণ পিতৃহৃগতিং শ্রবণার্থঃ । মহাত্মারতঃ পি  
পারিক্রিতো ভগ্নতিরুতা । তদচনক অপূজ্যং স তদা রাজা । মন্ত্রিগণতান্ হৃদযিতঃ । উত্ত-  
ক্বেব সান্নিধ্যে পিতৃঃ স্বর্গগতিং প্রতীতি ॥ ৬—৭ ॥

তৎপ্রশ্নোত্তরং ব্যাসো যদুক্তবাংস্তদাহ স যদেতি ॥ ৮—১১ ॥

পিতার এইরূপ ভগ্নতি শ্রবণ করিয়া পরীক্ষিৎপুত্র মহাভাগ নরপতি জনমেজয় অত্যন্ত  
সন্তপ্ত ও ভয়বিহ্বল হইয়া নির্বেদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৫—৬ ॥ অনন্তর অবিশ্রেষ্ট  
নির্ম্মলাশ্রা ব্যাসদেব গৃহে আগমন করিলে তিনি তাঁহাকে নরনারায়ণের এই অত্যন্ত বিস্তৃত  
কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥

ঐশ্বর্য ব্যাসদেব জনমেজয়ের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, নৃপতে ! যখন  
অতিশয় উগ্রবীৰ্য্য অমররাজ হিরণ্যকশিপু নিহত হইল, তখন প্রহ্লাদ নামক তাঁহার পুত্র  
সেই রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন ॥ ৮ ॥ দেব ও ব্রাহ্মণ পূজক সেই দৈত্যবর যখন রাজ্য শাসন  
করিতে লাগিলেন, তখন অবনিতলাহিত নরপতিগণ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া বিবিধ প্রকার যজ্ঞের  
অনুষ্ঠান পূর্ব্বক দেবভাগ্যের কৃপিত্যাগন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৯ ॥ তাঁহার রাজত্ব-  
কালে ব্রাহ্মণগণ তপতা, বর্ষ ও তীর্থযাত্রার নিরন্তর, বৈশ্যগণ বাণিজ্যাদি দ্বন্দ্ব কার্য্যে আসক্ত  
এবং শূদ্রগণ সেবার নিষিদ্ধতা হইল ॥ ১০ ॥ হরির অবতার নৃসিংহদেব, দৈত্যরাজ

রেবাং মহানদীং দৃষ্টা ততস্তস্তামবাতরং ।  
 উত্তরন্তং প্রজগ্রাহ নাগো বিষভয়ঙ্করঃ ॥ ১৩ ॥  
 গৃহীতো ভয়ভীতস্ত পাতালে মুনিসত্তমঃ ।  
 সন্মার মনসা বিষ্ণুং দেবদেবং জনার্দনম্ ॥ ১৪ ॥  
 সংস্মৃতে পুণ্ডরীকাক্ষে নির্ঝিষোহভূম্মহোরগঃ ।  
 ন প্রাপ চ্যবনো দুঃখং নীয়মানো রসাতলম্ ॥ ১৫ ॥  
 দ্বিজিষ্মেন মুনিস্ত্যক্তো নির্ঝিষ্মেনাতিশঙ্কিনা\* ।  
 মাং শপেত মুনিঃ ক্রুদ্ধস্তাপসোহয়ং মহানিতি ॥ ১৬ ॥  
 চচার নাগকন্ঠাভিঃ পূজিতো মুনিসত্তমঃ ।  
 বিবেশাপ্যথ নাগানাং দানবানাং মহৎ পুরম্ ॥ ১৭ ॥  
 কদাচিদ্ভৃগুপুত্রং তং বিচরন্তং পুরোত্তমে ।  
 দদর্শ দৈত্যরাজোহসৌ প্রহ্লাদো ধর্মবৎসলঃ ॥ ১৮ ॥  
 দৃষ্টা তং পূজয়ামাস মুনিং দৈত্যপতিসুদা ।  
 পপ্রচ্ছ কারণং কিং তে পাতালাগমনে বদ ॥ ১৯ ॥

ব্যাহৃতীশ্বরং ব্যাহৃতীশ্বরসম্বন্ধিতীর্থম্ ॥ ১২ ॥

প্রহ্লাদকে পাতালতলে স্থাপিত করিয়াছিলেন। প্রহ্লাদ সেই স্থানেই প্রজাপালনে নিরত থাকিয়া রাজ্য করিতেন ॥ ১১ ॥ কোনও সময়ে ভৃগুপুত্র মহাতপা চ্যবন মুনি নর্যদা জলে স্নান করিবার নিমিত্ত ব্যাহৃতীশ্বর নামক তীর্থে গমন করিয়াছিলেন ॥ ১২ ॥ সেই স্থানে মহানদী রেবা দর্শন করিয়া তাহাতে অবতরণ করিতেছেন এমন সময়ে এক ভয়ঙ্কর সর্প আসিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিল ॥ ১৩ ॥ সেই মুনিসত্তম নাগ কর্তৃক ধৃত হইয়া পাতালতলে নীত হইলে অতিশয় ভীত হইয়া ভগবান্ দেবদেব জনার্দন বিষ্ণুকে মনে মনে স্মরণ করিয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥ পুণ্ডরীকাক্ষের স্মরণে সেই মহাসর্প নির্ঝিষ হইয়াছিল, অতএব মুনিবর পাতালতলে নীয়মান হইলেও বিষজ্বলিত কোন প্রকার দুঃখ প্রাপ্ত হইলেন না ॥ ১৫ ॥ তখন সর্পরাজ মুনিবরের প্রভাব অবগত হইয়া, পাছে সেই তপস্বির তাহাকে শাপপ্রদান করেন এই ভয়ে অতিশয় শঙ্কিত ও নির্ভয়হীন হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল ॥ ১৬ ॥ মুনিসত্তম চ্যবন নাগকন্ঠাগণের পূজিত হইয়া তথায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর এক সময়ে নাগগণের ও দানবগণের পরম মনোহর পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ১৭ ॥ ভৃগুনন্দন চ্যবন, কোনও সময়ে অন্তঃপুর মধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন এমন সময়ে দৈত্যরাজ ধর্মবৎসল

\* নির্ঝিষ্মেনাতিশঙ্কিনা। ইতি বা পাঠঃ।

প্রেষিতোহসি কিমিত্তেন সত্যং ব্রূহি দ্বিজোত্তম ! ।

দৈত্যবিদ্বেষযুক্তেন মম রাজ্যমিদৃক্ষ্মা ॥ ২০ ॥

চ্যবন উবাচ ।

কিং মে মঘবতা রাজন্ ! যদহং প্রেষিতঃ পুনঃ ।

দূতকার্য্যং প্রকূর্ক্যঃ প্রাপ্তবান্নগরে তব ॥ ২১ ॥

বিক্রি মাং ভৃগুপুত্রং তং স্বনেত্রং ধর্ম্মতৎপরম্ ।

মা শঙ্ক্য কুরু দৈতেন্দ্র ! বাসবপ্রেষিতস্ত বৈ ॥ ২২ ॥

স্নানার্থং নর্ম্মদাং প্রাপ্তঃ পুণ্যতীর্থে নৃপোত্তম ।

নদ্যামেবাবতীর্ণোহহং গৃহীতশ্চ মহাহিনা ॥ ২৩ ॥

জাতোহসৌ নির্বিষঃ সপৌ বিষ্ণোঃ সংস্ররণাদিব ।

মুক্তোহহং তেন নাগেন প্রভবাং স্ররণস্ত বৈ ॥ ২৪ ॥

অত্রাগতেন রাজেন্দ্র ! ময়াপুং তব দর্শনম্ ।

বিক্রুভক্তোহসি দৈত্যেন্দ্র ! তন্তুত্বং মাং বিচিস্তয় ॥ ২৫ ॥

তস্তাং স্নানার্থমবতরং ॥ ১৩—২০ ॥

কিং মে মঘবতেতি । যদহং প্রেষিতো দূতকার্য্যং কূর্ক্যগন্তব নগরে প্রাপ্তবানিতি মঘব-  
তেন্দ্রেণ মম কার্য্যং কিমুত্তি ন কিমপীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

তর্হি কিমর্থমাগতন্তুত্বাহ বিকীতি । স্বনেত্রঃ স্নানচক্ষুশ্চ ॥ ২২—২৪ ॥

প্রজ্ঞাদ তাঁহাকে অবলোকন করিলেন ॥ ১৮ ॥ দৈত্যপতি, তাঁহাকে দর্শন করিয়া তখন  
তাঁহার পূজা করিলেন এবং পাতালে আসিবার কারণ কি তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১৯ ॥  
প্রজ্ঞাদ তাঁহাকে বলিলেন, দ্বিজোত্তম ! আপনি কি ইন্দ্রকর্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন ? তাহা  
সত্য বলুন, আমার বোধ হইতেছে যে, দৈত্যবিদ্বেষী ইন্দ্রই আপনাকে আমার রাজ্যদর্শন  
করিবার নিমিত্ত প্রেবণ করিয়াছেন ॥ ২০ ॥

চ্যবন করিলেন, রাজন্ ! ইন্দ্রের সহিত আমার কোনও কার্য্য ও সংশব নাই, তৎকর্তৃক  
প্রেরিত হইয়া তাঁহার দৌত্যকার্য্য করিবার নিমিত্ত আমি তোমার নগরীতে কেন আগমন  
করিব ? ॥ ২১ ॥ আপনি, আমাকে ধর্ম্মতৎপর জ্ঞাননেত্র ভৃগুনন্দন চ্যবন বলিয়া জানিবেন ;  
হে দৈতেন্দ্র ! ইন্দ্রের প্রেরিত মনে করিয়া কোনও আশঙ্কা করিবেন না ॥ ২২ ॥ রাজেন্দ্র !  
আমি দান করিবার নিমিত্ত নর্ম্মদার পবিত্র তীর্থে গমন করিয়া নদীকূলে অবতীর্ণ হইলে এক  
মহাপ্রাণ আমাকে ধারণ করিল ॥ ২৩ ॥ তখন আমি বিকৃতকর্ম্ম করিলাম, বিকৃতকর্ম্মে সর্প  
নির্বিষ হইয়া আমাকে পরিভ্যাগ করিয়াছে ॥ ২৪ ॥ রাজেন্দ্র ! আমি এখানে আসিয়া আপ-  
নার দর্শন লাভ করিলাম আপনি বিকৃতকর্ম্ম, আমাকেও সেই বিকৃতকর্ম্ম বলিয়া জানি-  
বেন ॥ ২৫ ॥

## বাস উবাচ ।

তন্নিশম্য বচঃ শ্রুত্ব হিরণ্যকশিপোঃ সূতঃ ।

পপ্রচ্ছ পরয়া প্রীত্যা তীর্থানি বিবিধানি চ ॥ ২৬ ॥

## প্রহ্লাদ উবাচ ।

পৃথিব্যাং কানি তীর্থানি পুণ্যানি মুনিসত্তম ! ।

পাতালে চ তথাকাশে তানি নো বদ বিস্তরাৎ ॥ ২৭ ॥

## চ্যবন উবাচ ।

মনোবাঙ্কায়শ্চক্ষানাং রাজ্ঞস্তীর্থং পদে পদে ।

তথা মলিনচিহ্নানাং গঙ্গাপি কীকটাদিকা ॥ ২৮ ॥

প্রথমং চেশ্মনঃ শুদ্ধং জাতং পাপবিবর্জিতম্ ।

তদা তীর্থানি সর্বাণি পাবনানি ভবন্তি বৈ ॥ ২৯ ॥

গঙ্গাতীরে হি সর্বত্র বসন্তি নগরাণি চ ।

ব্রজাশ্চবাকরা গ্রামাঃ সর্বৈ ধ্বংসস্তথাপরে ॥ ৩০ ॥

নিষাদানাং নিষাসাশ্চ কৈবর্তানাং তথাপরে ।

ভূগবঙ্গখমানাঞ্চ শ্লেচ্ছানাং দৈত্যসত্তম ! ॥ ৩১ ॥

পিবন্তি সর্বদা গান্ধ্যং জলং ব্রহ্মোপমং সদা ।

স্নানং কুর্বন্তি দৈত্যেন্দ্র ! ত্রিকালং শ্বেচ্ছয়া জনাঃ ॥ ৩২ ॥

তত্ত্বকমিতি । অয়ং শাকোহপীতি সপ্তমস্কন্ধে বক্ষ্যতি ॥ ২৫ ॥

( তন্নিশম্যোতি । পরয়া প্রীত্যা ইতানেন প্রহ্লাদস্ত পরমভাগবতত্বং বিফুভক্তত্বং প্রশান্ত-  
চিত্তত্বং শাস্তরসত্বঞ্চ ব্যজাতে ॥ ২৬—২৭ ॥ )

বাস বলিলেন, রাজন্ । হিরণ্যকশিপুতনয় প্রহ্লাদ, তাঁহার মধুর বচন শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতিসহকারে তাঁহাকে বিবিধ তীর্থের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২৬ ॥ প্রহ্লাদ কহিলেন, হে মুনিসত্তম ! পৃথিবীতলে, পাতালে অথবা গগনমণ্ডলে কোন্‌কোন্‌ তীর্থ পুণ্য-  
প্রদ, সেই সমস্ত আমার নিকট বিস্তার পূৰ্ণক কীর্তন করুন ॥ ২৭ ॥

চ্যবন কহিলেন, রাজেন্দ্র ! ষাঁহাদের দেহ বাক্য ও মানস বিশুদ্ধ হইয়াছে, তাঁহাদের পদে পদেই তীর্থ ; ষাঁহারা মলিন চিত্ত, তাহাদের নিকট গঙ্গাও কীকটদেশের অপেক্ষা অধিক কুণ্ডলাঙ্গলক ও অধম বলিরা কীর্তিত হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥ যদি প্রথমে মন পাপ-  
বর্জিত ও বিশুদ্ধ হয়, তবে তাহার পক্ষে সকল তীর্থই পবিত্রকর হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥ হে দৈত্যসত্তম ! গঙ্গাতীরে বহুতর নগর, বসতি, ব্রজ বা গোষ্ঠ, আকর, গ্রাম, কুত্রপন্নী, নিষাদ-  
নিবাস এবং কৈবর্তনিবাস, ভূগ, বঙ্গ, খল অধিক কি শ্লেচ্ছগণের বহুতর বাসস্থান রহি-

তত্রৈকোহপি বিশুদ্ধাত্মা ন ভবত্যেব মায়িয ।।  
 কিং ফলং তর্হি তীর্থস্থ বিষয়োপহতাস্থ ॥ ৩৩ ॥  
 কারণং মন এবাত্র নাশ্চদ্রোজন্ । বিচিস্তয় ।  
 মনঃশুদ্ধিঃ প্রকর্তব্যা সততং শুদ্ধিমিচ্ছতা ॥ ৩৪ ॥  
 তীর্থবাসী মহাপাপী ভবেত্তদ্রোজবৎনাৎ ।  
 তত্রৈবাচরিতং পাপমানন্ত্যায় প্রকল্পতে ॥ ৩৫ ॥  
 যথেন্দ্রবারুণং পকং মিষ্টং নৈবোপজায়তে ।  
 ভাবদুষ্কথ্য তীর্থে কোটিন্নাতো ন শুধ্যতি ॥ ৩৬ ॥  
 প্রথমং মনসঃ শুদ্ধিঃ কর্তব্যা শুভমিচ্ছতা ।  
 শুদ্ধে মনসি দ্রব্যাস্থ শুদ্ধির্ভবতি নাশ্চথা ॥ ৩৭ ॥  
 তথৈবাচারশুদ্ধিঃ স্মাত্ততস্তীর্থং প্রসিধ্যতি ।  
 অন্যথা তু কৃতং সর্বং ব্যর্থং ভবতি তৎক্ষণাৎ ॥ ৩৮ ॥  
 “হীনবর্ণস্থ সংসর্গং তীর্থে গম্বা সদা ত্যজেৎ” ।  
 ভূতানুকম্পনং চৈব কর্তব্যং কৰ্ম্মণা ধিয়া ।  
 যদি পৃচ্ছসি রাজেন্দ্র ! তীর্থং বক্ষ্যাম্যনুত্তমম্ ॥ ৩৯ ॥

কীকটাদিকা কীকটদেশাপেক্ষাদিকা ॥ ২৮—৩৪ ॥

কোটিমাতঃ কোটিবারং স্নাত ইতি মধ্যমপদলোপী সমাসঃ ॥ ৩৫—৩৬ ॥

যাচ্ছে ॥ ৩০—৩১ ॥ তৎতত্ত্ববিসিদ্ধনগণ, স্বেচ্ছাক্রমে সর্বদাই বুদ্ধোপম গম্বোদক পান করি-  
 তেছে এবং তজ্জলে স্নানাদি সম্পাদন করিতেছে ॥ ৩২ ॥ হে রাজেন্দ্র ! সেই সকলের মধ্যে  
 কেহই বিশুদ্ধাত্মা হইতে পারে না, তবে দেখুন বাহাদের চিত্ত বিষয় দ্বারা আসক্ত হুতরাং  
 বাহারা বিনষ্টচিত্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের আর তীর্থের ফল কি হইতে পারে ? ॥ ৩৩ ॥  
 তীর্থাদি ধর্মকর্ম বিষয়ে মনই প্রধান কারণ জানিবেন অস্ত্র কিছুই নহে । বাহারা শুদ্ধি কামনা  
 করেন, মনঃশুদ্ধি করাই তাঁহাদের প্রধান কর্তব্য ॥ ৩৪ ॥ তীর্থবাসী ব্যক্তিগণ, তীর্থ স্থানে  
 অস্ত্র ব্যক্তিকে বঞ্চনা করিয়া মহাপাপী হয় । তীর্থস্থানে পাশাচরণ করিলে তাহার আর ক্ষয়  
 হয় না, সেই পাপ অনন্ত ও অক্ষয় হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥<sup>১</sup> যেমন ইন্দ্রবারুণ ফল পক হইলেও  
 মিষ্ট হয় না, সেইরূপ বাহাদের চিত্তভাব দূষিত, তাহারা কোটিবার তীর্থকলে স্নান করিলেও  
 শুদ্ধ হয় না ॥ ৩৬ ॥ বাহারা কল্যাণ কামনা করেন, অগ্রে মনঃশুদ্ধিই তাঁহাদের কর্তব্য,  
 মন শুদ্ধ হইলে তৎপরে দ্রব্যশুদ্ধি তদনন্তর আচারশুদ্ধি এবং তৎপরেই তীর্থভ্রমণ সিদ্ধ হইয়া  
 থাকে ; ইহার অস্ত্রথা হইলে তৎক্ষণাৎ সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যায় ॥ ৩৭—৩৮ ॥ তীর্থে গমন  
 করিয়া হীনবর্ণের সহিত সংসর্গ পরিহার করিয়া বুদ্ধি ও কর্ম দ্বারা জীবগণের প্রতি অহ-

প্রথমং নৈমিষং পুণ্যং চক্রতীর্থঞ্চ পুষ্করম্ ।  
 অশ্বোষাঐব তীর্থানাং সংখ্যা নাস্তি মহীতলে ।  
 পাবনানি চ স্থানানি বহুনি নৃপসত্তম ! ॥ ৪০ ॥  
 ব্যাস উবাচ ।

তচ্ছ্রদ্ধা বচনং রাজা নৈমিষং গম্ভুয়দ্যতঃ ।  
 নোদয়ামাস দৈত্যান্ বৈ হর্ষনির্ভরমানসঃ ॥ ৪১ ॥  
 প্রহ্লাদ উবাচ ।

উত্তিষ্ঠন্তু মহাভাগা গমিষ্যামোহদ্য নৈমিষম্ ।  
 দ্রক্ষ্যামঃ পুণ্ডরীকাক্ষং পীতবাসসমচ্যুতম্ ॥ ৪২ ॥  
 ব্যাস উবাচ ।

ইত্যাশ্রিতা বিষ্ণুভক্তেন সর্বে তে দানবাস্তদা ।  
 তেনৈব সহ পাতালামির্ষয়ুঃ পরয়া মুদা ॥ ৪৩ ॥  
 তে সমেত্য চ দৈতেয়া দানবাশ্চ মহাবলাঃ ।  
 নৈমিষারণ্যমাসাদ্য স্নানং চক্রমুদান্বিতাঃ ॥ ৪৪ ॥  
 প্রহ্লাদস্তত্র তীর্থেষু চরন্ দৈতৈঃ সমন্বিতঃ ।  
 সরস্বতীং মহাপুণ্যং দদর্শ বিমলোদকাম্ ॥ ৪৫ ॥

---

(ইত্যাক্লেতি। দানবা বিষ্ণুভক্তেন প্রহ্লাদেন উক্তাঃ সন্তঃ পাতালামির্ষয়ুর্নির্গত-  
 বন্তঃ। পরয়া মুদা ইত্যনেন প্রহ্লাদস্তাহুচরা অপি বিষ্ণুভক্তাঃ সত্বেপ্রধানাশ্চ ইতাপি  
 বাজ্যতে ॥ ৩৭—৪৫ ॥)

---

কম্পা প্রকাশ কর্তব্য। হে রাজেন্দ্র! আপনি পুণ্য তীর্থের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,  
 আমি অত্যন্তম তীর্থ সকল আপনার নিকট কীর্তন করিব শ্রবণ করুন ॥ ৩৯ ॥ হে নৃপ!  
 পুণ্যপ্রদ নৈমিষারণ্যই প্রথম, তদনন্তর, চক্রতীর্থ তৎপরেই পুষ্করতীর্থ; ইহা ভিন্ন পৃথিবী-  
 তলে অস্তিত্ব বহুতর তীর্থ নাই, তাহাদের সংখ্যা নাই। নৃপোত্তম! ইহা ভিন্ন ভূমণ্ডলে  
 বহুতর পবিত্র স্থানও বিদ্যমান আছে ॥ ৪০ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ, তাঁহার সেই বচন শ্রবণ করিয়া নৈমিষ  
 গমনে উদ্যত হইয়া হর্ষভরে দৈত্যগণকে কহিলেন, হে মহাভাগগণ! তোমরা সকলেই  
 গাত্রোধান কর আমরা সকলে অদ্যই নৈমিষারণ্যে গমন করিয়া, পুণ্ডরীকাক্ষ, পীতবাসা  
 অচ্যুতদেবকে দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইব ॥ ৪১—৪২ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদ কর্তৃক এইরূপে কথিত হইয়া দানবগণ,  
 মুদিতমানসে তাঁহার সহিত পাতালতল হইতে নির্গত হইল ॥ ৪৩ ॥ সেই মহাবল দৈত্য



তীৰ্থে তত্র নৃপশ্ৰেষ্ঠ ! প্রহ্লাদস্ত মহাত্মনঃ ।

মনঃ প্রসন্নং সজ্জাতং স্নাত্বা সারস্বতে জলে ॥ ৪৬ ॥

বিধিবত্তত্র দৈত্যোদ্ভ্রং স্নানদানাদিকং শুভে ।

চকারাতিপ্রসন্নাত্মা তীৰ্থে পরমপাবনে ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈষ্ণবিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে  
প্রহ্লাদস্ত তীর্থসমাগমো নামাষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

( তীৰ্থে ইতি । তীৰ্থে প্রহ্লাদস্ত মনসঃ প্রসন্নত্বকথনাদস্ত মনঃশুদ্ধিঃ সূচिता ॥ ৪৬-৪৭ ॥ )

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধেহষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

ও দানবগণ মিলিত হইয়া দৃষ্টান্তে তথায় গমন পূৰ্ব্বক স্নান করিয়াছিল ॥ ৪৪ ॥ প্রহ্লাদ  
সেই তীৰ্থে দৈত্যগণের সহিত বিচরণ করিতে করিতে মহাপুণ্যপ্রদা নির্মলজলা সরস্বতী  
নদী দর্শন করিলেন ॥ ৪৫ ॥ হে নরেন্দ্র ! সরস্বতীর বিমল-সলিলে স্নান করিয়া মহাত্মা  
প্রহ্লাদের মন প্রসন্ন হইল ॥ ৪৬ ॥ দৈত্যরাজ সুপ্রসন্ন হইয়া সেই কল্যাণপ্রদ পরমপবিত্র  
তীৰ্থে স্নানদানাদি কৰ্ম্ম সমাপন করিয়াছিলেন ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণে চতুর্থস্কন্ধে প্রহ্লাদের তীর্থ-  
সমাগম নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ • ॥

## নবমোঃধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

কুর্কংস্তীর্থবিধিং তত্র হিরণ্যকশিপোঃ স্মৃতঃ ।

অথোঃ স্মমহচ্ছায়মপশ্যৎ পুরতস্তদা ॥ ১ ॥

দদর্শ বাগানপরান্নানাজাতীয়কাস্তদা ।

গৃধ্রপক্ষযুতাংস্তীত্রাঙ্কিলাধোতাম্মহোজ্জলান্ ॥ ২ ॥

চিন্তয়ামাস মনসা কশ্চেন্নে বিশিখাস্তিহ ।

ঋষীগামাশ্রমে পুণ্যে তীর্থে পরমপাবনে ॥ ৩ ॥

এবং চিন্তয়তানেন কৃষ্ণাজিনধরো মুনী ।

সমুন্নতজটাবারো দৃষ্টৌ ধর্মস্বতো তদা ॥ ৪ ॥

তয়োরগ্রে ধৃতে শুভ্রে ধনুর্ঘী লক্ষণাস্বিতে ।

শাঙ্গমাজগবকৈব তথাক্ষর্যো মহেশুধী ॥ ৫ ॥

ধ্যানস্থৌ তৌ মহাভাগৌ নরনারায়ণাবুধী ।

দৃষ্টৌ ধর্মস্বতো তত্র দৈত্যানামধিপস্তদা ॥ ৬ ॥

অর্ধাধিকৈঃ পক্ষপকাশক্তিঃ পদৈরনন্তরম্ ।

প্রহ্লাদনারায়ণরোষং ক্রমেবামুবর্ণ্যতে ॥

প্রহ্লাদন্ত সরস্বতীতীর্থপ্রাপ্তান্তরং জাতং বৃত্তমাহ কুর্কংস্তীর্থবিধিমিতি ॥ ১ ॥

অপরামুংকটান্নানাজাতীযকান্ ভল্লবাদিজাতিসন্তানান্ ॥ ২—৪ ॥

বাস বলিলেন, রাজন্ ! হিরণ্যকশিপুতনয় সেই স্থানে বিধিপূর্বক তীর্থক্রিয়া করিতে করিতে পুরোভাগে ছায়াপ্রধান একটা বটবৃক্ষ দর্শন করিলেন ॥ ১ ॥ অনন্তর, তথায় গৃধ্রপক্ষ-সম্বিত, শাণিত, স্তীত্র, মহোজ্জল বাণ সকল স্তম্ভিত রহিয়াছে দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই পরম পবিত্র পুণ্যতীর্থরূপ ঋষিগণের আশ্রমে কাহার শর সকল স্তম্ভিত রহিয়াছে? ॥ ২—৩ ॥ প্রহ্লাদ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে কৃষ্ণাজিনধারী সমুন্নত-জটাকালে সুশোভিত ধর্মতনয় মুনিযুগল নরনারায়ণকে এবং তাঁহাদের অগ্রভাগে শাঙ্গোক্ত-লক্ষণাস্বিত সুশোভিত, শাঙ্গ ও আজগব নামক ধনুধর ও অক্ষয় তুণীযুগল অবস্থাপিত রহিয়াছে ইহা দেখিতে পাইলেন ॥ ৪—৫ ॥ ধর্মপুত্র মহাভাগ নর নারায়ণ ঋষির ধ্যানস্থ ছিলেন, অমুরপালক প্রহ্লাদ তখন তাঁহাদিগকে

ক্রোধরক্তেক্ষণন্তো তু প্রোবাচান্নরপালকঃ ।

কিং ভবন্ত্যাং সমারকো দন্তো ধর্মবিনাশনঃ ॥ ৭ ॥

ন শ্রুতং নৈব দৃষ্টং হি সংসারেহস্মিন্ কদাপি হি ।

তপসশ্চরণং তীত্রং তথা চাপশ্চ ধারণম্ ॥ ৮ ॥

বিরোধোহয়ং যুগে চান্যে কথং যুক্তং কলিপ্রিয়ম্ ।

ব্রাহ্মণশ্চ তপো যুক্তং তত্র কিং চাপধারণম্ ॥ ৯ ॥

ক জটীধারণং দেহে কেয়ুধী চ বিড়ম্বনো ।

ধর্মশ্চাচরণং যুক্তং যুবয়োদ্ধিষ্যতাবয়োঃ ॥ ১০ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি তস্মৈ বচঃ শ্রুত্বা নরঃ প্রোবাচ ভারত ! ।

ক। তে চিস্তাত্ত্ব দৈত্যোস্ত্র ! বৃথা তপসি চাবয়োঃ ॥ ১১ ॥

সামর্থ্যে সতি যঃ কুর্য্যাত্তৎ সম্পদ্যেত তস্মৈ হি ।

আবাং কার্যদ্বয়ে মন্দ ! সমর্থো'লোকবিশ্রুতো ॥ ১২ ॥

যুদ্ধে তপসি সামর্থ্যং ত্বং পুনঃ কিং করিষ্যসি ।

গচ্ছ মার্গে যথাকামং কস্মাদত্র বিকথসে ॥ ১৩ ॥

আজগবৎ পিনাকঃ ॥ ৫—৮ ॥

বিরোধোহয়মিতি । তপশ্চরণচাপধারণয়োব্রাহ্মণকশ্মিরধর্মতাদেকত্রাবস্থানে বিরোধ ইত্যর্থঃ । অশ্রুতং কলিপ্রিয়ং কলৌ যোগ্যমেতদমুষ্ঠানমস্মিন্মাদ্যে সত্যযুগে তু কথং যুক্ত-  
মিত্যর্থঃ ॥ ২—১১ ॥

দর্শন করিয়া কোথো লোহিতলোচন হইয়া কহিতে লাগিলেন, তাপসস্বয় ! আপনাদিগের  
মানসে কি ধর্মবিনাশক দন্ত প্রবেশ করিয়াছে ? আপনারা কখনও কি দর্শন বা শ্রবণ  
করেন নাই যে, এই সংসারে সত্যযুগে তপশ্চরণ এবং উগ্রতর শরাসন ধারণ এ উভয়ের  
পরস্পর অত্যন্ত বিরোধ রহিয়াছে । ইহা কলিকালের উপযুক্ত, সত্যযুগে এ উভয়ের অমুষ্ঠান  
কিহুপে সম্ভব হইতে পারে ? তপশ্চরণই ব্রাহ্মণের উপযুক্ত ধর্ম, তবে আপনারা চাপধারণ  
করিতেছেন কেন ? ১০—১১ । বিরোধেলে জটীতার ধারণই বা কোথায় ? আর বিড়ম্বনা-  
বরূপ তুণ ধারণই বা কোথায় ? অন্তএব, আপনাদের বিব্যাভাবসম্পন্ন হইয়া ধর্মীচরণ  
করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে ॥ ১০ ॥

ব্যাস বলিলেন, হে তরুতল্লবণ ! সুনিবর নর প্রজ্ঞাধর এইরূপ বচন শ্রবণ করিয়া  
কহিলেন, হে দৈত্যোস্ত্র ! আমাদের এই ভগ্নতা বিষয়ে তোমার বৃথা এত কি চিন্তা পড়ি-  
য়াছে ? ১১ ॥ বাহ্যর সামর্থ্য থাকে তাহার সমস্তই সম্পন্ন হয় ; সম্বুদ্ধে ! আমরা এই উত্তর

ব্রাহ্মং তেজো ছুরারাদ্যং ন স্বং বেদ বিমোহিতঃ ।  
বিপ্রচর্চা ন কর্তব্য্য প্রাণিভিঃ স্বখমীপ্সু ভিঃ ॥ ১৪ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ ।

তাপসৌ মন্দবুদ্ধী হোষা যুযাং গর্ভমোহিতৌ ।  
ময়ি তিষ্ঠতি দৈত্যেন্দ্রে ধর্মসেতুপ্রবর্তকে ॥ ১৫ ॥  
ন যুক্তমেতত্তীর্থেষ্মিন্নধর্ম্মাচরণং পুনঃ ।  
কা শক্তিস্তব যুদ্ধেহস্তি দর্শনাদ্য তপোধন ! ॥ ১৬ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তদাকর্ণ্য বচস্তস্মৈ নরস্তং প্রত্যুবাচ হ ।  
যুধ্যস্যাদ্য ময়া সার্কং যদি তে মতিরিদৃশী ॥ ১৭ ॥  
অদ্য তে ফোটিয়িম্যামি মুর্দ্ধানমস্ত্রাধম ! ।  
যুদ্ধে শ্রদ্ধা ন তে পশ্চাদ্ভবিষ্যতি কদাচন ॥ ১৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তন্নিশম্য বচস্তস্মৈ দৈত্যেন্দ্রঃ কুপিতস্তদা ।

প্রহ্লাদৌ বলবানত্র প্রতিজ্ঞাগারুরোহ সঃ ॥ ১৯ ॥

বিরোধেহয়মিত্যুক্তং তত্র কিমধিকার্যভাবাচ্চ সামর্থ্যাভাবাচ্চ । নাদ্যঃ । উভয়োর-  
প্যভয়জ্ঞাধিকারঃ । ন দ্বিতীয়ো যত্র সামর্থ্যাভাবস্তত্র তথাস্ত নাত্র তথাস্তীত্যাহ সামর্থ্যে  
সতীতি ॥ ১২—১৯ ॥

কার্যেই উত্তমরূপে সমর্থ, ইহা ত্রিলোকেই বিখ্যাত আছে ॥ ১২ ॥ আমাদের যুদ্ধ ও তপস্বী  
এই উত্তম কার্যেই সামর্থ্য আছে, তুমি এ বিষয়ে কি করিবে ? এই পথ পরিত্যক্ত রহিয়াছে  
যথেষ্ট গমন কর, এখানে কি নিমিত্ত প্রাণ প্রকাশ করিতেছ ? ॥ ১৩ ॥ তুমি মৃদুবুদ্ধি, স্তূর্ণভ  
বুদ্ধিতেজ ক্রুরূপে বিদিত হইতে পারিবে ? তুমি জানিও যে ষাঁহার প্রাণনাশ করিতে অভি-  
লাষ করেন, তাহাদের ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধীয় কোনও বিষয়ের বিচার করা কখনই কর্তব্য নহে ॥ ১৪ ॥

প্রহ্লাদ কহিলেন, তাপসবর ! তোমরা মন্দবুদ্ধি এবং বৃথা গর্বে বিমোহিত ; ধর্ম-  
সেতুর প্রবর্তক দৈত্যরাজ আমি এই তীর্থে বিদ্যমান থাকিতে এখানে অধর্ম্মাচরণ যুক্তি-  
যুক্ত হইতেছে না । তপোধন ! তোমার যুদ্ধ বিষয়ে কি শক্তি আছে, তাহা অদ্য আমাকে  
প্রদর্শন করিও ॥ ১৫—১৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন ! মূনিবর নর প্রহ্লাদের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,  
যদি তোমার এইরূপ বুদ্ধিই ঘটনা থাকে তবে আমার সহিত অদ্য যুদ্ধ কর ॥ ১৭ ॥ রে অস্বা-  
ধম ! অদ্য যুদ্ধ করিয়া আমি তোমার মস্তক বিদীর্ণ করিয়া ফেলিব, তাহা হইলে তোমার  
আর কখন যুদ্ধ করিতে অভিলাষ হইবে না ॥ ১৮ ॥

যেন কেনাপ্যুপায়েন জেয্যামি তাবুভাবপি ।

নরনারায়ণৌ দাস্তাব্বী তাপসমম্বিতৌ \* ॥ ২০ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতু্যক্তা বচনং দৈত্যঃ প্রতীগৃহ্য শরাসনম্ ।

আকৃষ্য তরসা চাপং জ্যাশব্দঞ্চ চকার হ ॥ ২১ ॥

নরোহপি ধনুরাদায় শরাংস্তীত্রাঙ্কিলাশিতান্ ।

মুমোচ বহুশঃ ক্রোধাৎ প্রহ্লাদোপরি পার্শ্বি ব ! ॥ ২২ ॥

তান্ দৈত্যরাজন্তপনীয়পুষ্টি-

শিচ্ছেদ বাণৈস্তরসা সমেত্য ।

সমীক্ষ্য ছিন্নাংশচ নরঃ স্বসৃষ্টা-

নন্যান্ মুমোচাশু রুম্যম্বিতো বৈ ॥ ২৩ ॥

দৈত্যাধিপস্তানপি তীব্রবেগৈ-

শ্চিত্ত্বা জঘানোরসি তং মুনীন্দ্রম্ ।

নরোহপি তং পঞ্চভিরাশুগৈশ্চ

ক্রুদ্ধোহহনদৈত্যপতিং ভূজাস্তে ॥ ২৪ ॥

( তপাতে ইতি তাপন্তপন্তেন সম্বিতৌ ॥ ২০—২২ \* )

সমীক্ষ্যতি । নরঃ স্বসৃষ্টান্ যেন ত্যক্তান্ বাণাংশ্চিন্নান্ সমীক্ষ্যত্যধরঃ ॥ ২০—২৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! মহাবলশালী দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রুপিত হইয়া এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যে কোনও উপায়ে এই তপস্বী নরনারায়ণ ঋষি-  
দ্বয়কে হৃদে পরাজিত করিব ॥ ১৯—২০ ॥ তদনন্তর দৈত্যরাজ শরাসন গ্রহণ করিয়া সম্বব  
আকর্ষণ পূর্বক জ্যাশব্দ করিতে লাগিলেন । হে রাজেন্দ্র ! তখন ঋষিবর নরও শরাসন  
গ্রহণ পূর্বক ক্রোধাধিত হইয়া বহুতর শিলাশাণিত অস্ত্র সকল প্রহ্লাদের উপর নিক্ষেপ  
করিতে লাগিলেন ॥ ২১—২২ ॥ অনন্তর, দৈত্যপতি সম্বব হইয়া স্বর্ণপুন্ড্র পরনিকর দ্বারা  
নরনিকিণ্ট বাণ সকল ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিলেন, ঋষিবর নরও নিজনিকিণ্ট শর সকল  
ছিন্ন হইল দেখিয়া ক্রোধাধিত হইলেন এবং অস্ত্রান্ত বহুতর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥  
তখন দৈত্যাধিপতি প্রহ্লাদ তীব্রবেগী শর দ্বারা সেই সমস্ত বাণ ছিন্ন করিয়া সেই মুনি-  
বরের উরঃস্থলে আঘাত করিলেন । নরও ক্রুদ্ধ হইয়া পঞ্চবাণ দ্বারা দৈত্যরাজের বাহুগুণ্ড

সেজ্জাঃ স্ত্রাস্ত্র তয়োহি যুদ্ধং  
 দ্রুতুং বিমানৈর্গগনস্থিতাশ্চ ।  
 নরস্ত বীৰ্য্যং যুধি সংস্থিতস্ত  
 তে তুষ্ণুর্দৈত্যপতেশ্চ ভূয়ঃ ॥ ২৫ ॥  
 ববর্ষ দৈত্যাধিপ আতচাপঃ  
 শিলীমুখানমুধরো যথাপঃ ।  
 গিরৌ নরে চাতিরুষাশ্বিতোহসৌ  
 নরস্তদা গ্লানিমবাপ রাজন্ ! ॥ ২৬ ॥  
 গ্লানিং গতং বীক্ষ্য নরং তদাসৌ  
 নারায়ণঃ ক্রোধযুতো বভূব ।  
 আদায় শাস্ত্রং ধনুর্গ্রমেয়ং  
 যুমোচ বাণান্ কিল হেমপুঙ্খান্ ॥ ২৭ ॥  
 বভূব যুদ্ধং তুমুলং তয়োস্ত  
 জ্যৈষিণোঃ পার্থিব ! দেবদৈত্যয়োঃ ।  
 ববর্ষুরাকাশপথে স্থিতাস্তে  
 পুষ্পানি দিব্যানি প্রহুচ্চিহ্নাঃ ॥ ২৮ ॥

(নরস্তেতি । তে দেবাঃ যুধি সংগ্রামভূমৌ সমাক্ষপ্রকারেণ স্থিতস্ত নরস্ত দৈত্যাধিপতেঃ  
 প্রহ্লাদস্ত চ বীৰ্য্যং ভূয়ঃ পুনঃ পুনঃ তুষ্ণুর্ভূঃ । স্বস্তবাণমোক্ষকালে বিপক্ষবাণচ্ছেদনকালে চ  
 উভৌ প্রশংসিতবস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৫—২৬ ॥)

অদ্বিগ্নেব সময়ে নারায়ণোহপি ধনুর্আদায় যুদ্ধার্থং প্রবৃত্ত ইত্যাহ আদায়েরিতি ॥ ২৭-২৮ ॥

বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৪ ॥ তাঁহাদের যুদ্ধ দর্শন করিবার নিমিত্ত ইজ্জাদি দেবতাগণ বিমানে  
 আরোহণ করিয়া গগনমণ্ডলে অবস্থান করত কখন নর ঋষির কখন বা প্রহ্লাদের প্রশংসা  
 করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥ দৈত্যরাজ চাপ গ্রহণ করিয়া, মেঘ যেরূপ পর্কত শৃঙ্গে বারি বর্ষণ  
 করে সেইরূপ নরের উপর অতি রোষভরে নানাবিধ অস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ;  
 মহারাজ ! সেই সময় নরসুনি প্রহ্লাদের শরনিকর দ্বারা বিদ্ধ হইয়া অতিশয় গ্লানিযুক্ত  
 হইলেন ॥ ২৬ ॥ তখন নারায়ণ নরকে ক্রান্ত দেখিয়া অতিশয় রুষ্ট হইলেন এবং অগ্রমের  
 মুদ্রা শরাসন দ্বারা স্ববর্ণপুঙ্খ শর সকল মোচন করিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥ হে  
 পৃথিবীজ ! তখন পরস্পর অরাকাক্ষী নারায়ণ ও প্রহ্লাদের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইলে,  
 দেবগণ আকাশমার্গে অবস্থিতি করিয়া তাঁহাদের উপর ছটচিতে পুষ্পবৃষ্টি করিতে আরম্ভ

চুকোপ দৈত্যাদিপিতিহরৌ স  
 যুমোচ বাণানতিতীজবেগান্ ।  
 চিচ্ছেদ তান্ ধর্ম্মহৃতঃ স্ত্রীতীক্কে-  
 র্দ্ধমুর্বিমুক্তৈর্কির্নিধৈস্তদাশু ॥ ২৯ ॥

ততো নারায়ণং বাণৈঃ প্রহ্লাদশ্চাতিকর্ষিতৈঃ ।  
 ববর্ষ স্থস্থিতং বীরং ধর্ম্মপুত্রং সনাতনম্ ॥ ৩০ ॥  
 নারায়ণোহপি তং বেগামুক্তৈর্কবাণৈঃ শিলাশিতৈঃ ।  
 তুতোদাতীব পুরতো দৈত্যানামধিপং স্থিতম্ ॥ ৩১ ॥  
 সন্নিপাতোহন্বরে তত্র দিদ্গুণাং বভূব হ ।  
 দেবানাং দানবানাঞ্চ কুর্ষ্বতাং জয়ঘোষণম্ ॥ ৩২ ॥  
 উভয়োঃ শরর্ষণে চ্ছাদিতে গগনে তদা ।  
 দিবাপি রাত্রিসদৃশং বভূব তিমিরং মহৎ ॥ ৩৩ ॥  
 উচুঃ পরম্পরং দেবা দৈত্যশ্চাতীব বিস্মিতাঃ ।  
 অদৃষ্টপূর্ব্বং যুদ্ধং বৈ বর্ত্ততেহদ্য স্তদাক্ষণম্ ॥ ৩৪ ॥  
 দেবর্ষয়োহিথ গন্ধর্বা যক্ষকিম্বরপন্নগাঃ ।  
 বিদ্যাধরাশ্চারণাশ্চ বিস্ময়ং পরমং যযুঃ ॥ ৩৫ ॥  
 নারদঃ পর্ব্বতশৈব প্রেক্ষণার্থং স্থিতৌ মুনি ।  
 নারদঃ পর্ব্বতং প্রাহ নেদৃশং চাভবৎ পুরা ॥ ৩৬ ॥

হরৌ নারায়ণে ॥ ২৯—৩৫ ॥

নেদৃশমিত্যন্ত তারকাস্বরযুদ্ধমিত্যনেনাশ্রয়ঃ ॥ ৩৬—৩৭ ॥

করিলেন ॥ ২৮ ॥ দৈত্যরাজ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অত্যন্ত তীজবেগে অস্ত্র সকল নিক্ষেপ  
 করিতে আরম্ভ করিলেন । ধর্ম্মপুত্র নারায়ণ ধর্ম্মনিষ্ঠ তুতীক্কে স্ত্রী তীক্কে দ্বারা তৎক্ষণাৎ সেই  
 সমস্ত অস্ত্র ছিন্ন করিয়া কেলিলেন ॥ ২৯ ॥ তদনন্তর প্রহ্লাদ স্ত্রীতীক্কে শরনিকর দ্বারা, যুদ্ধে  
 অটল সেই বীরবর ধর্ম্মপুত্র নারায়ণের প্রতি বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥ নারায়ণও  
 শিলাশাপিত বাণ সকল বেগতরে নিক্ষেপ করিয়া পুর্নস্থিত দৈত্যপতিকৈ প্রণীড়িত ও  
 অহ্নির করিলেন ॥ ৩১ ॥ এই যুদ্ধ দর্শন করিবার নিমিত্ত অন্তরতলে দেব ও দৈত্যগণের  
 মহতী জনতা উপস্থিত হইল, তাহারা মধ্যে মধ্যে উভয়ের জয় ঘোষণা করিতে লাগি-  
 লেন ॥ ৩২ ॥ উভয়ের শরবর্ষণে পূর্ণমন্ডল আচ্ছাদিত হইলে দিবাতাপও রাত্রিসদৃশ অন্ধকার-  
 ময় হইয়া উঠিল । তখন দেবগণ ও দৈত্যগণ, অতিশয় বিস্ময়াবিত হইয়া পরস্পর কহি-

তারকাস্থরযুদ্ধঞ্চ তথা ব্রজাস্থরশ্চ চ ।

মধুকৈটভয়োর্বুদ্ধং হরিণা নেদৃশং কৃতম্ ॥ ৩৭ ॥

প্রহ্লাদঃ প্রবলঃ শূরো যশ্মামারায়ণেন চ ।

করোতি সদৃশং যুদ্ধং সিদ্ধেনাদ্বৈতকর্মণা ॥ ৩৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

দিনে দিনে তথা রাত্রৌ কৃষ্ণা কৃষ্ণা পুনঃপুনঃ ।

চক্রভুঃ পরমং যুদ্ধং তৌ তদা দৈত্যতাপসৌ ॥ ৩৯ ॥

নারায়ণস্ত চিচ্ছেদ প্রহ্লাদস্ত শরাসনম্ ।

তরসৈকেন বাণেন স চান্ধক্যনুরাদদে ॥ ৪০ ॥

নারায়ণস্ত তরসা যুদ্ধান্তঞ্চ শিলীমুখম্ ।

তদেব মধ্যতশ্চাপং চিচ্ছেদ লঘুহস্তকঃ ॥ ৪১ ॥

ছিন্নং ছিন্নং পুনর্দৈত্যো ধনুন্নৃত্যং সমাদদে ।

নারায়ণস্ত চিচ্ছেদ বিশিখৈরাশু কোপিতঃ ॥ ৪২ ॥

ছিন্নে ধনুষি দৈত্যৈশ্চৈব পরিঘং হ্রস্বমাদদে ।

জঘান ধর্মজং ভূর্ণং বাহোর্মধ্যেহতিকোপনঃ ॥ ৪৩ ॥

( প্রহ্লাদস্ত শূরত্বে কারণমাহ যস্মাদিতি ॥ ৩৮—৪২ ॥

ছিন্নে ধনুষি ইতি । ধনুযুদ্ধং পরিভাষ্য পরিঘাদিভিরনৈর্যায়ণং জঘান ॥ ৪৩—৫০ ॥ )

লেন, এক্রপ সূদাক্ষণ যুদ্ধ আশ্রয় পূর্বে কখনও দর্শন করি নাই ॥ ৩৩—৩৪ ॥ তখন দেবর্ষি-  
গণ, গন্ধর্ব্বগণ, বক্ষগণ, কিন্নরগণ, পন্নগগণ, বিদ্যাধরগণ ও চারুগণ, সকলেই অত্যন্ত  
বিস্মিত হইয়াছিলেন ॥ ৩৫ ॥ নারদ এবং পর্কত ঋষিও এই যুদ্ধ দর্শন করিবার নিমিত্ত  
উপস্থিত হইয়াছিলেন । দেবর্ষি নারদ পর্কতকে কহিলেন, পূর্বে কখনই এক্রপ যুদ্ধ সংঘটিত  
হয় নাই; তারকাস্থরের ও ব্রজাস্থরের যুদ্ধ এবং হরির সহিত মধুকৈটভের যে যুদ্ধ হইয়াছিল  
সে সকল যুদ্ধও এক্রপ নহে ॥ ৩৬—৩৭ ॥ বোধ হইতেছে প্রহ্লাদ অতিশয় বীর্যবান্ ;  
যেহেতু সিদ্ধপুরুষ অদ্বৈতকর্ম্ম নারায়ণের সহিত এ পর্য্যন্তও সদৃশ যুদ্ধই করিতেছে ॥ ৩৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! তখন সেই দৈত্য ও তাপস নারায়ণ এই দুইজনকে দিবসে  
দিবসে ও নিশায় নিশায় পুনঃ পুনঃ ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন । তখন নারায়ণ  
একবাণে সত্তর প্রহ্লাদের শরাসন ছেদন করিয়া দিলেন প্রহ্লাদও অস্ত্র ধরু গ্রহণ করিলেন;  
লঘুহস্ত নারায়ণ সত্তর শর নিক্ষেপ করিয়া সেই চাপ মধ্যভাগে ছেদন করিলেন; এইরূপে  
বারংবার শরাসন ছিন্ন করিলে প্রহ্লাদও পুনঃ পুনঃ তাহা গ্রহণ করিতে লাগিলেন,  
নারায়ণও অস্ত্র-ধারা তাহা পুনঃ পুনঃ ছেদন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯—৪২ ॥ এইরূপে



তমায়াস্তং স বলবান্মাগ্গৈর্নবভিষু নিঃ ।  
 চিচ্ছেদ পরিষং ঘোরং দশভিস্তমতাড়য়ৎ ॥ ৪৪ ॥  
 গদামাদায় দৈত্যৈস্ত্রঃ সর্বাঙ্গসময়ীং দৃঢ়াম্ ।  
 জামুদেশে জঘানাশু দেবং নারায়ণং রুঘা ॥ ৪৫ ॥  
 গদয়া চাপি গিরিবৎ সংস্থিতঃ স্থিরমানসঃ ।  
 ধর্মপুঞ্জোহতিবলবান্মোচাশু শিলীমুখান্ ॥ ৪৬ ॥  
 গদাং চিচ্ছেদ ভগবাংস্তদা দৈত্যপতেদৃঢ়াম্ ।  
 বিশ্বয়ং পরমং জঘুঃ প্রেক্ষকা গগনে স্থিতাঃ ॥ ৪৭ ॥  
 স তু শক্তিঃ সমাদায় প্রহ্লাদঃ পরবীরহা ।  
 চিক্রেপ তরসা ক্রুদ্ধো বলান্মারায়ণোরসি ॥ ৪৮ ॥  
 তামাপতন্তীং সংবীক্ষ্য বাণেনৈকেন লীলয়া ।  
 সপ্তধা কৃতবানাশু সপ্তভিস্তং জঘান হ ॥ ৪৯ ॥  
 দিব্যবর্ষসহস্রস্ত তদ্বুদ্ধং পরমং তয়োঃ ।  
 জাতং বিশ্বয়দং রাজন্ ! সর্বেষাং তত্র চাশ্রমে ॥ ৫০ ॥  
 তদাজগাম তরসা পীতবাসাশ্চতুর্ভুজঃ ।  
 প্রহ্লাদশ্চাশ্রমং তত্র জগাদ চ গদাধরঃ ।  
 চতুর্ভুজো রমাকাস্তো রথাস্তগদপদ্যভূৎ ॥ ৫১ ॥

---

আজগাম জগাদ চ প্রহ্লাদং প্রতি ভাবিতবানিত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

---

সমস্ত ধর্ম ছিন্ন হইলে পর, দৈত্যরাজ পরিষ ধারণ করিলেন এবং অতিশয় কুপিত হইয়া  
 নারায়ণের বাহুর মধ্যে সত্বর নিক্ষেপ করিলেন । বলবীৰ্য্যবান্ ভগবান্ নারায়ণ সেই ঘোর-  
 তর পরিষ আসিতেছে দেখিয়া সত্বর নয় বাণ নিক্ষেপ পূর্বক তাহা ছিন্ন করিলেন এবং  
 দশটী বাণ দ্বারা প্রহ্লাদকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৪০—৪৪ ॥ অনন্তর, প্রহ্লাদ দৌহময়ী মৃদু  
 গদা গ্রহণ পূর্বক রোষতরে নারায়ণের আত্মদেশ লক্ষ্য করিয়া সবেগে নিক্ষেপ করিলেন ।  
 অতিশয় বলবান্ ধর্মলব্ধ গদা দর্শনেও স্থিরমানস ও গিরির ভায় অচল ভাবে অবস্থিত  
 থাকিয়া সত্বর শরজাল বর্ষণ দ্বারা দৈত্যপতির সেই দৃঢ় গদা ছেদন করিয়া ফেলিলেন ।  
 তখন গগনস্থিত দর্শকগণ অত্যন্ত বিস্ময়াবিত হইয়াছিলেন ॥ ৪৫—৪৭ ॥ তখন শক্তবিনাশী  
 প্রহ্লাদ, কুপিত হইয়া শক্তি গ্রহণ পূর্বক সত্বর নারায়ণের উরঃস্থল লক্ষ্য করিয়া তীব্রবেগে  
 নিক্ষেপ করিলেন । সেই শক্তি আসিতেছে দর্শন করিয়া নারায়ণ এক শর দ্বারা অবলীলায়  
 তাহা সপ্তভাগে ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং সপ্ত শর দ্বারা সত্বর তাঁহাকে বিদ্ধ করি-

দৃষ্টা তমাগতং তত্র হিরণ্যকশিপোঃ স্ততঃ ।  
প্রণম্য পরয়া ভক্ত্যা প্রাঞ্জলিঃ প্রত्यूবাচ হ ॥ ৫২ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ ।

দেবদেব ! জগন্নাথ ভক্তবৎসল মাধব ! ।

কথং ন জিতবানাজাবহমেতো তপস্বিনো ॥ ৫৩ ॥

সংগ্রামস্ত ময়া দেব ! কৃতঃ পূর্ণং শতং সমাঃ ।

স্বরাণাং ন জিতৌ কস্মাদিতি মে বিস্ময়ো মহান্ ॥ ৫৪ ॥

বিষ্ণুরূবাচ ।

সিদ্ধাবিমৌ মদংশৌ চ বিস্ময়ঃ কোহত্র মারিম ! ।

তাপসৌ ন জিতাত্মানৌ নরনারায়ণৌ জিতৌ ॥ ৫৫ ॥

গচ্ছ ত্বং বিতলং রাজন্ ! কুরু ভক্তিং মমাচলাম্ ।

নাভ্যাং কুরু বিরোধং ত্বং তাপসাভ্যাং মহামতে ! ॥ ৫৬ ॥

( হিরণ্যকশিপোঃ স্ততঃ প্রহ্লাদঃ । তং বিষ্ণু ॥ ৫২—৫৩ ॥ )

স্বরাণাং স্তরৈঃ সাক্ষিতার্থঃ । ময়া শতং সমাঃ । শতসংবৎসবৎ সংগ্রামঃ কৃত এতা-  
দৃশেন শূরেণ ময়া কস্মাদ্ভেতোর্ন জিতাবিতি মহাবিস্ময়ঃ ইত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

( জিতাত্মানৌ তাপসৌ নরনারায়ণৌ ন জিতাবিতায়ঃ ॥ ৫৫—৫৬ ॥ )

লেন ॥ ৪৮—৪৯ ॥ এইরূপে সেই আশ্রমে প্রহ্লাদ ও নারায়ণের দিব্য সহস্র বর্ষ ব্যাপিয়া  
সর্বজীবের পরম বিস্ময়কর ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল ॥ ৫০ ॥ তখন পীতবাসী চতুর্ভূজ গদাধর  
সদয় প্রহ্লাদের সন্নিধানে আগমন করিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিলেন । হিরণ্যকশিপুপুত্র  
প্রহ্লাদ, চতুর্ভূজ রমাকান্ত, পদ্মধারী চক্রধর নারায়ণকে সেইখানে সমাগত দেখিয়া, পরম  
ভক্তিসহকারে প্রণাম পুরঃসর কৃতাজ্ঞলিপুটে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন ॥ ৫১—৫২ ॥

হে দেবদেব ! আপনি জগন্নাথ ও ভক্তবৎসল, হে মাধব ! আমি দিব্য পূর্ণ শতবর্ষ  
ধরিয়া সংগ্রাম করিলাম তথাপি এই তপস্বী ছই জনকে সমরে পরাজয় করিতে পারিলাম  
না কেন ? এ বিষয়ে আমার মহান্ বিস্ময় জন্মিয়াছে ॥ ৫৩—৫৪ ॥

বিষ্ণু বলিলেন, হে ক্ষমানীল ! এই নরনারায়ণ ঋষিধর, সিদ্ধ তাপস, জিতাত্মা এবং  
আমার অংশসূত; একজ্ঞ তুমি ইহাদিগকে পরাজয় করিতে পার নাই, তাহাতে আর  
বিস্ময় কি আছে ? হে রাজেন্দ্র ! তুমি এক্ষণে পাতালে গমন কর এবং আমার প্রতি  
সেইরূপ অচলাভক্তি কর । হে মহামতে ! তাপস হ্রদের সহিত তুমি আর বিরোধ  
করিও না ॥ ৫৫—৫৬ ॥

ব্রাস উবাচ ।

ইত্যাজ্ঞপ্তো দৈত্যরাজো নির্ধাবহরৈঃ সহ ।

নরনারায়ণো ভূয়ন্তপোযুক্তৌ বভূবতুঃ ॥ ৫৭ ॥\*

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে  
নরনারায়ণাভ্যাং সহ প্রহ্লাদস্ত সমরবর্ণনং নাম নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

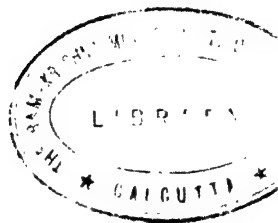
( দৈত্যরাজঃ প্রহ্লাদঃ অহরৈঃ সহ নির্ধবৌ নরনারায়ণাভ্যামিতি শেষঃ ॥ ৫৭ ॥ )

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

ব্রাস বলিলেন, রাজন্! দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ বিষ্ণু কর্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া অমুব-  
গণের সহিত তপা হইতে নির্গত হইলেন এবং নরনারায়ণ দ্বয় ও পুনর্জার তপস্যায় মনো-  
নিবেশ করিলেন ॥ ৫৭ ॥

মহর্ষি বেদব্রাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে প্রহ্লাদ ও নরনারায়ণের সংগ্রাম  
বর্ণন নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

\* টাকাকার নীলকণ্ঠের মতে সার্ধ পঞ্চপঞ্চাশৎ শ্লোকঃ ।



## দশমোঃধ্যায়ঃ ।

জনমেজয় উবাচ ।

সন্দেহোহয়ং মহানত্র পরাশর্য্য ! কথানকে ।  
নরনারায়ণৌ শান্তৌ বৈষ্ণবাংশৌ তপোধনৌ ॥ ১ ॥  
তীর্থাশ্রয়ৌ সত্বযুক্তৌ বচ্যশনপরৌ সদা ।  
ধর্ম্মপুত্রৌ মহাত্মানৌ তাপসৌ সত্বসংস্থিতৌ ॥ ২ ॥  
কথং রাগসমায়ুক্তৌ জাতৌ যুদ্ধে পরস্পরম্ ।  
সংগ্রামং চক্রতুঃ কস্মাৎ ত্যক্তৌ তপিমনুত্তমাম্ ॥ ৩ ॥  
প্রহ্লাদেন সমং পূর্ণং দিব্যবর্ষশতং কিল ।  
হিত্বা শাস্তিস্থলং যুদ্ধং কৃতবন্তৌ কথং যুনী \* ॥ ৪ ॥  
কথং তৌ চক্রতুযুদ্ধং প্রহ্লাদেন সমং যুনী ।  
কথয়স্ব মহাভাগ ! কারণং বিগ্রহস্য বৈ ॥ ৫ ॥

পরশস্তুবিধ প্রৌঢ়ৈর্হরয়ে ভৃগুণা পুনঃ ।

শাপো দত্তো বচঃ কৃষ্ণো জাত ইত্যোতদীর্ঘাতে ॥

পূর্বাধারস্থকথাং শ্রদ্ধাসম্ভাবিতমেতদিতি পুনঃ পুনর্বিমৃশ্য সংশয়বান্ পৃচ্ছতি জনমে-  
জয়ঃ সন্দেহোহয়মিতি ॥ ১—২ ॥

তপিং তপিক্রিয়াম্ ॥ ৩ ॥

বর্ষশতমিতি । অত্র তথোত্তরত্র যুদ্ধশতসংবৎসরপরিমাণকত্বোক্ত্যা পূর্বত্র দিব্যং  
সহস্রং স্থিত্যত্র সহস্রশব্দোহনেকপর্ধ্যায়ো বহুনামমুরোধস্ত ত্রায়াত্মকং ॥ ৪—৫ ॥

জনমেজয় কহিলেন, হে পরাশরনন্দন ! আপনার পূর্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার  
মহান্ সংশয় জন্মিয়াছে । নরনারায়ণ দুইজন ধর্ম্মপুত্র, তপোধন, শান্ত, বিষ্ণুর অংশ, তীর্থা-  
শ্রয়ী, সত্বগুণসম্পন্ন, সতত বন্যাকলমূলাহারী মহাত্মা তাপস ও সত্যনিষ্ঠ, হইয়া কি রূপে  
সংগ্রামে একরূপ অমুরাগবান্ হইয়াছিলেন ? এবং কি হেতুই বা পরমকল্যাণকরী তপস্তা  
পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণ দিব্য লুহস্র বৎসর ধরিয়া প্রহ্লাদের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন । কি  
জন্তই বা শাস্তি স্থল পরিত্যাগ পূর্বক একরূপ দুঃখকর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ? ॥ ১—৪ ॥ হে  
মহাভাগ যুনিবর ! কি নিমিত্ত তাঁহারা প্রহ্লাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন ? আপনি সেই

\* ইদৃশৌ চেন্ননো জেতুং ন শক্তৌ যুনিস্তমৌ । যাদৃশানাক কা বার্তা সমে গুণসমুত্তবে ।  
ন রাজ্যার্থে ন জব্যার্থে ন বরাণাং সমাপদে । ইত্যধিকশাঠঃ কুত্রাপি দৃশতে ।

কামিনী কনকং কার্যং কারণং বিগ্রহস্ত বৈ ।  
 যুদ্ধবুদ্ধিঃ কথং জ্ঞাতা তয়োশ্চ তদ্বিরক্তয়োঃ ॥ ৬ ॥  
 তথাবিধং তপস্তপ্তং তাভ্যাং কেন হেতুনা ।  
 মোহার্থং স্তম্ভভোগার্থং স্বর্গার্থং বা পরস্তপ ! ॥ ৭ ॥  
 কৃতমত্যাংকটং তাভ্যাং তপঃ সৰ্ব্বফলপ্রদম্ ।  
 মুনিভ্যাং শাস্ত্রচিন্তাভ্যাং প্রাপ্তং কিং ফলমদ্যুতম্ ॥ ৮ ॥  
 তপসা পীড়িতো দেহঃ সংগ্রামেণ পুনঃপুনঃ ।  
 দিব্যবর্ষশতং পূর্ণং অমেঘেণ পরিপীড়িতো ॥ ৯ ॥  
 ন রাজ্যার্থে ধনে বাপি ন দারেষু গৃহেষু চ ।  
 কিমর্থস্ত কৃতং যুদ্ধং তাভ্যাং তেন মহাত্মনা ॥ ১০ ॥  
 নিরীহঃ পুরুষঃ কস্মাৎ প্রকুর্যাদযুদ্ধমীদৃশম্ ।  
 দুঃখদং সৰ্ব্বথা দেহে জানন্ ধৰ্ম্মং সনাতনম্ ॥ ১১ ॥  
 স্তবুদ্ধিঃ স্তম্ভদানীহ কস্মাৎ কুরুতে সদা ।  
 ন দুঃখদানি ধৰ্ম্মজ্ঞ ! স্থিতিরেষা সনাতনী ॥ ১২ ॥  
 ধৰ্ম্মপুত্রো হরেরংশো সৰ্ব্বজ্ঞো সৰ্ব্বভূমিতো ।  
 কৃতবস্তো কথং যুদ্ধং দুঃখং ধৰ্ম্মবিনাশকম্ ॥ ১৩ ॥

( যুদ্ধবুদ্ধিরিতি । তদ্বিরক্তয়োঃ কামিনীকনকাদ্যদ্বয়াদ্বিরক্তিতয়োঃ ॥ ৬—১০ ॥

নিরীহ ইতি । নিরীহঃ বিষয়বাসনাপরিহার্য তচ্ছেটারহিত ইত্যর্থঃ ॥ ১১—১৩ ॥ )

বিগ্রহের কারণ আমার নিকট বিস্তার পূৰ্ব্বক কীৰ্ত্তন করুন ॥ ৫ ॥ কামিনী স্বৰ্গ অথবা অস্ত  
 কোন বৈষয়িক কার্য বিগ্রহের কারণ হইয়া থাকে ; কিন্তু, মরনারায়ণ মুনিষয় এ সমস্ত  
 বিষয়েই বিরাগী, তাঁহাদের ঐ সকল বিষয়ে কোনও প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না, তবে তাঁহাদের  
 যুদ্ধবুদ্ধি কেন জন্মিয়াছিল ? ॥ ৬ ॥ হে তপোধন ! তাঁহারা কেনই বা সেইরূপ তপস্তার অম-  
 ঠান করিয়াছিলেন ? হে মুনিবর ! তাঁহারা পরের মোহার্থ অথবা স্তম্ভভোগার্থ কিংবা  
 স্বর্গলাভার্থ এই উৎকট সৰ্ব্বফলপ্রদ কঠোর তপস্তা করিয়াছিলেন ? আর এই শাস্ত্রচিন্ত  
 মুনিষয় তপস্তার কি অদ্বুত ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ? ॥ ৭—৮ ॥ তাঁহারা তপস্তার শীর্ণ দেহ  
 হইয়াও পূর্ণ দিব্য সহস্রবৎসর পুনঃ পুনঃ সংগ্রাম করিয়া, ভ্রম ব্যস্তা পরিপীড়িত হইয়া-  
 ছিলেন না কি ? ॥ ৯ ॥ তাঁহারা রাজ্যলাভার্থ বা ধনলাভার্থ অথবা বনিতালাভের নিমিত্ত  
 অথবা কোনও গৃহকাৰ্য্যের নিমিত্ত এক্রপ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন নাই, তবে কি নিমিত্ত তাহারা  
 সেই মহাত্মা প্রজ্ঞাধের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন ? ॥ ১০ ॥ নিরীহ পুরুষ, ধৰ্ম্মকে সনাতন  
 জানিয়াও কি নিমিত্ত এক্রপ দেহদুঃখপ্রদ যুদ্ধে সৰ্ব্বতোভাবে প্রবৃত্ত হইবেন ? ॥ ১১ ॥ হে ধৰ্ম্মজ্ঞ ।

ত্যাঙ্কু! তপঃসমাধিং তং সুখারামং মহৎফলম্ ।  
 সংযুগং দারুণং কৃষ্ণ ! নৈব মুখোহপি বাঞ্ছতি ॥ ১৪ ॥  
 ত্রুতো ময়া যযাতিস্ত্ব চ্যুতঃ স্বর্গাৎ মহীপতিঃ ।  
 অহঙ্কারভবাৎ পাপাৎ পাতিতঃ পৃথিবীতলে ॥ ১৫ ॥  
 যজ্ঞকৃদানকর্তা চ ধার্মিকঃ পৃথিবীপতিঃ ।  
 শল্কোচ্চারণমাত্রেন পাতিতো বজ্রপাণিনা ॥ ১৬ ॥  
 অহঙ্কারমূতে যুদ্ধং ন ভবত্যেব নিশ্চয়ঃ ।  
 কিং ফলং তস্য যুদ্ধস্য মূনেঃ পুণ্যবিনাশনম্ ॥ ১৭ ॥  
 ব্যাস উবাচ ।

রাজন্ ! সংসারমূলং হি ত্রিবিধঃ পরিকীৰ্তিতঃ ।  
 অহঙ্কারস্ত সর্বজ্ঞৈর্মুনিভির্ধর্মনিশ্চয়ৈঃ ॥ ১৮ ॥

কৃষ্ণ ! হে কৃষ্ণদৈপায়ন ! তত্রৈবং সতি কারণান্তরাভাবেদ্যদযুদ্ধং কৃতং তৎ কেবলমহ-  
 ক্বারেনৈব কৃতমিতি নিশ্চীয়তে তদপ্যতিদোষকরম্ । অহঙ্কারেন কৃতন্তাতিদোষাধিকত্বাৎ ॥ ১৪ ॥  
 কিং তত্র প্রমাণমিতি চেত্তত্রাহ শ্রুতো ময়েতি ॥ ১৫ ॥

কীদৃশোহহঙ্কারস্তেতি চেত্তত্রাহ শল্কোচ্চারণমাত্রেনেতি । ময়া জ্যোতিষ্ঠোমঃ কৃতো  
 ময়াশ্রমেধঃ কৃত ইতি সাতিনিবেশঃ কৰ্মণামভিলাষঃ কৃতস্তাদৃশশল্কোচ্চারণমাত্রেনৈ-  
 বেত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

নমু তেন যযাতিনাহঙ্কারঃ কৃতোহস্ত নরনারায়ণাভ্যাং হহঙ্কারো ন কৃত ইতি চেত্তত্রাহ  
 অহঙ্কারমূতে ইতি । নিশ্চয় ইত্যত্র ইতীতিশেষঃ । কিঞ্চ কিস্কণ্ণমিতি তপোবলেন কৃতো  
 যুদ্ধে পুণ্যবিনাশস্ত স্পষ্টত্বাৎ ॥ ১৭ ॥

স্ববুদ্ধি ব্যক্তি সততই সুখপ্রদ কৰ্ম করিয়া থাকেন, তাঁহার কখনই দুঃখপ্রদ কৰ্ম করেন না,  
 ইহাই সনাতনী সংসারমৰ্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ॥ ১২ ॥ ধর্মপুঞ্জস্বয় হরির অংশ, সর্বজ্ঞ ও  
 সর্বসম্পদে বিভূষিত, তবে তাঁহার দুঃখকর ও ধর্মনাশক সংগ্রামে কেন প্রবৃত্ত হইয়া-  
 ছিলেন ? ॥ ১৩ ॥ হে মহর্ষে ! ইহ সংসারে মূর্খ ব্যক্তিও তাদৃশ সুখ ও আরাম জনক এবং  
 সর্বকলপ্রদ তপস্তা ও সমর্পণ পরিত্যাগ করিয়া দারুণ দুঃখদায়ক যুদ্ধ কামনা করেন না ॥ ১৪ ॥  
 আমি শুনিয়াছি মহীপতি যযাতি যজ্ঞ দান ও ধর্মনিরত রাজা হইয়াও অহঙ্কারজনিত পাপ  
 হেতুই স্বর্গ হইতে পরিচ্যুত হইয়া পৃথিবীতলে পতিত হইয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥ আমি অশ-  
 মেধাদি যজ্ঞের অহুষ্ঠানকর্তা ইত্যাদি অহঙ্কার ন্যূন শল্কোচ্চারণমাত্রই বজ্রপাণি ইন্দ্র  
 তাহাকে পাতিত করিয়াছিলেন, অতএব অহঙ্কার ব্যতিরেকে যুদ্ধ সংঘটিত হয় না, ইহাই  
 স্থিরনিশ্চয় । হে মূমে ! মুনিগণের বেহবল নাই, সুতরাং তাঁহাদিগকে তপোবল দ্বারা  
 যুদ্ধ করিতে হয় ; অতএব মুনিগণ যুদ্ধ করিলে তপোবিনাশ ব্যতিরেকে আর তাহাতে কি  
 ফল ফলিতে পারে ? ॥ ১৬—১৭ ॥

স কথং মুনিনা ত্যক্তুং যোগ্যো দেহভূতা কিল ।  
 কারণেন বিনা কার্য্যং ন ভবত্যেব নিশ্চয়ঃ ॥ ১৯ ॥  
 তপো দানং তথা যজ্ঞাঃ সাধ্বিকাং প্রভবন্তি তে ।  
 রাজসান্না মহাভাগ ! তামসাং কলহস্তথা ॥ ২০ ॥  
 ক্রিয়া স্বপ্নাপি রাজেশ্বর ! নাহঙ্কারং বিনা কচিৎ ।  
 শুভা বাপ্যশুভা বাপি প্রভবত্যপি নিশ্চয়ঃ ॥ ২১ ॥  
 অহঙ্কারাদবন্ধকারী নাশ্চোহস্তি জগতীতলে ।  
 তেনেন্দং রচিতং বিশ্বং কথং তদ্রহিতং ভবেৎ ॥ ২২ ॥  
 ব্রহ্মা রুদ্রস্তথা বিষ্ণুরহঙ্কারযুতাস্থমী ।  
 অশ্বেষাং চৈব কা বার্তা মুনীনাং বহুধাধিপ ! ॥ ২৩ ॥  
 অহঙ্কারাবৃতং বিশ্বং ভ্রমতীদং চরাচরম্ ।  
 পুনর্জন্ম পুনর্মৃত্যুঃ সর্বং কর্ম্মবশানুগম্ ॥ ২৪ ॥

ত্রিবিধঃ সাধ্বিকাদিতেদেন ॥ ১৮ ॥

কারণেন বিনেতি । কারণেনাহঙ্কারেন বিনা রহিতং কার্য্যং জগদ্রপং নৈব ভবতীতি নিশ্চয়স্তদ্বাদ্রাশ্রয়তয়া বহুনিশ্চিতমহঙ্কারমূতে বুদ্ধং ন ভবত্যেব নিশ্চয় ইতি তৎ সমাগেবেতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

বদ্ব্যভেদিতং তৎ সর্বমহঙ্কারেণৈবেত্যাহ তপো দানমিতি ॥ ২০ ॥

( ক্রিয়েতি । জগতোহহঙ্কারকারণেনৈবাহুত্বাৎ স্বপ্নাপি ক্রিয়া অহঙ্কারমূতে ন ভবতীত্যর্থঃ । শুভা কল্যাণদায়িকা সাধ্বিকেনিতি ভাবঃ ॥ ২১—২৪ ॥ )

বাস বলিলেন, রাজন্ ! ধর্মে নিশ্চিতমতি সর্বজ্ঞ মুনিগণ সাধ্বিক, রাজস ও তামস এই ত্রিবিধ অহঙ্কারকেই সংসারের কারণ বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥ অতএব, মুনিগণ দেহধারী হইয়া সেই অহঙ্কারকে কিরূপে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইবেন । কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যের উৎপত্তি হয় না ইহা স্থিরনিশ্চয় জানিবেন ॥ ১৯ ॥ হে মহাভাগ ! সাধ্বিক অহঙ্কার হইতে তপস্যা দান ও যজ্ঞ এবং রাজস বা তামস অহঙ্কার হইতে কলহের উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥ হে রাজেশ্বর ! অহঙ্কার ব্যতিরেকে এই অশ্বিন ব্রহ্মাণ্ডের কোন স্থানে বস্ন মাত্রও ক্রিয়া উৎপন্ন হয় না । শুভই হউক আর অশুভই হউক অহঙ্কার হইতেই তাহা উৎপন্ন হয় ইহাই স্থির নিশ্চয় জানিবেন ॥ ২১ ॥ এই জগতীতলে অহঙ্কার ব্যতিরেকে আর অন্য কোনও বন্ধনকারক বস্তু নাই । অহঙ্কার কর্তৃক এই বিশ্ব বিরচিত হইয়াছে, অতএব ইহা কিরূপে অহঙ্কার-বিরহিত হইতে পারে ? ॥ ২২ ॥ হে রাজন্ ! বধন ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং রুদ্র, ইহারাও অহঙ্কারযুক্ত, তখন ইহাদের হইতে ত্রিমুখী সান্না মুনিগণ যে অহঙ্কারযুক্ত হইবেন তদ্বিষয়ে আর কি কথা আছে ? ॥ ২৩ ॥ অহঙ্কার কর্তৃক আবৃত হইয়া এই চরাচর

দেবতির্য্যামুঘ্যাণাং সংসারেহস্মিন্মহীপতে ! ।  
 রথাক্রবদসর্বার্থং ভ্রমণং সর্বদা স্মৃতম্ ॥ ২৫ ॥  
 বিষ্ণোরপ্যবতারাণাং সংখ্যাং জানাতি কঃ পুমান্ ।  
 বিততেহস্মিংশ্চ সংসার উত্তমাদধমযোনিষু ॥ ২৬ ॥  
 নারায়ণো হরিঃ সাক্ষাৎ মাংস্ত্বং বপুরুপাক্রিতঃ ।  
 কামঠঃ শৌকরকৈব নারসিংহঞ্চ বামনম্ ॥ ২৭ ॥  
 যুগে যুগে জগন্নাথো বাসুদেবো জনার্দিনঃ ।  
 অবতারানসংখ্যাতান্ করোতি বিধিযজ্ঞিতঃ ॥ ২৮ ॥  
 বৈবস্বতে মহারাজ ! সপ্তমে ভগবান্ হরিঃ ।  
 মন্বন্তরেহবতারান্ বৈ চক্রে তাঙ্ক্ণু তত্ত্বতঃ ॥ ২৯ ॥  
 ভৃগুশাপান্মহারাজ ! বিষ্ণুর্দেববরঃ প্রভুঃ ।  
 অবতারাননেকাংশ্চ কৃতবানখিলেশ্বরঃ ॥ ৩০ ॥  
 রাজোবাচ ।

সন্দেহোহয়ং মহাভাগ ! হৃদয়ে মম জায়তে ।  
 ভৃগুণা ভগবান্ বিষ্ণুঃ কথং শপ্তঃ পিতামহ ! ॥ ৩১ ॥  
 হরিণা চ মুনেস্তস্মৈ বিপ্রিয়ং কিং কৃতং মুনে ! ।  
 যদ্রোষাত্ভৃগুণা শপ্তো বিষ্ণুর্দেবনমস্কৃতঃ ॥ ৩২ ॥

---

ভ্রমণং সর্বদা স্মৃতমিতি । অহঙ্কারেণৈবেত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥  
 বিষ্ণোরপ্যবতারাণামিতি । অহঙ্কারাভিনিবেশাদেব বিষ্ণোরবতারা যে জাতান্তেষাং  
 সম্ব্যামিত্যর্থঃ ॥ ২৬—৩০ ॥

---

বিশ্ব পরিলম্বণ করিতেছে । পুনর্জন্ম ও পুনর্মৃত্যু প্রভৃতি সমস্তই কৰ্ম্মবশেই নিষ্পন্ন হই-  
 তেছে ॥ ২৫ ॥ হে মহীশ্র ! দেবতা তির্য্যক্ ও মনুষ্যাগণ এই সংসারে রথচক্রের স্তায় সততই  
 পরিলম্বণ করিতেছে ॥ ২৬ ॥ এই সুবিস্তীর্ণ সংসারে উত্তম ও অধম যোনিতে ভগবান্ বিষ্ণুর  
 অবতারের সংখ্যা যে কত হইতেছে তাহাই বা কে জানিতে পারে ? ॥ ২৭ ॥ সাক্ষাৎ নারায়ণ  
 হরি, বিধিকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া মৎস্ত, কূৰ্ম্ম, শূকর, নৃসিংহ ও বামন দেহ আশ্রয় করিয়া-  
 ছিলেন ॥ ২৭ ॥ বাসুদেব জগন্নাথ জনার্দিন যুগে যুগে অসংখ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥  
 মহারাজ ! বৈবস্বত নামক সপ্তম মন্বন্তরে, ভগবান্ হরির যে সকল অবতার হইয়াছিল  
 তৎসমূহের বখাত্ত্ব শ্রবণ করুন ॥ ২৯ ॥ হে রাজেন্দ্র ! দেবতাপ্রবর অখিলেশ্বর বিভূ বিষ্ণু,  
 ভৃগুশাপেচ্ছ অনেক বার ভুতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ৩০ ॥



ব্যাস উবাচ ।

শৃণু রাজন্ ! প্রবক্ষ্যামি ভূগোঃ শাপস্ত কারণম্ ।  
 পুরা কশ্চপদায়াদো হিরণ্যকশিপুর্নৃপঃ ॥ ৩৩ ॥  
 যদা তদাস্ত্রৈঃ সার্কং কৃতং সন্ধ্যাং পরম্পরম্ ।  
 কৃতে সন্ধ্যো জগৎ সর্বং ব্যাকুলং সমজায়ত ॥ ৩৪ ॥  
 হতে তস্মিন্মূপে রাজা প্রহ্লাদঃ সমজায়ত ।  
 দেবান্ স পীড়য়ামাস প্রহ্লাদঃ শত্রুকর্ষণঃ ॥ ৩৫ ॥  
 সংগ্রামো হ্রুবদেবোরঃ শত্রুপ্রহ্লাদয়োস্তদা ।  
 পূর্ণং বর্ষশতং রাজংল্লোকবিস্ময়কারকঃ ॥ ৩৬ ॥  
 দেবৈষুর্দ্ধং কৃতং চোগ্রং প্রহ্লাদস্ত পরাজিতঃ ।  
 নির্বেদং পরমং প্রাপ্তো জাস্তা ধর্ম্যং সনাতনম্ ॥ ৩৭ ॥  
 বিরোচনস্ততং রাজ্যে প্রতিষ্ঠাপ্য বলিং নৃপ ! ।  
 জগাম স তপস্তপুং পর্বতে গন্ধমাদনে ॥ ৩৮ ॥  
 প্রাপ্য রাজ্যং বলিঃ শ্রীমান্ স্ত্রৈর্বৈবরং চকার হ ।  
 ততঃ পরম্পরং যুদ্ধং জাতং পরমদারুণম্ ॥ ৩৯ ॥

প্রবীজমুপলভ্য রাজোবাচ সন্দেহোহয়মিতি ॥ ৩১—৩৩ ॥

রাজা কহিলেন, মহাভাগ ! আমার হৃদয়ে আবার এক মহাসংশয় উৎপন্ন হইল, ভগ-  
 বান্ ভগ্ন বিষ্ণুকে কি হেতু অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন ? ॥ ৩১ ॥ হে মুনৈ ! ভগবান্  
 হরিই বা তাঁহার কি অনিষ্ট সাধন করিয়াছিলেন, যদ্বারা দেবতাগণের নমস্কৃত জনাধিন  
 বিষ্ণু ভগ্নকর্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছিলেন ? ॥ ৩২ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! ভগ্নর অভিশাপ প্রদানের কারণ কহিতেছি শ্রবণ করন ।  
 পূর্বকালে কস্তপপুত্র রাজা হিরণ্যকশিপু যখন তখন অরুণের সহিত সমর করিতেন ।  
 এইরূপ নিরন্ত সংগ্রামে অবিলম্বে জগৎ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল ॥ ৩৩—৩৪ ॥ তদনন্তর দৈত্য-  
 পতি নৃসিংহকর্তৃক নিহত হইলে শত্রুতাপন প্রহ্লাদ রাজা হইয়া পিতৃশত্রু দেবগণকে পরি-  
 পীড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥ তখন দেবরাজ ও দৈত্যরাজের শতবৎসর ব্যাপিয়া লোক-  
 বিস্ময়কর যোঁরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল ॥ ৩৬ ॥ রাজন্ ! এই যুদ্ধে দেবতারা ই উগ্রতর যুদ্ধ  
 করিয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন এবং প্রহ্লাদ পরাজিত হইয়াছিলেন । তখন প্রহ্লাদ অভিশপ্ত  
 নির্বেদ প্রাপ্ত হইয়া সনাতন ধর্মকে শ্রেষ্ঠ জানিতে পারিয়া বিরোচনপুত্র বলিকে রাজ্য  
 প্রদান পূর্বক ভগতা করিবার নিমিত্ত গন্ধমাদন পর্বতে গমন করিয়াছিলেন ॥ ৩৭—৩৮ ॥  
 বলিও রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া দেবগণের সহিত শত্রুতা করিতে লাগিল । অনন্তর, পরম্পর

ততঃ স্তরৈর্জিতা দৈত্যা ইন্দ্রেণামিততেজসা ।

বিষ্ণুনা চ সহায়েন রাজ্যভ্রষ্টাঃ কৃতা নৃপ ! ॥ ৪০ ॥

ততঃ পরাজিতা দৈত্যাঃ কাব্যস্ত শরণং গতাঃ ।

কিং ত্বং ন কুরুষে ব্রহ্মন্ ! সাহায্যং নঃ প্রতাপবান্ ॥ ৪১ ॥

স্বাত্ত্বং ন শরুণো হস্ত প্রবিশামো রসাতলম্ ।

যদি ত্বং ন সহায়োহসি ত্রাত্ত্বং মন্ত্রবিদ্বত্তমঃ ॥ ৪২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতু্যুক্তঃ সোহব্রবীদৈত্যান্ কাব্যঃ কারুণিকো মুনিঃ ।

মা ভৈক ধারয়িষ্যামি তেজসা স্মেন ভোহস্তরাঃ ॥ ৪৩ ॥

মন্ত্রৈস্তথৌষধীভিশ্চ সাহায্যং বঃ সদৈব হি ।

করিষ্যামি কৃতোৎসাহা ভবন্তু বিগতজ্বরঃ ॥ ৪৪ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ততস্তে নির্ভয়া জাতা দৈত্যাঃ কাব্যস্ত সংশ্রয়াৎ ।

দেবৈঃ শ্রুতস্তু বৃহাস্তঃ সর্বশ্চারমুখাৎ কিল ॥ ৪৫ ॥

যদেতি । অভবদিত্যশেষঃ । সংখ্যাং যুদ্ধম্ ॥ ৩৭—৪৬ ॥

দেৱতর সংগ্রাম চলিলে সুরগণ অসুরগণকে পরাজিত করিলেন ॥ ৩৯—৪০ ॥ হে রাজেন্দ্র ! অনন্তর অমিততেজা ইন্দ্র বিষ্ণুর সাহায্যে দৈত্যগণকে রাজ্যভ্রষ্ট করিলে পরাজিত দৈত্যগণ কুলশুরু শুক্রাচার্য্যের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে কহিল, ব্রহ্মন্ ! আপনি তপোবলসম্পন্ন ও প্রতাপবান, আপনি দৈত্যকুলের সাহায্য করিতেছেন না কেন ? হে মন্ত্রবিদগণের অগ্রগণ্য ! আপনি আমাদের পবিজ্ঞানের নিমিত্ত যদি সহায়তা না করেন তবে আর আমরা অবনীতলে অবস্থান করিতে সমর্থ হইতেছি না, আমাদের শীঘ্রই রসাতলে প্রবেশ করিতে হইবে ॥ ৪১—৪২ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! দৈত্যগণ এইরূপ বলিলে পর পরম করুণাময় মুনিবর শুক্র তাহাদিগকে কহিলেন, দৈত্যগণ ! তোমরা ভয় করিও না, আমি স্বীয় তেজ দ্বারা তোমাদিগকে রক্ষা করিব এবং মন্ত্র ও ঔষধ দ্বারা তোমাদের সাহায্য করিব ; তোমরা উৎসাহাৱিত হও এবং মনের দুঃখ ও সন্তাপ দূর কর ॥ ৪৩—৪৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! অনন্তর দৈত্যগণ শুক্রের আশ্রয় লাভ করিয়া নির্ভর হইল । দেবগণ এই সমস্ত বৃহাস্ত চারমুখে অবগত হইলেন এবং ইন্দ্রের সহিত মন্ত্রণা করিয়া এই স্থির করিলেন যে, দৈত্যগণ শুক্রাচার্য্যের মন্ত্রের প্রভাবে আমাদিগকে রাজ্যচ্যুত না কবিত্তে

তত্র সংমন্ত্য তে দেবাঃ শক্রেণ চ পরম্পরম্ ।  
 মন্ত্ৰং চকুঃ স্তসংবিগ্নাঃ কাব্যমন্ত্ৰপ্রভাবতঃ ॥ ৪৬ ॥  
 যোদ্ধুং গচ্ছামহে তূর্ণং যাবন্ন চ্যাবয়ন্তি বৈ ।  
 প্রসহ্য হত্বা শিফাংস্তু পাতালং প্রাপয়ামহে ॥ ৪৭ ॥  
 দৈত্যান্ জগ্মুস্ততো দেবাঃ সংরুচ্যঃ শস্ত্রপাণয়ঃ ।  
 জন্নুস্তান্ বিষ্ণুসহিতা দানবান্ হরিণেদিতাঃ ॥ ৪৮ ॥  
 বধ্যমানাস্তু তে দৈত্যাঃ সন্তুস্তা ভয়পীড়িতাঃ ।  
 কাব্যস্ত শরণং জগ্মু রক্ষ রক্ষেতিচাববন্ ॥ ৪৯ ॥  
 তান্ শুক্রঃ পীড়িতান্ দৃষ্ট্বা দেবৈর্দৈত্যান্মহাবলান্ ।  
 মা ভৈক্ষেতি বচঃ প্রাহ মন্ত্রৌষধবলাদ্ভিভুঃ ।  
 দৃষ্ট্বা কাব্যং সুরাঃ সর্বে ত্যক্ত্বা তান্ প্রযয়ুঃ কিল ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাটিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে  
 বিষ্ণুঃ প্রতি ভৃগুশাপস্ত প্রশ্নবীজকপনঃ নাম দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

যাবন্ন চ্যাবয়ন্তি বৈ ইতি । যাবদৈত্যা মন্ত্রবলেনাশ্রয় স্বহানাক্যাবয়ন্তি তাবদি-  
 ত্যর্থঃ ॥ ৪৭—৪৯ ॥

তান্ প্রযয়ুঃ কিলেতি । তান্নৈত্যানিত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

করিতেই আমরা অতিসবর তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করি । এইরূপে সহস্র  
 আক্রমণ করত বিনাশ করিয়া অবশিষ্ট অশুরদিগকে পাতালতলে প্রবেশ করাইব ॥ ৪৬-৪৭ ॥  
 দেবগণ এইরূপ মন্ত্ৰণা করিয়া অস্ত্রশস্ত্র ধারণ পূর্বক রোষভরে দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধ  
 করিতে গমন করিলেন এবং ইজ্জ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া বিষ্ণুর সহিত দৈত্যদিগকে বিনাশ  
 করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮ ॥ এইরূপে দেবগণ দৈত্যগণকে বধ করিতে আরম্ভ করিলে তাহারা  
 ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া ‘হে প্রভু রক্ষা করুন রক্ষা করুন’ এই বলিয়া শুক্রের শরণাগত  
 হইল ॥ ৪৯ ॥ শুক্রাচার্য্য সেই মহাবল দৈত্যগণকে দেবগণ কর্তৃক পরিপীড়িত দেখিয়া  
 মন্ত্রৌষধ প্রভাবে ‘ভয় নাই, ভয় নাই’ এই বাক্য উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন । অনন্তর,  
 দেবগণ শুক্রাচার্য্যকে দর্শন করিয়া অশুরগণকে পরিত্যাগ পূর্বক স্ব স্ব হানে প্রস্থান  
 করিলেন ॥ ৫০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাক্রমক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
 ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে বিষ্ণুর প্রতি ভৃগুর শাপপ্রদানের প্রশ্ন-  
 বীজ বর্ণন নামক দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## একাদশোধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

তথা গতেষু দেবেষু কাব্যস্তান্ প্রত্যাচ হ ।  
ব্রহ্মণা পূৰ্ব্বযুক্তং যচ্ছূৰ্ণং দানবোত্তমাঃ ॥ ১ ॥  
বিষ্ণুদৈত্যবধে যুক্তো হনিষ্যতি জনার্দনঃ ।  
বারাহরূপমাস্থায় হিরণ্যাক্ষো যথা হতঃ ॥ ২ ॥  
যথা নৃসিংহরূপেণ হিরণ্যকশিপুর্হতঃ ।  
তথা সৰ্বান কৃতোৎসাহো হনিষ্যতি ন চাশ্রথা ॥ ৩ ॥  
ন মে মন্ত্রবলং সম্যক্ প্রতিভাতি যথা হরিম্ ।  
জ্যেতুং যুয়ং সমৰ্থাঃ স্ম ময়া ত্রাতাঃ সুরানথ ॥ ৪ ॥  
তস্মাৎ কালং প্রতীক্ষধ্বং কিস্তুং দানবোত্তমাঃ ।  
অহমদ্য মহাদেবঃ মন্ত্রার্থং প্রব্রজামি বৈ ॥ ৫ ॥

সপ্তাদিকৈশ্চ পকাশংপদ্যৈঃ শুক্লজ্যৈষেবথ ।

মন্ত্রভার্থগমনকথা সমাগিহোচ্যতে ॥

এবং কাব্যমন্ত্রসামর্থ্যবশাদ্বেবেষু গতেষু ততো দৈত্যানাহুয় কাব্য উবাচেত্যাহ তথা-  
গতেষ্বিতি ॥ ১—২ ॥

ন চাস্তথেষ্ট্যুক্তমিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

তস্মিন্নৈতত্তা বিদ্যায়ানয়া সামগ্র্যা তেষাং পরাক্রমো ভবিষ্যতীত্যভিপ্রায়েণাহ ন মে  
মন্ত্রবলমিতি । সুরানথ সুরানপি জ্যেতুং সমৰ্থা ইত্যম্বয়ঃ ॥ ৪—৮ ॥

বাস বলিলেন, রাজন্ ! দেবগণ শুক্রাচার্য্যাকে দর্শন করিয়া সমর পরিহার পূৰ্ব্বক  
প্রস্থান করিলে, শুক্রাচার্য্য দানবগণকে, সযোধন করিয়া কহিলেন, হে দহুজগণ ! পূৰ্ব্ব  
প্রজাপতি ব্রহ্মা বাহা কহিয়াছিলেন, তাহা আমি তোমাদিগকে কহিতেছি শ্রবণ কর ॥ ১ ॥  
জনার্দন বিষ্ণু দৈত্যবধে নিযুক্ত হইয়া সমস্ত দৈত্যগণকেই নিহত করিবেন । পূৰ্ব্ব তিনি  
বারাহরূপ ধারণ করিয়া অশুরবর হিরণ্যাক্ষকে যেক্ষেপে সংহার করিয়াছিলেন, নৃসিংহ  
মূর্ত্তি ধারণ পূৰ্ব্বক হিরণ্যকশিপুকে যেক্ষেপে নিহত করিয়াছিলেন ; এক্ষেপে, সেইরূপে  
উৎসাহাধিত হইয়া সমস্ত দৈত্যগণকে নিহত করিবেন, সন্দেহ নাই ॥ ২-৩ ॥ এক্ষেপে, আমার  
মন্ত্রবল হরির নিকট সম্পূর্ণ বলপ্রদ হইবে না । আর আমি তোমাদিগকে রক্ষা করিলে  
পর তবে তোমরা সুরগণকে জয় করিতে সমর্থ হইবে ; অতএব, হে দানবোত্তমগণ !  
কিছুকাল প্রতীক্ষা কর আমি অদ্যই মন্ত্র প্রাপ্তির নিমিত্ত মহাদেবের নিকট গমন

প্রাপ্য মন্ত্রান্মহাদেবাদাগমিষ্যামি সাস্প্রতম্ ।

যুগ্মভ্যঃ তান্ প্রদাস্তামি যথার্থন্দানবোত্তমাঃ ॥ ৬ ॥

দৈত্য্য উচুঃ ।

পরাজিতাঃ কথং স্মাভুং পৃথিব্যাং মুনিসত্তম ! ।

শক্তা ভবামোহপ্যবলাস্তাবৎ কালং প্রতীক্ষিতুম্ ॥ ৭ ॥

নিহতা বলিনঃ সর্বৈ কেচিচ্ছিষ্টাশ্চ দানবাঃ ।

নান্য যুক্তাশ্চ সংগ্রামে স্মাভুমেবং স্থাববহাঃ ॥ ৮ ॥

শুক্ৰ উবাচ ।

যাবদহং মন্ত্রবিদ্যামানয়িষ্যামি শঙ্করাৎ ।

তাবদ্ব্যবস্তিঃ স্মাতব্যং তপোযুক্তৈঃ শমাস্থিতৈঃ ॥ ৯ ॥

সামদানাদয়ঃ প্রোক্তা বিদ্বন্তিঃ সময়োচিতাঃ ।

দেশং কালং বলং বীরৈর্জ্যাস্তা শক্তিবলং বুধৈঃ ॥ ১০ ॥

সেবাধ সময়ে কার্য্যা শত্রুণাং শুভকাম্যয়া ।

শশঙ্ক্যপচয়ে কালে হস্তব্যাস্তে মনীষিভিঃ ॥ ১১ ॥

ইতি দৈত্যাবাক্যং শ্রুত্বা শুক্ৰ আহ যাবদহমিতি ॥ ৯—১২ ॥

করিব ॥ ৪—৫ ॥ অনন্তর, আমি সেই স্থান হইতে মন্ত্র লাভ করিয়া সত্তরই প্রত্যাগমন করিতেছি । হে দানবোত্তমগণ ! আমি সেই মন্ত্রবলে তোমাদিগকে যথার্থরূপে রক্ষা করিব ॥ ৬ ॥

দৈত্যগণ কহিল, মুনিবর ! আমরা পরাজিত ও দুর্বল হইয়াছি, এক্ষণে অবনীতে অবস্থান পূর্বক তাবৎ কাল প্রতীক্ষা করিতে বিরূপে সন্মত হইব ? ॥ ৭ ॥ আমাদের মধ্যে বাহারা বলশালী ছিলেন, তাহারা সকলেই নিহত হইয়াছেন, আমরা এক্ষণে স্বল্পমাত্র দানব অবশিষ্ট আছি । এরূপ অবস্থায় আমাদের সময়ে, অবস্থান যুক্তিযুক্ত ও শুভকর বলিয়া বোধ হইতেছে না ॥ ৮ ॥

শুক্ৰ কহিলেন, আমি মহাদেবের নিকট হইতে মন্ত্রবিদ্যা-গ্রহণ করিয়া যে পর্য্যন্ত প্রত্যাগমন না করি, তাবৎকাল তোমরা শান্তিসম্বিত ও তপস্যায় নিযুক্ত হইয়া অবস্থিত কর ॥ ৯ ॥ পণ্ডিতগণ কহিয়াছেন যে, বীরগণ সায় দান ভেদ ও দণ্ড এই চারি প্রকার উপায়কে সমগ্রায়ুসারে দেশ, কাল, বল ও সামর্থ্য বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবেন ॥ ১০ ॥ কল্যাণকামী ব্যক্তিগণ সময়ের গতি অনুসারে শত্রুগণেরও সেবা করিবে ; কিন্তু, যখন দেখিবে যে, নিজ শক্তির সম্যক বৃদ্ধি হইয়াছে তখন শত্রুগণকে বিনাশ করিতে সচেষ্ট হইবে ॥ ১১ ॥

\* সায় যুক্ত সংগ্রামে যুক্তবেষ স্থাববহ । ইতি বা পাঠঃ ।

তদদ্য বিনয়ং কৃত্বা সামপূৰ্ণং ছলেন বৈ ।  
 তিষ্ঠধ্বং অনিকেতেষু মদাগমনকাজ্জয়া ॥ ১২ ॥  
 প্রাপ্য মস্ত্রান্মহাদেবাদাগমিষ্যামি দানবাঃ ।  
 যুধ্যামহে পুনর্দেবান্মাত্রমান্থায় বৈ বলম্ ॥ ১৩ ॥  
 ইত্যুক্তাথ ভৃগুস্তেভ্যো জগাম কৃতনিশ্চয়ঃ ।  
 মহাদেবং মহারাজ ! মস্ত্রার্থং মুনিসন্তমঃ ॥ ১৪ ॥  
 দানবাঃ প্রেষয়ামাস্ত্ৰং প্রহ্লাদং সুরসম্মিধে ।  
 সত্যবাদিনমব্যগ্রং সুরাণাং প্রত্যয়প্রদম্ ॥ ১৫ ॥  
 প্রহ্লাদস্ত সুরান্ প্রাহ প্রশ্রয়াবনতো নৃপঃ ।  
 অসুরৈঃ সহিতস্তত্র বচনং নত্ৰাতায়ুতম্ ॥ ১৬ ॥  
 ন্যস্তশাস্ত্রা বয়ং সৰ্ব্বৈ নিঃসম্মাহান্তথৈব চ ।  
 দেবাস্তপশ্চরিষ্যামঃ সংব্রতা বন্ধলৈর্যুতাঃ ॥ ১৭ ॥  
 প্রহ্লাদস্ত বচঃ শ্রুত্বা সত্যাবিব্যাহৃতং তু তৎ ।  
 ততো দেবা গুবর্ভস্ত বিজ্জরা মুদিতাশ্চ তে ॥ ১৮ ॥

মাত্রং মস্ত্রজ্ঞং বলমান্থায়াপ্রিত্যেতার্থঃ ॥ ১৩ ॥

ভৃগুভৃগুপুত্রঃ শুক্র ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

কাব্যে গতে দেবা আগত্যান্মাশ্রিয়াস্তীতি ভিয়া সামার্থং প্রহ্লাদং প্রেষয়ামাসুরিত্যাহ  
 দানবা ইতি ॥ ১৫ ॥

নত্ৰাতায়ুতং নত্ৰমিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

নিঃসম্মাহা বুদ্ধার্থং নিকৃদ্যোগাঃ অতো যুগ্মাভির্জেরং বিহার দয়া বিধেয়েত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

অতএব এক্ষণে বিনয়সহকারে ছল প্রকাশ পূৰ্ণক সাম অবলম্বন করিয়া আমাদের আগমন  
 প্রতীক্ষা করিয়া নিজ নিকেতনে অবস্থান কর ॥ ১২ ॥ হে দানবগণ ! আমি মহাদেবের নিকট  
 হইতে মস্ত্র গ্রহণ পূৰ্ণক আগমন করিলে তখন মস্ত্রবলসম্বিত হইয়া পুনর্বার দেবগণের  
 সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিব ॥ ১৩ ॥

রাজন্ ! শুক্রাচার্য্য এই বলিয়া মস্ত্র আনয়নে কৃতনিশ্চয় হইয়া মহাদেবের নিকট  
 গমন করিলেন ॥ ১৪ ॥ এদিকে দানবগণ সন্ধি করিবার নিমিত্ত সত্যবাদী, অস্থিরচিত্ত,  
 বিশেষতঃ সুরগণের বিশ্বাসপ্রদ প্রহ্লাদকে সুরগণের সম্মিধানে, প্রেরণ করিল ॥ ১৫ ॥ রাজবর  
 প্রহ্লাদ অসুরগণের সহিত বিনয়বনত হইয়া অতি বিনয়সহকারে দেবগণকে এইরূপ বাক্য  
 বলিলেন ॥ ১৬ ॥ অসুরগণ ! এক্ষণে আমরা সকলেই অস্ত্র ও বর্ধ পরিত্যাগ করিয়াছি ।  
 এক্ষণে আমরা বন্ধল ধারণ পূৰ্ণক তপস্তার অচ্যুতান করিব ইহাই আমাদের ইচ্ছা ॥ ১৭ ॥  
 দেবগণ প্রহ্লাদের সেই সত্যবচন শ্রবণ করিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন এবং সংগ্রাম-

শ্রুতশাস্ত্রেষু দৈত্যেষু বিনিবৃত্তান্তদা সুরাঃ ।  
 বিশ্রদ্ধাঃ স্বগৃহান্ গম্মা ক্রীড়াসক্তাঃ হুসংস্থিতাঃ ॥ ১৯ ॥  
 দৈত্যা দম্বং সমালম্ব্য তাপসাস্তপিসংযুতাঃ ।  
 কথ্যপশ্চাত্ত্রমে বাসং চক্ৰুঃ কাব্যাগমেচ্ছয়া ॥ ২০ ॥  
 কাব্যো গম্মাথ কৈলাসং মহাদেবং প্রণম্য চ ।  
 উবাচ বিভূনা পৃষ্ঠঃ কিং তে কার্য্যমিতি প্রভুঃ ॥ ২১ ॥

শুক্র উবাচ ।

মজ্জানিচ্ছাম্যহং দেব ! যে ন সন্তি বৃহস্পতৌ ।  
 পরাজয়ায় দেবানামসুরাণাং জয়ায় চ ॥ ২২ ॥

বাস উবাচ ।

তচ্ছ্রদ্ধা বচনং তস্মৈ সৰ্ব্বজ্ঞঃ শঙ্করঃ শিবঃ ।  
 চিন্তয়ামাস মনসা কিং কৰ্তব্যমতঃ পরম্ ॥ ২৩ ॥  
 সুরেষু দ্রোহবুদ্ধ্যাসৌ মজ্জার্থমিহ সাম্প্রতম্ ।  
 প্রাপ্তঃ কাব্যো গুরুস্তেমাং দৈত্যানাং বিজয়ায় চ ॥ ২৪ ॥  
 রক্ষণীয়া ময়া দেবা ইতি সঙ্কিন্ত্য শঙ্করঃ ।  
 দুষ্করং ব্রতমভ্যুগ্রং তমুবাচ মহেশ্বরঃ ॥ ২৫ ॥

সত্যমতিব্যাহতং ভাষণং প্রেলাদন্ত তচ্ছ্রদ্ধা দেবা শ্রবণস্ত যুদ্ধাদিতি শেবঃ । মুদিতাঙ্গা-  
 ভবরিত্যর্থঃ ॥ ১৮—১৯ ॥

তপিসংযুতাঃ তপঃক্রিয়াযুক্তাঃ ॥ ২০—২১ ॥

জনিত চঃখ সন্তাপ বিসর্জন পূৰ্বক আনন্মিত হইলেন ॥ ১৮ ॥ দৈত্যগণ, শস্ত্র পরিত্যাগ  
 করিলে দেবগণ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া বিবস্ত্রচিত্তে গৃহে গমন পূৰ্বক সুরচিত্তে আনন্দ  
 প্রমোদে রত হইলেন ॥ ১৯ ॥ দৈত্যগণ ও দম অবলম্বন পূৰ্বক তপোনিরত তাপস হইয়া  
 কাব্যের আগমন আকাঙ্ক্ষার কল্পণের আশ্রমে বাস করিতে লাগিল ॥ ২০ ॥ এদিকে, গুরু-  
 চার্য্য কৈলাসে গমন পূৰ্বক মহাদেবকে প্রণাম করিলে মহেশ্বর তাহার আগমন প্রয়োজন  
 জিজ্ঞাসা করিলেন । তখন কাব্য কহিলেন, দেব ! যে সকল মন্ত্র বৃহস্পতির নিকট নাই,  
 আমি দেবগণের পরাজয় ও অসুরগণের জয়ের নিমিত্ত, সেই সকল মন্ত্র গ্রহণ করিতে  
 কামনা করিতেছি ॥ ২১—২২ ॥

রাজিন্ ! কল্যাণপ্রদ সৰ্ব্বজ্ঞ মহাদেব, তাহার সেই বাহ্য শ্রবণ করিয়া ‘মতঃপর কি  
 কৰ্তব্য’ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন । তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে,  
 দৈত্যগণক গুরু সুরগণের প্রতি বিরোহাচরণ করিবে এইরূপ বুদ্ধি করিয়া, অসুরগণের

পূর্ণং বর্ষসহস্রস্ত কণধূমমবাক্শিরাঃ ।

যদি পান্শসি ভদ্রং তে ততো মস্ত্রানবাপ্যসি ॥ ২৬ ॥

ইতু্যতোহসৌ প্রণম্যেশং বাচমিত্যব্রবীদ্বচঃ ।

ব্রতং চরাম্যহং দেব স্বয়াজ্ঞপ্তঃ সুরেশ্বর ! ॥ ২৭ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতু্যক্তা শঙ্করং কাব্যশ্চকার ব্রতযুক্তমম ।

ধূমপানরতঃ শাস্তো মস্ত্রার্থং কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ২৮ ॥

ততো দেবাঃ পরিজ্ঞায় কাব্যং ব্রতরতং তদা ।

দৈত্যান্ দম্ভরতাংশৈশ্চ বভূবুর্শস্ত্রতৎপরঃ ॥ ২৯ ॥

বিচার্য মনসা সর্বৈ সংগ্রামায়োদ্যতা নৃপ ! ।

যযুর্ধৃতায়ুধান্তত্র যত্র তে দানবোত্তমাঃ ॥ ৩০ ॥

তানাগতান্ সমীক্ষ্যথ সায়ুধান্গশিতাংস্তথা ।

আসংস্তে ভয়সংবিদ্যা দৈত্যা দেবান্ সমন্ততঃ ॥ ৩১ ॥

অমুরাণাং জয়ায় চেতি । প্রভুঃ শুক্রাচার্য্য উবাচেতি শেষঃ ॥ ২২—২৫ ॥

অবাক্শিবাঃ সন্ কণধূমং যদি পান্শসীতার্থঃ । এতদব্রতং কঠিনময়ং ন করিষ্যতি ততো  
মস্ত্রানপি ন দাস্তাসীতি ভাবঃ ॥ ২৬—২৮ ॥

মস্ত্রতৎপর্য্য বিচারনিষ্ঠাঃ ॥ ২৯—৩১ ॥

বিজয়ের নিমিত্ত আমার নিকট মস্ত্রগ্রহণ মানসে আগমন করিয়াছে ॥ ২৩—২৪ ॥ কিন্তু, দেব-  
গণকে রক্ষা করা আমার একান্ত কর্তব্য ; তিনি এইরূপ বিবেচনা করিয়া কাব্যকে এক  
তৃষ্ণর ব্রতের অমুষ্ঠান খরিতে উপদেশ প্রদান করিলেন যে, পূর্ণ সহস্র বৎসর উর্দ্ধপদ ও  
নিয়শিরাঃ হইয়া যদি কণধূম ( তুষের ধূম ) পান করিতে পার তবে তোমার কামনা পূর্ণ  
হইবে এবং তুম্বারা মস্ত্রলাভ করিতে পারিবে ॥ ২৫—২৬ ॥ শুক্রাচার্য্য এইরূপে উক্ত হইয়া  
মহেশ্বরকে প্রণাম করিয়া, সুরেশ্বর আপনি যে রূপ অমুমতি করিতেছেন আমি সেইরূপ  
ব্রতেরই অমুষ্ঠান করিব, এই বলিয়া তাহা স্বীকার করিলেন ॥ ২৭ ॥

রাজন্ ! শুক্রাচার্য্য মহাদেব নিকটে এইরূপ স্বীকার করত মস্ত্রগ্রহণ কৃতনিশ্চয় হইলেন  
এবং শরঙ্গ অলঙ্ঘন পূর্বক ধূমপানে নিরত হইয়া সেই কঠোরতর অত্যন্তম ব্রতের অমুষ্ঠান  
করিতে লাগিলেন ॥ ২৮ ॥ তদনন্তর দেবগণ শুক্রাচার্য্যকে ব্রতনিরত ও দৈত্যাদিগকে দম্ভযুক্ত  
আনিতে পারিয়া মস্ত্রধারণ তৎপর হইলেন ॥ ২৯ ॥ হেনরেক্স ! দেবগণ মনে মনে বিচার করিয়া,  
যেখানে দানবগণধারণ অবস্থিতি করিতেছিল, অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্বক সময়ে উদ্যত হইয়া  
সেই স্থানে গমন করিলেন ॥ ৩০ ॥ দৈত্যগণ, দেবগণকে আত্মা ও কবচ ধারণ পুরঃসর



উৎপেভুঃ সহসা তে বৈ সম্ভবান্ ভয়কর্ষিতাঃ ।  
 অববন্ বচনং তথ্যং তে দেবান্ বলদর্পিতান্ ॥ ৩২ ॥  
 ত্র্যস্তশস্ত্রে ভয়বতি আচার্যো ব্রতমান্বিতে ।  
 দম্বাভয়ং পুরা দেবাঃ সম্প্রাপ্তা নো জিঘাংশয়া ॥ ৩৩ ॥  
 সত্যং বঃ কু গত্যং দেবা ধর্ম্যশ্চ শ্রুতিনোদিতঃ ।  
 ত্র্যস্তশস্ত্রা ন হস্তব্য ভীতাশ্চ শরণং গত্যাঃ ॥ ৩৪ ॥

দেবী উচুঃ ।

ভবন্তিঃ প্রেষিতঃ কাব্যো মন্ত্রার্থং কুহকেন চ ।  
 তপো জ্ঞাতং হি যুম্মাকং তেন যুধ্যামহে ভূশম্ ॥ ৩৫ ॥  
 সজ্জা ভবন্ত যুম্মায় সংরক্ষাঃ শস্ত্রপাণয়ঃ ।  
 শত্রুশিহ্নদ্রেণ হস্তব্য এষ ধর্ম্যঃ সনাতনঃ ॥ ৩৬ ॥  
 ব্যাস উবাচ ।  
 তচ্ছ্রুত্বা বচনং দৈত্যা বিচার্য্য চ পরম্পারম্ ।  
 পলায়নপরাঃ সর্বৈ নির্গতা ভয়বিহ্বলাঃ ॥ ৩৭ ॥

উৎপেভূর্দেবান্ প্রত্যাহবুঃ । সম্ভবান্ শস্ত্রৈর্যুক্তান্ ॥ ৩২ ॥

ত্র্যস্তশস্ত্রে ভিত্তি । এতেষু পুরা প্রথমমভয়ং দম্বা পুনর্জিঘাংসয়ানোহিমান্ প্রাপ্তা ইদং  
 কিরিত্যর্থঃ ॥ ৩৩—৩৪ ॥

চারিত্রিক্ হইতে সমাগত দেখিয়া ভয়ে অত্যন্ত উদ্ভিগ হইয়া উঠিল ॥ ৩১ ॥ তাহারা দেব-  
 গণকে সহসা অস্ত্রশস্ত্রে হুসজ্জিত দেখিয়া চমকিয়া উঠিল এবং ভয়ে কাতর হইয়া বলদর্পিত  
 দেবগণকে নাস্তিগর্ত বাক্য সকল বলিতে আরম্ভ করিল ॥ ৩২ ॥ দেবগণ ! আমরা অস্ত্র ত্যাগ  
 করিয়াছি, আমাদের আচার্য্যদেব ব্রতনিরত হইয়াছেন, আর আপনারা পুঙ্খ আমা-  
 দিগকে অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন, তবে কি অস্ত্র এক্ষণে আমাদের নিকট করিবার  
 নিমিত্ত হুসজ্জিত হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ৩৩ ॥ দেবগণ ! আপনারদিগের সত্য ও শ্রুতি-  
 বিহিত ধর্ম কোথায় গেল ? শ্রুতিতে উক্ত আছে যে ত্র্যস্তশস্ত্র, ভীত ও শরণাগত ব্যক্তি-  
 গণকে বিনাশ করিবে না । সেই ধর্ম আপনারা পরিত্যাগ করিতেছেন কেন ? ॥ ৩৪ ॥

দেবগণ কাহিলেন, তোমরা যত শিক্ষার নিমিত্ত ত্র্যস্তাচার্য্যকে হল পূর্বক প্রেরণ  
 করিয়াছ, তোমাদিগের হুঁতাব সংযুক্ত তপতা আমরা জানিতে পারিয়াছি ; অতএব এক্ষণে  
 আমরা তোমাদের সহিত নিষ্ঠরই যুদ্ধ করিব ॥ ৩৫ ॥ তোমরা এখন যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত  
 অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া হুসজ্জিত হও । দেখ, 'হিমা পাইদেই সর্কদিগকে নিহত করিবে'  
 ইহাই সনাতন ধর্ম ॥ ৩৬ ॥

শরণং দানবা জগ্মুর্ভীতান্তে কাব্যমাতরম্ ।

দৃষ্ট্বা তানতিসন্তপ্তানভয়ং চ দদাবথ ॥ ৩৮ ॥

কাব্যমাতোবাচ ।

ন ভেতব্যং ন ভেতব্যং ভয়ং ত্যজত দানবাঃ ।

মৎসম্মিধৌ বর্তমানান্ন ভীর্ভবিতুমহতি ॥ ৩৯ ॥

তচ্ছৃষ্ট্বা বচনং দৈত্যাঃ স্থিতান্তত্র গতব্যথাঃ ।

নিরায়ুধা হৃদস্ত্রাস্ত্রাস্ত্রাশ্রমবরেহস্রাঃ ॥ ৪০ ॥

দেবাস্তান্ বিক্রতান্ বীক্ষ্য দানবাংস্তে পদানুগাঃ ।

অভিজগ্মুঃ প্রসম্ভৈতানবিচার্য বলাবলম্ ॥ ৪১ ॥

তত্রাগতাঃ স্রাঃ সর্কে হস্তং দৈত্যান্ সমুদ্যতাঃ ।

বারিতাঃ কাব্যমাত্রাপি জগ্মুস্তানাপ্রমস্থিতান্ ॥ ৪২ ॥

হৃদমানান্ হরৈর্দৃষ্ট্বা কাব্যমাতাতিকোপিতা ।

উবাচ সর্কান্ সনিদ্রাংস্ত পসা বৈ করোম্যহম্ ॥ ৪৩ ॥

ইতু্যত্রা প্রেরিতা নিদ্রা তানাগত্য পপাত চ ।

সেন্দ্রা নিদ্রাবশং যাতা দেবা মুকবদাস্থিতাঃ ॥ ৪৪ ॥

কুহকেন কপটেন তেন হেতুনা ভবতাং তপো ছষ্টভাবেন বর্ধত ইত্যম্মাভিজর্জাতং তেন কারণেন ছষ্টান্ প্রতি ছষ্টা ভূত্বা যুধ্যামহে যুদ্ধং কুর্ম্য ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫—৪০ ॥

পদং পদপদ্ধতিমমূলক্য লক্ষীকৃত্য গচ্ছন্তোহভিজগ্মুঃ ॥ ৪১—৪২ ॥

বাস বলিলেন, রাজন্ ! দৈত্যগণ দেবগণের সেই বাক্য শ্রবণ পূর্বক পরস্পর বিচার করিয়া সকলেই ভয়বিহ্বল হইল এবং সেই স্থান হইতে নির্গত হইয়া পলায়ন করিল ॥ ৩৭ ॥ দানবগণ ভীত হইয়া শুক্রমাতার শরণাগর হইলে শুক্রজননী তাহাদিগকে ভয়ে অতিসজ্জত দর্শন করিয়া অভয় প্রদান করিয়া কাহিলেন, তোমাদের ভয় নাই ভয় নাই, দানবগণ ! তোমরা ভয় পরিত্যাগ কর, তোমরা যখন আমার সম্মিধানে অবস্থান করিতেছ তখন আর ভয়ের বিষয় কিছুই নাই নির্ভয়ে এই স্থানে অবস্থান কর ॥ ৩৮-৩৯ ॥ অসুরগণ তাঁহার সেই বচন শ্রবণ করিয়া উৎবেগবিহীন হইল এবং আয়ুধশূন্য হইয়াও সেই আশ্রমে ভয়সঙ্কম রহিত হইয়া বাস করিতে লাগিল ॥ ৪০ ॥ এদিকে, দেবগণ দানবদিগকে গলায়িত দেখিয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন এবং বলাবল না বুঝিয়া সেই আশ্রমে গমন পূর্বক দৈত্যদিগকে হনন করিতে উদ্যত হইলেন । তখন কাব্যজননী নিবারণ করিলেও দেবগণ তাহার বাক্য না শুনিয়া আশ্রমস্থিত দৈত্যদিগকে হনন করিতে লাগিলেন ॥ ৪১—৪২ ॥ সুরগণ, অসুরগণকে মিহত করিতেছে দর্শন করিয়া শুক্রজননী অতিশয় রুষ্টা হইয়া

ইন্দ্রং নিদ্রাজিতং দৃষ্ট্বা দীনং বিষ্ণুরভাষত ।  
 মাং হং প্রবিশ ভদ্রং তে নয়ে স্বাক্ষ হরোত্তম ! ॥ ৪৫ ॥  
 এবমুক্তস্ততো বিষ্ণুং প্রবিবেশ পুরন্দরঃ ।  
 নির্ভয়ো গতনিদ্রশ্চ বভূব হরিরক্ষিতঃ ॥ ৪৬ ॥  
 রক্ষিতং হরিণা দৃষ্ট্বা শক্রং তত্র গতব্যথম্ ।  
 কাব্যমাতা ততঃ ক্রুদ্ধা বচনং চেদমব্রবীৎ ॥ ৪৭ ॥  
 মঘবংস্ত্বাং ভক্ষয়ামি সবিষ্ণুং বৈ তপোবলাৎ ।  
 পশ্যতাং সর্বদেবানামীদৃশং মে তপোবলম্ ॥ ৪৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যান্তো ভু তয়া দেবৌ বিষ্ণুর্দ্রৌ যোগবিদ্যায়া ।  
 অভিভূতৌ মহাত্মানৌ স্ত্রকৌ তৌ সম্ভবতুঃ ॥ ৪৯ ॥  
 বিস্মিতাস্ত তদা দেবা দৃষ্ট্বা তাবভিবাধিতৌ ।  
 চক্ৰুঃ কিলকিলাশঙ্গং ততস্তে দীনমানসাঃ ॥ ৫০ ॥  
 ক্রোশমানান্ হরান্ দৃষ্ট্বা বিষ্ণুং প্রাহ শচীপতিঃ ।  
 বিশেষেণাভিভূতোহস্মি হতোহহং মধুসূদন ! ॥ ৫১ ॥

সনিদ্রান্নিদ্রায়ুক্তানিতার্থঃ ॥ ৪৩—৪৪ ॥

হে ইন্দ্র মাং প্রবিশ স্বামহমন্ত্রং নয়ে প্রাপয়ামি ভদ্রং তেহং তবৈতার্থঃ ॥ ৪৫—৪৮ ॥  
 যোগবিদ্যায়া তস্তা যোগব্রহ্মত্যা ॥ ৪৯—৫০ ॥

কহিলেন, আমি তপোবলে এক্ষণেই দেবগণকে নিদ্রাগত করিব ॥ ৪৩ ॥ তিনি এই  
 বলিয়া নিজকে প্রেরণ করিলেন, নিদ্রা যাইয়া দেবদিগকে মোহিত করিয়া ভূমিতে  
 নিপাত্ত করিল। তখন দেবগণ ইন্দ্রের সহিত নিদ্রায় অভিভূত হইয়া মুকের জায় অব-  
 স্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥ ভগবান্ বিষ্ণু, ইন্দ্রকে নিদ্রাঘারা পরিভূত ও দীন দর্শন  
 করিয়া কহিলেন, হরোত্তম ! তুমি আমাতে প্রবেশ কর, ইহাঙ্কে তোমার মঙ্গল হইবে,  
 আমি তোমাকে অন্তর গইয়া বাইব ॥ ৪৫ ॥ ইন্দ্র এইরূপে উক্ত হইয়া বিষ্ণুর শরীরে প্রবেশ  
 করিলেন। তখন হরিকর্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া পুরন্দর বিগতনিদ্রা ও নির্ভয় হইলেন ॥ ৪৬ ॥  
 দেবরাজ, হরিরক্ষিত ও বিগতব্যথ হইল দেখিয়া কাব্যমাতা, ক্রুদ্ধা হইয়া এইরূপ কহিতে  
 লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥ ইন্দ্র ! আমি আজ তপোবলে বিষ্ণুর সহিত তোমাকে ভক্ষণ করিব সমস্ত  
 দেবগণ তাহা দর্শন করিবে। ইন্দ্র ! তুমি আমার তপোবল এইরূপই জানিবে ॥ ৪৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! শুক্রমাতা এইরূপ কহিলে বিষ্ণু ও ইন্দ্র উভয়েই যোগবিদ্যায়  
 নিদ্রাগত ও স্ত্রক হইয়া রহিলেন ॥ ৪৯ ॥ দেবগণ তাহাদিগকে অত্যন্ত অভিভূত ও পীড়িত

জহেনাং তরসা বিষ্ণো ! যাবম্মৌ ন দহেৎ প্রভৌ ! ।

তপসা দর্পিতাং ছুষ্ঠাং মা বিচারয় মাধব ! ॥ ৫২ ॥

ইত্যাঙ্তো ভগবান্ বিষ্ণুঃ শক্রেন ব্যথিতেন চ ।

চক্রং সম্মার তরসা স্নগাং ত্যক্ত্বাথ মাধবঃ ॥ ৫৩ ॥

স্মৃতমাত্রং তু সম্প্রাপ্তং চক্রং বিষ্ণুবশানুগম্ ।

দধার চ করে ক্রুদ্ধো বধার্থং শক্রনোদিতঃ ॥ ৫৪ ॥

গৃহীত্বা তৎ করে চক্রং শিরশ্চিচ্ছেদ রংহসা ।

হতাং দৃষ্ট্বা তু তাং শক্রো মুদিতশ্চাতবভদা ॥ ৫৫ ॥

দেবশ্চাতীবসন্তুষ্ঠা হরিং জয় জয়েতি চ ।

তুফুবুর্মুদিতাঃ সর্বে সঞ্জাতাং বিগতজ্বরাঃ ॥ ৫৬ ॥

ইন্দ্রাবিষ্ণু তু সঞ্জাতৌ তৎক্ষণাৎবিগতব্যর্থৌ ।

স্রীবধাচ্ছক্রমানৌ তু ভৃগোঃ শাপং ছুরত্যয়ম্ ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে  
শুক্ৰাচার্য্যত মন্ত্রলাভার্থং মহাদেবসমীপগমনং নাম একাদশোহিধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

অভিভূতোহশ্রুতঃ ॥ ৫১—৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে একাদশোহিধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং অত্যন্ত দীনমানস হইয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥ শচীপতি, দেবগণকে, আর্তিনাদ করিতে দেখিয়া বিষ্ণুকে কহিলেন, হে মধু-  
স্বদন ! আমি আপনার অপেক্ষা বিশেষরূপে অভিভূত হইয়াছি ॥ ৫১ ॥ হে মাধব ! আর  
বিচারের প্রয়োজন নাই এই তপোদর্পিতা ছষ্টা আমরাগিকে যাবৎ দগ্ধ না করে, তন্মধ্যেই  
সব্বর ইহাকে বিনাশ করুন ॥ ৫২ ॥ ভগবান্ বিষ্ণু, অতিপীড়িত শক্র কর্তৃক এইরূপে  
ভতিহিত হইয়া স্রীবধজনিত ঘৃণা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সব্বর সুদর্শনকে স্মরণ করিলেন ॥ ৫৩ ॥  
বিষ্ণুর বনীভূত চক্র স্মরণ মাত্রেই উপস্থিত হইল ; তখন ইন্দ্রের প্রবর্তনার ক্রুদ্ধ হইয়া ভগ-  
বান্ চক্র ধারণ করিলেন এক গ্রহণানন্তর ক্রোধভরে সবেগে নিক্ষেপ করিয়া শুক্রমাতার  
শিরচ্ছেদ করিলেন । তদর্শনে ইন্দ্র অতিশয় আনন্দিত হইলেন ॥ ৫৪—৫৫ ॥ দেবগণ ও  
বিগতসম্ভাপ, কষ্ট ও সন্তুষ্ট হইয়া জয় জয় শব্দে হরির স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৫৬ ॥ ইন্দ্র  
ও বিষ্ণু তখন সমস্ত ক্রেশ হইতে মুক্ত হইলেন ; কিন্তু, ভৃগুর নিদারুণ ছুরতিক্রমণীয়  
শাপের কথা মনে করিয়া অত্যন্ত শঙ্কা করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকোক্ত মহাপুরাণ শ্রীমদ-  
ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে শুক্রাচার্য্যের মন্ত্রলাভ জন্ম মহাদেবসমীপ-  
গমন নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## দ্বাদশোঃধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

তং দৃষ্ট্বা স্ত্রীবধং ঘোরং চূক্রোধ ভগবান্ ভৃগুঃ ।  
বেপমানোহতিচুঃখার্ভঃ প্রোবাচ মধুসূদনম্ ॥ ১ ॥

ভৃগুরূবাচ ।

অকৃতং তে কৃতং বিষ্ণো ! জ্ঞানন্ পাপং মহামতে ! ।  
বধোহয়ং বিপ্রজাতায়ান্ন মনসা কর্তুমক্ষমঃ ॥ ২ ॥  
আখ্যাতস্ত্বং সম্ভুগুণঃ শ্রুভো ব্রহ্মা চ রাজসঃ ।  
তথাসৌ তামসঃ শস্ত্রুর্বিপরীতং কথং শ্রুতম্ ॥ ৩ ॥  
তামসস্ত্বং কথং জাতঃ কৃতং কস্মাতিনিন্দিতম্ ।  
অবধ্যা স্ত্রী ত্বয়া বিষ্ণো ! হতা কস্মামিরাগসা ॥ ৪ ॥  
শপামি ত্বাং দুরাচারং কিমন্যৎ প্রকরোমি তে ।  
বিধুরোহং কৃতঃ পাপ ! ত্বয়াহং শত্রুকারণাৎ ॥ ৫ ॥

একোবষ্টিমোটেকন্ত বিদোঃ শাপাহন্তরম্ ।

প্রেষিতা গুরুসেবার্থং ভয়হীতি নিগদ্যতুঃ ।

ভৃগুপত্নীবদানন্তরং জাতং কৃত্যমাহ তং দৃষ্টেতি ॥ ১ ॥

অকৃতমিতি । তে ত্বয়া অকৃতমকার্যং কৃতমিত্যর্থঃ । বিপ্রজাতায়ান্ন বিপ্রকস্তায়ান্ন অয়ং বধো  
মনসাপি কর্তুমক্ষমঃ স ত্বয়া সাক্ষাৎ কৃত ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

কথং শ্রুতং কথং জাতমিত্যর্থঃ ॥ ৩—৫ ॥

বাস বলিলেন, মহারাজ জনমেজয় ! অনন্তর ভগবান্ ভৃগু বিষ্ণুর স্ত্রীবধরূপ নিদারুণ  
পাপকার্য্য দর্শন করিয়া ক্রোধে কল্মষিত হইতে লাগিলেন এবং অতিশয় চুঃখার্ভ হইয়া  
মধুসূদনকে কহিলেন ॥ ১ ॥ মধুসূদন ! তুমি অতিশয় বুদ্ধিমান হইয়া এবং জানিয়া গুনিয়াও  
এই অকার্য্য করিলে ; কি আশ্চর্য্য ! এই বিপ্রকস্তার বধ একবার মনে ধারণ করিতেও  
সমর্থ হওয়া যায় না আর তুমি তাহা সাক্ষাৎ সম্পাদন করিলে ॥ ২ ॥ দেব ! মহাবিগণ  
তোমাকে সম্ভুগুণসম্পন্ন, ব্রহ্মাকে সজোশুগণযুক্ত এবং লঙ্কাকে তমোশুগণসম্পন্ন কহিয়া  
থাকেন, তবে এক্ষণে তাহার বিপরীত হইল কেন ? ॥ ৩ ॥ তুমি কিজন্ত তমোশুগণযুক্ত  
হইয়া অতি নিন্দিত কর্ম করিলে ? বিষ্ণু ! স্ত্রীজাতি অবধ্যা ইহা লোক-প্রসিদ্ধ, তবে বিনা  
অপরাধে এই অবলা নারীকে কেন বিনাশ করিলে ॥ ৪ ॥ তুমি অন্ত্যস্ত নিন্দিত কার্য্যের

ন শপেহহং তথা শক্রং শপে হ্যং মধুসূদন ! ।  
 সদা ছলপরোহসি ত্বং কীটযোনির্হরাশয়ঃ ॥ ৬ ॥  
 যে চ হ্যং সাত্ত্বিকং প্রাছন্তে মূর্খা মুনয়ঃ কিম্ ।  
 তামসস্ত্বং ছুরাচারঃ প্রত্যক্ষং মে জনার্দন ! ॥ ৭ ॥  
 অবতারা মৃত্যুলোকে সন্তু মচ্ছাপসন্তবাঃ ।  
 প্রায়ো গৰ্ভভবং দুঃখং ভুঙ্কু পাপাজ্জনার্দন ! ॥ ৮ ॥  
 ব্যাস উবাচ ।

ততস্তেনাথ শাপেন নষ্টে ধর্ম্মে পুনঃপুনঃ ।  
 লোকস্য চ হিতার্থায় জায়তে মানুষ্যেষুহি ॥ ৯ ॥  
 রাজেবাচ ।

ভৃগুভার্যা হতা তত্র চক্রেণামিততেজসা ।  
 গার্হস্থ্যক পুনস্তস্য কথং জাতং মহাত্মনঃ ॥ ১০ ॥  
 ব্যাস উবাচ ।

ইতি শপ্তা হরিং রোষাত্তদাদায়শিরস্তুরন ।  
 কায়ো সংযোজ্য তরসা ভৃগুঃ প্রোবাচ কার্য্যবিৎ ॥ ১১ ॥

কীটযোনিঃ কৃষ্ণসর্প ইত্যর্থঃ ॥ ৬—৮ ॥

যং পৃষ্টং ভৃগুশাপঃ কথং জাত ইতি সা কথাত্র সমাপিতা তদুপসংহরতি তত-  
 স্তেনাথেতি । ধর্ম্মে নষ্টে স্তীত্যর্থঃ ॥ ৯—১১ ॥

আচরণ করিয়াছ; এক্ষণে আমি তোমার আর কি করিব? তোমায় অভিশাপ প্রদান  
 করাই যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা হইতেছে । পাপিষ্ঠ! তুমি ইন্দ্রের নিমিত্ত আমাকে অতিশয়  
 দুঃখান্বিত ও কাতর করিয়াছ? আমি ইন্দ্রকে অভিশাপ প্রদান করিব না, তুমি নিয়তই  
 কপটভাব অবলম্বন এবং কৃষ্ণসর্পের স্থায় ব্যবহার করিয়া থাক; তুমি অত্যন্ত দুষ্টাশয়, আমি  
 তোমাকেই অভিশাপ প্রদান করিব ॥ ৬—৮ ॥ জনার্দন! যে সকল মুনীগণ, তোমাকে সন্তুগণ  
 সম্পন্ন বলে তাহারা অতিশয় মূর্খ; তুমি যে অতিশয় ছুরাচার অদ্য আমি তাহা প্রত্যক্ষ  
 করিলাম ॥ ৭ ॥ বিষ্ণু! তুমি আমার অভিশাপে মর্ত্যলোকে বহবার অবতীর্ণ হইয়া পাপ-  
 কর্ম্মের কলস্বরূপ প্রায়ই গর্ভযজ্ঞা ভোগ করিবে সন্দেহ নাই ॥ ৮ ॥ রাজন্! ভগবান্  
 বিষ্ণু সেই শাপবশেই ধর্ম্মনষ্ট হইলে লোকের হিতের নিমিত্ত এই 'মানুষ্যলোকে পুনঃ পুনঃ  
 অবতীর্ণ হইয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

জনমেজয় কহিলেন, মুনিবর! তেজঃপুঞ্জশালি চক্রেদ্বারা ভৃগুভার্যা তথায় নিহত হইলে  
 সেই মহাত্মার পুনর্জন্ম গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম কিরূপে সম্পাদিত হইয়াছিল? ॥ ১০ ॥

অদ্য হ্যং বিষ্ণুনা দেবি ! হতাং সঞ্জীবয়াম্যহম্ ।  
 যদি কৃৎস্নে। ময়া ধর্মো জায়তে চরিতোহপি বা ॥ ১২ ॥  
 তেন সত্যেন জীবিত যদি সত্যসুব্রীম্যহম্ ।  
 পশ্যন্ত দেবতাঃ সর্বা মম তেজো বলং মহৎ ॥ ১৩ ॥  
 অস্তিস্তাং প্রোক্য শীতাভিজীবয়ামি তপোবলাৎ ।  
 সত্যং শৌচং তথা বেদা যদি মে তপসো বলম্ ॥ ১৪ ॥  
 ব্যাস উবাচ ।

অদ্ভিঃ সম্প্রোক্ষিতা দেবী সদ্যঃ সঞ্জীবিতা তদা ।  
 উখিতা পরমপ্রীতা ভৃগোর্ভার্যা শুচিস্মিতা ॥ ১৫ ॥  
 ততস্তাং সর্বভূতানি দৃষ্ট্বা স্তপ্তোখিতামিব ।  
 সাধু সান্নিহিতং তং তাং ভু ভুক্ষুবুঃ সর্বতো দিশম্ ॥ ১৬ ॥  
 এবং সঞ্জীবিতা তেন ভৃগুণা বরবর্ণিনী ।  
 বিশ্বয়ং পরমং জগ্মুর্দেবাঃ সেন্দ্রা বিলোক্য তৎ ॥ ১৭ ॥

অদ্য ষ্মিতি বাক্যং বৌদ্ধদ্বীবিষয়ং প্রত্যক্ষারান্ত মূর্ত্ত্বাদিত্যুক্তা মনসি সঙ্কল্পঃ করোতি  
 যদীতি ॥ ১২ ॥

যদি সত্যমিতি । যদি চাহং সত্যসুব্রীমি তেন সত্যেন তেন ধর্মোচরণেন চেযং জী-  
 দিতি মনসি সঙ্কল্পঃ কৃত্বা দেবান্ বদতি পশ্চর্ষিতি ॥ ১৩—১৫ ॥

তং ভৃগুম্ । তাং তংপত্নীম্ ॥ ১৬—১৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! কার্য্যবিদ্ ভৃগু, যোষতরে হরিকে এইরূপে অভিশাপ প্রদান  
 করিয়া পরে সেই ছিন্ন মস্তক গ্রহণ করত সত্ত্বর দেহোপরি সংযোজন পূর্ব্বক কহিলেন ॥১২॥  
 দেবি ! অদ্য বিষ্ণু তোমাকে নিহত করিয়াছেন, আমি তোমাকে এখনই জীবিত করি-  
 তেছি । যদি আমি সমস্ত ধর্ম্মই অবগত হইয়া থাকি, যদি আমি ধর্ম্মসমূহের আচরণ করিয়া  
 থাকি, যদি আমি সততই সত্য কহিয়া থাকি, তবে সেই ধর্ম্মবলে তুমি জীবন লাভ কর ।  
 সমস্ত দেবতাগণ আমার তেজোবল দর্শন করুক । যদি আমার সত্য, বেদাধ্যয়ন ও  
 বেদজ্ঞান থাকে, যদি আমার তপোবল থাকে, তবে তোমাকে অতিমম্বিত শীতলজল দ্বারা  
 প্রোক্ষিত করিয়া তপোবলে এইরূপেই জীবিত করিব ॥ ১২—১৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! ভৃগুকর্ত্তক বারিধারা সম্প্রোক্ষিত হইয়া ভৃগুভার্যা তৎকণাৎ  
 জীবন লাভ করিয়া উখিত হইলেন এবং পরমপ্রীতি লাভ করিয়া জীবং হস্ত করিতে লাগি-  
 লেন ॥১৫॥ তখন সমস্ত জীবগণ তাঁহাকে স্তপ্তোখিতের দ্বারা দর্শন করিয়া ভৃগুকে ও তাঁহাকে  
 চারিদিক্ হইতে সাধু সাধু বলিয়া শ্রব করিয়াছিল ॥ ১৬ ॥ রাজন্ ! এইরূপে সেই বরবর্ণিনী  
 ভৃগু হইতে জীবন লাভ করিলে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ তাহা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত

ইন্দ্রঃ সুরানথোবাচ মুনিনা জীবিতা সতী ।

কাব্যস্তপ্তা তপো ঘোরং কিং করিষ্যতি মন্ত্রবিৎ ॥ ১৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

গতা নিদ্রা সুরেন্দ্রশ্চ দেহেহক্ষেমমভূম্প ! ।

স্বহা কাব্যস্ত বৃত্তান্তং মন্ত্রার্থমতিদারুণম্ ॥ ১৯ ॥

বিয়ুগ্মা মনসা শক্ৰো জয়ন্তীং স্বসুতাং তদা ।

উবাচ কন্যাং চার্কস্বীং স্মিতপূর্ব্বমিদং বচঃ ॥ ২০ ॥

গচ্ছ পুত্রি ! ময়া দত্তা কাব্যায় স্বং তপস্বিনে ।

সমারাধয় তমস্মি ! মৎকৃতে তং বশং কুরু ॥ ২১ ॥

উপচারৈর্মুনিং তৈস্তৈঃ সমারাধ্য মমঃপ্রিয়ৈঃ ।

ভয়ং মে তরসা গত্বা হর তত্র বরাশ্রমে ॥ ২২ ॥

মা পিতৃর্বচনং শ্রুত্বা তত্রাগচ্ছন্ননোরমা ।

তমপশুদ্বিশালাক্ষী পিবন্তং ধূমশ্রমে ॥ ২৩ ॥

তস্মৈ দেহং সমালোক্য স্বহা বাক্যং পিতৃস্তদা ।

কদলীদলমাদায় বীজয়ামান তং মুনিম্ ॥ ২৪ ॥

কিং করিষ্যতীতি । প্রথমতোহস্মাং ক্রোধেনৈব গতন্ততো মাতৃবধং শ্রুত্বা দ্বিগুণিত-  
ক্রোধেন কিং করিষ্যতি ন জানে ইত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

অক্ষেমমিতি ছেদঃ । মন্ত্রার্থং মন্ত্রপ্রাপ্ত্যর্থমতিদারুণমথোমুখতয়া ধূমপানাদিকম্ ॥ ১৯-২১ ॥

হইলেন ॥ ১৭ ॥ তখন ইন্দ্র দেবগণকে কহিলেন, দেবগণ ! এক্ষণে ত গুরুজননী ভৃগুকর্তৃক  
জীবন লাভ করিল ; কিন্তু, গুরুচাৰ্য্য ঘোরতর তপস্তা করিয়া মন্ত্রলাভ করিলে না জানি  
তিনি আমাদের কি অনিষ্ট সাধন করিবেন ॥ ১৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, নরেন্দ্র ! তখন দেবরাজের সেই নিদ্রাক্রপিতা মায়া বিগত হইলেও  
গুরুচাৰ্য্যের মন্ত্রপ্রাপ্তির নিমিত্ত সেই অতি দারুণ তপস্তা-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহার দেহে  
অগ্নির সঞ্চার হইয়াছিল ॥ ১৯ ॥ অনন্তর, সুরপতি মনে মনে বিবেচনা করিয়া নিজভনয়া  
তবসী জয়ন্তীকে সন্ধান পূর্ব্বক সন্মিত বচনে কহিলেন ॥ ২০ ॥ তনয়ে ! আমি তোমাকে  
গুরুচাৰ্য্যের সেবার নিমিত্ত করিয়াছিলাম, হে তমস্মি ! তথায় গমন করিয়া আমার কাৰ্য্য  
সাধনের নিমিত্ত সেই তপস্চারী গুরুকে আরাধনা করিয়া বশীভূত কর । সেই উত্তম আশ্রমে  
সবর গমন করিয়া যে যে কাৰ্য্য দ্বারা মুনির মন পরিতুষ্ট হইবে, সেই সেই প্রিয়কাৰ্য্য অহ-  
ষ্ঠান দ্বারা তুমি তাঁহার আরাধনা করিয়া আমার ভয় হরণ কর ॥ ২১—২২ ॥ সেই বিশালাক্ষী  
মনোরমা জয়ন্তী পিতার বাক্য শ্রবণ করিয়া তথায় গমন করিল এবং তথায় উপস্থিত হইয়া



নির্মলং শীতলং বারি সমানীয় সুবাসি ৩৫ ।  
 পানায় কল্পয়ামাস ভক্ত্যা পরময়া লঘু ॥ ২৫ ॥  
 ছায়াং বস্ত্রাতপত্রেণ ভাস্করে মধ্যগে সতি ।  
 রচয়ামাস তদ্বদ্রী স্বয়ং ধর্ম্মে স্থিতা সতী ॥ ২৬ ॥  
 ফলাচ্ছানীয় দিব্যানি পকানি মধুরাণি চ ।  
 মুমোচাগ্রে মুনেন্তস্তু ভক্ষ্যার্থং বিহিতানি চ ॥ ২৭ ॥  
 কুশাঃ প্রাদেশমাত্রা হি হারিতাঃ শুকসম্মিতাঃ ।  
 দধারাগ্রেহথ পুষ্পাণি নিত্যকর্ম্মসমৃদ্ধয়ে ॥ ২৮ ॥  
 নিদ্রার্থং কল্পয়ামাস নঃসুত্রং পল্লবাস্থিতম্ ।  
 তস্মিন্মুনৌ চাদরস্থা চকার ব্যজনং শনৈঃ ॥ ২৯ ॥  
 হাবভাবাদিকং কিঞ্চিদ্বিকারজননঞ্চ তং ।  
 ন চকার জয়ন্তী সা শাপভীতা মুনেন্তদা ॥ ৩০ ॥  
 স্তুতিং চকার তদ্বদ্রী গীর্ভিস্তস্তু মহাত্মনঃ ।  
 স্তভামিধ্যমুক্লাভিঃ প্রীতিকর্তৃত্বিরপ্যুত ॥ ৩১ ॥  
 প্রবুদ্ধে জলমাদায় দধারাচমনায় চ ।  
 মনোহরুকূলং সততং কুর্ব্বন্তী ব্যচরত্তদা ॥ ৩২ ॥

তত্র গম্বা মে তরং হরেতার্থঃ ॥ ২২—৩৫ ॥

দেখিতে পাইল যে, শুক্রাচার্য্য আশ্রমে তপস্তায় নিরত থাকিয়া ধূমপান করিতেছেন ॥ ২৩ ॥  
 শুক্রাচার্য্যের দেহ অবলোকন এবং পিতার বাক্য স্মরণ করিয়া জয়ন্তী কদলীদল আনয়ন  
 পূর্ব্বক তাঁহাকে বীজন করিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥ বৃদ্ধিশালিনী জয়ন্তী অব্যগ্রা থাকিয়া নির্মল,  
 সুশীতল ও সুবাসিত বারি আনয়ন পূর্ব্বক পরম তত্ত্ব সহকারে তাঁহার পানের নিমিত্ত  
 ধীরে ধীরে রাখিয়া দিতেন ॥ ২৫ ॥ সেই সুন্দরী জয়ন্তী স্বয়ং ধর্ম্ম-নিযুক্তা থাকিয়া এইরূপে  
 শুক্রাচার্য্যের সেবা করিতে লাগিলেন । যখন মার্ত্তণ্ডদেব মন্তকোপরি গমন করিতেন তখন  
 বস্ত্র দ্বারা তাঁহার মন্তকোপরি আতপত্র রচনা করিয়া ছায়া করিয়া দিতেন ॥ ২৬ ॥ মূনির ভঙ্-  
 গের নিমিত্ত শাস্ত্রবিহিত দিবা স্নপক ও স্নানপূর্ব্বক সকল আময়ন পূর্ব্বক তাঁহার সমুখে  
 রাখিয়া দিতেন ॥ ২৭ ॥ তাঁহার নিত্যকর্ম্ম সমাধানের নিমিত্ত শুকশরীরবৎ হরিবর্ণ প্রাদেশ  
 প্রমাণ কুশ এবং পুষ্প সকল তাঁহার অগ্রে রাখিয়া দিতেন ॥ ২৮ ॥ মূনির নিজের নিমিত্ত  
 কোমল পল্লব সকল দ্বারা লব্যা রচনা করিয়া রাখিতেন এবং সেই মূনির প্রীতি তত্ত্বগম্বিতা  
 হইয়া বীজন করিতেন ॥ ২৯ ॥ জয়ন্তী মূনির অভিশাপ ভয়ে ভীত হইয়া কখন হাবভাবাদি

ইন্দ্রোহপি সেবকাংস্তত্র প্রেষসামাস চাতুরঃ ।  
 প্রবৃতিং জাতুকামো বৈ মুনেন্তস্ত জিতান্ননঃ ॥ ৩৩ ॥  
 এবং বহুনি বর্ষানি পরিচর্য্যাপরাভবৎ ।  
 নির্বিকারী জিতক্রোধা ব্রহ্মচর্য্যাপরা সতী ॥ ৩৪ ॥  
 পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু পরিতুষ্টো মহেশ্বরঃ ।  
 বরেণ চন্দ্রায়ামাস কব্যং প্রীতমনা হরঃ ॥ ৩৫ ॥

ঈশ্বর উবাচ ।

যচ্চ কিঞ্চিদপি ব্রহ্মন্ ! বিদ্যাতে ভৃগুনন্দন ! ।  
 প্রতিপশ্যসি যৎ সর্বং যচ্চ বাচ্যং ন কশ্চচিৎ ॥ ৩৬ ॥  
 সর্বাভিভাবকত্বেন ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ ।  
 অবধ্যঃ সর্বভূতানাং প্রজেশশ্চ দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৩৭ ॥

ব্যাস উবাচ ।

এবং দত্তা বরান্ শত্ৰুস্তত্রৈবাস্তুরধীয়ত ।  
 কাব্যস্তামথ সংবীক্ষ্য জয়ন্তীং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৩৮ ॥

যচ্চ কিঞ্চিদতি । হে ব্রহ্মন্ ! যচ্চ কিঞ্চিদপি বস্ত্র বিদ্যাতে লোকে যচ্চ ভৃগু প্রতিপশ্যসি চক্ষুযা যচ্চ কশ্চচিৎ কস্তাপি বাচ্যং বচনবিষয়ো ন তস্ত সর্বস্বাভিভাবকত্বেন যুক্তত্বং ভবিষ্যসীত্যর্থঃ । সর্বজ্ঞতা ভবিষ্যসীতি তাৎপর্য্যম্ ॥ ৩৬—৪২ ॥

মনোবিকারজনক কার্য্য কিছুই করিতেমননা ॥ ৩০ ॥ সেই স্মৃতিবিধি, ক্রশাস্তী, প্রীতিকর ও অমূলক বাক্য দ্বারা মহাত্মা শুক্রাচার্য্যের স্তুতি করিতেন ॥ ৩১ ॥ মুনিবর জাগরিত হইলে তাঁহার আচমনের নিমিত্ত জল লইয়া সম্মুখে ধারণ করিতেন । এইরূপে মুনির মনের অমূলক আচরণ করিয়া জয়ন্তী সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ৩২ ॥ ভয়াভূর ইন্দ্রও সেই জিতে-ক্রিয় মুনির প্রবৃতি জানিব্যর নিমিত্ত তথায় সেবকগণকে প্রেরণ করিতেন ॥ ৩৩ ॥ এইরূপে ক্রোধবর্জ্জিতা ও ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণা ইন্দ্রতনয়া জয়ন্তী বহুকাল শুক্রের পরিচর্য্যায় নিযুক্তা রহিলেন ॥ ৩৪ ॥ ক্রমে ক্রমে সহস্র বৎসর পরিপূর্ণ হইলে মহাদেব পরিতুষ্ট ও প্রীতমনা হইয়া বর প্রদানের নিমিত্ত শুক্রাচার্য্যকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥

হে ব্রহ্মন্ ভৃগুনন্দন ! এই বিশ্বসংসারে যাহা কিছু বিদ্যমান আছে, তুমি নেত্রদ্বারা যাহা কিছু দেখিতেছ এবং যাহা কাহারও বচনগোচর নহে তুমি সেই সকলেরই অবিভাবক হইয়া প্রভুত্ব করিবে ও সর্বজ্ঞতা হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই । তুমি সকল জীবগণেরই অবধ্য এবং প্রজগৎপতির ঈশ্বর ও দ্বিজশ্রেষ্ঠ হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৩৬—৩৭ ॥

কাসি কস্তাসি স্ত্রোশোণি ! ব্রুহি কিং তে চিকীর্ষিতম্ ।  
 কিমর্থমিহ সংপ্রাপ্তা কার্য্যং বদ বরোরু ! মে ॥ ৩৯ ॥  
 কিং বাঙ্কসি করোম্যদ্য দুষ্করং চেৎ স্ত্রলোচনে ! ।  
 প্রীতোহস্মি স্বংকৃতেনাদ্য বরং বরয় স্ত্রব্রতে !\* ॥ ৪০ ॥  
 ততঃ সা তু মুনিং প্রাহ জয়ন্তী মুদিতাননা ।  
 চিকীর্ষিতং মে ভগবন্তপসা স্ত্রাতুমর্হসি ॥ ৪১ ॥

কাব্যস্তৈবাচ ।

স্ত্রাতং ময়া তথাপি ত্বং ব্রুহি যন্মনসেঙ্গিতম্ ।  
 করোমি সর্ব্বথা ভদ্রং প্রীতোহস্মি পরিচর্য্যা ॥ ৪২ ॥  
 জয়ন্ত্যৈবাচ ।

শক্রস্তাহং স্ত্রতা ব্রহ্মন্ ! পিত্রা তুভ্যং সমর্পিতা ।  
 জয়ন্তী নামতশ্চাহং জয়ন্তাবরজা মুনে ! ॥ ৪৩ ॥

জয়ন্ত্যাবরজা কনিষ্ঠভগিনী ॥ ৪৩—৪৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! দেবদেব শঙ্কু এইরূপ বর প্রদান পূৰ্ব্বক সেই স্থানেই অস্থিত হইলেন । তখন শুক্রাচার্য্য জয়ন্তীর প্রতি দৃষ্টি নিৰ্গম্য করিয়া কহিতে লাগিলেন । হে স্ত্রোশোণি ! তুমি কে ? কাহার কন্যা ? তোমার মনের অভিলাষ কি ? কি নিমিত্ত তুমি এখানে আগমন করিয়াছ ? হে বামোরু ! তোমার কার্য্য কি তাহা বল ॥ ৩৮—৩৯ ॥ হে স্ত্রলোচনে ! আমি তোমার কার্য্যে অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছি, তুমি আমার নিকট কি বাঞ্ছা কবিতোছ ? হে স্ত্রব্রতে ! তুমি বর প্রার্থনা কর, অত্যন্ত দুষ্কর হইলেও তাহা আমি তোমাকে প্রদান করিব ॥ ৪০ ॥ ইহা শুনিয়া জয়ন্তীর মুখপদ্ম প্রফুল্লিত হইল, তখন স্ত্রব্রতা বাল্য বিনয় নম্রবচনে তপোধনকে কহিল, ভগবন্ ! আমার মনোরথ আপনি তপোবলে অবগত হউন ॥ ৪১ ॥

কাব্য কহিলেন, আমি তোমার মনোভাব জানিয়াছি, তথাপি তুমি বিশেষরূপে ব্যক্ত করিয়া বল, সর্ব্বথা তোমার মঙ্গল সম্পাদন করিব, আমি তোমার পরিচর্য্যা অত্যন্ত প্রীত ও পরিতুষ্ট হইরাছি ॥ ৪২ ॥

জয়ন্তী কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! আমি ইন্দের কন্যা জয়ন্তের কনিষ্ঠা ভগিনী ; পিতা আমাকে আপনাকে সমর্পণ করিয়াছেন, আমি আপনাকে সকাষা হইরাছি এক্ষণে আপনি আমার

\* তপসা তব ভক্ত্যা চ মনো মে প্রবনীকৃতম্ । বরং বরয় স্ত্রোশোণি । তুতোহস্মি প্রদদামি তে ।

ইত্যধিকপাঠঃ কৃত্যসি ব্রুততে ।

সকামান্মি স্থয়ি বিভো ! বাঞ্ছিতং কুরু মেধুনা ।  
রংশে স্থয়া মহাভাগ ! ধর্মতঃ প্রীতিপূর্ব্বকম্ ॥ ৪৪ ॥

শুক্র উবাচ ।

ময়া সহ স্বং স্ত্রোশ্রোণি ! দশ বর্ষাণি ভমিনি ! ।  
সর্ব্বৈর্ভূতৈরদৃশ্যা চ রমস্বেহ যদৃচ্ছয়া ॥ ৪৫ ॥

ব্যাস উবাচ ।

এবমুক্ত্বা গৃহং গত্বা জয়ন্ত্যাঃ পাণিমুদ্রহন ।  
তয়া সহাবসদেবান দশবর্ষাণি ভার্গবঃ ॥ ৪৬ ॥  
অদৃশ্যঃ সর্ব্বভূতানাং মায়য়া সংবৃতঃ প্রভুঃ ।  
দৈত্যাস্তমাগতং শ্রদ্ধা কৃতার্থং মন্ত্রসংযুতম্ ॥ ৪৭ ॥  
অভিজগ্ম গৃহে তস্মা মুদিতান্তে দিদৃক্ষবঃ ।  
নাশশন্ রমমাণং তে জয়ন্ত্যা সহ সংযুতম্ ॥ ৪৮ ॥  
তদা বিমনসঃ সর্ব্বৈ জাতা ভ্রোদ্যমাশ্চ তে ।  
চিন্তাপরাতিদীনাশ্চ বীক্ষমাণাঃ পুনঃপুনঃ ॥ ৪৯ ॥  
অদৃষ্টা তং স্বসংবৃতং প্রতিজগ্ম যথাগতম্ ।  
স্বগৃহান দৈত্যবর্ঘ্যাস্তে চিন্তাবিক্টা ভয়াতুরাঃ ॥ ৫০ ॥

চিন্তাপরাশ্চ তেহতিদীনাশ্চৈতর্যঃ ॥ ৪৯ ॥

বাহা পূরণ করুন। হে মহাভাগ! আমি ধর্ম্মানুসারে প্রীতিপূর্ণ-হৃদয়ে আপনার সহিত  
রমণ করিব ইহাই আমার ইচ্ছা ॥ ৪৩—৪৪ ॥

শুক্রাচার্য্য কহিলেন, নিভমিনি! তুমি দশ বৎসর কাল সকল ভূতের অদৃশ্য হইয়া  
যদৃচ্ছায় আমার সহিত রমণ কর ॥ ৪৫ ॥

ব্যাস কহিলেন, মহারাজ! ভার্গব শ্রেষ্ঠ কাব্য এইরূপ কহিয়া গৃহে গমন পূর্ব্বক জয়ন্তীর  
পাণি গ্রহণ করিলেন এবং মায়ায় সংবৃত ও জীবগণের অদৃশ্য থাকিয়া সেই দেবীর সহিত  
দশ বৎসর পর্য্যন্ত বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে শুক্রাচার্য্য মন্ত্রলাভ পূর্ব্বক কৃতার্থ  
হইয়া গৃহে আগত হইয়াছেন ইহা শ্রবণ করিয়া দৈত্যগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইল এবং  
তাঁহাকে দর্শন করিবার জিহ্বিত তদীয় গৃহে অভিগমন করিল। কিন্তু, তিনি জয়ন্তীর  
সহিত রমণ করিতেছিলেন, অতএব অম্বরগণ তাঁহাকে দেখিতে পাইল না ॥ ৪৬—৪৮ ॥  
তখন তাহারা অত্যন্ত বিমনা ও ভ্রোদ্যাম হইয়া, চিন্তাবিত ও দীনভাবাপন্ন হইয়া পুনঃপুন  
তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে লাগিল ॥ ৪৯ ॥ মায়াসংবৃত শুক্রাচার্য্যকে দেখিতে না পাইয়া

রমমাণং তথা জ্ঞাত্বা শক্ৰঃ প্রোবাচ তং গুরুম্ ।  
 বৃহস্পতিং মহাভাগং কিং কৰ্তব্যমিতঃপরম্ ॥ ৫১ ॥  
 গচ্ছাদ্য দানবান্ ব্রহ্মন্ মায়য়া হং প্রলোভয় ।  
 অস্মাকং কুরু কার্য্যং হং বুদ্ধ্যা সন্ধিস্ত্য নানদ ॥ ৫২ ॥  
 তচ্ছ্রদ্ধা বচনং কাব্যং রমমাণং সুসংবৃতম্ ।  
 জ্ঞাত্বা তক্রপমান্বায় দৈত্যান্ অতি যযৌ গুরুঃ ॥ ৫৩ ॥  
 গহ্না তজ্জ্যতিভক্ত্যামৌ দানবান্ সমুপাশ্রয়ৎ ।  
 আগতাশ্চৈহুগ্নাঃ সর্বে দদৃশুঃ কাব্যমত্রতঃ ॥ ৫৪ ॥  
 প্রণম্য সংস্থিতাঃ সর্বে কাব্যং মজ্জাতিমোহিতাঃ ।  
 ন বিভ্রুস্তে গুরোশ্মায়াং কাব্যরূপবিভাবিনীম্ ॥ ৫৫ ॥  
 তানুবাচ গুরুঃ কাব্যরূপঃ প্রচ্ছন্নমায়য়া ।  
 স্বাগতং মম যাজ্ঞানাম্ প্রাপ্তোহহং বো হিতায় বৈ ॥ ৫৬ ॥  
 অহং বো বোধয়িষ্যামি বিদ্যাং প্রাপ্তামমায়য়া ।  
 তপসা তোষিতঃ শত্ৰুর্ভুগ্নং কল্যাণহেতবে ॥ ৫৭ ॥

সুসংবৃতং মায়য়া আচ্ছন্নং ॥ ৫০—৫২ ॥

সুসংবৃতং মায়য়া আচ্ছন্নং তক্রপং গুক্রাচার্য্যরূপমান্বায়প্রিত্যেত্যর্থঃ ॥ ৫৩—৫৬ ॥

দৈত্যগণ চিন্তাবিষ্ট ও ভয়াক্তর হইয়া আপন আপন ভবনে প্রেত্যাগমন করিল ॥ ৫০ ॥  
 এদিকে গুক্রাচার্য্যকে অয়স্তীর সহিত জীড়াসক্ত জানিয়া দেবরাজ মহাভাগ সুরগুরু  
 বৃহস্পতিকে কহিলেন, গুরো! অতঃপর আমাদিগের কি করা কর্তব্য তাহা করুন ॥ ৫১ ॥  
 ব্রহ্মন্! আপনি অদ্য দানবগণের নিকট গীষ্ম কুরু, হে মানদ! যাহাতে মান রক্ষা হয়  
 তাহা করিবেন, আপনি দৈত্যগণকে মার্ম্মিলে হুঙ্করিয়া বিশেষ বিবেচনা পূর্বক  
 আমাদের কার্য্য করুন ॥ ৫২ ॥ বৃহস্পতি ইজ্র বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং কাব্যকে মায়্যাসংবৃত  
 ও অয়স্তীর সহিত রমমাণ জানিয়া গুক্রাচার্য্যের রূপধারণ পূর্বক দৈত্যদিগের নিকটে গমন  
 করিলেন ॥ ৫৩ ॥ সেইখানে গমন পূর্বক বৃহস্পতি অতি আদরের সহিত দৈত্যদিগকে  
 আহ্বান করিলেন। তখন অয়ুরগণ আগমন করিয়া গুক্রাচার্য্যকে সম্মুখে দেখিতে  
 পাইল ॥ ৫৪ ॥ তাহার অতিশয় আশ্লাদে বিশোহিত হইয়া তাঁহাকে কাব্য মনে করিয়া  
 প্রণাম পূর্বক অগ্রে অবস্থিত রহিল, কিন্তু তাহা যে কাব্যরূপধারণী বৃহস্পতির মায়্য তাহা  
 তাহার জানিতে পারিল না ॥ ৫৫ ॥ তখন মায়্য প্রচ্ছন্ন কাব্যরূপী সুরগুরু দৈত্যদিগকে  
 কহিলেন, তোমাদিগের কুশল ত? আমি তোমাদের হিতের নিমিত্তই আগমন করি-  
 য়াছি ॥ ৫৬ ॥ তোমাদের কল্যাণের নিমিত্ত আমি হৃদয় তপস্তা দ্বারা শত্রুকে সন্তুষ্ট করিয়া

তক্ষুঃ প্রীতমনসো জাতান্তে দানবোত্তমাঃ ।

কৃতকার্যং গুরুং মহা জহ্মুস্তে বিমোহিতাঃ ॥ ৫৮ ॥

প্রণেমুস্তে মুদা যুক্তা নিরা তক্ষা গতব্যথাঃ ।

দেবেভ্যশ্চ ভয়ং ত্যক্তা তক্ষুঃ সর্বৈ নিরাময়াঃ ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবতে মহাপুরাণে শ্রীমদশ্লোকসংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং  
চতুর্থস্কন্ধে বিষ্ণুং প্রতি ভৃগুশাপকথনং নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

বিদ্যাং প্রাপ্যং সদাশিবাদিত্যর্থাৎ ॥ ৫৭—৫৯ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

যে বিদ্যালাভ করিয়াছি, তাহা তোমাদিগকে নিরুপটে বুঝাইয়া দিব ॥ ৫৭ ॥ তাহা শুনিয়া  
দানবোত্তমগণ প্রীতমনা হইল এবং গুরু কৃতকার্য হইয়াছেন মনে করিয়া আনন্দে বিমো-  
হিত হইল ॥ ৫৮ ॥ তাহারা হঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল, এবং নিরাতঙ্ক ও গতব্যথ  
হইয়া দেবগণ হইতে ভয়ের আশঙ্কা পরিহার পূর্বক স্বচ্ছন্দ মানসে বাস করিতে  
লাগিল ॥ ৫৯ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ

শ্রীমদভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে বিষ্ণুর প্রতি ভৃগুশাপ কথন

নামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## ত্রয়োদশোঃধ্যায়ঃ ।

### রাজোবাচ ।

কিং কৃতং গুরুণা পশ্চাত্ত গুরুপেণ তিষ্ঠত ।  
ছলেনৈব হি দৈত্যানাং পৌরোহিত্যেন ধীমত্ৰা ॥ ১ ॥  
গুরুঃ সুরাণামনিশং সৰ্ব্বদ্যনিধিস্থতা ।  
সুতোহঙ্গিরস এবাসৌ স কথং ছলকৃশ্মুনিঃ ॥ ২ ॥  
ধৰ্ম্মশাস্ত্রেষু সৰ্ব্বেষু সত্যং ধৰ্ম্মস্ত্য কারণম্ ।  
কথিতং মূনিভির্ধেন পরমাত্মাপি লভ্যতে ॥ ৩ ॥  
বাচস্পতিস্তথা মিথ্যাবক্তা চেদানবান্ প্রতি ।  
কঃ সত্যবক্তা সংসারে ভবিষ্যতি গৃহাশ্রমী ॥ ৪ ॥  
আহাৰাদধিকং ভোজ্যং ব্রহ্মাণ্ডবিভবেহপি ন ।  
তদৰ্থং মুনয়ো মিথ্যা প্রবর্তন্তে কথং মুনৈ ! ॥ ৫ ॥

দ্বিবিষ্টলোকবৈষ্ণবদেবানাং গুরুণা তথা ।

গুরুপেণ তে দৈত্যা বক্তিতা ইতি কথ্যতে ।

ইখং দেবগুরুণা শুক্রাচার্য্যরূপেণ দৈত্যৈষু সন্তোষিতেষু তদনন্তরং জাতং বৃত্তং পৃচ্ছতি  
কিং কৃতমিতি । ভৃগুরূপেণ লক্ষণয়া ভৃগুপুত্ররূপেণৈত্যর্থঃ । ছলেন কপটেন দৈত্যানাং  
সম্বন্ধিপৌরহিত্যেন যুক্তেনেতি শেষঃ ॥ ১ ॥

ইত্যেকং প্রশ্নং কৃত্বা দ্বিতীয়ং প্রশ্নমাহ গুরুঃ সুরাণামিতি । ন হি মুনৈঃ ছলকর্তৃৎ বৃত্ত-  
মিতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

ধৰ্ম্মশাস্ত্রেষু ইতি । যেন সত্যেন পরমাত্মা পরং ব্রহ্ম লভ্যতে প্রাপ্যতে । তথা চ ক্রতিঃ ।  
সত্যেন লভ্যন্তপসা হেম আয়েতি ॥ ৩—৪ ॥

রাজা কহিলেন, ঋষিগণ ! বুদ্ধিমান্ বৃহস্পতি অসুরগৃহে গুরুরূপে বাস করিয়া এবং ছল  
পূৰ্ব্বক দৈত্যগণের পৌরহিত্যে ব্রতী হইয়া কি করিয়াছিলেন ? ॥ ১ ॥ মুনৈ ! বৃহস্পতি  
সুরগণের গুরু, তিনি সৰ্ব্বদাই বেদাদির আলোচনা করিয়া থাকেন, বিশেষত তিনি অগ্নি  
যজুর্বিদ পুত্রও স্বয়ং মুনী ; এবং বিধি গুপসম্পন্ন হইয়াও তিনি কিরূপে ছল অবলম্বন করিয়া-  
ছিলেন ? ॥ ২ ॥ মুনীগণ সকল ধৰ্ম্মশাস্ত্রেই কহিয়াছেন যে, সত্যই ধর্ম্মের কারণ এবং সত্য  
হইতেই পরমাত্মা লাভ হইয়া থাকে ; তবে বৃহস্পতি যখন দৈত্যগণের নিকট মিথ্যা বাক্য  
প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তখন সংসারে কোন গৃহাশ্রমী সত্যবক্তা হইবে ? মুনিগণ ! এ বিবরে  
আমি ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না ॥ ৩—৪ ॥ যদি বলেন লোভে লোক

শব্দপ্রমাণমুচ্ছেদং শিক্তাভাবে গতং ন কিম্ ।

ছলকৰ্ম্মপ্রবৃত্তে বাহবিগীতত্বং গুরৌ কথম্ ॥ ৬ ॥

দেবাঃ সন্তসমুদ্ভূতা রাজসামানবাঃ স্মৃতাঃ ।

তির্য্যাক্তামসাঃ প্রোক্তা উৎপত্তৌ মুনিভিঃ কিল ॥ ৭ ॥

অমরাণাং গুরুঃ সাক্ষাম্মিথ্যাবাদী স্বয়ং যদি ।

তদা কঃ সত্যবক্তা সাদ্রাজসন্তামসঃ পুনঃ ॥ ৮ ॥

ক স্থিতিস্তস্য ধৰ্ম্মস্য সন্দেহোহয়ং মহান্ মম ।

কা গতিঃ সৰ্ব্বজন্তুনাং মিথ্যাভূতে জগজ্জয়ে ॥ ৯ ॥

হরিব্রহ্মা শচীকান্তস্তথায়ে সুরসন্তমাঃ ।

সৰ্ব্বে ছলবিধৌ দক্ষা মনুষ্যাণাঞ্চ কা কথা ॥ ১০ ॥

ননু লোভার্থমসত্যবক্তা জাত ইতি চেত্তত্রাহ আহারাদধিকমিতি । অতিলোভেন বহু-  
তরে ধনে সম্পাদিতেহপি আহারাদধিকময়ং কেহপি ন ভোক্ত্যস্তি । আহারপরিপূৰ্ণি-  
পর্য্যস্তং তু প্রারকং দাতৃত্যোবেতি জ্ঞাত্বা কিমর্থং বার্থাযুক্তপণার্থং লোভং কুর্য্যন্তীত্যর্থঃ ॥৫॥

কিঞ্চাবিগীতশিষ্টা হিতকারিণো স্থাপ্তাস্তেষাং বাক্যং প্রমাণমিত্যাপ্তবাক্যমাগম ইত্য-  
ন্তার্থঃ । তত্র মহতাং সৰ্ব্বেষামেবমৌচরণে কাবিগীতত্বমনিদিতত্বং তিষ্ঠতি তদভাবে কাপ্ত-  
স্তদভাবে শব্দপ্রমাণমুচ্ছেদং নাশং প্রতি কথং ন গতমিত্যাহ শব্দপ্রমাণমিতি । অবিগীতত্ব-  
মিতি । অবিগীতত্বাভাবেহনিদিতত্বাভাবে শিষ্টত্বগ্ৰাপ্যতাবো যতোহবিগীতত্বশ্চৈব শিষ্টত্বাৎ ॥৬॥

অসংকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাও যথার্থ বলিয়া বোধ হইতেছে না ; কারণ,  
এই অখিলব্রহ্মাণ্ডে যদি কাহারও ঐশ্বর্য্য হয় তথাপি তাহার আহার পূরণ ব্যতিরেকে আর  
কিছুই প্রয়োজন হয় না, অতএব সেই লোভ নিমিত্ত মুনিগণ কেন মিথ্যায় প্রবৃত্ত হই-  
বেন ? ॥ ৫ ॥ মুনীশ্বর ! প্রাতন শিষ্ট মুনিগণ যে শব্দ প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন, তাহার  
বাচকপদার্থ অবশ্যই আছে, এইরূপ বিশ্বাসে পণ্ডিতগণ প্রমাণের মধ্যে শিষ্টপ্রযুক্ত শব্দকে  
এক প্রমাণ বলিয়া অবধারণ করিয়া থাকেন, এক্ষণে দেখিতেছি শিষ্ট ব্যক্তির অভাবে সেই  
শব্দ প্রমাণ উচ্ছিন্ন হইয়া গেল ? কারণ, ছলকার্য্য-নিরত বৃহস্পতিতে গর্হিত কার্য্য বর্তমান  
থাকায় তাহার আর শিষ্টত্ব কোথায় ? ॥ ৬ ॥ উৎপত্তি বিষয়ে মুনিগণ কহিয়া থাকেন যে,  
দেবগণ সঙ্কণ্ড হইতে, মানবগণ রজোগুণ হইতে এবং তীর্য্যগগণ তমোগুণ হইতে উৎপন্ন  
হইয়াছে ॥ ৭ ॥ তবে, সেই সঙ্কণ্ডপাশ্রিত যিনি দেবগণের সাক্ষাৎ গুরু তিনিও যদি স্বয়ং  
মিথ্যাবাদী হইলেন তবে আর রাজস ও তামসগণের মধ্যে কে সত্যবাদী হইবে ? ॥ ৮ ॥  
কি আশ্চর্য্য ! যদি সমস্ত বিশ্বই মিথ্যায় আচ্ছন্ন হইল, তবে সনাতন ধর্ম্মের স্থান কোথায় ?  
এবং সমস্ত জীবগণেরই বা কি গতি ? মুনিবর ! এ বিষয়ে আমার মহৎ সংশয় উপস্থিত  
হইয়াছে ॥ ৯ ॥ যখন ভগবান্ হরি, ব্রহ্মা ও শচীপতি, এবং অন্তান্ত সুরসন্তমগণ সকলেই  
কাপট্য কর্ম্মে দক্ষ হইলেন, তবে স্বরসন্ত ও স্বরবুদ্ধি মানবগণের পক্ষে আর কি কথা



কামক্ৰোধাভিসম্ভৃতা লোভোপহতচেতসঃ ।

ছলে দক্ষাঃ স্তরাঃ সৰ্বেষু মুনয়শ্চ তপোধনাঃ ॥ ১১ ॥

বশিষ্ঠো বামদেবশ্চ বিশ্বামিত্রো গুরুস্তথা ।

এতে পাপরতাঃ কাত্র গতির্ধর্মশ্চ মানদ ! ॥ ১২ ॥

ইন্দ্রোহগ্নিশ্চক্ষমা বেধাঃ পরদারাভিলম্পটাঃ ।

আর্য্যভুংঃ ভুবনেষু স্থিতং কুত্র মূনে ! বদ ॥ ১৩ ॥

বচনং কশ্চ মন্তব্যমুপদেশধিয়াহনঘ ! ।

সৰ্বে লোভাভিভূতান্তে দেবশ্চ মুনয়স্তদা ॥ ১৪ ॥

ব্যাস উবাচ ।

কিং বিষ্ণুঃ কিং শিবো ব্রহ্মা মঘবা কিং বৃহস্পতিঃ ।

দেহবান্ প্রভবত্যেব বিকারৈঃ সংযুতস্তদা ॥ ১৫ ॥

রাগী বিষ্ণুঃ শিবো রাগী ব্রহ্মাপি রাগসংযুতঃ ।

রাগবান্ কিমকৃত্যং বৈ ন কৰোতি নরাধিপ ! ॥ ১৬ ॥

তদ্বচ্ছন্দমেব স্রুতগতি দেবাঃ সৰ্বসমুদ্ভূতা ইতি ॥ ৭—১২ ॥

আর্য্যভুং শিষ্টবদ ॥ ১৩—১৪ ॥

ইতি জনমেজয়বাক্যং শ্রুত্বা ব্যাসস্তদ্বচ্ছন্দমেব স্রুতগতি কিং বিষ্ণুরিতি । বিষ্ণুর্যস্য ব্রহ্মা-  
বাস্ত বো যো দেহবান্ স পূৰ্ণোক্তদোষরূপবিকারৈর্ধর্মশ্চ এব ভবতি নান্নথোত্যয়ঃ ॥ ১৫ ১৬ ॥

আছে ? ॥ ১০ ॥ হে মানদ ! যখন সকল সুরগণ, বশিষ্ঠ, বামদেব, বিশ্বামিত্র ও বৃহস্পতি  
প্রভৃতি তপোধন মুনীগণও কামক্ৰোধে অভিভূত, লোভে বিনষ্টচিত্ত, ছলকর্ণে দক্ষ ও  
পাপে নিরত, তখন ধর্মের আর কি গতি আছে ? ॥ ১১—১২ ॥ হায় ! যখন ইন্দ্র, অগ্নি,  
চক্ষমা, বিধাতা ইহীরাও কামের উৎকট প্রেলোভনে অভিভূত হইয়া পরদারাসক্ত, তখন  
এই অধিল ভুবন মধ্যে শিষ্টতা আর কোথায় থাকিবে ? ॥ ১৩ ॥ হে বিমলায়ন ! যখন  
সমস্ত দেবগণ ও মুনীগণ লোভে অভিভূত হইলেন তবে আর কাহার বাক্য উপদেশ  
স্বরূপে গ্রহণ করিব ॥ ১৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন ! ইন্দ্রই হউন, বৃহস্পতিই হউন, ব্রহ্মাই হউন, বিষ্ণুই হউন  
অথবা মহাদেবই হউন যিনি দেহ ধারণ করিবেন, তাহাকেই পূৰ্ণোক্ত অহঙ্কার ও লোভাদি  
বিকারদোষে সংশ্লিষ্ট হইতে হইবে সন্দেহ নাই ॥ ১৫ ॥ মহারাজ ! ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব

\* আশঙ্ক্য । ইতি বা পাঠঃ ।

† দেহী দেহভগ্নৈর্ধর্মঃ কিং চিত্রঃ স্পষ্টতঃ বৈ । নির্ভাঃ পরমাত্মানো বিবেকঃ পরমঃ পরমঃ ।  
ইত্যাবিকপাঠঃ কৃত্রাপি দৃশ্যতে ।

রাগবানপি চাতুর্য্যাদিদেহ ইব লক্ষ্যতে ।  
 সম্প্রাপ্তে সঙ্কটে মোহপি গুণৈঃ সমাধ্যতে কিল ।  
 কারণাদ্রহিতং কার্য্যং কথং ভবিতুমর্হতি ॥ ১৭ ॥  
 ব্রহ্মাদীনাক্ষ সর্কেষাং গুণা এব হি কারণম্ ।  
 পঞ্চবিংশৎসমুদ্ভূতা দেহান্তেষাং ন চান্যথা ॥ ১৮ ॥  
 কালে মরণধর্ম্মান্তে সন্দেহঃ কোহত্র তে নৃপ ! ।  
 পরোপদেশে বিস্পষ্টং শ্লিষ্টাঃ সর্কে ভবন্তি চ ॥ ১৯ ॥  
 বিপ্লুতিহ্ন বিশেষেণ স্বকার্য্যে সমুপস্থিতে ।  
 কামঃ ক্রোধস্তথা লোভদ্রোহাহঙ্কারমৎসরাঃ ॥ ২০ ॥  
 দেহবান্ কঃ পরিত্যক্তুনীশো ভবতি তান্ পুনঃ ।  
 সংসারোহয়ং মহারাজ ! সর্দৈবৈবংবিধঃ স্মৃতঃ ॥ ২১ ॥  
 নান্যথা প্রভবত্যেব শুভাশুভময়ঃ কিল ।  
 কদাচিদ্তুগবান্মিযুস্তপশ্চরতি দারুণম্ ॥ ২২ ॥

চাতুর্য্যাদিতি । ধৌর্ত্যাদিত্যর্থঃ । কথং ধৌর্ত্যাদিতি জ্ঞাতমিতি চেত্তত্রাহ সম্প্রাপ্তে  
 ইতি । সঙ্কটস্ত প্রসঙ্গে তত্ত্ব ধৌর্ত্যং বহিনিঃসরতীত্যার্থঃ । দৃষ্টাশ্চৈবং বহুবিধাঃ পরোপদেশে  
 চতুরাঃ স্বয়মেকাশ্বে কামিনীকজ্জলবিষদ্বিকটাক্ষশরেণ তাড়িতা মোহিতা জ্ঞাতা এবেতি  
 ভাবঃ । ইদং রাজরাস্ত্রব্যং কিন্তু স্বভাব এব সর্কেষামিত্যাহ কারণাদ্রহিতমিতি । গুণত্রয়ং  
 হি সর্কেষাং কারণম্ । তত্ত্ব গুণত্রয়স্ত প্রারম্ভবত উপচরণপচয়ে সতি ক্চিৎ কদাচিৎ  
 কত্চিদিপি বিষয়াচরণং ভবত্যেব নহি কারণাদ্রহিতং কার্য্যং কদাপি তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥  
 পঞ্চবিংশৎসমুদ্ভূতা আর্ষপ্রয়োগঃ । পঞ্চবিংশতিত্বসমুদ্ভূতা ইত্যর্থঃ ॥ ১৮—১৯ ॥

ইহারা সকলেই বিষয়াহুরাগী ; অতএব অহুরাগী ব্যক্তি কোন্ অকার্য্য সাধন করিতে না  
 পারে ? ॥ ১৬ ॥ হে নরেন্দ্র ! অহুরাগী ব্যক্তি চাতুর্য্যবশে কেবল মুক্তের ভ্রায় লক্ষিত হইয়া  
 থাকেন ; কিন্তু, শকটস্থল উপস্থিত হইলে তখন স্বয় গুণ দ্বারা তাঁহার ধূর্ততা প্রকাশ হইয়া  
 পড়ে, তখন তিনি গুণের বশীভূত কার্য্য করিয়া থাকেন । অতএব, তদ্বিষয়ে গুণত্রয়কেই  
 কারণ বলিয়া জানিবেন যেহেতু কারণ ব্যতিরেকে কদাপি কার্য্যোৎপত্তি সম্ভব হইতে  
 পারে না ॥ ১৭ ॥ ব্রহ্মাদি দেবগণেরও গুণত্রয়ই কারণ ; যেহেতু তাঁহাদের দেহ সকলও  
 প্রধান মহত্ত্বাদি পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে সন্দেহ নাই ॥ ১৮ ॥ নৃপবর !  
 ব্রহ্মাদিও মরণ ধর্ম্মশীল অন্তঃপ্রবৃত্তিতাহাতে আর আপনার সন্দেহ কি ? আপনি জানিবেন যে,  
 সকলেই পরের উপদেশ গ্রহণের সময়ে উত্তমরূপেই শিষ্টতা প্রকাশ করিয়া থাকে, কিন্তু  
 স্বকার্য্য উপস্থিত হইলেই স্বভাবের বিপ্লব ঘটয়া যায় ; তখন তাহার কাম, ক্রোধ, লোভ,  
 হিংসা অহঙ্কার, ও মাৎসর্য্যাদি সকলেই উপস্থিত হইয়া কার্য্য করিতে থাকে ॥ ১৯—২০ ॥

কদাচিদ্ধিবিধানং যজ্ঞান্ বিতনোতি সুরাধিপঃ ।  
 কদাচিত্তু রমারঙ্গরঞ্জিতঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ২৩ ॥  
 রমতে কিল বৈকুণ্ঠে তদ্বশস্তরুণো বিভুঃ ।  
 কদাচিদানবৈঃ সার্কঃ যুদ্ধং পরমদারুণম্ ॥ ২৪ ॥  
 করোতি করুণাসিক্তস্তদ্বাণপীড়িতো ভুশম্ ।  
 কদাচিজ্জয়মাপ্নোতি দৈবাং সোহপি পরাজয়ম্ ॥ ২৫ ॥  
 স্তুখদুঃখাভিভূতোহসৌ ভুরত্যেব ন সংশয়ঃ ।  
 শেষে শেতে কদাচিৎ যোগনিদ্রাসমারতঃ ॥ ২৬ ॥  
 কালে জাগর্তি বিশ্বাত্মা স্বভাবপ্রতিবোধিতঃ ।  
 শৰ্কো ব্রহ্মা হরিশ্চৈত ইন্দ্রাদ্যা য়ে সুরাস্তথা ॥ ২৭ ॥  
 মুনয়শ্চ বিনিশ্চ্যগৈঃ সায়ুযো বিচরন্তি হি ।  
 নিশাবসানে সঞ্জাতে জগৎ স্বাবরজস্রমম্ ॥ ২৮ ॥  
 বর্ততে নাত্র সন্দেহো নৃপ ! কিঞ্চিৎ কদাপি চ ।  
 সায়ুমোহন্তে পদ্মজাদ্যাঃ ক্ষয়মিচ্ছন্তি পার্থিব ! ॥ ২৯ ॥

বিপ্লু তিরিতি । স্বকার্যে প্রাপ্তে সৰ্কেবাং বিপ্লুতিঃ স্বভাবচ্যুতিৰ্ভবতীত্যর্থঃ । অমৃগদ-  
 মেনেতদ্ব্যাখ্যাতম্ ॥ ২০—২২ ॥

কালবশেন গুণবাত্যয়মেব দেবাদিষু দর্শয়তি কদাচিদিতি । রমারঙ্গেন রঞ্জিত  
 ইত্যর্থঃ ॥ ২৩—৩০ ॥

কোনও দেহবান্ ব্যক্তি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না । মহারাজ ! মহাদিগপ  
 কহিয়া থাকেন, এই সংসার সৰ্বদাই এইরূপে চলিয়া আসিতেছে ॥ ২১ ॥ এই শুভাশুভময়  
 সংসার কখনই অন্ত ভাব প্রাপ্ত হয় না, ইহা একরূপেই চলিয়া আসিতেছে । দেখুন,  
 ভগবান্ বিষ্ণু কখনও নিদারুণ তপশ্চরণ করিতেছেন ; দেবরাজ ইন্দ্রও কখন বহুবিধ বজ্রের  
 অহুষ্ঠান করিয়া থাকেন । আর দেখুন, পরমশ্রু লীলাময় বিষ্ণু কখনও কমলার কনকগ  
 বিনাসরসস্তরঙ্গে রঞ্জিতচিত্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে বিহার করিয়া থাকেন, আবার কখনও করুণা-  
 সিক্ত হইয়াও দুৰ্জয় দানবগণের সহিত অতি দারুণ যুদ্ধ করিয়া তাহাদের শরজালে অতীব  
 পীড়িত হইয়া থাকেন, কখন বা জয়লাভ করেন এবং কখনও বা দৈববশে পরাজিত হইয়া  
 থাকেন ; তাহাতে তিনি নিশ্চয়ই স্তম্ভঃস্বের বশীভূত হন সন্দেহ নাই । মহারাজ ! সেই  
 নারায়ণ কখনও বিশ্বসংসারকে নিজ কৃষ্ণমধ্যে রক্ষা করত যোগনিদ্রায় অভিভূত হইয়া শেখ-  
 শব্যার শরন করিয়া থাকেন আবার যথাকালে প্রকৃতি দ্বারা প্রোতবোধিত হইয়া জাগরিত  
 হইয়া থাকেন । রাজন্ ! অধিক কি বলিব এই বিশ্বসংসারে মহেশ্বর, ব্রহ্মা, হরি, ইন্দ্রাদি

প্রভবন্তি পুনর্বিষ্মুহরশক্রাদয়ঃ সুরাঃ ।

তস্মাৎ কামাদিকান্ ভাবান্ দেহবান্ প্রতিপদ্যতে ॥ ৩০ ॥

নাত্র তে বিস্ময়ঃ কার্য্যঃ কদাচিদপি পার্শ্বিৎ ! ।

সংসারোহয়ন্ত সন্দিক্তঃ কামক্ৰোধাদিভির্নৃপ ! ॥ ৩১ ॥

দুর্লভস্তদ্বিনির্মুক্তঃ পুরুষঃ পরমার্থবিৎ ।

যো, বিভেতীহ সংসারে স দারাম্ করোত্যপি ॥ ৩২ ॥

বিমুক্তঃ সর্বসঙ্গেভ্যো বিচরত্যবিশঙ্কিতঃ ।

তস্মাদবৃহস্পতেভ্য্যা শশিনা লঙ্ঘিতা পুনঃ ॥ ৩৩ ॥

গুরুণা লঙ্ঘিতা ভাৰ্য্যা তথা ভ্রাতুর্ঘবীয়সঃ ।

এবং সংসারচক্রেহস্মির্নাগলোভাদিভির্বৃতঃ ॥ ৩৪ ॥

গার্হস্থ্যঞ্চ সমাস্থায় কথং মুক্তো ভবেম্বরঃ ।

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন হিত্বা সংসারসারতাম্ ।

আরাধয়েন্মহেশানীং সচ্চিদানন্দরূপিণীম্ ॥ ৩৫ ॥

সন্দিক্তঃ সম্যগ্দিগ্ধো যুক্তঃ ॥ ৩১—৩২ ॥

তস্মাদিতি । গুণত্রয়বন্ধাদিত্যর্থঃ লঙ্ঘিতোপভুক্তোত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

ভ্রাতুর্ঘবীয়স ইতি । উতথো জ্যেষ্ঠো বৃহস্পতির্গর্ভ্যম্ আনন্তঃ কনিষ্ঠস্তত্র ভাৰ্য্যা গুরুণা লঙ্ঘিতা ভুক্তোত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

গার্হস্থ্যং সংসারাসক্তিমিত্যর্থঃ । ন হি সংসারাসক্তঃ সন্ সংসারামুক্তো ভবেৎ তস্মাৎ সংসারাসক্তিং বিহায় সংসারনাশারোগ্যোগঃ কৰ্তব্য ইত্যর্থঃ । তথাচ যে সংসারাসক্তিরহি-

স্বরগণ ও মুনিগণ সকলেই নিজ নিজ আয়ুর পরিমাণ কাল পর্যন্ত জীবিত থাকিয়া বিচরণ করিয়া থাকেন । প্রলয়কালের অবসান হইলে নষ্টপ্রায় এই স্বাবর জঙ্গমাশ্রয় জগৎ পুনর্বার উৎপন্ন হয় তাহাতে কিস্কিন্দাত্রও সন্দেহ নাই । হে রাজন্ ! নিজ নিজ আয়ুর অবসানে ব্রহ্মাদি সকলেই ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকেন সন্দেহ নাই ॥ ২২—২৩ ॥ আবার যথা সময়ে বিষ্ণু ও মহেশ্বরাদি স্বরগণ দেহধারী হইয়া সেই সেই কামাদি ভাব সকল লাভ করিয়া থাকেন । হে পার্শ্বিৎ ! আপনি এ বিষয়ে বিস্মিত হইবেন না, এই সংসার, কাম ক্রোধাদি দ্বারা সংযুক্ত হইয়া নিয়তই পরিভ্রমণ করিতেছে ॥ ৩০—৩১ ॥ রাজন্ ! এই সংসারে কামাদি-  
বিনির্মুক্ত পরমার্থবিৎ পুরুষ অত্যন্ত দুর্লভ । যে ব্যক্তি এই সংসারে ভীত হন, তিনি দায়পরিগ্রহ করেন না, তাহাতে তিনি সর্বপ্রকার বিষয়াসক্ত হইতে বিমুক্ত এবং শঙ্কাবিহীন হইয়া বিচরণ করিয়া থাকেন । এই কারণেই চক্রমা বৃহস্পতির ভাৰ্য্যা হরণ করিয়াছিলেন, গুরুও আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভাৰ্য্যাকে হরণ করিয়াছিলেন । এইরূপে এই সংসারচক্রে সমস্ত জীবই নিয়ত রাগ লোভাদি দ্বারা আবৃত হইয়া রহিয়াছে ॥ ৩২—৩৪ ॥ রাজন্ !



অহঙ্কারাবৃতং বিশ্বং গুণত্রয়সমম্বিতম্ ।

অসত্যোনাপি সম্বন্ধং মুচ্যতে কথমন্থথা ॥ ৪১ ॥

হিহা সর্বং ততঃ সর্বৈঃ সংসেব্যা ভুবনেশ্বরী ॥ ৪২ ॥

রাজোবাচ ।

কিং কৃতং গুরুণা তত্র কাব্যরূপধরেণ চ ।

কদা শুক্রঃ সমায়াতস্তম্মে ব্রুহি পিতামহ ! ॥ ৪৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

শৃণু রাজন্! প্রবক্ষ্যামি যৎ কৃতং গুরুণা তদা ।

কৃহা কাব্যস্বরূপঞ্চ প্রচ্ছম্নেন মহাত্মনা ॥ ৪৪ ॥

গুরুণা বোধিতা দৈত্যা মত্বা কাব্যং স্বকং গুরুম্ ।

বিশ্বাসং পরমং কৃহা বভূবুস্তন্ময়াস্তদা ॥ ৪৫ ॥

বিদ্যার্থং শরণং প্রাপ্তা ভৃগুং মহাতিমোহিতাঃ ।

গুরুণা বিপ্রলঙ্কাস্তে লোভাৎ কো বা ন মুহতি ॥ ৪৬ ॥

অহঙ্কারাবৃতমিতি । যন্তা মায়াব্রহ্মগুণত্রয়েণ তজ্জ্ঞাহঙ্কারেণ তজ্জ্ঞাসত্যাদিদোষেণ সম্বন্ধং জগদ্রবতি তন্তা মায়াবিশিষ্টবুদ্ধিরূপিণ্যা ভগবত্যা আরাধনেনৈব সর্বং গলিতং নষ্টং ভবিষ্যতীতি সৈব সচ্চিদানন্দরূপিণী ভুবনেশ্বরী সর্বৈরারাধ্যোতি ভাবঃ ॥ ৪১—৪২ ॥

ইং জনমেজয়স্ত ধর্ম্মায়নো ধর্ম্মনাশসদর্শনকুভিতেজ্রিয়াস্তঃকরণস্ত ভগবত্যা আরাধনাবল-  
য়েন স্বাস্থ্যমভিধায়াবস্থিতং যুনিং প্রতি তৎস্বাস্থ্যশ্রবণসমুদ্যাদানন্দো জনমেজয়ঃ পুনঃ  
প্রকৃতামেব কথং পৃচ্ছতি কিং কৃতমিতি । হে পিতামহ শ্রেষ্ঠ ॥ ৪৩—৪৪ ॥

তন্ময়াস্তং পরায়ণাঃ ॥ ৪৫ ॥

ভৃগুং ভৃগুপুত্রধিয়েত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

শ্রেণীর উপরিভাগ হইতে অধঃপতিত হইল, ইহাই আমি বিবেচনা করি ॥ ৪০ ॥ এই  
ত্রিগুণসম্বিত বিশ্ব অহঙ্কারে আবৃত ও অসত্যে সম্বন্ধ, অতএব সেই সর্বৈশ্বরীর আরাধনা  
ব্যতিরেকে আর কিরূপে মুক্তিলাভ হইতে পারে । রাজন্! সকল বিষয় পরিত্যাগ পূর্বক  
সেই ভুবনেশ্বরীর সেবা করাই সকলের একান্ত কর্তব্য ॥ ৪১—৪২ ॥

জনমেজয় কহিলেন, যুনে! কাব্যরূপধারী দেবগুরু তখন কি করিয়াছিলেন । শুক্রাঃ  
চাধ্যাই বা কত দিন পরে দৈত্যগণ সমীপে আগমন করিয়াছিলেন, তাহা আমাকে বিশেষ  
করিয়া বলুন ॥ ৪৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! কাব্যবেশধারী মহাত্মা বৃহস্পতি প্রচ্ছন্নভাবে তখন কি করিয়া-  
ছিলেন, তাহা আমি বলিতেছি শ্রবণ করুন ॥ ৪৪ ॥ দেবগুরু বিশেষরূপে ব্রাহ্মীয়া দিলে দৈত্য-  
গণ তাঁহাকেই আপনাদের গুরু কাব্য ভাবিয়া যথার্থরূপে বিশ্বাস করিয়া তৎপরায়ণ হইয়া

দশবর্ষাঙ্কে কালে সম্পূর্ণসময়ে তদা ।

জয়ন্ত্যাহ স হ ক্রীড়িত্বা কাব্যো যাজ্ঞানচিস্তয়ৎ ॥ ৪৭ ॥

আশয়া মম মার্গং তে পশ্যন্তঃ সংস্থিতাঃ কিল ।

গত্বা তান্ বৈ প্রপশ্যেহং যাজ্ঞানতিভয়াতুরান্ ॥ ৪৮ ॥

মা দেবেভ্যো ভয়ং তেষাং মন্তুর্জানানং ভবেদिति ।

সঞ্চিন্ত্য বুদ্ধিমান্ধায় জয়ন্তীং প্রত্যাচ হ ॥ ৪৯ ॥

দেবানৈবোপসংযান্তি পুত্রা মে চারুলোচনে ! ।

সময়ন্তে হৃদ্য সম্পূর্ণে জাতোহয়ং দশবর্ষিকঃ ॥ ৫০ ॥

তস্মাদাচ্ছাম্যহং দেবি ! দ্রুতং যাজ্ঞান্ স্তমধ্যমে ! ।

পুনরেবাগমিষ্যামি তবাস্তিকমনুদ্রুতঃ ॥ ৫১ ॥

তথৈতি তমুবাচাথ জয়ন্তী ধর্মবিতমা ।

যথেক্ষং গচ্ছ ধর্মজ্ঞ ! ন তে ধর্মং বিলোপয়ে ॥ ৫২ ॥

তচ্ছ্রুত্বা বচনং কাব্যো জগাম ত্বরিতস্ততঃ ।

অপশ্যদানবানাং স পার্শ্বে বাচস্পতিং তদা ॥ ৫৩ ॥

এতৎ পর্য্যন্তঃ শুকবৃত্তান্তঃ বর্ণয়িত্বা কাব্যবৃত্তান্তঃ বর্ণয়তি দশবর্ষাঙ্কে কালে ইতি ॥ ৪৭—৪৯ ॥

উপসংযান্তি শরণং গচ্ছন্তি ॥ ৫০—৫৩ ॥

ঐহ্যার আকাবহ হইল ॥ ৪৫ ॥ বৃহস্পতি-মায়ায় মোহিত ও প্রতারিত দৈত্যগণ বিদ্যা প্রাপ্তির জন্ত শুক্রাচার্য্য বোধে তাহার শরণাগত হইল; কারণ, এই সংসারে লোভবশে সকলেই মুগ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥ এদিকে যখন দশবর্ষ পরিপূর্ণ হইয়া আসিল, তখন দৈত্যগুরু জয়ন্তীর সহিত ক্রীড়া সমাপন পূর্ব্বক যজ্ঞমানগণকে শ্রবণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥ তিনি ভাবিতে লাগিলেন, দৈত্যগণ আমার আগমনপথ নিরীক্ষণ করিয়া অবস্থিত রহিয়াছে, আমি যাইয়া সেই ভয়াতুর অনুরগণকে অবলোকন করি ॥ ৪৮ ॥ তাহারাই আমার ভক্ত; অতএব দেবগণ হইতে বাহ্যে তাহাদের ভয় না হয় তাহা করা উচিত এইরূপ চিন্তা করিয়া জয়ন্তীকে কহিলেন, হে চারুলোচনে! আমার পুত্র সকল দেবগণের শরণ লউক, তোমার দশবর্ষ সময় অদ্য সম্পূর্ণ হইল, অতএব হে স্তমধ্যমে! আমি এখন আমার যজ্ঞমানগণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত গমন করিতেছি, পুনর্বার শীঘ্রই তোমার নিকটে আগমন করিব ॥ ৪৯—৫১ ॥ পতিব্রতা জয়ন্তী তথাত্ত্ব বলিয়া ঐহ্যার গমনে সম্মতি প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, হে ধর্মজ্ঞ! আপনি যথেষ্ট গমন করুন, আমি আপনার ধর্ম বিলোপ করিতে ইচ্ছা করি না ॥ ৫২ ॥ শুক্রাচার্য্য তাহার বচন শ্রবণ করিয়া সমস্ত দানবগণ সমীপে উপস্থিত

ছদ্মরূপধরং সৌম্যং বোধয়ন্তুং ছলেন তান্ ।  
 জৈনং ধৰ্ম্মং কৃতং স্বেন যজ্ঞনিন্দাপরং তথা ॥ ৫৪ ॥  
 ভো দেবরিপবঃ ! সত্যং ব্রুবীমি ভবতাং হিতম্ ।  
 অহিংসা পরমো ধৰ্ম্মোহহস্তব্য্য ছাততায়িনঃ ॥ ৫৫ ॥  
 দ্বিজৈর্ভোগরতৈর্বেদে দর্শিতং হিংসনং পশোঃ ।  
 জিহ্বাস্বাদপরৈঃ কামমহিংসৈব পরা মতা ॥ ৫৬ ॥  
 এবং বিধানি বাক্যানি বেদনিন্দাপরাগি চ ।  
 ব্রুবাণং গুরুমাকৰ্ণ্য-বিস্মিতোহসৌ ভৃগোঃ স্তুতঃ ॥ ৫৭ ॥  
 চিন্তয়ামাস মনসা মম দ্বেষ্যো গুরুঃ কিল ।  
 বঞ্চিতাঃ কিল ধূর্তেন যাজ্ঞা মে নাত্ৰ সংশয়ঃ ॥ ৫৮ ॥  
 ধিম্ভোভং পাপরীজং বৈ নরকদ্বারযুর্জিতম্ ।  
 গুরুরপ্যনৃতং ব্রুতে প্রেরিতো যেন পাপ্যুনা ॥ ৫৯ ॥  
 প্রমাণং বচনং যস্মৈ সৌহৃদি পাশগুধারকঃ ।  
 গুরুঃ স্মরাণাং সর্ঘ্বেষাং ধৰ্ম্মশাস্ত্রপ্রবর্তকঃ ॥ ৬০ ॥

স্বেন বৃহস্পতিনা কৃতং প্রণীতং জৈনং ধৰ্ম্মং জৈনশাস্ত্রং তান্ দৈত্যাংছলেন বোধয়ন্ত-  
 নিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

বৃহস্পতিমতমাহ ভো দেবরিপব ইতি । আততায়িনোহপি অহস্তব্য্য ইতি ছেদঃ । ন  
 হস্তব্য্য ইত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, দানবগণের সম্মিথানে ছদ্মরূপধারী সৌম্যাকৃতি বৃহস্পতি বসিয়া  
 রহিয়াছেন । তিনি নিজপ্রণীত জৈনধৰ্ম্ম ছলপূৰ্ব্বক তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছেন এবং  
 হিংসাদোষ প্রদর্শন পূৰ্ব্বক যজ্ঞের নিন্দা করিতেছেন ॥ ৫৩—৫৪ ॥ তিনি কহিতেছেন,  
 অহে দেববৈরিগণ ! আমি তোমাদিগের হিতকর সত্য বাক্যই বলিতেছি । অহিংসাই  
 পরম ধৰ্ম্ম, অধিক কি আততায়িগণকেও বধ করা কর্তব্য নয় ॥ ৫৫ ॥ তোমরা নিশ্চয়ই  
 জানিবে, ভোগনিরত দ্বিজগণ, নিজ নিজ রসনা চরিতার্থ করিবার নিমিত্তই, বেদে পশু-  
 হিংসা-পথপ্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু অহিংসার তুল্য উৎকৃষ্ট পরম ধৰ্ম্ম আর কিছুই  
 নাই ॥ ৫৬ ॥

রাজন্ ! দেবগুরু বেদের নিন্দা করত এই সকল বাক্য বর্ণিতাছেন শ্রবণ করিয়া  
 ভৃগুপুত্র অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই গুরু  
 নিশ্চয়ই আমার বিদেষী ॥ এই ধূর্ত কর্তৃক আমার যজ্ঞমানগণ বঞ্চিত হইয়াছে, ইহাতে  
 আর সন্দেহ নাই ॥ ৫৭—৫৮ ॥ পাপের একমাত্র কারণস্বরূপ যে লোভ কর্তৃক প্রেরিত



কিং কিং ন লভতে লোভান্মলিনীকৃতমানসঃ ।

অত্য়োহপি গুরুরপ্যেব জাতঃ পাষণ্ডপণ্ডিতঃ ॥ ৬১ ॥

শৈলুষবেষ্টিতং সৰ্বং পরিগৃহ্য দ্বিজোত্তমঃ ।

বঞ্চয়ত্যতিসংযুতান্ দৈত্যান্ যাজ্ঞান্ মমাপ্যসৌ ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে  
দৈত্যবঞ্চনং নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

বেদোক্তাপি হিংসা ন কর্তব্যেত্যাহ ষিষ্ণুরিতি ॥ ৫৬—৬২ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

হইয়া এই গুরুও মিথ্যা করিতেছেন সেই পাপবীজ এবং নরকের দ্বার স্বরূপ লোভকে  
ধিক্ ॥ ৫৯ ॥ কি আশ্চর্য্য ! যিনি সকল সুরগণের গুরু এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রবর্তক, যাহাব  
বচন প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ হইয়া থাকে, তিনিও আজ পাষণ্ড মত ধারণ করিলেন ? মহো!  
লোভের কি অনির্কটনীয় মহিমা ! ॥ ৬০ ॥ লোভের বলীভূত হইয়া সুরগুরুও যখন  
পাষণ্ড পণ্ডিত হইলেন, তবে লোভবশে মলিনমানস মুচুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ কি অস্বার্থ্য না  
করিবে ? ॥ ৬১ ॥ আজ এই সুরগুরু দ্বিজবর হইলেও নটের জায় সমস্তই গ্রহণ করিয়া  
আমার মুচুবুদ্ধি বাজ্য দৈত্যগণকে বঞ্চনা করিতেছেন ॥ ৬২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাক্ত মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে সুরগুরুর দৈত্যবঞ্চনা নামক  
ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## চতুর্দশোধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

ইতি সঙ্কিন্ত্য মনসা তানুবাচ হসস্মিব ।  
বঞ্চিতা মৎস্বরূপেণ দৈত্যাঃ কিং গুরুণা কিল ॥ ১ ॥  
অহং কাব্যো গুরুশ্চায়াং দেবকার্য্যপ্রসাধকঃ ।  
অনেন বঞ্চিতা যুয়ং মদ্ব্যাজ্য নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২ ॥  
মা শ্রদ্ধধ্বং বচোহস্ত্যার্য্য দান্তিকোহয়ং মদাকৃতিঃ ।  
অনুগচ্ছত মাং যাজ্যাস্ত্যাজ্ঞতেনং বৃহস্পতিম্ ॥ ৩ ॥  
ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্মৈ দৃষ্ট্বা তৌ সদৃশৌ পুনঃ ।  
বিস্ময়ং পরমং জগ্মুঃ কাব্যোহয়মিতি নিশ্চিতাঃ ॥ ৪ ॥  
স তান্ বীক্ষ্য স্তম্ভাস্তান্ গুরুর্বাধ্যানুবাচ হ ।  
গুরুর্বো বঞ্চয়তোব মদ্রপোহয়ং বৃহস্পতিঃ ॥ ৫ ॥  
প্রাপ্তো বঞ্চয়িতুং যুয়ান্ দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে ।  
মা বিশ্বাসং বচস্তস্মৈ কুরুধ্বং দৈত্যসভমাঃ ॥ ৬ ॥

অঙ্কাদিকৈঃ সপ্তগণ্যশক্তিঃ পদৈরনন্তবন্ ।

দৈত্যানাং গুরুসম্প্রাপ্তিকৃতানামিহোচ্যতে ॥

দৈত্যাদ্যনং বৃহস্পতিকর্তৃকং শ্রম্য দৈত্যান্ প্রতি গুরু উবাচেত্যাহ ইতি সঙ্কিন্ত্য মন-  
সেতি ॥ ১—৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন! গুরুচার্য্য মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া দৈত্যগণকে  
হস্ত পূর্বক বলিলেন, দৈত্যগণ! তোমরা মদীয়রূপধারী সুরগুরু বৃহস্পতি কর্তৃক কি জন্ত  
বঞ্চিত হইলে? ॥ ১ ॥ আমি গুরুচার্য্য, তোমরা আমার যাজ্য; ইনি দেব-কার্য্যসাধক  
সুরগুরু বৃহস্পতি, ইনি যে তোমাদিগকে বঞ্চনা করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই ॥২॥ এই  
দান্তিক আমার আকার ধারণ করিয়াছেন, তোমরা ইঁহার বাক্যে কদাচ শ্রদ্ধা করিও না;  
হে দৈত্যগণ! তোমরা আমার যাজ্য, অতএব আমার অনুবর্তী হও; এই বৃহস্পতিকে  
পরিত্যাগ কর ॥ ৩ ॥ দৈত্যগণ, তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ এবং তাঁহাদের উভয়েরই তুল্য  
আকৃতি দর্শন করিয়া অভিশয় বিষয়াব্বিত হইল, এবং উপস্থিত ব্যক্তিকেই গুরুচার্য্য  
বলিয়া নিশ্চয় করিল ॥ ৪ ॥ তখন বৃহস্পতি তাহাদিগকে সরল-স্বভাবাব্বিত ও মায়াবিসোধিত

প্রাপ্তা বিদ্যা ময়া শতোৰ্যুন্মানধ্যাপয়ামি তাম্ ।

দেবেভ্যো বিজয়ং নুনং করিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রুত্বা গুরোর্বাচ্যং কাব্যরূপধরম্ তে ।

বিশ্বাসং পরমং জগ্মুঃ কাব্যোহয়মিতি নিশ্চয়াৎ ॥ ৮ ॥

কাব্যেন বহুধা তত্র বোধিতাঃ কিল দানবাঃ ।

বুবুধূর্ন গুরোর্ম্যামোহিতাঃ কালপর্যয়াৎ ॥ ৯ ॥

এবং তে নিশ্চয়ং কৃত্বা ততো ভার্গবমব্রুবন ।

অয়ং গুরুর্নো ধর্ম্মাক্সা বুদ্ধিদম্ চ হিতে রতঃ ॥ ১০ ॥

দশবর্ষাণি সততময়ং নঃ শাস্তি ভার্গবঃ ।

গচ্ছ স্বং কুহকো ভাসি নাস্মাকং গুরুরপ্যুতে ॥ ১১ ॥

ইত্যুক্তা ভার্গবং মৃঢ়া নির্ভৎসু চ পুনঃ পুনঃ ।

জগৃহস্তং গুরুং প্রীত্যা প্রণিপত্যাভিবাদ্য চ ॥ ১২ ॥

স ভানিতি । সুসংলাভান্মোহিতান্মদ্রপেণাং বৃহস্পতির্সৌ মুখান্ বক্ষতি বক্ষয়িত্বা তী-  
ভার্গঃ ॥ ৫—৮ ॥

কাব্যেন বাস্তবিকেন । কালপর্যয়াৎ কালবৈপরীত্যেন গুরোর্বৃহস্পতের্ম্যামা মোহিতা  
ইত্যর্থঃ ॥ ৯—১১ ॥

অবলোকন করিয়া কহিলেন, ইনিই দেবগুরু বৃহস্পতি, এক্ষণে আমার রূপ দাবণ করিয়া  
তোমাদিগকে বক্ষন করাই ইহার অভিপ্রায় ॥ ৫ ॥ ইনি দেব-কার্য্য-সাধনের নিমিত্ত তোমা-  
দিগকে বক্ষন করিতে এই স্থানে আসিয়াছেন, হে অশ্বরপ্রবরণ ! তোমরা ইহার বাক্যে  
কখনও বিশ্বাস করিও না ॥ ৬ ॥ আমি শত্রুর নিকট হইতে যে বিদ্যা লাভ করিয়াছি, তোমা-  
দিগকে তাহাই অধ্যয়ন করাইতেছি । আমি, দেবগণের সহিত যুদ্ধে তোমাদিগকে বিজয়ী  
করিব, সন্দেহ নাই ॥ ৭ ॥ তখন কাব্যরূপধারী গুরুর এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক দৈত্যগণ  
“ইনিই কাব্য” এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, তৎকালে সাতিশর বিশ্বাস সংস্থাপন করিল ॥ ৮ ॥ যাহা  
হউক, তখন দানব-গুরু গুরুচাৰ্য্য যদিও দানবদিগকে বিশ্বস্ত, বুঝাইয়াছিলেন, তথাপি  
তাহারা বৃহস্পতির যায়ার মোহিত হইয়া, বিপরীত কাল-বৈচিত্র্য-নিবন্ধন সে সকল কিছুই  
বুঝিল না ও তাহাতে কর্ণপাত করিল না ॥ ৯ ॥ তখন তাহারা স্থিরনিশ্চয় হইয়া মহাত্মা  
গুরুচাৰ্য্যকে কহিল, ইনিই আমাদের বুদ্ধিপ্রদ ও হিতনিরত গুরু, ইনিই ধার্মিক-  
চূড়ামণি ভার্গব, দশবৎসর কাল নিরন্তর আমাদের উপদেশ বিতেছেন, তুমি আমাদের গুরু  
নহ, তোমাকে সম্ভাবী বলিয়া বোধ হইতেছে, তুমি এ স্থান হইতে চলিয়া যাও ॥ ১০—১১ ॥  
মৃঢ়বুদ্ধি বৈত্যগণ ভার্গবকে এই কথা বলিয়া এবং পুনঃ পুনঃ ভৎসনা করিয়া, গুরুদেবী স্বর-  
ভককে প্রণাম ও অভিবাদন পূর্ব্বক প্রীতমনে তাহাকেই গুরু বলিয়া গ্রহণ করিল ॥ ১২ ॥

কাব্যস্ত তন্ময়ান্ দৃষ্ট্বা চূকৌপাধ শশাপ চ ।  
 দৈত্যান্ বিবোধিতান্মহা গুরুণা চাতিবক্ষিতান্ ॥ ১৩ ॥  
 যস্মান্ময়া বোধিতা বৈ গুল্লীযূর্ন চ মে বচঃ ।  
 তস্মাৎ প্রনম্যসংজ্ঞা বৈ পরাভবমবাস্পাথ ॥ ১৪ ॥  
 মদবজ্রাকলং কামং স্বল্পে কালে হবাস্পাথ ।  
 তদাস্ত্র কপটং সর্বং পরিজ্ঞাতং ভবিষ্যতি ॥ ১৫ ॥  
 ব্যাস উবাচ ।

ইত্যাভ্রাসৌ জগামাশু ভার্গবঃ ক্রোধসংযুতঃ ।  
 বৃহস্পতিমুদং প্রাপ্য তস্থৌ তত্র সমাহিতঃ ॥ ১৬ ॥  
 ততঃ শপ্তান্ গুরুজ্ঞান্ দৈত্যাংস্তান্ ভার্গবেণ হি ।  
 জগাম তঁরসা ত্যক্তা স্বরূপং স্বং বিধায় চ ॥ ১৭ ॥  
 গছোবাচ তদা শক্রং কৃতং কার্য্যং ময়া ধ্রুবম্ ।  
 শপ্তাঃ শুক্রেণ তে দৈত্যা ময়া ত্যক্তাঃ পুনঃ কিল ॥ ১৮ ॥  
 নিরাধারা কৃতা নুনং যতধ্বং স্রসন্তমাঃ ।  
 সংগ্রামার্থং মহাভাগাঃ শাপদক্ষা ময়া কৃতাঃ ॥ ১৯ ॥

তং গুরুং বৃহস্পতিং শুক্রাচার্য্যরূপেণ জগৃহঃ ॥ ১২—১৬ ॥

এদিকে কাব্য, দৈত্যদিগকে স্বরগুরুর একান্ত অমুবর্ত্তী দেখিয়া এবং বৃহস্পতি-বাক্যে বিশ্বাস পূর্ব্বক বক্ষিত হইয়াছে স্থির করিয়া, রোষভরে তাহাদিগকে এই অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, যখন আমি বুঝাইয়া দিলেও তোমরা আমার বাক্য গ্রহণ করিলে না, তখন তোমরা সংজ্ঞাহারা হইয়া পরাভব প্রাপ্ত হইবে ॥ ১৩—১৪ ॥ তোমরা আমাব প্রতি যে অবজ্ঞা করিলে, তাহার ফল অল্প কালেই প্রাপ্ত হইবে এবং তখন ঐ স্করগুরুর কপট ভাব সবিশেষ অনুভব করিতে পারিবে ॥ ১৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! এই কথা বলিয়া শুক্রাচার্য্য রোষাবেশে সত্বর চলিয়া গেলেন, বৃহস্পতি দ্বষ্ট ও সুস্থিরচিত্ত হইয়া সেই স্থানে কিয়ৎকাল অবস্থিত করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥ তদনন্তর, দৈত্যগণ ভার্গবশাপে অভিশপ্ত হইয়াছে জানিয়া, তিনি সেই স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজরূপ ধারণ করিয়া সত্বরগমনে শক্র-সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, আমি এক্ষণে নিশ্চিতই কার্য্য সাধন করিয়াছি, কারণ, ভার্গব দৈত্যগণকে অভিশপ্ত করিয়াছেন, এবং আমিও তাহাদিগকে এ সময়ে পরিত্যাগ করিয়াছি। তাহারা নিরাশ্রয় হইয়াছে, হে মহাভাগ স্রসন্তমগণ ! আমি দৈত্যদিগকে শাপদক্ষ কবিয়াছি, তোমরা

ইতি শ্রদ্ধা গুরোৰ্ব্যাক্যং মঘবা মূদমাগুবান্ ।  
 জহবুশ্চ স্রাঃ সৰ্বে প্রতিপূজ্য বৃহস্পতিম্ ॥ ২০ ॥  
 সংগ্রামায় মতিং চক্রুঃ সংবিচার্য মিথঃ পুনঃ ।  
 নির্যযুর্মিলিতাঃ সৰ্বে দানবাভিমুখাঃ স্রাঃ ॥ ২১ ॥  
 স্রান্ সমুদ্যতান্ জাহ্না কৃতোদযোগান্মহাবলান্ ।  
 অন্তহিতং গুরুং চৈব বভূবুশ্চিস্তয়ান্মিতাঃ ॥ ২২ ॥  
 পরস্পরমথোচুস্তে মোহিতাস্তশ্চ মায়ায়া ।  
 সম্প্রসাদ্যো মহাত্মা চ যাতোহসৌ রুষ্ঠমানসঃ ॥ ২৩ ॥  
 বঞ্চয়িত্বা গতঃ পাপো গুরুঃ কপটপণ্ডিতঃ ।  
 ভ্রাতৃত্বলিঙ্গনঃ প্রায়ো মলিনোহস্তব্বহিঃশুচিঃ ॥ ২৪ ॥  
 কিং কুৰ্ম্যঃ ক চ গচ্ছামঃ কথং কাব্যং প্রকোপিতম্ ।  
 কুৰ্ব্বামহি সহায়ার্থং প্রসন্নং হৃষ্টমানসম্ ॥ ২৫ ॥  
 ইতি সঞ্চিন্ত্য তে সৰ্বে মিলিতা ভয়কম্পিতাঃ ।  
 প্রহ্লাদং পূরতঃ কৃদ্ধা জগ্মুস্তে ভার্গবং পুনঃ ॥ ২৬ ॥  
 প্রণেমুশ্চরণৌ তশ্চ মুনৈর্ম্মৌনভূতস্তদা ।  
 ভার্গবস্তানুব্রাচাথ রোমসংরক্তলোচনঃ ॥ ২৭ ॥

ততঃ শৃণ্বানিতি । ভার্গবেন শৃণ্বানৈকত্যান্ জাহ্না কৃতোদয়ঃ শুক্রো দৈত্যান্ শিবান্  
 প্রাপ্তান্মদ্রাপদেক্যতীতি কৃতকার্যোহমিতি মরা অগামেতার্থঃ ॥ ১৭—২৩ ॥

অন্তর্ম্মিলনঃ কপটা ॥ ২৪—২৭ ॥

এক্ষণে তাহাদের সহিত সংগ্রাম করিতে সচেষ্ট হও ॥ ১৭—১৯ ॥ দেবরাজ দেবগুরু এইরূপ  
 বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্ত হইলেন এবং সমস্ত সুরগণ সচেষ্ট হইয়া বৃহস্পতির অর্কনা পূর্বক  
 নিষ্কর্মে পুনর্বার মঞ্জণা করিয়া সংগ্রামের নিমিত্ত উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন । তদনন্তর  
 সুরগণ মিলিত হইয়া সংগ্রামে জন্ত অসুরগণের আভিমুখে অগ্রসর হইলেন ॥ ২০—২১ ॥ মহাবল-  
 শালী অনরগণ, উদ্‌যোগ সহকারে সংগ্রামে সমুদ্যত হইয়া আগমন করিতেছেন এবং শুক্রদেব  
 অন্তর্হিত হইরাছেন জানিয়া, দৈত্যগণ একান্ত চিন্তাশ্রিত হইল ॥ ২২ ॥ তখন পরস্পর বলিল,  
 অহো ! আমরা সেই সুরগুর মারায় মোহিত হইরাছি, মহাত্মা শুক্রাচার্য্য কৃদ্ধ  
 হইয়া আমাদের পক্ষপাত করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহাকে প্রসন্ন করা আমাদেরই একান্ত  
 কর্তব্য ॥ ২৩ ॥ সেই পাপাশয় ভ্রাতৃত্বার্থ্য-গামী, অন্তর্ম্মিলন, বহিঃশুচি ও কপটপণ্ডিত  
 সুরগুরু আমাদেরই যথার্থই বন্ধনা করিয়া এক্ষণে অন্তর্হিত হইরাছেন ॥ ২৪ ॥ আমরা  
 এক্ষণে কি করি? কোথায় যাই? কিরূপে সেই প্রকোপিত কাব্যকে আমাদেরই সাহায্য

ময়া প্রবোধিতা যুয়ং মোহিতা গুরুমায়য়া ।

ন গৃহীতং বচো যোগ্যং তদা যাজ্ঞা হিতং শুচি ॥ ২৮ ॥

তদাবগণিতশ্চাহং ভবন্তিস্তদ্বশস্তৈঃ ।

প্রাপ্তং নূনং মদোন্নমৈশ্বৰ্য্যমাবমানজং ফলম্ ॥ ২৯ ॥

তত্র গচ্ছত সদ্ভ্রষ্টা যত্রাসৌ কপটাকৃতিঃ ।

বঞ্চকঃ স্রবকার্যার্থী নাহং তদ্বন্ধি বঞ্চকঃ ॥ ৩০ ॥

ব্যাস উবাচ ।

এবং ব্রুবন্তঃ শুক্রং তু বাক্যং সন্ধিঞ্চয়া গিরা ।

প্রহ্লাদস্তং তদোবাচ গৃহীত্বা চরণৌ ততঃ ॥ ৩১ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ ।

ভার্গবাদ্য সমায়াতান্ যা জ্ঞানস্রাংস্তথা তুরান্ ।

ত্যজুং নার্সি সৰ্ব্বজ্জ ! ত্বদ্ধিতাংস্তনয়ান্ হি নঃ ॥ ৩২ ॥

গতে ত্বয়ি তু মন্ত্রার্থং শৈলুষেণ ছুরাশ্বনা ।

ত্বদেশমধুরালাপৈর্করিয়ং তেন প্রবক্ষিতাঃ ॥ ৩৩ ॥

হে যাজ্ঞাঃ ॥ ২৮—৩২ ॥

প্রদত্ত করি ? ॥ ২৫ ॥ দৈত্যগণ এইরূপ চিন্তা করত সকলে মিলিত হইয়া ভয়-ব্যাকুলমানসে প্রহ্লাদকে অগ্রে লইয়া ভার্গব-সন্ন্যাসানে গমন করিল ॥ ২৬ ॥ ভার্গব দৈত্যগণকে দর্শন করিয়া মৌনাবলম্বনে অবস্থিত রহিলেন ; তাহারা তাঁহার পাদপদ্মে অভিষাদন করিলে শুক্রাচার্য্য ক্রোধে লোহিত-লোচন হইয়া, তাহাদিগকে কহিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥ যখন আমি তোমাদিগকে বুঝাইয়া দিলেও তোমরা কপট গুরুর মায়ায় মোহিত হইয়া আমার পবিত্র হিতকর ও জ্ঞানগর্ভ বাক্য শ্রবণ কর নাই, প্রভুত তোমরা তাহার বশবর্তী এবং মদে উন্মত্ত হইয়া আমার অবজ্ঞা করিয়াছ, তখন তোমাদিগকে সেই ফল নিশ্চিতই প্রাপ্ত হইতে হইবে। তোমরা এখন কল্যাণ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছ, অর্থাৎ আপনারাই আপনারদের সর্বনাশ করিয়াছ ; এক্ষণে যেখানে সেই কপটরূপী, স্রবকার্যার্থী বঞ্চক পণ্ডিত আছেন, সেই থানেই গমন কর ; আনিও, আমি তাঁহার হায়ে বঞ্চক নহি ॥ ২৮—৩০ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন ! শুক্রাচার্য্য এইরূপ সন্ধিঞ্চ বাক্য বলিলে, প্রহ্লাদ তৎকালে তাঁহার চরণগ্রহণ পুরঃসর এই কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥

প্রহ্লাদ কহিলেন, হে শুক্রদেব ভার্গব ! আমরা অদ্য কাতরভাবে আপনার নিকটে আগমন করিয়াছি, হে সৰ্ব্বজ্জ ! আমরা আপনার যাজ্ঞা, হিতকর তনয়-তুল্যা ; অতএব, আপনি আমাদের পরিত্যাগ করিবেন না ॥ ৩২ ॥ আপনি মন্ত্রপাঠার্থ গমন করিলে,

অজ্ঞানকৃতদোষণে নৈব কুপ্যতি শাস্তিমান্ ।  
 সৰ্বজ্ঞস্ত্বং বিজ্ঞানাসি চিত্তং নঃ শ্রবণং হৃদি ॥ ৩৪ ॥  
 জ্ঞাত্বা নন্তপসা ভাবং ত্যজ কোপং মহামতে ! ।  
 বৃন্তস্তি মুনয়ঃ সৰ্বৈৰ্দ্ধনকোপা হি সাধবঃ ॥ ৩৫ ॥  
 জলং স্বভাবতঃ শীতং বহ্যাতপসমাগমাৎ ।  
 ভবভূষাং বিয়োগাচ্চ শীতত্বমমুগচ্ছতি ॥ ৩৬ ॥  
 ক্রোধশ্চাণ্ডালরূপো বৈ ত্যক্তব্যঃ সৰ্ব্বথা বুদ্ধৈঃ ।  
 তস্মাদ্রোষং পরিত্যজ্য প্রসাদং কুরু স্তত্রত ! ॥ ৩৭ ॥  
 যদি ন ত্যজসি ক্রোধং ত্যজস্ম্যশ্মান্ স্তদ্ব্যখিতান্ ।  
 হুয়া ত্যক্তা মহাভাগ ! গমিষ্যামো রসাতলম্ ॥ ৩৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

প্রহ্লাদস্ত বচঃ শ্রুত্বা ভার্গবো জ্ঞানচক্ষুযা ।  
 বিলোক্য স্মনা ভূত্বা তানুবাচ হসন্নিব ॥ ৩৯ ॥  
 ন ভেতব্যং ন গন্তব্যং দানবা বা রসাতলম্ ।  
 রক্ষয়িষ্যামি বো যজ্যাম্যস্ত্রৈরবিতথৈঃ কিন ॥ ৪০ ॥

শৈলুবেণ ভবেশধারিণা বৃহস্পতিনা ॥ ৩৯—৪২ ॥

স্বযোগ পাইয়া সেই নটরূপী ববেশধারী দুরাশী বৃহস্পতি মধুরাণাপ দ্বারা আমাদেরগকে বঞ্চনা করিয়াছে ॥ ৩৩ ॥ আপনাকে অধিক কি বলিব, প্রগাঢ়চিত্ত ব্যক্তিগণ অজ্ঞান-কৃত অপরাধে প্রকুপিত হন না; আপনি সৰ্বজ্ঞ, আমাদেরগের চিত্ত যে আপনাতেই একান্ত আসক্ত, তাহা আপনি জানেন ॥ ৩৪ ॥ হে মহাবুদ্ধে! আপনি তপোবলপ্রভাবে আমাদেরগের মনোগত ভাব অবগত হইয়া কোপ পরিহার করুন; মুনিগণ কহিয়া থাকেন যে, সাধুগণের কোপ চিরস্থায়ী নহে ॥ ৩৫ ॥ হে মুনৈ! জল স্বভাবতই শীতল, বহিঃস্থ তাপযোগে উহা উষ্ণ হয় বটে, কিন্তু ক্ষণকাল পরে তাপ অবগত হইলেই পুনর্বার শীতল হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥ হে স্তত্রত! ক্রোধ চণ্ডাল ভূষা, অতএব বৃদ্ধগণ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন; আপনার নিকটে প্রার্থনা যে, আপনি আমাদেরগের প্রতি কোপ পরিহার পূৰ্ব্বক প্রসন্ন হউন ॥ ৩৭ ॥ যদি আপনি ক্রোধ পরিত্যাগ না করিয়া এরূপ ঘোর দুঃখাতিভূত আমাদেরগকে পরিত্যাগ করেন, হে মহাভাগ! তাহা হইলে আপনাবর্ক পরিত্যক্ত হইয়া আমরা রসাতলে প্রবেশ করিব ॥ ৩৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাবণ! কাব্য, প্রহ্লাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া জ্ঞানমগ্নে অবলোকন পূৰ্ব্বক প্রসন্নচিত্ত হইলেন এবং ঐহং হস্ত করিয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥ তোমাদিগকে

হিতং সত্যং ব্রবীম্যদ্য শৃণুধ্বং তত্ত্ব নিশ্চয়ম্ ।  
 বচনং মম ধর্মশ্রুতাঃ শ্রুতং যদব্রহ্মণঃ পুরা ॥ ৪১ ॥  
 অবশস্ত্রাবিনো ভাবাঃ প্রভবন্তি শুভাশুভাঃ ।  
 দৈবং ন চান্যথা কর্ত্বুং ক্ষমঃ কোহপি ধরাতলে ॥ ৪২ ॥  
 অদ্য মন্দবলা যুয়ং কালযোগাদসংশয়ম্ ।  
 দেবৈর্জিতাঃ সন্ধুচ্চাপি পাতালং প্রতিপৎস্বথ ॥ ৪৩ ॥  
 প্রাপ্তঃ পর্যায়কালে ব হুতি ব্রহ্মাভ্যভাষত ।  
 ভুক্তং রাজ্যং ভবন্তিষ্ট পূর্ণং সর্বং সমৃদ্ধিমৎ ॥ ৪৪ ॥  
 যুগানি দশপূর্ণানি দেবানাক্রম্য মুর্দ্ধনি ।  
 দৈবযোগাচ্চ যুগ্মাভিভূক্তং ত্রৈলোক্যমুর্জিতম্ ॥ ৪৫ ॥  
 সাবর্ণিকৈ মনৌ রাজ্যং পুনস্তত্ত্ব ভবিষ্যতি ।  
 পৌত্রত্রৈলোক্যবিজয়ী রাজ্যং প্রাপ্ন্যতি তে বলিঃ ॥ ৪৬ ॥  
 যদা বামনরূপেণ হুতং দেবেন বিষ্ণুনা ।  
 তদৈব চ ভবৎপৌত্রঃ প্রোক্তো দেবেন জিষ্ণুনা ॥ ৪৭ ॥

অদোতি । যদ্যপ্যহং মহাদেবাং প্রাপ্তমন্ত্রস্তথাপি ভবতাময়ং পরাজয়কালোহস্ত্যতঃ  
 কালযোগাদেবৈর্জিতাঃ সন্তঃ সন্ধুদেকবারং পাতালং প্রতিপৎস্বথ গমিষ্যথেত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥  
 তদেব স্পষ্টবাহ প্রাপ্তঃ পর্যায়কাল ইতি । ব্যত্যয়কাল ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥  
 মুর্দ্ধনি দেবানাক্রম্য তেবাং মন্তকে চরণং দ্বেষ্টব্যর্থঃ ॥ ৪৫—৪৬ ॥

আর ভয় করিতে, বা রসাতলে প্রবেশ করিতে হইবে না । তোমরা আমার রাজ্য, আমি  
 তোমাদিগকে অমোঘ মন্ত্র-প্রভাবে অবশ্যই রক্ষা করিব ॥ ৪০ ॥ হে ধর্মজগণ ! ব্রহ্মা পুরাকালে  
 যাহা কহিয়াছিলেন, তদনুযায়ী আমার এই সত্য, হিতকর ও নিশ্চিত বচন শ্রবণ কর ॥ ৪১ ॥  
 যাহা অবশস্ত্রাবী, তাহা শুভই হউক আর অশুভই হউক অবশ্যই সংঘটিত হইবে । ধরাতলে  
 কেহই দৈবের অন্তর্থা করিতে পারে না ॥ ৪২ ॥ তোমরা এখন কালযোগে নিশ্চিতই হীনবল  
 হইয়াছ ; অতএব, এক্ষণে তোমাদিগকে দেবগণের প্রভাবে পরাজিত হইয়া একবার পাতাল-  
 তলে গমন করিতে হইবে ॥ ৪৩ ॥ ব্রহ্মা বলিলেন যে, যখন তোমাদের ত্রৈলোক্য রাজ্য ভোগ  
 করিবার পর্যায়কাল উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তোমরা সমৃদ্ধি-পরিপূর্ণ এই ত্রৈলোক্যের  
 আধিপত্য-স্বধ ভোগ করিয়াছ । তোমরা দৈববলে অমরবন্দকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের  
 মন্তকে চরণ অর্পণ পুরুষের পূর্ণ দশযুগ পর্য্যন্ত নির্বিঘ্নে ত্রিলোক স্রবস্তুভোগ করিয়াছ ॥ ৪৪-৪৫ ॥  
 জানিও সাবর্ণিক মন্তক্রে এই রাজ্য পুনর্বার তোমাদের অধিকৃত হইবে । তখন বলিনামে  
 তোমাদের বংশে ত্রৈলোক্যবিজয়ী প্রহ্লাদ-পৌত্র রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া বিশেষ খ্যাতিপন্ন  
 হইবে ॥ ৪৬ ॥ বৈকুণ্ঠনাথ হরি যখন বামনরূপে বলির রাজ্য-হরণ করিয়াছিলেন, তখন ভগবান্



হতং যেন বলে রাজ্যং দেববাহ্মার্থসিদ্ধয়ে ।  
 ভূমিক্তো ভবিতা চাগ্রে স্থিতে সাবর্ণিকে মনো ॥ ৪৮ ॥  
 ভার্গব উবাচ ।

ইত্যুক্তো হরিণা পৌত্রস্তব প্রহ্লাদ ! সাম্প্রতম্ ।  
 অদৃশ্যঃ সৰ্বভূতানাং গুপ্তশ্চরতি ভীতবৎ ॥ ৪৯ ॥  
 একদা বাসবেনাসৌ বলিগর্দভরূপভাক্ ।  
 শূন্যে গৃহে স্থিতঃ কামং ভয়ভীতঃ শতক্রতোঃ ॥ ৫০ ॥  
 পৃষ্ঠশ্চ বহুধা তেন বাসবেন বলিস্তদা ।  
 কিমর্থং গর্দভং রূপং কৃতবান্ দৈতাপুঙ্গব ! ॥ ৫১ ॥  
 ভোক্তা হং সৰ্বলোকস্ত দৈত্যানাঞ্চ প্রশাসিতা ।  
 ন লজ্জা খররূপেণ তব রাক্ষসসত্তম ! ।  
 তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা দৈত্যরাজো বলিস্তদা ॥ ৫২ ॥  
 প্রোবাচ বচনং শক্রং কোহত্র শোকঃ শতক্রতো ! ।  
 যথা বিষ্ণুর্মহাতেজা মৎস্রকচ্ছপতাং গতঃ ॥ ৫৩ ॥  
 তথাহং খররূপেণ সংস্থিতঃ কালযোগতঃ ।  
 যথা হং কমলে লীনঃ সংস্থিতো বক্ষ্যেহিতয়া ॥ ৫৪ ॥

ইদং বামনরূপেণ হরিণাপি পূৰ্ণমুক্তমস্তীত্যাহ যদেতি । হতমিতি রাজ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪৭-৪৮ ॥

জনার্দনবিষ্ণু, দৈত্যরাজ বলিকে বলিয়াছিলেন যে, আমি দেবগণের বাহিতাথসিদ্ধির নিমিত্ত ছলে তোমার রাজ্য হরণ করিলান, আগামী সাবর্ণিক মন্বন্তর-কাল উপস্থিত হইলে, তুমিই ইন্দ্র চইবে সন্দেহ নাই ॥ ৪৭—৪৮ ॥

হে প্রহ্লাদ ! ভগবান্ হরির বচনানুসারে তোমার পৌত্র বলি এক্ষণে সৰ্ব ভূতগণের অদৃশ্য থাকিয়া অত্যন্ত ভীতের স্তায় অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৪৯ ॥ তিনি বাসব-ভয়ে ভীত হইয়া গর্দভরূপ ধারণ পূর্বক শূন্যগৃহে অবস্থিত আছেন । এমন সময়ে একদিন দেবরাজ তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া নানাপ্রকারে তাঁহাকে রাসভদেহ ধারণের কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৫০—৫১ ॥ হে দৈত্যবর ! তুমি সতত সৰ্বলোক-স্ব-ভোগ করিতেছ, তুমি দৈত্য-গণের শাসন-কর্তা, হে দৈত্যসত্তম ! সৰ্বলোকের উপর তোমার অচল আধিপত্য, অতএব গর্দভরূপ ধারণে তোমার লজ্জার আবির্ভাব হইতেছে না কেন ? দৈত্যরাজ বলি তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন ॥ ৫২ ॥ হে শক্র ! এ বিষয়ে শোক বা দুঃখ কি আছে ? যখন মহাতেজা বিষ্ণুও মৎস্রকচ্ছপের রূপ ধারণ করিয়াছেন, তখন আমি যে কালবশে খররূপ ধারণ করিয়া অবস্থিত রহিয়াছি, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? আপনি বুদ্ধত্যা

পীড়িতশ্চ তথা হৃদ্য স্থিতোহহং খররূপধৃক্ ।  
 দৈবাধীনস্ত কিং দুঃখং কিং সুখং পাকশাসন ! ।  
 কালং কৰোতি বৈ নুনং যদিচ্ছতি যথা তথা ॥ ৫৫ ॥  
 ভার্গব উবাচ ।

ইতি তৌ বলিদেবেশৌ কৃষ্ণা সংবিদমুত্তমাম্ ।  
 প্রবোধং প্রাপতুঃ কামং যথাস্থানঞ্চ জগ্মতুঃ ॥ ৫৬ ॥  
 ইত্যেতন্তে সমাখ্যাতা মগ্না দৈববলিষ্ঠতা ।  
 দৈবাধীনং জগৎ সৰ্ব্বং সদেবাস্থরমানুষম্ ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং  
 চতুর্থস্কন্ধে দৈত্যানাং শুক্রসম্প্রাপ্তিকথনং নাম  
 চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পৌলস্তবেতি । বলিরিত্যর্থঃ । ইতি বামনবাক্যং তব পৌলো বলিঃ শ্রদ্ধা ভীতবৎ সৰ্ব্ব-  
 ভূতানামদৃষ্টঃ সন্ শুশ্রুচরতীত্যর্থঃ ॥ ৪২—৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পব বেকুপ মানসসরোবরে সরোজমধ্যে সংলীন হইয়া অবস্থিত ছিলেন, সেইরূপ আমিও  
 অদ্য কাতর হইয়া গর্দভরূপ ধারণ করিয়া অবস্থিত রহিয়াছি। পাকশাসন! দৈবাধীন  
 ব্যক্তির দুঃখই বা কি এবং সুখই বা কি? তাহার পক্ষে সকলই সমান; কারণ, কাল যখন  
 যেকুপ ইচ্ছা করে তখন তাহার প্রতি নিশ্চিতই সেইরূপ কার্য্য করিয়া থাকে ॥ ৫৩—৫৫ ॥

ভার্গব বলিলেন, প্রহ্লাদ! বলিও দেবরাজ পরস্পরে এইরূপ সংলাপ করিয়া উভয়ে  
 প্রবোধ প্রাপ্ত হইলেন এবং উভয়ে যথেষ্ট স্থানে গমন করিলেন ॥ ৫৬ ॥ অস্থরসত্তম!  
 আমি দৈবের বলবত্তাবিষয়ক এই আখ্যানটী তোমার নিকট কীর্তন করিলাম। তুমি জানিও  
 সুর, অস্থর ও নর সহিত এই নিখিল জগৎ দৈবেরই অধীন হইয়া রহিয়াছে ॥ ৫৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকায়ক মহাপুরাণ

শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে দৈত্যগণের শুক্রাচার্য্য

প্রাপ্তি নামক চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## পঞ্চদশোধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

ইতি তস্মৈ বচঃ শ্রুত্বা ভার্গবস্ত মহাত্মনঃ ।

প্রহ্লাদস্ত স্মসংহকৌ বভূব নৃপনন্দন ! ॥ ১ ॥

জ্ঞাত্বা দৈবং বলিষ্ঠঞ্চ প্রহ্লাদস্তামুবাচ হ ।

কৃতেহপি যুদ্ধে ন জয়ো ভবিষ্যতি কদাচন ॥ ২ ॥

তদা তে জয়িনঃ প্রোচুর্দানবা মদগর্বিতাঃ ।

সংগ্রামস্ত প্রকৃর্তব্যো দৈবং কিং ন বিদামহে ॥ ৩ ॥

নিরুদ্যমানাং দৈবং হি প্রধানমহুৱাধিপ ! ।

কেন দৃষ্টং ক বা দৃষ্টং কীদৃশং কেন নির্মিতম্ ॥ ৪ ॥

তস্মাদযুদ্ধং করিষ্যামো বলমান্বায় সাম্প্রতম্ ।

ভবাগ্রে দৈত্যবর্ষা ! স্বং সর্বজ্ঞোহসি মহামতে ! ॥ ৫ ॥

ইতুক্ত্বৈস্তৈস্তদা রাজন্ ! প্রহ্লাদঃ প্রবলারিহা ।

সেনানীশ্চ তদা ভূত্বা দেবান্ যুদ্ধে সমাহ্বয়ং ॥ ৬ ॥

অর্ধমোকাধিকৈরেকসপ্ততিমৌকবর্ধকৈঃ ।

দেবদানবয়োৰ্দ্ধুক্ষাতির্দেব্যা কৃতোচ্যতে ॥

যুদ্ধে যুযাতিঃ কৃতেহপি জয়ো ন ভবিষ্যতি কিন্তু পরাজয় এবতি ভার্গববাক্যং শ্রুত্বা  
প্রহ্লাদো দৈত্যামুবাচেত্যাহ ইতি তত্তেতি ॥ ১—২ ॥

দৈবং কিমিতি । অযুদ্ধং প্রতিফলং বেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, হে মহারাজ জনমেজয় ! প্রহ্লাদ মহাত্মা ভার্গবের পূর্বোক্ত বাক্য  
শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইলেন ॥ ১ ॥ তখন তিনি দৈবকে বলবান্ জানিয়া দৈত্যগণকে  
কহিলেন, ওহে দৈত্যগণ ! সুরগণের সহিত সংগ্রাম করিলেও কদাচই আমাদের জয়লাভ  
হইবে না ॥ ২ ॥ তখন বিজয়ী মদগর্ভিত দানবগণ প্রহ্লাদকে কহিল, সংগ্রাম আমাদের  
একান্তই কর্তব্য, দৈব কাহাকে বলে আমরা তাহা জানি না । হে অম্বরেজ ! যাহারা  
উদ্যোগবিহীন—অর্থাৎ অকর্মণ্য, দৈব তাহাদেরই প্রধান আশ্রয় ; দৈব কি প্রকার,  
ইহাকে কে নির্ণয় করিয়াছে এবং কে বা তাহা কোথায় দর্শন করিয়াছে ? যাহা হউক  
আমরা এক্ষণে বল অবলম্বন পূর্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব । দৈত্যপ্রবর ! আপনি অতিশয় বুদ্ধি-  
শালী ও সর্বজ্ঞ ; এক্ষণে আমাদের প্রধান নায়ক হইয়া যুদ্ধ কার্য সম্পাদন করুন ॥ ৩—৫ ॥

তেহপি তত্রাহরান্ দৃষ্ট্বা সংগ্রামে সমুপস্থিতান্ ।  
 সর্বৈ সংভূতসস্তারা দেবাস্তান্ সমযোধয়ন্ ॥ ৭ ॥  
 সংগ্রামস্ত তদা ঘোরঃ শক্রপ্রহ্লাদয়োৰ্ভবৎ ।  
 পূর্ণং বর্ষশতং তত্র মুনীনাং বিস্ময়াবহঃ ॥ ৮ ॥  
 বর্তমানে মহায়ুদ্ধে শুক্রেণ প্রতিপালিতাঃ ।  
 জয়মাপুস্তদা দৈত্যাঃ প্রহ্লাদপ্রমুখা নৃপ ! ॥ ৯ ॥  
 তদৈবেন্দ্রো গুরোক্যাক্যাত্তং সৰ্ব্বদুঃখবিনাশিনীম্ ।  
 সস্মার মনসা দেবীং মুক্তিদাং পরমাং শিবাম্ ॥ ১০ ॥

ইন্দ্র উবাচ ।

জয় দেবি মহামায়ে শূলধারিণি চাম্বিকে ।  
 শঙ্খচক্রগদাপদ্মখড়্গহস্তে হতয়প্রদে ॥ ১১ ॥  
 নমস্তে ভুবনেশানি শক্তিদর্শননায়িকে ।  
 দশতস্তাস্মিকে মাতর্মহাবিদ্যাস্বরূপিণি ॥ ১২ ॥

যযোক্তং দৈবং প্রতিকূলং বর্ততে জয়ো ন ভবিষ্যতীতি তদেতদ্ভাষণং নিরুদ্যমানাং পৌরুষহীনানাং ভবতি পরাক্রমবস্তিস্ত পৌরুষমেব প্রধানতয়া মন্তব্যমদৃষ্টং তু ক বা বর্ততে কিং দৃষ্টং বর্ততে কেন বা নির্ধিতমিতি কেন দৃষ্টং নৈবাদৃষ্টমতীতি ভাবঃ ॥ ৪—৭ ॥

ভবৎ অভবদিত্যর্থঃ । আগমশাস্ত্রতানিত্যত্বাদভাগমাত্ভাবঃ ॥ ৮—১১ ॥

শক্তিদর্শননায়িকে ইতি । শৈবশাক্তসৌরগাণেশবৈষ্ণবনাস্তিকমতপ্রতিপাদকানি ষড়্ দর্শনানি সন্তি । তত্র শক্তিদর্শনমত্র নায়িকা তদ্ব্যক্ত মুখ্যত্বেন প্রতিপাদ্যাত্মীভবনেশ্বরী দেবতা-

রাজন্ ! দৈত্যগণ এইরূপ কহিলে, প্রবল-বৈরি-বিনাশন প্রহ্লাদ দৈত্যকুলের সেনানী হইয়া দেবগণকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন ॥ ৬ ॥ সুরগণ অসুরগণকে যুদ্ধে উপস্থিত দেখিয়া সকলে অস্ত্রশস্ত্র ধারণ পূর্বক অসম্মিত হইয়া তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৭ ॥ তখন প্রহ্লাদ ও পুরন্দরের পূর্ণ শতবর্ষব্যাপী ভীষণ সংগ্রাম হইতে লাগিল, এই ভীষণ সংগ্রাম দর্শনে মুনীগণেরও বিস্ময়ের আবির্ভাব হইল ॥ ৮ ॥ হে রাজন্ ! উপস্থিত সেই নিদারুণ সংগ্রামে শুক্রাচার্য্যের অঙ্গুগত প্রহ্লাদপ্রমুখ দৈত্যগণের জয়লাভ হইল ॥ ৯ ॥ তখন ইন্দ্র সুরগুরু বাক্যানুসারে সৰ্ব্বদুঃখবিনাশিনী, মুক্তিপ্রদা পরাংপর কল্যাণদায়িনী ভুবনেশ্বরীকে মনে মনে স্মরণ করিয়া স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১০ ॥

ইন্দ্র কহিলেন, হে মহাক্ষমদেবি ! হে শূলধারিণি অম্বিকে !\* আপনি নিখিল বিশ্বের অস্ত্রপ্রদান কল্প শঙ্খ, চক্র, পদা, পদ্ম ও কুশাগ ধারণ করিয়া থাকেন । হে ভুবনেশানি ! আপনাকে নমস্কার ; আপনি শক্তির প্রাধাত্য-প্রতিপাদক দর্শন-শাস্ত্রসকলের নায়িকা এবং শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণবাদি মতে নানাবিধ তত্ত্বের ভিন্নতা থাকিলেও আপনি

মহাকুণ্ডলিনীরূপে সচ্চিদানন্দরূপিণি ।

প্রাণায়মিহোত্রবিদ্যে তে নমো দীপশিখাঙ্গিকে ॥ ১৩ ॥

পঞ্চকোষান্তরগতে পুচ্ছব্রহ্মস্বরূপিণি ।

আনন্দকলিকে মাতঃ ! সর্বোপনিষদর্জিতে ॥ ১৪ ॥

মাতঃ ! প্রসাদস্বমুখি ! ভব হীনসদ্বান্

ত্রায়স্ব নো জননি ! দৈত্যপরাজিতান্ বৈ ।

ত্বং দেবি ! নঃ শরণদা ভুবনে প্রমাণা

শক্তাসি দুঃখশমনেঃখিলবীৰ্য্যযুক্তে ! ॥ ১৫ ॥

স্মৃতি তদেতৎ ষড়্দর্শনপঞ্জায়ং স্পষ্টং তদভিপ্রায়েণোচ্যতে শক্তিদর্শননায়িকে ইতি । দশ-  
তর্কায়িকৈ মাতরিতি শৈবশাক্তসৌরবৈষ্ণবমৈমুপাদিমততেদেন তদ্ব্যক্তানেকানি সন্তি । তত্র  
শক্তিদর্শনমতে শ্রীভুবনেশ্বর্যা দশ তবানি সন্তি । কচিৎশিব তদ্ব্যক্তি । তত্কৃতং শারদাম্যম্ ।  
নিবৃত্তাদ্যায়ঃ কলাঃ পঞ্চ ততো বিদ্যুঃ কলা পুনঃ । নাদঃ শক্তিঃ সদা পূৰ্ণঃ শিবশ্চ প্রকৃতে-  
কিঞ্চিৎ । তদ্বশেনে সর্বপ্রপঞ্চস্ত যত্রাত্তভাবস্তত্ত্বমুচ্যতে । তথাচ তদভিপ্রায়েণোচ্যতে  
দশ তর্কায়িকৈ মাতরিতি মহাবিন্দুস্বরূপিণি সিতশোণবিন্দুযুগলমিশ্রণাক্ষয়মানো মিশ্রবিন্দু-  
র্মহাবিন্দুরিতি কামকণারহস্তে স্পষ্টম্ । তদ্ব্যাখ্যায়াং চান্ধার্ভিক্সিঙ্গীকৃতং তদপ্রায়েণোচ্যতে  
মহাবিন্দুস্বরূপিণীতি । সাম্যাবস্থমায়াবিশিষ্টং ব্রহ্মমহাবিন্দুস্তৎস্বরূপিণী ॥ ১২ ॥

প্রাণায়মিহোত্রবিদ্যে ত ইতি । প্রাণায়মিহোত্রপ্রপঞ্চবাগাখ্যৌ দ্বৌ যাগৌ তয়োদ্ব্যবোবপি  
দেবতা ভুবনেশ্বরী । তদেতত্ত্বমু স্পষ্টং তদভিপ্রায়েণোচ্যতে প্রাণায়মিহোত্রবিদ্যা ইতি । তদ-  
বতে ইত্যর্থঃ । নমো দীপশিখাঙ্গিকে ইতি । দীপশিখা বহ্নিশিখা তদ্ব্যঙ্গিকে ইত্যর্থঃ । তথাচ  
শ্রুতিঃ । তস্ত মধ্যে বহ্নিশিখা অগ্নীযোক্তা ব্যবহিতা । নীলতোরদমধ্যস্থা বিদ্যুল্লেক্ষেণ  
ভাস্বরেতি ॥ ১৩ ॥

পুচ্ছব্রহ্মস্বরূপিণীতি । ব্রহ্মপুচ্ছঃ প্রতিষ্ঠেতি বাক্যোক্তানন্দময়কোষপুচ্ছত্বব্রহ্মরূপিণী-  
ত্যর্থঃ । সর্বোপনিষদর্জিতে ইতি । সর্বো বেদা যৎ পদমামনন্তি তপাসি সর্বাণীতি শ্রুতে ॥ ১৪ ॥

হীনসদ্বান্ হীনপরাক্রমান্ ॥ ১৫ ॥

দশতর্কায়িকা ; হে মাতঃ ! আপনিই মহাবিদ্যাস্বরূপিণী, আমি আপনাকে নমস্কার  
করি ॥ ১২ ॥ হে মাতঃ ! আপনি আধারপদ্ধতি মহাকুণ্ডলিনী ; আপনিই সচ্চিদানন্দ-  
স্বরূপিণী ; আপনি প্রাণ ও অগ্নিহোত্র-যাগ-স্বরূপিণী, অর্থাৎ আপনিই উক্ত যাগধর্মের অধি-  
দেবতা ; জলদোদয়ে যেরূপ বিদ্যুৎ প্রকাশ পায়, তাহার জায় আপনি হৃদয়াকাশে সর্বদাই  
বহ্নিশিখার জায় দীপ্তি পাইতেছেন ; মাতঃ ! আপনাকে নমস্কার করি ॥ ১৩ ॥ জননি !  
আপনিই অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পঞ্চকোষে অবস্থিত রহি-  
রাছেন ; আপনি আনন্দময় কোষে ব্রহ্মস্বরূপিণী ; মাতঃ আপনি আনন্দকলিকা এবং পরা-  
ব্রহ্মবিদ্যারূপ-উপনিষৎ সকলের পরিপূজিতা ; জননি ! আপনাকে নমস্কার করি ॥ ১৪ ॥ মাতঃ !  
আপনি আনন্দিপের ঐতি প্রসন্ন হউন, আমরা দৈত্যগণের নিকটে পরাজিত ও হীন-  
চেজ হইয়াছি, আপনি আমাদের পরিভ্রাণ করুন । হে সর্বশক্তি সম্পন্ন দেবি ।

ধ্যায়ন্তি যেহপি স্তুখিনো নিতরাং ভবন্তি

দুঃখাশ্বিত্যবিগতশোকভয়াস্তথাহো ।

মোক্ষার্থিনো বিগতমানবিমুক্তসঙ্গাঃ

সংসারবারিধিজলং প্রতরন্তি সন্তুঃ ॥ ১৬ ॥

ঈং দেবি ! বিশ্বজননি ! প্রথিতপ্রভাবা

সংরক্ষণার্থমুদিতার্তিহরপ্রতাপা ।

সংহর্তুমেতদখিলং কিল কালরূপা

কো বেত্তি তেহম্ চরিতং নমু মন্দবুদ্ধিঃ ॥ ১৭ ॥

ব্রহ্মা হরশ্চ হরিদম্বরথো হরিশ্চ

নাহং যমোহথ বরুণোহমিসমীরণো চ ।

জ্ঞাতুং ক্ষমা ন মুনয়োহপি মহানুভাবা

যশ্চাঃ প্রভাবমতুলং নিগমাগমাশ্চ ॥ ১৮ ॥

দুঃখাশ্বিতেতি । অস্ত্রে যে ন ধ্যায়ন্তি তে দুঃখাশ্বিতাশ্চ তে অবিগতশোকভয়াশ্চেতি কৰ্ম-  
ধারয়ঃ । তথা ভবন্তি মোক্ষার্থিনো যে ধ্যায়ন্তীতাহুবঙ্গঃ ॥ ১৬ ॥

ঈং দেবি বিশ্বেতি । আর্তিহরঃ প্রতাপো যশ্চাঃ । সম্বগুণং বিনা রক্ষণাতাবশ্যমোগুণং  
বিনা সংহারাতাবো মাহুস্ত পুত্রবিষয়ে সম্বগুণ এবান্তি তব তু জগজ্জনতা জগতো রক্ষণা-  
ম্মারণাচ্চোভয়গুণবষমন্তীতি তবৈতাদৃশবিলক্ষণচরিতং কো বেদ ন কোহপীত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

মাহুস্তচরিতং মন্দবুদ্ধীনাং বিষয়ঃ স্তুবুদ্ধীনাং তু বিষয়ঃ স্তাদিত্যেতদ্বাহ ব্রহ্মা হরশ্চেতি ।  
এতে মহাত্মোহপি ন জানন্তি তদৈতদপেক্ষাধিকবুদ্ধিমন্তঃ কে সন্তি । তস্মাদেতদ্বিষয়ে সৰ্ব্ব  
এব মন্দবুদ্ধয় ইত্যর্থঃ । তথ্যচ শ্রুতিঃ যতো বাচো নিবর্তন্ত ইতি ॥ ১৮ ॥

কেবল আপনিই এই ভূমানে আশ্রয়দায়িনী হইয়া আমাদের দুঃখ প্রশমনে সমর্থ হইয়া  
থাকেন ॥ ১৫ ॥ দেবি ! ঐহারা সতত আপনার ধ্যান করেন, তাঁহারাই প্রকৃত স্তুখী ;  
আব ঐহারা আপনার ধ্যান না করেন তাঁহাদের শোক ও ভয় বিদূরিত হয় না, স্ততরাং  
ঐহারা কেবল দুঃখভোগ করিয়া থাকেন । মোক্ষার্থী যে সকল ব্যক্তি নিযত আপনার  
ধ্যান ধারণা করেন, সেই সজ্জনগণ অভিমান-বিরহিত ও নিঃসঙ্গ হইয়া যে সংসার-  
বারিধির অপার পার সম্মর্শন করেন, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই ॥ ১৬ ॥ হে বিশ্ব-  
জননি দেবি ! বিশ্ব রক্ষণের নিমিত্ত আপনার প্রভাব বিখ্যাত রহিয়াছে ; বলিতে কি, আপ-  
নার প্রভাবে বিপদের পীড়া প্রশমিত হয় ; আপনি এই অখিল সংসার-সংহার নিমিত্ত কাল-  
রূপিণী হইয়া রহিয়াছেন, হে ঈশ ! মন্দমতি জনগণের মধ্যে কে আপনার আচরিত অবগত  
হইতে পারে ? ॥ ১৭ ॥ দিবাকর, আমি, যম, বরুণ, হতাশন, সমীরণ, মহানুভব মুনিগণ,  
আগম, নিগম, অধিক কি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও আপনার অতুল প্রভাব অবগত হইতে সমর্থ  
নহে । মাতঃ ! আমি আপনার চরণে নমস্কাব করি ॥ ১৮ ॥ উমে ! ঐহারা আপনার প্রতি

ধন্যাস্তু এব তব ভক্তিপর্য মহাস্তুঃ  
 সংসারদুঃখরহিতাঃ সুখসিন্ধুমায়াঃ ।  
 যে ভক্তিভাবরহিতা ন কদাপি দুঃখা-  
 ভ্রোথিং জনিক্ষয়তরঙ্গমুমে ! তরস্তি ॥ ১৯ ॥  
 যে বীজ্যমানাঃ সিতচামরৈশ্চ  
 ক্রীড়ন্তি ধন্যাঃ শিবিকাধিকৃতাঃ ।  
 তৈঃ পূজিতা ভ্ৰং কিল পূৰ্বদেহে  
 নানোপহারৈরিত্যি চিন্তয়ামি ॥ ২০ ॥  
 যে পূজ্যমানা বরবারণস্থা  
 বিলাসিনীরুন্দবিলাসযুক্তাঃ ।  
 সামন্তকৈশ্চোপনতৈত্র্যজস্তি  
 মন্থে হি তৈস্ত্বং কিল পূজিতাসি ॥ ২১ ॥  
 ব্যাস উবাচ ।

এবং স্তুতা মঘবতা দেবী বিশ্বেশ্বরী তদা ।  
 প্রাহুৰ্ভূব তরসা সিংহারুতা চতুর্ভুজা ॥ ২২ ॥

ধন্য ইতি । যে ভক্তিরহিতাস্তে জনিক্ষয়তরঙ্গবস্ত্বং দুঃখাভ্রোথিং হে উমে ন কদাপি  
 তরস্তি ॥ ১৯—২৮ ॥

ভক্তিপরায়ণ, তাঁহারাই ধন্য, এবং তাঁহারাই মহানু, তাঁহারা সংসারদুঃখ বিরহিত হইয়া  
 সতত সুখসমুদ্রে মগ্ন হইয়া থাকেন । আর যাহারা আপনার প্রতি ভক্তিবিশীন, তাহারা  
 জন্মমূহাস্বরূপ তরঙ্গসম্বিত দুঃখসমুদ্র পার হইতে কদাচই সমর্থ হয় না ॥ ১৯ ॥ হে দেবি !  
 যাহারা সতত স্বেচ্ছাময় দ্বারা বীজ্যমান হইয়া থাকেন এবং যাহারা শিবিকাবাহণে  
 গমনাগমন করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই পূৰ্ব্বে নানাবিধ উপহারে আপনার পূজা  
 করিয়াছিলেন, স্ততরাং এ জন্মে তদমূৰূপ ফল পাইয়াছেন ইহা আমি বিবেচনা করিয়া  
 থাকি ॥ ২০ ॥ যাহারা মানবমণ্ডলে নিয়তই পূজা, যাহারা বরবারণারোহণে গমন করিয়া  
 থাকেন, যাহারা বিলাসিনীগণের বিলাস-রসে নিমগ্ন হইয়া আনন্দ অমুভব করেন, যাহারা  
 অধীনস্থ সামন্তগণে পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করিয়া থাকেন, হে দেবি ! আমি বিবেচনা  
 করিয়া থাকি যে, তাঁহারা পূৰ্ব্বে আপনার পূজা করিয়াছিলেন, তৎকালে ঐ সকল  
 সুখসম্পত্তি লাভের অধিকারী হইয়াছেন ॥ ২১ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন ! দেবরাজ এইরূপে স্তব করিতেছেন এরূপ সময়ে দেবী  
 সিংহারোহণে সহর প্রাচীরূত হইলেন । তাঁহার চতুর্ভুজ লক্ষ চক্র গদা ও পদ্মে অশোভিত,

শঙ্খচক্রগদাপদ্মান্ বিভ্রতী চারুলোচনা ।  
 রক্তাস্বরধরা দেবী দিব্যমাণ্যবিভূষণা ॥ ২৩ ॥  
 তাম্রবাচ স্ত্রান্ দেবী প্রসন্নবদনা গিরা ।  
 ভয়ং ত্যজন্ত ভো দেবাঃ ! শং বিধাশ্চে কিলানুনা ॥ ২৪ ॥  
 ইত্যুক্তা সা তদা দেবী সিংহারুঢ়াতিস্বন্দরী ।  
 জগন্ম তরসা তত্র যত্র দৈত্য্য মদাস্বিতাঃ ॥ ২৫ ॥  
 প্রহ্লাদপ্রমুখাঃ সর্বৈঃ দৃষ্টা দেবীং পুরঃস্থিতাম্ ।  
 উচুঃ পরস্পরং ভীতাঃ কিংকর্তব্যমিতস্তদা ॥ ২৬ ॥  
 দেবানাং রক্ষণার্থায় সম্প্রাপ্তা চণ্ডিকা কিল ।  
 মহিষাস্তকরী নুনং চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনী ॥ ২৭ ॥  
 নিহনিষ্যতি নঃ সর্বানশ্বিকা নাত্র সংশয়ঃ ।  
 বক্রদৃষ্ট্যা যয়া পূৰ্বে নিহতো মধুকৈটভো ॥ ২৮ ॥  
 এবং চিন্তাতুরান্ বীক্ষ্য প্রহ্লাদস্তাম্রবাচ হ ।  
 যোদ্ধব্যং নাথ গন্তব্যং পলায়্য দানবোত্তমাঃ ! ॥ ২৯ ॥  
 নমুচিন্তাম্রবাচাথ পলায়নপরানিহ ।  
 হনিষ্যতি জগন্মাতা রুষিতী কিল হেতিভিঃ ॥ ৩০ ॥

---

ন যোদ্ধব্যং কিন্তু পলায়্য গন্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ২৯—৩০ ॥

---

তদীয় লোচনত্রয় অতি মনোহর, তাঁহার পরিধান রক্তাস্বর এবং গলদেশ দিব্য মালায় বিভূ-  
 ষিত ॥ ২৩ ॥ দেবী প্রসন্নবদনে স্ত্রগণকে কহিলেন, দেবগণ ! তোমরা ভয় পরিত্যাগ কর,  
 এক্ষণে আমি তোমাদিগের মঙ্গল বিধান করিব ॥ ২৪ ॥ সেই দিব্য সুন্দরী সিংহারুঢ়া দেবী  
 স্ত্রগণকে উক্ত বাক্য বলিয়া যেখানে মদমত্ত অস্ত্রগণ অবস্থিত করিতেছিল, সেই স্থানে  
 গমন করিলেন ॥ ২৫ ॥ তখন প্রহ্লাদাদি অস্ত্রগণ, দেবীকে পুরস্থিত অবলোকন করিয়া ভয়-  
 ভীত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, এখন কি করা কর্তব্য ? এই চণ্ডিকা দেবগণের রক্ষণের  
 নিমিত্ত এই স্থানে আগমন করিয়াছেন ; ইনি মহিষাস্ত্র ও চণ্ডমুকে বিনাশ করিয়াছেন,  
 ইনিই বক্র দৃষ্টি দ্বারা পূৰ্বে মধুকৈটভকে সংহার করিয়াছিলেন । এক্ষণে এই অশ্বিকা  
 আমাদিগের সকলকেই বিনাশ করিবেন, সন্দেহ নাই ॥ ২৬—২৮ ॥ প্রহ্লাদ দানবগণকে  
 এইরূপ চিন্তাতুর অবলোকন করিয়া কহিলেন, হে দানবগণ ! এখন যুদ্ধ না করিয়া পলায়ন  
 করাই কর্তব্য । তখন নমুচিনামক দৈত্য, পলায়নপর দানবদিগকে কহিল, তোমরা  
 পলায়ন করিলে এই জগন্মাতা এখন করম্বত অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা তোমাদিগকে বিনাশ করি-



তথা কুরু মহাভাগ ! যথা ছুঃখং ন জায়তে ।

ব্রজাম্যদ্যৈব পাতালং তাং স্তুত্বা তদমুজ্জয়া ॥ ৩১ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ ।

স্তোমি দেবীং মহামায়াং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণীম্ ।

সর্বেষাং জননীং শক্তিং ভক্তানামভয়ঙ্করীম্ ॥ ৩২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যান্তা বিষ্ণুভক্তস্তু প্রহ্লাদঃ পরমার্থবিৎ ।

ভুক্তাব জগতাং ধাত্রীং কৃতাজ্জলিপুটস্তদা ॥ ৩৩ ॥

মালাসপর্বদাভাতি যন্তাং সর্বং চরাচরম্ ।

সর্বাধিষ্ঠানরূপায়ৈ তথৈহীং মূর্তয়ে নমঃ ॥ ৩৪ ॥

ত্বত্ত্বঃ সর্বমিদং বিশ্বং স্থাবরং জঙ্গমং তথা ।

অশ্চে নিমিত্তমাত্রাস্তে কর্তারস্তব নির্মিতাঃ ॥ ৩৫ ॥

নমো দেবি ! মহামায়ে ! সর্বেষাং জননী স্মৃতা ।

কো ভেদস্তব দেবেষু দৈত্যেষু স্বকৃতেষু চ ॥ ৩৬ ॥

দৈত্যান্ প্রত্যাঙ্ক প্রহ্লাদং প্রত্যাহ মহাভাগেতি ॥ ৩১—৩৩ ॥

মালাসপর্বদাভিতি । মালায়াং যথা সপর্বত্রমস্তম্ভচরাচরং যন্তাং তাতি তত্বে সর্বাধিষ্ঠানরূপ-  
রূপায়ৈ হীংকারমূর্তয়ে শ্রীভুবনেশ্বর্যৈ নমোহস্থিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

অশ্চে বুদ্ধবিশ্বাদয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

বেন ॥ ২৯—৩০ ॥ বাহা হউক, বাহাতে উভয়পক্ষ রক্ষা হয় তাহাই করা আমাদের কৰ্ত্তব্য ।

আমরা ভুবনেশ্বরীকে স্তুতি করিয়া তদীয় অমুজ্জা গ্রহণ পূৰ্ব্বক অদ্যই পাতালতলে গমন  
করিব স্থির করিয়াছি ॥ ৩১ ॥ তখন প্রহ্লাদ কহিলেন, আমি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারিণী,  
সর্বজননী, ভক্তগণের অভয়দায়িনী মহামায়ার স্তব করিতেছি ॥ ৩২ ॥

ব্যাস বলিলেন, এই বলিয়া পরমার্থতত্ত্ববিৎ বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদ কৃতাজ্জলিপুটে দেবী  
জগদ্ধাত্রীর স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥ মালা দর্শনে বেরূপ সৰ্প বলিয়া জন্ম হয়, তাহার  
স্তায় বাহার আশ্রয়ে এই চরাচর শোভা পাইতেছে, যিনি এই অশ্বিলের অধিষ্ঠানরূপা, সেই  
হীংকারবীজমূর্তি ভুবনেশ্বরীকে আমি নমস্কার করি ॥ ৩৪ ॥ হে দেবি ! আপনা হইতেই স্থাবর  
জঙ্গমাদি এই অশ্বিল বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে, ব্রহ্মা বিহীন প্রতৃতি নিমিত্ত কর্তা মাত্র,  
বাস্তবিক, আপনি সৃষ্টাদি কার্যের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে সৃষ্ট করিয়াছেন ॥ ৩৫ ॥ হে মহা-  
মায়ের ! আমি আপনাকে নমস্কার করি। আপনি সকলের জননী, যখন সূর ও অম্ববর্ণ  
সকলই আপনার সৃষ্ট, তখন আর আপনার দৃষ্টিতে দেবতা ও দৈত্যগণের বিত্তরতা

মাতুঃ পুত্রেষু কো ভেদোহ্যপ্যন্তেষু শুভেষু চ ।  
 তথৈব দেবেষু স্ম্যাসু ন কর্তব্যস্তয়াধুনা ॥ ৩৭ ॥  
 যাদৃশান্তাদৃশা মাতঃ ! স্তুতান্তে দানবাঃ কিল ।  
 যতস্ত্বং বিশ্বজননী পুরাণেষু প্রকীৰ্ত্তিতা ॥ ৩৮ ॥  
 তেহপি স্বার্থপরা নুনং তথৈব বয়মপ্যুত ।  
 নাস্তরং দৈত্যস্রয়োৰ্ভেদোহয়ং মোহসম্ভবঃ ॥ ৩৯ ॥  
 ধনদারাদিভোগেষু নয়ং সন্তা দিবানিশম্ ।  
 তথৈব দেবা দেবেশি ! কো ভেদোহস্রদেবয়োঃ ॥ ৪০ ॥  
 তেহপি কষ্টপদায়াদা বয়ং তৎসম্ভবাঃ কিল ।  
 কুতো বিরোধস্তু তিজ্জাতা মাতস্ত্বাধুনা ॥ ৪১ ॥  
 ন তথা বিহিতং মাতস্ত্বয়ি সৰ্বসমুদ্ভবে ! ।  
 সাম্যতৈব স্ময়া স্থাপ্যা দেবেষু স্ম্যাসু চৈব হি ॥ ৪২ ॥  
 গুণব্যতিকরাং সৰ্বৈ সমুৎপন্নাঃ স্রাস্রাঃ ।  
 গুণাঘ্নিতা ভবেয়ুস্তে কথং দেহভূতোহমরাঃ ॥ ৪৩ ॥

সৰ্বৈবামিতি । দেবাদীনাম্ দৈত্যাদীনাম্ চেত্যর্থঃ । তদা যেন কৃতেষু দেবেষু দৈত্যেষু  
 কো ভেদঃ । ভেদো নাপেক্ষিত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৬—৪১ ॥

ন তথেন্তি । হে সৰ্বসমুদ্ভবে সৰ্বকারণে স্ময়ি ন তথা বিরোধকর্তৃত্বং বিহিতং শাস্ত্রেণে-  
 ত্যর্থঃ । তর্হি কিং তদাহ সাম্যতৈবেতি ॥ ৪২—৪৩ ॥

কিরূপে সম্ভবে ? ॥ ৩৬ ॥ যখন উক্তম ও অধম পুত্রগণের মধ্যে মাতার ভেদবুদ্ধি দৃষ্ট হয় না,  
 তখন দেবগণকে ও আমাদিগকে ভিন্নভাবে দর্শন না করেন, ইহাই আমার প্রার্থনা ॥ ৩৭ ॥  
 দেবি ! আপনি অখিল পুরাণে বিশ্বজননী বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন, অতএব মাতঃ ! দেবগণ  
 আপনায় যেরূপ পুত্র আমরাও সেইরূপ ॥ ৩৮ ॥ জননি ! ঊহারাও যেরূপ স্বার্থপর, আমাদেরও  
 স্বার্থ সেই প্রকার ; স্তুতান্তে দৈত্য ও দেবগণের মধ্যে কোনও ভেদ নাই, তবে যদি কেহ  
 ভেদবুদ্ধি করেন, তাহা প্রাস্তিমূলক ॥—৩৯ ॥ দেবি ! ধনদারাদি বিষয়ভোগে আমরা যেরূপ  
 দিবারাত্রি আসক্ত, দেবগণও সেইরূপ ; হে দেবেশি ! তবে অস্রগণের সহিত দেবগণের  
 কি ভেদ আছে ? ॥ ৪০ ॥ মাতঃ ! ঊহারাও কষ্টপ মহর্ষির পুত্র, আমরাও তদান্বিত, অতএব  
 এবিষয়ে আপনায় যেহেতু বৈলক্ষণ্য কিরূপে হইতে পারে ? ॥ ৪১ ॥ হে বিশ্বজননি ! আপনাতে  
 সৰূপ বিরোধ বিধান কোথাও দৃষ্ট হয় না । অতএব আপনি দেবগণের ও অস্রগণের মধ্যে  
 সাম্যভাবে স্থাপন করুন ॥ ৪২ ॥ স্রগণ ও অস্রগণ, সকলেই গুণ-সমূহ-সংযোগে উৎপন্ন হই-  
 য়াছেন, তবে অস্রগণ দেহধারী হইয়া কিরূপে অধিক গুণাঘ্নিত হইতে পাবেন ? ॥ ৪৩ ॥

কামঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ সর্বদেহেষু সংস্থিতাঃ ।  
 বর্তন্তে সর্বদা তস্মাৎ কোহবিরোধী ভবেজ্জনঃ ॥ ৪৪ ॥  
 ত্বয়া মিথো বিরোধোহয়ং কল্পিতঃ কিল কৌতুকাৎ ।  
 মন্যামহে বিভেদেন নুনং যুদ্ধাদিদৃক্সয়া ॥ ৪৫ ॥  
 অন্যথা খলু ভ্রাতৃণাং বিরোধঃ কীদৃশোহনঘে ! ।  
 ত্বন্ধেম্নেচ্ছসি চামুণ্ডে ! বীক্ষিতুং কলহং কিল ॥ ৪৬ ॥  
 জানামি ধর্ম্যং ধর্ম্যজ্ঞে ! ব্রুয়িষ্যে চাহং শতক্রতুম্ ।  
 তথাপি কলহোহস্মাকং ভোগার্থং দেবি ! সর্বথা ॥ ৪৭ ॥  
 একঃ কোহপি ন শাস্তান্তি সংসারে ত্বাং বিনাম্বিকে ! ।  
 স্পৃহাবতন্তু কঃ কৰ্ত্তুং ক্ষমতে বচনং বুধঃ ॥ ৪৮ ॥  
 দেবাসু রৈরয়ং সিদ্ধুর্ম্মথিতঃ সময়ে কচিৎ ।  
 বিষ্ণুনা বিহিতো ভেদঃ স্ত্যধারত্বচ্ছলেন বৈ\* ॥ ৪৯ ॥  
 ত্বয়্যাসৌ কল্পিতঃ শৌরিঃ পালকত্রে জগদগুরুঃ ।  
 তেন লক্ষ্মীঃ স্বয়ং লোভাদপ্হীতামরত্মন্দরী ॥ ৫০ ॥  
 ঐরাবতস্তথৈন্দ্রেণ পারিজাতোহথ কামধুক্ ।  
 উচ্চৈঃশ্রবাঃ সুরৈঃ সৰ্বৈঃ গৃহীতং বৈষ্ণবোচ্ছয়া ॥ ৫১ ॥

কঃ অবিরোধীতি ছেদঃ । তব গুণমহিমা এবায়ং বক্রিরাধকর্ষমিতি ভাবঃ ॥ ৪৪—৫১

সকল দেহেই কাম, ক্রোধ ও লোভ প্রভৃতির অধিকার আছে, তবে কোন্ ব্যক্তি অবিরোধী  
 হইয়া থাকিতে সমর্থ হয় ? ॥ ৪৪ ॥ আমরা মনে করিতেছি, আপনিই কৌতুকবশে যুদ্ধ দর্শন  
 করিবার নিমিত্ত আমাদের পরস্পর ভেদ ঘটাইয়া এই বিরোধ উপস্থিত করাইয়াছেন ॥ ৪৫ ॥  
 নতুবা হে চামুণ্ডে ! যদি আমাদের কলহ দর্শন করিতে আপনার ইচ্ছা না হইবে, তবে আমরা  
 ভ্রাতৃগণে পরস্পর বিরোধ করিব কেন ? ॥ ৪৬ ॥ দেবি ! ধর্ম্য ও জানি, শতক্রতুকেও জানি,  
 তথাপি বিষয়সম্ভোগার্থ আমাদের সর্বদাই কলহ হইয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥ হে অম্বিকে ! এই  
 সংসারে তোমা ব্যতিরেকে অন্য কাহাকেও নিখিলশাসনকর্ত্তা দৃষ্ট হয় না । বীহারী স্পৃহাবান্  
 তাঁহাদের বাক্য প্রতিপালন করিতে কোন্ পণ্ডিত ব্যক্তি সমর্থ হইতে পারেন ॥ ৪৮ ॥ মাতঃ !  
 কোনও সময়ে দেবতা ও অনুরগণে মিলিত হইয়া সমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন, সেই সময়  
 বিষ্ণু স্ত্যধারত্ব-বটন-চ্ছলে দেব ও অনুর মধ্যে পরস্পর ভেদ ঘটাইয়া দিলেন ॥ ৪৯ ॥ মাতঃ !  
 আপনি তাঁহাকেই জগদগুরু ও জগতের পালনকর্ত্তা করিয়াছেন । তিনি লোভবশতই

অনয়ং তাদৃশং কৃত্বা জাতা দেবাস্তু সাধবঃ ।  
 অত্মায়িনঃ সুরা নূনং পশ্য স্বং ধৰ্ম্মলক্ষণম্ ॥ ৫২ ॥  
 সংস্থাপিতাঃ সুরা নূনং বিষ্ণুনা বহুমানিনা ।  
 নূনং দৈত্য্যঃ পরাভুবন্ পশ্য স্বং ধৰ্ম্মলক্ষণম্ ॥ ৫৩ ॥  
 ক ধৰ্ম্মঃ কীদৃশো ধৰ্ম্মঃ ক কার্য্যং ক চ সাধুতা ।  
 কথয়ামি চ কস্তাগ্রে সিদ্ধং মৈমাংসিকং মতম্ ॥ ৫৪ ॥  
 তার্কিকা যুক্তিবাদজ্ঞা বিধিজ্ঞা বেদবাদকাঃ ।  
 উক্তা সকৰ্ত্তৃকং বিশ্বং বিবদন্তে জড়াত্মকাঃ ॥ ৫৫ ॥  
 কৰ্ত্তা ভবতি চেদস্মিন্ সংসারে বিততে কিল ।  
 বিরোধঃ কীদৃশস্তত্ত্ব চৈককস্মগি বৈ মিথঃ ॥ ৫৬ ॥  
 বেদে নৈকমতিঃ কস্মাৎ শাস্ত্রেষপি তথা পুনঃ ।  
 নৈকবাক্যং বচন্তেষামপি বেদবিদাং পুনঃ ॥ ৫৭ ॥

সংস্থাপিতাঃ । স্বস্থানেষিতি শ্বেষঃ ॥ ৫২—৫৩ ॥

মৈমাংসিকমিতি । নিরীক্ষরং মতমিত্যর্থঃ ॥ ৫৪—৫৫ ॥

অমরেন্দ্রবীরী লক্ষ্মীদেবীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৫০ ॥ দেবরাজ ইন্দ্র ঐরাবত, পারিজাত,  
 কামধেনু, উচ্চৈশ্রবা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপে বিষ্ণুর ইচ্ছায় সুরগণ অত্যাশ্রিত উত্তম  
 উত্তম সামগ্রী সকল গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৫১ ॥ কি আশ্চর্য্য ! এতাদৃশ অনাধ্য কার্য্য করিয়াও  
 দেবগণ সাধু হইলেন, বস্তুত দেবগণই অস্ত্রায়কারী তদ্বিশয়ে সন্দেহ নাই। দেবি ! আপনি  
 এ বিষয়ে যথার্থ ধৰ্ম্ম কি তাহা অবলোকন করুন ॥ ৫২ ॥ বহমানী বিষ্ণু দেবতাদিগকে  
 স্বপদে সংস্থাপিত এবং দৈত্যগণকে পরাভূত করিয়াছেন। হে দেবি ! আপনি এ বিষয়ে  
 ধৰ্ম্মলক্ষণ অবলোকন করুন ॥ ৫৩ ॥ ধৰ্ম্ম কোথায় ? ধৰ্ম্ম কীদৃশ ? ধৰ্ম্মের কার্য্যই বা  
 কি ? সাধুতাই বা কীদৃশ ? আপনি বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া দেখুন কাহাদের ধৰ্ম্মলক্ষণ  
 ইহা আছে ? কাহাদের বা সাধুতা প্রকাশ পাইয়াছে, কাহাদের জয় বা পরাজয় হওয়া উচিত ;  
 কারণ এই সমুদায় বিবেচনা করিতে আপনি বিশেষরূপে সমর্থ। হায় ! মীমাংসকদিগের  
 সিদ্ধান্ত কাহার সম্মুখেই প্রকাশ করি ? বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই জগৎ বিবাদের  
 ক্ষেত্র ; কারণ, তার্কিকগণ যুক্তিপথের পক্ষপাতী, বেদবাদী বিধিমাগের অমুবর্ত্তী এই সকল  
 হুলবুদ্ধিগণ এই সংসারকে একজনের কর্ত্তৃত্বে সৃষ্ট ও পালিত বলিয়া স্বীকার করে, ও পর-  
 স্পরে বিরোধ করিয়া থাকে ॥ ৫৪—৫৫ ॥ যদি এই অনন্ত সুবিস্তৃত সংসারে একজন  
 কর্ত্তাই থাকিবে, তবে এক কার্য্যে পরস্পরের মতভেদ ও বিরোধ ঘটবে কেন ? বেদে কি  
 ঈশ একামত দৃষ্ট হয় না এবং শাস্ত্রসকলেরও মত কি অজ্ঞ ভিন্ন ভিন্ন, বেদবিদগণের

যতঃ স্বার্থপরং সর্বং জগৎ স্বাবরজঙ্গমম্ ।

নিঃস্পৃহঃ কোহপি সংসারে ন ভবেন্ন ভবিষ্যতি ॥ ৫৮ ॥

শশিনাথ গুরোৰ্ভাৰ্য্যা হতা জ্ঞান্বা বলাদপি ।

গৌতমস্ত তথেক্ষেণ জ্ঞানতা ধৰ্ম্মনিষ্ঠয়ম্ ॥ ৫৯ ॥

গুরুণামুজ্জভাৰ্য্যা চ ভূক্তা গৰ্ভবতী বলাৎ ।

শপ্তো গৰ্ভগতো বালঃ কৃতশ্চাক্ষুস্তথা পুনঃ ॥ ৬০ ॥

বিষ্ণুনা চ শিরশ্ছিষ্মং রাহোশ্চক্রেণ বৈ বলাৎ ।

অপরাধং বিনা কামং তদা সত্ত্বতাম্বিকে ! ॥ ৬১ ॥

পৌত্রো ধৰ্ম্মবতাং শূরঃ সত্যব্রতপরায়ণঃ ।

যজ্ঞা দানপতিঃ শান্তঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্বপূজকঃ ॥ ৬২ ॥

কৃষ্ণাথ বামনং রূপং হরিণা ছলবেদিনা ।

বক্ৰিতোহসৌ বলিঃ সৰ্বং হতং রাজ্যং পুরা কিল ॥ ৬৩ ॥

তথাপি দেবান্ ধৰ্ম্মস্থান্ প্রবদন্তি মনীষিণঃ ।

জয়ন্তি চাটুবাদাশ্চ ধৰ্ম্মবাদাঃ কয়ং গতঃ ॥ ৬৪ ॥

ক্রোধেনাহ বেদে নৈকমতিরিত্তি ॥ ৫৬—৫৭ ॥

শপ্তো গৰ্ভগতো বাল ইতি । অয়ং ভাবঃ বৃহস্পতিনা কনিষ্ঠবন্ধোরানন্তস্ত কামিনী ভূক্তা । চকারাচ্ছোষ্ঠবন্ধোকতথাস্ত কামিনী মনতা নারী গৰ্ভবতী বলাদুক্তা তত্র যদা তাং বলা-  
নৈধুনাৰ্থং জগ্নোহ তদা গৰ্ভস্থ বাল উবাচাত্ম স্থলমতিসমুচিতং বিতীৰ্য্যো গৰ্ভো ন স্বাত্তি

অভিপ্রায়েরও অনৈক্য কি অস্ত্র দেখা যায় ? ॥ ৫৬—৫৭ ॥ হে দেবি ! এই স্বাবরজঙ্গমাত্মক  
অখিল জগৎ স্বার্থপর, এই কারণেই উক্ত প্রকার মত বিপর্যয় ঘটনাছে সম্ভব নাই । এই  
সংসারে স্পৃহাহীন ব্যক্তি হয় নাই ও হইবে না ॥ ৫৮ ॥ দেখুন, নিশাকর জানিয়া তুমিও  
বলপূৰ্ব্বক গুরু ভাৰ্য্যা হরণ করিলেন ; ইক্ষ্বাকের তত্ত্ব নিশ্চয় জানিয়াও গৌতমের ভাৰ্য্যা  
হরণ করিলেন ; দেবশুক অশ্বকের ভাৰ্য্যাতে বলপূৰ্ব্বক গমন করিলেন, এবং জ্যোতের  
গৰ্ভিণী ভাৰ্য্যাকে বলাৎকার করিয়া গৰ্ভগত বাণককে শাপ দিয়া অন্ধ করিয়া রাখিলেন ।  
অধিক কি, সত্ত্বগুণাবলী বিষ্ণু, বিনাপরাধে বলপূৰ্ব্বক রাহব মত্তক ছেদন করিলেন । হে  
অম্বিকে ! ধার্মিকগণের অগ্রগণ্য, সত্যব্রতপরায়ণ, বজ্রশীল, বদান্ত, শান্ত, সৰ্ব্বজ্ঞ মনীর পৌত্র  
বলি যিনি সকলেরই সম্মান রক্ষা করিয়া থাকেন ; ছলাবলধী হরি, বামনরূপ ধারণ পূৰ্ব্বক  
তাহাকে বধনা করিয়া তদীয় সন্তত রাজ্য হরণ করিয়া লইলেন । হায় ! তথাপি মনীষিণ,  
বেবতাম্বিকে ধৰ্ম্মসংস্থাপনকর্তা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, কি আশ্চর্য্য ! এই জগতে  
বাহার চাটুকর তাহাদেরই জয়, আর বাহারা ধৰ্ম্মার্থ ধৰ্ম্মবাদী তাহাদের ক্ষয় ॥ ৫৯—৬৪ ॥

এবং জ্ঞাত্বা জগন্মাতর্যথেষ্টসি তথা কুরু ।

শরণা দানবাঃ সর্বে জহি বা রক্ষ বা পুনঃ ॥ ৬৫ ॥

শ্রীদেব্যাচ ।

সর্বে গচ্ছত পাতালং তত্র বাসং যথেষ্পিতম্ ।

কুরুধ্বং দানবাঃ ! সর্বে নির্ভয়া গতমশ্ববঃ ॥ ৬৬ ॥

কালঃ প্রতীক্ষ্যো যুগ্মাভিঃ কারণং স শুভেহশুভে ।

অনির্বেদপরাণাং হি স্তৃণং সর্বত্র সর্বদা ॥ ৬৭ ॥

ত্রৈলোক্যস্য চ রাজ্যোহপি ন স্তৃণং লোভচেতনাম্ ।

কুতেহপি ন স্তৃণং পূর্ণং সম্পূহাণাং ফলৈরপি ॥ ৬৮ ॥

তস্মাত্যত্না মহীমেতাং প্রয়াস্ত্বদ্য মহীতলম্ ।

মমাজ্ঞাং পুরতঃ কৃদ্ধা সর্বে বিগতকল্যাণাঃ ॥ ৬৯ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং দেব্যাস্তথেষ্ট্যত্না রসাতলম্ ।

প্রণম্য দানবাঃ সর্বে গতাঃ শক্ত্যাভিরক্ষিতাঃ ॥ ৭০ ॥

ততো মৈথুনং মা কুর্ন্বতি । তদগণয়িত্বা তথৈব মৈথুনং কৃতবাংস্তদ্বীর্ঘং গর্ভস্থবালঃ পদা-  
ঘাতেন বহিস্কিঞ্চিপ । ততঃ ক্রুদ্ধো বৃহস্পতিষ্মন্ধো ভবেতি গর্ভস্থবালকং শশাপেতি  
ভারতে ইয়ং কথা প্রসিদ্ধা ॥ ৬০-৬৭ ॥

হে দেবি ! আপনি জগতের মাতা এই সকল বিবেচনা করিয়া যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই  
করুন । জানিবেন, দানবগণ সকলেই আপনার শরণাপন্ন, এক্ষণে তাহাদিগকে বধ কিংবা  
রক্ষা করা, যাহা ইচ্ছা হয় করুন ॥ ৬১—৬৪ ॥

দেবী কহিলেন, দানবগণ ! তোমরা সকলে সমরজনিত ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্বক নির্ভয়ে  
পাতালপুরে গমন কর এবং তথায় যথেষ্ট বাস করিতে থাক ॥ ৬৬ ॥ তোমরা এক্ষণে  
শুভ ও অশুভ প্রাপ্তির কারণস্বরূপ কালের প্রতীক্ষা কর ; জানিও, যাহারা নির্বেদ-  
পরায়ণ ও বিরাগী, তাহাদের সর্বদাই সকল স্থানেই স্তৃণ বিদ্যমান আছে ॥ ৬৭ ॥ যাহাদের  
মানস লোভাক্রষ্ট, তাহারা ত্রৈলোক্যরাজ্য প্রাপ্ত হইয়াও স্তৃণলাভ করিতে সমর্থ হয় না ।  
অধিক কি সত্যযুগেও লোভপরায়ণ ব্যক্তিগণ ফলপ্রাপ্ত হইলেও স্তৃণলাভ করিতে পারেন  
নাই ॥ ৬৮ ॥ অতএব তোমরা বিগতপাপ হইয়া আমার আজ্ঞা মন্তকে ধারণ পূর্বক  
মহীতল পরিত্যাগ করিয়া পাতালতলে গমন কর ॥ ৬৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, দানবগণ দেবীর বচন শ্রবণ করিয়া তাহার বাক্য শিরোধার্য্য করিল  
এবং তাহাকে প্রণাম করিয়া ও তৎকর্তৃক প্রতিপালিত হইয়া পাতালতলে গমন করিল ॥ ৭০ ॥

অন্তর্দধে ততো দেবী দেবাঃ স্বভবনং গতাঃ ।

ত্যক্ত্বা বৈরং স্থিতাঃ সর্বৈ তে তদা দেবদানবাঃ ॥ ৭১ ॥

এতদাখ্যানমখিলং যঃ শৃণোতি বদত্যথ ।

সর্বদুঃখবিনিমুক্তঃ প্রয়াতি পদমুত্তমম্ ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে  
দেবদানবযুদ্ধশান্তিকথনং নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

কুতেহপি কৃতযুগেহপি সম্পূহাণাং ফলৈঃ প্রাপ্তৈরপি ন স্মৃণমিত্যশ্বয়ঃ ॥ ৬৮—৭২ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

তদনন্তর দেবী অন্তর্ধান হইলেন এবং দেবগণও নিজ নিজ ভবনে গমন করিলেন । এই-  
রূপে দেব ও দানবগণ পরস্পর বৈরভাব পরিহার পুরঃসর অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ৭১ ॥  
মহারাজ ! যে ব্যক্তি এই আখ্যান শ্রবণ বা পাঠ করে, সে সর্ববিধ দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া  
পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৭২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-

ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে সুরাসুরসংগ্রামশান্তি নামক

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## ষোড়শোঃধ্যায়ঃ ।

জনমেজয় উবাচ ।

ভৃগুশাপান্মুনিশ্ৰেষ্ঠ ! হরেরদ্বুতকৰ্ম্মণঃ ।

অবতারাঃ কথং জাতাঃ কস্মিন্মন্বন্তরে বিভো ! ॥ ১ ॥

বিস্তরান্বদ ধৰ্ম্মজ্ঞ ! অবতারকথাং হরেঃ ।

পাপনাশকরীং ব্রহ্মন্ ! শুভাং সৰ্ব্বস্বখাবহাম্ ॥ ২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

শৃণু রাজন্ ! প্রবক্ষ্যামি অবতারান্ হরেষ্থথা ।

যস্মিন্মন্বন্তরে জাতা যুগে যস্মিন্মরাধিপ ! ॥ ৩ ॥

যেন রূপেণ যৎ কার্য্যং কৃতং নারায়ণেন বৈ ।

তৎ সৰ্বং নৃপ ! বক্ষ্যামি সংক্ষেপেণ তবাধুনা ॥ ৪ ॥

ধৰ্ম্মশ্ৰেয়াবতারোহৃচ্চাক্ষুষে মনুসম্ভবে ।

নরনারায়ণৌ ধৰ্ম্মপুত্রৌ খ্যাতৌ মহীতলে ॥ ৫ ॥

অথ বৈবস্বতাখ্যেহস্মিন্ দ্বিতীয়ে তু যুগে পুনঃ ।

দত্তাত্রেয়োহবতারোহত্রেঃ পুত্রত্বমগমন্ধরিঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তবিংশতিরৌকট পৰাবাসাঃ পরেচ্ছমা ।

হরেন্নানাবতারান্তে মায়া ইতি কথ্যতে ॥

ভৃগুশাপং সোপস্বয়ং শ্রবানন্তরং তচ্ছাপেন বিকোরবতারাঃ কস্মিন্ কস্মিন্ যুগে কতি-  
জাতা ইতি পৃচ্ছতি ভৃগুশাপাদিতি ॥ ১—৪ ॥

চাক্ষুষে মনুসম্ভবে চাক্ষুষমন্বন্তরে ॥ ৫ ॥

অথেনি । দ্বিতীয়ে যুগে বৈবস্বতে মন্বন্তরে ইত্যর্থঃ । অত্রেঃ পুত্রত্বং হরিগমং স দত্তা-  
ত্রেয়াবতার ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

জনমেজয় কহিলেন, হে বিভো ! ভৃগু-শাপনিবন্ধন বিচিত্রকৰ্ম্ম । হরি কোন্ মন্বন্তরে  
কোন্ অবতারে কি প্রকারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ? হে ধৰ্ম্মজ্ঞ ! আপনি পাপনাশিনী সৰ্ব্ব-  
স্বখদায়িনী ও কল্যাণবিদায়িনী সেই হরির অবতার-কথা বিস্তার পূৰ্ব্বক কীৰ্ত্তন করুন ॥ ১-২ ॥

ব্যাস বলিলেন, হে নরেন্দ্র ! যে যে মন্বন্তরে ও যে যে যুগে ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া-  
ছিলেন, তৎ সমুদায় বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥ ভগবান্ নারায়ণ যে আকার ধারণ  
করিয়া যে যে কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমি সংক্ষেপে তৎসমুদায় তোমার  
নিকটে বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৪ ॥ চাক্ষুষ মন্বন্তরে ধর্ম্মের অবতার প্রকাশিত হয়, তাহাতে  
নরনারায়ণ নামক ধর্ম্মপুত্রময় অবতীর্ণ হইয়া মহীতলে বিখ্যাত হইয়াছিলেন ॥ ৫ ॥ অনন্তর,



ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা রুদ্রজ্যোত্স্বী দেবসন্তমাঃ ।  
 পুঞ্জত্বমগমন্ ভূপ ! তস্তাত্রের্ভাৰ্য্যা বৃত্তাঃ ॥ ৭ ॥  
 অনসূয়াত্রিপত্নী চ সতীনামুত্তমা সতী ।  
 যয়া সম্প্রার্থিতা দেবাঃ পুঞ্জত্বমগমংজয়ঃ ॥ ৮ ॥  
 ব্রহ্মাভুৎ সোমরূপস্ত দত্তাত্রেয়ো হরিঃ স্বয়ম্ ।  
 দুৰ্দ্ধাসা রুদ্ররূপোহনৌ পুঞ্জত্বং তে প্রপেদিরে ॥ ৯ ॥  
 নৃসিংহস্তাবতারস্ত দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে ।  
 চতুৰ্থে ভু যুগে জাতো ত্রিধারূপো মনোহরঃ ॥ ১০ ॥  
 হিরণ্যকশিপোঃ সম্যগ্ধায় ভগবান্ হরিঃ ।  
 চক্রে রূপং নারসিংহং দেবানাং বিশ্বয়প্রদম্ ॥ ১১ ॥  
 বলেনিয়মনার্থায় ত্রেষ্ঠে ত্রেতায়ুগে তথা ।  
 চকার রূপং ভগবান্ বামনং কণ্ঠপান্মুনেঃ ॥ ১২ ॥  
 ছলয়িত্বা মখে ভূপং রাজ্যং তস্য জহার হ ।  
 পাতালে স্থাপয়ামাস বলিং বামনরূপধৃক্ ॥ ১৩ ॥

অত্রের্ভাৰ্য্যা বৃত্তাঃ প্রার্থিতাঃ ॥ ৭ ॥

তদেবাহ অনসূয়েতি ॥ ৮—৯ ॥

বর্তমান বৈবস্বত মন্তর অধিকার কালে দ্বিতীয়যুগে ভগবান্ হরি, অত্রি ঋষির পুত্র হইয়া  
 দত্তাত্রেয় নামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ৬ ॥ অত্রিপত্নী অনসূয়া, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র এই তিন  
 প্রাণন দেবতাকে সন্তান রূপে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তদনুসারে তাঁহারা অবিপত্নীর কামনা  
 পূর্ণ করিতে তাঁহার গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করেন ॥ ৭ ॥ অনসূয়া, সতীদিগের মধ্যে ত্রেষ্ঠা,  
 অতএব তিনি প্রার্থনা করিবারাজি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তাঁহার পুত্র হইতে স্বীকার  
 করেন ॥ ৮ ॥ তদন্থে ব্রহ্মা সোমরূপে, স্বয়ং হরি দত্তাত্রেয়রূপে এবং রুদ্রদেব দুৰ্দ্ধাসারূপে  
 প্রাক্কৃত হইয়াছিলেন ॥ ৯ ॥ চতুৰ্থ যুগে ভগবান্ দেবতাদিগের কার্য্যসাধন নিমিত্ত মনোহর  
 হিরণ্য, অর্থাৎ যুগেন্দ্রমুখ ও অবশিষ্টাক নরাকার, ধারণ করিয়া নৃসিংহরূপে অবতীর্ণ হইয়া-  
 ছিলেন ॥ ১০ ॥ তিনি হিরণ্যকশিপুয় বিনাশ নিমিত্তই দেবগণেরও বিশ্বয়কর নরসিংহ  
 মূর্তিতে অবতীর্ণ হন ॥ ১১ ॥ ভগবান্ হরি, বলির প্রভাব প্রশমিত করিবার নিমিত্ত যুগশ্রেষ্ঠ  
 ত্রেতার মহর্ষি কল্পপের ঔরসে বামনরূপ ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ১২ ॥ সেই বামনরূপ-  
 ধারী হরি বজ্রহস্তে ছলপূৰ্ব্বক বলির রাজ্য হরণ করিয়া তাঁহাকে পাতালে সংস্থাপিত

যুগে চৈকোনবিংশেহথ ত্রেতাথ্যে ভগবান্ হরিঃ ।  
 জমদগ্নিস্থতো জাতো রামো নাম মহাবলঃ ॥ ১৪ ॥  
 ক্ষত্রিয়ান্তকরঃ শ্রীমান্ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ।  
 দত্তবান্ মেদিনীং কুংস্রাং কশ্যপায় মহাত্মনে ॥ ১৫ ॥  
 যো বৈ পরশুরামাখ্যো হরেরদ্রুতকৰ্ম্মণঃ ।  
 অবতারস্ত রাজেন্দ্র ! কথিতঃ পাপনাশনঃ ॥ ১৬ ॥  
 ত্রেতায়ুগে রঘোর্বংশে\* রামো দশরথাত্মজঃ ।  
 নরনারায়ণাংশৌ ঘৌ জাতৌ ভুবি মহাবলৌ ॥ ১৭ ॥  
 অষ্টাবিংশে যুগে শস্তৌ দ্বাপরেহর্জুনশৌরিণৌ ।  
 ধরাভারাবতারার্থং জাতৌ কৃষ্ণার্জুনৌ ভুবি ॥ ১৮ ॥  
 কৃতবশ্তৌ মহাযুদ্ধং কুরুক্ষেত্রেহতিদারুণম্ ।  
 এবং যুগে যুগে রাজস্রবতারা হরেঃ কিল ॥ ১৯ ॥  
 ভবন্তি বহবঃ কামং প্রকৃতেরনুরূপতঃ ।  
 প্রকৃতেরখিলং সর্বং বশমেতজ্জগজ্জয়ম্ ॥ ২০ ॥  
 যথেষ্টতি তথৈবেয়ং ভ্রাময়ত্যানিশং জগৎ ।  
 পুরুষস্ত প্রিয়ার্থং সা রচয়ত্যখিলং জগৎ ॥ ২১ ॥

দ্বিধাক্রপে মনুষ্যসিংহাস্বকঃ ॥ ১০—১২ ॥

এতে সর্বেহপ্যবতারাঃ শ্রীভগবতীচ্ছ্যৈব জায়ন্তে তদবীনৈবৈতেষাং চেষ্টেত্যাহ ভব-  
 জ্ঞীতি ॥ ২০—২২ ॥

করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥ অনন্তর ত্রেতানামক একোনবিংশ যুগে ভগবান্ হরি, জমদগ্নি ঋষির  
 মহাবল পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পরশুরাম নামে বিখ্যাত হন ॥ ১৪ ॥ তিনি রূপবান্ সত্যবাদী  
 ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন ; ঠাণ্ডা হইতেই ক্ষত্রিয়কুল নিস্কুলিত হয় এবং তিনি মহাত্মা কশ্যপ  
 ঋষিকে অখিল অবনীরাষ্ট্র্য সমর্পণ করিয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥ রাজেন্দ্র ! তিনিই অদ্রুতকৰ্ম্মা হরির  
 পরশুরাম নামক পাপ-বিনাশন অবতার ॥ ১৬ ॥ অনন্তর ভগবান্ হরি, ত্রেতায়ুগে রঘুকুলে  
 রামনামে দশরথ-পুত্ররূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন । তদনন্তর অষ্টাবিংশতি দ্বাপর যুগে নর-  
 নারায়ণের অংশে মহাবল অর্জুন ও কুরুক্ষেত্রে অবনীতলে জন্মগ্রহণ করেন । এই কৃষ্ণ ও  
 অর্জুন, ভূমির ভার নাশের নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করিয়া কুরুক্ষেত্রে অতি নিদারুণ সংগ্রাম  
 সমাধা করেন । রাজন্ ! এইরূপে যুগে যুগে হরির প্রকৃতির অস্বরূপ বহুতর অবতার হইয়া  
 থাকে । রাজেন্দ্র ! এই অখিল জগজ্জয়, প্রকৃতির বশেই অবস্থিত রহিয়াছে জানিবে ॥ ১৭-২০ ॥

সৃষ্টা পূরা হি ভগবান্ জগদেতচ্চরাচরম্ ।

সৰ্ব্বাদিঃ সৰ্ব্বগচ্চাসৌ দুজ্জৈয়ঃ পরমোহব্যয়ঃ ॥ ২২ ॥

নিরালম্বো নিরাকারো নিঃস্পৃহশ্চ পরাংপরঃ ।

উপাধিতস্ত্রিধা ভাতি যন্তাঃ সা প্রকৃতিঃ পরা ॥ ২৩ ॥

উৎপত্তিকালযোগাৎ সা ভিন্না ভাতি শিবা তদা ।

সা বিশ্বং কুরুতে কামং সা পালয়তি কামদা ।

কল্লাস্তে সংহরতে্যব ত্রিরূপা বিশ্বমোহিনী ॥ ২৪ ॥

তয়া যুক্তোহস্বজদ্বন্দ্বা বিষ্ণুঃ পাতি তয়াশ্বিতঃ ।

রুদ্রঃ সংহরতে কামং তয়া সংমিলিতঃ শিবঃ ॥ ২৫ ॥

যন্তা মায়াকৃপায়া উপাধিতস্ত্রিধা বৃদ্ধবিকৃকৃত্তেদেন সাধিকরাজসতামসভেদেন বা ভাতি পরমাত্মা সা মায়াপ্রকৃতিশব্দবাচ্যোত্যাঃ ॥ ২৩ ॥

নমু সা কিং বৃদ্ধাণো ভিন্না নেত্যাঃ উৎপত্তীতি । উৎপত্তিকালে যদা সা বহিমুখতাঃ প্রধাতি তদা সা ভিন্না ভাতি । অস্তমুখা তু বৃদ্ধাভিন্নেব বর্ততে ইতি ভাবঃ । সা বিশ্বমিতি ॥ ২৪—২৬ ॥

এই প্রকৃতি যেরূপ ইচ্ছা করিতেছেন, সেইকপেই জগতকে নিরন্তরই ভ্রমণ করাইতেছেন । প্রকৃতি, পুরুষের প্রিয়-সাধনার্থই নিরন্তর এই অখিল জগৎ রচনা করিয়া থাকেন ॥ ২১ ॥ যে মায়ার উপাধি হইতে পরাংপর, সৰ্ব্বাদি সৰ্ব্বগত দুজ্জৈয় পরম অব্যয় নিরবলম্বন নিরাকার নিঃস্পৃহ ভগবান্, এই চরাচর জগৎ সৃষ্টি করিয়া বৃদ্ধা বিষ্ণু মহেশ্বররূপে অথবা সাধিক রাজস ও তামসরূপে প্রতিভাত হইয়া আছেন, সেই মায়াকেই পরমা প্রকৃতি বলিখ জানিও ॥ ২২-২৩ ॥ সেই শিবা প্রকৃতি, উৎপত্তি ও কালযোগে ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন । সেই ত্রিরূপা বিশ্বমোহিনীই বিশ্বের সৃষ্টি ও পালন করিতেছেন, এবং কল্লাস্তে সংহার করিয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥ রাজন্ ! এই প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত হইলেই বৃদ্ধা সৃষ্টি বিষ্ণু পালন, এবং কল্যাণময় মহাদেব সংহার কার্য সাধন করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

\* সা বয়্যতি জগৎ কৃৎসং মায়াপালেন যোহিতম্ । অহং মমেতিপালেন হৃদয়েন বরাধিপ ।  
যোগিনো মুক্তসংস্কৃত মুক্তিকামা মুমুক্শবঃ । তামেব সমুপাসন্তে দেবীঃ বিশেষধরীঃ শিবাম্ ।  
বিদ্যাবিদ্যোতি তস্তা বৈ যে রূপে বিদ্ধি পার্থিব । বিদ্যায়্য মুচ্যতে জন্তুর্লভ্যতে চান্তরা পুনঃ ।  
বৃদ্ধা বিকৃষ্ট রুদ্রস্ত সর্কে তস্তা বশামুগাঃ । অবতারান্ প্রকীর্ত্তি যন্তিতা ইব দামতিঃ ।  
কদাচিত্ত স্থং ভূক্ত বৈকুণ্ঠে স্বীয়সাগরে । কদাচিত্ত কুরুতে বৃদ্ধঃ দানবৈর্কলবন্তরৈঃ ।  
হরিঃ কদাচিত্ত বজ্রান্ বৈ বিততান্ প্রকরোত্তি চ । কদাচিত্ত তপস্বীত্রঃ তীর্থে চরতি হরতঃ ।  
কদাচিত্তেতে শেবেহসৌ যোগনিদ্রামুপাশ্রিতঃ । ন যতন্তঃ কদাচিত্ত ভৃগবান্ যদুদনঃ ।  
তথা বৃদ্ধা তথা রুদ্রস্ত্রযোশ্চো বকণো যমঃ । কুবেরোহগ্নিঃ সমীরণ্ত তথাস্তে হরসন্তমঃ ।  
মুনয়ঃ সনকাদ্যন্ত বশিষ্ঠাদ্যন্তথা পরে । সর্কেহম্বাবশসা নিত্যং পাকালীব নটন্ত চ ।  
নসি শ্রোতা যথা পানঃ প্রচরন্তি বশামুগাঃ । তথৈব দেবতাঃ সর্কে কালপাশনিয়ন্তিতাঃ ।  
হর্লশোকাযো ভাবা বিদ্রাভশ্রালসাধয়ঃ । সর্কেযাঃ সর্কবা রাষ্ট্রম্ । দেহিনাঃ শ্বেহসংযুতাঃ ।  
অসরা বিজ্ঞরাঃ শ্রোক্তা দেবান্ত গ্রহকারকৈঃ । অভিধানন্ততর্কাতো বা ন তে হি তাপূষাঃ কচিৎ ॥

স। চৈবোৎপাদ্য কাকুৎস্থং পুরা বৈ নৃপসত্তমম্ ॥

কুত্রচিৎ স্থাপয়ামাস দানবানাম্ জয়ায় চ ॥ ২৬ ॥

এবমস্মিংশচ সংসারে স্তব্ধস্থঃখান্বিতাঃ কিল ।

ভবন্তি প্রাণিনঃ সর্বের্ বিধিতস্ত্রনিয়ন্ত্রিতাঃ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রায়াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

চতুর্থস্কন্ধে হরেরবতারকথনং নাম ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

এবং পূৰ্ব্বোক্তপ্রকারেণ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

তিনিই পুরাকালে নৃপসত্তম কাকুৎস্থকে উৎপাদন করিয়া দানবগণকে জয় করিবার নিমিত্ত কোনও স্থানে স্থাপিত করিয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥ মহারাজ ! এইরূপে প্রাণিগণ এই সংসারে বিধিনিয়মে আবদ্ধ হইয়া কখন স্থবী, কখন বা দ্বংখী হইয়া বিচরণ করিয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ

শ্রীমদভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে বিষ্ণুর অবতারবর্ণন

নামকষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

উৎপত্তিহিতনাশাখা ভাবা যেষাঃ নিরন্তরম্ । অমরান্তে কথং বাচ্য। নির্জরাস্ত পুনঃ কথম্ ॥  
 দুঃখাত্তিত্তা জায়ন্তে কালে যে দিবুধোত্তমাঃ । কথং দেবাঃ প্রবক্তব্য। বাসনাং ক্রীড়নং কথম্ ॥  
 ক্ষণাৎপত্তিনাশচ মৃত্যুতেহস্মিন্ন সংশয়ঃ । জলজানাক কীটানাং মশকানাং তথা পুনঃ ॥  
 তদুৎপত্তিরূপকথনে মাসায়াঃ সমঃ স্মৃতঃ । ততো বর্ধাযুষ্ণাশ্চ শতবর্ধাযুঃসত্ততঃ ॥  
 মনুষ্যাঃ অমরা দেবাস্তান্দ্রবৃক্ষাঃ পরঃ স্মৃতঃ । ব্রহ্মস্তুতত্তথা বিষ্ণুঃ ক্রমশ্চোত্তরোত্তরম্ ॥  
 নুনং দেহবতো লামশো মৃত্যোৎপত্তিরেব চ । চক্রবৎ ভ্রমণঃ রাজস্ব । সর্পেষাং নাত্র সংশয়ঃ ॥  
 মোহজালাবৃতো জড়মুচ্যতে ন কদাচন । মায়য়াং বিদ্যমানায়াঃ মোহজালং ন নশ্রুতি ॥  
 উৎপত্তিংকাল উৎপত্তিঃ সর্পেষাং নৃপ জায়তে । তথৈব নাপঃ কলান্তে ব্রহ্মাণীনাং বধাক্রমম্ ॥  
 নিমিত্তং বস্তু বরাণশে সংঘাতে পতিতঃ নৃপ । । নাস্তথা তত্ত্ববেদুঃখং বিধিনা নির্ধৃতম্ যৎ ॥  
 জন্ম মৃত্যুঃ স্থখং দুঃখং নির্ধৃতং জন্মমন্তবে । তত্তথৈব ভবেৎ কামঃ নাস্তথৈতি বিনির্গমঃ ॥  
 সর্পেষাং স্তব্ধদৌ দেবো অত্যাঙ্কো লপিত্যবিরো । ন নশ্রুতি তয়োঃ পীড়া যৎ কচিৎসাহসন্তবা ॥  
 ভাক্রমন্ত স্তুতো যন্তঃ কুরী চন্দ্রঃ কলকবান্ । পশু রাজস্ব ! বিধেস্তয়োঃ দুর্দারো মহতামপি ॥  
 বেদবর্ত্তাঃ অপছাত্তা বুদ্ধিদন্ত চতুর্ভুজঃ । সোহপি বিরবতাঃ প্রাপ্তৌ দৃষ্টৌ পুত্রৌঃ সবলন্তীম্ ॥  
 শিবস্তাপি মৃত্যু ভাৰ্য্যা সতী দম্ভা কলেবরম্ । মোহস্তবদুঃখস্তত্ত্বগুঃ কামার্জিত জনার্তিহা ॥  
 কামার্ভো দম্ভদেহন্ত কালিন্ধ্যাং পতিতঃ শিবঃ । সাপি শ্যামজলা জাতা তন্নিদ্রাঘবশা নৃপ । ॥  
 কামার্ভোরমমাপত্ত নরঃ সোপিত্ত্বপোর্কসম্ । গতঃ লগোথ ভূভুগা দৃষ্টৌ কামাতুরঃ ভূশম্ ॥  
 পতন্ত্যোঃ তে লিঙ্গং নির্লজ্জাধর্ম কামুক । । ভরসা পতিতঃ তত্ শিবন্ত বচনান্দ্রুনেঃ ॥  
 দুঃখিতোহসৌ তপস্তত্ত্ব । শঙ্করো লোকেশ্বরঃ । উপবেশে গিরেঃ পুত্রীং পার্বতীং চাতিমুল্লরীম্ ॥  
 বিষ্ণুঃ প্রাপ্য দেবকার্ধ্যং সজ্জাতো বৃষভঃ কিল । পশৌ চাত্যবতাপীক দানবৈর্নির্ধিতাং মুখা ।  
 ইন্দ্রোহপি চ ব্রহ্মা কাকুৎস্থঃ নৃপসত্তমম্ । ককুদ্বি স্থাপয়ামাস দানবানাম্ জয়ায় বৈ ॥

কচিৎ পুস্তকেষু ইত্যধিকপঠৌঃ দৃশ্যতে ॥

## সপ্তদশোঃধ্যায়ঃ ।

জনমেজয় উবাচ ।

বারাঙ্গনাস্তুয়া খ্যাতা নরনারায়ণাশ্রমে ।

একং নারায়ণং শাস্তং কাময়ানাঃ স্মরাতুরাঃ ॥ ১ ॥

শগু কামস্তদা জাতৌ মুনির্নারায়ণশ্চ তাঃ ।

নিবারিতো নরেণাথ জাজ্ঞা ধর্মবিদা মুনে ! ॥ ২ ॥

কিং কৃতং মুনিনা তেন ব্যসনে সমুপস্থিতে ।

তাভিঃ সঙ্কল্পিতেনার্থকামার্থাভির্ভূশং মুনে ! ॥ ৩ ॥

শক্রেণোংপাদিতাভিষ্চ বহুপ্রার্থনয়া পুনঃ ।

যাচিতেন বিবাহার্থং কিং কৃতং তেন জিঘৃক্সা ॥ ৪ ॥

ইত্যেতচ্ছোভুমিচ্ছামি চরিতং তস্য মোক্ষদম্ ।

নারায়ণস্য মে ব্রুহি বিস্তরেণ পিতামহ ! ॥ ৫ ॥

ব্যাস উবাচ ।

শগু রাজন্ ! প্রবক্ষ্যামি যথা তস্য মহাত্মনঃ ।

ধর্মপুঞ্জস্য ধর্মজ্ঞ ! বিস্তরেণ বদামি তে ॥ ৬ ॥

---

পকামিষ্টৈকৈক পকামংপদৈরথ বারাজনাঃ ।

নারায়ণাশ্রমে প্রাপ্তাঃ কথা ভাসামিহোচ্যতে ।

এতাবৎপর্যন্তং প্রাসঙ্গিকীং কথাং সমাপ্য প্রকৃত্যং নারায়ণাশ্রমে প্রাপ্তানাং বারাজ-  
নানাং কথাং পৃচ্ছতি বারাজনা ইতি । বারাজনাভিঃ স্মরাতুরাভিঃ প্রার্থিতো নারায়ণ-

---

জনমেজয় কহিলেন, মুনিবর ! আপনি কহিয়াছেন যে, নরনারায়ণের আশ্রমে স্বর্গবারা-  
ঙ্গনাগণ কামাতুর হইয়া শাস্তচিত্ত একমাত্র নারায়ণকেই কামিনা করিয়াছিল ॥ ১ ॥ সেই  
সময় নারায়ণমুনি তাহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইলে তদীয় ভ্রাতা নর  
ঋষি তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥ এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, এই সঙ্কট সময় সমুপস্থিত  
হইলে নারায়ণমুনি কি করিয়াছিলেন ? অমরনাথ ইন্দ্র যে সকল কামাভিলাষিগণ ব্র-  
বারাজনাগণকে পাঠাইয়াছিলেন, তাহারা বহবার পরিণয় প্রার্থনা জানাইলে সেই জিহ্ব  
নারায়ণ ঋষি কি করিলেন ? ॥ ৩—৪ ॥ হে পিতামহ ! সেই নারায়ণের এই সকল মোক্ষ  
প্রদ চরিত্র শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা অস্মিয়াছে, আপনি তাহা সবিস্তার বর্ণ  
করিয়া আমার অন্তিলাস পরিপূরণ করুন ॥ ৫ ॥

শপ্ত কামস্ত সংদৃষ্টৌ নরেণাথ যদা হরিঃ ।  
 বারিতোহসৌ সমাশ্বাস্ত মুনির্নারায়ণস্তদা ॥ ৭ ॥  
 শাস্তকোপস্তদোবাচ তান্তপত্নী মহামুনিঃ ।  
 শ্মিতপূর্ব্বমিদং বাক্যং মধুরং ধৰ্ম্মনন্দনঃ ॥ ৮ ॥  
 অগ্নিন্ জন্মনি চার্কস্যঃ কৃতসঙ্কল্পবানহম্ ।  
 আবাত্যাং চ ন কর্তব্যঃ সৰ্ব্বথা দারসংগ্রহঃ ॥ ৯ ॥  
 তস্মাদগচ্ছস্ত ত্রিদিবং রূপাং কৃন্তা মমোপরি ।  
 ধৰ্ম্মজ্ঞা ন প্রকুৰ্ব্বন্তি ব্রতভঙ্গং পরস্ত বৈ ॥ ১০ ॥  
 শৃঙ্গারেহগ্নিন্ রসে নুনং স্থায়ী ভাবো রতিঃ স্মৃতঃ ।  
 কথং করোমি সম্বন্ধং তদ্ব্যভাবে স্থলোচনাঃ ॥ ১১ ॥  
 কার্ষ্ণে বিনা কার্য্যং ন ভবেদिति নিশ্চয়ঃ ।  
 কবিভিঃ কথিতং শাস্ত্রে স্থায়ী ভাবো রসঃ কিল ॥ ১২ ॥  
 ধৃত্যঃ স্থচারুসৰ্ব্বাঙ্গঃ সভাগোহহং ধরাতলে ।  
 প্রীতিপাত্রং যতো জাতো ভবতী নামকৃত্রিমম্ ॥ ১৩ ॥

ত্তা বারান্নাঃ শপ্তং প্রবৃত্তৌ নরেণ নিবারিত ইতি পূৰ্ব্বমুক্তং তদনন্তরং নারায়ণঃ কিং কৃত-  
 বানিতি তদবহীতি সমুদায়ার্থঃ ॥ ১—৮ ॥

আবাত্যাং নরনারায়ণাভ্যাম্ ॥ ৯—১০ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! সেই মহাত্মা ধৰ্ম্মপুত্রের আচরণ আমি তোমার নিকটে  
 বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ কর ॥ ৬ ॥ নারায়ণ হরি যখন শাপ  
 প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন নরকবি তদর্শনে তাঁহাকে সান্বনা পূৰ্ব্বক নিবারণ  
 করিলেন ॥ ৭ ॥ তখন মহামুনি তপোধন ধৰ্ম্মনন্দন নারায়ণ, আপনার রোষভাব পরিত্যাগ  
 করিয়া ঈষৎ হান্ত পূৰ্ব্বক তাহাদিগকে মধুর বচনে কহিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥ হে স্তম্ভ-  
 সকল! এই জন্মে আমরা তপস্করণের সংকল্প করিয়াছি, সুতরাং এ অবস্থায় আমাদের  
 দারপরিগ্রহ করা কোনরূপেই কর্তব্য নয়; অতএব, তোমরা আমাদের প্রতি রূপা প্রকাশ  
 পুরস্কার স্বর্ণে গমন কর। জানিও বাঁহারা ধৰ্ম্মজ্ঞ, তাঁহারা কদাচই অস্ত্রের ব্রতভঙ্গ করিতে  
 অভিলাষ করেন না ॥ ৯—১০ ॥ স্থলোচনাগণ! শৃঙ্গাররসে রতিই স্থায়ীভাব বলিয়া  
 কীৰ্ত্তিত হইয়া থাকে, আমাদের এক্ষণে তাহার অভাব; অতএব আমরা কিরূপে  
 সে শব্দ সম্বোধনা করিতে পারি? ॥ ১১ ॥ কারণ বাতিরেকে কার্য্যের উৎপত্তি হয় না,  
 ইহাই স্থির নিশ্চয়। কবিগণ, শাস্ত্রে রসকেই স্থায়ীভাব কহিয়াছেন ॥ ১২ ॥ যাহা হউক  
 আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল নিশ্চয়ই সুশোভন, আমিই ধরাতলে ধৃত ও দৌত্যগবান্,

ভবতীতিঃ কৃপাং কৃষ্ণা রক্ষণীয়ং ত্রতঃ মম ।  
 ভবিষ্যামি মহাভাগাঃ ! পতিরপ্যত্মজন্মনি ॥ ১৪ ॥  
 অষ্টাবিংশে বিশালাক্ষ্যো দ্বাপরেহস্মিন্ ধরাতলে ।  
 দেবানাং কার্য্যসিদ্ধার্থং প্রভবিষ্যামি সর্ব্বথা ॥ ১৫ ॥  
 তদা ভবত্যো মদারাঃ প্রাপ্য জন্ম পৃথক্ পৃথক্ ।  
 ভূপতীনাং সূতা সূতা পত্নীভাবং গমিষ্যথ ॥ ১৬ ॥  
 ইত্যাস্থাস্ত হরিস্তাস্ত প্রতিশ্রুত্য পরিগ্রহম্ ।  
 ব্যসজ্জয়ং স ভগবান্ জগ্মুশ্চ বিগতজ্বরঃ ॥ ১৭ ॥  
 এবং বিসর্জিতাস্তেন গতাঃ স্বর্গং তদান্ননাঃ ।  
 শক্রায় কথয়ামাস্তুঃ কারণং সকলং পুনঃ ॥ ১৮ ॥  
 আশ্রুত্য মমবাংস্তাত্যো বৃত্তাস্তং তস্মৈ বিস্তরাৎ ।  
 তুষ্ঠাব তং মহাত্মানং নারীদৃষ্ট্বা তথোর্ব্বশীঃ ॥ ১৯ ॥

ইন্দ্র উবাচ ।

অহো ধৈর্য্যং যুনেঃ কামং তথৈব চ তপোবলম্ ।  
 যেনোর্ব্বশঃ স্বতপসা তাদৃগৃপাঃ প্রকল্পিতাঃ ॥ ২০ ॥

শুদ্রাৱেহস্মিৱিতি । অস্মিন্ শুদ্রারৱসে স্থায়ী ভাবো রসস্ত রতিরৱেব । সা চ ময়া বৃদ্ধচরা-  
 ত্রতধারণেন তাক্সা । ততো ভবতীনাং সমকং কথং কৱোমি কৱিষ্যে ইত্যর্থঃ ॥ ১১—১৮ ॥

নতুবা আমি তোমাদিগেরও অকৃত্রিম প্রণয়াম্পদ হইলাম কেন ? ॥ ১৩ ॥ তোমরা  
 সৌভাগ্যবতী অতএব কৃপা করিয়া আমার ত্রতরক্ষা কর; আমার এই প্রার্থনা যে,  
 জন্মান্তরে আমি তোমাদের পতি হইতে পারি ॥ ১৪ ॥ হে বিশালাক্ষি স্মরনি সকল !  
 অষ্টাবিংশ দ্বাপরযুগে দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত আমি ধরাতলে নিশ্চিতই অবতীর্ণ  
 হইব; তখন তোমরাও প্রত্যেকেই পৃথিবীতলে রাজকন্ডারূপে পৃথক্ পৃথক্ জন্মগ্রহণ  
 করিয়া আমার পত্নীভাব প্রাপ্ত হইবে ॥ ১৫—১৬ ॥ নারায়ণ এইরূপে আশ্বাস প্রদান করিয়া  
 বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইয়া তাহাদিগকে বিনায় দিলেন । তাহারাও মনের উৎকণ্ঠা  
 পরিহার করিয়া সুরপুরে গমন করিল এবং ইন্দ্রের নিকটে উপস্থিত হইয়া সকল বৃত্তাহ  
 আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিল ॥ ১৭—১৮ ॥ সুরগণি সুরাজনাদিগের মুখে সেই ঋষিষ্যের বৃত্তাহ  
 বিস্তারিতরূপে শ্রবণ করিয়া এবং নারায়ণ ঋষির উক্তকাত উৎকণ্ঠী প্রভৃতি স্মরাদিগকে  
 দর্শন করিয়া মহাত্মা নারায়ণের গুণকীর্তন করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

ইন্দ্র কহিলেন, অহো ! যুনির কি আশ্চর্য্য ধৈর্য্যশক্তি ? কি চমৎকার তপঃপ্রভাব  
 অহা ! তিনি আপনার তপোবলে উর্ব্বশী প্রভৃতি এই সকল অশুপম স্মরাদিগকে সা-

৪র্থ বন্ধঃ]

সপ্তদশোহিধ্যায়ঃ ।

ইতি স্তম্ভা প্রসম্মান্না বহুব্ব স্বররাট্ ততঃ ।  
 নারায়ণোহপি ধর্ম্মান্না তপস্বভিরতোহভবৎ ॥ ২১ ॥  
 ইত্যোতৎ সর্বমাখ্যাং যুনের্ভাস্তমদ্রুতম্ ।  
 নারায়ণস্য সকলং নরস্য চ মহামুনেঃ ॥ ২২ ॥  
 তো হি কৃষ্ণার্জুনৌ বীরৌ ভূভারহরণায় চ ।  
 জাতৌ তৌ ভরতশ্রেষ্ঠ ! ভৃগোঃ শাপবশাদিহ ॥ ২৩ ॥

• রাজ্ঞোবাচ ।

কৃষ্ণাবতারচরিতং বিস্তরেণ বদস্ব মে ।  
 সন্দেহো মম চিন্তেহস্তি তং নিবারয় মানদ ! ॥ ২৪ ॥  
 যয়োঃ পুত্রসমাপন্নৌ হর্য্যনশ্চৌ মহাবলৌ ।  
 দেবকীবহ্নদেবৌ তৌ দুঃখভাজৌ কথং মুনে ! ॥ ২৫ ॥  
 কংসেন নিগড়ে বন্ধৌ পীড়িতৌ বহুবৎসরান্ ।  
 যয়োঃ পুত্রৌ হরিঃ সাক্ষাত্তপসা তৌষিতোহভবৎ ॥ ২৬ ॥  
 জাতোহসৌ মধুরায়ান্ত গোকূলে স কথং গতঃ ।  
 কংসং হৃদ্য দ্বারবতাং নিবাসং কৃতবান্ কথম্ ॥ ২৭ ॥

উর্দ্ধশীলিতি বহুবচনেন উর্দ্ধশীলদশভ্যাং পঞ্চাশদধিকবোডশসহস্রপরিমিতাস্তাসাং পরি-  
 চর্য্যার্থঃ বা উৎপাদিতাঃ পুর্নমুক্তাস্তা গৃহ্যন্তে । তথাচ নারায়ণেনোৎপাদিতস্ত্রীভিঃ সহো-  
 র্দ্ধশী স্বর্ণং প্রাপ্তি প্রেষিতোতি ভাবঃ ॥ ১৯—২৭ ॥

নাথ উক্তদেশে হইতে উৎপাদিত করিয়াছেন ? ॥ ২০ ॥ স্বররাজ এইরূপে তাহার গুণকীর্তন  
 করিয়া নিরুদ্বেগ হইলেন ; এদিকে ধর্ম্মান্না নারায়ণ ও আপনার তপস্তায় অভিনিবিষ্ট হই-  
 লেন ॥ ২১ ॥ রাজেন্দ্র ! এই আমি আপনার নিকট মহামুনি নরনারায়ণের সমস্ত অদ্রুত বৃত্তান্ত  
 সম্যকপ্রকারে कहিলাম ॥ ২২ ॥ হে ভরতভূষণ ! সেই নরনারায়ণ ভৃগুর শাপ হেতু ভূভার-  
 হরণের নিমিত্ত কৃষ্ণ ও অর্জুননামক বীরস্বরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ২৩ ॥  
 রাজা कहিলেন, হে মানদ মুনে ! এক্ষণে কৃষ্ণাবতার চরিত বিস্তার পুর্নক কীর্তন  
 করিয়া আমার মনের সন্দেহ অপনয়ন করুন ॥ ২৪ ॥ মুনিবর ! মহাবল হরি ও অনন্ত, বাহা-  
 দর পুত্রস্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, সেই বহুদেব ও দেবকী দুঃখভাজন হইলেন কেন ?  
 তপস্তায় পরিতুষ্ট হইয়া সাক্ষাৎ ভগবান্ জনার্দন বাহাদের পুত্র হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে  
 বহুকাল কংসের কারাগারে নিগড়নিবদ্ধ হইয়া থাকিবার তাৎপর্ধ্য কি ? ॥ ২৫—২৬ ॥ কৃষ্ণ,  
 মধুরাধ কংসের কারাগারে নিগড়নিবদ্ধ হইয়া থাকিবার তাৎপর্ধ্য কি ? ॥ ২৭ ॥ তাঁহার জনক জননী ও  
 সমুদ্রনদ্যাবস্তিত্ত্বী দ্বারকাবাসী নগরীতেই বা বাস করিলেন ? ॥ ২৭ ॥



পিত্রাদিসেবিতং দেশং সমুদ্রং পাবনং কিল ।

তাক্ত্বা দেশান্তরেহনার্থ্যে গতবান্ স কথং হরিঃ ॥ ২৮ ॥

কুলঞ্চ দ্বিজশাপেন কথমুৎসাদিতং হরেঃ ।

ভারাবতারণং কৃৎস্না বাহুদেবঃ সনাতনঃ ।

দেহং যুমোচ তরসা জগাম চ দিবং হরিঃ ॥ ২৯ ॥

পাপিষ্ঠানাঞ্চ ভারেণ ব্যাকূলাভূচ্চ মেদিনী ।

তে হতা বাহুদেবেন পার্শ্বেনামিতকৰ্ম্মণা ॥ ৩০ ॥

লুণ্ঠিতা যৈর্হরেঃ পত্ন্যাস্তে কথং ন নিপাতিতাঃ ॥ ৩১ ॥

ভীষ্মো দ্রোণস্তথা কর্ণো বাহুলীকোহপ্যথ পার্শ্বিবঃ ।

বৈরাটোহথ বিকর্ণশ্চ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্শ্বিবঃ ॥ ৩২ ॥

সোমদত্তাদয়ঃ সৰ্কে নিহতাঃ সমরে যুনে ! ।

তেষামুস্তারিতো ভারশ্চৌরাণাং ন হতঃ কথম্ ॥ ৩৩ ॥

কৃষ্ণপত্ন্যঃ কথং দুঃখং প্রাপ্তাঃ প্রাস্তে পতিব্রতাঃ ।

সন্দেহোহয়ং মুনিশ্ৰেষ্ঠ ! চিন্তে মে পরিবর্ততে ॥ ৩৪ ॥

বহুদেবস্ত ধৰ্ম্মাভ্যা পুত্রদুঃখেন তাপিতঃ ।

তাক্তবান্ স কথং প্রাণানপমৃত্যুং জগাম হ ॥ ৩৫ ॥

আনার্যো শ্রেষ্ঠে ॥ ২৮—৩২ ॥

আক্ষীয়বর্গ লোকে সমুদ্রসম্পন্ন যে পবিত্র দেশে বাস করিতেন, তাহা পরিত্যাগ পূর্বক অত্র  
অবস্ত দেশান্তরে বসতির কারণ কি ? ॥ ২৮ ॥ কিজন্তই বা দ্বিজশাপে যদুপতির নিজ কুল উৎ-  
সাদিত হইল ? কিরূপেই বা সনাতন বাহুদেব পৃথিবীর ভারাবতরণ করিয়া দেহ পরিত্যাগ  
পুরঃসর অর্গে গমন করিলেন ? পাপিষ্ঠগণের ভারে বহুমতী ব্যাকূলা হইয়াছিলেন, সেই  
পাপিষ্ঠগণ অনিতকৰ্ম্ম কৃষ্ণ ও অৰ্জুনের করে নিহত হইয়াছিল, কিন্তু বাহারা হরির পরী-  
দগকে লুণ্ঠন করিয়াছিল, সেই দুঃখগকে নিপাতিত না করিবার তাৎপর্য্য কি ? ॥ ২৯-৩১ ॥  
ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, নরপতি বাহুলীক, বিরাট, বিকর্ণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, রাজা সোমদত্ত প্রভৃতি প্রধান  
প্রধান ব্যক্তিবর্গকে বিনষ্ট করিয়া পৃথিবীর ভার হরণ করা হইল, কিন্তু তদনন্তরগকে বিনষ্ট  
করিয়া তাহাদের ভার হরণ করা না হইল কেন ? ॥ ৩২—৩৩ ॥ পতিব্রতা কৃষ্ণপত্নীগণ কিহেতু  
অবশেষে দুঃখ প্রাপ্ত হইলেন ? হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! এ বিষয়ে আমার মানসে সন্দেহের আবির্ভাব  
হইয়াছে ॥ ৩৪ ॥ ধৰ্ম্মাভ্যা বহুদেব, পুত্র-দুঃখে তাপিত হইয়া কি নিমিত্ত প্রাণ পরিত্যাগ করি-  
লেন এবং কি কারণেই বা তাঁহার অপমৃত্যু ঘটিল ? ॥ ৩৫ ॥ হে মুনিসত্তম ! পাণ্ডবগণ কৃষ্ণ

পাণ্ডবা ধর্মসংযুক্তাঃ কৃষ্ণে চ নিরতাঃ সদা ।  
 তে কথং ছুঃখভোক্তব্রো হ্যভবশ্চুনিমিত্তম ! ॥ ৩৬ ॥  
 দ্রোপদী চ মহাভাগা কথং ছুঃখস্ত ভাগিনী ।  
 বেদীমধ্যাক্ষ সংজ্ঞাতা লক্ষ্ম্যাংশসম্ভবা কিল ॥ ৩৭ ॥  
 সভায়াঞ্চ সমানীতা রজোদোষসমস্থিতা ।  
 বলাদুঃশাগমনেনাথ কেশগ্রহণকর্ষিতা ॥ ৩৮ ॥  
 গীড়িতা সিদ্ধুরাক্ষাধ বনমধ্যগতা সতী ।  
 তথৈব কীচকেনাপি গীড়িতা রুদতী ভৃশম্ ॥ ৩৯ ॥  
 পুজাঃ পঠৈব তস্তাস্ত নিহতা দ্রৌণিনা গৃহে ।  
 স্তভদ্রায়াঃ স্ততো যুদ্ধে বাঁল এব নিপাতিতঃ ॥ ৪০ ॥  
 তথাচ দেবকীপুজাঃ ষট্ কংসেন নিষূদিতাঃ ।  
 সমর্থেনাপি হরিণা দৈবং ন কৃতমত্থা ॥ ৪১ ॥  
 যাদবানাং তথা শাপঃ প্রভাসে নিধনং পুনঃ ।  
 কুলক্রেমে তথা তীত্রে তৎপত্নীনাঞ্চ লুণ্ঠনম্ ॥ ৪২ ॥

চৌরাণাং ন কৃতঃ কথমিতি । এবং তাদৃশসামর্থ্যবতাং চৌরাণাং ভারঃ কথং ন  
 দ্রুতঃ ॥ ৩৩—৪০ ॥

নিরত ও ধর্মজ্ঞ ছিলেন, তবে তাঁহাদের এত ছুঃখ ভোগ করিবার কারণ কি ? ॥ ৩৬ ॥ যে  
 দ্রোপদী লক্ষ্মীর অংশসম্ভূতা এবং যজ্ঞ-বেদি-মধ্য হইতে সমুৎপত্তা, তিনিই বা কিজন্ত এত দূর  
 ছুঃখভাগিনী হইলেন ? ॥ ৩৭ ॥ সেই বালা রজস্বলা থাকিলেও ভ্রঃশাসন তাঁহার কেশাকর্ষণ  
 পূর্বক সভায় লইয়া আসন করিলেন কেন এবং কিহেতুই বা বনবাসকালে সিদ্ধুরাক্ষ অরজ্রথ  
 তাঁহাকে অভ্যস্ত মর্শপীড়া প্রদান করিয়াছিলেন ? সেই ভামিনী পাণ্ডবগেহিনী রোদন  
 করিলেও কিহেতু কীচক তাঁহার উৎপীড়ন ও অবমাননা করিয়াছিল ? ॥ ৩৮—৩৯ ॥  
 কিহেতুই বা তাঁহার গৃহস্থিত-পক্ষপুত্রকে অশ্রুখামা নিধন করিয়াছিলেন ? স্তভদ্রার বালক  
 পুত্রেরই বা যুদ্ধস্থলে প্রাণ পরিত্যাগ করিবার কারণ কি ? ॥ ৪০ ॥ কংসরাজ কেনই বা  
 দেবকীর ষট্ পুত্রকে মিহত করিয়াছিল ? কি জন্তই বা ভগবান্ হরি দৈবের অত্থা করণে  
 সর্বথ হইয়াও ভাষ্য না করিলেন ? ॥ ৪১ ॥ কি আশ্চর্য্য ! যাদবগণের প্রতি বৃদ্ধশাপ,  
 প্রভাসে তাঁহাদের নিধন, একবারে যজ্ঞকুলের ধ্বংস এবং তাঁহার পত্নীগণের লুণ্ঠন, এই  
 সকল গুরুতর বিষয়েরও কি তিনি দৈবকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন ? ॥ ৪২ ॥ যদি তিনি সকলের

\* পিত্রোক্ত নিধনে চৈব দৈববেশেণ পুত্রকৃতম্ । ইত্যধিকশাঃ কৃত্যপি বৃহতঃ ।

বিমুনা চেম্বরেণাপি সাক্ষান্নারায়ণেন চ ।  
 উগ্রসেনস্ত সেবা বৈ দাসবৎ সততং কৃত্য ॥ ৪৩ ॥  
 সন্দেহোহয়ং মহাভাগ ! তত্র নারায়ণে যুনৌ ।  
 সৰ্ব্বজন্তুসমানস্ব্যং ব্যবহারে নিরন্তরম্ ॥ ৪৪ ॥  
 হর্ষশোকাদয়ো ভাবাঃ সৰ্বেষাং সদৃশাঃ কথম্ ।  
 ঐশ্বর্যন্ত হরেজ্ঞাতা কথমপ্যনুধা গতিঃ ॥ ৪৫ ॥  
 তস্মাদ্বিস্তরতো বৃহি কৃষ্ণস্ত চরিতং মহৎ ।  
 অলৌকিকেন হরিণা কৃতং কৰ্ম্ম মহীতলে ॥ ৪৬ ॥  
 হতা আয়ুঃকয়ে দৈত্য্যঃ ক্লেশেন মহতা পুনঃ ।  
 কৈশ্বর্য্যশক্তিঃ প্রথিতা হরিণা মুনিসত্তম ! ॥ ৪৭ ॥  
 ক্লম্বিণীহরণে নুনং গৃহীত্বাথ পলায়নম্ ।  
 কৃতং হি বাহুদেবেন চৌরবচ্চরিতং তদা ॥ ৪৮ ॥  
 মধুরামণ্ডলং ত্যক্তা সমৃদ্ধং কুলসম্মতম্ ।  
 জরাসন্ধভয়াভেন দ্বারকাগমনং কৃতম্ ॥ ৪৯ ॥  
 তদা কেনাপি ন জ্ঞাতো ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ।  
 কিঞ্চিৎ প্রবৃহি মে ব্রহ্মান্ ! কারণং ব্রজগোপনম্ ॥ ৫০ ॥

সমর্থেনৈশ্বরেণ হরিণৈতেষাং দৈবমন্তথা কথং ন কৃতং নহীশ্বরস্ত কিঞ্চিদুর্ধটমন্তীতি  
 ভাবঃ ॥ ৪১—৪৩ ॥

ঐশ্বর এবং স্বয়ং নারায়ণ হইবেন তবে সৰ্ব্বদা উগ্রসেনের প্রতি দাসবৎ ব্যবহার করিলেন  
 কেন ? ॥ ৪৩ ॥ মহাভাগ ! সেই নারায়ণ মুনির প্রতি এই সন্দেহ হয় যে, তাঁহার ব্যবহার  
 নিরন্তরই সাধারণ জীবের জ্ঞায়, তাঁহার হর্ষ শোকাদি ভাব সকল কিজন্ত সাধারণ লোকের  
 তুল্য ? যদি তিনি নারায়ণ হরি পরমেশ্বর, তবে কিহেতু তাঁহার ভাব ঐশ্বরিক না হইয়া  
 সাধারণ জন্তর জ্ঞায় হইয়াছিল ? ॥ ৪৪—৪৫ ॥ অতএব, লোকাভীতপ্রভাব হরি মহীতলে যে  
 যে কৰ্ম্ম করিয়াছিলেন, আপনি তৎসমুদায় এবং তাঁহার দিব্য লীলাকাণ্ড বিশেষ বিস্তার  
 পূৰ্ব্বক বর্ণন করুন ॥ ৪৬ ॥ হে মুনিসত্তম ! আয়ুঃকয়ে হইলেই জীবের জীবন বিনষ্ট হইয়া থাকে,  
 তবে অতিশয় কষ্ট স্বীকার করিয়া দৈত্যগণকে বধ করিয়া ঐশ্বর হরির কি ঐশ্বর্য্য প্রকাশ  
 পাইয়াছে ? ॥ ৪৭ ॥ ক্লম্বিণীহরণকালে ভগবান্ ক্লম্বিণীকে গ্রহণ করিয়া পলায়নপরায়ণ হইয়া  
 ছিলেন, তাহাতে তাঁহার চৌরের জ্ঞায় আচরণ করা হইয়াছিল সন্দেহ নাই ॥ ৪৮ ॥ জরাসন্ধের  
 ভয়ে মহাসমৃদ্ধিসম্পন্ন, কুলসম্মত মধুরামণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার দ্বারকা নগরে  
 পলায়ন করিবার উদ্দেশ্য কি ? ॥ ৪৯ ॥ যখন তিনি এই সমস্ত কার্য্য করেন, তখন কি

এতে চাশ্ত্রে চ বহবঃ সন্দেহা বাসবীকৃত ।

নাশয়াদ্য মহাভাগ ! সৰ্ব্বজ্ঞোহসি দ্বিজোত্তম ! ॥ ৫১ ॥

গোপ্যন্তুধৈকঃ সন্দেহো হৃদয়ান্ নিবর্ততে ।

পাঞ্চাল্যাঃ পঞ্চভর্তৃভ্যং লোকে কিং ন জুগুপ্সিতম্ ॥ ৫২ ॥

সদাচারং প্রমাণং হি প্রবদন্তি মনীষিণঃ ।

পশুধর্মঃ কথং তৈস্ত্ব সমর্থৈরপি সংশ্রিতঃ ॥ ৫৩ ॥

ভীষ্মেণাপি কৃতং কিংবা দেবরূপেণ ভূতলে ।

গোলকো তো মমুৎপাদ্য যত্ত্ব বংশস্ত রক্ষণম্ ॥ ৫৪ ॥

ধিগ্নধর্মনির্ণয়ঃ কামং মুনিভিঃ পরিদগ্নিতঃ ।

যেন কেনাপ্যুপায়েন পুত্রোৎপাদনলক্ষণঃ ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রায়াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে  
জনমেজয়প্রশ্নকথনং নাম সপ্তদশোহিধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

নরনারায়ণে পরমেশ্বরে যুনৌ সৰ্ব্বজ্ঞস্তসমানস্তং সৰ্ব্বজীবসমানস্তং কথমিতি সন্দেহঃ ॥ ৪৪-৫৫ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে সপ্তদশোহিধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

তাঁহাকে ঈশ্বর ভগবান্ হরি বলিয়া কেহ জানিতে পারে নাই? বুন্ধন! যদি তিনি স্বয়ং ভগবান্ হইবেন তবে ব্রজে লুক্কায়িত থাকিলেন কেন? ইহার কারণ কি তাহা আমার নিকটে বলুন ॥ ৫০ ॥ হে যুনে! এই সকল এবং অত্যাশ্চর্য্য বহুতর সন্দেহ আমার অন্তরে নিরন্তর বিরাজিত রহিয়াছে, আপনি বিজোত্তম সৰ্ব্বজ্ঞ ও মহাভাগ, আপনার নিকটে প্রার্থনা যে, আমার এই সকল সন্দেহ অপনয়ন করুন ॥ ৫১ ॥ তপোধান! আমার মনে আর একটা অতি গোপনীয় সন্দেহ বর্তমান রহিয়াছে তাহা কিছুতেই অপনীত হইতেছে না। মুনিবর! পাঞ্চালীর যে পঞ্চানবী হইয়াছিল তাহা কি লোকসমাজে ঘৃণা কর ও লজ্জাজনক নহে? পণ্ডিতগণ সদাচারকেই ধর্মের প্রমাণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন; তবে, সেই পাণ্ডবগণ সমাক্ষণে সদাচারকেই ধর্মের প্রমাণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন; তবে, সেই পাণ্ডবগণ সমাক্ষণে দেবরূপে অবস্থান করিয়া ভীষ্মই বা কি করিলেন? জিজ্ঞাসা করি গোলক পুত্রদ্বয় উৎপাদন করিয়া বংশ রক্ষা করা কি তাঁহার সমুদ্র কার্য্য হইয়াছে? ॥ ৫৪ ॥ মুনিগণ “যে কোনও উপায়েই হউক পুত্রোৎপাদন করিবে” এইরূপ ব্যবস্থা প্রদান পূর্ব্বক যে ধর্ম নির্ণয় করিয়াছেন, তাঁহাদের সেই ধর্মনির্ণয়ে দ্বিচ্ছ ॥ ৫৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকোক্ত মহাপুরাণ শ্রীমদ-  
ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে জনমেজয়ের প্রশ্নকথন নামক  
সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ # ॥

## অষ্টাদশোধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

শৃণু রাজন্ ! একক্যামি কৃষ্ণস্ত চরিতং মহৎ ।

অবতারকারণঞ্চ দেব্যাশ্চরিতমদ্বুতম ॥ ১ ॥

ধরৈকদা ভরাক্রান্তা রূপতী চাতিমর্শিতা ।

গৌরুপধারিণী দীনা তীর্থাগচ্ছৎ ত্রিবিষ্টপম্ ॥ ২ ॥

পৃষ্ঠা শক্রেণ ক্রিস্তেহম্য বর্ততে ভয়মিত্যথ ।

কেন বৈ পীড়িতাসি হুং কিং তে হুংখং বহুদ্বরে ! ॥ ৩ ॥

তচ্ছ্রুত্বোলা তদোবাচ শৃণু দেবেশ ! মেহখিলম্ ।

হুংখং পৃচ্ছসি যদ্বং মে ভরাক্রান্তান্মি মানদ ! ॥ ৪ ॥

জরাসন্ধো মহাপাপী মাগধেষু পতির্মম ।

শিশুপালস্তথা চৈদ্যঃ কাশীরাজঃ প্রতাপবান্ ॥ ৫ ॥

যদ্বিরোচকছুটরাজভারাক্রান্তা হুং বেদিনী ।

ব্রহ্মাণং শরণং গতা বহুঃখং সান্তবেষণং ।

কৃষ্ণাবতারং বর্ণয়তি রাজবাচ্যং শ্রুত্বা ব্যাস আহ শৃণু রাজশ্রুতি । তত্র কৃষ্ণাবতারস্ত  
কারণং নান্দ্রবন্তি কিন্তু ত্রীসচ্চিদানন্দরূপিণ্যাঃ সকলজগদ্বিস্তার্যাঃ সৃষ্টাদিপঞ্চকৃত্যবিধাশ্রিতাঃ  
সকলান্তর্ঘামিত্তা ভগবত্যা লীল্যৈব জগৎ স্রষ্টুং প্রবৃত্তাঃ প্রেরণৈব কারণমিত্যভিপ্রায়েণৈ-  
বাহ অবতারকারণঞ্চৈতি । দেব্যাশ্চরিতং প্রেরণরূপম্ ॥ ১—৩ ॥

ইলা পৃথ্বী ॥ ৪—৫ ॥

বাস বলিলেন, রাজন্ ! কৃষ্ণের সুবিস্তৃত চরিত্র ও অবতার কথা এবং দেবী  
ভুবনেশ্বরীর বিচিত্র চরিত্রাদির বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১ ॥ কোনও সময়ে  
পৃথিবী দুইরাজগণের ভায়ে আক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত পীড়িত ও তীত হইয়াছিলেন । তখন  
তিনি গৌরুপধারণ পূর্বক রোদন করিতে করিতে দীনমনে দেবলোকে গমন করেন ॥ ২ ॥  
দেবরাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বহুদ্বরে ! এক্ষণে তোমার ভয়ের কারণ কি ? কে  
তোমাকে পীড়িত করিয়াছে ? তোমার কি হুংখং ঘটিয়াছে ? এসমস্তই আমার নিকট  
বল ॥ ৪ ॥ পৃথিবী ইত্বেক এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মেহ মানদ ! আপনি যখন  
আমার হুংখের ও পীড়নের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন তখন আপনার নিকটে সমস্ত কথা  
বলিতেছি শ্রবণ করুন, আমি এক্ষণে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হইরাছি ॥ ৪ ॥ যোরপাপী যগধ-  
রাজ জরাসন্ধ পৃথিবীতে রাজত্ব করিতেছে । এইরূপ চেনিপতি শিশুপাল, দুর্দান্ত

কুক্ষী চ বলবান্ কংসো নরকশ্চ মহাবলঃ ।

শাস্ত্রঃ সৌভপতিঃ ক্রুরঃ কেশী ধেনুকবৎসকৌ ॥ ৬ ॥

সর্বধর্মবিহীনাশ্চ পরস্পরবিরোধিনঃ ।

পাপাচার্য্য মদোন্মত্তাঃ কালরূপাশ্চ পার্ধিবাঃ ॥ ৭ ॥

তৈরহং পীড়িতা শক্র ! ভারাক্রান্তাকমা বিভো ! ।

কিং করোমি ক গচ্ছামি চিন্তা মে মহতী স্থিতা ॥ ৮ ॥

পীড়িতাহং বরাহেণ বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ।

শক্র ! জানীহি হরিণা হুঃখাদ্ধুঃখতরং গতা ॥ ৯ ॥

যতোহহং দুষ্টদৈত্যেন কশ্যপশ্চাজ্জেন বৈ ।

হুতাহং হিরণ্যাক্ষেণ মগ্না তিস্মিন্মহার্ণবে ॥ ১০ ॥

তদা শূকররূপেণ বিষ্ণুনা নিহতোহপ্যসৌ ।

উদ্ধৃতাং বরাহেণ স্থাপিতা হি স্থিরা কৃতা ॥ ১১ ॥

নোচেদ্রসাতলে স্বস্থা স্থিতা স্থাং স্থখশায়িনী \* ।

ন শক্তাস্মাদ্য দেবেশ ! ভারং বোঢ়ুং দুরাত্মনাম্ ॥ ১২ ॥

( সৌভপতিরिति শাস্ত্র বিশেষণম্ । তথাচ মহাভারতে । শাস্ত্র নগরং সৌভং  
গতোহহং ভরতর্ষভ ! ॥ ৬—৮ ॥ )

পীড়িতাহং বরাহেণতি । যদি বরাহেণাহং জলামুদ্ধৃতা জাতদা কিমিত্যোতাদৃশং  
হুঃখং মম ভবেত্স্মাত্তেনৈবাহং পীড়িতোত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

কালিরাজ, কুক্ষী, বলবান্ কংস, মহাবল নরক, সৌভপতি শাস্ত্র, ক্রুরমতি কেশী, ধেনুক  
ও বৎসক ইহারা সকলেই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । দেবরাজ ! অধিক কি বলিব এই  
সমস্ত রাজগণই ধর্মবিবর্জিত, পরস্পর বিরোধী, মদোন্মত্ত ও পাপাচারে রত ; ইহারা  
কালরূপ রাজা হইয়া আমাকে নিরন্তর পরিপীড়িত করিতেছে, আমি তাহাদের ভার  
বহনে অসমর্থ হইয়াছি, এখন কোথায় যাই কি করি এই মহতী চিন্তা আমার অন্তঃকরণে  
সমুদিত থাকিয়া আমাকে নিরন্তরই পীড়া প্রদান করিতেছে ॥ ৫—৮ ॥ হে বাসব ! বলিতে  
কি, প্রভাবশালী বরাহরূপী বিষ্ণুই আমার কষ্টের কারণ হইয়াছেন ; শক্র ! তাহার  
কর্ত্তই আমি হুঃখের উপর হুঃখের নিপতিত হইয়াছি ; কারণ, যখন কশ্যপ-পুত্র দুষ্ট দৈত্য  
হিরণ্যাক্ষ আমাকে হরণ করিয়া হার্ষণবে নিমগ্ন করিয়া রাখিয়াছিল, তখন বিষ্ণু বরাহরূপ  
ধারণ পূর্বক তাহাকে নিধন করিয়া আমাকে উদ্ধার করত হিরণ্যাবে রক্ষা করেন ॥ ১০—১১ ॥  
তিনি যদি সেই সময় আমাকে উদ্ধৃত না করিতেন, তাহা হইলে আমি রসাতলগর্ভে স্রুথে  
কালযাপন করিতাম । হে দেবেশ ! আমি এখন আর উক্ত দুরাত্মাদিগের ভার বহন

\* অতঃ কালজরং কিল । ইতি বা পাঠঃ ।

অগ্রে দুর্কঃ সমায়াতি ছক্টোবিংশত্থা কলিঃ ।

তদাহং পীড়িতা শত্রু ! গন্তাস্যাশু রসাতলম্ ॥ ১৩ ॥

তস্মাহং দেবদেবেশ ! দুঃখরূপার্ণবস্ত চ ।

পারদো ভব ভারং মে হর পারদৌ নমামি তে ॥ ১৪ ॥

ইন্দ্র উবাচ ।

ইলে ! কিং তে করোম্যদ্য ব্রহ্মাণং শরণং ত্রজ ।

অহং তত্র গমিষ্যামি স তে দুঃখং হরিষ্যতি ॥ ১৫ ॥

তচ্ছ্রদ্ধা বরিতা পৃথ্বী ব্রহ্মলোকং গত৷ তদা ।

শক্রোহপি পৃষ্ঠতঃ প্রাপ্তঃ সর্বদেবপুরঃসরঃ ॥ ১৬ ॥

স্বরভীমাগতাং তত্র দৃষ্ট্বোবাচ প্রজাপতিঃ ।

মহীং জাহ্নবা মহারাজ ! ধ্যানেন সমুপস্থিতাম্ ॥ ১৭ ॥

কস্মাজ্জোদিশি কল্যাণি ! কিং তে দুঃখং বদাধুনা ।

পীড়িতাসি চ কেন স্বং পাপাচারেণ ভূর্কবদ ॥ ১৮ ॥

ধরোবাচ ।

কলিরায়্যতি ছক্টোহয়ং বিভেমি তন্তুয়াদহম্ ।

পাপাচারঃ প্রজাস্তত্র ভবিষ্যন্তি জগৎপতে ! ॥ ১৯ ॥

তদেবাহ যতোহহমিতি ॥ ১০—১৭ ॥

হে তুর্হে ধরনি ॥ ১৮ ॥

করিতে সমর্থ হইতেছি না ॥ ১২ ॥ অরেন্দ্র ! শীঘ্রই সমুখে হই অষ্টাবিংশ কলি আগমন করিতেছে, তাহার মেরুপ এতাব, তাহাতে বোধ হয় সেই সময় আমাকে উৎপীড়িত হইয়া রসাতলে গমন করিতে হইবে ॥ ১৩ ॥ অতএব হে দেবেশ্বর ! আমি আপনার চরণ-  
বুগলে প্রণিপাত করিতেছি, আপনি আমার ভারহরণ করিয়া এই অপার দুঃখসাগর হইতে আমাকে পরিজ্ঞান করুন ॥ ১৪ ॥

স্বরপতি কহিলেন, পৃথিবি ! আমি তোমার কি করিব, তুমি ব্রহ্মার নিকটে গমন করিয়া তাঁহার শরণ গ্রহণ কর ; আমিও তথায় গমন করিতেছি, তাঁহা হইতেই তোমার দুঃখ দূরীভূত হইবে ॥ ১৫ ॥ তখন, পৃথিবী ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বয়ং ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন ; এ দিকে ইন্দ্রও সমস্ত দেবগণের সহিত পৃথিবীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইলেন ॥ ১৬ ॥ মহারাজ ! পিতামহ ব্রহ্মা পৃথিবীকে সমাগতা মেঘিা ধ্যানবোগে তাঁহার আগমনকারণ অবগত হইলেন এবং কহিলেন, কল্যাণি ! তুমি কেন রোদন করিতেছ ? তোমার এক্ষণে কি দুঃখ হইয়াছে ? কোন দুরাচার তোমাকে প্রপীড়িত করিয়াছে বল ॥ ১৭—১৮ ॥

রাজানশ্চ হুরাচারঃ পরস্পরবিরোধিণঃ ।

চৌরকর্ণরতাঃ সর্বে রাক্ষসাঃ পূৰ্ববৈরিণঃ ॥ ২০ ॥

তান্ হৃষী নৃপতীন্ ভারং হর মেহদ্য পিতামহ ! ।

পীড়িতাশ্চি মহারাজ ! সৈন্তভারেণ ভূভৃতাম্ ॥ ২১ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

নাহং শক্তস্তথা দেবি ! ভাৰাবতরণে তব ।

গচ্ছাবঃ সদনং বিষ্ণোর্দেবদেবশ্চ চক্রিণঃ ॥ ২২ ॥

স তে ভাৰাপনোদং বৈ করিষ্যতি জনার্দনঃ ।

পূৰ্বং ময়াপি তে কার্য্যং ক্রিস্তিতং হ্রবিচার্য্য চ ॥ ২৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতু্যক্ত্বা বেদকর্তাসৌ পুরস্কৃত্য স্বরাংশ্চ গাম্ ।

জগাম বিষ্ণুঃ সদনং হংসারুঢশ্চতুর্মুখঃ ॥ ২৪ ॥

তত্র গতা স্বরশ্ৰেষ্ঠং দেবদেবং জনার্দনম্ ।

ভূষ্ঠাব বেদবাক্যৈশ্চ ভক্তিপ্রবণমানসঃ ॥ ২৫ ॥

ইতি ব্রহ্মবাক্যং শ্রীমদ্ভগবদেবোবাচ কলিযুগাভিত্তি ॥ ১৯—২১ ॥

তথেষতি ইন্দ্রবদিতার্থঃ ॥ ২২—২৬ ॥

পৃথিবী কহিলেন, হে জগতীপতে ! ছষ্ট কলি সমুদেই আগমন করিতেছে, ইহার প্রভাবে প্রজা সকল ঘোর পাপাচারী হইবে, অতএব আমি কলিভয়ে একান্ত শঙ্কিত হইরাছি ॥ ১৯ ॥ এই কলির প্রারম্ভে রাজরূপে অবতীর্ণ পূৰ্ববৈরি অসুরগণ অতিশয় হুরাচার, পরস্পর বিরোধী ও চৌর-কর্ণকুশল হইবে সন্দেহ নাই ॥ ২০ ॥ পিতামহ ! এক্ষণে এই হর্যুত নৃপগণক নিহত করিয়া আমার ভার হরণ করুন ; হে মহাপ্রভো ! আমি সেই ভূপতিগণের সৈন্তভারে অত্যন্তই পীড়িত হইতেছি ॥ ২১ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, দেবি ! ইজ্ঞের দ্বায় আমিও তোমার ভারাপনয়নে সমর্থ নহি, চল আমরা দুইজনে চক্রধারী বিষ্ণুর নিকটে গমন করি ॥ ২২ ॥ সেই জনার্দনই তোমার ভারাপনয়ন করিবেন । আমি পূৰ্ব হইতেই মনে মনে পর্যালোচনা করিয়া, তোমার কর্তব্য অবধারণ করিয়া রাখিয়াছি ॥ ২৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, এই বলিয়া বেদকর্তা চতুর্মুখ ব্রহ্মা, পৃথিবী ও অসুরগণকে অগ্রে করিয়া হংসবাহনে আরোহণ পূৰ্বক বিষ্ণুগমিধানে গমন করিলেন এবং ভক্তিভাবে বেদবাক্য দ্বারা সেই দেবদেব জনার্দনের স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ২৪—২৫ ॥



ব্রহ্মোবাচ ।

সহস্রশীর্ষা হ্রস্বসি সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাং ।

ঐং বেদপুরুষঃ পূৰ্ব্বং দেবদেবঃ সনাতনঃ ॥ ২৬ ॥

ভূতপূৰ্ব্বং ভবিস্যচ্চ বর্তমানঞ্চ যদ্বিতো ।।

অমরত্বং ত্বয়া দত্তমস্মাকং চ রমাপতে ! ॥ ২৭ ॥

এতাবান্মহিমা তেহস্তি কো ন বেত্তি জগজ্জয়ে ।

ঐং কর্তাপ্যবিতা হস্তা ঐং সৰ্ব্বগতিরীশ্বরঃ ॥ ২৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতীড়িতঃ প্রভুর্বিষ্ণুঃ প্রসমো গুরুভক্ষকঃ ।

দর্শনঞ্চ দদৌ তেভ্যো ব্রহ্মাদিত্যোহমলাশয়ঃ ॥ ২৯ ॥

প্রপচ্ছ স্বাগতং দেবান্ প্রসন্নবদনো হরিঃ ।

ততস্তাগমেন তেষাং কারণঞ্চ সবিস্তরম্ ॥ ৩০ ॥

তমুবাচাজ্জো নহা ধরাছুঃখঞ্চ সংশ্রয়ন্ ।

ভারাবতরণং বিষ্ণো ! কর্তব্যং তে জনাৰ্দ্দিন ! ॥ ৩১ ॥

ভুবি কৃৎসাবতারং ঐং দ্বাপরাস্তে সমাগতে ।

হস্তা চুফাম্পানুর্ক্সা হর ভারং দয়ানিধে ! ॥ ৩২ ॥

ভূতপূৰ্ব্বমিতি । পূৰ্ব্বং ভূতমিতিার্থঃ ॥ ২৭ ॥

কো ন বেত্তি কোহপি ন বেত্তীত্যর্থঃ ॥ ২৮—২৯ ॥

কারণং পপ্রচ্ছেত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, আপনি সহস্রশীর্ষা—অর্থাৎ অসংখ্যমস্তক, আপনি সহস্রাক্ষ, —অর্থাৎ অসংখ্যনেত্র আপনি সহস্রপাং অর্থাৎ—অসংখ্যচরণ এবং আপনি বেদপুরুষ দেবদেব সনাতন ॥২৬॥ হে বিত্তো ! বাহা অতীত, বাহা ভবিষ্যৎ ও বাহা বর্তমান সেই সমস্তই আপনি হে রমাপতে ! আপনিই আমাদেরকে অমরত্ব প্রদান করিয়াছেন ॥ ২৭ ॥ আপনিই এই জগতের কর্তা, পালকিতা ও হস্তা এবং আপনিই জগতের এক মাত্র গতি ও ঈশ্বর; আপনি নাতে যে এই সমস্ত মহিমা বিদ্যমান আছে তাহা জিজ্ঞাসনে কে না অবগত আছে ? ॥ ২৮ ॥

ব্যাস কহিলেন, মহারাজ ! ব্রহ্মা এইরূপে সব করিলে গুরুভক্ষক বিষ্ণু প্রসন্ন হইলেন এবং সেই ব্রহ্মাদি দেবগণের সমক্ষে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদের দর্শন প্রদান করিলেন ॥ ২৯ ॥ তখনস্তর, তগবান্ তাঁহাদেরকে আগত সভাধন করিয়া তাঁহাদের আগমনের কারণ বিস্তারিত রূপে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৩০॥ তখন ব্রহ্মা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ধর্মপীর সমস্ত দুঃখের কারণ মরণ পূর্বক বলিলেন ; হে প্রভো ! এক্ষণে পৃথিবীর ভার, হরণ করা আপনার কর্তব্য ॥৩১॥

## বিষ্ণুরূপাচ।

নাং স্বতন্ত্র এবাত্র ন বুদ্ধা ন শিবস্তথা।  
 নেদ্রোহয়িন্ যমস্তৃষ্ঠা ন সূর্যো বরুণস্তথা ॥ ৩৩ ॥  
 যোগমায়াবশে সর্বমিদং স্বাবরজঙ্গমম্।  
 বুদ্ধাদিস্তত্ত্বপর্যাস্তং গ্রথিতং গুণসূত্রতঃ ॥ ৩৪ ॥  
 যথা সা স্বেচ্ছয়া পূৰ্বং কৰ্ত্তুমিচ্ছতি সূত্রতঃ!।  
 তথা কৰোতি স্হিতা বয়ং সৰ্ব্বেহপি তদ্বশাঃ ॥ ৩৫ ॥  
 যদ্যহং স্তাং স্বতদ্রো বৈ চিন্তয়ন্ত ধিয়া কিল।  
 কূতোহভবং মৎস্ববপুঃ কচ্ছপো বা মহার্গবে ॥ ৩৬ ॥  
 তিৰ্য্যগ্যোনিস্থ কো ভোগঃ কা কীৰ্ত্তিঃ কিং স্ত্বং পুংসঃ।  
 কিং পুংসঃ কিং ফলং তত্র ক্ষুদ্রয়োনিংগতস্ত মে ॥ ৩৭ ॥  
 কোলো বাথ নৃসিংহো বা বামনো বাভবং কূতঃ।  
 জমদগ্নিস্ততঃ কস্মাৎ সন্তবেয়ং পিতামহ! ॥ ৩৮ ॥

তে দ্বয়েত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩৩ ॥

যোগমায়োতি। গুণত্রয়জনকসাম্যাবস্থামানস্তবুধা যোগমায়েত্যাচ্যতে ॥ ৩৪—৩৫ ॥

যদ্যভ্যমিতি। ন হি স্বতন্ত্রঃ কচিং স্বেচ্ছয়া হ্রঃখাস্তোবো নিমজ্জতি ॥ ৩৬ ॥

নমু ভোগাদ্যর্থঃ ভববতারঃ গৃহীতবানিতি চেতদ্রাহ তিৰ্য্যগ্যোনিস্থিতি ॥ ৩৭—৩৮ ॥

মানিধে! ষাপরমুগের শেষভাগ সমাগত হইলে আপনি ভূমিতলে অবতীর্ণ হইয়া ছট  
 নরপতিগণকে সংহার করিয়া অবনীর ভার অপনয়ন করুন ॥ ৩২ ॥

বিষ্ণু বলিলেন, আমি এবিষয়ে স্বাধীন নহি; কেবল আমি কেন বুদ্ধা, মহেশ্বর, ইন্দ্র, যম,  
 বিশ্বকর্মা, সূর্য ও বরুণ প্রভৃতি দেবগণের মধ্যেও কেহই স্বাধীন নহেন। এই অখিল স্বাবর  
 জঙ্গমাস্থক জগৎ, যোগমায়ার বশে অবস্থিত এবং বুদ্ধাদি স্তবপর্যাস্ত সকলেই তাঁহারই  
 গুণসূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে ॥ ৩৩-৩৪ ॥ হে সূত্রতঃ! সেই হিতকারিণী ইচ্ছাময়ী আপনার ইচ্ছায়  
 যাহা করিতে অভিলাষ করেন তাহাই করেন, আমরা সকলেই তাঁহার বশীভূত ইহা জানি-  
 বেন ॥ ৩৫ ॥ তোমরা মনে মনে বিবেচনা করিয়া দেখ, যদি আমি স্বাধীন হইতাম, তাহা হইলে  
 কিজন্ত মহার্গবে অবস্থিত করিয়া মৎস্ব ও কচ্ছপদেহ ধারণ করিব? বুদ্ধন! তিৰ্য্যগ্যোনিতে  
 সম্পদ-সন্তোগ, কীৰ্ত্তি বা স্ত্বং কি আছে? ক্ষুদ্রয়োনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া আমার কি পুণ্য  
 বা ফলপ্রাপ্তি আছে? আমি কেনই বা শূকর দেহধারী হই? কেনই বা নৃসিংহদেহ ও  
 বামনবপু ধারণ করি? কেনই বা জমদগ্নির পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করি? বিশেষত তাদৃশ  
 মহাত্মা জমদগ্নির পুত্র এবং ষিদ্ধোত্তম হইয়াও কিজন্ত নৃশংসের কার্য্য করি? হার! আমি

নৃশংসং বা কথং কৰ্ম্ম কৃতবানস্মি ভূতলে ।  
 ক্ষতজৈস্ত্ব হৃদান্ সৰ্ব্বান্ পূরয়েয়ং কথং পুনঃ ॥ ৩৯ ॥  
 তৎ কথং জমদগ্নেচ্চ পুত্রো হুত্বা দ্বিজোত্তমঃ ।  
 ক্ষত্রিয়ান্ হতবানাজৌ নির্দয়ো গৰ্ভগামপি ॥ ৪০ ॥  
 রামো ভূত্বাথ দেবেন্দ্র ! প্রাণিশদগুণং বনম্ ।  
 পদাতিশ্চীরবাসাশ্চ জটাবঙ্কলবান্ পুনঃ ॥ ৪১ ॥  
 অসহায়ো হুপাথেয়ো ভীষণে নির্জনে বনে ।  
 কুৰ্ব্বন্নাথেষ্টকং তত্র ব্যচরৎ বিগত্ৰপঃ ॥ ৪২ ॥  
 ন জ্ঞাতবান্ যুগং হৈমং মায়য়াপিহিতস্তদা ।  
 উটজে জানকীং ত্যক্ত্বা নিৰ্গতস্তৎপদামুগঃ ॥ ৪৩ ॥  
 লক্ষ্মণোহপি চ তাং ত্যক্ত্বা নিৰ্গতো মৎপদামুগঃ ।  
 বারিতোপি ময়াত্যাগং মোহিতঃ প্রাকৃতৈশ্চ গৈঃ ॥ ৪৪ ॥  
 ভিক্ষুরূপং ততঃ কুত্বা রাবণং কপটাকৃতিং ।  
 জহার তরসা রক্ষো জানকীং শোককর্ষিতাম্ ॥ ৪৫ ॥  
 দুঃখার্থেন ময়া তত্র রুদিতং চ বনে বনে ।  
 স্ত্রীবেণ চ মিত্রং কৃত্বা কার্য্যবশায়য়া ॥ ৪৬ ॥

ক্ষতজৈ কপিভৈঃ ॥ ৩৯—৪১ ॥

আথেষ্টকং যুগহননাদিরূপম্ ॥ ৪২—৪৬ ॥

নির্দয় হইয়া ক্ষত্রিয়গণকে অধিক কি গৰ্ভগত সন্তানদিগকেও সংহার করিয়াছি। আমি  
 স্বাধীন হইলে কিজন্ত এ সকল কঠোর ও বীভৎস কার্য্য করিব ? ৩৯—৪০ ॥ হে দেবেন্দ্র !  
 আরও দেখ, আমি রামাবতাসে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়া চীর, জটা ও বঙ্কলধার  
 পূৰ্ণক, অসহায় ও পাথেয়শূন্য হইয়া পদদ্বয়ে ভীষণ নির্জন বনে নির্জনের স্তায় পৎ  
 হননাদিরূপ ব্যাধের কার্য্য করিয়া নিরন্তর পরিভ্রমণ করিয়াছি ॥ ৪১—৪২ ॥ আমি  
 মায়ার মোহিত হইয়া হুবর্ণযুগের স্বরূপ অবগত হইতে পারি নাই, স্ততরাং পর্ণালা  
 জানকীরে পরিত্যাগ করিয়া তথা হইতে নির্গমন পূৰ্ণক সেই যুগ-পদবীর অনুসরণ করি  
 য়াছি। আমি বহবার নিবারণ করিলেও লক্ষ্মণ প্রাকৃতিক গুণে মোহিত হইয়া তাঁহাকে  
 পরিত্যাগ করিয়া আমার অনুসরণ করিয়াছিল ॥ ৪৩—৪৪ ॥ তখন কপটমূর্ত্তি রাক্ষসরূপ  
 রাবণ, ভিক্ষুর বেশ ধারণ করিয়া শোকসংক্ষীণ জনকতনয়াকে বলপূৰ্ণক অপহরণ  
 করিয়াছিল ॥ ৪৫ ॥ আমি প্রিয়ার-বিরহ-দুঃখে অতিশয় কাতর হইয়া বনে বনে রোদন করিয়া  
 বেড়াইয়াছি এবং কার্য্যবশে বাগরম্যজ স্ত্রীবেণ সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছি ॥ ৪৬ ॥

অত্যায়েন হতো বালী শাপাচ্ছিব নিবারিতঃ\* ।  
 সহায়ান্ বানরান্ কৃষ্ণা লক্ষ্যাঃ চলিতং পুনঃ ॥ ৪৭ ॥  
 বন্ধোহহং নাগপাশৈশ্চ লক্ষ্যগচ্চ মমানুজঃ ।  
 বিসংজ্ঞো পতিতো দৃষ্ট্বা বানরা বিস্ময়ং গতাঃ ॥ ৪৮ ॥  
 গরুড়েন তদাগত্য যোচিতৌ ভ্রাতরৌ কিল ।  
 চিন্তা মে মহতী জাতা দৈবং কিং বা করিষ্যতি ॥ ৪৯ ॥  
 হৃতং রাজ্যং বনে বাসে যুতস্তাতঃ প্রিয়া হতা ।  
 যুদ্ধং কষ্টং দদাতোব্যমগ্রে কিং বা করিষ্যতি ॥ ৫০ ॥  
 প্রথমং তু মহাত্মঃখমরাজ্যাস্থ বনাশ্রয়ঃ ।  
 রাজপুত্র্যাস্থিতস্তৈব ধনহীনস্য মে সুরাঃ ! ॥ ৫১ ॥  
 বরাটিকাপি পিত্রা মে ন দত্তা বননিগমে ।  
 পদাতিরসহায়োহহং ধনহীনশ্চ নির্গতঃ ॥ ৫২ ॥  
 চতুর্দশৈব বর্ষাণি নীতানি চ তদা ময়া ।  
 ক্রাত্রং ধর্মং পরিত্যজ্য ব্যাধবৃত্ত্যা মহাবনে ॥ ৫৩ ॥

(অত্যায়েন অধর্মযুদ্ধেনেত্যর্থঃ ॥ ৪৭—৪৯ ॥)

দদাতোব্যমিতি । দৈবমিত্যনুযয়ঃ দৈবং বিধিদদাতীত্যর্থঃ ॥ ৫০—৫২ ॥

আমি অত্যায়ে পূর্বক বানররাজ বালীকে নিহত করিয়া তাহাকে শাপ-বিসুক্ত করিয়াছি ;  
 দনস্তর, বানরগণকে সহায় করিয়া লক্ষ্যায় গমন করিয়াছি ॥ ৪৭ ॥ যৎকালে অমুজ লক্ষণ ও  
 আমি, দুই জনেই নাগপাশে বদ্ধ ও চেতনা-বিহীন হইয়া নিপতিত হই, সে সময় বানরগণ  
 ধম্ব্যপন্ন হইয়াছিল ॥ ৪৮ ॥ অনস্তর, গরুড় আগমন করিয়া আমাদের ভ্রাতৃত্বকে নাগপাশ  
 ইতে মুক্ত করিল ; তখন আমি এই চিন্তা করিতে লাগিলাম যে, দৈব না জানি আমাদের  
 মদৃষ্টে কি অমঙ্গল সংঘটনা করেন ॥ ৪৯ ॥ আমার রাজ্য হৃত হইল, বনে বসতি ঘটিল, পিতা  
 পরলোক গত হইলেন, জানকী অপহৃত হইল, এক্ষণে নির্দাক্ষণ যুদ্ধে অতিশয় ক্লেশ হই-  
 তেছে, না জানি দৈব ইহার পর আমায় আরও কি দোষ কষ্টে নিপাতিত করেন ? ॥ ৫০ ॥  
 হে সুরগণ ! ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখের বিষয় আর কি আছে যে, আমি প্রথমেই রাজ্য-  
 হীন ও ধনহীন হইয়া বন গমন পূর্বক রাজপুত্রী সীতার সহিত নিবিড় বিপিনাশ্রয়ী  
 হই ॥ ৫১ ॥ বন গমনকালে পিতা আমাকে একটি বরাটিকা ও (এক কড়া কড়ি) প্রদান  
 করেন নাই, আমি ধনহীন ও অসহায় হইয়া পদতলে অঘোষ্যাইতে নির্গত হইয়া-

দৈবাৎ যুদ্ধে জয়ঃ প্রাপ্তো নিহতোহসৌ মহাহুরঃ ।  
 আনীতা চ পুনঃ সীতা প্রাপ্তাযোধ্যা ময়া তথা ॥ ৫৪ ॥  
 বর্ধাণি কতিচিৎতত্র স্ত্রুং সংসারসম্ভবম্ ।  
 প্রাপ্তং রাজ্যঞ্চ মংপূর্ণং কোশলানধিষ্ঠিতা ॥ ৫৫ ॥  
 পুরৈবং বর্তমানেন প্রাপ্তরাজ্যেন বৈ তদা ।  
 লোকাপবাদভীতেন ত্যক্তা সীতা বনে ময়া ॥ ৫৬ ॥  
 কাস্তাবিরহজং ছুঃখং পুনঃ প্রাপ্তং দুর্ভাসদম্ ।  
 পাতালং সা গতা পশ্চাক্করাং ভিক্ষা ধরাস্বজা ॥ ৫৭ ॥  
 এবং রামাবতারেহপি ছুঃখং প্রাপ্তং নিরন্তরম্ ।  
 পরতন্ত্রেণ মে নুনং স্বতন্ত্রং কো ভবেত্তদা ॥ ৫৮ ॥  
 পশ্চাৎ কালবশাৎ প্রাপ্তঃ স্বর্গো মে ভ্রাতৃভিঃ সহ ।  
 পরতন্ত্রস্য কা বার্তা বক্তব্য্য বিবুধেন বৈ ॥ ৫৯ ॥

(দৈবমেব বলবদ্বিত্তি প্রতিপাদয়িতুমাহ । চতুর্দশৈব বর্ধাণীতি । স্বর্গমপরিভ্রমণো-  
 হতিগর্হিতোহপি দৈববশাদেব ময়া পরিগৃহীত ইতি তাৎপর্যার্থঃ ॥ ৫৩—৫৭ ॥)

এবং রামাবতারে ইতি । ইয়ং কথা রামায়ণাদিষু ঐশিকান্তীতি ন বিবিচ্য  
 দর্শিতা ॥ ৫৮—৫৯ ॥

ছিলাম ॥ ৫২ ॥ আমি মহাবনে গমন করিয়া অগত্যা কলিযশস্ব পুরিত্যাগ করত ব্যাধব্রুতি  
 অবলম্বন পূর্বক চতুর্দশ বৎসর যাপন করিয়াছিলাম ॥ ৫৩ ॥ পরে, দৈবানুগ্রহেই সেই মহাহুব  
 রাবণকে নিহত করিয়া যুদ্ধে জয়ী হই এবং সীতাকে পুনরায় অযোধ্যায় আনয়ন করি ॥ ৫৪ ॥  
 তথায় কোশল নিবাসী-প্রজাগণের শাসনকর্তা হইয়া কতিপয় বৎসর সংসার-সম্ভূত স্ত্রু অহ-  
 ভব পূর্বক পূর্ণ রাজ্য প্রাপ্ত হই ॥ ৫৫ ॥ পূর্বে সীতাহরণাদি ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল,  
 তৎপরেই রাজ্যপ্রাপ্তি ঘটিল ; তখন লোকগণ সীতার অপবাদ জ্ঞান করিলে আমি ভীত  
 হইয়া তাঁহারে বনবাসে বিসর্জন দিলাম ; সে সময় আমাকে পুনরায় পত্নী-বিরহ-জনিত  
 হৃন্তর দুঃখ ভোগ করিতে হইল । তদনন্তর ধরাস্বজা ধরাতল-ভেদ করিয়া পাতালতলে গমন  
 করিলেন ॥ ৫৬—৫৭ ॥

দেবগণ ! রামাবতারে আমিও বধন এইরূপে পরাধীন হইয়া নিরন্তর দুঃখ ভোগ করি-  
 রাছি, তখন অপরে কে আর স্বাধীন আছে তাহা বল দেখি ॥ ৫৮ ॥ তদনন্তর, কালবশে  
 ভ্রাতৃগণের সহিত আমার স্বর্গ প্রাপ্তি ঘটয়াছিল । বাহা হউক পরতন্ত্র ব্যক্তির কতদূর দুর্ভটনা  
 ঘটে, তাহা বুদ্ধিমান পণ্ডিতেই বলিতে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ৫৯ ॥ হে পদ্মাসন ! তুমি

পরতস্ত্রোহিষ্যং নুনং পদ্মযোনে । নিশাময় ।

তথাহমপি রুদ্রশ্চ সৰ্ব্বৈ চাত্তে হুরোত্তমাঃ ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে  
ভারাকান্তায়াঃ পৃথিব্যাঃ স্বরলোকগমনং নাম অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

ন হেতাদৃশীং বিড়ম্বনাং স্বতন্ত্রঃ কশ্চিৎ স্বেচ্ছয়া স্বস্ত করোতি । তস্মাদনেকদৃষ্টান্তৈরেক  
বিধৈর্কিঙ্কানীহি হেংব্রহ্মহম্পরতন্ত্র এবতি সমুদায়ার্থঃ ॥ ৬০ ॥

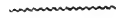
ইতি শ্রীমদভাগবতে মহাপুরাণে চতুর্থস্কন্ধে অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

আমার বাক্য শ্রবণ কর, আমি নিশ্চিতই পরম্বীন, কেবল আমি কেন আমার জ্ঞায় তুমি  
ও রুদ্র এবং সমস্ত হুরোত্তম গণ সকলেই পরম্বীন জানিও ॥ ৬০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ-

ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে ভারপীড়িত পৃথিবীর স্বর্গগমন নামক

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



তদবীজং ভগ ইত্যোষা শক্তিকৃত্য মনীষিভিঃ ।  
 কীলকঞ্চ ধিয়ঃ প্রোক্তং মোক্ষার্থে বিনিয়োজনম্ ॥ ৭ ॥  
 চতুর্ভির্হৃদয়ং প্রোক্তং ত্রিভির্কণৈঃ শিরঃ স্মৃতম্ ।  
 চতুর্ভিঃ স্থাচ্ছিধা পশ্চাত্ত্রিভিস্ত কবচং স্মৃতম্ ॥ ৮ ॥  
 চতুর্ভিনৈত্রমুদ্ভিক্তং চতুর্ভিঃ স্তাতদন্ত্রকম্ ।  
 অথ ধ্যানং প্রবক্ষ্যামি সাধকাতীক্টদায়কম্ ॥ ৯ ॥  
 মুক্তাবিক্রমহেমনীলধবলচ্ছায়ৈশ্মু শৈত্ৰীকণৈ-  
 যুক্তামিন্দুবিন্দুরত্নমুকুটাং তদ্বার্বর্ণাঙ্গিকাম্ ।  
 গায়ত্রীং বরদাভয়াঙ্কুশকশাঃ শুভ্রং কপালং গুণং  
 শঙ্খং চক্রমখারবিন্দুগুণলং হস্তৈর্কবহন্তীং ভজে ॥ ১০ ॥

তদবীজমিতি । তৎপদং বীজমিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

প্রথমং চতুর্ভিরকণৈঃ হৃদয়মিত্যর্থঃ । এবমুত্তরত্র বোধ্যম্ ॥ ৮—৯ ॥

ধ্যানমাহ মুক্তাবিক্রমমিতি । প্রত্যেকমীক্ষণত্রয়বত্তিঃ পঞ্চভিমুখৈর্ধূক্তামিত্যর্থঃ ।  
 তদ্বার্বর্ণাঙ্গিকামিতি । চতুর্কিংশতিতন্ত্রার্থে যেষাং বর্ণানাং তৎপাবতুরিত্যানিহাং তদা-  
 যিকামিত্যর্থঃ । দক্ষাদ্যুর্দ্ধয়োহঁস্তয়োঃ কমলধরং তদধস্তনয়োশ্চক্রশঙ্খৌ তদধস্তনয়োঃ  
 রজ্জুকপালে তদধস্থয়োঃ পাশাঙ্কুশৌ তদধস্থয়োঃ ভয়বরৌ । কশা পাশঃ । শুভো রজ্জুবিদ্যা-  
 যুধধ্যানম্ ॥ ১০ ॥

কবচের ঋষিচ্ছন্দাদির বিবরণ কহিতেছি শ্রবণ কর । ইহার, বুদ্ধা বিষ্ণু ও মহেশ্বর ঋষি,  
 ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ববেদ ছন্দঃ, পরমাকলা ব্রহ্মরূপা গায়ত্রীই দেবতা, সেই গায়ত্রীর  
 “তৎ” পদই ইহার বীজ, “ভগঃ” ইহাই শক্তি, “ধিয়ঃ” ইহাই কীলক এবং মোক্ষার্থে ইহার  
 বিনিয়োগ জানিবে ॥৭-৭॥ ইহার ঐশ্বর্য চারিটি বর্ণ দ্বারা জনরে, তদনন্তর তিনটি বর্ণ দ্বারা  
 সত্ত্বকে, তদনন্তর চারিটি বর্ণ দ্বারা শিখার, তৎপশ্চাৎ তিনটি বর্ণ দ্বারা কবচে, তদনন্তর  
 চারিটি বর্ণ দ্বারা নেত্রে ও তৎপশ্চাৎ চারিটি বর্ণ দ্বারা অস্ত্রার কট্ বলিয়া জ্ঞান করিবে ।  
 নারদ !, অনন্তর সর্গাতীত-কলপ্রদ গায়ত্রীর ধ্যান বলিতেছি শ্রবণ কর ॥৮—৯॥ গায়ত্রী-  
 দেবীর, মুক্তা, বিক্রম, সুবর্ণ ও নীলকান্তমণির তুল্য চারিটি এবং স্তম্ভবর্ণ একটা, সর্বদমেত  
 পাঁচটি বর্ণ ; প্রত্যেক বর্ণে তিনটি করিয়া নেত্র ; শিখরদেশে রত্নমুকুট ও চন্দ্রকলা বিরাজ  
 করিতেছে ; চতুর্কিংশতি তন্ত্রই তাঁহার দেহ ; তাঁহার হস্ত রত্নপানি, তাহাতে দক্ষিণ ও  
 বামের উর্দ্ধহস্তে কমলধর, তদধস্থিত হস্তে চক্র ও শঙ্খ, তাহার নিম্ন হস্তে রজ্জু ও কপাল,  
 তাহার নিম্নে পাশ ও অঙ্কুশ এবং অধোহস্তে ভয় ও বর বিরাজ করিতেছে । নারদ  
 এইরূপে গায়ত্রীর ধ্যান করিয়া পরে কবচ পাঠ করিবে ॥ ১০ ॥

গায়ত্রী পূর্বতঃ পাতু সারিত্রী পাতু দক্ষিণঃ ॥  
 ব্রহ্মসঙ্খ্যাতু মে পশ্চাত্তরায়ামঃ সরস্বতী ॥ ১১ ॥  
 পার্শ্বতী মে দিশং রক্ষেৎ পাবকী জলশায়িনী ।  
 যাতুধানীদিশং রক্ষেৎ যাতুধানভয়ঙ্করী ॥ ১২ ॥  
 পাবমানীদিশং রক্ষেৎ পবমানবিলাসিনী ।  
 দিশং রোজ্রী মে পাতু রুদ্রাণী রুদ্ররূপিণী ॥ ১৩ ॥  
 উজ্জ্বল ব্রহ্মাণী ॥ ১৪ ॥ রক্ষেদধস্তা বৈষ্ণবী তথা ।  
 এবং দশদিশো রক্ষাং সর্বদাঃ ভুবনেশ্বরী ॥ ১৪ ॥  
 তৎপদং পাতু মে প্রোক্তভ্যে মে সবিতুঃ পদম্ ।  
 বরেণ্যং কটিদেশে তু হস্তাভ্যাং গর্ভস্থং চ ॥ ১৫ ॥  
 দেবস্ত মে তক্ষদয়ঃ ধীমহীঃ গগনয়োঃ ।  
 ধিয়ঃ পদঞ্চ মে নেত্রে যঃ পদং ললাটকম্ ॥ ১৬ ॥  
 নঃ পাতু মে পদং মূর্ধ্নি শিখায়াম্ মে প্রচোদয়াৎ ।  
 তৎপদং পাতু মূর্দ্ধানং সকারঃ পাতু ভালকম্ ॥ ১৭ ॥  
 চক্ষুযী তু বিকারার্ণো তুকারস্ত কপোলয়োঃ ।  
 নাসাপুটং বকারার্ণো রেকারস্ত মুখে তথা ॥ ১৮ ॥

ব্রহ্মসঙ্খ্যা ব্রহ্মণারধ্যা সঙ্খ্যা ব্রহ্মসঙ্খ্যা ॥ ১১—১৩ ॥

হে ব্রহ্মাণী ভবতী মে উজ্জ্বলঃ দিশং রক্ষেদিত্যধঃ ॥ ১৪—২২ ॥

গায়ত্রীদেবী সমুখ ভাগ, সারিত্রী দক্ষিণভাগ, সঙ্খ্যাদেবী পশ্চাত্তাগ এবং সরস্বতী  
 বামভাগ রক্ষা করুন ॥ ১১ ॥ পার্শ্বতী চতুর্দিকে আমাকে রক্ষা করুন। জলশায়িনী অগ্নি-  
 কোণে, যাতুধান-ভয়ঙ্করী নৈঋতকোণে, পবমানবিলাসিনী বায়ুকোণে, রুদ্ররূপিণী রুদ্রাণী  
 জৈশানকোণে, ব্রহ্মাণী উজ্জ্বলকোণে এবং বৈষ্ণবী অধোদিকে রক্ষা করুন। ভুবনেশ্বরী  
 আমার সর্বদিকে দশদিক হইতেই রক্ষা করুন ॥ ১২—১৪ ॥ গায়ত্রীর “তৎ” এই পদ  
 আমার পদবর রক্ষা করুন। “সবিতুঃ” এই পদ আমার অভ্যর্থন রক্ষা করুন। “বরেণ্যং”  
 এই পদ আমার কটিদেশ, এবং “ভর্গঃ” এই পদ আমার নাভিদেশ রক্ষা করুন ॥ ১৫ ॥  
 “দেবস্ত” এই পদ স্বর, “ধীমহি” এই পদ গগনদেশ, “ধিয়ঃ” এই পদ মেত্রের, “বঃ” এই পদ  
 ললাটদেশ, “নঃ” এই পদ মস্তক, এবং “প্রচোদয়াৎ” এই পদ আমার শিখাদেশ রক্ষা করুন।  
 চতুর্দিকশুভিবর্ণাঙ্কিত গায়ত্রীর “তৎ” এই পদ আমার মস্তক, “সু” এই বর্ণ ললাটদেশ, “বি” এই  
 বর্ণ নেত্রের, “তু” এই বর্ণ কপোলের, “ব” এই বর্ণ নাসাপুট, “রে” এই বর্ণ মুখদেশ, “নি” এই  
 বর্ণ গর্ভদেশ, “ব” এই বর্ণ অধর প্রদেশ, “ভ” এই বর্ণ বুকব্যাভাগ, “র্গো” এই বর্ণ চিবুক,



নিকার উর্দ্ধমোষ্ঠং তু ব্জকারস্থধরোষ্ঠকম্ ।  
 আশ্রমধ্যে ভকারার্ণো গোকারশ্চিবুকে তথা ॥ ১৯ ॥  
 দেকারঃ কণ্ঠদেশে তু বকারঃ স্বরুদ্ধদেশকম্ ।  
 অকারো দক্ষিণং হস্তং ধীকারো বামহস্তকম্ ॥ ২০ ॥  
 মকারো হৃদয়ং রঞ্জেদ্বিকার উদরে তথা ।  
 ধিকারো নাভিদেশে তু য়োকারস্থায়লং তথা ॥ ২১ ॥  
 ওহং রক্ষতু য়োকার উরু ঘোমুখৈদাক্ষরম্ ।  
 প্রকারো জাম্বুনী রঞ্জেচ্ছোদ্ধার্থবা জজ্বদেশকম্ ॥ ২২ ॥  
 দকারং গুল্ফদেশে তু শাঃ শুভ পদযুগ্মকম্ ।  
 তকারব্যঞ্জনং চৈব যুগলং হ্যেমে সদাবতু ॥ ২৩ ॥  
 ইদং তু কবচং শতবিনাশনম্ ।  
 চতুঃষষ্টিকলাশ্চিহ্নাঃ প্রকং মোক্ষকারকম্ ॥ ২৪ ॥  
 মুচ্যাতে সর্বপাপেভ্যঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ।  
 পঠনাচ্ছবগাদ্যপি গোসহস্রফলং লভেৎ ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াক্য্যাদ্বাদশস্কন্ধে  
 গায়ত্রীকবচং নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

(তকারব্যঞ্জনং স্বরশূন্যতকারার্ণ ইত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৫ ॥)

ইতি শ্রীভাগবততিলকে দ্বাদশস্কন্ধে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

‘দে’ এই বর্ণ কণ্ঠদেশ, ‘ব’ এই বর্ণ স্বরুদ্ধদেশ, ‘অ’ এই বর্ণ দক্ষিণ হস্ত, ‘ধী’ এই বর্ণ বামহস্ত,  
 ‘ম’ এই বর্ণ হৃদয়, ‘হি’ এই বর্ণ উদর, ‘ধি’ এই বর্ণ নাভিদেশ, ‘য়ো’ এই বর্ণ কণ্ঠদেশ,  
 ‘ঘো’ এই বর্ণ গুল্ফদেশ, ‘নঃ’ এই বর্ণ উরুদ্বয়, ‘প্রা’ এই বর্ণ জাম্বুদ্বয়, ‘চো’ এই বর্ণ  
 জজ্বদেশ, ‘দ’ এই বর্ণ গুল্ফদেশ, ‘শা’ এই বর্ণ পদদ্বয় এবং ‘ৎ’ এই বর্ণ আমার সর্বাপ  
 রক্ষা করুন ॥ ১৯—২৩ ॥ নারদ ! দেবী গায়ত্রী এই দিব্য কবচ, শতসহস্র বাধা বিনাশ  
 করিতে, চতুঃষষ্টিকলা প্রদান করিতে এবং মোক্ষ সমর্পণ করিতে সমর্থ হয় তাহাতে  
 সন্দেহ নাই । এই কবচ-মাহাত্ম্যে মনুষ্য সর্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মপদ লাভ করিতে  
 সমর্থ হয় । অধিকন্তু এই কবচ পাঠ বা শ্রবণ করিলে সহস্র গোদানের ফল লাভ  
 হইয়া থাকে ॥ ২৪—২৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকোক্ত মহাপুরাণ

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধে গায়ত্রী কবচ বর্ণন

নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## চতুর্থোধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

ভগবন্ দেবদেবেশ তৃত্তব্যজগৎপ্রভো ।

কবচঞ্চ শ্রুতং দিব্যং গায়ত্রীমন্ত্রবিগ্রহম্ ॥ ১ ॥

অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি গায়ত্রীহৃদয়ং পরম্ ।

যজ্ঞারবৎ পুণ্যং গায়ত্রীজপতোহধিলম্ ॥ ২ ॥

নারায়ণ উবাচ ।

দেব্যাশ্চ প্রোক্তং নারদাথকর্ণে ক্ষুটম্ ।

তদেবাহং প্রবক্ষ্যে স্মৃতিসহস্রকম্ ॥ ৩ ॥

বিরাদ্রুপাং মহাদেবী হীতি চ বেদমাতরম্ ।

ধ্যাত্বা তস্তাস্থথাক্ষেষু ধ্যানদঃ নতাশ্চ দেবতাঃ ॥ ৪ ॥

পিণ্ডবৃক্ষাণ্ডয়োরৈক্যান্তাবয়েৎ স্বতনৌ তথা ।

দেবীরূপে নিজে দেহে তন্ময়ত্বায় সাধকঃ ॥ ৫ ॥

অথ ত্রিজনদযারা গায়ত্রী হৃদয়ং পরম্ ।

অথকৌতুং ক্রমেণৈব গাথারূপেণ কথ্যতে ।

কবচশ্রবণোত্তরং গায়ত্রীহৃদয়ং পুঙ্খতি ভগবন্নিতি ॥ ১—২ ॥

তদেবেতি । আহুপূর্বীক্রমেণৈবেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

বিরাদ্রুপামিতি বিরাদ্রুপাং গায়ত্রীং ধ্যাত্বা তস্তা অজহানীয়া বক্ষ্যমাণদেবতা ভাবয়িত্বা পিণ্ডবৃক্ষাণ্ডয়োরৈক্যান্তাবয়েৎ দেহমপি ত্রিগায়ত্রীরূপং বিভাব্য তন্মিনু দেহে বক্ষ্যমাণদেবতা স্তদেনিত্যর্থঃ ॥ ৪—৬ ॥

নারদ কহিলেন ; ভগবন্ ! আমি আপনার নিকট হইতে গায়ত্রীর কবচ ও মন্ত্রাদি সমস্তই শ্রবণ করিলাম । দেবদেব ! আপনি তৃত্ত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ত্রিকালই অবগত আছেন, একজ্ঞ বাহা ধারণ করিয়া গায়ত্রী জপ করিলে নিখিল পুণ্যলাভ হইয়া থাকে, এক্ষণে আপনার নিকট হইতে সেই গায়ত্রী হৃদয় শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি ॥ ১—২ ॥

নারায়ণ কহিলেন ; নারদ ! এই গায়ত্রী-হৃদয়ের বিবরণ অধঃপরে লিখিত করিয়া উক্ত আছে । আমি সেই অভিগোপ্য হৃদয় আহুপূর্বিক বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥ প্রথমে দেবদেবী গায়ত্রীদেবীকে বিরাদ্রুপিনী চিত্তা করিয়া তদনন্তরূপে দেবতা সকলের চিত্তা করিবে । পরে, পিণ্ড ও বৃক্ষাণ্ডের ঐক্য চেত্ন দেবীর হইবার জন্য নিজ শরীরকে দেবীরূপ ভাবিয়া তাহাতেই বক্ষ্যমাণ দেবতা সকলের ধ্যান করিবে ॥ ৪—৬ ॥

নাদেবোহভ্যর্চয়েদেবমিতি বেদবিদো বিদুঃ ।

ততোহভেদায় কারে শ্বে ভাবয়েদেবতা ইমাঃ ॥ ৬ ॥

অথ তৎ সম্প্রবক্ষ্যামি তন্ময়ত্বমথো ভবেৎ ।

গায়ত্রীহৃদয়স্তাপ্যাহমেব ঋষিঃ স্মৃতঃ ॥ ৭ ॥

গায়ত্রীছন্দ উদ্ভিষ্টং দেবতা পরমেশ্বরী ।

পূর্বোক্তেন প্রকারেণ কুর্যাদঙ্গানি ষট্ ক্রমাৎ ।

আসনে বিজ্ঞানে দেশে ধ্যায়ৈদেকাগ্রমানসঃ ॥ ৮ ॥

অথার্থভাসঃ । দেৱ্যর্শ্মুর্গি দৈবতম্ । দন্তপংক্তা-  
বশ্বিনো । উভে সঙ্কে চোঁঠোঁ । মুখমণিঃ । জিহ্বা  
সরস্বতী । গ্রীবায়াং তু বৃহস্পতিঃ । স্তনয়োর্ক্সবোহঁঠোঁ ।  
বাহ্বোর্শ্মরুতঃ । হৃদয়ে পর্জন্তঃ । আকাশমুদরম্ ।  
নাভাবস্তুরিকম্ । কটোয়রিন্দ্রাঘ্রী । জঘনে বিজ্ঞানঘনঃ  
প্রজাপতিঃ । কৈলাসমলয়ে উরু । বিশ্বেদেবা জাঘোঃ ।  
জজ্বায়াং কোশিকঃ । গুহুময়নে । উরু পিতরঃ । পাদৌ  
পৃথিবী । বনস্পত্যয়োহঙ্গুলীযু । ঋষয়ো রোমানি ।

অহমেব নারায়ণ ঋষিরিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

পরমেশ্বরী গায়ত্রী দেবতা ॥ ৮ ॥

দেৱ্যর্শ্মুর্গি ভাবয়েদিত্যর্থঃ । সর্বত্র এবং যথাযোগ্যমর্থ উহনীয়ঃ । সবিতুর্করেণায়

বেদবিদ্ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, যিনি দেব হইতে পারেন নাই, তিনি দেবপুত্রায় ও  
অধিকারী করেন নাই ; এজন্য দেবতার সহিত অভেদজ্ঞানের নিমিত্ত নিজদেহে দেবতা-  
সকলের চিন্তা করিবে ॥ ৬ ॥

নারদ ! যে গায়ত্রী-হৃদয় আনিলে পর গম্ভ্যমায়ে দেবময় হইতে সমর্থ হইবে, আমি  
একপে সেই গায়ত্রীহৃদয়ের বিবরণ বলিতেছি শ্রবণ কর । এই গায়ত্রীহৃদয়ের, নারায়ণ  
ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, এবং পরমেশ্বরী গায়ত্রীই দেবতা । ইহার আত্মাধি ভাস পূর্বোক্ত  
প্রকারেই নিশ্চয় করিবে এবং নির্জনদেশে আগনে উপবেশন করিয়া একাগ্রচিত্তে দেবীকে  
ধ্যান করিবে ॥ ৭—৮ ॥ অনন্তর, অর্থভাস বলিতেছি শ্রবণ কর । মস্তকে দেৱ্য দেবতাকে  
চিন্তা করিবেক । এইরূপ দন্তপংক্তিতে অশ্বিনীকুমারকে, ওষ্ঠ ও অধরে উভয় সঙ্ঘ্যাকে,  
মুখে অগ্নিকে, জিহ্বার সরস্বতীকে, গ্রীবদেশে বৃহস্পতিকে, স্তনবরে অষ্ট বস্তুকে, নাহবরে  
ষাট্‌গণকে হৃদয়ে পর্জন্তদেবকে, উদরে আকাশকে, নাভিদেশে অস্তরিককে, কটবরে ইন্দ্র,  
জঘনদেশে বিজ্ঞানঘন-প্রজাপতিকে, উরুদয়ে কৈলাস ও বনরাচলকে, বাহ-

নথানি মুহূর্তানি । অস্তিত্বং প্রাণঃ । অস্থিঃ সং প্রতবঃ ।  
 সংবৎসরা বৈ নিমিষম্ । অহোরাত্রাদিত্যচন্দ্রজ্ঞানঃ ।  
 প্রবরাং দিব্যাং গায়ত্রীং সহস্রেনেত্রাং শরণমহং প্রপদ্যে ।  
 ওঁ তৎসবিতুর্বরেণ্যায় নমঃ । ওঁ তৎপূর্বাজয়ায় নমঃ ।  
 তৎপ্রাতরাদিত্যায় নমঃ । তৎপ্রাতরাদিত্যপ্রতিষ্ঠায়ৈ  
 নমঃ । প্রাতরধীয়ানো রাত্রিকৃতং পাপং নাশয়তি ।  
 সায়মধীয়ানো দিবসকৃতং পাপং নাশয়তি । সায়ং  
 প্রাতরধীয়ানো অপাপো ভবতি । সর্বতীর্থেষু স্নাতো  
 ভবতি । সর্বৈর্দেবৈর্জাতো ভবতি । অবাচ্যবচনাৎ  
 পূতো ভবতি । অভক্ষ্যভক্ষণাৎ পূতো ভবতি । অভোজ্য-  
 ভোজনাৎ পূতো ভবতি । অচোষ্যচোষণাৎ পূতো  
 ভবতি । অসাধ্যসাধনাৎ পূতো ভবতি । ছুপ্রতিগ্রহ-  
 শতসহস্রাৎ পূতো ভবতি । সর্বপ্রতিগ্রহাৎ পূতো  
 ভবতি । পংক্তিদূষণাৎ পূতো ভবতি । অনৃতবচনাৎ  
 পূতো ভবতি । অথাব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারী ভবতি । অনেন

শ্রেষ্ঠায় তেজসে ইত্যর্থঃ । পূর্বাজয়ায় পূর্বজ্ঞানং দিশু দিত্যেতি কলিতোহর্থঃ । প্রাতরাদিত্যে

দ্বয়ে বিশ্বদেবগণকে, জ্ঞানদেবে বিশ্বামিত্রকে, গুহ্যদেবে উত্তরায়ন ও দক্ষিণায়নকে  
 উরুদ্বয়ে পিতৃগণকে, পাদদ্বয়ে পৃথিবীকে, অঙ্গুলিসমূহে বনস্পতি সকলকে, রোমসমূহে  
 ঋষিগণকে, নখে মুহূর্তকে, অস্থিসমূহে গ্রহগণকে, অস্থি ও মাংসে ঋতুসকলকে, নিমিষে  
 সংবৎসর সকলকে এবং দিবা ও রাত্রিতে সূর্য্য ও চন্দ্রকে চিন্তা করিয়া, “প্রবরা সহস্রনয়না  
 দিব্যা গায়ত্রী শরণাগত হই” এই বলিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইবে । অনন্তর, তৎসবিতু  
 র্বরেণ্যাকে নমস্কার করি, পূর্বদিকে উদিত সূর্য্যকে নমস্কার করি, প্রাতঃকালীন অদিত্যকে  
 নমস্কার করি এবং প্রাতঃকালীন সূর্য্যো প্রতিষ্ঠিত গায়ত্রীকে নমস্কার করি এই বলিয়া  
 সকলকে নমস্কার করিবে । নারদ ! এই গায়ত্রী দ্বারা প্রাতঃকালে পাঠ করিলে পর রাত্রি-  
 কৃত সমস্ত পাপ এবং সায়ংকালে পাঠ করিলে পর দিবাকৃত সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া থাকে ;  
 কলতঃ যে ব্যক্তি ইহা সায়ংকাল ও প্রাতঃকালে পাঠ করিয়া থাকে সে নিশ্চয়ই নিষাপ  
 হয় ; সমস্ত তীর্থের ফল প্রাপ্ত হয় ; সমস্ত দেবগণের পরিজ্ঞাত হয় ; অকথ্য কথন এবং  
 অভক্ষ্য-ভক্ষণ জনিত পাপ হইতে পরিজ্ঞান পাইতে পারে ; অচোষ্য বস্তুর চোষণও  
 ভোহ্য পাপ হয় না ; অকর্তব্য কার্য্য করিলে বা শতসহস্র ছুপ্রতিগ্রহ করিলে লভবা

হৃদয়েনাধীতেন ক্রতুসহস্রৈশ্চৈকং ভবতি । যষ্টিশত-  
সহস্রগায়ত্র্যা জপ্যানি কলানি ভবন্তি । অকৌ ব্রাহ্মণান্  
সম্যক্ গ্রাহয়েৎ । তন্ত সিদ্ধির্ভবতি । য ইদং নিত্যমধী-  
য়ানো ব্রাহ্মণঃ প্রাতঃ শুচিঃ সৰ্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যত ইতি ।  
ব্রহ্মলোকে মহীয়তে । ইত্যাহ ভগবান্ শ্রীনারায়ণঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে  
গায়ত্রীহৃদয়ং নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

আদিভ্যমণ্ডলে প্রতিষ্ঠা যত্র গায়ত্র্যান্তত্বে নম ইত্যর্থঃ । ফলমাহ প্রাতঃকালীন ইতি ।

ইতি শ্রীভাগবততিলকে দ্বাদশস্কন্ধে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

সৰ্ব্বপ্রকার প্রতিগ্রহ করিলেও সে পবিত্র থাকে ; গুণ্টিদ্বয় পাপ তাহাকে স্পর্শ করিতে  
পারে না ; মিথ্যাকথা বলিলেও ভৎজনিতপাপে লিপ্ত হইবে না ; অধিক কি যে ব্যক্তি  
অব্রহ্মচারী হইয়াও ইহা পাঠ করিবে সে ব্রহ্মচারী হইতে সমর্থ হইবে । নারদ ! গায়ত্রী-  
হৃদয়ের ফল আর তোমাকে অধিক কি বলিব ; যে ব্যক্তি ইহা অধ্যয়ন করিবে, সে সহস্র  
যজ্ঞের এবং বৃষ্টিসহস্র গায়ত্রীজপের ফল লাভ করিবে ; ফলতঃ ইহাতেই তাহার সিদ্ধি  
লাভ হইবে । নারদ ! যে ব্রাহ্মণ প্রত্যহ প্রাতঃকালে পবিত্র ভাবে ইহা অধ্যয়ন করিবে,  
সে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোক লাভ করিবে, ইহা ভগবান্ নারায়ণ স্বয়ং  
বলিয়াছেন ; অতএব ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাক্ত মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধে গায়ত্রীহৃদয় নামক

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

~~~~~

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

ভক্তানুকম্পিন! সৰ্ব্বজ্ঞ! হৃদয়ং পাপনাশনম্ ।

গায়ত্র্যাঃ কথিতং তন্মাদ্গায়ত্র্যাঃ স্তোত্রমীরয় ॥ ১ ॥

নারায়ণ উবাচ ।

আদিশক্তে! জগন্মাতৰ্ভক্তানুগ্রহকারিণি! ।

সৰ্বত্র ব্যাপিকেহনন্তে ত্রীসন্ধে! তে নমোহস্ত তে ॥ ২ ॥

ত্বমেব সন্ধ্যা গায়ত্রী সাবিত্রী চ সুরস্বতী ।

ব্রাহ্মী চ বৈষ্ণবী রৌদ্রী রক্তা শ্বেতা সিতেতরা ॥ ৩ ॥

প্রাতর্বালা চ মধ্যাহ্নে যৌবনস্থা ভবেৎ পুনঃ ।

বুদ্ধা সায়াং ভগবতী চিন্ত্যতে মুনিভিঃ সদা ॥ ৪ ॥

হংসস্থা গরুড়াকুটা তথা বৃষভবাহিনী ।

ঋগ্বেদাধ্যায়িনী ভূমৌ দৃশ্যতে যা তপস্বিভিঃ ॥ ৫ ॥

একোনিংশতা সৌকর্ণ্যগায়ত্র্যাঃ স্তোত্রমুচ্যতে ।

সিদ্ধাষ্টকং ভবেৎ সিদ্ধং যেন তদ্ব্যবহৃত্যপি চ ॥

গায়ত্রীহৃদয়শ্রবণোত্তরং নারদঃ পৃচ্ছতি নারদ উবাচ ভক্তানুকম্পিত্তি ॥ ১—২ ॥

গায়ত্রী ব্রাহ্মী ব্রহ্মণঃ সমানাকারহাস্তেনারাধ্যাযা। সাবিত্রী রৌদ্রী তৎসমানাকারহাস্তেনারাধ্যাযা। সুরস্বতী বৈষ্ণবী বিষ্ণুসমানাকারহাস্তেনারাধ্যাযা। গায়ত্রী রক্তা সাবিত্রী শ্বেতা সুরস্বতী সিতেতরা কৃষ্ণা ॥ ৩ ॥

তিস্তৃণাং ক্রমেণ বয়োবস্থামাহ প্রোতরিত্তি । বা চিন্ত্যতে তত্ৰৈ নম ইতি শেষঃ ॥ ৪ ॥

নারদ কহিলেন ; হে সৰ্ব্বজ্ঞ! আপনি তক্তের প্রতি নিতান্তই অনুকম্পা করিয়া থাকেন ইহা চিরপ্রসিদ্ধ ; এজন্য পুনর্বার অনুরোধ করি, দেব! সৰ্ব্বগণ-বিনাশন গায়ত্রীহৃদয় শ্রবণ করিলাম এক্ষণে গায়ত্রীর স্তব কীৰ্ত্তন করিয়া চরিতার্থ করুন ॥ ১ ॥

নারায়ণ নারদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া গায়ত্রীর স্তব বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন ; সাতঃ গায়ত্রি! আপনি আদিশক্তি ও ভক্তজনানুগ্রহকারিণী ; আপনি সৰ্বত্র ব্যাপিয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন ; অতএব হে সন্ধ্যা দেবি! আপনাকে নমস্কার করি ॥ ২ ॥ দেবি! আপনিই সন্ধ্যা, আপনিই গায়ত্রী, আপনিই সাবিত্রী এবং আপনিই সুরস্বতী, ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও রৌদ্রী এবং আপনিই গায়ত্রী, সাবিত্রী ও সুরস্বতী মূৰ্ত্তিতেই রক্তবর্ণা, শ্বেতবর্ণা ও কৃষ্ণবর্ণা হইয়া থাকেন ॥ ৩ ॥ দেবি! মুনিগণ আপনাকে প্রাতঃকালে বালিকার স্তায়, মধ্যাহ্নে যুবতীর সদৃশ এবং সায়াং বুদ্ধার তুণ্য চিত্তা করিয়া থাকে ॥ ৪ ॥ তাহার

যজুর্বেদং পঠন্তী চ অন্তরীক্ষে বিরাজতে ।
 সা সামগাপি সর্কেষু ভ্রাম্যমাণা তথা ভূবি ॥ ৬ ॥
 রুদ্রলোকং গতা হং হি বিস্মলোকনিবাসিনী ।
 ত্রমেব ব্রহ্মণো লোকেহমর্ত্যানুগ্রহকারিণী ॥ ৭ ॥
 সপ্তর্ষিপ্রীতিজননী মায়া বহুবরপ্রদা ।
 শিবয়োঃ করনেক্রোথা হ্রষ্টশ্বেদসমুদ্ভবা ॥ ৮ ॥
 আনন্দজননী দুর্গা দশধা পরিপঠ্যতে ।
 বরেণ্যা বরদা চৈব বরিষ্ঠা বরবর্ণিনী ॥ ৯ ॥
 গরিষ্ঠা চ বরাহা চ বরারোহা চ সপ্তমী ।
 নীলগঙ্গা তথা সন্ধ্যা সর্বদা ভোদমোক্শদা ॥ ১০ ॥
 ভাগীরথী মর্ত্যলোকে পাতালে ভোগবত্যাপি ।
 ত্রিলোকবাহিনী দেবী স্থানত্রয়নিবাসিনী ॥ ১১ ॥

তিস্থ্যং দেবতানাং বাহনাজ্জাহ হংসশ্চেতি । হংসস্থা ব্রাহ্মী । গরুড়াক্রতা সরস্বতী ।
 বৃষভবাহিনী সাবিত্রী । দেবতাজয়ন্ত ক্রমেণ বেদোক্তয়োংপাদকত্বমাহ স্বথেনেতি ॥ ৫ ॥
 ভ্রাম্যমাণেতি । ভূবি সর্বত্র বিদ্যমানাপি রুদ্রলোকং গতেত্যর্থঃ । রুদ্রলোকং গতেতি
 দেবতাজয়ন্ত যথাযোগ্যং লোকত্রয়ং যোজনীয়ম্ ॥ ৬ ॥
 অমর্ত্যানুগ্রহকারিণীতি ছেদঃ । বৈতাঙ্গী ততৈ নম ইতি শেষঃ ॥ ৭ ॥
 শিবয়োরিতি । শিবয়োঃ শিবশক্তয়োঃ করনেক্রোভ্যোহবরবেভ্যো বা নির্গতা দশবিধা
 দশরূপা দুর্গা সাপি স্বমেবাসীত্যর্থঃ । ইয়ং কথা কাব্যায়নীতদ্বাদৌ প্রসিদ্ধা ॥ ৮ ॥
 দশবিধদুর্গাণাং নামাজ্জাহ বরেণ্যেতি ॥ ৯ ॥
 ভোগমোক্শদেত্যেকা ॥ ১০—১১ ॥

আবার আপনাকে ব্রহ্মাণীমূর্তিতে হংসস্থা বৈষ্ণবীমূর্তিতে গরুড়াসনা ও রুদ্রাণীমূর্তিতে
 বৃষভবাহনা বলিয়া চিত্ত করেন এবং ভূমিতে স্বথেনাধ্যায়িনী অন্তরীক্ষে যজুর্বেদা-
 ধ্যায়িনী ও সর্কেষু সামবেদাধ্যায়িনী বলিয়া কীৰ্ত্তন করেন ॥ ৫—৬ ॥ দেবি! আপনিই
 দেবগণের প্রতি অমুগ্রহ করিবার জন্য রুদ্রলোকে রুদ্রাণীরূপে, বিস্মলোকে বৈষ্ণবী-
 রূপে ও ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মাণীরূপে বিরাজ করিতেছেন ॥ ৭ ॥ দেবি! আপনি সপ্তর্ষিগণের
 প্রীতি উৎপাদন করিয়া থাকেন; আপনিই মহামায়া; আপনিই তত্ত্বগণের অভিলষিত
 বর প্রদান করিয়া থাকেন; দেবি! আপনিই শিব ও শিবের অবরবসমুদ্ভূতা, বরেণ্যা,
 বরদা, বরিষ্ঠা, বরবর্ণিনী, গরিষ্ঠা, বরাহা, বরারোহা নীলগঙ্গা, সন্ধ্যা ও ভোগমোক্শদা
 নামে দশবিধরূপে আনন্দদায়িনী দুর্গা বলিয়া কীৰ্ত্তিত। ইহা থাকেন ॥ ১০ ॥
 আপনিই মর্ত্তে ভাগীরথী, পাতালে ভোগবতী এবং সর্বত্র মঙ্গলকরীকর্ত্তে বিরাজ

ভূলোকস্থা অমোহানিধিরিত্রী শোকধারিণী ।

ভুবো লোকে বায়ুশক্তিঃ স্বর্লোকে তেজসাং নিধিঃ ॥ ১২ ॥

মহর্লোকে মহাসিন্ধির্জনলোকে জনেনত্যপি ।

তপস্বিনী তপোলোকে সত্যলোকে তু সত্যবাক্ ॥ ১৩ ॥

কমলা বিম্বলোকে চ গায়ত্রী ব্রহ্মলোকগা ।

রুদ্রলোকে স্থিতা গৌরী হরাক্ষান্নিবাসিনী ॥ ১৪ ॥

অহমোন্মহতশ্চৈব প্রকৃতিস্বঃ হি গীয়সে ।

সাম্যাবস্থাস্থিকা ত্বং হি শবলব্রহ্মরূপিণী ॥ ১৫ ॥

ততঃ পরা পরাশক্তিঃ পরমা ত্বং হি গীয়সে ।

ইচ্ছাশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তির্জ্ঞানশক্তিস্ত্রিশক্তিদা ॥ ১৬ ॥

গঙ্গা চ যমুনা চৈব বিপাশা চ সরস্বতী ।

শরযুর্দেবিকা সিদ্ধূর্ণশ্মদৈরাবতী তথা ॥ ১৭ ॥

গোদাবরী শতদ্রুশ্চ কাবেরী দেবলোকগা ।

কৌশিকী চন্দ্রভাগা চ বিতস্তা চ সরস্বতী ॥ ১৮ ॥

(উর্দ্ধতসপ্তভুবনানাং শক্তিদ্বৈন বর্ণয়িতুমাং ভূলোকস্থিতি ॥ ১২—১৮ ॥)

করিতেছেন ॥ ১১ ॥ আপনিই ভূলোকে সর্বঃসভা পৃথিবী, ভুবোলোকে বায়ুশক্তি, স্বর্লোকে তেজঃস্বরূপা, মহর্লোকে মহাসিন্ধি, জনলোকে জনা, তপোলোকে তপস্বিনী এবং সত্যলোকে সত্যবাক্ রূপে বিরাজ করিতেছেন ॥ ১২—১৩ ॥ আপনি বিম্বলোকে কমলা, ব্রহ্মলোকে গায়ত্রী ও রুদ্রলোকে হরাক্ষান্নরূপিণী গৌরী বলিয়া বিদিতা হন ॥ ১৪ ॥ দেবি ! আপনিই “অহং” “ওম্” ও “মহত্ত্ব” হইতে ও পরা সর্বব্রহ্মরূপিণী সাম্যাবস্থাস্থিকা প্রকৃতি বলিয়া কীর্তিতা হইয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥ আপনিই পরাশক্তি ; আপনিই পরমা-শক্তি ; দেবি ! আপনিই ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তিরূপে ত্রিশক্তি বলিয়াই কথিতা আছেন ॥ ১৬ ॥ আপনিই গঙ্গা, যমুনা, বিপাশা, সরস্বতী, শরযু, দেবিকা, সিদ্ধ, নর্দনা, দেৱাবতী, গোদাবরী, শতদ্রু, কাবেরী, কৌশিকী, চন্দ্রভাগা, বিতস্তা, গঙ্গাকী, লগিনী কন্নভোরা, গোমতী এবং বেত্রবতী প্রভৃতি নদীরূপা ; আপনিই ইন্ডা, পিঙ্গল ও জম্বুনা নদীরূপা ; আপনিই গাক্ষারী, হস্তপ্রহা, পূবা, অপূবা, অলম্বা, কুহু, শম্বিনী ও প্রোণ-বাহিনী প্রভৃতি নদীরূপা বলিয়া কীর্তিতা হইবেন । দেবি ! আপনিই কৃৎসনস্থিতা প্রাণশক্তি, কৰ্ভস্থিতা বমনারিকা, তালুস্থিতা সর্বাধারা ও জরথাস্থিতা বিশ্বমূলাদিনী শক্তি । আপনিই মূলধারের কুণ্ডলী, কেন্দ্রমূলপর্যন্তে ব্যাপিনী, শিখাতে প্রবাহিনী এবং ব্রহ্মরূপে

গণ্ডকী তপিনী তোয়া গোমতী বেজবতাপি ।
 ইড়া চ পিঙ্গলা চৈব হুম্বা চ তৃতীয়কা ॥ ১৯ ॥
 গাক্ষারী হস্তজিহ্বা চ পূষাপুষা তথৈব চ ।
 অলম্বুধা কুহুশ্চৈব শঙ্খিনী প্রাণবাহিনী ॥ ২০ ॥
 নাড়ী চ ত্বং শরীরস্থা গীয়সে প্রাক্তনৈর্বুধৈঃ ।
 হৃৎপদ্মস্থা প্রাণশক্তিঃ কণ্ঠস্থা স্বপ্ননায়িকা ॥ ২১ ॥
 তালুস্থা ত্বং সদাধারা বিন্দুস্থা বিন্দুমালিনী ।
 মূলে তু কুণ্ডলীশক্তিৰ্ব্যাপিনী কেশমূলগা ।
 শিখামধ্যাসনা ত্বং হি শিখাগ্রে তু মনোময়ী ॥ ২২ ॥
 কিমম্বদবহ্ননোক্তেন যৎ কিঞ্চিজ্জগতীত্রেয় ।
 তৎ সৰ্বং ত্বং মহাদেবি শ্রিয়ে সক্ষ্যে নমোহস্ত তে ॥ ২৩ ॥
 ইতীদং কীর্তিদং স্তোত্রং সক্ষ্যায়াং বহুপুণ্যদম্ ।
 মহাপাপপ্রশমনং মহাসিদ্ধিবিধায়কম্ ॥ ২৪ ॥
 য ইদং কীর্তয়েৎ স্তোত্রং সক্ষ্যাকালে সমাহিতঃ ।
 অপুত্রঃ প্রাপুয়াৎ পুত্রং ধনাৰ্থী ধনমাপুয়াৎ ॥ ২৫ ॥

তোয়া করতোয়া ॥ ১৯ ॥

গাক্ষার্যাদয়ঃ শরীরস্থা নাডাঃ ॥ ২০ ॥

• স্বপ্ননায়িকতি । কণ্ঠে স্বপ্ন ইতি ক্রতেঃ । কণ্ঠস্থায়ী স্বপ্নজনকত্বাৎ ॥ ২১ ॥

বিন্দুস্থা ক্রমধ্যস্থা । বিন্দুমালিনী বিন্দুরূপেণ মালতে শোভত ইত্যর্থঃ । মূলে মূলধারে কুণ্ডলী । কেশমূলগা চূড়ামূলপর্য্যন্তং ব্যাপ্তা ব্যাপিনী । শিখামধ্যাসনা । তস্তাঃ শিখায়া মধ্যে পরমায়া বাবস্থিত ইতি কুহুত্বাচ্চা শিখা জ্ঞানকলা তস্তা মধ্যে আসনং স্থিতিৰ্ভক্তাঃ সা পরমাস্বরূপিনীত্যর্থঃ । শিখাগ্রে তস্তা এব শিখায়া অগ্রে বুদ্ধরন্ধ্রে মনসি গতে সতি মনোময়ী শক্তিরেবাবতিষ্ঠতে ইতি যোগপ্রসিদ্ধম্ ॥ ২২ ॥

শ্রিয়ে মোক্ষলক্ষ্যার্থমিত্যর্থঃ । সক্ষ্যে ইত্যেকবচনেনৈকৈব গায়ত্ৰী সক্ষ্যাত্রয়রূপেণ ধ্যেয়েত্বাক্ষমিতি বোধ্যম্ । উপপাদিতং চৈতদেকাদশবাক্যে ॥ ২৩—২৮ ॥

মনোময়ীরূপে বিরাজ করিতেছেন । দেবি ! আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, এই পরিদৃষ্টমান বিশ্বমণ্ডলে বাহ্য কিছু বিদ্যমান আছে তৎ সমস্তই আপনি ; অতএব, হে জীর্ণসিপি সক্ষ্যাদেবি ! আপনাকে নমস্কার ॥ ১৭—২৩ ॥

নায়দ ! এই আমি তোমার নিকট সৰ্বসিদ্ধি-বিধায়ক, সৰ্বপাপ-বিনাশক, পুণ্যপ্রদ গায়-ত্রীর স্তোত্র বর্ণন করিলাম । যে ব্যক্তি সক্ষ্যাসময়ে সমাহিতচিত্তে ইহা পাঠ করিবে, সে অপুত্র হইলেও পুত্রবান্ এবং ধনহীন হইলেও ধনবান্ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ২৪—২৫ ॥

সর্বতীর্থতপোদানবজ্রযোগকলং লভেৎ ।

ভোগান্ ভুক্ত্বা চিরং কালমন্তে মোক্ষমবাধুয়াৎ ॥ ২৬ ॥

তপস্বিভিঃ কৃতং স্তোত্রং স্নানকালে তু যঃ পঠেৎ ॥ ২৭ ॥

যত্র কুত্র জলে মগ্নঃ সক্ষ্যামজ্জনকং ফলম্ ।

লভতে নাত্র সন্দেহঃ সত্যং সত্যঞ্চ নারদ ! ॥ ২৮ ॥

শৃণুয়াদযোহপি তদ্বক্তব্যং স তু পাশাৎ প্রমুচ্যতে ।

পীযুষসদৃশং বাক্যং সঙ্ক্ষোক্তং নারদেৱিতম্ ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রায়াং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে
গায়ত্রীস্তোত্রবর্ণনং নাম পঞ্চমোহিধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

নারদেতি সম্বোধনম্ । সঙ্ক্ষোক্তং সঙ্ক্ষোদ্ধেপেনোক্তং স্তোত্রমিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে দ্বাদশস্কন্ধে পঞ্চমোহিধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

এই স্তোত্র পাঠ করিলে পর, সমস্ত তীর্থ, তপস্যা, দান, যজ্ঞ ও যোগের ফললাভ
হইয়া থাকে এবং ইহলোকে বাবতীয় সুখভোগ হইয়া অন্তে মোক্ষপদ প্রাপ্তি হয় ॥ ২৬ ॥
তপস্যা-নিরত মুনিগণও এই স্তোত্র পাঠ করিয়া থাকেন । স্নানকালে যে কোন জলাশয়ে
মগ্ন হইয়া তৎপরে ইহা পাঠ করিলে পর সমস্ত সক্ষ্যামজ্জনের ফললাভ হইয়া থাকে,
নারদ ! ইহা আমি ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছি অতএব ইহাতে কোনও সন্দেহ
করিও না ॥ ২৭—২৮ ॥ নারদ ! অধিক আর কি বলিব, আমি তোমার নিকট এই যে
অমৃত সদৃশ স্তোত্র বর্ণন করিলাম, যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্বক ইহা শ্রবণ করিবে তাহারও
সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইবে ॥ ২৯ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রলোকায়ুক মহাপুরাণ শ্রীমদ-

ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধে গায়ত্রীস্তোত্র বর্ণন নাকম

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

নারদ উবাচ ।

ভগবন্ ! সৰ্বধৰ্ম্মজ্ঞ ! সৰ্বশাস্ত্রবিশারদ ! ।

ঐতিশ্ৰুতিপুরাণানাং রহস্যং ত্বমুখাচ্ছৃতম্ ॥ ১ ॥

সৰ্বপাপহরা দেব ! কেন বিদ্যা প্রবর্ততে ।

কেন বা ব্রহ্মবিজ্ঞানং কিন্তু বা মোক্ষসাধনম্ ॥ ২ ॥

ব্রাহ্মণানাং গতিঃ কেন কেন বা মৃত্যুনাশনম্ ।

ঐহিকামুগ্নিকফলং কেন বা পদ্মলোচন ! ।

বক্তুমর্হস্যশেষেণ সৰ্বং নিখিলমাদিতঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীনারায়ণ উবাচ ।

সাধু সাধু মহাপ্রাজ্ঞ ! সম্যক্ পৃষ্ঠং ত্বয়ানঘ ! ।

শৃণু বক্ষ্যামি যত্নেণ গায়ত্র্যক্টসহস্রকম্ ॥ ৪ ॥

নান্নাং শুভানাং দিব্যানাং সৰ্বপাপবিনাশনম্ ।

স্বক্ৰ্যাদৌ যন্তগবতা পূৰ্বং প্রোক্তং ব্রবীমি তে ॥ ৫ ॥

পঞ্চমষ্টিকোতবর্গঃ শতরোকাধিকৈরথ ।

গায়ত্র্যাক্ট মহাদেব্যা নাম্নাং সাহস্রমুচাতে ॥

অথ নারদঃ সৰ্বভীষ্টপ্রদং সৰ্বাহুষ্ঠাননানতাপ্তিকরং গায়ত্রীসহস্রনামস্তোত্রং
শ্রোতুকামঃ পুচ্ছতি ভগবন্ সৰ্বধৰ্ম্মজ্ঞ ইতি ॥ ১ ॥

বিদ্যা বেদবিদ্যা ॥ ২—৪ ॥

ভগবতা ব্রহ্মণা ॥ ৫—৭ ॥

নারদ কহিলেন ; ভগবন্ ! আপনি সৰ্বশাস্ত্রের ও সমস্ত ধর্ম্মের তত্ত্ব বিদিত আছেন,
একজ্ঞ আমি আপনার নিকট হইতে ঐতি শ্রুতি ও পুরাণের সমস্ত রহস্য শ্রবণ করিয়াছি ।
একণে জিজ্ঞাসা করি, কোন উপায় দ্বারা সৰ্বপাপবিনাশিনী বেদবিদ্যার লাভ হয় ;
কিসের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান বা মোক্ষসাধন হইতে পারে ; কোন উপায় অবলম্বন করিলে
ব্রাহ্মণগণের চরমগতি লাভ হয় ; কোন উপায় দ্বারা মৃত্যু-জয় হইতে পারে এবং কিসের
দ্বারা ইহলোকে ও পরলোকে উত্তম ফল লাভ করিতে পারা যায় ; হে পদ্মলোচন !
আপনি অহরহঃ করিয়া তৎসমস্তই বিস্তৃতরূপে বর্ণন করুন ॥ ১—৩ ॥

নারায়ণ কহিলেন ; নারদ! তুমি উত্তম প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছ, একজ্ঞ তোমাকে
যত্নবান প্রদান করি । একণে, আমি গায়ত্রীর অষ্টাধিক সহস্রনাম কীৰ্ত্তন করিতেছি
তাহা হিরণ্যে ব্রহ্মপুৰুষ শ্রবণ কর ॥ ৪ ॥ এই সৰ্বপাপ-বিনাশন অষ্টোত্তর সহস্রগায়ত্রীর

অকৌত্তরসহস্রস্ত্রিংশং ঋষিৰ্জ্ঞা প্রকীর্তিতঃ ।

ছন্দোহমুক্তপু তথা দেবী গায়ত্রী দেবতা স্মৃতা ॥ ৬ ॥

হলো বীজানি তস্মৈব স্বরাঃ শতম্ব ইরিতাঃ ॥ ৭ ॥

অঙ্গন্যাসকরস্তাসাবুচ্যেতে মাতৃকাকরৈঃ ।

অথ ধ্যানং প্রবক্ষ্যামি সাধকানাং হিতায় বৈ ॥ ৮ ॥

[রক্তশ্বেতহিরণ্যনীলধবলৈষু ক্তাং ত্রিনেত্রোজ্জ্বলাং

রক্তাং রক্তনবস্রজং মণিগণৈষু ক্তাং কুমারীমিমাম্ ।

গায়ত্রীং কমলাসনাং করতলব্যানককুণ্ডলযুজাং

পদ্মাক্ষীঞ্চ বরস্রজঞ্চ দধতীং হংসাধিরূঢ়াং ভজে ॥ ৯ ॥

[অচিন্ত্যলক্ষণাব্যাক্তাপ্যর্থমাতৃমহেশ্বরী ।

অমৃতার্ণবমধ্যস্থাপ্যজিতা চাপরাজিতা] ॥ ১০ ॥

মাতৃকাকরৈরিতি । মাতৃকামন্ত্রবড়ক এবাস্ত বড়ক ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

প্রাতঃকালিকগায়ত্রীসঙ্কারপায়া দেব্যা ধ্যানমাহ রক্তেতি । রক্তশ্বেতহিরণ্যনীল-
ধবলৈর্নানাবর্ণবিংশষ্টৈর্মণিগণৈর্গুণ্যমিত্যর্থঃ । প্রাতঃ সঙ্কার্যাস্ততুর্ধকুণ্ডলাং পঞ্চমুখেন
বর্ণনং ন যুক্তমিতি মণিগণৈরিত্যশ্চৈব বিশেষণং যুক্তম্ । রক্তনবস্রজং রক্তপুষ্পস্রজ-
মিত্যর্থঃ । কুণ্ডং কুণ্ডিকাং অযুজং চ করতলাভ্যাং ব্যানকং ধৃতং যম । বরমিষ্টম্ ।
স্রজমক্ষমালাম্ ॥ ৯ ॥

অথ মাতৃকাকরক্রমেণৈব সহস্রনামাহ্যচ্যোক্তে । তত্র প্রথমতোহচিন্ত্যলক্ষণেত্যারম্ভা-
স্ত্যজার্চিতোভাস্ত্যাকারাদীনি পঞ্চত্রিংশন্নামান্নাহ অচিন্ত্যলক্ষণেতি । অবুদ্ধিগম্যলক্ষণে-
ত্যর্থঃ । যতো বাচো নিবর্তন্তে ইতি শ্রুতেঃ । অব্যাক্তা অস্পষ্টা নামরূপরহিতেত্যর্থঃ ।
তদ্ব্যোদয়ত্বাব্যাক্ততমাসীত্তন্মাসরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত ইতি শ্রুতেঃ । অর্থমাতরঃ প্রপঞ্চরূপার্থ-
পরিচ্ছেদক । ব্রহ্মাদয়স্তেষাং মহেশ্বরী নিরঞ্জী । অপিশবঃ সঙ্কাতাবারাসন্দেহার্থঃ । অজিতা
নাষ্টৈজিতা । অপরাজিতা যুদ্ধে ন পরাজিতা ন পরাক্রমঃ প্রাপ্তা । অজিতাপরাজিতেই-
পীঠশক্ত্যন্তর্গতে দেবতে বা ॥ ১০ ॥

নাম ভগবান ব্রহ্মা পূর্বে রচনা করিয়া স্বয়ংই পাঠ করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥ ইহার ঋষি ব্রহ্মা,
ছন্দ অমুক্তপু, দেবতা গায়ত্রী, বীজ হল্বর্ণ ও শক্তি সুরবর্ণ বলিয়া জানিবে ॥ ৬-৭ ॥

মাতৃকাবর্ণ অর্থাৎ অকারাদি বর্ণ দ্বারাই অঙ্গস্তাস ও করস্তাস করিবে । নারদ ! এক্ষণে,
সাধকগণের মঙ্গলজন্য ইহাতে যেসকল ধ্যান করিতে হইবে তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৮ ॥

যিনি, রক্ত, শ্বেত, নীল ও পীতাদি নানাবর্ণের মণিনিকর দ্বারা বিভূষিতা ; যিনি ত্রিনয়নী
ও রক্তবর্ণা ; দ্বাভার গণদেশে রক্তবর্ণ পুষ্পের মালা বিরাজিত রহিয়াছে ; যিনি হস্তদ্বারা,
কুণ্ডিকা, অক্ষমালা, পদ্ম ও বর ধারণ করিতেছেন ; আমি সেই পদ্মগজীনরনা হংসবাহিনী
কমলাক্লতা কুমারী গায়ত্রীদেবীকে ভজনা করি ॥ ৯ ॥

[অগ্নিমাদিগুণাধারাপ্যর্কসংসংস্থিতা ।

অজরাজাপরাধর্ম্য অক্ষসূত্রধরাধরা ॥ ১১ ॥

অকারাদিক্কারান্তাপ্যরিষড্ বর্গভেদিনী ।

অঞ্জনাঙ্গিপ্রতীকাশাপ্যঞ্জনাঙ্গিনিবাসিনী ॥ ১২ ॥

অদিতিশচাপ্যবিদ্যাপ্যরবিন্দনিভেক্ষণা ।

অন্তঃস্বহিঃস্থিতাবিদ্যাধ্বংসিনী চাস্তুরাজিকা ॥ ১৩ ॥

অজা চাজমুখাবাসাপ্যরবিন্দনিভাননা ।

অর্দ্ধমাত্রার্থদানজ্ঞাপ্যরিমণ্ডলমর্দিনী ॥ ১৪ ॥

অম্বরয়ী হ্রমাবাস্তাপ্যলক্ষ্মীম্যাস্ত্যজার্চিতা ।

আদিলক্ষ্মীশচাদিশক্তিরাকৃতিশ্চায়তাননা ॥ ১৫ ॥

অগ্নিমাদিগুণা অগ্নিমাদিসিদ্ধয়ন্তেবামাধারা আধারাপ্রয়কৃত। অজা অজামেকামিতি
প্রভেদে। ন পরোহধিকো যন্তাঃ সাপরা। ন ধর্মো জাত্যাদিনিমিত্তো যন্তাঃ সাধর্ম্য।
অথরা নিকটরূপাপীয়েমব ॥ ১১ ॥

অকার আদিযন্তাঃ ক্ষকারোহন্তে যন্তাঃ সা। মাতৃকারূপিণীতার্থঃ ॥ ১২ ॥

অদিতিদেবমাতো। অজপা গায়ত্রী। অবিদ্যা জীবোপাধিত্ত্ব স্বঃসিনী ॥ ১৩ ॥

অজা হ্রস্বী। অজমুখং বৃক্ষমুখং তস্মিন্নিবাসো যন্তাঃ। অর্দ্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যোক্তা।
অর্ধমাত্রং পুরুষার্থচতুষ্টয়দানং তন্ত জ্ঞা জ্ঞাতীতার্থঃ ॥ ১৪ ॥

অস্ত্যজা মাতঙ্গীকপিণী তয়ার্চিতা পূজিতা। আদিলক্ষ্মীঃ ইত্যারভাস্তুরক্ষাস্তনামশিনী-
ত্যন্ত্যজাকারাদীনি স্বাবিশ্রুতিনামানি। আদিলক্ষ্মীঃ সাম্যাবহুমায়াশবলবৃক্ষমূর্তিঃ। তন্ত-
কাক্ষনবর্ণাভা তন্তকাক্ষনভূষণেতি রহস্তোক্তা মহালক্ষ্মীঃ। আদিশক্তিরায়। আকৃতিরায়-
কাররূপিণী। আর্যতং হান্তেন বিস্তুতমাননং যন্তাঃ ॥ ১৫ ॥

নারদ ! এক্ষণে অকারাদিক্রমে গায়ত্রীদেবীর অষ্টোত্তরসহস্র নাম কীর্তন করিতেছি
শ্রবণ কর। সেই গায়ত্রীদেবীর লক্ষণ সকল বুঝির অগম্য বলিয়া তিনি অচিন্ত্যলক্ষণ
বলিয়া কীর্তিতা হন। সেইরূপ তাহার রূপাদি নাই বলিয়া অব্যক্তা, বুদ্ধাদির নিয়ন্ত্রী
বলিয়া অর্থমাতৃমহেশ্বরী, অমৃতার্ণবমধ্যস্থা, অজিতা ও অপরাজিতা নামে কীর্তিতা হইলেন ॥ ১০ ॥
তিনি অগ্নিমাদিগুণের আধার, অর্কমণ্ডলের মধ্যস্থিতা, অজরা, তাহার উৎপত্তি নাই
বলিয়া অজা, তাহা হইতে অজ কোনও বস্তু শ্রেষ্ঠ নয় বলিয়া তিনি অপরা, তাহার
জাত্যাদি ধর্ম্য নাই বলিয়া তিনি অধর্ম্য, অক্ষসূত্রধরা ও অথরা নামে কীর্তিতা হন ॥ ১১ ॥
পঞ্চাশৎ বর্ণমালাকপিণী বলিয়া অকারাদি-ক্ষকারান্তা ; কাম ক্রোধাদির শাসিনী বলিয়া
অরিষড্ভগভেদিনী এবং কৃষ্ণাক্ষী বলিয়া অঞ্জনাঙ্গিপ্রতীকাশা ও অঞ্জনাঙ্গিনিবাসিনী বলিয়া
কথিতা হন ॥ ১২ ॥ তাঁহার অপরা নাম, অদিতি, অজপা, অবিদ্যা, অরবিন্দনিভেক্ষণ,
অন্তঃস্বহিঃস্থিতা, অবিদ্যাধ্বংসিনী ও আস্তুরাজিকা ॥ ১৩ ॥ তিনি নিত্য বলিয়া অজা, ব্রহ্মার
বদনবিরাজিনী বলিয়া অজমুখাবাসা, জুবননাবলিয়া অরবিন্দনিভাননা, স্বাক্ষনবর্ণাঙ্গিকা

আদিত্যপদবীচারাধ্যাদিত্যপরিষেবিতা ।

আচার্য্যাবর্ত্তনাচারাধ্যাদিমুক্তিনিবাসিনী ॥ ১৬ ॥

আগ্নেয়ী চামরী চাদ্যা চারাদ্যা চাননস্থিতা ।

আধারনিলয়াধারা চাকাশান্তনিবাসিনী ॥ ১৭ ॥

আদ্যাক্ষরসমায়ুক্তা চান্তরাকাশরূপিণী ।

আদিত্যমণ্ডলগতা চান্তরধ্বাস্তনাশিনী ॥ ১৮ ॥

ইন্দ্রিা চেফদা চেফা'চেন্দীবরনিভেক্ষণা ।

ইরাবতী চেদ্রপদা চেদ্রাণী চেন্দুরূপিণী ॥ ১৯ ॥

ইক্ষুকোদণ্ডসংযুক্তা চেযুসজ্ঞানকারিণী ।

ইন্দ্রনীলসমাকারা চেড়াপিঙ্গলরূপিণী ॥ ২০ ॥

আদিত্যপদবী আদিত্যমার্গভ্রমিঃচারচরণং যজ্ঞাঃ । আদিত্যোনাহিতপুঞ্জৈ পৰি-
সেবিতা । আচার্য্য্য স্বয়ং ব্যাখ্যাত্রী । আবর্ত্তনা অগধর্ত্তয়ত্রী । আচারা দক্ষিণাচারাধ্যা-
চাররূপিণী । আদিমুক্তিবৃদ্ধ তন্মিহিবাসিনী ॥ ১৬ ॥

আগ্নেয়ী অগ্নিদেবতাকা ঋক্ দিশা বা । আমরী অমরাণামিহং পুরী আমরী । অমরা-
বতীরূপিতার্থঃ । আধারো মূলধারঃ স নিলয়ো বাসস্থানং যজ্ঞাঃ কুণ্ডলিতাঃ সা আধারা
সর্বাধাররূপিণী । আকাশান্তোহহঙ্কারতত্ত্বং তন্মিহাকাশন্ত লয়াৎ তন্মিহিবাসিনী ॥ ১৭ ॥

অন্তরে দেহমধ্যে ভব আকাশো দহরাকাশন্তরূপিণী । আন্তরধ্বাস্তমবিদ্যাককারন্তত
নাশিনী ॥ ১৮ ॥

ইন্দ্রিত্যরত্যা ইন্দ্রাকীত্যস্তামি ত্রয়োদশত্বেকারাদীনি নামানি । চকারঃ সজ্জাতা-
বার্থঃ । ইরাবতী ইরা ভুবাক্ হ্রাস্বৃতি মেদিনীকোষাৎ ভুবাক্ হ্রাস্বতীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

ইক্ষুকোদণ্ডঃ পৌণ্ড্র কুণ্ডলস্থেন সংযুক্তা । পৌণ্ড্র কুণ্ডাশাস্ত্রপুশ্ণবাণহন্তে নমন্তে
জগদেকমাতরিত ললিতাধানে উক্তবাৎ ॥ ২০ ॥

বলিয়া অর্জুনাত্মা, পুরুষার্থপ্রদান করেন বলিয়া অর্থদানজ্ঞা, এবং অরিমণ্ডলমর্দিনী,
অমররী, অমাবাত্তা, অলক্ষ্মীরী ও অন্ত্যজার্জিতা বলিয়া কীৰ্ত্তিতা হন । নারদ ! এইরূপ
উাহার আকারাদি নাম, আদিগন্ধী, আদিশক্তি, আকৃতি, আয়তাননা, আদিত্য-পদবীচারা,
আদিত্য-পরিষেবিতা, আচার্য্য্য, আবর্ত্তনা, আচারা ও আদিমুক্তিনিবাসিনী বলিয়া
জ্ঞানিবে ॥ ১৪—১৬ ॥ এইরূপ তিনি, আগ্নেয়ী, আমরী, আদ্যা, আরাধ্যা, আসনস্থিতা,
মূলধারনিবাসিনী বলিয়া আধারনিলয়া, সকলের আশ্রয় স্থান বলিয়া আধারা এবং—
অহন্তধ্বরূপিণী বলিয়া আকাশান্তনিবাসিনী নামে বিখ্যাতা হইলেন ॥ ১৭ ॥ এইরূপ উাহার
অপর নাম আদ্যাক্ষরসমায়ুক্তা, আন্তরাকাশরূপিণী, আদিত্যমণ্ডলগতা ও আন্তরধ্বাস্ত-
নাশিনী স্বর্ধাৎ কীবমোহনিবাসিনী ॥ ১৮ ॥ নারদ ! এইরূপ উাহার ইকারাদি নাম,
ইন্দ্রিা, ইষ্টদা, ইষ্টা, ইন্দীবরনিভেক্ষণা, ইরাবতী, ইন্দ্রপদা, ইন্দ্রাণী, ইন্দুরূপিণী, ইক্ষু-
ধর্ম্মারিণী বলিয়া ইক্ষুকোদণ্ডসংযুক্তা, ইক্ষুসজ্ঞানকারিণী, ইন্দ্রনীলসমাকারা, ইড়াপিঙ্গল-

ইন্দ্রাক্ষী চেখরীদেবী চেহাজ্রবিববজ্জিতা ।

উমা চোষা হুড়ুনিভা উর্কাককফলাননা ॥ ২১ ॥

উড়ুপ্রভা চোড়ুমতী হুড়ুপা হুড়ুমধ্যগা ।

উর্কঃ চাপ্যর্ককেশী চাপ্যর্কধোগতিভেদিনী ॥ ২২ ॥

উর্কবাহপ্রিয়া চোর্ম্মিমালাবাগ্গ্ৰহদায়িনী ।

ঋতং চর্ম্মির্ভূমতী ঋষিদেবনমস্কৃতা ॥ ২৩ ॥

ঋধেদা ঋণহর্ত্রী চ ঋষিমণ্ডলচারিণী ।

ঋদ্ধিদা ঋজুমার্গস্থা ঋজুধর্ম্মা ঋতুপ্রদা ॥ ২৪ ॥

ঋধেদনিলয়া ঋক্ষী লুপ্তধর্ম্মপ্রবর্ত্তিনী ।

লুতারিবরসম্ভূতা লুতাদিবিষহারিণী ॥ ২৫ ॥

ইন্দ্রাক্ষী শতাক্ষীনাদী দেবতা। ঈশ্বরীদেবী ঈহাজ্রবিববজ্জিতেতি নামধ্বং দীর্ঘে-
কারাদিকম্। ঈশ্বরীগণং মহাকাল্যানীনং দেবীশ্বরীদেবী। ঈহাজ্রমেঘপাঞ্জরং তেন
বিবজ্জিতা। উমেত্যারভোড়ুমধ্যগেত্যস্ত্রাষ্ট্রৌ হৃষোকারাদীনী নামানি। উমা প্রসিদ্ধা।
উষা রাজিশেষরূপিণী বাণাস্বরসূতা বা। উষাবাণসূতারাত্ম্যোরিতি মেদিনী। উড়ুনিভা
নক্ষত্রসদৃশী। উর্কাককং কর্কট ॥ ২১ ॥

উড়ুপা পোতরূপিণী বা। উর্কাদীনুর্ম্মিমালাবাগ্গ্ৰহদায়িনীত্যন্তানি পঞ্চ দীর্ঘো-
কারাদীনী নামানি। উর্কমূর্কদেশরূপিণী। উর্ককেশী উর্কঃ কেশা যন্তাঃ। উর্কধোগতি-
রূচনীচগতিস্ত্রা ভেদিনী ॥ ২২ ॥

উর্ম্মিমালা সমুজ্রতরঙ্গমালা তৎপ্রচাণঃ গ্রহঃ কবিতারূপঃ কক্ষারূপো বা তন্ত দায়িনী।
ঋতমিত্যাদীনী ঋজীত্যন্তানি ত্রয়োদশহৃষৎকারাদীনী নামানি। ঋতং হনুতবাণীরূপা
ঋষির্কেশরূপা। ঋতুমতী রজস্বলা ॥ ২৩—২৪ ॥

দার্ষৎকারাদীনং নাম্যামপ্রসিদ্ধাত্তানি নোক্তানি। ঋকারাদিনামান্ত্যাপ্রসিদ্ধানি
যদ্যপি তথাপি ঋকারে লকারস্ত্র সম্বাস্তদাদিকমেব নামজরমুচ্যতে। লুতারিবরসম্ভূতা।
ভুক্তে লুতা তুর্ণনাভপিপীলিকাগদাস্ত্রে ইতি মেদিনীকোষানুতা রোগবিশেষন্ত্রা অরিবরঃ
শত্রুশ্রেষ্ঠন্ত্রাশকো রত্নঃ স সম্ভূতো যন্তাঃ সা ॥ ২৫ ॥

রূপিণী, ইন্দ্রাক্ষী এবং ঈশ্বরী ও ঈহাজ্র-বিববজ্জিতা বলিয়া জানিবে। এইরূপে সেই
গায়ত্রীদেবী, উমা, উষা, উড়ুনিভা, উর্কাককফলাননা, উড়ুপ্রভা, উড়ুমতী, উড়ুপা,
উড়ুমধ্যগা, উর্ক, উর্ককেশী, উর্কধোগতিভেদিনী, উর্কবাহপ্রিয়া এবং উর্ম্মিমালাবাগ্গ্ৰহ-
দায়িনী বলিয়া কীৰ্ত্তিত হন। তিনি সত্যরূপা বলিয়া ঋত, বেদরূপা বলিয়া ঋষি, বিশ্বজননী
বলিয়া ঋতুমতী, সর্গপুজনীয়া বলিয়া ঋষিদেবনমস্কৃতা, বেদশ্রেষ্ঠা বলিয়া ঋধেদা,
সর্গাতীষ্টপ্রদা বলিয়া ঋণহর্ত্রী, বিদ্যাশ্বরূপা বলিয়া ঋষিমণ্ডলচারিণী নামে কথিত হন।
এইরূপে তাঁহার অপর নাম ঋদ্ধিদা, ঋজুমার্গস্থা, ঋজুধর্ম্মা, ঋতুপ্রদা, ঋধেদনিলয়া, ঋক্ষী,
লুপ্তধর্ম্মপ্রবর্ত্তিনী, লুতারিবরসম্ভূতা ও লুতাদিবিষহারিণী ॥ ১১—২৫ ॥ আরও! সেই

একাক্ষরা চৈকমাত্রা চৈকা চৈকৈকনিষ্ঠিতা ।

ঐন্দ্রী হৈরাবতারুতা চৈহিকামুদ্রিকপ্রদা ॥ ২৬ ॥

ওঙ্কারা হোষধী চোতা চোতপ্রোতনিবাসিনী ।

ওঁর্কা হোঁষধসম্পদা ওঁপাসনফলপ্রদা ॥ ২৭ ॥

অংডমধ্যস্থিতা দেবী চাঃকারমহুরূপিণী ।

কাত্যায়নী কালরাত্রিঃ কামাক্ষী কামমুন্দরী ॥ ২৮ ॥

কমলা কামিনী কান্তা কামদা কালকণ্ঠিনী ।

করিকুন্তন্তনভরা করবীরমুখবাসিনী ॥ ২৯ ॥

কল্যাণী কুণ্ডলবতী কুরুক্ষেত্রনিবাসিনী ।

কুরুবিন্দদলাকারা কুণ্ডলী কুমুদালয়া ॥ ৩০ ॥

একাক্ষরেত্যারভ্য নাম চতুঃসংকারবর্ণাদিকমর্থস্ত স্পষ্ট এব । ঐন্দ্রীত্যাদিনামত্রয়-
মৈকারাদিকম্ । ঐহিকামুদ্রিকফলন্ত প্রদাত্রীত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

ওঙ্কারেত্যাদীনি চছারি নামান্ত্রোকারাদীনি । ওঙ্কারা প্রণবরূপিণী । ওতা মদিমু
মুত্রবৎ সর্ষভান্তরে স্থিতা । কশ্মিরিদমোতং চেতি ক্রত্যা পরমায়নি সর্ষং জগদোতক
প্রোতপ্রোতীতি । তন্নিম্নোতপ্রোতে জগতি নিবসতি তচ্ছীলা ওতপ্রোতনিবাসিনীত্যর্থঃ ।
ওঁর্কেত্যাদিনামত্রয়মৌকারাদিকম্ । উর্ক্যাং ভবা ওঁর্কা ॥ ২৭ ॥

অমুখারাদিকমেকং নাম । বিসর্গাদিকমেকং নাম অংডমধ্যস্থিতানাং শক্তিীনাং দেবী-
ত্যর্থঃ । অঃকাররূপো বিসর্গরূপো যো মন্ত্রস্তজপিণী তন্ত্ররাজে বিসর্গন্ত শক্ত্যাম্বকাত্মন বর্ণ-
নাং । যারশক্ত্যভিঃ সর্গঃ সর্ষভূতায়কঃ প্রকুরিতি তন্ত্রাতরোক্তেষু । কাত্যায়নোত্যারভ্য
কুক্ষিস্থাখিলবিষ্টপেত্যন্তানি একোনসপ্ততিকারাদীনি নমানি ॥ ২৮ ॥

করবীরমুখবাসিনী । করবীরঃ কৃপাণী শাট্টৈক্যতেদাশ্বমারয়োরিতি মেদিনীকোষাৎ ।
করবীরে । দৈতাবিশেষস্তেন পুজিতা মুখবাসিনীত্যর্থঃ । যদা করবীরং মহালক্ষ্মীক্ষেত্রং তত্র
নিবসনশীলোত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

কুরুবিন্দদলাকারা কুরুবিন্দরত্নভেদে মুক্তাকৃদ্বাঘয়োঃ পুমানিতি মেদিনীকোষানুস্তা-
দলাকারেত্যর্থঃ ॥ ৩০—৩১ ॥

গায়ত্রীদেবীর অপরা নাম, একাক্ষরা, একমাত্রা, একা, একৈকনিষ্ঠিতা, ঐন্দ্রী, ঐরাবতারুতা,
ঐহিকামুদ্রিকপ্রদা, ওঙ্কারা, ওষধী, ওতা, ওতপ্রোতনিবাসিনী, ওঁর্কা, ওঁষধসম্পদা, ওঁপাসন-
ফলপ্রদা, অংডমধ্যস্থিতা এবং বিসর্গরূপিণী বলিয়া অঃকারমহুরূপিণী বলিয়া জানিবে ।
নামদ ! সেই পরমারাধ্য গায়ত্রীদেবীর পরবর্ণনঃবলিত নাম সকল কর্ত্তন করিয়াম,
এক্কে ব্যক্তনবর্ণসঙ্কলিত নাম সকল শ্রবণ কর । কাত্যায়নী, কালরাত্রি, কামাক্ষী,
কামমুন্দরী, কমলা, কামিনী, কান্তা, কামদা, কালকণ্ঠিনী, পীনতনু বলিয়া করিকুন্ত-
ন্তনভরা, করবীরদৈতাপুজিতা বলিয়া করবীরমুখবাসিনী, কল্যাণী, কুণ্ডলবতী, কুরুক্ষেত্র-
নিবাসিনী, কুরুবিন্দদলাকারা, কুণ্ডলী ও কুমুদালয়া ॥ ২৬—৩০ ॥ এইরূপ তাঁহার অপরা

কালজিহ্বা করালাত্মা কালিকা কালরূপিণী ।
 কমনীয়গুণা কাস্তিঃ কলাধারা কুমুদভী ॥ ৩১ ॥
 কৌশিকী কমলাকারা কামচারপ্রভঞ্জিনী ।
 কোমারী করুণাপার্শ্বী ককুবন্তা করিপ্রিয়া ॥ ৩২ ॥
 কেশরী কেশবনুভা কদম্বকুম্মপ্রিয়া ।
 কালিন্দী কালিকা কাঞ্চী কলশোদ্ভবসংস্কৃতা ॥ ৩৩ ॥
 কামমাতা ক্রতুমতী কামরূপা কৃপাবতী ।
 কুমারী কুণ্ডনিলয়া কিরাডী কীরবাহনা ॥ ৩৪ ॥
 কৈকেয়ী কোকিলালাপা কেতকী কুম্মপ্রিয়া ।
 কমণ্ডলুধরা কালী কৰ্ম্মনিৰ্ম্মলকারিণী ॥ ৩৫ ॥
 কলহংসগতিঃ কক্ষা কৃতকৌতুকমঙ্গলা ।
 কস্তুরীতিলকা কত্রা করীন্দ্রগমনা কুহুঃ ॥ ৩৬ ॥
 কপূরলেপনা কৃষ্ণা কপিলা কুহরাশ্রয়া ।
 কুটুঙ্গা কুধরা কত্রা কুক্ষিহাথিলবিটুপা ॥ ৩৭ ॥

কামচারো যথেষ্টাচরণং তত্ত্ব নাশিনী । ককুবন্তা ককুতাং দিশানামস্তাবসানরূপা ॥ ৩২ ॥
 কেশরী সিংহরূপিণীত্যাৰ্থঃ । কলশোদ্ভবোহপ্তিস্তেন সংস্কৃতা ॥ ৩৩ ॥
 কুণ্ডময়িহোদ্ভবকুণ্ডং তনিলয়া ॥ ৩৪ ॥
 কেতকীতি স্বতন্ত্রনাম । কুম্মপ্রিয়েতি স্বতন্ত্রনাম । কালীত্যাঃ ক্রুরেত্যপি পাঠঃ ॥ ৩৫ ॥
 কক্ষেত্যত্র কক্ষেত্যপি পাঠঃ ॥ ৩৬ ॥
 কক্ষেত্যত্র কক্ষেত্যপি পাঠঃ । কুটী অকুটী । কস্ত্রেতি পুনরুক্তং নাম । তদর্থন্ত পূৰ্ব্বত্র
 কত্রা যুগ্মরী । বিতীয়ে কস্ত্রানারী কাচন দেবাননা কস্ত্রেতিপাঠে ন পুনরুক্তিঃ ॥ ৩৭ ॥

নাম কালজিহ্বা, করালাত্মা, কালিকা, কালরূপিণী, কমনীয়গুণা, কাস্তি, কলাধারা, কুমুদভী, কৌশিকী, কমলাকারা এবং যথেষ্টাচরণের প্রতিরোধকর্ত্ত্বী বলিয়া কামচার-
 প্রভঞ্জিনী । এইরূপ তিনি কোমারী, দয়াবতী বলিয়া করুণাপার্শ্বী, সৰ্ব্বদগিধিষ্ঠাত্রী বলিয়া
 ককুবন্তা ও করিপ্রিয়া নামে কথিত হন ॥ ৩১—৩২ ॥ সেইরূপ তাঁহার অপর নাম
 কেশরী, কেশবনুভা, কদম্বকুম্মপ্রিয়া, কালিন্দী, কালিকা, কাঞ্চী, কলশোদ্ভবসংস্কৃতা
 অর্থাৎ অগস্ত্যমুনি-পুজিতা ॥ ৩৩ ॥ কামমাতা, ক্রতুমতী, কামরূপা কৃপাবতী, কুমারী,
 কুণ্ডনিলয়া, কিরাডী, কীরবাহনা অর্থাৎ খগাঙ্কতা, কৈকেয়ী, কোকিলালাপা অর্থাৎ
 কুম্মধূতাবিণী, কেতকী, কুম্মপ্রিয়া, কমণ্ডলুধরা, কালী, কৰ্ম্মনিৰ্ম্মলকারিণী অর্থাৎ
 জ্ঞানপ্রদা, কলহংসগতি অর্থাৎ মহরগমনা, কক্ষা, কৃতকৌতুকমঙ্গলা, কস্তুরীতিলকা, কত্রা
 অর্থাৎ স্তম্বরী, করীন্দ্রগমনা, কুহু, কপূরলেপনা অর্থাৎ হুজারী, কক্ষা, কপিলা,

খড়গখেটকরা খৰ্ব্বা খেচরী খগবাহনা ।
 খট্টাঙ্গধারিণী খ্যাতা খগরাজোপরিস্থিতা ॥ ৩৮ ॥
 খলরী খণ্ডিতজরা খড়াখ্যানপ্রদায়িনী ।
 খণ্ডেন্দুতিলকা গঙ্গা গণেশগুহপূজিতা ॥ ৩৯ ॥
 গায়ত্রী গোমতী গীতা গান্ধারী গানলোলুপা ।
 গৌতমী গামিনী গাধা গন্ধর্বাঙ্গসেবিতা ॥ ৪০ ॥
 গোবিন্দচরণাক্রান্তা গুণজয়বিভাবিতা ।
 গন্ধর্ব্বা গহ্বরী গোত্রা গিরীশা গহনা গমী ॥ ৪১ ॥
 গুহাবাসা গুণবতী গুরুপাপপ্রণাশিনী ।
 গুর্ব্বা গুণবতী গুহ্যা গোপুত্র্যা গুণদায়িনী ॥ ৪২ ॥
 গিরিজা গুহ্মাতঙ্গী গরুড়ধ্বজবল্লভা ।
 গর্ব্বাপহারিণী গোদা গোকুলস্থা গদাধরা ॥ ৪৩ ॥

খড়গখেটকরোত্যারভ্য খণ্ডেন্দুতিলকেত্যন্তানি একাদশ খকারাদীনি নামানি । খড়গ-
 খেটকরোত একং নাম বোধ্যম্ ॥ ৩৮ ॥

খড়াখ্যানপ্রদায়িনী । খড়ঃ পানাস্তরে ভেদ ইতি মেদিনীকোষাৎ খড়ঃ পানশাস্ত্রং ভেদ-
 শাস্ত্রং বা তদ্রূপাখ্যানদায়িনী । গদ্যোত্যারভ্য গুহ্মগুণবর্ত্তিনীত্যন্তানি ষট্ ত্রিংশদখকারাদীনি
 নামানি । গণেশগুহপূজিতোত্যেকং নাম ॥ ৩৯ ॥

গামিনী গমনশীলা । গাধা প্রতিষ্ঠারূপিণী । গন্ধর্বাঙ্গসেবিতা সকারলোপ আর্থঃ ॥ ৪০ ॥

গোত্রা পৃথ্বী । গমী । গমো নাক্ষত্রিকোত্তরাদপর্ধ্যালোচনেহধ্বনীতি মেদিনীকোষাদ-
 গমঃ অপর্ধ্যালোচনং তদ্রূপাতীত্যর্থো অর্শবাদ্যচ্ । তদ্রূপীত্যর্থো পুংযোগাদাখ্যায়ামিতি
 ভীপ্ ॥ ৪১—৪৩ ॥

কুহরীশ্রয়া, কুটস্থা, কুধরা, কত্রা এবং কুক্ষিস্থাখিলবিষ্টপা অর্থাৎ তাঁহার কুক্ষিমধ্যে সমস্ত
 বিষই বর্ত্তমান রহিয়াছে ॥ ৩৪—৩৭ ॥

নারদ ! গায়ত্রীদেবীর ককারাদি নাম সকল কীৰ্ত্তন করিলাম, এক্ষণে বকারাদি নাম
 সকল বর্ণিতেছি শ্রবণ কর । সেই গায়ত্রী দেবী খড়গখেটধরা, খৰ্ব্বা, খেচরী, খগবাহনা,
 খট্টাঙ্গধারিণী, খ্যাতা অর্থাৎ বিখ্যাতা, খগরাজোপরিস্থিতা অর্থাৎ গরুড়াসনা, খলরী,
 খণ্ডিতজরা অর্থাৎ স্থিরবোবনা, খড়াখ্যানপ্রদায়িনী এবং খণ্ডেন্দুতিলকা অর্থাৎ অঙ্কচক্র-
 বিভূষিতা বলিয়া উক্তা হন । এইরূপ তাঁহার গকারাদি নাম সকল গঙ্গা, গণেশগুহপূজিতা,
 গায়ত্রী, গোমতী, গীতা, গান্ধারী, গানলোলুপা, গৌতমী, গামিনী, গাধা অর্থাৎ সর্ব্বত্র
 প্রতিষ্ঠারূপিণী, গন্ধর্বাঙ্গসেবিতা, গোবিন্দচরণাক্রান্তা, গুণজয়বিভূষিতা, গন্ধর্ব্বা, গহ্বরী,
 গোত্রা অর্থাৎ পৃথিবীরূপা, গহনা অর্থাৎ অরণ্যানীরূপা, গমী অর্থাৎ সর্গাপর্ধ্যালোচনা-

গোকর্ণনিলয়াসক্তা শুভ্রমণ্ডলবর্তিনী ।

ঘর্ষদা ঘনদা ঘণ্টা ঘোরদানবমর্দিনী ॥ ৪৪ ॥

ঘৃণিমস্ত্রময়ী ঘোষা ঘনসম্পাতদায়িনী ।

ঘণ্টারবপ্রিয়া ত্রাণা ঘৃণিসম্ভটিকারিণী ॥ ৪৫ ॥

ঘনারিমণ্ডলা ঘূর্ণা ঘূতাচী ঘনবেগিনী ।

জ্ঞানধাতুময়ী চর্চ্চা চর্চ্চিতা চাকুহাসিনী ॥ ৪৬ ॥

চটুলা চণ্ডিকা চিত্রা চিত্রমালাবিভূষিতা ।

চতুর্ভুজা চাকুদস্তা চাতুরী চরিতপ্রদা ॥ ৪৭ ॥

চুলিকা চিত্রবস্ত্রাস্তা চন্দ্রমঃকর্ণকুণ্ডলা ।

চন্দ্রহাসা চাকুদাত্তী চকোরী চন্দ্রহাসিনী ॥ ৪৮ ॥

চন্দ্রিকা চন্দ্রধাত্রী চ চৌরী চোরা চ চণ্ডিকা ।

চঞ্চদ্বাগ্ভাদিনী চন্দ্রচূড়া চোরবিনাশিনী ॥ ৪৯ ॥

গোকর্ণনিলয়াসক্তা গোকর্ণস্থানাসক্তা । ঘর্ষদেব্যারভা ঘনবেগিনীত্যস্তানি চতুর্দশ
ধকারাদীনি নামানি ॥ ৪৪ ॥

ঘৃণিমস্ত্রঃ সূর্য্যমস্ত্রঃ ॥ ৪৫ ॥

ঘনং নিবিড়মরিমণ্ডলং দৈত্যরূপং যন্তাঃ সা । উকারাদিনাম্নোহপ্রসিদ্ধত্বাঙ্কপ্রোষণে জ
ইত্যক্ষরং নিম্পন্নং তন্তু কচিৎপ্রায়াং ওকাররূপেণোচ্চারাৎ তদাদিকমেব নাম জ্ঞানধাতু-
ময়ীত্বাচ্যতে । জ্ঞানধাতুশিচ্চাত্তুময়ী । চর্চ্চিত্যারভা চাকুহেতুকীন্ত্যতানি চকারাদীন্তে-
কোনপঞ্চাশন্নামানি । চর্চ্চা পরিভাষণক্রিয়ারূপা । চর্চ্চিতা চন্দ্রনাদিনা ॥ ৪৬—৪৭ ॥

চুলিকানাটকজ্ঞায়ে কণ্ঠমূলে চ হস্তিনামিতি মেদিনী । চন্দ্রমঃ কর্ণকুণ্ডলং যন্তাঃ সা ।
চন্দ্রবদাঙ্কলাদকরো হাসো যন্তাঃ । খড়্গরূপা বা । চন্দ্রস্ত হাসিনী হসনশীলা । চন্দ্রাপেক্ষয়া
স্বস্তাতিশয়াঙ্কলাদজনকত্বাৎ ॥ ৪৮ ॥

চৌরী চুরা শীলমন্তাঃ সা । চোরা চোরঃ পাটকরেহপি ত্র্যাক্ষোরপুশৌষধাবগীতি মেদিনী-
কোষাদৌষধিবিশেষরূপা ॥ ৪৯ ॥

বিশিষ্টা, শুভাংসা, শুণবতী অর্থাৎ, সয়াসাক্ষিণ্যাদি-শুণবিশিষ্টা, শুক্লপাপপ্রণাশিনী, শুক্লী,
শুণবতী অর্থাৎ ত্রিগুণময়ী, শুভা, গোপব্যা, শুণদায়িনী, গিরিজা, শুভমাতঙ্গী, গরুড়ধ্বজ-
বল্লভা, গর্ভাপহারিণী, গোদা অর্থাৎ স্বর্ণপ্রদায়িনী, গোকুলহা, গদাধরা, গোকর্ণনিলয়াসক্তা
এবং শুভ্রমণ্ডলবর্তিনী । এক্ষণে তাঁহার ধকারাদি নাম সকল শ্রবণ কর । ঘর্ষদা, ঘনদা,
ঘণ্টা, ঘোরদানবমর্দিনী, ঘৃণিমস্ত্রময়ী অর্থাৎ সূর্য্যমস্ত্ররূপা, ঘোষা, ঘনসম্পাতদায়িনী, ঘণ্টা
রবপ্রিয়া, ত্রাণা, ঘৃণিসম্ভটিকারিণী অর্থাৎ সূর্য্যদেবের ঐতিহারিণী, ঘনারিমণ্ডলা, ঘূর্ণা,
ঘূতাচী এবং ঘনবেগিনী । এইরূপ তাঁহার অপর নাম জ্ঞানধাতুময়ী, চর্চ্চা, চর্চ্চিতা
চাকুহাসিনী, চটুলা, চণ্ডিকা, চিত্রা, চিত্রমালাবিভূষিতা, চতুর্ভুজা, চাকুদস্তা, চাকুদাত্তা

চারুচন্দনলিগুঙ্গী চক্ষুসামরবীজিতা।
 চারুমধ্যা চারুগতিচন্দ্রিকা চন্দ্ররূপিণী ॥ ৫০ ॥
 চারুহোমপ্রিয়া চার্বা চরিতা চক্রবাহুকা।
 চন্দ্রমণ্ডলমধ্যস্থা চন্দ্রমণ্ডলদর্পণা ॥ ৫১ ॥
 চক্রবাকন্তনী চেক্টা চিত্রা চারুবিলাসিনী।
 চিৎস্বরূপা চন্দ্রবতী চন্দ্রমাচন্দনপ্রিয়া ॥ ৫২ ॥
 চোদয়িত্রী চিরপ্রজ্ঞা চাতকা চারুহেতুকী।
 ছত্রযাতা ছত্রধরা ছায়া ছন্দঃপরিচ্ছদা ॥ ৫৩ ॥
 ছায়াদেবী ছিদ্মনথা ছমেন্দ্রিয়বিসর্পিণী।
 ছন্দোমুর্ছুপ্ প্রতিষ্ঠাস্তা ছিত্রোপজ্জবভেদিনী ॥ ৫৪ ॥
 ছেদা ছত্রেখরী ছিন্না ছুরিকা ছেদনপ্রিয়া।
 জননী জন্মরহিতা জাতবেদা জগন্ময়ী ॥ ৫৫ ॥
 জাহ্নবী জটীলা জত্রী জরামরণবর্জিতা।
 জম্বুদ্বীপবতী জ্বালা জয়ন্তী জলশালিনী ॥ ৫৬ ॥

চন্দ্রিকা কর্ণাটদেশে প্রসিদ্ধা দেবতা। চন্দ্রিকৈতাপি পাঠঃ ॥ ৫০ ॥

চক্রং হৃদর্শনং বাহৌ হস্তে যন্তাঃ সা ॥ ৫১ ॥

চন্দ্রমাস্তৎস্বরূপা ॥ ৫২ ॥

চোদয়িত্রী প্রেরয়িত্রী। চারুহেতুর্জগৎসর্জনে যন্তাঃ। গৌরাদিপাঠাৎ সাধুত্বম্। ছত্রযাতা তেভ্যারভা ছেদনপ্রিয়েভ্যস্তানি চতুর্দশ ছকারাদীনি নামানি। ছন্দঃ পরিচ্ছদা। ছন্দো বশে-
 হ্যভিপ্রায়ে ইতি মেদিনীকোষাৎ কোহপি চন্দ্রো গ্রাহঃ ॥ ৫৩ ॥

ছায়ায়া দেবী শামিনী। ছিদ্মনথা। ছিদ্রং দৃষণরন্ধ্রয়োঃ ইতি মেদিনীকোষাৎ রন্ধ্রবন্তি
 নথানি যন্তাঃ। ছরেন্দ্রিয়া উপসংহতেন্দ্রিয়াঃ পুরুষা যোগিনস্তেষু বিসর্পতি গচ্ছতি তচ্ছীলা।
 ছন্দঃসংজ্ঞকা বাহুটুপ্ তন্তাঃ প্রতিষ্ঠায়াঃ স্থলতান্তঃ সমাপ্তাঃ। অহুটুপ্ ছন্দঃসমগ্রবোধে-
 ত্যর্থঃ। ছিত্রোপজ্জবাঃ কপটোপজ্জবান্তেবাং ভেদিনী ॥ ৫৪ ॥

জননীভ্যারভা কুণ্ডলেভ্যস্তানি চকারিংসজ্জকারাদীনি নামানি ॥ ৫৫—৫৬ ॥

চরিতপ্রজ্ঞা, চণিকা, চিত্রবজ্রাতা, চন্দ্রমঃকর্ণকুণ্ডলা, চন্দ্রহাসা, চারুদাতা, চেক্টারী, চন্দ্র-
 হাসিনী, চন্দ্রিকা, চন্দ্রযাত্রী, চৌরী, চোরা, চণ্ডিকা, চক্ষুসামরবীজিতা, চারুমধ্যা, চারুগতি, চন্দ্রিকা, চন্দ্ররূপিণী,
 চারুহোমপ্রিয়া, চার্বা, চরিতা, চক্রবাহুকা, চন্দ্রমণ্ডলমধ্যস্থা, চন্দ্রমণ্ডলদর্পণা, চক্রবাকন্তনী,
 চেক্টা, চিত্রা, চারুবিলাসিনী, চিৎস্বরূপা, চন্দ্রবতী, চন্দ্রমাঃ অর্থাৎ চন্দ্ররূপিণী, চন্দনপ্রিয়া,
 চোদয়িত্রী অর্থাৎ জীবরণকে তিনি স্তম্ভতই স্ববকার্যে প্রেরণ করিতেছেন, চিরপ্রজ্ঞা,

জিতেন্দ্রিয়া জিতক্রোধা জিতামিত্রা জগৎপ্রিয়া ।

জাতরূপময়ী জিহ্বা জানকী জগতী জয়া ॥ ৫৭ ॥

জনিত্রী জহ্নু তনয়া জগদ্রয়হিতৈষিণী ।

জ্বলামুলী জপবতী জ্বরয়ী জিতবিষ্টপা ॥ ৫৮ ॥

জিতাক্রান্তময়ী জ্বালা জাগ্রতী জ্বরদেবতা ।

জ্বলন্তী জলদা জ্যেষ্ঠা জ্যাঘোষাফোটিদ্বিধুখী ॥ ৫৯ ॥

জম্বিনী জম্বুগা জম্বা জলম্মাণিক্যকুণ্ডলা ।

ঝিক্কা ঝণনির্ঘোষা ঝঙ্কামারুতবেগিনী ॥ ৬০ ॥

ঝল্লকীবাদ্যকুশলা ঞরুপা ঞ্ভুজা স্মৃতা ।

টঙ্কবাণসমায়ুক্তা টঙ্কিনী টঙ্কভেদিনী ॥ ৬১ ॥

জিতেন জয়েনাক্রান্তাঃ পুরুষান্তময়ী । জ্যাঘোষাফোটো দ্বিধুখে যন্তাঃ সা জ্যাঘো-
ষাফোটিদ্বিধুখা । জ্যাঘোষব্যাপ্তিগন্তেত্যর্থঃ ॥ ৫৯ ॥

জম্বিনী । জম্বো ভক্ষ্যে চ দন্তে চেতি কোষান্তর্যবতী দন্তবতী বেত্যর্থঃ । ঝিক্কেত্য-
রভ্য চম্বারি ঝকারাদীন্যি নামানি । ঝিক্কা পক্ষিবিশেষো যন্ত ভবায়াং ঝিকুর বা ইতি
প্রসিদ্ধিরন্তি । ঝণ ইতি নির্ঘোষো যন্তাঃ । ঝঙ্কাবাতো তারবায়্যাবিতি কোষাৎ । ঝঙ্কামারুতো
ভয়ঙ্করবাতন্তবধেগো যন্তাঃ ॥ ৬০ ॥

ঞকারাদিকং নামধ্বয়ম্ । ঞরুপা । ঞঃ পূমান্ স্তাৎ বলীবর্দে শুকে বামমতাবগীতি
কোষাৎ বলীবর্দরুপা । ঞঃ শুকো ভূজে হন্তে যন্তাঃ সা শ্রামলাঙ্গিকা । ঞ্ভুজা
এবমূলীবর্দবৎ ভূজো যন্তা হতি বা । টঙ্কবাণেত্যাদীন্যি ষট্ টকারাদীন্যি নামানি । টঙ্কঃ
পরশুঃ ॥ ৬১ ॥

চাতকা এবং চাক্কেতুকী । নারদ ! এক্ষণে সেই পরমারাধ্যা গায়ত্রীদেবীর ছকারাদি
নাম সকল কহিতেছি শ্রবণ কর । ছত্রযাতা, ছত্রধরা, ছায়া, ছন্দঃপরিচ্ছদা, ছায়াদেবী,
ছিত্রনখা, ছয়েজ্রিয়বিসর্পিণী, ছনোহুহুপ্প্রতিষ্ঠাস্তা, ছিত্রোপজবভেদিনী, ছেলা, ছত্রেখরী,
ছিন্না, ছুরিকা এবং ছেদনপ্রিয়া । এইরূপ ঠাঁহার ঝকারাদি নাম, জননী, জন্মরহিতা,
জাতবেদা, জগন্ময়ী, জহ্নবী, জটলা, জ্যেষ্ঠী, জরামরণবজ্জিতা, জম্বুপবতী, জ্বালা,
জম্বিনী, জলশালিনী, জিতেন্দ্রিয়া, জিতক্রোধা, জিতামিত্রা, জগৎপ্রিয়া, জাতরূপময়ী,
জিহ্বা, জানকী, জগতী, জয়া, জনিত্রী, জহ্নু তনয়া, জগদ্রয়হিতৈষিণী, জ্বলামূলী,
জপবতী, জ্বরয়ী, জিতবিষ্টপা, জিতাক্রান্তময়ী, জ্বালা, জাগ্রতী, জ্বরদেবতা, জ্বলন্তী,
জলদা, জ্যেষ্ঠা, জ্যাঘোষাফোটিদ্বিধুখী, জম্বিনী, জম্বুগা, জম্বা এবং জলম্মাণিক্যকুণ্ডলা ।
এইরূপ ঠাঁহার অপর নাম ঝিক্কা, ঝণনির্ঘোষা, ঝঙ্কামারুতবেগিনী, ঝল্লকীবাদ্যকুশলা,
ঞরুপা, ঞ্ভুজা অর্থাৎ শুকপক্ষী এবং তারলভূজধরবিশিষ্টা, টঙ্কবাণসমায়ুক্তা, টঙ্কিনী,

টঙ্কীগণকৃত্যঘোষা টঙ্কনীয়মহোরসা ।
 টঙ্কারকারিণী দেবী ঠাঠশব্দনিবাদিনী ॥ ৬২ ॥
 ডামরী ডাকিনী ডিম্বা ডুগুমারৈকনির্জিতা ।
 ডামরীতন্ত্রমার্গস্থা ডমড্ডমরুনাদিনী ॥ ৬৩ ॥
 ডিগীরবসহা ডিম্বলসংক্রীড়াপরায়ণা ।
 ঢুণ্ডিবিঘ্নেশজননী ঢকাহস্তা ঢিলিত্রজা ॥ ৬৪ ॥
 নিত্যজ্ঞানা নিকুপমা নিগুণা নন্দা নদী ।
 ত্রিগুণা ত্রিপদা তন্ত্রী তুলসী তরুণা তরুঃ ॥ ৬৫ ॥
 ত্রিবিক্রমপদাক্রান্তা তুরীয়পদগামিনী ।
 তরুণাদিত্যসঙ্কাশা তামসী তুহিনা তুরা ॥ ৬৬ ॥
 ত্রিকালজ্ঞানসম্পন্না ত্রিবলী চ ত্রিলোচনা ।
 ত্রিশক্তিস্ত্রিপুরা তুঙ্গা তুরঙ্গবদনা তথা ॥ ৬৭ ॥
 তিমিস্লিগিলা তীত্রা ত্রিশ্রোতা তামসাদিনী ।
 তন্ত্রমন্ত্রবিশেষজ্ঞা তনুমধ্যা ত্রিবিষ্টপা ॥ ৬৮ ॥

টঙ্কীগণবৎ রুদ্রগণবৎ কৃত আঘোষা যয়া সা । টঙ্কনীয়ং বর্ণনীয়ং মহোরো যন্তাঃ সা ।
 টঙ্কারকারিণীনাং টঙ্কারশব্দং কুর্লভীনাং দেবীনাং দেবী স্যামিনীত্যর্থঃ । ঠাকারাদিক-
 মেকমেব নাম ॥ ৬২ ॥

ডকারাদিজ্যেষ্ঠী নামানি । ডিম্বা বালকরূপা । ডুগুমারো রাক্ষসঃ ॥ ৬৩ ॥
 ডিগীরবো বাদ্যবিশেষবস্ত্রসহা সহনকজ্ঞী । ঢকারাদীনী নামানি । ঢুণ্ডিবিঘ্নেশো
 ঢুণ্ডিরাজঃ । ঢিলিনামকং গগাঃ শিবপুরাণে প্রসিদ্ধান্তেবাং ব্রজঃ সমুদায়ো যন্তাঃ সা ॥ ৬৪ ॥
 গকারাদিনাম্নোহপ্রসিদ্ধান্তংস্থানে নকারাদিনাম পঞ্চকমাহ নিত্যজ্ঞানেতি । ত্রিগু-
 ণেত্যরভ্য তকারাদীনি বিষ্টিনামানি ॥ ৬৫—৬৮ ॥

টঙ্কভেদিনী, টঙ্কীগণকৃত্যঘোষা অর্থাৎ রুদ্রগণের জ্ঞায় শব্দকারিণী, টঙ্কনীয়মহোরসা অর্থাৎ
 প্রশস্তসুদৃঢ়বক্ষঃস্থলবিশিষ্টা, টঙ্কারকারিণী এবং ঠাঠশব্দনিবাদিনী ॥ ৬৮—৬২ ॥

নারদ ! এক্ষণে তাঁহার ডকারাদি নাম সকল শ্রবণ কর । ডামরী, ডাকিনী, ডিম্বা,
 ডুগুমারৈকনির্জিতা, ডামরীতন্ত্রমার্গস্থা, ডমড্ডমরুনাদিনী, ডিগীরবসহা এবং ডিম্বলসং-
 ক্রীড়াপরায়ণা অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে আনন্দে নৃত্য করিয়া থাকেন । এইরূপ জ্ঞান অপর
 নাম ঢুণ্ডিবিঘ্নেশজননী, ঢকাহস্তা, ঢিলিত্রজা অর্থাৎ শিবগণবিশেষ কর্তৃক অরুহতা, নিত্য-
 জ্ঞানা, নিকুপমা, নিগুণা এবং নন্দা নদী । নারদ ! গকারাদি নামের অগ্রসিদ্ধি
 হেতু তৎস্থানে দন্ত্যনকারাদি নামের উল্লেখ করিলাম । এক্ষণে, তকারাদি নাম সকল
 কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর । ত্রিগুণা, ত্রিপদা, তন্ত্রী, তুলসী, তরুণা, তরু, ত্রিবিক্রমপদা-

ত্রিসন্ধা ত্রিস্তনী তোষাসংস্থা তালপ্রতাপিনী ।
 তাটকিনী তুষারভা তুহিনাচলবাসিনী ॥ ৬৯ ॥
 তন্তুজালসমায়ুক্তা তারহারাবলিপ্রিয়া ।
 তিলহোমপ্রিয়া তীৰ্থা তমালকুম্মাকৃতিঃ ॥ ৭০ ॥
 তারকা ত্রিযুতা তদ্বী ত্রিশঙ্কুপরিবারিতা ।
 তলোদরী তিরোভাষা তাটকপ্রিয়বাদিনী ॥ ৭১ ॥
 ত্রিজটা তিত্তিরী তৃষণ ত্রিবিধা তরুণাকৃতিঃ ।
 তপ্তকাঞ্চনসঙ্কাশা তপ্তকাঞ্চনভূষণা ॥ ৭২ ॥
 ত্রৈয়ম্বকা ত্রিবর্গা চ ত্রিকালজ্ঞানদায়িনী ।
 তৰ্পণা তৃপ্তিদা তৃপ্তা তামসী তুষ্মকস্ততা ॥ ৭৩ ॥
 তাক্ষ্যস্থা ত্রিগুণাকারা ত্রিভঙ্গী তমুবল্লরিঃ ।
 থাৎকারী থারবা থাস্তা দোহিনী দীনবৎসলা ॥ ৭৪ ॥

ত্রিস্তনী মলয়ধ্বজরাজঃ কন্তা পার্শ্বতী হলান্তমাহাশ্রয়প্রসিদ্ধা । তোষে সন্তোষে
 আশংস্থা সম্যক্ স্থিতিৰ্গতাঃ সা ॥ ৬৯—৭০ ॥

ত্রিভিগুণৈর্গৌরবজয়েণ বা যুতা যুক্তা । তদ্বীতাত্ত তদ্বীতাপি পাঠঃ ॥ ৭১—৭৩ ॥

ত্রিভঙ্গী স্থানজয়ে বক্রতা যুক্তা তমুস্তবী বল্লরির্দেহলতা যন্তাঃ সা । থকারাদীনি ত্রীণি
 নামানি । থাৎকারী ধাদিতিশব্দং কুর্স্বতী । থারবা । থং রক্ষণে মঙ্গলে চ সাধুসে চ নপুংসকম্ ।
 শিলোচ্চয়ে পুমান্বেব কচিৎ ভয়রক্ষকে ইতি মেদিনীকোষাৎ ভয়রক্ষক আরবঃ শব্দো যন্তাঃ
 সা । থাস্তা থস্ত মঙ্গলস্তাত্তা পর্যাবসানভূমিঃ । দোহিনীত্যারভা দকারাদীনি সপ্তবিংশতি
 নামানি ॥ ৭৪ ॥

ক্রান্তা, তুরীয়াপদগাহিনী অর্থাৎ তুরীয়াস্বরূপা, তরুণাদিত্যসঙ্কাশা, তামসী, তুহিনা, তুরা,
 ত্রিকালজ্ঞানসম্পন্ন, ত্রিবণী, ত্রিলোচনা, ত্রিশক্তি, ত্রিপুত্রা, তৃপ্তা, তুরজবদনা অর্থাৎ কিম্বদী-
 রূপিণী, তিমিলিলিগিলা, তীত্রা, ত্রিশ্রোতা অর্থাৎ গন্ধারূপিণী, তামসাদিনী অর্থাৎ অজ্ঞান-
 মাসিনী, তত্ত্বমজবিশেষজ্ঞা অর্থাৎ তত্ত্বমজাধিষ্ঠাত্রী, তমুমধ্যা, অর্থাৎ কৃশোদরী, ত্রিপিষ্টপা
 অর্থাৎ স্বর্ণস্বরূপিণী । এইরূপ তাঁহার অপর নাম ত্রিসন্ধা, ত্রিস্তনী, তোষাসংস্থা অর্থাৎ
 সদানন্দস্বরূপিণী, তালপ্রতাপিনী, তাটকিনী, তুষারভা, তুহিনাচলবাসিনী অর্থাৎ হিমালয়-
 নিবাসিনী, তন্তুজালসমায়ুক্তা, তারহারাবলিপ্রিয়া, তিলহোমপ্রিয়া, তীৰ্থা, তমালকুম্মা-
 কৃতি, তারকা, ত্রিযুতা, তদ্বী, ত্রিশঙ্কুপরিবারিতা, তলোদরী, তিরোভাষা, তাটকপ্রিয়বাদিনী,
 ত্রিজটা, তিত্তিরী, তৃষণা, ত্রিবিধা, তরুণাকৃতি, তপ্তকাঞ্চনসঙ্কাশা, তপ্তকাঞ্চনভূষণা, ত্রৈয়-
 ম্বকা, ত্রিবর্গা, ত্রিকালজ্ঞানদায়িনী, তৰ্পণা, তৃপ্তিদা, তৃপ্তা, তামসী, তুষ্মকস্ততা, তাক্ষ্যস্থা,
 ত্রিগুণাকারা, ত্রিভঙ্গী, তমুবল্লরী, থাৎকারী, থারবা এবং থাস্তা । সারম্ ! এক্ষণে তাঁহার
 দকারাদি নাম সকল শ্রবণ কর । দোহিনী, দীনবৎসলা, দানবাস্তকরী, হর্গা, হর্গাহর্গক-

দানবাস্তকরী দুর্গা দুর্গাহরনিবহিণী ।
 দেবরীতিদিবারাজিঃশ্রোপদী দুন্দুভিস্বনা ॥ ৭৫ ॥
 দেবযানী দুরাবাসা দারিদ্ৰ্যভেদিনী দিবা ।
 দামোদরপ্রিয়া দীপ্তা দিখাসা দিখিমোহিনী ॥ ৭৬ ॥
 দণ্ডকারণ্যানিলয়া দণ্ডিনী দেবপূজিতা ।
 দেববন্দ্যা দিবিষদা হেমিণী দানবাকৃতিঃ ॥ ৭৭ ॥
 দীনানাত্তস্ততা দীক্ষা দৈবতাদিস্বরূপিণী ।
 ধাত্রী ধনুর্দ্ধরা ধেনুর্ধারিণী ধর্মচারিণী ॥ ৭৮ ॥
 ধুরদ্ধরা ধরাধারা ধনদা ধাত্তমোহিনী ।
 ধর্মশীলা ধনাধ্যক্ষা ধনুর্বেদবিশারদা ॥ ৭৯ ॥
 ধৃতিধন্যা ধৃতপদা ধর্মরাজপ্রিয়া ধ্রুবা ।
 ধ্রুবাবতী ধুমকেশী ধর্মশাস্ত্রপ্রকাশিনী ॥ ৮০ ॥
 নন্দা নন্দপ্রিয়া নিদ্রা নৃত্তা নন্দনাস্ত্রিকা ।
 নর্মদা নলিনী নীলা নীলকণ্ঠসমাস্রয়া ॥ ৮১ ॥
 নারায়ণপ্রিয়া নিত্যা নির্মলা নিগুণা নিধিঃ ।
 নিরাধারা নিরুপমা নিত্যশুদ্ধা নিরঞ্জন্য ॥ ৮২ ॥

দিবা যুক্তা রাজিদিবারাজিঃ ॥ ৭৫—৭৬ ॥

দণ্ডিনী বারাহী ললিতোপাখ্যানে প্রসিদ্ধা ॥ ৭৭ ॥

ধাত্রীভ্যারভা ধকারাদীনি বিংশতিনামানি ॥ ৭৮—৮০ ॥

নন্দেভ্যারভা নকারাদীনি পঞ্চপঞ্চাশদানি ॥ ৮১—৮২ ॥

নিবহিণী, দেবরীতি, দিবারাজি, শ্রোপদী, দুন্দুভিস্বনা, দেবযানী, দুরাবাসা দারিদ্ৰ্য-
 ভেদিনী, দিবা, দামোদরপ্রিয়া, দীপ্তা, দিখাসা, দিখিমোহিনী, দণ্ডকারণ্যানিলয়া, দণ্ডিনী,
 দেবপূজিতা, দেববন্দ্যা, দিবিষদা, হেমিণী, দানবাকৃতি, দীনানাত্তস্ততা, দীক্ষা এবং
 দৈবতাদিস্বরূপিণী । এক্ষণে, তাঁহার ধকারাদি নাম সকল শ্রবণ কর । ধাত্রী, ধনুর্ধরা,
 ধেনু, ধারিণী, ধর্মচারিণী, ধুরদ্ধরা, ধরাধারা, ধনদা, ধাত্তমোহিনী, ধর্মশীলা, ধনাধ্যক্ষা,
 ধনুর্বেদবিশারদা, ধৃতি, ধন্যা, ধৃতপদা, ধর্মরাজপ্রিয়া, ধ্রুবা, ধ্রুবাবতী, ধুমকেশী এবং
 ধর্মশাস্ত্রপ্রকাশিনী ॥ ৭৫—৮০ ॥

নারদ ! এক্ষণে, পায়জীদেবীর নকারাদি নাম সকল শ্রবণ কর । নন্দা, নন্দপ্রিয়া,
 নিদ্রা, নৃত্তা অর্থাৎ বহুব্যসনপূজিতা, নন্দনাস্ত্রিকা, নর্মদা, নলিনী, নীলা, নীলকণ্ঠ-
 সমাস্রয়া, অর্থাৎ কঙ্গমনোমোহিনী, কজাগী, নারায়ণপ্রিয়া অর্থাৎ বৈষ্ণবীকৃপিণী, নিত্যা,

নাদবিন্দুকলাতীতা নাদবিন্দুকলাস্তিকা ।
 নৃসিংহিনী নগধরা নৃপনাগবিভূষিতা ॥ ৮৩ ॥
 নরকক্লেশ-শমনী নারায়ণপদোদ্ভবা ।
 নিরবদ্যা নিরাকারা নারদপ্রিয়কারিণী ॥ ৮৪ ॥
 নানাভ্যোতিঃ সমাখ্যাতা নিধিদা নির্মলাস্তিকা ।
 নবসূত্রধরা নীতিনিরুপদ্রবকারিণী ॥ ৮৫ ॥
 নন্দজা নবরত্নাঢ্যা নৈমিষারণ্যবাসিনী ।
 নবনীতপ্রিয়া নারী নীলজীমূতনিঃস্বনা ॥ ৮৬ ॥
 নিমেষিণী নদীরূপা নীলগ্রীবা নিশীথরী ।
 নামাবলিনিশুভ্রয়ী নাগলোকনিবাসিনী ॥ ৮৭ ॥
 নবজাম্বুনদপ্রথ্যা নাগলোকাধিদেবতা ।
 নৃপূরাক্রান্তচরণা নরচিত্তপ্রমোদিনী ॥ ৮৮ ॥
 নিমগ্না রক্তনয়না নির্ঘাতসমনিস্বনা ।
 নন্দনোদ্যাননিলয়া নির্ব্যূহোপরিচারিণী ॥ ৮৯ ॥

নৃসিংহিনী নৃসিংহ উপাসকোহস্তি যত্নাঃ সা । নৃসিংহবেষবতী বা । নৃপনাগবিভূষিততি
 একং নাম ॥ ৮৩—৮৪ ॥

ভ্যোতিঃসমঃ শাস্ত্রম্ ॥ ৮৫—৮৯ ॥

নির্মলা, নিশুংগা, নিধি, নিরাধারা, নিরুপমা, নিত্যশুদ্ধা, নিরঞ্জন, নাদবিন্দুকলাতীতা
 অর্থাৎ তুরীয়া, নাদবিন্দুকলাস্তিকা অর্থাৎ তৎস্বরূপিণী, নৃসিংহিনী অর্থাৎ নৃসিংহপ্রিয়া,
 নগধরা, নৃপনাগবিভূষিতা, নরকক্লেশনাশিনী, নারায়ণপদোদ্ভবা অর্থাৎ গঙ্গাস্বরূপিণী,
 নিরবদ্যা, নিরাকারা, নারদপ্রিয়কারিণী, নানাভ্যোতিঃ, নিধিদা, নির্মলাস্তিকা, নব-
 সূত্রধরা, নীতি, নিরুপদ্রবকারিণী অর্থাৎ গায়ত্রীদেবীর উপাসনা করিলে কোনও উপদ্রব
 হইতে পারে না । নন্দজা, নবরত্নাঢ্যা, নৈমিষারণ্যবাসিনী, নবনীতপ্রিয়া, নারী, নীলজীমূত-
 নিস্বনা অর্থাৎ গজীরাদিনী, নিমেষিণী, নদীরূপা, নীলগ্রীবা অর্থাৎ রুদ্রাণী, নিশীথরী,
 নামাবলি, নিশুভ্রয়ী, নাগলোকনিবাসিনী, নবজাম্বুনদপ্রথ্যা অর্থাৎ তপ্তকাক্ষনবগাঙ্গী,
 নাগলোকাধিদেবতা অর্থাৎ পাতালের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, নৃপূরাক্রান্তচরণা, নরচিত্ত-
 প্রমোদিনী, নিমগ্নারক্তনয়না অর্থাৎ অম্বরাদির সহিত যুদ্ধে নিমগ্ন হইয়া রক্তলেচনা
 হইয়া থাকেন, নির্ঘাত-সমনিস্বনা অর্থাৎ তৎকালে তাঁহার মিনাদ সকল বজ্রবনির
 তুল্য হইয়া থাকে, নন্দনোদ্যান-নিলয়া অর্থাৎ স্বর্গবাসিনী এবং নির্ব্যূহোপরি-
 চারিণী ॥ ৮১—৮৯ ॥

পার্শ্বতী পরমোদারা পরব্রহ্মাত্মিকা পরা ।
 পঞ্চকোশবিনির্মুক্তা পঞ্চপাতকনাশিনী ॥ ৯০ ॥
 পরচিত্তবিধানজ্ঞা পঞ্চিকা পঞ্চরূপিণী ।
 পূর্ণিমা পরমা স্ত্রীতিঃ পরতেজঃপ্রকাশিনী ॥ ৯১ ॥
 পুরাণী পৌরুষী পুণ্যা পুণ্ডরীকনিভেক্ষণা ।
 পাতালতলনির্ময়া স্ত্রীতা স্ত্রীতিবিবর্দ্ধিনী ॥ ৯২ ॥
 পাবনী পাদসহিতা পেশলা পবনাশিনী ।
 প্রজাপতিঃ পরিশ্রাস্তা পর্বতস্তনমণ্ডলা ॥ ৯৩ ॥
 পদ্মপ্রিয়া পদ্মসংস্থা পদ্মাক্ষী পদ্মসম্ভবা ।
 পদ্মপত্রা পদ্মপদা পদ্মিনী প্রিয়ভাষিণী ॥ ৯৪ ॥
 পশুপাশবিনির্মুক্তা পুরন্ধ্রী পুরবাসিনী ।
 পুঙ্কলা পুরুষা পর্ব্বা পারিজাত(কু)সুমপ্রিয়া ॥ ৯৫ ॥

পার্শ্বতীতারাভ্য পন্নবোদরীত্যন্তানি পঞ্চবিংশত্যধিকশতনামানি পকারানীনি ।
 পঞ্চব্রহ্মাত্মিকা সদ্যোজাতাদিপঞ্চব্রহ্মাত্মিকা । পরব্রহ্মাত্মিকেত্যপি পাঠঃ । পরেতি স্বতন্ত্রং
 নাম ॥ ৯০ ॥

পঞ্চিকা স্ত্রীবিদ্যারাং পঞ্চপঞ্চিকাপূত্রনং দক্ষিণামূর্ধ্বিংহিতাদিষু বর্ণিতং তৎপঞ্চিকা-
 দেবতারূপা । পঞ্চরূপিণী প্রপঞ্চরূপিণী পরমা স্ত্রীতিরিত্যি নামম্বয়ম্ ॥ ৯১ ॥

পৌরুষী পুরুষসম্বন্ধিনী ॥ ৯২ ॥

পাদসহিতা কিরণসহিতা । প্রজাপতিপ্তজপিণী ॥ ৯৩—৯৪ ॥

পুরন্ধ্রীত্যেকং নাম । পুরবাসিনী মাতা পুরবাসিনী ॥ ৯৫ ॥

এক্ষণে, তাঁহার পকারাদি নাম সকল কীৰ্ত্তিত হইতেছে শ্রবণ কর । পার্শ্বতী, পরমো-
 দারা, পরব্রহ্মাত্মিকা, পরা, পঞ্চকোশবিনির্মুক্তা অর্থাৎ অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞান-
 ময় ও আনন্দময় কোষপঞ্চক হইতে অতীতা পরব্রহ্মরূপিণী, পঞ্চপাতকনাশিনী পরচিত্ত-
 বিধানজ্ঞা, পঞ্চিকা, পঞ্চরূপিণী, পূর্ণিমা, পরমা, স্ত্রীতি, পরতেজঃপ্রকাশিনী, পুরাণী,
 পৌরুষী, পুণ্যা, পুণ্ডরীকনিভেক্ষণা, পাতালতলনির্ময়া, স্ত্রীতা, স্ত্রীতিবিবর্দ্ধিনী, পাবনী,
 পাদসহিতা, পেশলা, পবনাশিনী, প্রজাপতি, পরিশ্রাস্তা, পর্বতস্তনমণ্ডলা অর্থাৎ তিনি
 বিশ্বরূপিণী স্তুতরাং পর্বত সকল তাঁহার স্তনের জ্ঞায় কল্পিত হইয়াছে । পদ্মপ্রিয়া, পদ্ম-
 সংস্থা, পদ্মাক্ষী, পদ্মসংভবা, পদ্মপত্রা, পদ্মপদা, পদ্মিনী, প্রিয়ভাষিণী, পশুপাশবিনির্মুক্তা,
 পুরন্ধ্রী, পুরবাসিনী, পুঙ্কলা, পুরুষা, পর্ব্বা, পারিজাতকুসুমপ্রিয়া, পতিব্রতা, পবিত্রাঙ্গী,
 পুশ্পহাসপরাধরা, প্রজাপতীভূতা, গোভী, পুত্রপুণ্যা, পরম্বিনী, পশুপাশধরা, পংক্তি,
 পিক্লোকপ্রদারিনী, পুরাণী, পুণ্যাশীলা, প্রপতাস্তিবিদ্যাপিনী অর্থাৎ ভক্তজনরঞ্জনহারিণী,

পতিব্রতা পবিত্রাঙ্গী পুষ্পহাসপরাঙ্গনা ।
 প্রজ্ঞাবতীহতা পৌজী পুজপূজ্যা পয়স্বিনী ॥ ১৬ ॥
 পট্টপাশধরা পঙ্ক্তিঃ পিতৃলোকপ্রদায়িনী ।
 পুরাণী পুণ্যশীলা চ প্রণতার্ত্তিবিনাশিনী ॥ ১৭ ॥
 প্রহ্মম্বজননী পুষ্ঠা পিতামহপরিগ্রহা ।
 পুণ্ডরীকপুরাবাসা পুণ্ডরীকসমাননা ॥ ১৮ ॥
 পৃথুজ্ঞা পৃথুভূজা পৃথুপাদা পৃথুদরী ।
 প্রবালশোভা পিঙ্গাক্ষী পীতবাসাঃ প্রচাপলা ॥ ১৯ ॥
 প্রসবা পুষ্টিদা পুণ্যা প্রতিষ্ঠা প্রণবা পতিঃ ।
 পঞ্চবর্ণা পঞ্চবাণী পঞ্চিকা পঙ্করস্থিতা ॥ ১০০ ॥
 পরমায়া পরজ্যোতিঃ পরপ্রীতিঃ পরাগতিঃ ।
 পরাকার্ঠা পরেশানী পাবিনী পাবকদ্যুতিঃ ॥ ১০১ ॥
 পুণ্যভদ্রা পরিচ্ছেদ্যা পুষ্পহাসা পৃথুদরা ।
 পীতাক্ষী পীতবসনা পীতশয্যা পিশাচিনী ॥ ১০২ ॥
 পীতক্রিয়া পিশাচঘ্নী পাটলাক্ষী পটুক্রিয়া ।
 পঞ্চভক্ষপ্রিয়াচারী পুতনা প্রাণঘাতিনী ॥ ১০৩ ॥

প্রজ্ঞাবত্যাঃ সূতেত্যেকং নাম । পুজপূজ্যা পুজ্যেণ পুজ্যোত্যর্থঃ ॥ ১৬—১৭ ॥

পুণ্ডরীকপুরং চিদম্বরকেতম্ ॥ ১৮—১৯ ॥

প্রণবানাং প্রত্যোজ্যগাং দেবাজ্ঞনানাং গতিঃ । পঞ্চবাণী বিষ্ণুতা বাণী । পঞ্চিকা
কাচিদেবতা ॥ ১০০ ॥

পরপ্রীতিরিত্যেকং নাম ॥ ১০১—১০২ ॥

পঞ্চভক্ষা মকারপুঙ্কভক্ষা বামাচারিণস্তেষাং প্রিয় আচারো বহাঃ সা । পুতনেনৈত্যেকং
নাম ॥ ১০৩—১০৫ ॥

প্রহ্মম্বজননী, পুষ্ঠা, পিতামহপরিগ্রহা অর্থাৎ বৃদ্ধাণী, পুণ্ডরীকপুরাবাসা, পুণ্ডরীকসমাননা
 অর্থাৎ চাক্ষুশী, পৃথুজ্ঞা, পৃথুভূজা, পৃথুপাদা, পৃথুদরী, প্রবালশোভা অর্থাৎ রক্তবর্ণা,
 পিঙ্গাক্ষী, পীতবাসাঃ, প্রচাপলা, প্রসবা, পুষ্টিদা, পুণ্যা, প্রতিষ্ঠা, প্রণবা, পতি, পঞ্চবর্ণা,
 পঞ্চবাণী, পঞ্চিকা, পঙ্করস্থিতা, পরমায়া, পরজ্যোতিঃ, পরপ্রীতি, পরাগতি, পরাকার্ঠা,
 পরেশানী, পাবিনী, পাবকদ্যুতি, পুণ্যভদ্রা, পরিচ্ছেদ্যা, পুষ্পহাসা, পৃথুদরা, পীতাক্ষী,
 পীতবসনা, পীতশয্যা, পিশাচিনী, পীতক্রিয়া, পিশাচঘ্নী, পাটলাক্ষী, পটুক্রিয়া, পঞ্চভক্ষ-
 প্রিয়াচারী অর্থাৎ পঞ্চমকারকারী বামাচারিণের প্রিয়া, পুতনা, প্রাণঘাতিনী, পুরাণবন-

পুষ্কাগবনমধ্যস্থা পুণ্যতীর্থনিবেষিতা ।

পঞ্চানী চ পরাশক্তিঃ পরমাহ্লাদকারিণী ॥ ১০৪ ॥

পুষ্পকাণ্ডস্থিতা পুষা পোষিতাখিলবিষ্টপা ।

পানপ্রিয়া পঞ্চশিখা পন্নগোপরিশায়িনী ॥ ১০৫ ॥

পঞ্চমাত্রাঙ্ঘ্রিকা পৃথ্বী পথিকা পৃথুদোহিনী ।

পুষ্কাগভারমীমাংসা পাটলী পুষ্পগন্ধিনী ॥ ১০৬ ॥

পুণ্যপ্রজা পারদাত্রী পরমার্গৈকগোচরা ।

প্রবালশোভা পূর্ণাশা প্রণবা পল্লবোদরী ॥ ১০৭ ॥

ফলিনী ফলদা ফল্লুঃ ফুৎকারী ফলকাকৃতিঃ ।

ফণীন্দ্রভোগশয়না ফণিমণ্ডলমণ্ডিতা ॥ ১০৮ ॥

বালবালা বহুমতা বালাতপনিভাংশুকা ।

বলভদ্রপ্রিয়া বন্দ্যা বড়বা বুদ্ধিসংস্কৃতা ॥ ১০৯ ॥

বন্দীদেবী বিলবতী বড়িশ্রী বলিপ্রিয়া ।

বান্ধবী বোধিতা বুদ্ধিবন্ধু ককুভুমপ্রিয়া ॥ ১১০ ॥

পাটলীভোক্তং নাম ॥ ১০৬ ॥

প্রণবা প্রণবরূপিনী ॥ ১০৭ ॥

ফলিনীত্যানীনি সপ্ত ফলকারীনি নামামি ॥ ১০৮ ॥

বালবালেভ্যারভ্য বুদ্ধকঙ্কণহ্রদ্বিনীভ্যামনি পঞ্চাশৎ বকারানীনি নামামি । তত্র
ববোয়োরভেদাৎ বকারানীনি নামান্তপি কামিচিৎ পবর্গীয়াদিনামহ পঠ্যন্তে । বালবালা
বালাদপি বালা ॥ ১০৯ ॥

বিলবতী বিলং কৰ্ম ছিত্রং তদ্বতী তদ্রূপীভ্যর্থঃ । বড়িশং কপটং তত্র হরী-
ভ্যর্থঃ ॥ ১১০—১১১ ॥

মধ্যস্থা, পুণ্যতীর্থনিবেষিতা, পঞ্চানী, পরাশক্তি, পরমাহ্লাদকারিণী, পুষ্পকাণ্ডস্থিতা, পুষা,
পোষিতাখিলবিষ্টপা, পানপ্রিয়া, পঞ্চশিখা, পন্নগোপরিশায়িনী, পঞ্চমাত্রাঙ্ঘ্রিকা, পৃথ্বী,
পথিকা, পৃথুদোহিনী, পুষ্কাগভারমীমাংসা অর্থাৎ 'তত্ত্বংগ্রহবরূপিনী, পাটলী, পুষ্পগন্ধিনী,
পুণ্যপ্রজা, পারদাত্রী অর্থাৎ সাধককে ভবমাগরের পরপারে উত্তীর্ণ করিয়া থাকেন ।
পরমার্গৈকগোচরা অর্থাৎ মুক্তিপদবীর লক্ষ্যহানীরা, প্রবালশোভা, পূর্ণাশা, প্রণবা এবং
পল্লবোদরী ॥ ১০—১০৭ ॥

স্মারয়! এক্ষণে তাঁহার বকারাদি ও অস্ত্রোক্ত নাম সকল কীৰ্ত্তন করিতেছি প্রবণ
কর । ফলিনী, ফলদা, ফল্লুঃ, ফুৎকারী, ফলকাকৃতি, ফণীন্দ্রভোগশয়না, ফণিমণ্ডলমণ্ডিতা,
বালবালা, বহুমতা, বালাতপনিভাংশুকা অর্থাৎ বুদ্ধবন্ধুপদবীনা, বলভদ্রপ্রিয়া, বন্দ্যা,
বান্ধবী,

বালভানুপ্রভাকারা ব্রাহ্মী ব্রাহ্মণদেবতা ।
 বৃহস্পতিস্তুতা বৃন্দা বৃন্দাবনবিহারিণী ॥ ১১১ ॥
 বালাকিনী বিলাহারা বিলবাসা বহুদকা ।
 বহুনেত্রা বহুপদা বহুকর্ণাবতংসিকা ॥ ১১২ ॥
 বহুবাহুযুতা বীজরূপিণী বহুরূপিণী ।
 বিন্দুনাদকলাতীতা বিন্দুনাদস্বরূপিণী ॥ ১১৩ ॥ *
 বন্ধগোথাস্থলিত্রাণা বদর্য্যাম্রবাসিনী ।
 বৃন্দারকা বৃহৎস্কন্ধা বৃহতী বাণপাতিনী ॥ ১১৪ ॥
 বৃন্দাধ্যক্ষা বহুযুতা বনিতা বহুবিক্রমা ।
 বন্ধপদ্মাসনাসীনা বিজ্ঞপত্রতলস্থিতা ॥ ১১৫ ॥
 বোধিক্রমনিজাবাসা বড়িস্থা বিন্দুদর্পণা ।
 বাল্য বাণাসনবতী বড়বানলবেগিনী ॥ ১১৬ ॥

বালাকিনী । বলাকানং বকপংজীনাং সমূহো বালাকং তদন্তি যন্তাঃ সা
 বালাকিনী । বিলহারো কশ্মছিত্রভক্ষণকর্তৃত্যর্থঃ । বিলবাসা বিলে শুভারূপে বাসো
 যন্তাঃ সা ॥ ১১২—১১৩ ॥

বন্ধগোথাস্থলিত্রাণা গোথা তলনিহাকরোরিতি যেনিনীকোশাৎ । গোথা চতুস্তলন্তস্ত
 ত্রাণমস্থলিত্রাণক বন্ধং যস্য সা । বীরলক্ষণমেতৎ । বন্ধগোথাস্থলিত্রাণাঃ কালিন্দীমভিতো
 যযুরিতি মহাভারতে বিরাটপর্কণি প্রসিদ্ধম্ ॥ ১১৪—১১৫ ॥

বড়িস্থা ডলরোরভেদাধিলিঙ্গিত্যর্থঃ । বিন্দুরব্যক্তমায়াশ্রকঃ স দর্পণো যন্তাঃ সা । তত্র
 প্রতিবিস্তিতাৎ । মায়ায়া বিন্দুশব্দঃ । নমস্তে সমস্তেপি বিন্দুস্বরূপে ইতি প্রপঞ্চসারে স্পষ্টম্ ।
 বাণাসনবতী ধনুয্যহস্তেত্যর্থঃ ॥ ১১৬ ॥

বড়বা, বুদ্ধিসংস্তুতা, বন্দীদেবী, বিলবতী, বড়িশয়ী, বলিপ্রিয়া, বাক্ববী, বোধিতা, বুদ্ধি,
 বন্ধককুশুমপ্রিয়া, বালভানুপ্রভাকারা অর্থাৎ রক্তবর্ণা, ব্রাহ্মী, ব্রাহ্মণদেবতা, বৃহস্পতিস্তুতা,
 বৃন্দা, বৃন্দাবনবিহারিণী, বালাকিনী, বিলাহারা, বিলবাসা, বহুদকা, বহুনেত্রা, বহুপদা, বহু-
 কর্ণাবতংসিকা, বহুবাহুযুতা, বীজরূপিণী, বহুরূপিণী, বিন্দুনাদকলাতীতা, বিন্দুনাদস্বরূপিণী,
 বন্ধগোথাস্থলিত্রাণা, বদর্য্যাম্রবাসিনী, বৃন্দারকা, বৃহৎস্কন্ধা, বৃহতী, বাণপাতিনী, বৃন্দা-
 ষ্যক্ষা, বহুযুতা, বনিতা, বহুবিক্রমা, বন্ধপদ্মাসনাসীনা, বিজ্ঞপত্রতলস্থিতা, বোধিক্রমনিজা-
 বাসা, বড়িস্থা, বিন্দুদর্পণা, বাল্য, বাণাসনবতী, বড়বানলবেগিনী, ব্রাহ্মাণ্ডবহিরণ্যঃক্সা অর্থাৎ
 সর্গব্যাপিণী এবং ব্রহ্মকঙ্কণস্থিত্রিণী অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যাপ্রদায়িনী । এক্ষণে তাঁহার ভকারাদি
 নাম কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর । ভবানী, ভীষণবতী, ভাবিনী, ভয়হারিণী, ভক্তকালী,
 ভূলাঙ্গী, ভায়তী, ভয়তাপশয়, ভৈরবী, ভীষণাকারা, ভূতিদা, ভূতিমালিনী, ভামিনী,
 ভোগনিরতা, ভজনা, ভূবিজয়, ভূতবাসা, ভূজলতা, ভূগর্ভী, ভূম্বারজিতা, ভাষ্করী,

ব্রহ্মাণ্ডবহিরন্তঃস্বা ব্রহ্মকঙ্কণসূত্রিণী ।
 ভবানী ভীষণবতী ভাবিনী ভয়হারিণী ॥ ১১৭ ॥
 ভদ্রকালী ভুজঙ্গাক্ষী ভারতী ভারতালয়া ।
 ভৈরবী ভীষণাকারা ভূতিদা ভূতিমালিনী ॥ ১১৮ ॥
 ভামিনী ভোগনিরতা ভদ্রদা ভূরিবিক্রমা ।
 ভূতবাসা ভৃগুপত্নী ভাগবী ভূমরাক্ষিতা ॥ ১১৯ ॥
 ভাগীরথী ভোগবতী ভবনস্থা ভিষগুরা ।
 ভামিনী ভোগিনী ভাষা ভবানী ভূরিদক্ষিণা ॥ ১২০ ॥
 ভর্গাক্ষিকা ভীমবতী ভববন্ধবিমোচিনী ।
 ভজনীয়া ভূতধাত্রীরঞ্জিতা ভুবনেশ্বরী ॥ ১২১ ॥
 ভুজঙ্গবলয়া ভীমা ভেরুণ্ডা ভাগধেয়িনী ।
 মাতা মায়ী মধুমতী মধুজিহ্বা মনুপ্রিয়া ॥ ১২২ ॥
 মহাদেবী মহাভাগা মালিনী মীনলোচনা ।
 মায়াতীতা মধুমতী মধুমাংসা মধুদ্রবা ॥ ১২৩ ॥
 মানবী মধুসম্বৃতা মিথিলাপুরবাসিনী ।
 মধুকৈটভসংহত্রী মেদিনী মেঘমালিনী ॥ ১২৪ ॥
 মন্দোদরী মহামায়া মৈথিলী মন্থনপ্রিয়া ।
 মহালক্ষ্মীমহাকালী মহাকণ্ঠা মহেশ্বরী ॥ ১২৫ ॥

ব্রহ্মকঙ্কণসূত্রিণী ব্রহ্মশপ্পেন ব্রহ্মবিদ্যাদানং লক্ষণয়া তদ্বিষয়কং যৎ কঙ্কণং সূত্রং তদন্তি
 যন্তাঃ সা । ব্রহ্মবিদ্যাপ্রচারেত্যর্থঃ । ভবানীভারত্যা ভাগধেয়িনীত্যন্তানি একোনচত্বারিংশ-
 শতকারাদীনি নামানি ॥ ১১৭ ॥

ভারতালয়া ভা ব্রহ্মকাশা সংবিস্তৃতাং রতায়ৈ জ্ঞানিনন্তেয়ু আশ্রয়ো যন্তাঃ সা ॥ ১১৮-১২০ ॥

ভূতধাত্রীরঞ্জিতেত্যেকং নাম ॥ ১২১ ॥

মাতেভ্যারত্যা মহিরাশ্বর্যমদীনীত্যন্তানি চতুঃপঞ্চাশদ্বকারাদীনি নামানি ॥ ১২২-১২৫ ॥

ভোগবতী, ভবনস্থা, ভিষগুরা, ভামিনী, ভোগিনী, ভাষা, ভবানী, ভূরিদক্ষিণা, ভর্গাক্ষিকা,
 ভীমবতী, ভববন্ধবিমোচিনী অর্থাৎ তাঁহার আরাধনার ভবসংসারের বন্ধনও ছিন্ন হইয়া
 থাকে । ভজনীয়া, ভূতধাত্রী-রঞ্জিতা, ভুবনেশ্বরী, ভুজঙ্গবলয়া, ভীমা, ভেরুণ্ডা এবং
 ভাগধেয়িনী । অনন্তর তাঁহার বকারাদি নাম সকল কীৰ্ত্তিত হইতেছে শ্রবণ কর । মাতা,
 মায়ী, মধুমতী, মধুজিহ্বা, মধুপ্রিয়া, মহাদেবী, মহাভাগা, মালিনী, মীনলোচনা, মায়ী-

মাহেন্দ্রী মেরুতনয়া মন্দারকুসুমার্চিতা ।
 মঞ্জুমঞ্জীরচরণা মোক্ষদা মঞ্জুভাষিনী ॥ ১২৬ ॥
 মধুরজ্যোতির্গী মুদ্রা মলয়া মলয়াস্থিতা ।
 মেধা মরকতশ্চামা মাগধী মেনকাঙ্কজা ॥ ১২৭ ॥
 মহামারী মহাবীরা মহাশ্চামা মনুজ্বতা ।
 মাতৃকা মিহিরাভাসা মুকুন্দপদবিক্রমা ॥ ১২৮ ॥
 মূলধারস্থিতা মুক্তা মণিপূরকবাসিনী ।
 যুগাক্ষী মহিষাক্রুড়া মহিষাসুরমর্দিনী ॥ ১২৯ ॥
 যোগাসনা যোগগম্যা যোগা যৌবনকাশ্রয়া ।
 যৌবনী যুদ্ধমধ্যস্থা যমুনা যুগধারিণী ॥ ১৩০ ॥
 যক্ষিণী যোগযুক্তা চ বক্ষরাজপ্রসূতিনী ।
 যাত্রা যানবিধানজ্ঞা যদ্বংশসমুদ্ভবা ॥ ১৩১ ॥
 যকারাদি-হকরাস্তা যাজুযী যজ্ঞরূপিণী ।
 যামিনী যোগনিরতা যাতুধানভয়ঙ্করী ॥ ১৩২ ॥

যোগাসনোত্তরভা যাতুধানভয়ঙ্করীত্যন্তানি যকারাদীনি বিংশতিনামানি ॥ ১৩০ ॥
 বক্ষরাজস্ত প্রসূতিকা প্রসবিজী ॥ ১৩১—১৩২ ॥

তীতঃ, মধুমতী, মধুমাংসা, মধুজবা, মানবী, মধুসংভূতা, মিথিলাপুরবাসিনী, মধুকৈটভ-
 সংহর্তা, মেদিনী, মেঘমালিনী, মন্দোদরী, মহামারী, মৈথিলী, মন্থণপ্রয়া, মহালক্ষ্মী,
 মহাকালী, মহাকন্ডা, মহেশ্বরী, মাহেন্দ্রী, মেরুতনয়া, মন্দারকুসুমার্চিতা, মঞ্জুমঞ্জীরচরণা,
 মোক্ষদা, মঞ্জুভাষিনী, মধুরজ্যোতির্গী, মুদ্রা, মলয়া, মলয়াস্থিতা, মেধা, মরকতশ্চামা, মাগধী,
 মেনকাঙ্কজা, মহামারী, মহাবীরা, মহাশ্চামা, মনুজ্বতা, মাতৃকা, মিহিরাভাসা অর্থাৎ
 সূর্য্যবৎ ভেজস্থিনী, মুকুন্দপদবিক্রমা, মূলধারস্থিতা, মুক্তা, মণিপূরনিবাসিনী, যুগাক্ষী,
 মহিষাক্রুড়া এবং মহিষাসুরমর্দিনী ॥ ১০৮—১২৯ ॥

১. ~~নামদ!~~ নামদ! এক্ষণে গায়ত্রীদেবীর যকারাদি নাম কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর । যোগা-
 সনা, যোগাগম্যা, যোগা, যৌবনকাশ্রয়া, যৌবনী, যুদ্ধমধ্যস্থা, যমুনা, যুগধারিণী, যক্ষিণী,
 যোগযুক্তা, বক্ষরাজপ্রসূতিনী অর্থাৎ বক্ষরাজ কুণ্ডের তাঁরা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন ।
 যাত্রা, যানবিধানজ্ঞা, যদ্বংশসমুদ্ভবা, যকারাদি-হকরাস্তা অর্থাৎ তিনি সমস্ত অক্ষঃস্বৰ্ণ
 স্বরূপিণী । যজুযী অর্থাৎ যজুর্বেদাধিপাত্রী, যজ্ঞরূপিণী, যামিনী, যোগনিরতা এবং যাতু-
 ধানভয়ঙ্করী ॥ ১৩০—১৩২ ॥

কুস্মিণী রমণী রামা রেবতী রেণুকা রতিঃ ।
 রৌদ্রী রৌদ্রপ্রিয়াকারা রামমাতা রতিপ্রিয়া ॥ ১৩৩ ॥
 রোহিণী রাজ্যদা রেবা রসা রাজীবলোচনা ।
 রাকেশী রূপসম্পন্ন রত্নসিংহাসনস্থিতা ॥ ১৩৪ ॥
 রক্তমালাশ্রয়ধরা রক্তগন্ধানুলেপনা ।
 রাজহংসসমাকৃতা রক্তারক্তবলিপ্রিয়া ॥ ১৩৫ ॥
 রমণীয়যুগাধারা রাজিতাখিলভূতলা ।
 কুরুচর্ম্মপরীধানা রথিনী রত্নমালিকা ॥ ১৩৬ ॥
 রোগেশী রোগশমনী রাবণী রোমহর্ষিণী ।
 রামচন্দ্রপদাক্রান্তা রাবণচ্ছেদকারিণী ॥ ১৩৭ ॥
 রত্নবস্ত্রপরিচ্ছিন্না রথস্থা রত্নভূষণা ।
 লজ্জাধিদেবতা লোলা ললিতা লিঙ্গধারিণী ॥ ১৩৮ ॥
 লক্ষ্মীলোলা লুপ্তবিষা লোকিনী লোকবিশ্রুতা ।
 লজ্জা লম্বোদরী দেবী ললনা লোকধারিণী । ১৩৯ ॥
 বরদা বন্দিতা বিদ্যা বৈষ্ণবী বিমলাকৃতিঃ ।
 বারাহী বিরজা বর্ষা বরলক্ষ্মীকিলাসিনী ॥ ১৪০ ॥

কুস্মিণীত্যরভ্য রত্নভূষণেত্যস্তানি সপ্তত্রিংশৎকারাদীনি নামানি ॥ ১৩৩—১৩৭ ॥

লজ্জেত্যরভ্য লোকধারিত্যস্তানি ত্রয়োদশ লকারাদীনি নামানি ॥ ১৩৮—১৩৯ ॥

বরদেত্যরভ্য বাঈকিপরিষেবিত্তেত্যস্তানি সপ্তত্রিংশৎকারাদীনি নামানি ॥ ১৪০—১৪১ ॥

এইরূপ তাঁহার রূপাদি নাম সকল যথা,—কুস্মিণী, রমণী, রামা, রেবতী, রেণুকা,
 রতি, রৌদ্রী, রৌদ্রপ্রিয়াকারা, রামমাতা, রতিপ্রিয়া, রোহিণী, রাজ্যদা, রেবা, রসা,
 রাজীবলোচনা অর্থাৎ পদ্মনয়না, রাকেশী অর্থাৎ পূর্ণচন্দ্রস্বরূপা, রূপসম্পন্ন, রত্নসিংহাসন-
 স্থিতা, রক্তমালাশ্রয়ধরা, রক্তগন্ধানুলেপনা, রাজহংসসমাকৃতা অর্থাৎ বুদ্ধা, রক্ত-
 বলিপ্রিয়া, রমণীয়যুগাধারা, রাজিতাখিলভূতলা, কুরুচর্ম্মপরীধানা, রথিনী, রত্নমালিকা,
 রোগেশী, রোগশমনী, রাবণী, রোমহর্ষিণী, রামচন্দ্রপদাক্রান্তা, রাবণচ্ছেদকারিণী, রত্ন-
 চন্দ্রপরিচ্ছিন্না, রথস্থা এবং রত্নভূষণা । এইরূপ তাঁহার অপর নাম, লজ্জা, লম্বোদরী,
 ললনা এবং লোকধারিণী ॥ ১৩৩—১৩৯ ॥

আরও! এক্ষণে অন্তঃস্থকারাদি নাম সকল কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর । বরদা,
 বন্দিতা, বিদ্যা, বৈষ্ণবী, বিমলাকৃতি, বারাহী, বিরজা, বর্ষা, বরলক্ষ্মী, বিলাসিনী, বিমতা,
 ব্যোমসম্বাধা, বারিলাসনসংস্থিতা, বাকশী, বেণুসম্বতা, বীতিহোজা, বিদ্বপিনী, বায়ুমণ্ডল-

বিনতা ব্যোমমধ্যস্থা বারিজাসনসংস্থিতা ।
 বারুণী বেণুসম্ভূতা বীতিহোত্রা বিরুপিনী ॥ ১৪১ ॥
 বায়ুমণ্ডলমধ্যস্থা বিষ্ণুরূপা বিধিক্রিয়া ।
 বিষ্ণুপত্নী বিষ্ণুমতী বিশালাক্ষী বসুন্ধরা ॥ ১৪২ ॥
 বামদেবপ্রিয়া বেলা বজ্রিণী বসুদোহনী ।
 বেদাক্ষরপরীতাক্ষী বাজপেয়ফলপ্রদা ॥ ১৪৩ ॥
 বাসবী বামজননী বৈকুণ্ঠনিলয়া বরা ।
 ব্যাসপ্রিয়া বর্ষধরা বায়্মীকিপরিমেবিতা ॥ ১৪৪ ॥
 শাকন্তরী শিবা শাস্তা শারদা শরণাগতিঃ ।
 শাতোদরী শুভাচারী শুভাস্থরবিমর্দিনী ॥ ১৪৫ ॥
 শোভাবতী শিবাকারা শঙ্করাক্ষরীরিণী ।
 শোণা শুভাশয়া শুভ্রা শিরঃসন্ধানকারিণী ॥ ১৪৬ ॥
 শরাবতী শরানন্দা শরজ্যোৎস্না শুভাননা ।
 শরভা শূলিনী শুদ্ধা শবরী শুকবাহনা ॥ ১৪৭ ॥
 শ্রীমতী শ্রীধরানন্দা শ্রবণানন্দদায়িনী ।
 শর্কবাণী শর্করীবন্দ্যা ষড়্ভাষা ষড়্ধাতুপ্রিয়া ॥ ১৪৮ ॥
 ষড়াধারস্থিতা দেবী ষণ্মুখপ্রিয়কারিণী ।
 ষড়ঙ্গরূপসুমতিসুৱাসুৱনমস্কৃতা ॥ ১৪৯ ॥

শাকন্তরীভ্যারভ্য শর্করীবন্দ্যেত্যন্তানি একোনত্রিংশৎ শকারাদীনি নামানি ॥ ১৪৫-১৪৮ ॥

ষড়্ভাষেভ্যারভ্য ষড়ঙ্গরূপসুমতিসুৱাসুৱনমস্কৃতেত্যন্তানি পঞ্চ বকারাদীনি নামানি ।
 ষড়াধারা মূলধারপ্রভৃতয়ন্তত্র স্থিতানাং দেবীনাং দেবী স্বামিনী । ষড়ঙ্গরূপা যে সুমতি-
 সুৱাসুৱনমস্কৃতেত্যর্থঃ ॥ ১৪৯ ॥

মধ্যস্থা, বিষ্ণুরূপা, বিধিক্রিয়া, বিষ্ণুপত্নী, বিষ্ণুমতী, বিশালাক্ষী, বসুন্ধরা, বামদেবপ্রিয়া,
 বেল, বজ্রিণী, বসুদোহনী, বেদাক্ষরপরীতাক্ষী, বাজপেয়ফলপ্রদা, বাসবী, বামজননী,
 বৈকুণ্ঠনিলয়া, বরা, ব্যাসপ্রিয়া, বর্ষধরা এবং বায়্মীকিপরিমেবিতা ॥ ১৪৫—১৪৮ ॥

এইরূপ ভাঁহার শাকারাদি নাম সকল শাকন্তরী, শিবা, শাস্তা, শারদা, শরণাগতি,
 শাতোদরী, শুভাচারী, শুভাস্থরবিমর্দিনী, শোভাবতী, শিবাকারা, শঙ্করাক্ষরীরিণী
 অর্থাৎ ক্রত্যাণী, শোণা অর্থাৎ রক্তবর্ণী, শুভাশয়া, শুভ্রা, শিরঃসন্ধানকারিণী, শরাবতী,
 শরানন্দা, শরজ্যোৎস্না, শুভাননা, শরভা, শূলিনী, শুদ্ধা, শবরী, শুকবাহনা, শ্রীমতী,
 শ্রীধরানন্দা, শ্রবণানন্দদায়িনী, শর্কবাণী এবং শর্করীবন্দ্যা বলিয়া জানিবে । এইরূপ ভাঁহার

সরস্বতী সর্ষাধারা সর্বমঙ্গলকারিণী ।
 সামগানপ্রিয়া সূক্ষ্মা সাবিদ্রী সামসম্ভবা ॥ ১৫০ ॥
 সর্ববাসা সদানন্দা স্তুতনী সাগরাধরা ।
 সর্বেশ্বর্যপ্রিয়া সিদ্ধিঃ সাধুব্রহ্মপরাক্রমা ॥ ১৫১ ॥
 সপ্তমিমণ্ডলগতা সোমমণ্ডলবাসিনী ।
 সর্বজ্ঞা সাম্রকরুণা সমানাদিকবজ্জিতা ॥ ১৫২ ॥
 সর্বোত্তমুঙ্গা সঙ্গহীনী সদগুণা সকলেষ্টদা ।
 সরষা সূর্য্যতনয়া স্নেহেনী সোমসংহতিঃ ॥ ১৫৩ ॥
 হিরণ্যবর্ণা হরিণী হ্রীংকারী হংসবাহিনী ।
 কোমবস্ত্রপরীতাসী ক্ষীরাক্তিতনয়া ক্ষমা ॥ ১৫৪ ॥
 গায়ত্রী চৈব সাবিদ্রী পার্শ্বতী চ সরস্বতী ।
 বেদগর্ভা বরারোহা ত্রীগায়ত্রী পরাশ্রিকা ॥ ১৫৫ ॥

সরস্বতীতারাভ্য সোমসংহতিরিত্যন্তানি সপ্তবিংশতি সকারাদীনি নামানি । সাবিদ্রী-
 ত্যেকং নাম ॥ ১৫০ ॥

সাধুব্রহ্মপদক্রমা সাধুনাং স্বভক্তানাং যে ব্রহ্মবো মিত্রানি তেবু পদক্রমঃ পদসকারো
 ক্রমঃ স্বভক্তভক্তেষাপি দয়াবতীতার্থঃ ॥ ১৫১—১৫২ ॥

সরষা মধুমক্ষিকা ॥ ১৫৩ ॥

হিরণ্যবর্ণেত্যাাদীনি চষারি হকারাদীনি নামানি । লুল্লোরভেদান্নকারাদিনামভিরেব
 লকারাদিনামাত্রপি সংগৃহীতানীতি মন্ততে মুনিঃ । কোমবস্ত্রপরীতাসীতারাভ্য ত্রীণি
 নামানি ক্ষকারাদীনি ॥ ১৫৪ ॥

গায়ত্রীাদীনি অষ্টৌ নামানি মাতৃকাক্ষরক্রমরহিতানি ॥ ১৫৫ ॥

অপর নাম বড়ভাষা, যড়্‌অতুপ্রিয়া, বড়ধারস্থিতাদৈবী অর্থাৎ মূলধারাদি ষট্‌চক্রস্থিত
 দেবতারও দেবতা, যধুধপ্রিয়কারিণী, যড়্‌ব্রহ্মপদক্রমসমুত্তিস্বরাস্বরনমস্কৃতা অর্থাৎ বেদাক্রম
 দেবতা এবং অন্তান্ত অস্বরগণ কর্তৃক পূজিতা ॥ ১৪৫—১৪৯ ॥

এইরূপ সরস্বতী, সদাধারা, সর্বমঙ্গলকারিণী, সামগানপ্রিয়া, সূক্ষ্মা, সাবিদ্রী, সাম-
 সম্ভবা, সর্ববাসা, সদানন্দা, স্তুতনী, সাগরাধরা, সর্বেশ্বর্যপ্রিয়া, সিদ্ধি, সাধুব্রহ্মপরাক্রমা
 অর্থাৎ সাধুদিগের রক্ষার জন্যই তাঁহার পরাক্রম । সপ্তমিমণ্ডলগতা অর্থাৎ অক্ষরভী-
 ব্রহ্মণা, সোমমণ্ডলবাসিনী অর্থাৎ অমৃতরূপিণী, সর্বজ্ঞা, সাম্রকরুণা, সমানাদিকবজ্জিতা,
 সর্বোত্তমুঙ্গা, সঙ্গহীনী, সদগুণা, সকলেষ্টদা, সরষা, সূর্য্যতনয়া, স্নেহেনী, এবং সোম-
 সংহতি ॥ ১৫০—১৫৩ ॥ এইরূপ তাঁহার অপর নাম হিরণ্যবর্ণা, হরিণী, হ্রীংকারী, হংস-
 বাহিনী, কোমবস্ত্রপরীতাসী, ক্ষীরাক্তিতনয়া, ক্ষমা, গায়ত্রী, সাবিদ্রী, পার্শ্বতী, সরস্বতী,
 বেদগর্ভা, বরারোহা, ত্রীগায়ত্রী এবং পরাশ্রিকা বলিয়া জানিবে ॥ ১৫৪—১৫৫ ॥

ইতি সাহস্রকং নাম্নাং গায়ত্র্যাশ্চৈব নারদ ! ।
 পুণ্যদং সৰ্ব্বপাপহরং মহামিম্প্রতিমায়কম্ ॥ ১৫৬ ॥
 এবং নামানি গায়ত্র্যাশ্চোষোঃপত্তিকরানি হি ।
 অষ্টম্যাঞ্চ বিশেষেণ পঠিতব্যং দ্বিত্বৈঃ সহ ॥ ১৫৭ ॥
 জপং কৃৎস্না হোমপূজাদ্যানং কৃৎস্না বিশেষতঃ ।
 যস্যৈ কস্যৈ ন দাতব্যং গায়ত্র্যাস্ত বিশেষতঃ ॥ ১৫৮ ॥
 স্তুতস্তায় স্তুশিষ্যায় বক্তব্যং ভূত্বায় বৈ ।
 ভক্তেভ্যঃ সাধকেভ্যশ্চ বান্ধবেভ্যো ন দর্শয়েৎ ॥ ১৫৯ ॥
 যদগৃহে লিখিতং শাস্ত্রং ভয়ং তস্য ন কস্মচিৎ ।
 চঞ্চলাপি স্থিরা ভূত্বা কমলা তত্র তিষ্ঠতি ॥ ১৬০ ॥
 ইদং রহস্যং পরমং গুহ্যাদগুহ্যতরং মহৎ ।
 পুণ্যপ্রদং মনুষ্যাণাং দরিদ্রাণাং নিধিপ্রদম্ ॥ ১৬১ ॥
 মোক্ষপ্রদং মুমুকুশাং কামিনাং সৰ্ব্বকামদম্ ।
 রোগাষ্টৈ মুচ্যতে রোগী বন্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥ ১৬২ ॥

(এবং এবং নাম্নাং সহস্রমুক্তা অধুনা তন্মাহাশ্রম্যং বক্তৃমুপক্রমতে ইতীতি ॥ ১৫৬—১৬২ ॥)

নারদ ! এই আমি তোমার নিকট গায়ত্রীর সহস্র নাম কীর্তন করিলাম । ইহা
 শ্রবণ করিলে পুণ্যোৎপত্তি হয় এবং সৰ্ব্বপাপ বিনষ্ট হইয়া অতুল ঐশ্বর্য লাভ হইয়া
 থাকে ॥ ১৫৬ ॥ বিশেষতঃ অষ্টমী তিথিতে ধ্যান, পূজা, হোম ও জপ করিয়া, পরে
 ব্রাহ্মণগণের সহিত একত্রে পাঠ করিলে সৰ্ব্বরূপ সম্ভোগ লাভ হইয়া থাকে । নারদ !
 গায়ত্রীদেবীর এই অষ্টোত্তর সহস্র নাম যাহাকে তাহাকে প্রদান করিও না । যে ব্যক্তি
 অজিণ্ডর ভক্ত, ব্রাহ্মণ ও অল্পগত শিষ্য হইবে তাহাকেই ইহার বিষয় বলিবে । পরন্তু,
 যদি কোন ভট্টাচার সাধক পরম বন্ধু হয়, তথাপি তাহাকে দর্শন করাইবে না ॥ ১৫৭-১৫৯ ॥
 এই অষ্টোত্তর সহস্র নাম যে গৃহে লিখিত থাকে, সেই গৃহে কোনও রূপ ভয় থাকে না ;
 পরন্তু কমলা, চঞ্চলা হইলেও স্থিরা অবলম্বন করতঃ নিরতই সেই গৃহে বাস করিয়া
 থাকেন ॥ ১৬০ ॥ এই অতিগুহ্য পরম মহৎ রহস্য সকল মনুষ্যেরই পুণ্য, দরিদ্রগণের
 নিধি, মুমুকুর মোক্ষ এবং সকলের সকল অভিলাষই প্রদান করিয়া থাকে । অধিক কি,
 ইহা পাঠ করিলে পর হোমী রোগ হইতে এবং বন্ধ বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে ।
 ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীপান, স্বর্ণহরণ, গুরুহরণ, অশ্রুপাত ও অত্যাচার প্রভৃতি

ব্রহ্মহত্যাস্বরাপানস্ববর্ণস্তেয়িনো নরাঃ ।

গুরুতল্লগতো বাপি পাতকাং মুচ্যতেসকৃৎ ॥ ১৬৩ ॥

অসংপ্রতিগ্রহাচ্চৈবাতক্যভক্যাবিশেষতঃ ।

পাষাণান্তমুখ্যেভ্যঃ পঠনাদেব মুচ্যতে ॥ ১৬৪ ॥

ইদং রহস্যমবলং ময়োক্তং পদ্মজোদ্ভব ! ।

ব্রহ্মসায়ুজ্যাদং নৃণাং সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ১৬৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে

গায়ত্রীসহস্রনামস্তোত্রকথনং নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

ক। কথাশ্চেযাং পাপানাম্ ব্রহ্মহত্যাঙ্গুরুতরপাপান্তপি নশ্রুতীত্যর্থঃ ॥ ১৬৩—১৬৫ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে দ্বাদশস্কন্ধে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

গুরুতর পাপ সকল বিনষ্ট হয়। পাবণ ও মিথ্যাবাদিগণ ইহা পাঠ করিয়াও পবিত্র হইতে পারে ॥ ১৬১—১৬৪ ॥ নারদ ! এই পরম রহস্যটী আমি তোমার নিকট কীৰ্ত্তন করিলাম ; ইহা দ্বারা সমস্ত মানবেই ব্রহ্মসায়ুজ্য লাভ করিতে পারে ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ১৬৫ ॥

* মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্

ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধে গায়ত্রীদেবীর অষ্টোত্তর সহস্র নাম

কীৰ্ত্তন নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

~~~~~

## সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীনারদ উবাচ ।

শ্রুতং সহস্রনামাখ্যং শ্রীগায়ত্রীফলপ্রদম্ ।

স্তোত্রং মহোন্নতিকরং মহাভাগ্যকরং পরম্ ॥ ১ ॥

অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি দীক্ষালক্ষণমুত্তমম্ ।

বিনা যেন ন সিধ্যত দেবীমস্ত্রেহধিকারিতা ॥ ২ ॥

ব্রাহ্মণানাং ক্ষত্রিয়াণাং বিশাং স্ত্রীণাং তথৈব চ ।

সামান্যবিধিনা সর্বং বিস্তরেণ বদ প্রভো ! ॥ ৩ ॥

শ্রীনারায়ণ উবাচ ।

শৃণু দীক্ষাং প্রবক্ষ্যামি শিষ্যাণাং ভাবিতাজ্ঞানাম্ ।

দেবাগ্নিগুরুপূজাদাবধিকারো যয়া ভবেৎ ॥ ৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশদধিকৈঃ শতশ্লোকৈরুতঃ পরম্ ।

দীক্ষাবিধিং সমাসেন বক্তি নারায়ণো মুনিঃ ॥

অত্রাধুনিকপুস্তকেষু অষ্টাবধ্যায়া বৈষ্ণবতন্ত্রস্থাঃ কেনচিৎ প্রাক্ষিপ্তা দৃশ্যন্তে । তত্র  
পক্ষিদীক্ষাপ্রকরণে তৎকথনশাস্ত্রসম্বন্ধেঃ প্রাচীনপুস্তকেষু তেষামদর্শনাচ্চ সাংগতঃ ।  
ততঃ প্রাচীনপুস্তকপাঠসমূহকথ্যেব ব্যাখ্যায়তে । সহস্রনামশ্রবণোত্তরং নারদঃ পৃচ্ছতি  
শ্রুতং সহস্রনামেতি ॥ ১ ॥

দীক্ষালক্ষণং দীক্ষাবিধিস্বরূপমিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

ব্রাহ্মণানামিত্যুক্তং দেবীমস্ত্রেহধিকারিতেতি পূর্বেণাশ্রয়ঃ ॥ ৩ ॥

যয়া ভবেদिति । তদুক্তম্ । অদীক্ষিতস্ত মরণং রোরবার প্রকল্পতে । ন পূজাদাবধি-  
কারোহস্তি বিনা দীক্ষাং বরাননেহিতি ॥ ৪ ॥

নারদ কহিলেন, ভগবন্ ! মহাভাগ্যকর ও সম্পত্তিবৃদ্ধিকর এবং গায়ত্রীফলপ্রদ সহস্র  
নামস্তোত্র শ্রবণ করিলাম ; এক্ষণে, যে দীক্ষা ব্যতিরেকে কিছুই সিদ্ধ হয় না, অধিক কি  
যাহা ব্যতিরেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র অথবা স্ত্রীলোকদিগের দেবীমস্ত্রে অধিকারই  
জন্মে না ; আমি সেই দীক্ষার লক্ষণ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি । প্রভো ! আপনি অমুগ্রহ  
পূর্বক তাহার সামান্য ও বিশেষ বিধি সকল কীৰ্ত্তন করুন ॥ ১—৩ ॥

নারায়ণ কহিলেন ; নারদ ! শুদ্ধচিত্ত শিষ্যগণের দীক্ষা বিধির কথা বলিতেছি শ্রবণ  
কর । এই দীক্ষা হইলে পর তবে সকলের দেবপূজাদিতে অধিকার হইবে ইহাই  
জানিও ॥ ৪ ॥ বেদতন্ত্র-বিশারদ পণ্ডিতগণ কহেন, যাহা দ্বারা দিব্যজ্ঞানের উৎপত্তি এবং

দিব্যাং জ্ঞানং হি যা দদ্যাৎ কুর্যাৎ পাপক্ষয়ন্ত যা ।

সৈব দীক্ষেতি সংপ্রোক্তা বেদতত্ত্ববিশারদৈঃ ॥ ৫ ॥

অবশ্যং সা তু কৰ্তব্যাত্মা যতো বহুফলা মতা ।

গুরুশিষ্যাবুভাবজ্ঞাপ্যতিশুদ্ধাবপেক্ষিতৌ ॥ ৬ ॥

গুরুস্ত বিধিবৎ প্রাতঃকৃত্যং সৰ্বং বিধায় চ ।

স্নানসঙ্ক্যাদিকং সৰ্বং যথাবিধি বিধায় চ ॥ ৭ ॥

কমণ্ডলুকরো মৌনী গৃহং যয়াং সরিতটাত্ ॥

যাগমণ্ডপমাসাদ্য বিশেষজ্ঞাসনে বরে ॥ ৮ ॥

আচম্য প্রাণানায়ম্য গন্ধপুষ্পবিমিশ্রিতম্ ।

সপ্তবারস্তমস্ত্রেণ জপং বারি স্নানসাধয়েৎ ॥ ৯ ॥

বারিণা তেন মতিমানস্তমস্ত্রং সমুচ্চরন্ ।

প্রৌক্ষয়েদ্ধারমখিলং ততঃ পূজাং সমাচরেৎ ॥ ১০ ॥

দীক্ষাপদার্থমাহ দিব্যাং জ্ঞানমিতি । দাগ্‌দানে ক্ষি ক্কে ইতি ধাতুধ্বনিশব্দো দীক্ষা-  
শব্দ ইত্যর্থঃ । যা দীক্ষা ক্রিয়া ॥ ৫ ॥

অতিশুদ্ধৌ মাতৃতঃ পিতৃতঃ আচারতশ্চেত্যর্থঃ । তত্ত্বজ্ঞঃ শারদায়াঃ মাতৃতঃ পিতৃতঃ  
শুদ্ধ ইতি ॥ ৬ ॥

বিধিবদिति । পূৰ্বোক্তপ্রকারেণ ॥ ৭ ॥

যাগমণ্ডপং দীক্ষাস্থানম্ । মণ্ডপশব্দেন কুণ্ডমণ্ডপোক্তবিধিনা ষোড়শহস্তপরিমিতঃ  
কুণ্ডমণ্ডপঃ কৰ্তব্য ইতি স্থচিতম্ । তত্ত্বজ্ঞঃ পিতৃলামতে । কলাকরপ্রমাণঃ স্তাৎ মণ্ডপো মুখ্য  
এব চেতি । তদ্বিধিচ গ্রন্থাণ্ডরাদবশেষঃ ॥ ৮ ॥

অস্ত্রমস্ত্রেতি । অৰ্ঘ্যপাত্রে জলং গৃহীত্বা গন্ধপুষ্পে প্রক্ষিপ্য সপ্তবারং কড়িত্যস্ত্রমস্ত্রে-  
ণাভিমন্ত্রেয়মিতিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

অস্ত্রমস্ত্রং ফটুমস্ত্রম্ । দ্বারং মণ্ডপদ্বারম্ । দ্বারমিতি আঠৈত্যকবচনাচ্ছারি মণ্ডপদ্বারাদি-  
ত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

সমস্ত পাপের বিনাশ হয়, তাহাকেই দীক্ষা কহে ॥ ৫ ॥ এই বহুফলপ্রদ দীক্ষা গ্রহণ  
করা অবশ্য কৰ্তব্য । পরন্তু, এই দীক্ষাকার্য্যে গুরু এবং শিষ্য উভয়েরই স্বতঃ এবং আচার-  
বৃত্তঃ শুদ্ধ হওয়া উচিত ॥ ৬ ॥ গুরু প্রথমতঃ প্রাতঃকৃত্যাদি সমস্ত কার্য্য যথাবিধানে  
সমাপন করিয়া পরে স্নান ও সঙ্ক্যাাদি সমস্ত কার্য্য সমাপন করিবে, অনন্তর সরিতটাত্  
হইতে কমণ্ডলু গ্রহণ ও মৌনাবলম্বন পূর্বক গৃহান্তিমুখে প্রতিনিবৃত্ত হইবে । তৎপরে,  
দীক্ষার অন্ত নির্দিষ্ট গৃহে প্রবেশ করিয়া আগুনোপরি উপবেশন করিবে ॥ ৭—৮ ॥ পরে  
আচমন এবং প্রাণায়াম করিয়া অৰ্ঘ্যপাত্রে জল গ্রহণ করিবে, তদনন্তর তাহাতে গন্ধপুষ্প  
নিক্ষেপ করিয়া কটুকার মন্ত্র দ্বারা সপ্তবার সেই জল অভিমন্ত্রিত করিবে ॥ ৯ ॥ পরে, সেই  
অভিমন্ত্রিত জল দ্বারা কটুমন্ত্র উচ্চারণ করতঃ মণ্ডপদ্বার দ্বক দিক করিয়া পূজা আরম্ভ

উর্দ্ধোদ্বসরকে দেবং গণনাথং তথা শ্রিয়ম্ ।  
 সরস্বতীং নামমত্রেঃ পূজয়েদাক্ষপুষ্পটৈঃ ॥ ১১ ॥  
 দ্বারদক্ষিণশাখায়াং গজাং বিশ্লেষমর্চয়েৎ ।  
 দ্বারস্থ বামশাখায়াং ক্ষেত্রপালঞ্চ সূর্য্যজাম্ ॥ ১২ ॥  
 দেহল্যাং পূজয়েদস্ত্রদেবতামস্ত্রমস্ত্রতঃ ।  
 সর্বং দেবীময়ং দৃশ্যমিতি সঙ্কিত্য সর্বতঃ ॥ ১৩ ॥  
 দিব্যানুৎসারয়েদ্বিঘ্নানস্ত্রমস্ত্রজপেন তু ।  
 অন্তরিক্ষগতান্ বিঘ্নান্ পাদঘাতৈস্তু ভূমিগান্ ॥ ১৪ ॥  
 বামাশাখাং পশ্চাৎ প্রবিশেদক্ষিণাঙ্ড্রিণা ।  
 প্রবিশ্চ কুন্তং সংস্থাপ্য সামান্যার্ঘ্যাং বিধায় চ ॥ ১৫ ॥  
 তেন চার্ঘ্যজলেনাপি নৈষ্কৃত্যাং দিশি পূজয়েৎ ।  
 বাস্তনাথং পদ্মযোনিং গন্ধপুষ্পাঙ্কতাদিভিঃ ॥ ১৬ ॥

উর্দ্ধোদ্বসরকে দ্বারস্তোদ্ধফলকপ্রথমপ্রান্তে গণনাথং মধ্যে লক্ষ্মীং দ্বিতীয়প্রান্তে সর-  
 স্বতীঞ্চ পূজয়েদিত্যর্থঃ । নামমত্রেঃ গণেশায় নম ইত্যাদিভিঃ ॥ ১১ ॥

গজাং প্রথমতঃ সংপূজ্য তদ্বামভাগে বিশ্লেষমর্চয়েদিত্যর্থঃ । তথা ক্ষেত্রপালং প্রথমত-  
 ত্তদ্বামভাগে সূর্য্যজাং যমুনাং পূজয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

দেহল্যামধোদেহল্যাং অস্ত্রমস্ত্রতঃ কটুমস্ত্রতঃ । অনস্তরং মণ্ডপমধ্যে সর্বদেবীময়-  
 মভীতি বিভাব্যোচ্চং পশ্চাৎ দিবি ভবান্ বিষানুৎসারয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

পাদঘাতৈস্ত্রিভৌমান্ বিষানুৎসারয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

অনস্তরং অন্তঃস্থিতবিঘ্ননির্গমনার্থং মার্গং পরিভ্রাজ্য দ্বারবামশাখাং পশ্চাৎ দক্ষিণা-  
 ঙ্গিমগ্রে দক্ষা মণ্ডপে প্রবিশেদিত্যাহ বামশাখামিতি । অন্তঃস্থিতা বিষা নির্গচ্ছতি অহং ভক্তঃ

করিবে ॥ ১০ ॥ প্রথমতঃ দ্বারের উর্দ্ধদেশের প্রথম প্রান্তে গণনাথকে, দ্বিতীয় প্রান্তে  
 সরস্বতীকে ও মধ্যে লক্ষ্মীদেবীকে স্বয়ং মন্ত্র দ্বারা আবাহন করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা  
 করিবে ॥ ১১ ॥ পরে, দ্বারের দক্ষিণ শাখায় গজা ও বিশ্লেষের এবং বামশাখায় ক্ষেত্রপাল  
 ও সূর্য্যজা অর্থাৎ যমুনাং পূজা করিবে ॥ ১২ ॥ এইরূপ, দ্বারদেশের অধোদেহলীভাগে  
 কটুমন্ত্র দ্বারা অস্ত্র দেবতার পূজা করিয়া সমস্ত মণ্ডপটিকে দেবীময় চিত্তা করিয়া তদন্ত  
 দর্শন করিবে ॥ ১৩ ॥ পরে, কটুমন্ত্র জপ করতঃ দিবা বিষ ও অন্তরিক্ষগত বিঘ্ন সকল নাশ  
 করিয়া বাহুপাদেশ্য তিনটী পাকিঘাত দ্বারা ভূমিগত বিঘ্ন সকল নাশ করিবে ॥ ১৪ ॥ অনস্তর,  
 বামশাখা পশ্চাৎ করিয়া অস্ত্রে দক্ষিণ পদ নিক্ষেপ করতঃ মণ্ডপমধ্যে প্রবেশ করিবে । পরে  
 শান্তিকৃত্য হোম করিয়া সামান্যার্ঘ্য বিধান করিবে ॥ ১৫ ॥ অনস্তর, গন্ধপুষ্প ও আভরণ  
 তুলন এবং সেই অর্ঘ্যজল দ্বারা নৈষ্কৃত্য দিবে, বাস্তনাথ ও পদ্মযোনিয় পূজা করিয়া পক্ষ-

ততঃ কুর্য্যাৎ পঞ্চগব্যং তেন চার্ঘ্যোদকেন চ ।  
 তোরণস্তম্ভপৰ্য্যন্তং প্রোক্ষয়েৎ মণ্ডপং গুরুঃ ॥ ১৭ ॥  
 সৰ্বং দেবীময়ং চেদং ভাবয়েন্মনসা কিল ।  
 মূলমন্ত্রং জপন্ ভক্ত্যা প্রোক্ষণং স্ত্রীং শরাণুনা ॥ ১৮ ॥  
 শরমন্ত্রং সমুচ্চাৰ্য্য তাড়য়েৎ মণ্ডপকুমারম্ ।  
 হুংমন্ত্রস্ত সমুচ্চাৰ্য্য কুর্য্যাদভ্যাক্ষণং ততঃ ॥ ১৯ ॥  
 ধূপয়েদন্তরং ধূপৈর্বিকিরান্ বিকিরেত্ততঃ ।  
 মার্জয়েত্তাংস্ত মার্জ্যত্যা কুশনির্মিতয়া পুনঃ ॥ ২০ ॥  
 ঈশানদিশি তৎ পুঞ্জং কৃৎস্না সংস্থাপয়েন্মুনে ।  
 পুণ্যাহবাচনং কৃৎস্না দীনানাথাংশ্চ তোষয়েৎ ॥ ২১ ॥  
 বিশেষ্ম দ্বাসনে পশ্চামমস্কৃত্য গুরুং নিজম্ ।  
 প্রাঙ্কুথো বিধিবদ্ধ্যাহা দেয়মন্ত্রস্ত দেবতাম্ ॥ ২২ ॥

প্রবিশামীতি ভাবয়ন্ প্রবিশেদিতি তাৎপর্য্যম্ । সামান্তাৰ্ঘ্যং পূর্ববৎ ॥ ১৫—১৭ ॥

শরাণুনাস্ত্রমস্ত্রেণ ॥ ১৮ ॥

মণ্ডপক্ষমাং মণ্ডপভূবম্ ॥ ১৯ ॥

বিকিরানিতি । তদন্তঃ চিরস্তীতস্তে । জালচন্দনসিদ্ধার্থভস্মদুর্গাঙ্কুরাক্রান্তাঃ । বিকিরা  
 ইতি সন্নিষ্টাঃ সৰ্ব্ববিদ্যোবনাশনা ইতি । তাংস্থিতি । তান্ বিকিরানিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

তৎপুঞ্জমিতি । তস্মিন্ পুঞ্জংইথে বর্জনীস্থাপনং বন্ধ্যতি ॥ ২১ ॥

দেয়মন্ত্রস্তেতি । শিষ্যস্ত যো দেবো মন্ত্রস্তস্ত দেবতামিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

গব্য শোধন করিবে । পরে, তহার এবং সেই পূর্বোক্ত অর্ঘ্যোদক দ্বারা তোরণস্তম্ভ পর্য্যন্ত  
 সমস্ত মণ্ডপ প্রোক্ষিত করিবে ॥ ১৬-১৭ ॥ পরন্তু, প্রোক্ষণ করিবার সময় মনে মনে সমস্তই  
 দেবীময় চিন্তা করিয়া ভক্তিপূর্বক মূলমন্ত্র জপ করিতে করিতে কট্কার মন্ত্র দ্বারা প্রোক্ষণ  
 করিবে ॥ ১৮ ॥ অনন্তর, কর্ত্তা দট্ এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মণ্ডপস্থান আড়না  
 করিবে । পরে, হুং মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ তাহার অভ্যাক্ষণ করিবে ॥ ১৯ ॥ তৎপরে তাহার  
 অভ্যাক্ষণ ধূপদ্বারা প্রেপিত করিবে এবং তদন্তো অক্ষত সকল বিকীর্ণ করিয়া কুশনির্মিত  
 সংস্কার্জনী দ্বারা পরিষ্কার করিবে ॥ ২০ ॥ তদনন্তর সেই তৎপুঞ্জ মন্ত্র ঈশানকোণে স্থাপন  
 করিয়া পুণ্যাহবাচন করিবে এবং তৎপরে দীন ও অনাথ ব্যক্তিগণকে দানাদি দ্বারা পুষ্ট  
 করিবে ॥ ২১ ॥ এই সমস্ত কার্যের অন্ত্যস্তান করিয়া পরে দিব ভক্তকে প্রণাম করতঃ কৈ  
 ইষ্টদেবতাকে দান করিয়া পূর্বমুখে বৃদ্ধ আসনোপরি উপবেশন করিবে ॥ ২২ ॥ নারদ ।



ভূতশুদ্ধাদিকং কৃৎস্না পূর্বোক্তেনৈব বজ্রনা ।  
 ঋষাদিত্যাসকং কুর্যাদ্বেদমন্ত্রস্তু বৈ যুনে ॥ ২৩ ॥  
 ত্র্যসেন্মুনিস্তু শিরসি মুখে চন্দ্রঃ সমীরিতম্ ।  
 দেবতাং হৃদয়াস্তোজে গুহ্যে বীজস্তু পাদয়োঃ ॥ ২৪ ॥  
 শক্তিং বিম্বস্তু পশ্চাত্তু তালত্রয়রবান্ততঃ ।  
 দিগ্বন্ধং কারয়েৎ পশ্চাৎ ছোটিকাভিজিভিন্নরঃ ॥ ২৫ ॥  
 প্রাণায়ামং ততঃ কৃৎস্না মূলমন্ত্রমমুস্মরন্ ।  
 মাতৃকাং বিম্বসেদেহে তৎপ্রকারস্তথোচ্যতে ॥ ২৬ ॥  
 ওঁ অংনম ইতি প্রোচ্য ত্র্যসেচ্ছিরসি মন্ত্রবিৎ ।  
 এবমেব তু সর্বেষু ত্র্যসেৎ স্থানেষু বৈ যুনে ॥ ২৭ ॥  
 মূলমন্ত্রষড়ঙ্গং ত্র্যসেদঙ্গেষু সত্তমঃ ।  
 অঙ্গুষ্ঠাদিষঙ্গুলীষু হৃদয়াদিষু চ ক্রমাৎ ॥ ২৮ ॥

পূর্বোক্তেনৈকাদশরক্ষোক্তপ্রকারেণ ॥ ২৩ ॥

ঋষাদিত্যাসহানাত্ৰ্যসেদিতি ॥ ২৪ ॥

তালত্রয়রবাদিতি । তালত্রয়শব্দেন দিব্যান্তরিকভৌমবিষ্মাহংসার্থ্য ছোটিকাভিজিভিন্নং  
 কুর্যাদিত্যর্থঃ ॥ ২৫—২৬ ॥

ওঁ অং নম ইতি । ওঁ অং নমঃ ওঁ আং নমঃ ওঁ ইং নম ইত্যাদিপ্রকারেণ শিরসি-  
 স্থানেষু মাতৃকাত্ৰ্যসপ্রকারেণ সর্বত্র ত্র্যসেদিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

মূলমন্ত্রেতি । দেয়মন্ত্রস্তেত্যাৰ্থঃ । স চ ষড়ঙ্গস্তত্তংকরে ত্র্যসিদ্ধঃ । ষড়ঙ্গত্ৰ্যাসহানাত্ৰ্যহ  
 অঙ্গুষ্ঠাদিষতি ॥ ২৮ ॥

ইহার পর পূর্বকথিত নিয়মান্বারে ভূতশুদ্ধাদি কার্য্য করিয়া বক্ষ্যমাণ প্রকারে দেয়মন্ত্রের  
 ঋষাদিত্যাস করিবে । অর্থাৎ মন্তকে ঋষি, মুখে চন্দ্র, হৃদয়ে ইষ্টদেবতা, গুহ্যে বীজ এবং  
 পদদ্বয়ে শক্তিভাস করিয়া তালত্রয় দ্বারা অন্তরিক ও ভৌমবিয় সকল নিরাকরণ করিয়া  
 পশ্চাৎ ছোটিকাজয় দ্বারা নিগ্ধকন করিবে ॥ ২৩—২৫ ॥ তদনন্তর দেয় ইষ্টদেবতার মূলমন্ত্র  
 দ্বারা প্রাণায়াম করিয়া নিজদেহে মাতৃকাত্ৰ্যাস করিবে ; অর্থাৎ ওঁ অং নমঃ শিরসি, ওঁ  
 আং নমঃ মুখে, ওঁ ইং নমঃ দক্ষিণ চক্ষু, ওঁ জিং নমঃ বামচক্ষু ইত্যাদি ত্র্যসে বৎসাহানে  
 সমস্ত বর্ণ সকলের ত্ৰ্যাস করিবে ॥ ২৬—২৭ ॥ অনন্তর, অঙ্গুষ্ঠাদি অঙ্গুণিতে কলাভাস  
 করিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা বক্ষ্যমাণ প্রকারে হৃদয়াদি ষড়ঙ্গে অঙ্গত্ৰ্যাস করিবে অর্থাৎ ওঁ হৃদয়ার  
 নমঃ বলিয়া হৃদয়, ওঁ শিরসে বাহা বলিয়া মস্তক, ওঁ শিখাথে ববট্ বলিয়া শিখা,

নমঃ স্বাহা বষড়্ যুক্তৈর্হং-বৌষট্-কট্-পদাব্রিভৈঃ ।  
 প্রণবাদিযুক্তৈর্মন্ত্রৈঃ ষড়্ ভিরেবং ষড়্ভঙ্গকম্ ॥ ২৯ ॥  
 বর্ণস্তাসাদিকং পশ্চান্মূলমন্ত্রস্ত যোজয়েৎ ।  
 স্থানেষু তত্তৎকল্লোক্তৈষিতি স্তাসবিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ৩০ ॥  
 ততো নিজে শরীরেহস্মিংশ্চিস্তয়েদাসনং শুভম্ ।  
 দক্ষাংসে চ স্তসেধ্মং বামাংসে জ্ঞানমেব চ ॥ ৩১ ॥  
 বামোরৌ চাপি বৈরাগ্যং দক্ষোরাবথ বিম্বসেৎ ।  
 ঐশ্বর্যং মুখদেশে তু মূনে ! ধ্যায়েদধর্মকম্ ॥ ৩২ ॥  
 বামপার্শ্বেনাভিদেহে দক্ষপার্শ্বে তথা পুনঃ ।  
 নঞাদীংশ্চাপি জ্ঞানাদীন পূর্বোক্তানমেব বিম্বসেৎ ॥ ৩৩ ॥  
 পাদা ধর্মাদয়ঃ প্রোক্তাঃ পীঠস্ত মুনিসত্তম ! ।  
 অধর্মাদ্যাস্ত গাত্রাণি স্মৃতানি মুনিপুঙ্গবৈঃ ॥ ৩৪ ॥

নমঃ স্বাহেতি । হৃদয়ায় নমঃ । শিরসে স্বাহা । শিখায়ৈ বষট্ । কবচায় হম্ । নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ । অস্ত্রায় কড়বং রীত্যেতার্থঃ ॥ ২৯—৩০ ॥

ততো নিজদেহে বক্ষ্যমাণক্রমেণ দেব্যা আসনং কল্পয়েদিতিাহ ততো নিজে ইতি । তমেব ক্রমমাত্র দক্ষাংসে ইতি ॥ ৩১—৩২ ॥

নঞাদীনিতি । নঞ পূর্বানিত্যর্থঃ । তথাচাধর্ম্যায় নমঃ । অজ্ঞানায় নমঃ । অবৈরাগ্যায় নমঃ । অনৈশ্বর্যায় নম ইতি মন্ত্রাঃ সম্প্রদাঃ ॥ ৩৩ ॥

তস্মিন্ কল্পিতে আসনে পর্য্যঙ্ককল্পনামাহ পাদা ধর্মাদয় ইতি । পাদাঃ পর্য্যঙ্কখুরা ধর্মাদয়ো জ্ঞেয়া ইত্যর্থঃ । অধর্মাদয়স্ত পর্য্যঙ্কগাত্রাণীতি জ্ঞেয়া ইত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

ওঁ কবচায় হং বলিয়া কবচ, ওঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ বলিয়া নেত্র এবং ওঁ অস্ত্রায় কট্ বলিয়া করতলপৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়া ষড়্ভঙ্গাস করিবে ॥ ২৮—২৯ ॥ অনন্তর, তত্তৎকল্লোক্ত স্থানে মূলমন্ত্রের বর্ণস্তাসাদি করিয়া স্তাস কার্য সমাপন করিবে ॥ ৩০ ॥

নারদ ! ইহার পর নিজ শরীরে শুভ আসন কল্পনা করিয়া, তাহার দক্ষিণাংশে ধর্ম, বামাংশে জ্ঞান, বাম উক্লয় বৈরাগ্য, দক্ষিণ উক্লয় ঐশ্বর্য, মুখদেশে অধর্ম, বামপার্শ্বে মজ্ঞান, নাভিদেহে অবৈরাগ্য এবং দক্ষিণপার্শ্বে অনৈশ্বর্যের স্তাস করিবে ॥ ৩১—৩৩ ॥  
 আরদ ! সেই শরীরকল্পিত আসনের পাদা-সকল ধর্মাদিকে এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল অধর্মাদিকে চিন্তা করিবে ॥ ৩৪ ॥ সেই আসনের মধ্যে-হৃদয়স্থানে অনন্তদেবকে মূহুশ্রব্যা স্বরূপ

মধ্যেহনন্তং হৃদি স্থানে শ্রুসেন্দ্রাসনে স্থলে ।  
 প্রপঞ্চপদ্যং বিমলং তস্মিন্ সূর্যোন্দ্রপাবকান্ ॥ ৩৫ ॥  
 শ্রুসেৎ কলাযুতান্ মন্ত্রী সংক্ষেপাতান্ বদাম্যহম্ ।  
 সূর্য্যস্ত দ্বাদশকলাস্তা ইন্দোঃ ষোড়শ স্মৃতাঃ ॥ ৩৬ ॥  
 দশ বহুঃ কলাঃ প্রোক্তান্তাভিযুক্তাঃস্ত তান্ শ্ররেৎ ।  
 সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব শ্রুসেতেষামথোপরি ॥ ৩৭ ॥  
 আত্মানমস্তরাত্মানং পরমাত্মানমেব চ ।  
 জ্ঞানাত্মানং শ্রুসেদ্বিদ্বানিথং পীঠস্ত কল্পনা ॥ ৩৮ ॥  
 অমুকাসনায় নম ইতি মন্ত্রেণ সাধকঃ ।  
 আসনং পূজয়িত্ব তু তস্মিন্ ধ্যায়েৎ পরাশ্রিকাম্ ॥ ৩৯ ॥  
 কল্লোক্তবিধিনা মন্ত্রী দেয়মন্ত্রস্ত দেবতাম্ ।  
 শ্রানসৈরুপচারৈশ্চ পূজয়েতাং যথাবিধি ॥ ৪০ ॥

মধ্যেহনন্তমিতি । তৎকালন্তং যুগ্মাসনে মুহূতুলিকাস্থানে ভাবয়েদিত্যর্থঃ । তস্মিন্মনস্তে  
 প্রপঞ্চপদ্যং ভাবয়েত্তস্মিন্ কমলে সূর্যোন্দ্রপাবকানুপর্য্যাপরি শ্রুসেদ্যবেচ্ছেত্যাং প্রপঞ্চপদ্য-  
 মিতি ॥ ৩৫ ॥

কলাযুতানি মণ্ডলানি শ্রুসেদিত্যাং শ্রুসেৎ কলাযুতানিতি । কস্ত কতি কলাঃ সজ্জীতি  
 তদাহ সূর্য্যস্ত দ্বাদশেতি ॥ ৩৬ ॥

তে চ সূর্য্যাদয়ঃ প্রণবস্ত বর্ণত্রয়পূৰ্ণকা অন্তব্যা ইতি তত্ত্রাস্তরে উক্তম্ । তথাচার্য  
 প্রয়োগঃ । অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাস্থানে নমঃ । উঃ সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাস্থানে নমঃ ।  
 মং বহুমণ্ডলায় দশকলাস্থানে নমঃ । ইতি প্রয়োগঃ কৃত্বা শ্রুসেদিত্যর্থঃ । তদুপরি সৰ্ব্বাদিগুণ-  
 ত্রয়ং শ্রুসেদিত্যাং সত্ত্বং রজ ইতি । সং সত্ত্বায় নমঃ । রং রজসে নমঃ । তং তমসে নম ইতি  
 প্রয়োগঃ ॥ ৩৭ ॥

আত্মানমিতি । তে চ চত্বারি আত্মানো দেবীস্থানাং পূৰ্ণাদিদিঙ্ শ্রুসেদিতি তু চিহ্নী-  
 তত্ৰাদ্ভূম্ ॥ ৩৮ ॥

অমুকাসনায় নম ইতীতি । অমুকশব্দস্থানে পূজনীয়দেবতানাম গ্রাহমিত্যর্থঃ । যথা  
 দুৰ্গাসনার নমঃ । গায়ত্র্যাসনায় নম ইতি ॥ ৩৯—৪০ ॥

পশ্চাৎ । করিয়া তদুপরি এই বিশ্বপ্রপঞ্চকে বিমলপদ্ম স্বরূপ চিন্তা করিবে । পরে, সেই পদ্মে  
 ধারা প্রাণাঃ ও অগ্নিকে ভ্রাস করিয়া, সূর্য্যকে দ্বাদশকলাযুক্ত, চন্দ্রকে ষোড়শকলাবিশিষ্ট ও  
 আং নমঃ সূর্য্যে, কলাবিত্ত বলিয়া স্মরণ করিবে । অনন্তর, ইহার উপরিতাগে, সত্ত্ব, রজঃ তমঃ,  
 সনস্ত বর্ণ সকলে-  
 য়া, পরমাত্মা ও জ্ঞানাত্মাকে ভ্রাস করিয়া পীঠকল্পনা করিবে ॥ ৩৫-৩৮ ॥ তদ-  
 করিয়া মূলমন্ত্র ধার-  
 তাহাকে ইষ্টদেবতার আসন স্মরণ করিয়া তাহার উপর ইষ্টদেবতা পদ্যাবিকাকে  
 নমঃ বলিয়া দ্বন্দ্ব-  
 ॥ ৩৯ ॥ তৎপরে, সাধক যের মন্ত্রদেবতাকে স্বকল্লোক্ত বিধানুসারে মানসে-

মুদ্রাঃ প্রদর্শয়েষ্বিহান্ কল্লোক্তা মোদকারকাঃ ।  
যাভির্বিরচিতাভিস্তু মোদো দেব্যাস্তু জায়তে ॥ ৪১ ॥

নারায়ণ উবাচ ।

ততঃ স্ববামভাগাঞ্চে ষট্ কোণোপরি বর্তূলম্ ।  
চতুরশ্রযুতং সম্যগ্ধ্যৈ মণ্ডলমালিখৈঃ ॥ ৪২ ॥  
মধ্যে ত্রিকোণং সংলিখ্য শঙ্খমুদ্রাং প্রদর্শয়েৎ ।  
ষড়ঙ্গানি চ ষট্ কোণেষ্বর্চয়েৎ কুন্ডলাদিভিঃ ॥ ৪৩ ॥  
অগ্ন্যাদিষু তু কোণেষু ষড়ঙ্গার্চনমাচরেৎ ।  
আধারপাত্রমাদায় শঙ্খমুনি সন্তম ! ॥ ৪৪ ॥  
অস্ত্রমস্ত্রেণ সংপ্রোক্য স্থাপয়েত্তত্র মণ্ডলে ।  
মং বহ্নিমণ্ডলায়োক্তা ততো দশকলায়নে ॥ ৪৫ ॥  
অমুকদেব্যা অর্ঘ্যপাত্রস্থানায় নম ইত্যপি ।  
মন্ত্রোহয়মুক্তঃ শঙ্খস্থাপ্যাদারস্থাপনে বুধৈঃ ॥ ৪৬ ॥

বিশেষাৰ্ঘ্যস্থাপনমাহ ততঃ স্ববামেতি । ষট্ কোণোপরীতি । প্রথমতঃ ষট্ কোণং কৃৎস্না তদুপরি বর্তূলং কৃৎস্না চতুরশ্রং কুৰ্য্যাৎ চন্দ্রেনেন্ত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

মধ্যে ষট্ কোণমধ্যে । ত্রিকোণমধোমুখং কুৰ্যাদিত্যর্থঃ । ষড়ঙ্গানি দেয়মন্ত্রস্ত ষড়ঙ্গানি ॥ ৪৩ ॥

কাং দিশমারভ্য ষড়ঙ্গানি পূজয়েত্তত্রাহ অগ্ন্যাদিষু । অত্র পূজ্যপূজকয়োৰ্মধ্যে প্রাচী গ্রাহ্য তদহরোধেনাগ্নাদিকল্পনা কর্তব্য । তদন্তঃ দক্ষিণামুত্তিসংহিতায়াম্ । অগ্নীশাস্ত্র-বায়ব্যাং মধ্যে দিক্ পূজনমিতি । ততঃ ষড়ঙ্গপূজনান্তরং কৃত্যমাহ আধারপাত্রমিতি । ত্রিপাদিকামিত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

ত্রিপাদিকায়াং ভাবনাপুরঃসরং পূজামন্ত্রমাহ মং বহ্নিমণ্ডলায়েতি । মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলায়নে দুর্গাদেব্যর্ঘ্যপাত্রস্থানায় নমঃ ইতি মন্ত্রঃ ॥ ৪৫—৪৬ ॥

পচারে পূজা করিয়া দেবীস্তুতিকর কল্লোক্ত মুদ্রা সকল প্রদর্শন করাইবে । এই মুদ্রা সকল দর্শন করাইলে পর দেবীর পরম প্রীতি হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৪০—৪১ ॥

নারদ ! ইহার পর স্ববামভাগে প্রথমতঃ ষট্ কোণাকৃতি তৎপরে তদুপরি বর্তূলাকৃতি তদনন্তর তন্মধ্যে চতুরশ্র এবং পরিশেষে তন্মধ্যে ত্রিকোণ মণ্ডল নির্মাণ করিয়া তদুপরি শঙ্খমুদ্রা প্রদর্শন করাইবে । অনন্তর, গন্ধপুষ্প দ্বারা অগ্নি প্রতীতি ষট্ কোণে ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া শঙ্খের আধারপাত্র অর্থাৎ ত্রিপদিকা গ্রহণ করিবে এবং ষট্ মন্ত্র দ্বারা উহা প্রোক্ষিত করিয়া মণ্ডলমধ্যে স্থাপন করিবে । অনন্তর, “মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলায়নে অমুকদেব্যা অর্ঘ্যপাত্রস্থানায় নমঃ” এই মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ শঙ্খপাত্রের পূজা করিয়া সেই মণ্ডলমধ্যে স্থাপন করিবে ॥ ৪২—৪৬ ॥ তদনন্তর, শঙ্খপাত্রের পূর্বাধি দিকে প্রদক্ষিণ

আধারে পূর্বমারভ্য প্রদক্ষিণক্রমেণ তু ।  
 দশবহ্নিকলাঃ পূজ্যা বহ্নিমণ্ডলসংস্থিতাঃ ॥ ৪৭ ॥  
 ততো বৈ মূলমন্ত্রেণ প্রোক্ষিতং শঙ্খমুত্তমম্ ।  
 স্থাপয়েত্তত্র চাধারে মূলমন্ত্রমনুস্মরন ॥ ৪৮ ॥  
 অং সূর্য্যমণ্ডলায়োক্ত্বা দ্বাদশান্তে কলাস্থানে ।  
 অমুকদেব্যর্ঘ্যপাত্রায় নম ইত্যুচ্চরেত্ততঃ ॥ ৪৯ ॥  
 শং শঙ্খায়গদং প্রোচ্য নম ইত্যেতদুচ্চরেৎ ।  
 প্রোক্ষয়েত্তেন তং শঙ্খং তস্মিন্ দ্বাদশ পূজয়েৎ ॥ ৫০ ॥  
 সূর্য্যস্ত দ্বাদশকলাস্তপিচ্ছাদ্যা যথাক্রমম্ ।  
 বিলোমমাতৃকাং প্রোচ্য মূলমন্ত্রং বিলোমকম্ ॥ ৫১ ॥  
 জলৈরাপূরয়েচ্ছঙ্খং তত্র চেন্দোঃ কলাং হ্রসেৎ ।  
 উং সোমমণ্ডলায়োক্ত্বান্তে ষোড়শকলাস্থানে ॥ ৫২ ॥  
 অমুকার্ঘ্যামৃতায়ৈতি হ্রস্বত্রাস্তো মনুঃ স্মৃতঃ ।  
 পূজয়েন্মনুনা তেন জলস্ত স্ফণিমুদ্রয়া ॥ ৫৩ ॥

পূর্বমারভ্য পূর্বদিশমারভ্য তস্তাং ত্রিপাদিকায়াং বহ্নিমণ্ডলসংযুতা দশ বহ্নিকলাঃ  
 পূজ্যা ইত্যর্থঃ । তাশ্চ কলাঃ শারদাতিলকাদিষু স্পষ্টা এব ॥ ৪৭ ॥

মূলমন্ত্রেণ দেয়মন্ত্রেণ ॥ ৪৮ ॥

অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাস্থানে দুর্গাদেব্যর্ঘ্যপাত্রায় নম ইতি মন্ত্রঃ ॥ ৪৯—৫০ ॥

তপিত্ত্রাদ্যাস্তপিনী তাপিনী ধূম্রাদ্যাঃ শারদাতিলকাদিষু স্পষ্টাঃ ॥ ৫১—৫২ ॥

স্ফণিমুদ্রাঙ্কশমুদ্রয়া ॥ ৫৩ ॥

ক্রমে বহ্নির দশকলার পূজা করিবে ॥ ৪৭ ॥ তাহার পর মূলমন্ত্র দ্বারা শঙ্খকে প্রোক্ষিত  
 করিয়া মূলমন্ত্র স্মরণ করত ত্রিপাদিকার উপরিভাগে তাহা স্থাপন করিবে ॥ ৪৮ ॥ পরে,  
 “অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশ কলাস্থানে অমুকদেব্য অর্ঘ্যপাত্রায় নমঃ” এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক  
 অর্ঘ্যপাত্র শঙ্খে পূজা করিয়া ‘শং শঙ্খায় নমঃ’ এই মন্ত্র বলিয়া শঙ্খে জলপ্রোক্ষণ করিবে ।  
 পরে, তাহাতে যথাক্রমে সূর্য্যদেবের তপিত্ত্রাদি দ্বাদশ কলার পূজা করিয়া বিলোম ক্রমে  
 মাতৃকাবর্ণ উচ্চারণ করতঃ অর্থাৎ কং হং লং ষং শং ইত্যাদি ক্রমে পঞ্চাশৎবর্ণ উচ্চারণ  
 পূর্বক এবং মূলমন্ত্রকেও বিলোম ক্রমে পাঠ করতঃ শঙ্খকে ত্রিভাগ জলে পরিপূর্ণ  
 করিবে । অনন্তর, তাহাতে চক্ৰকলার স্থান করিয়া “উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাস্থানে  
 অমুকদেবতায় অর্ঘ্যামৃতায় নমঃ” এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক তাহাতে পূজা করিবে । পরে,  
 অঙ্কশমুদ্রা বোগে “গদে চ যমুনে চৈব” এই মন্ত্র দ্বারা তাহাতে তীর্থলকল আরাহন করিয়া

তীৰ্থাত্মাবাহু তত্রৈবাপ্যকুক্ষো জপেৎ মনুস্ম।

ষড়ঙ্গানি জলে স্তস্য হৃদা মংপূজয়েদপঃ ॥ ৫৪ ॥

অষ্টকুক্ষো জপেদ্বমূলং ছাদয়েৎ মনুস্মদ্রয়া।

ততো দক্ষিণদিগ্ভাগে শঙ্খস্ত প্রোক্ষণীং স্তসেৎ ॥ ৫৫ ॥

শঙ্খাস্থ কিক্ষিমিক্ষিপ্য প্রোক্ষয়েত্তেন সৰ্বতঃ।

পূজাদ্রব্যং নিজাত্মানং বিশুদ্ধং ভাবয়েত্ততঃ ॥ ৫৬ ॥

নারায়ণ উবাচ।

ততঃ স্বপুরতো বেদ্যাং সৰ্বতো ভদ্রমণ্ডলম্।

সংলিখ্য কণিকামধ্যং পূরয়েচ্ছালিতগুলৈঃ ॥ ৫৭ ॥

আস্তীৰ্য্য দৰ্ভাস্তত্ৰৈব স্তসেৎ কূৰ্জং সলক্ষণম্।

আধারশক্তিমারভ্য পীঠমম্বন্তমর্চয়েৎ ॥ ৫৮ ॥

হৃদা নম ইতি মন্ত্রেণ ॥ ৫৪ ॥

প্রোক্ষণীং সামাচার্য্যস্থানীয়াম্। শঙ্খো বিশেষার্থঃ। প্রোক্ষণী সামাচার্য্যঃ ॥ ৫৫—৫৬ ॥

অৰ্থাস্থাপনোত্তরং কৃত্যমাহ তত্তস্ত পুরতো বেদ্যামিতি। চতুষ্কোণেকহস্তা বেদী তস্তাং সৰ্বতোভদ্রমণ্ডলং লিখিতার্থঃ। তন্মণ্ডলস্ত কণিকামধ্যে প্রথমতঃ শালিভিঃ পূরণং ততস্ত গুলৈঃ পূরণমিত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥

কূৰ্জমিতি। সপ্তবিংশতিদৰ্ভাণাং বেণ্যাগ্রং গ্রহিভূষিতমিত্যুক্তলক্ষণং কূৰ্জম্। আধার-শক্তিমিতি। আধারশক্তয়ে নমঃ। প্রকৃত্যৈ নমঃ। কুৰ্য্যৈ নমঃ। শেষায় নমঃ। ক্ষমাতৈ নমঃ। অধাসিদ্ধে নম ইত্যাদি শারদাতিলকচিৎপ্রতিশ্রোতপ্রাকারেণ পীঠমম্বন্তমিতি। দুৰ্গাদেবীযোগপীঠায় নমঃ ইতি পীঠমন্ত্রঃ ॥ ৫৮ ॥

মূলমন্ত্র আটবার জপ করিবে। অনন্তর, জলে ষড়ঙ্গের 'স্তাস', "হৃদা নমঃ" এই মন্ত্রদ্বারা পূজা এবং মূলমন্ত্র অষ্টবা জপ করিয়া মংস্তমুদ্রা দ্বারা তাহা আচ্ছাদন করিবে। তদনন্তর, শঙ্খের দক্ষিণ ভাগে প্রোক্ষণীপাত্র স্থাপন করিয়া তাহাতে কিক্ষিৎ জল নিক্ষেপ করিবে পরে, তজ্জলদ্বারা সমস্ত পূজোপকরণ ও আশ্রয়রী প্রোক্ষিত করিয়া আত্মাকে বিশুদ্ধ জ্ঞান করিবে ॥ ৫৮—৫৯ ॥

নারদ! এইরূপে বিশেষাৰ্থ্য-স্থাপন পর্য্যন্ত কার্য্য সমাপন করিয়া পরে বেদীমধ্যে সৰ্ব্বতোভদ্র-মণ্ডল নির্মাণ করিবে এবং তাহার কণিকামধ্য শালিতগুল দ্বারা পরিপূর্ণ করিবে। অনন্তর, সেই মণ্ডলে দৰ্ভাস্তরণ করিয়া বেণ্যাগ্রগ্রহিভূষিত সপ্তবিংশতি কুশময় স্তম্বলক্ষণাবিত একটি কূৰ্জ নিক্ষেপ করিবে। পরে, তন্মধ্যে আধারশক্তি, প্রকৃতি, কুৰ্ম, শেষ, ক্ষম, অধাসিদ্ধ, বরদীপ, মণিমণ্ডল, কলম্বক এবং ইষ্টদেবতা পীঠের পূজা করিবে ॥ ৫৭-৫৮ ॥

নিব্রণং কুন্তমাদার্যাপ্যস্ত্রাতিঃ কালিতাস্তরম্ ।

তস্তনা বেষ্টয়েৎ তস্ত ত্রিগুণেনাক্রণেন চ ॥ ৫৯ ॥

নবরত্নোদরং কূর্চ্চযুতং গন্ধাদিপূজিতম্ ।

স্থাপয়েত্তত্র পীঠে তু তারমস্ত্রেণ দেশিকঃ ॥ ৬০ ॥

ঐক্যং কুন্তস্ত্র পীঠস্ত্র ভাবয়েৎ পুরয়েত্ততঃ ।

মাতৃকাং প্রতিলোমেন জপঃস্তীর্ধোদকৈর্মুনে ! ॥ ৬১ ॥

মূলমস্ত্রঞ্চ সংজপ্য পুরয়েদেবতাধিযা ।

অশ্বখপনমাত্রাণাং কোমলৈর্নবপল্লবৈঃ ॥ ৬২ ॥

ছাদয়েৎ কুন্তবদনং চষকং সফলাকৃতম্ ।

সংস্থাপয়েত মতিমান্ বস্ত্রযুগ্মেন বেষ্টয়েৎ ॥ ৬৩ ॥

প্রাণস্থাপনমস্ত্রেণ প্রাণস্থাপনমাচরেৎ ।

আবাহনাদিমুদ্রাভিম্বোদয়েদেবতাং পরাম্ ॥ ৬৪ ॥

অস্ত্রাতিঃ কটমস্ত্রাভিম্বিত্তৈর্জলৈঃ । ত্রিগুণেতানেন তস্মিন্দিবারবেষ্টিততস্তৌ সৰ্বগুণ-  
রজোগুণতমোগুণভাবনা কার্যোত্যর্থঃ । অক্রণেন রক্তবর্ণেন তন্তনেত্যর্থঃ ॥ ৫৯ ॥

কূর্চ্চঃ পূর্বোক্তঃ । তারমস্ত্রেণ প্রণবোচ্চারণে ॥ ৬০ ॥

তত্র কুন্তস্ত্র পীঠস্ত্র চৈককম্ ভাবয়েদিত্যাচ ঐক্যমিতি । প্রতিলোমঃ স্ফকারমারতা-  
ককারপর্যন্তঃ মাতৃকামস্ত্রমুচরংস্তীর্ধোদকৈঃ পুরয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৬১—৬২ ॥

ছাদয়েদिति । তেষু নবপল্লবেষু কল্পবৃক্ষভাবনা কর্তব্যেতি তু শারদাতিলকে উক্তম্ ।  
বস্ত্রযুগ্মেন রক্তেনেতি বোধ্যম্ ॥ ৬৩—৬৪ ॥

অনন্তর ত্রাণাদিদোষশূন্য একটা কুন্ত আনয়ন পূর্বক কট মস্ত্রোচ্চারণ পূর্বক তাহার  
অস্তর দ্বীত করিয়া ত্রিগুণাত্মক রক্তবর্ণ স্ত্রজহার তাহাকে বেঁধেন করিবে ॥ ৫৯ ॥ পরে  
তাহার মধ্যে কূর্চ্চাশিত নবরত্ন নিক্ষেপ করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করতঃ প্রণবোচ্চারণ  
পূর্বক সেই পীঠে স্থাপন করিবে ॥ ৬০ ॥ অনন্তর, সেই পীঠ ও কুন্তের ঐক্যভাব ভাবনা  
করিয়া প্রতিলোমক্রমে মাতৃকাবর্ণ উচ্চারণ করিতে করিতে তীর্ধোদক প্রদান করিবে  
এবং ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিয়া মূলমন্ত্র জপ করিতে করিতে সেই কুন্ত পরিপূর্ণ করিবে ।  
তৎপরে, অশ্বখ, পনস ও অত্র প্রভৃতির কোমল নবপল্লব দ্বারা কুন্তের মুখ আচ্ছাদন  
করিয়া তদুপর ফল ও তণ্ডুলের সহিত চষক স্থাপন করিবেক এবং রক্তবস্ত্র দ্বারা উহা  
বেঁধেন করিবেক ॥ ৬১—৬৩ ॥ তদনন্তর প্রাণস্থাপন মন্ত্র দ্বারা দেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া  
আবাহনাদি মুদ্রা প্রদর্শন করতঃ দেবীর তুষ্টিবিধান করিবে ॥ ৬৪ ॥ পরে, কল্পোক্ত বিধানে

ধ্যায়ৈতাং পরমেশানীং কল্মোক্তেন প্রকরিতঃ ।  
 স্বাগতং কুশলপ্রসং দেব্যা অগ্রে সমুচ্চরেৎ ॥ ৬৫ ॥  
 পাদ্যং দদ্যাত্ততোহপ্যর্ঘ্যং ততশ্চাচমনীয়কম্ ।  
 মধুপৰ্কঞ্চ সাভ্যঙ্গং দেবৈব্যস্মানং নিবেদয়েৎ ॥ ৬৬ ॥  
 বাসনী চ ততো দদ্যাদ্রক্তে ক্ষৌমে স্থনির্মলে ।  
 নানামগিগণাকীর্ণানাকল্লান্ কল্পয়েত্ততঃ ॥ ৬৭ ॥  
 মনুনা পুটিতৈর্ষষ্ঠৈশ্চাত্মকায়্য বিধানতঃ ।  
 দেব্যা অঙ্গেষু বিশ্বস্ত চন্দনাদ্যোঃ সমর্চয়েৎ ॥ ৬৮ ॥  
 গন্ধঃ কালাগুরুভবঃ কপূরেণ সমন্বিতঃ ।  
 কাশ্মীরং চন্দনঞ্চাপি কস্তুরীসহিতং যুনে ! ॥ ৬৯ ॥  
 কুন্দপুষ্পাদিপুষ্পাণি পরদেবৈ সমর্পয়েৎ ।  
 ধূপোহগরুপুরুভাতোশীরচন্দনশর্করাঃ ॥ ৭০ ॥  
 মধুমিশ্রাঃ স্মৃতা দেব্যাঃ প্রিয়া ধূপান্ননা সদা ।  
 দীপাননেকান্ দত্ত্বাথ নৈবেদ্যং দর্শয়েৎ স্থধীঃ ॥ ৭১ ॥

মনুনা পুটিতৈরিতি । হ্রীমং হ্রীং হ্রীমাং হ্রীমিত্যাদিপ্রকারেণ দেয়মন্ত্রেণ পুটিতৈর্মাতৃকা-  
 ক্ষরৈর্দেবতায়্যা অঙ্গেষু মাতৃকাক্ষরভাসস্থানেষু শিরঃপ্রভৃতিষু পুষ্পৈঃ পূজয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৬৮-৬৯ ॥  
 কুন্দপুষ্পাদীতি । আদিনা পূর্বমেকাদশক্কোক্তানি গ্রাহাণি । পুরুগুণ্ডলস্তত্র ত্রাতঃ  
 সমুদায়ঃ । অগরুগুণ্ডলোশীরচন্দনানাং চূর্ণং কৃৎবা শর্করামধুভ্যাক্ মিশ্রিতং কৃৎবা শুটিকাঃ  
 কুর্য্যাত্তস্ত ধূপো দেব্যা অতিপ্রিয় ইত্যর্থঃ ॥ ৭০-৭১ ॥

পরমেশ্বরীর ধ্যান করিয়া ষোড়শ উপচারে পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইবে । প্রথমতঃ দেবীর  
 অগ্রভাগে স্বাগত প্রসং জিজ্ঞাসা করিয়া পরে পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় জল, মধুপৰ্ক এবং  
 অভ্যঙ্গ দ্বানীয় জব্য নিবেদন করিবে ॥ ৬৫-৬৬ ॥ তদনন্তর, স্থনির্মল রক্তবর্ণ ক্ষৌম বস্ত্র-  
 যুগল এবং নানাবিধ মগিময় অলঙ্কার সকল প্রদান করিয়া স্তম্ভপুটিত মাতৃকা বর্ণোচ্চারণ  
 করতঃ গন্ধপুষ্প দ্বারা দেবীর সর্বাঙ্গে পূজা করিবে ॥ ৬৭-৬৮ ॥ পরে, দেবীর উদেশে  
 কপূরসমন্বিত কালাগুরুভব গন্ধ এবং কস্তুরী-বিমিশ্রিত কাশ্মীর চন্দন প্রদান করিয়া কুন্দ-  
 পুষ্প প্রভৃতি নানাবিধ পুষ্প সকল সমর্পণ করিবে । অনন্তর, অগুরু, গুণ্ডল, উশীর, চন্দন,  
 শর্করা ও মধু দ্বারা রচিত ধূপ প্রদান করিবে এবং এই ধূপকেই দেবীর-পরম প্রীতিকর বলিয়া  
 জানিবে । পরে, নানাবিধ দীপ প্রদান করিয়া নৈবেদ্য দান করিবে । পরন্তু, প্রত্যেক বস্ত্র



প্রতিজ্ঞব্যং জলং দদ্যাৎ প্রোক্ষণীহং ন চাভিধা ।  
 ততঃ কুর্যাদঙ্গপূজাং কল্মোক্তাবরণামি চ ॥ ৭২ ॥  
 সান্নাং দেবীমথাক্ষ্যক্য বৈষদেবং ততশ্চরেৎ ।  
 দক্ষিণে স্থণ্ডিলং কৃৎবা তত্রোদায় হতাশনম্ ॥ ৭৩ ॥  
 মূর্তিস্থাং দেবতাং তত্রোদায় সম্পূজ্য চ ক্রমাৎ ।  
 তারব্যাহতিভিহঁত্বা মূলমঙ্গ্রেণ বৈ ততঃ ॥ ৭৪ ॥  
 পঞ্চবিংশতিবারম্ভ পায়সেন সসর্পিষা ।  
 হুনেৎ পশ্চাৎ ব্যাহতিভিঃ পুনশ্চ জুহুয়াৎ মুনৈঃ ॥ ৭৫ ॥  
 গন্ধাদৈরর্চয়িত্বা চ দেবীং পীঠে তু যোজয়েৎ ।  
 বহিঃ বিম্বজ্য হবিষা পরিতো বিকিরেদ্বলিম্ ॥ ৭৬ ॥  
 দেবতায়াঃ পার্শ্বদেভ্যো গন্ধপুষ্পাদিসংযুতম্ ।  
 পঞ্চোপচারান্ দত্ত্বা তামূলং চ্ছত্রচামরে ॥ ৭৭ ॥

প্রোক্ষণীহং পূর্বোক্তসামান্যার্থাপাত্তম্ । তদুক্তং শারদারাম্ । সর্বমেতৎ প্রযুক্তীত  
 প্রোক্ষণীহেন বারিণেতি । অঙ্গপূজাং দেবতায়াঃ ষড়ঙ্গপূজাম্ ॥ ৭২—৭৩ ॥

মূর্তিস্থাং কলশস্থাম্ । তারব্যাহতিভিরিত । ওঁ স্বাহা তুঃ স্বাহেতিপ্রকারেণ প্রপ-  
 মতো হুত্বা পঞ্চবিংশতিবারং দেয়মঙ্গ্রেণ হুত্বা পুনশ্চ পূর্ববতঃ ব্যাহতিভিহঁত্বাদি-  
 তার্থঃ ॥ ৭৪—৭৫ ॥

হবিষা হোমাবশিষ্টপায়সেন ॥ ৭৬—৭৭ ॥

নিবেদনের সময় পূর্বোক্ত প্রোক্ষণীপাত্রস্থ জল দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া লইবে । অনস্তর,  
 কল্মোক্তবিধানে দেবীর অঙ্গপূজা ও আবরণপূজা সমাপন করিয়া বৈষদেবের আচরণ  
 করিবে । দেবীর দক্ষিণভাগে চতুর্হস্ত প্রমাণ স্থণ্ডিল নির্মাণ করিয়া তাহাতে অগ্নি স্থাপন  
 করিবে । পরে তন্নম্রো মূর্তিমতী দেবতার আবাহন করিয়া গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিবে ।  
 অনস্তর, বধাক্রমে স্বাহামন্ত্র সহযোগে ব্যাহতি অর্থাৎ তুঃ ভবঃ ও শ্বঃ স্তব্ধ এবং মূলমন্ত্র  
 কঁাঃ ধোম্রোঃ স্রোঃ স্রোঃ স্রোঃ চক্ৰদ্বারা পঞ্চবিংশতি বার এবং তদনস্তর পুনর্বার ব্যাহতিদ্বারা  
 এবং ইষ্টদেবতাকে শ্রুৎ ॥ অনস্তর, গন্ধাদি দ্বারা দেবীর পূজা করিয়া পীঠদেবতার সহিত  
 তৎপরে, অথথ, পনস বহ্নিকে বিসর্জন দিয়া হোমাবশিষ্ট চক্ৰ দ্বারা দেবীর পার্শ্বদগণকে  
 করিয়া তদুপরি কল ও তণ্ডুলে অনস্তর, পুনর্বার দেবীকে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া এবং  
 বেটন করিবেক ॥ ৬১—৬৩ ॥ তদু উপকরণ অবশিষ্ট থাকিবে তৎসমুদয় নিবেদন করিয়া  
 আবাহনাদি মন্ত্র প্রদর্শন করতঃ যৎ কণ সমাপন করিয়া ক্রীড়াকোণে তৎপরে উপরে

দদ্যাৎ দেবৌ ততো মন্ত্রঃ সহস্রাবৃত্তিতো জপেৎ ।  
 জপং সমপ্য চৈশাক্তাং বিকিরে দিশি সংস্থিতে ॥ ৭৮ ॥  
 কর্করীং স্থাপয়েত্তস্তাং হুর্গামাবাক্যপূজয়েৎ ।  
 রক্ষ রক্ষেতি চোচ্চাৰ্য্য নালমুক্তেন বারিণা ॥ ৭৯ ॥  
 অস্ত্রমস্ত্রং জপন্ দেশং সেচয়েত্তু প্রদক্ষিণম্ ।  
 কর্করীং স্থাপয়েৎ স্থানে পূজয়েচ্চাস্ত্রদেবতাম্ ॥ ৮০ ॥  
 পশ্চাদ্ গুরুস্ত শিষ্যেণ সহ ভূঞ্জীত বাগ্যতঃ ॥  
 তস্তাং রাত্রৌ তু তদ্বদ্যাং নিদ্রাং কুর্যাৎ প্রযত্নতঃ ॥ ৮১ ॥  
 নারায়ণ উবাচ ।

ততঃ কুণ্ডস্ত সংস্কারং স্থণ্ডিলস্ত চ বা যুনে ! ।  
 প্রবক্ষ্যামি সমাসেন যথাবিধি বিধানতঃ ॥ ৮২ ॥  
 মূলমন্ত্রং সমুচ্চাৰ্য্য বীক্ষয়েদস্ত্রমস্ত্রতঃ ।  
 প্রোক্ষয়েত্তাড়নং কুর্যাৎ তেনৈব কবচেন তু ॥ ৮৩ ॥

ঐশাক্তাং দিশীতি । ঐশাক্তাং দিশি পূৰ্ণং সম্ভার্জনং কৃৎস্না সংস্থাপিতে বিকিরে কর্করী-  
 মুত্তরমুখীং স্থাপয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৭৮—৭৯ ॥

দেশং মণ্ডপস্থং দেশং অস্ত্রদেবতাং হুর্গাম্ ॥ ৮০ ॥

বেদ্যাং মণ্ডপে এব নিদ্রাং কুর্যাদিত্যর্থঃ । অয়মধিবাসনপ্রকারঃ সদ্যোহধিবাসনং বা  
 কার্য্যম্ । স্পষ্টং চেদং চিবল্লীতস্ত্রণারদাতিলকর্যোঃ ॥ ৮১ ॥

অধিবাসনানন্তরমগ্নিমুখমাহ ততঃ কুণ্ডন্তেতি । অত্র কুণ্ডন্তেতিপদেন নবকুণ্ডীবিধানং  
 হুচিতিম্ । তচ্চাত্মাহুক্ষমপি শারদাতিলকাদিনিবন্ধাকরীত্যা কার্য্যম্ । তদভাবে আহ  
 স্থণ্ডিলস্ত চেতি ॥ ৮২ ॥

মূলমন্ত্রং সমুচ্চাৰ্য্য কুণ্ডং বীক্ষয়েদিত্যর্থঃ । তৈনৈবাস্ত্রমস্ত্রেণৈব প্রোক্ষণং দৃঢ়ীকরণার্থং  
 সমিবাধিত্তাড়নঞ্চ কার্য্যমিত্যর্থঃ । কবচেন হামিত মস্ত্রেণাত্মাক্ষণং চেত্যর্থঃ ॥ ৮৩ ॥

কর্করী স্থাপন করিবে এবং তাহাতে দেবীকে আবাহন করিয়া পূজা করিবে। তৎপরে  
 “রক্ষ রক্ষ” এই মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ কর্করীনাগমুক্ত জলদ্বারা কট্ এই মন্ত্র জপ করিতে  
 করিতে সেই নানটী সিক্ত করিবে। পরে পুনর্বার দেবীকে পূজা করিয়া কর্করীটীকে  
 বধাস্থানে রাখিয়া দিবে ॥ ৭৮—৮০ ॥ এইরূপে গুরু অধিবাস কার্য্য সনাপন করিয়া শিষ্যের  
 সহিত ভোজন করিবে এবং সেই রাত্রিতে সেই বেদীর উপরে নিদ্রা ঘাইবে ॥ ৮১ ॥

নারদ! এক্ষণে হোমমন্ত্র কুণ্ড বা স্থণ্ডিলের সংস্কার কার্য্য যথাবিধি সংক্ষেপে বর্ণন  
 করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৮২ ॥ প্রথমতঃ মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কুণ্ড নিরীক্ষণ করিবে পরে  
 কট্ মন্ত্র দ্বারা প্রোক্ষণ ও তাড়ন এবং তদনন্তর হং এই মন্ত্র দ্বারা অভ্যাক্ষণ করিবে। অনন্তর

অভ্যক্ষণং সমুদ্ভিক্তং তিপ্রস্তুতন্ততঃ পরম্ ।  
 প্রাগপ্রা উদগপ্রাশ্চ লিখেল্লেক্ষাঃ সমস্ততঃ ॥ ৮৪ ॥  
 প্রণবেন সমুদ্ভিক্ত্য পীঠং দেব্যাঃ সমর্চয়েৎ ।  
 আধারশক্তিমারভ্য পীঠমদ্রাবসানকম্ ॥ ৮৫ ॥  
 তস্মিন্ পীঠে সমাবাহ শিবো পরমকারণো ।  
 গন্ধাদৈরুপচারৈশ্চ পূজয়েতৌ সমাহিতঃ ॥ ৮৬ ॥  
 দেবীং ধ্যায়েদুত্থাতাং সংসক্তাং শঙ্করেণ তু ।  
 কামাতুরাং তয়োঃ ক্রীড়াং কিঞ্চিং কালং বিভাবয়েৎ ॥ ৮৭ ॥  
 অথ বহিং সমাদায় পাত্রেণ পুরতো স্থপেৎ ।  
 ক্রব্যাদংশং পরিত্যজ্য পূর্বোক্তৈর্বীক্ষণাদিভিঃ ॥ ৮৮ ॥  
 সংস্কৃত্য বহিং রং বীজমুচ্চার্য তদনন্তরম্ ।  
 চৈতন্যং যোজয়েতস্মিন্ প্রণবেনাভিমন্ত্রয়েৎ ॥ ৮৯ ॥  
 সপ্তবারং ততো ধেনুমুদ্রাং সন্দর্শয়েদ্ গুরুঃ ।  
 শরেণ রক্ষিতং কৃদ্বা তনুজ্রেণাবগুষ্ঠয়েৎ ॥ ৯০ ॥

লিখেল্লেক্ষাঃ সমিাদাদিভিঃ ॥ ৮৪ ॥

পীঠমিতি । আধারশক্তয়ে নম ইত্যারভ্যামুকদেবীযোগপীঠায় নম ইত্যেতৎপর্য্যন্তং  
 পীঠং কুণ্ডে পূজয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৮৫—৮৬ ॥

ক্রীড়াং রতিম্ ॥ ৮৭—৮৯ ॥

সপ্তবারং প্রণবেনাভিমন্ত্রয়েদিত্যর্থঃ । শরেণাস্ত্রমন্ত্রেণ । তনুজ্রেণ হমিতিমন্ত্রেণ ॥ ৯০ ॥

তদ্বাধ্যে প্রাগপ্রা তিনটি এবং উদগপ্রা তিনটি রেখা অঙ্কিত করিবে ॥ ৮৩—৮৪ ॥ তৎপরে  
 প্রণব দ্বারা অভ্যক্ষণ করিয়া সেই পীঠমধ্যে পূর্ববৎ আধারশক্তয়ে নমঃ হইতে অমুকদেবী-  
 যোগপীঠায় নমঃ এই পর্য্যন্ত মন্ত্রদ্বারা পূজা করিবে ॥ ৮৫ ॥ পরে সেই পীঠমধ্যে পরাংপর  
 শিবশিবাকে আবাহন করিয়া সমাহিতচিত্তে গন্ধাদি উপকরণ দ্বারা পূজা করিবে ॥ ৮৬ ॥  
 তৎপরে কিঞ্চিংকাল দেবীকে ধুত্থাতা কামাতুরা একজন্ত শঙ্করের সহিত কামক্রীড়া  
 আসক্তা এইরূপ চিন্তা করিবে ॥ ৮৭ ॥ অনন্তর, পাত্রে করিয়া বহি আনয়ন পূর্বক তাহা  
 হইতে প্রজ্জলিত অগ্নি গ্রহণ করিয়া নৈঋতকোণে নিক্ষেপ করিবে । পরে বীক্ষণাদি দ্বারা  
 সংস্কার করিয়া রং এই বহিবীজ দ্বারা চৈতন্য সমর্পণানন্তর সপ্তবার প্রণবদ্বারা অভিমন্ত্রিত  
 করিবে । পরে, ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করাইয়া কটুকায় দ্বারা রক্ষা করতঃ হৃদয় দ্বারা অবগুষ্ঠন  
 করিবে ॥ ৮৮—৯০ ॥ তৎপরে কান্দুপূর্বমহীভক হইয়া সেই অর্জিত বহিঃক শিব বীজ

অর্চিতং ত্রিঃ পরিত্রায়্য প্রদক্ষিণেব সতমঃ ।  
 কুণ্ডোপরি জপংস্তারং জাম্বুত্পৃষ্ঠমহীতলঃ ॥ ৯১ ॥  
 শিববীজধিমা দেব্যা যোনৌ বহিঃ বিনিক্ষিপেৎ ।  
 আচাময়েন্ততো দেবং দেবীঞ্চ জগদধিকাম্ ॥ ৯২ ॥  
 চিংপিঙ্গল হন-দহ-পচ-মুখং ততঃ পরম্ ।  
 সর্বজ্ঞা জাপয় স্বাহা মস্ত্রোহয়ং বহ্নিদীপনে ॥ ৯৩ ॥  
 অগ্নিং প্রজ্বলিতং বন্দে জাতবেদং হতাশনম্ ।  
 স্তবর্ণবর্ণমমলং সমিক্কে বিশ্বতোমুখম্ ॥ ৯৪ ॥  
 মস্ত্রেণানেন তং বহিঃ স্তবীত পরমাদরাৎ ।  
 ততো ন্যসেদ্ বহ্নিমস্ত্রং ষড়ঙ্গং দেশিকোত্তমঃ ॥ ৯৫ ॥  
 সহস্রার্চিঃ স্তুতিপূর্ণ উত্তিষ্ঠপুরুষঃ স্মৃতঃ ।  
 ধুম্ব্যাপী সপ্তজিহ্বা ধনুর্ধর ইতি ক্রমাৎ ॥ ৯৬ ॥  
 জাতিযুক্তাঃ ষড়ঙ্গাঃ স্ম্যঃ পূর্বস্থানেষু বিস্থসেৎ ।  
 ধ্যায়েৎ বহিঃ হেমবর্ণং ত্রিনেত্রং পদ্মসংস্থিতম্ ॥ ৯৭ ॥

অর্চিতং চলনাদিভিঃ পূজিতং বহিঃ কুণ্ডোপরি ত্রিবিধারং পরিত্রায়্য জাম্বুভ্যাং  
 ত্পৃষ্ঠমহীতলঃ সন্ তারমস্ত্রযুক্তরন্ সন্ শিববীজধিমা শিববীজধিমা দেব্যা যোনৌ বহিঃ  
 বিনিক্ষিপেদিত্যধঃ ॥ ৯১ ॥

ততো দেবার দেব্যা চাচমনং দদ্যাদিত্যাহ আচাময়েদিতি ॥ ৯২ ॥

হনদহপচমুখমিতি । - হনহন দহদহ পচপচেত্যেবং রূপমিত্যর্থঃ । বহ্নিদীপনে ইতি ।  
 অনেন মস্ত্রেণ বহিঃ প্রজালয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৯৩ ॥

অগ্ন্যপহানমস্ত্রমাহ অগ্নিং প্রজ্বলিতমিতি ॥ ৯৪—৯৬ ॥

জাতিযুক্তাঃ নমঃ-স্বাহা-বষট্-হং-বোষট্-ফটপদৈযুক্তা ইত্যর্থঃ । ওঁ সহস্রার্চিষে হৃদ-  
 য়ায় নমঃ । স্তুতিপূর্ণায় শিরসে স্বাহেত্যাদয়ঃ ষড়ঙ্গমস্ত্রা উহা ইত্যর্থঃ । পূর্বস্থানেষু  
 হৃদয়াদিষু ॥ ৯৭ ॥

বিশেষণ করতঃ কুণ্ডোপরি প্রদক্ষিণ ক্রমে তিনবার পরিভ্রমণ করাইয়া পীঠমধ্যস্থ দেবীর  
 মৌলিতে নিক্ষেপ করিবে এবং তৎপরে দেব ও দেবীকে আচমনাদি প্রদান করিরা পূজা  
 করিবেক ॥ ৯১—৯২ ॥ অনন্তর, “চিংপিঙ্গল হন হন দহ দহ পচ পচ সর্বজ্ঞাপর জাপয়  
 স্বাহা” এই মন্ত্র পাঠ করতঃ অগ্নি প্রজ্বলিত করিরা, “অগ্নিঃ প্রজ্বলিতং বন্দে জাতবেদং  
 হতাশনম্ । স্তবর্ণবর্ণমমলং সমিক্কে বিশ্বতোমুখম্ ॥” এই মন্ত্র পাঠ করিরা পরম আদর  
 সহকারে বহ্নির পূজা করিবে । তৎপরে সেই বহ্নিব্যতী, ওঁ সহস্রার্চিষে নমঃ, স্তুতিপূর্ণায়

ইচ্ছাশক্তিস্বস্তিকাতীধারকং মঙ্গলং পরম্ ।

পরিষিদ্ধেত্ততঃ কুণ্ডং মেখলোপরি মস্ত্রবিৎ ॥ ৯৮ ॥

দর্ভেঃ পরিস্তরেৎ পশ্চাৎ পরিধীন বিষ্ণুসেদথ ।

ত্রিকোণবৃত্তবট্ কোণং সাক্ষিপত্রং সত্ভূপূরম্ ॥ ৯৯ ॥

যস্ত্রং বিভাবয়েৎ বহ্নিঃ পূর্বং বা সংলিখেদথ ।

তন্মধ্যে পূজয়েৎ বহ্নিঃ মস্ত্রেণানেন বৈ মূনে ! ॥ ১০০ ॥

বৈশ্বানর ততো জাতবেদঃ পশ্চাদিহাবহ ।

লোহিতাক্ষপদং প্রোক্তা সর্বকর্মাণি সাধয় ॥ ১০১ ॥

বহ্নিজায়ান্তকো মস্ত্রস্তেন বহ্নিস্ত পূজয়েৎ ।

মধ্যে ষট্ স্পি কোণেষু হিরণ্যা গগনা তথা ॥ ১০২ ॥

রক্তা কৃষ্ণা সূপ্রভা চ বহ্নরূপাতিরক্তিকা ।

পূজয়েৎ সপ্তজিহ্বাস্তাঃ কেশরেষ্বপূজনম্ ॥ ১০৩ ॥

দলেষু পূজয়েৎ মূর্তীঃ শক্তিস্বস্তিকধারিণীঃ ।

জাতবেদাঃ সপ্তজিহ্বা হব্যবাহন এব চ ॥ ১০৪ ॥

ইষ্টং বরমূত্রা । অতীরভয়মূত্রা ॥ ৯৮ ॥

ত্রিকোণবৃত্তেতি । ত্রিকোণোপরি ষট্ কোণং ততো বৃত্তং ততোইষ্টপত্রং ততো ভূপূর-  
মিত্যেবং-রীত্যাগ্নিস্থাপনাং পূর্বমেব যন্ত্রং লিখেদধুনৈব বা ভাবয়েৎ ॥ ৯৯—১০৩ ॥

মূর্তীরাহ জাতবেদা ইতি ॥ ১০৪—১০৫ ॥

বাহা, উত্তিষ্ঠপূরষায় বযট্, ধূমব্যাপিনে হং, সপ্তজিহ্বার বোষট্ এবং ধর্ম্মধার কট্  
এই মন্ত্র দ্বারা ষড়ঙ্গস্থাপন করিবে । অনন্তর, বহ্নিকে হেমবর্ণ, ত্রিনেত্র, পদ্মোপরি উপবিষ্ট,  
বরশক্তি স্বস্তিক ও অভয়ধারী, এবং পরম মঙ্গলপ্রদ বলিদায়ক স্থাপন করিবে । তৎপরে  
মেখলার উপরিভাগে কুণ্ডকে স্থাপন করিবে ॥ ৯৯—১০০ ॥ তৎপশ্চাৎ দর্ভদ্বারা চতুর্দিক  
আচ্ছাদিত করিবে এবং যথাক্রমে ত্রিকোণ, ষট্ কোণ, বৃত্ত, অষ্টদল এবং ভূপূর লিখিয়া  
অগ্নির যন্ত্র অঙ্কিত করিবে ; পরন্তু, ইহা বহ্নি স্থাপনের পূর্বে অঙ্কিত করিয়া রাখিবে এক্ষণে  
কেবলমাত্র তাহা চিন্তা করিবে । অনন্তর সেই যন্ত্রমধ্যে, “বৈশ্বানর জাতবেদ লোহিতাক্ষ  
সর্বকর্মাণি সাধয় বাহা” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অগ্নির পূজা করিবে । অনন্তর মধ্যে ও  
ষট্ কোণে যথাক্রমে হিরণ্যা গগনা, রক্তা, কৃষ্ণা, সূপ্রভা, বহ্নরূপা ও অতিরক্তিকা ভেদে  
বহ্নির সপ্তজিহ্বার পূজা করিয়া কেশরমধ্যে অঙ্গদেবতার পূজা করিবে ॥ ১০১—১০৩ ॥ তৎপরে  
অষ্টদল মধ্যে ও অগ্নয়ে জাতবেদে নমঃ, ও অগ্নয়ে সপ্তজিহ্বায় নমঃ, ও অগ্নয়ে

অখোদরজসংজ্ঞোহ্ম্যঃ পুনর্বেশানরাহ্ময়ঃ ।

কৌমারতেজাঃ স্মাধ্বমুখো দেবমুখঃ স্মৃতঃ ॥ ১০৫ ॥

তারায়য়ে পদাদ্যাঃ স্ম্যন্যন্তা বহ্মিযুর্ভয়ঃ ।

লোকপালাংশ্চতুর্দিকু বজ্রাদ্যাহ্মধস্যুতান্ ॥ ১০৬ ॥

নারায়ণ উবাচ ।

ততঃ অক্ৰবসংস্কারাবাজ্যসংস্কার এব চ ।

কৃতা হোমস্ততঃ কুর্য্যাৎ অবেণাদায় বৈ স্মৃতম্ ॥ ১০৭ ॥

দক্ষিণাদ্ স্মৃতভাগাতু বহুর্দক্ষিণলোচনে ।

জুহ্বাদগ্নয়ে স্বাহেত্যেবং বৈ বামতোহ্ম্যতঃ ॥ ১০৮ ॥

সোমায় স্বাহেতি মধ্যাতু স্মৃতমাদায় সত্তম ।

অগ্নীষোমাত্যাং স্বাহেতি মধ্যনেত্রে হ্রেন্ততঃ ॥ ১০৯ ॥

তারায়য়ে ইতি । ওঁ অগ্নয়ে অখোদরজস্য নমঃ ইত্যাদিশ্রয়োগ উহঃ ॥ ১০৬ ॥

বহ্মিপূজানন্তরং কৃত্যমাহ ততঃ অক্ৰবসংস্কারাবিতি । তে চ সংস্কারাঃ শারদাতিল-  
কাদিনিবাক্ষ্যু স্পষ্টা এব সস্তীতি ততঃ এবাবধারণ্যঃ । পুরাণে তেভ্যুপযোগাতাবাকৌ-  
রবাজ্ঞ নাত্র লিখ্যন্তে । হোমং ততঃ কুর্যাদিতি । ততঃ অক্ৰবসংস্কারানন্তরং বক্ষ্যমাণ-  
রীত্যা হোমং কুর্যাদিত্যশ্বয়ঃ ॥ ১০৭ ॥

দক্ষিণভাগাদিতি । আজ্যস্থাল্যাং দক্ষিণবামভাগকল্পনাং কৃতা দক্ষিণভাগাৎ অবেণাজ্য-  
মাদায় অগ্নয়ে স্বাহা ইতি মন্ত্রেণায়ের্দক্ষিণলোচনে জুহ্বাদগ্নেব বামভাগাদাদায় সোমায়  
স্বাহেতি বামলোচনে মধ্যভাগাদাদায়গ্নীষোমাত্যাং স্বাহেতি তৃতীয়লোচনে জুহ্বাদি-  
ত্যর্থঃ ॥ ১০৮—১১০ ॥

নার নমঃ, ওঁ অগ্নয়ে অখোদরজস্য নমঃ, ওঁ অগ্নয়ে বৈশ্বানরায় নমঃ, ওঁ অগ্নয়ে কৌমার-  
তেজসে নমঃ, ওঁ অগ্নয়ে বিশ্বমুখায় নমঃ এবং ওঁ অগ্নয়ে দেবমুখায় নমঃ এই সকল  
মন্ত্র বলিয়া এবং মূর্তিগুলিকে শক্তি ও স্মৃতিক ধারিণী চিত্তা করিয়া পূজা করিবে ।  
তৎপরে পূর্বাদিক্রমে ইন্দ্রাদি লোকপালগণকে বজ্রাদি আয়ুধবিশিষ্ট ধ্যান করিয়া  
পূজা করিবে ॥ ১০৪—১০৬ ॥

নারদ ! অনন্তর, অক্ৰবসংস্কার ও আজ্যসংস্কার করিয়া অবেণ দ্বারী স্মৃত  
গ্রহণ করত হোম করিতে প্রবৃত্ত হইবে ॥ ১০৭ ॥ আজ্যস্থালীমধ্যে দুইটা পবিত্র অর্পণ  
করিয়া দক্ষিণভাগ হইতে স্মৃত গ্রহণ করত অগ্নির দক্ষিণ নেত্রে অগ্নয়ে স্বাহা এই মন্ত্র  
বলিয়া, বাম ভাগ হইতে স্মৃত গ্রহণ করত অগ্নির বামভাগে সোমায় স্বাহা এই মন্ত্র  
বলিয়া এবং মধ্য হইতে স্মৃত লইয়া অগ্নির মধ্যভাগে অগ্নীষোমাত্যাং স্বাহা এই মন্ত্র পাঠ-  
করিয়া স্মৃতি ত্যাগ করিবে ॥ ১০৮—১১০ ॥ পুনর্বার দক্ষিণভাগ হইতে স্মৃত লইয়া

পুনর্দক্ষিণভাগাতু স্তুতমাহায় বৈ শ্রুথে ।  
 অগ্নয়ে শ্বিষ্টকৃতে স্বাহেত্যেনৈব হনেন্ততঃ ॥ ১১০ ॥  
 সতারাভিকব্যাহতিভিজু হ্র্যাদথ সাধকঃ ।  
 জুহ্র্যাদগ্নিমস্ত্রেণ ত্রিবারন্ত ততঃ পরম্ ॥ ১১১ ॥  
 ততস্ত্ব প্রণবেনৈবাপ্যষ্ঠারকৌ স্তুতাহতীঃ ।  
 গর্ভাধানাদিসংস্কারকৃতে তু জুহ্র্যান যুনে ! ॥ ১১২ ॥  
 গর্ভাধানং পুসবনং সীমস্তোময়নং ততঃ ।  
 জাতকর্ষ্য নামকর্মাণ্যুপনিষ্ক্রমণং তথা ॥ ১১৩ ॥  
 অগ্নাশনং তথা চূড়াব্রতবন্ধস্তথৈব চ ।  
 মহানাম্ন্যং ব্রতং পশ্চাত্তথোপনিষদং ব্রতম্ ॥ ১১৪ ॥  
 গোদানোদ্বাহকৌ প্রোক্তাঃ সংস্কারাঃ ঋতিচৌদিতাঃ ।  
 ততঃ শিবং পার্শ্বতীঞ্চ পূজয়িত্বা বিসর্জয়েৎ ॥ ১১৫ ॥  
 জুহ্র্যাৎ পঞ্চ সমিধো বহ্নিমুদ্दिश সাধকঃ ।  
 পশ্চাদাবরণানাঞ্চাপ্যেকৈকামাহতিং হনেৎ ॥ ১১৬ ॥

সতারাভিরিতি । ওঁ ভূঃ স্বাহা ওঁ ভুবঃ স্বাহেত্যবগীত্যা । অগ্নিমস্ত্রেণ পূর্বোক্তেন ॥ ১১০ ॥  
 সংস্কারকৃতে সংস্কারার্থমষ্টাবষ্টাবাহতীজু হ্র্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১১২ ॥  
 গর্ভাধানাদিসংস্কারান্ গণয়তি গর্ভাধানমিতি ॥ ১১০—১১৪ ॥  
 এতৎসংস্কারাণাং স্বরূপং ধর্মশাস্ত্রে স্পষ্টম্ । শিবং পার্শ্বতীং চেতি । বহ্নেঃ পিতৃভূতে  
 দেবাবিত্যর্থঃ ॥ ১১৫—১১৬ ॥

অগ্নয়ে শ্বিষ্টকৃতে স্বাহা এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অগ্নির সন্মুখে আহতি দান করিবে ॥ ১১০ ॥  
 অনন্তর, ওঁ ভূঃ স্বাহা ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা এই মন্ত্র দ্বারা হোম করিয়া তৎপরে  
 পূর্বোক্ত অগ্নি মন্ত্রদ্বারা তিনবার হোম করিবে ॥ ১১১ ॥ তদনন্তর, গর্ভাধানাদি সংস্কার  
 ক্ষুদ্র প্রত্যেকবারে প্রণব মন্ত্রদ্বারা আট আট বার আহতি দান করিবে ॥ ১১২ ॥ নারদ ।  
 এক্ষণে সংস্কার সকলের নামোন্মেষ করিতেছি শ্রবণ কর । গর্ভাধান, পুংসবন, সীমস্তো-  
 ময়ন, জাতকর্ষ্য, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অগ্ন্যাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন (যৌজীবন্ধন, মহানাম-  
 ও বেদারম্ভ) এবং বিবাহ (গোদানপূর্বক দ্বারপরিগ্রহ) এই দশবিধ সংস্কারের বিষয়  
 শাস্ত্রে কথিত আছে । দীক্ষার প্রাকালে ঐ সমস্তের সংস্কার লজ্জ আহতি দান করিবে  
 তদনন্তর পার্শ্বতী ও মহাদেবের পূজা করিয়া তাঁহাদিগের বিসর্জন করিবে ॥ ১১০—১১৫ ॥  
 পরে, বহ্নির উদ্দেশে পঞ্চ সমিধাহতি প্রদান করিয়া প্রত্যেক আবরণ-দেবতার উদ্দেশে  
 এক একটা আহতি দান করিবে ॥ ১১৬ ॥ অনন্তর, প্রকৃতদ্বারা স্তুত গ্রহণ করিয়া এবং

যুতং স্রুচি সমাদায় চতুর্কারং স্রুবেণ চ ।  
 পিধায় ভাস্ত্র তেনৈব যুনে তিষ্ঠন্নিস্কাসনে ॥ ১১৭ ॥  
 বৌষড়শ্চেন মনুনা বহ্নেস্ত জুহ্যাততঃ ।  
 মহাগণেশমস্ত্রেণ জুহ্যাদাহিতীর্দশ ॥ ১১৮ ॥  
 বহ্নৌ পীঠং সমভার্য্য দেয়মন্ত্রস্ত দেবতায় ।  
 বহ্নৌ ধ্যাত্বা তু তদ্বক্ত্রে পঞ্চবিংশতিসংখ্যয়া ॥ ১১৯ ॥  
 মূলমস্ত্রেণ জুহ্যাদবৈক্রে কীকরণায় চ ।  
 বহ্নিদেবতয়োরৈক্যং ভাবয়ন্মান্বনা সহ ॥ ১২০ ॥  
 একীভূতং ভাবয়েত্তু ততস্ত সাধকোত্তমঃ ।  
 যড়ঙ্গং দেবতানাম্ জুহ্যাদাহতীঃ পৃথক্ ॥ ১২১ ॥  
 একাদশৈব জুহ্যাদাহতীর্মুনিসত্তম ! ।  
 এতেন নাড়ীসঙ্কানং বহ্নিদেবতয়োর্মুনে ॥ ১২২ ॥  
 একৈকক্রমযোগেনাপ্যাবতীনাস্তথৈব চ ।  
 একৈকক্রমযোগেন যুতেন জুহ্যান যুনে ! ॥ ১২৩ ॥

বহ্নের্মুনা পূর্বোক্তেন মহাগণেশমস্ত্রেণৈতি । ওঁ ওঁ স্বাহা ১ ওঁ ত্রীং স্বাহা ২ ওঁ ত্রীং  
 হ্রীং স্বাহা ৩ ওঁ ত্রীং হ্রীং ক্লীং স্বাহা ৪ ওঁ ত্রীং হ্রীং ক্লীং স্রোঃ স্বাহা ৫ ওঁ ত্রীং হ্রীং ক্লীং  
 স্রোঃ গং স্বাহা ৬ ওঁ ত্রীং হ্রীং ক্লীং স্রোঃ গং গণপত্যে ইত্যন্তং সপ্তমঃ ৭ বরবরদ ইত্য-  
 ন্তোহষ্টমঃ ৮ সর্বজনং মে বশমিত্যন্তো নবমঃ ৯ আনয় স্বাহেত্যন্তো দশমঃ ১০ ইতি দশা-  
 হতীর্জুহ্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১১৮ ॥

বহ্নৌ পীঠমিতি । দেয়মন্ত্রদেবতায়ঃ পীঠং তত্তৎকলোক্তং বহ্নৌ পূজয়েদিত্যর্থঃ ।  
 তদ্বক্ত্রে দেবতয়া বক্ত্রে ॥ ১১৯ ॥

বৈক্রে কীকরণায় চেতি । বহ্নিদেবতয়োরেকবক্তৃতাপাদনার্থমিত্যর্থঃ ॥ ১২০—১২২ ॥

একৈকক্রমযোগেনৈতি । একাং দেবতামুদ্দিষ্টৈকাকামাহতিং জুহ্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১২৩ ॥

দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া বৌষট্-অস্ত্র অগ্নির মহাগণেশ মন্ত্রদ্বারা দশটি আহুতি প্রদান  
 করিবে ॥ ১১৭—১১৮ ॥ অনন্তর, অগ্নিতে পীঠ পূজা সমাপন করত দেয় ইষ্টদেবতার ধ্যান  
 ও পূজা করিয়া তদনন্তর মূলমন্ত্র দ্বারা তদ্বক্ত্রে পঞ্চবিংশতিবার আহুতি প্রদান করিবে ।  
 তৎপরে বহ্নিদেবতার সহিত তাঁহার একাজ্ঞান করিয়া পুনর্বার আদ্যার সহিত একীভূত  
 বিবেচনা করিবে । অনন্তর, যড়ঙ্গদেবতাগণের প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ আহুতি প্রদান  
 করিবে ॥ ১২১—১২২ ॥ তৎপরে একাদশবার আহুতি প্রদান করিয়া বহ্নির দেবতা ও  
 ইষ্টদেবতার নাড়ীসঙ্কান করিবে ॥ ১২২ ॥ তদনন্তর, ক্রমে ক্রমে এক এক দেবতার নাম  
 উল্লেখ করিয়া যুতদ্বারা এক এক আহুতি প্রদান করিবে ॥ ১২৩ ॥ পরে, কলোক্তদ্রব্য



ততঃ কল্লোক্তদ্রব্যৈস্ত্ব ভূহরাদথবা তিলৈঃ ।  
 দেবতামূলমস্ত্রেণ গজাস্তকসহস্রকম্ ॥ ১২৪ ॥  
 এবং হুত্বা ততো দেবীং সন্তুষ্টাং ভাবয়েন্ যুনে ।  
 তথৈবাবৃতিদেবীশ্চ বহীাদ্যা দেবতা অপি ॥ ১২৫ ॥  
 ততঃ শিষ্যঞ্চ স্তূনাং কৃতসম্বাদিকক্রিয়ম্ ।  
 বস্ত্রধরযুতং স্বর্ণভরগেণ সমন্বিতম্ ॥ ১২৬ ॥  
 কমণ্ডলুকরং শুদ্ধং কুণ্ডশাস্তিকমানয়েৎ ।  
 নমস্কৃত্য ততঃ শিষ্যো গুরুনথ সভাসদঃ ॥ ১২৭ ॥  
 কুলদেবং নমস্কৃত্য বিশেষত্বাথ বিষ্ণুরে ।  
 গুরুস্তুতস্তুতং শিষ্যং কৃপাদৃষ্ট্যা বিলোকয়েৎ ॥ ১২৮ ॥  
 তচ্চৈতন্যং নিজে দেহে ভাবয়েৎ সঙ্গতস্ত্বিতি ।  
 ততঃ শিষ্যতনুস্থানামধনাং পরিশোধনম্ ॥ ১২৯ ॥  
 কুর্যাত্তু হোমতো বিদ্বান্ দিব্যদৃষ্ট্যবলোকনাৎ ।  
 যেন জায়েত শুদ্ধাত্মা যোগ্যো দেবাদ্যনুগ্রহে ॥ ১৩০ ॥

গজাস্তকসহস্রকং অষ্টোত্তরসহস্রকম্ ॥ ১২৪—১২৮ ॥

তচ্চৈতন্যমিতি । শিষ্যচৈতন্যং নিজাত্মনি প্রতিষ্ঠমিতি ভাবয়েদিতিার্থঃ । অধনাং  
 বন্ধ্যমাণানাম্ ॥ ১২৯—১৩০ ॥

যারা অথবা তিলদ্বারা মূলমন্ত্র উচ্চারণ করত অষ্টোত্তর সহস্রবার হোম করিবে ॥ ১২৪ ॥  
 নারদ ! এইরূপে হোমকার্য্য সমাপন করিয়া দেবী ভগবতীকে, আবরণ দেবতা এবং  
 বহিঃপ্রভৃতি অন্তোক্ত দেবতা সকলকে সন্তুষ্ট বিবেচনা করিবে ॥ ১২৫ ॥

অনন্তর, শিষ্য দ্বান করিয়া নূতন বস্ত্রযুগল ও সুবর্ণের অলঙ্কারাদি পরিধান করিবে  
 এবং সন্ধ্যাদি নিত্যক্রিয়া সকল সমাপন করিয়া কমণ্ডলুহস্তে শুদ্ধমানসে কুণ্ডের সমীপে  
 আঙ্গিরা উপস্থিত হইবে । তদনন্তর, সভাগীন গুরুজনবর্গকে নমস্কার করিয়া কুলদেবকে  
 নমস্কার করিবে এবং তাহার পর তত্রস্থ আসনে বাইরা উপবেশন করিবে । অনন্তর, গুরু  
 শিষ্যকে সমাগত জানিয়া কল্পণাদৃষ্টিতে অবলোকন করিবেন এবং নিজ দেহে তাহার  
 চৈতন্যকে সংগত বলিয়া বিবেচনা করিবেন । পরে গুরু, বাহাতে শিষ্য দিব্য দৃষ্টির অব-  
 লোকন হেতু শুদ্ধাত্মা ও দেবতার অনুগ্রহের পাত্র হইতে পারে, তদনুসারে হোম করিয়া  
 শিষ্যদ্বারীহ মার্গ সকলের পরিশোধন করিবেন ॥ ১২৬—১৩০ ॥

নারায়ণ উবাচ ।

তনৌ ধ্যায়ন্তু শিষ্যস্ত্ব ষড়ধ্বানঃ ক্রমেণ তু ।

পাদয়োস্ত্ব কলাধ্বানমক্কৌ তত্বাধ্বকং পুনঃ ॥ ১৩১ ॥

নাভৌ তু ভুবনাধ্বানং বর্ণাধ্বানং তথা হৃদি ।

পদাধ্বানং তথা ভালে মস্ত্রাধ্বানস্ত মূৰ্দ্ধনি ॥ ১৩২ ॥

শিষ্যং স্পৃশংস্ত্ব কূর্চেন তিলৈরাজ্যপরিপ্লুতৈঃ ।

শোধয়াম্যমুমধ্বানং স্বাহেতি মনুমুচ্চরন্ ॥ ১৩৩ ॥

তারাত্যং জুহ্বাদক্টবারং প্রত্যধ্বমেব হি ।

ষড়ধ্বনস্ততস্তাংস্ত লীনান্ ব্রহ্মণি ভাবয়েৎ ॥ ১৩৪ ॥

পুনরুৎপাদয়েত্তস্মাৎ সৃষ্টিমার্গেণ বৈ গুরুঃ ।

আত্মস্থিতং তচ্চৈতন্যং পুনঃ শিষ্যে তু যোজয়েৎ ॥ ১৩৫ ॥

পূর্ণাহুতিং ততো হুত্বা দেবতাং কলশে নয়েৎ ।

পুনর্বাহুতিভিহুত্বা বহুরঙ্গাহুতীত্থা ।

একৈকশো গুরুদ্বিত্বা বিসৃজেদ্বহ্নিমান্বানি ॥ ১৩৬ ॥

ষড়ধ্বশোধনং কৰ্ত্তব্যমিত্যুক্তং তত্র কে তে ষড়ধ্বানঃ কুত্র সঙ্কীৰ্ত্তি সৰ্ব্বমাহ তনৌ ধ্যায়াদিতি । অক্কৌ লিঙ্গে তত্বাধ্বকং তত্বাধ্বানং ত্র্যসেদিত্যর্থঃ ॥ ১৩১—১৩২ ॥

ওঁ অস্ত্র শিষ্যস্ত কলাধ্বানং শোধয়ামি স্বাহেতি মস্ত্রেণাষ্টবারং তং কলাধ্বানং পাদয়োঃ স্থিতং কূর্চেন বানহস্তেন স্পৃশন্তুহুত্বাদেবং প্রত্যধ্বমিতরাধ্বনম্ কুৰ্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১৩৩—১৩৪ ॥

তস্মাদব্রহ্মণঃ । আত্মস্থিতিমিতি । পূৰ্ণং যৎ অগ্নিন্ যোজিতং তদিত্যর্থঃ ॥ ১৩৫ ॥

দেবতামিতি । হোমার্থমগ্নাবাবাহিতাং দেবতাং কলশে নয়েৎ কলশে গতামিতি ভাবয়েদ্বিসৰ্জনমস্ত্রেণেত্যর্থঃ ॥ ১৩৬ ॥

নারদ ! এক্ষণে, শিষ্যের ষড়ধ্বশোধনের কথা বিশেষ করিয়া বলিতেছি শ্রবণ কর । শিষ্যের শরীরে যথাক্রমে সেই ষড়ধ্বশোধন করিবে । তাহার পদদ্বয়ে কলাধ্বকে, লিঙ্গে তত্বাধ্বকে, নাভিদেহে ভুবনাধ্বকে, হৃদয়ে বর্ণাধ্বকে, ললাটে পদাধ্বকে এবং মস্তকে মস্ত্রাধ্বকে শোধন করিবে ॥ ১৩১—১৩২ ॥ পরন্তু, প্রত্যেক অধ্বশোধন করিবার সময় অগ্রে শিষ্যের পাদাদি তৎতৎ অঙ্গ কূর্চদ্বারা স্পর্শ করিয়া পরে “ওঁ অস্ত্র শিষ্যস্ত কলাধ্বানং শোধয়ামি স্বাহা” এই মন্ত্র উচ্চারণ পূৰ্ব্বক আজ্যমিশ্রিত তিলদ্বারা আটবার অহুতি প্রদান করিবে । এইরূপ প্রত্যেক স্থানের অধ্বশোধনের সময় পূৰ্ব্বোক্ত আট আটবার হোম করিবে । অনন্তর, সেই সকলকে বুদ্ধিতে লীন চিন্তা করি সেই বুদ্ধ হইতে সৃষ্টিপ্রক্রমাদ্বারা তাহাদিগের উৎপত্তি চিন্তা করিবে । শিষ্যচৈতন্তকে আত্মস্থিত করিয়া রাখা হইয়াছিল, এক্ষণে গুরু সেই শিষ্যে অৰ্পণ করিবেন ॥ ১৩৩—১৩৫ ॥ অনন্তর, পূর্ণাহুতি

ততঃ শিষ্যস্ত নেত্রে তু বদ্বীয়াস্বাসসা গুরুঃ ।  
 নেত্রমস্ত্রেণ তং শিষ্যং কুণ্ডতো মণ্ডলং নয়েৎ ॥ ১৩৭ ॥  
 পুষ্পাঞ্জলিং মুখ্যদেব্যাং কারয়েচ্ছিষ্যহস্ততঃ ।  
 নেত্রবন্ধং নিরাকৃত্য বেশয়েৎ কুশবিষ্টরে ॥ ১৩৮ ॥  
 ভূতশুদ্ধিং শিষ্যদেহে কুর্যাৎ প্রোক্তেন বজ্রনা ।  
 মন্ত্রোদিতাংস্তথা শাসান্ কৃত্বা শিষ্যতনৌ ততঃ ॥ ১৩৯ ॥  
 মণ্ডলে বেশয়েচ্ছিষ্যমগ্ন্যগ্নিন্ কুন্তসংস্থিতান্ ।  
 পল্লবান্ শিষ্যশিরসি বিষ্ণুসেন্মাভূকাং জপেৎ ॥ ১৪০ ॥  
 কলশম্ভজলৈঃ শিষ্যং স্নাপয়েদেবতাভূতৈঃ ।  
 বর্দ্ধনীজলসেকঞ্চ কুর্যাদ্রক্ষার্থমঞ্জসা ॥ ১৪১ ॥  
 ততঃ শিষ্যঃ সমুখায় বাসদী পরিধায় চ ।  
 কৃতভস্মাবলেপশ্চ সংবিশেদগুরুসম্মিধৌ ॥ ১৪২ ॥

নেত্রমস্ত্রেণ বৌধধ্যস্ত্রেণ নেত্রবন্ধং কৃত্বা তং শিষ্যং কুণ্ডস্থানমণ্ডলং কলশং প্রতি  
 নয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১৩৭—১৩৮ ॥

মন্ত্রোদিতান্ দেয়মন্ত্রোদিতান্ ॥ ১৩৯—১৪০ ॥

বর্দ্ধনী বা পূর্জনীশাস্ত্রাং স্থাপিতা তস্মাৎ স্থিতৈর্জগৈরভিষেকং কুর্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১৪১-১৪২ ॥

আবাহিত দেবতাকে কলসমধ্যে বিসর্জন মন্ত্র দ্বারা স্থাপিত করিবে এবং তদনন্তর  
 পুনর্কীর ব্যাধতি হোম সমাপন করিয়া বহির অঙ্গদেবতা সকলকে এক একটা আহতি  
 প্রদান করত বহিকে আগ্নশরীরে বিসর্জন করিবে ॥ ১৩৭ ॥ পরে, গুরু এইরূপে সমস্ত  
 কার্য্য নিম্ন করিয়া তদনন্তর, বৌধড়্ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক বজ্রদ্বারা শিষ্যের নেত্রদ্বয়  
 বন্ধনকরত কুণ্ডস্থান হইতে মণ্ডলমধ্যে লইয়া আসিবে ॥ ১৩৭ ॥ অনন্তর, গুরু শিষ্যহস্ত  
 দ্বারা ইষ্ট দেবতাকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করাইয়া তাহার নেত্রবন্ধন মোচন পূর্বক তাহাকে  
 কুশাশনে উপবেশন করাইবে ॥ ১৩৮ ॥ পরে, শিষ্যদেহে পূর্বোক্ত ঐক্যে ভূতশুদ্ধি  
 প্রভৃতি কার্য্য সকল করিয়া ইষ্টমন্ত্রের আশ করিবে । অনন্তর, শিষ্যকে অগ্ন একটা মণ্ডলে  
 লইয়া বাইরা মাতৃকার্ণ উচ্চারণ করিতে করিতে কলসস্থ পল্লব সকল শিষ্যমস্তকে ল্পর্শ  
 করাইয়া তদ্ব্যবস্থ জলদ্বারা তাহাকে স্নান করাইবে । এবং পূর্বোক্ত ঈশানকোণে রক্ষিত  
 বর্দ্ধনোপাঙ্গু জগদ্বারা রক্ষাজগ্ন অভিষেক করিবে ॥ ১৩৯-১৪০ ॥ তৎপরে, শিষ্য গাঞ্জোখান  
 করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করিবে এবং ভাস্মব্রক্ষণ করিয়া গুরু সমীপে আসিয়া উপস্থিত  
 হইবে ॥ ১৪২ ॥ অনন্তর, কলসাময় গুরু নিজশরীর হইতে বহির্গত শিবশক্তিকে শিষ্য

ততো গুরুঃ স্বকীয়াক্তু হৃদয়ান্নিগিতাং শিবাম্ ।  
 প্রবিষ্টাং শিষ্যহৃদয়ে ভাবয়েৎ করুণানিধিঃ ॥ ১৪৩ ॥  
 পূজয়েৎ গন্ধপুষ্পাদ্যৈরেক্যং বৈ ভাবয়ন্তয়োঃ ।  
 ততস্ত্রিশো দক্ষকর্ণে শিষ্যস্ত্রোপদিশেৎ গুরুঃ ॥ ১৪৪ ॥  
 মহামন্ত্রং মহাদেব্যাঃ স্বহস্তং শিরসি ন্যসন্ ॥ ১৪৫ ॥  
 অষ্টোত্তরশতং মন্ত্রং শিষ্যোহপি প্রজপেদ্যুনে ! ।  
 দণ্ডবৎ প্রণমেদভূমৌ তং গুরুং দেবতাত্মকম্ ॥ ১৪৬ ॥  
 সর্বস্বমর্পয়েত্তস্মৈ যাবজ্জীবনমন্ত্যধীঃ ।  
 ঋত্বিগ্ভ্যো দক্ষিণাং দত্ত্বা ব্রাহ্মণাংশ্চাপি ভোজয়েৎ ॥ ১৪৭ ॥  
 স্ত্রবাসিনীঃ কুমারীশ্চ বটুকাংশ্চৈব সর্বশঃ ।  
 দীনানাথান্ দরিদ্রাংশ্চ বিত্তশাঠ্যবিবর্জিতঃ ॥ ১৪৮ ॥  
 কৃতার্থতাং স্বস্ত বুধ্বা নিত্যমারাম্যেদ্যুতম্ ॥ ১৪৯ ॥  
 ইতি তে কথিতঃ সম্যগ্দ্দীক্ষাবিধিরনুতমঃ ।  
 বিমুশ্চৈতদশেষেণ ভজ দেবীপদাসুজম্ ॥ ১৫০ ॥

তয়োঃ শিষ্যদেবয়োঃকৈক্যং ভাবয়ন্ দেবতাবুদ্ধ্যা শিষ্যং পূজয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১৪৪ ॥

স্বহস্তং দক্ষিণহস্তং শিষ্যশিরসি অমৃতময়ং স্থাপয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১৪৫—১৪৬ ॥

ইতি তে কথিত ইতি নারায়ণো নারদং প্রভূতাপসংহারং করেতি ॥ ১৫০—১৫১ ॥

শরীরে প্রবৃষ্ট হইতে চিন্তা করিবেন, এবং শিষ্য ও দেবতার ঐক্যজ্ঞান করিয়া শিষ্যকে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন ॥ ১৪৩—১৪৪ ॥ তদনন্তর, গুরু শিষ্যের মস্তকে স্বহস্ত দ্বারা তাহার দক্ষিণ কর্ণে মহাদেবীর মহামন্ত্রটা তিন বার উচ্চারণ করতঃ উপদেশ দিবেন ॥ ১৪৫ ॥ নারদ ! এই সময়ে শিষ্য ও সেই গুরুরাষ্টোত্তরশতবার জপ করিবে এবং গুরুকে দেবময় চিন্তা করত ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম করিবে ॥ ১৪৬ ॥ অনন্তর, শিষ্য গুরুদক্ষিণার স্বরূপ তাঁহাকে যাবজ্জীবনের জন্ত সর্বস্ব প্রদান করিবে, ইহাতে কখনও অন্তমত হইবে না। তৎপরে ঋত্বিগ্গণকে যথাযোগ্য দক্ষিণা প্রদান করিয়া, দীন অনাথ কুমারী ও ব্রাহ্মণগণকে ক্রমতঃসারে ভোজনাদি করাইবে, পরন্তু এতৎসম্বন্ধে কোনও রূপে বিত্তশাঠ্য অবলম্বন করিবে না ॥ ১৪৭—১৪৮ ॥ এইরূপে সমস্ত কার্য সম্পন্ন করিয়া আত্মাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিবে এবং তদবধি প্রত্যহ ইষ্টমন্ত্রের আরাধনায় নিরন্ত থাকিবে ॥ ১৪৯ ॥

নারদ ! এই আদি তোমার নিকট সর্বোত্তম নীতি বিধির বিষয় বর্ণন করিলাম। এক্ষণে, তুমি এই সমস্ত বিষয় বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া দেবীর পাদপদ্ম ভজনভেদে

নান্যন্ত পরমো ধর্মো ব্রাহ্মণস্তাত্র বিদ্যতে ।

বৈদিকঃ স্বশ্বগৃহ্যোক্তক্রমেণোপদেশোন্মানুস্ম ॥ ১৫১ ॥

তান্ত্রিকস্তত্ত্বরীত্যা তু স্থিতিরেষা সনাতনী ।

তত্ত্বুক্তপ্রয়োগাস্ত তে তে কুর্য়ুর্ন চান্যথা ॥ ১৫২ ॥

নারায়ণ উবাচ ।

ইতি সর্বং ময়াখ্যাংতং যৎ পৃষ্ঠং নারদ ! শ্রয়া ।

অতঃপরং পরাম্বায়া ভজ নিত্যং পদান্বজম্ ।

নিত্যমারাধ্য তচ্চাহং নিবৃত্তিং পরমাং গতঃ ॥ ১৫৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি রাজম্মারদায় প্রোক্তা সর্বমমুত্তমম্ ।

সমাধিমীলিতাক্ষস্ত দধৌ দেবীপদান্বজম্ ।

নারায়ণস্ত ভগবান্ মুনিবর্ষ্যশিখামণিঃ ॥ ১৫৪ ॥

তত্ত্বুক্তেতি । বৈদিকরীত্যা স্বশ্বগৃহ্যোক্তরীত্যা দীক্ষিতো বৈদিকান্ প্রয়োগান্  
র্ঘ্যাং কুণ্ডমণ্ডপাদিপূঃসরতস্তোক্তপ্রকারেণ দীক্ষাভাস্তান্ত্রিকান্ প্রয়োগান্ কুর্ধ্যাদি-  
গ্যর্থঃ ॥ ১৫২—১৫৩ ॥

ব্যাসো জনমেজয়ঃ প্রতি নারায়ণনারদসংবাদকথামুপসংহরতি ব্যাস উবাচ ইতি রাজ-  
ম্মতিঃ দধৌ নারায়ণ ইত্যর্থঃ ॥ ১৫৪ ॥

নিরত হও । কারণ, ইহলোকে ইহা ব্যতীত ব্রাহ্মণের আর অন্য কোনও ধর্ম নাই,  
ইহাই স্থির বলিয়া জানিবে । বেদমার্গানুসারী বৈদিকগণ স্বশ্ব গৃহ্যোক্তক্রমে এবং  
গান্ত্রিকগণ স্বশ্ব তন্ত্রানুসারে মন্ত্রের উপদেশ দিবেন, ইহাকেই সর্বশাস্ত্রসম্মত সনাতনী  
নীতি বলিয়া জানিবে । ফলতঃ যে ব্যক্তি যে মার্গানুসারী হইবে, সে তদনুরূপ আচরণ  
করিবে, কোনও রূপে অন্তরূপ আচরণ করিবে না ॥ ১৫০—১৫২ ॥

নারদ ! তুমি আমাকে যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে তৎসমুদয়ই আমি তোমার  
নিকট বর্ণন করিলাম । এক্ষণে তোমাকে সার কথা বলিতেছি, অতঃপর তুমি নিরতই  
পরশক্তির পাদপদ্ম সেবায় নিরত থাকিও । দেখ, আমিও নিত্য তাঁহার পাদপদ্ম সেবা  
করিয়াই এই পরম নির্ভাণ লাভ করিয়াছি ॥ ১৫৩ ॥

বেদব্যাস কহিলেন, মহারাজ জনমেজয় ! মুনিগণের চূড়ামণি সেই ভগবান্ নারায়ণ  
ঋষিঃ নারদকে এই সমস্ত অনুরূপ কথা বলিয়া সমাধিবোগে চক্ষুঃশ্রুতি করতঃ দেবী  
ভগবতীর পাদপদ্ম ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলেন । তখন মুনিবর নারদও এই সমস্ত

নারদোহপি ততো নহা গুরুং নারায়ণং পরম্ ।

জগাম সদ্যস্তপসে দেবীদর্শনলালসঃ ॥ ১৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশ-  
স্কন্ধে দীক্ষাবিধিকথনং নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

( নারদেনাপি তৎ সৰ্ব্বং দেবীমাহাভ্যাপূৰ্ণং বচনজ্ঞাতমাকৰ্ণ্য কিং কৃতমিত্যত আহ  
নারদোহপিতি ॥ ১৫৫ ॥ )

ইতি শ্রীভাগবততিলকে দ্বাদশস্কন্ধে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

বাক্য শ্রবণ করিয়া পরমগুরু নারায়ণকে প্রণাম করতঃ দেবীদর্শনমানসে তপস্বী করিবার  
জন্তু তৎকণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন ॥ ১৫৪—১৫৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাক্ত মহাপুরাণ শ্রীমদ্

ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে দীক্ষাবিধি বর্ণন নামক

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## অষ্টমোঃধ্যায়ঃ ।

জনমেজয় উবাচ ।

ভগবন্ সৰ্বধৰ্ম্মজ্ঞ সৰ্বশাস্ত্রবতাংবর ! ।

দ্বিজাতীনাং সৰ্বেষাং শত্ৰুপাত্তিঃ শ্রুতীরিতা ॥ ১ ॥

সক্ষ্যাকালত্রেয়ৈহুশ্মিন্ কালে নিত্যতয়া বিভো ! ।

তাং বিহায় দ্বিজাঃ কস্মাদগৃহীযুশ্চাত্মদেবতাঃ ॥ ২ ॥

অষ্টাদশৈককনবত্রয়োদশৈকরথ হবিষতা ।

কেনোপনিষদ্বিষ্টা কথা প্রসূরতেহধনা ॥

ইখমেতাৎপর্যন্তঃ সৰ্বদেবধিমানবানাং শ্রীদেব্যারাদকত্মসুতঃ শ্রদ্ধা জগতি শ্রীদেব্যা উপাসনাং নিত্যঃ বিহায় বিষ্ণুশিবগণেশাদিদেবতাপাসনান্ জনানালক্য বিম্বিতে রাজা পৃচ্ছতি জনমেজয় উবাচ ভগবন্ সৰ্বধৰ্ম্মজ্ঞেতি । দ্বিজাতীনামিতি । ব্রাহ্মণকল্পত্রয়বিধাঃ শত্ৰুপাত্তিঃ শ্রীগায়ত্ৰ্যপাতিনিতি । অতিভির্দেবচতুষ্টয়ৈরীরিতা কথিতেতার্থঃ । তথা চ শ্রুতিঃ । অহরহঃ সক্ষ্যামুপাসীততি । তদকরণে প্রত্যাবারঃ প্রায়শ্চিত্তক শ্রত্যোক্তম্ নৈবঃ শিববিষ্ণুপাসনায় নিত্যত্বপ্রতিপাদিকা শ্রুতিরিত্তি । তস্মাদ্গায়ত্ৰ্যপাসনৈব নিত্যোক্তি ভাবঃ ॥ ১ ॥

কস্মিন্ কালে তদাহ সক্ষ্যাকালত্রেয়ে ইতি । ত্রিসক্ষ্যঃ দ্বিজৈর্নিত্যঃ শ্রীগায়ত্ৰ্যপাসনা কর্তব্য তদতিক্রমে অতিশুভাদিহু প্রায়শ্চিত্তকথনাং । যদা প্রথমতঃ শ্রুত্যা গায়ত্ৰীষ্ট-দেবতা বিজানামুদিতা ধৰ্ম্মকামার্থমোক্ষদা তদা তাং শ্রেষ্ঠদেবতাং পরাশক্তিং সক্ষ্যাকাল-ত্রিফলৈহুশ্মিন্ কালে নিরন্তরং স্মরেদিতমপি শ্রুত্যাভ্যাসকম্ । শ্রেষ্ঠদেবতাস্মরণং বিহারাস্ত্র-দেবতাস্মরণে প্রয়োজন্যভাবাৎ । তথা চ শ্রুতিঃ । যো বৈ স্বাং দেবতামতিবজতে অশ্বাতৈব দেবতায়ৈ চ্যবতে ন পরাং প্রাপ্নোতি পাপীয়ান্ ভবতীতি । তথা চ তাদৃশীমিষ্টদেবতাং পরাশক্তিং বিহার তাং স্বীকৃত্য বা তদভিমানং বিহার কস্মাৎ প্রয়োজনাদস্তদেবতা উপাস্তবেন গৃহীত্বঃ । ন কিঞ্চিৎ প্রয়োজনমতীত্যর্থঃ । শ্রীগায়ত্ৰ্যঃ সৰ্বার্থদাতৃবৃক্ষ শ্রুত্যাভিহিতম্ । তথা চ গোপথবৃক্ষণে গায়ত্ৰ্যপনিষদি । বৃক্ষ ছেদং শ্রিয়ং প্রতিষ্ঠা-মারতনৈমকত তত্তপস্ব যদি তদব্রুতে ধিয়েত তৎ সত্যো প্রত্যতিষ্ঠৎ । স সবিভা সবিভ্রা ব্রাহ্মণং স্তুষ্টা তৎসাবিত্রীঃ পর্যদধাদিত্যাदि । যো হ বা এবং বিৎস ব্রহ্মবিৎ পুণ্যাক কীৰ্ত্তিঃ লভতে স্মরতীঃশ গন্ধান্ সৌহৃদপতপাপ্যানন্তাঃ শ্রিয়মশ্নুতে য এবং বেদ বচৈঃব বিধানেব-মেতাং বেদানাং মাতরং সাবিত্রীং সম্পদমুপনিষদমুপাশ্রুত ইতি । তথা সামবিধিব্রাহ্মণে । অথ গায়ত্ৰ্যজ্ঞানি ব্যাখ্যাস্তমঃ । শিরো ব্রহ্ম ললাটঃ দোঃ চন্দ্রাদিতৌ চক্ষুর্বা মুখমগ্নির্জিহ্বা সরস্বতী ষ্ট্রীত্রী বা বসবশ্চ রুদ্রাশ্চ বাহু উরো বায়ুঃ পৃষ্ঠমিত্রো বিষ্ণুর্নাসিঃ প্রজাপতি-জঘনমূক মকতো বেদাঃ পাদৌ দ্বিতং বিদ্যাচ্ছসিতং বায়ুরহীনি পর্কতাঃ সমুদ্রা বাসাসি নক্ষত্রাণ্যলক্যরো য এবং বেদ চতুষ্টং হৃকপয়ুক্তায়নাদিকাজ সৰ্বদ্বাং বতি দেবকবিত্যশ্চ

জনমেজয় ব্যাসদেবকে কহিলেন ; ভগবন্ ! আপনি সমস্ত ধর্ম্মের মর্ম্মই অবগত আছেন এবং সকল শাস্ত্রবিদ পণ্ডিতগণের শ্রেষ্ঠ ইহা আমরা জানি । এক্ষণে, দ্বিজালা করি, যখন শ্রুতিতে সকল দ্বিজাতিরই সকল সময়ে বিশেষতঃ ত্রিসক্ষ্যাকালে গায়ত্ৰী শক্তিদেবীর

বৃক্ষসত্যঞ্চ পাতৃ মাং বৃক্ষসত্যঞ্চ পাতৃ মামিতি । তথা বৃহদ্রাণ্যাকোপনিষদি । সা হৈবা গরাত-  
 ত্ত্বৈ প্রাণা বৈ গরাত্ত্বং প্রাণাত্ত্বৈ তদ্বক্ষ্যাম্যন্তত্বৈ তস্মাক্ষারজীনায়েতি । এবমেব  
 চত্বুর্ বেদেষু বিদ্যমানাঃ ঋতর উদাহাৰ্যাঃ । নমু বিষ্ণুশিবগণপতিপ্রভৃতিদেবতানামপি  
 পুরাণাগমাদিষু গায়ত্রীপ্রতিপাদ্যঃ প্রতিপাদিতম্ । তথা চ মৈত্রায়ণীয়ব্রহ্মসূত্রঃ । নো হ  
 বা অমুগ্নিাদিত্যে নিহিতস্তারকোক্তিৰি বৈব ভগ্নাখ্যো ভাতির্গতিরন্তরীতিভর্ণো ভক্তগীতি  
 বৈব ভর্গ ইতি কল্প ইতি । অনয়া চ ঋতাত্ত্ব শিবস্ত গায়ত্রীপ্রতিপাদ্যমুক্তম্ । তপাশ্বিপুবাণে  
 তস্তেব চ নারায়ণস্ত গায়ত্রীপ্রতিপাদ্যঃ প্রতিপাদিতম্ । তথা চ গায়ত্রীমন্ত্রস্ত পরা  
 প্রকৃতিরৈব দেবততি নিরমো ন সিদ্ধ ইতি চেদ্র । গায়ত্রীমন্ত্রস্তাঙ্গগামিপ্রতিপাদকত্বেনাঙ্-  
 গামিগণশ্চ সর্বপদার্থজাতাস্তর্ঘ্যামিহেন গায়ত্রীমন্ত্রস্ত তদেবীতাপ্রতিপাদকত্বকণেনহপি  
 মুখাগায়ত্রীপাত্তো চত্বুর্ বেদেষু জীহবিশিষ্টদেবতয়া এব । আয়াতু ববদা দেবাক্ষরং  
 বৃক্ষসমিতম্ । গায়ত্রীং ছন্দসাং মাতৈদং বৃক্ষজুষষ মে ইত্যাবাহনমন্ত্রে । উত্থে শিবের  
 জাতে ত্বম্যাং পর্ত্তমুদ্বনি । ব্রাহ্মণতোহিভামুজাতা গচ্ছ দেবি যথাত্ত্বমিতি বিসর্জনমন্ত্রে ।  
 তথা ধ্যানমন্ত্রেহপি বালাং বালাদিত্যমণ্ডলমধ্যস্থামিত্যাাদিনা ধোয়ত্বেন জীহবিশিষ্টদেবতয়া  
 এব কথনাং পরা চিচ্ছকিরেব গায়ত্রীমন্ত্রপ্রতিপাদোতি নিরমাং । অন্তরমিদমুচ্যতে ।  
 শিববিষ্ণুগণেশানামেব গায়ত্রীপ্রতিপাদ্যমিহি গায়ত্রী বৃক্ষপ্রতিপাদকত্বেন বৃক্ষগণশ্চ  
 সর্গীয়কত্বেন সর্বপদার্থজাতাত্ত্বৈব গায়ত্রীপ্রতিপাদ্যসংভবাং । তথাপি বেদেষু পাসনা-  
 সময়ে যক্ষণং ধোয়ত্বেনোক্তং তদেবোপাস্তমস্মাকং বিজানাম । তচ্চ জীহবিশিষ্টমন্ত্রে  
 বেদেষুক্ৰমিতি । তদেব পবানিক্কিরূপমেবাস্মাকমুপাস্তং ন বিষ্ণুদিক্কিরূপম্ । নমু বেদেষুপি  
 গায়ত্রী গায়ত্রীচ্ছন্দো বিশ্বামিত্র ঋষিঃ সবিতা দেবতা অগ্নিমুখঃ বৃক্ষা শিরো বিষ্ণুদয়ং  
 কল্পঃ শিখা ইত্যেনেব সবিত্ত্বরূপমেব দেবতায়েনোক্তমিতি চেদ্র । নাত্র সবিত্ত্বমন্ত্রে  
 সূর্য্যমণ্ডলাধিতাত্ত্ব কশিৎ পুরুষো বিবক্ষিতঃ । কিন্তু তদন্তর্গতো জগৎপ্রসবকর্ত্তা পরমাত্মা  
 বিবক্ষিতস্তচ্চ চ জীৱণত্বেনৈব তস্মিন্নেব মন্ত্রে ধোয়ত্বোক্ত্য বিরোধাত্ত্বাং । অজ্ঞথা  
 গায়ত্রীমন্ত্রেণ সবিত্ত্বঃ সন্ধিক্তি ববেণ্যং শ্রেষ্ঠমন্তর্গ্যামিরূপং ধোয়ত্বেন স্মৃথেন সাক্ষ্যং প্রতি-  
 পাদিতম্ । ব্রাহ্মণগণেষু তু সবিত্ত্বৈব ধোয়ত্বেনোক্ত ইতি মতান্ বিরোধঃ স্তাৎ । অতএব  
 মৈত্রায়ণীয়ব্রহ্মসূত্রে ষট্প্রপাত্ত্বকেহপি সবিত্ত্বমণ্ডলাধিষ্ঠিতপুরুষান্তর্গতপরমাত্মরূপমেব গায়ত্রী-  
 মন্ত্রপ্রতিপাদ্যত্বেনোক্তম্ । তথা চ ঋতিঃ মৈত্রায়ণীয়ব্রহ্মসূত্রে । অপ ভর্ণো দেবস্ত বীমহীতি  
 সবিতা বৈ দেবস্ততো যোহস্ত ভর্গাখ্যন্তচ্ছিত্ত্বয়ামীত্যাহব্রহ্মাদিন ইতি । অনেন চ সবিত্ত্ব-  
 দ্ধৈবস্ত সূর্য্যস্ত সন্ধিক্তি বদন্ত্যামি ভর্গাখ্যং তেজস্ত্বদ্বীমহীত্যয় উক্তঃ । অতএব পুরাণাত্ত্ব-  
 রেহপি সঙ্কোচি সূর্য্যগং বৃক্ষ সন্ধানাবিভাগত ইত্যুক্তম্ । সূর্য্যোণাবিভাগতঃ সন্ধানা-  
 বর্ত্তনাং সঙ্কোচ্যাক্তিঃ করিষো ইত্যাদৌ সঙ্ক্যাশ্বেন সূর্য্যগং বৃক্ষোচ্যত ইতি তদর্থঃ ।  
 অস্ত বা সূর্য্যো দেবতা তথাপি তস্ত ধ্যানং জীলিত্ত্বিশিষ্টমন্ত্রে কৰ্ত্তব্যমিতি তস্মিন্বেব  
 মন্ত্রেহিতিতম্ । তথা চ মন্ত্রঃ সবিতা দেবতায়িমুখঃ বৃক্ষা শিরো বিষ্ণুদয়ং কল্পঃ  
 শিখা পৃথিবী যোনিঃ প্রাণাপানব্যানোদানসমানাপ্রাণা শ্বেতবর্ণা সাক্ষ্যায়নপগোত্রা  
 গায়ত্রী চত্বরিংশতাক্ষরা ত্রিপদাঃ ষট্ কৃক্টিঃ পঞ্চদ্বিংশোপনয়নে বিনিয়োগ ইতি । তথা চ  
 জীলিত্ত্বিশিষ্টা সূর্য্যরূপা পরা শক্তিরেবোপাস্তেতি সিধ্যতি । কিঞ্চ শিববিষ্ণুদ্বীনাং গায়ত্রী-  
 দেবতাত্ত্বৈ গায়ত্রীদেবতয়া অজ্ঞেযু বৃক্ষা শিরো বিষ্ণুদয়ং কল্পঃ শিখো মন্ত্রেণ শিবাদীনাং  
 বিভাসোপবর্ননং সর্বথা ন সম্বল্যতে । তস্মাং জীহবিশিষ্টা পরাশক্তির্গায়ত্রী দেবতাত্ত্বৈ  
 গায়ত্রীমন্ত্রেণ সর্ববিজাতিতিনিত্যতয়োপাস্তেতি তাং বেদেদেবতাং বিহার্যকিমিত্যন্তদেবতাং  
 গুহুতীতি বৃক্ষ এব প্রঃ ॥ ২ ॥

উপাসন্যকে নিত্য বগিয়া কথিত অমন্ত্রে, তখন বিজাতিগণ কি মন্ত্র সেই শক্তির  
 উপাসনা পরিত্যাপ করিয়া অজ্ঞেয় দেবতাপ্রণের পূজায় রত হইয়া থাকেন ॥ ১-২ ॥



দৃশ্যন্তে বৈষ্ণবাঃ কেচিদগাণপত্যা স্তথাপরে  
 কাপালিকাশ্চীনমার্গরতা বঙ্কলধারণঃ ॥ ৩ ॥  
 দিগম্বরাস্তথা বৌদ্ধাশ্চাৰ্কাকা এবমাদয়ঃ ।  
 দৃশ্যন্তে বহবো লোকে বেদশ্রদ্ধাবিবর্জিতাঃ ॥ ৪ ॥  
 কিমত্র কারণং ব্রহ্মংস্তুদ্বান্ বক্তুমর্হতি ।  
 বুদ্ধিমন্তঃ পণ্ডিতাশ্চ নানাতর্কবিচক্ষণাঃ ॥ ৫ ॥  
 অপি সন্ত্যেব বেদেষু শ্রদ্ধয়া তু বিবর্জিতাঃ ।  
 নহি কশ্চিৎ স্বকল্যাণং বুদ্ধ্যা হাতুমিহেচ্ছতি ॥ ৬ ॥  
 কিমত্র কারণং তস্মাদ্বেদ বেদবিদাংবর ! ।  
 মণিদ্বীপস্ত মহিমা বর্ণিতো ভবতা পুরা ॥ ৭ ॥

নব্বদেবতোপাসকাঃ কে সন্তি তান্ দর্শয়তি দৃশ্যন্তে ইতি । বয়ং বৈষ্ণবা ইতি কেচিৎ-  
 দস্তি । পরে বয়ং গাণপত্যা ইতি বদন্তি । কেচিৎ কাপালিকা বয়মিতি বদন্তি ।  
 চীনমার্গরতাশ্চীনদেশীয়মার্গরতাঃ ॥ ৩ ॥

আদিনা শৈবতদ্বাদ্ব্যায়িনঃ । দৃশ্যন্ত ইতি ইমে বেদশ্রদ্ধাবিবর্জিতা গায়ত্রীপাতিনিষ্ঠা-  
 রতিতাশ্চ বহবো দৃশ্যন্তে ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

ন কেবলং মূঢ়াস্তস্মতে প্রবৃতাঃ কিন্তু বুদ্ধিমন্তোহপি ত্যাহ বুদ্ধিমন্ত ইতি ॥ ৫ ॥

স্বকল্যাণং বেদাদেব জায়মানং নহি কশ্চিৎ স্ববুদ্ধ্যাশ্রমতমবলম্ব্য বেদবার্গং হাতুং তাক্-  
 নিহেচ্ছতি । ন কোহপি ত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

তথাপি তথা বহবো দৃশ্যন্তে তস্মাৎ প্রবলং কিঞ্চিৎ কারণং বেদত্যাগে গায়ত্রীশ্রদ্ধা-  
 ভাবে চ বর্ততে তদ্বদেত্যাহ কিমত্র কারণমিতি । কিঞ্চ তৃতীয়ব্রহ্মমারভ্য দ্বাদশব্রহ্মপর্য়াস্তং  
 মণিদ্বীপস্ত মহিমা বহুবিধঃ প্রতোহস্তি তং স্থানং কীদৃগন্তি তদপি বেদেত্যাহ মণিদ্বীপ-  
 স্তোতি ॥ ৭—১০ ॥

এই সংসার মধ্যে কাহাকেও বৈষ্ণব, কহাকেও গাণপত্য, কাহাকেও কাপালিক, কাহাকেও  
 চীনমার্গারত এবং কাহাকেও বৌদ্ধ বা চার্কাক বলিয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে; পরন্তু তাহাদের  
 মধ্যে আবার কেহ বা বঙ্কলধারী এবং কেহ বা দিগম্বর বেশে ভ্রমণ করিয়া থাকে; ফলতঃ  
 এই সংসার মধ্যে বেদশ্রদ্ধা-রহিত নানাবিধ লোক সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩—৪ ॥ ব্রহ্মন্ !  
 এ বিষয়ের নিগূঢ় কারণ কি, তাহা আমাকে বিশেষ করিয়া বলুন ? আর এক কথা এই যে,  
 যে সকল ব্যক্তি নানাবিধ তর্কশাস্ত্রাভিজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া লোকসমাজে বিখ্যাত; তাঁহারা  
 কিজ্ঞ তাদৃশ বুদ্ধিমান হইয়াও (বেদশ্রদ্ধাবিহীন) হইয়া থাকেন ? ফলতঃ কেহই কখন জ্ঞান-  
 পূর্বক আপনার অগুত করিতে অভিলাষ করে না, তবে কি অজ্ঞ তাঁহারা বুদ্ধিমান হইলেও  
 বেদশ্রদ্ধাবিহীন হইয়া থাকেন ? ব্রহ্মন্ ! এবিষয়েরই বা কারণ কি তাহা আমাকে  
 বিশেষ করিয়া বলুন ? আমার আর একটা প্রশ্ন এই যে, পূর্বের আপনি (দেবীর পয়মন্থান  
 মণিদ্বীপের মহিমা) বর্ণন করিয়াছেন; সেই দ্বীপটি কিরূপ মহত্তর তাহা শ্রবণ করিতে

কীদৃক্ তদন্তি যং দেব্যাঃ পরং স্থানং মহত্তরম্ ।

তচ্চাপি বদ ভক্তায় শ্রদ্ধধানায় মেহনয ! ।

প্রসন্নাস্তু বদন্ত্যেব গুরবো গুহ্যমপ্যুত ॥ ৮ ॥

সূত উবাচ ।

ইতি রাজো বচঃ শ্রুত্বা ভগবান্ বাদরায়ণঃ ।

নিজগাদ ততঃ সর্বং ক্রমেণৈব মুনীশ্বরঃ ॥ ৯ ॥

যচ্ছূয়া তু দ্বিজাতীনাং বেদশ্রদ্ধা বিবর্জিতে ॥ ১০ ॥

ব্যাস উবাচ ।

সম্যক্ পৃষ্ঠং স্বয়া রাজন্ ! সময়ে সময়োচিতম্ ।

বুদ্ধিমানসি বেদেষু শ্রদ্ধাবাংশৈচ ব লক্ষ্যসে ॥ ১১ ॥

পূর্বং মদোকৃতা দৈত্যা দেবৈর্যুদ্ধস্ত চক্রিরে ।

সত্যং সত্যমি  
দেবাসু ১১

শতবর্ষং মহারাজ ! মহাবিশ্রয়কারকম্ ॥ ১২ ॥

নানাশস্ত্রপ্রহরণং নানামায়াবিচিত্রিতম্ ।

জগৎক্ষয়করং নুনং তেষাং যুদ্ধমভূতম্ ॥ ১৩ ॥

জনমেজয়বাক্যঃ শ্রুত্বা ব্যাস উবাচ সম্যক্ পৃষ্ঠমিতি ॥ ১১ ॥

তজ্জ সত্যযুগে সর্বে বিজ্ঞা গায়ত্রীরূপপরাশক্তিনিকাতা বেদশ্রদ্ধাবিস্তৃত হিতাঃ পশ্চাৎ কারণবশাত্তদ্বিহিতা জ্ঞাতা ইতি বদন্ প্রথমতস্তলবকারোপনিষদ্রূপপরাশক্তিমহিমানং কথয়তি পূর্বং মদোকৃতা ইতি ॥ ১২—১৩ ॥

আমি নিতান্তই উৎসুক হইয়াছি ; অতএব তব্বির বর্ণন করিয়া এ সেবককে চরিতার্থ করুন । কারণ, গুরু প্রসন্ন হইলে পর শিবাকে নিতান্ত গুহ্য কথাও কহিয়া থাকেন ॥ ৫-৮ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! ভগবান্ বেদব্যাস মহারাজ জনমেজয়ের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রমে ক্রমে তাহার সমস্ত উত্তর প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । তিনি যে সমুদয় বিবরণ বলিয়াছিলেন তৎসমস্ত শ্রবণ করিলে পর দ্বিজগণের বেদশ্রদ্ধা বিবর্জিত হইয়া থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৯—১০ ॥

ব্যাস কহিলেন, রাজন্ ! তুমি যথাসময়ে যথোচিত প্রশ্ন করিয়াছ । ইহা শ্রবণ তোমাকে বুদ্ধিমান ও বেদশ্রদ্ধাবিশিষ্ট বলিয়া লক্ষিত হইতেছে । রাজন্ ! একদা আমি তোমার প্রশ্ন সকলের উত্তর প্রদান করিতেছি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর ॥ ১১ ॥

পূর্বকালে সমুদ্রগণ নিতান্ত মদগর্ভিত হইয়া দেবগণের সহিত শতবর্ষকাল পর্য্যন্ত অস্তি-  
বিশ্রমকৃত হুই করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল ॥ ১২ ॥ মহারাজ ! সেই যুদ্ধটা নানাবিধ দৈবাত্মসম্পন্ন  
ও নানাবিধ মারাপ্রতিপত্তি ছিল বলিয়া ক্রমে ক্রমে বিশ্ব নাশক হইয়া উঠিয়াছিল ॥ ১৩ ॥

পরশক্তিকৃপাবেশাদেবৈদৈত্যা জিতা যুধি ।

ভুবং স্বর্গং পরিত্যজ্য গতাঃ পাতালবেশানি ॥ ১৪ ॥

ততঃ প্রহৃষিতা দেবাঃ স্বপরাক্রমবর্ণনম্ ।

চক্রুঃ পরস্পরং মোহাৎ সান্ভিমানাঃ সমস্ততঃ ॥ ১৫ ॥

জয়োহস্মাকং কুতো ন স্মাদস্মাকং মহিমা যতঃ ।

সর্বোত্তমঃ কুত্র দৈত্যাঃ পামরা নিস্পরাক্রমাঃ ॥ ১৬ ॥

সৃষ্টিস্থিতিক্ষয়করা বয়ং সর্বৈ যশস্বিনঃ ।

অস্মদগ্রে পামরাণাং দৈত্যানাঞ্চৈব কা কথা ।

পরশক্তিপ্রভাবং তে ন জাহ্না মোহমাগতাঃ ॥ ১৭ ॥

তেষামনুগ্রহং কর্তুং তদৈব জগদম্বিকা ।

প্রোছরাসীৎ কৃপাপূর্ণা যক্ষরূপেণ ভূমিপা ॥ ১৮ ॥

পরশক্তিকৃপাবেশাদেবৈজিতা দৈত্যা ভুবং স্বর্গং পরিত্যজ্য পাতালে গতা ইত্য-  
শ্বয়ঃ ॥ ১৪ ॥

স্বপরাক্রমেতি । পরাশক্তিপ্রসাদেন জয়ে লঙ্ঘ্যেপি তং প্রসাদমুদ্ভাদেন বিদ্বত্ব স্বপরা-  
ক্রমবর্ণনং চক্রুরিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

কথং চক্রুস্তদাহ জয়োহস্মাকমিতি । তথা চ শ্রুতিঃ তলবকারোপনিষদি ব্রুহ হ দেবেভ্যো  
বিজ্রিগো তত্ত্ব হ ব্রহ্মণো বিজ্রয়ে দেবা অমহীয়ং তত ঐক্ষস্মাস্মাকমেবায়ং বিজ্রয়ো  
হস্মাকমেবায়ং মতিমেতি ॥ ১৬—১৭ ॥

অনুগ্রহং কর্তুং মহাক্ষরেণ বিমূঢ়াশুদ্ধকর্ম্মিত্যর্থঃ । অনেন চাপ্রার্থিতাপি দেবী নিজভক্ত-  
পরিপালনং করোতীত্যাহো ভক্তবাৎসল্যং শ্রীভগবত্যা ইতি বোধিতম্ । যতো দৈবৈর-  
প্রার্থিতাপি তামুদধারেতি । যক্ষরূপেণেতি । যক্ষং যজনীয়ং অতিপূজ্যং তেজঃপুঞ্জরূপেণ  
প্রোছরানীদিত্যর্থঃ । তথা চ শ্রুতিঃ । তে দ্বৈবাং বিজ্রজ্যে তেভ্যো হ প্রোছর্ভূব তন্ন  
ব্যজ্ঞানত কিমিদং যক্ষমিতি ॥ ১৮ ॥

পরে, বিস্ময়বর্তী ভগবতীর কৃপায় দেবগণ সেই যুদ্ধে জয়লাভ করিলে, অমরগণ স্বর্গ ও মর্ত্ত  
পরিত্যাগ করিয়া পাতাল-তলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল ॥ ১৪ ॥ তদনন্তর, দেবগণ আনন্দপরবশ  
হইয়া আত্মভিমানবশতঃ পরস্পরে নিজের পরাক্রম বর্ণন করিয়া গর্ক করিতে করিতে  
বলিল ; যক্ষ আমাদের মহিমা সর্বোত্তম বলিয়া জানা যাইতেছে, তখন কি জন্ম আমাদের  
জয় না হইবে ? সেই পামর পরাক্রমহীন দৈত্যগণের সহিত কি আমাদের তুলনা হইতে  
পারে ? আমরাই এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় করিতেছি এবং তজ্জন্মই আমাদের কীর্ত্তি  
সর্বত্রই বিখ্যাত রহিয়াছে । অতএব আমাদের সহিত তুলনার সেই পামর দৈত্যগণের  
কথা কিরূপে সম্ভব পর হইতে পারে ? (ফলতঃ দেবরক্ষা পরাশক্তির প্রভাব অবগত হইতে  
না পারিয়াই পরস্পরে এইরূপে মোহের বশবর্তী হইয়াছিল) ॥ ১৫—১৭ ॥

কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটিশীতলম্ ।  
 বিদ্যুৎকোটিসমানাভং হস্তপাদাদিবর্জিতম্ ॥ ১৯ ॥  
 অদৃষ্টপূর্ব্বং তদৃচ্ছা তেজঃ পরমসুন্দরম্ ।  
 সবিস্ময়াস্তদা প্রোচুঃ কিমিদং কিমিদম্ভূতি ॥ ২০ ॥  
 দৈত্যানাং চেষ্টিতং কিংবা মায়া কাপি মহীয়সী ।  
 কেনচিৎপ্রস্মিতা বাধ দেবানাং স্ময়কারিণী ॥ ২১ ॥  
 সমু্য তে তদা সর্ষে বিচারং চক্রুরুত্তমম্ ।  
 যক্ষশ্চ নিকটে গহ্বা প্রকট্যং কস্তমিত্যপি ॥ ২২ ॥  
 বলাবলং ততো জ্যাস্তা কৰ্ত্তব্য তু প্রতিক্রিয়া ।  
 ততো বহিঃ সমাহুয় প্রোবাচেচন্দ্রঃ সুরাধিপঃ ॥ ২৩ ॥  
 গচ্ছ বহে ! ত্বমস্মাকং যতোহসি মুখমুত্তমম্ ।  
 ততো গহ্বা তু জানীহি কিমিদং যক্ষমিত্যপি ॥ ২৪ ॥

তেজো বর্ণয়তি কোটিসূর্য্যোতি ॥ ১৯ ॥

অহো কিমিদমপূর্ব্বং যক্ষং কিমিদমপূর্ব্বং যক্ষমিতি প্রাহরিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

তৈঃ কৃতাননেকাংস্তর্কান্ বিশদয়তি দৈত্যানামিতি ॥ ২১—২২ ॥

প্রতিক্রিয়েতি । যদ্যয়ং প্রবলঃ শক্রস্তদা পলায়নং যদি সমবলস্তদা যুদ্ধং যদায়মীশ্বরস্তদা ভক্ত্যা তদনুসরণমেবংরূপা প্রতিক্রিয়েত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

যতোহসি মুখমুত্তমমিতি । অগ্নিরৈ দেবানামাত্মমিতি মুখাদগ্নিরজায়তেতি শ্রুতেরিত্যর্থঃ । যতস্ত্বং মুখমস্মাকং ততস্ত্বমেব মুখে ভবস্ত্বং মুখাস্ততস্ত্বমেবৈতবিশিষ্টং কার্য্যং কুরুষেত্যাহ ততো গচ্ছতি । তথা চ শ্রুতিঃ । তেহয়িমববুন্ জাতবেদৈতবিজানীহি কিমেতদ্যক্ষমিতি ॥ ২৪ ॥

মহারাজ ! সেই সময় গগজ্জননী ভগবতী দেবগণের তাদৃশ (তাব) অবলোকন করিয়া তাহাদের ঐকি-রূপাপরবশ হইলেন এবং তাহাদিগকে অহুগ্রহ-করিবার ইচ্ছাই (অতিশয় প্রতজ্ঞায় মুক্তি-ধারণ করিয়া) তাহাদের সম্মুখে প্রাহুভূত হইলেন ॥ ১৮ ॥ তৎকালে দেবগণ, কোটিসূর্য্যের জায় প্রকাশশালী অথচ কোটিচজ্জিব জায় শীতল, কোটিবিদ্যুতের সদৃশ, (হস্তপাদাদিশূন্য) সেই পরমসুন্দর, অদৃষ্টপূর্ব্ব তেজঃপুঞ্জ অবলোকন করিয়া বিস্মিত হইল এবং সকলেই ইহা কি! ইহা কি!! বলিয়া আশ্চর্য্যাদ্বিত হইতে লাগিল ॥ ১৯—২০ ॥ তৎকালে, তাহারা সকলেই বলিতে লাগিল, ইহা কি দৈত্যগণের কোন মহতী মায়া নী অপূর্ব্ব কেহ দেবগণের বিস্ময় উৎপাদন করিবার জন্ত ঐরূপ মায়া র সৃষ্টি করিল ॥ ২১ ॥ যাহাহউক, মহারাজ ! তৎকালে তাহারা সকলেই একত্রিত হইয়া বিচার করত এই স্থির করিল যে, অগ্রে আমাদের ঐ তেজের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করি যে, তিনি কে ? তদনন্তর তাহার বলাবল জানিয়া পরে যাহা কৰ্ত্তব্য হয় করিব । মহারাজ জনমেজয় ! দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপ স্থির করিয়া অগ্রে অগ্নিকে আলোচন করিয়া কহিলেন ; অগ্নে ! তুমি

সহস্রাকবচঃ শ্রদ্ধা স্বপরাক্রমগর্ভিতঃ ।

বেগাৎ স নিগতো বহির্ঘো যক্ষস্ত সন্নিধৌ ॥ ২৫ ॥

তদা প্রোবাচ যক্ষং তং হং কোহসীতি হতাশনম্ ।

বীৰ্য্যঞ্চ ত্বয়ি কিং যন্তন্নদ সৰ্বং মমাগ্নতঃ ॥ ২৬ ॥

অগ্নিরগ্নি তথা জাতবেদা অস্মীতি সোহব্রবীৎ ।

সৰ্বস্য দহনে শক্তির্গ্নয়ি বিশ্বস্য তিষ্ঠতি ॥ ২৭ ॥

তদা যক্ষং পরং তেজস্তদগ্রে নিদধৌ তৃণম্ ।

দহৈনং যদি তে শক্তির্কিঞ্চস্য দহনেহস্তু হি ॥ ২৮ ॥

তদা সৰ্ববলেনৈবাকরোৎ যজ্ঞং হতাশনঃ ।

ন শশাক তৃণং দধুং লজ্জিতোহগাৎ স্ত্রান্ প্রতি ॥ ২৯ ॥

বেগাদিতি । তেন চ বন্ধঃ সাংসারত্বং বোধিতম্ ॥ ২৫ ॥

যক্ষস্ত সন্নিধৌ হতাশনে গতে সতি তং হতাশনং তদ্যক্ষং কোহসি ত্বমিত্যপূচ্ছদিত্যাহ তদা প্রোবাচেতি । তথা চ শ্রুতিঃ । তথেষতি তদভ্যাবৃত্তমভ্যাবদং কোহসীতি । ত্বয়ি কিং বীৰ্য্যমস্তি তদপি বদেত্যাহ বীৰ্য্যং চেতি ॥ ২৬ ॥

যক্ষবাক্যং শ্রদ্ধা যদগ্নিরবদত্তদাহ অগ্নিরস্মীতি । স্ববীৰ্য্যমাহ সৰ্ব্বচেতি । সৰ্ব্ববিশ্বনাহিকা শক্তির্গ্নয়ি তিষ্ঠতীত্যর্থঃ । তথা চ শ্রুতিঃ । অগ্নির্বা অহমস্মীত্যব্রবীজ্জাতবেদা বা অহ-স্মীতি ॥ ২৭ ॥

তস্মিন্‌ত্বয়ি কিং বীৰ্য্যমিত্যপীদং সৰ্বং দহেয়ং যদিদং পৃথিব্যামিতি সাত্তিম্যানায়িবাক্যং শ্রদ্ধা যদোতাদৃশী শক্তির্গ্নয়ি তিষ্ঠতি তচ্ছৈতত্তৃণলেশং দধুং দর্শয় স্বশক্তির্মিতি বদদ্যক্ষং হতাশনত্যাগ্রে তৃণং দধারেত্যাহ তদগ্রে নিদধৌ তৃণমিতি ॥ ২৮—২৯ ॥

দেবগণের মুখ স্বরূপ এজ্ঞা অগ্রে তুমি যাইয়াই এই তেজঃপুঞ্জটী কি, তাহা বিশেষরূপে জানিয়া আইস ॥ ২২—২৪ ॥

স্বপরাক্রম-গর্ভিত অগ্নি ইজ্ঞের তাদৃশ বচন শ্রবণ করিয়া তৎকর্ণাৎ সেই স্থান হইতে প্রস্থান করতঃ সেই তেজোরাশির সমীপে যাইয়া উপস্থিত হইল ॥ ২৫ ॥ তখন, সেই তেজোরাশি হতাশনকে সমাগত দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ; তুমি কে ? তোমার ক্ষমতা কি ? এসমস্ত বিষয় আমার নিকট বর্ণন কর ॥ ২৬ ॥ অগ্নি তাঁহার তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, আমি অগ্নি নামে বিখ্যাত, আমি হইতেই বেদবিহিত যজ্ঞাদি কার্যাসূচক সম্পন্ন হইয়া থাকে, আমার পরাক্রমের কথা অধিক আর কি বলিব, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দহনশক্তি একমাত্র আমাতেই অবস্থান করিতেছে ॥ ২৭ ॥ তখন, পরমপুঞ্জী তেজোরাশি একটী তৃণ গ্রহণ পূর্বক অগ্নিকে কহিলেন ; বন্ধ ! যদি সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দহনশক্তি একমাত্র আমাতেই অবস্থান করিতেছে ॥ ২৮ ॥ তখন, অগ্নি বিশেষ যজ্ঞ পূর্বক সেই তৃণটিকে দহন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু কোনও মতে দহন করিতে সমর্থ হইলেন না । তখন তিনি লজ্জিত হইয়া দেবগণের নিকটে যাইয়া

পৃষ্ঠে দেবৈস্ত বৃত্তান্তে সৰ্বং প্রোবাচ হব্যভূক্ ।

বৃথাভিমানো অস্মাকং সর্বেশ্বাদিকে হুয়াঃ ॥ ৩০ ॥

ততস্ত বৃজ্জহা বায়ুঃ সমাহুয়েদমববীৎ ।

ত্বয়ি প্রোতং জগৎ সৰ্বং ত্বচ্চেক্ষ্যতিস্ত চেষ্টিতম্ ॥ ৩১ ॥

ত্বং প্রাণরূপঃ সর্বেষাং সর্বশক্তিবিধারকঃ ।

ত্বমেব গম্বা জানীহি কিমিদং যক্ষমিত্যপি ॥ ৩২ ॥

নাভ্যঃ কোহপি সমর্থোহস্তি জ্ঞাতুং যক্ষং পরং মহঃ ॥ ৩৩ ॥

সহস্রাক্ষবচঃ শ্রুত্বা গুণগৌরবগুণ্ডিতম্ ।

সাবিমানো জগামাশু যত্র যক্ষং বিরাজতে ॥ ৩৪ ॥

যক্ষং দৃষ্ট্বা ততো বায়ুঃ প্রোবাচ মুহুভাষয়া ।

কোহসি ত্বং ত্বয়ি কা শক্তির্বিদ সৰ্বং সমাগ্রতোঃ ॥ ৩৫ ॥

সর্বেশ্বাদিকে তদ্বিষয়ে ইত্যর্থঃ । তথা চ শ্রুতিঃ । তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদহেতি তদ্বপ-  
প্রোয়ায় সর্কজবেন তন্ন শলাক দধুং স তত এব নিববুভে নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতৎ  
যক্ষমিতি ॥ ৩০ ॥

কার্যোৎসাহায় বায়ুঃ শ্লোতি ত্বয়ি প্রোতমিতি । প্রোতং গ্রথিতম্ । তথা চ শ্রুতিঃ ।  
বায়ুর্নৈ গোতম তৎ পুত্রং বায়ুনা বৈ গোতম হুয়েণ সর্কশি ভুতানি সংদৃক্ষানীতি ॥ ৩১-৩৪ ॥  
যক্ষং দৃষ্টেতি । বায়ুং দৃষ্ট্বা কোহসি ত্বং ত্বয়ি চ কা শক্তিরভীতি সৰ্বং সমাগ্রতো বদেতি  
তদ্যক্ষং প্রোবাচেত্যর্থঃ ॥ ৩৫—৩৮ ॥

উপস্থিত হইলেন ॥ ২৯ ॥ দেবগণ, তাহাকে প্রত্যাগত দেখিয়া ঘটনার বিষয় জিজ্ঞাসা  
করিলে পর অগ্নি সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া কহিলেন; দেবগণ! আমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ  
বলিয়া যে অভিমান করিয়া থাকি তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া জানিও ॥ ৩০ ॥

অনন্তর, ইষ্ট বায়ুকে আহ্বান করিয়া কহিলেন; পবন! এই সমস্ত জগতে তুমিই  
ওতপ্রোতরূপে অবস্থান করিতেছ, তোমার চেষ্টাতেই ইহাক চেষ্টা-হইয়া থাকে, তুমি  
সকলের প্রাণরূপ, এজন্য তোমাকেই সর্বশক্তির সমাবেশ সম্ভব; অতএব, তুমিই বাইরা  
এই অমহৎ ভেজটি কি? তাহা জানিয়া আইস। বস্তুতঃ এই ভেজের প্রকৃত ত্ব বিজ্ঞাত  
হইতে তোমাকে ভিন্ন আর কাহাকেও সমর্থ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে না ॥ ৩১—৩৩ ॥

পবনদেব ইজের তাদৃশ গুণগৌরব-সমুদ্রিত বাক্য শ্রবণ করিয়া অভিমানগ্রন্থক শ্রী  
সেই ভেজ-পুঞ্জের সমীপে বাইরা উপস্থিত হইল ॥ ৩৪ ॥ অনন্তর, সেই ভেজোরাশি বায়ুকে  
সমাগত দেখিয়া মুহূর্বাক্যে কহিলেন; তুমি কে এবং তোমাতে কি শক্তি বর্তমান আছে,  
তাহা আমার নিকট বিশেষরূপে বর্ণন কর? ॥ ৩৫ ॥ তখন, পবনদেব সেই বাক্য শ্রবণ

ততো যক্ষবচঃ শ্রুত্বা গর্বেণ মনুদব্রবীৎ ।

মাতরিখাহমস্মীতি বায়ুরস্মীতি চাব্রবীৎ ॥ ৩৬ ॥

বীৰ্য্যন্ত ময়ি সৰ্ব্বন্ত চালনে গ্রহণেহন্তি হি ।

মচ্চেফয়া জগৎ সৰ্বং সৰ্বব্যাপারবন্তবেৎ ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রুত্বা বায়ুবাণিং নিজগাদ পরং মহঃ ।

তৃণমেতত্তবাগ্রে যন্তচালয় যথেষ্পিতম্ ।

নোচেদসৰ্বং বিহায়ৈনং লজ্জিতো গচ্ছ বাসবম্ ॥ ৩৮ ॥

শ্রুত্বা যক্ষবচো বায়ুঃ সৰ্বশক্তিসমম্বিতঃ ।

উদ্যোগমকরোক্তচ স্বস্থানাম চচাল হ ॥ ৩৯ ॥

লজ্জিতোহগাদেবপার্শ্বে হিত্বা গৰ্বং স চানিলঃ ।

ব্রতান্তমবদৎ সৰ্বং গৰ্বনির্কাপকারণম্ ॥ ৪০ ॥

নৈতজ্জাতুং সমৰ্থাঃ স্ম মিথ্যাগৰ্বাভিমানিনঃ ।

অলৌকিকং ভাতি যক্ষং তেজঃ পরমদাক্ষণম্ ॥ ৪১ ॥

উদ্যোগমিতি । স বায়ুঃ সৰ্বশক্তিযুক্তচালয়িতুং প্রবৃত্তোহপি তত্তৃণং স্বস্থানাম চচাল ॥ ৩৯ ॥

ততো লজ্জিতঃ সন্ বায়ুরপি জগামেত্যর্থঃ । গৰ্বনির্কাপো গৰ্বনাশঃ ॥ ৪০ ॥

সমৰ্থাঃ স্ম বয়ং দেবা ইতি শেষঃ । তথা চ শ্রুতিঃ । অথ বায়ুমব্রবন্ বায়বেতদ্বিজ্ঞানীহি কিমেতদ্যক্ষমিতি । তথৈতি তদভ্যন্তরবস্তমভ্যবদৎ কোহস্মীতি বায়ুর্কা অহমস্মীত্যাব্রবীৎ মাতরিখা বা অহমস্মীতি তস্মিন্স্থয়ি কিং বীৰ্য্যমিত্যপীদং সৰ্বমাদদীয়ং যদিদং পৃথিব্যামিতি

করিয়া গর্কিত বাক্যে কহিলেন ; আমি মাতরিখা আমি বায়ু আমার শক্তির কথা আর কি বলিব সমস্ত পদার্থের গ্রহণে এবং ধারণে আমারই শক্তি আছে । এই বিশ্বসংসার আমার চোঁটতেই সচেষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩৬—৩৭ ॥ তখন সেই পরম তেজঃপুঞ্জ বায়ুর তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন ; বায়ো ! তোমার সম্মুখে যে তৃণটী রহিয়াছে ঐটীকে তুমি যথা ইচ্ছা তথায় সরাইয়া ফেল ; আর যদি তাহা না পার তবে গর্ক পরিভ্যাগ করিয়া সলজ্জচিত্তে ইন্দ্রনিকটে প্রস্থান কর ॥ ৩৮ ॥ বায়ু তাঁহার তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া নিজের সম্পূর্ণ পরাক্রম প্রকাশ পূর্বক সেই তৃণটীকে স্থানচ্যুত করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কোনও ক্রমে স্বস্থানচ্যুত করিতে সমর্থ হইল না ॥ ৩৯ ॥ তখন, বায়ু গর্ক পরিভ্যাগ করিয়া দেবগণের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইল এবং গর্কখর্ককারণ দাহিকা শক্তি জ্যোস্ত বর্ণন করিয়া কহিল ॥ ৪০ ॥ দেবগণ । আমরা ব্রূণাভিমানী ; এই তেজের অগ্নি বিশেষ যত পূর্বক কিছতেই সমর্থ হইব না ; এই পরম দাক্ষণ সৰ্বপুঞ্জ্য তেজকে দগ্ধ করিতে সমর্থ হইলোত্তে ॥ ৪১ ॥ তখন, সমস্ত দেবগণ ইন্দ্রকে একবাক্যে কহিল ;

ততঃ সৰ্ব্বৈঃ সুরগণাঃ সহস্রাক্ষং সমুচিরে ।

দেবরাড়সি যস্মাস্ত্বং যক্ষং জানীহি তত্ত্বতঃ ॥ ৪২ ॥

তত ইন্দ্রো মহাগৰ্ব্বাভদ্যক্ষং সমুপাদ্রবৎ ।

প্রাদ্রবচ্চ পরং তেজো যক্ষরূপং পরাৎ পরম্ ॥ ৪৩ ॥

অস্তর্ধানং ততঃ প্রাপ তদ্যক্ষং বাসবাঐতঃ ॥ ৪৪ ॥

অতীবলজ্জিতো জাতো বাসবো দেবরাড়পি ।

যক্ষসম্ভাষণাভাবান্নঘৃহং প্রাপ চেতসি ॥ ৪৫ ॥

অতঃপরং ন গম্ভব্যং ময়া তু সুরসংসদি ।

কিং ময়া তত্র বক্তব্যং স্বলঘুহং সুরান্ প্রতি ॥ ৪৬ ॥

দেহত্যাগো বরস্তস্মান্মানো হি মহতাং ধনম্ ।

মানেন নষ্টে জীবিতস্ত মৃত্যুতুল্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৪৭ ॥

ইতি নিশ্চিত্য তত্রৈব গৰ্ব্বং হিত্বা সুরেশ্বরঃ ।

চরিত্রমীদৃশং যস্ম (তমেব শরণং গতঃ) ॥ ৪৮ ॥

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদাদংস্বেতি তদ্রূপপ্রেয়ায় সৰ্ব্বজবেন তন্ন শশাকাদাতুং স তত এব নিববুতে নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্যক্ষমিতি ॥ ৪১—৪২ ॥

সমুপাদ্রবদ্বিতি । ন কেবলং সামান্যত ইন্দ্রো জগাম কিন্তু বেগেন সমুপাদ্রবদ্বিতি ॥ ৪৩ ॥

ততস্তত্তেজোময়ং যক্ষরূপং মহোহস্তর্ধানং প্রাপেত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

অতীবলজ্জিত ইতি । মদপেক্ষয়া নূনাবস্থিবায়ু তয়োয়নেন যক্ষেন সম্ভাষণমভূদহং তদপেক্ষাধিকঃ সন্নপি ময়া সহ যক্ষেন ভাষণমপি ন কৃতমতো লজ্জিত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

তত্র গত্বা ময়া স্বলঘুহং বক্তব্যং কিমিত্যর্থঃ ॥ ৪৬—৪৭ ॥

নাং কশিচ্ছত্রঃ স্থাত্ত্বি যুদ্ধার্থং প্রবৃত্তঃ স্থাত্ত্বাং ন প্রবৃত্তঃ কিন্তু অস্তর্জিতস্ত্রা-  
দয়মীশ্বর এবৈতি নিশ্চিত্য তমেব শরণং গত ইত্যাহ ইতি নিশ্চিত্যোক্তি ॥ ৪৮ ॥

যখন আপনি দেবরাজ, তখন আপনিই ইহার প্রকৃতত্ব জানিয়া আসুন ॥ ৪২ ॥

অনন্তর, ইন্দ্র স্বয়ং সেই তেজঃসমীপে গমন করিবার জন্য সগৰ্ব্বে অতিবেগে প্রস্থান করিলেন । এদিকে, সেট তেজ ও ক্রমশঃ সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিতে লাগিল এবং

ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রের দর্শনপূর্ণ হইতে অন্তর্ধান করিল ॥ ৪৩—৪৪ ॥ ইন্দ্র, দেবরাজ হইয়াও

যখন সেই তেজঃপুঞ্জের সহিত সম্ভাষণ করিতে পারিলেন না, তখন তিনি অতিশয় লজ্জিত হইলেন এবং (নিজের লঘুত্ব স্বরণ করিয়া ভাবিলেন) ॥ ৪৫ ॥ আর আমি দেবসমাজে

যাইব না; সেই স্থানে যাইয়া আমি তাহাদিগকে কি বলিব; কোনও ক্রমে আমি

তাহাদের নিকটে নিজের লঘুত্ব প্রকাশ করিতে পারিব না; বরং তাহাদিগকে অপেক্ষা

ময়ণ ভাল । মানিগণের মানই একমাত্র ধন । যদি মানই নষ্ট হইল তবে আর জীবন-  
ধারণে ফল কি ? ॥ ৪৬—৪৭ ॥



তস্মিন্নেব কণে জাতা ব্যোমবাণী নতস্তলে ।

মায়াবীজং সহস্রাক্ষ ! জপ তেন স্থখী ভব ॥ ৪৯ ॥

ততো জজাপ পরমং মায়াবীজং পরাংপরম্ ।

লক্ষবর্ষং নিরাহারো ধ্যানমীলিতলোচনঃ ॥ ৫০ ॥

অকস্মাচ্চৈত্রমাসীন্নবম্যাং মধ্যগে রবৌ ।

তদেবাবিরভূতেজস্তস্মিন্নেব স্থলে পুনঃ ॥ ৫১ ॥

তেজোমণ্ডলমধ্যে তু কুমারীং নবযৌবনাম্ ।

ভাস্বজ্জপাপসূনাভাং বালকোটিরবিপ্রভাগ্ ॥ ৫২ ॥

বালশীতাংশুমুকুটাং বস্ত্রান্তর্ব্যঞ্জিতস্তনীম্ ।

চতুর্ভিবরহস্তৈস্ত বরপাশাঙ্কুশাভয়ান্ ॥ ৫৩ ॥

মায়াবীজং সাম্যাবস্থমারামশবলবন্ধবাচকং ভুবনেশ্বরীবীজমিত্যর্থঃ । তেন চ সাম্য-  
বস্থমারামশবলবন্ধরূপিণী মূলপ্রকৃতিভুবনেশ্বরীয়াং প্রাকৃত্ত্বা তিরোভূতা চেতি বোধি-  
তম্ ॥ ৪৯ ॥

লক্ষবর্ষং নিরাহার ইত্যনেন শ্রীমূলপ্রকৃতিদর্শনং নামগুণেন লভ্যতে কিন্তু বহুপুণ্য-  
নেতি বোধিতম্ ॥ ৫০ ॥

অকস্মাদিতি । চৈত্রমুত্তরবম্যাং মধ্যাহ্নে ইত্যর্থঃ । যস্মিন্বেব স্থলে তেজস্তিরোভূতং  
তস্মিন্নেব স্থলে তদেব তেজঃ পুনরাবিরাসীদিত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

তস্মিন্ তেজোমণ্ডলে কুমারীং কাকিঞ্চিলক্ষণাং দদর্শ তাং বর্ণয়তি তেজোমণ্ডলমধ্যে  
স্থিতি ॥ ৫২ ॥

পাশাঙ্কুশেষ্ঠাভয়মুজ্জ্বলচতুর্ভিবরহস্তাভিরমণীয়াঃ ভুবনেশ্বরীমূর্তিঃ দদর্শেতি সমু-  
দায়ার্থঃ ॥ ৫৩-৫৫ ॥

মহারাজ ! তদনন্তর দেবরাজ ইজ্ঞ এইরূপ চিন্তা করিয়া গর্ভ পরিত্যাগ করিল এবং (ঐহার  
ঈদৃশ মহৎ চরিত্র তাঁহারই শরণাগত হইল) ॥ ৪৮ ॥ এই সময় আকাশমার্গে এইরূপ আকাশ-  
বাণী হইল যে, ইজ্ঞ ! তুমি মায়াবীজ জপ করিতে আরম্ভ কর তাহা হইলেই তোমার  
সকল দুঃখের অবসান হইবে ॥ ৪৯ ॥ তখন, ইজ্ঞ সেই নৈববাণী শ্রবণ করিয়া নিরাস্যাসে  
সমাহিতচিত্তে (লক্ষবর্ষপর্যন্ত) সেই মায়াবীজ জপ করিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥ অনন্তর, (চৈত্র  
মাসের নবমীতিথির) সুখ্যদেব নভোমধ্যগত হইলে পর সহসা সেই স্থানে পূর্ববৎ সেইরূপ  
তেজঃপুঞ্জের আবির্ভাব হইল ॥ ৫১ ॥ তখন ইজ্ঞ সেই তেজোরশ্মির মধ্যে একটী নবযৌবনা  
কুমারীমূর্তি দর্শন করিলেন । তাঁহার শরীরকান্তি নবোদিত কোটিলুখের জ্যার উজ্জ্বল ও  
প্রস্ফুট জপাপুষ্পের জ্যার রক্তবর্ণ ॥ ৫২ ॥ তাঁহার শিরোদেশে চক্রকলা বিরাজমান ।  
তিনি পীনস্তনী একত্ব তাঁহার অনবগল বকঃস্থ বস্ত্রমধ্যে থাকিলেও নিরতিশয় শোভা বিস্তার  
করিতেছিল । তিনি চারিটী হস্তে ধীরে পাশ অম্বুশ ও অন্তর্যামরণ করিয়া আছেন । তাঁহার  
শরীরকান্তি অতিশয় রমণীয় । তাঁহার সদৃশ সুলভী রমণী আর কুজাপি ও মৃৎগোচর হয় না ।

দধানাং রমণীয়াস্তীং কোমলাঙ্গলতাং শিবাম্ ।  
 ভক্তকল্পদ্রুমামৃতাং নানাভূষণভূষিতাম্ ॥ ৫৪ ॥  
 ত্রিনেত্রাং মল্লিকামালাকবরীজুটশোভিতাম্ ।  
 চতুর্দিক্ চতুর্বেদৈর্মূর্তিনস্তিরভিষ্টতাম্ ॥ ৫৫ ॥  
 দন্তচ্ছটাভিরভিতঃ পদ্মরাগীকৃতক্ষমাম্ ।  
 প্রসম্নস্তোরবদনাং কোটিকন্দর্পসুন্দরাম্ ॥ ৫৬ ॥  
 রক্তাস্বরপরীধানাং রক্তচন্দনচর্চিতাম্ ।  
 উন্মাদিধানাং পুরতো দেবীং হৈমবতীং শিবাম্ ॥ ৫৭ ॥  
 নির্ঝ্যাজকরণামূর্তিং সর্বকারণকারণাম্ ।  
 দদর্শ বাসবস্তত্র প্রেমগদগদিতাস্তরং ॥ ৫৮ ॥  
 প্রেমাশ্রুপূর্ণনয়নো রোমাঞ্চিততনুস্ততঃ ।  
 দণ্ডবৎ প্রণনামাথ পাদয়োর্জ্জগদীশিতুঃ ॥ ৫৯ ॥  
 তুষ্ঠাব বিবিধৈঃ স্তোত্রৈর্ভক্তিসম্মতকক্ষরঃ ।  
 উবাচ পরমপ্রীতঃ কিমিদং মক্ষমিত্যপি ॥ ৬০ ॥

পদ্মরাগীকৃতক্ষমাং দন্তচ্ছটাভির্দাড়িনীবীজসদৃশদন্তপংক্তির্নীধতিভিঃ পদ্মরাগমণিসম্নিত-  
 কৃতভূতলাম্ ॥ ৫৬ ॥

হৈমবতীং হেমকলিতাতরণবতীম্ । হিমবতো হৃহিতরং বেতি পার্শ্বতাত্তেদারিয়মুক্তিঃ ।  
 তথা চ শ্রুতিরথেন্দ্রমববদ্যবরেন্নেত্রজানীহি কিমেতদ্বক্ষমিতি । তথেন্তি তদভ্যাজবস্ত্রা-  
 ভিরোদধে । স তপ্পিন্নবাক্যশে ত্রিঘনাজগাম বহুশোভমানাসুমাং হৈমবতীং তাং হোবাচ  
 কিমেতদ্বক্ষমিতি ॥ ৫৭—৫৮ ॥

জগদীশিতুঃ শ্রীভুবনেশ্বর্য্যাঃ ॥ ৫৯ ॥

উবাচেতি । ইদং যক্ষং কিমস্তি ॥ ৬০ ॥

তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গে নানাবিধ ভূষণ সকল বিরাজ করিতেছিল । তাঁহার করণী-  
 দেশে মল্লিকাপুষ্পের মালা সুশোভিত । তিনি ত্রিনয়নী । মূর্তিমান্ বেদ সকল তাঁহার  
 চারিধারে থাকিয়া তাঁহার শ্রব করিতেছিল । তাঁহার দক্ষপংক্তির এতাদৃশ সৌন্দর্য যে  
 সমুদ্রস্থ ভূমিতে তাহার কিরণ পতিত হওয়াতে যেন সেই স্থানটী পদ্মরাগমণিহারা ভূষিত  
 বলিয়া বোধ হইতেছিল । তাহার মুখে সর্বদাই জ্বলন্ত হস্ত বিরাজমান । তাঁহার পরিধান  
 রক্তবস্ত্র ও সর্পাক চন্দনচর্চিত ছিল । তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হয় যেন তিনিই সর্বকারণের  
 কারণ ও সাক্ষ্য দেয়ায়ী । মহারাজ জনমেজয় ! ইহা সেই স্থানে সেই উমানারী পার্শ্বতী  
 মহেশ্বরী ভগবতীকে দর্শন করিয়া গোমাঞ্চিতকলেবর, প্রেমাশ্রুপূর্ণনেত্র ও ভক্তিস্রো-  
 পদগদগদ হইল এবং তৎক্ষণাৎ সেই সর্বেশ্বরীর পদযুগলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম  
 করিল ॥ ৫০—৫৯ ॥ অনন্তর, ইহা ভক্তিপূর্বক নানাবিধ শ্রব দ্বারা তাঁহার শ্রব করিল এবং

প্রাচুর্ভূতঞ্চ কস্মাত্তদ সর্বং হ্রশোভনে ! ।

ইতি তস্মৈ বচঃ শ্রদ্ধা প্রোবাচ করুণার্ণবা ॥ ৬১ ॥

রূপং মদীয়ং ব্রহ্মৈতৎ সর্বকারণকারণম্ ।

মায়াধিষ্ঠানভূতস্ত সর্বসাক্ষিনিরাময়ম্ ॥ ৬২ ॥

সর্বৈ বেদা যৎপদমামনস্তি

তপাংসি সর্বাণি চ যদ্বদস্তি ।

যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি

তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি ॥ ৬৩ ॥

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম তদেবাহুশ্চ হ্রীংময়ম্ ।

দ্বৈ বীজে মম মন্ত্রো স্তো মুখ্যেহেন হ্ররোত্তম ! ॥ ৬৪ ॥

কস্মাচ্চ কারণং প্রাচুর্ভূতং তৎ সর্বং বদেত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥

রূপং মদীয়মিতি ইদং যদ্যক্ষং তদানীযং মুখ্যং রূপং ইদমেব ব্রহ্ম সর্বকারণং ভবতীত্যর্থঃ । তদেব ব্রহ্মস্বরূপং বর্ণয়তি মায়াধিষ্ঠানিতি । মায়াবহুমায়াধিষ্ঠানমিত্যর্থঃ । তদ্বিশিষ্ট-মিতি ফলিতম্ ॥ ৬২ ॥

সর্ববেদপ্রতিপাদ্যং তস্তাহ সর্বৈ বেদা ইতি । যৎ পদং পদ্যাতে প্রাপ্যাতে জ্ঞানিতি-রিত্যিতি পদস্তদেতৎ পদং ব্রহ্ম সর্বৈ বেদা আমনস্তি প্রতিপাদয়ন্তি । তথা সর্বাণি তপাংসি চান্দ্রাভিরাচৌর্গৈরিদমেব প্রাপ্যমিতি বদন্তি । তথা যদিচ্ছন্তো ব্রাহ্মণা ব্রহ্মচর্য্যং গুরুকুল-বাসমষ্টবিধমৈখুনত্যাগঞ্চ চরন্ত্যচরন্তি । তদেতদ্বস্ত তে ভূতং সংগ্রহেণ নাম্ভা ব্রবীমি কথয়ামি । সর্বোপাসনা কর্মফলভূতমিদমেবেত্যর্থঃ ॥ ৬৩ ॥

কিং তস্মৈতি চেতুদাহ ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্মেতি । সর্ববেদে ওমিতি পদেন যদ্বদ-ঘোষাতে তদ ব্রহ্মেত্যর্থঃ । তদৈশ্বর্য্যং হ্রীংকারণমস্ত্রোপি বাচক ইত্যাহ তদেবাহুশ্চ হ্রীংময়মিতি । আহর্কেদাহ ইত্যর্থঃ । তথা চ শ্রুতিঃ ওমিতি ব্রহ্মেতি । তথা হ্রীং ব্রহ্মেতি চাথর্ক্যেণ । নম্বেকদৈশ্বর্য্যং বস্তুনো হৈ বীজে কিমিতি বাচকে জাতে তত্র কারণমাহ দ্বৈ বীজে ইতি ॥ ৬৪ ॥

পরম শ্রীত হইয়া সিজ্ঞাসা করিল; হৃন্দারি! আপনিই কি সেই পরম মহৎ তেজঃপুঞ্জ? যদি তাহাই হন তবে অল্পগ্রহ করিয়া আপনার প্রাচুর্ভাবের কারণ কি তাহা বলুন? রাজন! তখন সেই ভগবতী ঈশ্বরের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন ॥ ৬০—৬১ ॥

দেবরাজ! এই সূর্যমহৎ তেজঃপুঞ্জ আমারই রূপ। তুমি(ইহাকেই)মায়াধিষ্ঠানস্বরূপ সর্বসাক্ষি অবিনাশি সর্বকারণ-কারণ ব্রহ্ম বলিয়াই জানিবে ॥ ৬২ ॥ চতুর্বেদ ও উপনিষৎ সকল ইহাকেই নির্দেশ করিয়া থাকে; সমস্ত তপস্তাদি নিয়ম সকল ইহাকে প্রাপ্য বলি-য়াই উল্লেখ করে; ব্রাহ্মণ সকল ইহাকে লাভ করিবার জগ্ধই কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকে; দেবরাজ! আমি তোমার নিকট এই সেই(তেজোরূপ ব্রহ্মের কথা) উল্লেখ করিলাম ॥ ৬৩ ॥ বেদে (ওঁকার এবং হ্রীংকার) দ্বারাই সেই অদ্বিতীয় অবিনাশি ব্রহ্মকেই উল্লেখ করিয়া থাকে। হ্ররোত্তম! ঐ উভয় বীজকেই আমার মুখ্যমন্ত্র বলিয়া

ভাগদ্বয়বতী যস্মাৎ সৃজামি সকলং জগৎ ।

তত্রৈকভাগঃ সংপ্রোক্তঃ সচ্চিদানন্দনামকঃ ॥ ৬৫ ॥

মায়াপ্রকৃতিসংজ্ঞস্ত্ব দ্বিতীয়ো ভাগ ইরিতঃ ।

স। চ মায়া পরাশক্তিঃ শক্তিমত্যাহমীশ্বরী ॥ ৬৬ ॥

চন্দ্রস্ত চন্দ্রিকেবেয়ং মমাভিন্নত্বমাংগতা ।

নাম্যাবস্থাজ্ঞিকা চৈবা মায়া মম সুরোত্তম ! ॥ ৬৭ ॥

প্রলয়ে সর্বজগতো মদভিন্নৈব তিষ্ঠতি ।

প্রাণিকর্মপরীপাকবশতঃ পুনরেব হি ॥ ৬৮ ॥

ভাগদ্বয়বতীতি । যতোহহং মায়াভাগবৃদ্ধভাগরূপভাগদ্বয়বতী মায়াশব্দবৃদ্ধরূপিনী সর্বং জগৎ সৃজামি তস্মাৎ কারণায়ম ভাগদ্বয়দ্ব্যবসায় বাচকর্মিত্যর্থঃ । কো তৌ ভাগৌ তত্রাহ তত্রৈকভাগ ইতি ॥ ৬৫ ॥

নমু তর্হি বৃদ্ধভাগস্ত বাচকঃ প্রণবো মায়াভাগস্ত বাচকঃ মায়াবীজমিতি পর্যাবসন্নং তথা চ প্রণবোপাসনায়মুপাত্তে বৃদ্ধগি শক্তেভাগোহনন্তর্ভূতস্তথা মায়াবীজোপাসনায়ঃ বৃদ্ধভাগোহনন্তর্ভূত ইতি প্রাপ্তমিতি চেত্তত্রাহ সা চ মায়েতি ॥ ৬৬ ॥

মমাভিন্নত্বমাংগতেনি । নহি শক্তিঃ শক্তিমতঃ পৃথগুপলভাতে বহ্যাদিশক্তিষু বহ্যাদেঃ শক্তেঃ পৃথগুপলভ্যতাং । কিন্তু মম শক্তিমতো মায়াশক্তির্মদভিন্নৈব তিষ্ঠতি । তথা চান্নিশক্তৌ হোমেহর্ঘ্যৌ হোমোহর্ঘ্যসিদ্ধৌ যথা বামৌ হোমেহর্ঘ্যশক্ত্যাং হোমোহর্ঘ্যসিদ্ধস্তথা বৃদ্ধভাগবাচকস্ত প্রণবস্ত শক্তিবিশিষ্টবৃদ্ধবাচকস্ত মায়াশক্তিভাগবাচকস্ত মায়াবীজস্ত মায়াবিশিষ্টবৃদ্ধবাচকস্ত বীজদ্বয়তাপি বিশিষ্টবাচকত্বমতএব হ্রীং ব্রহ্মেতি সামান্যিকরণ্যং ঋত্বাক্তং সংগচ্ছতে ইতি ভাবঃ ॥ ৬৭ ॥

নমু প্রলয়ে মায়ায়াং কথং বদভিন্না মেতি চেত্তত্রাহ প্রলয় ইতি । প্রলয়ে মায়ানাশে উত্তরসর্গস্থপপত্তিপ্রসঙ্গাভ্যাসনাশঃ প্রলয়ে নাস্তি কিন্তু প্রলয়ে মদভিন্নৈব সা তিষ্ঠতীত্যর্থঃ । নমু তর্হি প্রলয়েহপি মায়াসত্ত্বৈ নিরন্তরং কাবণসম্বাং কার্যং জগৎসর্জনাদিরূপং নিরন্তরমেব স্রাদিতি চেত্তত্রাহ প্রাণিকর্ম্মেতি । ন কেবলং মায়াসংসারং কর্ম্মাদিকং বিহায় জগৎ করোতি কিন্তু তদপেক্ষ্যৈব কবোতি তথা চ প্রলয়ে সর্বকর্ম্মণাং পবিপকান্নাং ফলস্ত দন্ত-  
 স্বেনাপরিপকান্নাঞ্চ কর্ম্মণাং ফলদানসমযাভাবেন পরিপককর্ম্মপসুত্যাগাভাবাৎ প্রলয়ো ভবতি । তদনন্তরমবশিষ্টপ্রাণিকর্ম্মণাং পরিপাকে সতি ঐদম ব্যাক্রুপা মায়া পরিপককর্ম্মপ-  
 সহায়দহিতাব্যক্তীভাবমুপৈতীতি ন কারণসত্ত্বৈপি কার্যাত জগৎসর্জনরূপস্ত নিরন্তরমুৎ-  
 পত্তিরিতি ভাবঃ ॥ ৬৮ ॥

জানিবে ॥ ৬৭ ॥ আমি এই বিশ্বকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছি নির্মাণ করিয়া থাকি একজ  
 „আমাব বীজমস্ত ও উভয়বিধ জানিবে । উহার মধ্যে ও'কাররূপ বীজটী সচ্চিদানন্দনামে  
 এবং হ্রীংকার বীজটী মায়া প্রকৃতি নামে কথিত হইয়া থাকে । অতএব সেই মায়াকেই  
 আমার (পরাশক্তি) বলিয়া এবং আমাকেই (সর্বশক্তিমতী) ঈশ্বরী বলিয়া জানিবে ॥ ৬৫-৬৬ ॥  
 যেসকল চন্দ্রিকা চন্দ্র হইতে অভিন্ন সেইরূপ এই (সাম্যাবস্থাস্বরূপিনী মায়াশক্তি) ও মায়া হইতে  
 অভিন্ন । কলতঃ শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন পদার্থ ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত ॥ ৬৭ ॥ প্রলয়কালে

রূপং তদেবমব্যক্তং ব্যক্তিভাবমুপৈতি চ ।

অন্তমুখা তু যাবস্থা সা মায়েত্যভিধীয়তে ॥ ৬৯ ॥

বহিমুখা তু যা মায়া তমঃশব্দেন সৌচ্যতে ।

বহিমুখাত্তমোরূপাঙ্জায়তে সন্তসন্তবঃ ॥ ৭০ ॥

রজোগুণস্তদৈব স্তাৎ সর্গাদৌ স্তরসন্তম ! ।

গুণত্রয়াশ্রয়কাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরঃ ॥ ৭১ ॥

রজোগুণাধিকো ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ সত্ত্বাধিকো ভবৎ ৷

তমোগুণাধিকো রুদ্রঃ সর্বকারণরূপধৃক্ ॥ ৭২ ॥

নহু তর্হি মায়ায়াঃ প্রলয়েহপি বিদ্যমানশ্চে তম আদীভূতমস্যা গুঢ়মগ্রে ইতি শ্রুতৌ মায়ায়াঃ কথমুৎপত্তিরুক্তেতি চেত্তত্রাহ অন্তমুখা ভিত্তি । অরমর্থঃ । অন্তমুখায়া মায়ায়া অবস্থা গুণত্রয়সাম্যাবস্থারূপা সা নিত্যা ন তস্তাঃ উৎপত্তিঃ শ্রুতৌ ক্রয়তে কিন্তু তস্ত গুণত্রয়স্ত বৈধর্ম্যমুৎপদ্যতে তদেব তম আদীদিত্যাদিনোৎপত্ত্যাশ্রয়েণাভিধীয়তে । তচ্চোৎপদ্যমানং তমোরূপং বহিমুখমারূপমুচ্যত ইতি ন মায়ায়া উৎপত্তিঃ শ্রুতা-বভিহিতা কিন্তু মায়াগুণানামেবোৎপত্তিরিতি ॥ ৬৯ ॥

তত্র প্রথমতঃ কো বা গুণ উৎপদ্যতে তত্রাহ বহিমুখাদিতি । প্রথমতোহব্যক্তাত্তমো-গুণ উৎপদ্যতে ততঃ সন্তগুণস্ততো রজোগুণ ইত্যর্থঃ ॥ ৭০ ॥

এতন্না গুণত্রয়বিশিষ্টচেতস্তস্ত নামাস্তরাণ্যাহ গুণত্রয়াশ্রয়কা ইতি । গুণত্রয়মধ্যে একৈক-গুণাভিমানিনো ব্রহ্মাদয় ইত্যর্থঃ ॥ ৭১ ॥

বিভাগেন তদেবাহ রজোগুণাধিক ইতি । যদ্যপি গুণত্রয়াশ্রয়কা এব ব্রহ্মাদয়ঃ সর্বং জগচ্চ তথাপি যন্ত যন্ত গুণন্ত যত্রাধিকাং তত্কল্লগুরুপত্বং তস্তোচ্যতে ইতি বোধনার্থমধিকপদম্ ।

সমস্ত জগতের লয় হইলে পর এই মায়া আমাতেই লীন হইয়া অভেদরূপে অবস্থান করে, আবার সৃষ্টির আদিতে (জীবগণের কর্মফলের পরিণাক বশতই) পুনর্বার অবিভূত হইয়া থাকে ॥ ৬৮ ॥ ফলতঃ এই মায়া যখন আমাতে অবস্থিতি করে, তখন তাহার অব্যক্তরূপ এবং যখন প্রকাশ ভাবে অবস্থান করে, তখন তাহার ব্যক্তরূপ বলিয়া নির্দেশ হইয়া থাকে । সাম্যাবস্থায়িক ব্রহ্মরূপিনী মায়ায় উৎপত্তি নাই ইহা সূত্র ; কিন্তু, সৃষ্টির সময় তাহার (গুণময়ী মূর্ত্তি) উৎপত্তি হেতু, তমঃ প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়া থাকে । ইহা । এজন্তই তাহার (অন্তমুখা অবস্থাকে) মায়া আর (বহিমুখা অবস্থাকে) তমোগুণ প্রভৃতি বলা হইয়া থাকে ; অর্থাৎ প্রথমতঃ সেই অব্যক্ত অবস্থা হইতে তমোগুণের উৎপত্তি হইয়া থাকে ; তদ-নস্তর তাহা হইতে সন্তগুণ এবং তদনস্তর তাহা হইতে রজোগুণের উৎপত্তি হইয়া থাকে । দেবরাজ ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকেই এই (ত্রিবিধ গুণাশ্রয়ক) বলিয়া অবগত হইবে ॥ ৬৯-৭১ ॥ ইহাদের মধ্যে ব্রহ্মকে (রজোগুণাধিক) বিষ্ণুকে (সন্তগুণপ্রধান ও সর্বকারণ-কারণ মুহে-শ্বরকে) তমোগুণের আধার বলিয়া জানিবে ॥ ৭২ ॥ দেবরাজ ! ব্রহ্মাকেই হুগ্গ দেহ,

স্কুলদেহো ভবেদব্রহ্মা লিঙ্গদেহো হরিঃ স্মৃতঃ ।  
 রুদ্রস্ত কারণো দেহস্তরীয়া জহমেব হি ॥ ৭৩ ॥  
 সাম্যাবস্থা তু যা প্রোক্তা সৰ্বাস্তর্গামিক্রুপিণী ।  
 অত উৰ্দ্ধং পরং ব্রহ্ম মজ্জগ্নং রূপবজ্জিতম্ ॥ ৭৪ ॥  
 নিগুণং সগুণং চেতি দ্বিধা মজ্জপমুচ্যতে ।  
 নিগুণং মায়য়া হীনং সগুণং মায়য়া যুতম্ ॥ ৭৫ ॥  
 সাহং সৰ্বং জগৎ সৃষ্টা তদন্তঃ সংপ্রবিষ্টা চ ।  
 প্রেরয়াম্যানিশং জীবং যথাকশ্ম যথাক্রমতম্ ॥ ৭৬ ॥  
 সৃষ্টিস্থিতিতিরোধানে প্রেরয়াম্যহমেব হি ।  
 ব্রহ্মাণঞ্চ তথা বিষ্ণুং রুদ্রং বৈ কারণাত্মকম্ ॥ ৭৭ ॥

সৰ্বকারণরূপধুগিতি তমোঙগাদেব রজঃসম্বন্ধগোস্তবশ্যোক্তস্বাত্মমোঙগোপাদিকরুদ্রস্ত  
 সৰ্বকারণরূপত্বমুক্তং যুক্তমেব ॥ ৭২—৭৩ ॥

তব তুরীয়রূপায়াঃ কো বা উপাধিস্তদ্বাহ সাম্যাবস্থেতি । যা গুণত্রয়সাম্যাবস্থাস্তমুখা  
 মায়। সা মে তুরীয়রূপশ্রোপাধিরিত্যর্থঃ । নহু তর্হি তুরীয়স্ত মায়াবিশিষ্টেহস্তর্ভাবে নিগুণং  
 ব্রহ্ম কিং ভবিষ্যতীতি চেৎ তুরীয়াতীতঃ ভবিষ্যতীতাহ অত উক্কমিতি । মায়ারহিতঃ  
 তুরীয়াতীতঃ যতদেব নিগুণং ব্রহ্ম ভবিষ্যতীত্যর্থঃ । ইদমবস্থাপঞ্চকং তাপনীয়শ্রুতৌ প্রসি-  
 দ্ধম্ ॥ ৭৪ ॥

নিগুণসগুণভেদেন তদেব স্বরূপং বিশদয়তি নিগুণমিতি ॥ ৭৫ ॥

অন্তর্গামিরূপাহমেবেত্যাহ সাহং সৰ্বমিতি । তথা চ শ্রুতিঃ । তৎ সৃষ্টা তদেবামু-  
 প্রাবিশদিতি । যথা যন্ত কশ্ম তথা তং প্রেরয়ামিত্যর্থঃ ॥ ৭৬ ॥

তিরোধানে সংহারে কারণাত্মকং কারণদেহাভিমানিনিমিত্যর্থঃ । তথা চ মদাজ্জয়া তে  
 ব্রহ্মাদয়ঃ সৃষ্টিং কুর্স্বন্তীতি মুখ্যতেন সৃষ্টিস্থিতিসংহারকত্রী অহমেবাস্মীতি ভাবঃ ॥ ৭৭ ॥

বিষ্ণুকে লিঙ্গ দেহ, রুদ্রকে কারণদেহ এবং আমাকে তুরীয়া বলিয়া জানিবে ॥ ৭৩ ॥ আমি  
 তুরীয়া বলিগাই সৰ্বাস্তর্গামিক্রুপিণী ও সাম্যাবস্থাত্মিকা বলিয়া কথিত হইয়া থাকি ; অর্থাৎ  
 ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও গণেশ্বর এক একটি (গুণের আশ্রয় হেতু) তত্ত্বগুণাবলী বলিয়া কথিত হন,  
 আর আমাতে সেই ত্রিবিধগুণই সাম্যাবস্থায় অবস্থান করে বলিয়া আমি সাম্যাবস্থাত্মিকা  
 বলিয়া কথিত হইয়া থাকি । দেবরাজ ! ইহার উপরেই আমার আর একটি অবস্থা  
 আছে তুমি তাহাকেই (রূপবিহীন ব্রহ্ম) বলিয়া অবগত হইবে ॥ ৭৪ ॥ বস্তুতঃ সগুণ ও  
 নিগুণ ভেদে আমার দুইটি রূপ । যাহা মগ্নতীত তাহাই নিগুণ আর যেটা মায়ার অন্ত-  
 র্গত তাহাই সগুণ বলিয়া কীৰ্ত্তিত হয় ॥ ৭৫ ॥ ইহু ! আমিই এই সমস্ত বিশ্বসংসারের  
 সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে সৰ্বাস্তর্গামিক্রুপে প্রবিষ্ট হইয়া থাকি এবং সমস্ত জীবগণকে নির-  
 ন্তর যথাক্রমভাবের প্রেরণ করি ॥ ৭৬ ॥ অধিক কি, আমিই ব্রহ্মা বিষ্ণু ও কারণা-  
 ভিমানী রুদ্রকে এই বিশ্বসংসারের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারকার্যে নিযুক্ত করিয়া থাকি ।

মন্তুয়ান্নাতি পবনো ভীত্যা সূর্য্যশ্চ গচ্ছতি ।  
 ইন্দ্রাণিমৃত্যুবন্তুয়ং সাহং সর্বোত্তমা স্মৃতা ॥ ৭৮ ॥  
 মৎপ্রসাদান্তবন্তিস্তু জয়ো লকোহস্তি সর্বথা ।  
 যুয়ানহং নর্তয়ামি কাষ্ঠপ্তলিকোপমান্ ॥ ৭৯ ॥  
 কদাচিদ্বেববিজয়ং দৈত্যানাং বিজয়ং কচিৎ ।  
 স্বতন্ত্রা শ্বেচ্ছয়া সর্বং কুর্বে কৰ্ম্মানুরোধতঃ ॥ ৮০ ॥  
 তাং মাং সর্বাঙ্গিকাং যুয়ং বিস্মৃত্য নিজগর্বতঃ ।  
 অহঙ্কারাবৃতান্নানো মোহমাণ্ডা দুঃস্বপ্নকম্ ॥ ৮১ ॥  
 অনুগ্রহং ততঃ কৰ্ত্তুং যুয়দ্দেহাদনুভবম্ ।  
 নিঃসৃতং সহসা তেজো মদীয়ং যক্ষমিত্যপি ॥ ৮২ ॥  
 অতঃপরং সর্বভাবৈর্হিত্বা গর্বন্তু দেহজম্ ।  
 মামেব শরণং যাত সচ্চিদানন্দরূপিণীম্ ॥ ৮৩ ॥

ন কেবলং ব্রহ্মাদয় এব মদধীনাঃ কিং তর্হি সর্বে দেবা ইতাহ মন্তুয়াদিতি । ইন্দ্রাণি-  
 মৃত্যুবন্তুয়াদেব ব্যবহারঃ কুর্কস্তুীতি শেষঃ । তথা চ শ্রুতিঃ । ভীষ্মাশ্বাত্তঃ পবতে ।  
 ভীষোদেতি সূর্য্যঃ । ভীষ্মাদয়িশ্চেন্দ্রশ্চ । মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম ইতি ॥ ৭৮ ॥

এতাবৎপর্য্যন্তঃ কিমিদং যক্ষমিত্যপীতি দেবেজপ্রশ্নস্তোত্ররং দত্তম্ । ততঃপরং প্রোচ্-  
 ভূতঞ্চ কস্মাদিতি দ্বিতীয়প্রশ্নস্তোত্ররমাহ মৎপ্রসাদাদিতি ॥ ৭৯—৮৩ ॥

ফলতঃ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর আমার আজ্ঞাতেই স্ব স্ব কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন ॥ ৭৭ ॥  
 ইচ্ছা ! আমারই আজ্ঞামুসারে পরমদেব বহনাবহন করিতেছে, সূর্য্যদেব উদিত হইয়া থাকে  
 এবং অগ্নি ও যম প্রভৃতি অস্ত্রাণ্ড দেবগণ ও ভূমি স্ব স্ব কার্যে নিরত থাকিতেছে । দেবরাজ !  
 অধিক আর কি বলিব এই সমস্ত কারণবশতই আমাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে ॥ ৭৮ ॥  
 দেখ ! আমার অমুগ্রহেই তোমারা এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছ । আমিই তোমাদিগকে  
 কাষ্ঠপুতলিকার স্থায় নাটাইতেছি ॥ ৭৯ ॥ আমি, কখন বা তোমাদের জয় এবং কখন বা  
 দৈত্যগণের জয় করাইয়া থাকি । ফলতঃ আমার যখন যাগ ইচ্ছা হইয়া থাকে, তখন  
 (স্বতন্ত্রা থাকিয়াই) তাহাই করিয়া থাকি ॥ ৮০ ॥ এক্ষণে, তোমরা সেই সর্বময় সর্বশ্রেষ্ঠ  
 আমাধে বিশ্বত হইয়া নিজ নিজ গর্ব্বদেহে দুঃস্বপ্ন মোহে পতিত হইয়াছ ॥ ৮১ ॥ আমি  
 তোমাদের সেই গর্ব্ব জানিতে পারিয়াই তোমাদিগকে অমুগ্রহ করিবার জ্ঞানই তোমাদের  
 প্রত্যেকের শরীর হইতে নির্গত হইয়া এই অমৃতম সর্বপুণ্ড্র তেজঃস্বরূপে আবির্ভূত  
 হইয়াছি ॥ ৮২ ॥ এক্ষণে, তোমরা অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া সর্বাঙ্গঃকরণে সচ্চিদানন্দ-  
 স্বরূপিণী আমার শরণাগত হও ইহাই আমার একান্ত ইচ্ছা ॥ ৮৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যান্তা চ মহাদেবী মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী ।

অন্তর্ধানং গত্যা সদ্যো ভক্ত্যা দেবৈরভিষ্কৃতা ॥ ৮৪ ॥

ততঃ সর্বে স্বগর্বস্তু বিহায় পদপঙ্কজম্ ।

সম্যগারাম্যামাস্তুর্ভগবত্যাঃ পরাংপরম্ ॥ ৮৫ ॥

ত্রিসম্ব্যং সর্বদা সর্বে গায়ত্রীজপতংপরাঃ ।

যজ্ঞভাগাদিভিঃ সর্বে দেবীং নিত্যং সিসেবিরে ॥ ৮৬ ॥

এবং সত্যযুগে সর্বে গায়ত্রীজপতংপরাঃ ।

তারহল্লেক্ষ্যোশচাপি জপে নিষাতিমানসাপা ৮৭ ॥

ন বিষ্ণুপাসনা নিত্যা বেদেনোক্তা তু কুত্রচিৎ ।

ন বিষ্ণুদীক্ষা নিত্যাস্তি শিবস্তাপি তথৈব চ ॥ ৮৮ ॥

ততঃ সর্বে ইতি । তদ্দিনাদারভাতি শেষঃ ॥ ৮৫ ॥

গায়ত্রীজপতংপরাঃ পূর্বমপি সর্বে গায়ত্রীজপবন্ত এব স্থিতান্তদিনাদারভ্য তু গায়ত্রী-  
জপনিষাতা জাতা ইত্যর্থঃ ॥ ৮৬ ॥

এবং সত্যযুগে সর্বে দ্বিজদেবাদয়ো গায়ত্রীপ্রণবল্লেক্ষ্যামস্ত্রাণামেব মূলপ্রকৃতিবাচকা-  
নামুপাসকাঃ স্থিতা ইত্যর্থঃ ॥ ৮৭ ॥

যতো মূলপ্রকৃতিঃ সর্বেশ্বরী সর্বোত্তমাস্তি তস্মাদেব কারণান্তত্বা এব গায়ত্রীকপায়  
দীক্ষাপাসনা চ নিত্যত্বেন সর্ববেদৈঃ প্রতীপাদিতা ন শিববিষ্ণুাদিদেবানামিত্যাহ ন  
বিষ্ণুপাসনেতি । অহরহঃ সঙ্কামুপাসীতেতি গায়ত্রীপাসনবিধিষু কুত্রাপি বিষ্ণুদি-  
দেবতাপাসনবিধিনির্নিত্যত্বেন দ্বিজানাং শ্রুতে । তস্মাদ্ বিষ্ণুাদিদেবতানামুপাসনা দীক্ষা  
চ নিত্যা । যদি চ সা নিত্যা স্তাভদ্রা সর্বে শৈবা বৈষ্ণবা বা ভবেয়ুঃ । ন চ তথা দৃশ্যন্তে ।  
কেচিৎ বৈষ্ণবাঃ কেচিৎশৈবাঃ কেচিদ্ভগবত্যাঃ । তস্মাদ্ভগুপাসনাভ্যাদয়িকী কান্যেবেতি  
ভাবঃ ॥ ৮৮ ॥

ব্যাস কহিলেন ; রাজন্ জনমেজয় ! সেই মূলপ্রকৃতি মহাদেবী জগদীশ্বরী ইহাকে এই  
সমস্ত কথা বলিয়াই সেই স্থান হইতে অন্তরিতা হইলেন ; এদিকে দেবগণও তৎকালে তাঁহাকে  
অতিশয় ভক্তি সহকারে স্তব করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৮৪ ॥ অনন্তর, দেবগণ সেই দিন হইতে  
অহঙ্কার পরিত্যাগ পূর্বক সম্যকরূপে জগজ্জননীর চরণকমলের আরাধনায় প্রবৃত্ত  
হইল ॥ ৮৫ ॥ তাহার প্রত্যহ ত্রিসম্ব্যাকালে গায়ত্রীদেবীর আরাধনায় প্রবৃত্ত থাকিয়া নানা-  
বিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করত নিত্যই ভগবতীর আরাধনা করিতে লাগিল ॥ ৮৬ ॥ মহারাজ !  
এইরূপে সত্যযুগে সকলেই গায়ত্রীজপ-তংপর থাকিয়া প্রণব ও হ্রীংকার যজ্ঞ দ্বারা  
ভগবতীর আরাধনায় রত ছিল ৮৭ ॥ অতএব, কি বিষ্ণুর উপাসনা বা শিবের উপাসনা অথবা  
কি বিষ্ণুদীক্ষা কি শিবদীক্ষা, বেদে কুত্রাপি কাহারও নিত্যত্বের বিষয় উল্লেখ হয় নাই । বস্তুতঃ



গায়ত্র্যুপাসনা নিত্যা সর্ববেদৈঃ সমীরিতা ।

যয়া বিনা হৃদঃপাতো ব্রাহ্মণশাস্তি সর্বথা ॥ ৮৯ ॥

তাবতা কৃতকৃত্যং নান্যপেক্ষা দ্বিজস্য হি ।

গায়ত্রীমাত্রনিষ্কাতো দ্বিজো মোক্ষমবাশ্রয়াৎ ।

কুর্যাদম্ম বা কুর্যাদিতি প্রাহ মনুঃ স্বয়ম্ ॥ ৯০ ॥

বিহায় তাস্ত গায়ত্রীং বিষ্ণুপাস্তিপরায়ণঃ ।

শিবোপাস্তিরতো বিপ্রো নরকং যাতি সর্বথা ॥ ৯১ ॥

নিত্যোপাসনা তর্হি কাস্তীতাত্ৰাহ গায়ত্র্যুপাসনেতি । দ্বিজো যদি গায়ত্রীদীক্ষিতো ন স্ত্রাত্তদাধ এব পতেন্ ন তথা । বিষ্ণুগণেশদীক্ষাভাবহঃপাতো দ্বিজস্ত কুত্ৰাপ্যুক্তস্তথাহে সন্নে শৈবা বৈষ্ণবা গাণপত্যা বা বভূবর্ন চ কেচিচ্ছৈবাঃ কেচিৎশৈব্যাঃ কেচিদগাণপত্যা ইতি । গায়ত্রীদীক্ষাবস্ত্ব সর্বে দ্বিজা দৃশ্যন্তে । তস্মাদ্গায়ত্রীদীক্ষাব নিত্যোতি ভাবঃ ॥ ৮৯ ॥

নম্রভ্যুদয়ার্থমপি দ্বিজস্ত শৈববৈষ্ণবাদিদীক্ষাপেক্ষিতেতি চেত্তত্রাহ তাবতা কৃত-  
কৃত্যম্মিতি । গায়ত্র্যুপাসনায়াং যদি কশ্চিদভ্যুদয়ার্থে ন্যূনঃ স্ত্রাত্তদা তৎপ্রাপ্ত্যর্থমন্ত-  
দেবতোপাস্তির্দ্বিজস্তাপেক্ষিতা ন তু তথাশ্চি । তাবতা কেবলগায়ত্রীমন্ত্রেণৈব কৃতকৃত্যং  
দ্বিজস্ত স্ত্রতিব্রুবাতি তস্মাদ্দ্বিজস্তভ্যুদয়ার্থমপি নাস্তদেবতোপাস্তিরপেক্ষিতেতি ভাবঃ । তথা  
চ স্ত্রতিব্রুহদারগাকে । অষ্টাক্ষরং বা একং গায়ত্র্যেপদং এতত্ত্রাহস্তা এতৎস যাবদেতেষু  
লোকেষু তাবচ্ছয়তি যোস্তা এতদেবং পদং বেদেতি । এতৎস যাবতীয়ম্বয়ী বিদ্যা তাবচ্ছ-  
য়তি যোস্তা এতদেবং পদং বেদ এতৎস যাবদিদং প্রাণি তাবচ্ছয়তি যোস্তা এতদেবং  
পদং বেদেতি তথা সাহেবা গয়াংস্তত্রপ্রাণা বৈ গয়াস্তং প্রাণাংস্তত্রৈতদ্যদগয়াংস্তত্রৈতদ্মা-  
দগায়ত্রী নামেতি । তথা গোপগব্রাহ্মণে যো হ বা এবং বিৎ স ব্রহ্মবিৎ পুণ্যাক্ষ কাস্তিঃ লভতে  
স্বরভীঃ চ গন্ধান্ সোহপহতপাপানং তাং শ্রিয়মশ্নতে য এবং বেদ যশ্চৈবং বিবাহনৈবমেতাং  
বেদানাং মাতরং সাবিত্রীং সম্পদমুপনিষদং মুপান্তে ইত্যাদি সর্ববেদেষু স্ত্রতিয়া জ্ঞেয়ঃ ।  
নম্র তর্হি বেদেষু কিমিত্যদেবতোপাস্তিরুক্তেতি চেদিচ্ছায়া বৈচিত্র্যাৎ স্বভাবত ইতরদেবতা-  
ভক্তানামিচ্ছাবিবাভাভাব্যেতি বমঃ । মনুরপি গায়ত্রীমন্ত্রেণৈব দ্বিজস্ত কৃতকৃত্যমাহেতাং  
কুর্যাদম্ম বেতি । তথা চ মনুঃ কুর্যাদম্ম বা কুর্যাদিতি ব্রাহ্মণ উচ্যতে ইতি । মহা-  
ভারতেহপি শাস্তিপর্কণি জপ্যমাহায়ে গায়ত্রীমন্ত্রেণৈব প্রাশস্ত্যমুক্তম্ ॥ ৯০ ॥

কিঞ্চ গায়ত্রীমন্ত্রমগৃহীত্বা দ্বিজো বিষ্ণুাদিদেবতোপাস্তিপরায়াণো নরকমেব সর্বথা যাতি  
বিষ্ণুাদিদেবতামন্ত্রমগৃহীত্বা কেবলগায়ত্রীমন্ত্রপরায়াণো মোক্ষং যাতি তস্মাৎ পরাশঙ্কে-  
গায়ত্র্যা এবোপাস্তিনিত্যা সর্বোত্তমা চেত্যাং বিহায় তাস্ত গায়ত্রীমিতি ॥ ৯১ ॥

একমাত্র গায়ত্রীর উপাসনাকেই সকল বেদে(নিত্যা) বলিয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে । রাজন্ !  
এই গায়ত্রীর উপাসনায় বিরত হইলে ব্রাহ্মণকে নিশ্চয়ই মধ্যপতিত হইতে হয়, তাহাতে  
আর সন্দেহ নাই ॥ ৮৮—৮৯ ॥ ব্রাহ্মণগণ অল্প কোনও বিষয়ের অপেক্ষা না করিয়া এক-  
মাত্র গায়ত্রীর উপাসনা দ্বারাই কৃতকার্য হইতে পারে । অধিক কি, দ্বিজগণ অল্প কোনও  
কার্য কলক বা না কলক কেবলমাত্র এই গায়ত্রীজপে নিরত থাকিলেই মুক্ত হইতে  
পারিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই, (ইহা ভগবান্ মনুও বলিয়াছেন) ॥ ৯০ ॥ যদি কোনও  
শৈব বা বৈষ্ণব প্রভৃতি অল্প দেবোপাসকেরা গায়ত্রীজপ পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র

তস্মাদাদ্য যুগে রাজন্ ! গায়ত্রীজপতৎপরাঃ ।

দেবীপাদাম্বুজরতা আসন্ সৰ্বে দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৯২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে  
পরশাক্ষেয়াবির্ভাববর্ণনং নাম অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

উপসংহরতি তস্মাদিতি । অতএব হেতোঃ সত্যযুগে সৰ্বে পরশক্তিগায়ত্রীপাদাম্বুজ-  
রতা দেবীভক্তা আসন্নিতার্থঃ । প্রথমতো দ্বিজাতীনাং বেদেনোপদিষ্টগায়ত্র্যুপাসনয়া সৰ্ব-  
লেষ্টপঙ্কবেহুদেবতোপাসনয়াং প্রয়োজনাব্যাবঃ এবতি ভাবঃ ॥ ৯২ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে দ্বাদশস্কন্ধে অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

তৎতদিষ্টদেবতার উপাসনার প্রবৃত্ত হয়, তবে তাহাজের নিশ্চয়ই নরকবন্দনা হইয়া  
থাকে ॥ ৯১ ॥ মহারাজ ! এই জগুই সত্যযুগে সমস্ত দ্বিজগণ গায়ত্রীজপনিরত থাকিয়াই  
দেবী ভগবতীর চরণসেবায় রত থাকিতেন ॥ ৯২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-

ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধে (পরমা শক্তির) আবির্ভাব বর্ণন নামক

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## নবমোহ্ম্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

কদাচিদথ কালে তু দশপঞ্চসমা বিভো ! ।  
 প্রাণিনাং কৰ্মবশতো ন ববৰ্ষ শতক্রতুঃ ॥ ১ ॥  
 অনাবৃষ্টিয়াতিদুৰ্ভিক্ষমভবৎ ক্ষয়কারকম্ ।  
 গৃহে গৃহে শবানাস্ত সংখ্যাং কৰ্ত্তুং ন শক্যতে ॥ ২ ॥  
 কেচিদস্থান্ বরাহান্ বা ভক্ষয়ন্তি ক্ষুধাদ্বিতাঃ ।  
 শবানি চ মনুষ্যাণাং ভক্ষয়ন্ত্যপরে জনাঃ ॥ ৩ ॥  
 বালকং বালজননী স্ত্রিয়ং পুরুষ এব চ ।  
 ভক্ষিতুং চলিতাঃ সৰ্ব্বে ক্ষুধয়া পীড়িতা নরাঃ ॥ ৪ ॥  
 ব্রাহ্মণা বহবস্তত্র বিচারং চক্ৰুরন্তমম্ ।  
 তপোধনো গোতমোহস্তি স নঃ খেদং হরিয়তি ।  
 সৰ্বৈশ্চিলিত্বা গন্তব্যং গোতমস্তাশ্রমেহধুনা ॥ ৫ ॥

শতশোকৈবীক্ষণানাং শাপাদৌতমসন্তব্যাং ।

অগ্নদেবোপাসনাহ শ্রদ্ধা জাতেতি চোচাতে ॥

ইৎং সত্যযুগে পরাশক্তিভক্তিং পরাশক্তিমহিমা প্রকাশনপূৰ্ব্বকম্পাদানন্তরমগ্নদেবো-  
 পাসনাশ্রদ্ধায়াং নিমিত্তং রাজ্ঞা পৃষ্টং কথয়িতুং পূৰ্ব্ববৃত্তমাহ ব্যাস উবাচ কদাচিদথেতি ।  
 দশপঞ্চ সমাঃ পঞ্চদশবর্ষাণি । শতক্রতুরন্তঃ ॥ ১—৭ ॥

ব্যাস কহিলেন ; মহারাজ জনমেজয় ! কোনও সময়ে শতক্রতু ইন্দ্র প্রাণিগণের (দেব-  
 ছর্জিপাক) বশতঃ পঞ্চদশ বর্ষপর্যন্ত পৃথিবীতে বৃষ্টিবর্ষণ করেন নাই ॥ ১ ॥ তৎকালে  
 দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় যে, তাহাতে সমস্ত জীবগণই বিনষ্টপ্রায় হইয়াছিল । তৎকালে  
 মহুয়াগৃহে এত অধিক মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, কেহ গণনা করিয়া তাহার শেষ  
 করিতে পারে নাই ॥ ২ ॥ তৎকালে লোক সকল ক্ষুধাতে প্রপীড়িত হইয়া কেহ বা অস্থ  
 কেহ বা বরাহ কেহ বা মৃত দেহ ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল ॥ ৩ ॥  
 অধিক কি, তৎকালে লোক সকল অদ্বাভাবে এক্রপ ক্ষুধাক্রান্ত হইয়াছিল যে জননী  
 নিজের শিশুকে ও পুরুষ নিজ পত্নীকে পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিতেও কুদ্বিত হয় নাই ॥ ৪ ॥  
 মহারাজ ! তৎকালে ব্রাহ্মণগণ এই দুঃস্বপ্ন দুর্ভিক্ষ দর্শন করিয়া সকলে একত্রে মিলিত হইয়া  
 পরামর্শ করত এই স্থির করিলেন যে, তপস্বিপ্রবর (গৌতম মুনি) শরণাপন্ন হইলে তিনি নিশ্চয়ই  
 ইহার প্রতিবিধান করিতে পারিবেন, অতএব চল আমরা শীঘ্র সেই গৌতম মুনির

গায়ত্রীজপসংস্কৃতগৌতমশ্রমেহধুনা ।

হুভিক্ষং শ্রম্যতে তত্র প্রাণিনো বহবো গতাঃ ॥ ৬ ॥

এবং বিহীশা ভূদেবাঃ সান্নিহোত্রাঃ কুটুম্বিনঃ ।

সগোধনাঃ সদাসাশ্চ গৌতমশ্রমং যযুঃ ॥ ৭ ॥

পূর্বদেশাৎ যযুঃ কেচিৎ কেচিদক্ষিণদেশতঃ ।

পাশ্চাত্যা উত্তরাহাশ্চ নানাদিগ্ভ্যঃ সমাযযুঃ ॥ ৮ ॥

দৃষ্টা সমাজং বিপ্রাণাং প্রণনাম স গৌতমঃ ।

আসনাত্যপচারৈশ্চ পূজয়ামাস বাডুবান্ ॥ ৯ ॥

চকার কুশলপ্রশ্নং ততশ্চাগমকারণম্ ।

তে সর্বের স্বস্ববৃত্তান্তং কথয়ামাস্তত্ত্বং শ্রম্যঃ ॥ ১০ ॥

দৃষ্টা তান্ হুঃখিতান্ বিপ্রানভয়ং দত্তবান্ মুনিঃ ।

যুশ্বাকমেতৎ সদনং ভবদাদৌহিস্মি সর্ব্বথা ॥ ১১ ॥

কা চিস্তা ভবতাং বিপ্রা ময়ি দাসে বিরাজতি ।

ধন্যোহহমগ্নিস্তময়ে যুয়ং সর্ব্বের তপোধনঃ ॥ ১২ ॥

উত্তরাহা উত্তরশ্রাং ভবাঃ । উত্তরাদাহিক্রিতি হুঃখোহহং প্রত্যয়ঃ ॥ ৮—৯ ॥

আগমকারণমাগমনকারণম্ ॥ ১০—১৪ ॥

আশ্রমে বাইয়া উপস্থিত হইল ॥ ৫ ॥ তিনিতে পাই গায়ত্রীমন্ত্রের উপাসক সেই গৌতমের আশ্রমে হুভিক্ষ নাই এজন্ত নানাদিক্ হইতে বহুবিধ লোক সকল আসিয়া তাঁহার আশ্রমে অবস্থান করিতেছে ॥ ৬ ॥ ব্রাহ্মণগণ এইরূপ পরামর্শ স্থির করিয়া নিজ নিজ গোধন, দাস-দাসী ও কুটুম্ববর্গের সহিত মিলিত হইয়া গৌতমের আশ্রমে বাইয়া উপস্থিত হইল ॥ ৭ ॥ কেহ কেহ পূর্বদিক্ হইতে, কেহ দক্ষিণ দিক্ হইতে, কেহ কেহ পশ্চিম দিক্ হইতে এবং কেহ কেহ বা উত্তর দিক্ হইতে, ফলতঃ ক্রমে ক্রমে নানাদিক্ হইতে ব্রাহ্মণ সকল গৌতমের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৮ ॥ এদিকে, গোভূমুখি ব্রাহ্মণ সকলকে সমাগত দেখিয়া প্রণাম করিলেন এবং সদয় সন্তুষ্টপূর্ণক আসনাদি উপচার দ্বারা সংবর্দ্ধনা করিলেন ॥ ৯ ॥ পরে, সকলে সুস্থ হইয়া উপবেশন করিলে পর স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাদের আগমন বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন । তখন সমাগত ব্রাহ্মণগণ অতি বিশ্বস্তের সহিত হুভিক্ষের সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিয়া নিজ নিজ অবস্থা সকল বীর্ণন করত হুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥ গৌতমমুনি তাঁহাদিগকে অতিশয় হুঃখিত দেখিয়া অভয় প্রদানপূর্ব্বক রহিলেন ; আপনাদের ভায় মহামান্য তপোধনগণ স্বধন আমার আশ্রমে সমাগত হইয়াছেন, তখন আমি ধন্য ও কৃতার্থ হইলাম । আপনারা আমাকে

যেষাং দর্শনমাত্রেণ চক্ষুতঃ স্তব্ধতায়তে ।

তে সর্বৈ পাদরক্তসা পাবয়ন্তি গৃহং যম ॥ ১৩ ॥

কো মদন্তো ভবেদ্ধন্তো ভবতাং সমনুগ্রহাৎ ।

স্বৈয়ং সর্বৈঃ স্তুতেনৈব সঙ্কাজপপরায়ণৈঃ ॥ ১৪ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি সর্বান্ সমাশ্বাস্ত গৌতমো মুনিরাট ততঃ ।

গায়ত্রীং প্রার্থয়ামাস ভক্তিসম্বতকঙ্করঃ ॥ ১৫ ॥

নমো দেবি মহাবিদ্যে বেদমাতঃ পরাং পরে ! ।

ব্যাহৃত্যাদিমহামন্ত্ররূপে প্রণবরূপিণি ! ॥ ১৬ ॥

সাম্যাবস্থাঙ্গিকে মাতর্নমো হ্রীংকাররূপিণি ! ।

স্বাহাস্বধাস্বরূপে ! জ্ঞাং নমামি সকলার্থদাম্ ॥ ১৭ ॥

ভক্তকল্ললতাং দেবীমবস্থাঙ্গয়সাক্ষিণীম্ ।

তুর্ঘ্যাভীতস্বরূপাঞ্চ সচ্চিদানন্দরূপিণীম্ ॥ ১৮ ॥

গায়ত্রীং স্বৈষ্টদেবতাং ব্রাহ্মণকুটুম্বপোষণার্থং প্রার্থয়ামাসেত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

গায়ত্রীস্তোত্রমাহ নমো দেবি মহাবিদ্যে ইতি ॥ ১৬—১৮ ॥

দাসের) ছায় অবলোকন করিবেন। আমার গৃহসকল আপনাদের নিজের বলিয়া বিবেচনা করিবেন। তপোধনগণ! আপনারা নিশ্চিন্ত হউন, আপনাদের এই দাস জীবিত থাকিতে আপনাদের ভাবনার বিষয় আর কি আছে? ॥ ১১—১২ ॥ ষাঁহাদের দর্শনেই চক্ষুতঃ স্তব্ধতঃ ছায় হইয়া থাকে, তাঁহারা যখন স্বয়ং আসিয়া চরণধূলি দ্বারা আমার গৃহ পবিত্র করিতেছেন, তখন আমি অপেক্ষা আর কে ধরু আছে? বিপ্রগণ! আপনারা সকলেই অল্পগ্রহপূরক সঙ্কায় ও অপকার্যে রত থাকিয়া স্তুত্রে এই স্থানে অবস্থান করুন ॥ ১৩—১৪ ॥

ব্যাস কহিলেন; মহারাজ জনমেজয়! সেই গৌতম ঋষি এই প্রকারে সমস্ত ব্রাহ্মণগণকে আশ্বাসিত করিয়া অত্রিশয় ভক্তিসংকারে গায়ত্রীদেবীর আরাধনার পরব্রত হইলেন ॥ ১৫ ॥ দেবি গায়ত্রি! আপনাকে নমস্কার; আপনি পরাবিদ্যা পরাং পরা এবং বেদ-মাতৃস্বরূপা; দেবি! আপনিই প্রণব ও তুর্ভূবঃস্বরূপ মহামন্ত্ররূপিণী; মাতঃ! আপনিই সাম্যাবস্থাঙ্গিকা অর্থাৎ তুরীয়া ও হ্রীংকাররূপিণী; আপনিই স্বাহা ও স্বধারূপিণী এবং ভক্তগণের সর্বাভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন; আপনিই জ্ঞাং স্বপ্ন ও স্তুতি কালে সাক্ষিক্রমে অবস্থান করেন; আপনিই তুরীয়া ও সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মরূপিণী; দেবি!

সর্ববেদান্তসংবেদ্যাং সূর্যমণ্ডলবাসিনীম্ ।

প্রাতর্বালাং রক্তবর্ণাং মধ্যাহ্নে যুবতীং পরায় ॥ ১৯ ॥

সায়াহ্নে কৃষ্ণবর্ণাস্তাং বৃদ্ধাং নিতাং নমামাহম্ ।

[সর্বভূতারণে দেবি ! ক্ষমস্ব পরমেশ্বরী ॥ ২০ ॥

ইতি স্তুতা জগন্মাতা প্রত্যক্ষং দর্শনং দদৌ ।

পূর্ণপাত্রং দদৌ তস্মৈ যেন স্যাৎ সর্বপোষণম্ ॥ ২১ ॥

উবাচ মুনিমুখা স্মা যং যং ক্রামং ত্রিমিচ্ছসি ।

তস্য পূর্তিকরং পাত্রং ময়া দত্তং ভবিষ্যতি ॥ ২২ ॥

ইতু্যুক্তান্তর্দধে দেবী গায়ত্রী পরম্বা কলা ।

অন্নানাং রাশয়স্তস্মিন্নিগতাঃ পর্বতোপমাঃ ॥ ২৩ ॥

যড়সা বিবিধা রাজ্যন্তুণানি বিবিধানি চ ।

ভূষণানি চ দিব্যানি কৌমাণি বসনানি চ ॥ ২৪ ॥

যজ্ঞানাঞ্চ সমারম্ভাঃ পাত্রাণি বিবিধানি চ ॥ ২৫ ॥

যদ্যদিষ্টমভূদ্রাজন্ ! মুনেস্তস্য মহাঅননঃ ।

তৎ সর্বং নির্গতং তস্মাদ্গায়ত্রীপূর্ণপাত্রতঃ ॥ ২৬ ॥

(সর্বস্বৈন্দোস্তরূপনিষত্তিঃ সংবেদ্যাং বুদ্ধরূপিণিমিত্যর্থঃ ॥ ১৯—২২ ॥)

তস্মাৎ পূর্ণপাত্রং ॥ ২৩—৩০ ॥

আপনিই সূর্যমণ্ডল মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া প্রাতঃকালে রক্তবর্ণা বালিকা, মধ্যাহ্নে স্নানরী যুবতী ও সাহাঙ্কে কৃষ্ণবর্ণা বৃদ্ধার ছায় দৃষ্ট হইয়া থাকেন। দেবি ! আপনাকে নমস্কার করি, আপনি এই সর্বলোকক্ষয়কর দুর্ভিক্ষের সময় আমাদের প্রতি অমুগ্রহ প্রকাশ করুন ॥ ১৬—২০ ॥ মহারাজ ! গৌতমমুনি এইরূপে গায়ত্রীদেবীকে স্তব করিলে পর, তিনি সেই স্থানে আবিভূতা হইলেন এবং গৌতমকে একটা সর্বপোষণকম পূর্ণপাত্র প্রদান করিয়া কহিলেন ॥ ২১ ॥ মুনে ! আমি তোমাকে যে পাত্রটি প্রদান করিয়াম, তুমি যখন বাহা অভিলাষ করিবে, তৎক্ষণাৎ এই পাত্র দ্বারা তাহা সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইবে ॥ ২২ ॥ রাজন্ ! সেই পরাংপরা গায়ত্রীদেবী গৌতমকে এইরূপ বলিয়াই অস্তহিতা হইলেন। অনন্তর, সেই পাত্র হইতে মুনির ইচ্ছানুসারে পর্বত সদৃশ অন্নরাশি, যড়সমবৃদ্ধ নানাবিধ ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্ন, বহুবিধ তৃণরাশি, পট্টবস্ত্র, নানাবিধ ভূষণ এবং যজ্ঞোপকরণোপযোগী নানাবিধ দ্রব্য ও পাত্রসকল সমুৎপন্ন হইতে থাকিল ॥ ২৩—২৫ ॥ ফলতঃ মুনিবর গৌতম বাহা বাহা অভিলাষ করিতে লাগিলেন তাহাই সেই গায়ত্রীদত্ত :

অথাহুয় মুনিন্ সৰ্ব্বাশ্বনিরাট্ গোতমস্তদা ।  
 ধনং ধাত্বং ভূষণানি বসনানি দদৌ মুদা ॥ ২৭ ॥  
 গোমহিষ্যাদিপশবো নিৰ্গতঃ পূৰ্ণপাত্রতঃ ।  
 নিৰ্গতান্ যজ্ঞসংভারান্ ক্রুক্কুবপ্রভৃতীন্ দদৌ ॥ ২৮ ॥  
 তে সৰ্ব্বে মিলিতা যজ্ঞাংশ্চক্রিরে মুনিবাক্যতঃ ।  
 স্থানং তদেব ভূয়িষ্ঠমভবৎ স্বৰ্গসম্মিতম্ ॥ ২৯ ॥  
 যৎকিঞ্চিদ্ভিষু লোকেষু স্তন্দরং বস্তৃ দৃশ্যতে ।  
 তৎ সৰ্ব্বং তত্র নিষ্পন্নং গায়ত্ৰীদস্তপাত্রতঃ ॥ ৩০ ॥  
 দেবাস্কুনা সমা দারাঃ শোভন্তে ভূষণাদিভিঃ ।  
 মুনয়ো দেবসদৃশা বস্ত্রচন্দনভূষণৈঃ ॥ ৩১ ॥  
 নিত্যোৎসবঃ প্রববৃতে মূনোশ্রমমণ্ডলে ।  
 ন রোগাদিভয়ং কিঞ্চিন্ন চ দৈত্যভয়ং কচিৎ ॥ ৩২ ॥  
 স মূনোশ্রমো জাতঃ সমস্তাচ্ছতযোজনঃ ।  
 অশ্বে চ প্রাণিনো য়েহপি তেহপি তত্র সমাগতাঃ ॥ ৩৩ ॥

দারা মুনীনামিতি শেষঃ ॥ ৩১—৩২ ॥

শতযোজনপর্য্যন্তমেক এবাতিবিস্তীর্ণো মূনোশ্রমো জাত ইত্যর্থঃ । অশ্বেহপি প্রাণিনো ব্রাহ্মণাতিরিক্তা নরা গোমহিষ্যাদমশ্চ ॥ ৩৩—৩৫ ॥

পূৰ্ণপাত্র হইতে অবিভূত হইতে থাকিল ॥ ২৬ ॥ অনন্তর, মুনিবর গোতম সমাগত মুনি-  
 গণকে আহ্বান করিয়া ধন, ধাত্ব, বসন, ভূষণ এবং যজ্ঞের জন্ত ক্রুক্কুবাदि ও গো  
 মহিষ্যাदि উপকরণ সকল প্রদান করিলেন ॥ ২৭—২৮ ॥ তখন মুনিসকল একত্রে মিলিত  
 হইয়া গোতমবাক্যো নানাবিধ যজ্ঞের অমুষ্ঠানে প্রযুক্ত হইলেন । তৎকালে সেই স্থান  
 এতাদৃশ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল যে, তাহাকে দ্বিতীয় স্বৰ্গ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল ॥ ২৯ ॥  
 ফলতঃ ত্রিলোকমধ্যে যাহা কিছু স্তন্দর বস্ত্র আছে, গায়ত্ৰীদস্ত পূৰ্ণপাত্র হইতে তৎসমস্তই  
 সমুদ্ভূত হইতে থাকিল ॥ ৩০ ॥ তৎকালে মুনিগণ চন্দনচর্চিত ও অত্যাঙ্কল বসনভূষণাবিত  
 হইয়া দেবগণের সদৃশ এবং তাঁহাদের পরীসকল দেবাসুগার জায় দৃষ্ট হইতে লাগিল ॥ ৩১ ॥  
 তৎকালে গোতমের আশ্রম নিত্যই উৎসবে পরিপূর্ণ হইল ; পরন্তু তাহার কোনও স্থানে  
 (রোগাদির ভয়) বা দৈত্যের উপদ্রব) হুঁষ্ট হইল না ॥ ৩২ ॥ ক্রমে ক্রমে সেই আশ্রমের আরজন  
 শতযোজন পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইল । গোতমের তাদৃশ মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া নামাদিক্ দেশ  
 হইতে প্রাণিগণ আসিয়া তথায় সমুপস্থিত হইতে আরম্ভ করিল ॥ ৩৩ ॥

তাংস্চ সৰ্বান্ পুপোষায়ং দদ্বাভয়মথাস্তবান্ ।  
 নানাবিধৈশ্চাহায়জৈর্বিধিবৎ কল্লিতৈঃ স্রাঃ ॥ ৩৪ ॥  
 সন্তোষং পরমং প্রাপুশু নৈশ্চব জগুর্ঘশঃ ।  
 সভায়াং বজ্রহা ভূয়ো জগৌ শ্লোকং মহাঘশাঃ ॥ ৩৫ ॥  
 অহো অয়ং নঃ কিল কল্পপাদপো  
 মনোরথান্ প্রয়তি প্রতিষ্ঠিতঃ ।  
 নোচেদকাণ্ডে ক হবির্বপাং বা  
 হুহুলভা যত্র তু জীবনাশা ॥ ৩৬ ॥  
 ইথং দ্বাদশবর্ষাণি পুপোষ মুনিপুঙ্গবান্ ।  
 পুঞ্জবৎ মুনিরাট্ গর্ভগন্ধেন পরিবর্জিতঃ ।  
 গায়ত্র্যাঃ পরমং স্থানং চকার মুনিসত্তমঃ ॥ ৩৭ ॥  
 যত্র সর্বৈর্মুনিবরৈঃ পূজ্যতে জগদম্বিকা ।  
 ত্রিকালং প্রয়া ভক্ত্যা পুরশ্চরণকর্ম্মভিঃ ॥ ৩৮ ॥  
 অদ্যাপি তত্র দেবী সা প্রাতর্বালা তু দৃশ্যতে ।  
 মধ্যাহ্নে যুবতী বৃদ্ধা সাংকালে তু দৃশ্যতে ॥ ৩৯ ॥

তমেব শ্লোকমাহ অহো অয়ং ন ইতি । অহো অমিত্যত্র ওদিতি অগৃহ্ণে প্রকৃতিভাবঃ ।  
 অয়ং গৌতমো নোহস্মাকমস্মিন্ কালে কল্পপাদপঃ কল্পবৃক্ষোহস্মীত্যর্থঃ । অকাণ্ডে অতি-  
 হৃদ্রকালে ॥ ৩৬ ॥

গায়ত্র্যাঃ পরমং স্থানং সর্বমুনীনাং দেবীদর্শনার্থং চকারেত্যর্থঃ ॥ ৩৭—৩৮ ॥

তত্র গায়ত্রীস্থানেহদ্যাপি বর্তমানং চমৎকারমাহ অদ্যাপীতি ॥ ৩৯—৪২ ॥

মুনিবর গৌতমও সকলকেই অভয় দান দিয়া পোষণ করিতে থাকিলেন । এদিকে, দেবগণও  
 নানাবিধ যজ্ঞের দ্বারা পরম সন্তোষ লাভ করিয়া তাহার যশোগান করিতে লাগিলেন । অধিক  
 কি, যশস্বী দেববাজ ইজ ও সভামধ্যে আসীন হইয়া এইরূপে তাহার যশোগান করিতে  
 থাকিলেন যে, আহা ! এই গৌতম এক্ষণে আমাদের সর্বপ্রকার মনোরথ পরিপূর্ণ করিয়া  
 কল্পপাদপস্বরূপ হইয়াছে । যদি এই ঘোরতর হুর্ভিক্ষের সময় এই ব্যক্তি এরূপ অমুষ্ঠান  
 না করিত, তাহা হইলে, (যে যজ্ঞাদিতে আমাদের জীবনের আশা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে)  
 কিরূপে তাহার অমুষ্ঠান হইত ? ॥ ৩৪—৩৬ ॥

মহারাজ জনমেজয় ! এইরূপে সেই মুনিবর গৌতম গর্ভপরিশ্রু হইয়া দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত  
 সমস্ত মুনিগণকে পুঞ্জের স্তায় প্রতিপালন করিলেন এবং সেই স্থানটিকে গায়ত্রীর পরম  
 স্থান বলিয়া নির্দিষ্ট করিলেন ॥ ৩৭ ॥ অদ্যাপিও সেই স্থানে সমস্ত মুনিগণ ত্রিকালিক  
 পুরশ্চরণকর্ম্মাদি দ্বারা ভগবতী গায়ত্রীদেবীর ত্রৈকালিক পূজা করিয়া থাকেন ॥ ৩৮ ॥



তত্রৈকদা সমায়াতো নারদো মুনিসত্তমঃ ।

রণয়ন্মহতীং গায়ন্ গায়ত্র্যাঃ পরমান্ গুণান্ ॥ ৪০ ॥

নিষসাদ সৰ্ভামধ্যে মুনীনাং ভাবিতাশ্চনাম্ ॥ ৪১ ॥

গৌতমাদিভিরভ্যুত্থৈঃ পূজিতঃ শাস্ত্রমানসঃ ।

কথাশ্চকার বিবিধা যশসো গৌতমশ্চ ॥ ৪২ ॥

ব্রহ্মর্ষে ! দেবসদসি দেবরাট্ তব যদ্যশঃ ।

জগৌ বহুবিধং স্বচ্ছং মুনিপোধণজং পরম্ ॥ ৪৩ ॥

শ্রুত্বা শচীপতেৰ্বীণীং ত্বাং দ্রক্ষুমহমাগতঃ ।

ধন্যোহসি ত্বং মুনিশ্রেষ্ঠ ! জগদম্বাপ্রসাদতঃ ॥ ৪৪ ॥

ইত্যুক্ত্বা মুনিবর্ষ্যং তং গায়ত্রীসদনং যযৌ ।

দদর্শ জগদম্বাং তাং প্রেমোৎফুল্লবিলোচনঃ ।

তুষ্ঠাব বিধিবদ্দেবীং জগাম ত্রিদিবং পুনঃ ॥ ৪৫ ॥

অথ তত্র স্থিতা যে তে ব্রাহ্মণা মুনিপোষিতাঃ ।

উৎকর্ষন্ত মুনেঃ শ্রুত্বাস্ময়া থেদমাগতাঃ ॥ ৪৬ ॥

নারদো গৌতমং প্রতি দেবেশ্বসভায়াং জাতং বৃত্তান্তং কথয়তি ব্রহ্মর্ষে ইতি ॥

৪০—৪৬ ॥

অদ্যাপিও সেই স্থানে গায়ত্রীদেবী প্রাতঃকালে বালিকার আয় মধ্যাহ্নে যুবতীর আয় এবং সায়াহ্নে বৃদ্ধার আয় দৃষ্ট হইয়া থাকেন ॥ ৩৯ ॥

মহারাজ ! অতঃপর একদিবস নারদমুনি মহতী-বীণার স্বরসংযোগে গায়ত্রীর পমর গুণ-গান কবিত্তে করিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া সেই মুনিগম্যজ যথো আসীন হইলেন ॥ ৪০-৪১ ॥ তখন গৌতমাদি মুনিগণ সেই প্রশাস্তচিত্ত নারদকে সমাগত দেখিয়া পাদ্যার্থবারা পূজা করিলেন । অনন্তর, নারদমুনি নানাবিধ কথা প্রসঙ্গে গৌতমমুনির সেই যশের বিষয় বর্ণন করিতে আরম্ভ করিয়া বলিলেন ; মুনিবর ! আমি দেবসভায় দেবরাজ ইন্দ্রের মুখ হইতে তোমার নির্মল মুনিপোধণ জন্ম যশের কথা শ্রবণ করিয়া তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি । মুনিবর ! তুমি ভগবতী গায়ত্রীদেবীর প্রসাদে এক্ষণে ধন্য হইয়াছ তঁাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৪২—৪৪ ॥ দেবর্ষি নারদ মুনিবর গৌতমকে এই কথা বলিয়াই গায়ত্রীদেবীর মন্দিরে প্রবেশ করতঃ প্রেমোৎফুল্লনয়নে তাঁহাকে দর্শন করিলেন এবং বিধিপূর্ব্বক স্তুতি করিয়া পুনর্বার স্বর্গে প্রস্থান করিলেন ॥ ৪৫ ॥ এদিকে সেই সভাস্থিত গৌতমারে প্রতিপালিত অজ্ঞান্য ঋষিগণ গৌতমের তাদৃশ যশোগোরব শ্রবণ করিয়া (অসুয়াবশতঃ) অতিশয় চুঃখিত হইল এবং যাহাতে আর তাঁহার যশোবজ্জি না হইতে

যথাস্থ ন যশো ভূয়াৎ কৰ্তব্যং সৰ্বধৈব হি ।  
 কালে সমাগতে পশ্চাদিতি সৰ্বৈশ্চ নিশ্চিতম্ ॥ ৪৭ ॥  
 ততঃ কালেন কিয়তাপ্যভূষ্টির্ধরাতলে ।  
 স্তভিক্ষমভবৎ সৰ্বদেশেষু নৃপসন্তম ! ॥ ৪৮ ॥  
 শ্রদ্ধা বার্তাঃ স্তভিক্ষা মিলিতাঃ সৰ্ব্ববাড়বাঃ ।  
 গৌতমং শপ্ত মুদ্যোগং হা হা রাজন্ ! প্রচক্রিরে ॥ ৪৯ ॥  
 ॥ ধত্তো তেবাঞ্চ পিতরৌ যেবাং নোংপত্তিরীদৃশী ।  
 ॥ কালস্থ মহিমা রাজন্ ! বক্তুং কেন হি শক্যতে ॥ ৫০ ॥  
 গৌনির্শ্বিতা মায়ৈকা মুমূর্ষুর্জরতী নৃপ ! ।  
 জগাম সা চ শালায়াং হোমকালে মুনেন্তদা ॥ ৫১ ॥

কালে সমাগতে ইতি । স্তভিক্ষে কালে সমাগতে যথাস্থ গৌতমস্তাপকীৰ্ত্তিঃ স্তভাধা  
 কৃত্বা গন্তব্যমিতি সৰ্বৈর্নিশ্চিতমিত্যর্থঃ ॥ ৪৭—৪৮ ॥  
 এতাদৃশনৃপকারিণং গৌতমং প্রতি মুনিভিঃ প্রত্যাগকার এতাদৃশঃ কৃত ইতি স্বমুখেন  
 ব্যাসোক্তির্জবমেজয়ং প্রতি হা হা রাজন্ প্রচক্রিরে ইতি ॥ ৪৯ ॥  
 তমেব খেদং বিশদয়তি । ধত্তো তেবাঞ্চ পিতরাবিতি । যেবামীদৃশী কৃতয়া উৎপত্তিঃ  
 জন্ম নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥  
 তদনন্তরং ব্রাহ্মণৈঃ কিং কৃতং তদাহ গৌনির্শ্বিতেতি ॥ ৫১ ॥

পারে তাহার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল । ফলতঃ তাহার স্কন্ধে একত্রিত হইয়া এই স্থির  
 করিল যে, পৃথিবীতে একবার স্তভিক্ষ হইলে পর আর আমরা ইহার আশ্রমে থাকিব না ;  
 পরজ্ঞ বাহাতে হাঁহার অগ্ৰযশ হয় তাহার বিধান করিয়া এস্থান হইতে প্রস্থান করিব ।  
 তাহা হইলে নিশ্চয়ই ইহার এই বশঃ অন্তর্হিত হইবে ॥ ৪৮—৪৯ ॥ মহারাজ ! এইরূপে  
 কিছুদিন গত হইলে পর পুনর্বার পৃথিবীতে স্তুবুটি হইল এবং সর্বত্রই শতাদির উৎপত্তিহেতু  
 ছত্রিকের নিবৃত্তি হইল ॥ ৪৮ ॥ অনন্তর, ব্রাহ্মণগণ সর্বত্রই স্তভিক্ষের কথা শ্রবণ করিয়া  
 একত্রিত হইল এবং গৌতমকে কোনও গুরুতর পদে নিযুক্ত করিবার জন্য উদ্যোগ করিতে  
 লাগিল । হায় ! হায় ! মহারাজ, কালের মহিমার কথা কাহারও বলিবার ক্ষমতা নাই ;  
 নতুবা যে ব্রাহ্মণগণ এককালে গৌতমের নিকট বিশেষরূপে উপকৃত হইয়াছে, সেই ব্রাহ্মণ-  
 গণই আবার তাহার বশঃশ্রবণে অসুখাপরবশ হইয়া তাহাকে দ্বিত্য করিবার চেষ্টায়  
 উদ্যত হইল ! অতএব, সাহাদের (এতাদৃশ কৃত্য) উৎপত্তি না হইয়া থাকে সেই স্কন্ধ  
 লোকের পিতামাতাই ধন ॥ ৪৯—৫০ ॥ বাহা হউক মহারাজ ! অনন্তর সেই ব্রাহ্মণগণ এইরূপে  
 পরামর্শ স্থির করিয়া পরে (মারা দ্বারা) একটা বৃদ্ধা মুমূর্ষুর প্রায় গোক নির্মিত করিল  
 এবং মুনিবর গৌতমের হোমকালে সেই হোমশালায় তাহাকে প্রেরণ করিল ॥ ৫১ ॥

হং হং শব্দৈর্ব্যারিতা সা প্রাণাংস্তত্যাং তৎকণে ।  
 গোহঁতানেন দুষ্টেনৈতোব্যং তে চুক্রুঃশিখাঃ ॥ ৫২ ॥  
 হোমং সমাপ্য মুনিরাট্‌বিস্ময়ং পরমং গতঃ ।  
 সমাধিমীলিতাক্ষঃ সন্ চিস্তয়ামাস কারণম্ ॥ ৫৩ ॥  
 কৃতং সর্বং দ্বিজৈরেতদিতি জ্ঞাত্বা তদৈব সঃ ।  
 দধার কোপং পরমং প্রলয়ে রুদ্রকোপবৎ ॥ ৫৪ ॥  
 শশাপ চ ঋষীন সর্বান কোপসংরক্তলোচনঃ ॥ ৫৫ ॥  
 বেদমাতরি গায়ত্র্যাং তদ্ব্যানে তন্মনোজ্জপে ।  
 ভবতানুস্মৃতা যুয়ং সর্বদা ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৫৬ ॥  
 বেদে বেদোক্তযজ্ঞেষু তদ্বার্তাস্থ তথৈব চ ।  
 ভবতানুস্মৃতা যুয়ং সর্বদা ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৫৭ ॥  
 শিবো শিবস্ত মস্ত্রে চ শিবশাস্ত্রে তথৈব চ ।  
 ভবতানুস্মৃতা যুয়ং সর্বদা ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৫৮ ॥  
 মূলপ্রকৃত্যাং শ্রীদেব্য্যাং তদ্ব্যানে তৎকথাস্থ চ ।  
 ভবতানুস্মৃতা যুয়ং সর্বদা ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৫৯ ॥

হং হং শব্দৈর্গৌতমেন ব্যারিতেত্যর্থঃ ॥ ৫২—৫৫ ॥

অনুস্মৃতা ভবতেতি শশাপ ইত্যর্থঃ । অনুস্মৃতাভ্যাগিনিঃ ॥ ৫৬—৫৭ ॥

অনন্তর, গৌতম সেই গরুটিকে হোমগৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া যেমন হঁ হঁ শব্দ  
 করিয়া নিবারণ করিলেন, অমনি সেই গরুটী সেই স্থানে পতিত হইয়া মৃত হইল। এদিকে  
 সেই ব্রাহ্মণগণ, দেখ দেখ দুই গৌতম গৌহত্যা করিল বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ  
 করিল ॥ ৫২ ॥ তখন মুনিবর গৌতম সেই অচিস্তনীয় ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্ময়াবিত  
 হইলেন এবং হোম সমাপন করিয়া সমাধিস্থ হইয়া তাহার কারণ চিন্তা করিতে  
 লাগিলেন ॥ ৫৩ ॥ অনন্তর, তৎসমস্ত ব্রাহ্মণগণের মায়াকল্পিত অবগত হইয়া, প্রলয়কালে  
 রুদ্রের জায় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং কোপে নৈত্র রক্তবর্ণ করিয়া ঋষিগণকে এই বলিয়া  
 অভিশাপ প্রদান করিলেন ॥ ৫৪—৫৫ ॥ রে ব্রাহ্মণাধম সকল! যখন তোমরা অস্ত্রার পূর্বক  
 আমার অনিষ্টচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তখন তোমরা অবশ্যই (বেদজননী গায়ত্রীর ধ্যানেও  
 তদ্ব্যক্তপে পরানুস্মৃতি হইবে) ॥ ৫৬ ॥ রে ব্রাহ্মণাধম সকল! তোমরা এই কার্যের নিমিত্ত  
 বেদবিহিত যজ্ঞাদিকার্য্যে বা তৎসম্বন্ধীয় কোনও বিষয়ে কোনও কালে উৎসাহী হইবে না  
 তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৫৭ ॥ তোমরা শিবের আরাধনায় শিবস্ত্রে বা শিবমস্ত্রে সর্বদা

দেবীমন্ত্রে তথা দেব্যঃ স্থানেহ্নুষ্ঠানকল্পগি ।

ভবতানুশ্রুখা যুয়ং সর্বদা ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৬০ ॥

দেব্যুৎসবদিদৃক্ষায়াং দেবীনামানুকীর্তনে ।

ভবতানুশ্রুখা যুয়ং সর্বদা ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৬১ ॥

দেবীভক্ত্য সান্নিধ্যে দেবীভক্ত্যর্চনে তথা ।

ভবতানুশ্রুখা যুয়ং সর্বদা ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৬২ ॥

শিবোৎসবদিদৃক্ষায়াং শিবভক্ত্য পূজনে ।

ভবতানুশ্রুখা যুয়ং সর্বদা ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৬৩ ॥

রুদ্রাক্ষে বিষ্ণুপত্রে চ তথা শুক্রে চ ভস্মনি ।

ভবতানুশ্রুখা যুয়ং সর্বদা ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৬৪ ॥

শ্রৌতস্মার্তসদাচারে জ্ঞানমার্গে তথৈব চ ।

ভবতানুশ্রুখা যুয়ং সর্বদা ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৬৫ ॥

অদ্বৈতজ্ঞাননিষ্ঠায়াং শাস্তিদাস্ত্যাদিসাধনে ।

ভবতানুশ্রুখা যুয়ং সর্বদা ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৬৬ ॥

নিত্যকর্মাণ্যনুষ্ঠানেহ্ন্যগ্নিহোত্রাদিসাধনে ।

ভবতানুশ্রুখা যুয়ং সর্বদা ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৬৭ ॥

স্বাধ্যায়াধ্যয়নে চৈব তথা প্রবচনেহপি চ ।

ভবতানুশ্রুখা যুয়ং সর্বদা ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৬৮ ॥

গোদানাদিষু দানেষু পিতৃশ্রাদ্ধেষু চৈব হি ।

ভবতানুশ্রুখা যুয়ং সর্বদা ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৬৯ ॥

প্রবচনে স্বাধ্যায়পাঠনে ॥ ৬৮—৭০ ॥

পরামুখ হইবে ॥ ৬৮ ॥ তোমরা মূলপ্রকৃতি শ্রীদেবীর ধ্যান, মন্ত্রে, তৎসংক্রীয় কথাকে, তদধিকৃত স্থানে, তাঁহার আরাধনার অশ্রু অনুষ্ঠানে, সেই দেবী ভগবতীর উৎসবাবি দর্শনেচ্ছায়, দেবীর নামাদি সংকীর্তনে এবং দেবীভক্তের সমীপে অবস্থান ও তাহাদিগের সমাদর করিতে বিষম থাকিবে ॥ ৬৯—৭০ ॥ রে (নিকট ব্রাহ্মণগণ)! তোমরা শিখোৎসব-দর্শনে, শিবভক্তপূজনে, রুদ্রাক্ষে, বিষ্ণুপত্রে ও বিষ্ণু ভক্তের সর্বদা পরামুখ হইবে ॥ ৬৩-৬৪ ॥ তোমরা বেদ ও ব্রতবিরহিত মদ্যচোরে, জ্ঞানমার্গে, অদ্বৈতজ্ঞাননিষ্ঠার, শমদ্যাদি সাধনে, সখ্যারক্ষাদি নিত্যকর্মাণ্যনুষ্ঠানে, অগ্নিহোত্রাদি কার্যে, বনশাখাক্ষে বেদাধ্যয়নে বা নিত্য তাহার অধ্যাপনে গোদান প্রভৃতি দানে, পিতৃশ্রাদ্ধাদিতে এবং রুদ্রাচ্ছাদ্যাদি

কুচ্ছ্রাঙ্গায়ণে চৈব প্রায়শ্চিত্তে তথৈব চ ।

ভবতানুশুখা যুয়ং সর্বদা ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৭০ ॥

শ্রীদেবীভিন্নদেবেষু শ্রদ্ধাভক্তিসমম্বিতাঃ ।

শত্ৰুচক্রাদ্যঙ্কিতাশ্চ ভবত ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৭১ ॥

কাপালিকমতাসক্তা বৌদ্ধশাস্ত্ররতাঃ সদা ।

পাষণ্ডাচারনিরতা ভবত ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৭২ ॥

পিতৃমাতৃস্বতজাতকৃত্যবিক্রয়িণিস্তথা ।

ভার্য্যাবিক্রয়িণিস্তদ্বন্দ্বত ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৭৩ ॥

বেদবিক্রয়িণিস্তদ্বন্দ্বতীর্থবিক্রয়িণিস্তথা ।

ধর্ম্মবিক্রয়িণিস্তদ্বন্দ্বত ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৭৪ ॥

পাণ্ডুরাত্রে কামশাস্ত্রে তথা কাপালিকে মতে ।

বৌদ্ধে শ্রদ্ধাযুতা যুয়ং ভবত ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৭৫ ॥

মাতৃকৃত্যগামিনশ্চ ভগিনীগামিনিস্তথা ।

পরস্ত্রীলম্পটাঃ সর্বৈঃ ভবত ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৭৬ ॥

যুস্মাকং বংশজাতাশ্চ স্ত্রিয়শ্চ পুরুষান্তথা ।

মদন্তশাপদঙ্কাস্তে ভবিষ্যন্তি ভবৎসমাঃ ॥ ৭৭ ॥

ভবৎসমাঃ ভবদ্বিধাঃ ॥ ৭৭—৭৮ ॥

প্রায়শ্চিত্তব্রতে নিরন্তর পরাশ্রুত থাকিবে ॥ ৬৫—৭০ ॥ যে অধম ব্রাহ্মণগণ! তোমরা যেকোন  
নিকৃষ্ট কর্মে সমুদাত হইয়াছ তাহার ফলে নিশ্চয়ই তোমাদিগকে সেই পরমাবাধ্য  
ভগবতীর আরাধনায় নিবৃত্ত থাকিয়া এবং (অন্তোন্ত দেবে প্রদ্বারিত হইয়া শত্ৰুচক্রাদি  
চিহ্ন সকল ধারণ করিতে হইবে) ॥ ৭১ ॥ কাপালিকমতাবলম্বী, বৌদ্ধশাস্ত্রানুরত এবং  
পাষণ্ডগণের আচারের বশীভূত হইতে হইবে। তোমরা এই পাপের জ্ঞাত নিশ্চয়ই পিতা,  
মাতা, ভাই, ভগিনী এবং পুত্র ও কন্যাকে, অধিক কি ভার্য্যাকেও বিক্রয় করিতে প্রবৃত্ত  
হইবে ॥ ৭২-৭৩ ॥ বেদবিক্রয়, তীর্থবিক্রয় ও ধর্ম্মবিক্রয় করিতেও তোমাদের ঘৃণা হইবে না।  
তোমরা নিশ্চয়ই কাপালিক ও বৌদ্ধমতে, পাণ্ডুরাত্রে ও কামশাস্ত্রে প্রদ্বারিত হইবে।  
যে ব্রাহ্মণাধম সকল! তোমরা মাতৃ, কন্যা ও ভগিনীতে গমন করিকে কুণ্ঠিত হইবে না  
এবং সর্বদাই পরস্ত্রীলম্পট হইয়া কালযাপন করিবে ॥ ৭৪—৭৬ ॥ আর আমি ইহাও  
বলিতেছি, যেসকল অতিশাপ আমি তোমাদিগকে প্রদান করিলাম; তোমাদের বংশসূত  
জী এবং পুরুষগণও তোমাদের দ্বার হইয়া কালযাপন করিবে। আর আমি তোমাদিগকে

কিং ময়া বহুনোক্তেন মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী ।

গায়ত্রী পরমা ভূয়াং যুস্মান্ ধনু কোপিতা ।

অঙ্ককুপাদিকুণ্ডেযু যুস্মাকং স্ম্যং সদা স্থিতিঃ ॥ ৭৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

বাগদগুমীদৃশং কৃত্বাপ্যাপম্পৃশ্য জলং ততঃ ।

জগাম দর্শনার্থঞ্চ গায়ত্র্যাঃ পরমোৎসুকঃ ॥ ৭৯ ॥

প্রণনাম মহাদেবীং সাপি দেবী পরাং পরা ।

ব্রাহ্মণানাং কৃতিং দৃষ্ট্বা স্ময়ং চিত্তে চকার হ ॥ ৮০ ॥

অদ্যাপি তস্মা বদনং স্ময়যুক্তঞ্চ দৃশ্যতে ॥ ৮১ ॥

উবাচ মুনিবর্ষ্যস্তং স্ময়মানমুখাম্বুজা ।

ভূজঙ্গার্যাপিতং দুষ্কং বিষায়ৈবোপজায়তে ॥ ৮২ ॥

শান্তিং কুরু মহাভাগ । কৰ্ম্মণো গতিরীদৃশী ।

গায়ত্রী-ভাষ্য-মতে

ইতি দেবীং প্রণম্যাথ ততোহগাং স্বাশ্রমং প্রতি ॥ ৮৩ ॥

বাগদগুং শাপম্ ॥ ৭৯—৮০ ॥

কৃতিং কৃতয়তাকুপাম্ ॥ ৮১ ॥

গায়ত্রী সমুদ্যেহ মুনিং সাস্বয়তি । উবাচেতি ॥ ৮২—৮৩ ॥

অধিক কি অভিশাপ প্রদান করিব, মূল প্রকৃতি জগদীশ্বরী গায়ত্রীদেবী তোমাদের উপর সর্বদা রুষ্ট থাকুন এবং অন্তরালে তোমাদের অঙ্ক কুপাদি নরককুণ্ডে অবস্থান হউক ॥ ৭৭—৭৮ ॥

ব্যাস কহিলেন, মহারাজ জনমেজয় ! মুনিঐশ্বর গৌতম জলম্পর্শপূর্বক ব্রাহ্মণগণকে এতাদৃশ অভিশাপ প্রদান করিয়া অতিশয় উৎসুকের সহিত গায়ত্রীদেবীকে দর্শন করিতে প্রস্থান করিলেন এবং গায়ত্রীমন্দিরে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন । সেই পরাংপরা দেবীও ব্রাহ্মণগণের তাদৃশ কার্য অবলোকন করিয়া বিষমাদিত হইয়া ছিলেন । মহারাজ ! তদবধি অদ্যাবধিও তাঁহার বদনকমল সেইরূপ বিষমাদিত রহিয়া লজ্জিত হইয়া থাকে ॥ ৭৯—৮১ ॥ অনন্তর, দেবী গায়ত্রী সেইরূপ বিষমাদিতমুখে গৌতমকে কহিলেন ; গৌতম ! সর্পগণকে দুষ্ক ভোজন করাইলেও তাহাদের গরলের নিবৃত্তি হয় না, অতএব তুমি এ বিষয়ের কোনও রূপ চিন্তা করিও না, কৰ্ম্মের গতিই এইরূপ, কখন কি লংঘ্য হইত হয় তাহা কেহই বলিতে পারে না । এক্ষণে, তুমি শান্তি অরলম্বন কর, দুঃখিত হইও না । অনন্তর, গৌতম দেবীর তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং তথা হইতে নিজ আশ্রমে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৮২—৮৩ ॥

ততো বিপ্রৈঃ শাপদৈর্কৈর্কিন্দুতা বেদরাশয়ঃ ।  
 গায়ত্রী বিন্দুতা সর্কৈস্তদমুতমিবাত্তবৎ ॥ ৮৪ ॥  
 তে সর্কৈহথ মিলিত্বা তু পশ্চাত্তাপযুতান্তথা ।  
 প্রণেমুর্নুনিবর্যাস্তং দণ্ডবৎ পতিতা ভুবি ॥ ৮৫ ॥  
 নোচুঃ কিঞ্চন বাক্যন্ত লজ্জয়াধোমুখাঃ স্থিতাঃ ।  
 প্রসীদেতি প্রসীদেতি প্রসীদেতি পুনঃ পুনঃ ॥ ৮৬ ॥  
 প্রার্থয়ামাস্তুরভিতঃ পরিবার্য মুনীশ্বরম্ ।  
 করুণাপূর্ণহৃদয়ো মুনিস্তান্ সমুবাচ হ ॥ ৮৭ ॥  
 কৃষ্ণাবতারপর্যাস্তং কুন্তীপাকে ভবেৎ স্থিতিঃ ।  
 ন মে বাক্যং যুমা ভূয়াদিতি জানীথ সর্বথা ॥ ৮৮ ॥  
 ততঃপরং কলিয়ুগে ভুবি জন্ম ভবেদ্ধি বাম্ ।  
 মহুক্তং সর্কৈমেতত্তু ভবেদেব ন চান্তথা ॥ ৮৯ ॥  
 মচ্ছাপস্ত বিমোক্ষার্থং যুস্মাকং শ্রাৎ যদিষণা ।  
 তর্হি নেব্যং সদা সর্কৈর্গায়ত্রীপদপঙ্কজম্ ॥ ৯০ ॥

শাপমোক্ষণমাহ । মচ্ছাপস্তোতি ॥ ৯০—৯১ ॥

এদিকে, গৌতমশাপপ্রভাবে ব্রাহ্মণগণের চিত্ত হইতে সমস্ত বেদতত্ত্ব ও গায়ত্রীমন্ত্র  
 বিন্দুত হইয়া গেল। তখন ভবিষ্য তাহাদের পক্ষে এক অচিন্তনীয় ঘটনা বলিয়া বোধ  
 হইল ॥ ৮৪ ॥ অনন্তর, তাহারা সকলেই মিলিত হইয়া অনুতাপ করিতে লাগিল এবং  
 মুনিবর গৌতমের সমীপে উপস্থিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণত হইল; পরন্তু লজ্জার অধোবদন  
 থাকিয়া অস্ত্র কিছুই বলিতে সমর্থ হইল না; কেবল “আগনি প্রসন্ন হউন, আগনি প্রসন্ন  
 হউন” এই বাক্য পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে থাকিল ॥ ৮৫—৮৬ ॥ অনন্তর, যখন সমস্ত  
 ব্রাহ্মণ মণ্ডলী আসিয়া তাহার চতুর্দিকে অবস্থিত করত কেবল তাহার অনুগ্রহ প্রার্থনা  
 করিতে থাকিল, তখন গৌতম মুনি দয়াপূর্বক হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন ॥ ৮৭ ॥  
 আমার বাক্য কখনই মিথ্যা হইবে না, (কৃষ্ণাবতারকাল পর্য্যন্ত) তোমাদিগকে কুন্তীপাক-  
 নরকে থাকিতে হইবে, তদনন্তর কলিয়ুগে পৃথিবীতলে তোমাদের পুনর্জন্ম জন্ম লাভ  
 হইবে এবং আমি যাহা যাহা বলিয়াছি তৎসমুদয়ই তখন তোমাদের বর্টিবে ইহার কদাচ  
 অম্ভা হইবে না ॥ ৮৮—৮৯ ॥ তবে যদি আমার শাপশাস্তির জন্ত তোমাদের একান্ত  
 বাসনা হইয়া থাকে, তবে গায়ত্রীর চরণকমলের আরাধনার প্রবৃত্ত হও নতুবা ইহার আর  
 অস্ত্র কোনও উপায় নাই ॥ ৯০ ॥

## ব্যাস উবাচ ।

ইতি সর্বান্ বিসৃজ্যাথ গৌতমো মুনিসত্তমঃ ।  
 প্রারকমিতি মম্বা তু চিত্তে শাস্তিঃ জগাম হ ॥ ৯১ ॥  
 এতস্মাৎ কারণাদ্রাজন্ ! গতে কৃষ্ণে তু ধামনি ।  
 কলৌ যুগে প্রবৃত্তে তু কুন্তীপাকাতু নির্গতাঃ ॥ ৯২ ॥  
 ভুবি জাতা ব্রাহ্মণাশ্চ শাপদম্বাঃ পুরা তু যে ।  
 সন্ধ্যাত্রয়বিহীনাশ্চ গায়ত্রীভক্তিবর্জিতাঃ ॥ ৯৩ ॥  
 বেদভক্তিবিহীনাশ্চ পাষণ্ডমতগামিনঃ ।  
 অগ্নিহোত্রাদিসংকৰ্ম্মস্বধাস্বাহাবিবর্জিতাঃ ॥ ৯৪ ॥  
 মূলপ্রকৃতিমব্যক্তাং নৈব জানন্তি কহিচিৎ ।  
 তপ্তমুদ্রাক্ষিতাঃ কেচিৎ কামাচাররতাঃ পরে ॥ ৯৫ ॥  
 কাপালিকাঃ কৌলিকাশ্চ বৌদ্ধা জৈনাস্তথা পরে ।  
 পণ্ডিতা অপি তে সর্বের দুরাচারপ্রবর্তকাঃ ॥ ৯৬ ॥  
 লম্পটাঃ পরদারেষু দুরাচারপরায়ণাঃ ।  
 কুন্তীপাকং পুনঃ সর্বের যাস্তন্তি নিজকৰ্ম্মভিঃ ॥ ৯৭ ॥

কিমর্থমন্তদেবতোপাস্তিঃ জনাঃ কুর্ন্তীভ্যন্তোত্তরমেতৎপর্যন্তমুক্তং নিগময়তি এতস্মা-  
 দিতি ॥ ৯২—৯৭ ॥

মহারাজ ! অনন্তর গৌতমমুনি সেই সমস্ত ব্রাহ্মণগণকে পরিত্যাগ করিলেন এবং  
 (প্রারক কৰ্ম্মফলেই তৎসমস্ত সংঘটিত হইল) ইহা বিবেচনা করিয়া শাস্তি লাভ করিলেন ॥৯১॥  
 রাজন্ ! এই কারণ বশতই শ্রীকৃষ্ণ স্বধামে গমন করিবার পর কলিযুগ প্রবৃত্ত হইলে,  
 সেই অভিশপ্ত ব্রাহ্মণ সকল কুন্তীপাক নরক হইতে নির্গত হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিল  
 এবং সন্ধ্যাত্রয়বিহীন, গায়ত্রীভক্তিবিবর্জিত, বেদশ্রদ্ধারহিত, পাষণ্ডমতাবলম্বী এবং  
 অগ্নিহোত্রাদি সংকার্যের অনুষ্ঠানে বিমুগ্ধ হইল ॥ ৯২—৯৪ ॥ তাহারা অব্যাক্ত মূলপ্রকৃতি  
 ভগবতীকে একেবারেই ভুলিয়া গেল ; কেহ কেহ বা তপ্তমুদ্রাদি নানাবিধ চিহ্ন সজ্জন  
 ধারণ করিয়া কামাচারী হইল ; কেহ বা কাপালিক কেহ বা কৌলিক, কেহ বা বৌদ্ধ  
 এবং কেহ বা জৈন বলিয়া পরিচিত হইল ; তাহাদের মধ্যে অনেকেই পণ্ডিত হইলেও  
 লম্পট ও পরদাররত হইয়া দুরাচারের প্রবর্তক হইয়া উঠিল । ফলতঃ এই সকল কুর্কর্ম্ম ফল  
 ভোগ জন্ত তাহারা যে পুনর্বার কুন্তীপাক নরকে বাইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥৯৫-৯৭॥



তস্মাৎ সৰ্ব্বাত্মনা রাজন্ ! সংসেবা পরমেশ্বরী ।

ন বিষ্ণুপাসনা নিত্যা ন শিবোপাসনা তথা ॥ ৯৮ ॥

✓ নিত্যা চোপাসনা শক্তের্যঃ বিনা তু পতত্যাঃ ।

সৰ্ব্বমুক্তং সমাদেন যৎ পৃষ্ঠং তদ্ব্যামঘ ! ॥ ৯৯ ॥

অতঃপরং মণিধীপবর্ণনং শৃণু হৃন্দরম্ ।

যৎ পরং স্থানমাদ্যায়া ভুবনেশা ভবারণেঃ ॥ ১০০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রায়াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশ-

স্কন্ধে ব্রহ্মণাদীনাং গায়ত্রীভিন্নাত্মদেবোপাসনাশ্রদ্ধাহেতুকথনং

নাম নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

ন বিষ্ণুপাসনেতি । ইদং পূর্বাধ্যায়ৈ স্পষ্টীকৃতম্ ॥ ৯৮ ॥

শক্তের্গায়িত্র্যাঃ ॥ ৯৯ ॥

অথ মণিধীপবর্ণনবিষয়কস্ত দ্বিতীয়প্রস্তোতরঃ বক্তুঃ প্রতিজানীতে । অতঃপরমিতি ।  
ভবারণেৰ্ভববোনেঃ ॥ ১০০ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে দ্বাদশস্কন্ধে নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

অতএব মহারাজ ! সৰ্ব্বপ্রকারেই সেই ভগবতী পরমেশ্বরীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইবে ।  
বিষ্ণুর উপাসনা বা শিবের উপাসনা কিছুই নিত্যা নহে, একমাত্র শক্তির উপাসনাকেই  
নিত্যা বলিয়া জানিবে । এজন্ত যে ব্যক্তি শক্তির উপাসনা না করে তাহাকে নিশ্চয়ই  
অধঃপতিত হইতে হয় । মহারাজ ! ইতিপূর্বে তুমি আমার নিকট যে সকল প্রশ্ন  
করিয়াছিলে আমি সংক্ষেপে তৎসমস্তই বর্ণন করিলাম ॥ ৯৮—৯৯ ॥ অতঃপর সেই ভুবনে-  
শ্বরী ভবঃসারমোচনী আদ্যা ভববতীর অতি রমণীয় পরম স্থান মণিধীপের বিষয় বর্ণন  
করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১০০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-

ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধে ব্রাহ্মণগণের গায়ত্রীভিন্ন আত্মাত্ম দেবোপা-

সনায় শ্রদ্ধা হইবার কারণ বর্ণন নামক

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## দশমোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

বৃক্ষলোকাদূর্দ্ধভাগে সর্বলোকোহস্তি যঃ শ্রুতঃ ।

মণিদ্বীপঃ স এবাস্তি যত্র দেবী বিরাজতে ॥ ১ ॥

সর্বস্বাদধিকো যস্মাৎ সর্বলোকস্ততঃ স্মৃতঃ ।

পুরা পরাস্মৈবায়ং কল্পিতো মনসেচ্ছয়া ॥ ২ ॥

সর্বাদৌ নিজবাসার্থং প্রকৃত্যা মূলভূতয়া ।

কৈলাসাদধিকো লোকো বৈকুণ্ঠাদপি তৌত্তমঃ ॥ ৩ ॥

অর্দ্ধাধিকশতশ্লোকৈর্মণিদ্বীপস্ত বর্ণনম্ ।

যথাবৎ ক্রিয়তে যেন ভক্তিদেবাং বিবর্ততে ॥

পূর্বাধায়ে প্রতিজ্ঞাতং মণিদ্বীপস্ত বর্ণনং প্রস্তোতি ব্যাস উবাচেতি । নহু মণিদ্বীপঃ শ্রুতৌ ক প্রসিদ্ধং তত্রাহ বৃক্ষলোকাদিত । স্বর্গলোপনিষদি বৃক্ষলোকাদূর্দ্ধভাগে যঃ সর্বলোকঃ শ্রুতৌ শ্রুতঃ প্রসিদ্ধোহস্তি স এব নামাস্তুরেণ মণিদ্বীপমিত্যুচ্যতে । যত্র সাক্ষাদেবী মূলকারণভূতা বিরাজতে ইত্যর্থঃ । তথা স্বর্গলোপনিষদি অথ হৈনং হৈকঃ প্রাচীন ভগবন্ কস্মিন সর্বো প্রতিষ্ঠিতা ভবন্তীতি তস্মৈ স হোবাচ রসাতললোকেষ্বিতি হোবাচ-কস্মিন রসাতললোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি ভূর্লোকেষ্বিতি হোবাচেত্যারভ্য সত্যলোকাঙ্ক-মুক্তা কস্মিন সত্যলোকা ওতাঃ প্রোতাশ্চেতি প্রজাপতিলোকেষ্বিতি হোবাচ কস্মিন প্রজাপতিলোকা ওতাঃ প্রোতাশ্চেতি বৃক্ষলোকেষ্বিতি হোবাচ কস্মিন বৃক্ষলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি সর্বলোকেষ্বিতি হোবাচ সর্বলোকা আত্মনি বক্ষণিগণস্য ইবোতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি অয়ং তত্ত্বলোকৈকৈকেষুপি তদন্তর্গতপ্রাকারিণাং বহুভাং সর্বলোকেষ্বিতি বহুবচনমুক্তম্ ॥ ১ ॥

নহু তত্ত্ব সর্বলোক ইতি কিমিতি সংজ্ঞা তত্রাহ সর্বস্বাদধিকো যস্মাদিতি । নময়ং লোকঃ কেন নির্মিত ইতি চেতত্রাহ পুরা পরাস্মৈবায়মিতি । শ্রীভবতৈব্য নিজবাসার্থং স্বৈচ্ছয়া সর্বাদৌ নিশ্চিতোহয়ং লোকঃ ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

অয়ঞ্চ মণিদ্বীপরূপো লোকো দেবীপ্রাথনয়া শিবেন নির্মিত ইতি শিবহরস্তে দ্বিতীয়ে উক্তম্ । তদন্তঃ শিবহরস্ত দ্বিতীয়েঃশেইয়াধায়ে । শ্রীদেবুবাচ । দেবদেব মণিদ্বীপালালিহবিগহ । বিচিত্রশক্রে ভগবন্ময় স্থানমহত্তমম্ । সুন্দরং সুন্দরং তত্ত্বতঃ আনন্দাসুতসাগরম্ । ন ক্সুপিপাসে নো মীনিনি তৃষ্ণা ন জরাদিকম্ । তত্র উত্তান

ব্যাস কহিলেন ; মহারাজ জনমেজয় ! শ্রুতিতে বৃক্ষলোকের উর্দ্ধভাগে যিনি সর্বলোকের কণাশ্রুত হইয়া থাকে তাহাকেই (মণিদ্বীপ) বলিয়া জানিও এবং সেই স্থানেই করিয়া দেবী বিরাজ করিতেছেন ॥ ১ ॥ এই স্থানটী সকল স্থান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া ‘রসাতল’ নামে কথিত হইয়া থাকে । দেবী পূর্বকালে গিঞ্জের ইচ্ছামুসারেই এই স্থানটী ক নির্মাণ করিয়াছেন ॥ ২ ॥ (মূলপ্রকৃতি ভগবতী) নিজের অবস্থান জগৎ সর্ব প্রাণেরই এই স্থানটীকে,

গোলোকাদপি সৰ্বস্বাং সৰ্বলোকোহধিকঃ স্মৃতঃ ।

নৈতৎসমং ত্রিলোক্যাস্ত স্তন্দরং বিদ্যাতে কচিৎ ॥ ৪ ॥

ছত্রীভূতং ত্রিজগতো ভবসস্তাপনাশকম্ ।

ছায়াভূতং তদেবাস্তি ব্রহ্মাণানাস্ত সত্তম ॥ ৫ ॥

সৰ্বস্বাং কৈলাসাদপি স্তন্দরম্ । স্বজ বিশেষ দয়য়া মমৈবাপরকৌতুকম্ ॥ ন সৃষ্টৌ ন  
বিধাত্ৰাপি বিষ্ণুনা বা তথোত্তরম্ । অষ্টং শকাং ত্বয়া দেব মনসৈব মহেশ্বর ॥ ত্বং সৰ্বমুদলা-  
কারস্তস্মাৎ স্থানবরং মম । লোকোত্তরং মহাদেব বিহারকাংগোঃ সদা ॥ অজৈব মনসা দেব  
দৎপ্রিয়াতং মহেশ্বর । ইতি দেব্যা মহাদেবঃ প্রার্থিতঃ স তদা মুদা ॥ জাতহর্ষঃ স শীর্ষা  
তামোমিত্যাশ্বিনায়মুদা । পরমানন্দসন্দোহসাগরাস্তনিমগধীঃ ॥ ক্ষণং দখ্যৌ মহাদেবৌ  
গীলাসৃষ্টিপ্রবর্তকঃ । উৎক্ষাণ্ডানুরং তেজঃ সমুজ্জ্বলৌ স্বধাশ্বযে ॥ কোটিভাস্বরসকাশং  
পার্লগেশুশ্রুতাদিকম্ । বিদ্যাত্তোহুটিপ্রতীকশং চেষ্টচাপাযুতোত্তরম্ ॥ বলকন্তাসিতা-  
কাশং জ্যোতির্ময়মস্তমম্ । তৎপ্রভাতাসিতা লোকা ভুবনানি চতুর্দশেতি ॥ পশ্চাত্তয়ো-  
শাধ্যায়পর্য্যন্তঃ সবিস্তরং তদেব বীপমুপবণিতম্ । চতুর্দশাধ্যায়ে পুনরুক্তম্ ॥ দ্বাবা-  
হুমারস্তরাং লোকজালে তথা ভূবি । বিষ্ণুব্রহ্মেশতবনে দিক্‌পালানাং পুরে তথা ॥ নাগা-  
নামপি লোকেষু দৈত্যোজ্ঞাং পুরীষপি । কৈলাসে বা মহাদেবি ! চিত্তামণিগৃহাধিকঃ ॥  
ইদৃক্‌সম্পত্তিসম্ভারো ন কুত্র ভুবনেশ্বরীতি সর্বোত্তমসম্পত্তিমত্‌ক্ষোপপাদ্যাগ্রে তৎপরি-  
ণামকৌতুকম্ । পঞ্চাশল্পকমানোহয়ং বীপরত্নমিদং শিবে ইতি । ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ললিতোপা-  
খ্যানে তু দেবাজ্ঞা স্তমেকুমধ্যশ্চৈব বিশ্বকর্মাণি নিখিলতোহয়ং লোক ইভ্যুক্তম্ । তদ্বক্তং  
ললিতোপাখ্যানে সপ্তবিংশেধ্যায়ে । ভৌবিশ্বকর্মন্ শিল্পজ্ঞ ভোভো মম মহোদয় । যুবাভ্যাং  
ললিতাদেব্যা নিত্যজ্ঞানমহোদধেঃ । ষোড়শীক্ষেত্রমধ্যে তু তৎক্ষেত্রসমসংখ্যায়া । কর্তব্য  
শ্রীনগর্যো হি নানারত্নরসজ্বতাঃ । যত্র ঘোড়শখা ভিন্না ললিতা পরমেশ্বরী । বিশ্বত্রাণায়  
ততঃ নিবাসং রচয়িষ্যতীতি । তৎপরিমাণঞ্চ হর্কাসোমুনিকৃতস্তবরত্নে উক্তম্ । তত্র চতু-  
ষতযোজনপরিণাহং দেবশিল্পিনা রচিতম্ । নানাসালমনোজ্ঞং নমাম্যহং নগরমাদিবিদ্যায়া  
ইতি । ইথং পুরাণত্রয়বিরোধে (কল্পভেদেন) কেচিৎপ্ৰবৃত্তমাহতঃ । বয়স্ত বুয়ো ললিতোপা-  
খ্যানোক্তং শিবরহস্যোক্তঞ্চ মণিবীপং শ্রীত্রিপুরসুন্দর্যাধিষ্ঠিতং ভিন্নমেব দেবীভাগবতোক্তং  
মণিবীপস্ত শ্রীভুবনেশ্বর্যাধিষ্ঠিতং সৰ্বলোকপদবাচ্যং ব্রহ্মলোকাধিকং ব্রহ্মাণ্ডাধিক্যেব বিদ্যা-  
মানং ভিন্নমেবেতি । অতএব দেবীভাগবতে প্রতিব্রহ্মাণ্ডবত্তিনাং ব্রহ্মবিষ্ণুাদিদেবানাং  
নয়ন্তারো ব্রহ্মাদয়ঃ সমুদ্ভূতা অত্র বসন্তীতি বক্ষ্যমাণং সংগচ্ছতে । তদ্বক্তৃমাগমে ।  
গাকাধিকো লোকঃ সৰ্বলোকোভিধঃ পরঃ । তত্র শ্রীভুবনেশানী পরাশক্তির্কিরীতজতে

৩-৪ ॥

ভূতমিতি । সৰ্বব্রহ্মাণ্ডোপধোতস্ত বিদ্যমানস্বাক্ষরসাম্যম্ ॥ ৫ ॥

১১ ও গোলক ইহাতে শ্রেষ্ঠতর করিয়া নির্মাণ করিয়াছেন ; বস্তুতঃ ত্রিভুবন

গীর ভায় স্তন্দর আর কোনও স্থান নাই, এজন্যই এই সৰ্বলোক বা মণিবীপকে

ইহাতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে ॥ ৩-৪ ॥ স্তম্ভম্ ! এই মণিবীপটা সত্যলব উপনিষাদ্বিস্থিত  
ত্রিগুনর ছন্দস্বরূপ ইহা হৈছে । ইহা কারাই ব্রহ্মাণ্ডে ছায়াপতিত হইয়া সংসারবস্তা-

বহুযোজনবিস্তীর্ণো গভীরস্তাবদেব হি ।  
 মণিধীপস্ত পরিতো বর্ততে তু হৃদোদধিঃ ॥ ৬ ॥  
 মরুৎসজ্জটনোৎকীর্ণতরঙ্গশতসঙ্কুলঃ ।  
 রত্নাচ্ছবালুকাসুতো ঋষশ্চাসমাকুলঃ ॥ ৭ ॥  
 বীচিসজ্জ্বলসংজাতলহরীকণশীতলঃ ।  
 নানান্ধজসমায়ুক্তনানাপোতগভাগতৈঃ ।  
 বিরাজমানঃ পরিতস্তীররত্নক্রমো মহান্ ॥ ৮ ॥  
 তদুত্তরময়োদাতুনির্মিতো গগনে ততঃ ।  
 সপ্তযোজনবিস্তীর্ণঃ প্রাকারো বর্ততে মহান্ ॥ ৯ ॥  
 নানান্ধপ্রহরণা নানায়ুদ্ধবিশারদাঃ ।  
 রক্ষকা নিবসন্ত্যত্র মোদমানাঃ সমস্ততঃ ॥ ১০ ॥

মণিধীপস্যন্ধি স্বধাসমুদ্রং বর্ণয়তি । বহুযোজনবিস্তীর্ণ ইতি । চিত্ত্বামণিগৃহস্ত সৰ্ব-  
 প্রাকারমধ্যস্থস্ত পরিমাণমগ্রে বক্ষ্যতি । তৎপ্রাকারগাঞ্চ পূৰ্ব্বম্বাৎ পূৰ্ব্বম্বাহতরস্ত পরিমাণং  
 দ্বিগুণং বক্ষ্যতি তন্মানেনৈব সৰ্ববেষ্টনভূতস্বধাসিদ্ধোয়পি মানমুদয়ম্ । মণিধীপস্ত পরিতঃ  
 সমস্তাৎ ॥ ৬ ॥

সজ্জটনং সংমর্দন্তেনোৎকীর্ণ উচ্ছলন্তো যে তরঙ্গান্তেবাং শতৈঃ সঙ্কুলঃ । রত্নবালুকা-  
 যুক্তঃ ॥ ৭ ॥

মহাস্তত্তরঙ্গা বীচয়ন্তেবাং সংঘর্ষণে সংজাতা লহর্যোহন্নতরঙ্গান্তেবাং কণৈঃ শীতলঃ ।  
 গতাগতৈরিতস্ততো গমনাগমনৈঃ । তীরে রত্নসমানকান্তরো ক্রমা যন্ত ॥ ৮ ॥

ইখং স্বধাসমুদ্রমুপবর্ণায়োদাতুনির্মিতং প্রথমং প্রাকারং বর্ণয়তি । তদুত্তরময়োদাতু-  
 নির্মিত ইতি । গগনে ততোহত্মাচ্চৈর্বিদ্যমান ইতি । উচ্চৈস্তং বর্ণয়তি । সপ্তযোজনবিস্তীর্ণ  
 ইতি । বিস্তীর্ণ উন্নত ইত্যর্থঃ । নবত্র বিস্তারো বিবক্ষিতো বিস্তারস্ত বহুপ্রমাণস্ত  
 বক্ষ্যমানত্বাৎ ॥ ৯ ॥

তত্রত্যগণানাহ । নানান্ধপ্রহরণা ইতি ॥ ১০—১১ ॥

পের নাশ হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥ এই মণিধীপের চতুর্দিকে বহু যোজন বিস্তীর্ণ এবং বহু যোজন  
 গভীর (স্বধাসমুদ্র) বিদ্যমান বহিয়াছে ॥ ৬ ॥ বায়ুর সংঘটন ক্রান্ত তাহাতে শত শত তরঙ্গ-  
 মালা উথিত হইতেছে । নানাবিধ মৎস্য ও শস্ত্রাদি জলজন্ত সকল তাহার মধ্যে ইতস্ততঃ  
 বিচরণ করিতেছে । এই স্বধাসমুদ্রের তীরদেশে নির্মল রত্নবালুকার পরিপূর্ণ ॥ ৭ ॥ উত্তাল  
 তরঙ্গমালা সংঘর্ষণে সংজাত লহরী হইতে জলকণা সকল আশিয়া সৰীপহ হইন সকল  
 শীতল করিতেছে । তন্মধ্যে নানাবিধ ধ্বজশোভিত বহু গৌড় সকল দ্বাভায়াত করিতেছে ।  
 সমুদ্রতীরে নানাবিধ রত্নের বৃক্ষ সকল শোভা পাইতেছে ॥ ৮ ॥ এই সমুদ্রের পরই গগন-  
 নার্বিকাসী দৌহনির্মিত সপ্তযোজন বিস্তীর্ণ একটা স্রিত দীর্ঘ প্রাকার বিদ্যমান আছে ॥ ৯ ॥  
 এই প্রাকার মধ্যে নানান্ধপ্রহরণমযিত, যুদ্ধবিশারদ রক্ষক সকল আনন্দিতচিত্তে ইতস্ততঃ

চতুর্দ্বারসমায়ুক্তো দ্বারপালশতাস্থিতঃ ।

নানাগণৈঃ পরিবৃত্তো দেবীভক্তিয়ুতৈর্নৃপ ! ॥ ১১ ॥

দর্শনার্থং সমায়ান্তি যে দেবা জগদীশিতুঃ ।

তেষাং গণা বসন্ত্যত্র বাহনানি চ তত্র হি ॥ ১২ ॥

বিমানশতসঙ্ঘর্ষঘণ্টাস্থনসমাকুলঃ ।

হয়হেমাখুরাঘাতধিরীকৃতদিক্মুখঃ ॥ ১৩ ॥

গণৈঃ কিলকিলারাবৈর্কেষত্রহস্তৈশ্চ তাড়িতাঃ ।

সেবকা দেবসজ্জানাং ভ্রাজন্তে তত্র ভূমিপ ! ॥ ১৪ ॥

তগ্নিন্ কোলাহলে রাজম শব্দঃ কেনচিৎ কচিৎ ।

কস্মচিৎ প্রয়তেহত্যস্তং নানান্দ্রনিসমাকুলে ॥ ১৫ ॥

পদে পদে মিষ্টবারিপরিপূর্ণসরাংসি চ ।

বাটিকা বিবিধা রাজন্ ! রত্নক্রমবিরাজিতাঃ ॥ ১৬ ॥

এতৎপ্রাকারস্ত লোহময়স্তম্ভঃ প্রতিব্রজাণ্ডবর্তিনো যে ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ শ্রীজগদীশিতু-  
র্দূর্বনেশ্বর্যা দর্শনার্থমাগতাস্তেষাং গণা বাহনানি চ তত্র নিবসন্তীত্যাহ দর্শনার্থং সমায়া-  
ন্তীতি ॥ ১২ ॥

তত্রৈবাগ্ৰব্রহ্মাণ্ডস্তদেবানাং বিমানান্তপ্যবতরন্তীত্যাহ । বিমানশতেনি প্রাকার-  
বিশেষণম্ । হয়হেমেতি । দর্শনার্থমাগতানাং দেবানাং যে হয় বাহনভূতাস্তেষাং  
হেমাশব্দৈঃ খুরাঘাতশব্দৈশ্চ ধিরীকৃতং দিক্মুখং যস্মিন্ ॥ ১৩ ॥

দেবাঃ গণৈঃ পরিবৃত্তাঃ কিলকিলারবৈঃ কিলকিলশব্দঃ কুর্ষস্তিক্ষেত্রহস্তৈরতিসংমর্দে সতি  
তাড়িতা অগ্ৰদেবানাং সেবকা যত্র যস্মিন্ প্রাকারে ভ্রাজন্তে ইত্যাহঃ ॥ ১৪ ॥

দেবগণকোলাহলং বর্ণয়তি তস্মিন্ কোলাহলে ইতি । অয়ং সমারন্তোহি দ্যাপি  
রাজদ্বারেষুপলভাতে ॥ ১৫—১৬ ॥

বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে ॥ ১০ ॥ ইহার চারিটী দ্বার, প্রত্যেক দ্বারে শত শত দ্বারপাল ও  
দেবীভক্ত নানাবিধ গুণ সকল বর্তমান রহিয়াছে ॥ ১১ ॥ যখন যে কোনও দেবগণ জগ-  
দীশ্বরীকে দর্শন করিতে আইসে তখন তাঁহাদের অন্তরঙ্গ বাহনাদির সহিত এই স্থানে  
অবস্থিত করে ॥ ১২ ॥ মহারাজ! এই স্থানটী দেবগণের শত শত বিমানের ঘণ্টাশব্দে  
সমাকুল এবং তাহাদের ঘণ্টাশব্দের হেমাশব্দ ও ধুরধ্বনিতে চতুর্দিকে শব্দায়মান হইয়া  
থাকে ॥ ১৩ ॥ দেবীগণসমূহ বেত্রহস্তে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে সেই  
দেবসেবক সমূহকে তাড়না করিয়া থাকে ॥ ১৪ ॥ এই স্থান একরূপ কোলাহলে পরিপূর্ণ  
যে তথায় কেহ কাহারও কথা স্পষ্টরূপে শুনিতে পায় না ॥ ১৫ ॥ এই স্থানের মধ্যে  
মধ্যে রত্নরূপ পরিশোভিত বাটিকা সকল এবং সুরসবারি-পরিপূর্ণ সরোবর সকল বিরাজ  
করিতেছে ॥ ১৬ ॥



চাম্পেয়া বক্ষুজীবাশ্চ তথা বৈ কনকক্রমাঃ ।

কালাগুরুক্রমশ্চৈব তথা চন্দনপাদপাঃ ॥ ২৫ ॥

খর্জুরা যুথিকান্তালপর্ণাশ্চৈব তথৈক্ষবঃ ।

কীরবৃক্ষাশ্চ খদিরাস্চিঞ্চা ভল্লাতকাস্তথা ॥ ২৬ ॥

রুচকাঃ কুটজা বৃক্ষা বিশ্ববৃক্ষাস্তথৈব চ ।

তুলসীনাং বনাশ্ৰেণং মল্লিকানাং তথৈব চ ॥ ২৭ ॥

ইত্যাদিতরুজাতীনাং বনান্যুপকমানি চ ।

নানাবাপীশতৈর্যুজ্জাশ্ৰেণং সন্তি ধরাধিপ ! ॥ ২৮ ॥

কোকিলারাবসংযুক্তা গুঞ্জদ্রুমরভূষিতাঃ ।

নির্ধাসস্রাবিণঃ সর্বৈ স্নিগ্ধচ্ছায়ান্তরুভমাঃ ॥ ২৯ ॥

নানান্বতুভবা বৃক্ষা নানাপক্ষিসমাকুলাঃ ।

নানারসস্রাবিণীভিনদীভিরতিশোভিতাঃ ॥ ৩০ ॥

পারাবতশুকত্নাতসারিকাপক্ষমারুতৈঃ ।

হংসপক্ষসমুদ্ভূতবাতত্নাতৈশ্চলদ্ৰুমম্ ॥ ৩১ ॥

জগন্ধগ্রাহিপবনপূরিতং তদ্বনোত্তমম্ ।

সহিতং হরিণীযুথৈর্ধাবমানৈরিতস্ততঃ ॥ ৩২ ॥

বাতত্নাতৈশ্চলন্তো ক্রমা যস্মিন্ বনোত্তমে তত্তাদৃশম্ । ইয়মতিশয়োক্তির্বহুপক্ষিসম্ভাব-  
দাশ্চিকা ॥ ৩১—৩২ ॥

কপূর, অম্বকর্ণ, হস্তিকর্ণ, তালপর্ণ, দাড়িম, গণিকা, বক্ষুজীব, জবীর, কুরণ্ডক, চাম্পেয়, বক্ষুজীব, কনকবৃক্ষ, কালাগুরু, চন্দন, খর্জুর, যুথিকা, তালপর্ণী, উলু, কীরবৃক্ষ, খদির, ভল্লাতক, রুচক, কুটজ ও বিশ্ববৃক্ষপ্রভৃতি বৃক্ষশ্রেণী এবং তুলসী ও মল্লিকার বনরাজি বিদ্যমান আছে ॥ ২১—২৭ ॥ মহারাজ ! এইরূপ নানাবিধ বৃক্ষজাতির বন ও উপবন এবং মধ্যে মধ্যে বাপী স্তল বিদ্যমান থাকায় এই স্থানটী অতিশয় মনোহর হইয়াছে ॥ ২৮ ॥ প্রত্যেক বৃক্ষটীতে কোকিল সকল বসিয়া ধ্বনি করিতেছে ; (স্রমর) সকল পুষ্পমধু পান করিয়া গুণ-গুণস্বরে গান করিয়া বেড়াইতেছে ; প্রত্যেক বৃক্ষ হইতে নির্ধাস সকল নির্গত হইয়া চতুর্দিক অন্বেষিত করিয়া ভুলিয়াছে । এই বৃক্ষ সকলের ছায়া অতিশয় স্নিগ্ধতল ॥ ২৯ ॥ সকল ঋতুভব বৃক্ষই এই স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে । এই সকল বৃক্ষের উপরি ভাগে কোথাও পান্ধামত, কোথাও শুক, কোথাও সারিকা প্রভৃতি পক্ষিসকল বসিয়া রহিয়াছে । মধ্যে মধ্যে সামারসস্রাবিণী নদী সকল বহনাবহন করিতেছে । এই নদী সকলে হংস প্রভৃতি জগৎস্থ পক্ষিকুল ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে ॥ ৩০—৩১ ॥ পবনদেব পুষ্পসকলের গন্ধ

নৃত্যদ্বর্হিকদম্বস্ত কেকারাবৈঃ স্তবপ্রদৈঃ ।

নাদিতং তদ্বনং দিব্যং মধুস্রাবি সমস্ততঃ ॥ ৩৩ ॥

কাংশুসালানুত্তরে তু তাত্রসালঃ প্রকীর্তিতঃ ।

চতুরঙ্গসমাকার উন্নত্যা সপ্তযোজনঃ ॥ ৩৪ ॥

দ্বয়োস্ত সালয়োর্মধ্যে সংপ্রোক্তা কল্পবাটিকা ।

যেষাং তরুণাং পুষ্পাণি কাঞ্চনাভানি ভূমিপ ! ॥ ৩৫ ॥

পত্রাণি কাঞ্চনাভানি রত্নবীজফলানি চ ।

দশযোজনপঙ্কো হি প্রসর্পতি সমস্ততঃ ॥ ৩৬ ॥

তদ্বনং রক্তিতং রাজন্ ! বসন্তেনর্ভুনানিশম্ ।

পুষ্পসিংহাসনাসীনঃ পুষ্পচ্ছত্রবিরাজিতঃ ॥ ৩৭ ॥

পুষ্পভূষাভূষিতশ্চ পুষ্পাসববিযুর্গিতঃ ।

মধুশ্রীশ্রীধবশ্রীশ্চ দ্বৈ ভার্য্যে তস্ত সন্মতে ॥ ৩৮ ॥

নৃত্যস্তো যে বহিণো ময়ুরাশ্বেষাং কদম্বস্ত সমুহস্ত সহকিনো যে কেকারবাস্তৈর্নাদিতম্ ।  
মধুস্রাবি বৃক্ষমধুস্রাবি ॥ ৩৩ ॥

এতৎপ্রাকারনিবাসিনো নানাবিধসিদ্ধাঃ সিদ্ধান্নানাচ্চ জ্ঞেয়াঃ । অগ্রিমপ্রাকারে  
গন্ধর্বাদীনাং বাসস্তোক্তদ্বাং । অতএব কচিং পুস্তকে তত্র সিদ্ধান্ননাঃ সিদ্ধা গায়ন্তি সততং  
শুগান্ । ভগবত্যা মহারাজ জপন্তি চ রমন্তি চেতি শ্লোকোহপি দৃশ্যতে । অথ তৃতীয়ং তাত্র-  
প্রাকারমাহ কাংশুসালানুত্তরে স্থিতি । চতুরঙ্গোহয়ং সালঃ ॥ ৩৪ ॥

দ্বয়োস্ত সালয়োর্মধ্যে ইতি । একশতাত্রসালো দ্বিতীয়ঃ সীসসালন্তয়োর্মধ্যে ইত্যর্থঃ ।  
কল্পবাটিকা কল্পবৃক্ষবাটিকা ॥ ৩৫—৩৬ ॥

তৎসালানুপতিমাহ তদ্বনং রক্তিতং রাজয়িতি । বসন্তর্ভূখানমাহ পুষ্পসিংহাসনাসীন  
ইতি ॥ ৩৭ ॥

মধুশ্রীশ্রীচন্দ্রলক্ষ্মীশ্রীধবশ্রীশ্রীকৈশিকলক্ষ্মীঃ । এবমুত্তরত্র প্রতিমাংসলক্ষ্য উচ্যাহ ॥ ৩৮ ॥

অপহরণ করিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে । হরিণীগণ সেই বায়ুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান  
হইতেছে । মদমত্ত ময়ুরগণের সমদ নৃত্য ও কেকারবের সেই স্থান সকল অতিশয় রমণীয়  
হইরাছে ॥ ৩২—৩৩ ॥

মহারাজ ! এই কাংশুময় প্রাকারের পরেই তৃতীয় তাত্রময় প্রাকার ; ইহা চতুঃকোণ-  
বিশিষ্ট ও সপ্তযোজন পর্য্যন্ত সমুচ্ছিত ॥ ৩৪ ॥ ইহার মধ্যে কল্পবৃক্ষের ঐটিকা সকল বিদ্যমান  
রহিয়াছে । ঐসমস্ত বৃক্ষের পত্র ও পুষ্প সকল সুবর্ণবর্ণ এবং ফলসকল রত্নসদৃশ । ইহার গন্ধ  
দশ যোজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া সকলকে আনোদিত করিতেছে ॥ ৩৫—৩৬ ॥ এই বনটিকে  
(মধুরাজ বসন্তই) সর্বলা বৃত্তা করিয়া থাকেন । তাহার আসন পুষ্পের, ছত্র পুষ্পের, ভূষণ  
সমস্তও পুষ্পের, তিনি পুষ্পমধু পান করিয়া ঘূর্ণিতমোদে (মধুশ্রী ও মাধবশ্রী) নামে দুইটা



ক্রীড়তঃ স্নেহবদনে স্তমস্তবককন্দুকৈঃ ।

অতীবরম্যং বিপিনং মধুশ্রাবি সমস্ততঃ ॥ ৩৯ ॥

দশযোজনপর্য্যন্তং কুসুমামোদবায়ুনা ।

পূরিতং দিব্যগন্ধকৈর্বঃ সান্ননৈর্গানলোলুপৈঃ ॥ ৪০ ॥

শোভিতং তদ্বনং দিব্যং মত্তকোকিলনাদিতম্ ।

বসন্তলক্ষ্মীসংযুক্তং কামিকামপ্রবর্দ্ধনম্ ॥ ৪১ ॥

তাত্রসালান্নন্তরত্র সীসসালঃ প্রকীর্তিতঃ ।

সমুচ্ছ্রায়ঃ স্মৃতোহপ্যস্ত সপ্তযোজনসংখ্যয়া ॥ ৪২ ॥

সস্তানবৃট্টিকামধ্যে সালয়োস্ত দ্বয়োর্নৃপ ! ।

দশযোজনগন্ধস্ত প্রসূনাং সমস্ততঃ ॥ ৪৩ ॥

হিরণ্যাভানি কুসুমামুৎফলানি নিরন্তরম্ ।

অমৃতদ্রবসংযুক্তফলানি মধুরাণি চ ॥ ৪৪ ॥

গ্রীষ্মর্তূর্নায়কস্তস্ত্রা বাটিকায়া নৃপোত্তম ! ।

শুক্লগ্রীষ্ম শুচিগ্রীষ্ম দ্বৈ ভার্য্যে তস্য সম্মতে ॥ ৪৫ ॥

স্তুমস্তবকাঃ প্রসূনগুচ্ছা এব কন্দুকান্তঃ ॥ ৩৯—৪১ ॥

অথ চতুর্থঃ সীসসালমাহ তাত্রসালান্নন্তরত্রৈতি । অত্রাপি পূর্বপূর্বসালান্নন্তরোত্তর-  
সালঃ শতগুণিততেজসা যুক্ত ইতি বোধ্যম্ ॥ ৪২ ॥

সালয়োঃ সীসসালপিত্তলসালয়োর্মধ্যে সস্তানবৃক্ষবাটিকা বর্ত্তত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩—৪৫ ॥

ভাষ্যার সহিত এই স্থানেই বাস করিয়া থাকেন ॥ ৩৭—৩৮ ॥ বসন্তের এই দুইটা স্ত্রীর  
মুখকমল সর্বদাই হান্তযুক্ত । তাহারা সর্বদাই পুষ্পস্তবক সকল লইয়া ক্রীড়া করিয়া  
থাকে । এই বনটা অতিশয় মনোহর । ইহার চতুর্দিকেই প্রচুর পরিমাণে পুষ্পের মধু পাওয়া  
যায় ॥ ৩৯ ॥ এই বনের প্রস্ফুটিত পুষ্পের গন্ধ দশযোজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াই আমোদিত  
করিতেছে । এই স্থানটীতে গানপ্রিয় গন্ধর্ব্বগণ সঙ্গীত বাস করিয়া থাকে ॥ ৪০ ॥ ইহার  
চতুর্দিক বসন্তশোভার পরিপূর্ণ এবং কোকিলশব্দে নিনাদিত । কলতঃ এই স্থানটী যে  
কামিগণের কামপ্রবর্দ্ধক তাহাতে আর সন্দেহ নাই ৪১ ॥

মহারাজ ! ইহার পরই সীসনির্ম্মিত চতুর্থ প্রাকার । ইহারও উচ্চতা সপ্তযোজন পরি-  
মিত বলিয়া জানিবে ॥ ৪২ ॥ ইহার মধ্যে সস্তানক বৃক্ষের বাটিকা বিদ্যমান । ইহার পুষ্প-  
সৌগন্ধ দশযোজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত । পুষ্পকল সুবর্ণভূয়া এবং নিরন্তর সমভাবে প্রস্ফুটিত ।  
ফল সকল অতিশয় মধুর, অধিক কি অমৃতকণায়ুক্ত বলিয়াই বোধ হইয়া থাকে ॥ ৪৩-৪৪ ॥  
এই বাটিকার মধ্যে গ্রীষ্ম ঋতু (শুক্লগ্রী ও শুচিগ্রী) নামে দুইটা ভার্য্যার সহিত নিরন্তর বাস  
করিয়া থাকেন এবং সেই গ্রীষ্ম ঋতুকেই এই স্থানের নামক বলিয়া জানিবে ॥ ৪৫ ॥

সস্তাপত্রস্তলোকাস্ত বৃক্ষমূলেষু সংস্থিতাঃ ।

নানাসিদ্ধৈঃ পরিবৃত্তো নানাদৈবৈঃ সমস্থিতঃ ॥ ৪৬ ॥

বিলাসিনীনাং বৃন্দৈশ্চ চন্দনদ্রবপঙ্কিলৈঃ ।

পুষ্পমালাভূষিতৈশ্চ তালবৃন্তকরাশুজৈঃ ।

প্রাকারঃ শোভিতো রাজন্ ! শীতলাশ্মনিষেবিভিঃ ॥ ৪৭ ॥

সীসমালাদুত্তরত্রাপ্যারকূটময়ঃ শুভঃ ।

প্রাকারো বর্ততে রাজন্ ! মুনিযোজনদৈর্ঘ্যবান্ ॥ ৪৮ ॥

হরিচন্দনবৃক্ষাণাং বাটীমধ্যে তয়োঃ স্মৃতা ।

সালয়োরধিনাথস্ত বর্ষভূত্মৈষবাহনঃ ॥ ৪৯ ॥

বিদ্যুৎপিঙ্গলনেত্রৈশ্চ জীমূতকবচঃ স্মৃতঃ ।

বজ্রনির্ঘোমগুথরশ্চৈন্দ্রধন্বা সমস্ততঃ ॥ ৫০ ॥

সহস্রশো বারিধারা মুঞ্চমাংস্তে গণারুতঃ ॥ ৫১ ॥

নভঃশ্রীশ্চ নভঃশ্রীঃ স্বরস্তা রস্তমালিনী ।

অম্বা ছলা নিরজ্জিশ্চাভ্রমন্তী মেঘমন্তিকা ॥ ৫২ ॥

সস্তাপত্রস্তলোকাস্তিত্যাদিনা গ্রীষ্মভূত্বর্ণনম্ ॥ ৪৬—৪৭ ॥

অথ পঞ্চমং পিত্তলপ্রাকারমাহ সীসমালাদুত্তরজ্যেতি । আত্মকূটময়ঃ পিত্তলনির্মিতঃ ॥ ৪৮ ॥

তয়োঃ পিত্তলসালপঙ্কলোহময়সালয়োর্ধ্বো ॥ ৪৯ ॥

ঐন্দ্রঃ ধনুশ্চাপং যন্ত ॥ ৫০—৫১ ॥

বর্ষতোর্ধ্বাদশাঙ্গনা আহ নভঃশ্রীশ্চেতি ॥ ৫২—৫৩ ॥

এই স্থানের প্রতিবাসিগণ সর্বদা গ্রীষ্মতাপিত হইয়া বৃক্ষমূলেই অবস্থান করে । নানাবিধ সিদ্ধ ও দেবগণ ঘুরাই এই স্থান পরিপূর্ণ ॥ ৪৬ ॥ এই স্থানের বিলাসিনীগণ চন্দন দ্বারা সর্বাঙ্গ লিপ্ত করিয়া এবং পুষ্পমালায় ভূষিত হইয়া তালবৃন্ত হস্তে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া থাকে । এই প্রাকার মধ্যে অতি শীতল জল বিদ্যমান আছে এবং গ্রীষ্মপ্রাধান্ত বশতঃ সেই জল সকলেই ব্যবহার করিয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥

রাজন্ ! এই সীসময় প্রাকারের পরই পিত্তলনির্মিত পঞ্চম প্রাকার । উহার দৈর্ঘ্য সপ্ত-যোজন পরিমিত ॥ ৪৮ ॥ এই প্রাকার হইতে অপর প্রাকারের মধ্যস্থলে হরিচন্দন বৃক্ষের বাটিকা বিদ্যমান আছে । ইহার অধিপতি বর্ষাঋতু ॥ ৪৯ ॥ বিদ্যুৎ ইহার পিঙ্গলনেত্র, মেঘবৃক্ষ কবচ, বজ্রনির্ঘোম গুথরশ্মি এবং ঐন্দ্রধনুক ইহার চাপ । ইনি স্বদলবলে পরি-বেষ্টিত হইয়া নিরন্তর শতসহস্র বারিধারা বর্ষণ করিয়া থাকেন ॥ ৫০—৫১ ॥ ইহার নভঃশ্রী, নভঃশ্রী, স্বরস্তা, রস্তমালিনী, অম্বা, ছলা, নিরজ্জি, অভ্রমন্তী, মেঘমন্তিকা, বর্ষমন্তী, চিবু-

বর্ষয়ন্তী চিবুণিকা বারিধারা চ সংমতাঃ ।  
 বর্ষতো দ্বাদশ প্রোক্তাঃ শক্তয়ো মহাবিহ্বলাঃ ॥ ৫৩ ॥  
 নবপল্লববৃক্ষাশ্চ নবীনলতিকান্বিতাঃ ।  
 হরিতানি তৃণাশ্চৈব বেষ্টিতা যৈর্দ্ধরাখিলা ॥ ৫৪ ॥  
 নদীনদপ্রবাহাশ্চ প্রবহন্তি চ বেগতঃ ।  
 সরাংসি কলুষাষুনি-রাগিচিত্তসমানি চ ॥ ৫৫ ॥  
 বসন্তি দেবাঃ সিদ্ধাশ্চ যে দেবীকর্ষকারিণঃ ।  
 বাপীকূপতড়াগাশ্চ যৈর্দৈব্যার্থং সমর্পিতাঃ ।  
 তে গণা নিবসন্ত্যত্র সবিলাসাশ্চ সাস্রনাঃ ॥ ৫৬ ॥  
 আরকূটময়াদগ্রে সপ্তযোজনদৈর্ঘ্যবান্ ।  
 পঞ্চলোহাস্রকঃ সালো মধ্যে মন্দারবাটিকা ॥ ৫৭ ॥  
 নানাপুপ্পলতাকীর্ণা নানাপল্লবশোভিতা ।  
 অধিষ্ঠাতাত্র সংপ্রোক্তাঃ শরদৃতুরনাময়ঃ ॥ ৫৮ ॥  
 ইষলক্ষ্মীরূর্জলক্ষ্মীর্দে ভার্য্যে তস্য সংমতে ।  
 নানাসিদ্ধা বসন্ত্যত্র সাস্রনাঃ সপরিচ্ছদাঃ ॥ ৫৯ ॥

যথা রাগিণাং বিষয়িণাং চিত্তানি কলুষিতানি তথা সরোজলানীত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥  
 দেবীশ্রীত্যর্থঃ যে কর্ম বজ্রাদিকং কুর্যন্তি তথা যৈর্দেবীশ্রীত্যর্থঃ তড়াগা বাপী কূপাশ্চ  
 পিত্তান্তে জনান্তত্র বসন্তীত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥  
 অথ ষষ্ঠং পঞ্চগোহমরপ্রাকারমাহ আরকূটময়াদগ্রে ইতি । দৈর্ঘ্যবাহুচ্চতাবান্ ॥ ৫৭-৫৯ ॥

৮। এবং বারিধারা ভেদে মদগুস্তা দ্বাদশটি পত্নী আছে ॥ ৫২—৫৩ ॥ এই স্থানের বৃক্ষসকল  
 দ্বাই নবপল্লবসম্বিত এবং নবগুস্তা দ্বারা আলিঙ্গিত । ইহার সমস্ত স্থানই হরিশূণের  
 রাজি দ্বারা পরিশোভিত ॥ ৫৪ ॥ এই স্থানের নদ-নদী প্রবাহ সর্বদাই সুবেগে ধাবিত  
 ং সরোবর সকল (বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণের চিত্তের স্থায় সদাই কলুষিত) ॥ ৫৫ ॥ এই স্থানে  
 ঐজলক্ষ্মী ও দেবগণ এবং বাহারা দেবীশ্রীতির জন্য বাপী কূপ ও তড়াগাদি উৎসর্গ  
 রাখেন, তাহারাই সজীক বাস করিয়া থাকেন ॥ ৫৬ ॥

মহারাজ ! এই পিত্তলময় প্রাকারের পরই পঞ্চলোহাস্রক সপ্তযোজন দীর্ঘ বট প্রাকার  
 প্যমান আছে । ইহার মধ্যে মন্দারবৃক্ষের বাটিকা ॥ ৫৭ ॥ এই বাটিকা নানাবিধ লতা,  
 প ও পল্লবাদি দ্বারা পরিশোভিত । শরৎ ঋতু (ইষলক্ষ্মী ও উর্জলক্ষ্মী) নামে দুইটি ভাষ্যার  
 হত এই স্থানে বাস করেন এবং তিনিই ইহার অধিনায়ক । ইহার মধ্যে নানাবিধ  
 প্রকৃষগণ সপরিচ্ছদে ও সজীকে বাস করিতেছেন ॥ ৫৮—৫৯ ॥

পঞ্চলোহময়াদগ্রে সপ্তযোজনদৈর্ঘ্যবান্ ।  
 দীপ্যমানো মহাশূনৈর্বর্ততে রৌপ্যসালকঃ ॥ ৬০ ॥  
 পারিজাতাটবীমধ্যে প্রসূনস্তবকাস্থিতা ।  
 দশযোজনগন্ধ্বানি কুম্ভানি সমস্ততঃ ॥ ৬১ ॥  
 মোদয়ন্তি গগান্ সর্বান্ যে দেবীকৰ্ম্মকারিণঃ ॥ ৬২ ॥  
 তত্রাধিনাথঃ সংপ্রোক্তো হেমস্তূর্ণমহোজ্জ্বলঃ ।  
 সগগঃ সায়ুধঃ সর্বান্ রাগিণো রঞ্জয়ম্প ! ॥ ৬৩ ॥  
 সহস্রীশ্চ সহস্রশ্চীর্ষে ভার্ঘ্যে তস্য সম্মতে ।  
 বসন্তি তত্র সিদ্ধাশ্চ যে দেবীভ্রতকারিণঃ ॥ ৬৪ ॥  
 রৌপ্যসালময়াদগ্রে সপ্তযোজনদৈর্ঘ্যবান্ ।  
 সৌবর্ণসালঃ সম্প্রোক্তস্তপ্তহাটককল্পিতঃ ॥ ৬৫ ॥  
 মধ্যে কদম্ববাটী তু পুষ্পপল্লবশোভিতা ।  
 কদম্বমদিরাধারাঃ প্রবর্তন্তে সহস্রশঃ ॥ ৬৬ ॥  
 যাভিনিপীতপীতাভিনিজানন্দোহমুভূয়তে ।  
 তত্রাধিনাথঃ সংপ্রোক্তঃ শৈশিরতুর্ণমহোদয়ঃ ॥ ৬৭ ॥

অথ সপ্তমং রৌপ্যপ্রাকারমাহ পঞ্চলোহময়াদগ্রে ইতি ॥ ৬০—৬৩ ॥

দেবীভ্রতকারিণো দেবীপ্রীত্যর্থং কুম্ভাদিভ্রতকারিণঃ ॥ ৬৪ ॥

অথ অষ্টমং সূবর্ণসালমাহ রৌপ্যসালময়াদগ্রে ইতি ॥ ৬৫—৬৬ ॥

নিপীতপীতাভির্ষণেঃ পীতাভিঃ ॥ ৬৭—৬৮ ॥

রাজন্ ! এইপ্রাকারের পরই অত্যাচ্ছন্দঃ সপ্তযোজনদীর্ঘ সপ্তম রৌপ্যপ্রাকার বিদ্যমান  
 আছে ॥৬০॥ ইহার মধ্যে পারিজাতবৃক্ষের বাটিকা এবং বৃক্ষ সকল পুষ্পস্তবকে পরিপূর্ণ ।  
 সেই পারিজাতপুষ্পের গন্ধ দশ যোজন পর্যন্ত আমোদিত করিতেছে ; বাহারা দেবীভ্রত ও  
 দেবীকৰ্ম্মে নিযুক্ত এই গন্ধ তাহাদিগকেই আমোদিত করিয়া থাকে ॥ ৬১—৬২ ॥ হেমস্ত  
 ঋতু এই স্থানের অধিপতি । তিনি সহস্রী ও সহস্রশ্চীর্ষ দুইটা ভার্য্যার সহিত সদলবলে  
 এই স্থানে বাস করতঃ অমুরাগী লোক সকলের প্রীতি উৎপাদন করিতেছেন । বাহারা  
 দেবীর ভ্রাতাভুটান দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছেন, তাহারাও এই স্থানে বাস করিয়া থাকেন ॥৬৩-৬৪॥

মহারাজ ! এই রৌপ্য প্রাকারের পর তপ্তকাক্ষি নির্মিত সপ্তযোজন দীর্ঘ অষ্টম সৌবর্ণ  
 প্রাকার বিদ্যমান আছে ॥৬৫॥ ইহার মধ্যে কদম্বের বৃক্ষবাটিকা । বৃক্ষসকল সর্বদা কল পুষ্পে  
 পরিশোভিত এবং সর্বদা তাহাদের চারিদিক হইতে কদম্বমধু নিঃসৃত হইতেছে ॥ ৬৬ ॥  
 দেবীভ্রতগণ এই মধু পান করিয়া সত্ততই আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে । শৈশির ঋতুই

তপঃশ্রীশ্চ তপস্শ্রীর্ষে ভার্য্যে তস্মৈ সন্মতে ।

মোদমানঃ সর্হেতাভ্যাং বর্ততে শিশিরাকৃতিঃ ॥ ৬৮ ॥

নানাবিলাসসংযুক্তো নানাগগনসমাবৃতঃ ।

নিবসন্তি মহাসিদ্ধা যে দেবীদানকারিণঃ ॥ ৬৯ ॥

নানাভোগসমুৎপন্নমহানন্দসমস্থিতাঃ ।

সাজ্জনাঃ পরিবারৈস্তু সংঘশঃ পরিবারিতাঃ ॥ ৭০ ॥

স্বর্ণসালময়াদগ্রে মুনিযোজনদৈর্ঘ্যবান্ ।

পুষ্পরাগময়ঃ সালঃ কুঙ্কমারুণবিগ্রহঃ ॥ ৭১ ॥

পুষ্পরাগময়ী ভূমিবনান্যুপবনানি চ ।

রত্নরুক্ষালবালশ্চ পুষ্পরাগময়াঃ স্মৃতাঃ ॥ ৭২ ॥

প্রাকারো যন্ত রত্নস্তু তদ্রত্নরচিতা ক্রমাঃ ।

বনভূঃ পক্ষিণশ্চৈব রত্নবর্ণজলানি চ ॥ ৭৩ ॥

মণ্ডপা মণ্ডপস্তম্ভাঃ সরাংসি কমলানি চ ।

প্রাকারে তত্র যদযং স্মৃতাং সর্বং তৎসমং ভবেৎ ॥ ৭৪ ॥

দেবীদানকারিণঃ দেবীশ্রীভার্য্যং গোদানভূদানাদিদানকারিণঃ ॥ ৬৯—৭০ ॥

অথ নবমং পুষ্পরাগময়প্রাকারমাহ স্বর্ণসালময়াদগ্রে ইতি । মুনিযোজনানি সপ্ত-  
জানানি ॥ ৭১ ॥

রত্নাকাররুক্ষাণামালবালা অপি পুষ্পরাগময়া এব ॥ ৭২ ॥

অথ রত্নাদিসালেষু সামান্তপরিভাষামাহ প্রাকারো যন্ত রত্নস্তু ইতি । যেন রত্নেন যঃ  
প্রাকারো নিশ্চিতস্তস্মিন প্রাকারে যে ক্রমাঃ পক্ষিণশ্চাত্তচ্চ যদযং সর্বং তৎপ্রাকারহং  
ং সর্বং তদ্রত্নরচিতমেব বোধ্যম্ ॥ ৭৩—৭৪ ॥

ই স্থানের অধিপতি । তিনি তপুঃশ্রী ও তপস্শ্রী নামে দুইটা ভার্য্যা ও নানাবিধ স্বগণের  
হিত অতিশয় আনন্দিতচিত্তে বহুবিধ বিলাসভোগ করতঃ এই স্থানে বাস করিতেছেন ।  
ছারা দেবীর প্রীতির জন্য নানাবিধ দান করিয়া থাকেন, সেই সকল মহাসিদ্ধ পুরুষ  
নানাবিধ ভোগসমুৎপন্ন আনন্দে আনন্দিত হইয়া স্বজন বর্গের ও নিজ নিজ জীর সহিত  
ই স্থানে বাস করিয়া থাকেন ॥ ৬৭—৭০ ॥

মহারাজ জনমেজয়! এই সৌবর্ণ প্রাকারের পরই সপ্তযোজন দীর্ঘ কুঙ্কমসদৃশ রত্নবর্ণ  
পুষ্পরাগ মণিময়নবম প্রকার বিদ্যমান আছে ॥ ৭১ ॥ এই প্রাকার মধ্যস্থ ভূমি, বন,  
ঐশবন, বৃক্ষ ও তাহার আলবাল সকল পুষ্পরাগমণি দ্বারাই নিশ্চিত ॥ ৭২ ॥ ইহার পরে  
এই যে যে রত্ন দ্বারা যে যে প্রকার নিশ্চিত, তাহার ভূমি, বন, বৃক্ষ, পুষ্প, পক্ষী, নদ, নদী,  
দ্রোণব, কমল, মণ্ডপ ও মণ্ডপস্তম্ভ প্রভৃতি সমস্তই সেই সেই রত্নময় বলিয়া জানিবে ;

পরিভাষেয়মুদ্ভিক্তা রক্তসালাদিষু প্রভো ! ।

তেজসা স্তাল্লক্ষগুণঃ পূৰ্ণসালং পরো নৃপ ! ॥ ৭৫ ॥

দিক্‌পালানি বসন্ত্যত্র প্রতিব্রুক্ষাণ্ডবর্ধিনাম্ ।

দিক্‌পালানাং সমক্‌ট্যাস্বরূপাঃ স্ফূৰ্জদ্বারায়ুধাঃ ॥ ৭৬ ॥

পূৰ্বাশায়াং সমুত্ত্বঙ্গশৃঙ্গা পূরমরাবতী ।

নানোপবনসংযুক্তা মহেন্দ্রস্তত্র রাজতে ॥ ৭৭ ॥

স্বর্গশোভা চ যা স্বর্গে যাবতী স্নাত্ততোহধিকা ।

সমষ্টিশতনেত্রস্য সহস্রগুণতঃ স্মৃতা ॥ ৭৮ ॥

ঐরাবতসমারুঢ়ো বজ্রহস্তঃ প্রতাপবান্ ।

দেবসেনাপরিব্রতো রাজতেহত্র শতক্রতুঃ ॥ ৭৯ ॥

দেবাস্তনাগগণযুতা শচী তত্র বিরাজতে ।

বহ্নিকোণে বহ্নিপুত্রী বহ্নিপুংসদৃশী নৃপ ! ॥ ৮০ ॥

কিঞ্চ পূৰ্ণস্যাং পূৰ্ণস্যাং সালংস্তরোস্তরো রক্তপ্রাকারো লক্ষগুণতেজসা যুক্তঃ স্তাদি-  
তার্থঃ ॥ ৭৫ ॥

অস্মিন্ প্রাকারে কে নিবসন্তি তত্রাহ দিক্‌পাল ইতি । প্রতিব্রুক্ষাণ্ডবর্ধিনামিচ্ছাদি-  
দিক্‌পালানাং ব্যাভিভূতানাং যে নায়কাঃ সমষ্টিভূতা ইচ্ছাদয়ো যে ত্রীভুবনেশ্বরীষস্তে ভূপুত্র  
পূজান্তে ত এবাত্র বসন্তীত্যাঃ । ভুবনেশ্বরীষস্তদেবতানামেবাগ্রে বক্ষ্যমাণস্যং ॥ ৭৬ ॥

তত্র প্রথমতঃ পূৰ্ণদিশি সহস্রাং বজ্রধরং বর্ণয়তি পূৰ্বাশায়ামিতি । সমুত্ত্বঙ্গানি শৃঙ্গানি  
যন্তাঃ সা পূৰ্ণনগরী অমরাবতী তিষ্ঠতীত্যাঃ । তস্তাং নগৰ্ধ্যামিস্তিষ্ঠতি ॥ ৭৭—৭৯ ॥

দেবাস্তনাসহিতা শচীজ্ঞাপি তত্র লোকে রাজতে । বহ্নিপুংসদৃশীতি । প্রতিব্রুক্ষাণ্ড-  
বর্ধিত্বো যা বহ্নিপুত্র্যস্তংসদৃশী তৎসমানাকারেষং সমষ্টিবহ্নেঃ পুত্রীত্যাঃ । এবং সৰ্গং  
দিক্‌পতিপুত্রীষু বোধ্যম্ ॥ ৮০ ॥

পরন্ত উত্তরোত্তর পূৰ্ণ হইতে অপরটি লক্ষগুণ তেজঃশালী হইবে। রাজন্! রক্তময়  
প্রাকার সম্বন্ধে আমি সংক্ষেপে স্পষ্টরূপে এই নিয়ম বলিলাম জানিবেন ॥ ৭৫—৭৬ ॥  
প্রতিব্রুক্ষাণ্ডমধ্যবর্তী (ব্যাভিভূত) দিক্‌পালগণের, অধিনায়কস্বরূপ (সমষ্টিভূত) বরাযুধধারী  
দিক্‌পালগণ এই স্থানে বাস করিয়া থাকেন ॥ ৭৬ ॥ ইহার পূৰ্ণদিকে অত্যাচ্ছন্দ্যবিশিষ্ট  
নানাবৃক্ষরাজি-সমবিত অমরাবতী পুত্রী আছে। দেবরাজ ইজ এই স্থানে বাস করেন ॥ ৭৭ ॥  
সাধারণ ব্যাভিরূপ স্বর্গে যেকূপ শোভা আছে, সমষ্টিরূপ সহস্রলোচন ইজের এই অমরাবতী  
তদপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক শোভায় পরিপূর্ণ ॥ ৭৮ ॥ দেবরাজ ইজ ঐরাবত হস্তীতে আরোহণ  
করিয়া বজ্রহস্তে দেবসেনাগণের সহিত এবং শচীদেবী অমরাবতীনাগগণের সহিত এই স্থানে  
বিরাজ করিতেছেন। ইহার অগ্নিকোণে বহ্নিদেবের পুত্রী। ইহাও প্রতিব্রুক্ষাণ্ডমধ্যবর্তী

স্বাহা-স্বধা-সমায়ুক্তো বহিস্তদ্রে বিরাজতে ।  
 নিজবাহনভূষাঢ্যো নিজদেবগণৈর্ভূতঃ ॥ ৮১ ॥  
 যাম্যাশাযাং যমপুরী তত্র দণ্ডধরো মহান্ ।  
 স্বভট্টৈর্বেষ্টিতো রাজন্ ৷ চিত্রগুপ্তপুরোগমৈঃ ।  
 নিজশক্তিশ্রুতো ভাস্বতনয়োহস্তি যমো মহান্ ॥ ৮২ ॥  
 নৈঋত্য্যং দিশি রাক্ষস্যাং রাক্ষসৈঃ পরিবারিতঃ ।  
 খড়্গধারী ক্ষুরমাস্তে নিঋতির্নিজশক্তিশ্রুত ॥ ৮৩ ॥  
 বারুণ্যাং বরুণো রাজা পাশধারী প্রতাপবান্ ।  
 মহাবলসমারূঢ়ো বারুণীমধুবিহ্বলঃ ॥ ৮৪ ॥  
 নিজশক্তিসমায়ুক্তো নিজযাদোগণাস্থিতঃ ।  
 সমাস্তে বারুণে লোকে বরুণানীরতাকুলঃ ॥ ৮৫ ॥  
 বায়ুকোণে বায়ুলোকো বায়ুস্তত্রাধিতিষ্ঠতি ।  
 বায়ুসাধনসংসিদ্ধযোগিভিঃ পরিবারিতঃ ॥ ৮৬ ॥  
 ধ্বজহস্তো বিশালাক্ষে মৃগবাহনসংস্থিতঃ ।  
 মরুদগণৈঃ পরিব্রুতো নিজশক্তিসমস্থিতঃ ॥ ৮৭ ॥

নিজদেবগণৈর্ভূতোহগ্নিলোকস্থদেবগণৈর্ভূতঃ ॥ ৮১ ॥

ভাস্বতনয়ঃ সূর্য্যপুত্রঃ ॥ ৮২—৮৩ ॥

অথো মন্ত্রঃ ॥ ৮৪ ॥

যাদোগণা জলাধিপত্যঃ । বরুণানী বরুণাজনা তস্তা রতেনাকুলঃ ॥ ৮৫ ॥

বায়ুসাধনং প্রাণায়ামরূপম্ ॥ ৮৬—৮৭ ॥

বহুপুত্রীর সন্তুষ ॥ ৭৯—৮০ ॥ অগ্নিদেব এই স্থানে নিজবাহন ও দেবগণের সহিত  
 এবং স্বাহা ও স্বধা পত্নীস্বয়ং সহিত পরমস্থখে কালযাপন করেন ৷ ৮১ ॥ ইহার  
 ক্ষিণদিকে যমপুরী । দণ্ডধর ধর্ম্মরাজ, চিত্রগুপ্ত প্রভৃতি অগণের সহিত স্বদণ্ডধারণ  
 পূর্ব্বক এই স্থানে বাস করেন ॥ ৮২ ॥ ইহার নৈঋত্বে কোণে রাক্ষসগণের বাস । এই স্থানে  
 খড়্গধারী নিঋতি নিজশক্তি ও রাক্ষসগণের সহিত বাস করিয়া কালযাপন করেন ॥ ৮৩ ॥  
 ইহার পশ্চিমে বরুণপুরী । ইহাতে বরুণরাজ বারুণীমধুপানে বিহ্বল হইয়া নিজ শক্তি  
 বরুণানীর সহিত বাস করিতেছেন । ইহার অস্ত্র পাশ, বাহন মন্ত্ররাজ এবং জলজন্তু  
 সমূহ প্রভাবর্গ ॥ ৮৪—৮৫ ॥ ইহার বায়ুকোণে বায়ুদেবের বসতি । এই স্থানে পবন-  
 দেব নিজশক্তিসমস্থিত হইয়া প্রাণায়ামসিদ্ধ যোগিগণের সহিত বাস করেন । ইহার  
 হস্তে ধ্বজা, (বাহন মৃগ), নেত্র বিশাল এবং উন্নতকালং বায়ু পরিবারবর্গ ॥ ৮৬—৮৭ ॥

উত্তরন্যাং দিশি মহান্ যক্ষলোকোহস্তি ভূমিপ !।

যক্ষাধিরাজস্তত্রাস্তে বুদ্ধিধন্যাদিশক্তিভিঃ ॥ ৮৮ ॥

নবভিনিধিভিষু ক্তস্তন্দিলো ধননায়কঃ ।

মণিভদ্রঃ পূর্ণভদ্রো মণিমাশ্মণিকঙ্করঃ ॥ ৮৯ ॥

মণিভূষো মণিঅশ্বী মণিকান্মু কধারকঃ ।

ইত্যাদিযক্ষসেনানীসহিতো নিজশক্তিযুক্ ॥ ৯০ ॥

ঈশানকোণে সংপ্রোক্তো রুদ্রলোকো মহত্তরঃ ।

অনর্ঘ্যরত্নখচিতো যত্র রুদ্রোহিধিদৈবতম্ ॥ ৯১ ॥

মনু্যমান্ দীপ্তনয়নো বন্ধপৃষ্ঠমহেষ্ণুধিঃ ।

স্বর্জক্লুর্ভামহস্তোহধিজ্যধ্বভিরারুতঃ ॥ ৯২ ॥

স্বসমানৈরসংখ্যাতরুদ্রৈঃ শূলবরায়ুধৈঃ ।

বিকৃতাসৈ্যঃ করালাসৈর্বমদ্বহ্নিভিরাস্যতঃ ॥ ৯৩ ॥

দশহস্তৈঃ শতকরৈঃ সহস্রভুজসংযুতৈঃ ।

দশপাদৈর্দশগ্রীবৈস্ত্রিনৈত্রৈরগ্রমূর্তিভিঃ ॥ ৯৪ ॥

যক্ষসেনাপতীনাহ মণিভদ্র ইতি ॥ ৮৯ ॥

ইত্যাদয়ো যে যক্ষসেনাভ্যো যক্ষসেনাপতিরন্তংসমিত ইত্যর্থঃ ॥ ৯০ ॥

রুদ্রোহিধিদৈবতমিতি । যো বুদ্ধিধনো লগাটাং সৃষ্টিসময়ে উৎপন্নো রুদ্রঃ সোহত্র বিব-  
ক্তিতো ন তু বুদ্ধিবিক্রজ্যায়কমুক্তিপ্রাপ্তগতঃ কারণভূতো রুদ্রস্তত্র সর্বেষ্বরত্বেন দিক্-  
পতিত্বাভাবাৎ । তত্র কৈলাসবাসিহ্মাক ॥ ৯১ ॥

বন্ধাঃ পৃষ্ঠে মহেষ্ণুধয়ো যেন সঃ ॥ ৯২—৯৩ ॥

মহারাজ ! ইহার উত্তরদিকে যক্ষলোকের বসতি । তুলিল যক্ষরাজ কুবের (বুদ্ধি ও ধন)  
প্রভূতি শক্তির এবং নানাবিধ নিধির সহিত এই স্থানে বাস করেন । ইহার (মণিভদ্র,  
পূর্ণভদ্র, মণিমান, মণিকঙ্কর, মণিভূষ, মণিঅশ্বী ও মণিকান্মু কধারী) প্রভূতি সেনাপতিগণও  
এই স্থানে বাস করিয়া থাকে ॥ ৮৮-৯০ ॥ ইহার ঈশানকোণে বহুমূল্য রত্ন খচিত রুদ্রলোক ।  
এই স্থানে রুদ্রদেব বাস করেন ॥ ৯১ ॥ তাঁহার পৃষ্ঠদেশে তুলীর ও বারহুজ ধনুঃ  
দোহুগায়ান । তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হয় যেন কোণে তাহার চক্ষু ফাটিয়া পড়িতেছে ।  
তাঁহার সদৃশ অপর কতকগুলি রুদ্র ধনুঃ ও শূল প্রভৃতি অস্ত্রধারণ করিয়া তাঁহাকে  
পরিবেষ্টন করিয়া আছে । তাহাদের মধ্যে কতকগুলির মুখ বিকৃত, কতকগুলি কারালবদন,  
কতকগুলির মুখ হইতে অগ্নি নির্গত হইতেছে । তাহাদের মধ্যে কাহার বা দশ হস্ত,  
কাহার বা শত এবং কাহার বা সহস্র হস্ত ; তাহাদের মধ্যে কাহারও দশদ্বিপ্রাদ, কাহারও  
দশদ্বি মস্তক এবং কাহারও বা তিনটী নেত্র ॥ ৯২—৯৪ ॥ কি অশ্বরিব্রহ্মর, কি ত্রিহর,



অন্তরিক্ষচরা যে চ মে চ ভূমিচরাঃ স্মৃতাঃ ।  
 রুদ্রাধ্যায়ে স্মৃতা রুদ্রোত্তৈঃ সর্কৈশ্চ সমাবৃতঃ ॥ ৯৫ ॥  
 রুদ্রাণীকোটসহিতো ভদ্রকাল্যাদিমাতৃভিঃ ।  
 নানাশক্তিসমাবিক্টডামর্যাদিগণাবৃতঃ ॥ ৯৬ ॥  
 বীরভদ্রাদিসহিতো রুদ্রো রাজন্ ! বিরাজতে ।  
 মুণ্ডমালাধরো নাগবলয়ো নাগকঙ্করঃ ॥ ৯৭ ॥  
 ব্যাঘ্রচর্মপরীধানো গজচর্মোত্তরীয়কঃ ।  
 চিতাভস্মাঙ্গলিপ্তাঙ্গঃ প্রমখাদিগণাবৃতঃ ॥ ৯৮ ॥  
 নিনদডুমরুধ্বানৈর্বধিরীকৃতদিগুগুথঃ ।  
 অট্টহাসাশ্ফোটশব্দৈঃ সস্ত্রাসিতনভস্তলঃ ॥ ৯৯ ॥  
 ভূতসংঘসমাবিক্টো ভূতাবাসো মহেশ্বরঃ ।  
 ঈশানদিকৃপতিঃ সোহয়ং নাম্না চেশান এব চ ॥ ১০০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে  
 মণিহীপবর্ণনং নাম দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

ঈশান এব চেতি । ঈশানরুদ্র ইত্যেবং খ্যাত ইত্যর্থঃ ॥ ১০০ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে দ্বাদশস্কন্ধে দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

ক(রুদ্রাধ্যায়োক্ত রুদ্রগণ)সকলেই এই স্থানে বাস করিতেছেন ॥ ৯৫ ॥ সচরাজ ! ঈশান-  
 দিকৃপতি ঈশান, ভদ্রকালী প্রভৃতি মাতৃগণের, কোটি কোটি রুদ্রাণীর, এবং নানাশক্তি-  
 মণ্ডিত(ডামরী)প্রভৃতি ও(বীরভদ্র)প্রভৃতি গণের সহিত এই স্থানে বিরাজ করিতেছেন ।  
 গাহার গলে মুণ্ডমালা, হস্তে নাগবলয়, গরিধান ব্যাঘ্রচর্ম (উত্তরীর হস্তিচর্ম) এবং অস্ত্রাগ  
 হুতাভস্ম । তিনি প্রায়ই ডুমরুধ্বনি করিয়া চতুর্দিক মুগরিত এবং অট্টহাস্য করিয়া নভস্তল  
 রিপুর্ণ করিয়া থাকেন । তিনি সর্বদা প্রমখাদিগণ ও ভূতসমূহ দ্বারা বেষ্টিত থাকিয়া এই  
 স্থানে বাস করিতেছেন ॥ ৯৬—১০০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্

ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে মণিহীপ বর্ণন নামক

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ # ॥

## একাদশোধ্যায়ঃ ।

বাসাউবাচ ।

পুষ্পরাগময়াদগ্রে কুঙ্কমারুণবিগ্রহঃ ।

পদ্মরাগময়ঃ সালো মধ্যে ভূশৈব তাদৃশী ॥ ১ ॥

দশযোজনবান্ দৈর্ঘ্যে গোপুরদ্বারসংযুতঃ ।

তন্মণিস্তম্ভসংযুক্তা মণ্ডপাঃ শতশো নৃপাঃ ॥ ২ ॥

মধ্যে ভূবি সমাসীনাস্চতুষ্ঠিমিতাঃ কলাঃ ।

নানায়ুধধরা বীরা রত্নভূষণভূষিতাঃ ॥ ৩ ॥

প্রত্যেকলোকস্তাসাম্ভ তত্তল্লোকস্য নায়কাঃ ।

সমস্তাং পদ্মরাগস্য পরিবার্য স্থিতাঃ সদা ॥ ৪ ॥

স্বস্বলোকজনৈর্জুস্তাঃ স্বস্ববাহনহেতিভিঃ ।

তাঙ্গাং নামানি বক্ষ্যামি শৃণু ত্বং জনমেজয় ! ॥ ৫ ॥

দশাধিকশতলোকৈঃ পদ্মরাগাধিনির্মিতাঃ ।

প্রাকারাঃ সংপ্রবক্ষ্যন্তে চিত্তামণিগৃহাঙ্কিতাঃ ॥

অথ দশমং পদ্মরাগমণিরং প্রাকারমাহ পুষ্পরাগময়াদগ্রে ইতি । তাদৃশী পদ্মরাগমণি-  
ময়ী ॥ ১ ॥

দৈর্ঘ্যে ঔরতো ॥ ২ ॥

অগ্নিন্ স্থানে বা ভুবনেশ্বরীপুত্রে চতুষ্ঠিকলাঃ প্রপঞ্চসারাদিতদ্বৈষ্য ক্রান্তাঃ সস্তীত্যাহ  
মধ্যে ভুবীতি ॥ ৩ ॥

চতুষ্ঠিশক্তিযু এতৈককথাঃ শক্তেরৈককলোকঃ স্বতন্ত্রভূমিন্ প্রাকারেহস্তীত্যাহ  
প্রত্যেকলোকস্তাসাম্ভিতি । যথা মধ্যস্থং চিত্তামণিগৃহং বেঠেরিদ্ধা দশাদিকপাললোকাঃ  
স্থিতাস্তথা চিত্তামণিগৃহং বেঠেরিষ্টেব চতুষ্ঠিশক্তীনাম্ লোকৈঃ স্থিতা ইত্যাহ সমস্তাং পদ্ম-  
রাগস্তেতি । পরিবার্য মধ্যগৃহং বেঠেরিষ্টেত্যাৰ্থঃ ॥ ৪—৫ ॥

বাসদেব কহিলেন, মহারাজ জনমেজয়! এই পুষ্পরাগমণিনির্মিত প্রাকারের পরই  
কুঙ্কম ও অরুণের ভায় রক্তবর্ণ পদ্মরাগমণিনির্মিত দশম প্রাকার । ইহা দৈর্ঘ্যে দশ  
যোজন বিস্তৃত । ইহার মধ্যস্থ ভূমি, গোপুরদ্বার ও মণ্ডপ সকল পদ্মরাগমণির বলিয়াই  
জানিবে ॥ ১—২ ॥ ইহার মধ্যে ভগবতীর চতুষ্ঠিকলা নানাবিধ রত্নভূষণে ভূষিত  
হইয়া অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্বক বাস করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥ তাঁহাদের প্রত্যেকের একএকটি  
লোক এবং সেই লোকে তাঁহাদের নিজ নিজ অস্ত্র, বাহন, পরিবারবর্গ ও নায়ক সকল  
বর্তমান আছে । মহারাজ! এক্ষণে সেই চতুষ্ঠিকলার নাম কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ

[পিজলাক্ষী বিশালাক্ষী সমৃদ্ধিবৃদ্ধিরেব চ ।

শ্রদ্ধা-স্বাহা-স্বধাভিখ্যা মায়া সংজ্ঞা বহুধরা ॥ ৬ ॥

ত্রিলোকধাত্রী সাবিত্রী গায়ত্রী ত্রিদশেশ্বরী ।

স্বরূপা বহুরূপা চ স্কন্দমাতাচ্যুতপ্রিয়া ॥ ৭ ॥

বিমলা চামলা তদ্বদরূপী পুনরারূপী ।

প্রকৃতিবিকৃতিঃ সৃষ্টিঃ স্থিতিঃ সংহতিরেব চ ॥ ৮ ॥

সন্ধ্যা মাতা সতী হংসী মর্দিকা বজ্রিকা পরা ।

দেবমাতা ভগবতী দেবকী কমলাসনা ॥ ৯ ॥

ত্রিমুখী সপ্তমুখ্যা সুরাসুরবিমর্দিনী ।

লম্বোষ্ঠী চোৰ্দ্ধকেশী চ বহুশীর্ষা বৃকোদরী ॥ ১০ ॥

রথরেখাহর্যা পশ্চাচ্ছশিরেখা তথা পরা ।

গগনবেগা পবনবেগা চৈব ততঃ পরম্ ॥ ১১ ॥

অগ্রে ভুবনপালা স্মাত্তং পশ্চাৎ মদনাতুরা ।

অনঙ্গানঙ্গমথনা তথৈবানঙ্গমেখলা ॥ ১২ ॥

অনঙ্গকুসুমা পশ্চাদ্বিশ্বরূপা স্বরাদিকা ।

ক্ষয়ঙ্করী ভষেচ্ছক্তিরক্ষোভ্যা চ ততঃ পরম্ ॥ ১৩ ॥

সত্যবাদিন্যথ প্রোক্তা বহুরূপা শুচিত্রতা ।

উদারাত্মা চ বাগীশী চতুষ্টয়িষ্ঠিতাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৪ ॥

জলজ্জিহ্বাননাঃ সর্বা বগন্তো বহিমূলগম্ ।

জলং পিবামঃ সকলং সংহরানো বিভাবন্তম্ ॥ ১৫ ॥

( চতুষ্টয়িকলানাং নামাত্মাই পিজলাক্ষীতি ॥ ৬—১৭ ॥ )

॥ ৬—১৫ ॥ পিজলাক্ষী, বিশালাক্ষী, সমৃদ্ধি, বৃদ্ধি, শ্রদ্ধা, স্বাহা, স্বধা, মায়া, সংজ্ঞা, ধরা, ত্রিলোকধাত্রী, সাবিত্রী, গায়ত্রী, ত্রিদশেশ্বরী, স্বরূপা, বহুরূপা, স্কন্দমাতা, অচ্যুত-  
য়া, বিমলা, অমলা, অরুণী, আকর্ণী, প্রকৃতি, বিকৃতি, সৃষ্টি, স্থিতি, সংহতি, সন্ধ্যা, তা, সতী, হংসী, মর্দিকা, বজ্রিকা, পরা, দেবমাতা, ভগবতী, দেবকী, কমলাসনা, মুখী, সপ্তমুখী, সুরাসুরবিমর্দিনী, লম্বোষ্ঠী, চোৰ্দ্ধকেশী, বহুশীর্ষা, বৃকোদরী, রথরেখা, শিরেখা, গগনবেগা, পবনবেগা, ভুবনপালা, মদনাতুরা, অনঙ্গা, অনঙ্গমথনা, অনঙ্গমেখলা, নঙ্গকুসুমা, বিশ্বরূপা, স্বরাদিকা, ক্ষয়ঙ্করী, অক্ষোভ্যা, সত্যবাদিনী, বহুরূপা, শুচিত্রতা, দারা ও বাগীশী নামে চতুষ্টয়িকলা ॥ ৬—১৪ ॥ ইহাদের সকলেরই প্রদীপ্ত লেপিমান

পবনং স্তম্ভয়ামোহন্য ভক্ষয়ামোহখিলং জগৎ ।

ইতি বাচং সঙ্গিরসে ক্রোধসংরক্তলোচনাঃ ॥ ১৬ ॥

চাপবাণধরাঃ সর্বা যুদ্ধায়ৈবোৎস্রুকাঃ সদা ।

দংষ্ট্রাকটকটারািবৈবধিরীকৃতদিদ্যুখাঃ ॥ ১৭ ॥

পিস্তোন্ধিকেশ্যঃ সংপ্রোক্তাচাপবাণধরাঃ সদা ।

শতাক্ষৌহিনিকা সেনাপ্যেকৈকশ্যঃ প্রকীর্তিতা ॥ ১৮ ॥

একৈকশক্তেঃ সামর্থ্যং লক্ষব্রহ্মাণুনাশনে ।

শতাক্ষৌহিনিকা সেনা তাদৃশী নৃপসত্তম ! ॥ ১৯ ॥

কিং ন কুর্য্যাজ্জগত্যগ্নিন্ ন শক্যং বক্তৃমেব তৎ ।

সর্বাপি যুদ্ধসামগ্রী তস্মিন্ মালে স্থিতা নৃপ ! ॥ ২০ ॥

রথানাং গণনা নাস্তি হরানাং করিণাং তথা ।

শস্ত্রাণাং গণনা তদ্বদগণানাং গণনা তথা ॥ ২১ ॥

তাসাং সেনাবর্ণনমাহ শতাক্ষৌহিনিকা সেনেতি । একৈকশ্যঃ শক্তেঃ শতাক্ষৌহিনিকা সেনা বিদ্যতে এবমুতশচতুষ্টয়শক্ত্যং সংখ্যাক্ষৌহিনীযুতাঃ সন্তীত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

তাসাং সামর্থ্যমাহ একৈকশক্তেরিতি । অক্ষৌহিন্যন্তর্গতা যা চৈকৈকশক্তিস্তস্তা লক্ষব্রহ্মাণুনাশনে সামর্থ্যং ভবতি । এবমুতশতাক্ষৌহিনীযুক্তা চৈকৈক শক্তি-  
রিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

যদৈকৈকশ্যঃ শক্তেরিদং সামর্থ্যং তদা সর্বাঙ্গীণ্যং সেনা কিং ন কুর্য্যাদ্ভিন্ন বক্তৃ শক্যত ইত্যাহ কিং ন কুর্য্যাদিতি । ইদং ভগবত্যাঃ সেনাস্থানসম্বীতাহ সর্বাপি যুদ্ধসাম-  
গ্রীতি ॥ ২০—২১ ॥

জিহ্বাযুক্ত বদন ; সকলেরই মুখ হইতে সর্পি বাহু উদগীর্ণ হইতেছে ; তাঁহারা সকলেই ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া সমুদ্র শোষণ করিব, বহুর সংহার করিব, বায়ু স্তম্ভন করিব, অদ্যই সমস্ত জগৎ ভক্ষণ করিবে। ফেলিব এইরূপ নানাবিধ বাক্যসকল উচ্চারণ করিতেছেন ॥ ১৫—১৬ ॥ তাঁহাদের সকলের হস্তেই ধনুর্বাণ । সকলেই যুদ্ধেব জ্ঞাত উৎসাহ । তাঁহাদের দস্তের কটকটাহ শব্দে চতুর্দিক নিবাসিত হইতেছে । তাঁহাদের কেশ পিঙ্গলবর্ণ ও উজ্জ্বলিত প্রসারিত । তাঁহাদের প্রত্যেকেরই অধীনে শত অক্ষৌহিনী সৈন্য বিদ্যমান আছে ॥ ১৭—১৮ ॥ মহারাজ ! অধিক আর কি বলিব, ইহাদের মধ্যে প্রত্যেকেরই লক্ষব্রহ্মাণু বিনাশের ক্ষমতা আছে । ইহারাও যেমন ইহাদের শত অক্ষৌহিনী সেনাগণকেও সেইরূপ জানিবে ॥ ১৯ ॥ ইহাদের অসাধ্য কিছুই নাই, ইহারা যাহা করিতে পারেন না একরূপ পদার্থ বাক্যাতীত বলিয়া জানিবে । মহারাজ ! এই প্রকার মধ্যে যাবতীয় যুদ্ধসামগ্রী বর্তমান আছে ॥ ২০ ॥ কি রথ, কি হস্ত, কি হস্তী, কি অস্ত্র শস্ত্র, বা কি সৈন্যগণ, কাহারও সীমা নাই, বস্তুত যাবতীয় যুদ্ধসামগ্রীই অসীম পরিমাণে এই স্থানে বিদ্যমান আছে ॥ ২১ ॥

পদ্মরাগময়াদগ্রে গোমেদমণিনির্মিতঃ ।

দশযোজনদৈর্ঘ্যেণ প্রাকারো বর্ততে মহান্ ॥ ২২ ॥

ভাস্বজ্জপাপ্রসূনাভো মধ্যভূম্বস্ত তাদৃশী ।

গোমেদকল্লিতান্বেব তদ্বাসিসদনানি চ ॥ ২৩ ॥

পক্ষিণঃ স্তম্ভবর্য্যাশ্চ বৃক্ষা বাপ্যঃ সরাংসি চ ।

গোমেদকল্লিতা এব কুঙ্কুমারুণবিগ্রহাঃ ॥ ২৪ ॥

তন্মধ্যস্থা মহাদেব্যা দ্বাত্রিংশচ্ছক্ৰয়ঃ স্মৃতাঃ ।

নান্যশস্ত্রপ্রহরণা গোমেদমণিভূষিতাঃ ॥ ২৫ ॥

প্রত্যেকলোকবাসিন্যঃ পরিবার্য্য সমস্ততঃ ।

গোমেদমাংসে সন্নদ্ধা পিশাচবদনা নৃপ ! ॥ ২৬ ॥

স্বলোকবাসিভিনিত্যং পূজিতাশ্চক্রবাহবঃ ।

ক্রোধরক্তেক্ষণা ভিক্ষি পচ চ্ছিক্ষি দহেতি চ ॥ ২৭ ॥

বদন্তি সততং বাচং যুদ্ধোৎসুকহৃদন্তরাঃ ।

একৈকস্তা মহাশক্তৈর্দশাকৌহিকিকা মতা ॥ ২৮ ॥

সেনা তত্রাপ্যেকশক্তির্লক্ষব্রহ্মাণ্ডনাশিনী ।

তাদৃশীনাং মহাসেনা বর্ণনীয়া কথং নৃপ ! ॥ ২৯ ॥

মণিকাদশং গোমেদমণিপ্রাকারমাহ পদ্মরাগময়াদিতি ॥ ২২—২৫ ॥

প্রত্যেকলোকেতি । একৈকস্তাঃ শক্তৈর্দশাকৌহিকিকাসেনাযুক্তা । একৈকলোক  
দ্বাত্রিংশলোকান্তস্থিৎ প্রাকারে চিত্তামণিগৃহং সমস্ততঃ পরিবার্য্য স্থিতা ইত্যর্থঃ ।  
চবদনা অতিভয়ঙ্করা ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

লোকবাসিভিস্তত্ত্বচ্ছলোকনিক্ষিগিভিঃ ॥ ২৭—২৯ ॥

ইহার পরই গোমেদমণিনির্মিত একাদশ প্রাকার । ইহা দৈর্ঘ্যে দশযোজন বিস্তৃত ।

বর্ণ নবপ্রফুটিত জবা পুষ্পের সদৃশ । এতন্মধ্যস্থ ভূমি, বৃক্ষ, সরোবর, গৃহ, গৃহস্তুভ,  
বা অপরাপর যাহা কিছু আছে, তৎসমুদয়ই গোমেদকল্লিত রক্তবর্ণ ॥ ২২—২৪ ॥ ইহার  
গোমেদমণিনির্মিত অলঙ্কারে ও নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে বিভূষিত দ্বাত্রিংশৎ মহাশক্তি  
॥ ২৫ ॥ ইহারে ও যেন সর্সদাই যুদ্ধের জন্য উৎসুক রহিয়াছেন । ক্রোধে ইহাদের  
সর্সদাই রক্তবর্ণ, ইহাদের মুখ সকল পিশাচের এবং হস্ত সকল চক্রের স্তায় । মার,  
ভাঙ, পুড়িয়া ফেল এইরূপ বাক্য ইহারা সর্সদাই ব্যবহার করিয়া থাকেন । তদ্বৎ  
বাসিগণ নিত্য ইহাদের পূজা করিয়া থাকে । ইহাদের প্রত্যেকের দশ অকৌহিকা  
।। সেনা সকল অপরিমিত-বলশালী, তাহাদের বীরত্বের বর্ণনা অসম্ভব । অল্পমানে

রথানাং নৈব গগনা বাহনানাং তথৈব চ ।

সর্বযুদ্ধসমারম্ভস্তত্র দেব্যা বিরাজতে ॥ ৩০ ॥

তাসাং নামানি বক্ষ্যামি পাপনাশকরাণি চ ।

[বিদ্যাহ্রীপুষ্টয়ঃ প্রজ্ঞা সিনীবালী কুহুস্তথা ॥ ৩১ ॥

রুদ্রা বীৰ্য্যাঃ প্রভা নন্দা পোষণী ঋদ্ধিদা শুভা ।

কালরাত্রিঃ মহারাত্রির্ভদ্রকালী কপদিনী ॥ ৩২ ॥

বিকৃতির্দগ্ধিমুণ্ডিনী সেন্দুখণ্ডা শিখণ্ডিনী ।

নিশুস্তশুস্তমথিনী মহিষাসুরমদিনী ॥ ৩৩ ॥

ইন্দ্রাণী চৈব রুদ্রাণী শঙ্করার্দ্ধশরীরিণী ।

নারী নারায়ণী চৈব ত্রিশূলিযপি পালিনী ।

[অম্বিকা হ্লাদিনী পশ্চাদিত্যেবং শক্তয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৪ ॥

যদ্যেতাঃ কুপিতা দেব্যস্তদা ব্রহ্মাণ্ডনাশনম্ ।

পরাজয়ো ন চৈতাসাং কদাচিত্ কচিদস্তি হি ॥ ৩৫ ॥

গোমেদকময়াদগ্রে সম্ভ্রমণিনির্মিতঃ ।

দশযোজনতুঙ্গোহসৌ গোপুরদ্বারসংযুতঃ ॥ ৩৬ ॥

সর্বযুদ্ধেতি । ইয়মন্তরঙ্গসেনা জগদম্বিকার্যঃ ॥ ৩০—৩১ ॥

ইত্যেবং শক্তয়ঃ স্মৃতা ইতি । এতাঃ শক্তয়ঃ ত্রীভূনৈশ্বৰ্য্যা আবরণপূজায়াং দক্ষিণ-  
মুণ্ডিসংহিতাদিত্যেবং ক্রমঃ ॥ ৩৪—৩৫ ॥

অথ দাদশ বজ্রমণিপ্রাকারমাহ গোমেদকময়াদগ্রে ইতি ॥ ৩৬—৩৯ ॥

বোধ হয় প্রত্যেক শক্তিই অক্লেশে লক্ষব্রহ্মাণ্ড নাশ করিতে পারেন ॥ ২৬—২৯ ॥ এই স্থানে  
রথ, হস্তী ও হর প্রভৃতি বাহনাদি অসংখ্যরূপে বিদ্যমান আছে। ফলতঃ এই গোমেদ-  
মণি-প্রাকার মধ্যে দেবী ভগবতীর সমস্ত যুদ্ধোপকরণ বিরাজ করিতেছে ॥ ৩০ ॥ মহারাজ !  
এক্ষণে সেই শক্তিগণের সৰ্বাণ্ডতবিনাশকর নাম সকল বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। বিদ্যা,  
হ্রী, পুষ্টি, প্রজ্ঞা, সিনীবালী, কুহু, রুদ্রা, বীৰ্য্যা, প্রভা, নন্দা, পোষণী, ঋদ্ধিদা, কালরাত্রি,  
মহারাত্রি, ভদ্রকালী, কপদিনী, বিকৃতি, দগ্ধি, মুণ্ডিনী, সেন্দুখণ্ডা, শিখণ্ডিনী, নিশুস্তশুস্ত-  
মথিনী, মহিষাসুরমদিনী, ইন্দ্রাণী, রুদ্রাণী, শঙ্করার্দ্ধশরীরিণী, নারী, নারায়ণী, ত্রিশূলিনী,  
পালিনী, অম্বিকা এবং হ্লাদিনী ॥ ৩১—৩৪ ॥ ইহাদের কোন স্থান হইতে কখনও পরা-  
জয়ের আশা নাই এতদ্বাদে এই সকল শক্তি কখনও কোনও কারণ বশতঃ কুপিতা হন,  
তাহা হইলে এই ব্রহ্মাণ্ডের আর অস্তিত্ব থাকে না ॥ ৩৫ ॥

এই গোমেদ-প্রাকারের পরই ত্রীক-নির্মিত দাদশ প্রাকার । ইহা দশযোজন উচ্চ ।  
ইহার চতুর্দিকে গোপুর দ্বার, তাহাতে শৃঙ্খলাবদ্ধ কপাট সকল বর্তমান রহিয়াছে। ইহার

কপাটশৃঙ্খলাবন্ধো নববৃক্ষসমুজ্জ্বলঃ ।

সালস্তম্ভাভূম্যাদিসর্বং হীরময়ং স্মৃতম্ ॥ ৩৭ ॥

গৃহাণি বীথয়ো রথ্যা মহামার্গান্গণানি চ ।

বৃক্ষালবালতরবঃ সারঙ্গা অপি তাদৃশাঃ ॥ ৩৮ ॥

দীর্ঘিকা শ্রেণয়ো বাপ্যস্তভাগাঃ কূপসংযুতাঃ ॥ ৩৯ ॥

তত্র শ্রীভুবনেশ্বর্যা বসন্তি পরিচারিকাঃ ।

একৈকা লক্ষদাসীভিঃ সেবিতা মদগর্বিতা ॥ ৪০ ॥

তালবৃন্তধরাঃ কাশ্চিচ্চযকাত্যকরাসুজাঃ ।

কাশ্চিত্তাস্থলপাত্ৰাণি ধারয়ন্ত্যোহতিগর্বিতাঃ ॥ ৪১ ॥

কাশ্চিত্তু ছত্রধারিণ্য্চামরাণাং বিধারিকাঃ ।

নানাবস্ত্রধরাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিৎ পুষ্পকরাসুজাঃ ॥ ৪২ ॥

নানাদর্শকরাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিৎ কুঙ্কমলেপনম্ ।

ধারণন্ত্যঃ কজ্জলঞ্চ সিন্দূরচযকং পরাঃ ॥ ৪৩ ॥

কাশ্চিচ্চিত্রকনির্মাত্ৰ্যঃ পাদসংবাহনে রতাঃ ।

কাশ্চিত্তু ভূষাকারিণ্যো নানাভূষাধরাঃ পরাঃ ॥ ৪৪ ॥

পরিচারিকা দাস্তান্তা বর্ণয়তি একৈকা লক্ষদাসীভিরিতি । লক্ষদাসীনাং নায়িকা একা  
দাসী এবমষ্টলক্ষদাসীসহিতা অষ্টৌ দাস্তঃ সমস্ততঃ সঙ্ঘীতার্থঃ ॥ ৪০ ॥

চযক। নানাপানকরসপরিপূরিতানি বিশেষপাত্ৰাণি তদ্ব্যকরাসুজাঃ ॥ ৪১—৪৩ ॥

চিত্রকনির্মাত্ৰ্য ইতি । জ্ঞাণং ভালে চন্দননির্মিতোহলঙ্কারবিশেষচিত্রকস্তথা চ  
গবত্যা ভালে চিত্রকালঙ্কারনির্মাত্ৰ্যোহতিকুশলা ইত্যর্থঃ । পাদসংবাহনে ইতি । অত্র

।ধো নূতন নূতন হীরকনির্মিত বৃক্ষ সকল বিদ্যমান রহিয়াছে । এই প্রকারের মধ্যস্থ  
।সাদ সকল, পথ, রাজমার্গ, বৃক্ষ ও তাহার আলবাল সকল, দীর্ঘিকা, কূপ, ভাগ, সারঙ্গ  
। অস্ত্রোত্তর বস্ত্র সকলকে হীরকময় বলিয়া জানিবে ॥ ৩৭—৩৯ ॥ এই স্থানে শ্রীভুবনেশ্বরী  
দেবীর পরিচারিকাগণ বাস করিয়া থাকেন । মহারাজ ! ইহাদের প্রত্যেকেরই লক্ষ  
হরিয়া পরিচারিকা এবং সকলকেই রূপমদগর্বিতা ॥ ৪০ ॥ ইহাদের মধ্যে কেহ বা  
তালবৃন্ত, কেহ বা পানপাত্ৰ, কেহ বা তাস্থলপাত্ৰ, কেহ বা ছত্র, কেহ বা চামর, কেহ বা  
নানাবিধ বস্ত্র, কেহ বা পুষ্প, কেহ বা আদর্শ, কেহ বা কুঙ্কম, কেহ বা কজ্জল এবং  
কেহ বা সিন্দূর ধারণ করিয়া আছেন ॥ ৪১—৪৩ ॥ কেহ বা চিত্রকার্য্য করিবার জন্য,  
কেহ বা পাদসংবাহন করিবার নিমিত্ত, কেহ বা অলঙ্কার পরাইবার জন্য এবং কেহ বা  
পুষ্পমালা পরাইবার নিমিত্ত বরুপরিষ্কর হইয়া উপস্থিত আছেন । ইহারা সকলেই নানা-

\* পুষ্পভূষণনির্মাতাঃ পুষ্পশৃঙ্গারকারিকাঃ ।

নানাবিলাসচতুরা বহুয়া এবংবিধাঃ পরাঃ ॥ ৪৫ ॥

নিবন্ধপরিধানীয়া যুবত্যাঃ সকলা অপি ।

দেবীকৃপালেশবশাত্ স্খীকৃতজগজ্জয়াঃ ॥ ৪৬ ॥

এতা দূত্যাঃ স্মৃতা দেব্যাঃ শৃঙ্গারমদগর্বিতাঃ ।

তাসাং নামানি বক্ষ্যামি শৃণু মে নৃপসত্তম ! ॥ ৪৭ ॥

৫ [অনঙ্গরূপা প্রথমা প্যনঙ্গমদনা পরা ।

তৃতীয়া তু ততঃ প্রোক্তা স্তম্ভরী মদনাতুরা ॥ ৪৮ ॥

ততো ভুবনবেগা স্যাদুখা ভুবনপালিকা ।

[স্যাৎ সর্বশিশিরানঙ্গবেদনানঙ্গমেখলা ॥ ৪৯ ॥

বিদ্যুদ্দামসমানাস্ত্যঃ কনৎকাক্ষীগুণাস্বিতাঃ ।

রগমঞ্জীরচরণা বহিরন্তরিতত্ততঃ ॥ ৫০ ॥

ধাবমানাস্ত শোভন্তে সর্বা বিদ্যুল্লতোপমাঃ ।

কুশলাঃ সর্বকার্যেষু বেদ্রহস্তাঃ সমস্ততঃ ॥ ৫১ ॥

অচ্চিদিক্সু তথৈতাসাং প্রাকারাদ্বহিরেব চ ।

সদনানি বিরাজন্তে নানাবাহনহেতিভিঃ ॥ ৫২ ॥

সর্বত্র ভগবত্যা ইতি যোজ্যম্ । ভূষাকারিণাঃ ভগবত্যা যোগ্যভূষাকারিণাঃ । ভূষাধরা ভগবত্যা ভূষাপূরিতররকরকধরাঃ ॥ ৪৪—৪৫ ॥

নিবন্ধপরিধানীয়া ইতি । পরিকরবন্ধা ইত্যর্থঃ । দাসীনাং স্বভাব এবায়ম্ ॥ ৪৬—৪৭ ॥

বিদ্যুদ্দামসমানাস্ত্য ইতি । তেজস্বিন্তোহতিচঞ্চলা ইত্যর্থঃ । বহিরন্তরিতত্তত ইতি । বহির্-  
দেদশাদন্তরন্তর্দেগাদ্বহিরেব চ তুর্দিক্সু ধাবমানা ইত্যর্থঃ । দূতীনাং স্বভাব এবায়ম্ ॥ ৫০—৫১ ॥

প্রাকারাদ্বহিরৈর্দেগপ্রাকারাদ্বহিরিত্যর্থঃ । এতা দূতাঃ শারদাতিলকাদিত্যেব ভুবনে-  
স্বর্ঘ্যাবরণে প্রসিদ্ধাঃ । তদ্বক্তৃম্ । পদ্মাবহিঃ সমভ্যচ্যোঃ শক্তয়ঃ পরিচারিকা ইতি ॥ ৫২ ॥

বিলাস পটু ও যুবতী । ইহারা দেবীর অঙ্গুগ্রহকর্ণালাভ হেতু সমস্ত বিশ্বকেই তৃণ সদৃশ বোধ করিয়া থাকে ॥ ৪৪—৪৬ ॥ মহারাজ ! এক্ষণে, হাব-ভাব-বিশালগর্ভিত দেবী ভগবতীর এই সমস্ত পরিচারিকাগণের নাম কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৪৭ ॥ অনঙ্গ-  
রূপা, অনঙ্গমদনা, মদনাতুরা, ভুবনবেগা, ভুবনপালিকা, সর্বশিশিরা, অনঙ্গবেদনা ও অনঙ্গমেখলা নামে দেবীর আটটি স্ত্রী ॥ ৪৮—৪৯ ॥ ইহারা প্রত্যেকেই বিদ্যুল্লতার  
স্তায় স্তম্ভরী, নানাবিধ ভূষণে ভূষিত এবং সমস্ত কার্যেই দক্ষ । ইহারা বধন দেবীকার্য  
করিবার জন্য বেদ্র হস্তে ইতস্তত ধাবমান ইহারা থাকেন, তখন ইহাদিগকে দেখিলেই  
বোধ হয় যেস বিদ্যুল্লতা সকল চমকিত হইতেছে ॥ ৫০—৫১ ॥ প্রাকারের বহির্ভাগে



বজ্রসালাদগ্রভাগে সালো বৈদূর্য্যনির্ম্মিতঃ ।

দশযোজনভূক্লেহসৌ গোপূরদ্বারভূমিতঃ ॥ ৫৩ ॥

বৈদূর্য্যভূমিঃ সৰ্ব্বাপি গৃহাণি বিবিধানি চ ।

বীথ্যো রথ্যা মহামার্গাঃ সৰ্ব্বে বৈদূর্য্যনির্ম্মিতাঃ ॥ ৫৪ ॥

বাপীকূপতড়াগাশ্চ অবন্তীনাং তটানি চ ।

বালুকা চৈব সৰ্ব্বাপি বৈদূর্য্যমণিনির্ম্মিতা ॥ ৫৫ ॥

তত্রাকৃদিক্ষু পরিতো ব্রাহ্মাদীনাঞ্চ মণ্ডলম্ ।

নিজৈর্গণৈঃ পরিবৃতং ভ্রাজতে নৃপসত্তম ! ॥ ৫৬ ॥

প্রতিব্রহ্মাণ্ডমাতৃগাং তাঃ সমক্ৰয় ঈরিতাঃ ।

ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈব কোমারী বৈষ্ণবী তথা ॥ ৫৭ ॥

বারাহী চ তথেন্দ্রাণী চামুণ্ডাঃ সপ্ত মাতরঃ ।

অক্ৰমী তু মহালক্ষ্মীর্নাম্না প্রোক্তাস্ত মাতরঃ ॥ ৫৮ ॥

ব্রহ্মরুদ্রাদিদেবানাং সমাকারাস্ত তাঃ স্মৃতাঃ ।

জগৎকল্যাণকারিণ্যঃ স্বস্বসেনাসমাবৃত্তাঃ ॥ ৫৯ ॥

অথ ত্রয়োদশং বৈদূর্য্যমণিপ্রাকারমাহ বজ্রসালাদগ্রভাগে ইতি ॥ ৫৩—৫৫ ॥

অস্মিন্ প্রাকারেষ্টদিক্ষু ব্রাহ্মাদ্যষ্টমাতরঃ সম্ভূত্যা হ তত্রাষ্টদিক্শ্চিতি ॥ ৫৬ ॥

প্রতিব্রহ্মাণ্ডসংস্থানাং ব্রাহ্মাদীনামেতা ব্রাহ্মাদয়ঃ সমষ্টিভূতা ইত্যাহ প্রতিব্রহ্মা-  
ণ্ডতি ॥ ৫৭—৫৮ ॥

যথা ব্রহ্মাদিদেবানামাকারাস্তথৈব তেষাং শক্তীনামপ্যাকারো বোধ্য ইত্যাহ ব্রহ্ম-  
জাদীতি ॥ ৫৯ ॥

টিট্ দিকে এই আট জন সখীর বাসগৃহ এবং তৎসমুদয়ই নানাবিধ বাহন ও অস্ত্রাদি  
রা পরিপূর্ণ ॥ ৫২ ॥

এই হীরকনির্ম্মিত প্রাকারের পরই বৈদূর্য্যমণির্নির্ম্মিত ত্রয়োদশ প্রাকার। ইহার উচ্চতা  
৭ যোজন। ইহারও চতুর্দিকে গোপূর দ্বার বিদ্যমান আছে ॥ ৫৩ ॥ এতদ্ব্যতীত ভূমি,  
হ, ক্ষুদ্রপথ, রাজপথ, বাপী, কূপ, তড়াগ, নদ, নদী এমন কি বালুকা লগ্নাস্ত বৈদূর্য্যমণি-  
নির্ম্মিত ॥ ৫৪—৫৫ ॥ ইহার আট দিকে ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্টমাতৃকাগণ নিজ নিজ গণের  
হিত বাস করিতেছেন ॥ ৫৬ ॥ প্রতি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত মাতৃকাগণের ইহারাই সমষ্টি-  
রূপ। একগণে, সেই অষ্টমাতৃকার নাম কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী,  
কোমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ইন্দ্রাণী, চামুণ্ডা ও মহালক্ষ্মী নামে অষ্টমাতৃকা ॥ ৫৭—৫৮ ॥  
ইাদের রূপ যথাক্রমে ব্রহ্ম ও রুদ্রাদির জ্ঞান জানিবে। ইহারই সকলেই জগতের স্তম্ভ  
চষ্টায় নিরত থাকিয়া এই স্থানে স্ব স্ব বাহন ও অস্ত্রাদির সহিত বাস করিতেছেন ॥ ৫৯ ॥

তৎসালস্ত চতুর্দ্বাষ্ট বাহনানি মহেশিতুঃ ।  
 সজ্জানি নৃপতে । সস্তি সালঙ্কারানি নিত্যশঃ ॥ ৬০ ॥  
 দন্তিনঃ কোটিশো বাহাঃ কোটিশঃ শিবিকাস্থথা ।  
 হংসাঃ সিংহাশ্চ গরুড়া ময়ূরা বৃষভাস্থথা ॥ ৬১ ॥  
 তৈর্যুক্তাঃ স্তম্ভনাস্তদ্বং কোটিশো নৃপনন্দন ! ।  
 পার্শ্বিগ্রাহসমায়ুক্তা ধ্বজৈরাকাশচূষিনঃ ॥ ৬২ ॥  
 কোটিশস্ত বিমানানি নানাচিহ্নান্বিতানি চ ।  
 নানাবাদিত্রযুক্তানি মহাধ্বজযুতানি চ ॥ ৬৩ ॥  
 বৈদূর্য্যমণিসালস্তাপ্যগ্রে সালঃ পরঃ স্মৃতঃ ।  
 দশযোজনভূস্ফোহসাবিস্ত্রনীলাশ্মনির্মিতঃ ॥ ৬৪ ॥  
 তন্মধ্যভূস্তথা বীথ্যো মহামার্গা গৃহাণি চ ।  
 বাপীকূপতড়াগাশ্চ সর্ব্বৈ তন্মণিনির্মিতাঃ ॥ ৬৫ ॥  
 তত্র পদ্মাস্ত সংপ্রোক্তং বহুযোজনবিস্তৃতম্ ।  
 যোড়শারং দীপ্যমানং হৃদর্শনমিবাপরম্ ॥ ৬৬ ॥

---

অস্মিন সালে ভগবত্যা বাহনানি নানাবিধানি বসন্তীত্যাহ তৎসালস্তেতি ॥ ৬০—৬১ ॥  
 তৈর্দন্তিসিংহাদিত্রিযুক্তাঃ স্তম্ভনা রথা ইত্যর্থঃ ॥ ৬২—৬৩ ॥  
 অথ চতুর্দশমিস্ত্রনীলমণিপ্রাকারমাহ বৈদূর্য্যমণীতি ॥ ৬৪—৬৫ ॥  
 তস্মিন্ প্রাকারে যোড়শদলঃ পদ্মঃ দেবীমুদ্রাবগবৎ বিদ্যাতে ইত্যাহ তত্র পদ্মং  
 ভিত্তি ॥ ৬৬—৬৮ ॥

---

এই প্রাকারের চারিটা দ্বারেই জগজ্জননী ভগবতীর নানাবিধ বাহন সকল সজ্জিত থাকে ।  
 ইহার কোন স্থানে কোটি কোটি হস্তী, কোন স্থানে কোটি কোটি ঘোটক, কোন স্থানে  
 শিবিকা, কোন স্থানে হংস, কোথাও সিংহ, কোথাও গরুড় এবং কোথাও বা ময়ূর ও  
 বৃষভাদি নানাবিধ প্রাণী সৎপ সজ্জিত রহিয়াছে ॥ ৬০—৬১ ॥ এইরূপ কোথাও পূর্ব্বকথিত  
 প্রাণিপগ-সংযোজিত কোটি কোটি রথ সকল, পার্শ্বিগ্রাহ (সহিস্) ও গগনপর্শী ধ্বজা  
 দ্বারঃ সজ্জিত থাকিয়া শোভা বিস্তার করিতেছে ॥ ৬২ ॥ কোথাও বা নানাবাদিত্রয়যুক্ত, বিপুল  
 ধ্বজবিশিষ্ট নানাবিধ-চিহ্ন-সমবিত্ত বিমান সকল শ্রেণিবদ্ধ থাকিয়া শোভা পাইতেছে ॥ ৬৩ ॥  
 মহারাজ ! এই বৈদূর্য্য প্রাকারের পর ইস্ত্রনীলমণি-নির্মিত চতুর্দশ প্রাকার ।  
 ইহারও উচ্চতা দশযোজন ব্যাপিয়া রহিয়াছে ॥ ৬৪ ॥ ইহার মধ্যস্থ ভূমি, গৃহ, পথ,  
 বাপী, কূপ ও তড়াগ প্রভৃতি সমস্তই ইস্ত্রনীলমণি-কল্পিত বলিয়া জানিবে ॥ ৬৫ ॥ পরন্তু,  
 ইহার মধ্যে বহু যোজন বিস্তৃত যোড়শদল একটি পদ্ম দ্বিতীয় হৃদর্শন চাকুর দ্বার শোভা

তত্র ষোড়শশক্তিানাং স্থানানি বিবিধানি চ ।  
 সর্বোপস্করযুক্তানি সমুদ্রানি বসন্তি হি ॥ ৬৭ ॥  
 তাসাং নামানি বক্ষ্যামি শৃণু মে নৃপসন্তম । ।  
 কিরালী বিকরালী চ তথোমা চ সরস্বতী ॥ ৬৮ ॥  
 শ্রীদুর্গোষা তথা লক্ষ্মীঃ শ্রুতিশ্চৈব স্মৃতিধ্বতিঃ ।  
 শ্রদ্ধা মেধা মতিঃ কাস্তিরার্য্যা ষোড়শ শক্তয়ঃ ॥ ৬৯ ॥  
 নীলজীমূতসঙ্কশাঃ করবালকরাধুজাঃ ।  
 সমাঃ খেটকধারিণ্যো যুদ্ধোপক্রান্তমানসাঃ ॥ ৭০ ॥  
 সেনান্যঃ সকলা এতাঃ শ্রীদেব্যা জগদীশিতুঃ ।  
 প্রতিব্রজাণ্ডসংস্থানাং শক্তিীনাং নায়িকাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৭১ ॥  
 ব্রজাণ্ডফোভকারিণ্যো দেবীশক্ত্যুপবৃংহিতাঃ ।  
 নানারথসমারূঢ়া নানাশক্তিভিরম্বিতাঃ ।  
 এতৎপরাক্রমং বক্তুং সহস্রাশ্চোহপি ন ক্রমঃ ॥ ৭২ ॥  
 ইন্দ্রনীলমহাসালাদগ্রে তু বহুবিস্তৃতঃ ।  
 মুক্তাপ্রাকার উদিতো দশযোজনদৈর্ঘ্যবান্ ॥ ৭৩ ॥

ষোড়শ শক্তয় ইতি । এতা ভুবনেশ্বরীঘনপূজায়াং শারদাতিলকাদিষু স্পষ্টাঃ । তদ্রূপং  
 রনাম্যম্ । খড়্গখেটকধারিণ্যঃ স্ত্রীমাঃ পূজ্যাশ্চ মাতরঃ ॥ ৬৯—৭২ ॥  
 অথ পঞ্চদশঃ মুক্তাপ্রাকারমাহ ইন্দ্রনীলমহাসালেতি ॥ ৭৩ ॥

ইতেছে ॥ ৬৬ ॥ তাহার ষোড়শ দলে ভগবতীর ষোড়শ শক্তিগণ স্বদলবলে বাস  
 রিতেছেন ॥ ৬৭ ॥ মহারাজ ! এক্ষণে তাঁহাদের প্রত্যেকের নাম সকল কীর্তন করি-  
 ছি শ্রবণ কর । কারালী, বিকারালী, উমা, সরস্বতী, শ্রী, দুর্গা, উষা, লক্ষ্মী, শ্রুতি, স্মৃতি,  
 ভ, শ্রদ্ধা, মেধা, মতি, কাস্তি ও আর্য্যা নামে ষোড়শ শক্তি সেই পর্ণের ষোড়শদলে  
 প্রমাদ আছেন ॥ ৬৮—৬৯ ॥ ইহাদের সকলেরই নবীন নীরদের আঁর স্ত্রীস্বর্ণ এবং হস্তে  
 টুক ও খড়্গা বিদ্যমান আছে । ইহাদিগকে দেখিলেই বোধ হয় যেন ইহারা সর্বদাই  
 ক্রিয়াকার অস্ত্র উৎসুক রহিয়াছেন । মহারাজ ! এই সকল শক্তিগণকে সমস্ত ব্রহ্মা-  
 ণ্ডে বসাবস্থিত শক্তিগণের নায়িকা এবং অগ্গজ্ঞানী ভগবতীর সেনানী বলিয়া জানি-  
 ন ॥ ৭০—৭১ ॥ ইহারা দেবীর প্রসাদে গর্জিত হইয়া এবং সতত নানাধিব রথ  
 হনাদি ও শক্তিগণে পরিবেষ্টিত থাকিয়া এই স্থানে বাস করিতেছেন । রাজন ! এক  
 খে ইহাদের পরাক্রমের বিষয় আর কি বলিব, যদি সহস্র বর্ষী হয় তাহা হইলেও  
 ইহাদের পরাক্রমের বিষয় বলিয়া শেষ করিতে পারা যায় না ॥ ৭২ ॥

মধ্যভূঃ পূর্ববৎ প্রোক্তা তন্মধ্যেইকদলান্বজম্ ।

মুক্তামনিগ্ধাকীর্ণং বিস্তৃতস্ত সকাশরম্ ॥ ৭৪ ॥

তত্র দেবীসমাকারা দেব্যায়ুধধরাঃ সদা ।

সংপ্রোক্তা অষ্টমস্ত্রিণ্যো জগদ্বার্তাপ্রবোধকাঃ ॥ ৭৫ ॥

দেবীসমানভোগান্তা ইঙ্গিতজ্ঞাস্ত পণ্ডিতাঃ ।

কুশলাঃ সৰ্বকারণ্যে স্বামিকার্য্যপরায়াণাঃ ॥ ৭৬ ॥

দেব্যভিপ্রায়বোধস্তাশ্চতুরা অতিসুন্দরাঃ ।

নানাশক্তিসমায়ুক্তাঃ প্রতিব্রুক্ষাণ্ডবর্তিনাম্ ॥ ৭৭ ॥

প্রাণিনাং তাঃ সমাচারং জ্ঞানশক্ত্যা বিদস্তি চ ।

তাসাং নামানি বক্ষ্যামি মত্তঃ শৃণু নৃপোত্তম ! ॥ ৭৮ ॥

[অনঙ্গকুসুমা প্রোক্তাপানঙ্গকুসুমাতুরা ।

অনঙ্গমদনা তদ্বদনঙ্গমদনাতুরা ॥ ৭৯ ॥

ভুবনপালা গগনবেগা চৈব ততঃ পরম্ ।

[শশিরেখা চ গগনরেখা চৈব ততঃ পরম্ ॥ ৮০ ॥

তস্মিন্ প্রাকারে ভুবনেশ্বরীযন্ত্রে বিদ্যমানগঠদলং পদ্মং বিদ্যাতে ইত্যাহ তন্মধ্যেইকদলান্বজমিতি । সকাশরমিতি পদ্মবিশেষণম্ ॥ ৭৪ ॥

দেবীসমাকারা রক্তবর্ণাঃ । দেব্যায়ুধধরাঃ পাশাঙ্ঘ্রিশবরাভরণধারিণাঃ । জগৎবার্তাপ্রবোধকাঃ এতদ্ব্রুক্ষাণ্ডে ইদং জাতং তস্মিন্ ব্রুক্ষাণ্ডে তজ্জাতমিতি প্রতিব্রুক্ষাণ্ডসংবন্ধিবর্তিনাং বোধকা ইত্যর্থঃ । অমাত্যানাং স্বভাব এবায়ম্ ॥ ৭৫—৭৭ ॥

বিদস্তি জ্ঞানস্তি ॥ ৭৮—৮০ ॥

মহারাজ ! এই ইঙ্গনীলমণি-নির্মিত প্রাকারের পরই দশযোজন দীর্ঘ, বহুযোজন বিস্তৃত মুক্তার প্রাকার বিদ্যমান আছে ॥ ৭৩ ॥ ইহার মধ্যস্থিত ভূমি ব্রুক্ষাদি সমস্তই পূর্বের জায় মুক্তানির্মিত বলিয়া জানিবে । এই প্রাকারমধ্যে মুক্তার কেশরাদিযুক্ত একটা অষ্টদল পদ্ম আছে ॥ ৭৪ ॥ সেই পদ্মে দেবীর অষ্ট সচিবসম্মি বাস করেন । তাঁহাদের আকৃতি, আয়ুধ, বেশভূষাও ভোগাদি সমস্তই দেবীর জায় । প্রতি ব্রুক্ষাণ্ডের সমাচার সকল দেবীকে জ্ঞাত করাই তাঁহাদের কার্য্য । তাঁহারা সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শিনী ও সমস্ত কার্য্যেই দক্ষা । ইহারা অতিশয় চতুরা এমনকি দেবীর হৃদগত অতিপ্রায় অবগত হইয়াই তাঁহাদের কার্য্য নিশ্চয় করিয়া থাকেন । ইহাদের প্রত্যেকেরই অনেকগুলি করিয়া শক্তি আছে, তাঁহারাও এই স্থানে বাস করিয়া থাকে । ইহারা জ্ঞানশক্তি দ্বারা প্রতি ব্রুক্ষাণ্ডান্তর্গত জীবগণের সমাচার সকল অবগত হইয়া থাকেন । মহারাজ ! এক্ষণে সেই অষ্টসখীগণের নাম বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৭৫—৭৮ ॥ অনঙ্গকুসুমা, অনঙ্গকুসুমাতুরা, অনঙ্গমদনা, অনঙ্গমদনাতুরা, ভুবনপালা, গগনবেগা, শশিরেখা ও গগনরেখা নামে আট সখী ॥ ৭৯—৮০ ॥

পাশাক্ষশবরাভীতিধরা অরুণবিগ্রহাঃ ।

বিন্ধ্যসম্বন্ধিনীং বার্তাং বোধয়ন্তি প্রতিক্রমম্ ॥ ৮১ ॥

মুক্তাশালাদগ্রভাগে মহামারকতোহপরঃ ।

শালোত্তমঃ সমুদ্ভিষ্টো দশযোজনদৈর্ঘ্যবান্ ॥ ৮২ ॥

নানাসৌভাগ্যসংযুক্তো নানাভোগসমম্বিতঃ ।

মধ্যভূস্তাদৃশী প্রোক্তা সদনানি তথৈব চ ॥ ৮৩ ॥

ষট্কোণমত্র বিস্তীর্ণং কোণস্থা দেবতাঃ শূন্ব ।

পূর্বকোণে চতুর্ভুক্তো গায়ত্রীসহিতো বিধিঃ ॥ ৮৪ ॥

কুণ্ডিকাকুণ্ডাভীতিদণ্ডায়ুধধরঃ পরঃ ।

তদায়ুধধরা দেবী গায়ত্রী পরদেবতা ॥ ৮৫ ॥

বেদাঃ সর্বৈ মূর্তিমন্তঃ শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ ।

স্মৃতয়শ্চ পুরাণানি মূর্তিমন্তি বসন্তি হি ॥ ৮৬ ॥

অপ যোড়শং মরকতপ্রাকারমাহ মুক্তাশালাদগ্রভাগে ইতি ॥ ৮২—৮৩ ॥

ষট্কোণমত্রৈতি । অগ্নিন্ প্রাকারে ভুবনেশ্বরীষ্মদ্রাবণং ষট্কোণং বর্ততে ইত্যর্থঃ । তদ্রূপং শারদায়াম্ । পদ্মমণ্ডপং বাহে বৃতং যোড়ষতির্দৈর্ঘ্যম্ । বিলিখেৎ কর্ণিকামধ্যে ষট্কোণমতিসুন্দরমিতি । পূর্বকোণ ইতি । পূজ্যপূজকয়োর্মধ্যে প্রাচীতিনিয়মাদেব্যগ্র-ভাগস্তঃ কোণঃ পূর্বকোণশব্দেন গ্রাহ্যঃ । তদহরোধেনৈব ষট্কোণানাং ব্যবস্থা বোধ্যা । তস্মিন্ পূর্বকোণে গায়ত্রীসহিতো ব্রহ্মা বর্তত ইত্যর্থঃ ॥ ৮৪ ॥

কুণ্ডিকা কমণ্ডলুঃ । অক্ষগুণোহক্ষমত্রম্ । অতীরভয়ম্ । তাহোবাযুধানি গায়ত্র্যাঃ সন্তীত্যাহ তদায়ুধধরেতি । তদ্রূপং শারদায়াম্ । ইন্দ্রকোণে লসদণ্ডকুণ্ডিকাকুণ্ডাভয়াম্ । গায়ত্রীং পূজয়েন্নরজী ব্রহ্মাণমপি তাদৃশমিতি ॥ ৮৫ ॥

ব্রহ্মসমিধৌ বেদা মূর্তিমন্তঃ সন্তীত্যাহ বেদাঃ সর্বৈ ইতি ॥ ৮৬ ॥

ইহঁরা সকলেই অরুণের স্থায় রক্তবর্ণ এবং চারি হস্তে পাশ, অক্ষুশ, বর ও অভয় ধারণ করিয়া আছেন । ইহঁরা প্রতিক্রমেই প্রতি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত বৃত্তান্ত সকল দেবীকে জ্ঞাত করাইতেছেন ॥ ৮১ ॥

ইহার পরই দশযোজন দীর্ঘ মরকত নির্মিত যোড়শ প্রাকার । ইহার মধ্যেই ভূমি ও গৃহাদি সমস্তই পূর্বের স্থায় মরকতমণি দ্বারা নির্মিত । ইহার মধ্যে যাবতীয় সৌভাগ্যকর ভোগ্য বস্তু সকল বিদ্যমান আছে ॥ ৮২—৮৩ ॥ ইহার ছয়টি কোণ, প্রত্যেক কোণেই দেব-সকল বিরাজ করিতেছেন । পূর্বকোণে চতুর্ভুক্ত ব্রহ্মা, কুণ্ড অক্ষমালা অভয় ও বণ্ডাদি আয়ুধ সকল ধারণ করিয়া গায়ত্রীদেবীর সহিত বাস করিতেছেন । গায়ত্রীদেবী ও ঐ সমস্ত আয়ুধ-নিকর দ্বারা বিভূষিতা আছেন ॥ ৮৪—৮৫ ॥ এই স্থানে সমস্ত বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও

যে বৃক্ষবিগ্রহাঃ সন্তি গায়ত্রীবিগ্রহাশ্চ যে ।

ব্যাহতীনাং বিগ্রহাশ্চ তে নিত্যং তত্র সন্তি হি ॥ ৮৭ ॥

রক্ষঃকোণে শম্ভুচক্রগদাপমুজকরাশুভ্রা ।

সাবিত্রী বর্ততে তত্র মহাবিশ্বশ্চ তাদৃশঃ ॥ ৮৮ ॥

যে বিশ্ববিগ্রহাঃ সন্তি মৎস্রকৃষ্ণাদয়োহখিলাঃ ।

সাবিত্রীবিগ্রহা যে চ তে সর্বৈস্তত্র সন্তি হি ॥ ৮৯ ॥

বায়ুকোণে পরশ্বক্ষ্মানাভয়বরাশ্বিতঃ ।

মহারুদ্রো বর্ততেহত্র সরস্বত্যপি তাদৃশী ॥ ৯০ ॥

যে যে তু রুদ্রভেদাঃ স্যদক্ষিণাশ্চাদয়ো নৃপ ! ।

গৌরীভেদাশ্চ যে সর্বৈ তে তত্র নিবসন্তি হি ॥ ৯১ ॥

চতুঃষষ্ঠ্যাগমা যে চ যে চাত্তোহপ্যাগমাঃ স্মৃতাঃ ।

তে সর্বৈ মূর্ত্তিমন্তশ্চ তত্র বৈ নিবসন্তি হি ॥ ৯২ ॥

অগ্নিকোণে রত্নকুম্ভং তথা মণিকরগুপ্তম্ ।

দধানো নিজহস্তাভ্যাং কুবেরো ধনদায়কঃ ॥ ৯৩ ॥

নানাবীথিসমায়ুক্তো মহালক্ষ্মীসমশ্বিতঃ ।

দেব্যা নিধিপতিস্বাস্তে স্বগুণৈঃ পরিবেষ্টিতঃ ॥ ৯৪ ॥

বৃক্ষবিগ্রহা বৃক্ষগোহবতারাঃ ॥ ৮৭—৯০ ॥

দক্ষিণাশ্চাদয়ো দক্ষিণামূর্ত্তিপ্রভৃতয়ঃ । গৌরীভেদাঃ পার্শ্বত্যাবতারাঃ ॥ ৯১—৯৩ ॥

নিধিপতির্দেব্যা ধনপতিঃ ॥ ৯৪—৯২ ॥

নানাবিধ শাস্ত্র সকল মূর্ত্তিধারণ পূৰ্ণক বাস করিতেছেন ॥ ৮৬ ॥ এই বৃক্ষাণ্ড মধ্যে বৃক্ষা, গায়ত্রী ও ব্যাহতিগণের বাবতীর অবতার আছে, তাঁহারা সমস্তই এই স্থানে বাস করিতেছেন ॥ ৮৭ ॥ ইহার নৈঋত্বে কোণে শম্ভুচক্রগদাপমুজধারী (মহাবিশ্ব) শম্ভুচক্রগদাপমুজধারিণী (সাবিত্রী) সহিত বাস করিতেছেন ॥ ৮৮ ॥ প্রতি বৃক্ষাণ্ডমধ্যে বাবতীর সাবিত্রীর অবতার এবং মৎস্র, কৃষ্ণ প্রভৃতি বিশ্বর অবতার সকল আছে, তাঁহারা সকলেই এই স্থানে বাস করিতেছেন ॥ ৮৯ ॥ ইহার বায়ুকোণে, পরশ্ব, অক্ষমালা, অভয় ও বরধারী, মহারুদ্র, তাদৃশ-রূপধারিণী সরস্বতীর সহিত বিদ্যমান আছেন ॥ ৯০ ॥ সমস্ত বৃক্ষাণ্ডমধ্যে দক্ষিণাশ্চ প্রভৃতি যে সকল রত্নাবতার এবং গৌরী প্রভৃতি যে সকল পার্শ্বতীর অবতার আছেন, তাঁহারা সকলেই এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৯১ ॥ অগ্নিক (চতুঃষষ্টি আগম) এবং অন্তোন্ত নিখিল (তন্ত্র) সকল মূর্ত্তিধারণ পূৰ্ণক এই স্থানে বাস করিতেছেন ॥ ৯২ ॥ ইহার অগ্নিকোণে ভগবতীর নিধিপতি, ধনদায়ক কুবের নানাবিধ বীথিকায়

বারুণে তু মহাকোণে মদনো রত্নিসংযুতঃ ।  
 পাশাঙ্কুশধরো বর্ষণধরো নিত্যং বিরাজতে ॥ ৯৫ ॥  
 শৃঙ্গারো মূর্তিবন্তস্ত তত্র সমিহিতাঃ সদা ॥ ৯৬ ॥  
 জৈশামকোণে বিদ্রেশো নিত্যং পুষ্টিসমম্বিতঃ ॥  
 পাশাঙ্কুশধরো বীরো বিদ্রহর্ভা বিরাজতে ॥ ৯৭ ॥  
 বিভূতয়ো গণেশশ্চ যা যাঃ সন্তি নৃপোত্তম ! ।  
 তাঃ সর্বা নিবসন্ত্যত্র মহৈশ্বর্য্যসমম্বিতাঃ ॥ ৯৮ ॥  
 প্রতিব্রহ্মাণ্ডসংস্থানাং ব্রহ্মাদীনাং সমষ্ঠয়ঃ ।  
 এতে ব্রহ্মাদয়ঃ প্রোক্তাঃ সেবন্তে জগদীশ্বরীম্ ॥ ৯৯ ॥  
 মহামারকতন্ত্রাগ্রে শতযোজনদৈর্ঘ্যবান্ ।  
 প্রবালসালোহস্ত্যপরাঃ কুঙ্কমারুণবিগ্রহঃ ॥ ১০০ ॥  
 মধ্যভূতাদৃশী প্রোক্তা সদনানি চ পূর্ববৎ ।  
 তন্মধ্যে পঞ্চভূতানাং স্বামিণ্যঃ পঞ্চ সন্তি চ ॥ ১০১ ॥  
 ছল্লোপা গগনা রক্তা চতুর্থী তু করালিকা ।  
 মহোচ্ছ্রা পঞ্চমী চ পঞ্চভূতসমপ্রভাঃ ॥ ১০২ ॥

অথ সপ্তদশং প্রবালপ্রাকারমাহ । মহামারকতন্ত্রাগ্রে ইতি ॥ ১০০ ॥

পঞ্চভূতানাং পৃথিব্যাদিপঞ্চভূতানাং নামিকাঃ ॥ ১০১—১০৩ ॥

পরিবেষ্টিত থাকিয়া রক্তকুন্ত ও মণিকরঙকা ধারণ পূর্বক মহালক্ষ্মী ও স্বর্ণগণের সহিত  
 অবস্থিত করিতেছেন ॥ ৯৩—৯৪ ॥ ইহার পশ্চিম কোণে পাশাঙ্কুশধরবর্ষণধারী মদন  
 রত্নের সহিত নিত্য বিদ্যমান আছেন । তাঁহার যাবতীর শৃঙ্গারাদি পারিহৃত সকলও এই  
 স্থানে মূর্তিমান হইয়া অবস্থিত করিতেছে ॥ ৯৫—৯৬ ॥ ইহার জৈশামকোণে পাশাঙ্কুশ-  
 ধারী, মহাবীর, বিদ্রনাশন, গণপতি পুষ্টিদেবীর সহিত নিত্য বিরাজ করিতেছেন ॥ ৯৭ ॥  
 মহারাজ ! নিখিল ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে বিদ্রাজ্জের যে যে বিভূতি সকল বিদ্যমান আছে,  
 তৎসমস্তই এই স্থানে বর্তমান ॥ ৯৮ ॥ আর অধিক কি বলিব, আমি যে সকল দেবদেবীর  
 কথা উল্লেখ করিলাম, সেই ব্রহ্মাদি দেবতা সকলকে প্রতি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত ব্রহ্মাদির সমষ্টি  
 বলিয়া জানিবে । ইহারা সকলেই স্বয়ং স্থানে অবস্থান করত শ্রীজগদীশ্বরী ভগবতী  
 আরাধনা করিয়া থাকেন ॥ ৯৯ ॥

মহারাজ ! এই মরুতনির্মিত প্রাকারের পরই প্রবালনির্মিত সপ্তদশ প্রাকার  
 বিদ্যমান আছে । উহা শতযোজন দীর্ঘ এবং কুঙ্কমের জ্বার রক্তবর্ণ ॥ ১০০ ॥ পূর্বের জ্বার  
 ইহার মধ্যস্থ ভূমি ও গৃহাদি সমস্তই প্রবাল নির্মিত বলিয়া জানিবে । ইহার মধ্যে ছল্লোপা,

পাশাঙ্কুশবরাভীতিধারিণ্যোহ্মিতভূষণাঃ ।

দেবীসমানাশাঢ্য। নবযৌবনগর্বিতাঃ ॥ ১০৩ ॥

প্রবালসালাদগ্রে তু নবরত্নবিনির্মিতঃ ।

বহুযোজনবিস্তীর্ণো মহাসালোহস্তি ভূমিপ ! ॥ ১০৪ ॥

তত্র চান্নায়দেবীনাং সদনানি বহুত্মপি ।

নবরত্নময়ান্বেষ তড়াগাশ্চ সরাসি চ ॥ ১০৫ ॥

ঐদেব্যা য়েহবতারাঃ স্যুস্তে তত্র নিবসন্তি হি ।

মহাবিদ্যামহাভেদাঃ সন্তি তত্রৈব ভূমিপ ! ॥ ১০৬ ॥

নিজাবরণদেবীভিনির্জভূষণবাহনৈঃ ।

সর্বদেব্যো বিরাজন্তে কোটিসূর্যাসমপ্রভাঃ ॥ ১০৭ ॥

সপ্তকোটিমহামন্ত্রদেবতাঃ সন্তি তত্র হি ।

নবরত্নময়াদগ্রে চিস্তামণিগৃহং মহৎ ॥ ১০৮ ॥

অথাষ্টাদশং নবরত্নপ্রাকারমাহ প্রবালসালাদগ্রে ইতি ॥ ১০৪ ॥

আন্নায়দেবীনামিতি । পূর্ণান্নায়পশ্চিমান্নায়দক্ষিণান্নায়োত্তরান্নায়মৌর্দ্ধান্নায়দেবতা আগমে  
প্রসিদ্ধান্তাসাং দেবতানাং স্থানানি তত্র সন্তীত্যর্থঃ ॥ ১০৫ ॥

ঐভগবত্যা য়েহবতারা গৃহীতা দৈত্যানাশার্থং তজ্জাহ্নুগ্রহার্থঞ্চ তেহপি তন্নিগ্ধে  
প্রাকারে বসন্তীত্যাহ ঐদেব্যা ইতি । তে চ পাশাঙ্কুশেখরী-ভুবনেশ্বরী-ভৈরবী-কপাল-  
ভুবনেশ্বরী-অঙ্কুশভুবনেশ্বরী-প্রমাদভুবনেশ্বরী-ঐক্লেধভুবনেশ্বরী ত্রিপুটাখ্যাক্ষতা-নিত্যক্লিন্ন-  
পূর্ণাবরিতাদয়ো ভুবনেশ্বর্য্যবতারা ভুবনেশ্বরীসংহিতায়াং প্রসিদ্ধাঃ । মহাবিদ্যা-  
মহাভেদা ইতি । কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শীত্যাদয়ো দশ মহাবিদ্যাস্তাসাং যে  
মহাভেদা অবতারান্তেহপি তত্র প্রাকারে বসন্তীত্যর্থঃ । দশ মহাবিদ্যা মহাবিদ্যাবতারাশ্চ  
সন্তীত্যর্থঃ ॥ ১০৬—১০৭ ॥

অথ মুখ্যং দেবীসদনমাহ নবরত্নময়াদগ্রে ইতি ॥ ১০৮ ॥

গগনা, রক্তা, করালিকা এবং মহোচ্ছ্রাণ্যামে পঞ্চভূতের অধিষ্ঠাত্রী পাঁচ জন দেবী বাস  
করিয়া থাকেন । ইহাদের মধ্যে যিনি যে ভূতের অধিষ্ঠাত্রী তাঁহার তদনুরূপ দেহকান্তি ।  
ইহারা সকলেই যৌবনযদে গর্জিতা এবং চতুর্ভুজে পাশ, অঙ্কুশ, বর ও অস্ত্র ধারণ  
করত দেবীর সদৃশ বেশভূষায় ভূষিত থাকিয়া, বিরাজ করিতেছেন ॥ ১০১—১০৩ ॥

ইহার পরই নবরত্ননির্মিত বহুযোজনবিস্তৃত (অষ্টাদশ প্রাকার) মহারাজ ! এই প্রাকার-  
রকে অষ্টোত্ত প্রাকার হইতে শ্রেষ্ঠ ও উচ্চ বলিয়া জানিবেন ॥ ১০৪ ॥ এই স্থানের চতু-  
র্দিকেই আন্নায়াদিষ্টাত্রী, দেবীগণের নবরত্ননির্মিত অসংখ্য গৃহ, তড়াগ ও সরোবর প্রভৃতি  
বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ১০৫ ॥ ঐদেবীর যে সকল কালীতারার প্রভৃতি দশ মহাবিদ্যা এবং  
তাঁহাদের যে সকল স্ববতারা আছেন, তাঁহারা সকলেই নিজ নিজ আবরণ, বাহন ও ভূষণের  
সহিত এই স্থানে বাস করিয়া থাকেন ॥ ১০৬—১০৭ ॥ অধিকন্ত, এই প্রাকার মধ্যে সূর্য্য-



তত্রত্যং বস্তুমাত্রস্তু চিন্তামণিবিনির্মিতম্ ।

সূর্য্যোদ্যারোপলৈস্তদ্বচ্ছন্দোদ্যারোপলৈস্তথা ॥ ১০৯ ॥

বিদ্যুৎপ্রভোপলৈঃ স্তম্ভাঃ কলিতাস্তু সহস্রশঃ ।

যেষাং প্রভাভিরস্তস্বং বস্তু কিঞ্চিন্ন দৃশ্যতে ॥ ১১০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে  
পদ্মরাগাদিমণিনির্মিতপ্রাকারবর্ণনং নাম একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

তত্র চিন্তামণিগৃহস্তম্ভমাত্রং সূর্য্যোদ্যারোপলৈরিতি । সূর্য্যসমানকাস্তিমূলিরস্তি বস্তু  
তে সূর্য্যোদ্যারোপলৈস্তদ্বচ্ছন্দোদ্যারোপলৈস্তথা চন্দ্রোদ্যারোপলৈ-  
চ্ছন্দসমানকাস্তিপাষাণৈস্তথা বিদ্যুৎপ্রভপাষাণৈশ্চ চিন্তামণিগৃহে সহস্রশঃ স্তম্ভাঃ কলিতা  
ইত্যর্থঃ ॥ ১০৯ ॥

বস্তু কিঞ্চিন্ন দৃশ্যতে ইতি । একবিদ্যাদর্শনে নেত্রাঙ্কাং ভবতি কিং পুনরনেকবিদ্যুৎ-  
সমকাস্তিসহস্রস্তম্ভদর্শনে ইত্যর্থঃ ॥ ১১০ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে দ্বাদশস্কন্ধে একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

সদৃশ তেজঃপুঞ্জবিশিষ্ট সপ্তকোটী মহাশিখারিষ্ঠাঙ্গী দেবীগণও অবস্থান করিতেছেন । মহা-  
রাজ ! এই প্রাকারটীর পরই চিন্তামণিনির্মিত দেবীর মুখা প্রাসাদ । ইহার মধ্যস্থিত সমস্ত  
বস্তুই চিন্তামণি-বিনির্মিত । এই প্রাসাদমধ্যে শত সহস্র স্তম্ভ সকল বিদ্যমান আছে ।  
তাহার মধ্যে কোনটী সূর্য্যকাস্তমণি দ্বারা, কোনটী চন্দ্রকাস্তমণি দ্বারা এবং কোনটী বা  
বিদ্যুৎকাস্তমণি দ্বারা নির্মিত । রাজন্ ! এই সকল স্তম্ভের প্রভা এতদূর প্রবল যে, ইহা  
দ্বারা প্রাসাদমধ্যস্থ কোনও পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয় না ॥ ১০৮—১১০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাক্ষক মহাপুরাণ শ্রীমদ্

ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধে পদ্মরাগাদিমণিনির্মিত প্রাকারবর্ণন

নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

~~~~~

দ্বাদশোঃধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

তদেব দেবীসদনং মধ্যভাগে বিরাজতে ।

সহস্রস্তম্ভসংযুক্তাশ্চত্বারস্তেষু মণ্ডপাঃ ॥ ১ ॥

শৃঙ্গারমণ্ডপশ্চৈকো মুক্তিমণ্ডপঃ এব চ ।

জ্ঞানমণ্ডপসংজ্ঞস্তু তৃতীয়ঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ২ ॥

একান্তমণ্ডপশ্চৈব চতুর্থঃ পরিকীর্তিতঃ ।

নানাবিতানসংযুক্তা নানাদুপৈস্ত ধূপিতাঃ ॥ ৩ ॥

কোটীসূর্য্যসমাঃ কাস্ত্যা ভ্রাজন্তে মণ্ডপাঃ শুভাঃ ।

তন্মণ্ডপানাং পরিতঃ কাশ্মীরবনিকা স্মৃতা ॥ ৪ ॥

মল্লিকাকুন্দবনিকা যত্র পুঙ্কলকাঃ স্থিতাঃ ।

অসংখ্যাতা যুগমদৈঃ পুরিতাস্তৎস্রবা নৃপ ! ॥ ৫ ॥

ত্রিসপ্ততিমহাপদ্যোশ্চিন্তামণিগৃহস্য হি ।

কৃতা তু বর্ণনঃ সমাক্ দেবী ধ্যানমিহোচ্যতে ॥

অথ চিন্তামণিগৃহং বর্ণয়তি তদেব দেবীসদনমিতি । সৰ্ব্বষোড়শদলাষ্টদলষট্ কোণ-
মধ্যে যচ্চিন্তামণিগৃহং বিন্দুস্থানভূতং তদেব দেবীসদনং মূলপ্রকৃতেদেব্যাস্তদেব স্থানং
তত্র চত্বারো মণ্ডপাঃ সন্তীত্যাং সহস্রস্তম্ভেতি ॥ ১ ॥

মণ্ডপনামাত্মাহ । শৃঙ্গারমণ্ডপ ইতি । তত্র সহস্রস্তম্ভযুক্ত একো মণ্ডপ এব চতুর্দিক্
চত্বারো মণ্ডপাঃ । তত্র সহস্রশব্দোহসংখ্যাপর্য্যায়ঃ । অসংখ্যস্তম্ভাঃ সন্তীত্যর্থঃ । সভায়া
অতিবিস্তীর্ণত্বাং ॥ ২—৩ ॥

তন্মণ্ডপানামিতি । চতুর্গাং মণ্ডপানাং পরিত উভয়ত একা কাশ্মীরবাণিকা দ্বিতীয়া
মল্লিকাবনিকা তৃতীয়া কুন্দবনিকাচতুর্থ্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

বাহু বণিকাস্থ বাটীষু অসংখ্যাতাঃ পুঙ্কলকা গন্ধমৃগামৃগমদপুরিতাস্তৎস্রবাণিগণশ্চ সন্তী-
ত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

ব্যাসদেব কহিলেন, মহারাজ জনমেজয়! পূর্বেকর্ত রত্নগৃহটিকেই মূল প্রকৃতির (মুখ্য
গৃহ) বলিয়া জানিবে। ইহা অত্যন্ত সমস্ত প্রাকারের মধ্যবর্তী। ইহাতে শৃঙ্গারমণ্ডপ,
মুক্তিমণ্ডপ, জ্ঞানমণ্ডপ ও একান্তমণ্ডপ নামে শত সহস্র স্তম্ভ বিধি চারিটী মণ্ডপ
আছে। ইহাদের উপরিভাগে নানা বর্ণের বিতান সকল নিবদ্ধ রহিয়াছে। ইহার মধ্যভাগ
নানাবিধ ধূপাদি গন্ধদ্রব্য দ্বারা সুগন্ধিত হইয়া থাকে। ইহাদের প্রত্যেকের শোভা কোটি
সূর্য্য সদৃশ তেজঃপূর্ণবিশিষ্ট। এই মণ্ডপচতুষ্টয়ের চতুর্দিকে কাশ্মীর, মল্লিকাপুষ্প ও কুন্দ
পুষ্পের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন আছে। ইহার মধ্যে যুগমদ প্রভৃতি নানাবিধ নৌগন্ধ দ্রব্য স্কন্ধ

মহাপদ্মাটবী তদ্বদ্রুসোপাননির্মিতা ।

স্বধারসেন সংপূর্ণা গুঞ্জমস্তমধুভ্রতা ॥ ৬ ॥

হংসকারণবাকীর্ণা গন্ধপূরিতদিক্টিটা ।

বনিকানাং স্নগন্ধৈস্ত মণিদ্বীপং স্রবাসিতম্ ॥ ৭ ॥

শৃঙ্গারমণ্ডপে দেব্যা গায়ন্তি বিবিধৈঃ স্বরৈঃ ।

সভাসদো দেববরী মধ্যে শ্রীজগদম্বিকা ॥ ৮ ॥

মুক্তিমণ্ডপমধ্যে তু মোচয়ত্যনিশং শিবা ।

জানোপদেশং কুরুতে তৃতীয়ে নৃপ ! মণ্ডপে ॥ ৯ ॥

চতুর্থমণ্ডপে চৈব জগদ্রক্ষাবিচিন্তনম্ ।

মস্ত্রিণীসহিতা নিত্যং করোতি জগদম্বিকা ॥ ১০ ॥

মণ্ডপচতুষ্টয়েভ্যভ্যাংহপি মহাপদ্মাটবী বর্ততে তাং বর্ণয়তি মহাপদ্মাটবীতি ॥ ৬ ॥

এতদ্বনিকানাং বাটিকানাং স্নগন্ধেন সৰ্ব্বমপি মণিদ্বীপং বাসিতমিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

তত্র শৃঙ্গারমণ্ডপম্ভুক্ত্যমাহ শৃঙ্গারমণ্ডপে দেব্য ইতি । শৃঙ্গারমণ্ডপে দেবী মধ্যাসিংহাসনে তিষ্ঠতি মণিদ্বীপবাসিনো দেববরাঃ পূৰ্ণোক্তাঃ সৰ্ব্বৈ সভাসদাঃ সন্তি দেব্যা দেবাসনা বশিষ্ঠাদয়শ্চ সৰ্ব্বা অপ্সরশ্চ দেবীপুত্রতো গায়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

মুক্তিমণ্ডপে তু সৰ্বান প্রতিব্রজাণুবর্তিনো ভক্তান্ মোচয়তি । চতুর্ধিখাং মুক্তিং দদাতিত্যাং মুক্তিমণ্ডপেতি । তৃতীয়মণ্ডপে ভক্তেভ্যো জানোপদেশং করোতীত্যাং জানোপদেশমিতি ॥ ৯ ॥

চতুর্থমণ্ডপস্থং কৃত্যমাহ চতুর্থমণ্ডপে চৈবেতি । মস্ত্রিণীসহিতেতি । মস্ত্রিণ্যাঃ পূৰ্ণোক্তা অনঙ্গকুসুমাদ্যা অষ্টদলস্থাঃ শঙ্করস্তাভিঃ সহিতা জগদ্রক্ষাবিচিন্তনং করোতীত্যর্থঃ । মহারাজস্বভাব এবায়ম্ ॥ ১০ ॥

পরিপূর্ণ ভাবে সজ্জিত রহিয়াছে ॥ ১—৫ ॥ এইরূপ সেই স্থানে একটা অতি দীর্ঘ পদ্মাকর আছে, তাহার সোপানশ্রেণী রত্নদ্বারা নির্মিত এবং সলিলরাশি স্বধারসম্ভারা পরিপূর্ণ। তন্মধ্যে অসংখ্য প্রক্ষুটিত পদ্মের উপর ভ্রমরগণ সততই গুণ গুণ স্বরে গান করিয়া বেড়াইতেছে ॥ ৬ ॥ হংস কারণব প্রভৃতি পক্ষি সকল ইতস্তত ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে ; চতুর্দিক পদ্মগন্ধ দ্বারা আমোদিত হইয়াছে ; বিশেষতঃ তদ্রূপ নানাবিধ স্নগন্ধি দ্রব্য দ্বারা সমস্ত মণিদ্বীপটাই স্রবাসিত হইয়া রহিয়াছে ॥ ৭ ॥ শৃঙ্গারমণ্ডপে ভগবতী মধ্যস্থিত আসনোপরি উপবেশন করিয়া সভাসদ দেবগণের সহিত দেবীগণের নানাবিধ স্বরসম্বিত সঙ্গীত সকল শ্রবণ করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥ এইরূপ মুক্তিমণ্ডপে উপবেশন করিয়া জীবগণকে মুক্ত করেন, জ্ঞানমণ্ডপে বসিয়া সকলকে জানোপদেশ দেন এবং চতুর্থ একাম্রমণ্ডপে বসিয়া পূৰ্ণোক্ত অনঙ্গকুসুমাদি সচিব সখীগণের সহিত জগতের পালনাদি বিষয়ের সম্ভাষণ করেন ॥ ৯—১০ ॥

চিন্তামণিগৃহে রাজজ্ঞিত্বাস্বকৈঃ পরৈঃ ।

সোপানৈর্দশভির্ভুক্তো মঞ্চকোহপ্যধিরাজতে ॥ ১১ ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ ।

এতে মঞ্চখুরাঃ প্রোক্তাঃ ফলকস্ত সদাশিবঃ ॥ ১২ ॥

তন্তোপরি মহাদেবো ভুবনেশো বিরাজতে ।

যা দেবী নিজলীলার্থং দ্বিধাভূত্বা বভূব হ ॥ ১৩ ॥

সৃষ্ট্যাদৌ তু স এবায়ং তদর্জাক্ষো মহেশ্বরঃ ।

কন্দর্পদর্পনাশোদ্যৎকোটিকন্দর্পসুন্দরঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চবক্ত্ত্রিনেত্রশ্চ মণিভূষণভূষিতঃ ।

হরিণাভীতিপরশূন বরঞ্চ নিজবাহুভিঃ ॥ ১৫ ॥

দধানঃ ষোড়শাঙ্কোহসৌ দেবঃ সর্বৈশ্বরো মহান্ ।

কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশ্চন্দ্রকোটিসুশীতলঃ ॥ ১৬ ॥

মুখাদেবীস্থানমাহ চিন্তামণিগৃহে ইতি । শক্তিতত্ত্বাত্মকৈরতি । শক্তিতত্ত্বানি মূল-
প্রকৃতেভূবনেশ্বর্যাস্তত্বানি দশসংখ্যানি । তদুক্তং শারদায়াং নিরুত্তাদ্যাঃ কলাঃ পঞ্চ
ততো বিন্দুঃ কলা পুনঃ । নাদঃ শক্তিঃ সদাপূর্ষঃ শিবশ্চ প্রকৃতের্কিঁদ্বিরতি । তানি চ
দশশক্তিতত্ত্বানি সোপানরূপাণি শ্রেণীরূপাণি অত্যাচমক্ষেহধিরোহনার্থং স্থিতানি তৈর্দশভিঃ
সোপানৈর্ভুক্তো মঞ্চকো বক্ষ্যমাণো বিরাজত ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

মঞ্চকশ্বরূপমাহ ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চেতি । ব্রহ্মাদয়শ্চত্বারো মঞ্চকখুরাঃ । সদাশিবস্ত ফলক-
স্থানীয় ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

তস্মিন্ মঞ্চে ভুবনেশ্বরো মহাদেবো বিরাজতে । কোহসৌ ভুবনেশ্বর ইতি চেত্তজ্ঞাহ
যা দেবীতি । নিজলীলার্থং যোগানিভদেহাঙ্গরূপজীড়ার্থং সৃষ্ট্যাদৌ স্বয়ং ভগবতী দ্বিধা
ভূতা বভূব তদক্ষিণার্দ্ধভাগোহয়ং ভুবনেশ্বর ইত্যর্থঃ । একৈব সাম্যাবস্থায়ামাশবলব্রহ্ম-
রূপিণী ভগবতী ভুবনেশ্বরী ভুবনেশ্বররূপেণ প্রাচুর্যভূবেত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

কন্দর্পস্ত যঃ সৌন্দর্য্যদর্পস্তরাশনে উদ্যস্ত উৎপূরা যে কোটিকন্দর্পান্তরং সুন্দরো
ভুবনেশ্বর ইত্যর্থঃ । অভূতোপমেয়ম্ । নিরতিশয়সৌন্দর্য্যবানিত্যর্থঃ ॥ ১৪—১৬ ॥

মহারাজ ! এক্ষণে শ্রীদেবীর মুখ্য গৃহের বিষয় বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর । ভগবতীর
মুখ্য প্রাসাদের নাম চিন্তামণি গৃহ । ইহার মধ্যে দেবীর বসিবার মঞ্চক বিদ্যমান আছে ।
দশটি শক্তিতত্ত্বই এই মঞ্চকের সোপানশ্রেণী । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও মহেশ্বর ইহা চারটি
পাদ এবং সদাশিব ইহার উপরিস্থ ফলক ॥ ১১—১২ ॥ ইহার উপরেই স্বয়ং ভুবনেশ্বর বিরাজ
করিতেছেন । মহারাজ ! এই ভুবনেশ্বরের বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিতেছি শ্রবণ কর । দেবী
ভগবতী সৃষ্টির পূর্বে জীড়া করিতে মানস করিয়া নিম্ন অলকে ছই ভাগে বিভক্ত করতঃ
(দক্ষিণাঙ্ক হইতে এই ভুবনেশ্বরের সৃষ্টি) করিয়াছিলেন । ইহার পাঁচটি মুখ এবং প্রত্যেক
মুখে তিন চিত্রটি করিয়া নেত্র । ইহার চারটি হস্ত এবং এক একটা হস্তে যথাক্রমে সূর্য্য

শুদ্ধক্ষটিকসংকাশস্ত্রিনেত্রঃ শীতলদ্যতিঃ ।

বামাঙ্কে সন্নিমগ্নাস্ত দেবী শ্রীভুবনেশ্বরী ॥ ১৭ ॥

শ্রাম্ [নবরত্নগণাকীর্ণকাক্ষীদামবিরাজিতা ।

তপ্তকাঞ্চনসম্ভবদৈর্ঘ্যাক্ষদভূষণা ॥ ১৮ ॥

কনচ্ছীচক্রতাটঙ্কবিটঙ্কবদনাম্বুজা ।

ললাটকাস্তিবিভববিজিতার্ক্সুধাকরা ॥ ১৯ ॥

বিস্ফাস্তিতিরস্কারিরদচ্ছদবিরাজিতা ।

লসৎকুঙ্কুমকস্তুরীতিলকোদ্ভাসিতাননা ॥ ২০ ॥

দিব্যচূড়ামণিস্ফারচঞ্চলকসূর্য্যাকা ।

উদ্যৎকবিসমস্বচ্ছনাসাভরণভাসুয়া ॥ ২১ ॥

ত্রিনেত্র ইতি । প্রতিবক্তুঃ ত্রিনেত্র ইত্যর্থঃ । তস্ত ভুবনেশ্বরস্ত বামাঙ্কে শ্রীভুবনেশ্বরী
বিরাজতে ইত্যাহ বামাঙ্ক ইতি ॥ ১৭ ॥

তাং বর্ণয়তি নবরত্নেতি । নবরত্নগণাকীর্ণং যৎকাক্ষীদামকটিসূত্রং তেনাবিতা । তপ্ত-
কাঞ্চনে সম্ভাঃ খচিতা য়ে বৈদৈর্ঘ্যমণয়স্তদ্যুক্তমঙ্গদং ভূষণং বাহুভূষণং যন্তাঃ সা ॥ ১৮ ॥

কনকীপ্যমানং শ্রীচক্রং তদাকারং যন্তাটঙ্কং কর্ণভূষণং তেন বিকটং স্তম্ববৎ বদনাম্বুজং
যন্তাঃ সা ললাটকাস্তিবিভবেন বিজিতোহর্ক্সুধাকরোহর্ক্সচন্দ্রো যন্তাঃ সা যয়া সৌতিবা ।
অষ্টমীচন্দ্রবিদ্যদৃশললাটবতীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

বিস্ফাস্তেস্তিরস্কারি যদ্রদচ্ছদমোষ্টপটুস্তেন বিরাজিতা ॥ ২০ ॥

দিব্যো যশ্চ চূড়ামণিঃ শিরোভূষণং ভস্মিন্ স্ফারৌ বিস্তীর্ণৌ চঞ্চলকসূর্য্যাকৌ যন্তাঃ ।
চন্দ্রকসূর্য্যকাবিভ্যন্ত্রেবেপ্রতিকৃতাবিতি কন্ । রত্ননির্মিত-চন্দ্রসূর্য্য-সম্বন্ধচূড়ামণিভূষণ-
বিরাজিতেত্যর্থঃ । উদান্ যঃ কবিঃ শুক্রনক্ষত্রং তেন সমং স্বচ্ছং যগ্নাসাভরণং তেন
ভাসুয়া ॥ ২১ ॥

অভয়, পরত্ব ও বর ধারণ করিয়া আছেন । ইহাকে দেখিতে ঘোড়শ বর্ষের ছায় । ইহার
অঙ্গকাস্তি কোটি কন্দর্প হইতেও মনোহর এবং কোটি সূর্য্য হইতেও তেজঃশালী, পরন্তু
কোটি চন্দ্রের ছায় সুশীতল । ইহার বর্ণ শুদ্ধ কটিকের ছায় শুভ্র, ইহারই বামাঙ্কে শ্রীভুবনে-
শ্বরী দেবী সততই উপবিষ্টা আছেন ॥ ১৩—১৭ ॥ এই ভুবনেশ্বরী দেবীর কাক্ষীদাম নানা-
বিধ রত্ন দ্বারা বিভূষিত ; অঙ্গদভূষণ বৈদৈর্ঘ্যমণি-খচিত-তপ্তস্বর্ণনির্মিত ; কর্ণভূষণ শ্রীচক্র
সদৃশ অতিশয় মনোহর এবং তাহার দ্বারা বদনকমলের অতিশয় শোভা বিস্তার হইয়াছে ;
তাঁহার ললাট শোভা অষ্টমীর চন্দ্রকে তিরস্কার করিতেছে ; ওষ্ঠাধরের কাস্তি স্পষ্ট বিশ্ব
কলকে পরাজয় করিয়াছে ; মুখমণ্ডল কুঙ্কুম ও কস্তুরী দ্বারা রচিত তিলক দ্বারা উদ্ভাসিত
হইতেছে ; চূড়ামণি রত্ননির্মিত চন্দ্র ও সূর্য্য দ্বারা শোভা বিস্তার করিতেছে ; নাসিকা-
লঙ্কার শুক্রসদৃশ স্বচ্ছ মণি দ্বারা নির্মিত বলিরা অতি মনোহর কাস্তি বিকাশ করিতেছে ;
কণ্ঠপ্রদেশ বচ্ছমণি-খচিত চিত্রাক্ষ হার দ্বারা শোভা পাইতেছে ; তাঁহার স্তনদেশ কপূর

চিস্তাকলম্বিতস্বচ্ছমুক্তাণ্ডচ্ছবিরাজিতা ।

পটীরপঙ্ককপূরকুঙ্কমালঙ্কতস্তনী ॥ ২২ ॥

বিচিত্রবিবিধাকল্পা কন্যুসঙ্কশকঙ্করা ।

দাড়িমীফলবীজাভদন্তপংক্তিবিরাজিতা ॥ ২৩ ॥

অনর্ঘ্যরত্নঘটিতমুকুটাক্ষিতমস্তকা ।

মন্তালিমালাবিলসদলকাট্যমুখামুজা ॥ ২৪ ॥

কলঙ্ককার্শ্যনিমুক্তশরচ্ছন্দ্রনিভাননা ।

জাহ্নবীসলিলাবর্তশোভিনাভিবিভূষিতা ॥ ২৫ ॥

মাণিক্যশকলাবন্ধমুদ্রিকাস্থলিভূষিতা ।

পুণ্ডরীকদলাকারনয়নত্রয়সুন্দরী ॥ ২৬ ॥

কল্পিতাচ্ছমহারাগপদ্মরাগোজ্জ্বলপ্রভা ।

রত্নকিঙ্কণিকায়ুক্তরত্নকঙ্কণশোভিতা ॥ ২৭ ॥

মণিমুক্তাসরাপারলসংপদকসস্ততিঃ ।

রত্নাস্থলিপ্রবিততপ্রভাজাললসংকরা ॥ ২৮ ॥

কপুংকীণ্ডম্বিতাপারনানারত্নততিদ্ব্যতিঃ ।

মল্লিকামোদিধম্লিমল্লিকালিসরাবৃত্তা ॥ ২৯ ॥

চিস্তাকং কণ্ঠভূষণবিশেষস্তম্বিন লবিতো যঃ স্বচ্ছমুক্তাণ্ডচ্ছন্তেন বিরাজিতা ॥ ২২—২৪ ॥

কলঙ্ককার্শ্যাত্যাং নিমুক্তো যঃ শরচ্ছন্দ্রস্তম্বিমাননং যন্তাঃ ॥ ২৫—২৬ ॥

কল্পিতঃ শাণঘর্ষণেন সম্পাদিতোহচ্ছমহারাগো যন্ত তাদৃশো যঃ পদ্মরাগস্তব্ধজ্জ্বলপ্রভা যন্তাঃ স। কিঙ্কণিকা ক্ষুদ্রঘটিকা ॥ ২৭ ॥

মণিমুক্তাসরেষু মণিমুক্তামালাসু বিদ্যমানা অপরা অমৌল্যা লসংপদকসস্ততির্যন্তাঃ স। ॥ ২৮ ॥

মল্লিকারা আমোদী যো ধম্লিস্তম্বিন্ যো মল্লিকা মল্লিকামালা তন্তাং যোহলিসরো ভ্রমরপংক্তিপ্তেনাম্বিতা ॥ ২৯ ॥

কুঙ্কমাদি দ্বারা রঞ্জিত রহিয়াছে ; কঙ্করদেশ বিচিত্র কারুকার্যপচিত শঙ্খের দ্বারা বিকাশ পাইতেছে ; তাঁহার দন্তপংক্তি সকল সুপুরু দাড়িমী ফলের দ্বারা ; শিরোদেশ মহামূল্য রত্ননির্মিত মুকুট দ্বারা পরিশোভিত ; বদনকমল মন্ত ভ্রমরসদৃশ অলংকার দ্বারা বিরাজিত এবং কলঙ্করহিত পূর্ণচন্দ্রের দ্বারা মনোহর ; নাভিদেশ ভাগীরথীর আবর্তের দ্বারা শোভিত ; অস্থলি সকল মাণিক্য-খচিত অঙ্গুরীয় দ্বারা বিভূষিত ; তাঁহার পদ্মপত্রের দ্বারা মনোহর তিনটী নেত্র ; অঙ্গপ্রভা শাণঘোষিত পদ্মরাগ মণি তুল্য উজ্জ্বল বর্ণ ; তাঁহার রত্ন কঙ্কণ সকল রত্নকিঙ্কণ দ্বারা পরিশোভিত ; তাঁহার অঙ্গকারহিত পদক

স্তব্ধনিবিড়োত্তুঙ্গকূচভারালসা শিবা ।
 বরপাশাকুশাভীতিলসদ্বাহচতুষ্ঠয়া ॥ ৩০ ॥
 সর্বশৃঙ্গারবেশাঢ্যা স্কুমারাস্তরল্লরী ।
 সৌন্দর্য্যধারাসর্বস্বা নিকর্য্যাজকরুণাময়ী ॥ ৩১ ॥
 নিজসংলাপমাধুর্য্যবিনির্ভৎসিতকচ্ছপী ।
 কোটিকোটিরবীন্দনাং কাস্তিং যা বিভ্রতী পরা ॥ ৩২ ॥
 নানাসখীভির্দাসীভিস্তথা দেবাস্তনাদিভিঃ ।
 সর্বাভিদেবতাভিস্ত সমস্তাং পরিবেষ্টিতা ॥ ৩৩ ॥
 ইচ্ছাশক্ত্যা জ্ঞানশক্ত্যা ক্রিয়াশক্ত্যা সমন্বিতা ।
 লজ্জা তুষ্টিস্তথা পুষ্টিঃ কীৰ্ত্তিঃ কাস্তিঃ ক্ষমা দয়া ॥ ৩৪ ॥
 বুদ্ধির্মোহা স্মৃতির্লক্ষ্মীমূর্ত্তিমত্যোহঙ্গনাঃ স্মৃতাঃ ।
 জয়া চ বিজয়া চৈবাপ্যজিতা চাপরাজিতা ॥ ৩৫ ॥
 নিত্যা বিলাসিনী দৌদ্ধী স্বঘোরা মঙ্গলা নব ।
 পীঠশক্তয় এতাস্ত সেবন্তে যাং পরাম্বিকাম্ ॥ ৩৬ ॥

স্তব্ধনিবিড়োত্তুঙ্গকূচভারেণালসা শিবা ॥ ৩০ ॥

সংলাপো বাণী তস্তা মাধুর্য্যেণ বিনির্ভৎসিতা কচ্ছপী বীণা যন্তা যয়া বা সা ॥ ৩১-৩৩ ॥

ইচ্ছাশক্ত্যেতি । ইদং মুষ্টিমচ্ছক্রিয়ং দেব্যাঃ সন্নিধাবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

জয়াদিনবপীঠশক্তয়োহপি মুষ্টিমত্যো দেবীং স্তবন্তীত্যাং জয়া চেতি ॥ ৩৫—৩৬ ॥

সকল মণি ও মুক্তা দ্বারা খচিত ; হস্ত সকল অঙ্গুলিস্থ রত্নকিরণ প্রভায় উদ্ভাসিত ; ধুম্র
 (খোপা) মল্লিকা পুষ্পের মালা দ্বারা পরিবেষ্টিত ; বক্ষঃস্থ কাঁচুলী নানাবর্ণের রত্ন দ্বারা
 নির্মিত ॥ ১৮—২০ ॥ মহারাজ ! সেই ভুবনেশ্বরী দেবী স্ত্রীগোল অতিশয় উচ্চ স্তনদ্বয়ের
 ভায়ে কিঞ্চিৎ নত হইয়া রহিয়াছেন । তাঁহার চারিটা হস্ত ; ক্রমাগত এক একটা হস্তে
 বর, পাশ, অঙ্কুশ ও অভয় ধারণ করিয়া রহিয়াছেন ॥ ৩০ ॥ সেই সর্বাঙ্গসুন্দরী করুণাময়ী
 দেবী হারভারাবরণে পরিপূর্ণা । কণ্ঠস্থের বীণার ধ্বনিকেও পরাজয় করিয়াছেন ।
 তাঁহার শরীর কাস্তির কথা অধিক আর কি বলিব, কোটি কোটি চন্দ্র ও সূর্য্য উদয় হইলে
 যেরূপ শোভা হইয়া থাকে, তাঁহার শরীর কাস্তি তাদৃশ শোভা বিস্তার করিতেছে ॥ ৩১-৩২ ॥
 সখীগণ, দাসীগণ ও দেবদেবী সকল সেই ভুবনেশ্বরী দেবীকে চতুর্দিকে পরিবেষ্টন করিয়া
 রহিয়াছেন ॥ ৩৩ ॥ ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি সততই দেবীর নিকটে বর্তমান
 আছেন । (লজ্জা, তুষ্টি, পুষ্টি, কীৰ্ত্তি, কাস্তি, ক্ষমা, দয়া, বুদ্ধি, মোহা, স্মৃতি ও লক্ষ্মী) ইহারা
 মুষ্টিমতী হইয়া সততই এই স্থানে বিরাজ করিতেছেন (জয়া, বিজয়া, অজিতা, অপরাজিতা,

যশাস্তু পার্শ্বভাগে স্তো নিধী তৌ শঙ্খপদ্মকৌ ।

নবরত্নবহা নদ্যস্তথা বৈ কাঞ্চনত্ৰবাঃ ॥ ৩৭ ॥

সপ্তধাভূবহা নদ্যো নিধিভ্যাস্তু বিনির্গতাঃ ।

[সুধাসিন্ধুস্তগামিষ্ঠাস্তাঃ সৰ্ব্বা নৃপসত্তম ! ॥ ৩৮ ॥

সাদেবী ভুবনেশানী তদ্বামাঙ্কে বিরাজতে ।

সর্বেশত্বং মহেশস্তু যৎসদ্বাদেব নাশ্রুতা ॥ ৩৯ ॥

চিন্তামণিগৃহস্যাস্ত্ৰ প্রমাণং শৃণু ভূমিপ ! ।

সহস্রযোজনায়ামং মহাস্তস্তৎ প্রচক্ষতে ॥ ৪০ ॥

তত্বত্তরে মহাসালাঃ পূর্বস্মাদ্ দ্বিগুণাঃ স্মৃতাঃ ।

অন্তরিক্ষগতং ত্বৈতম্মিরাধারং বিরাজতে ॥ ৪১ ॥

সঙ্কোচশ্চ বিকাশশ্চ জায়েতেহস্তু নিরন্তরম্ ॥

পটবৎ কার্য্যবশতঃ প্রলয়ে সর্জনে তথা ॥ ৪২ ॥

দেবীপার্শ্বভাগে নিধী বর্ণয়তি যশাস্তি । শঙ্খনিধিঃ পদ্মনিধিঃ ॥ ৩৭ ॥

নিধিভ্যাং নিধিসকাশান্নিনির্গতা ঐতার্থঃ । তা নবরত্না নদাঃ সুধাসিন্ধুস্তগাসিন্ধুঃ
সম্ভীত্যনেন মধ্যস্থ প্রাকারাগাং নদীনির্গমনযোগ্যানি দ্বারানি সম্ভীত্যেতচ্চক্ৰং ভবতি ॥ ৩৮ ॥

এতাদৃশী বা ভুবনেশ্বরী সা ভুবনেশ্বরস্বাক্ষে তিষ্ঠতীত্যাহ সা দেবীতি ॥ ৩৯ ॥

সহস্রযোজনায়ামগতি । চিন্তামণিগৃহং সহস্রযোজনায়ামম্ ॥ ৪০ ॥

তত্বত্তরসালাস্ত পূর্বস্মাদ্ দ্বিগুণবিস্তারা ইত্যর্থঃ । ইদং মণিগৃহং ন ভূমিষ্ঠং
কিন্তুস্মরিক্ষগতমিতি ॥ ৪১ ॥

কিঞ্চাস্ত মণিগৃহপশু প্রলয়েহপি ন নাশস্তথা সৃষ্টিসময়ে নোৎপত্তিঃ কিন্তু প্রলয়ে পটবৎ
সঙ্কোচো ভবতি সৃষ্টিসময়ে বিকাশো ভবতি । তথা চ সঙ্কোচবিকাশশালিকমলবৎ পটবচ্চা-
ন্তীত্যাহ সঙ্কোচশ্চৈতি । কার্য্যবশত ইত্যনেন প্রতিবৃদ্ধাভবত্তিনাং ভক্তানাং বহুনাং

নিত্যা, বিলাসিনী, দোদ্ধী, অঘোরা ও মঙ্গলা নামে নয়টি পীঠশক্তি এই স্থানে থাকিয়া
ভুবনেশ্বরী দেবীকে সততই সেবা করিতেছেন ॥ ৩৪—৩৬ ॥ সেই দেবীর পার্শ্বভাগে শঙ্খ ও

পদ্মক নামে দুইটি নিধি বিদ্যমান আছে । মহারাজ ! সেই উভয় নিধি হইতে নবরত্ন,
সুবর্ণ ও সপ্তধাতু প্রভৃতির স্রোত সকল নির্গত হইয়া নদীরূপ ধারণ করত সুধাসিন্ধু মধ্যে

পতিত হইতেছে ॥ ৩৭—৩৮ ॥ এতাদৃশ ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ভুবনেশ্বরী মহেশ্বরের বামাক্ষে উপবেশন
করিয়া আছেন বলিয়াই ভুবনেশ্বরের সর্বেশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৩৯ ॥

মহারাজ ! এক্ষণে চিন্তামণি গৃহের পরিমাপ কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর । ইহার
বিস্তার সহস্রযোজন পরিমিত । ইহার মধ্যদেশে অতিশয় মহান । ইহার উত্তরোত্তরস্থিত
গৃহসকল ক্রমশঃ পূর্বাংশে বিগুণ । ইহা নিরাধারে অন্তরিক্ষে অবস্থান করিতেছে ॥ ৪০—৪১ ॥
প্রলয়কালে ও সৃষ্টিকালে পটাবাস্তুল্য ইহার সংকোচ ও বিকাশ হইয়া থাকে ॥ ৪২ ॥

সালানানৈকৈব সৰ্বেষাং সৰ্বকান্তিপরাবধি ।
 চিন্তামণিগৃহং প্রোক্তং যত্র দেবী মহোময়ী ॥ ৪৩ ॥
 যে যে উপাসকাঃ সন্তি প্রতিব্রজাণ্ডবর্তিনঃ ।
 দেবেষু নাগলোকেষু মনুষ্যেষু তরেষু চ ।
 শ্রীদেব্যাস্তে চ সৰ্বেহপি ব্রজন্ত্যত্রৈব ভূমিপ ! ॥ ৪৪ ॥
 দেবীক্ষেত্রে যে ত্যজন্তি প্রাণান্দেব্যর্চনে রতাঃ ।
 তে সৰ্বে যান্তি তত্রৈব যত্র দেবী মহোৎসবা ॥ ৪৫ ॥
 স্নতকুল্যা দুঃককুল্যা দধিকুল্যা মধুশ্রবাঃ ।
 শ্রুদন্তি সরিতঃ সৰ্বাস্তথামৃতবহাঃ পরাঃ ॥ ৪৬ ॥
 দ্রাক্ষারসবহাঃ কাশ্চিজ্জম্বুরসবহাঃ পরাঃ ।
 আশ্রেক্ষুরসবাহিন্যো নদ্যস্তাস্তু সহশ্রশঃ ॥ ৪৭ ॥
 মনোরথফলা বৃক্ষা বাপ্যঃ কুপাস্তথৈব চ ।
 যথেষ্টপানফলদা ন ন্যূনং কিঞ্চিদস্তি হি ॥ ৪৮ ॥
 ন রোগপলিতং বাপি জরা বাপি কদাচন ।
 ন চিন্তা ন চ মাৎসর্যং কামক্ৰোধাদিকং তথা ॥ ৪৯ ॥

সংঘর্ষে তথা প্রতিব্রজাণ্ডবর্তিনাং দেবাদীনাঞ্চ সংঘর্ষে বিকাশো ভবতি বুদ্ধিং গচ্ছতি ।
 তদভাবে সঙ্কোচো ভবতীত্যোতদুক্তং ভবতি ॥ ৪২—৪৩ ॥

অস্মিন্ মণিঘীপে যে ব্রজন্তি তানাহ যে যে উপাসকাঃ সন্ত্যতি । শ্রীদেব্যাঃ পরাশঙ্ক-
 কুপাসকা ইত্যম্বয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

দেবীক্ষেত্রেষু সপ্তমন্ধকোক্তেষু ॥ ৪৫—৫১ ॥

অপরাপর প্রাকার অপেক্ষা এই চিন্তামণিগৃহের কান্তি অতিশয় উজ্জল ও মনোহর । দেবী
 ভগবতী এই স্থানে সর্বদাই বিরাজ করিয়া থাকেন ॥ ৪৩ ॥ মহারাজ ! প্রতিব্রজাণ্ডমগ্ন্যে,
 কি দেবলোকে, কি নাগলোকে, কি মনুষ্যালোকে অথবা কি অতুলোকে, শ্রীদেবীর যেসমস্ত
 পরম ভক্ত উপাসক আছে এবং যাহারা তাহার ধ্যানের রত থাকিয়া তাহার ক্ষেত্রে প্রাণ-
 ত্যাগ করিয়াছে, তাহারা সকলেই এই স্থানে আসিয়া দেবীর সহিত মহোৎসবে কাল-
 যাপন করিয়া থাকে ॥ ৪৪—৪৫ ॥ ইহার চতুর্দিকে কোথাও ঘূতের, কোথাও ছন্ধের,
 কোথাও দধির, কোথাও মধুর, কোথাও বা অমৃতের, কোনও স্থানে জাক্ষারসের, কোনও
 স্থানে জম্বুরসের, কোনও স্থানে আশ্রসের এবং কোথাও বা ইক্ষুরসের নদী সকল বহনা-
 বহন করিতেছে ॥ ৪৬—৪৭ ॥ এই স্থানের বৃক্ষসকল অভিলাষ অল্পসারেই কলদান এবং
 বাপী ও কুপ সকল তদুৎকৃষ্ট জলদান করিয়া থাকে ; পরন্তু কোনও বিষয়ের কখনও
 অভাব হয় না ॥ ৪৮ ॥ এই স্থানে কদাচ রোগ, শোক, জরা, পলিত, চিন্তা, ক্রোধ, ঘেব ও

সর্বৈ যুবানঃ সস্ত্রীকাঃ সহস্রাদিত্যবর্চসঃ ।

ভজন্তি সততং দেবীং তত্র শ্রীভুবনেশ্বরীম্ ॥ ৫০ ॥

কেচিৎ সলোকতাপস্যাঃ কেচিৎ সামীপ্যতাং গতাঃ ।

সরূপতাং গতাঃ কেচিৎ সান্ধিঁতাঞ্চ পরে গতাঃ ॥ ৫১ ॥

যা যাস্ত দেবতাস্তত্র প্রতিব্রূহাণুবর্তিনাম্ ।

সমর্থয়ঃ স্থিতাস্তাস্ত্র সেবন্তে জগদীশ্বরীম্ ॥ ৫২ ॥

সপ্তকোটিমহামন্ত্রা মূর্তিমন্ত উপাসতে ।

মহাবিদ্যাশ্চ সকলাঃ সাম্যাবস্থান্নিকং শিবাম্ ॥ ৫৩ ॥

কারণং ব্রহ্মরূপাস্তাং মায়ামবলবিগ্রহাম্ ॥ ৫৪ ॥

ইথং রাজন্ ! ময়া প্রোক্তং মণিদ্বীপং মহত্তরম্ ।

ন সূর্য্যচন্দ্রৌ নো বিদ্যুৎকোটয়োহগ্নিস্তথৈব চ ॥ ৫৫ ॥

এতস্ম ভাসা কোট্যাংশকোট্যাংশেনাপি তে সমাঃ ।

কচিদ্ধিদ্ৰুমসঙ্কাশং কচিন্মরকতচ্ছবি ॥ ৫৬ ॥

সমষ্টয় ইতি । যা বা মণিদ্বীপে দেবতাস্তাঃ সর্গাঃ প্রতিব্রূহাণুবর্তিনাঃ দেবানাং সমষ্টয়ঃ সস্তীতার্থঃ ॥ ৫২—৫৩ ॥

মায়ামবলবিগ্রহামুপাসতে ইত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

সমুদিতং মণিদ্বীপং বর্ণয়তি ইথং রাজনिति ॥ ৫৫—৫৬ ॥

মাৎসর্য্য প্রভৃতি নিকৃষ্ট ভাবের প্রাদুর্ভাব নাই ॥ ৪৯ ॥ এই স্থানের সকল অধিবাসীই যুবা এবং সহস্র-সূর্য্যসদৃশ কাস্তিবিশিষ্ট । সকলেই সতত সস্ত্রীকে আমোদ আহ্লাদ করত শ্রীভুবনেশ্বরীর আরাধনা করিয়া থাকে ॥ ৫০ ॥ কেহ বা শ্রীভুবনেশ্বরীর সান্নিধ্য লাভ করিয়া কেহ বা সামীপ্য প্রাপ্ত হইয়া কেহ বা সারূপ্য এবং কেহ বা সান্ধিতা লাভ করিয়া পরম সুখে কাণ্যগণ করিতেছে ॥ ৫১ ॥ প্রতিব্রূহাণুমধ্যে যে যে দেবতা আছেন, তাহারা সমস্তই এই স্থানে বাস করিয়া দেবীর আরাধনায় রত আছেন ॥ ৫২ ॥ সপ্তকোটি মহামন্ত্র এবং মহাবিদ্যাসকল মূর্তি ধারণ পূর্ব্বক এই স্থানে থাকিয়া ব্রহ্মরূপিণী মহামায়া ভগবতীর আরাধনায় রত রহিয়াছেন ॥ ৫৩—৫৪ ॥

মহারাজ ! এই আমি তোমার নিকট মণিদ্বীপের সমস্ত বিষয় বর্ণন করিলাম । চন্দ্র, সূর্য্য ও কোটি কোটি বিদ্যুৎ ইহার প্রভার কোটি অংশের কোটি ভাগের ও সাদৃশ্য লাভ করিতে পারে না । ইহার কোনও স্থান বিজ্রুমনির প্রভায় বিভাসিত ; কোন স্থান মরুত-মণির কাস্তিচ্ছটার সূশোভিত ; কোনও স্থান বা মদাগত প্রথর সূর্য্যকাস্তির জায় প্রথর কাস্তিতে উদ্ভাসিত ; কোথাও বা কোটি কোটি বিদ্যুতের জায় প্রভা বিক্ষিপ্ত হইতেছে ;

বিদ্যুদ্ভানুসমচ্ছায়ং মধ্যসূর্য্যসমং কচিৎ ।
 বিদ্যুৎকোটিমহাধারাসারকাস্তি ততং কচিৎ ॥ ৫৭ ॥
 কচিৎ সিন্দূরনীলেন্দ্রমাণিক্যসদৃশছবি ।
 হীরসারমহাগর্ভধগন্ধগিতদিক্তটম্ ॥ ৫৮ ॥
 কান্ত্য দাবানলসমং তপ্তকাঞ্চনসম্মিভম্ ।
 কচিচ্ছন্দ্রোপলোদগাঁরং সূর্য্যোদগারঞ্চ কুত্রচিৎ ॥ ৫৯ ॥
 রত্নশৃঙ্গিসমায়ুক্তং রত্নপ্রাকারগোপুরম্ ।
 রত্নপট্রে রত্নফলৈর্বক্ষৈশ্চ পরিমণ্ডিতম্ ॥ ৬০ ॥
 নৃত্যম্ময়ূরসজৈশ্চ কপোতরণিতোজ্জ্বলম্ ।
 কোকিলাকাকলীলাপৈঃ শুকলাপৈশ্চ শোভিতম্ ॥ ৬১ ॥
 স্রম্যরমণীয়াশূলক্ষাবধিসরোরতম্ ।
 তন্মধ্যভাগবিলসন্নি কচদ্রত্নপঙ্কজৈঃ ॥ ৬২ ॥
 স্তগন্ধিভিঃ সমস্তান্তু বাসিতং শতযোজনম্ ।
 মন্দমারুতসংভিন্নচলদ্ভ্রমসমাকুলম্ ॥ ৬৩ ॥
 চিস্তামণিসমূহানাং জ্যোতিসা বিততাম্বরম্ ।
 রত্নপ্রভাভিরভিতো ধগন্ধগিতদিক্তটম্ ॥ ৬৪ ॥

রত্নশৃঙ্গিণো রত্নপর্বতাস্তদুক্তম্ ॥ ৬০—৬৬ ॥

কোথাও সিন্দূরের স্থায়, কোথাও ইন্দ্রনীলমণির স্থায়, কোথাও মণিকোর তুল্য এবং
 কোথাও হীরকের সদৃশ প্রভা সকল বিক্ষিপ্ত হইয়া চতুর্দিক উদ্ভাসিত করিতেছে; ইহার
 কোন স্থান দাবানল সদৃশ এবং কোন স্থান তপ্ত চামীর ভূমির স্থায় বোধ হইয়া থাকে;
 কোনও স্থানে চন্দ্রকান্তমণি সকল বারিধারা উদ্ভার করিতেছে; কোথাও বা সূর্য্যকান্তমণি
 সকল তেজ উদ্ভীরণ করিতেছে ॥ ৫৭—৫৯ ॥ এই স্থানের পর্বত রত্নময়, গোপূর ও প্রাকার
 রত্নময় ও বৃক্ষ ও তাহার ফলফুল এবং পত্র সকলও রত্নময়, ফলতঃ এই স্থানে বাহা কিছু
 বিদ্যমান আছে তৎসমস্তই রত্নময় বলিয়া জামিবে ॥ ৬০ ॥ কোথাও ময়ূরগণ নৃত্য করিয়া
 বেড়াইতেছে, কোথাও কোকিলসমূহ পঞ্চমস্বরে প্রতিবাসীগণকে মুগ্ধ করিতেছে এবং
 কোথাও কপোতপক্ষী ও শুকশারী প্রভৃতি পক্ষিগণের মনোহর ধ্বনি শ্রুত হইতেছে ॥ ৬১ ॥
 অতিস্বচ্ছ জলপরিপূর্ণ লক্ষ লক্ষ সরোবর চতুর্দিকে বিবাজ করিতেছে; সেই সকলের মধ্যে
 রত্নপদ্ম সকল প্রক্ষুটিত হইয়া কি অপূর্ণ শোভা সম্পাদন করিয়াছে ॥ ৬২ ॥ সেই
 পদ্মের মনোহর সদগন্ধ চতুর্দিকে শতযোজনপর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়া আমোদিত করিতেছে;
 এবং মুহুর্মুহু সমীরণ জননিকরের পত্র সকল কম্পিত করিতেছে ॥ ৬৩ ॥ চিস্তামণি

বৃক্ষত্রাতমহাগন্ধবাতত্রাতম্পূরিতম্ ।

ধূপধূপায়িতং রাজন্ ! মণিদীপায়ুতোজ্জ্বলম্ ॥ ৬৫ ॥

মণিজালকসচ্ছিত্রতরলোদরকাস্তিভিঃ ।

দিদ্বোহজনকঙ্কৈতদর্পণোদরসংযুতম্ ॥ ৬৬ ॥

ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য শৃঙ্গারস্যখিলস্য চ ।

সর্বজ্ঞতায়াঃ সর্বায়াস্তেজসশ্চাখিলস্য চ ॥ ৬৭ ॥

পরাক্রমস্য সর্বস্য সর্বোত্তমগুণস্য চ ।

সকলায়া দয়ায়াশ্চ সমাপ্তিরিহ ভূপতে ! ॥ ৬৮ ॥

রাজ্ঞ আনন্দমারভ্য বৃক্ষলোকান্তভূমিষু ।

আনন্দা যে স্থিতাঃ সর্বৈ তেহত্রৈবাস্তুর্ভবন্তি হি ॥ ৬৯ ॥

ইতি তে বর্ণিতং রাজন্ ! মণিদ্বীপং মহত্তরম্ ।

মহাদেব্যাঃ পরং স্থানং সর্বলোকোত্তমোত্তমম্ ॥ ৭০ ॥

এতস্য স্মরণাৎ সদাঃ সর্বপাপং বিনশ্চতি ।

প্রাণোৎক্রমণসঙ্কৌ তু স্মৃত্বা তত্রৈব গচ্ছতি ॥ ৭১ ॥

ঐশ্বর্যাদীনামুত্তমগুণানাং সমাপ্তিরত্র বর্ত্তত ইত্যাহ ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্তেতি ॥ ৬৭—৬৮ ॥

তৈত্তিরীয়শ্বেতো সার্কভোগানন্দমারভ্য বৃক্ষলোকপর্য্যন্তমনন্দভেদা যে উক্তান্তে সর্বৈ-
হপ্যানন্দা অত্র বসন্তীত্যাহ রাজ্ঞ আনন্দমারভোতি ॥ ৬৯ ॥

মণিদ্বীপবর্ণনমুপসংহরতি ইতি তে বর্ণিতমিতি ॥ ৭০ ॥

প্রাণোৎক্রমণসঙ্কৌ মরণসময়ে এতন্মণিদ্বীপং স্মৃত্বা মৃত্যুঃ প্রাণী তত্রৈব মণিদ্বীপে
এব গচ্ছতীত্যর্থঃ ॥ ৭১ ॥

সমূহের প্রভা নিকর দ্বারা সমস্ত আকাশমার্গে উদ্ভাসিত হইতেছে। তন্মধ্যস্থ-রত্ননিকর-
কাস্তি দ্বারা চতুর্দিক আলোকিত হইরাছে ॥ ৬৪ ॥ মহারাজ! এই রত্ননিকরই সেই
স্থানের অযুত অযুত দীপমালার পর অধিকার করিয়াছে এবং বায়ুকম্পিত অগন্ধি বৃক্ষ
মালার সঙ্গন্ধই ধূপের কার্য্য করিতেছে ॥ ৬৫ ॥ মণিনির্মিত জালকের ছিত্রমধ্য দিয়া
কিরণ সকল গৃহমধ্যস্থ দর্পণে নিপতিত হইয়া এক অপূর্ণ মোহজনক কাস্তি ধারণ করি-
রাছে ॥ ৬৬ ॥ মহারাজ! এই স্থানের বিষয় আর অধিক কি বলিব, যাবতীর ঐশ্বর্য্য,
অখিল শৃঙ্গারবেশ, নিখিল তেজোরশি, সমস্ত সর্বজ্ঞতা, অশেষ পরাক্রম, সর্বোত্তম গুণ-
রাশি এবং সমস্ত দয়ার পরিশেষ এই স্থানেই বিদ্যমান রহিয়াছে। অধিক কি, সার্কভোয়া-
নন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া বৃক্ষানন্দ পর্য্যন্ত যে সমস্ত আনন্দ আছে তৎসমস্তই এই স্থানে
নিয়তই বিদ্যমান আছে ॥ ৬৭—৬৯ ॥ রাজন্! এই আমি তোমার নিকট দেবী ভগবতীর
সর্বোত্তম পরম স্থান(মণিদ্বীপের) বিষয় বর্ণন করিলাম ॥ ৭০ ॥ ইহার স্মরণমাত্রই সমস্ত পাপ

অধ্যায়পঞ্চকং হেতুং পঠেদ্বিত্যং সমাহিতঃ ।

ভূতপ্রেতপিশাচাদিবাধা তত্র ভবেদ্বহি ॥ ৭২ ॥

নবীনগৃহনির্মাণে বাস্তব্যাগে তথৈব চ ।

পঠিতব্যং প্রযত্নেন কল্যাণং তেন জায়তে ॥ ৭৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে
মণিদ্বীপবর্ণনং নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

অষ্টমাদ্যায়মারভ্য দ্বাদশাদ্যায়পর্য্যন্তঃ পঞ্চাদ্যায়ঃ সন্তি তেষাং পঠনে যৎ ফলং তৎ
প্রযতি অধ্যায়পঞ্চকং ত্বেতদিতি ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে দ্বাদশস্কন্ধে দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

১২ অঙ্কঃ বিনষ্ট হইয়া যায় ; বিশেষত যে ব্যক্তি প্রাণ-প্রয়াণকালে ইহার বিষয় স্মরণ
করিতে পারে সে নিশ্চয়ই এই স্থানে আসিতে সমর্থ হয় ॥ ৭১ ॥ মহারাজ ! এই পঞ্চ অধ্যায়
পর্য্যন্ত (অষ্টম অধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া এই দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত) যে ব্যক্তি নিত্য
পাঠ করিতে পারে, তাহার ভূত-প্রেত-পিশাচাদি-জনিত কোনও বাধা সংঘটিত হয় না।
বিশেষতঃ নূতন গৃহাদি-নির্মাণে ও বাস্তব্যাগে যত্নপূর্ব্বক ইহা পাঠ করিলে সমস্ত বিষয়েই
জ্ঞান হইয়া থাকে ॥ ৭২—৭৩ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকোক্ত মহাপুরাণ শ্রীমদ্-

ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধে মণিদ্বীপ বর্ণন নামক দ্বাদশ

অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

~~~~~

## ত্রয়োদশোধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

ইতি তে কথিতং ভূপ ! যদ্যৎপৃষ্ঠং স্বয়ানঘ ! ॥

নারায়ণেন যৎ প্রোক্তং নারদায় মহাত্মনে ॥ ১ ॥

ঐহৈতত্ত্বং মহাদেব্যাঃ পুরাণং পরমাত্মতম্ ।

কৃতকৃত্যো ভবেম্মর্ত্যো দেব্যাঃ প্রিয়তমো হি সঃ ॥ ২ ॥

কুরু চান্দ্রামথং রাজন্ ! অপিত্রক্করণায় বৈ ।

খিমোহসি যেন রাজেন্দ্র ! পিতৃজ্ঞাত্বা তু হৃগতিম্ ॥ ৩ ॥

গৃহাণ ত্বং মহাদেব্যা মন্ত্রং সর্বোত্তমোত্তমম্ ।

যথাবিধি বিধানেন জন্মসাফল্যদায়কম্ ॥ ৪ ॥

ত্রিংশৎপদমার্কগদ্যসহিতৈর্জনমেজয়ঃ ।

দেবীমথককরেতি কথ্যমুপবর্ণ্যতে ॥

এতাবৎপর্যাস্তং ত্রিদেবীভাগবতপুরাণং কথিতং তদুপসংহরতি ইতি তে কথিতং ভূপতি । যৎ পৃষ্ঠং প্রথমমঙ্ককারভ্যতাবৎপর্যাস্তং যদ্যৎ পৃষ্ঠং তদ্যমোক্তং তত্রাষ্টমঙ্ককারান্তে যদ্যৎ পৃষ্ঠং তৎ সর্বং নারায়ণনারদসংবাদমুখেন মমৈব প্রোক্তমিত্যর্থঃ ॥ ১—২ ॥

অথ যস্য তৃতীয়মঙ্ক উক্তং মম পিতাপমৃত্যুনা মৃতো হৃগতিং গতন্তুদ্ব্যর্থঃ কিঞ্চিদেতি তত্র তদ্ব্যর্থং দেবীমথং কুর্কিত্যাহ কুরু চান্দ্রামথমিতি ॥ ৩ ॥

অথ চ স্বস্তোদ্ধারায় পিতৃদ্ধারায় চ দেব্যা মহামন্ত্রং গৃহাণেত্যাহ গৃহাণ স্বমিতি ॥ ৪ ॥

ব্যাসদেব কহিলেন, মহারাজ জনমেজয় ! ইতিপূর্বে তুমি আমাকে যে যে প্রশ্ন সকল জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এক্ষণে আমি সেই সকলেরই উত্তর প্রদান করিলাম ; বিশেষতঃ কথ্যপ্রসঙ্গে আদিমুনি নারায়ণের সহিত মহাত্মা দেবর্ষি নারদের যে সমস্ত কথা-বার্তা হইয়াছিল তাহাও বলিলাম ॥ ১ ॥ মহারাজ ! এই পরমাত্মতত্ত্ব ভগবতীর পুরাণখানি অর্থাৎ এই দেবীভাগবত পুরাণটি, যে ব্যক্তি সমস্তই শ্রবণ করে, সে নিশ্চয়ই দেবীর প্রিয় হয় এবং তাহার সমস্ত কার্যই নিশ্চয় হইয়া থাকে ॥ ২ ॥ রাজন্ ! এক্ষণে তুমি যে জন্ত অতিশয় বিম্ব আছ, সেই (পিতার হৃগতি নিবারণ জন্ত) ভগবতীর যজ্ঞ কর তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার পিতার উদ্ধার হইবে ॥ ৩ ॥ আর একটি বিশেষ কথা বলিতেছি তাহা মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর ; তুমি নিজের মঙ্গল জন্ত যথাবিধি সেই আদ্যাশক্তি ভগবতীর সর্বোত্তম মহা-মন্ত্রে দীক্ষিত হও, তাহা হইলেই তোমার মানবজন্মের সার্থকতা সম্পাদন হইবে, তাহাও আর সংশয় নাই ॥ ৪ ॥

সূত উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা নৃপপার্দূলঃ প্রার্থয়িত্বা মুনীশ্বরম্ ।

তস্মাদেব মহামন্ত্রং দেবীপ্রণবসংজ্ঞকম্ ॥ ৫ ॥

দীক্ষাবিধিবিধানেন জগ্রাহ নৃপসভমঃ ।

তত আহুয় ধোম্যাদীন্ নবরাত্রসমাগমে ॥ ৬ ॥

অস্বায়জ্ঞকারণাশু শিতশাঠ্যবিবর্জিতঃ ।

ব্রাহ্মণৈঃ পাঠয়ামাস পুরাণং ত্বৈতদুভয়ম্ ॥ ৭ ॥

শ্রীদেব্যগ্রেহম্বিকাপ্রীত্যে দেবীভাগবতং পরম্ ।

ব্রাহ্মণানু ভোজয়ামাসাপ্যসম্মতান্ সুবাসিনীঃ ॥ ৮ ॥

কুমারীকটুকাদীংশ্চ দীনানাথাংস্তথৈব চ ।

দ্রব্যপ্রদানৈস্তান্ সর্বান্ সন্তোষ্য বজ্রধাধিপঃ ॥ ৯ ॥

দেবীপ্রণবসংজ্ঞকমিতি । স চ মায়াবীজায়কঃ শ্রীভুবনেশ্বর্যা মন্ত্রস্তং জগ্রাহেত্যর্থঃ । দেবীপ্রণবত্বাদেবৈতত্তোপদেশঃ কাশ্যামুক্তো রুদ্রযামলে । কাশীপুত্রীপরিসরে সুরসিদ্ধ-  
তীরে কর্ণে জপতাম্বুদিনং কিল দেহভাজাম্ । মোক্ষার্থমেব দয়য়া শশিখণ্ডমৌলিঃ শ্রীশক্তি-  
বীজমনমঃ সুরসম্মতস্যেবামিতি । অশ্রবচনাশ্রপি দুর্গাপ্রদীপে দ্রষ্টব্যানি । তত্র বৈষ্ণবেভ্যো  
রামমন্ত্রস্ত শৈবেভ্যঃ পঞ্চাক্ষরস্ত বৃহজ্জাবালোক্ত্যা শাক্তেভ্যঃ শক্তিবীজস্ত ভুবনেশ্বরীমন্ত্রস্ত  
যতিভ্যঃ প্রণবস্তোপদেশ ইতি ধ্যেয়ত্বা ॥ ৫ ॥

ইথং দীক্ষাবিধানেন তাস্মাদেব ব্যাসাছুবনেশ্বরীমন্ত্রং গৃহীত্বা দেবীমথসংপাদনার্থং  
ধোম্যাদিখবীনাহুতবানিত্যাহ তত আহুয়েতি । নবরাত্রসমাগমে ইত্যনেন কোটি-  
হোমায়কো দেবীমথঃ কৃত ইতি প্রতিভাতি ॥ ৬ ॥

তস্মিন যজ্ঞে ব্রাহ্মণৈঃ কর্তৃত্বদেবীভাগবতং পুরাণং পাঠয়ামাসেত্যাহ ব্রাহ্মণৈরिति ।  
এতং পুরাণং শ্রীদেবীভাগবতং পুরাণমিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীদেব্যগ্রে ইতি । মণ্ডপস্থলস্থাপিতশ্রীদেব্য আগ্রে ইত্যর্থঃ ॥ ৮—৯ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! মহারাজ জনমেজয় বাসের নিকট হইতে সেই কথা  
শ্রবণ করিয়া দীক্ষাগ্রহণ জ্ঞাত ব্যাসদেবকেই গুরুরূপে প্রার্থনা করিলেন এবং দীক্ষাবিধি  
অমুসায়ে ভগবতীর প্রণবরূপ মহামন্ত্রটি গ্রহণ করিলেন । অনন্তর, নবরাত্র ব্রতের  
সময় উপস্থিত হইলে ধোম্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করাইয়া বিজবাহুগারে  
দেবীর অতিপ্রিয় নবরাত্রব্রত সম্পাদন করিলেন । এই ব্রত করিবার সময় দেবীর শ্রীতির  
জ্ঞাত তাঁহার সম্মুখে ব্রাহ্মণ দ্বারা এই সর্বোত্তম দেবীভাগবত পুরাণখানি পাঠ করাইয়া  
ছিলেন, অসংখ্য অসংখ্য ব্রাহ্মণ ও কুমারীগণকে ভোজন করাইয়াছিলেন এবং দীন, অনাথ  
ও ব্রাহ্মণকুমারগণকে নানাবিধ দ্রব্য দান পূর্বক সন্তুষ্ট করাইয়া ব্রতসমাপন করিয়া-

সমাপ্য যজ্ঞং সংস্থানে সংস্থিতো যাবদেব হি ।

তাবদেব হি চাকাশাৎ নারদঃ সমবাতরং ॥ ১০ ॥

রণয়ন্ মহতীং বীণাং জ্বলদগ্নিশিখোপমঃ ।

সসংভ্রমঃ সমুখায় দৃষ্টা তং নারদং মুনিম্ ॥ ১১ ॥

আসনাদ্যুপচারৈশ্চ পূজয়ামাস ভূমিপঃ ।

কৃতা তু কুশলপ্রশ্নং পপ্রচ্ছাগমকারণম্ ॥ ১২ ॥

•রাজোবাচ ।

কুত আগমনং সাধো ! ব্রহ্ম কিং করনানি তে ।

সনাথোহহং কৃতার্থোহহং ত্বদাগমনকারণাৎ ॥ ১৩ ॥

ইতি রাজ্ঞো বচঃ শ্রুত্বা প্রোবাচ মুনিসত্তমঃ ।

অদ্যাশ্চর্য্যং ময়া দৃষ্টং দেবলোকে নৃপোত্তম ! ॥ ১৪ ॥

তন্নিবেদয়িতুং প্রাপ্তস্ত্বংসকাশে সবিস্মিতঃ ।

তে পিতা ভুগতিং প্রাপ্তো নিজকৰ্ম্মবিপর্যয়াৎ ॥ ১৫ ॥

যাবদেব তীতি । যস্মিন্ কালে রাজা দেবীমথং সমাপ্য হিতস্তদ্বিন্নেব কালে ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

সসংভ্রমঃ সহর্ষো রাজা সমুখায়েত্যর্থঃ ॥ ১১—১৪ ॥

নিজকৰ্ম্মবিপর্যয়াৎ নিজকৰ্ম্মব্যাভ্যায়েন বাক্ষ্যগাপবধগন্ধেণ । বিষ্ণুভাগবতশ্রবণেনোক্ত ইতি তু কলান্তবাবতিপ্রায়েণ বিষ্ণুভাগবতে উক্তম্ ॥ ১৫—১৬ ॥

ছিলেন ॥ ৫—৯ ॥ ঋষিগণ ! ভূপতি জনমেজয় এইরূপে দেবীগণ সমাপন করিয়া উপ-  
বিষ্ট আছেন এমন সময় অগ্নিতুল্য তেজঃশালী দেবর্ষি নারদ বীণা বাজান করিতে করিতে  
আকাশ হইতে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । রাজাও তাঁহাকে সহসা সমুপস্থিত  
দেখিয়া সসম্ভ্রমে গাত্ৰোত্থান করিয়া আসনাদি উপচার প্রদান পূর্ব্বক সম্মাননা করিলেন ।  
অনন্তর, দেবর্ষির শ্রম দূর হইলে পর অগ্রে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া পরে আগমনের  
কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন ॥ ১০—১২ ॥ দেবর্ষে ! আপনি কোথা হইতে কি জ্ঞাত  
এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ? আজ আমি আপনার আগমনে সনাথ ও কৃতার্থ  
হইলাম । এক্ষণে, আমি আপনার কি কার্য্য সাধন করিব, তাহার আদেশ করিয়া  
আমাকে অনুগৃহীত করুন ॥ ১৩ ॥

দেবর্ষি নারদ জনমেজয়ের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন ; নৃপবর ! আজ  
আমি দেবলোকে এক অপূর্ব্ব ঘটনা দর্শন করিয়াছি তাহার বিষয় তোমাকে আনাইবার  
জন্তই অতি বিস্মিতচিত্তে তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি । তোমার পিতা  
পরীক্ষিত (নিজকৰ্ম্মপ্রায়ে ভুগতি লাভ) করিয়াছিল ইহা সকলেই বিদিত আছে ; কিন্তু,



স এবায়াং দিব্যরূপবপুর্ভূত্বাধুনৈব হি ।

দেবদেবৈঃ স্তুতঃ সমাগঙ্গারোভিঃ সমস্তুতঃ ॥ ১৬ ॥

বিমানবরমারুহ্য মণিদ্বীপং গতৌ ভবেৎ ।

দেবীভাগবতশ্রাস্ত্র শ্রবণোৎফলেন চ ॥ ১৭ ॥

অস্মামখফলেনাপি পিতা তে স্নগতিং গতঃ ।

ধন্যোহসি কৃতকৃত্যোহসি জীবিতং সফলং তব ॥ ১৮ ॥

‘নরকাত্মকৃতস্তাতস্তয়া তু কুলভূষণ ! ।

দেবলোকে স্মৃতিকীর্তিস্তবাদ্য বিপুলভিবৎ ॥ ১৯ ॥

সূত উবাচ ।

নারদোক্তং সমাকর্ণ্য প্রেমগদ্যাদিতান্তরং ।

পপাত পাদাম্বুজয়োর্ক্যাসম্ভাদুতকর্মণঃ ॥ ২০ ॥

তবানুগ্রহতো দেব ! কৃতার্থোহহং মহামুনে ! ।

কিং ময়া প্রতিকর্তব্যং নমস্কারাদৃতে তব ।

অনুগ্রাহঃ সদৈবাহমেবমেব ভয়া মুনে ॥ ২১ ॥

মণিদ্বীপং তৃতীয়স্কন্ধোক্তং দেবীলোকম্ । কেন পুণ্যফলেনেদং জাতং তত্রাহ দেবী-  
ভাগবতশ্রোত্রেতি ॥ ১৭ ॥

ভাতঃ পিতা ॥ ১৮—১৯ ॥

ইদং সর্বং দুর্ঘটং ফলং বাসগুরুপ্রসাদাদেব ময়া লক্ষ্মিতি তং বাসং প্রণমতি পপা-  
তেতি ॥ ২০ ॥

নমস্কারাদৃতে নমস্কারং বিনা কিং ময়া প্রতিকর্তব্যং তবোপকারস্ত প্রভূপকারো ময়া  
কঃ কর্তব্যো ন কথমপীত্যর্থঃ ॥ ২১—২৪ ॥

অদ্য দেখিলাম, তিনি দিব্য মূর্তি ধারণ করিয়া বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক গমন করিতে-  
ছেন ; দেবগণ তাঁহাকে স্তব করিতেছেন এবং অঙ্গরাগণ তাঁহার চতুর্দিকে পরিবেষ্টন  
করিয়া রহিয়াছে। বোধ হয়, তিনি ঐরূপ বেশে মণিদ্বীপে গমন করিতেছেন। রাজন !  
তুমি যে নবরাত্র ব্রত ও দেবীভাগবত পাঠ করিয়াছ, বোধ হয় সেই ফলেই তোমার  
পিতা ঐরূপ সদগতি লাভ করিয়াছেন। তুমি এক্ষণে ধন্য ও কৃতার্থ হইলে, তোমার  
জন্ম সার্থক হইল, তুমিই পিতাকে নরক হইতে উদ্ধৃত করিয়া বাশের ভূষণ স্বরূপ  
হইলে ; আর অধিক কি বলিব, আজ হইতে তোমার কীর্তি দেবলোক পর্য্যন্ত বিস্তৃত  
হইল ॥ ১৪—১৯ ॥

সূত কহিলেন ; ঋষিগণ ! জনমেজয় নারদমুখে তৎসমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া  
আনন্দে পরিপূর্ণ হইলেন এবং অদ্ভুতকর্ম্ম ব্যাসদেবের শ্রীচরণে নিপতিত হইয়া কহি-  
লেন ॥ ২০ ॥ মুনিবর ! আমি আপনার অনুগ্রহেই কৃতার্থ হইলাম। এক্ষণে, নমস্কার

ইতি রাজ্ঞো বচঃ শ্রদ্ধাপ্যাশীর্ভিরভিবাদ্য চ ।  
 উবাচ বচনং শ্লক্ষ্য ভগবান্ বাদরায়ণঃ ॥ ২২ ॥  
 রাজন্ ! সর্বং পরিত্যজ্য ভজ দেবীপদাম্বুজম্ ।  
 দেবীভাগবতশ্চৈব পঠ নিত্যং সমাহিতঃ ॥ ২৩ ॥  
 অস্বামখং সদা ভক্ত্যা কুরু নিত্যমতন্দ্রিতঃ ।  
 অনায়াসেন তেন হং মোক্ষ্যসে ভববন্ধনাং ॥ ২৪ ॥  
 সন্তান্যানি পুরাণানি হরিরুদ্রমুখানি চ ।  
 দেবীভাগবতস্তাস্ম্য কলাং নাইন্তি মোড়শীম্ ॥ ২৫ ॥  
 সারমেতৎ পুরাণানাং বেদানীশৈব সর্বশঃ ।  
 মূলপ্রকৃতিরেবৈষা যত্র তু প্রতিপাদ্যতে ॥ ২৬ ॥  
 সমন্তেন পুরাণং স্ম্যৎ কথমগ্ৰং নৃপোত্তম ! ।  
 পাঠে বেদসমং পুণ্যং যস্য স্মাজ্জনমেজয় ! ॥ ২৭ ॥  
 পঠিতব্যং প্রযত্নেন তদেব বিবুধোত্তমৈঃ ।  
 ইত্যুক্তা নৃপবর্য্যং তং জগাম মুনিরাট্ ততঃ ॥ ২৮ ॥

হরিকণ্ঠো মুখে প্রথমং যেষাং পুরাণানাং তানি চ শিবপুরাণবিষ্ণুপুৰাণপ্রা-  
 তীনি ॥ ২৫ ॥

দেবীভাগবতশ্চৈব সর্বোৎকৃষ্টে হেতুমাহ । মূলপ্রকৃতিবেদেষু । মূলপ্রকৃতি  
 জ্ঞানবিষ্ণুব্রহ্মপ্রতীনামেকৈকগুণোপাধিকানাং প্রতিপাদকানি পুরাণাজ্ঞানানি । দে-

বাস্তবিক আর আপনার কি প্রত্যুপকার করিব । প্রার্থনা করি আপনি সর্বদাই আম  
 প্রতি এইরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করেন ॥ ২১ ॥

ঈশিগণ! বাদরায়ণ বেদব্যাস নরপতি জনমেজয়ের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করি  
 তাঁহাকে অশীর্ষাদ করিলেন এবং মধুর বাক্যে কহিলেন ॥ ২২ ॥ মহারাজ! এক  
 সর্বকর্ম্য পরিত্যাগ করিয়া সর্বদা দেবীভাগবত পাঠে এবং দেবীর পাদপদ্ম ভজনা  
 নিরত হও; সর্বদা (আলস্য-পরিশূন্য হইয়া) ভগবতীর রজ্জ করিতে প্রস্তুত থাক; ত  
 হইলে নিশ্চয়ই (অনায়াসে এই ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইতে) সমর্থ হইবে ॥ ২৩-২৪ ॥  
 বিষ্ণুপুরাণ ও শিবপুরাণ প্রভৃতি নানাবিধ পুরাণ আছে সত্য; কিন্তু, সে সমস্ত পুরাণ  
 দেবীভাগবতের সহিত তুলনায় ইহার যোগ অংশের এক অংশেরও সম্মত হইতে প-  
 না ॥ ২৫ ॥ ফলতঃ এই পুরাণগণিকেই সমস্ত পুরাণের সার বলিয়া জানিবে। নৃপব-  
 র্য্য-পুরাণে (মূলপ্রকৃতিকে প্রতিপাদন) করা হইয়াছে, অজ্ঞাত পুরাণ সকল তাহার সা-  
 কিত্বপূর্ণ সমান হইতে পারে? এই দেবীভাগবতখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে স

জগ্মুশ্চৈব যথাস্থানং ধোমাদিমুনয়োহিমলাঃ।

দেবীভাগবতশ্চৈব প্রশংসাক্কুর্যন্তমাম্ ॥ ২৯ ॥

রাজা শশাস ধরণীং ততঃ সন্তুষ্ট মানসঃ।

দেবীভাগবতশ্চৈব পঠঙ্গুণ্ নিরন্তরম্ ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

দ্বাদশস্কন্ধে জনমেজয়কৃতদেবীমথবর্ণনং নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

ভাগবতং তু ণ্ডণত্রয়স্যাম্যাবস্থমাযাশবলব্রহ্মরূপমূলপ্রকৃতিপ্রতিপাদকং সাক্ষাৎপ্রতি তদ্বাদি-  
দমেব সর্কোংকুষ্ঠমেতৎসদৃশমন্তপুরাণং কথং ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ২৬—৩০ ॥

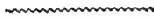
ইতি শ্রীভাগবততিলকে দ্বাদশস্কন্ধে ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

বেদাধ্যয়নের ফল লাভ হইয়া থাকে এজন্ত বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সৰ্বদা ইহার পাঠ করিতে যত্ন  
পর হইবেন। ঋষিগণ! ঋষিবর বেদব্যাস জনমেজয়কে এই সমস্ত কথা বলিয়াই স্বস্থানে  
প্রস্থান করিলেন ॥ ২৬—২৮ ॥ অনন্তর, নির্মলাস্ত্রঃকরণ ধোমাদি ব্রাহ্মণগণও দেবীভাগ-  
বতের ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে যথাভিলষিত স্থানে গমন করিলেন ॥ ২৯ ॥ এদিকে  
মহারাজ জনমেজয় তদবধি নিরন্তর দেবীভাগবতের পাঠ ও শ্রবণ করত সন্তুষ্টচিত্তে স্থখে  
স্বাভ্যাশাসন করিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-

ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধে জনমেজয়ের দেবীযজ্ঞ বর্ণন

নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## চতুর্দশোধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

অর্দ্ধশ্লোকোক্তকং যত্নে দেবীভক্তাজনিগতম্ ।

শ্রীমদ্ভাগবতং নাম বেদসিদ্ধান্তবোধকম্ ॥ ১ ॥

উপদিক্তং বিষ্ণুবে যদ্বটপত্রনিবাসিনে ।

শতকোটিপ্রবিস্তীর্ণং তৎকৃতং ব্রহ্মণা পুরা ॥ ২ ॥

তৎসারমেকতঃ কৃৎস্না ব্যাসেন শুকহেতুর্বে ।

অষ্টাদশসহস্রস্ত দ্বাদশস্কন্ধসংযুতম্ ॥ ৩ ॥

দেবীভাগবতং নাম পুরাণং গ্রথিতং পুরা ।

অদ্যাপি দেবলোকে তদ্বহুবিস্তীর্ণমস্তি হি ॥ ৪ ॥

ত্রিংশৎশ্লোকৈর্গতে ব্যাসে ভূপসংহার উচ্যতে ।

পূরণস্ত সমগ্রস্ত কলধর্শনপূর্বকম্ ॥

শ্রীব্যাসগমনোক্তরং শৌনকাদিঋষিভ্যঃ হতো বদতি হত উবাচ অর্দ্ধশ্লোকোক্তি । তৃতীয়-  
স্কন্ধে বটপত্রশয়ানার বিষ্ণুবে বাসরূপিণে । শ্লোকোক্তেন তদা সর্বং ভগবত্যাখিলার্থদম্ ॥  
(সকলং ঋষিদমেবাহং নাস্তদন্তি সনাতনমিতি) প্রোক্তবচনে যং শ্লোকোক্তং শ্রীভগবতীমুখ্যব্রহ্মা-  
নির্গতং শ্রীমদ্ভাগবতমর্দ্ধশ্লোকোক্তকং হত্ররূপং দেবীভাগবতমিত্যর্থঃ । বেদসিদ্ধান্তবোধকং  
(সর্বং ঋষিদং ব্রহ্মোক্তি) বেদসিদ্ধান্তস্ত বোধকমিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

তৎ হত্ররূপং দেবীভাগবতমর্দ্ধশ্লোকোক্তকং পুরা পূর্বং ব্রহ্মণা চতুর্মুখেন শতকোটি-  
প্রবিস্তীর্ণং কৃতং তন্ত হত্রভাগবতস্ত ব্যাখ্যানরূপেণৈতাবান্ বিস্তারঃ কৃত ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

শুকহেতুর্বে শুককল্যাণার্থম্ ॥ ৩ ॥

তচ্ছতকোটিপ্রবিস্তীর্ণং কাস্তীতি চেত্তত্রাহ অদ্যাপীতি ॥ ৪ ॥

হত কহিলেন, ঋষিগণ! পূর্বের ভগবতীর মুখপদ্ম হইতে বেদের সিদ্ধান্তস্বরূপ অর্দ্ধ-  
শ্লোকোক্তক যে শ্রীমদ্ভাগবত নির্গত হইয়াছিল; পূর্বের বটপত্রশায়ী বিষ্ণুকে তিনি যাহা  
দ্বারা উপদেশ দিয়াছিলেন; সেই শ্রীমদ্ভাগবতের বীজভূত মূল বাস্তবিক ব্রহ্মা স্বয়ং  
শতকোটি শ্লোক দ্বারা দিষ্টার করিয়াছিলেন ॥ ১-২ ॥ অনন্তর, বেদবাস নিম্নপূর্ণ একাদেবকে  
অধ্যাপন করাইবার জন্য তাহা হইতে সারসংগ্রহ করিয়া অষ্টাদশসহস্রশ্লোকোক্তক দ্বাদশ-  
স্কন্ধসম্বিত এই দেবীভাগবত নামে পূরণখানি রচনা করিয়াছেন। পরন্তু ব্রহ্মার কৃত  
সেই শতকোটি শ্লোকে) বিস্তীর্ণ গ্রন্থখানি অদ্যাপিও দেবলোকে প্রচলিত রহিয়াছে ১৩-৪ ॥

নানেন সদৃশং পুণ্যং পবিত্রং পাপনাশনম্ ।

পদে পদেহংমেষু ফলমাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৫ ॥

পৌরাণিকং পূজয়িত্বা বস্ত্রাদ্যাভরণাদিভিঃ ।

ব্যাসবুদ্ধ্যা তন্মুখাত্তু শ্রুত্বৈতৎসমুপোষিতঃ ॥ ৬ ॥

লিখিত্বা নিজহস্তেন লেখকেনাথবা যুনে ! ।

প্রার্থপদ্যাং পৌর্ণমাশ্রাং হেমসিংহসমন্বিতম্ ॥ ৭ ॥

দদ্যাৎ পৌরাণিকায়ান্ দক্ষিণাঞ্চ পয়স্বিনীম্ ।

সালঙ্কতাং সবৎসাঞ্চ কপিলাং হেমমালিনীম্ ॥ ৮ ॥

ভোজয়েদ্ব্রাহ্মণানন্তেহপ্যধ্যায়পরিসম্বিতান্ ।

স্ববাসিনীস্তাবতীশ্চ কুমারীকটুকৈঃ সহ ॥ ৯ ॥

দেবীবুদ্ধ্যা পূজয়েতান্ বসনাভরণাদিভিঃ ।

পায়সান্নবরেণাপি গন্ধশুক্কুমাদিভিঃ ॥ ১০ ॥

এতস্ত দেবীভাগবতশ্রৌতৈকপদস্ত পাঠেহংমেষু ফলং ভবতীত্যাহ পদে পদেহংমেষ-  
ত্বেতি ॥ ৫ ॥

পূরণস্ত বিধির্নাই পৌরাণিকমিতি । প্রথমতো দেবীভাগবতং নিজহস্তেন লেখক-  
হস্তেন বা লিখিত্বা তদেব পুস্তকং ব্যাসায় পৌরাণিকায় দত্ত্বা তং ভূষণাদিভিঃ সংপূজ্য  
ব্যাসবুদ্ধ্যা তং মত্ত্বা তন্মুখাদিহ ভাগবতং শ্রুত্বা সমাপ্তিদিনে প্রার্থপদ্যাং পৌর্ণমাশ্রাং ভাজ-  
পদপৌর্ণমাশ্রাং দেবীতিথৌ হেমসিংহসমন্বিতং দেবীবাহনং হি সিংহং পূরণঞ্চ দেবীস্বরূপং  
ততো হেমসিংহে পূরণং দেবীভাগবতং সংস্থাপ্য পৌরাণিকায় দদ্যাৎ । তদুপর্য দক্ষিণাং  
কপিলাং গাং দদ্যাৎ তন্তে পূরণদানসাক্ষ্যায় যাবন্তঃ পূরণস্তাধ্যায়্য অষ্টাদশাধিকত্রিশতসংখ্যা-  
কান্তাবতো ব্রাহ্মণান্ স্ববাসিনীঃ কুমারীশ্চ তাবতীস্তাবটুকৈঃ সহ ভোজয়েৎ পায়সান্নেনে-  
তার্থঃ ॥ ৬—১০ ॥

এই দেবীভাগবতের সদৃশ পুণ্যপ্রদ পবিত্রকর ও পাপনাশক পূরণ আর নাই ইহার  
প্রত্যেক পদের অধ্যয়ন কালেই অশ্রুস্রবের ফলপ্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥ সংসারাসক্ত  
মানবগণ উপবাসাদি দ্বারা সংযত হইয়া (পৌরাণিক ব্রাহ্মণকে) বস্ত্র ও ভূষণাদি দ্বারা পূজা  
করত বেৎবাস জ্ঞানে যদি তাঁহার মুখ হইতে এই পূরণ পাঠ শ্রবণ করিতে পায়,  
অথবা নিজহস্তে কিংবা অজ্ঞ কোনও লেখক দ্বারা ইহার আদ্যোপান্ত লিখিয়া ভাজ্যমাসের  
পূর্ণিমা তিথিতে কোনও পৌরাণিক ব্রাহ্মণকে স্বর্ণনির্মিত সিংহের এবং স্বর্ণ ভূষণ ভূষিত  
সবৎসা পয়স্বিনী কপিলা শ্রেষ্ঠ দক্ষিণার সহিত দান করে; এবং দেবীভাগবতমধ্যে  
যতগুলি অধ্যায় আছে ততগুলি ব্রাহ্মণকে ভোজন করায় এবং ততগুলি কুমারীকে  
নানাবিধ সুস্বাদু চন্দন ও অলঙ্কারাদি দ্বারা দেবীবুদ্ধিতে পূজা করে ও পায়সান্নাদি দ্বারা

পূরাণদানেনৈতেন ভূদানশ্চ ফলং লভেৎ ।

ইহ লোকে স্ত্রীষী ভূজাপ্যস্তে দেবীপুরং ব্রজেৎ ॥ ১১ ॥

নিত্যং যঃ শৃণুয়াত্তত্যা দেবীভাগবতং পরম্ ।

ন তশ্চ তুল্যং কিঞ্চিৎ কদাচিৎ কচিদস্তি হি ॥ ১২ ॥

অপুত্রো লভতে পুত্রান্ ধনাখী ধনমাগ্নুয়াৎ ।

বিদ্যার্থী প্রাপ্নুয়াদ্বিদ্যাং কীর্ত্তিমণ্ডিতভূতলঃ ॥ ১৩ ॥

বক্ষ্যা বা কাকবক্ষ্যা বা মৃতবক্ষ্যা চ যাস্মদা ।

শ্রবণাদশ্চ তদ্বোধোষান্নিবর্তেত ন সংশয়ঃ ॥ ১৪ ॥

যদোহে পুস্তকং চৈতৎ পূজিতং যদি ত্তিষ্ঠতি ।

তদোহং ন ত্যজেম্মিত্যং রমা চৈব সরস্বতী ॥ ১৫ ॥

নেক্ষন্তি তত্র বেতালডাকিনীরাক্ষসাদয়ঃ ।

জরিতস্ত নরং স্পৃক্কা পঠেদেতৎ সমাহিতঃ ॥ ১৬ ॥

মণ্ডলাশ্মাশ্মাপ্পোতি জরো দাহসমম্মিতঃ ।

শতাবৃত্ত্যশ্চ পঠনাৎ ক্ষয়রোগো বিনশ্চতি ॥ ১৭ ॥

এতাদৃশ পূরাণদানশ্চ ফলমাহ পূরাণদানেনৈতেনৈতি ॥ ১১—১৩ ॥

কাকবক্ষ্যা স্কৃতং প্রসববতী । তদ্বোধোষান্নিবর্তেৎ ॥ ১৪—১৭ ॥

ভোজন করায়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সেই পূরাণ দান ফলে ভূমিদানের ফললাভ করিয় থাকে এবং ইহলোকে স্ত্রীষীভোগ করিয়া অস্ত্রে দেবীপুরে গমন করিয়া থাকে ॥ ৬—১১ ॥  
যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ণক প্রত্যহ এই দেবীভাগবত শ্রবণ করিতে পারে তাহার কোনও কালে কোন বিষয়ে কিছুই অভাব হয় না ॥ ১২ ॥ ভক্তিপূর্ণক এই দেবীভাগবত শ্রবণ করিলে ধনহীন ব্যক্তির প্রচুর ধন, বিদ্যার্থীর বিদ্যা এবং পুত্রহীনের প্রচুর পুত্র হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥  
অধিক কি, যদি কোন ডীলোক বক্ষ্যা, মৃতবক্ষ্যা বা কাকবক্ষ্যা হয় তাহা হইলে এই দেবীভাগবত শ্রবণ করিলে তাহার সেই দোষ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥  
যে গৃহে এই পুণ্যধানি পূজিত হইয়া থাকে, লক্ষ্মী ও সরস্বতী সপত্নীভাবে পরিত্যাগ করিয়া একত্রে সেই স্থানে বাস করিয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥ এই দেবীভাগবতের প্রত্যবে ডাকিনী, বেতাল, রাক্ষসাদি (উপদেবতা) সকল তাহাকে দর্শন করিতেও সমর্থ হয় না। বলি কখন কাহারও জ হয়, তাহা হইলে তাহাকে স্পর্শ করিয়া একাগ্রচিত্তে এই ভাগবতখানি পাঠ করিলে তাহার সমস্ত মানি দূর হইয়া থাকে । অধিক কি এই ভাগবতের শতাবৃত্তি পাঠ দ্বা দ্বারোগ্য (ক্ষয় রোগবৎ) শাস্তি হইয়া থাকে ॥ ১৬—১৭ ॥  
যে ব্যক্তি সন্ধ্যা করিবার প

প্রতিসন্ধ্যাং পঠেদ্যন্ত সন্ধ্যাং কৃৎস্না সমাহিতঃ ।

একৈকমস্ত চাধ্যায়ং স নরো জ্ঞানবান্ ভবেৎ ॥ ১৮ ॥

শকুনাংশ্চৈব বীক্ষেত কার্ধ্যাকাৰ্য্যেষু চৈব হি ।

তৎপ্রকারঃ পুরস্তান্তু কথিতোহস্তি ময়া মূনে ! ॥ ১৯ ॥

নবরাত্রে পঠেমিত্যং শারদীয়েহতিভক্তিতঃ ।

তস্ত্যাম্বিকা তু সন্তুষ্টা দদাতীচ্ছাধিকং ফলম্ ॥ ২০ ॥

বৈষ্ণবৈশ্চৈব শৈবৈশ্চ রমোমাপ্রীতয়ে সদা ।

সৌরৈশ্চ গাণপতৈশ্চ শ্বেতশক্তৈশ্চ তুচ্চয়ে ।

পঠিতব্যং প্রযত্নেন নবরাত্রতুচ্চয়ে ॥ ২১ ॥

বৈদিকৈর্নিজগায়ত্রীপ্রীতয়ে নিত্যশো মূনে ! ।

পঠিতব্যং প্রযত্নেন বিরোধো নাত্র কস্মচিৎ ॥ ২২ ॥

প্রতিসন্ধ্যামিতি । সন্ধ্যাত্রেয়েহপি সন্ধ্যোপাসনাং কৃৎস্না শ্রীগায়ত্র্যা অগ্রে স্তোত্ররূপেণৈ-  
তত্ত্বৈকৈকমধ্যায়ং পঠেত্তেন জ্ঞানং যোক্ষ্যদায়কং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

শকুনাংশ্চৈবতি । কার্ধ্যাকাৰ্য্যবিষয়ে সৰ্ব্বাণ্যে প্রাপ্তে নবমন্ত্রকোক্তপ্রকারেণ শকুনা-  
নীক্ষেত । ততঃ কার্ধ্যারম্ভং কুৰ্যাদিত্যর্থঃ । ইদং পদ্মপুরাণে শকুনপরীক্ষায়ং চোক্তম্ ।  
তদ্বচনং চোপোদ্বাভে এব দর্শিতম্ ॥ ১৯—২০ ॥

ইদঞ্চ দেবীভাগবতং পুরাণং শৈববৈষ্ণবৈবগাণপতৈঃ সৌরৈঃ শাক্তৈর্বৈদিকৈঃ সৰ্ব্বৈশ্চ  
পঠনীয়মিত্যাহ বৈষ্ণবৈরिति । শ্বেতশক্তৈশ্চতুষ্টিয়ে ইতি । স্বস্ত য ইষ্টো দেবো বিষ্ণুর্বা শিবো  
বা গণেশো বা সূর্য্যো বা তস্ত শক্তিঃ পার্শ্বতীরাধালক্ষ্মীসিদ্ধিবুদ্ধিচ্ছায়ারূপা তস্তাস্তৃষ্টিয়ে  
ইত্যর্থঃ । নবরাত্রতুষ্টিয়ে আষাঢ়াশ্বিনিমাঘচৈত্রভাদ্রপদনবরাত্রতুষ্টিয়ে ॥ ২১ ॥

বৈদিকৈরপি শ্বেতদেবতাগায়ত্রীপ্রীতয়ে নিরন্তরমস্ত পাঠঃ কর্তব্য ইত্যাহ বৈদিকৈ-  
রिति । বিরোধো নাত্রেতি । অগ্নিন্ দেবীভাগবতে শৈববৈষ্ণবাদীনাং কেবাঞ্চিদপি  
বিরোধো নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

সমাহিতচিত্তে এই ভাগবতের এক এক অধ্যায় পাঠ করিয়া থাকে তাহার শীঘ্রই প্রকৃত  
জ্ঞান উৎপন্ন হয় ॥ ১৮ ॥ মুনিবর শৌনক ! এই ভাগবত পাঠাদি কার্য্যের সময় অগ্রে  
শকুন পরীক্ষা করিয়া তৎপরে কার্ধ্য আরম্ভ করিবে । এই শকুন পরীক্ষার বিষয় পূর্বেই  
আগি আগুনাদের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছি ॥ ১৯ ॥ শারদীয় পূজায় নবরাত্রব্রতের সময়  
অতি ভক্তিপূর্ব্বক এই ভাগবতখানি পাঠ করিলে ভগবতী অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাহার  
ইচ্ছা হইতেও অধিকতর ফল দান করিয়া থাকেন ॥ ২০ ॥ কি বৈষ্ণব কি শৈব কি সৌর  
কি গাণপত্য কি শাক্ত সকলেই লক্ষ্মী ও উমাপ্রভৃতি শক্তির বা নিজে ইষ্টদেবতার প্রীতির  
জন্য নবরাত্র ব্রতের সময় এই পুরাণখানি যত পূর্ব্বক পাঠ করিবে ॥ ২১ ॥ পরন্তু বৈদিক  
ব্রাহ্মণগণও গায়ত্রীদেবীর প্রীতির জন্য নিত্য ইহার পাঠ করিবে; কলতঃ এই পুরাণখানি

উপাসনা তু সর্বেষাং শক্তিসুজ্ঞান্তি সর্বদা ।

তচ্ছক্তেরেব তোষার্থং পঠিতব্যং সদা দ্বিজৈঃ ॥ ২৩ ॥

স্ত্রী শূদ্রো ন পঠেদেতৎ কদাপি চ বিমোহিতঃ ।

শূণ্যাদদ্বিজবক্ত্রাতু নিত্যমেবেতি চ স্থিতিঃ ॥ ২৪ ॥

কিং পুনর্বহ্নোক্তেন সায়ং বক্ষ্যামি তত্ত্বতঃ ।

বেদসারমিদং পুণ্যং পুরাণং দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ২৫ ॥

বেদপাঠসমং পাঠে শ্রবণে চ তথৈব হি ॥ ২৬ ॥

সচ্চিদানন্দরূপাং তাং গায়ত্রীপ্রতিপাদিতাম্ ।

নমামি হ্রীং ময়ীং দেবীং ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ২৭ ॥

ইতিসূতবচঃ শ্রদ্ধা নৈমিষীয়াস্তপোধনাঃ ।

পূজয়াগ্ন্যস্তরত্বাচ্চৈঃ সূতং পৌরাণিকোত্তমম্ ॥ ২৮ ॥

তত্র হেতুমাং শক্তিসুজ্ঞান্তি । নহি কতাপি বৈষ্ণবস্ত শৈবস্ত গাণপত্যস্ত সৌরস্ত বা উপাসনাশক্তিগহিতান্তি কিন্তু শক্তিসহিতৈব । রাধাকৃষ্ণলক্ষ্মীনারায়ণমাতারামপাক্ষী-পরমেশ্ববোপাসনাস্থ সর্বত্র শক্তিসহিতায়া এবোপাসনায়াঃ সত্ত্বাৎ । তস্মাত্তত্ত্বশক্তিসম্বো-ষার্থং সর্বৈরপি বৈষ্ণবাদিভিরেতৎপুরাণং পঠিতব্যমিত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৬ ॥

গ্রন্থসমাপ্তৌ স্ততো গায়ত্রীপদ্যটিতং মঙ্গলং করোতি সচ্চিদানন্দরূপান্তামিতি । হ্রীং ময়ীং হ্রীংবীজবাচ্যাম্ । হ্রীং ব্রহ্মেতি শ্রুতঃ ॥ ২৭—৩০ ॥

কোনও মতাবলম্বীর বিরোধী নহে । তাহার কারণ এই যে, যিনি যে উপাসক হউন না কেন, কোন না কোন শক্তির সহিত তাহার সেই উপাসনা করিতে হইবে । ইহা সর্বত্রই কথিত আছে ; এজন্য সকলেই নিজ নিজ শক্তির সন্তোষ জন্মাইয়া পাঠ করিতে পারেন তাহাতে কোনও বিরোধ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই ॥ ২২—২৩ ॥ জী বা শূদ্র (অজ্ঞান বশতঃ) কখনই অগ্নি ইহা পাঠ করিবে না, পরন্তু ব্রাহ্মণ দ্বারা পাঠ করাইয়া শ্রবণ করিবে ইহাই শাস্ত্রের নিয়ম ॥ ২৪ ॥ শ্রবণ ! আর আমি অধিক কি বলিব, এই পুরাণখানি যে সর্বোৎকৃষ্ট পুণ্যপ্রদ ও বেদের সারস্বরূপ তাহা নিশ্চয় করিয়া আমি আপনাদের নিকট বলিয়া ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই । ইহার পাঠে বা শ্রবণে বেদপাঠ বা বেদ শ্রবণের তুল্য ফল হইয়া থাকে জানিবেন ॥ ২৫—২৬ ॥ যিনি আমাদিগের চিত্তকে নানাবিধমুদ্র প্রেরণ করিচ্ছেন এক্ষণে সেই সচ্চিদানন্দরূপিণী গায়ত্রীপ্রতিপাদিত হ্রীংকাররূপিণী দেবীকে প্রণাম করি ॥ ২৭ ॥

পুরাণবক্তা সূত এইরূপে সমস্ত বিষয় বর্ণন করিয়া মৌনাবগম্যন করিলে পর, নৈমিষা-গানিধাসী মুনিগণ বিশেষরূপে তাহার সংবর্দ্ধনা করিলেন এবং এই পুরাণশ্রবণ-ফলে প্রসূতিতে দেবীর পাদপদ্মের সেবক হইয়া পরম নির্দোষ লাভ করিলেন ॥ ২৮—২৯ ॥



প্রসন্নহৃদয়াঃ সর্বৈ দেবীপাদানুজ্ঞাং কৃত্বাঃ ॥

নিরুতিং পরমাং প্রাপ্তাঃ পুরাণস্ত প্রভাবতঃ ॥ ২৯ ॥

নমশ্চক্ৰুঃ পুনঃ সূতং ক্রমাপ্য চ মুহূৰ্হুঃ ॥

সংসারবারিধেষ্টাত প্লব্ধোহস্মাকং স্বমেব হি ॥ ৩০ ॥

ইতি সন্মুনিবরাণামগ্রতঃ প্রাবয়িত্বা

সকলনিগমগুহ্যং দৌর্গমেতৎ পুরাণম্ ।

নতমথ মুনিসুজ্ঞং বর্দ্ধয়িত্বাশিষ্যস্বা-

চরণকমলভূঙ্গো নির্জগামাথ সূতঃ ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে

পুরাণকলবর্ণনং নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

রামবল্লভ (৯৬৩) সংপাদিতঃ পট্টমবাসকৃতিঃ ভূতৈঃ ।

দেবীভাগবতস্তান্ত্র্যমুদ্রিতঃ ॥ ১ ॥

নির্জগামেতি । নৈমিষারণ্যক্ষেত্রাদন্তজ গতবানিতার্থঃ ॥ ৩১ ॥

শ্রীমদৈছবকুলোৎপন্নো রত্ননাথায়জঃ স্বধীঃ ।

শ্রীশক্তিগর্ভসমুতো নীলকণ্ঠোহিতিধানতঃ ॥ ১ ॥

দেবীভাগবতস্তান্ত্র্যমুদ্রিতঃ ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যাং যঃ কৃতবান্ সম্যক্ তিলকপ্রাণ্যং মহন্তরাম্ ॥ ২ ॥

দ্বাদশস্কন্ধ এতস্তাঃ সমাপ্তোহভূচ্ছূতার্থদঃ ।

তেন ভূষাতু স দেবী পঞ্চপ্রকৃতিপুণী ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীশৈবকুলোৎপন্নরত্ননাথায়জলক্ষ্মীগর্ভসমুতবনীল-

কণ্ঠবিরচিতো দেবীভাগবতব্যাখ্যানে তিলকাভিধে

দ্বাদশস্কন্ধে চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

তাহারা মুহূৰ্হু স্বপ্নের নিকট দিনয় প্রকাশ করিয়া তাহাকে নমস্কার করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন; স্বতঃ। তুমিই আমাদেরগকে এই সংসার সমুদ্র হইতে নিষ্কার করিলে ॥ ৩০ ॥ সেই পরম ভাগবত পৌরাণিক সূত ঋষিগণ সমীপে এইরূপে বেদের সারস্বরূপ ভগবতীমাহাত্ম্যপূর্ণ ভাগবত পুরাণখানি আদ্যোপান্ত কীৰ্ত্তন করিলে পর ঋষিগণ তাহাকে প্রণাম করিলেন এবং তিনিও তাহাদিকে আশীর্বাদ বাক্যে সংশ্লিষ্ট করিয়া অভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিলেন ॥ ৩১ ॥

বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধে

পুরাণকলবর্ণনং নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ সমাপ্ত ॥ \* ॥











